

# শঙ্করবিজয়ম্।

মূল টীকা ও নবানুবাদ সহ শ্রীনাথো মিশ্র দ্বারা সংগৃহীত ও

কলিকাতা বড়বাজার হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত



যুক্তিযুক্তম্।

অমৃতম্।

যতো ধর্ম্য স্ততোজয়ঃ।

শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক অনুবাদিত।

কলিকাতা।

২৪৩ নং বহুবাজার স্ট্রীট, চীপসাইড প্রেসে

বি, এচ, ব্যানার্জী এণ্ড কোং দ্বারা মুদ্রিত।

জ্যৈষ্ঠ ১২৯০ সাল।





## ভূমিকা ।

পরমহংস পরিত্রাজকাচার্য্য পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য শঙ্করাংশে অবতীর্ণ হইয়া ভূতলে জন্মগ্রহণ করেন । কিন্তু আমরা আচার্য্যের অলৌকিক জীবনীকল্পিত ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া উক্ত মতের সম্পূর্ণ বিশ্বাসভাজন হইয়াছি । কারণ, আচার্য্যের উপর অংশ কল্পনা করিয়া তাঁহার মাহাত্ম্যের অন্ততঃ কিয়দংশের ন্যূনতা স্বীকার করিতে আমরাদিগের সাহস হয়না । “বস্তুতঃ, শঙ্করঃ শঙ্করঃ স্বয়ম্” এই মতেরই আমরা একান্ত পক্ষপাতী ও অনুরক্ত ।

এই মহাত্মার জীবন চরিত্র যে কতদূর নিখিল ও সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধনক তাহা বোধহয় কাহারও অবিদিত নাই । অদ্য যে হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ পতাকা আকাশপথে উড়িতেছে, অদ্য যে হিন্দুশাস্ত্রের প্রথর প্রভাব পৃথিবীর সর্বজাতির আদরণীয় হইয়াছে, আচার্য্যই তাহার পথ প্রদর্শক ও মূলভিত্তি । ফলতঃ যখনদিগের অধিকারে বা অত্যাচারে অধ্যাবর্ত্তে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইলে আচার্য্যই তাহার পুনঃ সংস্করণ করিয়া উপদ্রুত, উৎপাদিত ধর্ম্মের শান্তি সংস্থাপন করেন ।

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে শঙ্করাচার্য্য পূর্ণশঙ্কর এবং তাঁহার জীবনী ঘটনার বিষয় সর্বসাধারণেরই কোতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে আনন্দ বর্ষণ করিবে ভাবিয়া অদ্য আমরা তাঁহার জীবনচরিত্র প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । আমরা তাঁহার অমানুষ্য প্রতিপন্ন করিবার পুস্তক না পাইয়া, কি না দেখিয়া কদাচ পূর্ণ শঙ্কর বলিতে সাহসিক হইতাম না । আচার্য্যের জীবনচরিত্রে পুস্তকই আমরাদিগের বলবান্ প্রমাণ ও একমাত্র যুক্তিস্থল । এবং কৃতবিদ্য সভ্য সমাজে অদ্য আমরাদিগের তাহাই সমালোচনীয় ।

আচার্য্যের জীবন চরিত্র সম্বন্ধে দুইখানি পুস্তক দেখিতে পাওয়া যায় । একখানি বেদের টীকাকারে সায়ণাচার্য্য [অপর নাম মাধবাচার্য্য] রচিত, অপর খানি আচার্য্যের প্রিয়শিষ্য আনন্দগিরি বিরচিত । শেষোক্ত পুস্তকখানিতে সর্বশুদ্ধ ৭৪ চূড়ান্তরূপে প্রকরণ আছে । এবং আচার্য্যের শঙ্করাবতারের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করিয়া শৈব, ভাগবত, বৈষ্ণব, কৰ্ম্মহীন বৈষ্ণব, বৈখানস, হৈরগ্যগর্ভ, অগ্নিবাদী, মৌর, মহাগণপতি, বাগ্‌দেবতা, চার্ব্বক, মৌগত, জৈন, বৌদ্ধ, মল্লারি, বিশ্বক্‌সেন, মত প্রভৃতি নিরাকরণ করিয়া পরিশেষে গুরুদেহ ভাগ প্রকরণ গ্রন্থ সমাপ্তি করিয়াছেন । ফলতঃ আনন্দগিরি স্বীয় গুরুর সম্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর হইতে যে দেশে যে সময়ে যাহার সহিত যে বিষয়ের তর্ক হইয়াছিল, তাহাই অবলম্বন করিয়া যে এই পুস্তক প্রণয়ন করেন তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই । কিন্তু এই পুস্তক পাঠে সাধারণের প্রীতিবর্দ্ধিত হওয়া দূরে থাকুক দেখিতেও ইচ্ছা হইবে না । কারণ এই পুস্তকে ঐ একটা বিষয় ভিন্ন কোন্‌ দেশে, কোন্‌ কালে, কাহার ঔরসে এবং কাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কি কি উপায়ে কাহার নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়া সংসারে বীতরাগ হন তাহার বিষয় কিছুই উল্লিখিত হয় নাই । এই সমস্ত কারণে পূর্বেও দুইখানি পুস্তকের মধ্যে প্রথমোক্ত পুস্তক খানি আমরাদিগের লক্ষ্য হইয়াছে । ঐ দুইখানি পুস্তকেরই নাম “শঙ্করবিজয়” ।

প্রথমোক্ত পুস্তক খানি প্রথমতঃ অতি দুর্লভ, কারণ কলিকাতা নগরীতে অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই ।

মুম্বাই এবং কাশীনগরীতে মুদ্রিত হইয়াছে। সায়ণাচার্য্য ঐ পুস্তক খানি পদ্যে, ও আনন্দগিরি অধিকাংশস্থল গদ্যে, তবে মধ্যে মধ্যে ছুইচারিটি পদ্যে “শঙ্করবিজয়” পুস্তক রচনা করেন। সায়ণাচার্য্য কৃত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যথা,—

এই পুস্তকে ষোড়শটি সর্গ আছে। যথা,—১ম উপোদ্যাত ;—২য় তাঁহার উৎপত্তি ;—৩য় অমৃত ভোজী দেবতাদিগের অবতার নিরূপণ ; চর্থ অষ্টম বৎসর বয়ঃক্রমেরও পূর্বে যে আচার্য্যের চরিত্র বিশুদ্ধ ছিল তাহার প্রকরণ ; ৫ম তাঁহার উপযুক্ত চতুর্থাশ্রম প্রাপ্তির নিরূপণ ; ৬ষ্ঠ কালক্রমে আত্মবিদ্যার অনুশীলনী সম্প্রদায়গণ উদ্ভিন্ন হইলে পুনর্বার তাহার সম্যকরূপে সংস্থাপন ; ৭ম শঙ্করাচার্য্য ও ব্যাসাচার্য্যের পরস্পর দর্শন জন্য আশ্চর্য্য ঘটনা ; ৮ম মণ্ডনমুনি এবং আর্য্য ভাষ্যকারের সম্বাদ ; ৯ম সরস্বতীকে সাক্ষী করিয়া মণ্ডনমুনির সর্বজ্ঞত্ব নির্বাহের উপায় চিন্তা ; ১০ম যোগশক্তি দ্বারা নরপতি অশ্বরকদেহের প্রবেশ, এবং কামফলা অবগত হইয়া সেই কামশাস্ত্রের প্রশঙ্গাধীন প্রপঞ্চ প্রকাশ ; ১১শ উগ্রভৈরব নামক কাপালিকের পরাজয় ; ১২শ হস্তামলক এবং আর্য্যাতোটক এই উভয়ের আচার্য্যের নিকট শিষ্যরূপে আশ্রয় ; ১৩শ রত্নির সহিত ব্রহ্মবিদ্যা ( বেদান্ত শাস্ত্রের ) প্রচার ; ১৪শ পদ্মপাদের তীর্থযাত্রার নিরূপণ ; ১৫শ আচার্য্যের আশা ( দিক্ এবং বাসনা ) জয়ের কৌতুক , ১৬শ সেই মহাত্মার শরদা পীঠে অবস্থান। এই সমস্ত সর্গের বিস্তৃত বিবরণ অনুবাদ কালে বিশেষ দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে সংক্ষেপে সামান্যমাত্র বিবরণ উল্লিখিত হইল। বস্তুতঃ অদ্যাবধি ঐদৃশ মহাত্মার জীবন-চরিত্র যে আবৃত ছিল ইহাই বিচিত্র।

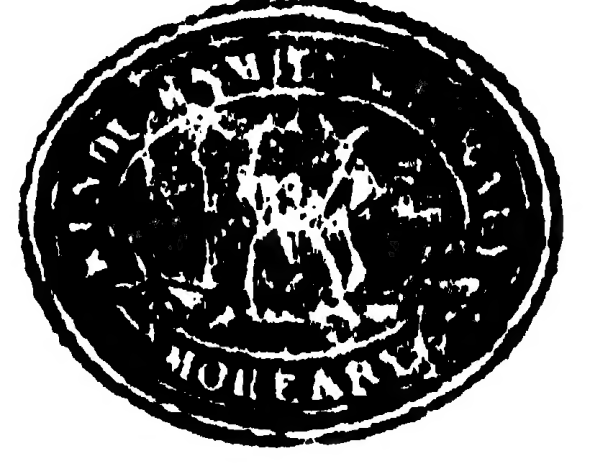
আনন্দগিরি ও স্বকীয় গ্রন্থের প্রথম প্রকরণ সায়ণকৃত পুস্তকের ষোড়শ সর্গের যে যে বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত আভাস প্রদর্শন করিয়াছেন। যাহাই উহক, যতই বলি, কলিকাল নিগাসী ধর্ম্মের প্রপ্রদাতা সদাশয় শ্রীলশ্রীযুক্ত নাথোজী মিশ্র মহোদয় আন্তরিক শ্রদ্ধা, যত্ন, ও অর্থব্যয় করিয়া দেশান্তর হইতে ঐ পুস্তক আনয়ন করিয়া মূল, টীকা ও বঙ্গানুবাদের সহিত প্রকাশ করিবার জন্য আমাকে অনুবাদকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই, যিনি সদসং, ধর্ম্মাধর্ম্ম, শীতোষ্ণ, এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত বস্তুদ্বয় সৃজন করিয়া আমাদের রক্ষা করিয়া থাকেন, যাহার আশীর্ব্বাদে প্রথর মহিমায় এই বিশ্বসংসার প্রতিনিয়ত এক নিয়মে অবস্থিত আছে, তাঁহার কৃপাকটাক্ষে, অনুগ্রহ প্রবাহে যেন পতিত হইয়া ঐদৃশ দুর্কিসহ ভার অবলম্বন করিয়াও না উপহাসাম্পদ হই। এবং সঙ্কদয় পণ্ডিতগণের নিকট আমার সানুনয় ও সশ্রদ্ধ নিবেদন এই তাঁহার। যেন হংসের মত নীরভাগ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষীরভাগগ্রহণের মত দোষভাগ পরিত্যাগ করিয়া গুণ ভাগ গ্রহণ করিয়া প্রকৃত দূরদর্শীত্বের পরিচয় দিয়া জগতে মহিমা প্রচার ও আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন। তাহা হইলে আমি আত্মজীবন তাঁহাদিগের নিকটে যে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে নিবদ্ধ থাকিব তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। কিমধিকমিতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাভূষণ।

অনুবাদক।

# শঙ্করবিজয়ম্ ।



## প্রথমোঃধ্যায়ঃ ।

প্রণম্য পরমাত্মানং শ্রীবিদ্যাভীর্থরূপিণম্ ।

প্রাচীনশঙ্করজয়ে সারঃ সংগৃহ্যতে স্ফুটম্ ॥১॥ যদ-

শ্রীগণেশায় নমঃ । শ্রীমদ্বিক্রমভাবিবন্দ্যচরণং গোপাদি  
কারাধিতং বন্দে পূর্ণসিতাঙ্গসৌম্যাবদনং সংসারতাপাপহং । সত্যং  
জ্ঞানমনস্তমাদাবিধুরং গোভারসংহারকং সৰ্ব্বাত্মানমপাস্তসৰ্ব্ব-  
মমলং বিশেষ্বরং শঙ্করম্ ॥ ১ ॥ ভূমঃ শ্রীবালগোপালভীর্থান্  
বাসমুখান্ মুনীন্ । বিদ্বত্ত্বং ন গণেশাদীন পণ্ডিতাংশ্চ বিমৎস-  
রান ॥ ২ ॥ ব্যাখ্যানরহিতস্তাত্ত্ব্য ব্যাখ্যানং ডিণ্ডিমাভিধং । ক্রিয়তে  
বৈরবোধায় প্রমাদঃ ক্রমাতাং বুধৈঃ ॥ ৩ ॥ নিখিলানর্থ নিবৃত্তি-  
পূষকপরমানন্দাবির্ভাবলক্ষণপরমপুরুষার্থানন্যসাধনাত্মৈত জ্ঞান-  
বিজয় পর্যাবসন্নঃ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিজয়মাবিকৃত্ত্বং গ্রন্থমারভ  
মাণঃ শ্রীমান্ মাধবাচার্য্যস্তাত্ত্ব্য নিৰ্ব্বিঘ্নপরিসমাপ্ত্যাদিসিদ্ধয়েহবি  
গীতশিষ্টাচারানুসৃত্ত্ব্যক্তি প্রমিতকর্তব্যাতাকং বিষয়প্রয়োজনসূচকং  
মঙ্গলমাচরন্ চিকীর্ষিতং প্রতিজানীতে ॥ প্রণমোতি ॥ পর-  
মাত্মানং পরমেশ্বরং প্রণম্য প্রাচীনশঙ্করজয়ে সারঃ ময়া

মাধবেন সংগৃহ্যতে সংগ্রহভেনাস্ফুটত্বমশঙ্ক্যাহ স্ফুটং যথা স্যা  
তথেষ্টি পরমাত্মানং বিশিনষ্টি শ্রীবিদ্যাভীর্থরূপিণম্ ॥ অনেন  
স্বগুরোঃ শ্রীবিদ্যাভীর্থশ্রেয়স্রাবতারত্বং তত এব সৰ্ব্বজ্ঞত্বং চ  
সৃষ্টিতম্ অন্যেষামপি পরমাত্মনি স্বগুরো চ তুল্যভক্ত্যেব নিঃশ্রেয়-  
সপ্রাপ্তিরিত্যপি ধ্বনিতং । তথাচ ক্রতিঃ যন্ত দেবে পরা ভক্তির্যথা  
দেবেতথা গুরো । তত্শ্রেতে কথিতা হৃদ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মন  
ইতি । যথা পরং পরমেশ্বরং সৰ্ব্বাত্মানং শিবং প্রণম্যোত্যর্থঃ  
তং বিশিনষ্টি শ্রীবিদ্যাভীর্থরূপিণং তার্কিকাদিকল্পিতৈঃ কুতর্কৈ-  
শ্বলিনীকৃতান্য বিদ্যায়াঃ সরস্বত্যাক্তমলাপকরণেন শোধকত্বাৎ  
বিদ্যাভীর্থঃ শ্রীমা ব্রহ্মবিদ্যাশ্রিকয়া যুক্তঃ শ্রীবিদ্যাভীর্থো ভগবান্  
ভাষাকারঃ তজ্জপিণং তথাচোক্তং সংক্ষেপশারীরকাচার্য্যৈঃ । বক্তার-  
মাসাদ্য যমেব নিত্য্য সরস্বতীস্বার্থসমম্বিতাসীৎ । নিরন্তরত্বকলঙ্ক  
পঙ্ক নমামি তং শঙ্করমর্জিতাজ্জিম্বিতি শিবাবতারত্বং ভগবতো

যেৰূপ একটা বৃক্ষরোপণ করিলে তাহার ফল-  
ভোগ করিবার জন্য কত অনিবার্য্য উপদ্রব হইতে  
বৃক্ষকে রক্ষা করিতে হয়, যেৰূপ স্বকীয় তনয়কে  
শিক্ষিত, বিনীত এবং ধাৰ্ম্মিক করিতে হইলে  
অসংস্রম অসদাচরণ এবং অসদ্ বিষয় হইতে কত  
সতর্ক কত যত্নে তাহাকে প্রতিপালন করিতে  
হয়, সেইরূপ জগতে সমস্ত শুভকর্ম নিৰ্ব্বিঘ্নে

সম্পন্ন করিতে হইলে সর্বপ্রথমে শুভকর্মের  
অবশ্য্যাবী উপদ্রব সকল যথাসাধ্য নিবারণ করিতে  
হয় । এই জন্য শঙ্করাচার্য্যের জীবনচরিত্র লেখক  
মহানুভাব সায়ণাচার্য্য, আরক শুভকর্মের নিৰ্ব্বিঘ্নে  
পরিসমাপ্তির জন্য অগ্রে মঙ্গলাচরণ করিতে প্রবৃত্ত  
হইয়াছেন যথা. আমি শ্রীবিদ্যাভীর্থরূপী পর-  
মেশ্বরকে প্রণাম করিয়া প্রাচীন শঙ্করের জয়



দ্ব্যটানাং পটলো বিশালো বিলোকাভ্যোহ্মে কিল-  
দর্পণেহপি । তদ্বন্দীয়ে লঘুসংগ্রহেহস্মিন্দীক্ষ্যতাং  
শঙ্করবাক্যসারঃ ॥ ২ ॥ যথাতিরুচ্যে মধুরেহপি

রুচ্যুৎপাদায়রুচ্যন্তরয়োজনাহ । তথেষ্যতাং  
প্রাকবিহাদ্যপদ্যেষেযাপি মৎপদ্যনিবেশভঙ্গী ॥ ৩ ॥  
স্ততোহপি সম্যকবিভিঃ পুরাণৈঃ কৃত্যপি নস্তযাতু

ভাষ্যাকারশ্চ শিবপুরাণাদেবগন্তবাং তথাচোক্তং শিবপুরাণে  
বাকুর্ননু ব্যাসসূত্রার্থং শ্রুতেরর্থং যথোচিবান্ । শ্রুতেনায়াঃ সএ-  
বার্থঃ শঙ্করঃ সবিতান নঃ । যদ্বা আত্মানং প্রত্যগভিন্নং পরং  
পরমেশ্বরং শ্রীশ্রীবিদ্যাশঙ্কেন পরাপরবিদ্যো তৎপ্রাপ্যোমোক্ষ  
দেবলোকো চ গৃহ্যেতে তীর্থশঙ্কেন তীর্থং শাস্ত্রাপরমেশ্ব-  
রোপাধায়মস্ত্রিমু । অবতারবিশিষ্টাশ্রুতঃ স্ত্রীরজঃসূচ বিষ্ণুতমিত্তি  
বিশ্বোক্তানি শাস্ত্রাদৌনি গৃহ্যেতে । তদ্রূপিণং সর্কীয়কমিত্যর্থঃ সর্কং  
খলিদং ব্রহ্ম একমিদং ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়মিত্যাদি শ্রুতেস্তথাচ  
শ্রীমচ্ছঙ্করজয়নিক্রপণেন তদ্রূপশ্চ ব্রহ্মাত্মভাবশ্চৈব জয় ইতি । সএবা-  
জ্ঞাতঃ সন্ বিষয়ো জ্ঞাতঃ সন্ প্রয়োজনম্ আচার্য্যবিজয়জ্ঞানং  
ত্ববাস্তুরপ্রয়োজনমিত্তি পরমেশ্বাদিনা সূচিতম্ । অত্রানেকার্থশঙ্ক-  
তাসাং শ্বেবালঙ্কারসূক্তং নানার্থসংশ্রয়ঃ শ্রেয় ইতি । দেবতাবাচকাঃ  
শঙ্ক্য যে চ ভদ্রাদিবাচকাঃ । তে সর্কৈ চ ন নিন্দ্যাঃ স্থালিগিতো  
গগতোহপিচেতুস্ত্বাজ্ঞগাদিপ্রয়োগো ন দোষাবহ ইতি মন্তব্যম্  
॥ ১ ॥ নহু প্রাচীনশঙ্করজয় উদাহৃতানাং শঙ্করবাক্যানাং সার-  
স্বদীয়ে সংগ্রহে কথমবলোকনীরস্তব সংগ্রহস্ত্যাক্ষাদিত্তিচেত্তত্রাহ  
যদ্বদিত্তি যদ্বদ্বটানাং কুস্তানামিত্তিরিসাং বা অদ্বিশৃঙ্গানাং বা

বিষয়ে বিশদরূপে সারসংগ্রহ করিতেছি । স্বকীয়  
গুরু এবং পরমেশ্বরের উপর তুল্যভক্তি করিলে  
মোক্ষপ্রাপ্তি হইয়া থাকে বলিয়া সায়ণাচার্য্য  
স্বীয় গুরু বিদ্যাভীর্থেকে পরমাত্মস্বরূপে উল্লেখ  
করিয়াছেন । বিদ্যাভীর্থেশব্দে ভগবান্ ভাষ্যাকার,  
এং বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য যে শিব-  
রূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহাও শৈব-  
পুরাণ হইতে অবগত হওয়া যায় ॥ ১ ॥

যে রূপ করিকুস্ত কিম্বা গিরিশৃঙ্গের সমূহ বিস্তৃত  
হইলেও অত্যন্ত দর্পণতলে দৃষ্ট হইয়া থাকে, সেই

পটলঃ সমুদায়োবিশালো বিস্তৃতোহহেহপি দর্পণেবিলোকাভ্যে  
কিলেতি প্রসিদ্ধং তদ্বন্দ্বিন বুদ্ধিশ্চৈবদীয়ে লঘুসংগ্রহে শঙ্কর-  
বাক্যানাং সারউদাহৃতানাং সমাগবলোকাভ্যো উপমাভ্যাকারঃ সাধন্য-  
মুপমাভেদ ইত্যাক্তেঃ । ইপ্রোপেজ্জবজ্জামিপ্রণাহুপজ্জাতবৃত্তঃ অনন্ত-  
রোদীরিতলক্ষভাজোপাদৌ যদীয়াবুপজাতয়ন্তা ইতি লক্ষণাং ॥ ২ ॥  
প্রাচীনশঙ্করজয়শ্চ বৈযথ্যমাশঙ্ক্যাহ যথোতি যথাতিরুচ্যেহত্যন্ত-  
মভিলাষবিষয়ে মধুরে রুচ্যুৎপাদায় রুচ্যন্তরশ্চ সলবণশ্চ যোজনাহা  
যোগ্যা তথা এষা মৎপদ্যনিবেশভঙ্গী মদীয়ানাং নিবেশশ্চ বিভ্যা-  
সশ্চ ভঙ্গী রীতিরপি প্রাচঃ কবেঃ হৃদ্যেবু মনোজ্ঞেবু পদ্যেবু রুচ্যুৎ-  
পাদায় ইযাতামিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ যদ্যপি পুরাণৈঃ প্রাচীনৈঃ কবিভিঃ  
সম্যক স্ততস্তথাপি নোহস্মাকং কৃত্য ভাষ্যাকারস্তযাতু অভ্যর্থনাম্যং  
লোট বহুবচনং বাস্মনঃ কাম্যভিপ্রায়েণ । নহু দ্বয়য়া তব কৃত্য

রূপ শঙ্করবাক্যের সারভাগ অতিশয় বিস্তৃত  
হইলেও আমার এই ক্ষুদ্র সংগ্রহ পুস্তকে যে  
অবাধে বিলোকিত হইতে পারিবে তাহাতে আর  
অণুমাত্রও সন্দেহ নাই ॥ ২ ॥

অত্যন্ত অতিশয়নীয় মধুররসে অধিক রুচি উৎপাদনের  
নিমিত্ত লবণরসমিশ্র বস্তুর প্রয়োজন হইয়া থাকে,  
নতুবা মধুর রসের আশ্বাদন তৎকালে অরুচিজনক  
হইয়া উঠে । এই কারণে প্রাচীন কবির মনোজ্ঞ  
পদ্যরসের আশ্বাদন বিষয়ে পুনর্বার রুচিরুদ্ধি করি-  
বার প্রত্যাশায় পাণ্ডিতগণ আমার এই পদ্যরচনার  
সুমধুর ভঙ্গী ইচ্ছা করুন । বস্তুতঃ মদীয় সংগ্রহ  
গ্রন্থ অতিশয় মধুর রসে পরিপূর্ণ না হউক কিন্তু  
লবণরসের মত রুচিজনক হইলেই যথেষ্ট  
হইবে ॥ ৩ ॥ যদ্যপি প্রাচীন কবিগণ ভাষ্যাকার  
শঙ্করাচার্য্যকে সম্যকরূপে স্তুত করিয়াছেন সত্য,

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ভাব্যকারঃ । ক্ষীরাক্সিবাসী সরসৌরুহাক্ষঃ ক্ষীরং  
পুনঃ কিং চকমে ন গোষ্ঠে ॥ ৪ ॥ পয়োক্ষিবিবরী-  
সুনিঃসৃতসুধাধরীমাধুরীধুরীগভণিতাধরীকৃতফণাধরা-

ধীশিতুঃ । শিবক্ষরসুশক্ষরাভিধজগদুত্তরোঃ প্রায়শো  
যশো হৃদয়শোধকং কলয়িতুং সমীহামহে ॥ ৫ ॥  
কেমে শক্ষরসগুরোদ্ গুণগণা দিগ্জালকূলক্ষ্যাঃ

তস্ম তুষ্টিবিতাশক্যাপ্তকামস্ত পয়মেধরস্ত ভক্ত্যা কৃতেন স্বল্পেনাপা-  
দিকাদদিকতরতুষ্টিবিতাহ ক্ষীরাক্সিবাসীতি ক্ষীরাক্সিঃ ক্ষীরসমুদ্রঃ  
বস্ত্রং শীলমস্তাজীতি তণ্য কমলমদংশেহক্ষিনীনেত্রে যস্ত স সরসৌ  
রুহাক্ষো ভগবান্ বিষ্ণুঃ গোষ্ঠে ব্রজে প্রেমভারাক্ষাত্তাভির্গোপী  
ভির্দীপমানমল্লং দুষ্কং কিং পুন ন চকমেহপিতু কামিতবানে  
বেত্যর্থঃ । ব্রজঃ স্তাদেগাকূলং গোষ্ঠমিতি বৈজয়ন্তী । অত্র  
স্ততিক্ষীরয়োর্দ্বিগুপতিবিস্তাযাং দৃষ্টান্তালক্ষ্যঃ দৃষ্টান্তঃ  
পুনরেক্ষমাং প্রতিবিশ্বনমিত্যুক্তেঃ ॥ ৪ ॥ তস্মাক্সিবং সুখং  
করোতীতি শিবক্ষরঃ অতএব সুশক্ষর ইত্যভিধা সংজ্ঞা যস্ত শিব-  
ক্ষরশ্চাসৌ সুশক্ষরাভিধশ্চ স চাসৌ জগতাং গুরুশ্চ তস্ত  
শিবক্ষরসুশক্ষরস্তজগদুরোভগবতো ভাব্যকারস্ত প্রায়শো যশো  
হৃদয়শোধকং কলয়িতুং অন্তঃসন্ধাতুং কথয়িতুং বা সমীহামহে  
সম্পূর্ণবস্ত্র চেষ্টার্থবস্ত্র ইহপাতোৎকৃষ্টরূপং সমাক্ চেষ্টাং প্রযতুং  
কুর্ম্যঃ । কচিদ্দৃশ্যসমোহপি কথনাং প্রায়শ ইত্যুক্তং তং বিশিনষ্টি

পয়োক্ষেঃ ক্ষীরসমুদ্রস্ত বিবরীভ্যাঃ সূক্ষ্মচ্ছিদ্রেভ্যাঃ সুনিঃসৃত্যঃ  
সুধায়া অমৃতস্ত ধরীণাং সূক্ষ্মপ্রবাহাণাং মাধুরী মধুরতা তস্তাঃ-  
সকাশাৎধুরীগং শ্রেষ্ঠমতিমধুরং যৎ ভণিতং ভাষিতং তেনাধরীকৃতঃ  
ফণাধরাণাং সর্পাণামধীশিতানিরস্তা শেষো যেন তস্ত অত্র বৈকস্তা-  
সকৃদাবৃত্যমুপ্রাসঃশব্দালক্ষ্যঃ একস্তাপাসকৃৎপর ইত্যুক্তেঃ পৃথী বৃত্তং  
জসৌ জসযলাবসুগ্রহযতিশ্চ পৃথীগুরুরিতিলক্ষণাং ॥ ৫ ॥ শক্ষর-  
গুণানুগুণে স্বস্থানর্হতামাশক্য পরিহরতি ক্বেতি সন্দেহ সোমোদ-  
মগ্র্য আসীদেকমেবাদ্বিতীয়মিচ্ছাদিশ্রুতাক্ষসদ্বিতীয়স্ত বোধন-  
ত্বাৎসদাকুরঃ সত্যং বা গুরুঃ শক্ষরশ্চাসৌ সদাকুরশ্চ তস্ত গুণানাং  
গণাঃ সমূহাঃ দিগ্জালস্ত কূলং রোদং কথন্তি ব্রহ্মীতি দিগ্জালকূল  
ক্ষ্যাঃ সর্বকূলেভ্যাদিনাথঞ্ অকুর্ষ্বদজস্ত্যোতিষ্ম দিগ্জাল  
মুল্লজ্যাগতা ইত্যর্থঃ । কালেন বসস্তাদিকালেনোন্মীলিতানাং প্রসু-  
ল্লিতানাং মালতীভূতগলক্ষণং মালত্যাডিপুষ্পাণাং পরিমলো বিম-  
দোথো জনমনোহরো গন্ধস্ত্যাবষ্টস্তস্ত মুষ্টিক্ষরা মুষ্টিং ধবতি

কথাপি তিনি আমাদিগের এই সামান্য কার্য্যে সন্তুষ্ট  
হউন এই মাত্র প্রার্থনা । তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন  
ক্ষীরসমুদ্রেই যাঁহার নিয়ত অবস্থান, প্রস্ফুটিত  
সরোজ সদৃশ যাঁহার নেত্রযুগল, (অন্যের কথা দূরে  
থাকুক) সেই ভগবান্ বিষ্ণুও কি গোকূলে গোপাঙ্গ-  
নাদিগের প্রদত্ত অল্পমাত্র দুগ্ধ অভিলাষ করেন নাই !  
গোপীদিগের অল্পদুগ্ধও যে তিনি প্রার্থনা করিয়া-  
ছিলেন অবশ্যই ইহা সকলেরই স্বীকার করিতে  
হইবে ॥ ৪ ॥ ক্ষীরসমুদ্রের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র হইতে  
যে সমস্ত অমৃত নির্ঝর নিঃসৃত হইয়াছে সেই  
সমস্ত সূক্ষ্ম অমৃত প্রবাহের মাধুর্য্য অপেক্ষাও  
অতিশ্রেষ্ঠ মধুরময় বাক্যদ্বারা যিনি ফণিপতি  
অনন্তকেও শুভ্রতাগুণের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া পরাস্ত

করিয়াছেন, অদ্য আমরা শিবকারী বলিয়া যিনি  
শক্ষর নামে অভিহিত, সেই জগদগুরু শক্ষরাচার্য্যের  
হৃদয়ের পবিত্রতাকারক শুভ্রবর্ণ যশোরাশির অনু-  
সন্ধান করিতে সমাক্ রূপে যত্ন করিতেছি । ক্ষীর-  
সিন্ধু, অমৃত এবং অনন্ত সর্প ইহার। সকলেই  
শ্বেতবর্ণ । কনিদিগের মতানুসারে কীর্তিও শুভ্রবর্ণ ।  
কিন্তু আচার্য্যের ক্ষীরসমুদ্রের অমৃতজয়ী বচনে  
অনন্তসর্প পরাজিত হইবে তাহা আশ্চর্য্য নহে । এবং  
এইরূপ মহানুভাবের কীর্তিকলাপ যে সাধারণের  
অনুসন্ধানীয় বা প্রার্থনীয় তাহাও সর্ববাদিসম্মত  
॥ ৫ ॥ যাঁহার গুণরাশি দিগ্জাল উল্লঙ্ঘন করিয়া  
গমন করি যাচ্ছে, এবং বসন্ত প্রভৃতি উপযুক্ত  
কালে নিকশিত মালতী প্রভৃতির ঘন পরিমল

কালোন্মীলিতমালতীপরিমলাবষ্ঠমুষ্টিক্ষয়াঃ । কাহং  
হন্ত তথাপি সদগুরুকৃপাপীষুপপার স্পরীমগ্নোন্মগ্ন  
কটাক্ষবীক্ষণবলাদন্তিপ্রশস্তাইতা ॥ ৬ ॥

পিবন্তীতি তে কালোন্মীলিতমালতীপরিমলবদনাদপি অধিকতর-  
সুখকর্যাইত্যাঃ নাড়ীমুট্টোচ্চৈতিবশ্চইমেপ্রসিদ্ধাঃ কাহং জহ-  
বত্যন্তাযোগাঃ ক যদাপীত্যাখ্যাহার্যাং হন্তেতি হর্ষে তথাপি  
নদগুরোর্বিন্দ্যাতীর্থস্ত শঙ্করস্ত বা কৃপাকৃপস্ত পীষুপস্তামৃতস্ত পার  
স্পর্যাং পরম্পরায়ঃ মগ্নেনোন্মগ্নেন চ কটাক্ষেন নিমীলনে  
মগ্নস্তোন্মীলন উন্মগ্নস্যচারণোঃ বীক্ষণমেববলং তস্যাং ঐশস্তা  
যোগ্যতা মমাতীত্যর্থঃ অনুরূপয়োর্ঘটনাবর্ণনেন বিষমং বর্ণ্যতে  
যত্র ঘটনানুরূপয়োরিত্যুজ্জেন বিষমেন প্রাপ্তায়া অনর্হতয়া  
বিচার্যকৃপকেণ প্রতিবেদাদাক্ষেপালঙ্কারস্ত আক্ষেপঃ স্বয়মুক্তস্ত  
প্রতিবেদো বিচারবাদিত্যুক্তস্ত তাত্ভ্যাং শঙ্করঃ অবিশ্রান্তিজুষ্-  
মাশ্রয়ান্ধ্রাশ্রিতঃ তু শঙ্কর ইত্যুক্তেঃ স্বর্ঘ্যার্থৈর্মসজ্জতাঃ  
সগুরুবংশাদূর্লবিক্রীড়িতম্ ॥ ৬ ॥ অধস্তমকৃতার্থমাত্মনং ধন্তং  
মন্তু ইতি ধন্তশ্রুত্যাঃ অসজ্জনং দুর্জনমাত্মনং সজ্জনং মন্তু ইতি

অপেক্ষাও যে সমস্ত গুণরাশি সুখকর, সদগুরু  
আচার্য্যের ঐদৃশ অলৌকিক গুণ রাশিই বা কোথায় ?  
এবং এই মুঢ়মতি সাধারণই বা কোথায় ?  
বস্তুতঃ এই উভয়ের পরস্পর ঘটনা অতি দুর্লভ ।  
হায় ! তথাপি এই এক মাত্র ভরসা দেখি-  
তেছি যে, আচার্য্যের অনুকম্পারূপ অমৃতরাশির  
পরম্পরাসম্বন্ধে নিমীলনকালে মগ্ন এবং উন্মীলন-  
কালে উন্মগ্ন এইরূপ কটাক্ষের দ্বারা দর্শনকালে  
আচার্য্যের গুণবর্ণনা করিতে আমার প্রশংসনীয়  
যোগ্যতা আছে । তাঁহার কৃপাকটাক্ষ কেপ ব্যতীত  
তাঁহার গুণবর্ণন করিতে অগ্রসর হয়, এরূপ  
লোক ভূতলে নিতান্ত বিরল বস্তুতঃ সে লোক  
নাই ॥ ৬ ॥

ধন্যশ্রুত্যাঃ উক্তশ্রুত্রে মুম্ম অক্কেঃ সমুদ্রস্ত কন্তালক্ষীঃ সৈব নী  
চঞ্চলভারতকীতস্তা নৃত্যেন নর্তনেনোন্মগ্নাঃ ধন্তশ্রুত্যাঃ তে  
বিবেকশ্রুত্যাঃ সজ্জনশ্রুত্যাঃ কাকিকন্তালক্ষীঃ নৃত্যেনোন্মগ্নাঃ চৈতিবন্দো  
বা দ্বয়োর্ঘ্যোঃ কক্ষ্মদারয়েবন্দো বা তে চ তে নরাধমোন্মগ্নোন্মগ্না-  
ধম্যস্ত তেষাং কথা যদা তেষাং নরাধমানামধম্যস্ত তাঃ কথ্যস্ত  
তাসাং সমুদ্রাঃ সজ্জবীএব দুর্জনমাত্মপক্ষাষ্টৈর্দিক্কাঃ লিপ্তাঃ মে  
গিরঃ বাচঃ অদ্য শঙ্করগুরোঃ ক্রীড়াসমুদায়শ্চএব পারাবারঃ  
সমুদ্রঃ পারাবারঃ সরিৎপতিরিতামরঃ । তস্য সমুদ্রলব্ধির্বা বৈষ্ণোরি  
প্রবাহৈঃ সংকালয়ামি ক্ষুটং যথাস্থাতথা সমাক্ প্রকালয়ামীত্যাঃ  
তথাচোক্তং ভগবতাবেদবাসেন অসংকীর্ণনকাস্তারপরিবর্তন  
পাংসুলাং । বাচঃশৌরিকথালপৈর্গগ্নয়েব পুনীমহে ॥ অত্ররূপকবৃত্তা  
মুপ্রাসরোরছোচ্চনিরপেক্ষারারেকত্র সমাবেশান্তিলতপুলবৎসং  
সৃষ্টিঃ । সৈবাসংসৃষ্টিরেতেষাং ভবেদৈক্যাদিহস্থিতিরিত্যুক্তেঃ ॥ ৭ ॥

যাহারা অধন্ত হইয়াও আপনাকে ধন্ত  
বলিয়া বিবেচনা করে, অসজ্জন হইয়াও  
আপনাকে সজ্জন বলিয়া বিবেচনা করে,  
যাহারা হিতাহিত বিবেক শূন্য, এবং চঞ্চলা বলিয়া  
নর্তকীস্বরূপা ক্ষীরাক্তিনয়া লক্ষ্মীদেবীর নৃত্য  
মত্ত নরাধম হইতেও অধম লোকদিগের কথার  
সংসর্গরূপ দুষ্টপক্ষে একান্ত লিপ্ত মদীয় বাণী অদ্য  
শঙ্করগুরুর ক্রীড়া বশতঃ সমুদিত যশোরূপ সরিৎ-  
পতির সমুচ্চলিত বারিপ্রবাহ দ্বারা স্পষ্টরূপে  
সমাক্ কালিত করিব ॥ ৭ ॥



বক্ষ্যাসুখরৌবিমাণসদৃশক্ষুদ্রকিতীন্দ্রকমাশৌর্যো-  
দাৰ্যাদয়াদিবর্ণনকলাতুর্কাসনাবাসিতাম্ । মধবাণী-  
মধিবাসয়ামি যমিনস্ত্রৈলোক্যরঙ্গস্থলীনৃত্যংকীৰ্ত্তি  
নটীপটীরপটলোচ্চর্গৈঃ ক্বিকৌর্গৈঃ ক্বিতৌ ॥ ৮ ॥

পীযুষদ্যতিথওমণ্ডনকুপারুপান্তর শ্রীগুরুপ্রেমস্বৈ-  
মসমর্হণাহর্মধুরবাহারসূনোংকরঃ ! প্রোঢ়োহরং

বক্ষ্যাসুতেন গর্দভীশৃঙ্গেন চ তুচ্ছেন তুল্যাবে ক্ষুদ্রাণাং কিতীন্দ্রাণাং  
রাজ্যঃ কমাশৌর্যোদাৰ্যাদয়াদিভেদাঃ বর্ণনস্ত বা কলা তুল্যকরণ  
তুর্কাসনয়া তুর্গকিতা বাসিতাঃ তুর্গকিতাপ্রাঃ স্ববাচঃ যমিনো যতেঃ  
শ্রীশঙ্করস্ত ত্রৈলোক্যলক্ষণায়াঃ রঙ্গস্থল্যাঃ নৃত্যভূমিপ্রদেশে নৃত্যাত্মী  
চাসৌ কীৰ্ত্তিলক্ষণা নটী কস্তাঃ পটীরস্ত চন্দনস্ত পটলী সমূহঃ তস্তা-  
শ্চর্গৈঃ ক্বিতৌ পৃথিব্যাং বিকীর্গৈঃ প্রস্তুতৈরধিবাসয়ামি মৃগকয়ামি ।  
৮ ॥ অরং প্রোঢ়ো নবকালিদাসস্ত মাধবস্ত কবিতাসত্ত্বানরূপঃ  
সত্ত্বানকঃ কল্পরক্ষোহদ্য সমুদাতঃ সূমনসাং পণ্ডিতানাং হর্ষলক্ষণা-  
মোদপরম্পরাং দদাত্যৎ । যথা কল্পরক্ষঃ সূমনসাং দেবানাম্  
আমোদস্তাতিসমাকর্ষিণো গরুত সত্ত্বতিং দদাকি তদ্বদিত্যর্থঃ । তং  
বিপিনন্ত পীযুষদাত্তেরমতাংশোশ্চক্রস্ত খণ্ডঃ শকলঃ মণ্ডনমলকারো  
বদ্য তস্য শিবস্য কুপারুপান্তরস্য শ্রিয়া যুক্তস্য গুরোর্যং প্রেমঃ

বক্ষ্যানারীর পুত্র ও গর্দভীর শৃঙ্গতুল্য নিতান্ত  
তুচ্ছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিতীন্দ্রগণের কমা, শৌর্য, ওদার্য  
এবং দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণগণবর্ণনার কিয়ন্মাত্র কলা-  
স্বরূপ, তুর্কাসনাদ্বারা তুর্গকিত স্বীয়ভারতী, যতীন্দ্র  
শঙ্করাচার্যের ত্রৈলোক্যলক্ষণ রঙ্গভূমিতে নৃত্য  
পরায়ণা কীৰ্ত্তিলক্ষণা নটীর চন্দনরপচূর্ণদ্বারা পৃথিবী  
তলে বিকীর্ণ করিয়া অতিশয় স্তম্ভিত করিব । ৮ ।

নবকালিদাস মাধবাচার্যের এই প্রোঢ় কবিতা  
সমূহরূপ কল্পরক্ষ অদ্য সমুদ্যত হইয়া ( দেবতা-  
দিগকে যেরূপ সমাকৃষ্ট গন্ধসমুত্তি প্রদান করিয়া

নবকালিদাসকবিতাসত্ত্বানসত্ত্বানকো দদাদদ্যসমু-  
দাতঃ সূমনসামামোদপরম্পরীম্ ॥ ৯ ॥ সামো-  
দৈরনুমোদিতা মৃগমদৈরানন্দিতা চন্দনৈর্মন্দারৈরভি-  
নন্দিতা প্রিয়গিরা কাশ্মীরজৈঃ স্মরিতা । বাগেষা  
নবকালিদাসবিদুষো দোষোজ্জ্বিতাভুবিভ্রাতৈর্নিক-  
কর্গৈঃ ক্রিয়েত বিকৃত্য ধেনুস্তরুর্কৈরিব ॥ ১০ ॥

স্বৈয়া স্বৈর্গোণসমর্হণং সম্যক্ পূজনস্তম্ভিগর্হা যোগ্যা মধুরা বাহার  
উক্ত্যএব সূনানি পুষ্পানি তেষামুংকরো নিচরো যস্মিন্ সঃ । অত্র  
কবিতাসত্ত্বানসা কল্পরক্ষণাভেদেন রূপেণ রঙ্গনাট্যপকালকার-  
স্তত্বত্বং বিষয়াভেদতাজ্জপারঙ্গনং বিষয়স্য যৎ রূপকং তদিতি ॥ ৯ ॥  
সূমনসাং সূখকরমপি বস্ত কুমুনোভির্বিবৃকতং ক্রিয়েত ইত্যালোচ্য  
স্ববাচি বিকারপ্রাপ্তিং সম্ভাব্যাহ সামোদৈরিত্তি । আমোদেন হর্ষেণ  
বা সহিটৈর্মৃগাণাং মদৈঃ কল্পুরিকাসংজ্ঞকৈরনুমোদিতা শ্লাঘিতা  
সামোদৈরিত্যাস্যোত্তরতাপি সম্বন্ধঃ । সামোদৈশ্চন্দনৈরানন্দিতাহর্ষি-  
নন্দিতা তথা সামোদৈর্মন্দারৈঃ প্রিয়গিরাভিনন্দিতা তথা সামোদৈঃ  
কাশ্মীরজৈঃ প্রিয়গিরা স্মরিতা বিকাসিতা শ্লাঘিতা দোষৈ-  
র্বিবর্জিতাপি ধেনু যদ্বা দোষা রাত্রিস্তস্যামুজ্জ্বিতা স্বহানাদিমুক্তা  
নিকর্কণৈস্তরুর্কৈর্যে চৈব যথা বিকৃত্য ক্রিয়েত । তত্বকঃ সিল্লকে

থাকে ) সেইরূপ পণ্ডিতদিগকে হর্ষ লক্ষণ প্রমোদ  
পরম্পরা প্রদান করুক । এই কল্পরক্ষও সাধারণ  
নহে, কারণ—অমৃত কিরণ রজনীপতির খণ্ড যাঁহার  
অলঙ্কার সেই ভবানীপতি শঙ্করের রূপারূপ স্বরূপ  
শ্রীসংযুক্ত গুরুদেবের প্রেমস্বৈর্য্য দ্বারা সম্যক্ পূজা  
প্রকরণে সমুচিত মধুর বাক্যাবলী বাহার কুমুদ  
রাশি, এবং ঐ সমস্ত পুষ্পরাশিই যে বৃক্ষে সর্বদা  
বিদ্যমান, এ সেই কল্পরক্ষ । ৯ ।

নবপরিমল গন্ধ অথবা হর্ষ সহিত মৃগমদদ্বারা  
শ্লাঘিত, সামোদ চন্দনদ্বারা আনন্দিত, সামোদ

যদ্বাদীনদয়ালবঃ সঙ্কদয়াঃ সৌজন্যকল্লোলিনীদোলা-  
ন্দোলনখেলনৈকরসিকস্বাস্তাঃ সমস্তাদমী । সন্তুঃ  
সন্তি পরোক্তির্মৌক্তিকজুষঃ কিং চিন্তরানন্তয়া  
যদ্বা তুষ্যতি শঙ্করঃ পরগুরুঃ কারুণ্যরত্না-

করঃ ॥ ১১ ॥ উপক্রম্য স্তোতুং কতিচন গুণান্  
শঙ্করগুরোঃ প্রভাঃ শ্লোকার্কে কতিচন তদর্দ্ধাঙ্ক-  
রচনে ॥ অহং তুষ্টুস্থানহহ কলয়ে শীতকিরণ-  
করাভ্যামাহতুং ব্যবসিতমতেঃ সাহসিকতাম্ ॥ ১২ ॥

শ্লেচ্ছজাতাবিক্রমেদিনী । তথৈবভূতা । সর্বদোষবিনির্মুক্তা নবীন-  
কালিদাসস্যা বিদুষো মাধবসৌম্যবাগ্ভট্টানাং কবীনাং সমুদায়ৈরত  
এব নিষ্করণৈকিকৃত্য বিকারমন্ত্রাভাবঃ প্রাপ্তা ক্রিয়েতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥  
এবং প্রাপ্তামনন্তাং চিন্তাং কাব্যকরণে প্রতিবন্ধকাং বারয়তি  
যদ্ব্যতি । যদ্বা দীনেষু দয়ালবঃ সঙ্কদয়াঃ পরকীয়শ্রমাদ্যভিজ্ঞাঃ  
সৌজন্য্যস্বিকার্যাং কল্লোলিন্যাং নদ্যান্দোলান্দোলনং ঠতন্ততো  
ভ্রমণং তদাশ্রকং যৎখেলনং তস্মিন্নৈবকং মুখ্যং রসিকং স্বাস্তাং  
মনো যেষাং তে পরোক্তিং মৌক্তিকবজ্জুষন্তীতি তথাভূতাঃ সন্তি  
অতোহনন্তরাচিন্তয়া কিং ন কিমপি সা ন কর্তব্যোভ্যর্থঃ । তেষাং  
দৌলভ্যামাশঙ্ক্যাহ যদ্বা কারুণ্যসা রত্নাকরঃ সমুদ্রঃ পরগুরুঃ  
শ্রীশঙ্করস্ত্যতি । তথাচ তৎসত্ত্বার্থমবশ্যং যত্নিতব্যমিতি ভাবঃ ।

অত্র পূর্বশ্লোকাৎ প্রাপ্তচিন্তায়া যদ্ব্যতিাদিনা প্রতিবেদ্যাদাঙ্কে-  
পালকারঃ ॥ ১১ ॥ নহু যত্র শ্রীশঙ্করগুণবর্ণনে বচনোচপি  
প্রভাঃস্তত্র প্রবৃত্তস্য তব সাহসমাত্রমেবেতি চেৎ সত্যং তথাপি  
গুরুকটাক্ষা অঘটিতমপি মদভীষ্টং ঘটয়িতুং শক্তা ঠত্যাছোপ-  
ক্রমোতি স্বাভাঃ । শ্রীশঙ্করগুরো গুণান্ স্তোতুমুপক্রম্য  
কতিচন কেচিং শ্লোকার্কে প্রভাঃ কেচিৎ শ্লোকপাদরচনে  
প্রভাঃ ইতি বা অহং তান্ তথাভূতান্ গুণান্ তুষ্টুঃ স্তোতু-  
মিচ্ছুরহহ অভ্যাস্তমন্যাযাং শীতকিরণং চন্দ্রং করাভাঃ  
হস্তাভ্যামাহতুং ব্যবসিতা নিশ্চিতা মতি র্যস্য তস্য বালস্য  
সাহসিকতাং কলয়ে সম্পাদয়ামি । অত্র স্বস্মিন্গুণতসাহসিকতা  
পদার্থারোপান্নির্দর্শনালকারঃ । পদার্থব্রুতিমপ্যেকে বদস্তাত্মাঃ

মন্দার কুসুমদ্বারা আনন্দিত, সামোদ কাশ্মীর দেশ-  
জাত কুসুম দ্বারা বিকাশিত ও সামোদ প্রিয়-  
বাক্যে শ্লাঘিত এবং দোষ বিবর্জিত (অথবা, দোষা  
অর্থে রাত্রিকাল, সেই সময়ে স্বস্থান হইতে বিমুক্ত  
ধেনুকে নিষ্করণ শ্লেচ্ছজাতি তরুঙ্গগণ ) যেরূপ  
বিকৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্বদোষ বিনির্মুক্ত  
দূরদর্শী নবীনকালিদাস মাধবাচার্য্যের এই অনুপম  
বাক্য দুর্ভেদ্য কবীন্দ্রগণ নিষ্করণ হইয়া বিকার  
প্রাপ্ত করিয়া তুলিবে । ১০ ।

এইরূপে কাব্য নির্মাণে প্রতিবন্ধক স্বরূপ অনন্ত  
চিন্তা নিবারণ করিতেছেন । কারণ দীনজনের  
উপর দয়ালু, পরকীয় শ্রমাদিবেত্তা, এবং সৌজন্য  
রূপা কল্লোলিনীর উপর ইতস্ততঃ ভ্রমণরূপ খেলন

বিষয়ে যাঁহাদের প্রধান অন্তঃকরণ একান্ত রসিক ও  
পয়োধি যাঁহারা মুক্তাফলের মত সেবা করিয়া  
থাকেন, ঈদৃশ মহোদয় পণ্ডিতগণ যখন চতুর্দিকে  
বিদ্যমান রহিয়াছেন দেখিতে পাঠিতে ছ, তখন আর  
এরূপ অনন্ত চিন্তায় প্রয়োজন নাই । কিন্তু যদি  
মদীয় ভাগ্য দোষে তাঁহারাও ছলভ হন, তাহা  
হইলে কারুণ্য রত্নাকর, পরমগুরু শঙ্করাচার্য্য  
সন্তুষ্ট হইতেছেন ভাবিয়া তাঁহার সন্তুষ্টি বর্দ্ধনের  
জন্য অবশ্যই তাঁহারাও যত্নবান হইবেন । ১১ ।

যখন শ্রীশঙ্করের গুণবর্ণনে অনেকেই ভ্রমো-  
দ্যম হইয়াছেন তখন তুমি কি সাহসে সেই কার্য্যে  
প্রবৃত্ত হইয়াছ ? এ তোমার কেবল সাহস মাত্র,  
ইহাও সত্য—তথাপি গুরু দেবের কটাক্ষ নিক্ষেপ



তথাপ্যঙ্কুস্তে ময়ি বিপুলদুষ্কাঙ্কিলহরৌলসং  
কল্লোলালীলসিতপরিহাসৈকরসিকাঃ। অমী মুকা-  
ষাচালয়িতুমপি শক্তা যতিপতেঃ কটাক্ষাঃ কিং  
চিত্রং ভূশমঘটিতাভীষ্টঘটনে ॥ ১৩ ॥ অশ্বজিহ্বাগ্র-  
সিংহাসনমুপনয়তু শ্বেত্তিক্খারায়ুদারামবৈতাচার্য্যাপা-  
দস্ততিকৃতশুকৃতোদারতাশারদাং বা। নৃত্যমৃত্যুঞ্জ-  
য়োচ্চৈশ্মুকুটতটকুটীনিঃস্রবৎস্রবস্তীকল্লোলোদে-  
লকোলাহলমদলহরীখণ্ডিপাণ্ডিত্যহুদ্যাম্ ১৪

নিদর্শনামিত্যুক্তঃ। শিখরিণী রসৈকদৈশ্চিন্নায়মনসভলাগঃ  
শিখরিণীতিলকগাং ॥১২॥ যদ্যপ্যেবং তথাপি বিপুলানাং দুষ্কাঙ্কৈঃ  
কীরসমুদ্রস্য লহরীণাং প্রবাহানাং লসন্তশ্চকাসস্তো যে কল্লোলা  
বৃহত্তরঙ্গালোচনামানিঃ পংক্তিস্তস্যঃ লসিতে পরিহাসে এক  
রসিকা মুখারসিকাস্তোহপ্যতিস্বচ্ছা যতিপতের্বিদ্যাভীর্থস্য  
শঙ্করস্য বাহ্মী কটাক্ষা মুকানপি বাচালয়িতুং শক্তা সমর্থ্য ময়ি  
উল্লসন্তাতঃ অঘটিতং যদভীষ্টং তস্য ঘটনে ভূশমভিশয়েন শক্তা  
ইত্যত্র কিং চিত্রং কিমপ্যাশ্চর্য্যং ন ভবতীত্যর্থঃ। ভূশম-  
ঘটিতাভীষ্টস্য ঘটনে কিং চিত্রমিতি বা ॥ ১৩ ॥

অঘটিত মদীয় অভীষ্ট ঘটাইতে সক্ষম বলিয়া  
আমি এই কার্য্যে রত হইয়াছি। শ্রীশঙ্কর গুরু  
গুণরাশি স্তব করিতে উপক্রম করিয়া কতকগুলি  
শ্লোকার্দ্ধ প্রকৃষ্টরূপ ভগ্ন হইয়াছে। এবং কতক-  
গুলি শ্লোকের পাদ ( চতুর্থাংশের একাংশ )  
রচনাকালে ভগ্ন হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত  
গুণনিচয় স্তব করিতে ইচ্ছা করিয়া হায় ! শীত-  
বর্ষ চন্দ্রকে হস্তযুগল দিয়া ধারণ করিতে কৃতসঙ্কল্প  
এই বালকের ( আমার ) কেবল সাহসিকতাই  
সম্পাদন করিতেছি ॥ ১২ ॥

যদ্যপি এইরূপ, তথাপি দুষ্কার্গবের বিপুল  
বারিপ্রবাহের বিলসিত বৃহত্তরঙ্গমালার বিলসিত  
পরিহাস বিষয়ে একমাত্র রসিক ( অর্থাৎ তাহা  
হইতেও অতি স্বচ্ছ ) যতিপতি বিদ্যাভীর্থ অথবা

এবমপি চিত্তৈহৈখ্যমলভমানো জগজ্জননীং সরস্বতীং প্রার্থয়ন্তে  
অম্মদিতি। অবৈতাচার্য্যপাদস্তত্যা শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদস্তত্যা কৃতং  
সম্পাদিতং বৎশুকৃতং পুণ্যস্তেনোদারতাং বস্যাঃ কৃতং শুকৃতং যেন  
তন্নিম্নরি উদারতাং বস্যা ইতি বা সা শারদায়া নৃত্যাতো মৃত্যু-  
ঞ্জরস্য শিবসোচ্চৈশ্মুকুটতটকুট্যা নিঃস্রবস্তী বা স্রবসিৎ গঙ্গা  
তম্যাঃ কল্লোলানামুদেলোহনতিবেলোহতার্থো বঃ কোলাহলস্তস্য  
মদোগর্কোহহঙ্কারস্তস্য লহরীণাং খণ্ডি খণ্ডনকর্তৃ বৎ পাণ্ডিত্যস্তেন  
হুদ্যাম্ মনোজ্ঞাং উদারাং বিশালাং স্বীয়াং ব্যাহারধারাং অশ্বজি-  
হ্বাগ্রমেব সিংহাসনমুপনয়তু জিহ্বাগ্রলক্ষণসিংহাসনসমীপং

শঙ্করাচার্য্যের সেই সমস্ত কটাক্ষ, নির্ঝাক্দিগকেও  
বাচালিত করিতে সমর্থ হইয়া আমার উপর  
প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব কোনকালেও  
যে ঘটনা ঘটিবেনা, আমার সেই অঘটনীয় অভি-  
লষিত সম্পাদনে সেই কটাক্ষ বিক্রেপ যে সমর্থ  
হইবে ইহা আশ্চর্য্য কি ? অর্থাৎ ইহা কিছুই  
আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার নহে ॥ ১৩ ॥

এইরূপেও চিত্তের শৈখ্য সম্পাদন লাভ করিতে  
না পারিয়া জগজ্জননী সরস্বতীর নিকট প্রার্থনা  
করিতে লাগিলেন। অবৈতমতের আচার্য্য  
শঙ্করের পদযুগল স্তব করিয়া যে শুকৃত সঞ্চিত  
হইয়া থাকে সেই পুণ্যদ্বারা যাহার উদারতা  
প্রকাশিত হয়, সেই সরস্বতী মাতা, নৃত্যপরায়ণ

কেদং শঙ্করসদৃশোঃ সূচরিতং কাহং বরাকী  
কথং নির্বন্ধাসিচিরার্জিতং মম যশঃ কিং মজ্জয়ন্ত  
মুখো । ইত্যুক্তা চপলাং পলায়িতবতীং বাচং  
নিযুক্তে বলাং প্রত্যাহৃত্য গুণস্ততো কবিগণ-

শ্চিত্রং গুরো গৌরবম্ ॥ ১৫ ॥ ক্লৈকাক্ষরবাক্-  
নিঘণ্টুশরগৈরোণাদিকপ্রত্যয়প্রায়ৈর্হস্ত যঙস্তদন্তর-  
তরৈর্হুবোধদূরায়ৈঃ । ক্রূরাণাং কবিতাবতাং কতি-  
প্যৈঃ কষ্টেন কষ্টৈঃ পদৈ হাঁহা শ্রাদ্ধশগা কিরাত-

প্রাপন্নত্ব অভ্যর্থনায়ঃ লোট্ । অঙ্করাত্ত্রৈ ধানং ত্রয়েণ ত্রিষুনি  
যতিবুতা অঙ্করা কীর্তিতেরমিতি লক্ষণাং ॥ ১৪ ॥ নহু হুর্ঘটেহর্থে  
তব বাচঃ পলায়নমেব যুক্তং মধ্যেঃসামর্থ্যবশান্নিস্ততো চিরা-  
র্জিতরশোনানশস্তবাদিতি চেদিদমেব বিচার্য পলায়িতবতীং  
মহাচং গুরো গৌরবাবলাংপ্রত্যাহৃত্য কবিগণোনিযুক্ত ইত্যাহ  
কেতি ইদং শঙ্করসদৃশোঃ সূচরিতং ক অতশ্চিরার্জিতং মম যশঃ  
কথং কুতো নির্বন্ধাসি নাশয়সি অমুখো সমুদ্রে মাং মম যশো বা  
কিমর্থমজ্জয়সি ইত্যুক্তা পলায়িতবতীং চপলাং বাচং বলাং

প্রত্যাহৃত্য কবিসমূহো নিযুক্তে প্রেরয়তীতি চিত্রং গুরোগৌরবং  
বংশ ॥ ১৫ ॥ কাব্যরচনায়ঃ প্রবৃত্তা মহাগী ক্রূরাণাং কবিতাবতাং  
শৈলীমহুসরিবাক্তি ইতি সাক্ষোশমাহ ক্লৈকতি । ক্লৈকচাসো একা-  
ক্ষরাচাসো বাক্ চসা চ নিঘণ্টবঃ কোশাশ্চ শরণং যেযাস্তে গুণা-  
দিকাঃপ্রত্যয়াঃ প্রায়ৈঃ যেষু তৈঃ যঙস্তানি চ তানি দন্তরতরাণি  
বিষমতরাণি দন্তরং বাচাবহির্দ্যাবিষমোন্নতদন্তরোরিতি বিশ  
প্রকাশঃ । যঙস্তানি চ দন্তরতরাণি চ তৈরিত্তি বা হুর্ঘোধানি চ  
তানি দূরায়মানি চ হুর্ঘোধানি চ দূরায়মানি চেতি বা তৈঃ

মৃত্যুঞ্জয়ের উচ্চৈ মুকুটতটস্বরূপ কুটী হইতে নিঃসৃত  
স্বরতরঙ্গিণীর অত্যধিক কল্লোল কোলাহলের অহ-  
ঙ্কার-চাতুরী-বিনাশন দূরদর্শিত্বে একান্ত মনো-  
হারিণী স্বকীয় বিশাল বাক্যধরা আমাদিগের রসনা  
লক্ষণ সিংহাসনের নিকট আনয়ন করুন । ১৪ ।  
যদি চ হুর্ঘট অর্থে আমার বাক্‌দেবীর পলায়নই  
যুক্ত, এবং মধা হইতে অসামর্থ্য বশতঃ বাগ্‌দেবীর  
নির্যতি হইলে চিরোপার্জিত যশোলোপেরও সম্ভা-  
বনা । এইরূপ বিচার করিয়া পলায়নোদ্যতা  
বাগ্‌দেবীকে গুরুদেবের গৌরববশত বলপূর্বক  
ধারণ করিয়া কবিগণ নিযুক্ত করিয়াছেন । কারণ  
শঙ্কররূপ সদৃশ উৎকৃষ্ট চরিত্রই বা কোথায় ?  
এবং এই অতি নিকৃষ্ট পামরী সরস্বতীই বা  
কোথায় ? এই উভয়েই পরম্পর অত্যন্ত বিরুদ্ধ

স্বভাবাক্রান্ত । অতএব কি কারণে আমার এই  
চিরোপার্জিত কীর্তিকলাপ ধ্বংস করিতেছ, এবং  
আমাকে সাগরে নিক্ষেপ করিতেছ । এই কথা  
কহিয়া পলায়নোদ্যতা চপলা বাক্‌দেবীকে বল-  
পূর্বক ধারণ করিয়া আনিয়া কবিগণ নিযুক্ত করিয়া-  
ছেন ॥ এই বিষয়ে আর কিছুই আশ্চর্য্য নহে,  
কেবল গুরুদেবের গৌরবই সম্পূর্ণ আশ্চর্য্যের  
কারণ । ১৫ ।

যাঁহারা ক্রুর কবিত্বশক্তি সম্পন্ন, তাঁহাদের  
উদ্দেশে কাব্যরচনায় সমুদাত মদীয় ভারতী প্রস্তুত  
নিক্ষেপ করিবে নতুবা উপায়ান্তর নাই । যে সমস্ত  
পদ অত্যন্ত কর্কশ, একটি মাত্র অক্ষর বিদ্যমান,  
নিঘণ্টু ( কোশ ) যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, এবং  
প্রায়ই গুণাদিক প্রত্যয় সকল যাহাতে লক্ষিত

বিততে রেণীব বাণী মম ॥ ১৬ ॥ নেতা যত্রোন্নতি  
ভগবৎপাদসংজ্ঞা মহেশঃ শান্তি যত্র প্রকচতি রসঃ-

শেষবানুজ্জ্বলাদৈঃ । যত্রাবিদ্যাক্তিরপি ফলং  
তস্য কাব্যস্ত কৰ্ত্তা ধন্যো বাসাচলকবিরস্তৎকৃতি-

কষ্টেন কষ্টেঃ ক্রূরাণাং কবিতাবতাং কতিপয়ৈঃ কৈশিৎ পদৈর্ হাঁহা  
মম বাণী বশগা স্তাৎ যথা এণী মৃগী কিরাভানাং বিততে: পংক্তে-  
স্তদ্বিত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥ এবং তর্হি কিমর্থং কাব্যরচমায়াং প্রবৃত্তমিতি  
চেৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্ত গুণানুবর্ণনেন স্বস্ত কৃতকৃত্যতাসম্পাদানার্থ-  
মিত্যাশয়েনাহ নেতা যত্রোতি যত্র যস্মিন্ কাব্যে ভগবৎপাদেতি-  
সংজ্ঞা যস্ত স মহেশো নেতা যুধাঃ স্বামী বর্ণ্য ইতি যাবৎ উন্নতি  
প্রকাশতে তস্য কাব্যস্য তদদোষো শব্দার্থো স গুণাবলম্বিতী পুনঃ  
কানীত্যুক্তপুংসস্য প্রভুসম্মিতশব্দপ্রধানবেদাদিশাস্ত্রোক্তাঃ সুহৃৎ-  
সম্মিতার্থতাৎপর্য্যবদিতিহাসপুরাণাদিত্যশ্চ শব্দার্থযোক্ত্যভাবেন  
রসান্বিতব্যাপারপ্রবণতয়া বিলক্ষণস্য কাণ্ডেবসরসতাপাদনে-

নাভিমুখীকৃত্যোপদেশকর্তৃলোকে স্তবর্ণনানিপুণস্য কবে: কর্মণঃ-  
কর্ত্তা ব্যাস ইবাচলঃ স্থিরচাসৌ কবিশ্রেষ্ঠশ্চেতি বাসাচলকবিরো  
মাধবো ধন্যঃ কৃতকৃত্যঃ । নববিদ্যাক্তিপূর্বকব্রজ্ঞানন্দপ্রাপ্ত্যা  
কৃতকৃত্যতয়া বেদান্তসিদ্ধান্তত্বাৎ কথং তদ্ব্যতিরিক্তরসযুক্তকাব্য-  
করণেন কৃতকৃত্যতেত্যাহ যত্র যস্মিন্ কাব্যে শান্তিঃ শান্তি-  
সংজ্ঞা রসঃ প্রকচতি প্রকাশতে । রসং বিশিনষ্ট উজ্জ্বলাদৈঃ শেটৈ-  
রুপসর্জজনভূতৈঃ শেষবান্ শেষী প্রধানভূত ইতি যাবৎ । উজ্জ্বলঃ-  
শৃঙ্গারঃ শৃঙ্গারঃ শুচিক্রজ্জল ইত্যমরঃ । আদ্যোপদেশ বীরকরণা-  
হস্ততহাস্যস্তরানকবীভৎসরোজাখ্যা রসা গৃহ্যন্তে । যত্র যস্মিন্  
কাব্যে অবিদ্যাক্তিরপি ফলং কতেরত্ত্বাৎ ফলত্বাভাবাৎ অপি

হয়, যঙন্ত পদে নিতান্ত বিষমতর, ও লব্ধদাই  
দুর্কোষ অথচ পরস্পর অত্যন্ত দূরবর্তী অন্বয়  
বিশিষ্ট, নৃশংস কবিতা রচয়িতাদিগের নিতান্ত কষ্টে  
আকৃষ্ট এইরূপ কোন অদ্ভুত কতিপয় পদ-  
দ্বারা, হায় ! কিরাতপংক্তি হইতে যেরূপ হরিণী  
ভয়াতুরা হইয়া তাহার বশবর্ত্তিনী হয়, আমার  
ভারতীও দেখিতেছি সেইরূপ বশবর্ত্তিনী হইল ॥ ১৬ ॥

বহুবিধ দোষসত্ত্বেও আমার কাব্যকরণে  
প্রবৃত্ত হইবার মুখ্য কারণ এই, শ্রীশঙ্করাচার্য্যের  
গুণানুবাদ বর্ণনে আমি কৃতকৃত্যতাতা লাভ  
করিতে পারিবা। দোষরহিত গুণবিশিষ্ট ও কোন  
কোন স্থলে অলঙ্কার শূন্য শব্দ এবং অর্থকে  
কাব্য বলে। প্রভুসম্মানিত শব্দপ্রধান বেদাদি  
শাস্ত্র হইতে, সুহৃৎ সম্মানিত অর্থতাৎপর্য্যের  
মত ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্র হইতেও

শব্দ এবং অর্থের গুণতাহেতু ও রসের অঙ্গস্বরূপ  
কার্য্যে উন্মুখতা হেতু বিলক্ষণ বা উৎকৃষ্ট । এবং  
কামিনীর মত সুরসতাসম্পাদনপূর্বক অভিযুখ করিয়া  
উপদেশদায়ক । লোকাভীত চরিত্র বর্ণনে একান্ত  
নিপুণ কবিকার্য্যকেই কাব্য বলিয়া উল্লিখিত করা যায় ।  
যে কাব্যে ভগবৎপাদনামধারী মহেশ্বর অর্থাৎ  
তিনিই বর্ণনীয়রূপে প্রকাশিত । বেদব্যাসের তুল্য  
স্থির এই কাব্যকর্ত্তা কবির মাধবচাৰ্য্য ধন্য ।  
অবিদ্যাধ্বংসপূর্বক ব্রজ্ঞানন্দপ্রাপ্তি হইলেই  
ত কৃতকৃত্যতা হইয়া থাকে এবং উহাই বেদান্ত-  
শাস্ত্র প্রসিদ্ধ । অতএব ব্রজ ব্যতিরিক্ত সামান্য  
রসযুক্ত কাব্য নির্মাণে কি করিয়া কৃতকৃত্য-  
ত্বতা হইবে ? এই প্রশ্নও এই স্থানে উত্থা-  
পিত হইতে পারে না । শৃঙ্গার, বীর, করুণা  
প্রভৃতি রস সমূহ দ্বারা প্রধান শান্তিরস যে কাব্যে

জ্ঞাশ্চ ধন্যাঃ ॥১৭॥ তত্রাদিম উপোদ্যাতো দ্বিতীয়ে  
তু তদুদ্ভবঃ । তৃতীয়ে তত্তদমৃতাক্ষোহবতারনিক্র-  
পণং ॥ ১৮ ॥

শঙ্করখ্যটৈববিধকাব্যাকর্তা ধন্য এবৈতিভাবঃ । তস্ত মাধবস্ত কৃতিং  
যত্নং জানন্তীতি তৎকৃতিজ্ঞাস্তেহপি ধন্যাঃ মন্দাক্রান্তা মন্দাক্রান্তা  
জলধিবড়গৈস্তে 'ন তৌতাক্রুর চেদিতি লক্ষণং ॥১৭॥ অথ শঙ্করীঃ  
কথাং বিস্তরেণ নিক্রপয়িতুং প্রথমং ভাবচ্ছেদ্যতুঃ সুখপ্রতিপত্তয়ে  
ষোড়শসর্গে নিক্রপ্যাস্তাং সজ্জিপ্য দর্শয়তি ভক্তেভ্যাদিনা । তত্র  
ষোড়শসর্গাত্মকে কাব্যে আদিমে আদ্যে সর্গে উপোদ্যাতঃ চিত্তাং  
প্রকৃতিসিদ্ধার্থ্যুপোদ্যাতং প্রচক্ষতে ইত্যুক্তঃ শিবদেবতাসম্বাদা-  
দিক্রপো নিক্রপিতঃ । দ্বিতীয়ে সর্গে তু তস্য ভগবতো মহেশস্তোভব  
আবির্ভাবঃ । তৃতীয়সর্গেহমৃতমক্ষোহমং অদনীং যেষাং অদে

বিলসিত, অথচ যে কাব্যে অবিদ্যা নাশই ফল ।  
তাহাতে ব্রহ্মানন্দ লাভের বাধা কি ? । একবার  
ধ্বংস হইলে সে কদাচ অন্যত্র ফলপ্রদান করিতে  
পারে না । এইরূপ গুণভূষিত কাব্য নির্মাতা মাধবা-  
চার্য্য অদ্য বাস্তবিক ধন্য হইলেন । অধিক কি, এই  
মাধবাচার্য্যের কবিতারচনার পদচাতুর্য্য ও রস-  
মাধুর্য্য বেতা অন্যান্য ব্যক্তিগণও অদ্য ধন্য  
হইলেন । ১৭ ।

অধুনা শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধীয় ভারতী বিস্তাররূপে  
নিক্রপণ করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ শ্রোতৃগণের  
অনায়াসবোধ্য করিতে ষোড়শসর্গে সমাপনীয়  
সেই বিস্তৃতকথা সংক্ষেপ করিয়া দেখাইতেছেন ।  
সেই ষোড়শ সর্গাত্মক কাব্যের মধ্যে প্রথমসর্গে  
উপোদ্যাত (মহাদেবের সহিত দেবতাগণের যে  
সমস্ত কথা হইয়াছিল) সেই সমস্ত বর্ণিত

চতুর্থসর্গে তচ্ছুদ্ধাক্ষমপ্রাক্চরিতং স্থিতম্ । পঞ্চমে  
তদ্যোগ্যসুখাশ্রমপ্রাপ্তিনিক্রপণং ॥ ১৯ ॥ মহতা-  
হনেহস্যা যৈষা সম্প্রদায়াগতা গতা । তস্যাঃ শুদ্ধাত্ম-

মুর্মধো চ অদে ভক্তে বাচ্যোহমুমাগমো দস্ত ধাদেশচ । তেষাং  
তেষামমৃতাক্ষমান্দেবানাং অবতারস্ত নিক্রপণং তস্ত তস্যামৃতাক্ষসো-  
হবতারস্তেতি বা ॥১৮॥ চতুর্থে সর্গে অষ্টমবর্ষাং প্রাক্চরিতমষ্টম-  
প্রাক্চরিতং শুদ্ধক তদষ্টমপ্রাক্ চরিতং তস্ত মহেশস্য শুদ্ধা-  
ষ্টমপ্রাক্চরিতং স্থিতং । শুদ্ধকঃ চ প্রাকৃতচরিতবিপক্ষণত্বম্ ।  
পঞ্চমে সর্গে তস্য যোগ্যায় জীবন্মুক্তিসুখসাধনস্য চতুর্থাশ্রমস্য  
প্রাপ্তে নিক্রপণং যোগ্যস্য সুখাশ্রমস্যোতি বা ॥ ১৯ ॥

যা এষা শুদ্ধাত্মবিদ্যা সম্প্রদায়াদাগতা মহতা কালেন সম্প্রদায়স্ত

হইয়াছে । দ্বিতীয়সর্গে ভগবান্ মহাদেবের  
আবির্ভাব । তৃতীয়সর্গে অমৃতভোজী দেবগণের  
যে যে অবতার হইয়াছিল, তাহারই বিবরণ রহস্য  
। ১৮ । চতুর্থসর্গে মহেশের অষ্টম বর্ষের পূর্বেও যে  
চরিত্র শুদ্ধ ছিল, জনসাধারণের চরিত্র অপেক্ষাও  
স্বীয় চরিত্র বিলক্ষণ ছিল তৎসমুদয়ের বিবরণ ।  
পঞ্চম সর্গে তাহারই উপযোগ্য জীবন্মুক্তির  
সুখসাধন স্বরূপ চতুর্থাশ্রমের (বানপ্রস্থের) কি  
উপায়ে প্রাপ্তি হইতে পারে তাহারই বিষয়  
বিস্তৃত আছে । ১৯ ।

সম্প্রদায় পরম্পরা হইতে আগত এই শুদ্ধ আত্ম-  
বিদ্যা বহুকালের পর সম্প্রদায় সকল ছিন্ন ভিন্ন  
হওয়াতে বিলুপ্ত হইয়াছে, ষষ্ঠ সর্গে তাহারই সম্যক  
প্রতিষ্ঠা বর্ণন । ২০ ।



বিদ্যায়াঃ সৰ্গে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২০ ॥ তদ্বাসা-  
চার্যসন্দর্শবিচিত্রং সপ্তমে স্থিতম্ । স্থিতোষ্টমে  
মণ্ডনার্যসম্বাদো নবমে যুনেঃ ॥ ২১ ॥ বাণীনাঙ্কি-  
কসার্বজ্জনির্বাহোপায়চিন্তনং । দশমে যোগশক্ত্যা  
ভূপতিকায়প্রবেশনং ॥ ২২ ॥ বুদ্ধা যৌনধ্বজকলা-  
স্তংপ্রসঙ্গপ্রপঞ্চনং । সর্গ একাদশে ভূগ্ৰৈভরবাভি-

ধনির্জয়ঃ ॥ ২৩ ॥ দ্বাদশে হস্তধাত্র্যার্ঘ্যতোটকো-  
ভয়সংশ্রয়ঃ । বার্তিকান্তব্রহ্মবিদ্যাচালনস্ত ত্রয়ো-  
দশে ॥ ২৪ ॥ চতুর্দশে পদ্মপাদতীর্থযাত্রানিরূপণং ।  
সর্গ পঞ্চদশে ভূক্তং তদাশাজয়কৌতুকং ॥ ২৫ ॥  
ষোড়শে শারদাপীঠবাসস্তস্য মহাঅনঃ । ইতি  
ষোড়শাভিঃ সর্গে ব্যুৎপাদ্যা শাক্তরী কথা ॥ ২৬ ॥ সৈবা

বিচ্ছিন্নত্বাৎ গতা তত্যাঃ শুদ্ধাভিবিদ্যায়াঃ প্রতিষ্ঠিতঃ সমাক্ষাপনং  
সৰ্গে স্থিতম্ ॥ ২০ ॥

সপ্তমে সর্গে তত্ত্ব শঙ্করাচার্য্যস্ত ব্যাসাচার্য্যস্ত চ পরস্পরসন্দ-  
র্শনাস্থকং বিচিত্রমাশ্চর্য্যং স্থিতং অষ্টমে সর্গে মণ্ডনার্য্যসম্বাদো নবমে  
ভাষাকারয়োঃ সম্বাদঃ স্থিতঃ ॥ ২১ ॥ নবমে সর্গে সরস্বতীসাক্ষিকং  
যুনে যৎ সার্বজ্জং তত্ত্ব যো নির্বাহোপায়স্য চিন্তনং স্থিতং । দশমে  
সর্গে যোগশক্ত্যা ভূপতিকায়প্রবেশনং স্থিতম্ ॥ ২২ ॥ যৌনধ্বজস্ত কামস্ত কলা বুদ্ধা তাসাকলানাং প্রস-  
ঙ্গস্ত প্রপঞ্চনং প্রকটীকরণমিতি পূর্বেণায়ঃ । একাদশে সর্গে

ভূগ্ৰৈভরবাভিধ্বস্ত কাপালিকস্ত নির্জয়ঃ স্থিতঃ ॥ ২৩ ॥ দ্বাদশে  
সর্গে হস্তামলকার্য্যতোটকোভয়সংশ্রয়ঃ দ্বয়োঃ শিষ্যদ্বেনাশ্রয়ণং  
স্থিতং । ত্রয়োদশে সর্গে ভূ বার্তিকান্তায়াঃ ব্রহ্মবিদ্যায়াচালনং  
প্রচারঃ স্থিতঃ ॥ ২৪ ॥ চতুর্দশে সর্গে পদ্মপাদস্ত তীর্থযাত্রায়া  
নিরূপণং । পঞ্চদশে সর্গে ভূ তত্ত্ব শঙ্করস্তাশাজয়কৌতুকং  
উক্তং দ্বিগুণস্ত কৌতুকমিতি বা ॥ ২৫ ॥ ষোড়শে সর্গে তত্ত্ব  
মহাঅনঃ শারদাপীঠবাসঃ স্থিতঃ ইতোবৎ প্রকারেণ ষোড়শাভিঃ  
শাক্তরী কথা প্রতিপাদনীয়া ॥ ২৬ ॥ সৈবা শাক্তরী কথা কলিমল-

সপ্তমসর্গে সেই শঙ্করাচার্য্য এবং বেদব্যাস  
ঋষির পরস্পরের সন্দর্শন জন্য যে আশ্চর্য্য ঘটনা  
ঘটিয়াছিল তাহারই বৃত্তান্ত বর্ণন, অষ্টমসর্গে মণ্ডন  
ও ভাষাকারের সংবাদ । ২১ ।

নবমসর্গে সরস্বতীকে সাক্ষী রাখিয়া সেই  
মুনির যে সার্বজ্জতা শক্তি ছিল, এবং সেই সার্বজ্জতা  
কিরূপে নির্বাহিত হইয়াছিল, তাহারই উপায়  
চিন্তা । দশমসর্গে যোগশক্তিদ্বারা অশ্রমক নরপতির  
শরীরে প্রবেশ ও কামশাস্ত্র জানিয়া সেই সমস্ত  
কাম কলার প্রসঙ্গ বর্ণনা । একাদশসর্গে ভূগ্ৰৈভরব  
নামক একজন কাপালিকের জয় । ২২ । ২৩ ।

হস্তামলক এবং আৰ্য্য তোটক এই উভয়ে  
আচার্য্যের নিকট যে শিষ্যরূপে আশ্রয় লইয়া-  
ছিলেন, দ্বাদশ সর্গে তাহারই বৃত্তান্ত । ত্রয়োদশ-  
সর্গে সভাষ্য ব্রহ্মবিদ্যা ( বেদান্ত ) প্রচার । ২৪ ।

চতুর্দশসর্গে পদ্মচরণ আচার্য্যের তীর্থযাত্রা  
নিরূপণ ও পঞ্চদশ সর্গে তাহার আশা ( বাসনাও-  
দিক্ ) জয়ের কৌতুক কথা । ২৫ ।

ষোড়শসর্গে সেই মহাত্মার শারদার পীঠে অব-  
স্থান । এই প্রকার ষোড়শসর্গে আচার্য্য শঙ্করের  
কথা ব্যুৎপাদিত হইবে । ২৬ ।

কলিমলচ্ছত্রী সঙ্কল্পত্বাপি কামদা । নানাপ্রশ্নো-  
ত্তরৈ রম্যা বিদ্যামারভ্যতে মুদে ॥ ২৭ ॥ একদা  
দেবতা রূপাচলস্থমুপতস্থিরে । দেবদেবং তুষা-  
রাংশুমিব পূর্বাচলস্থিতং ॥ ২৮ ॥ প্রসাদানুমিত-  
স্বার্থসিদ্ধয়ঃ প্রণিপত্য তং । মুকুলীকৃতহস্তাজ্জা

নাশকত্রী সঙ্কল্পবর্ণেনাপি কাম্যমানপূর্বস্বার্থচতুষ্টয়প্রদা নানা  
প্রশ্নোত্তরৈ র্মনোজ্ঞা বিদ্যাং প্রমোদার্থমারভ্যতে ॥ ২৭ ॥ ইখং  
সংগ্রহেণ শাক্তরীং কথাং নিরূপ্য তস্তা বিস্তার্যেণ নিরূপণং প্রতি-  
জ্ঞায় তদুপোদ্যাত্ত্বেন কথাং প্রস্তোতি একদেতি । একদা একস্মিন  
কালে রূপাচলে কৈলাসে স্থিতং দেবানামিজ্ঞাদীনাং দেবং মহা-  
দেবং পূর্বাচলস্থং চন্দ্রমিব দেবতা উপতস্থিরে উপাসাকক্রিরে ।  
দেবতা ব্রহ্মাদ্যাঃ অত্র গ্রাহাঃ । নিগমাচারপরিভ্রষ্টা নাগমাচার-  
রতান্ বিশ্রাদিবর্গানবলোক্য সতালোকগতেন নারদেন ঞ্জেরিতো  
ব্রহ্মা স্বভক্তাদিসহিতঃ শিবলোকমাগত্য প্রণিপত্য পঞ্চ-

কলিকল্মষনাশিনী একবার শ্রবণে ও চতুর্দ্বর্গ-  
ফলদায়িনী ও নানাবিধ প্রশ্ন এবং উত্তর বাক্যে  
মনোহারিণী সেই অতি বিস্তৃত এই শাক্তরী কথা  
প্রাজ্ঞজনের প্রমোদ বর্দ্ধনার্থ আরম্ভ করা যাই-  
তেছে । ২৭ ।

এইরূপে সংক্ষেপে শঙ্কর সম্বন্ধীয় বাক্য নিরূ-  
পণ করিয়া সেই কথার বিস্তারপূর্বক নিরূপণ  
করিতে প্রতিজ্ঞা ও তাহার উপক্রম করিয়া কথা  
প্রস্তাব করিতেছেন । কোন সময়ে ব্রহ্মাদি দেবতা-  
গণ পূর্বাচলস্থিত হিমাংশু চন্দ্রমার যত কৈলাস-  
পর্বতাসীন মহাদেবের উপাসনা করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

উপাসনা করিবার পর দেবতাদিগের উপা-  
সনায় মহাদেব প্রসন্ন হইলে তাঁহারা অনুমান করি-  
লেন, যখন দেবদেব প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আমা-  
দিগেরও অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে । এইরূপ বিবে-

বিনয়েন ব্যজ্রজপন্ ॥ ২৯ ॥ বিজ্ঞাতমেব ভগবন্  
বিদ্যাতে যদ্বিতায় নঃ । বঞ্চয়ন্ সুগতান্ বুদ্ধবপু-  
দ্ধারী জনার্দনঃ ॥ ৩০ ॥

তৎপ্রণীতাগমালম্বৈর্কৌট্টৈ দর্শনদৃষকৈঃ । ব্যাপ্তে-  
দানীং প্রভো ধাত্রী রাত্রিঃ সঙ্কমগৈরিব ॥ ৩১ ॥

বক্তৃং শিবমুচে ইতি প্রাচীনবিজয়োক্তেঃ ॥ ২৮ ॥ উপাস্ত যং  
কৃতবত্যান্তদাহ । উপাসনয়া প্রসাদিতস্ত শিবস্ত প্রসন্নতাক্রপেণ  
লিঙ্গেনানুমিতা স্বার্থস্ত সিদ্ধি র্ঘাভিস্তাঃ আশুকুলানি মুকুলীকৃতানি  
হস্তকমলানি যাভিস্তা বজ্রাজলয়ো দেবদেবং প্রতিপত্য প্রাকর্ষণেণ  
নস্ত্রীভূর ব্যজ্রজপন্ বিজ্ঞাপনং কৃতবত্যঃ ॥ ২৯ ॥ তদেবোদাহরতি  
হে ভগবন্ ! নোহস্ম্যকং হিতায় বুদ্ধবপুর্ধারী জনার্দনঃ সুগতান্  
বঞ্চয়ন্ যদ্বিত্যেতন্ম তস্যয়া বিজ্ঞাতমেব ॥ ৩০ ॥

যদ্যপি জনার্দনোহস্ম্যকিতান্ পূর্বং বঞ্চিতবান্ তথাপীদানীং  
তেন বুঞ্চেন প্রণীতা রচিতা যে আগমাস্তদালম্বৈর্কৌট্টৈ দর্শ্যতে

চনা করিয়া করকমল মুকুলিত করিয়া সবিনয়ে  
নতশির পূর্বক তাঁহাকে নিবেদন করিলেন । ২৯ ।

হে ভগবন্ ! আমাদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত  
বুদ্ধশরীরধারী ভগবান্ বিষ্ণু সুগত ( বৌদ্ধ বিশেষ )  
দিগকে প্রতারিত করিয়া অবস্থান করিতেছেন,  
তাঁহা আপনারও বিদিত আছে । ৩০ ।

যদ্যপি বৌদ্ধরূপী জনার্দন আমাদিগের হিত-  
কামনায় পূর্বৈ দৈত্যদিগকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন  
তথাপি অধুনা সেই বৌদ্ধাকৃতিধারী ভগবান্ যে  
সমস্ত বৌদ্ধশাস্ত্র রচিত করিয়াছেন তাঁহাই অবলম্বন  
করিয়া বৌদ্ধগণ উপাসনা বিধায়ক দর্শনশাস্ত্র ও  
বেদাদি শাস্ত্র দূষিত করিয়া গাঢ় তিমির নিচয়  
বেরূপ রজনী আবৃত করিয়া থাকে, সেইরূপ ধরণী  
ব্যাপ্ত করিয়াছে । অতএব হে প্রভো ! তাঁহাদিগের  
নিরাকরণে আপনিই প্রভু । ৩১ ।

বর্ণাশ্রমসমাচারান্ দ্বিষন্তি ব্রহ্মবিদ্বিষঃ । ক্রবস্ত্যা-  
ন্মায়বচসাং জীবিকামাত্রতাং প্রভো ॥ ৩২ ॥ ন  
সন্ধ্যাদৌনি কৰ্ম্মাণি স্তাসং বা ন কদাচন । কৰোতি  
মনুজঃ কশ্চিৎ সৰ্ব্বৈ পাষণ্ডতাং গতাঃ ॥ ৩৩ ॥ শ্রুতে-  
হপি দধতি শ্রোত্রে ক্রতুরিত্যক্ষরদ্বয়ে । ক্রিয়াঃ কথং  
প্রবর্তেরন্থকথং ক্রতুভূজো বয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ শিববিষ্ণুগ-

কৰ্ম্মোপাসনাস্তানং চ যেন যশ্চিহ্নিতি বা তদর্শনং কৰ্ম্মাদিগতি-  
পাদকং বেদাদিশাস্ত্রং তদ্ব্যবহিতৈর্কৌটিল্যধাতৌ পৃথিবী ব্যাখ্যা  
যথা সন্তমসৈর্গাঢ়াক্ষকাটৈরাত্তিত্ত্বভেদাং নিরাকরণে ত্বমেব  
প্রভুরিত্যুচ্যিত্ত্বং প্রভো ইতি সম্বোধনং । ত্বরি প্রভোসতীদম-  
ভ্যস্তাশ্রুতিমিতি বা সম্বোধনাশয়ঃ ॥ ৩১ ॥ অনর্থরূপং তেষাং  
কৃত্যমাহঃ বর্ণাশ্রমাণাং যে সম্যাগাচারান্তান্দিষন্তি যতো ব্রহ্মণং  
ব্রাহ্মণং বেদস্তপো ব্রহ্ম চ বিদ্বিষন্তীতি ব্রহ্মবিদ্বিষঃ অতএব  
বেদবচনানাং জীবিকামাত্রতাং ক্রবন্তি । বেদা জীবিকার্থং নির্মিতা  
ইতি কথয়ন্তি হে প্রভো ! ॥ ৩২ ॥ স্তাসং সংস্তাসং গতাঃ প্রাপ্তাঃ  
॥ ৩৩ ॥ ক্রতুরিত্যক্ষরদ্বয়ে শ্রুতেহপি সতি শ্রোত্রে পিতৃধতি কর্ণপি-

হে প্রভো ! বেদ ও তপস্যার বিদ্বেষ্টী সেই  
বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোকগণ বর্ণ এবং আশ্রম চতুষ্ট-  
য়ের আচার পদ্ধতির উপর দ্বেষ করিয়া থাকেন,  
এবং যাহাদের কোন জীবিকা নাই, তাহাদিগের  
জন্য বেদ সকল নির্মিত হইয়াছে ইহাও সর্বদা  
বলিয়া থাকেন । ৩২ ।

কোন মনুষ্য সন্ধ্যা বন্দনাদি কৰ্ম্ম করে না  
কিন্তু সম্যাস ধর্মও গ্রহণ করে না । অধিক কি,  
সকলেই পাষণ্ডতা প্রাপ্ত হইয়াছে । ৩৩ ।

ক্রতু (যজ্ঞ) এই অক্ষর দ্বয় শ্রবণ করিলেও  
তাহারা কর্ণযুগল আচ্ছাদন করিয়া থাকে । কি  
করিয়াই বা আর ক্রিয়াকলাপপ্রবৃত্ত হইবে

মপরৈর্লিঙ্গচক্রাদি চিহ্নিতৈঃ । পাষণ্ডৈঃ কৰ্ম্ম সংন্য-  
স্তং কারুণ্যমিব দুর্জ্ঞনৈঃ ॥ ৩৫ ॥ অনন্যেনৈবভাবেন  
গচ্ছন্ত্যন্তমপুরুষম্ । শ্রুতিঃ সাধ্বী মদক্ষীবৈঃ কা বা  
শাকৈর্যদূষিতা ॥ ৩৬ ॥ সদাঃ কৃত্ত্বিজশিরঃ পঙ্কজার্চিত-  
ভৈরবৈঃ । ন ধ্বস্তা লোকমৰ্যাদা কা বা কাপালিকা-  
ধমৈঃ ॥ ৩৭ ॥ অন্যোপি বহবো মার্গাঃ সন্তি ভূমৌ স-  
ক-

ধানং কুর্কন্তি ॥ ৩৪ ॥ শিবৈতিস্পষ্টোহর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ যথা সাধ্বীপতিব্রতা-  
হনন্তেনৈব ভাবেন স্বপতিমহুসন্তী মদোন্নতৈর্দুর্জ্ঞৈর্দূষিত তথো-  
ন্তমপুরুষং ক্ষরাক্ষরাতীতং পরমাত্মানং অনন্তেনৈব ভাবেন গচ্ছন্তী  
শ্রুতিঃ সাধ্বী মদক্ষীবৈঃ শাকৈর্যদূষিতঃ কা বা ন দূষিতাহপি তু  
সর্বৈবদূষিতা তথাচোন্তমপুরুষেণ ত্বয়া সপ্রতিপাদিকা শ্রুতির-  
বশতঃ রক্ষণীয়োতি ভাবঃ ॥ ৩৬ ॥ সদাঃ কৃত্ত্বানি ছিন্নানিছিন্নানাং  
শিরাঃস্তেব পঙ্কজানি ভৈরবৈর্চিত্তো ভৈরবো যৈস্তৈঃ কাপালিকাধমৈঃ  
লোকমৰ্যাদা কা বা ন ধ্বস্তা কিন্তু সর্বৈব নাশিতা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

এবং আমরাই বা কিরূপে যজ্ঞ ভোজী হইয়া  
থাকিব ? । ৩৪ ।

শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি আগম জানিয়া কপটবেশে  
বিবিধ চক্রাদি চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া পাষণ্ডগণ দুর্জ্ঞ-  
নেরা যেরূপ দয়া বিসর্জন দিয়া থাকে, সেইরূপ  
সমস্ত ধর্ম কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছে । ৩৫ ।

যেরূপ পতিব্রতা রমণী অনন্যমনে স্বীয়পতির  
অনুসরণ করিয়া থাকে অথচ মদোন্নত দুষ্ট লোকে  
তাহাকে অসচ্চরিত্রা করিতে চেষ্টা করে, সেইরূপ  
শ্রুতি ও একমনে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের অনু-  
গামিনী হইলে কোন্ মদদর্পিত বৌদ্ধগণ তাহাকে  
দূষিত করিতে না ইচ্ছা করিয়া থাকে ? আপনিও  
পরমপুরুষ, এক্ষণে আপনি যে অনন্য পরায়ণা  
শ্রুতিরও রক্ষা করিবেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । ৩৬ ।

কটকাঃ। জনৈ র্যে পদং দত্তা দুঃখং দুঃখমাপ্যতে  
 ॥৩৮॥ তত্ত্বাংলোকরক্ষার্থমুৎসাদ্য নিখিলান্ খলান্।  
 বহ্নীস্থাপয়তু শ্রোতং জগদ্ যেন সুখং ব্রহ্মে ॥৩৯॥  
 ইত্যুক্তোপরতান্ দেবানুবাচ গিরিজাপ্রিয়ঃ। মনো-  
 রথং পূরয়িষ্যে মানুষ্যমবলম্ব্য সং ॥ ৪০ ॥ দুষ্টাচার  
 বিনাশায় ধর্মসংস্থাপনায় চ। ভাষ্যং কুর্ব্বন্ ব্রহ্ম-

পদং দত্তা গদ্য ॥ ৩৮ ॥ তত্ত্বাংলোকরক্ষার্থমুৎসাদ্য বিনাশ্য শ্রোতং বহ্নী-  
 বৈদিকং মার্গং ॥ ৩৯ ॥ মানুষ্যমবলম্ব্য মানুষ্যভাবনাশিত্য বো-  
 য়ম্ব্যাকং মনোরথং বাজ্ঞং পূরয়িষ্যে ॥ ৪০ ॥ কিং কুর্ব্বন্তিত্যপে-  
 ক্ষ্যামাহ দুষ্টাচারবিনাশয়েতি ব্রহ্মপ্রতিপাদকানাং সূত্রাণাং  
 তাৎপর্যার্থস্য বিশেষণে নিগম্যে যেন তৎ অল্লক্ষ্যমসম্বন্ধং সার-  
 বহিঃস্থতোমুখং। অস্তোভমনবদ্যক সূত্রং সূত্রবিদো বিহুঃ। সূত্রার্থো

ব্রাহ্মণদিগের মস্তক রূপ পঞ্চজ সকল সদ্যহিম  
 করিয়া যাহারা ভৈরবের অর্চনা করিয়া থাকে  
 সেই অধম কাপালিকগণ কোন্ লোকের মর্যাদা  
 না বিনষ্ট করিয়াছে?। ৩৭।

ইহা ভিন্ন জগতে আরও অনেক পথ কটকা-  
 কৌণ রহিয়াছে। মানুষ্যগণ যেপথে পদার্পণ করিয়া  
 অপার দুঃখ পাইয়া থাকে। ৩৮।

অতএব আপনি লোকরক্ষার্থে নিখিল খল  
 জনের নিধন করিয়া বৈদিক পথ সংস্থাপন করুন।  
 যাহা দ্বারা জগৎ সুখপ্রাপ্ত হইতে পারিবে। ৩৯।

এই সমস্ত কথা বলিয়া দেবগণ উপরত হইলে  
 গিরিজাপতি তাঁহাদিগকে বলিতে লাগিলেন। আমি  
 মানুষ্যমূর্তি অবলম্বন করিয়া তোমাদিগের মনোরথ  
 পূর্ণ করিব। ৪০।

আমি অসং আচার সকল বিনাশ করিব। সং-  
 ধর্ম সংস্থাপন করিব। ‘অল্লক্ষ্যরযুক্ত, সন্দেহ শূন্য,

সূত্রতাৎপর্যার্থবিনির্গম্য ॥ ৪১ ॥ মোহনপ্রকৃতি-  
 দ্বৈতধ্যান্তমধ্যাহ্নভানুভিঃ। চতুর্ভিঃ সহিতঃ শিষ্যৈ-  
 শ্চতুরৈ ইরিবদুজৈঃ ॥ ৪২ ॥ যতীন্দ্রঃ শঙ্করো নাম্না  
 ভবিষ্যামি মহীতলে। মদ্বত্থা ভবন্তোহপি মানুষ্যঃ  
 তনুমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৩ ॥ তং মামনুসরিষ্যন্তি সর্কে  
 ত্রিদিববাসিনঃ। তদা মনোরথঃ পূর্ণো ভবতাং শ্রান্

বর্ণ্যতে যত্র বাটোঃ সূত্রানুকারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্য-  
 ভাষ্যবিদো বিহুঃ। সূত্রভাষ্যলক্ষণশ্লোকো দ্রষ্টব্যো ॥ ৪১ ॥  
 মোহনমজ্ঞানং প্রকৃতিকুপাদানং যত্র তচ্চ তৎ দ্বৈতমেব ধ্যান-  
 গাঢ়মন্তস্ত নিরসনে মধ্যাহ্নসূর্য্যোচ্চতুর্ভিঃ চতুরৈঃ কুশলৈঃ শিষ্যৈঃ  
 সহিতঃ চতুর্ভিঃ ভুঁজৈ ইরিবৎ ॥ ৪২ ॥ যতীন্দ্রো নাম্না শঙ্করো মহী-  
 তলে ভবিষ্যামি তথা ভবন্তোহপি মানুষ্যন্তনুমাশ্রিতাঃ সর্কে স্বর্গ-  
 বাসিনো দেবাত্তং যতীন্দ্রঃ শঙ্করং মামনুসরিষ্যন্তি তদা ভবতাং

সারপূর্ণ, সর্বমুখ, স্তোভবাক্য শূন্য ও অনিন্দনীয়  
 বাক্যকে সূত্র কহে। সূত্রানুকারী বাক্যদ্বারা যথায়  
 সূত্রের অর্থ বর্ণিত হয় এবং স্বকীয় পদনিচয় বর্ণিত  
 থাকে, ভাষ্যবেত্তা পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাষ্য  
 বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন”। আমি সেইঅদ্বৈত ব্রহ্ম  
 প্রতিপাদক সূত্র সকলের তাৎপর্যার্থ নির্ণায়ক  
 ভাষ্যও নির্মাণ করিব। ৪১। বিষ্ণু যেরূপ চতুর্ভুজধারী  
 আমিও সেইরূপ, অজ্ঞানাধার দ্বৈতামত তিমিরের  
 মধ্যাহ্নকালীন দিবাকর তুল্য চারিজন শিষ্যের  
 সহিত অবতীর্ণ হইব। ৪২।

আমি যখন মহীতলে যতীন্দ্র শঙ্কর নামে অভিহিত  
 হইব, সেইরূপ আমার মত আপনারাও মানুষ্য-  
 মূর্তি অবলম্বন করিয়া সকলেই আমার অনুসরণ  
 করিবেন। তাহা হইলে আপনাদেরও মনোরথ



ন সংশয়ঃ ॥ ৪৪ ॥ ক্রবস্বেবং দিবিসদঃকটাক্কান্য-  
তুল্লভান্ । কুমারে নিদধে ভানুঃ কিরণানিব পঙ্কজে  
॥ ৪৫ ॥ ক্ষীরনীরনিধে বীচিসচিবান্ প্রাপ্য তান্  
গুহঃ । কটাক্কান্মুদে রশ্মীনুদযানৈন্দবানিব ॥ ৪৬ ॥  
অবদন্ নন্দনং স্কন্দমমন্দং চন্দ্রশেখরঃ । দন্তচন্দ্রা-  
তপানন্দিরন্দারকচকোরকঃ ॥ ৪৭ ॥ শৃগু সৌম্যবচঃ

মনোরমঃ পূর্ণঃ স্রাব্যবিষাতি ন সংশয়ঃ অস্মিন্নর্থে সংশয়ো ন কর্তব্য  
উক্তার্থঃ ॥ ৪৩ ॥ ৪৪ ॥ ততো যদ্বৎ তদাহ ক্রবস্বেতি । এবমেনে  
প্রকারেন দিবিসদঃ দেবান্ প্রতিক্রবন্ স অতুল্লভান্ কটাক্কান্  
কুমারে স্বামিকার্ত্তিকে নিদধে যথা সূম্যঃ পঙ্কজে কিরণান্ স্থাপয়তি  
তদ্বদিতার্থঃ ॥ ৪৫ ॥ ক্ষীরনীরনিধেঃ ক্ষীরসমুদ্রস্ত বীচিস্তুল্যান্  
কটাক্কান্ প্রাপ্য গুহঃ কুমারো মুদে । যথা ক্ষীরাক্তিবীচিগহকৃতান্  
তুল্যান্ বা চন্দ্রসম্বন্ধিনো রশ্মীন্ প্রাপ্য জলধি স্রোদমাপোতি তদ্বৎ  
॥ ৪৬ ॥ চন্দ্রশেখরঃ শিবঃ স্বতমমন্দং বুদ্ধিমন্তং স্কন্দমবদং উক্তবান্ ।  
চন্দ্রশেখরং বিশিনষ্টি দন্তাত্মকচন্দ্রাতপৈঃ চন্দ্রজ্যোৎস্নাভিরা-  
নন্দিনো রন্দারকা দেবা এব চকোরকা যন্ত দন্তলক্ষণানাং চন্দ্রাণা-

পূর্ণ হইবে, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না । ৪৩/৪৪।

সূর্য্য যেরূপ কমলে কিরণমালা স্থাপিত করিয়া  
থাকেন, সেইরূপ ভগবান্ স্বর্গবাসী দেবগণকে এই-  
রূপে সমস্ত বাক্য বলিয়া অন্তের তুল্য কটাক্ক  
কুমার কার্ত্তিকেয়ের উপর অর্পণ করিলেন । ৪৫ ।

ঐন্দব রশ্মিরাশি প্রাপ্ত হইয়া সমুদ্র যেরূপ  
প্রমুদিত হন, ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গতুল্য কটাক্কপ্রাপ্ত  
হইয়া কার্ত্তিকেয় সেইরূপ আহ্লাদিত হইলেন । ৪৬।

দন্তরূপ চন্দ্রমার চন্দ্রিকা প্রবাহে দেবতারূপ  
চকোর পক্ষীদিগকে আনন্দিত করিয়া ( কথা  
কহিয়া ) চন্দ্রশেখর ধূজটি বুদ্ধিমান্ কার্ত্তিকেয়কে  
বলিতে লাগিলেন । ৪৭ ।

শ্রোয়ো জগদুদ্বারগোচরম্ । কাণ্ডত্রয়াত্মকে বেদে  
শ্রোক্তে স্রাব্যবিজোক্তিঃ ॥ ৪৮ ॥ তদ্রক্ষণে  
রক্ষিতং স্রাৎ সকলং জগতীতলম্ । তদধীনত্বতো  
বর্ণাশ্রমধর্ম্মততেস্ততঃ ॥ ৪৯ ॥ ইদানীমিদমুদ্বার্য্যমিতি  
রতিমতঃ পুরাঃ । মম গৃঢ়াশয়বিদৌ বিষ্ণুশেষৌ-  
সমৌপগৌ ॥ ৫০ ॥ মধ্যমং কাণ্ডমুদ্বার্য্যমুজ্জাতৌ-

মাতপৈরিতিবা পাঠান্তরেতু ক্রিয়াবিশেষণম্ ॥ ৪৭ ॥ যদ্বাচ তদ্বদা-  
হরতি । জগদুদ্বারবিষয়ং শ্রোয়ঃ সাধনং বচনং হে সৌম্য ! শৃগু শ্রোতুং  
সাবধানো ভব । কাণ্ডত্রয়াত্মকে কন্মোপাসনাজ্ঞানভেদেন স্কন্দত্রয়া-  
ত্মকে বেদে প্রকর্ষেণোক্তে সতি বিজ্ঞানামুক্তিঃ স্রাৎ ॥ ৪৮ ॥ তেষাং  
বিজ্ঞানাং রক্ষণে সতি সমস্তং জগতীতলং রক্ষিতং স্রাৎ বর্ণাশ্রম-  
ধর্ম্মাণস্ততেঃ সন্ততেস্তদধীনত্বতঃ বিজ্ঞাধীনত্বতঃ তত ইত্যন্তরায়রি  
॥ ৪৯ ॥ ততস্তস্মাদিদানীং ইদমুদ্বার্য্যমিত্যভিপ্রায়বতো মমৈতদ্-  
তাৎপূর্ণং গৃঢ়াশয়ভিজ্ঞৌ বিষ্ণুশেষৌ মম সমৌপগৌ মধ্যমং কাণ্ডং  
দেবতাকাণ্ডমুদ্বার্য্যং তৌ মমৈবামুজ্জাতৌ ভ্রূবাংশতোহবতীযা  
সকর্ষণপতন্তনী মুনী ভূত্বা মুদোপাতিবোগকাণ্ডস্ত কৃতৌ কর্ত্তারৌ

হে বিবেচক কার্ত্তিকেয় ! জগতের উদ্বারণ ক্ষম  
শ্রেয়স্কর মদীয় বাক্য সাবধান হইয়া শ্রবণ কর ।  
কন্ম উপাসনা এবং জ্ঞান এই ত্রিবিধকাণ্ড উদ্ধৃত  
হইলে দ্বিজাতিদিগেরও উদ্বার হইবে । ৪৮ ।

বর্ণ এবং আশ্রম চতুষ্টয় ব্রাহ্মণাধীন, অতএব  
সেই দ্বিজদিগের রক্ষা করিতে পারিলেই এই সমস্ত  
জগন্মণ্ডল রক্ষিত হইয়া থাকে । ৪৯ ।

অতএব ইদানী ইহা উদ্বার করিতে হইবে, আমি  
এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে উদ্বার করিবার  
পূর্বে মদীয় আশয়বিৎ সকর্ষণ ও অনন্ত আমার  
নিকটস্থ হইয়াছিলেন । অর্থাৎ বেদের দেবতাকাণ্ড  
উদ্বার করিবার নিমিত্ত আমি তাহাদের দুইজনকে

ময়ৈব তৌ । অবতীর্ণাংশতো ভূমৌ সঙ্কর্ষণপত-  
ঞ্জলী ॥ ৫১ ॥ মুনী ভূত্বামুদোপাস্তিযোগ কাণ্ডকৃতৌ-  
স্থিতৌ । অগ্রিমং জ্ঞানকাণ্ডমুদ্রিষ্যামিতি দেবতাঃ  
॥ ৫২ ॥ সম্প্রতি প্রতিজ্ঞানেন্স জানাত্যেব ভবা-  
নপি । জৈমিনীযনয়ান্তোদ্যেঃ শরৎপর্বশশী ভব  
॥ ৫৩ ॥ বিশিষ্টং কৰ্মকাণ্ডং ত্রয়মুদ্রাক্ষণঃ কৃতৈ ।  
সুত্রাক্ষণ্য ইতি খ্যাতিং গমিষ্যসি ততোহধুনা ॥ ৫৪ ॥  
নৈগমীং কুরুমর্যাদামবতীৰ্য্য মহীতলে । নির্জিত্য  
সৌগতান্ সৰ্ব্বানান্ন্যায়ার্থবিরোধিনঃ ॥ ৫৫ ॥ ব্রহ্মাপি

স্থিতৌ করণার্থমিতি বা অগ্রিমং জ্ঞানকাণ্ডং হমুদ্রিষ্যামিতিত্ব  
দেবতাঃ প্রতি সম্প্রতিজ্ঞানেন্স প্রতিজ্ঞাং কৃতবানস্মি ভবানপি  
জানাত্যেব ত্বং তু জৈমিনীযনয়সমুদ্রস্ত শরৎপর্ণমাসীচক্সো  
ভবভূত্বাচ ব্রহ্মণঃ কৃতৈ ব্রাহ্মণস্ত বেদস্ত হিরণ্যগৰ্ভস্ত তপসঃ  
পরব্রহ্মণশ্চার্থে বিশিষ্টকৰ্মকাণ্ডশ্চোদ্রাক্ষণ্যাদধুনা সুত্রাক্ষণ্য ইতি খ্যাতিং  
গমিষ্যসীতি পঞ্চানাং যোজনা ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ ৫৩ ॥ ৫৪ ॥  
নৈগমীঃ বৈদিকীঃ আন্ন্যায়ার্থস্ত বেদার্থস্য বিরোধিনঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুজ্ঞা করিয়াছি । ভূমিতলে দেবাংশে অবতীর্ণ  
হইয়া সঙ্কর্ষণ ও পতঞ্জলি নামে অভিহিত হইতে  
হইবে ও আনন্দপূর্বক উপাসনা ও যোগকাণ্ডের  
কর্তারূপে বিখ্যাত হইয়া থাকিতে হইবে । বেদের  
অগ্রিম জ্ঞান কাণ্ড আমিই উদ্ধার করিব । আপনি  
ও জৈমিনীয় ন্যায় সমুদ্রের চন্দ্রমা হউন । চন্দ্র হইয়া  
বেদ, ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মা, তপস্যা ও পরমব্রহ্মের নিমিত্ত  
বিশিষ্ট কৰ্মকাণ্ডের উদ্ধার হেতু অধুনা সুত্রাক্ষণ্য  
বলিয়া বিখ্যাত হইতে হইবে । ৫০।৫১।৫২।৫৩।৫৪।

মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া বেদার্থবিরোধী সমস্ত  
বৌদ্ধদিগকে জয় করিয়া বৈদিক মর্যাদা রক্ষা  
করুন । ৫৫ ।

তে সহায়ার্থং মণ্ডনো নামভূস্বরঃ । ভবিন্যতি মহে-  
স্ত্রোহপি সুধম্বা নাম ভূমিপঃ ॥ ৫৬ ॥ তথেন্তি প্রতি-  
জ্ঞগ্রাহ বিধেরপি বিধায়িনীম্ । বুধানীকপতি ক্বাগীং  
সুধাধারামিব প্রভোঃ ॥ ৫৭ ॥ অথেন্ত্রো নৃপতি ভূত্বা  
প্রজা ধর্মেন পালয়ন্ । দিবক্কার পৃথিবাং স্বপুর্নী  
মমরাবতীম্ ॥ ৫৮ ॥ সৰ্ব্বজ্ঞোহপ্যসতাং শাস্ত্রে-  
কৃত্রিমশ্রক্যাম্বিতঃ । প্রতীক্ষমাণঃ ক্রৌঞ্চারিং মেলয়া-  
মান সৌগতান্ ॥ ৫৯ ॥ ততঃ স তারকারাতিরজনিষ্ট  
মহীতলে । ভট্টপাদোহভিধা যন্ত ভূষা দিক্ সুদৃশাম

ভূস্বরঃ ব্রাহ্মণঃ ॥ ৫৬ ॥ প্রভোঃ শিবস্ত বাণীং বাচং বিধে হিরণ্য-  
গৰ্ভস্তাপি বিধায়িনীং প্রবৃত্তিকরীং বুধানীকপতি দেবসেনাপতি-  
শ্চ হঃ তথাস্থিতি সুধাধারামিব প্রতিজ্ঞগ্রাহ ॥ ৫৭ ॥ দিবং স্বর্গং ॥ ৫৮ ॥  
কৃত্রিমবা রচিতয়া শ্রক্যমুক্তঃ ক্রৌঞ্চরিং ক্রৌঞ্চাধ্যাপকতস্ত শত্রুং  
গুহম্ ॥ ৫৯ ॥ তারকস্ত দৈত্যাবিশেষস্তারাতিঃ শত্রুঃ স্বন্দঃ  
মহীতলে অজনিষ্ট প্রাচুরভূদ্যস্ত ভট্টপাদ ইত্যভিধা সংজ্ঞাদিক্সু-  
দৃশাং দিগঙ্গনানাং ভূষা অলঙ্কিতা অভূৎ ॥ ৬০ ॥ অবতারকৃত্যং

আপনার সাহায্যার্থে ব্রহ্মা মণ্ডন নামে ব্রাহ্মণ ও  
শচীপতি ইন্দ্র সুধম্বা নামে রাজা হইবেন । ৫৬ ।

দেবসেনাপতি কার্তিকেয় বিধাতারও প্রবৃত্তিকরী  
শিববাণী শুনিয়া প্রভুর বাক্য অমৃতধারার মত  
গ্রহণ করিলেন । ৫৭ ।

অনন্তর ইন্দ্র নরপতি হইয়া প্রজাধর্ম্যে প্রকৃতি  
পুঞ্জ পালন করিয়া পৃথিবীকেই স্বীয় নগরী অমরাবতী  
করিয়া তুলিলেন । ৫৮ ।

সর্বজ্ঞ ও অসং লোকের শাস্ত্রে কৃত্রিমশ্রদ্ধা-  
বিত্ত হইয়া প্রতীক্ষা পূর্বক ক্রৌঞ্চ পর্বতেরবিদার-  
য়িতা কার্তিকেয়কে বৌদ্ধদিগের সহিত মিলিত  
করিয়া দিলেন । ৫৯ ।

কুং ॥ ৬০ ॥ ক্ষুটয়ন্ বেদতাংপর্যমভাজ্জৈমিনি- সমীপবিটপিপ্রিতকোকিলকুজিতম্ । শ্রদ্ধা জগাদ  
সূত্রিতম্ । সহস্রাংশুরিবানুরূপাঞ্জিতস্তাসয়ন্ জগৎ তদ্ব্যাজাদ্রাজানং পণ্ডিতাগ্রণীঃ ॥ ৬১ ॥ মলিনৈ  
॥ ৬১ ॥ রাজঃ স্বধন্যঃ প্রাপ নগরীং স জয়ন্ দিশঃ । শ্রেয়ঃ সঙ্গস্তে নীচৈঃ কাককুলৈঃ পিকঃ । শ্রুতি-  
প্রভূদগম্য কিতৌল্লোহপি বিধিবহুমপূজয়ৎ ॥ ৬২ ॥ দ্বকনিহাদৈঃ শ্লাঘনীয়স্তদা ভবেঃ ॥ ৬৩ ॥ যড়ভিজ্ঞা  
মোহভিনন্দ্যাশিষা ভূপমাসীনঃ কাকনাসনে । তাং নিশম্যোমাং বাচাং তাংপর্যগর্ভিতাম্ । নিতরাধরণ-  
সভাং শোভয়ামাস সুরভি ছাবনীমিব ॥ ৬৩ ॥ সভা- স্পৃক্তা ভুজঙ্গা ইব চুক্রুধুঃ ॥ ৬৬ ॥ ছিদ্ৰা যুক্তিকুঠা-

দশরতি ক্ষুটয়রতি । জৈমিনিবা সূত্রৈঃ সূচিতং বেদস্ত তাংপর্যং  
ক্ষুটয়রতাং অরাজং । যথানুরূপাঙ্কণেন ব্যঞ্জিতং কিতৌল্লোহপ্রকা-  
শিতং জগৎ সম্যক্ ভাসয়ঙ্গহস্রাংস্তঃ সূর্যো রাজতে তদ্বদিত্যর্থঃ  
॥ ৬১ ॥ স ভট্টপাদঃ প্রভূদগম্য প্রভূথানাভিগমনে বিধায় উর্দ্ধং  
প্রাণা যুৎক্রামস্তি বৃনঃ স্ববির আগতে । প্রভূথানাভিবাধাভ্যাং  
পুন স্তান্ প্রতিপদাতে ইতি শাস্ত্রমভ্যুসরনিত্তি ভাবঃ ॥ ৬২ ॥ সুরভিঃ  
সুগন্ধিঃ বসন্তো বা ছাবনীঃ স্বর্গবনীঃ ॥ ৬৩ ॥ সভায়াঃ সমীপে

বিটপিনং বৃক্ষং প্রিতস্ত কোকিলস্ত কুজিতং মধুরভাবিতং শ্রদ্ধা তদ্ব্য-  
জাজ্ঞমিবেণ রাজানং শ্রুতি পণ্ডিতাগ্রণী ভট্টপাদো জগাদ বভাষে  
॥ ৬১ ॥ যড়ভুবান্ তদুদাহরতি । পিক হে কোকিল ! মলিনৈ নীচৈঃ  
শ্রেয়ঃ করণস্ত দ্বকঃ পীড়াকরো নিহাদঃ শকো যেবাং তৈঃ কাক-  
কুলৈঃ স্তে তব সঙ্গো ন শ্যাজ্জৈমিনী শ্লাঘনীয়ঃ স্ততো ভবেঃ এতদ্ব্যা-  
জেন মলিনৈ নীচৈঃ কাকবৃন্দসদৃশৈ নাস্তিকৈ সৈদদ্বকনিহাদৈ স্তে  
সঙ্গো ন শ্যাজ্জৈমিনী তৎ শ্লাঘনীয়ো ভবেরিত্তি রাজানং প্রভূকবা-  
নিত্যর্থঃ গুটোক্তিরলঙ্কারঃ । গুটোক্তিরতোদেস্তক্ষেদ্যদন্তং শ্রুতি  
কথ্যতে ইত্যুক্তেঃ ॥ ৬২ ॥ যড়ভিজ্ঞাঃ বোদ্ধাঃ নিশম্য শ্রদ্ধা ॥ ৬৩ ॥ বুদ্ধ-

অনন্তর তারক দৈত্যসূদন ক্ষন্দ মহীতলে প্রাচ-  
ভূত হইলেন । যাহার ভট্টপাদ এই আখ্যা দিগঙ্গ-  
নাদের অলঙ্কার হইয়াছিল । ৬০ ।

অরুণ বিভাসিত জগৎ প্রকাশিত করিয়া সহস্র-  
রশ্মি সূর্য্যদেব বেক্রপ বিরাজিত হন, জৈমিনি কর্তৃক  
সূত্রদ্বারা সূচিত বেদতাংপর্য্য প্রকাশিত করিয়া সেই  
রূপ সূত্র সকল প্রদীপ্ত হইল । ৬১ ।

তিনি দিক্ সমস্ত জয় করিয়া মহারাজ স্বধনার  
রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন । ভট্টপাদও প্রভূ-  
থান ও অভিগমন দ্বারা বিধিমতে তাঁহার পূজা  
করিলেন । ৬২ ।

সুরভি বসন্তকাল বা মৌগন্ধ বেক্রপ স্বর্গ  
কানন সুবাসিত করিয়া থাকে সেইরূপ ভট্টপাদ  
কাকনময় আসনে উপবিষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ বচনে

নরপতির অভিনন্দন গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সভা সুশো-  
ভিত করিলেন । ৬৩ ।

সভার সমীপস্থ তরু বিটপপ্রিত কোকিলকুজন  
শ্রবণ করিয়া সেই স্থলে পণ্ডিতবর ভট্টপাদ রাজাকে  
বলিতে লাগিলেন । ৬৪ ।

হে কোকিল ! কৃষ্ণবর্ণ নীচ ও কণ্ঠকুহরের  
পীড়াকর শঙ্ককারী কাককুলের সহিত যদি তোমার  
সঙ্গ না হইত তাহা হইলে তুমি শ্লাঘার পাত্র  
হইতে পার । ইহাদ্বারা শ্লেষে বলা হইল ।  
শ্রুতিনিন্দক নাস্তিক দিগের সহিত যদি মহারাজ !  
আপনার সঙ্গ না থাকে তবে আপনিও প্রশংসনীয়  
হইবেন সন্দেহ নাই । ৬৫ ।

পদাহত ভুজঙ্গমগণ বেক্রপ নিতান্ত কুপিত হয়,

রেণ বুদ্ধসিদ্ধান্তশাখিনম্ । স তদগ্রহেদ্ধনৈশ্চীর্ণৈঃ  
ক্রোধজ্বালামবর্কয়ৎ ॥ ৬৭ ॥ সা সভাবদনৈস্তেষাং  
রোষপাটলকাস্তিভিঃ । বভৌ বালাতপাতাত্মৈঃ সর-  
সীব সরোরুহৈঃ ॥ ৬৮ ॥ উপন্যস্তংসু সাক্ষেপং  
খণ্ডয়ৎসু পরস্পরম্ ॥ তেষুদতিষ্ঠন্নির্বোধো ভিন্দন্নিব-  
রসাতলম্ ॥ ৬৯ ॥ অধঃপেতু বুদ্ধেন্দ্রেণ ক্ষতাঃ

সিদ্ধান্ত এব শাখী বুদ্ধন্তঃ স ভট্টপাদঃ যুক্তিকুঠারেণ ছিত্বা তেষাং  
বুদ্ধানাং গ্রন্থৈরেবেদ্ধনৈশ্চীর্ণৈরুপাচীতৈঃ ক্রোধজ্বালামবর্কয়ৎ ॥  
৬৭ ॥ সা সভা তেষাং বুদ্ধানাং বদনৈ মুখৈ রোষণ কোপেন  
পাটলা স্বৈতরজ্জ্ব কাস্তি যেষাং তৈ র্ভবতৌ চকাণে বালাতপেনাতা-  
ত্মৈরীষজ্জটৈকৈঃ সরোরুহৈঃ কমলৈঃ সরসীব ॥ ৬৮ ॥ তেষু ভট্টপাদা  
দিশু সাক্ষেপং যথাস্তাত্বা প্রতিপাদনং কুর্ষৎসু তথা পরস্পরং  
খণ্ডনং কুর্ষৎসু সৎসু রসাতলং বিদারয়ন্নিব নির্বোধোনাৎ উদ-  
তিষ্ঠৎ ॥ ৬৯ ॥ যথা দেবানামিচ্ছায়া পক্ষেষু পৃথুলেন কর্কশেন

বৌদ্ধগণও সেইরূপ, সেই তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য শ্রবণ  
করিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইল । ৬৬ ।

পণ্ডিতাশ্রয়ী ভট্টপাদ বৌদ্ধদিগের সিদ্ধান্তরূপ  
বুদ্ধকে যুক্তিরূপ কুঠার দ্বারা ছেদন করিয়া বৌদ্ধ  
দিগের গ্রন্থরূপ সঞ্চিত কাষ্ঠদ্বারা ক্রোধরূপ অগ্নি-  
ফুলিঙ্গ বদ্ধিত করিলেন । ৬৭ ।

নবোদিত সূর্য্যাকিরণে তাত্ত্ববর্ণ সরসীরূহ দ্বারা  
সরোবর যেরূপ শোভিত হইয়া থাকে, বৌদ্ধদিগের  
কোপে পাটলবর্ণছাতিধারী বদন দ্বারা সেই সভা  
শোভা পাইতে লাগিল । ৬৮ ।

ভট্টপাদ ও বৌদ্ধগণ তিরস্কারপূর্ব্বক আপন  
আপন মত প্রতিপাদন করিলে ও পরস্পর মত  
খণ্ডন করিলে পর ধরনীতল বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি  
উখিত হইল । ৬৯ ।

পক্ষেষু তৎক্ষণম্ । ব্যাচককর্শতর্কেন তথাগতধরা-  
ধরাঃ ॥ ৭০ ॥ স সর্ব্বজ্ঞপদং বিজ্ঞেহসহমান ইব  
দ্বিমাম্ । চকার চিত্রবিন্যস্তানেতান্মৌনবিভূষিতান্  
॥ ৭১ ॥ ততঃ প্রক্ষীণদর্পেষু বৌদ্ধেষু বসুধাধিপম্ ।  
বোধয়ন্ বহুধা বেদবচাংসি প্রশংসংস সঃ ॥ ৭২ ॥  
বভাষেহথ ধরাধীশো বিদ্যাবভৌ জয়াজয়ৌ । যঃ

বজ্রেণ ক্ষতাঃ ধরাধরাঃ পর্ব্বতাঃ অধঃ নিপেতুঃ তথা দেবেশ্বস্তানী-  
য়েন বুদ্ধানাং পণ্ডিতানামিচ্ছায়া ভট্টপাদেন তথাগতাঃ সূগতাঃ  
ধর্ম্মরাজস্বলগত ইত্যমরঃ । ত এব ধরাধরাঃ তৎক্ষণং কস্মিন্নেব ক্ষণে  
ব্যাচৌ বিন্যস্তঃ পৃথুলো বাসস্তাসৌ কর্কশো দৃঢ়শ্চ স চাসৌ তর্কশ্চ  
তেন পক্ষেষু ক্ষতাঃ ষণ্ডিতা অধঃ পেতুঃ নিকটতাত্ প্রাপ্তা  
ইত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥ স বিশেষেণ সর্ব্বং জানাতীতি বিজ্ঞঃ সর্ব্বজ্ঞঃ  
ভট্টপাদঃ দ্বিবাং শত্ৰুণাং সূগতানাং সর্ব্বজ্ঞপদমসহমান ইত্যমরঃ  
॥ ৭১ ॥ স ভট্টপাদঃ ॥ ৭২ ॥ অথ বৌদ্ধানাং পরাজয়ানন্তরং

দেবেন্দ্র পক্ষদেশে কর্কশবজ্রে পর্ব্বত সকল  
বিদীর্ণ করিলে তাহারা যেরূপ অধঃ পতিত হয়,  
সেইরূপ ইন্দ্রস্থলাভিষিক্ত পণ্ডিতেন্দ্র ভট্টপাদ তৎ-  
কালে পৃথু বা কর্কশ তর্ক বিন্যস্ত করিয়া বৌদ্ধরূপ  
পর্ব্বত দিগকে পাতিত করিলেন । ৭০ ।

পূজনীয় ভট্টপাদ শত্রুসদৃশ বৌদ্ধদিগের সর্ব্বজ্ঞ  
পদ গছ করিতে না পারিয়াই যেন তাহাদিগকে  
চিত্রার্চিত পুত্তলিকার মত মৌন ভূষিত ( নিরস্ত )  
করিলেন । ৭১ ।

মহাত্মা ভট্টপাদ বৌদ্ধগণ ক্ষীণদর্প হইলে পর  
বসুধাপতিকে জ্ঞাত করিয়া বারম্বার বেদবাক্য  
প্রশংসা করিতে লাগিলেন । ৭২ ।

বৌদ্ধদিগের পরাজয় হইবার পর ধরাপতি  
বলিতে লাগিলেন, জয় এবং পরাজয় বিদ্যার



পতিত্বা গিরেঃ শৃঙ্গাদব্যয়ন্তমতং ক্রবম্ ॥ ৭৩ ॥  
তদাকর্ণা মুখান্যন্যো পরস্পরমলোকয়ন্ ॥ দ্বিজা-  
ত্র্যস্তু স্মরন্ বেদানাকুরোহ গিরেঃ শিরঃ ॥ ৭৪ ॥ যদি  
বেদাঃ প্রমাণং শূ ভূয়াৎ কাচিম্ মে কৃতিঃ । ইতি  
ঘোষয়তা তস্মান্মপাতি স্মহাত্মনা ॥ ৭৫ ॥ কিমু-  
দৌহিত্রদত্তেহপি পুণ্যে বিলয়মাস্থিতে । যযাতিশ্চ্যব-

তে স্বর্গাৎ পুনরিত্যুচিরে জনাঃ ॥ ৭৬ ॥ অপি লোকগুরুঃ  
শৈলাভূলপিণ্ডং ইবাপতৎ । ঋতিরাশ্রয়শরণানাং  
ব্যসনং নোচ্ছিনতি কিম্ ॥ ৭৭ ॥ ঋত্বা তদদ্ভুতং কস্ম-  
দ্বিজাদিভ্যঃ সমায়ুঃ । ঘনঘোষমিবাকর্ণ্য নিকু-  
ঞ্জেভ্যঃ শিখাবলাঃ ॥ ৭৮ ॥ দৃষ্ট্বা তমকৃতং রাজা  
শ্রদ্ধাং ঋতিষু সন্দধে । নিনিন্দবহুধাত্মানং খল-

বভাষে উবাচ বিদ্যায়তো বিদ্যাধীনো জয়পরাজয়ো তর্হি কশ্চ  
মতং ক্রবং কস্তাক্রবমিতি নির্ণয়ঃ কথং স্মাদিতি চেত্তত্রাহ যঃ  
পর্বতশৃঙ্গং পতিত্বা বিনাশরহিতঃ স্মাত্তশ্চ মতং ক্রবমস্তাক্রব-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥ তদাকর্ণা রাজোক্তং ঋত্বাহন্তে সৌগতাঃ পর-  
স্পরং মুখান্মলোকয়ন্ ইত্যময়ঃ দ্বিজাঃ । দ্বিজোক্তমঃ ভট্টপাদস্ত  
পরক্ষার্থং বেদান্ স্মরন্ পর্বতশৃঙ্গং আকুরোহ ॥ ৭৪ ॥ ইতোবং  
ঘোষয়তা শব্দং কুর্ক্বতা স্পাতি গিরেঃ শৃঙ্গান্মিপতিতম্ ॥ ৭৫ ॥ কিমু-  
বিতর্কে দৌহিত্রৈরষ্টকাদিভিঃ দত্তে যযাতিধর্মশ্চ চ্যবনশ্চ সম্বন্ধ-

নিমিত্তেন তত্তাদাত্ম্যসম্ভাবনশ্চ সম্বাহুং প্রেক্ষা । সম্ভাবনা স্মাহুং প্রেক্ষা  
বস্তুরেতৎকলায়নেত্যাভ্যুতঃ ॥ ৭৬ ॥ ঋতিরাশ্রা স্ময়মেব শরণাং  
যেষাং স্তেষাং বাসনং হুংখং কিং নোচ্ছিনতি অপিতু চিনতোব  
॥ ৭৭ ॥ ঘনঘোষঃ মেঘগর্জিতং নিকুঞ্জেভ্যো লতাদিপিহিতোদরেভ্যঃ  
শিখাবলাঃ ময়ূবাঃ ॥ ৭৮ ॥ খলানাং দুর্জনানাং সৌগতানাং সংসর্গেণ

অধীন । স্মতরাং কাহার মত সত্য ও কাহার মত  
মিথ্যা তাহা কিরূপে নির্ণীত হইবে । তবে যে জন  
পর্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত হইয়া বিনষ্ট হইবে না  
তাহার মতই সত্য । ৭৩ ।

মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অন্যান্য বৌদ্ধ-  
গণ পরস্পরের মুখ দর্শন করিতে লাগিল । দ্বিজ-  
শ্রেষ্ঠভট্টপাদ বেদস্মরণ করিয়া পর্বতশৃঙ্গ আরো-  
হণ করিলেন । ৭৪ ।

যদি বেদ সকল প্রমাণ হয় তবে যেন আমার  
কোন না অনিষ্ট ঘটে । এইরূপ শব্দ করিয়া মহাত্মা  
গিরিশৃঙ্গ হইতে নিপতিত হইলেন । ৭৫ ।

অষ্টকা প্রভৃতি দৌহিত্রদত্ত পুণ্যকার্য্য  
(শ্রাদ্ধাদি) লয়প্রাপ্ত হইলে পুনর্বার স্বর্গ হইতে

যযাতি রাজা কি ভূতলে পতিত হইলেন ? সকলেই  
এই বাক্য বলিতে লাগিল । ৭৬ ।

লোকগুরু বিধাতা কি শৈল হইতে ভূলরাশির  
মত পতিত হইলেন ? । পরমাত্মা যাহাদিগের শরণা  
সেই সমস্ত লোকদিগের ব্যসন কি কখন ঋতি কর্তৃক  
উৎসাদিত হয়না ? অবশ্যই হইয়া থাকে । ৭৭ ।

লতাদি দ্বারা যাহার অস্তাস্তুর আচ্ছাদিত থাকে  
তাহার নাম নিকুঞ্জ । ময়ূরগণ ঘনগর্জিত শ্রবণ  
করিয়া যে রূপ নিকুঞ্জ হইতে আগমন করিয়া থাকে,  
দ্বিজগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য শ্রবণ করিয়া  
সেইরূপ দিগ্দিগন্তুর হইতে উপস্থিত হইতে  
লাগিলেন । ৭৮ ।

নরেন্দ্র তাঁহাকে অকৃত্রিম দেখিয়া বেদের উপর  
শ্রদ্ধা অর্পণ করিলেন । এবং খলচেতা বৌদ্ধদিগের

সংসর্গদূষিতম্ ॥ ৭৯ ॥ সৌগতাস্ত্রকবস্মেদং প্রমাণং  
মন্তনির্ণয়ে। মণিমন্ত্রোষধৈরেবং দেহরক্ষা ভবে-  
দিতি ॥ ৮০ ॥ দুর্কির্ধৈরনুথা নীতেপ্রত্যক্ষেহর্থে-  
হপি পার্থিবঃ। ভুকুটীভীকরমুখঃ সক্ষামুগ্রতরাং  
ব্যাধাৎ ॥ ৮১ ॥ পূজামি ভবতঃ কিকিদ্ধকুং ন প্রভ-  
বন্তি যে। যন্তোপলেষু সর্বাংস্তান্ ঘাতয়িষ্যাম্য-  
সংশয়ম্ ॥ ৮২ ॥ ইতি সংশ্রুত্য গোত্রেশো ঘট-  
মাশীবিষাশ্রিতম্। আনীয়াত্র কিমস্তীতি পপ্রচ্ছ-

সবন্ধেন দূষিতম্ ॥ ৭৯ ॥ ৮০ ॥ দুর্কির্ধৈঃ খলৈ সৌদৈঃ প্রত্যক্ষে-  
হর্থেহপি অনুথা নীতে সতি রাজা ভুকুটী। ভীকরঃ ভয়ঙ্করঃ মুখং যন্ত  
সঃ প্রতিজ্ঞামুগ্রতরাং ব্যাধাৎ বিহিতবান্ ॥ ৮১ ॥ কামেবাহ ॥ পূজা-  
মীতি স্বাভ্যাম্ ॥ যন্তোপলেষু যন্তাকারেষু পাষণেষু ॥ ৮২ ॥  
ততোঃ সংশ্রুত্য প্রতিজ্ঞাং বিধায় গোত্রা পৃথী গোত্রাকুঃ পৃথিবী-

সংসর্গ দূষিত স্বকীয় অন্তঃকরণের উপর বারম্বার  
মিন্দা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ৭৯।

তৎকালে সৌগতগণ কহিল শৈলশৃঙ্গ হইতে  
পতন কখনই আমাদিগের মত নিশ্চয় বিষয়ে  
প্রমাণ হইতে পারেনা। কারণ, মণি, মন্ত্র এবং  
ঔষধিদিব্যা অনায়াসে জীবন রক্ষা হইয়া থাকে ৮০।

পর্বতশৃঙ্গ হইতে পতন হইল তথাপি খলমতি  
বৌদ্ধগণ সেই প্রত্যক্ষ দৃষ্ট অর্থে অনাস্ত্রা প্রকাশ  
করিলে নরপতি ভুকুটী দ্বারা ভীষণভর মুখ করিয়া  
তৎকালে দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞা করিলেন। ৮১।

আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, যাহারা  
কিছুই বলিতে পারিবেনা নিঃসন্দেহ আমি তাহা-  
দিগকে বস্ত্রাকার প্রস্তরে নিহত করিব ৮২।

পৃথিবীপতি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া ভুজঙ্গ-

দ্বিজসৌগতান্ ॥ ৮৩ ॥ বক্ষ্যামহে বয়ং ভূপ স্বঃ  
প্রভাতেহস্য নির্ণয়ম্। ইতি প্রমাদ্য রাজানং জগ্মু ভূ-  
স্বরসৌগতাঃ ॥ ৮৪ ॥ পদ্মা ইব তপশ্চপুঃ কণ্ঠদ্বয়-  
সপাথসি। দ্ব্যমণিঃ প্রতিভূদেবাঃসোহপি আতুর-  
ভূততঃ ॥ ৮৫ ॥ সন্দিগ্ধ্য বচনীয়াংশমাদিতোহস্তহিতে-  
দ্বিজাঃ। আজগ্মু রপি নিশ্চিত্য সৌগতাঃ কলশ-  
স্থিতং ॥ ৮৬ ॥

ভ্যমরঃ। তস্তাঃ ঙ্গো রাজা আশীবিষঃ সপঃ দ্বিজাশ্চ সৌগতাস্ত্র-  
তান্ ॥ ৮৩ ॥ ৮৪ ॥ বা পুংসি পদ্মং নালনামিত্যমরাং পদ্মা  
ইতি পুস্তিকপ্রয়োগঃ। কণ্ঠপ্রমাণে পাথাসি জনৈ প্রমাণে দ্বয়সজ্জিতি  
দ্বয়সচ্ প্রত্যয়ঃ দ্ব্যমণিঃ স্বয়ং প্রতিভূদেবা ব্রাহ্মণাঃ সঃ ভাণ্ডঃ  
॥ ৮৫ ॥ ঘটে শেষশায়ী বিষ্ণুরস্তীতি কথনীয়ান্শং সন্দিগ্ধ্যোপনিষ্ট  
সৌগতা অপি ঘটস্থিতং বস্ত্র নিশ্চিত্যাজগ্মুঃ ॥ ৮৬ ॥ ভুজঙ্গঃ সপঃ

সেবিত ঘট আনিয়া বৌদ্ধাবলম্বী দ্বিজদিগকে  
জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাতে কি আছে বলুন। ৮৩।

হে রাজন্! আমরা কল্য প্রভাতে ইহার নির্ণয়  
বলি। এইকথা বলিয়া বৌদ্ধ বিপ্রগণ নরপতির  
অভিনন্দন করিয়া গমন করিলেন। ৮৪।

তাহারা গলদেশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া পদ্ম-  
পুষ্পের মত সূর্য্যের উদ্দেশে তপস্যা করিতে  
লাগিলেন, এবং সূর্য্যদেবও তথায় আবির্ভূত  
হইলেন। ৮৫।

“কলমে অনন্তশায়ী বিষ্ণু বিরাজমান” বাক্যের  
এই অংশিষ্টে অংশ বলিয়া সূর্য্যদেবা অন্তর্হিত হইল।  
বৌদ্ধবিপ্রগণ কলসস্থিত অর্থ নিশ্চিত করিয়া তথায়  
আগমন করিলেন। ৮৬।

স্তু সৌগতাঃ সর্বে ভুজঙ্গোহস্তীত্যাদিযুঃ । ভোগীশভোগশয়নো ভগবানিতি ভুজরাঃ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতভুজুরবাক্যস্ত বদনং পৃথিবীপতেঃ । কাসারশো-  
ষণমানসারসপ্রিয়মাদদে ॥ ৮৮ ॥ অথ প্রোবাচ দিব্যা  
বাক্ সত্রাজমশরীরিণী । তুদন্তী সংশয়ং তস্ত সর্বে-  
ষামপি শৃণুতাম্ ॥ ৮৯ ॥ সত্যমেব মহারাজ ব্রাহ্মণা  
বদবভামিরে । মাকুথাঃ সংশয়ং তত্র ভব সত্য-  
প্রতিশ্রবঃ ॥ ৯০ ॥ শ্রুত্বাহশরীরিণীং বাণীং দদর্শ

অবাদিযুঃ কথিতবস্তুঃ ভোগীশস্ত শেষস্ত ভোগে শরীরে শয়নং যস্ত  
সঃ বিস্মৃতিত্যাগঃ ॥ ৮৭ ॥ শ্রুতং ভুজুরাণাং বাক্যং শ্রেন ঘটে  
নিহিতাদন্তস্তার্থস্ত প্রতিপাদকং যেন তস্ত ভূপতে যুৎসং কাসার-  
স্তুভাগঃ পদ্মাকরস্তুভাগোহস্তীকাসারঃ সরসী সর ইত্যমরঃ । তস্ত  
শোষণেন স্নানস্ত সারসস্ত কমলস্ত প্রিয়মাদদে ॥ ৮৮ ॥ অথা-  
নন্তরমশরীরিণী দিব্যা বাণী তস্ত ব্রাহ্মণঃ শৃণুতাং সর্বেষাং সংশয়ং  
নাশরন্তী রাজানং প্রোবাচ ॥ ৮৯ ॥ হে মহারাজ ব্রাহ্মণা যদুক্তবস্তু-  
স্তৎসত্যমেব তত্র তদুক্তে সংশয়ং মাকুরু সত্যপ্রতিশ্রবঃ সত্য-  
প্রতিজ্ঞো ভব ॥ ৯০ ॥ মধুদ্রিস্যো বিষ্ণোঃ সুরাধিপঃ ইন্দ্রঃ ॥ ৯১ ॥

অনন্তর বৌদ্ধবিপ্রগণ বলিতে লাগিলেন এই  
কলসে সর্প আছে । এবং সেই অনন্তসর্পের ফণা-  
মণ্ডলে ভগবান্ বিষ্ণু শয়ান আছেন । ৮৭ ।

ব্রাহ্মণ দিগের কথা শ্রবণ করিয়া পৃথিবীপতির  
মুখ ( তড়াগ শুষ্ক হইলে পদ্ম যেরূপ স্নান হয় )  
সেইরূপ শোভা ধারণ করিল । ৮৮ ।

অনন্তর অন্যান্য শ্রোতৃবর্গের ও মহারাজের  
সংশয়চ্ছেদ করিয়া দৈববাণী বলিতে লাগিল । ৮৯ ।

মহারাজ ! ব্রাহ্মণেরা যাহা বলিয়াছেন সে  
সমুদায়ই সত্য । সে বিষয়ে আপনি সন্দেহ করি-  
বেন না এবং এক্ষণে সত্যপ্রতিজ্ঞ হউন । ৯০ ।

৬

বসুধাধিপঃ । মূর্তিঃ মধুদ্রিসঃ কুস্ত সুরামিব সুরা-  
ধিপঃ ॥ ৯১ ॥ নিরস্তাখিলসন্দেহো বিচ্যুস্তেতরদর্শ-  
নাং । ব্যাধাদাজ্ঞাং ততো রাজা বধায় শ্রুতিবি-  
দ্রিষাম্ ॥ ৯২ ॥ আসেতো রাতুযারাদ্রে কোঁকানারুদ্ধ  
বালকম্ । ন হস্তি যঃ স হস্তব্যো ভূত্যানিত্যশ্বশান্  
নৃপঃ ॥ ৯৩ ॥ ইষ্টোহপি দৃষ্টদোষশ্চৈবধা এব মহা-  
ত্মনাম্ । জননীমপি কিং সাক্ষান্নাবধীতু গুনন্দনঃ ॥ ৯৪

বিচ্যুতাং ঘটে স্থাপিতাঙ্গাণীবিষাদিতরস্ত মধুদ্রিস্যো দর্শনং তস্মাদ্ভে-  
তো নিরস্তা অপগতা অখিলাঃ সন্দেহা যস্ত সঃ ॥ ৯২ ॥ আ-  
সেতোঃ রামসেতুপর্য্যস্তং তথা হিমালয়পর্য্যন্তমারুদ্ধং বালকক্কাতি  
ব্যাপ্য যো মন্তৃত্যঃ সৌগতায় হস্তি স ময়া হস্তব্য ইতি ভূত্যা-  
নশ্বশাদাজ্ঞাবান্ ॥ ৯৩ ॥ নহু স্বগুরুভ্যেন স্বীকৃতত্বাদিষ্টানাং বধায়  
কিমিত্যেবমাজ্ঞাং কৃতবানিত্যত আহ ইষ্টোহপীতি । পিত্রা  
নিযুক্তো ভৃগুনন্দনঃ পরশুরামঃ সাক্ষাৎজননীমপি কিং নাবধী-  
দপি তু হতবানেব । অত্র পূর্ব্বোক্তবৌদ্ধবধাজ্ঞারূপস্ত বিশে-  
ষস্ত সমর্থনার সামান্যমুপপত্তস্ত বিশেষান্তরোপত্তাসাঙ্গিকস্বরা-  
লঙ্কারঃ । যন্মিহিশেষসামান্যবিশেষাঃ স বিকস্বর ইত্যাক্তে:

সেই অশরীরী বাণী শ্রবণ করিয়া ( ইন্দ্র যেরূপ  
সুধা দর্শন করিয়া থাকেন ) বসুধাপতিও কলসে মধু-  
সূদন কৃষ্ণের মূর্তি দর্শন করিলেন । ৯১ ।

ঘটস্থাপিত সর্পের অবয়ব হইতে বিভিন্ন শরীর  
কৃষ্ণের দর্শন হেতু সমস্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইল এবং  
বেদদেষী বৌদ্ধগণের বধের নিমিত্ত আজ্ঞা প্রচার  
করিলেন । ৯২ ।

দক্ষিণে রামচন্দ্রের সেতু এবং উত্তরে হিমালয়  
পর্য্যন্ত বৌদ্ধদিগের মধ্যে কি বৃদ্ধ, কি বালক সকল-  
কেই আমার ভৃত্য বিনাশ করিবে, ভূতাদিগের উপর  
এই আজ্ঞা অর্পণ করিলেন । এবং যে না বধ করিবে  
আমি তাহার প্রাণদণ্ড করিব । ৯৩ ।

স্বন্দানুসারিরাঞ্জনৈনা ধর্মদ্বিষো হতাঃ। যোগীন্দ্রে-  
 গেব যোগিনা বিঘ্নাস্তত্বেবলম্বিনা ॥১৫॥ হতেষু তেষু  
 দুষ্টেষু পরিতস্তার কোবিদঃ। শ্রোতবজ্রতমিস্রেযু  
 নকেষিব রবিস্মিহঃ ॥১৬॥ কুমারিলমুগেন্দ্রেণ হতেষু  
 জিনহস্তিষু। নিপ্রভূতাহগবন্ধিত্ত শ্রুতিশাখাঃ সম-

॥ ১৪ ॥ ভট্টপাদানুসারিরাঞ্জনৈনা ধর্মদ্বিষো বোদ্ধা  
 বিনাশিতাঃ তত্বেবলম্বিনা যোগীন্দ্রেণ যোগনাশকা বিঘ্না ব্যাধিস্থান-  
 সংশয়প্রমাদাগস্ত্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালক্ভূতানবস্থিতত্বাদয়োহস্ত-  
 রায়া যোগশাস্ত্রোক্তা ইবেত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ তেষু দুষ্টেষু বৌদ্ধেষু  
 হতেষু কোবিদঃ পণ্ডিতো ভট্টপাদঃ শ্রোতমার্গং পরিতস্তার সর্বতঃ  
 প্রসারিতবান্ যথা তমিস্রেযু অন্ধকারেষু নষ্টেষু সূর্যো মহন্তোজো  
 বিস্তারয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬ ॥ কুমারিলো ভট্টপাদ এব মুগেন্দ্রঃ সিংহ-

যদি প্রিয়ও হয় অথচ তাহার দোষ দেখা যায়  
 মহাত্মা লোকে তাহাকে বধ করিবে। শুণুনন্দন  
 পরশুরাম আপনার জননীরও কি বধ করেন নাই ?।

কার্তিকমূর্তিধারী ভট্টপাদের অনুসারী রাজা  
 সুধম্মা ( তত্বলিপ্সু যোগীন্দ্র যেরূপ ব্যাধিস্থান,  
 সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, এবং ভ্রান্তিদর্শন  
 প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত যোগনাশক বিঘ্ননাশ করিয়া  
 থাকেন), সেইরূপ বেদদ্বৈষক বোদ্ধাদিগকে বিনষ্ট  
 করিলেন । ১৫ ।

অন্ধকার নষ্ট হইলে রবি যেরূপ স্বকীয় তেজ  
 চারিদিকে বিস্তার করেন সেইরূপ দুষ্ট বৌদ্ধগণ  
 বিনষ্ট হইলে পণ্ডিতবর ভট্টপাদ চতুর্দিকে বৈদিক  
 পথ বিস্তার করিতে লাগিলেন । ১৬ ।

কুমারিক অর্থাৎ ভট্টপাদরূপ সিংহ বৌদ্ধরূপ

স্তুতঃ ॥ ১৭ ॥ প্রাগিথং জ্বলনভূবা প্রবর্তিতে-  
 হগ্নিন্ কস্মাধ্বন্যখিলবিদা কুমারিলেন। উদ্ধতুং  
 ভুবনমিদং ভবাক্ষিময়ং কারুণ্যাস্থনিধিরিয়েষ চন্দ্র-  
 চূড়ঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদুপোদ্যাতপরঃ সংক্ষেপ-  
 শঙ্করবিজয়ে সর্গোহয়ং প্রথমোহভ্যুতঃ ॥ ১ ॥

স্তেন নিপ্রভূতাহং নির্দ্বিগ্নং ॥ ১৭ ॥ উপোদ্যাতরূপাং স্বক্যান্তার-  
 কথাং উপসংহরন্ শিবাবতারকথাং গ্রন্থপতিপাদ্যামুপক্ষিপতি।  
 প্রাগিথমিতি জ্বলনাদনলাস্তবতীতি জ্বলনভূস্তেন সর্বক্ষেণ ভট্ট-  
 পাদেন পূর্বমেনেন প্রকারেণাস্মিন্ কস্মমার্গে প্রবর্তিতে সতি ততঃ  
 সংসারমাগরে নিমগ্নং ভুবনং অদ্বৈতশাস্ত্রপ্লেবেনোদ্ধতুং কারুণ্য-  
 জলশিশুশেখরো মহাদেব ঠয়েষ টচ্ছতিস্ম। প্রহর্ষনীরুতং যৌ  
 ভ্রৌ গস্তিদশয়তিঃ প্রহর্ষণীয়মিতিলক্ষণাং ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্যাবালগোপালতীর্থ শ্রীপাদশিষ্য  
 দত্তবংশাবতঃসরামকুমারসুসুধনপতিস্মরিকৃতে শ্রীমচ্ছঙ্করা-  
 চার্যাবিজয়ভিতিমে প্রথমঃ সর্গঃ ॥ ১ ॥

হস্তী দিগকে বিনাশ করিলে পর চতুর্দিকে নির্দ্বিগ্নে  
 বেদশাখা সকল রুদ্ধ পাইতে লাগিল । ১৭ ।

প্রথমে এইরূপে অনলজন্মা ভট্টপাদ পূর্বে এই  
 প্রকারে এই সমস্ত কস্মপথ প্রবর্তিত করেন । অন-  
 তর সংসার সাগর মগ্ন বিশ্বকে অদ্বৈত শাস্ত্ররূপ  
 তেলাদ্বারা উদ্ধার করিবার বাসনায় করুণাসাগর  
 চন্দ্রশেখর মহাদেব ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । ১৮ ।

॥ ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করবিজয়ে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥



## দ্বিতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

ততো মহেশঃ কিল কেরলেষু শ্রীমদ্রুষাদ্রৌ করুণা  
সমুদ্ভূতঃ । পূর্ণানদীপুণ্য তটে স্বয়ম্ভুলিঙ্গাত্মনান-  
ঙ্গধগাবিরাসীৎ ॥ ১ ॥ তনোদিতঃ কশ্চন রাজ-  
শেখরঃ স্বপ্নে মুক্ত দৃষ্ট তদীয়বৈভবঃ । প্রাসাদমেকং  
পরিকল্প্য স্তপ্রভং প্রাবর্তয়ন্ত্য সমর্হণং বিভোঃ ॥ ২ ॥  
তন্ত্বেশ্বরস্ত প্রণতার্তিহতুঃ প্রসাদতঃ প্রাপ্তানরীতি

শঙ্করানতারং বিস্তরেণ বর্ণয়িতুং পৌষ্টিকাং রচয়তি তত ইতি ।  
ততঃ কৰ্ম্মমার্গপ্রবৃত্ত্যানন্তরং কৰুণাসমুদ্ভূতঃ অনঙ্গঃ কামঃ দহতীকি  
অনঙ্গপদ্মচেশঃ কেরলেষু দেশবিশেষেষু শ্রীমদ্ভৃগুসংস্কৃত্যে গিরৌ  
পূর্ণানদীপুণ্যতটে জ্যোতির্লিঙ্গাত্মনা আবিরাসীৎ প্রাকুরভূৎ উপ-  
জাতিচ্ছন্দঃ ॥ ১ ॥ তেন লিঙ্গাত্মনাবিভূতেন মহেশেন প্রেরিতঃ  
কশ্চন রাজশেখরাখ্যো মণীপঃ পুনঃ পুনঃ স্বপ্নে দৃষ্টতদীয়ো  
বৈভবো যেন স একং প্রাসাদং দেবালয়ং পরিকল্প্য তন্ত্বেশ্বরে  
নমস্কেতুং প্রবর্তিতবান্ সাদিভ্রবংশা ততৈজরসংসৃজিতঃ ॥ ২ ॥  
তন্ত্বেশ্বরস্ত প্রণতার্তিহতুঃ প্রসাদাৎ প্রাপ্তঃ নিরীতিভাবোহয়ং জৈক

কৰ্ম্মপদ্ধতি প্রবৃত্ত হইবার পর কামবিনাশী  
দয়ামাগর মহেশ্বর, কেরলদেশে মনোজ্ঞ রুষ নামক  
পর্বতে পূর্ণানদীর পবিত্র তট নিকটে জ্যোতির্লিঙ্গ  
রূপে আবির্ভূত হইলেন ॥ ১ ॥

রাজশেখর নামক কোন নরপতি লিঙ্গরূপে  
আবির্ভূত সেই মহাদেব ঈর্জক প্রেরিত হইয়া স্বপ্নে  
বারংবার মহেশ্বরের বৈভব দর্শন করিয়া প্রভাশালী  
এক দেবালয় নির্মাণ করিলেন, এবং তাঁহার সম্যক  
রূপে পূজা কার্য্য প্রবর্তিত করিলেন ॥ ২ ॥

ভাবঃ । কশ্চিদ্ভদভাসগতোগ্রহারঃ কালট্যভিখো-  
হন্তি মহান্মনোজ্ঞঃ ॥ ৩ ॥ কশ্চিদ্বিপশ্চিদিহ নিশ্চল-  
ধীর্বিরেজে বিদ্যাধিরাজ ইতি বিপ্রতনামধেষঃ ।  
রুদ্রো রুষাদ্রিনিলয়োহবতরীভুকামো যৎ পুত্র-  
মাত্মপিতরং সমরোচয়ৎ সঃ ॥ ৪ ॥ পুত্রোহভবন্তস্য  
পুরাতপুণ্যৈঃ স্তত্রাক্তেজাঃ শিবগুর্কভিখ্যঃ । জ্ঞানে-

যন্ত অতিরুষ্টিবনারুষ্টিমুখিকাঃ শলভাঃ শুকাঃ । অত্যাশঙ্ক্য রাজানঃ  
যড়োতা ঈতরঃ স্বতা ইতুজ্জাঃ ষড়্‌বাধা জেয়াঃ এবম্বিদন্ত্য । সমীপ-  
গতঃ কশ্চিৎ কালটিসংজ্ঞোহতিরমোহগ্রহারো ব্রাহ্মণপ্রধানো-  
হন্তি ॥ ৩ ॥ ইহাস্মিন্নগ্রহারে বিদ্যাধিরাজ ইতি বিপ্রতনামধেষো  
নিশ্চলমতিঃ কশ্চিৎপণ্ডিতো বিরেজে । স রুষাদ্রিনিলয়োহবতরীভু-  
কামোহবতরণেচ্ছূৰ্য্যন্ত পুত্রমাত্মপিতরং সমরোচয়ৎ স বিরেজে  
ইতি বাহরঃ উক্তং বসন্ততিলকস্তভজাজগৌগঃ ॥ ৪ ॥ তন্ত্বে  
বিদ্যাধিরাজস্ত পূর্বমনেকজন্মস্বাতৈরজিতৈঃ পুণ্যৈঃ স্তত্রাক্ত-  
তেজো যন্ত স শিবগুরুসংজ্ঞঃ পুত্রোহভবৎ যো জ্ঞানে শিবো

প্রণতজনের পীড়া-সংহর্তা সেই ঈশ্বরের প্রসাদে  
অতিরুষ্টি, অনারুষ্টি, মুখিক, পতঙ্গ, শুক এবং নিকট-  
বর্তী বিপক্ষ ভূপতি এই ছয় প্রকার বাধা হইতে  
মুক্ত হইয়া কালটি নামক কোন সুন্দর ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ  
সেই দেবালয়ের সমীপে আসিয়া বাস করিতে  
লাগিলেন ॥ ৩ ॥

এই ব্রাহ্মণ প্রবরের নিকটে নিশ্চলমতি বিদ্যা-  
ধিরাজ এই বিখ্যাতনামা কোন পণ্ডিত বিরাজমান  
থাকিতেন । রুষ পর্বত নিবাসী সেই রুদ্রদেব  
ভূতলে অবতীর্ণ হইতে বাসনা করিয়া যাহার

শিবো যো বচনে গুরুস্ত স্মৃত্যর্থনামাকৃত লক্শবর্ণঃ ॥৫॥  
স ব্রহ্মচারী গুরুগেহবাসী তৎকার্যকারী বিহিতাম-  
ভোজী । সায়ং প্রভাতঞ্চ হতাশসেবী ব্রহ্মেন বেদং  
নিজমধ্যগীৰ্হ ॥ ৬ ॥ ক্রিয়াদ্যনুষ্ঠানফলোহর্থবোধঃ  
স নোপজায়েত বিনা বিচারম্ । অধীতা বেদানথ

বচনে গুরুবৃহস্পতিস্ত স পুত্রস্ত লক্শবর্ণো বিচক্ষণো বিদ্যাধিরাজোহ  
বর্ণনামার্থানুরূপং নামাকৃত সংজ্ঞাং কৃতবান্ । ধীমান্ স্মরিঃ কৃতী  
কৃষ্ণলক্শবর্ণো বিচক্ষণ ইত্যমরঃ । স্মাদিশ্রবজ্ঞা রদিতৌজগোগঃ ॥৫॥  
এবং শিবগুরোজ্যোক্ত । ভক্তরিভমাহ স শিবগুরুঃ ব্রহ্মচারী গুরু-  
গেহবাসশীলস্ত গুরোঃ কার্যকারী বিহিতং ভিক্ষয়া লক্শং গুরবে  
নিবেদিতময়ং ভোজ্যং শীলমস্তাতীতি তথা হতাশং হতভূজং বহিঃ  
সেবিতুং শীলমস্তাতীতি তথা ব্রহ্মেন ব্রহ্মচর্যানিয়মেন স্বীয়ং বেদ-  
মধ্যগীৰ্হে অধীতবান্ ॥ ৬ ॥ যতঃ ক্রিয়া অনুষ্ঠানং ফলং যন্ত স

পুত্রকে এবং আপনার পিতাকে গোভিত করিয়া  
ছিলেন ॥ ৪ ॥

পূর্বজন্মার্জিত বহুবিধ পুণ্য হেতু সেই রিদিয়া-  
ধিরাজের ব্রহ্মতেজোময় শিবগুরু নামে এক পুত্র  
হইয়াছিল । যিনি জ্ঞানে শিব এবং বচনে গুরু  
অর্থাৎ বৃহস্পতি তুল্য ছিলেন বলিয়া বিচক্ষণ বিদ্যা-  
ধিরাজ পুত্রের “শিবগুরু” এই নাম সার্থক করিয়া  
ছিলেন ॥ ৫ ॥

শিবগুরু ব্রহ্মচারী ছিলেন, গুরুগৃহে বাস এবং  
গুরুদেবের অনুজ্ঞাত কার্য্য করিতেন ; ভিক্ষালব্ধ  
অন্ন গুরুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতেন, এবং  
সায়ং ও প্রভাতকালে সাগ্নিক ছিলেন বলিয়াই বহিঃ  
সেবা করিতে একমাত্র তাঁহার স্বভাব ছিল । এবং  
ব্রহ্মচর্য্য নিয়মে স্বকীয় বেদ অধ্যয়ন করিয়া-  
ছিলেন । ৬ ।

বিচার ব্যতীত বেদের অর্থবোধ হয় না । কারণ

তদ্বিচারককার দুর্বেোধতরো হি বেদঃ ॥ ৭ ॥ বেদে-  
ষধীতেষু বিচারিতেহর্থশিষ্যানুরাগী গুরুরাহ তংস্ম ।  
অপাঠি মত্তঃ স যড়ঙ্গবেদো ব্যবচারি কালোবহুরত্য-  
গান্তে ॥ ৮ ॥ ভক্তোহপি গেহং ব্রজ সম্প্রতি ত্বং  
জনোহপি তেদর্শনলালসঃ স্মাৎ । গত্বা কদাচিৎ স্বজন-

অর্থবোধো বিচারং বিনা নৈব জায়তে নব্বধীত স্বাস্থ্যসাধ্যায় অনর্থং  
স্বয়মেব কুতো নাববুদ্ধবানিতি চেত্তত্রাহ হি যস্মাদ্বেদো দুর্বেোধ-  
তরো বিচারং বিনাতিশয়েন দুর্ঘটো যথার্থবোধো যন্ত সঃ  
উপেক্ষবজ্রাত্তজাস্ততোর্গো ॥ ৭ ॥ বেদেষধীতেষু সংস্ম তদর্থং  
চ বিচারিতে সতি শিষ্যানুরাগী আচার্য্যস্তং শিবগুরুমাহস্ম প্রোক-  
বান্ বড়্ ভিঃ শিক্ষাকর ব্যাকরণক্ষণো জ্যোতির্নিরুক্ত সংজ্ঞে-  
রক্কেঃ সহিতঃ সর্বোবেদো মত্তত্বয়া পঠিতো বিচারিতশ্চ কালস্তে  
তব বহুরতিক্রান্তঃ উপজাতিচ্ছন্দঃ ॥ ৮ ॥ যদ্যপি ত্বং ভক্তস্তথাপি  
সম্প্রতি ইদানীং গেহং ব্রজ সম্বন্ধিজনোহপি তে তব দর্শনলালসঃ

অনুশীলনাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানই অর্থবোধের ফল  
বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু  
তাঁহার তৎসমুদায়ের অর্থবোধ হয় নাই । বেদ  
অতিশয় দুর্বেোধ, স্ততরাং বেদাধ্যয়ন করিয়াও  
তাঁহার সেই সমস্ত বেদের বিচার করিতে হইয়া-  
ছিল । ৭ ।

বেদ সকল অধীত হইলে, বেদার্থ সকল বিচারিত  
হইলে, শিষ্যানুরাগী গুরু, শিবগুরুকে ডাকিয়া  
বলিতে লাগিলেন । তুমি আমার নিকট হইতে  
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ জ্যোতিষ, এবং নিরুক্ত  
এই যড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ ; ও ইহার বহুতর  
বিচার করিয়াছ ; তোমার ইহাতে বহুতর কাল  
অতীত হইয়াছে । ৮ ।

যদ্যপি তুমি আমার একান্ত ভক্ত, তথাপি  
সম্প্রতি তুমি গৃহে গমন কর । কারণ, আত্মীয়

প্রমোদং বিধেহি মা তাত বিলম্বয়স্ব ॥ ৯ ॥ বিধাতু-  
মিষ্টং যদিহাপরাহ্নে বিজানতা তৎ পুরুষেণ পূর্বং ।  
বিধেয়মেবং যদিহ স্ব ইষ্টং কৰ্ত্তুং তদদ্যোতি বিনি-  
শ্চিতোহর্থঃ ॥ ১০ ॥ কালোগুবীজাদিহযাদৃশ স্যাৎ  
শস্যং ন তাদৃক্ বিপরীতকালং । তথা বিবাহাদি-

স্যাৎস্মাৎ কদাচিদগত্বা স্বজনপ্রমোদং বিধেহি শিষ্যস্য পুত্রতুল্য-  
ত্বাৎ সম্বন্ধনং হে তাত ! মা বিলম্বয়স্ব বিলম্বং মাকুরু ।  
আখ্যানকীতোজ গুরুগমোজ্জ্ঞতাবনোজ্জ্ঞগুরুগুরুশ্চেৎ ॥ ৯ ॥  
বিলম্বো ন কৰ্ত্তব্য ইত্যুক্তং তত্র হেতুমাহ । যত ইহাশ্মিন্ লোকে  
যদপরাহ্নে বিধাতুমিষ্টং তদায়ুরাদেঃ ক্ষণভঙ্গুরতাং বিজানতা পুরুষেণ  
পূর্বং পূর্বাহ্নে এব বিধেয়মেবমিহ যৎ স্বঃ অনাগতেহহি কৰ্ত্তুমিষ্টং  
তদদ্য বিধেয়মিতি বিনিশ্চিতোহর্থস্তস্মান্নাবিলম্বয়স্বেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥  
কিঞ্চ যথাকাল উদ্ভবকাল উপাৎ ক্ষেত্রে রোপিতাবীজাদিহ যাদৃশং  
বিপরীতকালান্নৈব জায়তে তথা বিবাহাদিস্বস্ত বিবাহাদেঃ কালে

স্বজনেরা তোমাকে দেখিবে বলিয়া লালসা করিয়া  
রহিয়াছে । অতএব তুমি গমন করিলেই স্বজন  
প্রীতি বিধান করিতে পারিবে । হে পুত্র ! তুমি  
আর বিলম্ব করিও না । ৯ ।

বিলম্ব না করিবার কারণ এই, এই জগতে যাহা  
অপরাহ্নে করিতে হইবে তাহা আয়ুঃ প্রভৃতির ক্ষণ-  
নশ্বরতা জানিয়া পুরুষগণ পূর্বাহ্নেই তাহা সম্পাদন  
করিবে । এবং যাহা ভবিষ্য কালে করিতে হইবে,  
তাহা তৎক্ষণাৎ করাই কৰ্ত্তব্য এইরূপ অর্থই নিশ্চিত  
হইয়াছে । অতএব তুমি গমনে ক্ষণকালও বিলম্ব  
করিও না । ১০ ।

অপিচ যথাকালে ( শস্যরোপণ করিবার কালে )  
ক্ষেত্রে যদি বীজরোপণ করা যায়, তাহা হইতে যেক্রপ  
শস্য উৎপন্ন হয়, তাহার বিপরীত কালে ( অর্থাৎ

কৃতং স্বকালে ফলায় কল্পেত নচেদ্ বৃথা স্যাৎ ॥ ১১ ॥  
আজন্মনো গণয়তো ননু তান্ গতান্ মাতা পিতা  
পরিণয়ং তব কৰ্ত্তুকামো । পিত্রোরিয়ং প্রকৃতিরেব  
পুরোপনীতং যদ্যায়তন্তনুভবস্য ততো বিবাহম্ ॥  
১২ ॥ তত্তৎকুলীনপিতরঃ স্পৃহয়ন্তি কামং তত্তৎ-

যৌবনাদাবস্থায়ঃ কৃতং ফলায় পুত্রোৎপত্তাদিফলরূপায় কল্পেত  
শক্যং ভবেদনুথা তৎবিবাহাদিকৃতং বার্থং স্যাৎ ॥ ১১ ॥ কিং  
বা জন্মনো জন্মপ্রভৃতি ননু নিশ্চয়েন তব পরিণয়ং বিবাহং কৰ্ত্তু-  
কামো মাতা পিতা চ তান্ গতান্ সম্বৎসরান্ গণয়তো গণনং  
কুরুতঃ । যস্মাৎ কারণাৎ পিত্রোরিয়ং প্রকৃতিঃ স্বভাব এব । পুত্রা  
পূর্বতনুভবস্তাশ্রয়শ্চোপনীতিমুপনয়নং তত্তত্তদনন্তরং বিবাহং যৎ  
ধ্যায়তঃ কদা ভবিষ্যতীতি যচ্চিন্তনং কুরুতঃ স ইত্যর্থঃ । অত্র  
সামান্যবিশেষয়োরুক্তত্বাদর্থান্তরত্বাসামান্যকারঃ । উক্তির্থান্তরত্বাসঃ  
স্যাৎ সামান্যবিশেষয়োরিত্যুক্তেঃ ॥ ১২ ॥ অপিচ তত্তৎকুলীনপি-

অসময়ে ) রোপিত বীজ হইতে কখনই সেইরূপ  
শস্য হয় না । সেইরূপ যথাযোগ্য কালে ( যৌবনাদি  
অবস্থায় ) বিবাহাদি করিলে পুত্রোৎপত্তি প্রভৃতি  
ফল সংঘটিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার বিপরীত  
সময়ে বিবাহাদি করিলে সমস্তই বৃথা হইয়া থাকে ।

জন্ম দিবসাবধি যে সমস্ত বৎসর গত হইয়াছে,  
তোমার পিতা মাতা তোমার বিবাহ কবে হইবে  
এই ইচ্ছায় একান্ত ব্যগ্র থাকিয়া সেই সমস্ত গত  
বৎসর সকল যে গণনা করিতেছেন ইহা  
নিঃসন্দেহ । কারণ, জনকজননীর ইহাই স্বভাব  
যে, অণ্ডে পুত্রের উপনয়ন অনন্তর বিবাহ চিন্তা  
করিয়া থাকেন । ১২ ।

পিণ্ডদাতা পুরুষের সম্ভান থাকিলেই পরে  
পিণ্ড বিলোপ যাহাতে না হয় ইহা বিশদরূপে দর্শন

কুলীনপুরুষস্য বিবাহকর্ম্য । পিতৃং প্রদাতৃপুরুষস্য  
সমস্ততিহে পিতৃাবিলোপমুপরি ক্ষুটমীক্ষমাণাঃ ॥১৩॥  
অর্থাববোধনফলো হি বিচার এষ তচ্চাপি চিরবহু-  
কর্ম্যবিধানেহেতোঃ । তত্রাধিকারমধিগচ্ছতি স-  
দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণা বিবাহমিতি বেদবিদাঃ প্রবাদঃ ॥১৪॥  
সত্যং গুরো ন নিয়মোহস্মি গুরোরধীতবেদো গৃহী

তত্ত্বতৎকুলীনপুরুষস্য বিবাহকর্ম্য কাম্যং পূহয়তি । পরিণয়কর্ম্য-  
গোচরায় পূহ্যমভ্যন্তরং কুর্কতি । যতত্ত্বতৎকুলীনপিতরঃ পিতৃপ্রদাতৃ-  
পুরুষস্ত সমস্ততিহে সতি উপরি অগ্রে পিতৃাবিলোপং ক্ষুটং সমীক্ষ-  
মাণাঃ ॥ ১৩ ॥ ন কেবলমেতাবদেবাণি তু সহোত্তো চরতাঙ্ক-  
মিত্যাশ্রিত্য । 'সদ্বিতীয়স্ত' কর্ম্যবিধানেহধিকারপ্রবণাত্ত্বকর্ম্যমপি  
বিবাহ আবশ্যক ইত্যাহ অর্থোক্ত । এব বিচারোহর্থাববোধন  
ফলোহর্থাববোধনং পরিজ্ঞানং ফলং যন্ত স এতন্ত বিচারত্যাগ  
পরিজ্ঞানং ফলং তচ্চার্থাববোধনং বিচিত্রানাম যজ্ঞানাং বিধানার্থং ।  
অত্র বিচিত্রযজ্ঞবিধানে বিবাহং কৃষ্ণা সদ্বিতীয়ঃ দ্বিতীয়য়া পত্ন্যা-  
সহ বর্তমানোহধিকারং গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি বেদবিদাঃ প্রবাদঃ ॥  
১৪ ॥ এবমুক্তঃ শিবগুরুকৃপাচ সত্যমিত্যাদিনা । সত্যমিত্যাক্ষা-

করিয়া সেই সেই মহাকুলোদ্ভব পিতৃগণ, সেই  
সেই মহাকুলোৎপন্ন পুরুষের বিবাহ কার্য্য যথেষ্ট-  
রূপে পূহা করিয়া থাকেন । ১৩ ।

বিবাহকার্য্য কেবল ইহার নিমিত্ত নহে, কিন্তু  
ত্রুটি স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত দাম্পত্য ধর্ম্মের অধিকার  
হেতুও বিবাহ আবশ্যক । এই বিচারের ফলই অর্থ  
পরিজ্ঞান পর্য্যন্ত, এবং ঐ অর্থজ্ঞান বিচিত্র বহুবিধ  
যজ্ঞকর্ম্মের বিধানার্থ হইয়া থাকে । এই বিচিত্র  
যজ্ঞ নিধানে বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক হইলেই অধি-  
কারী হওয়া যায়, ইহা বেদজ্ঞদিগের চিরন্তন  
প্রবাদ । ১৪ ।

ভবতি নান্যপদং প্রয়াতি । বৈরাগ্যবান্ ত্রুটি  
ভিক্ষুপদং বিবেকী নোচেদগৃহী ভবতি রাজপদং  
তদেতৎ ॥ ১৫ ॥ শ্রীনৈষ্ঠিকাত্মমহং পরিগৃহা যাব-

দীকারে হে গুরো গুরোঃ সন্তান্যং অধীতো বেদো যেন স গৃহী  
এব ভবতি । অন্তপদমন্ত্রাশ্রমং ন প্রয়াতীতি নিয়মো নাস্তি । নতু  
ত্রুটিচর্যাং সমাপ্য গৃহী ভবেদগৃহস্থানী তুষ্ণা প্রব্রজেৎ তমেতৎ  
বেদাহুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিস্বস্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাস্ত্যকেন  
সহ বা আশ্রম্যাজী যো বেদ ইদং মেহেনেনাজং সংক্ৰিয়ত ইদং মেহ-  
নেনাজমুপধীয়তে বিত্তভূসমৃদ্ধ তং পশুতি নিকলক্ষ্যায়মানঃ জার-  
মানো বৈ ব্রাহ্মণস্তিতি ঐগৈ ঐগৈবানিত্যায়াঃ শ্রুতয়ঃ । মহাযজ্ঞে  
যজ্ঞেচ ব্রাহ্মীয়াং ক্রিয়তে তদুঃ । যন্তেতেহষ্টোচচারিংসংসংকারাঃ ।  
ঐগানি ত্রীণাপাকৃত্য মনোমোকে নিবেশয়েৎ । জ্ঞানমুৎপদ্যতে  
পুংসাং ক্রয়াং পাপস্ত কৰ্ম্মণ ইত্যাদ্যাঃ স্বতন্ত্রাশ্রমাদাশ্রমান্তর  
প্রবেশস্ত যজ্ঞাদামুষ্ঠানাদিত্তত্ত্বো জ্ঞানপ্রাপ্তেচ ক্রমনিয়মঃ  
প্রবোধয়তীতি চেতত্রাহ বৈরাগ্যবানিহামুত্রার্থভোগেণ বিরক্তো  
বিবেকী নিত্যানিত্য বস্তুবিবেকবান্ উপলক্ষণমেতৎ সাধন-  
চতুষ্টয়সম্পন্ন ইত্যর্থশ্চতুর্থ্যশ্রমং গচ্ছতি । অরমর্থঃ যদি চেতবধা  
ত্রুটিচর্যাংদেব প্রব্রজেদগৃহস্থা বনস্থা প্ৰবা হেতে হৃদ্রূপাঃ  
ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগে নৈকেহমৃতকৃদানশ্রিত্যা-  
দিত্তাহুরোধেন মধ্যমাধিকারিণ এব ক্রমনিয়মো নতু শুদ্ধসমু-  
ত্তোৎকটবৈরাগ্যবতো মুখ্যাধিকারিণো জায়মান ইত্যাপি গৃহস্থঃ  
সম্পদ্যমান ইত্যর্থঃ । গৃহস্থস্তাপি সত্ত্বগুণার্থমেব ঐগাপাকরণং  
তদিদমুক্তং মো চেদিত্তি বিবেকাদিমায় ভবতি চেতুর্হি গৃহী  
ভবতি তদেতৎ রাজপদং রাজমার্গঃ ॥ ১৫ ॥ তুয়া তর্হ

এই কথা বলিলে পর শিবগুরু বলিতে লাগিলেন  
এ সমস্তই সত্য । হে গুরো ! গুরুর নিকট হইতে  
বেদাধ্যয়ন করিবার পরই লোকে গৃহী হইয়া থাকে,  
অন্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হয় না । এরূপ কোন নিয়ম  
নাই । ঐহিক পারত্রিক অর্থভোগে বিরক্ত ও নিত্যা-  
নিত্য বস্তু বিবেকী লোকেই ভিক্ষুকাশ্রম প্রাপ্ত  
হইয়া থাকে, এবং ইহার বিপরীত হইলে তাহাকে  
গৃহী বলা গিয়া থাকে, এবং তাহাই রাজপদ । ১৫ ।



জ্ঞীকং বসামি তব পার্শ্বগতশ্চিরায়ুঃ । দণ্ডাজিনী  
সবিনয়ো বৃধজুহুদয়ো বেদং পঠন্ পঠিতবিস্মৃতি-  
হানি মিচ্ছ ॥ ১৬ ॥

দারগ্রহো ভবতি তাবদয়ং সুখায় যাবৎ কৃতোহনুভব-  
গোচরতাং গতঃ শ্রীঃ । পশ্চাচ্ছনৈর্বিরসতা-  
মুপয়াতি মোহয়ং কিং নিহুয়ে ত্বমমুভূতিপদং মহা-

কিং কর্তব্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ শ্রীনৈষ্ঠিকাত্মকং মরণাস্তত্রক্ষচর্য্যং  
পরিগ্রহ্য চিরায়ুৰ্ভবং তব পার্শ্বগতঃ সমীপে স্থিতো দণ্ডাজিনেহস্ত  
স্ত ইতি দণ্ডাজিনী বিনয়েন সহ বর্তত ইতি সবিনয়ো হে বৃধ !  
সংস্রজ অগ্নৌ জুহুজ্বলমং কুর্কন্ বেদং পঠন্ পঠিতস্ত বিস্মৃতে হানি  
মতাবমিচ্ছন্ বসামি বাসং কবিষ্যামি । বর্তমানসামীপ্যেব বর্তমান  
বদেতি লট্ ॥ ১৬ ॥ নম্রতিশুখকরং দাবগ্রহং বিহার কথমতি-  
দুঃখদরৈষ্ঠিকাত্মকমজীকুরুষ ইতি চেত্তদ্রাহ দারগ্রহ ইতি । অয়ং  
দারগ্রহস্তাবৎ সুখায় ভবতি যাবৎ কৃতঃ সন্ অনুভবগোচরতাং  
গতঃ প্রাপ্তঃ শ্রীঃ অনুভববিষয়তাপ্রাপ্তিপৰ্য্যন্তমিত্যর্থঃ । পশ্চা-  
দনুভবগোচরতাপ্রাপ্তানন্তরং মোহয়ং দারগ্রহো বিরসতাং বৈরন্তং

হে সর্বজ্ঞ ! আমি এক্ষণে দণ্ড এবং অজিন  
ধারণ পূর্বক সবিনয়ে অনলে হোম, বেদপাঠ ও  
পঠিত গ্রন্থের বিস্মরণ বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া  
মরণাস্ত ত্রক্ষচর্য্য অবলম্বন পূর্বক দীর্ঘায়ু হইয়া  
যাবজ্জীবন আপনার নিকট বাস করিব । ১৬ । দার  
পরিগ্রহ কেবল অনুভবাত্মক সুখপ্রদান করিয়া  
থাকে । যতক্ষণ দারপরিগ্রহ ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল  
সুখপ্রদ হয় । দার পরিগ্রহকৃত হইলে লোকের  
অনুভব বিষয়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অনুভব বিষ-  
য়তা প্রাপ্তির পর এই দার পরিগ্রহ বিরসতা সম্পা-  
দন করিতে থাকে । হে মহাত্মন ! অনুভবগম্য  
বস্তু কি করিয়া আপনি অপলব করিতেছেন, বাস্ত-

স্মন্ ॥ ১৭ ॥ যাগোহপি নাকফলদো বিধিনা কৃত-  
শ্চেৎ প্রায়ঃ সমগ্রকরণং ভুবি ছলভং তৎ । বৃষ্ট্যা-  
দিবস্মহি ফলং যদি কৰ্ম্মণি শ্রাদিষ্ঠ্য যথোক্তবিরহে  
ফলদুর্বিধত্বং ॥ ১৮ ॥ নিঃশ্রো ভবেদ্যদি গৃহী নিরয়ী  
স নুনং ভোক্তুং ন দ্যতুমপি যঃ ক্রমতেহণুমাত্রম্ ।  
পূর্ণোহপি পূর্ত্তিমভিমন্তুমশকুণ্ণবন্ যো মোহেন

উপবাতি প্রাপ্নোতি । হে মহাত্মন ! অকুণ্ণবতাব ! অনুভূতিপদমহু-  
ভবগম্যং কিং নিহুয়েহপলপসি অপলপিতুমশক্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥  
নৈবৈহিকসুখাতাবেহপি বিবাহে কৃত্যেবাগ্ন্যমুষ্ঠানেন পারলৌকিক-  
স্তং সেৎশ্রীতি চেত্তদ্রাহ যাগোহপীতি । যাগো বিধিনা যথাবিধি  
কৃতশ্চেৎ স্বর্গফলদঃ ন চ তথা কৰ্ত্তুং শক্যত ইত্যাহ । প্রায়স্তৎ  
সমগ্র করণং ভুবি ছলভং তদ্বিনা তু ফলং নৈব লভ্যতে হি যন্মা  
দাদিপদেন চিত্তাদিবাগফলং পশাদিকং গৃহ্যতে বৃষ্ট্যাদিবৎ কৰ্ম্মণি  
ফলং যদি ন শ্রাদিষ্ঠি দৈববশাদযথোক্তবিরহে ফলংদুর্গতত্বং  
ভবতি তৎকারীর্থাপি যাগ ফলভূতবৃষ্টিঃ তথাচ ন পারলৌকিক-  
সুখপ্রাপ্ত্যাশাপীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥ ন কেবলং সুখাতাব এবাপি-

বিক অনুভব পদার্থের গোপন করা নিতান্ত  
দুঃসাধ্য । ১৭ ।

যথাবিধি যাগ করিলে তাহার চরম ফল স্বর্গ  
প্রাপ্তি পর্য্যন্ত ঘটয়া থাকে, কিন্তু তাহা কেহ  
করিতে পারেনা । সমগ্ররূপে উহা করিতে না  
পারিলে ভূতলে উহার ফললাভ একান্ত ছলভ ।  
বৃষ্টি প্রভৃতি হইলে যেরূপ প্রভাক ফলদর্শন হইয়া  
থাকে, সেইরূপ যাগাদি কৰ্ম্মে যদি ফল না হয়  
তাহা হইলে দৈববশত যথোক্ত কার্যের পরিপূরণ  
হইলে কেবল ফলের দুর্গতি স্বীকার করিতে হয় ।  
আরও দেখুন যদি গৃহস্থ দরিদ্র হয়েন তিনি

শং ন মনুতে খলু তত্র তত্র ॥ ১৯ ॥ যাবৎসু সৎসু  
পরিপূর্তিরথো অমীষাং সাধো গৃহোপকরণেষু সদা  
বিচারঃ। একত্র সংহতবতঃ স্থিতপূর্বনাশস্তৃচা-

তুচ্ছঃ ধমপীত্যাশয়বানাহ যদি গৃহী নিঃস্বো নির্জনাভবেত্তর্হি  
নুনং নিশ্চয়েন স নিরয়ী নরকবান্ নিরয়িত্বমেব ক্ষুটয়তি যোহু-  
মাপ ভোক্তুং দাতুঞ্চ ন ক্ষমতে সমর্থো ন ভবতি স নুনং নিরয়ীতি  
সম্বন্ধঃ। নহু শ্রীমৎকুলোৎপন্নস্য তব নাস্তি হুঃখমিতি চেত্তদাহ  
পূর্ণোহপীতি। পূর্ণোহপি পূর্তিং পূর্ণতামভিমন্তমশকুবন্ যো  
মোহেনাবিবেকেন তস্মিন্ তস্মিন্ বিষয়ে শং সূখং ন মনুতে সোহ-  
পি নুনং নিরয়ীতার্থঃ। বিষয়সম্পত্তেস্তৃফানিবর্তকত্বাৎ সর্বানর্থ-  
বীজভূততৃফানুবিদ্ধচেতসঃ সুখাপ্রাপ্তিহুঃখাপ্রাপ্তিসদ্ব্যগ্নিরয়িত্বমে-  
বেতিভাবঃ। তথাচোক্তং ন জাতুকামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি  
হবিষাক্ষয়বশে'ব ভুয়এবাভিবর্দ্ধতে ইতি। যাচ্ছেতানি দুঃখানি  
দুর্জয়াগুণানি চ। তৃফাবল্যাঃ ফলানীহ তানি হুঃখানি রামব।

নিশ্চিত নারকী। কারণ, যে ব্যক্তি অণুমাত্রও  
ভোজন করিতে কি দান করিতে সক্ষম নহেন, তিনি  
নারকী ভিন্ন আর কি হইতে পারেন। যিনি পরি-  
পূর্ণ হইয়া যদি পূর্ণতাভিমান করিতে অসমর্থ  
হন, অবিবেক বশতঃ সেই সেই বিষয়ে সুখানু-  
ভব করিতে না পারেন তিনিও নরকে যাইবার  
উপযুক্ত। ১৮। ১৯।

হে সাধুবর! যতক্ষণ যাবতীয় বস্তু সকলের  
মধ্যে পরিপূর্ণতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, ততক্ষণ এই  
সকল সম্বন্ধিজন, বা গৃহস্থদিগের গৃহোপকরণ  
দ্রব্যে এই কারণে সর্বদা বিচার হইয়া থাকে।  
আরও এইরূপে বিচারিত গৃহ দ্রব্যের এক স্থানে  
সঞ্চয়কারী বস্তুরও সঞ্চয়ের পূর্বস্থিত সঞ্চিতপদা-  
র্থের নাশ হইয়া থাকে, সেই সঞ্চিত পদার্থও পুন-  
র্বার বিনষ্ট হয় ও অপর পদার্থের সহিত সংযোগ

পয়াতি পুনরপ্যপরেণ যোগঃ ॥ ২০ ॥ এবং গুরো  
বদতি তজ্জনকে। নিনীষুরাগচ্ছদত্র তনয়ং স্বগৃহং  
গৃহেশঃ। তেনানুনীয় বহুলং গুরবে প্রদাপ্য যত্নাম্নি-  
কেতনমনায়ি গৃহীতবিদ্যাঃ ॥ ২১ ॥ গভ্রা নিকেতন-

যাবতী যাবতী জন্তোরিচ্ছোদেতি যথাযথা। তাবতী তাবতী হুঃখ-  
বীজমুষ্টিঃ প্ররোহতীতি চ ॥ ১৯ ॥ অথো অতঃ কারণং হে সাধো  
গৃহোপকরণেষু সদা বিচারো ভবতি যাবৎসু সৎসু অমীষাং সম্বন্ধি  
জননাং পরিপূর্তিঃ পরিপূর্ণতাস্তাদমীষাং গৃহস্থানাং ইতি বা তথা-  
চৈবং বিচার্যমাণস্ত প্রযত্নেনৈকতৈকস্মিন্ স্থানে সংহতবতঃ  
সঞ্চয়ং কৃতবতঃ স্থিত পূর্বনাশ এতৎ সঞ্চয়ং পূর্বং স্থিতস্ত সংক্ষি-  
তস্ত নাশো ভবতি চ পুনস্তদীয়ং পশ্চাৎ সঞ্চিতমপ্যপয়াতি নশ্রুতি  
পুনরপ্যপরেণ যোগঃ সংযোগ ভবতি তথাচ গৃহস্থাত্মমে সর্বথা  
হুঃখমেবেতি ভাবঃ ॥ ২০ ॥ এবমুক্ত প্রকারেণ শিবগুরো বদতি  
সতি তস্ত শিবগুরোজ্জনকঃ পিতাগৃহেশঃ সূতং গৃহং প্রতিনি-  
নীষুনেতুমিচ্ছুরাগচ্ছৎ আগতবান্ আগত্য যদকরোত্তদাহ বহুলং  
বহুধামনয়ং বিনয়ং কৃত্বা তেন শিবগুরুণা গুরবে বহুলং দক্ষিণা-  
দ্রবাং প্রদাপ্য গৃহীতা বিদ্যা যেন স শিবগুরুর্ভ্রাত্মনিকেতন মনায়ি  
অনীত ইত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

প্রাপ্ত হয়। এই কারণে গৃহস্থাত্মমে সর্বদাই  
হুঃখ অনুভূত হয়। ২০।

এইরূপে শিবগুরু বহুবিধ বলিতে লাগিল  
শিবগুরুর পিতা গৃহেশ পুত্রকে গৃহে আনয়ন করি-  
তে ইচ্ছা করিয়া আগমন করিলেন। বিবিধ বিধানে  
অনুনয় করিয়া শিবগুরু গুরুকে প্রচুর পরিমাণে  
দক্ষিণা দ্রব্য দিয়া বিদ্যা গ্রহণ করিলে পর ইহাকে  
সযত্নে নিজ নিকেতনে আনয়ন করা হইয়াছিল। ২১।

শিবগুরু স্বভবনে গমন করিয়া জননীকে  
বন্দনা করিলেন, জননীও পুত্রের বিরহ জনিত

তাপমৌজ্জ্বল্যং । প্রায়েণ চন্দনরসাদপি শীতলং  
তদ্যৎ পুত্রগাত্রপরিরস্তনামধেয়ম্ ॥ ২২ ॥ অস্ত্রা-  
স্তুরোঃ সদনভ্ৰিচিরমাগতং তং তদক্ষুরাগমদথ ভ্রিত্তে-  
কণায় । প্রত্যাগমাদিভিরসাবপি বহুতয়াঃ সস্তা-  
বনাং ব্যধিত বিতকুলাশুরূপাম্ ॥ ২৩ ॥ বেদে  
পদক্রমচ্চটাদিষু তস্য বুদ্ধিং সংবীক্ষ্য তচ্ছনয়িতা

অসৌ শিবগুরু নিকৈতনঃ গচ্ছা মাকরঃ ববলে সা জননী পুত্র-  
মাশ্রয়া তস্য পুত্রস্ত বিবাহাজ্জ্ঞানং পরিতাপমৌজ্জ্বল্যং ত্যক্তবতী  
কত্র চেতুমাহ । যৎ পুত্রগাত্রালিঙ্গনামধেয়ং তচ্চন্দনরসাদপি  
প্রায়েণ শীতলমত ইত্যর্থঃ । অত্রার্থস্তরস্তাসঃ । যত্র পরিতাপত্যা-  
গস্ত প্রায়েণেত্যাদিনা সমর্থনং কাবলিকালঙ্কারঃ । সমর্থনীত্যর্থস্ত  
কাবলিকং সমর্থনমিত্যুক্তেঃ ॥ ২২ ॥ অথানন্তরং সুরো গৃহা-  
চ্চিরমাগতং শিবগুরুং লক্ষ্য তদক্ষুরাগমদথ শীঘ্রমবলোক-  
নায় আগমৎ । অসৌ শিবগুরুশ্চ বহুতয়া বহুসমূহস্য প্রত্যাগম-  
প্রণামাদিনা বিতকুলাশুরূপাং সস্তাবনাং সপৰ্য্যাং ব্যধিতবিহিতবান্  
ধাতো লু ঙিতকৃত্তা দেবারিচ্ছেক্তীকারঃ সিচঃ কিতাদ্গণাভাবঃ ছয়া-  
নঙানিতি সকারলোপঃ ॥ ২৩ ॥ ততো যদ্বদন্তং তদাহ । বেদে-  
পদাদিষু আদিপদেন শিখাধনাদিষু তস্য বুদ্ধিং বীক্ষ্য তস্য জনকঃ

পরিতাপ পরিত্যাগ করিলেন । তাহার কারণ  
এই যে, পুত্রগাত্রের আলিঙ্গন চন্দনরস হইতেও  
বহুল পরিমাণে শীতল হইয়া থাকে । ২২ ।

শিবগুরু বহুকালের পর গুরুত্বন হইতে  
বভবনে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার আত্মীয়  
স্বজনেরা শীঘ্র দর্শন করিবার প্রত্যাশায় উপস্থিত  
হইলেন । এবং ইনিও অত্যাধনা, অভিমান ও  
প্রণামাদি দ্বারা বহু সমূহের ধন ও কুলের অমুরূপ  
সপৰ্য্যা করিতে লাগিলেন । ২৩ ।

বেদে পদ, পদক্রম, শিখা ও ধনাদিতে তাহার

বহুশোহপ্যপৃচ্ছৎ । যস্তাভবৎ প্রথিতনাম বহু-  
রায়ঃ বিদ্যাধিরাজ ইতি সঙ্গতবাচ্যামস্ত ॥ ২৪ ॥  
ভাট্টে নয়ে গুরুমতে কণ্ডুতাদৌ প্রথককার তন-  
য়স্ত মতিং বুভুৎসুঃ । শিষ্যোহপ্যবাচ নতপূৰ্ব্বগুরুঃ  
সমাধিং পিত্রোদিতঃ শ্রিতমুখো হসিতাম্বুজাস্তঃ ॥ ২৫ ॥

বহুন্ প্রশ্নান্ কৃতবান্ । সঙ্গতং বিদ্যাধিরাজরূপং বাচ্যং যস্ত তদ্বি-  
দ্যাধিরাজ ইতি প্রথিতং নাম যস্তাভ বহুধরায়ামতবৎ স বহু-  
শোহপ্যপৃচ্ছদিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥ বহুশোহপ্যপৃচ্ছদিত্তি বিবৃণোতি ।  
ভাট্টে নয়ে ভট্টপাদসিদ্ধান্তে গুরুঃ প্রভাকরঃ কণ্ডুকণাদঃ আদি-  
না গোতমসাম্মতাদিসংগ্রহঃ । তদন্ত মতিং বোদ্ধুমিচ্ছুঃ প্রশ্ন-  
কৃতবান্ । এবং পিত্রোদিতঃ পুটঃ শিষ্যস্তস্ত পুত্রঃ শিবগুরুশ্চ  
সমাধানমুবাচ । তং বিশিনষ্টি পূৰ্ব্বং মতো নমস্তুতো গুরু বৈশেষি  
শ্রিতেন মন্দহসিতেন যুক্তং যুৎ যস্তাভএব হসিতমীর্ষাক্ষিতং  
যদম্বুজং তথাভূতমাস্তং বদনং যস্ত সঃ ॥ ২৫ ॥ প্রথোক্তরে সমত-

বুদ্ধি দর্শন করিয়া শিবগুরুর পিতা বিবিধ প্রশ্ন করিতে  
লাগিলেন । ‘বিদ্যাধিরাজ’ এই যথার্থ সঙ্গত ও  
ভূতলে এক বিখ্যাত নাম আছে, ইহাও বারম্বার  
প্রশ্ন করিতে লাগিলেন । ভট্টপাদ প্রণীত শাস্ত্রে,  
প্রভাকরমতে, কণাদ দর্শনে, গোতম প্রণীত স্মার  
দর্শনে, কপিল প্রণীত সাংখ্য ও পতঞ্জলি প্রণীত  
পাতঞ্জল দর্শনে পুত্রের বুদ্ধি আছে কিনা ইহা  
জানিতে ইচ্ছা করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ।  
পিতা এই কথা বলিলে পর শাসনযোগ্য পুত্র শিব-  
গুরু মন্দহাস্যে ও বিকসিত কমল মদন বদনে সেই  
প্রশ্নের যেরূপে সমাধান হয়, তাহা বলিতে লাগি-  
লেন । ২৪ । ২৫ ।

বেদে চ শাস্ত্রে চ নিরীক্য বুদ্ধিং প্রমোত্তরাদাবপি  
নৈপুণীস্তাম্। দৃষ্ট্বা তুতোষাতিতরাং পিতাস্ত স্বতঃ  
সুখা যা কিমু শাস্ত্রতো বাক্ ॥ ২৬ ॥ কন্যাং প্রদাতু  
মনসো বহবোহপি বিপ্রাস্তম্মন্দিরং প্রতিযযু গুণ-  
পাশকৃষ্টাঃ। পূৰ্ব্বং বিবাহনময়াদপি তস্য গেহং  
সম্বন্ধবৎ কিল বভূব বরীতুকামৈঃ ॥ ২৭ ॥ বহু-

তাপনে পরমতথওনে চ তাং তপাভূতাং নিপুণতাং কুশলতাং  
দৃষ্ট্বাহস্ত পিতাহত্যাস্তং তোষং প্রাপ যা পুত্রস্ত বাক্ বাণী স্বতঃ  
শাস্ত্রতো বিচীনাহপি সুধরূপা শাস্ত্রতঃ সুধরূপা ঠৈতি কিমুবক্তবাং  
কৈমুতোনার্থসংসিদ্ধিঃ কাব্যার্থাপত্তিরিষ্যতে ॥ ২৬ ॥ ততঃ কিং  
ব্রহ্মমিত্যাকাঙ্ক্ষামাহ। কন্যামিতি। গুণলক্ষণপাশেনাকৃষ্টাঃ  
কন্যাং প্রদাতুমনসো বহবোহপি বিপ্রাস্তম্মন্দিরং প্রতিযযু-  
জগ্মুরতো বিবাহকালো পূৰ্ব্বমপি তন্ত বিদ্যাধিরাজস্ত শিবগুরোর্কা  
গৃহং বরীতুকামৈঃ কুমারবরণাথিভিঃ বিপ্রৈঃ সংবন্ধবভূব।  
বসন্তম্ ॥ ২৭ ॥ তস্মিন্ দেশে বহুর্থদায়িষু কন্যা প্রদাতু বহুধপি

বেদ ও অন্যান্য দর্শনশাস্ত্রে পুত্রের বুদ্ধি নিরী-  
ক্ষণ করিয়া স্বমত স্থাপনে ও পরমত খওনে নৈপুণ্য  
দেখিয়া পিতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তুষ্ট  
হইবার কারণ এই যে, পুত্রের যে সুধাময়ী ভারতী  
শাস্ত্র বিহীন হইয়াও স্বভাবতঃ সুখদায়িনী হইল সেই  
ভারতী শাস্ত্রপূর্ণ হইয়া যে সুখদায়িনী হইবে তাহা  
আর বলিতে হয় না। ২৬।

গুণপাশে আকৃষ্ট হইয়া কন্যা প্রদান করিবার  
অভিপ্রায়ে বিপ্রগণ তাঁহার মন্দিরে আসিয়া উপ-  
স্থিত হইলেন। বিবাহ সময়ের পূর্বেও বিদ্যাধিরাজ  
কিন্মা শিবগুরুকে বরণ করিতে অভিলাষী হইয়া  
ব্রাহ্মণগণের সহিত ঐ গৃহ একটি সম্বন্ধে আবদ্ধ  
হইয়াছিল। ২৭।

র্থদায়িষু বহুধপি সৎসু দেশে কন্যা প্রদাতু পৰীক্ষা-  
বিশিষ্টজন্ম। কন্যামযাচত স্তুতায় স বিপ্রবর্যো-  
বিপ্রং বিশিষ্টকুলজং প্রথিতানুভাবঃ ॥ ২৮ ॥ কন্যা-  
পিতু ক্বরপিতুশ্চ বিবাদ আসীদিথং তয়োঃ কুলজুষোঃ  
প্রথিতোরুভূতোঃ। কার্য্যস্তুয়া পরিণয়ো গৃহমেত্য  
পুত্ৰীমানীয় সন্ম তনয়ায় স্তুতা প্রদেয়া ॥ ২৯ ॥ সঙ্ক-

সৎসু বিশিষ্টং শ্রেষ্ঠং জন্ম পরীক্ষা প্রখ্যাতানুভাবঃ স বিপ্রবর্যো  
বিদ্যাধিরাজো বিপ্রবিশিষ্টকুলোৎপন্নঃ মঘপণ্ডিতাভিঃ কন্যা-  
মযাচত অকথিতকৈতি কৰ্ম্মসংজ্ঞা উক্তনামকাধিপাদিতার্থঃ।  
॥ ২৮ ॥ প্রখ্যাতা বহুবী ভূতি যয়োস্তয়োঃ কুলবতোঃ কন্যাপিতু  
ক্বরপিতুশ্চৈতং বিবাদ আসীৎ। তত্র কন্যাপিতু ক্বচনমুদাহরতি  
অম্বদগৃহে আগতা পুত্রস্ত বিবাহস্তয়া কার্য্যঃ। বরপিতু ক্বচনমাহ  
অম্বদীয়ং গৃহং পুত্ৰীমানীয় মৎপুত্রায় স্তুতা প্রদেয়া ॥ ২৯ ॥ এব-

সেই দেশে বহু অর্থপ্রদাতা কন্যাদাতা বহুবিধ  
সৎলোক থাকিলেও শ্রেষ্ঠ জন্ম পরীক্ষা করিয়া মহা-  
নুভাব বিপ্রশ্রেষ্ঠ বিদ্যাধিরাজ পুত্রের নিমিত্ত প্রধান  
কুলোৎপন্ন মঘ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের জন্য প্রার্থনা  
করিয়াছিলেন। ২৮।

বিখ্যাত, বহুবিধ ধনসম্পন্ন, সৎকুলজাত কন্যা-  
পিতা ও বরপিতা এই উভয়ের এইরূপে  
বিবাদ হইতে লাগিল। তন্মধ্যে কন্যার পিতা  
বলিতে লাগিলেন, আমাদিগের গৃহে আগমন করিয়া  
পুত্রের বিবাহ করিতে হইবে। বরপিতা বলিলেন,  
আমাদিগের গৃহে আনয়ন করিয়া কন্যা প্রদান  
করিতে হইবে। ২৯।



মিতাদ্বিগুণমর্থমহং প্রদাস্তে মদেগহমেতা পরিণীতি  
রিগং কৃত্য চেৎ । অর্থং বিনা পরিণয়ং দ্বিজ কারয়িষ্যে  
পুত্রং মে গৃহগতা যদি কন্যকা সাং ॥৩০॥ কশ্চিত্তু  
তস্তাঃ পিতরং বভাণ মিথঃ সমাহুয় বিশেষবাদী ।  
অস্মাসু গেহং গতবৎস্বমুঠৈ বিগৃহ্য কন্যামপরঃ  
প্রদদ্যাৎ ॥ ৩১ ॥ তেনানুনীতো বরতাতভাবিতং

মুক্তো মঘপতিত আইহেতাবদ্ধনং দাত্যামীতি সঙ্কল্পিতাদ্বিগুণমর্থং  
ধনং প্রদাস্যে যদি তু গেহমাগত্যায়ং বিবাহঃ কৃতশ্চেৎ । বিদ্যাধি-  
রাজ আহ । হে দ্বিজ যদি কন্যকা মে গৃহং প্রাপ্তা তহ্যর্থং  
বিনৈব পুত্রং পরিণয়ং কারয়িষ্যে ॥ ৩০ ॥ এবং বিবদমানয়ো-  
স্তরো মধ্যে তস্তাঃ কন্যায়াঃ পিতরং সমাহুয় কশ্চিত্তু বিশেষবাদী  
অগাদ অস্মাসু গেহং গতবৎস্ব অপরো মিথঃ পরস্পরং বিগৃহ্য  
বিগ্রহং ভেদং বিধায়ামুঠৈ কন্যাং প্রদদ্যাৎ । সন্তাবনায়াং লিঙ ।  
মিথো রহসি সমাহুয়েতি বা । আখ্যানকী ॥ ৩১ ॥ তেন বিশেষ-

মঘপতিত বলিতে লাগিলেন, যদি মদীয় গৃহে  
আগমন করিয়া এই পরিণয় কার্য সম্পন্ন হয়, তাহা  
হইলে এই পরিমাণে ধন দান করিব, কখন বা ইহার  
দ্বিগুণ অর্থ দান করিব । বিদ্যাধিরাজ বলিতে  
লাগিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! যদি কন্যা আমার গৃহে  
আগমন করেন তাহা হইলে আমি বিনা অর্থে পরি-  
ণয় কার্য সম্পন্ন করাইব । ৩০ ।

এইরূপে তাঁহাদের বিবাদ হইলে একজন  
বিশেষ বক্তা কন্যার পিতাকে নির্জনে আহ্বান  
করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা সকলে গৃহে গমন  
করিলে পর অপর একজন পরস্পরের বিবাদ বাধা-

দ্বিজোহনুমেনে বররূপমোহিতঃ । দৃষ্টো গুণঃ সং-  
বরণায় কল্পতে মজ্জোহভিজাপাচ্চিরকালভাবিতঃ ॥  
বিদ্যাধিরাজমঘপতিতনামধেয়ো সম্প্রত্যয়ং ব্যতনু-  
তামভিপূজ্য দৈবম্ । সম্যক্শুভ্রুতমবলম্ব্য বিচারণীয়া  
গৌহুর্ভিকা ইতি পরস্পরমুচিবাংসৌ ॥৩৩॥ উদ্ধাহ

বাদিনা কেনচিদনুনীতোহনুনয়ং প্রাপিতো মঘপিতুঃ পুত্রীমানী-  
য়সম্ম তনয়ায় সূতাপ্রদেয়েত্যেবং রূপং বরপিতু ভাবিতমনুমেনে স্বী-  
কৃতবান্ । যতো বরশ্চ রূপেণ মোহিতঃ যস্মাক দৃষ্টো গুণঃ সং-  
বরণায় কল্পতে ভবতি যথাভিজাপাচ্চিরকালভাবিতো বহুকাল-  
মভ্যস্তো মন্তঃ সম্বরণায় কল্পতে তদ্বৎ । বাচকলুপ্তোপমা-  
লঙ্কারঃ বংশশ্চক্রবংশামিশ্রিতবাহুপজাতিস্তদুক্তং ইথং কিলাত্মা-  
নপি মিশ্রিতাসু অনন্তি জাতিষ্চিদমেব নামেতি ॥৩২॥ বিদ্যাধিরাজ  
মঘপতিতসংজ্ঞৌ সম্যক্শুভ্রুতমবলম্ব্যদৈবং গণপত্যা দিকুলদৈবতং চ  
সমাগভিপূজ্যবাগ্ধানরূপং সংপ্রত্যয়ং ব্যতনুতাং বিস্তারিতবস্তৌ ।

ইয়া দিয়া ইহাকে কন্যা প্রদান করিতে হইবে  
আমার এইরূপ বিবেচনা হইতেছে । ৩১ ।

সেই বিশেষবাদী ব্রাহ্মণ লোকের অনুমোদনে  
বরের রূপে মোহিত হইয়া বরপিতার বাক্যই  
স্বীকার করিলেন । তাহার কারণ এই অভিজাপ  
হেতু বহুকালে অভ্যস্ত মন্ত্র যেমন বরণীয় হয় সেই  
রূপ যদি গুণ দেখা যায় তবে তাহাকেই বরণ করা  
উচিত । ৩২ ।

বিদ্যাধিরাজ ও মঘ পতিত উদ্ধাহকার্য সম্পন্ন  
করাইয়া বিপুল আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন । তাহার  
কারণ এই, তাঁহারা ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া পূর্ণ মন-  
স্কাম হইয়াছিলেন । তৎকালে সেই স্থানে সমাগত

শাস্ত্রবিধিনা বিহিতে যুহুর্ভে তৌ সন্মুদং বহুধ্বাপতু-  
রাপ্তকামৌ । তত্রাগতো ভূশমমোদত বন্ধুবর্গঃ  
কিং ভাষিতেন বহুনা যুদমাপ বর্গঃ ॥ ২৪ ॥ তৌ  
দম্পতী স্তবসনৌ শুভদম্পপংক্তী সন্তুষিতৌ বিক-  
সিতাম্বুজরম্যবজ্জৌ সত্রীডহাসিস্থবীকণসংপ্রহৃষ্টৌ  
দেবা পতুরনুভমশর্ম্যবিবানিত্যম্ ॥ ৩৫ ॥ অগ্নী-  
নথাধিত মহোত্তরযাগজাতং কর্তুং বিশেষকুশলৈঃ

ততশ্চ বিবাহার্থং মোহুর্ভিকা জ্যোতির্বিদৌ বিচারণীয়া ইতি পর-  
ম্পরমুক্তবস্তৌ বসন্ত ॥ ৩৩ ॥ ততশ্চ বিহিতে যুহুর্ভে শাস্ত্রবিধিনা তৌ  
বিদ্যাধিরাজমবপতিতৌ উদ্বাহ বিবাহং কৃত্বা বহুং পিপুলাং সং-  
যুগং প্রমোদমবাপতুঃ । যতঃ প্রাপ্তাভিলাষৌ তত্রাগতো বন্ধুবর্গ-  
শ্চাতাত্তঃ মোদং প্রাপ্তবান্ কিং । বহুনা কথিতেন সর্কোহপি  
বন্ধুবন্ধু সমুদারো যুদং প্রাপেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ তৌ দম্পতীস্তবসনা-  
বিত্তি তৌ সতী শিবগুরুসংজ্ঞৌ দম্পতীস্তবস্তৌ শুভাদম্পপংক্তির্গর্ভৌ-  
স্তৌ স্ত্রী অলঙ্কৃতৌ বিকসিতকমলবদ্রম্যং মুখং যরোস্তৌ ত্রীড়য়া  
লজ্জয়া সহ বর্তমানেন হাসেন মন্দহাসিতেন যুক্তযোশ্মথযোক্ষী-  
কণেন সম্যক্ প্রকর্ষণেণ হৃষ্টৌ দেবৌ পার্শ্বতীমহাদেবাবিবাহুতমঃ  
স্বধ্বমবাপতুঃ ॥ ৩৫ ॥ অথ বিবাহানন্তরং ততঃপাশ্চ কর্তব্যতা বিশেষেব

যাবতীয়া বন্ধুবর্গ প্রমোদিত হইলেন । অধিক কি  
বলিব কি শঙ্ক কি মিত্র সকলেরই আর আনন্দের  
সীমা পরিসীমা ছিলনা । ৩৪ ।

শুভবর্ণ দম্পপংক্তধারী সম্যক্ রূপে অলঙ্কৃত  
বিকসিত কমলের তুল্য মনোহর বদন ও সলজ্জহাস্য  
যুক্ত মুখ দর্শনে পরম্পর হৃষ্ট শুভবস্ত্রধারী সেই  
দম্পতী পার্শ্বতী এবং মহাদেবের তুল্য নিরুপম  
নিত্য সুখ প্রাপ্ত হইলেন । ৩৫ ।

অনন্তর বিবাহ সমাপ্ত হইলে ততঃ যাগবিশেষে  
দক্ষ ঋষিগু গণের সহিত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ শিবগুরু

সহিতো বিজ্ঞেয়ঃ । ততঃ ফলং হি যদনাহিতহ-  
ব্যবাহঃ স্মাহুতরেবু বিহিতেষপি নাধিকারী ॥ ৩৬ ॥  
যাগৈরনেকৈর্কল্হবিত্তসাদৈয কিংজেতুকামো ভুবনান্য-  
যষ্ট ব্যাশ্মারি দেবৈরমৃতং তদাশৈর্দিনে দিনে সেবিত-  
যজ্ঞভাগৈঃ ॥ ৩৭ ॥ দম্পর্গমৃতং পিতৃদেবমানুষ্যং  
শ্রুতং পদার্থৈরভিবাঞ্ছিতৈঃ সহ । বিশিষ্টবিত্তৈঃ

কুশলৈশ্চ ত্রিগুণৈঃ সহিতো বিজ্ঞেয়ঃ শিবগুরুততঃফলং মহতামৃত-  
রেবামাবসম্যাদানাদধ্বানামভ্যুতমানাং যোগানাং সমূহং কর্তুং যগ্নীন্  
গার্হপত্যাহবনীয়দক্ষিণাধ্যানধিত অগ্ন্যাধানং কৃতবান্ । হি প্রসিদ্ধঃ  
বস্মাদনাহিতাযিঃ পুমান্ বিহিতেষপ্যুতরেবু যাগেষাধিকারীনস্তাং  
যদবস্মাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥ ভুবনানি স্বর্গাদীনি জেতুকামো বহু-  
বিত্তসাদৈযরনেকৈর্কল্হবিত্তসাদৈয কিংজেতুকামো ভুবনান্য-  
যষ্ট ব্যাশ্মারি দেবৈরমৃতং তদাশৈর্দিনে দিনে সেবিতা যজ্ঞভাগা রৈষ্টে-  
দেবৈরমৃতং ব্যাশ্মারি বিস্মারিতবস্তঃ অজামৃতসংবাক্ষ্মরগ  
সম্বন্ধেইপি তদসম্বন্ধবর্ণনাং সম্বন্ধাতিশয়োক্তিবিবরণ্যতঃ । যো-  
গেইপ্যযোগঃ সম্বন্ধাতিশয়োক্তিবিবরণ্যত ইত্যুক্তেঃ ॥ ৩৭ ॥ পিতৃ-  
দেবমানুষ্যানভিবাঞ্ছিতৈঃ সহ ততঃপদার্থৈঃ দম্পর্গমৃতং বিশিষ্টৈঃ

আবসম্য বিধানের পর কর্তব্য উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ  
অভ্যুতম যাগ সমূহ করিবার নিমিত্ত গার্হপত্য,  
আহবনীয় ও দক্ষিণ নামক অগ্নিত্রয় আধান করি-  
লেন । কারণ, অনাহিতাযি ( অর্থাৎ যাহারা অগ্ন্যা-  
ধান করেন না ) পুরুষ উক্ত শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে  
অধিকারী হয়েন না । ৩৬ ।

স্বর্গাদি জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া বহুধমসাধ্য  
বিবিধ যজ্ঞদ্বারা যাগ করিতে লাগিলেন । সেই  
যাগানুরক্ত ও প্রতিদিন যজ্ঞভাগসেবী উক্ত দেবতা-  
গণ অমৃত বিস্মৃত হইয়া ছিলেন । অভিবাঞ্ছিত

সুমনোভিরক্ষিতং তং মেনিরে কল্পমকল্পপাদপম্  
॥ ২৮ ॥ পরোপকার ত্রুতিমো দিনে দিনে ত্রুতম  
বেদং পঠতো মহাত্মনঃ ॥ শ্রুতিস্মৃতিপ্রোদিত-  
কর্ম্য কুর্ষতঃ সমা ব্যত সুর্দিনমাসসম্মিতাঃ ॥ ৩৯ ॥  
রূপেষু মারঃ ক্রময়া বসুন্ধরা বিদ্যাসু বুদ্ধো ধনিনাং  
পুরঃসরঃ । গর্বানভিজ্ঞো বিনয়ী সদা নতঃ স নোপ-

বিদ্যাদিলক্ষণং বিত্তং যেষাং তৈর দেবতাক্রানীতৈঃ সুমনোভি-  
ক্লিষ্টক্লিষ্টক্লিষ্টং পুজিতং যদা বিশিষ্টানি চ তানি বিত্তানি  
তৈরেব সুমনোভিঃ পুষ্করক্লিষ্টং বাপ্তং শিবগুরুং কল্পমকল্প-  
পাদপং জনা মেনিরে । স্বর্গক্লিষ্টঃ কল্পপাদপঃ ক্রান্তর ইতি ততো  
ইস্য ব্যতিরেক্যতিথানাং ব্যতিরেক্যক্লিষ্টঃ । ব্যতিরেক্যো-  
বিশেষক্লিষ্টপদ্যোপমেয়োরিত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ দিনমাস-  
পরিমিতাঃ সমাঃ সর্বসরা ব্যতীযু ব্যতীক্রান্তাঃ জ্ঞাতৌ তু বংশ-  
মুদীরিত্তিঃ জরৌ ॥ ৩৯ ॥ মারঃ কামঃ বসুন্ধরা ভূমিঃ বিদ্যাসু  
বদ্ধঃ সর্বোত্তমঃ ধনিনাং পুরঃসরোহগ্রগণ্যঃ এবমুতোহপি গর্বা-  
নভিজ্ঞো গর্বগহিতঃ যতো বিনয়ী বিনয়বান্ বতঃ সদা নতো মনঃ  
এবমিধঃ শিবগুরু জরন্ অরাজক্ছন্ পুত্রস্ত যুথং নোপলভে ন

ততং পদার্থ দ্বারা পিতৃলোক, দেবলোক ও নর-  
লোকভূপ্তিকারী ও বিশিষ্ট বিদ্যাসম্পন্ন অথবা  
বিশিষ্ট বিদ্যানামক বিদ্বদ্ বৃন্দ বা পুষ্পদ্বারা  
পুজিত শিবগুরুকে জনগণ গমনশীল কল্পপাদপ  
বলিয়া ভাবনা করিতেন । ৩৭ । ২৮ ।

পরোপকারে একান্তদীক্ষিত, প্রতিদিন ব্রহ্ম-  
চর্য্য ত্রুতদ্বারা বেদপাঠশীল, শ্রুতি, স্মৃতি প্রণোদিত  
কর্ম্মকর্ত্তা সেই মহাত্মার দিন ও মাস পরিমিত বৎ-  
সর সকল অতিক্রান্ত হইল । রূপে কন্দর্প, ক্রমা-  
ত্তে বসুন্ধরা, বিদ্যা বিষয়ে সর্বোত্তম, ধনী জনের  
অগ্রগণ্য, নিরহঙ্কৃত, বিনয়ী, সর্বদা নত সেই শিব-

লভে তনয়াননং জরন্ ॥ ৪০ ॥ গাবো হিরণ্যং বহু-  
সস্তমালিনী বসুন্ধরা চিত্রপদং নিকেতনম্ । সস্তা-  
বনা বস্তুভনৈশ্চ সঙ্গমো ন পুত্রহীনং বহবোহপা-  
মুহুহন্ ॥ ৪১ ॥ অশ্রামজাতা মম সন্ততিশ্চেষ্ট-  
রদ্যবশ্যং ভবিতোপরিষ্ঠাৎ । তত্রাপ্যজাতা তত  
উত্তরশ্রামেবং স কালং মনসা নিনায় ॥ ৪২ ॥ শিন্দ-

প্রাপ । অত্র বিষয় ভেদেন বহুধোদেবনাহ্নেখালকারঃ । একেন  
বহুধোহ্নেখোপ্যর্গো বিষয়ভেদত ইত্যাক্তেঃ ॥ ৪০ ॥ চিত্রপদমা-  
শ্রম্যাপদং নিকেতনং গৃহং বহুভৈরবঃ সম্পন্ন ইতি সস্তাবনা ।  
এতে বহুবোহপি মোহহেতবঃ পুত্রহীনং শিবগুরুং নামুহুহন্ অশ্রি-  
মশ্রম্যাপাদনেন মোহিতঃ ন কৃতবন্তঃ ॥ ৪১ ॥ অশ্রামতো মম  
সন্ততিরজাতা চেতুপরিষ্ঠাদগ্রে শরদি অবশ্যং ভবিষ্যতি তত্রাপ্য-  
জাতা চেতত উত্তরশ্রামং হেমন্ত ঋতৌ ভবিষ্যতীত্যেক মনোরথৈ-  
র্বাশ্রান্তঃ করণঃ কালং নিনায় নীতবান্ ॥ ৪২ ॥ শিন্দং খেদমুক্তং

গুরুবার্জক্য প্রাপ্ত হইয়া পুত্রমুখ দর্শন লাভ করিতে  
পারেন নাই । ৩৯ । ৪০ ।

“ধেনু, সুবর্ণ, বহু শস্যশালিনী বসুন্ধরা, আশ্র-  
ম্যজনক নিকেতন,” এই সমস্তই বহুগুণ ও পুণ্য  
সাপেক্ষ বলিয়া মনে মনে আন্দোলন এবং বহু-  
জনের সহিত সমাগম এই সমস্তই মোহকারণ  
বলিয়া বিবেচনা করিতেন ; কিন্তু পুত্রহীন শিব-  
গুরুকে মোহজনক ঐ সমস্ত পদার্থরাশি কিছুতেই  
মুগ্ধ করিতে পারে নাই । ৪১ ।

এই ঋতুতে যদি আগার সন্তান উৎপন্ন না হয়,  
তাহা হইলে আগামী শরৎকালে অবশ্যই সন্তান  
হইবে । তাহাতেও যদি না হয়, তবে তাহার পর  
হেমন্ত ঋতুতে সন্তান উৎপন্ন হইবে । এইরূপ  
মনোরথপূর্ণ হৃদয়ে কিছুকাল অতিক্রম করিলেন । ৪২

অন্যঃ শিবগুরুঃ কৃতকার্যশেষো জায়ামচষ্ঠে স্তভগে  
কিমতঃপরং নো । সাদ্ধং বয়োহর্কমগমং কুলজে ন  
দৃষ্টং পুত্রাননং যদিহলোক্যমুদাহরন্তি ॥ ৪৩ ॥ এবং  
প্রিয়ে গতবতোঃ স্তভদর্শনং চেৎ পঞ্চমৈষাথথ নো  
শুভমাপতিষ্যৎ । অস্তাভ্যুপায়মনিশং ভুবি বীক্ষ-  
মাণো নেক্ষে ততঃ পিতৃজনি কিংফলা মমাত্মং ॥ ৪৪ ॥

মনো যন্ত কৃতঃ কার্যান্ত শেষো যেন স শিবগুরু ভাৰ্য্যামচষ্টোক্তবান্ ।  
হে স্তভগে অতঃপরং কিং কর্তব্যং নো আবয়োরঙ্গেনৈত্রিয়সা-  
মর্থোন সহিতং বয়োহর্কং অগমং । হে কুলজে পুত্রাননং ন দৃষ্টং  
বৎপুত্রমুখং ইহলোক্যং ইহলোকে হিতমুদাহরন্তি পুত্রোদয়ঃ  
লোক ইতি শ্রুত্বঃ ॥ বসন্তঃ ॥ ৪৩ ॥ হে প্রিয়ে এবং স্তভদর্শনং  
গতবতোঃ আপ্তবতোরাবয়োঃ পঞ্চমং মরণমৈষাচ্চেন্থ নো শুভ-  
মাপতিষ্যেদাগমিষ্যাদস্ত পুত্রদর্শনস্তাভ্যুপায়মনিশং ভুবি বীক্ষমা-  
ণোহৰ্ষিষ্যমাণো নেক্ষে ন পশ্যামি ততস্তন্মানম পিতৃভো জনি জন্ম  
নিফলাহতুং ॥ ৪৪ ॥ কিঞ্চ হে ভক্তে স্তভেন রহিতৌ নাবাং ভুবি কে

কর্তব্য কার্য্য সকল সমাপ্ত হইলে শিবগুরু  
ক্ষুন্নমনে নিজপত্নীকে বলিতে লাগিলেন, হে  
সুন্দরি! ইহার পর আমাদের আর কি কর্তব্য।  
কলেবরের সহিত আমাদের বয়ঃক্রমের অর্দ্ধ অতীত  
হইল। হে সংকুলোৎপন্ন! এই জগতে পুত্র  
মুখই ইহলোকের হিত বলিয়া সকলে ব্যাখ্যা করিয়া  
থাকেন। হে প্রিয়ে! এইরূপ যদি আমাদের  
পুত্রদর্শন করিয়া মৃত্যু হয়, তাহা হইলেই আমাদের  
শুভ সম্পন্ন হইল। কিন্তু সেই পুত্র দর্শনের উপায়  
আমি দেখিয়াও দেখিতে পাই না। অতএব  
আমার যে পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ হইয়াছে  
এ সমস্তই বিফল দেখিতেছি। প্রিয়ে! যেরূপ  
পল্লব অগ্নিবার সময়ে ফলিত বৃক্ষ পরিত্যাগ

ভক্তে স্তভেন রহিতৌ ভুবি কে বদন্তি নো পুত্রপৌত্র  
সরণিক্রমতঃ প্রসিদ্ধিঃ । লোকেন পুষ্পফলশূন্যমুদা-  
হরন্তি বৃক্ষং প্রবালসময়ে ফলিতং বিহার ॥ ৪৫ ॥  
ইতীরিতে গ্রাহ তদীয়ভাৰ্য্যা শিবাথাকল্পক্রমমা-  
শ্রয়াবঃ । তৎসেব নামৌ ভবিতা সুনাত ফলং স্থিরং  
জঙ্গমরূপমৈশম্ ॥ ৪৬ ॥ ভক্তোপিতার্থপরিকল্প

বদন্তি কেহপি ন বদিষ্যন্তীত্যর্থঃ । বর্তমানসামীপো বর্তমানব-  
দেতি লট্ । যতঃ পুত্রপৌত্রসরণিক্রমতঃ লোকে প্রসিদ্ধি ক্রবতি ।  
বথা প্রবালানাং পল্লবানাং সময়ে ফলিতঃ বৃক্ষঃ বিহার পুষ্পফল-  
শূন্যঃ বৃক্ষঃ কেহপি নোদাহরন্তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ ইত্যোদঃ  
ভক্তা ইরিতে কথিতে সতি তদীয়া ভাৰ্য্যা সতী গ্রাহ জঙ্গমরূপং  
শিবাভিধকল্পবৃক্ষং আশ্রয়াবঃ । তন্ত সেবনাং সুনাতনশমীশ্বর-  
সখ্যি স্থিরং ফলং নো আবয়ো ভবিতা ভবিষ্যতি ॥ ৪৬ ॥ ইত্যো-

করিয়া পুষ্প ও ফলশূন্য বলিয়া কেহ তাহার  
উদাহরণ দেয়না, সেইরূপ ধরাতলে আমাদের দুই  
জনকে কেহই পুত্রবিরহিত বলিয়া গ্রাহ্য করিবে  
না। কারণ, জগতে পুত্র ও পৌত্র পদ্ধতি ক্রমেই  
বংশরক্ষার প্রসিদ্ধি আছে। ৪৩। ৪৪। ৪৫।

শিবগুরু এই সমস্ত কথা বলিলে পর তদীয়  
পত্নী সতী বলিতে লাগিলেন, আমরা দুই জনে  
গমনশীল (জঙ্গম) শিবরূপ কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করিব।  
হে প্রিয়তম! তাহার সেবনে আমাদের ঈশ্বর  
সম্বন্ধীয় স্থির ফল ফলিতে পারিবে। এই কারণে  
ভক্তগণের অভীক্ষার্থ পরিকল্পনায় কল্পবৃক্ষরূপ  
ও সুখাত্মক মহাদেবকে আমরা দুই জনে সমস্ত  
সিদ্ধির জন্য আরাধনা করিব। শিবের উপাসনা  
করিলে যেরূপ অভীষ্ট সিদ্ধ হয় একরূপে আর  
কোন দেবতার উপাসনায় হইবার সম্ভাবনা নাই।



নকল্পবৃক্ষং দেবং ভজাব কমিতঃ সকলার্থসিদ্ধৌ ।  
ততোপমন্যুমহিমা পরমং প্রমাণং নো দেবতাসু  
জড়িমা জড়িমা মনুষ্যে ॥ ৪৭ ॥ ইথং কলত্রোক্তি-

ইয়াং কারণান্তে ন্মিতার্থপরিকল্পনে কল্পবৃক্ষং দেবং কং সুখং  
শিবমিতি যাবৎ সকলার্থসিদ্ধৌ ভজাবঃ । যদা ইতোহন্যাদেবাদ্যতঃ  
কমেবং ভজাবঃ । এবমুতং দেবং ভজাবঃ । এবমুতাদ্যতঃ  
ভাবাৎ শিবোপাসিতঃ সকলার্থসিদ্ধি ভবতীত্যত্র প্রমাণাকঙ্কারা-  
মাক । ততোপমন্তো মহিমা মাহাত্ম্যং পরমং প্রমাণং এবং হি  
মহাভারতে শ্রীয়েতে । উপমন্যুঃ কিল পয়ঃ পিবতো মুনিবালকা-  
নবলোক্যাত্যাগ্রহেণ মাতরং হৃদ্ধং যাচিতবান্ । তস্মাতা চ দারিদ্ৰ্য-  
বশেন হৃদ্ধাভাবাৎ পিষ্টেন তদ্বিধায়ামুচ্ছৎ : স চ তদেব পীত্বা হৃদ্ধং  
ময়া পীতমিতি মন্তমানো ননৰ্ত্ত । তদেতৎ সৰ্ব্বং জ্ঞাত্বা কুমারা অহ-  
সুততো হাস্তকারণং পৃচ্ছতেহস্মৈ মাতা দারিদ্ৰ্যমাবেদয়ন্তু জ্ঞাত্বা  
মহেশ্বরমারাধা ক্ষীরাক্ষাধিপতিত্বং প্রাপেতি । নমু পাষণাণ্যাত্ম  
করাজড়ভোঃ দেবভাত্যঃ কথং নিখিলার্থসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ । ন  
হি দেবতাসু জড়িমা জড়্যঃ কিন্তু অজ্ঞাতভিত্তিহীনে দেবতাস্বরূপা  
নভিঃ স মনুষ্যে স ইত্যর্থঃ বসন্ত ॥ ৪৭ ॥ এবম্প্রকারামনুভূতমাং

এই বিষয়ে উপমন্যুর মাহাত্ম্যই পরম প্রমাণ ।  
দেবতাদিগের পাষণী মূর্তি আছে বলিয়া নিখিল  
অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারেনা একরূপ আশঙ্কা করিতে  
পারা যায় না । কারণ, দেবতাদিগের জড়তা নাই,  
জড়তা কেবল মানবেরই ধর্ম্ম । ৪৬ । ৪৭ । #

মহাভারতে উপমন্যুর বিষয়ে এই উপন্যাস আছে । উপমন্যু  
একদিন মুনিবালকদিগকে হৃদ্ধ পান করিতে দেখিয়া অতিশয়  
আগ্রহের সহিত মাতার নিকট হৃদ্ধ যাচঞা করিলেন । তদীয়  
জননী দারিদ্ৰ্য বশতঃ হৃদ্ধের অভাবে পিষ্টক আনিয়া তাহাকে হৃদ্ধ  
বলিয়া দান করেন । পুত্র তাহা পান করিয়া “আমি হৃদ্ধ পান  
করিয়াছি” ভাবিয়া নৃত্য করিতে লাগিল । সেই সমস্ত জানিয়া  
মুনিবালকগণ হাসিতে লাগিল । অনন্তর হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা  
করিলে মাতা পুত্রকে আপনাদের দারিদ্ৰ্য জানাইলেন । তাহা  
জানিয়া মহাদেবের আরাধনা করিয়া সর্বশেষে সেই উপমন্যু  
ক্ষীরসমুদ্ভূত অধিপতি পর্যাঙ্ক হইয়াছিলেন ।

মনুভূতমাং স শ্রদ্ধা স্মৃতার্থী প্রণতৈকবশ্যম্ । ইয়েষ  
সন্তোষয়িতুং তপোভিঃ সোমাক্ষমূর্ধনিমুর্ধাক্ষমৌশম্  
॥ ৪৮ ॥ তস্যোপধাম কিল গম্নিহিতাপগৈকা স্নাত্বা  
সদাশিবমুপাস্ত জালে স তস্যঃ । কন্দাশনঃ  
তকিচিদেব দিনানি পূর্বং পশ্চাৎ তদা স শিব-  
পাদযুগাজ্জুহুঃ ॥ ৪৯ ॥ জয়াহপি তস্মৈ বিম-  
লস্মৈ বিমলা নিয়মোপতাপৈশ্চিক্লেশ কায়মনিশং

তথ্যোক্তিঃ শ্রদ্ধা সঃ পূজার্থী সোমস্ত চন্দ্রশাক্ষেনোপলক্ষিতো মূর্ধা  
যস্ত তং প্রণতৈকবশ্যং উমাক্ষং উমাসহারং ঈশং তপোভিঃ সন্তোষ-  
য়িতুং ইয়েষ ইচ্ছতি ॥ ৪৮ ॥ তস্যোপধাম ধামঃ প্রাসাদস্ত  
সমীপে স্থিতাপগা জলবহা একা নদী তস্তা জলে স্নাত্বা স শিবগুরুঃ  
পূর্বং কতিচিদিনাত্তেব কন্দাশনঃ সন্ সদা শিবমুপাস্ত পশ্চাৎ স  
শিবচরণদ্বন্দ্বকমলভূজঃ সন্ শিবপদাজ মকরন্দাতিরিক্তকন্দাদা-  
দাদনবর্জিতঃ সমুপাস্তেত্যর্থঃ । বসন্ত ॥ ৪৯ ॥

তস্ত ভর্ত্ত জয়াহপি বিমলা ব্রহ্মস্ত ক্ষেত্রে বসন্তমজঃ স্বয়মে-  
বাবির্ভূতঃ ন তু কেনচিৎ স্থাপিতঃ শিবমর্চয়ন্তী নিরমকৃতৈকপ-

স্মৃতার্থী শিবগুরু এই প্রকার পত্নীর মনোরম বাক্য  
শ্রবণ করিয়া চন্দ্রাক্ষমৌলি, পার্শ্বতী সহায় এবং  
প্রণত জনের একমাত্র আরাধ্য মহাদেবকে তপস্যা  
দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে মনে মনে বাসনা করিলে । ৪৮।

জ্যোতিলিঙ্গ শিবের মন্দিরের নিকটে একটি  
জলবাহিনী ছিল । শিবগুরু সেই নদীজলে অবগাহন  
করিয়া প্রথমে কন্দমূল ভোজী হইয়া, অনন্তর শিব-  
চরণ পঙ্কজের মকরন্দরস ব্যতীত, অন্য প্রকার  
সমুদয় কন্দ, মূল ও ফলাদি বর্জন পূর্বক সদা-  
শিবের উপাসনা করিতে লাগিলেন । শুদ্ধাচারিণী  
তদীয় পত্নী সতীও ব্রহ্ম পর্বতে স্বয়ং আবির্ভূত  
সদাশিবের অর্চনা করিয়া নিয়মকৃত ক্লেশ দ্বারা

শিবমর্চয়ন্তী ॥ ক্ষেত্রে বৃষস্য নিবসন্তুমজং স ভূঃ-  
কালোহংগাদিতি তরোস্তপতোরনেকঃ ॥ ৫০ ॥  
দেবঃ কৃপাপরবশে। দ্বিজবেষধারী প্রত্যক্ষতাং শিব-  
গুরুং গত আতনিদ্রম্ । প্রোবাচ ভোঃ কিমভি-  
বাক্সসি কিং তপন্তে পুত্রার্থিতৈতি বচনং স জগাদ  
বিপ্রঃ ॥ ৫১ ॥ দেবোহপ্যপ্চ্ছদধ তং দ্বিজ বিদ্ধি সত্যং

সর্বজ্ঞমেকমপি সর্বগুণোপপন্নম্ । পুত্রং দদাম্যথ  
বহুন্ বিপরীতকাংস্তে ভূষ্যাম্যস্তনুগুণানবদাদি-  
জেশঃ ॥ ৫২ ॥ পুত্রে হস্ত মে বহুগুণঃ প্রথিতানুভাবঃ  
সর্বজ্ঞতাপদমিতীরিত আবভাবে । দদ্যামুদীরিত-  
পদং তনয়ং তপো যা পূর্ণো ভবিষ্যসি গৃহং দ্বিজ  
গচ্ছ দারৈঃ ॥ ৫৩ ॥ আকর্ণয়মিতি বুবোধ স বিপ্রবর্য্য-

তাপৈ নির্মমাস্তৈকরূপতাপৈরিতি বা নিরমৈশ্চোপতাপৈ ন্ততি  
বা কায়ং দেহং চিত্তেণ । ইত্যেবং প্রকারেণ তপন্তোস্তরো-  
দম্পত্যোঃ স প্রসিদ্ধঃ কালোহংকোহংগাং ॥ ৫০ ॥ কৃপা-  
পরবশে দেবো মহাদেবো দ্বিজবেষধারী প্রত্যক্ষতাং প্রাপ্তঃ-  
প্রাপ্ত মিহং শিবগুরুং প্রোবাচ । ভোঃ শিবগুরো কিমভিবাক্সসি  
কিমপিনেত্যশঙ্ক্যাহ । কিং তপন্তে নিকামস্ত ভব তপঃ কিং  
ন কিমপি । তথা তপসি প্রবৃত্তস্ত তে কামনাংস্তীত্যনুমীরতে ।  
এবমুক্তঃ স বিপ্রঃ শিবগুরুং পুত্রার্থিতা স্ততস্ত প্রার্থয়েতি  
জগাদ ॥ ৫১ ॥ অথ দেবোহপি তং শিবগুরুমপৃচ্ছৎ হে দ্বিজ-

মদুক্তঃ সত্যং বিদ্ধি জানীহি । পাঠান্তরে, তদ্ব্যহৃতং সর্বজ্ঞং  
সর্বগুণোপপন্নম্পাদ্যং একমেব স্ততং দদামি কিং বা বিপ-  
রীতকান্ বিপরীতান্ অসর্বজ্ঞান্ অঙ্গগুণান্ ভূষ্যাম্যথো  
বহুন্ পুত্রান্ তুভ্যং দদামি । এবমুক্তো দ্বিজেশঃ শিবগুরুবদৎ ।  
তমুবাচ তদ্বদাহরতি । বহুগুণঃ প্রথিতানুভাবঃ সর্বজ্ঞতারা  
আশ্রয়ঃ পুত্রো মেহস্ত ইত্যুক্তো দেব উবাচ । উদীরিতা-  
নামুক্তানাং পদমাশ্রয়ং পুত্রং দদ্যাদাস্ম্যমি তস্মাত্তপোমা  
কৃক পুত্রোৎপত্ত্যা পূর্ণো ভবিষ্যসীত্যভো দারৈর্ভার্য্যরা সহ  
হে দ্বিজ গৃহং গচ্ছ ॥ ৫৩ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ স্তব্ধং স বিপ্র-

নিজ শরীর যৎপরোনাস্তি ব্যথিত করিলেন । এই  
প্রকারে তাপসত্বতাবলম্বী সেই দম্পতীর বহুকাল  
গত হইল । ৪৯ । ৫০ ।

কৃপাপরবশ মহাদেব ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ  
করিয়া শিবগুরুর সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইলেন । প্রত্যক্ষ  
হইয়া মোহপ্রাপ্ত শিবগুরুকে সম্বোধন করিয়া বলি-  
লেন, হে শিবগুরো ! তুমি কি বাঞ্ছা করিতেছ ?  
তুমি যখন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন তুমি  
নিকাম হইলেও তোমার কোন না কোন মনো-  
বাসনা সহজেই অনুভূত হইয়াছে । এই কথা  
বলা হইলে শিবগুরু বলিলেন, আমি স্ততার্থী,  
আমার কেবল পুত্রের প্রার্থনা আছে । ৫১ ।

অনন্তর মহাদেব বলিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণ !

আমার সমস্ত বাক্যই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিও ।  
আমি তোমাকে সর্বজ্ঞ, সর্বগুণসম্পন্ন একটি পুত্র  
দান করিব অথবা ইহার বিপরীত (অর্থাৎ অসর্বজ্ঞ,  
অঙ্গগুণবিশিষ্ট, দীর্ঘজীবী বহু পুত্র তোমাকে প্রদান  
করিব ? ) বস্তুতঃ ইহার মধ্যে তোমার যাহা অভি-  
রুচি তাহাই প্রার্থনা করিতে পার । এই কথা  
বলিয়া ব্রাহ্মণবেশধারী সদাশিব কান্ত হই-  
লেন । ৫২ ।

পুনশ্চ তিনি বলিলেন, বহুগুণসম্পন্ন, মহানুভব,  
সর্বজ্ঞানাধার আমার এক পুত্র হউক । এইরূপ  
প্রার্থনা করিবার পর মহাদেব বলিতে উদ্যত হই-  
লেন যে, উক্ত বিবিধ গুণসম্পন্ন এক পুত্র আমি  
তোমাকে প্রদান করিব । অতএব তুমি আর তপস্যা

সুখাশ্রবীম্বিককলত্রমন্দিতাত্মা । স্বপ্নঃ শশংস বনি-  
তামণিরস্ত ভার্যা । সত্যং ভবিষ্যতি তু নো তনয়ো  
মহাত্মা ॥ ৫৪ ॥ তো দম্পতী শিবপরো । নিয়তো  
স্মরন্তৌ স্বপ্নেক্ষিতং গৃহগতো বহুদক্ষিণামৈঃ । সন্তপ্য  
বিপ্রনিকরং তচ্ছরীরতাভিরাশীর্ষিতাপতুরনন্ময়ং  
বিশুদ্ধো ॥ ৫৫ ॥ তস্মিন্ দিনে শিবগুরোরূপ-

স্বঃ শিবগুরু বৃবোধ প্রবুদ্ধশচানিদ্ভিতাত্মা স স্বভাষণং তং  
স্বপ্নমববীৎ । পত্ন্যকং জ্ঞাত্বাচাস্ত বিপ্রবর্যাস্ত ভার্যা যোষিমণিঃ  
শশংস উক্তবতী । সত্যমাবরো মহাত্মা পুত্রো ভবিষ্যতোব  
সংশয়ো নান্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ বিপ্রনিকরং ব্রাহ্মণসমূহম্ ॥ ৫৫ ॥  
ভক্তোহস্মৈ ভুক্তময়ং যৈতেষাং বিপ্রাণাং বচনাত্তুপভুক্তশেষং

করিও না । পুত্রোৎপত্তি হইলে তোমার মনোরথ  
পূর্ণ হইবে এবং তুমি তোমার পত্নীর সহিত গৃহে  
গমন কর । ৫৩ ।

এই প্রকার কথা বার্তা শুনিয়া বিশুদ্ধ স্বভাব  
ব্রাহ্মণপ্রবর শিবগুরু জানিয়াছিলেন ও স্বপ্নরূপান্ত  
সমস্ত পত্নীর নিকট ব্যক্ত করিলেন । পতিবাক্য  
শ্রবণ করিয়া রমণীর শিরোমণি ব্রাহ্মণের ভার্যা  
বলিতে লাগিলেন, আমাদের দুইজনের যে মহানু-  
ভাব পুত্র উৎপন্ন হইবে এই বিষয়ে আর কোন  
সংশয় নাই । শিবপরায়ণ, সংযমিতচিত্ত ও বিশুদ্ধ-  
প্রকৃতি সেই দম্পতী স্বপ্নদর্শন স্মরণ করিয়া  
নিজগৃহে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর বহুবিধ  
দক্ষিণা ও অন্নদ্বারা ব্রাহ্মণ সকল সন্তুষ্ট করিয়া ব্রাহ্মণ  
দিগের মুখোচ্চারিত আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া অসীম  
প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন । ৫৪ । ৫৫ ।

সেই দিবসে ভোজনীয় অন্ন ভোজন করিলে

ভোক্ত্যনাগে ভক্তে প্রবিষ্টমভবৎ কিল শৈবতেজঃ ।  
ভুক্তান্নবিপ্রবচনাত্তুপভুক্তশেষং সোহিভুংক্ত সাহপি  
নিজভর্তৃপদাজ্জঙ্গী ॥ ৫৬ ॥ গর্তং দধার শিবগর্ত-  
মনৌ যুগাকী গর্তোহপাবর্দ্ধত শনৈরভবচ্ছরীরম্ ।  
তেজোহতিরেকবিনিবারিতদৃষ্টিপাতবিশং রবে দিব-  
সমধ্য ইবোগ্রতেজঃ ॥ ৫৭ ॥ গর্ভালসা ভগবতী  
গতিমান্দামীষদাপেতি নাস্তুতমিদং ধরতে শিবং য়া ।

শিবতেজোযুক্তময়ং সঃ শিবগুরুভুংক্ত ভর্তৃশরণবিন্ধ্যমরী সা  
সত্যপি অভুংক্ত ॥ ৫৬ ॥ ততো বহুতং তদাহ ॥ গর্তমিতি অসৌ  
যুগাকী শিবঃ গর্তে মধ্যো যন্ত ভবাত্ততং গর্তং দধার । গর্তোহপি  
শনৈরবর্দ্ধত বর্দ্ধমানে চ শনৈঃ শরীরমভবচ্ছরীরম্ । তেজসো-  
হতিরেকগতিশরেন বিনিবারিতো বিবেহাৎ দৃষ্টিপাতো যেন তং  
রাজদত্তাদিশূপরিমিতি বিশ্বণকস্ত পরনিপাতঃ ॥ মধ্যাহ্নে স্বধা-  
তোগ্রতেজ ইব ॥ ৫৭ ॥ যা শিবং ধরতে সা গর্ভালসা ভগবতী

শৈবতেজ প্রবিষ্ট হইল । যাঁহারা অন্ন ভোজন করিয়া-  
ছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণদিগের বচনে ভোজনা-  
বশিষ্ট ও শৈবতেজোযুক্ত সেই অন্ন শিবগুরু ভক্ষণ  
করিলেন । নিজপতির পাদপদ্মের ভ্রমরী তাঁহার  
পত্নী সতীও সেই অন্ন ভক্ষণ করিলেন । ৫৬ ।

যুগদৃশী সতী শিবসংশ্লিষ্ট গর্তধারণ করিলেন ।  
ক্রমশঃ গর্ত বর্দ্ধমান হইয়া আসিল, গর্তবৃদ্ধি হইলে  
তেজের আতিশয্য বশতঃ ত্রিভুবনের দৃষ্টিপাত  
নিবারক মধ্যাহ্নকালীন দিবাকরের প্রচণ্ড তেজের  
মত শরীর তেজস্বী হইয়া উঠিল । সে কামিনী  
গর্তে শিব ধারণ করিতে সক্ষম, সেই ভগবতী  
সতী কামিনী গর্তধারণে অলসা হইয়া যে মন্দগতি  
হইবেন, ইহা আশ্চর্য্যজনক বিষয় নহে । যে শঙ্কর

যো বিষ্টপানপি চতুর্দশ বিভ্রতেহি যন্তাপি মূর্তয়  
ইয়া বসুধাজলাদ্যাঃ ॥ ৫৮ ॥ সংখ্যাপ্তবানপি শরীর-  
মশেষমেব বোপাস্তিম্যাবিরসকাকৃত্যে কাক্ষিৎ ।  
যৎ পূর্বমেব মহসা ছুরতিক্রমেণ ব্যাপ্তং শরীরমদসৌ-  
য়মমুখ্য হেতোঃ ॥ ৫৯ ॥ রম্যানি গন্ধকুসুম্যান্যপি  
গর্ভিমস্যৈ মাধাতুমৈশত ভরাৎকিমু ভূষণানি । যদ

কিকিৎসতিমান্যঃ প্রাপেতীমমুতং ন ভবতি কথঙ্কুতং শিবং যঃ  
পাতালমহাতলতলাতলরসাতলমুতলবিভলভূতল ভূত্বংস্বর্ণ-  
বর্জনভপঃ সত্যাখ্যানি চতুর্দশপি ভূষণানি বিভ্রজে । পুনশ্চ  
যত শিবন্তেমা বসুধাজলাদ্যামুত্তরতমুতং কিকিৎসতবহুকেতবাসঃ-  
প্রভঞ্জন চন্দ্রমুত্তপনবিয়দিত্যটৌ মূর্তী নমোবিভ্রজে ইতি ॥  
৫৮ ॥ অসৌ শিবঃ সর্বমেব শরীরং সংখ্যাপ্তবানপ্যত্র শরীরে  
কাক্ষিৎসতিঃ কিকিৎসকপেণ অধিকপ্রক্ষেপঃ মাধিরকৃত নৈব

স্বয়ং পাতাল, মহাতল, তলাতল রসাতল, মুতল,  
বিভল, ভূতল, ভূ, ভুব, স্বঃ মহঃ, জন, তপঃ ও  
সত্য এই চতুর্দশপ্রকার ভূবনধারণ করিয়া থাকেন,  
এবং ধরণী, অনল, আত্মা, জল, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য  
ও আকাশ এই অষ্টপ্রকার পদার্থ বাঁহার মূর্তি, সেই  
শঙ্কর গর্ভধৃত হইলে গর্ভধারিণী কেন যে, অলস  
ও মন্দর শাসিনী হইবেন না তাহা নির্দেশ করা  
নিতান্ত কঠিন কথা । ৫৭। ৫৮।

এই সঙ্গাশিব অনতিক্রমণীয় তেজোদ্বারা এই  
সতীর অঙ্গ প্রথমে ব্যাপ্ত করিয়াছিলেন বলিয়া, ঐ  
সতীদেহে সমস্ত নিজদেহ ব্যাপ্ত করিলেন । কিন্তু  
সামান্য ভাবে অধিক প্রক্ষেপ প্রকটিত করিলেন  
না । ভয়হেতু মনোজ্ঞ গন্ধ ও কুসুম রাশিপর্ষ্যস্ত  
যখন সতীর কামনা পূরণ করিতে সমর্থ হয় নাই

যদ গুরুত্বপদমস্তি পদার্থকাতং তত্তদ্বিধারণবিধাবলসা  
বভূব ॥ ৬০ ॥ তাং দৌহদং ভূষণমাদত তুঃশরারিঃ  
প্রায়ঃ পরং কিলং ন যুক্ততি যুক্ততেহপি । আনাত-  
তুলভমপোহতি যাচতেহনাতচ্চাপ্যপোহ পুনর-

প্রকটিতবান্ । যদযদ্বাদুরতিক্রমেণ তেজসাঃমুখ্যঃ সত্য উচ্যে  
শরীরং পূর্বমেব ব্যাপ্তমমুখ্য হেতোরন্যাকারণাদিত্যর্থঃ ।  
নিমিত্তপর্যায়প্রয়োগে সর্বস্যাং প্রাপ দর্শনমিতি বস্তু ॥ ৫৯ ॥  
মনোজ্ঞানি গন্ধপুশ্পাণ্যাপ্যৈ সঠিত্য কামনা মাধাতুঃ সমর্থানি  
মাভুবন্ । ভূষণানি কিমু কিং বহুনাযদবংগদার্থ জাতং গুরুত্বাপদঃ  
তত্ত তত্ত বিধারণবিধৌ সাহসসা কর্তব্যেবু মনোদামা বভূব ॥  
৬০ ॥ যদাপোবং তথাপি তাং সতীং দৌহদং দৌহদং প্রজা-  
লসং চ সমঃ যতমিতি তলামুখ্যদৌহদঃ গর্ভিনীমনোরথো ভূষ-  
মতাস্তং অবাধত শরং হিংসাঃ যচ্ছতি গচ্ছতীতি শরারিঃ পক্ষি-  
বিশেষঃ অচ ইরিতীর্ প্রত্যয়ঃ । শরারিরাট্টরাডিশ্চেতামবঃ ।  
তথাচ বলা ছষ্টঃশরারিঃ প্রায়ঃ পরং ন যুক্ততি যুক্ততেহপীতি প্রাসিদ্ধ-  
তবদিত্যর্থঃ । বাধপ্রকারমাহ আনীতং যদুন্নতঃ তদপোহতি-

তখন ভূষণ সকল যে, তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধন করিতে  
পারে নাই তাহা সত্যজৈ স্পষ্টরূপে অনুভূত হয় ।  
অধিক কি, গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত পদার্থ রাশি ছিল,  
তৎসমুদায়েরই ধারণকার্য্যে সতী অলস হইয়া  
ছিলেন। এইরূপ হইলেও দৌহদ (অর্থাৎ গর্ভাবস্থায়  
গর্ভিনীর রুচিকর মৃত্তিকাদি বস্তু) সতীকে বাধা দান  
করিয়া ছিল । শত্রু, মোচন করিতেছে কিন্তু তথাপি  
ছষ্ট স্বভাব শরারি পক্ষী কদাচ শত্রুকে পরিত্যাগ  
করে না, এইস্থানে অবিকল সেইরূপ দশা ঘটিয়া-  
ছিল । যদি কোন দুর্লভ বস্তু আনয়ন করিয়া দেওয়া  
যায় তাহা ত্যাগ করেন ও অন্য বস্তু যাচঞা করেন,  
কখন তাহাও পরিত্যাগ করিয়া পুনর্বার অন্য বস্তু



ইতি মানবস্ত ॥ ৬১ ॥ তাং বহুতাগমদুপশ্রুতদোহ-  
দ্যাক্তিগদাঃ। দুর্লভমনর্ঘ্যমপূর্ববস্ত। আশ্রাদ্য বহু-  
জনদত্তমমোজহর্ষ হ। হস্তগর্ভধরণং মনু দুঃখহেতুঃ ॥  
॥ ৬২ ॥ মানুস্যধর্মমহুত্যা ময়েদমুক্তং কাপি বাধা।  
শিবমহোত্তরং ন বধাঃ। সর্ববাধাব্যতিকরণং  
পরিহর্তৃকামা দেবং তজ্জন্ত ইতি তদ্বিদ্ভাং প্রবাদঃ ॥

তাত্ত্বিক অধ্যক্ষকে তত্প্রাপ্যপোহ পরিত্যজ্য। পুনরুৎপত্ত সা বাহুতী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৬১ ॥ তাং প্রতি দুর্লভমনর্ঘ্যমপূর্ববস্ত সমানার  
বহুসমূহ আগমঃ। বহুতাং বিশিষ্ট উপশ্রুত দোহনসা দৌজ-  
দস্যাক্তিগদা। সা বহুজনদত্তমমো সতী আশ্রাদ্য জহর্ষ হ  
হস্ত গর্ভধরণং মনু দুঃখহেতুরিতি জগান চেতি শেষঃ ॥ ৬২ ॥  
দাহভেদীদং ময়া মানুস্যধর্মমহুত্যাভ্যং বতঃ শিবত মহনভে-  
তসোত্তরং মরনে বধা। ময় কাপি বাধা নীতা নান্তি এতদপি  
কৃত ইতি চেতজাহ সর্বপীড়াসম্পর্কঃ পরিহর্তৃকামা দেবং  
তজ্জন্ত ইতি তদ্বিদ্ভাং প্রবাদ ইত্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

প্রার্থনা করিয়া থাকেন। এই প্রকারে দৌহদ জ্রব্য  
সতীর বিশেষ কষ্টদায়ক হইয়া ছিল। ৫৯। ৬০। ৬১।

দুর্লভ, অমূল্য ও অপূর্ব বস্তু গ্রহণ করিয়া  
সতীর উদ্দেশে বহু সকল দোহদরূপে প্রবেশ করিয়া  
উপস্থিত হইলেন। সতী, বহুজনদত্ত বস্তু সকল  
আশ্রাদন করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।  
হায় ! গর্ভধারণ কেবল দুঃখের একমাত্র কারণ।  
“হায় গর্ভধারণ দুঃখকারণ” এই কথা কেবল মনুষ্য  
ধর্ম অবলম্বন করিয়াই আমরা বলিয়াছি, নতুবা  
শিবতোজোধারণে বধুর কোন বাধা হইবারই কথা  
নহে। তাহার কারণ এই যদি ইহা না হইবে  
সকল ব্যাধির সম্বন্ধ পর্যাণ্ড পরিহার বাসনার সকলে  
দেবদেবের আরাধনা করিবে কেন? তদ্বজ্ঞানী

॥ ৬৩ ॥ উক্ত নিমগ্ধবলেন গহীরসা সা স্বাশ্রানমৈকত  
সমুচ্চুপাতনিজা। সঙ্গীয়মানমপি গীতবিশারদাটো-  
বিন্দ্যাধরপ্রভৃতিভির্বিদ্যোপযাতিঃ ॥ ৬৪ ॥ আক-  
র্ণয়জয় জয়েতি বরং বধানা রকেতি শব্দমবলোকয়  
মা দৃশেতি। আকর্ণা নোখিতবতী পুনরুক্তশব্দং  
সা বিস্মিতা কিল শৃণোতি নিরীক্ষমাণা ॥ ৬৫ ॥

নিমগ্ধবলেন স্বভাবতঃ বেতেনাভিনয়েন মহতোক্ষা। সুবভেগ  
সমাগচ্চ। পুনশ্চ গীতবিশারদৈর্গদ্যাক্তিগদাটো বৃ কৈল্যৎ-  
স্মিতিকী বিন্দ্যাধরপ্রভৃতিভির্বিদ্যোপযোপ সমীপে যাতিঃ প্রাপ্তৈঃ  
সঙ্গীয়মানমান্য আশ্রনিজা সা সতী ইত্যত ॥ ৬৪ ॥ পুনশ্চ জয়-  
জয়েতি রকেতি মা মায় দুশা। তদ্বাদুট্যাভবলোকয়েতি শব্দং বরং  
বধানা প্রবজ্জতীভূতী আকর্ণয়ং। প্রব্ধা বিস্ময়ং প্রাপ্তোখিতবতী  
ততততো নিরীক্ষমাণা সা পুনরুক্তশব্দং ন শৃণোতি আকর্ণা নোখিত-  
বতীতি বা সম্বদঃ ॥ ৬৫ ॥ তদ্ব চকজন্ত ক্রমতঃ মঞ্চ

নিগেরই বা এইরূপ প্রবাদ থাকিবে কেন? ৬২।  
৬৩।

একদিন সেই সতী নিজাগত হইয়া, স্বভাবতঃ  
শুভ্রবর্ণ অতিশয় মহৎ এক রূপ সম্যক্ প্রকারে  
যাঁহাকে বহন করিতেছে, গীতবিশারদ গন্ধর্বসম-  
বেত বিন্দ্যাধর প্রভৃতি বিনয়পূর্বক নিকটে আগমন  
করিয়া যাঁহায় গান করিয়া থাকে, সেই আশ্রাপী  
মহাদেবকে স্বপ্নে দর্শন করিলেন। অপিচ “জয়  
জয় রক্ষ” আমাকে কৃপাদৃষ্টি দ্বারা অবলোকন  
করুন, বরপ্রার্থনা করিয়া সতী এইরূপ শব্দ প্রবেশ  
করিয়া বিস্মিত হইয়া উত্থান করিলেন। অনন্তর  
চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া পুনরুক্ত শব্দ আর  
শুনিতে পাইলেন না। ৬৪। ৬৫।

নমোক্তিকৃত্যামপি খিদ্যমানা কিঞ্চাপি চকুত্তরমঞ্চ-  
রোহে । জিহ্বা যুগ্মস্থানতিষ্ঠান্যবিদ্যাসিংহাসনে-  
হনৌ স্থিতিবীকতেষ ॥ ৬৬ ॥ সমানতা সাত্ত্বিক-  
বৃত্তিতাজাঃ বিরাগতাঃ বৈষয়িকপ্রবৃত্তৌ । তন্তাঃ  
স্ত্রিয়াঃ গর্ভগতপুত্রচিরচরিত্রাণ্যসিন্যতনিষ্টে চেষ্টে ॥  
৬৭ ॥ ভ্রোমবল্লী কুরুচে কুচাদ্যাবণংপ্রভাধুত্যা-  
কুশৈবলালিঃ । যত্রাচ্ছিশোরস্ত কুতে প্রপন্তে ন্যস্তে

শয্যারোহে আরোহণেনপি নমোক্তিকৃত্যঃ পরিহাস্যোক্তে  
যত্বেহপি খিদ্যমানাহতান জিহ্বাতিষ্ঠান্যবিদ্যাসিংহাসনাঃ সমানতাঃ  
সিংহাসনে বস্তু স্থিতিবীকতেন প্রতিষ্ঠিতো বিদ্যাঃ সিংহাসনৈ  
ইতি বা ইন্দ্র ॥ ৬৬ ॥ সাত্ত্বিকবৃত্তিতাজাঃ সত্যঃ সমানতাঃ তুল্যতাঃ  
বৈষয়িকবৃত্তৌ বিরাগগোচরপ্রবৃত্তৌ বিরাগতাঃ বৈরাগ্যঃ তন্তাঃ  
স্ত্রিয়াঃ সত্যাঃ প্রভাবনী চেষ্টে । গর্ভগত পুত্রস্ত চিত্র যাক্ষ্য-  
কপং যত্রিচ্ছিত্রং তচ্ছংসিনী তজ্জ্যাপিকাঃ ৬৭ ॥ ভ্রোম-  
বল্লী কুচলক্ষণাবল্লী পক্ষতাবরণতী বা প্রভাঃ টৈব ধূনী মনী-

সুন্দর শয্যারোহণে এবং পরিহাস বাক্যের-  
যত্নেও যিনি খিদ্যমান, তিনি অপর সমস্ত জয়  
করিয়া সরস্বতীর সিংহাসনে আপনার অবস্থান  
দর্শন করিলেন । বাঁহাদের সাত্ত্বিকভাবে আদর  
আছে সেই সকল সংযুক্তিদিগের সহিত তুল্যতা,  
ও বৈষয়িক ব্যাপারে বৈরাগ্য, এইরূপে সেই সতীর  
চেষ্ঠা, গর্ভগতপুত্রের আশ্চর্যজনক চরিত্রেরজ্ঞাপক  
হইয়া ছিল । ৬৬ । ৬৭ ।

সতীর রোমলতা কুচপর্বতস্থরের আবরক-  
প্রভানদীর বিশাল-লৈবাল পংক্তির মত শোভা-  
ধারণ করিয়া ছিল । তাহা দেখিয়া সকলে উৎ-  
প্রেক্ষা করিত, এই শিশুর নিমিত্ত বড়পূর্বক বিধাতা

বিধাত্রেব নবীনবেণুঃ ॥ ৬৮ ॥ পয়োধরদ্বন্দ্বমিষাদ-  
যুযাঃ পয়ঃ পিবত্যর্থবিধানযোগো । কুন্তৌ  
নবীনায়ুত পুরিতৌ ধাবন্তোজযোনিঃ কলরাস্ত্রভূব  
॥ ৬৯ ॥ বৈতপ্রবাদঃ কুচকুন্তমধ্যে মধো পুনর্মাদ্য-  
মিকং যতক । সুজমণে গর্ভগ এব সোহর্ভো দ্রাগ-  
গর্হরামাস মহাস্তগর্হঃ ॥ ৭০ ॥ লগ্নে শুভে শুভযুতে  
স্বযুবে কুমারঃ শ্রীপার্বতীব স্বধিনী শুভবীকিতে চ ॥

তন্তাঃ উকশৈবলালিঃ মল্লী টৈবালপংক্তিঃ কুরুচে রেজে । অন্য  
শিপোঃ কুতে যত্রাচ্ছিশোরাঃ কামিতঃ প্রপন্তে । বেণুরিবেকুৎপ্রেক্ষা ।  
ইন্দ্র ৬৮ ॥ অস্তাঃ সত্যাঃ পয়োধরদ্বন্দ্বমিষাৎ কুচযুগ্মব্যাভেন দুষ্কপি-  
বত্যর্থত পামস্ত বিধানো যোগো নবীনায়ুতপুরিতৌ যৌ কুন্তৌ  
পদ্মযোমিত্রিকা কলরাস্ত্রভূব রচরামাস । বৈতপ্রবাদঃ কুচকুন্তমধ্যে  
মধো পুনর্মাদ্যমিকং যতক । উপজাতিঃ ৬৯ ॥ কুচকুন্তমধ্যে  
বৈতপ্রবাদঃ ভ্রোমবল্লী পুনর্মাদ্যমিকং যতক চ সুজমণেগর্ভগ-  
এব সোহর্ভো দ্রাগকো দ্রাকটতি গর্হরামাস । যতো মহাস্তগর্হঃ  
নিম্নাঃ ভেদবাদশূন্যমতরোঃ প্রতিষেধার গর্ভগোত্রেণ স্তনরো-  
রভেদস্ত তদ্ব্যগতাংকশাভাবস্ত চ সম্পাদনমিতি ফলোৎপ্রেক্ষা

বেন এক প্রশস্ত অভিনববেণু স্থাপিত করিয়া রাখিয়া-  
ছেন । পদ্মযোনি ব্রহ্মা এই সতীর পয়োধরযুগল  
ছলে “পয়ঃ পিবতি” এই পাধার্থ পানের বিধান-  
যোগ্য যেন নবীন সুধাপূরিত দুইটি কুন্ত রচনা  
করিয়াছেন । রমণীর সতীর গর্ভগত সেই বালক,  
কুচকুন্তমধ্যে বৈতমত এবং ঐ কুচযুগলের মধ্যে  
মাধ্যমিক ( শূন্য ) মতের শাস্ত্রই নিন্দা করিতে  
লাগিল । কারণ, মহাত্মার ঐ মতের নিন্দা করিয়া  
ধাকেন । ভেদবাদ ও শূন্যবাদ নিষিদ্ধ, এই নিমিত্ত  
গর্ভস্থিত বালক স্তনস্থয়ের অভেদ ও তদ্ব্যবস্থিত  
অবকাশের অভাব সম্পাদন করিয়াছিল । কলতঃ

জায়া সতী শিবগুরো নিজহৃদয়স্থে সূর্য্যে কুজে  
রবিমুখে চ গুরো চ কেন্দ্রে ॥ ৭১ ॥ দৃষ্টে।  
মৃতং শিবগুরুঃ শিববারিরাশৌ ময়োহপি শক্তি-  
মমুদিত্য জলে ন্যসাজ্জীং । ব্যাধাণমদ্বন্দ্বনং

উক্তং ॥ ৭০ ॥ লগ্নে শুভেন গ্রহেণ যুতে যুক্তে শুভেন কেন  
দৃষ্টে চ পুনশ্চ সূর্য্যাদৌ বহুতরো নিমজ্জিতা উক্তহানামি সূর্য্য-  
দীনাং ক্রমেণোকানি । অতঃপুত্রপাদনাকুলীরা অববণিকৌ চ  
দিবাকরাণি তুলা উতি । অকৌ মেঘঃ সূর্য্যো মকরঃ অকুনা কুলা  
কুলীরাঃ কর্কঃ অথো মীনঃ বণিক্ তুলা । তথাচ সূর্য্যো মেঘে  
কুজে ভৌমে মকরেন রবিমুখে মনে তুলায়ে গুরো চ  
কেন্দ্রে চতুর্থাংশতমরাশিহে চকারাবুজাসুতসমুজয়ার্থে । শিব-  
গুরো ভার্গ্যা সতী অধিনী সুখবতী ন স্বস্তীং নীড়িতা কুমারঃ  
শিভঃ অমুবে বধা ত্রীপার্বতী কুমারঃ কন্যঃ অমুবে ভবঃ ।  
অনেন গভ্রাবেশাদিকং মাররা প্রদক্ষ্য সদাশিবঃ শঙ্করাচার্য্য-  
রূপেণ প্রাহরভূত্বিতি দর্শিতঃ বসন্ততিলকাজনঃ ॥ ৭১ ॥ সূক্তং  
দৃষ্টে। শিবগুরুঃ শিববারিরাশৌ সুখসমুদ্রেময়োহপি শক্তিঃ সামর্থ্য-

এই পুত্র হইতেই অদ্বৈত মতের মূতন সৃষ্টি  
হইবে । ৬৮ । ৬৯ । ৭০ ।

শুভগ্রহযুক্ত এবং শুভগ্রহদৃষ্ট শুভলগ্নে সূর্য্যাদি  
গ্রহ সকল নিজ নিজ উক্তহানস্থিত হইলে (অর্থাৎ  
সূর্য্য মেঘস্থ, মকর মকরস্থ, শনি তুলাস্থ এবং  
গুরু কেন্দ্রস্থ অর্থাৎ চতুর্থাংশির অন্যতর যে কোন  
রাশিস্থ হইলে) শিবগুরুর ভার্গ্যা সুখবতী হইয়া  
পার্বতী যেরূপ কার্তিকেয় প্রসব করিয়াছিলেন,  
সেইরূপ পুত্র প্রসব করিলেন । অর্থাৎ সদাশিব,  
মায়া পূর্ব্বক গভ্রাবেশাদি চিহ্ন প্রদর্শন করাইয়া  
শঙ্করাচার্য্যরূপে স্বয়ং প্রাহরভূত হইলেন । ৭১ ।

শিবগুরু পুত্রকে দেখিয়া সুখসমুদ্রে মগ্ন হই-

বহুখাশ্চ গাশ্চ জন্মোক্তকর্ম্মবিধয়ে বিজপুত্বেভ্যঃ ॥

॥ ৭২ ॥ তন্মিহ দিনে যুগকরীন্দ্রতরঙ্গুনিঃসর্গীধু-  
মুখ্যবহুজঙ্গগণা বিবস্তঃ । বৈরং বিহায় সহচর-  
রতীম্ হৃদ্যঃ কণ্ঠমপাক্ষত সাধুতয়া নিমুখ্যঃ  
॥ ৭৩ ॥ বৃক্ষা লতাঃ কুহুমরাশিকলানামুখমদ্যঃ  
প্রসঙ্গসলিলা নিখিলান্তথৈব । জাতা মুহুর্জলধরো-

মমুদিত্য জলে ভ্রমাজ্জীং নিমজ্জিতবান্ । তদনন্তরং বহুদনং  
বহুখাশ্চগাশ্চ পুত্রজননকৃত্ত কর্ম্মণে । বিবরে বিধানার বিজ-  
পুত্বেভ্যো ব্রাহ্মণবরৈভ্যঃ শাস্ত্রভেদ্যঃ শাস্ত্রভেদ্যঃ ব্যাধাণমদ্বন্দ্বনান্  
॥ ৭২ ॥ তরঙ্গুর্ভ্যামঃ যুগাদয়ো বহুজঙ্গগণাঃ পরস্পরং বিমুখ্যোহপি  
তন্মিহিনে বৈরং বিহায়াতীব হৃদ্যঃ সহচরঃ । পুনশ্চ সাধুতয়া  
নিমুখ্যঃ সম্যক্তরাস্ত্রোক্তঃ সংঘর্ষণং বর্জনং কুর্ষ্বন্তঃ কণ্ঠমপা-  
ক্ষত কণ্ঠপাক্ষতঃ কৃতবস্তঃ ॥ ৭৩ ॥ তন্মিহিনে বৃক্ষা লতাশ্চ  
পুষ্পরাশীন্ কলানি চামুখান্ । তথৈব সকলানম্যঃ প্রসঙ্গসলাঃ  
জাতাঃ । জলধরোহপি নিজং বিকারং জলং মুহুরমুখদ্বিতি বচন-

য়াও সামর্থ্য অনুসরণ করিয়া পুনর্বার জলে নিমগ্ন  
হইলেন । তদনন্তর পুত্র জন্মিলে জাতেকি প্রভৃতি  
কার্য্যবিধির নিমিত্ত শাস্ত্রজ্ঞ পাত্রোদ্দেশে বহুবিধ  
ধন, ভূমি ও ধেনু সকল বিতরণ করিতে লাগি-  
লেন । ৭২ ।

সেই দিবসে কুরঙ্গ, মাতঙ্গ, শাদুল, যুগেন্দ্র,  
সরীসৃপ, মূষিক প্রভৃতি প্রধান প্রধান বহুবিধ জন্তু-  
গণ বৈরভাব পরিত্যাগ করিয়া অত্যন্ত হৃদ্য হইয়া  
একত্র সহ সঞ্চরণ করিতে লাগিল । এবং সাধুতা-  
বশতঃ সম্যক্ প্রকারে পরস্পর পরস্পরের সংঘর্ষণ  
করতঃ কণ্ঠয়ন নিরাকরণ করিল । সেই দিনে তরু  
লতা সকল, পুষ্পরাশি ও ফল সকল, মোচন করিতে



ইপি নিজঃ বিকারঃ ভূতলগাদপি জলঃ সহসোৎ-  
পপাত ॥ ৭৪ ॥ অদৈতবাদিবিপরীতমতালবন্নিহতা-  
গ্রবর্তিবরপুস্তকমপ্যকস্মাৎ । উচ্চৈঃ পপাত জহুঃ  
শ্রুতিমন্তকানি শ্রীবাসচিন্তকমলং বিকটীষভূব ॥ ৭৫ ॥  
সর্বাভিরাশাভিরলং প্রসেদে বাতৈরভাব্যভূতদিব্য-  
গন্ধৈঃ । প্রজ্বলেহপি জলনৈস্তদানীঃ প্রদক্ষিণীভূত-  
বিচিত্রকীলৈঃ ॥ ৭৬ ॥ স্মনোহরগন্ধিনী সতাং

পরিণামেন লবন্ধনীয়াৎ । ভূতলগাৎ পর্কতলমুদানপি জলঃ সহ-  
সোৎপপাত ॥ ৭৪ ॥ কিঞ্চাৎবৈতবাদিতো বিপরীতঃ মতালবন্নিহতা-  
নীলং যেষাং তেষাং হস্তাগ্রবর্তি বরপুস্তকমপ্যকস্মাৎ পপাত ।  
শ্রুতিমন্তকানি বেদতাঃ জহুঃ । শ্রীবাসস্ত চিন্তকমলং বিকটী-  
ষভূব বিকাশঃ প্রাপ ॥ ৭৫ ॥ কিঞ্চ সর্বাভি রাশাভির্দিক্ভি-  
রলং প্রসেদে কর্ষণি প্রত্যয়ঃ সর্বাদিশোভিতশরেন প্রসন্নঃ  
বভূব রিত্যর্থঃ । অদ্বৈতো দিব্যা গন্ধো যেষাং তে তৈকটীভর-  
ভাবি বায়বোহুতদিব্যগন্ধাচ্ছাত্বম্ । প্রদক্ষিণীভূতাঃ বিচিত্রাঃ  
কীলা জালা যেষাং তৈঃ জলনৈরগন্ধিভিরপি তদানীঃ প্রজ্বলে  
তথাভূতা অগ্নয়ো বিপ্রজলিতা বভূব রজাপি কর্ষণি প্রত্যয়ঃ ॥

লাগিল, নদী সকল, নির্মলজল-পূর্ণ হইল, জলধর,  
শ্রী বিকার জল, বারংবার মোচন করিতে লাগিল,  
ও নিখিলপর্কত হইতে সহস্র জল উৎপত্তিত হইতে  
লাগিল । অদৈত বাদীদিগের বিপরীত মতালব্দী  
লোক দিগের হস্তাগ্রবর্তি ঐষ্ঠ পুস্তক অকস্মাৎ  
উচ্চ হইতে পতিত হইল । বেদমন্তক বেদান্ত শাস্ত্র  
সকল হাস্য করিতে লাগিল, এবং বেদব্যাসের  
হৃদয় শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল । দিক্ সকল  
প্রসন্ন হইল, বায়ু সকল অদ্বুত ও উৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত  
হইল, এবং তৎকালে প্রদক্ষিণীভূত বিচিত্র জালা-  
বিশিষ্ট অগ্নিহোত্রাদি অগ্নি সকল প্রজ্বলিত হইয়া

স্মনোহরবিমলা শিবকরী । স্মনোহরপ্রচো-  
দিতা স্মনোহরুষ্টিরভূতদাভুতং ॥ ৭৭ ॥ লোকত্রয়ী  
লোকদূশেব ভাস্বতা মহীধরেণেব মহী স্মেরুপা ।  
বিদ্যা বিনীতেন সতী স্তেন সা ররাজ ততাদৃশরাজ-  
তেজসা ॥ ৭৮ ॥ সংকারপূর্বমভিযুক্তমুহূর্তবেদি-

॥ ৭৬ ॥ কিং চ তদা ভবিন্ কালে স্মনোহরো গন্ধোহস্তা-  
ভীতি তথা সতাং স্তুতুং বসনস্তবিশ্রমা শিবঃ স্তবঃ  
করোতীতি তথা স্মনসাং দেবানাং নিকটৈঃ সমূহৈঃ প্রচো-  
দিতা প্রেরিতা স্মনসাং পুস্তানাম্ বৃষ্টিরভূতং যথাতাত্ধাৎ-  
ভূৎ বসকানকারঃ, অর্থে সত্যার্থভিরানাম্ বর্ণানাম্ সা পুনঃ স্রুতিঃ  
বসকমিত্যুভেঃ । বিষমে সমজাতকঃ সমেনস্তরালোহম্ গুরুশি-  
যোগিনী ॥ ৭৭ ॥ লোকত্রয়ী লোকদূশা লোকনেত্রো ভাস্বতা  
স্বর্ঘোপ । মহী স্মেরুপা পর্কতেম্বেব । বিদ্যা বিনয়েন । সা সতী ভু-  
তেন স্তেন ররাজ । স্তুতং বিশিষ্ট জ্ঞানানাং মতিপ্রসিদ্ধানাং  
রামচন্দ্রপ্রভৃতি রাজাং তেজো বস্মিন্তেন যদা তেজসাং রাজেতি  
প্রাজতেজস্তাদৃশং স্বর্ঘ্যানিতুল্যং রাজতেজো বস্মিন্তেনেতার্থঃ ।  
অজ্ঞাভিরে দীপ্তিলক্ষণে সাধারণে ধমে একত্বৈব বহুপমানো-  
পাদানান্যালোপমা ইজ্বরজা ॥ ৭৮ ॥ সংকারপূর্বমভিযুক্তা

উঠিল । তৎকালে স্মনোহর গন্ধবিশিষ্ট ও সজ্জ-  
নের স্ম-মনের তুল্য বিমল ও স্তবকরী, স্মগনস্  
অর্থাৎ দেব সমূহ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্মনস্  
অর্থাৎ পুস্তাবৃষ্টি সকল অদ্বুতভাবে পতিত হইতে  
লাগিল । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ । ৭৬ । ৭৭ ।

ত্রিভুবন, লোকচক্ষুঃ সূর্য্যদ্বারা, পৃথিবী, স্মেরু-  
পর্কতদ্বারা, বিদ্যা, বিনয়দ্বারা যেরূপ শোভা  
পাইয়া থাকে; অতি প্রসিদ্ধ রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজা-  
দিগের সমান তেজস্বী সেই পুত্রদ্বারা সতীও সেই-  
রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন । সংকার পূর্বক



বিপ্রাঃ শশঃসুরভিবীক্য হৃতশ্চ জন্ম । সৰ্বজ্ঞ এব  
ভবিতা। রচয়িষ্যতে চ শাস্ত্রং সতত্ৰমথ বাগধিপাংশ্চ  
জেতা ॥ ৭৯ ॥ কীর্তিঃ স্বকাঃ ভূবি বিধান্যতি  
যাবদেবা কিং বোধিতেন বহুনা শিশুরেষ পূর্ণঃ ।  
নাপৃচ্ছি জীবিতমনেন চ তৈ নচোক্তং প্রায়ো বিদ-  
মপি ন বক্ত্যশুভং শুভজঃ ॥ ৮০ ॥ তজ্জাতি-  
বন্ধুহৃদিত্তজনানামনাস্তিঃ সূতিকাগৃহনিবিক্ষমাণো

বিনিযুক্তা মুহূর্তবেদিনো বিপ্রাঃ হৃতশ্চ স্বর বীক্যলোচ্য শশ-  
সুরেষ ভব পুত্রঃ সৰ্বজ্ঞো ভবিষ্যতি । পুনশ্চ বক্তব্যঃ শাস্ত্রঃ  
রচয়িষ্যতে। অথ বাগধিপাংশ্চ জেতা ভবিষ্যতি বসঃ ॥ ৭৯ ॥ কিং চ  
যাবদেবা ভূতাবৎ স্বকাঃ কীর্তিঃ ভূবি বিধান্যতি বিং বহুনা  
বোধিতেন এব তব শিশুঃ পূর্ণোতি জীবিতং চ তেন শিবহৃদগা ন  
চ পৃষ্ঠে ন চ তৈরুক্তং বতঃ প্রায়ো জানন্নপ্যশুভং শুভজঃ নৈব  
ক্তি ॥ ৮০ ॥ অথো অনস্তরং তজ্জাতিবন্ধুহৃদিত্তজনানামনাস্তিঃ  
উপাস্তেনমোপহারেণ সহ বর্তমানাস্তান্তঃ সূতিকাগৃহনিবিক্ষং দৃ-

নিযুক্ত মুহূর্তবিৎ পণ্ডিতেরা পুত্রের জন্ম আলোচনা  
করিয়। বলিতে লাগিল, তোমার এই পুত্র সৰ্বজ্ঞ  
হইবে, এবং সতত্ৰ শাস্ত্র নির্মাণ করিবে। যতকাল এই  
পৃথিবী থাকিবে ততকাল তোমার এই পুত্র স্বীয়  
কীর্তি ধারণ করিবে। অধিক আর কি জানাইব,  
তোমার এই শিশু সম্ভান পূর্ণরূপে বিরাজমান।  
“পুত্র কতকাল জীবিত থাকিবে” শিবগুরু এ প্রশ্ন  
করেন নাই, হুতরাং তাঁহারাও তাহার কিছুই  
বলেন নাই। তাহার কারণ এই, শুভজ লোকে  
জানিতে পারিলেও কদাচ অশুভ বলিতে ইচ্ছা  
করেন না। ৭৮। ৭৯। ৮০।

অনস্তর জাতি, বন্ধু, স্বহৃৎ ও আত্মীয় জনের

নিদ্রাঃ । সোপায়নাস্তমতিবীক্য যথা নিদ্রাষে  
চন্দ্রঃ সূদঃ যয়রতীব সরোজবন্ধুঃ ॥ ৮১ ॥ তৎ  
সূতিকাগৃহ মবৈক্যত ন প্রদীপং তন্তেজসা সমবভাত-  
মভুৎ কপারাম্ ॥ আশ্চর্য্যমেতদজনিষ্ট সমস্ত-  
জন্তোস্তম্ভিরঃ বিতিমিরঃ যদভূদদীপং ॥ ৮২ ॥  
যৎ পশুতাং শিশুরসৌ কুরুতে শমপ্রাং তেনা-

শুভঃ সরোজবন্ধুঃ অতি সমস্তাবীক্যাত্মকঃ সূদঃ চ যয়ঃ। যথা  
নিদ্রাষে প্রীত্বর্ভৌ সূর্য্যাতপেন তপান্ত্রং বীক্যাত্মকঃ সূদঃ  
প্রাদুর্ভূতি তবৎ ॥ ৮১ ॥ ন বিন্যতে প্রদীপো বসিন্ নৈক-  
মেভ্যাদিবসনেন সমাসঃ। নপ্রদীপং সৎ কপারাম্ যাত্রৌ তন্ত  
শিশোভেজসা সমবভাতমভুৎ সূতিকাগৃহং সর্বৌ জনোহবৈক্যত  
শুভঃ সৰ্বজ্ঞোরাশ্চর্য্যমজনিষ্ট। যদদীপং সমস্তা মন্দিরমতিমির-  
মভূদিত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ অথ পশুনামধেয়ে প্রবৃদ্ধিনিমিত্তব-  
মাহ। যদেবম কারণেনাসৌ বালকঃ পশুতাং জনানামুৎকৃষ্টঃ

অনুনাগণ উপহারের সহিত সেই পুত্রকে সূতিকা-  
গৃহে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিল। এবং  
গ্রীষ্মকালে সূর্য্যাতপতাপিত জনগণ চন্দ্র দেখিয়া  
যে রূপ আলাদিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তাঁহার কমল  
সদৃশ মুখচ্ছবি দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রমোদিত  
হইল। সকল লোকেই অবেক্ষণ করিল যে, রাত্রি-  
কালে সেই শিশুর তেজে সেই সূতিকাগৃহ অধিকতর  
প্রদীপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার মন্দির দীপবিহীন  
হইয়াও যে তিমির শূন্য হইয়াছিল, সমস্ত প্রাণীর  
ইহাই কেবল আশ্চর্য্যজনক বিষয় বলিয়া বিখ্যাত  
হইয়াছিল। ৮১। ৮২।

ঐ বালক দর্শক দিগের উৎকৃষ্ট শং অর্থাৎ সুখ  
প্রদান করিত বলিয়া ইহার পিতা পুত্রের নাম শঙ্কর

কৃতান্ত জনকঃ কিল শঙ্করাখ্যঃ । যদা চিরায়  
কিল শঙ্করসম্প্রসাদাভ্যাতকৃতো ব্যধিত শঙ্করনাম-  
ধেয়ঃ ॥ ৮৩ ॥ সর্বং বিদৎসকলশক্তিসুতোহপি  
বালো। যানুয্যজ্ঞাতি মনুষ্যত্যা চচার তদ্যৎ । বালঃ  
শনৈ হৃদিভূমারক্ত ক্রমেণ প্রপুং শশাক গমনায়  
পদাঙ্কজাত্যাম্ ॥ ৮৪ ॥ বালেহথ মকে কিল  
শায়িতেহস্মিন্ সত্যং প্রসন্নঃ হৃদয়ং বভূব । সমীক-  
মাণে যগিতুচ্ছবর্য্যঃ বিবসুখং হস্ত বিনীলমাণীং ॥ ৮৫

৮২ সুখং কৃততে তেনাত জনকঃ প্রসিদ্ধাঃ শঙ্করাখ্যঃ অকৃত  
কৃতবান্ । যদা চিরকালজঙ্ঘরপ্রসাদাভ্যাতকৃতোহ্যনুয্যজ্ঞাতি-  
ধেয়ঃ ব্যধিতাকৃত ॥ ৮৩ ॥ তদ্যৎ বালবৎপদিকমলাভ্যাং পদ-  
নামাদৌ প্রপুং মূরেণ সর্পণং কর্তুং সমর্থো বভূব ॥ ৮৪ ॥  
বালে মকে শায়িতে সতি সত্যং হৃদয়ং প্রসন্নং বভূব । যগিত  
বর্য্যঃ বীজমাণে সতি বিহ্বাঃ মুখং বিগতনীলমভূৎ । যদ্যরাপি  
পতিতানাং মুখং বিশেষেণ নীলমভূৎ উপ- ॥ ৮৫ ॥ কব-

রাখিয়াছিলেন । অথবা বহুকাল শঙ্করের আরাধনা  
করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ হেতু জন্ম গ্রহণ হইয়াছিল  
বলিয়া পিতা শঙ্কর নাম প্রদান করিয়াছিলেন । ৮৩ ।

বালক সর্বজ্ঞ ও সকল শক্তিসুত্ হইয়াও  
মনুষ্যজাতি অনুসরণ পূর্বক বালকের মতই গমন  
করিতে আরম্ভ করিল । প্রথমতঃ অন্ন অন্ন হস্ত  
করিতে আরম্ভ করিল, পরে বালকের তুল্য পাদ-  
কমলদ্বারা গমন করিবার নিমিত্ত উদর দ্বারা গমন  
করিতে সমর্থ হইল । অনন্তর বালক শয্যায় শয়ন  
করিলে পর সজ্জনের হৃদয় প্রসন্ন হইল ও প্রধান  
যগিতুচ্ছ অবলোকন করিলে পণ্ডিতদিগের মুখ নীল-  
বর্ণশূন্য হইল । অথবা যদি-পণ্ডিত দিগের মুখ

সস্তাড়য়ন্ হস্ত শনৈঃ পদাভ্যাং পর্য্যঙ্কবর্য্যঃ কমণীয়-  
শয্যাম্ । বিভেদ সদ্যঃ শতধা সমূহাভিভেদ বাদীন্দ্র-  
মনোরথানাম্ ॥ ৮৬ ॥ দ্বিত্বাণি বর্য্যণি বদন্ত্যমুগ্মিন্  
বৈতিপ্রবীরা নধুরেব মৌনম্ । যুদাং চলতাঙ্জি-  
সমোরহাভ্যাং দিশঃ পলায়ন্ত দশাপি সদ্যঃ ॥ ৮৭ ॥  
উদচারয়ন্তকো গিরঃ পদচারানতনোদনকুরম্ ।  
বিকলোহিতবদানিমাত্তয়োঃ পিকলোকশ্চরমাশ্রা-

নীরা হৃদয়ী শব্দা শয়নীঃ বসিত্তৎ পর্য্যঙ্কভেদে শনৈঃ  
পদাভ্যাং সস্তাড়য়ন্ সন্ বিশেষেণ ভেদবাদিনাং যে ইজা-  
ভেবাং যে মনোরথভেবাং সমূহান্ সদ্যঃ শতধা বিভেদ  
বিদহার । অত্র ভাট্টনবিভেদনয়ো হেতুকার্য্যো বিকল্পভিন্ন-  
দেশবাসনভিন্নকারঃ । বিকল্পভিন্নদেশবাসনভিন্নভিন্নভি-  
ত্ত্বাঙ্কো ॥ ৮৬ ॥ দ্বিত্বাণি বর্য্যণি অমুগ্মিন্ বালে বদতি সতি  
বৈতিপ্রবীরা মৌন মেব নধুঃ । চরণকমলাভ্যাং যুদা চলিত  
সতি ভে সদ্যঃ দশাপি দিশঃ পলায়ন্ত পলায়নং কৃতবত্যাঃ  
চপলাভিশয়োক্তিক কার্য্যো হেতুপ্রসক্তিজে ॥ ৮৭ ॥ অত কো গির  
উদচারয়ৎ প্রবর্তিতবান্ । অনন্তরং পদচারানতনোৎ বিভা-  
রিতবান্ । তয়ো র্কানী প্রবর্তনপাদচারবিত্তারয়ো ক্বেথো গিরঃ

বিশেষরূপে নীলবর্ণ হইল । বালক, রমণীয় শয্যা বিশিষ্ট  
পর্য্যঙ্ক, পদযুগলদ্বারা তাড়না করিলে ( বিশেষরূপে  
যাঁহার ঈশ্বরের ভেদবাদী ) তাঁহাদের মনোরথ সকল  
তাঁহাতেই যেন শতধা বিদীর্ণ হইল । তিনি যখন  
ছুই তিনবর্ণ উচ্চারণ করিতেন, বৈতবাদী সকল  
মৌন ধারণ করিত । চরণ কমলদ্বয়ে ভর দিয়া  
তিনি যখন সর্ষ গমন করিতেন, তৎকণাৎ দশ-  
দিক্ সকল পলায়ন করিত । শিশু, প্রথমে বাক্য  
উচ্চারণ ও অনন্তর পদসংস্কারের বিস্তৃতি করিলেন ।  
এইরূপে প্রথমে বাক্য প্রবর্তন ও পদসংস্কার বিস্তার

লকাঃ ॥ ৮৮ ॥ নববিজয়পল্লবাস্তুতামিব ক  
পরাগপাটলম্ । রচয়ন্তলাং পদবিষা স চচারেন্দু-  
নিভঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৮৯ ॥ মূর্ধনি হিমকরচিহ্নং  
নিটলে নয়নাক্ষয়ংসরোঃ শূলম্ । বপুশ্চি স্ফটিক-  
সবর্ণং প্রাক্তাস্তং যেনিরে শজ্জম্ ॥ ৯০ ॥ রাজ্যাক্ষিরিব  
নয়কোবিদস্ত রাজ্ঞো বিদ্যেব বাসনদবীরসো বুদ্ধস্ত ।

পবর্তনাং পিকলোকঃ সর্বোহপি কোকিলো বিকলোহভবৎ ।  
চরমাদস্তাং পাদচারবিজ্ঞানায়মানকে । হংসো বিকলোহভবৎ ।  
বিযোগিনী ॥ ৮৮ ॥ অচলাং তু মিং পাদবিষা চরণকাষ্ঠা নবীতৈ-  
র্বিজয়মস্ত রত্নবৃক্ষস্ত পল্লবৈরাস্তুতামিব । বিজয়মো রত্নবৃক্ষেহপি  
প্রবালেহপি পুমানকমিতি মেদিনী । কাশীরপরাটগঃ পাটলাং  
শ্বেতরক্তাং ইব রচয়ন্ত চন্দ্রতুলাঃ শিতঃ শনৈঃ শনৈঃ চচার ॥ ৮৯ ॥  
মূর্ধনি হিমকরস্ত শীতকিরণস্ত চন্দ্রস্ত চিহ্নং নিটলে ললাটে নয়নস্ত  
নেত্রশাক্তং চিহ্নংসরোঃ স্বকরোঃ শূলং বপুশ্চি স্ফটিকম সমান-  
বর্ণং প্রাক্তা বীজ্য শজ্জং যেনিরে । অহুমানালঙ্কারঃ । রত্ন-  
গীতিঃ । অর্থাৎ প্রথমদলোক্তঃ যদি কথমপি লক্ষণং ভবে-  
তভয়োঃ । কৃতযতিশোভাং তাং গীতিং গীতবান্ ভুক্তদেশঃ  
ইতি লক্ষণাৎ । লক্ষ্যতঃ সপ্তগণা গোপেতা ভবতি নেহ  
বিষমেষঃ । বতোহয়ং ন লঘু বা প্রথমেহর্কে নিরতমাখ্যায়।

এই মধ্যে আদিম উভয়ের কার্য্য হইতে কোকিল ও  
চরমকার্য্য হইতে মরাল এই উভয়েই বিকল হইয়া-  
ছিল । চন্দ্রতুল্য মনোজ্ঞ বালক, পদপ্রভায় বহু-  
করাকে যেন অভিনব রত্নবৃক্ষের পল্লবদ্বারা আকীর্ণ  
করিয়া এবং কুঙ্কুমপরাগে যেন শ্বেতরক্তবর্ণ করিয়া  
ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করিতেন । মস্তকে হিমাংশুর  
চিহ্ন, ললাটেদেশে নয়নের চিহ্ন, স্বকরয়ে ত্রিশূল,  
সর্বশরীর স্ফটিক সদৃশ দোঁখিয়া পণ্ডিতগণ, বালককে  
শজ্জ বলিয়া অনুমান করিয়া ছিলেন । রাজনীতিজ্ঞের  
রাজ্যলক্ষ্মীর তুল্য, বাসনাদি হেতু দূরবর্তি বুদ্ধ-

স্ত্রাংশোহুবিরিব শারদস্ত পিত্তোঃ সন্তোষৈঃ সহ  
ববুধে তদীয়মূর্তিঃ ॥ ৯১ ॥ নাগেন্দ্রোদরসি চামরণে  
চরণে বালেন্দুনা কালকে পাণ্যোচ্চক্রমদাধন্য-  
ডমরুকে মূর্ধ্নি ত্রিশূলে চ । তন্তুস্তাদুতমাকলম্বা  
ললিতং লেখাকৃতে লাক্ষিতং চিত্রং গাজময়ংস্ত  
তত্র জনতানেত্রে নির্মেষোজিতৈঃ ॥ ৯২ ॥ সর্গে

ইত্যার্য্যপূর্ব্বাঙ্কলক্ষণম্ ॥ ৯০ ॥ রাজনীতিকুশলস্ত রাজ্যাক্ষিরিব  
বাসনভূতৈঃ সর্বো পানজীযুগরাদিব । দৈবানিষ্টকলে পাণে  
বিশক্তৌ বিকলোদ্যম ইতি মেদিনীকোশাদ্ভ্যননাদভূতাদেদবী-  
যমোদবীষাংশে মধিষ্ঠিত মূর্ধ্নে ইত্যমরানতিদূরস্য বিদ্যেব শরৎ-  
কালীনস্য চন্দ্রস্য চবিরিব পিত্তোঃ সন্তোষৈঃ তদীয়া মূর্তি-  
কবুধে প্রবর্তনী ॥ ৯১ ॥ উরসি নাগেন্দ্র চরণোচামরণে মস্তকে বাল-  
চন্দ্রেন রত্নয়োচ্চক্রাদিতি মূর্ধ্নি ত্রিশূলে চাতুতং তস্য ললিতং  
গাত্রং সূকুমারাজবিন্যাসঃ শরীরং নেত্রে নির্মেষবহিতৈরাকলম্বা  
সমাগমলোকা রেখার্থং লাক্ষিতং চিত্রং তত্রত্যজনসমুদায়েহ-  
মংস্ত ॥ শাদৃ ॥ ৯২ ॥ প্রাথমিকে জনকাদিসর্গে বিরতিং প্রয়াতি

দেবের মূর্তির তুল্য এবং শারদীয় শশধরের ছবির  
তুল্য বালকমূর্তি জনক-জননীর সন্তোষের সহিত  
বুদ্ধি পাইতে লাগিল । বক্ষঃস্থলে মাতঙ্গ, চরণে  
চামর, মস্তকে নবেন্দু, হস্তযুগলে চক্র, গদা, ধনু ও  
ডমরু, এবং মস্তকে ত্রিশূল, এই সকল চিহ্নে চমৎ-  
কারক বালকের, সেই স্থললিতদেহ, নির্নিমেষ-  
দর্শনে অবলোকন করিয়া তত্রত্য জন সকল বিবে-  
চনা করিতে লাগিল, যেন, এইরূপ রেখার জন্যই  
বালকের বিচিত্র দেহ চিহ্নিত হইয়াছে । প্রথমিক  
সৃষ্টি অর্থাৎ যে সর্গে জনকাদি ঋষিগণের সৃষ্টি  
হইয়াছিল তাহা অবসান প্রাপ্ত হইলে, সমস্ত



প্রাথমিকে প্রয়াতি বিরতিং মাগে স্থিতে দৌর্গতে  
স্বর্গে দুর্গমতায়ুপেনুবি ভূশং দুর্গে অপবর্গে সতি ।  
বর্গে দেহভূতাং নিসর্গমলিনে জাতাপবর্গেহখিলে

সতি মাগে দৌর্গতে দুর্গতিসম্পাদকে স্থিতে সতি স্বর্গে দুর্গমতাং  
দুর্গমতায়ুপেনুবি প্রাপ্তবতি সতি অপবর্গে মোকে ভূশম-  
ভূশং তং দুর্গে দুর্গমতায়ুপেনুবি দেহভূতাং জীবনাং বর্গে সমুদারে  
নিসর্গাং জাতাবাদেব মলিনে সতি তথাচ বিশ্বকর্মে বহিলেহপি

পথ দুর্গতি প্রাপ্ত হইলে, স্বর্গ দুর্গত হইয়া  
উঠিলে, অপবর্গ অতিশয় দুর্গমতায়ু হইলে, দেহধারী  
জীববর্গ জাতাবিক মলিন হইলে, এবং বিশ্বরচিত্তা  
বিধাতার যাবতীয় সৃষ্টি উপসর্গ অর্থাৎ নাশকর  
বিষয়ে মুক্ত হইলে, সদাশিব শঙ্করাচার্য্য মুক্তি পরিগ্রহ

সর্গে বিশ্বস্বকৃত্তদীয়বপুবা ভর্গোহবতীর্ণো ভুবি  
॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদবতারকথাপরঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গঃ পূর্ণো দ্বিতীয়কঃ ॥

সর্গে জাতা উপসর্গা নাশকরাদি বিদ্বানি বসী তথাভূতে সতি  
ভদীরবপুবা শঙ্করাচার্য্যবিগ্রহাশ্রয়না ভর্গঃ সদাশিবঃ ভূমাব-  
বতীর্ণঃ ॥ ৯৩ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বালগোপালতীর্থ শ্রীপাদ-  
শিষ্যদত্তবংশাবতঃসরাস্বতীমহামুখনপতিস্মরিত্তে শঙ্করবিজয়-  
ভিণ্ডিমে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ ।

পূর্বক ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । ৮৪ । ৮৫ ।  
। ৮৬ । ৮৭ । ৮৮ । ৮৯ । ৯০ । ৯১ । ৯২ । ৯৩ ।

ইতি শ্রীমাধবাচার্য্যকৃত শঙ্করাবতার নামক  
দ্বিতীয় সর্গ ।

## তৃতীয়োঃধ্যায়ঃ ।

ইতি বালমুগাক্রশেখরে সতি বালমুগাপাগতে ততঃ ।  
দিবিসংপ্রবরাঃ প্রজজিরে ভুবি ষট্শাস্ত্রবিদাং সতাং  
কুলে ॥ ১ ॥ কমলানিলয়ঃ কলানিধে কিমলা-

এবং শিবাবতারমুগবর্ণা তদবতারমুগবর্ণিত্ব মুপ-  
ক্রমতে ইতীতি । এবং বালমুগাক্রশেখরে শিবে বালমুগ প্রাপ্তে সতি  
তদনন্তরং সুরোত্তমা ভুবি ষট্শাস্ত্রবিদাং সতাং কুলে প্রজজিরে

এইরূপে নবচন্দ্রমৌলি মহাদেব বালমুগ প্রাপ্ত  
হইলে, তদনন্তর অমরগণ ভূতলে বড়দর্শনবেতা  
পণ্ডিতদিগের কুলে প্রাপ্ত হইলেন । ১ ।

খ্যাদজনিষ্ট ভূমুরাৎ । ভুবি পদ্মপদং বদন্তি যং স  
বিপদং যেন বিবাদিনাং যশঃ ॥ ২ ॥ পবনোহিপ্যজনি

প্রাপ্তবতুঃ বৈতাং ॥ ১ ॥ তত্রাকৌ বিকোমবতারমাহ । কম-  
লারায়ঃ লক্ষ্ম্যা নিলয়ঃ শ্রীবিষ্ণুঃ সর্কাসাং কলানাং নিধে কিমলাভি-  
ধাৎ ভূমুরাৎ ব্রাহ্মণাং ভুবি অজনিষ্টপ্রাপ্তবতুঃ । ভূবীত্বাত্তরাশ্বসি  
বং ভুবি পদ্মপদং বদন্তি যেন বিবাদিনাং যশঃ সবিপৎ বিপদা

ভূতলে যাহাকে পদ্মপদ বলিয়া সকলে আহ্বান  
করিত, এবং যাহার সহিত বিবাদী লোকের কীর্তি-  
কলাপ বিপদাপন্ন হইয়াছিল, কমলার নিলয় স্বরূপ



প্রভাকরাং সবনোন্মীলিতকীর্তিমণ্ডলাং । গল-  
হস্তিতভেদবাদ্যসৌ কিল হস্তামলকাভিধামধাং  
॥৩॥ পবমানদশাংশতোহজনি পবমানাকতি যদু-  
যশোহমুখৌ । ধরণী মধিতা বিবাদিবাক্তরনী যেন  
স তোটকাঙ্কয়ঃ ॥ ৪ ॥ উদভাবি শিলাদসূক্ষ্মনা

সহ বর্তমানমিত্যর্থঃ ॥২॥ পবনোহপি প্রাতঃ সবনাদিনোন্মীলিতং  
প্রক্ষারিতং কীর্তিসঙ্গলং মণ্ডলং যন্ত তস্মাৎ প্রাতঃকালোন্মীলিত-  
মণ্ডলঃ সূর্য্যস্তত্বল্যাং প্রভাকরাভিধাতু সুরাদজনিপ্রোহরভূৎ ।  
গলে হস্তিতাঃ কণ্ঠে হস্তেন পৃষ্ঠীতা ইব রুদ্ধকণ্ঠাঃ কৃতভেদ-  
বাদিনো যেনাসাববতীর্ণৌ বায়ুঃ কিল প্রসিদ্ধঃ হস্তামলকেতি  
সংজ্ঞামধাং ॥ ৩ ॥ বায়োরেকদেশাংশাবতারমাহ । পবমানস্ত  
পবনস্ত দশাংশতঃ স তোটকাখ্যোহজনি । যন্ত যশোলক্ষণে-  
জলধৌ পবমানা উত্তরজী ধরণী অকতি যেন বিবাদিবাক্

ত্রীবিধু, কলানিধি বিমলাচার্য্যনামক ব্রাহ্মণ হইতে  
জন্ম গ্রহণ করিলেন । ২ ।

প্রাতঃকালীন যাগাদি অনুষ্ঠানে যাঁহার কীর্তিরাশি  
সর্বদা উন্মীলিত থাকিত, সেই প্রভাকর ভূল্য  
প্রভাকর ব্রাহ্মণ হইতে পবনদেবও জন্মগ্রহণ করি-  
লেন । যাঁহার ঈশ্বরের ভেদবাদী সেই সকল  
লোকদিগের গলে হস্ত দিয়া সর্বদা তাঁহাদিগকে  
রুদ্ধকণ্ঠ করিয়া রাখিতেন বলিয়া তিনি হস্তামলক  
নামে সর্বদা অভিহিত হইতেন । যাঁহার কীর্তি-  
মাগরে সস্তরন করিতে করিতে ধরাদেবী গমন করিয়া  
থাকেন ও যিনি বিবাদী লোকের বাক্যরূপ তরনী  
সম্বন করিয়াছিলেন পবনের অংশ হইতে সেই  
তোটক জন্মগ্রহণ করিলেন । ৩ । ৪ ।

মদবদাদিকদম্বনিগ্রহৈঃ । সমুদক্ষিতকীর্তিশালিনং যদু-  
দক্ষং ক্রবতে মহীতলে ॥ ৫ ॥ বিধিরাস সুরেশ্বরো  
গিরাং নিধিরানন্দগিরি র্ব্যজায়ত । অরুণোহজায়ত  
চিংসুখাঙ্কয়ঃ ॥ ৬ ॥ অপরেহপ্যভবন্ দিবৌকসঃ

তরনী মধিতা ইত্যর্থঃ ॥৪॥ শিলাদস্ত সূক্ষ্মনা পুত্রেন ননিসংজ্ঞ-  
কেনোদভাবি শিলাদসূক্ষ্মঃ প্রোহরভূৎ । যং মদবদাদিকদম্বানাং  
মদযুক্তবাদিসমুদারানাং নিগ্রহৈঃ সমুদক্ষিত্য কীর্ত্যা শোভত  
ইতি তথা তং মহীতলে উদকং বদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥ বিধি ব্রহ্মা  
সুরেশ্বরো মণ্ডমাগরসংজ্ঞ আস বভূব । গিরাং নিধির্ক্যাচম্পতিরা-  
নন্দগিরিরজায়ত । অরুণো গরুড়ভ্রাতা সূর্য্যো বা সনন্দনসংজ্ঞঃ  
সমভবৎ । যদ্যপি বিষ্ণুঃ পদ্মপাদসংজ্ঞো বভূবেত্যুক্তং স এব চ  
বক্ষ্যমাণরীত্য সনন্দনস্তথাপি পক্ষাস্তরমাপ্রিত্যৈকজ বোভরাং-  
শাবতরণমাপ্রিত্যাবিরোধঃ সম্পাদনীয়ঃ । বরুণো জলাধী-  
শচিংসুখসংজ্ঞোহজায়ত ॥ ৬ ॥ অপরেহপি দ্বীপৈঃ পটৈঃ

শিলাদের পুত্র নন্দী উৎপন্ন হইল । সগর্ব্ববাদী  
সকলের নিগ্রহ হেতু যাঁহার কীর্তিরাশি সর্বদা  
সমুদক্ষিত থাকিত এবং ঐরূপ কীর্তিশালী ছিলেন  
বলিয়া ধরাতলে যাঁহাকে সকলে উদক বলিয়া  
আহ্বান করিত । ৫ ।

জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা মণ্ডন নামে অভিহিত হইলেন,  
বাক্যের নিধিস্বরূপ অর্থাৎ বাচম্পতি আনন্দগিরি  
নামে কথিত হইলেন । অরুণ অর্থাৎ গরুড়ের  
ভ্রাতা অথবা সূর্য্য, সনন্দন সংজ্ঞা ধারণ করিলেন ও  
জলাধিপতি বরুণ চিংসুখ সংজ্ঞা গ্রহণ করিলেন ।  
\* । ৬ ।

বিষ্ণু পদ্মপাদ নামে কথিত হইয়াছেন ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে,  
এবং যে সকল রীতি বলা যাইবে তাহাযারা সেই বিষ্ণুই সনন্দন  
নামে কথিত হইবেন । তথাপি একস্থানে উত্তর অংশের অবতরণ  
আশ্রয় করিয়া অবিরোধ স্বীকার করিতে হইবে ।

স্বপরেখ্যাপরবিধিঃ চরণং পরিসেবিতুং  
জগচ্চরণং ভূমুদ্রপুঙ্গবাত্মজাঃ ॥ ৭ ॥ চার্বাকদর্শন-  
বিধানসরোষধাতুশাপেন গীম্পতিরভূতুবি মণ্ড-  
নাথ্যঃ । নন্দীধরঃ করুণয়েষ্বরচোদিতঃ সমানন্দ-  
গির্ঘ্যভিধয়া বাজনীতি কেচিৎ ॥ ৮ ॥ অথাবতীর্ণস্ত

সহ যা ঈর্ষ্যা মৎসরতৎপরান্ দেবান্ স্বপরেষু বা ঈর্ষ্যা তৎ-  
পরান্ বা বিধিবতীতি তে দিবিষদঃ স্বপরেখ্যাপরান্ বিদে-  
হীতি বা তত্ প্রভোঃ শ্রীশঙ্করস্ত চরণং জগতাং পরণং  
সেবিতুং ব্রাহ্মণোত্তমানাং পুত্রা অভবন্ ॥ ৭ ॥ বিধিরাশ  
স্বপরেখ্যে গির্ঘ্যে নিধিরানন্দগিরির্বাআরতেতাত্মবিত্তি । ইদানীং  
মতান্তরমাহ । চার্বাকানাং দেহাত্মবাদিনাং শ্রীকানাং বর্জনস্ত  
শাস্ত্রত বিধানেন সরোষত ধাতু ব্রাহ্মণঃ শাপেন গীম্পতি দেব-  
গুরু ভূবি মণ্ডনসংজ্ঞাতভূৎ । নন্দীধরঃ করুণয়া ঈশ্বরেণ মহা-  
দেবেন প্রেরিতঃ সনু আনন্দগিরিসংজ্ঞয়া বাজনীতি কেচিৎ  
বসন্তম্ ॥ ৮ ॥ অথ তথাবতীর্ণস্ত বিধেঃ পুরস্কী কুটুম্বিনী ।

অন্যান্য দেবগণও স্বকীয় এবং পরের উপর ঈর্ষ্যা-  
সক্ত লোকদিগের উপর বিদ্বেষ্টা, সেই প্রভু শঙ্করা-  
চার্যের ত্রিজগতের শরণ্য স্বরূপ চরণ সেবা করিবার  
নিমিত্ত ব্রাহ্মণপ্রবরের পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করি-  
লেন । ৭ ।

যাহারা দেহে আত্মারোপ করিয়া থাকে,  
তাহাদিগকে চার্বাক বলে । সেই নাস্তি কচার্বাক-  
দিগের দর্শন শাস্ত্রে রূপে হইয়া বিধাতা অভিসম্পাত  
প্রদান করিলে বৃহস্পতি ভূতলে মণ্ডনসংজ্ঞা ধারণ  
করিলেন । মহাদেব করুণাপূর্বক নন্দীধরকে  
প্রেরণ করিলে পর, তিনিই আনন্দগিরি নামে  
অভিহিত হইয়া ছিলেন, ইহা কেহ কেহ বলিয়া  
থাকেন । ৮ ।

৫ লোক বৃহস্পতি আনন্দগিরি হইয়াছিলেন, এইখানে তাঁহার  
মতান্তর হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় ।

বিধেঃ পুরস্কী সাহুভূদ্যদাখ্যো ভয়ভারতীতি । সর-  
স্বতী সা খলু বস্তুরত্যা লোকোহপি তাং বক্তি সর-  
স্বতীতি ॥ ৯ ॥ পুরা কিলমৈধ্যেবিত্ত ধাতুরন্তিকে  
সর্বজ্ঞকল্পা মুনয়ো নিজং নিজম্ । বেদং তদা  
হুর্কসনোহতি কোপনো বেদানধীয়ন্ কচ্চিদম্বলৎ-  
স্বরে ॥ ১০ ॥ তদা জহাসেন্দ্রমুখো সরস্বতী যদ-

সা প্রসিদ্ধা সরস্বতী প্রাকুরভূৎ । কাকাকিগোলকজ্ঞায়েনা-  
ভূৎ পদমুত্তরত্ব সমধাতে । যত্নাঃ সংজ্ঞা উচয়ভারতীতাত্ত্বৎ খলু-  
প্রসিদ্ধং । বস্তুরত্যাপি সা সরস্বতী লোকোহপি তাং সরস্বতী-  
ত্যেব বদতি । জতো জগৌ গো বিষমে সমে স্তাত্তোজ্জগৌ  
ম এষা বিপরীতপূর্ণা ॥ ৯ ॥ সরস্বতাবতরণে নিমিত্তমাহ । পুরা-  
পূর্বং কিল ধাতুরন্তিকে ব্রাহ্মণঃ সমীপে সর্বজ্ঞকল্পা ঈধদূন-  
সর্বজ্ঞা মুনয়ঃ স্বীরং স্বীরং বেদমৈধ্যেবিত্ত পঠিতবস্ত শুদাতি-  
কোপনো হুর্কসনো হুর্কাসা মুনি বেদান্ পঠন্ কচ্চিৎ স্বরেহম্ব-  
লৎ ম্বলনং প্রাপ উপ ॥ ১০ ॥ তদা তস্মিন্ কালে চন্দ্রবমুখং

অনন্তর বিধাতা অবতীর্ণ হইলে পর, তাঁহার  
কুটুম্বিনী প্রসিদ্ধ সেই সরস্বতীদেবী প্রাকৃতভূত  
হইলেন । সরস্বতীর নাম উভয় ভারতী ছিল ।  
বস্তুরত্যা । তিনি সরস্বতী ত সরস্বতী ছিলেন, এই  
জন্ম লোকেও তাঁহাকে সরস্বতী বলিয়া আহ্বান  
করিত । ৯ ।

সরস্বতী জন্মিবার কারণ এই—পূর্বকালে এক-  
দিন বিধাতার সমীপে সর্বজ্ঞ কল্প মুনিগণ নিজ নিজ  
বেদপাঠ করিয়াছিলেন । তৎকালে কোপনস্বভাব  
হুর্কাসা মুনির, বেদপাঠ করিবার কালে কোনএক-  
স্বরে ম্বলন অর্থাৎ কিকিৎ ক্রটি হইয়াছিল । ১০ ।

সমর্পণেন্দ্রবশকসমুত্তিঃ। চুকোপ তন্তৈ দহনামু-  
কারিণী নিরৈকতাক্ষা মুনিরুগ্রশাসনঃ ॥১১॥ শাপ  
তাং দুর্কিনয়েহবনীতলে জায়ন্ত মর্ত্যাবিভক্তং সর-  
স্বতী। প্রসাদয়ামাস নিসর্গকোপনং তৎপাদমূলে

যজ্ঞাঃ সা সরস্বতী জহাস হসিতবতী। যদসমর্পণেন্দ্রবশক-  
সমুত্তিঃ অর্পণ্যঃ বর্ণেভ্য উত্তর উৎপত্তি যজ্ঞাঃ সা চার্মো শক-  
সমুত্তি যজ্ঞাঃ অজং তন্তৈ হাস্যকৃতবতৌ সরস্বতৌ চুকোপ কোপং  
কৃতবান্। তদুজ্জ্বলমেব দর্শয়তি। দহনং বহিমুদ্বকরোতীতি দহনামু-  
কারিতেষাং। নেত্রোপোগ্রশাসনো মুনি নিরৈকতাক্ষ হৃষ্টবান্।  
বংশহং ॥১১॥ ততঃ কিং কৃতবানিত্যাংকার্যমাহ। তাং শপা-  
পেতি শাপমেব দর্শয়তি। হে দুর্কিনয়ে! ত্বলে মর্ত্যে যু মমু-  
যোযু জায়ন্ত জন্মলভন্ত। এবং শপ্তা সরস্বতী অবিকৃতং ভয়ং প্রাপ।  
ভীতা চ সতী বিবাদিনী তৎপ্রসাদোপায়তাবচিত্তেন চৈতো-  
ভ্রবতী তস্য দুর্কাসসঃ পাদস্য মূলে সমীপে পতিতা। নিসর্গাৎ

তৎকালে চন্দ্রাননা সরস্বতী হাস্য করিয়া  
ছিলেন। হাস্য করিবার কারণ এই—বর্ণ হইতে যে  
সকল শব্দরাশি উৎপন্ন হয় সেই সমস্ত শব্দরাশি  
সরস্বতীর অঙ্গস্বরূপ। ইহাতে উগ্রশাসন দুর্বাসা  
মুনি, দহনসদৃশ নেত্রদ্বারা হাস্যকারিণী সরস্বতীর  
উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অভিসম্পাত করি-  
লেন। হে দুর্কিনীতে! “তুই ভূতলে মনুষ্য  
গৃহে জন্মগ্রহণ কর!” এইরূপ শাপ প্রদান  
করিয়া সরস্বতী ভীতা হইলেন, এবং কি  
উপায়ে ইহাকে প্রসন্ন করিব? তাহার উপায়  
কি? এই সকল চিন্তা করিয়া কদরে ভয়-  
সঞ্চার হইল। পরে বিবাদিনী হইয়া দুর্বাসার পদ-

পতিতা বিবাদিনী ॥ ১২ ॥ দৃষ্ট। বিষয়াঃ মুনয়ঃ সর-  
স্বতীঃ প্রসাদয়াক্কুরিমং তদাদরাৎ। কৃতা-  
পরাধঃ ভগবন্ কথম্ তাং পিতের পুত্রং বিহিতা-  
গসং যুনে ॥ ১৩ ॥ প্রসাদিতোহুদধ সংপ্রসন্নো  
নাগ্যা মুনীন্দ্রেয়পি শাপমোকম্। দদৌ যদা মানুশ-  
শব্দরস্য সন্দর্শনং স্তানুবিভক্তামত্যা ॥ ১৪ ॥ সা

স্বভাবাদেব কোপনং মুনিং প্রসাদয়ামাস তৎপ্রসন্নতাবৎ যতঃ  
কৃতবতীতাবৎ উপং ॥ ১২ ॥ অথ মুনয়ঃ খিমাং সরস্বতীং দৃষ্ট।  
তমিমং দুর্কাসসং আদরাৎ প্রসাদয়ামাসঃ। হে যুনে! বিহিতা-  
পরাধঃ পুত্রং পিতা যদা কমেতে তথা হে ভগবন্! কৃতাপরাধাঃ  
তাং সরস্বতীং কথম্ ॥ ১৩ ॥ অথ সরস্বত্যা মুনীন্দ্রেয়ঃ প্রসাদিতঃ  
সম্প্রসন্নো দুর্কাসাঃ শাপন্ত মোক্ষং দদৌ। কিং তদ্বিত্তি তত্রাহ  
যদা মানুশশব্দরস্য শব্দরাজ্যাক্রোশেণাবতীর্ণত সম্যক্ সাক্ষাপূর্বকং  
দর্শনং স্তানুদাহমত্যা তবিবাদিনীতাবৎ বিগরী ॥ ১৪ ॥ সা সর-

প্রাস্তে পতিত হইয়া ক্রুদ্ধস্বভাব দুর্বাসাকে প্রসন্ন  
করিবার জন্য যত্ন করিলেন। ১১। ১২।

অনন্তর মুনিগণ সরস্বতীকে বিষয় দেখিয়া সেই  
বিখ্যাত ক্রোধনশীল দুর্বাসাকে আদরপূর্বক প্রসন্ন  
করিতে লাগিলেন। হে যুনে! কৃতাপরাধ পুত্রকে  
যে রূপ পিতা কমা করিয়া থাকেন সেইরূপ আপনিও  
অপরাধিনী সরস্বতীকে কমা করুন। ১৩।

সরস্বতী ও মুনীন্দ্রগণ তাঁহাকে এইরূপে প্রসন্ন  
করিলে দুর্বাসা মুনি শাপমোচনের সময় দেখা-  
ইয়া দিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, যৎকালে  
মনুষ্যমূর্তিধারী শব্দরাজ্যের দর্শন হইবে তখনই তুমি  
মানবীমূর্তি পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার দেবীমূর্তি-  
ধারণ করিবে। ১৪।



শোণতীরেহুনি বিপ্রকন্যা সর্বার্থবিৎ সৰ্বগুণো-  
পপন্ন। বস্তা বহুবুঃ সহস্রাশ্চ বিদ্যাঃ শিরো-  
গতং কে পরিহর্তুমীশাঃ ॥ ১৫ ॥ সৰ্বাণি শাস্ত্রাণি  
ষড়ঙ্গবেদান্ কাব্যাদিকান্ বেত্তি পরঞ্চ সৰ্বং । তস্মা

স্তি নো বেত্তি যদত্র বালা তস্মাদভূচ্চিত্রপদং জনানাম্-  
॥ ১৬ ॥ সা বিশ্বরূপং গুণিনং গুণজ্ঞা মনোহতিরামং  
বিজপুস্তবেভ্যঃ । শুশ্রাব তাক্ষাপি স বিশ্বরূপস্ত  
শ্রোতয়ো দর্শনলালসাহভূৎ ॥ ১৭ ॥ অস্ত্রোচ্যগন্দর্শন-

সতী শোণাখ্যানদ্বয় তীরে বিপ্রকন্যা বিকুমিতসংজ্ঞকত্ব কল্পাহ-  
কনি। তাং বিশিষ্টা সর্বানর্থাবেত্তীতি সর্বার্থবিৎ সা চার্মো সর্গ-  
ত গৈরুপপন্ন। বস্তা চ। ভিন্নং বা পদং। বস্তাঃ পুনর্বিদ্যা ঋগ্‌যজুঃ-  
সামাধর্মসংজ্ঞাশ্চত্বারো বেদাঃ, নিক্স কয়ো' ব্যাকরণজ্ঞানো  
জ্যোতিষঃ নিক্কিরিতি ষড়ঙ্গানি, মীমাংসা ধর্মশাস্ত্রং স্তায়-  
পুরাণমিতি চতুর্দশ সহস্রাঃ সহোৎপন্ন। বহুবুঃ। বস্মাহিরোগতং  
শিরসি স্থিতং পরিহর্তুং কে সমর্থ্য ন কেহপি দুর্ভাসাদয় ইত্যর্থঃ।  
উ० ॥ ১৫ ॥ সৰ্বাণি সাধ্যাপাতঞ্জলবৈশেষিকভ্যায়মীমাংসাভেদা-  
স্তাখ্যানি শাস্ত্রাণি ব্যাকরণাদীনি ষড়ঙ্গানি ঋগাদীয়েদান্  
কাব্যাদিকাদীন্ পরমগুচ্ছ সর্বং বেত্তি। কিং বহুনা অত্র জগতি

ভর্য্যস্তি বহুনা সরস্বতী ন জামাতি। বস্মাদেবং তস্মাৎ সা বালা  
অত্র লোকে জনানামাশ্চর্যাশ্রয়ভূতা অভূৎ ইজ্জবৎ ॥ ১৬ ॥  
এবং সরস্বত্যাঃ প্রাহুর্ভাবমুপগম্য তস্তাবিবাহং বক্তৃমুপক্রমতে। সা  
গুণজ্ঞা সরস্বতী বিশ্বরূপং মণ্ডনাপরনামধেয়ং গুণিনং মনোহতি-  
রামং বিজ্ঞেষ্ঠেভ্যঃ শ্রুতবতী। স গুণজ্ঞো বিশ্বরূপস্তামপি গুণবতীং  
সরস্বতীং মনোহতিরামাং বিজপুস্তবেভ্যঃ শ্রুতবান্। তস্মাৎ তয়ো-  
র্দৃগুনসরস্বত্যো দর্শনলালসা জাতা উপেৎ ॥ ১৭ ॥ ৩৭-

সরস্বতী শোণনদের তীরে বিকুমিতনামক ভ্রাক্ষ-  
ণের কন্যা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। সেই  
কন্যা সকল শাস্ত্রের অর্থ জানিতেন এবং সর্বগুণে  
অলঙ্কৃত ছিলেন। যাঁহার ঋক্, যজু, সাম এবং  
অথর্ব এই চারিবেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, ছন্দ,  
জ্যোতিষ এবং নিক্কি এই ষড়ঙ্গ ; মীমাংসা, ধর্ম-  
শাস্ত্র, ন্যায় এবং পুরাণ এই চতুর্দশ প্রকার বিদ্যা,  
সহিত উৎপন্ন হইয়াছিল। সরস্বতী শাপ প্রাপ্ত  
হইলেন অথচ তাঁহার বিদ্যা সকল লুপ্ত না হইবার  
একমাত্র কারণ এই যে, লোকের মস্তকমধ্যে গাহা  
কিছু লেখা থাকে, তাহা পরিহার করিতে কেহই সমর্থ  
নহে। সুতরাং দুর্ভাসা মুনি শাপ প্রদান করিয়াও  
সরস্বতীর বিদ্যা বিলোপ করিতে পারেন নাই। ১৫।

সরস্বতী সাধ্য, পাতঞ্জল, বৈশেষিক, ন্যায়,

মীমাংসা এবং বেদান্ত শাস্ত্র, ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গ,  
ঋগাদি চারিবেদ, কাব্য, নাটক প্রভৃতি ও অন্যান্য  
সমস্ত শাস্ত্রই জানিতে পারিলেন। অধিক কি,  
বালিকা সরস্বতী জানিতেন না এইরূপ কোন শাস্ত্রই  
ছিল না। এই সমস্ত কারণে এই জগতে সেই  
বালিকা সকল লোকেরই আশ্চর্য্য দাগিনী হইয়া  
উঠিলেন। ১৬।

গুণবতী সরস্বতী ভ্রাক্ষণ প্রবরদিগের মুখ  
হইতে শ্রবণ করিলেন যে, বিশ্বরূপ নামে (অবাস্তুর  
নাম মণ্ডন) এক মনোরম গুণী লোক বিদ্যমান  
আছেন। বিশ্বরূপও পরম্পরায় সেই কন্যার রূপ  
লাবণ্য শ্রবণ করিলেন। সেই কারণে পরম্পরের  
দর্শন স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। পর-  
স্পর পরস্পরের দর্শনাভিলাষী হইয়া অধিকতর  
চিন্তা বশতঃ নিদ্রাবস্থায় দর্শন এবং সস্তাষণ



লালসো তৌ চিন্তা প্রকর্ষাদধিগম্য নিদ্রাম্ । অবাপ্য  
সন্দর্শনভাষণামি পুনঃ প্রবুদ্ধৌ বিরহাশ্রিতপৌ ॥ ১৮ ॥  
দিদৃক্ষমাণাবপি নেকমাণ্যক্ৰোশবাক্তাহতমানসৌ  
তৌ । যথোচিতাহারবিহারহীনৌ তনৌ তনুত্বং  
স্মরণাদুপেতৌ ॥ ১৯ ॥ দৃষ্টৌ তদীয়ো পিতরৌ  
কদাচিদপৃচ্ছতাং তৌ পরিকর্ষিতাকৌ । বপুঃ কৃশস্তে  
মনসোহপ্যগর্বে ন ব্যাধিনীকে ন চ হেতুমন্তঃ ॥ ২০ ॥

ইচ্ছন্ত হানেরনভীষ্টযোগান্তবস্তি হুঃখানি শরীর-  
ভাজাম্ । বীকে ন তৌ দাবপি বীক্ষমাণো বিনা  
নিদ্রানং নহি কার্যক্ৰম্য ॥ ২১ ॥ ন তেহত্যাগাদুদ্বহ-  
নস্ত কালঃ পরাবমানো ন চ নিঃস্বতা বা । কুটুস্ব-  
ভারো ময়ি হুঃসহোহয়ং কুমারবৃত্তেস্তব কাহত পীড়া  
॥ ২২ ॥ ন মৃত্যাবঃ পরিতাপহেতুঃ পরাজিতিকর্বা

হৃতরোস্তরোচিন্তনপ্রকর্ষানক্ৰমিকসন্দর্শনাদিকরোঃ প্রবোধ-  
কালে বিরহাশ্রিতপৌ জাতঃ ইত্যাহ অক্লোভেতি ॥ ১৮ ॥  
দ্রষ্টুমিচ্ছমানাবপি নেকমাণ্যক্ৰোশবাক্তাহতমানসৌ  
যথোচিতাহারবিহারহিতৌ পরস্পরস্মরণাকরৌ নৃশতামবা-  
পতুঃ ॥ ১৯ ॥ কদাচিত্তদীরৌ পিতরৌ পরিকর্ষিতশরীরৌ  
তৌ দৃষ্টৌ পৃষ্টবক্তৌ । কিং তদিত্তি তত্রাহ । শরীরং তে কৃশং  
মনস্যাগর্ভতদেতৎ কিং নিমিত্তমহন্ত রোগং বা অন্যদৈব-  
করিমিত্তং নেকৈ ॥ ২০ ॥ নচ হেতুমন্তমিত্যুক্তং বিবৃণোতি । ইষ্ট-

বিযোগানিষ্টসংযোগাক দেহবতাং হুঃখানি ভবন্তি । তৌ দাবপি  
বীক্ষমাণো বিজাধ্যমাণোহহং ন বীকে । তর্হি নিদ্রানং বিনে-  
নৈতৎ ভাদিত্তি চেতন্ত নিদ্রানং কারণং বিনা হি প্রসিকং  
কার্যক্ৰম্য ভবন্তি । তদ্বাক্তদৃষ্টমেতন্নিদ্রানং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ।  
আখ্যা- ॥ ২১ ॥ নিদ্রানাকরণ্যপি ন সমীক্যাহ । তব বিবাহত  
কালোহপি নৈবভিত্তিক্রান্তঃ । পরেভ্যোহপমানোহপি তব নান্তি ।  
নির্ধনতাপি তে ন ভবন্তি । কিং চ কুটুস্বহুঃখমহো ভারোহপি ময়ি  
বর্ততেহন্তলকাত লোকে কা পীড়া ন কানীত্যর্থঃ উপে- ॥ ২২ ॥

করিয়া পুনর্ব্বার যখন জাগরিত হইত তখনই বির-  
হানলে সন্তপ্ত হইত । উভয়েই দর্শন করিতে  
ইচ্ছা করিত কিন্তু দর্শন ঘটিয়া উঠিতনা । কিন্তু  
স্বপ্নলব্ধ পরস্পরের আলাপে উভয়েরই হৃদয় অপ-  
সৃত হইত এবং যথাযোগ্য আহার ও বিহার বর্জিত  
হইয়া পরস্পর, পরস্পরের স্মরণ হেতু শারীরিক  
কৃশতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । তদীয় জনক জননী উভ-  
য়েকে কৃশাঙ্গ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার  
শরীর কৃশ, মনে ও কোন গর্ভ নাই, অতএব ইহার  
কারণ কি ? । আমি কিন্তু তোমার রোগ কি অন্য  
কোন নিমিত্ত দেখিতে পাইনা । ইচ্ছ বস্তুর বিযোগে

এবং অনিষ্ট বস্তুর সংযোগে শরীরধারী ব্যক্তিদিগের  
হুঃখ রাশি উৎপন্ন হইয়া থাকে । আমি কিন্তু  
সেই ইচ্ছ বিযোগ কি অনিষ্ট সংযোগ এই  
উভয়েরই কিছুই দেখিতে পাইনা । অথচ কারণ ভিন্ন  
কার্যের উৎপত্তি হইতেই পারেনা । অতএব আমি  
আপাততঃ যে কারণ দেখিতে পাইতেছি না তাহা  
আমাকে বলিতে হইবে । তোমার বিবাহের কালও  
অতিক্রম হয় নাই, পরেও তোমাকে কোনরূপ অপ-  
মান করে নাই, এবং হুঃসহ কুটুস্ব ভরণের ভার  
তাহাও আমার উপর অর্পিত আছে । অতএব বালক-  
স্বভাব তোমার কোনরূপ পীড়া হইবার কারণ দেগি  
নাই । অপিচ সন্তাপের কারণ মৃত্যাব এবং সন্তাপের

তব তন্নিদানম্ । বিব্রংস্থ বিস্পষ্টতয়াহপ্রাণাঠাৎ  
সুহৃগমার্থাদপি তর্কবিদ্ধিঃ ॥ ২৩ ॥ আজ্ঞানো  
বিহিতকর্মনিষেধগন্তে শ্রেণেহপি নাস্তি বিহিতেতর-  
কর্মসেবা । তস্মায় তেরমপি নারকযাতনাতাঃ কিং  
তে মুখং প্রতিদিনং গতশোভমাশ্বে ॥ ২৪ ॥  
নির্বন্ধতো বহুদিনং প্রতিপাদ্যমানো বক্তুং কৃপা-

কিক সন্তাপহেতু মূঢ়তাবোধপি তব নাস্তি । তথা সন্তাপত কারণং  
পরাজয়োহপি তব নাস্তি । তত্র হেতুঃ বিব্রংস্থ তর্কবিদ্ধিরপি সুহৃ-  
গমোহর্থো বস্ত তস্মাৎ সুহৃগমার্থাদিতি কচিং পাঠঃ । তথা-  
ভূতাবিস্পষ্টতয়াহপ্রাণাঠাৎ শ্রেণেহপি নাস্তি বিহিতেতর-  
কর্মসেবা । তস্মায় তেরমপি নারকযাতনাত্যাহপি ন ব্রূয়া ভেদব্যাং ।  
তথাচ লোকবিতরহঃখনিবন্ধুত্ব তে মুখং শোভারহিতং  
কিমাশ্বেত্ব কিং নিমিত্তমিত্যর্থঃ বসঃ ॥ ২৪ ॥ এবমত্যাগাহাদ্  
বহুদিননিমিত্তঃ বক্তুং কথ্যমানো মেহজন্তুকৃপাতিশয়মুক্তো

কারণ পরাজয় ইহাও তোমার বিদ্যমান নাই ।  
তাহার কারণ এই, পণ্ডিতদিগের মধ্যে তর্কিকেরা  
তর্ক করিয়াও যাহার অর্থ বোধ করিতে অসমর্থ,  
তুমি সুস্পষ্টরূপে তাহার অগ্রে পাঠ করিয়াছ ।  
অতএব তোমার কোনপ্রকার পীড়ার কারণ  
দেখিতে পাই না । আজন্ম বেদবিহিত কার্যের  
অনুষ্ঠান ত্যাগ কর নাই, সুতরাং নরক যাতনা  
হইতেও কোনরূপ ভয়ের আশঙ্কা নাই । তথাপি  
কেন তোমার বদন শ্রীজন্ম হইয়াছে ? । ১৭ । ১৮ ।  
। ১৯ । ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।

এইরূপে অতিশয় আগ্রহহেতু বহুদিনের কারণ

ভরযুতাবিদমূচতুঃ স্ম । নির্বন্ধতস্তব বদাশি  
মনোমতং যে বাচ্যং ন বাচ্যমিতি যদ্বিতনোতি  
লজ্জাম্ ॥ ২৫ ॥ শোণাখ্যপুস্তকতটে বসতো  
দ্বিজস্ত কন্যা প্রুতিং গতবতী দ্বিজপুত্রবেভ্যঃ ।  
সর্বজ্ঞতাপদমমুত্তমরূপবেবাং তাহুদ্বিবন্ধতি  
মনো ভগবন্মদীয়ায় ॥ ২৬ ॥ পুঞ্জেন মোহতি-

শিতরো কর্ম । মণ্ডনসরসত্যাবিদং ব্রহ্মমাণমূচতুঃ স্ম । কিমি-  
ত্যাগেজ্ঞারামাদৌ মণ্ডনবচনমুদাহরতি । যদ্বাচ্যং ন বাচ্যমিতি  
যে লজ্জাং বিস্তারয়তি তৎ শ্রমশ্রমি দ্বিতং ভবাত্যাগাহাদামি  
॥ ২৫ ॥ তদর্শয়তি শোণাখ্যপুস্তকতটে বাসং কুর্কতো  
বিষ্ণুমিত্যাখ্যস্ত বিপ্রস্য কন্যা সর্বজ্ঞতাপদমমুত্তমরূপ-  
বেববতী বিপ্রবেভ্যঃ প্রবণং প্রাপ্তবতী । অতো হে ভগবন্ !  
মদীয়াঃ মনস্তানুগোচুমিচ্ছতি ॥ ২৬ ॥ এবমতি বিনয়ং যথা-

বলিবার জন্য যে দুইজন সর্বদা নিযুক্ত, সেই স্নেহ-  
ময় এবং কৃপাপরবশ জনক জননীকে মণ্ডন এবং সর-  
স্বতী বলিতে আরম্ভ করিলেন । তন্মধ্যে অগ্রে মণ্ডনের  
বাক্য উদাহৃত হইতেছে, যে কন্যা আপনাদের সম্মুখে  
বলিতে পারা যায় না তাহা বলিতে হইবে বলিয়া  
প্রথমতঃ আমার লজ্জা হইতেছে । একগনে আমার  
মনোমধ্যে যাহা অবস্থিত, তাহাই আমি আপনার  
আগ্রহাতিশয় দেখিয়া আপনার নিকট ব্যক্ত করি-  
তেছি । শোণনামক নদীতটে বিষ্ণুমিত্রনামে একজন  
ব্রাহ্মণ বাস করিয়া থাকেন । তাঁহার সর্বজ্ঞতার  
আশ্রয় ও অনুপম রূপলাবণ্যবতী এক কন্যা আছে,  
ইহা আমি দ্বিজবরদিগের মুখ হইতে শ্রবণ করি-  
য়াছি । অতএব হে ভগবন্ ! আমার চিত্ত তাহা-  
কেই বিবাহ করিতে একান্ত অভিলাষী হইয়াছে ।  
। ২৫ । ২৬ ।

বিনয়ঃ গদিতোহবশাদৌ বিপ্রৌ বধুবরণকর্মণি  
সম্পূবীণৌ । তাবাপতু দ্বিজগৃহং দ্বিজসন্নিদুক্ষু  
দেশানতীতা বহুলাঙ্গিকার্য্যাসিকৌ ॥ ২৭ ॥ ভূত-  
নিকৈতনগঃ শ্রুতবিশ্বশাক্তঃ শ্রীবিষ্ণুরূপ ইতি যঃ  
প্রথিতঃ পৃথিব্যাম্ । তৎপাদপদ্যরজসে স্পৃহয়ামি

নিত্যং সাহায্যমত্র যদি তাত ! ভবান্ বিদধ্যাৎ ॥ ২৮ ॥  
পুত্রো বচঃ পিবতি কর্ণপুটেন তাতৈ শ্রীবিষ্ণুরূপগুরুণা  
গুরুণা দ্বিজানাম্ । আজগ্যভূঃ স্রবসনৌ বিশদা-  
ভযষ্টী সংপ্রেষিতৌ স্রুতবরোদ্বহনক্রিয়ায়ৈ ॥ ২৯ ॥  
তাবচ্য স দ্বিজবরৌ বিহিতোপচারৈরায়ানকারণ-  
মথো শনৈকরপৃচ্ছৎ । শ্রীবিষ্ণুরূপগুরুবাক্যত

ভবভূগা পুত্রেন কথিতঃ স হিমমিত্রো বধুবরণকর্মণ্যতিকুললৌ  
দৌ বিপ্রৌ অরুণাৎ প্রেরিতবান্ বধুবরণকর্মণ্যাকপ্তবানিতি বা ।  
দৌ নিজকর্ম্যাসিকার্থে বিষ্ণুমিত্রদর্শনেন্দু বহুলাং দেশান্ত-  
রজ্ঞো বিষ্ণুমিত্রগেহমবাপতুঃ ॥ ২৭ ॥ অখোভরভারতীবা-  
সদাহরতি । রাজধাননিবাসী অকৃতাবিলশাক্তো যো বিষ্ণুরূপ ইতি  
ভূমৌ প্রখ্যাততত্ত্ব চরণরজসে স্পৃহাং করোমি । স্পৃহেরীপিতঃ

ইতি সম্প্রদানম্ । হে ভাক্ত ! যদ্যপ্যত্র তৎপাদপদ্যরজঃপ্রাপ্তৌ  
ভবান্ সাহায্যং বিদধ্যাক্তর্হি স্পৃহাং ফলো ভাদিতার্থঃ ॥ ২৮ ॥  
এবং পুত্রো বচনং তাতৈ কর্ণপুটেন পিবতি সতি দ্বিজানাং  
গুরুণা বিষ্ণুরূপপিত্রা হিমমিত্রেণ স্রুতসোৎকৃষ্টবিবাহক্রিয়ার্থং  
সংপ্রেষিতৌ বিশদাভাযুক্তবট্টদ্বয়যুক্তৌ স্রবস্ত্রৌ ধৌ ব্রাহ্মণা-  
বাজগ্যভূঃ ॥ ২৯ ॥ স বিষ্ণুমিত্রভৌ বিপ্রবরৌ বিহিতোপ-  
চারৈঃ সংপূজ্যায়ানকরণং শনৈরাগমনকারণং পৃষ্টবান্ । শ্রীবিষ্ণু-

পুত্র এইরূপে অতিশয় বিনয় সহকারে ননো-  
ভাব ব্যক্ত করিলে পর পিতা হিমমিত্র, বধুর  
বরণকার্য্যে একান্ত দক্ষ দুইজন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ  
করিলেন। তাঁহারাও নিজকার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত বিষ্ণু-  
মিত্রের দর্শনাভিলাষী হইয়া বিবধজনপদ অতিক্রম  
করিয়া অবশেষে বিষ্ণুমিত্রের গৃহে আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন । ২৭ ।

উভয় ভারতীর কথা উদাহৃত হইতেছে । রাজ-  
ধান নিবাসী সমস্তশাস্ত্রের পারদর্শী শ্রীবিষ্ণুরূপ নামে  
ধরাতলে একজন বিখ্যাত লোক বাস করেন । আমি  
তাঁহার পাদপদ্ম পরাগের জন্য নিত্য বাসনা কর-

তেছি । পিতঃ । যদ্যপি আপনি তাঁহার পাদপদ্ম জ-  
রজঃ-প্রাপ্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ সাহায্য করেন তাহা  
হইলে আমার বাসনা ফলবতী হয় । ২৮ ।

তনয়ার এইরূপ বাক্য পিতা শ্রবণশ্রুত্বারা পান  
অর্থাৎ শ্রবণ করিলে পর ব্রাহ্মণদিগের গুরু শ্রীবিষ্ণু-  
রূপের পিতা অর্থাৎ হিমমিত্রের, পুত্রের বিবাহ  
কার্য্যের নিমিত্ত প্রেরিত হইয়া শুভবসনধারী ও সুরমা  
যষ্টিধারী দুইজন ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন  
। ২৯ ।

বিষ্ণুমিত্র দুইজন ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য উপ-  
চারে পূজা করিয়া অনন্তর ধীরভাবে আগমনের  
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 'বিষ্ণুরূপের পিতা হিম-

আগতো ন ইত্যচতু কীরণকর্মণি কন্যাকায়াঃ ॥ ৩০ ॥  
 সংপ্রেষিতৌ শ্রুতবয়ঃকুলবৃত্তধর্মৈঃ সাধারণীং  
 শ্রুতবতা স্বহৃদস্য তেন। যাচাবহে তব হৃতাং  
 বিজ্ঞ তন্ত হেতোরশ্চোন্যাসংঘটনমেতু মণিহরং  
 তৎ ॥ ৩১ ॥ মহং তদ্বক্তৃমভিরোচত এব বিশ্রো

কপত পিতৃ কাক্যঃ কস্তারা বরণকর্মণ্যমাগমনং কৃতবস্তা বিত্যা-  
 চতুঃ ॥ ৩০ ॥ শ্রুতেন শাস্ত্রশ্রবণেন কুলেন বৃত্তৈ বৃত্তিভিচ্চ-  
 রিত্তৈ বা ধর্মৈশ্চ স্বহৃদস্ত সাধারণীং সমানাং তব হৃতাং শ্রুত-  
 বতা তেন শ্রীবিষ্ণুরূপকরণা তন্ত শ্রীবিষ্ণুরূপস্ত হেতো তব-  
 হৃতাং যাচাবহে। তে বিজ্ঞ। তিমমিত্রযুগে নৈব যাচুঃকঃ করবাব।  
 তস্যাং মণিহরমশোভনমজ্যটনং পরম্পরসম্বন্ধমেতু প্রাপ্নোতু।  
 তন্ত হেতোরিত্যন্ত তস্যাং কারণাদিতি বার্থঃ। নিমিত্তপার্থ্য-  
 প্রয়োগে সর্কাসাং প্রায়দর্শনমিতি বচনাৎ যতী ॥ ৩১ ॥

মিত্রের বাক্যে কন্যার বরণ কার্যে আমরা দুইজন  
 আসিরাছি, তাঁহারা বিষ্ণুমিত্রের নিকট এই কথা  
 ব্যক্ত করিলেন। ৩০।

শাস্ত্র শ্রবণ, শ্রবন্তকুল, চরিত্র ও ধর্মদ্বারা আপ-  
 নার কন্যাকে নিজপুত্রের সদৃশী শ্রবণ করিয়া বিশ্ব-  
 রূপের জন্য তাঁহার পিতা আমাদের দুইজনকে  
 প্রেরণ করিয়াছেন। সেই কারণে আমরাও আপনার  
 কন্যাকে তাঁহার পুত্রের জন্য যাচুঃকঃ করিতে  
 আসিরাছি। অতএব হে হিমমিত্র! মণিবুগল পর-  
 স্পর সম্বন্ধে আবদ্ধ হউক। ৩১।

পৃষ্ঠা। বধুং মম পুনঃ করবাণি নিত্যম্। কন্যা-  
 প্রদানমিদমাপততে বধু নোচেদমু বাসনসক্তিযু  
 পীডয়েয়ুঃ ॥ ৩২ ॥ ভাৰ্য্যামপূজ্যমথ কিং করবাব  
 ভজে! বিশ্রো বরীতুমনসো থলু রাজগেহাৎ। এতাং

এবমুক্তো বিষ্ণুমিত্র উবাচ। তে বিশ্রো! যদ্যপি তেন হিম-  
 মিত্রেণোক্তং মহং রোচত এব তথাপি নিজবধুং পৃষ্ঠা। তদ্বক্তৃং  
 করবাণি। যদ্যপিদং কস্তাপ্রদানং বধবধীনমেব নিত্যং ভবতি।  
 নোচেত্তদমুসত্যভাবে বাসনপ্রাপ্তিযু কস্তারা হৃৎপ্রাপ্তিযু  
 অমু বধঃ পীডয়েয়ুঃ। ৩২ ॥ অদানন্তরং ভাৰ্য্যাং পৃষ্টবান্  
 হে ভজে! তব বা পুত্রত্বলাকস্মাৎ তাং বরীতুকামো থলু  
 রাজ গেহাদেভাবাগতো। এতরোরাগমনং তদ্রকর্মমিতি সম্বো-  
 ধনাপরঃ। তত্র কিং করবাব কিং দেয়া ন দেয়া বা তস্মাস্থং পত-  
 নং।

ইহা শুনিয়া বিষ্ণুমিত্র বলিতে লাগিলেন, হে  
 ব্রাহ্মণযুগল। হিমমিত্রের বচন আমার অত্যন্ত  
 রুচিজনক, তথাপি একবার আমার গৃহিণীকে  
 জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার উক্তবাক্য প্রতিপালন  
 করিব। তাহার কারণ এই, এই কন্যা সম্প্রদান  
 কার্যে স্ত্রীলোকদিগেরই নিয়ত অধীন। নচেৎ অর্থাৎ  
 যদি আমি পত্নীর অনুমতি না লই, তাহা হইলে  
 ভবিষ্যতে কন্যা যদি কোন বাসন প্রাপ্ত হয়, তখন  
 এই সকল স্ত্রীলোকেরাই যথেষ্ট তিরস্কার প্রদান  
 করিবেক। ৩২।

অনন্তর ভাৰ্য্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভজে!  
 তোমার যে এক পুত্রসদৃশ কন্যারত্ন আছে তাহার  
 বরণ কামনা করিয়া রাজগৃহ হইতে দুই জন ব্রাহ্মণ  
 আসিয়া উপস্থিত হইরাছেন। ঐ বিষয়ে আমাদের  
 কর্তব্য কি? দান করিব? কি করিব না? অতএব



সুতাং সুতনিভা তব বাহুস্তি কন্যা ত্বহি ত্বমেকমমুমায়  
পুন ন বাচ্যাম্ ॥ ৩৩ ॥ দূরে স্থিতিঃ শ্রুতবয়ঃকুল-  
পিতৃজাতং ন জ্ঞায়তে তদপি কিং প্রবদামি তুভ্যাম্ ।  
বিত্তাধিতার কুলবৃত্তসম্বিতার দেয়া স্ততেতি

বিদিতং শ্রুতিলোকশোচ ॥ ৩৪ ॥ নৈবং নিয়ন্ত-  
মনবে ! তব শক্যমেততাং কুশলীং যত্নকুলায়  
কুশলশীলো । প্রাদাৎ ন ভীষকমুপঃ খলু কুণ্ডিনে-  
স্তীর্ণাপদেশমটতে উপরীকিতায় ॥ ৩৫ ॥ কিং  
কেন সঙ্গতমিদং সতি মাযিচারী ধৌ বৈদিকীং সর-

বয় একমমুমায় সমাক জ্ঞায়া ত্বহি । যতো দেয়েত্যুক্ত্য নেতি  
দেয়েতি পুন ন বক্তব্যং সঙ্গং কত্যা প্রদীয়ত ইত্যাদিস্বভেতঃ ॥ ৩৩ ॥  
এবং পৃষ্ঠা বিষ্ণুমিত্রভাষ্যোবাচ । প্রথমং স্থিতি দূরে তথা  
বচ জ্ঞাতব্যঃ শ্রুতবয়ঃকুলবৃত্তজাতং তদপি ন জ্ঞায়তে তত্ত্বভা-  
মঃ কিং প্রবদামি । বিত্তযুক্তার কুলেন বৃত্তেনাধীতেন শীলেন  
বৃত্ত্যা চ সম্বিতার কত্যা প্রদেয়া ইতি তু কুলং চ শীলং চ বয়ঃ-  
রূপং বিদ্যা চ বিত্তং চ সনাথতা চ । এতান্ গুণান্ সপ্ত পরীক্ষা  
দেয়া কন্যা বৃথৈঃ শেষমচিহ্ননীরমিত্যাদিস্বভিত্ত্বভূতশ্রুতৌ লোকে  
চ বিদিতমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ এবমুক্তো বিষ্ণুমিত্র আহ । হে জনবে !

তবৈবতৈরবং নিয়ন্তং শকাঃ যতো যত্নগোত্রার কুশলীং দাব-  
কামিষ্টে ইতি কুশলশীলং তস্মৈ তীর্থব্যাজং যথাত্ত্বা অটতে  
অপরীকিতার চ শ্রীকৃষ্ণার তাং প্রসিদ্ধাং কুশলীং কুণ্ডিনাথানগ-  
রেশো ভীষকভিগো মূপঃ প্রাদাৎ । খলু প্রসিদ্ধং তথাচ লোক-  
প্রসিদ্ধায়াপ্যপরীকিতার স্ততা ন দেয়েত্যুক্তিরিত্যং ন শক্য-  
মিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ নহু শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বরত্বেন প্রখ্যাতত্বাদস্ত

তুমি এই উভয় পক্ষের মধ্যে এক পক্ষ উত্তমরূপে  
অবলম্বন করিয়া বল । কারণ একবার দান করিব  
বলিলে 'দিব না' আর বলিবার ক্ষমতা থাকিবে না ।  
। ৩৩ ।

এই কথা শুনিয়া বিষ্ণুমিত্রের ভাষ্যা বলিতে  
লাগিল । প্রথমতঃ দূরে অবস্থান, এবং শাস্ত্র, বয়ঃ-  
ক্রম, কুল ও চরিত্র যে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় আছে  
তাহাও কিছু জানা যাইতেছে না । অতএব আমি  
আপনাকে কি বলিব । যাহার ধন, কুল ও চরিত্র  
উত্তম করিয়া বিখ্যাত আছে তাহাকেই কন্যা প্রদান  
করিবে ইহা শাস্ত্রে ও লোকে বিদিত আছে । শাস্ত্রে  
এইরূপ লেখা আছে যে, কুল, শীল, বয়স, রূপ,  
বিদ্যা, ধন ও সহায় এই সাতটি গুণ পরীক্ষা করিয়া

কন্যা প্রদান করিবে, তাহার পর অবশিষ্ট বিষয়ের  
জন্য চিন্তা করিবার কোন আবশ্যকতা নাই । ৩৪ ।

ভাষ্যার কথাবসানে বিষ্ণুমিত্র বলিলেন, হে  
শুদ্ধচারিণি ! তুমি এরূপ কোন একটি বিশেষ নিয়ম  
করিতে পার না । কারণ যত্নগোত্রোৎপন্ন দ্বারকাপতি  
শ্রীকৃষ্ণ যখন তীর্থস্থলে ভ্রমণ করেন তাঁহার বিশেষ  
রূপে কুলশীলাদি পরীক্ষিত না হইলেও কুণ্ডিন-  
নগরাধিপতি ভীষক রাজা সেই প্রসিদ্ধ কন্যা  
কুশলীকে দান করিয়াছিলেন । অতএব জগতে  
বিখ্যাত হইলে অথচ যদি কুলশীলাদি না জানিতে  
পারা যায় তথাপি তাহাকে কন্যা দান করিবার কোন  
বাধা নাই । ৩৫ ।

শ্রীকৃষ্ণ পরমেশ্বর এবং ইনি মনুষ্য এরূপ  
আশঙ্কা করিওনা । কাহার সহিত কি বস্তু সঙ্গত

শিমপ্রহতাং প্রযত্নাৎ । প্রতিষ্ঠাপং সুগতদুর্জয়নির্জ-  
য়েন শিষ্যং যমেনমশিষং স চ ভট্টপাদঃ ॥৩৬॥ কিং  
বর্ণ্যতে সুদতি । যো ভবিতা নরো নো বিদ্যাধনং বিজ-  
বরশ্চ ন বাহুবিস্তম্ । বাহুয়েতি সমুত্তমস্তুদিগন্ত-  
ভাজং যাং রাজচোরবনিতা ন চ হতুমীশাঃ ॥ ৩৭ ॥

তু সমুদ্যতেন একত্বাৎ কিং কেন সমুত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ হে সতি !  
কিং কেন সমুত্তমিতি বিচারঃ যাকুৎ যতোঃ সমুদ্যত্যাতি প্রসিদ্ধভট্ট-  
পাদমুখ্যশিষ্যত্বেন প্রসিদ্ধ ইত্যাহ । যঃ সুগতানাং মধ্যে যে  
দুর্জয়ন্তেবাং নির্জয়েন বৈদিকীং সমগিং সমগ্রাং প্রযত্নাৎ  
প্রকর্ষণে স্থাপিতবান্ । স অতিপ্রখ্যাতো ভট্টপাদো যমেনঃ  
বিশ্বরূপং শিক্ষিতুং যোগ্যং শিক্ষিতবান্ ॥ ৩৬ ॥ যো বিশ্ব-  
রূপো নোহস্মাকং বরঃ কত্বার্থং বরণীয়ো ভবিতা ভবিষ্যতি ।  
স হে সুদতি ! কিং বর্ণ্যতে বর্ণ্যিতুমশক্য ইত্যর্থঃ । বিদ্যা-  
বতো বিশ্বরূপস্তোক্তকৃত্ববোধনার্থং বিদ্যোৎকর্ষঃ নিরূপয়তি ।  
যতো বিশ্বশ্রেষ্ঠস্ত বিদ্যৈব ধনং ন তু বাহুবিস্তম্ । বা বিদ্যা দিগন্তং  
ভজতীতি দিগন্তত্বাক্ তং সততং নিরন্তরং অয়েতি । যাং  
রাজচোরবনিতা হতুং ন সমর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ হে বধূ ! অর্জন-

হইয়াছে এইরূপ বিচারও করিও না । কারণ ইনি  
অতিপ্রসিদ্ধ ভট্টপাদের প্রধান শিষ্য বলিয়া বিখ্যাত ।  
যে ভট্টপাদ, বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাহারা দুর্জয় ছিল,  
তাহাদিগকেও বিশেষরূপে জয় করিয়া সমগ্র বৈদিক  
পদ্ধতি প্রযত্নে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন তিনিই  
এই বিশ্বরূপকে শিক্ষাপ্রদান করেন । ৩৬ ।

হে সুদতি ! আমাদের কন্যার যে বরণীয়  
হইবে তাহার বিষয় আর কি বর্ণনা করিব । ধনের  
কোন প্রয়োজন নাই । কারণ ব্রাহ্মণের বিদ্যাই  
অমূল্য ধন, বাহুধনের কোন আবশ্যকতা নাই ।  
যে বিদ্যা অনন্ত দিগন্ত ব্যাপী বিদ্বান্ লোকের নির-  
ন্তর অনুগত থাকে, রাজা চোর ও কামিনী যে

বধূর্জনাননপরিব্যয়গানি তানি বিভ্রানি চিত্ত-  
মনিশং পরিধেদয়ন্তি । চৌরামৃপাং স্বজনতশ্চ  
ভয়াং জনানাং শম্যেতি জাহু ন গুণঃ খলু বালিশশ্চ ॥  
॥ ৩৮ ॥ কেচিদ্ধনং নিদধতে ভূবি নোপভোগঃ  
কুর্বন্তি লোভবশগা ন বিদন্তি কেচিৎ । অন্যেন  
গোপিতমথান্যজনা হরন্তি তচ্চেমদৌপরিসরে জল-

পালনপরিব্যয়গোচরীভূতানি লোকপ্রসিদ্ধানি বিভ্রানি চিত্তং  
পরিধেদয়ন্তি খলু প্রসিদ্ধং । যতো লৌকিকবিদ্বানাং চৌরা-  
নিভ্যো ভয়মতো বালিশস্ত বিদ্যাহীনস্ত মূর্থস্ত সুখসংজ্ঞকো  
গুণঃ কদাপি নাস্তি ॥ ৩৮ ॥ কিং চ কেচিলোভবশবর্তিনো ধনং  
ভোগেচ্ছাকাশে নৈব লভন্তে । কিং চ অন্যেন গোপিতং অন্য-  
জনা হরন্তি । তদ্ধনং নদ্যাঃ পরিসরে জীয়ে গোপিতকোত্তরী জল-  
মেব হতু । তৎপ্রাচীনেকদুঃখসংমিশ্রবাহুবিস্তম্ ভতোহপেক্ষয়া

বিদ্যা হরণ করিতে পারে না, তিনি সেই বিদ্যার  
পারদর্শী । ৩৭ ।

হে পতি ! ধনের অর্জন, পালন ও ব্যয় এই  
তিনপ্রকার স্বধর্ম্য । সুতরাং ঈদৃশ স্বভাবাক্রান্ত ধন,  
অনবরত চিন্তের ক্ষোভবর্ধন করিয়া থাকে । চৌর  
নরপতি ও স্বজন হইতে লৌকিক ধনের সর্বদাই  
শঙ্কা বিদ্যমান আছে বলিয়া বিদ্যাহীন অজ্ঞ-  
লোকের সুখ নামক গুণ পদার্থ একবারেই ঘটে না ।  
কেহ কেহ ভূমি খনন করিয়া ধন স্থাপিত করিয়া  
রাখেন, কিন্তু উপভোগ করিতে পারেন না । কেহ বা  
এইরূপে ধন, ভূমিতে, স্থাপিত করিয়া রাখেন যে,  
উপভোগকালে লাভকরিতে পারেন না । মধ্যে মধ্যে  
এমনও দেখা গিয়া থাকে একজন একস্থানে  
গুপ্তভাবে ধন রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, অপরে তাহা  
হরণ করিয়া স্থখে উপভোগ করিয়া থাকে । আবার

মেব হর্ষ ॥ ৩৯ ॥ সৰ্ব্বাঙ্গনা হুহিতরো ন গৃহে  
বিধেয়াস্তাশ্চেৎ পুরা পরিণয়াজ্জ উদগতঃ স্যাত্ ॥  
পশ্চাদ্যুপিতরো বত পাতয়ন্তি দুঃখেষু ঘোরন-  
রকেষিতি ধৰ্ম্মশাস্ত্রং ॥ ৪০ ॥ মাতৃদয়ঃ মম সূতা  
কলহঃ কুমারীঃ পৃচ্ছাব সা বদতি যং ভবিতা  
বরোহস্থাঃ । এবং বিধায় সময়ং পিতরো কুমার্যা

অভ্যাসমীয়তুরিতো গদিতৈষ্ঠকার্যো ॥ ৪১ ॥  
ঐবিশ্বরূপগুরুণা গ্রহিতৌ বিজাতৌ কন্যার্থিনৌ  
সুতসু । কিং করবাব বাচাম্ । তস্তাঃ প্রমোদনিচয়ো  
ন মমৌ শরীরে রোমাঞ্চপূরমিষতো বহিরুজ্জগাম ॥  
৪২ ॥ তেনৈব সা প্রতিবচঃ প্রদদৌ পিতৃভ্যাং  
তেনৈব তাবপি তয়ো যুগলায় সতাম্ । আদায়

বিদ্যাধনবস্তুমেব শ্রেষ্ঠমিতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ কিঞ্চ সৰ্ব্বাঙ্গনা  
সর্বপ্রকারেণ হুহিতরো গৃহে নৈব স্থাপনীয়ঃ । বিপক্ষে ঘোবমাহ  
তা হুহিতরো বিবাহাৎ পূৰ্বে স্বমাহুদগতঃ রজঃ পশ্চাদ্যুপিতরো  
দুঃখেষু ঘোরনরকেষু আপিতরো পাতয়ন্তিতি ধৰ্ম্মশাস্ত্রং । তথা-  
চোক্তং—পিতৃগৃহে তু বা কন্যা রজঃ পশ্চাদসংস্কৃতা । জগদা তৎ-  
পিতা জ্ঞেয়ো বুধলী সা চ কন্যাকেতি ॥ ৪০ ॥ মাতৃদয়ঃ কলহঃ  
কুমারীঃ পৃচ্ছাব । সা মম সূতা যং বদতি স কন্যা বরো ভবি-  
ষ্যতি । এবং সঙ্কেতং বিধায় পিতরাবস্থায় স্থানায় কুমার্যাঃ

সমীপমীয়তুঃ কথ্যতুঃ । গদিতং কথিতমিষ্টকার্যং যাত্যাত্তৌ  
॥ ৪১ ॥ গতা বহুত্ববস্তৌ তদঙ্গরতি । ঐবিশ্বরূপগুরুণা  
হিমমিত্রেন কন্যার্থিনৌ যৌ বিপ্রৌ প্রেমিতৌ । ৩৯ সুতসু ! সু-  
দেহে ! কিং করবাব বাচাম্ । বদাবাভ্যাং কর্তব্যং কন্যারৈব বক্তব্য-  
মিত্যর্থঃ । এবং শ্রেষ্ঠঃ স্রবত্তাত্তস্তাঃ শরীরে প্রমোদ-  
নয়ুদারো ন মমৌ । কিন্তু রোমাঞ্চব্যাঞ্জনেন বহিরুজ্জগাম ॥  
৪২ ॥ তেনৈব রোমাঞ্চমিবেণ বহিরুজ্জগতেন প্রমোদনিচ-  
য়েন সা উত্তরভারতী পিত্রে মাত্রে চ প্রভাত্তরং প্রদদৌ ।  
পিতরাবপি তেনৈব রোমাঞ্চমিবেণোদগতেন প্রমোদনিচয়েন

যদি তাহা নদীর তীরে খনন করিয়া রাখিয়া আসে  
তবে জলই পুনর্বার তাহা হরণ করিয়া থাকে ।  
। ৩৮ । ৩৯ ।

অধিকন্তু সর্বপ্রকারে কন্যাকে কখন গৃহে  
রাখিবে না । যদি বিবাহের পূর্বে আপনা হইতে  
রজ উদগত হয় এবং সেই রজ যদি তাহার দর্শন  
করে, তাহা হইলে ছুহিতারা আপনার পিতা-  
মাতাকে ঘোর নরকে পতিত করিয়া থাকে,  
ইহাও ধৰ্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে । ৪০ ।

অথবা কন্যা সঙ্গক্ষে এরূপ কলহ করিবার কোন  
প্রয়োজন নাই । আমরা দুই জনে এখনই যাইয়া  
কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিব, “সে যাহাকে বলিবে  
সেই তাহার বর হইবে।” এইরূপ সঙ্কেতপূর্বক

আত্মবাসনা প্রকাশ করিয়া তথা হইতে কন্যার  
পিতা মাতা কন্যা সমীপে গমন করিলেন । ৪১ ।

তাহারা যাইয়া বলিলেন, হে সুগাত্রি ! বিশ্বরূ-  
পের পিতা হিমমিত্র, কন্যাসুসঙ্কানের নিমিত্ত দুইজন  
ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়াছেন । আমরা একগণে দুই-  
জনে কি করিব ? আমাদের যহা করিতে হইবে  
তুমি তাহা ব্যক্ত কর । এইরূপ নিজ প্রিয়বর্তা  
শ্রবণ করিয়া কন্যার প্রমোদ রাশি শরীরে স্থান  
পাইল না, কিন্তু রোমাঞ্চ ছলে তাহা বাহিরে  
আসিয়া উদগত হইল । ৪২ ।

গুণবতী কন্যা উত্তরভারতী, সেই উদগত-  
রোমাঞ্চ ছলে পিতা এবং মাতাকে প্রভাত্তর প্রদান

বিপ্রমপরং পিতৃগেহতোহস্তান্তো জগ্মতু বিজবরো  
শ্বনিকে জনায় ॥ ৪৩ ॥ অস্মাক্তুর্দশদিনে ভবিতা  
দশম্যাং যামিরভাদিশুভযোগযুতো মুহূর্তঃ । এবং  
বিলিখ্য গণিতাদিষু কৌশলাস্তা ব্যাখ্যাপরায় দিশ-

তয়োর্বিপ্রয়ো যুগিগার সত্যং প্রত্যাভরং দদতুরিতি বিপরিণা-  
মেন লব্ধকঃ । তদনন্তরমস্যাঃ পিতৃগেহাদত্বং বিপ্রমাদায় তৌ  
বিজবরৌ স্বগৃহায় জগ্মতুঃ ॥ ৪৩ ॥ গণিতাদিষু কুশলমেব  
কৌশলমাসাং মুখং বসাঃ সা সরস্বতী অমাদ্ বর্তমানদিনা-  
কতুর্দশদিনে দশম্যাং তিথৌ যামিভ্রমকত্রং লগ্ননক্ষত্রাকতুর্দশ-  
মাদিপদাকত্রাক্রম্যতো বা সপ্তমং স্থানং গৃহতে । তস্মিন্ শুভানাং  
চন্দ্রাদীনাং যোগন্তেন যুক্তো মুহূর্তো ভবিষ্যতীত্যনং বিলিখ্য  
ব্যাখ্যাপরায় লগ্নপত্রব্যাখ্যানকত্রে স্বত্রাক্ষণায় দিশতিস্ম উপ-

করিলেন, কিন্তু বাচনিক কিছুই বলিলেন না ।  
উভয়ভারতীর পিতা মাতাও সেই দেহোদ্ভূত রোমাঞ্চ  
সমূহে বিম্বস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ যুগলকে সত্য প্রত্যা-  
ভর প্রদান করিলেন । এবং সেই ব্রাহ্মণযুগল,  
অন্য একজন ব্রাহ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া  
কন্যার পিতৃভবন হইতে স্বীয় সদনে গমন করি-  
লেন । ৪৩ ।

গণিতাদি শাস্ত্রে কুশলমুখী সরস্বতী, নিম্নলিখিত  
শুভলগ্নে বিবাহ হইবে এবং তন্নিমিত্ত লগ্নপত্র লইয়া  
আপনার তথায় যাইতে হইবে এই কথা বলিয়া স্বীয়  
ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন । যথা—‘এই  
বর্তমান দিবস হইতে চতুর্দশ দিবসে দশমী-  
তিথিতে যামিভ্রম নক্ষত্র, লগ্ন নক্ষত্র হইতে চতুর্দশ ।  
অথবা আদিপদে চন্দ্র হইতে কিংবা লগ্ন হইতে যে  
সপ্তম স্থান তাহাই গ্রাহ্য । তাহাতে যদি কোন

তিস্ম সরস্বতী সা ॥ ৪৪ ॥ তৌ দৃষ্টপুষ্টমনসৌ  
বিহিতেককার্যৌ ত্রিবিধরূপকুসুমভ্রমমৈকিষাতাম্ ।  
সিদ্ধং সমীহিতমিতি প্রথিতানুভাবে দৃষ্টেব তন্মুগ-  
মসাবধ নিশ্চিকায় ॥ ৪৫ ॥ অশ্বঃ স্বহস্তগতপত্রম-  
দাপি পত্রং দৃষ্ট্বা জহাস সুখবারিনিধৌ মমজ্জ ।  
বিপ্রান্ যথোচিতমপুপুজদাগতাংস্তাম্রভাংশুকাদিভিরয়-

দিশে ॥ ৪৪ ॥ বিহিতেককার্যৌ দৃষ্টপুষ্টমনসৌ তৌ বিপ্রা-  
বৃত্তমঃ বিধিরূপকুসুমং দৃষ্টবন্তৌ । অখানন্তরং প্রণিতঃ প্রথাতো-  
ভাবঃ প্রভাবো বসা স বিধিরূপকুসুম্যো মুখং দৃষ্টেব সমী-  
হিতমভিলষিতং সিদ্ধমিতি নিশ্চয়ং কৃতবান্ ॥ ৪৫ ॥ অত্রো  
পাতাঃ ইতরো বিকুমিতপ্রেষিতো ব্রাহ্মণঃ স্বহস্তে পিতং পত্রং  
দত্তবান্, হিমমিত্রঃ পত্রং দৃষ্ট্বা জহাস সুখসমুদ্রে মমজ্জ । আগতাং-

শুভগ্রহ চন্দ্রাদির যোগ হয় এবং যে মুহূর্ত সেই  
শুভগ্রহযুক্ত হইবে, তাহাতেই বিবাহ হইবার  
কথা । ৪৪ ।

অভীষ্টকার্য সম্পন্ন করিয়া প্রথমেই তাঁহাদের মন  
অত্যন্ত হৃষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছিল, এক্ষণে সেই সর্ব-  
শুদ্ধশ্রেষ্ঠ বিধিরূপের পিতাকে দর্শন করিলেন ।  
মহানুভাব হিমমিত্র তাঁহাদের মুখ দেখিয়াই মনে  
মনে নিশ্চয় করিলেন যে অভীষ্ট কার্য সম্পন্ন হই-  
য়াছে । ৪৫ ।

তাঁহাদের দুইজন ব্যতীত বিকুমিত্র প্রেরিত তৃতীয়  
ব্রাহ্মণ, তাঁহাকে স্বহস্ত দ্বিত একখানি পত্রপ্রদান  
করিলেন । তাহা দেখিয়া তিনি হাস্য করিলেন এবং  
সুখ সিদ্ধ জলে নিমগ্ন হইলেন । এবং তৎকালে হিম-  
মিত্র, সমাগত ব্রাহ্মণদিগকে দুর্লভ ও বহুমূল্য  
বস্ত্রাদি দ্বারা যথাযোগ্য পূজা করিলেন । ৪৬ ।



বহুবিলম্বিতাঃ ॥ ৪৬ ॥ পিত্রানুশিষ্টবস্ত্রধাসু-  
রশংসিতেন বিজ্ঞাপিতঃ স্ত্রীমবাপ স বিশ্বরূপঃ ।  
কার্য্যাণ্যথাহ পৃথগায়জ্ঞানানু সমেতানু বন্ধুপ্রিয়ঃ  
পরিণয়োচিতসাধনায় ॥ ৪৭ ॥ মৌহুর্ভিকৈ বহু-  
ভিরেতা মুহুর্ভিকালে সন্দর্শিতে দ্বিজবরৈ বহুবিলম্বি-  
রিতৈঃ । মাজল্যবস্ত্রসহিতোহখিলভূষণাচাঃ স প্রাপ-  
দক্ষততনুঃ পৃথু শোণতীরম্ ॥ ৪৮ ॥ শোণস্য তীর-

মুপযাতমুপাশৃণোং স জামাতরং বহুবিলম্বিতঃ কিল  
বিষ্ণুমিত্রঃ । প্রত্যাঙ্কগাম যুযুদে প্রিয়দর্শনেন প্রাবী-  
বিশদগৃহমমুঃ বহুবাদ্যঘোষৈঃ ॥ ৪৯ ॥ দক্ষাসনং  
যুতবচঃ সমুদীর্ঘ্য তস্যৈ পাদ্যং দদৌ সমধুপর্কমনর্ঘ্য-  
পাত্রে । অর্ঘ্যং দদাবহমিয়ং তনয়া গৃহান্তে গানো  
হিরণ্যমখিলং ভবদীয়মুচে ॥ ৫০ ॥ অস্মাকমদা  
পবিতং কুলমাদৃতাঃ স্মঃ সন্দর্শনং পরিণয়ব্যপ-

স্তানু বিপ্রানু নত্বাহং হিমমিত্রো বহুবিলম্বিতো বন্ধুপ্রিয়ঃ যথা-  
যোগ্যং পূজিতবান ॥ ৪৬ ॥ অনুশিক্ষিতব্রাহ্মণকথিতেন পিত্রা  
প্রবোধিতো বিশ্বরূপঃ স্ত্রীমবাপ । অধীনস্তরং বিবাহে বহুচিতঃ  
হিমমিত্রেণ তস্ত সাধনায় সমেতানু সমাগতানু বন্ধুপ্রিয়ো বিশ্বরূপঃ  
কার্য্যাণ্যবশ্যকর্তব্যানি পৃথক্ পৃথক্ যথাযোগ্যং প্রাহ ॥ ৪৭ ॥  
মুহুর্ভিকালবিম্বিত বহুভিকৈ বহুভিরিতৈ দ্বিজবরৈরাগত্য সন্দর্শিতে  
মুহুর্ভিকালে মাজল্যবস্ত্রযুতঃ সকলভূষণসম্পন্নোহখিলভূষণদেহো  
বিশ্বরূপো বিশালং শোণতীরং প্রাপ্তবান ॥ ৪৮ ॥ শোণতীরমুপা-

গতঃ বহুপ্রকারযুক্তঃ জামাতরং স বিষ্ণুমিত্র উপাশৃণোং । শ্রুত্বা  
চ প্রত্যাঙ্কগাম প্রিয়দর্শনেন মেদিক প্রাপ । ভূতোহমুঃ জামা-  
তরং বহুবাদ্যঘোষৈ গৃহং প্রবেশিতবান ॥ ৪৯ ॥ আসনং  
দত্ত্বা কোমলং বচনমুদীর্ঘ্য তস্যৈ বিশ্বরূপায় পাদ্যং দদৌ । মধুপর্ক-  
সহিতমর্ঘ্যাকামূল্যপাত্রে দদৌ । অহমিয়ং তনয়া তে গৃহা গাবো  
হিরণ্যমখিলং ভবদীয়মিত্যুক্তবান ॥ ৫০ ॥ অদ্যাস্মাকং কুলং  
পবিত্রিতং বরুণাদৃতাঃ স্মঃ । বিবাহব্যাজং সন্দর্শনং জাতং নো-

অনুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ আসিয়া বাহা বলিয়াছেন,  
হিমমিত্র, পুত্রকে তাহাই বলিলেন । তাহা শুনিয়া  
বিশ্বরূপ বৎপরোনাতি সুখী হইলেন । এবং বিবা-  
হোচিত কার্যসাধন করিবার নিমিত্ত উপস্থিত  
লোকদিগকে বন্ধুপ্রিয় বিশ্বরূপ অবশ্য-কর্তব্য-কার্য্য  
সকল পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বলিতে লাগিলেন । ৪৭।

মুহুর্ভিকালবেত্তা বহুদর্শী প্রিয় ব্রাহ্মণগণ মুহুর্ভ-  
কাল দেখাইয়া দিলে মাজলিক দ্রব্যসহ বিবধ ভূষণে  
অলঙ্কৃত হইয়া অক্ষতশরীরে বিশ্বরূপ শোণনদের  
বিশাল তটে উপস্থিত হইলেন । ৪৮ ।

বিষ্ণুমিত্র বহুপ্রকার সমারোহের সহিত শোণ-

নদের তটে জামাতাকে আগমন করিতে শ্রবণ করি-  
লেন । শ্রবণ করিয়া অভ্যর্থনা করিতে গমন করি-  
করিলেন এবং প্রিয়বস্তুর দর্শনে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত  
হইলেন । পরে জামাতাকে অনেকবিধ বাদ্যশব্দের  
সহিত স্বীয় ভবনে প্রবেশ করাইলেন । ৪৯ ।

প্রথমত আসন দিয়া কোমল বচনে স্বাগত  
বার্তা উচ্চারণ করিয়া বিশ্বরূপকে পাদ্যপ্রদান করি-  
লেন । পরে অমূল্য পাত্র বিশ্বরূপকে মধুপর্কের  
সহিত অর্ঘ্যপ্রদান করিলেন । এবং বলিতে লাগি-  
লেন—আমি এবং আমার কন্যা উভয়ভারতী, আমার  
সমস্ত গৃহ, ধেনু সকল ও মণিরত্নাদি যাহা কিছু আছে  
এ সমস্তই তোমার জানিবে । ৫০ ।

অদ্য আমাদের এই কুল পবিত্র হইল এবং

দেশতোহতুং । নোচেত্ত্বান্ বহুবিন্দুসরঃ ক চাহং  
ভদ্রেণ ভক্তমুপযাতি পুমান্ বিপাকাৎ ॥ ৫১ ॥ যদ-  
যদগৃহেহত্র ভগবন্নিহ রোচতে তে তত্তমিবেদ্যমখিলং  
ভবদীয়মেতৎ । বক্ষ্যামি সর্বমভিলাষপদং হৃদীয়ং

চেন্বেহজ্ঞানী ভবান্ ক অহং ক । তথাপি পুণ্যকর্যমাং কল্যাণং  
বিপাকাৎ পুমানুপযাতি ॥ ৫১ ॥ কিং বহনা বদদত্র গৃহে হে  
ভগবন্ ! তবাতিরোচতে ভক্তদে৩ৎ অখিলং ভবদীয়ং  
নিবেদ্যং নৈবেদ্যম্বেবমুক্তবস্তং বিষ্ণুমিত্রং হিমমিত্র উবাচ ।  
সকং হৃদীয়মেব বরাপি বদতিলাবাম্পদং ভবিষ্যতি তদ বক্ষ্যামি ।  
ভবতা ব্রহ্মমিত্যাখিলং বহুতঃ তৎ নিরন্তর মুগাশিতা বৃক্সমুদা

আমরাও আদ্য সকলের নিকট আদরনীয় হইলাম ।  
ভাগ্যে বিবাহ হইবার কথা হইয়াছিল তাহাতেই  
দর্শন ঘটিল । নতুবা বহুদক্ষী দিগের অগ্রগণ্য আপ-  
নিই বা কোথায় ? এবং আমিই বা কোথায় ?  
বস্তুতঃ এরূপ সম্বটন নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া একান্ত  
বিরল । কিন্তু পুরুষে যে, কল্যাণকর কার্য্যদ্বারা বিপাক  
হইতেও কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাতে আর  
অনুমাত্র সন্দেহ নাই । নতুবা আমার মতন লোকের  
কদাচ এরূপ ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না । ৫১ ।

“হে ভগবন্ ! অধিক কি, এই মদীয় গৃহে যাহা  
কিছু আছে এই সমস্তই আপনার নৈবেদ্য স্বরূপ ।”  
বিষ্ণুমিত্র এই কথা বলিবার পর হিমমিত্র তাঁহাকে  
বলিতে লাগিলেন, আপনার । আমরাও  
যাহা প্রিয় বস্তু আছে তাহাও আমি  
আপনাকে বলিব । আর আপনি যে, “আমি আমার  
তনয়া, গৃহ সকল” ইত্যাদি বাক্য পূর্বে বলিয়া-  
ছিলেন, তাহার একমাত্র কারণ এই, আপনি নির-

যুক্ত হি সমস্তমুগাশিতবৃক্সপুং ॥ ৫২ ॥ এবং মিথঃ  
পরিমিশ্র্য বিশেষমুদ্যা বাচা যুক্তৌ মুদম্বাপতু-  
রুত্তমাং তৌ । অথো চ সংযুগ্মদ্বিরে প্রিয়সং-  
কথাভিঃ স্নেহাবিহারহসনৈরুত্তরে বিধেয়াঃ ॥ ৫৩ ॥  
কথ্যাবরৌ প্রকৃতিসিদ্ধসরূপবেরৌ দৃষ্টৌভয়েহপি  
পরিবর্জ্য বিলম্বমানাঃ । চতুর্বিধেয়মিতি কর্তৃ-  
মনীষরাস্তে শোভাবিশেষমপি মঙ্গলবাসরেহ-

যেন তস্মিন্ তুষ্টি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥ বিশেষেণ কোমলয়া  
বাচা যুক্তৌ তৌ বিষ্ণুমিত্রহিমমিত্রৌ এবং পরস্পরমুক্তৌ  
ভব্যাং যদম্ কথ্যমুদ্যঃ । অন্যো চোত্তরে নিযোজ্যাঃ প্রিয়সং-  
কথাভিঃ স্নেহাবিহারহসনৈঃ সমাক্ মোদং প্রাপুঃ ॥ ৫৩ ॥  
স্বভাবসিদ্ধসরূপবেরৌ কথ্যাবরৌ দৃষ্টৌ ভদ্রদর্শনসকৃচ্চিত্তত্যাং  
কর্তৃমণ্যাসমর্থ্য অপ্যবস্তং বিধেয়মিতি কথ্য পরিবর্জ্য অঙ্গসং-  
হারং তথাগমিন্ মঙ্গলবাসরে শোভাবিশেষক বিলম্বমানাঃ কৃত-

স্তর বৃক্সমণ্ডলী সেবা করিয়া থাকেন, তাহাতেই  
আপনাতে ঐ সমস্ত কথা শোভা পাইয়াছে । ৫২ ।

বিশেষরূপ কোমল রাণী শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুমিত্র  
ও হিমমিত্র এইরূপে পরস্পর উত্তর প্রমোদ লাভ  
করিলেন । এবং উভয়পক্ষীয়, কার্য্যনিযুক্ত অন্যান্য  
মানবগণ, স্নেহাবিহার ও হাস্য পরিহাসদ্বারা পরস্পর  
অত্যন্ত প্রমোদিত হইল । ৫৩ ।

কন্যা এবং বর ঐ উভয়েরই স্বভাবসিদ্ধ তুল্য-  
বেশ ছিল । কন্যা ও বরপক্ষীয় সকলেই তাহাদিগকে  
দর্শনাসক্ত চিত্ত হইয়া কিছুই করিতে পারিল না  
তবে অবশ্য কর্তব্য র এবং ঐ মাস্তুলিক  
দিবসে যে বস্তু অত্যন্ত শোভারূপ করিয়া থাকে  
তাহাই কেবল বিলম্ব করিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন । ৪৫

শ্মিন্ ॥ ৫৪ ॥ এতৎপ্রভা প্রতিহতান্নবিভূতিভাবা-  
দাকল্পজাতমপি নাতিশয়ঃ বিভেদেন । লোকপ্রসিদ্ধ-  
মনুষ্যত্যা বিধেয়বুদ্ধ্যা কৃবাং বাধুত্বভূতয়ে ন বিশেষ-  
বুদ্ধ্যা ॥ ৫৫ ॥ মোহুর্জিকা বহুবিদোহপি মুহূর্তকাল-  
মপ্রাকুরক্যভয়িং খিলতীং সখীভিঃ । পশ্চাত্তদু-  
ত্তমযোগযুতং শুভাংশে মোহুর্জিকাঃ স্মরতিতো

বহু ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥ আকল্পজাতমপি ভূষণনিচরোহপ্যতিশয়ং  
ন কৃতবান্ । তত্র হেতুরেতয়োঃ কল্পাবরয়োঃ প্রভবা কাত্যা  
প্রতিহত আশ্রবিভূতিভাবো বহু তন্ম্যাং । নত্বেবং তর্হি কিমর্থং  
তাবলকৃতবত ইতি চেতত্রাহ । লোকপ্রসিদ্ধমনুষ্যভ্যোদম-  
বশ্যং বিধেয়মিতি বুদ্ধ্যা উত্তরে তয়োঃ কৃবাং বাধুত্বভাবঃ চক্র-  
নহু ভূষণৈরেতয়োঃ কলিবিশেষো ভবিষ্যতীতি বুদ্ধ্যা ॥ ৫৫ ॥  
বহুজ্ঞা অপি জ্যোতির্বিদো মুহূর্তকালমকৃতধিয়ং সখীভিঃ  
কীড়তীমুত্তরভারতীং পৃষ্টবস্তঃ । পশ্চাত্তরোক্তে শুভযোগবৃক্কে  
শুভগৃহস্থ নবাংশে মোহুর্জিকাঃ স্মরতিতো মুহূর্তঃ জগৃহঃ ॥ ৫৬ ॥

ভেরীমৃদঙ্গপটহবেদাধায়নশাখোটেব দ্বিগুণে হুপরিমূহুতি

কনা ও বরের দেহ কাঙ্ক্ষিত্বারা স্বীয় বিভূতি প্রতিহত  
হইয়াছিল বলিয়া ভূষণবিধান অধিক পরিমাণে করা  
হয় নাই । তবে লোকপ্রথা অনুসরণ পূর্বক যে  
সংসারে চলিতে হইবে এবং অবশ্য কর্তব্য কার্য  
কোন না কোন উপায়ে সম্পন্ন করিতে হইবে বলিয়া  
উভয় পক্ষীয় লোকে তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত করিয়া  
ছিল । নতুবা তাঁহারা কোন বিশেষ শোভা প্রদ  
হইবে বলিয়া অলঙ্কার পরান হয় নাই । ৫৫ ।

যখন উভয়ভারতী সখীদের সহিত জীড়া করিতে  
ছিলেন বহুদর্শী মুহূর্ত শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বুদ্ধিমতী  
কনাকে বিবাহের মুহূর্ত জিজ্ঞাসা করিল । পশ্চাৎ  
তাঁহারা তাঁহার বচনানুসারে শুভকণে শুভগ্রহযুক্ত  
মুহূর্তকাল গ্রহণ করিলেন । ৫৬ ।

জগৃহ মুহূর্তম্ ॥ ৫৬ ॥ জগৃহ পানিকমলং হিম-  
মিত্রসুপুঃ ত্রীবিধুমিত্রহৃদিতুঃ করপল্লবেন । ভেরী-  
মৃদঙ্গপটহাধায়নাজঘোটে দ্বিগুণে হুপরিমূহুতি  
দিব্যকালে ॥ ৫৭ ॥ যং যং পদার্থমভিকামরতে  
পুমান্ যন্তং তং প্রদায় সমত্বকৃষতাং তদীড়ো ।  
দেবক্রমাবিব মহাম্মনস্ববুদ্ধো সন্তুষিতো সদসি  
চেরতুরাজলাভো ॥ ৫৮ ॥ আধায় বহুমধ তত্র

মুহূর্ত ব্যাপ্তে সতি হিমমিত্রসুপুঃ ত্রীবিধুমিত্রহৃদিতুঃ করপল্লবেন ত্রীবিধু-  
মিত্রকল্পায়াঃ সরসত্যা হস্তকমলমুদঙ্গপটহাধায়নাজঘোটে দ্বিগুণে জগৃহ ॥  
৫৭ ॥ যো যঃ পুমান্ যং যং পদার্থং প্রার্থয়তে তন্মৈ তং তং  
পদার্থং প্রদায় তদীড়ো তৈঃ পুরুষৈঃ সন্তো তয়োঃ কল্পাবরয়ো-  
রীড়ো পুত্রো পিতরাবিতি বা পরিতোষমবাণতুঃ করপল্ল-  
বাব বহুদারতাবুদ্ধাবলকৃর্তো প্রাপ্তকামো সত্যাক্ষেরতুঃ ॥ ৫৮ ॥  
অধায়নস্তরং যগৃহস্থজ্যোক্তমার্গমনুষ্যত্যা বিধকল্পো বহুমাদায়  
তত্র সমাক্ হোমং কৃতবান্ । চ পুন কধু লাজান্ তর্জিতধাত্যানি  
জুহাব তদ মঞ্চ জিজ্ঞাসি । অব বিধকল্পোহপি পশ্চাদগ্নিং প্রদ-  
ক্ষিণং কৃতবান্ । অগ্নিশকাদগ্নেহগ্নিং প্রদক্ষিণং কুরুত্যা তরা

ভেরী, মৃদঙ্গ, ঢকা, বেদাধায়ন, ও শাখাধ্বনি দ্বারা  
দ্বিগুণমূল ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, তখন হিমমিত্রের পুত্র  
বিশ্বরূপ রিকুমিত্রের কন্যা সরসতীর করকমল,  
স্বীয় করপল্লব দ্বারা শুভকণে গ্রহণ করিলেন । ৫৭ ।

যে যে পুরুষ যাহা যাহা প্রার্থনা করিতে লাগিল,  
তাঁহাদিগকে সেই সেই পদার্থ দান করিয়া কনা-  
বরের পূজা পিতা মাতা যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিলেন ।  
কল্পযুগলের মত প্রশস্ত পুষ্পভূষণে ভূষিত হইয়া  
মহাম্মনস্ব ( উদারতা ) ভূষণে যুক্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ  
হইলেন এবং সভা স্থলে গর্বে উভয়ে পরিভ্রমণ  
করিতে লাগিলেন । ৫৮ ।



জুহবা সমাগুগ্হোক্তমার্গমুহূর্ত্য স বিশ্বরূপঃ ।  
লাজান্ জুহাব চ বধুঃ পরিক্রান্তিস্থা ধূমঃ প্রদক্ষিণ-  
মথাকৃত গোহপি চাগ্নিম্ ॥ ৫৯ ॥ হোমাবসান-  
পরিতোষিতবিপ্রবর্ষ্যঃ প্রস্থাপিতাধিলসমাগতবন্ধু-  
বর্গঃ । সংরক্ষ্য বহ্নিমনয়া সমমগ্নিগেহে দীক্ষাধরো  
দিনচতুর্দশমাস ক্রুতঃ ॥ ৬০ ॥ প্রতিষ্ঠমানে দগ্নিতে  
বরেহ্মিষ্মুপেতা মাতাপিতরৌ বরায়াঃ । আতা-

সহ গোহপি তথা কৃতবানিতার্থঃ ॥ ৫৯ ॥ হোমান্তে পরি-  
তোষিতা বিপ্রভেদা যেন প্রস্থাপিতাঃ সর্বে সমাগতাঃ বন্ধু-  
বর্গা যেন স বিশ্বরূপোহনয়া সংরক্ষ্য সহ দীক্ষাধরোহ্মি-  
সংরক্ষ্য ক্রুতঃ সমমগ্নিগেহে দিনচতুর্দশমাস ॥ ৬০ ॥ অগ্নিন্  
বিশ্বরূপে প্রিয়ে বরে প্রস্থানং কুরুতি সতি বরায়াঃ কস্তায়াঃ  
মাতাপিতা চাগতা প্রোচতুঃ । সাবধানো ভূত্বা শৃণু । বালা স্তনধরা  
বধা কিঞ্চিদ জানাতি তথেষং বালা শ্রুত্বানারাজী অশ্রুপুঞ্জী

অনন্তর বিশ্বরূপ স্বগৃহাসূত্র-কথিত পদ্ধতি অনু-  
সরণ করিয়া বহ্নি স্থাপন পূর্বক সম্যক রূপে হোম  
করিতে লাগিলেন । বধু লাজ অর্থাৎ (ভাজা ধান্য  
বা ঠেঁ) হোম করিতে লাগিল, এবং তাহার ধূম  
শ্রাবণ করিতে লাগিল । অনন্তর উভয়ভারতী অগ্নে  
অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন পরে অগ্নিপ্রদক্ষিণকারিণী  
পত্নী উভয়ভারতীর সহিত বিশ্বরূপও অগ্নি প্রদক্ষিণ  
করিলেন । ৫৯ ।

হোমের অবসানে দ্বিজপ্রবরদিগকে সম্ভুক্ত করিয়া  
তৎকালে সমাগত অধিল স্নানবর্গ প্রস্থাপিত করিয়া  
দীক্ষাধারী বিশ্বরূপ, অগ্নিরক্ষা করিয়া সংরক্ষতীর  
সহিত চতুর্দশবস ক্রুত চিহ্নে অগ্নিগৃহে বাস করিতে  
লাগিলেন । ৬০ ।

বিশ্বরূপ প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিতেছেন

যিস্তাং শৃণু সাবধানো বাবেব বালা নহু বেদ্বি  
কিঞ্চিদ ॥ ৬১ ॥ বাবৈরিয়ং ক্রীড়তি কন্দুকাদৈ-  
র্জাতক্ষুধা গেহমুপৈতি হুঃখাৎ । একেতি বালা গৃহ-  
কর্ম নোক্তা সংরক্ষণীয়া নিজপুত্রিতুল্যা ॥ ৬২ ॥ স্নানে-  
যমক বচনৈ মূহুতি বিবোধেয়া কার্যা । ন ক্রকবচনৈ-  
ন করোতি ক্রুতী । কেচিন্ মূহুতিবশগা বিপরীত-

ন তু কিঞ্চিজানাতি উৎ ॥ ৬১ ॥ ইয়ং কন্দুকাদৈঃ ক্রীড়োপ-  
করৈ কাটলৈঃ সহ ক্রীড়তি । জাতক্ষুধা হুঃখানোগম্যরাতি । নহু  
ভবত্যাং গৃহকর্মণি ক্রুতৌ নানুশিষ্টেচি চেত্তজাহতুঃ । একেতি  
কথেষৎ বালা গৃহকর্ম নোক্তা ভগ্নাৎ নিজপুত্রিতুল্যা সম্যক রক্ষ-  
ণীয়া ইত্যুৎ ॥ ৬২ ॥ কিং কহি সর্গদৈব গৃহকর্মণি ন নিরোক্তবা ।  
চেত্তজাহতুঃ । অদেতি লজ্জোদয়ম্ । ইয়ং বালা মূহুতি বচনৈ নি-  
যোজ্য কর্তব্য । ন তু ক্রকবচনৈঃ । বতটৈস্তঃ কুপিতা ন করোতি ।  
নহু ক্রকবচনৈ ন করোতি চেৎ কথং মূহুতিবচনৈঃ করিব্যতীতি  
চেৎ প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদিত্যাহতুঃ । কেচিন্ মূহুতিবশবর্তিনঃ কেচি-  
দ্বিপরীতম্ভাবা ক্রকোক্তিবশগাঃ । হি যম্মাৎ স্বভাবং তাকুং  
কোহপি জনঃ সমর্থো ন ভবতি বৎ ॥ ৬৩ ॥ নেষকাপি কত্

এমন সময় কন্যার পিতা মাতা আসিয়া বলিতে  
লাগিল ; তুমি সাবধান হইয়া শ্রবণ কর । যেরূপ  
স্তন্যপায়িনী বালিকা কিছুই অবগত নহে, সেইরূপ  
আমার এইকন্যা কিছুই জানে না । ৬১ ।

আমার এই কন্যা বালকদিগের সহিত কন্দুক  
(ঘুঁড়ি) প্রভৃতি দ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাকে, যদি ক্ষুধা  
জন্মায় তবেই হুঃখে গৃহে আসিয়া থাকে । এবং  
একটী মাত্র কন্যা বলিয়া কখন গৃহকর্ম করিতেও বলা  
হয় নাই । অতএব আপনি ইহাকে নিজ কন্যার তুল্য  
রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন । ইহাকে গৃহকর্ম করিতে না  
দিবার প্রয়োজন এই, অনিশ্চিতম্ভাব কোন দ্বিজবর  
আগমন করিয়া শুভলক্ষণ সকল দেখিয়া বলিয়া-



ভাবাঃ কেচিদিহাতুমমলং প্রকৃতিং জমো বি ॥ ৬৩ ॥  
 কশ্চিদ্ধিভাতিরধিগম্য কদাচিদেবামুদীক্য লক্ষণ-  
 নবোচদনিন্দিতায়া । মানুয্যাত্মজাননং নিম্নদেব-  
 ভাবেত্যস্মাক্ বো বচনমুদ্যময়োজ্যমস্মাক্ ॥ ৬৪ ॥  
 সর্বজ্ঞতালক্ষণমিতি পূর্ণমেবা কদাচিদ্ বদতোঃ  
 কথায়াম্ । তৎসাক্ষিভাবং ত্রিজিতাহনবদ্যা সন্নিশ্চ  
 নাবেবমসৌ জগাম ॥ ৬৫ ॥ স্বজ্ঞ কব্রায় বচনেন  
 • বাটোঃ সহ জীড়নগ্রহাবা রুক্ষচেনৈরপি যশোবসৈঃ নিম্নগীয়া  
 তৎকৃতো ভবত্যাঃ ন পিকিতেতি চেতজাহতুঃ । কদাচিৎ কশ্চিদ-  
 নিন্দিতায়া ভ্রাণ্ণ আগত্যাক্ষা লক্ষণমুদীক্য উক্তবাম্ । মানুয্যাত্ম-  
 জননং বদতো নিম্নদেবতাবা নিম্নং নিম্নাং দেবভারো দেবত্বং  
 নিত্যো দেবত্বত্যাগো বা বত্যাঃ । নিম্নং বীরে চ নিত্যো চ । ভাবঃ  
 সত্যত্বত্যাগি প্রারচেটোজ্ঞমিতি মেদিনী । ইত্যস্মাৎ কারণাৎ  
 অস্ত্যাং বো যুস্মাকং উগ্রঃ বচনময়োজ্য বোজনীরং ন ভবতি ।  
 ॥ ৬৪ ॥ কিঞ্চাস্মাৎ সর্বজ্ঞতায় লক্ষণং পূর্ণমিতি । কিঞ্চ কদা-  
 চিদেবা বাদং কুর্ষতো কদাচিনোঃ কথায়াম্ তয়োঃ সাক্ষিত্বং  
 আপ্যাতীত্যেবমাবামুপদিষ্টাসৌ বিপ্রো জগাম ইন্দ্রং ॥ ৬৫ ॥  
 বরায়ঃ দোষবিমুক্তকস্তারঃ স্বজ্ঞবচনেন বাচ্য বতঃ স্মৃষারঃ

ছিলেন। কেবল ইহার জন্ম মানবরূপে হইয়াছে,  
 মাত্র, কিন্তু ইহাতে প্রচ্ছন্নভাবে নিত্য দেবতাব  
 বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব আপনারা ইহার  
 উপর কখনই রুক্ষবাক্য প্রয়োগ করিবেন না  
 ইহাতে সর্বজ্ঞতার লক্ষণ বর্তমান আছে। কোন  
 সময়ে যখন দুইজন বাদী তর্ক বিতর্ক করিবেন,  
 তখন আপনার এই কথা তাহাদের সাক্ষীরূপ  
 হইবেন। এই কথা আমাদের দুইজনকে বলিয়া  
 সেই ভ্রাণ্ণ গমন করিলেন। আমরা এই  
 নির্দোষ কস্তার স্বজ্ঞ (শান্তী) কে বলিবেন যে;  
 বধূর রক্ষাকার্যের ভার আপনারই অধীন। এই  
 স্মন্দরী আপনার গচ্ছিত ধনস্বরূপ জানিবেন। এবং

বাচ্য স্মৃষাতিরক্য যতন্তে হি তস্মাক্ । নিকপ-  
 তুতা তব স্মন্দরীর কার্য। গৃহে কর্ম শনৈঃ শনৈ-  
 ত্তে ॥ ৬৬ ॥ বালোষু বাল্যাৎ জলতোহপরাধঃ  
 স নেকগীয়ো গৃহিণীজনেন । বয়ং স্মৃষীত্বর হি  
 সর্ব এব পশ্চাদ্ গুরুত্বং শনৈকঃ প্রযাতাঃ ॥ ৬৭ ॥  
 দৃষ্টাভিধাতুমমলক মনোহস্যদীরং দেহাতিরকণ-  
 বিধো ন হি দৃশ্যতেহতঃ । দৃষ্টাভিধানকলমেব  
 যথাভবেমৌ ক্রয়াত্তথেষ্টজনতা জননীং বরন্ত ॥ ৬৮ ॥

অতিরক্য যতন্তে তদগীনাতি । ভবচনং দর্শনমিতি । ইয়ং স্মন্দরী তব  
 জ্ঞানত্বতা তস্মাক্ ভবতঃ গৃহে কর্ম শনৈঃ শনৈঃ কর্তব্য। শনৈঃ শনৈ-  
 রনয়া কর্ম কারয়িতব্যমিত্যর্থঃ উপং ॥ ৬৬ ॥ বয়ং সর্বেষুপি  
 স্মৃষীমতো ভূত্বা পশ্চাদ্গতেনরুৎকৃষ্টতাং প্রাপ্তাঃ ॥ ৬৭ ॥ স্মৃ বরন্ত  
 জননীং দৃষ্টা ভবত্যাং বুদ্ধবামিতি চেতজাহতুঃ । বরন্ত জননীং  
 দৃষ্টাভিধাতুং অস্মদীরং মনঃ শক্তং ন ভবতি । হি যস্মাদেহাতি-  
 রকণবিধাবত্তো ন দৃশ্যতে । যদ্যপ্যেবং তথাপি দৃষ্টা কথনন্ত  
 কলমেব যথাবরো ভবেত্তথেষ্টজনসমুদারো বরন্ত মাতরং  
 ক্রয়াৎ বং ॥ ৬৮ ॥ অথেনানীং স্বপুত্রীং শিক্ষয়তঃ । বৎসে

আপনি ক্রমে ক্রমে ইহাকে গৃহকর্মে নিযুক্ত  
 করিবেন। বাল্যকালে বালকের শৈশব-নিবন্ধন  
 অপরাধ অতি সুলভ অর্থাৎ সহজেই তাহা হইয়া  
 থাকে; কিন্তু বাটীর যিনি গৃহিণী হইবেন তিনি সে  
 অপরাধ কখনই দর্শন করিবেন না। এই দেখুন  
 না, আমরা সকলেই ক্রমশঃ বিজ্ঞ হইয়া পশ্চাৎ  
 উৎকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছি, একেবারে বিজ্ঞ হইবার  
 কোনই সম্ভবনা নাই। বরের জননীকে দেখিয়া  
 আমাদের মন কিছুই বলিতে সমর্থ নহে। কারণ  
 কস্তার দেহরক্ষাকার্যের বর ভিন্ন অন্য আর কাহা-  
 কেও দেখা যায় না। তথাপি বরের মাতাকে

বৎসে । স্বমদ্য গমিতাসি দশাঃ পূর্বাঃ তদ্রূপে নিপু-  
ণধী ভব শূক্ৰ নিত্যম্ । কুৰ্ঘ্যান বালবিহুতিং জনতোপ-  
হস্তাং না । নাবিবাণরমিয়ং পরিতোষয়েতে ॥ ৬৯ ॥  
পানিগ্রহাৎ স্বাধিপতী সমীরিতৌ পুরা কুমার্যাঃ  
পিতরৌ ততঃ পরম্ । পতিস্তমেকং শরণং ব্রজা-  
নিশং লোকধরং জেষ্যসি যেন দুর্জয়ম্ ॥ ৭০ ॥ পত্যা-  
বভূক্তবতি সুন্দরি । মাস্ত্র ভুক্তক্ৰ যাতে প্রযাতসপি  
মাস্ত্র ভবেদ্বিতীয়া । পূর্বাপরাদিনিয়মোহস্তি নিম-

ইত্যাদিনা । হে বৎসে ! অদ্য স্বমপূর্বাঃ দশাঃ প্রাপ্তাসি হে শূক্ৰ !  
তদ্রূপে তস্তা অপূর্বদশায়াঃ রূপে নিত্যং নিপুণধী ভব । জন-  
সমূহোপহাসযোগ্যং বালতো ব্যবহারং ন কুৰ্ঘ্যাসি । যতঃ সেরং  
তে বালবিহুতিরাবরোরিবাণরং ন পরিতোষয়েদিত্তি নকারস্তা-  
নুযজ্ঞেণ যোজ্যং কাক। বা ॥ ৬৯ ॥ কিঞ্চ পানিগ্রহণাদিবাহাৎ  
পূর্বং কুমার্যাঃ পিতরৌ স্বাধিপতী সমীরিতৌ । তস্মাৎ পানি-  
গ্রহাদুর্জঃ পতিঃ স্বাধিপতিঃ সমীরিতঃ । যস্মাদেবং তস্মাতঃ  
পতিমেকং শরণং ব্রজ । যেন শরণগমনেন পত্যা বা 'লোকধরং  
জেষ্যসি উৎ ॥ ৭০ ॥ কিঞ্চ হে সুন্দরি ! পত্যাভুক্তবতি মাতুঃক্ৰ

দেখিয়া আমাদের দুইজনের বুলিবার যেরূপ কল  
সেইরূপ সকল প্রিয়জনই শরের মাতাকে ঐ কথা  
বলা উচিত । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৬ । ৬৭ । ৬৮ ।

হে বৎসে ! তুমি অদ্য অপূর্ব দশা প্রাপ্ত  
হইবে । হে স্বভাগে ! সেই অপূর্ব দশার রক্ষার  
বিষয়ে তুমি সদাই বুদ্ধি নৈপুণ্য দেখাইবে । কারণ,  
তোমার শিশুব্যবহার যেরূপ আমাদের দুইজনকে  
সন্তুষ্ট করিয়া থাকে, এইরূপ অপরকে সন্তুষ্ট  
করিতে পারে না । অতএব জনসমুদায় যাহাতে  
উপহাস করিতে না পারে তুমি এরূপ শিশুব্যব-  
হার করিও । পরিণয় বিধির পূর্বে কুমারীর পিতা

জ্ঞানাদৌ বৃদ্ধাঙ্গনাচরিতমেব পরং প্রমাণম্ ॥ ৭১ ॥  
কুঠে ধবে সতি কুঠেহ ন বাচ্যমেকং কস্তব্যমেব  
সকলং স তু শাম্যতীর্থম্ । তস্মিন্ প্রসন্নবদনে চকি-  
তেব বৎসে ! সিধ্যাতীকটমনসে কময়ৈব সর্বম্ ॥ ৭২ ॥  
ভক্তুঃ সমকমপি তদ্বদনং সমীক্য বাচ্যো ন জাতু  
সুভগে । পরপুরুষস্তে । কিংবাচ্য এব রহসীতি তবো-

ভোজনং কুরা ন কৰ্ত্তব্যম্ । প্রযাতঃ দীর্ঘাঙ্গানং পতৌ গতে  
সতি ভব বিশেষণালঙ্কিরা মা ভবতু । নিমজ্ঞনাদৌ পূর্বা-  
পরাদিনিয়মোহস্তি । আদিপদে ভোজনাদিকং গ্রাহ্যং তত  
নিমজ্ঞনাদিকং পত্যাঃ পূর্বং ভোজনাদিকং তু পশ্চাৎ কৰ্ত্তব্যমত  
বৃদ্ধাঙ্গনানামককতীলোপামুজাদীনাং চরিতমেব পরং প্রমাণম্ ।  
এতদেব তব সৌন্দর্যমিতি সম্বোধনাল্পরঃ বৎ ॥ ৭১ ॥ কিঞ্চ  
পতৌ কোপাবিষ্টে সতি কুরা রোষেণৈকমপি ন বাচ্যং ।  
একমিতি কস্তব্যমিত্যনেন বা সম্বন্ধনীয়ে কেবলং কস্তব্যমেব ।  
ন ত্রিখমেনেব প্রকারেণ স্বরমেব শাম্যতি প্রসন্ন চ তস্মিন্ হে  
বৎসে ! চকিতেব ভাঃ । কিং বহন। হে অনসে ! সর্বমতীষ্টং  
কময়ৈব সিধ্যতি ন চেতরথা ॥ ৭২ ॥ তদ্বদনং পুরুষান্তরমুখং  
সমীক্য হৃষ্টে । এবঃ পরপুরুষো রহস্তেকান্তে যতঃ পরপুরুষস্নেহা-

এবং মাতা এই দুইজন অধিপতি বলিয়া নিখ্যাত ।  
পরে বিবাহ হইয়া গেলে স্বামীই অধিপতি হয়েন ।  
অতএব তুমি সেই একমাত্র পতির শরণাপন্ন হইও ।  
যাহাযারা তুমি দুর্জয় ইহলোক ও পরলোক জয়  
করিতে পারিবে । হে সুন্দরি ! পতি অভুক্ত থাকিলে  
কদাচ ভোজন করিও না । পতি দূরপথে গমন  
করিলে বিশেষরূপে বেষত্ব করা করিও না । পতির  
অগ্রে ভোজনাদি কার্যে এইরূপ পূর্বাপর নিয়ম  
আছে । এই বিষয়ে বৃদ্ধনারী অর্থাৎ অরুদ্রতী,  
লোপামুদ্রা প্রভৃতি জীলোকদিগে চরিত্রই উৎকৃষ্ট  
প্রমাণ । পতি কুঠে হইলে তুমি কোপপ্রকাশ

পাদেশঃ শঙ্কা বধুপুরুষয়োঃ সপয়েদ্ধি হাদম্ ॥ ৭৩ ॥  
আয়াতি ভর্তরি তু পুত্রি বিহার কার্যমুথায় শীঘ্র-  
মুদকেন পদাবনেকঃ। কার্যো যথাভিরুচি তে সতি !  
জীবনং বা নোপেক্ষণীয়মণুমাত্রমপীহ কন্তে ॥ ৭৪ ॥  
ধবে পরোক্ষেহপি কদাচিদেয়ু গৃহং তদীয়া অপি বা

ভাববত্যাংপি ত্রিরাশিঃ পরপুরুষস্নেহবতীতি শঙ্কা হাদম্ আন্তরঃ  
স্নেহং নাপয়েৎ ॥ ৭৩ ॥ যথাভিরুচি অতিরুচিমনতিক্রমা পাদা-  
বনেকঃ পাদপ্রক্ষালনং হে সতি ! জীবনমণুমাত্রমপীহ লোকে  
কং স্তুতং বা তে তব নোপেক্ষণীয়ম্ ॥ ৭৪ ॥ ধবে পত্যো  
পরোক্ষে বহির্গতে সতি উঃ ॥ ৭৫ ॥ পিত্রোরিব স্বশ্রুরায়োরমু-

করিয়া একটি কথাও বলিবে না। কেবল, বলিবে  
আপনি আমার অপরাধ সকল ক্ষমা করুন। এই  
রূপেই বরং তিনি শান্ত হইবেন। এবং পতি  
প্রফুল্লবদন হইলে তুমি চকিতের মত  
প্রকাশ করিবে। অধিক কি বলিব—ক্ষমাদ্বারাই  
সমস্ত অতীত কার্য সিদ্ধ হইয়া থাকে, অন্য আর  
কোন প্রকারেই হইতে পারে না। পতিসমক্ষে পর-  
পুরুষের মুখ দেখিয়া কখনও বলিবে না যে, এই-  
স্থানে পরপুরুষ রহিয়াছে। অথবা যদি একান্তই  
বলিতে হয়, ত নিজনে বলিবে। এই আমি তোমাকে  
উপদেশ দিলাম। কারণ, পরপুরুষের উপর স্ত্রীলো-  
কের স্নেহের অভাব সর্বদাই বিদ্যমান থাকিলেও  
পরপুরুষের উপর স্নেহবতী শঙ্কাই স্ত্রীপুরুষের  
আন্তরিক স্নেহ বিনষ্ট করিয়া থাকে। হে পুত্রি ! স্বামী  
গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলে সমস্ত কার্য বিসর্জন  
দিয়া শীঘ্র উত্থিত হইয়া রুচিপূর্বক পাদপ্রক্ষালন  
করিয়া দিবে। জীবন অণুমাত্র, এবং ইহলোকের স্তু

মহাস্তঃ। তে পূজনীয়া বহুমানপূর্বকং নোচেন্-  
নিরাশাঃ কুলদাহকাঃ স্ত্রুঃ ॥ ৭৫ ॥ পিত্রোরিব  
স্বশ্রুরায়োরমুবর্তিতব্যং তদম্ গাঞ্চি সহজেষপি দেব-  
রেবু। তে স্নেহিনো হি কুপিতা ইতরেতরস্ত-  
যোগং বিভিছারিতি মে মনসি প্রতর্কঃ ॥ ৭৬ ॥  
হিতোপদেশে বিনিবিষ্টমানসো বধুবরো রাজগৃহং  
সমীয়তুঃ। লঙ্কানুমানো গুরুবন্ধুবর্গতো বভূব

সরণং ত্বয়া কার্যং। যথা সহজাতেষু সহোদরেবু দেবরেষপি  
হে যুগাঞ্চি ! অনুবর্তিতব্যং। বতঃ কুপিতান্তে স্নেহবতোহপ্যানো-  
স্তস্ত সংযোগং বিভিছাঃ নাপয়েয়ুরিতি মে মনসি প্রতর্কঃ। সহ-  
জেষপীতাত্ত সহজেষিবেতি বা পাঠঃ। বঃ ॥ ৭৬ ॥ হিতো-  
পদেশে বিনিবিষ্টঃ মানসঃ যথোক্তো বধুবরো ভারতীয়তনো  
গুরুবন্ধুবর্গতো লঙ্কানুমানো প্রাপ্তসংকারো রাজগৃহং সমীয়তুঃ

তুমি কিছুই উপেক্ষা করিওনা। ভর্তা গৃহে না  
থাকিলে যদি কখন তোমার পতির আত্মীয় বা কোন  
মহৎ লোক তোমার গৃহে আগমন করেন, তাহা  
হইলে তুমি বহুসম্মানপূর্বক সেই সকল লোকের  
পূজা করিবেক। নতুবা তাঁহারা নিরাশয় হইয়া গমন  
করিলে কুল দক্ষ করিয়া থাকেন। হে যুগাঞ্চি !  
তুমি পিতা মাতার মত স্বশ্রুস্বশ্রুরের (স্বশ্রুশাশু-  
ড়ীর) ও সহোদরের মত দেবরের অনুসরণ করিবে।  
কারণ, তাঁহারা কুপিত হইলে যে, স্নেহপূর্ণ পরম্পর  
জাতার অনৈক্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহা  
আমার মনে মনে নিরন্তর তর্ক উপস্থিত হইয়া  
থাকে। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬।

হিতোপদেশে মন আভিনিবিষ্ট রাখিয়া বধুবর  
অর্থাৎ ( ভারতী মণ্ডন ) গুরু ও বন্ধু বর্গের নিকট



সংজ্ঞাভয়াভ্যতীতি ॥ ৭৭ ॥ সা ভারতী দুর্কস-  
নেন দত্তং পুনঃ প্রসন্নেন পুরাতনং । শাপাবধিঃ  
সংসদি বৎসতে যৎ সর্বজ্ঞতামিব হণায় সাক্ষ্যম্ ॥

৭৮ ॥ সভারতীসাক্ষিকসর্ববিত্তোহপ্যাত্মীয়শক্ত্যা  
শিশুবহিভাতঃ । স্বশৈশবস্তোচিতমম্বকাজ্ঞীং স  
কেশবো বদন্তদারবৃত্তঃ ॥ ৭৯ ॥ শৈশবে দ্বিতবতা

সমাগতো । বভূবেত্যাদেস্তত্ত্বেন সখকঃ উপ ॥ ৭৭ ॥ যা উভয়-  
ভারতীতি সংজ্ঞা বভূব সা ভারতী সরস্বতী পুরা পূর্বঃ পুনঃ  
প্রসন্নেন দুর্কসমা দত্তং শাপাবধিঃ সজ্ঞায়াং সাক্ষ্যং যন্ত শক-  
বৃত্ত সর্বজ্ঞতায়। নির্বাহায় বৎসতে করিষ্যতি ॥ ৭৮ ॥ স-  
ভারতীসাক্ষিকঃ সর্ববিত্তঃ যন্ত তথাভূতোহপি শ্রীশঙ্করঃ  
স্বীয়শক্ত্যা স্বাধীনয়া স্বায়য়া শিশুবহিভাতঃ সন্ স্বশৈশবস্ত বাল-  
তাবস্তোচিতং ক্রীড়োপকরণাদিকমাকাজ্ঞীভবাম্ । তত্র দ্ব্যতঃ  
যথোদারচরিতঃ প্রসিকঃ কেশবঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্বমায়য়া শিশুৎ বি-  
ভাতঃ সন্ স্বশৈশবস্তোচিতমম্বকাজ্ঞীভবোত্যর্থঃ ॥ ৭৯ ॥

হইতে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া রাজ গৃহে উপস্থিত  
হইলেন । যাঁহার নাম উভয়ভারতী ছিল সেই  
সরস্বতী হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া (পূর্বে দুর্কস। যুনি  
পুনর্ব্বার প্রসন্ন হইয়া সরস্বতীর শাপ মোচনের  
অবধি কাল যাহা নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, শঙ্ক-  
রাচার্যের সর্বজ্ঞতা নির্বাহের জন্য শাপাবধি-  
সাক্ষ্য অর্থাৎ সাক্ষ্য দেওয়া হইবে এবং আপনার  
শাপেরও মোচন হইবে) সভাতে ঐরূপ সাক্ষ্যই  
প্রদান করিবে । ৭৭ । ৭৮ ।

সরস্বতী সাক্ষী থাকিয়া যাঁহার সমস্ত ধনই ভাগ্যে  
ঘটিয়াছিল সেই শঙ্করাচার্য, (উদারচরিত্র বিখ্যাত  
শ্রীকৃষ্ণ যেরূপ স্বীয় মায়াদ্বারা বালকের মত শোভা

চপলাশে শাস্ত্রিণেব বটবৃক্ষপলাশে । আত্মনীদম-  
খিলং বিলুলোকে ভাবি ভূতমপি যৎ খলু লোকে ॥

৮০ ॥ তং দদর্শ জনতাঃ কুতবালং লীলয়াহধিগত-  
নৃত্তমদোলম্ । বাসুদেবমিব বামনলীলং মোচনৈ-  
রনিয়ৈবৈরমুবেলম্ ॥ ৮১ ॥ কোমলেন নবনীরদ-  
রাভিষ্ঠামলেন নিতরাং সমরাজি । কেশপাশত-

চপলা আশা যন্নিরৈবভূতেহপি শৈশবে বালো দ্বিতবতা ভাবি ভূত-  
ক্ষ গদিতঃ খলু লোকেহস্তি ভদ্রখিলমাত্মনি বিলুলোকে সমাগবলো-  
কিতং কর্মনি লিট্ । তত্র দৃষ্টান্তো যথা বটবৃক্ষস্ত পলাশে  
পাত্রে দ্বিতবতা শাস্ত্রিণা শ্রীকৃষ্ণা যদিৎ তদখিলং আত্মনি  
অবলোকিতং ভবদিত্যর্থঃ । আগতাবৃত্তং আগতেতি রমভাগ্যক-  
রুণমিতি লক্ষণাৎ । লীলয়াধিগতঃ প্রাপ্তো মোলো যেন  
বামনা কমলীয়া লীলা যন্ত তমদুতবালং শ্রীশঙ্করং নিমেষোজ্জ্ব-  
লিতম্ ত্রৈবমুবেলমনিঃ জনসমূহো দদর্শ । লীলয়াধিগতমোলং  
বামনলীলমদুতবালং শ্রীকৃষ্ণমিব ॥ ৮১ ॥ কেশবচ্চৈশচ্চ চতু-  
রাশ্চ তৈর্কিঞ্চনবিবিধিভিঃ সমস্ত তুল্যস্তান্ত শ্রীশঙ্করস্ত কেশপা-  
শতমদা অধিকং যথাস্ত্যস্তথা সমরাজি সমাক্ শোভিতং । তদ্বি-

সম্পন্ন হইয়া শৈশবকালের উচিত পদার্থ আকাজ্ঞা  
করিয়াছিলেন) সেইরূপ স্বাধীনমায়াদ্বারা শিশু-  
ভাবে বিখ্যাত থাকিয়া বাল্যকালের উপযুক্ত পদার্থ  
সকল স্পৃহা করিলেন । বটবৃক্ষপলাশে শ্রীকৃষ্ণ যথা-  
যোগ্য অবস্থান করিয়া যেরূপ আত্মদেহে এই অখিল  
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করিয়াছিলেন, সেইরূপ  
চপল আশায়ুক্ত শৈশব-দশায় বিদ্যমান থাকিয়া  
শঙ্করাচার্য্য ভবিষ্যৎ ও অতীত যাহা সমস্ত  
জগতে বিদ্যমান আছে সেই সমস্তই আত্ম-  
শরীরে দর্শন করিলেন । যিনি লীলাবশতঃ নূতন  
কেলিপ্রাপ্ত বাসুদেব কৃষ্ণের মত রমণীয় লীলা



তমসাদিকমস্ত কেশবৈশচতুরাশ্রমসমস্য ॥ ৮২ ॥  
শাক্যৈঃ পাশুপতৈরপি ক্ষপণকৈঃ কাপালিকৈ-  
বৈষ্ণবৈরপানৈরথিলৈঃ থলৈঃ থলু থিলং দুর্বাদিভি-  
বৈদিকম্ । পদ্মানং পরিরক্ষিতুং ক্রিতিতলং প্রাপ্তঃ

শিনষ্টি কোমলেন পুনশ্চ নবনীরদানং নবীনজলদানং যা  
রাশিঃ পংক্তিস্তবৎ শ্রামলেনাতিশ্রামেনেভ্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥ শাক্যৈঃ  
বৌদ্ধাঃ ক্ষপণকা দিগম্বরঃ সঠৈঃ শাক্যাদিহুর্বাদিভিঃ থলু  
পসিদ্ধং থিলমুচ্ছিন্নং বৈদিকং মার্গং পরিরক্ষিতুং ভূতলং প্রাপ্তঃ  
ঘোরে সংসারারণ্যে বিচরতাং । ভদ্রং সর্বানর্থনিবৃত্তিপূরঃ সয়-

কিন্মা শ্রীকৃষ্ণলীলা ধারণ করিয়াছেন, জন-  
সকল নির্মিমেঘনয়নে সেই অদ্বুতবালককে  
সদাসর্বদা দর্শন করিতে লাগিলেন । কেশব,  
ঈশান, এবং চতুরানন তুম্য সেই শঙ্করাচার্য্যের  
কোমল, নবকাদম্বিনীর মত শ্যামল, কেশপাশ-  
তিমির, অধিকরূপে শোভা পাইতে লাগিল । ৭৯ ।  
। ৮০ । ৮১ । ৮২ ।

যিনি অখিল অমঙ্গল নিধন করিয়া পরমানন্দ-  
প্রাপ্তিরূপ মোক্ষ নামক কল্যাণ দান করিয়া থাকেন,

পরিক্রীড়তে ঘোরে সংস্কৃতিকাননে বিচরিতাং ভদ্র-  
করঃ শঙ্করঃ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে ভদ্রদেবাবতারার্থকঃ সংক্ষেপ-  
শঙ্করজয়ে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

অথ শিবো মনুজো নিজমায়বা বিজগৃহে দ্বিজ-

পরমানন্দপ্রাপ্তিলক্ষণমোক্ষাখ্যং কল্যাণং করোতীতি ভদ্রকরঃ  
অর্থসংজ্ঞঃ শ্রীশঙ্করঃ ক্রীড়তে স্ম । শাদু ৭০ ॥ ৮৩ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ শ্রীশাদ-  
শিবদত্তবংশাবতংসরামকুমারস্বমুখমণ্ডিতস্মৃতিভূতে শ্রীমচ্ছঙ্করা-  
চার্য্য বিজয়ভিতিমে তৃতীয়ঃ সর্গঃ ।

সেই শঙ্করাচার্য্য ক্রীড়া করিয়া বৌদ্ধ, পাশুপত,  
দিগম্বর কাপালিক, বৈষ্ণব ও অন্যান্য বিরুদ্ধ  
মতাবলম্বী বাদিদিগের দ্বারা উচ্ছিন্ন বৈদিকপথ  
পরিরক্ষা করিবার জন্য ক্রিতিতলে অবতীর্ণ হইয়া  
ঘোরসংসাররূপ কাননে বিচরণ করুন । ৮৩ ।

ইতি মাধবচার্য্য বিরচিত পূর্বোক্ত দেবতাদিগের  
অবতার নামক তৃতীয় সর্গ ।

## চতুর্থোঃধ্যায়ঃ ।

মোদমুপাবহন্ । প্রথমহায়ন এব সমগ্রহীৎ সকল-

প্রাকৃতশিশুবিলাক্ষণং তস্ত চরিতং দর্শয়িতুমুপক্রমতে অথেন্তি ।  
শিবো নিজমায়রা মনুষ্যঃ সন্ বিপ্রগৃহে দ্বিজস্ত শিবগুরোঃ

অনন্তর শঙ্কর নিজমায়াবলে মনুষ্য হইয়া

বর্ণমসৌ নিজভাষিকাম্ ॥ ১ ॥ দ্বিসম এব শিশু-

প্রীতিং সম্পাদয়ন্ প্রথমবর্ষ এব সর্বমঙ্গলং নিজভাষাক সমাগ-  
গৃহীতবান্ । ক্রতবিলম্বিতমাহ । নভোভূয়ো বস্তুযুগবিস্তৃতিঃ ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণগৃহে শিবগুরুর প্রীতি উৎপাদন করিয়া

লিখিতাক্ষরং গদিতুমক্ষমতাক্ষরবিৎ সুধীঃ । অথ স  
কাব্যপুরাণমুপাশৃণোৎ স্বয়মনৈৎ কিমপি শ্রবণং  
বিনা ॥ ২ ॥ অজনি দুঃখকরো ন গুরোরসৌ শ্রব-  
ণতঃ সন্ধদেব পরিগ্রহী । সহনিপাঠজনস্ত গুরুঃ  
স্বয়ং স চ পপাঠ ততো গুরুণা বিনা ॥ ৩ ॥ রজস-  
তমসাহপ্যনাশ্রিতো রজসা খেলনকাল এব হি ।

ততো দ্বিতীয়বর্ষ এব স বালকঃ সুবুদ্ধিত্বাদক্ষরজ্ঞো লিখিতাক্ষর-  
মুক্তারবিতুঃ সমর্থোভূৎ । অথানন্তরং তৃতীয়বর্ষে স শিশুঃ  
কাব্যানি পুরাণানি চ শ্রুতবান্ । কিমপি শ্রবণং বিনা স্বয়মেব  
জ্ঞাতবান্ ॥ ২ ॥ অসৌ শিশু গুরো দুঃখকরো নাভূৎ । যতঃ  
সন্ধদেব শ্রবণং পরিগ্রহণশীলঃ সহাধ্যায়িজনস্ত স্বয়ং গুরুঃ । স  
চ শ্রবণাদনন্তরং গুরুণা বিনা পপাঠ ॥ ৩ ॥ রজোগুণেন তমো-  
গুণেন চানাশ্রিতো ধূল্যা খেলনকাল এব হি প্রসিদ্ধঃ স শিশুঃ

প্রথম বৎসরেই সমস্ত অক্ষর এবং স্বীয়ভাষা সম্যক-  
রূপে গ্রহণ করিয়া ফেলিলেন । ১ ।

অনন্তর সেই বালক দ্বিতীয়বর্ষে পতিত হইয়া  
বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্ত অক্ষর সকল জানিতে পারিল ও  
লিখিত অক্ষর সকল উচ্চারণ করিতে সমর্থ হইল ।  
পরে যখন তৃতীয়বৎসরে পতিত হইল তখন কাব্য  
এবং পুরাণ সকল শুনিতে আরম্ভ করিল । শুদ্ধ  
শ্রবণ করা নয় স্বয়ং সেই সমস্তই জানিতে পারি-  
লেন । সেইবালক গুরুর কষ্টদায়ক ছিল না,  
একবার শ্রবণেই সমস্ত গ্রহণ করিতে পারিত ।  
তিনি সহাধ্যায়ী জনের স্বয়ং গুরু ছিলেন ও  
শ্রবণানন্তর গুরুবাতীত পাঠ করিতেন । রজো-  
গুণ ও তমোগুণদ্বারা অম্পৃষ্ট থাকিলেও সকল  
কলাবিৎদিগের অগ্রগণ্য শিবগুরুর আত্মজ খেলা

স কলাধরমতমাত্মজঃ সকলাশ্চাপি লিপীরবিন্দ-  
॥ ৪ ॥ সুধিয়োহস্ত বিদিত্বাতেহধিকং বিধিবচ্চৌল  
বিধানসংস্কৃতম্ । ললিতং করণং স্নাতাহুতি  
জ্বলিতং তেজ ইবাশুশুক্কেণে ॥ ৫ ॥ উপপাদন  
নির্ব্যপেক্ষধীঃ স পপাঠাহুতিপূর্বকাগমান্ । অধি  
কাব্যমরংস্ত কৰ্কশেহপ্যধিকাংস্তর্কনয়েহত্যবর্তত ॥ ৬ ॥

কলাধরেভ্যঃ শ্রেষ্ঠস্ত স্নাতঃ সর্বা অপি লিপী জ্ঞাতবান্ । বিয়ো  
॥ ৪ ॥ অস্ত সুধিরঃ ত্রিশঙ্করস্ত বিধিবচ্চৌলবিধানো  
সংস্কৃতং সুন্দরং করণং গাত্রং শরীরং । করণং সাধকতম  
ক্ষেত্রগাত্রেন্দ্রিয়েষপীতামরঃ । বিদিত্বাতে বিশেষণ শূভভে । স্নাত  
আহুতিজি জ্বলিতমগ্নেতেজ ইব ॥ ৫ ॥ উপপাদনে নির্ব্যপেক্ষা  
হপেক্ষারহিতা ধী যন্ত স ত্রিশঙ্করঃ তুপ্রভূতিব্যাহুতিপূর্বকা-  
বেদান্ পপাঠ । কিঞ্চাধিকাব্যমরংস্ত কাব্যো তু ক্রীড়াং কৃত  
বান্ । অপি চ কৰ্কশেহতিকঠিনেহপি তর্কনয়ে বেহধিকা

করিবার সময়েও কেবল রজোগুণদ্বারাই সমস্ত  
লিপি অবগত ছিলেন ইহাও লোকপ্রসিদ্ধ । স্নাত  
হুতিদ্বারা জ্বলিত অগ্নিতেজ যেরূপ শোভা ধারণ  
করিয়া থাকে, সেইরূপ সুধীবর শঙ্করাচার্য্যের  
ললিতদেহ চূড়াবিধানদ্বারা সংস্কৃত হইয়া শোভা  
পাইতে লাগিল । কোন বিষয় প্রতিপন্ন করিতে  
যাঁহার বুদ্ধি কাহারও বুদ্ধি অপেক্ষা করিত ন  
সেই শঙ্করাচার্য্য ভূ, ভুব, স্ব, মহ, জন, তপ ও সত  
এই সপ্ত ব্যাহুতিপূর্বক বেদ সকল পাঠ করিতে  
লাগিলেন । শুদ্ধ বেদে নয়, তিনি কাব্য শাস্ত্রেও অতি  
শয় রত থাকিতেন, এবং কৰ্কশ তর্কশাস্ত্রে যাঁহার  
বিখ্যাত তাঁহাদিগকেও অতিক্রম করিয়া উঠিলেন  
স্বকীয় বাক্য বৈভবদ্বারা যাঁহার বাদীদিগকে দূরী-  
কৃত করিয়া থাকেন এরূপ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত

হরতস্ত্রিশেজাচাতুরীং পুরতস্তস্য ন বক্তুমীশ্বরঃ ।  
প্রভবোহপি কথাসু নৈজবাধিবোৎসারিতবাদিনো  
বৃথাঃ ॥ ৭ ॥ অমুকক্রমিকোক্তিদোরগৌমুরগাধীশ-  
কথাবধীরিণীম্ । মুমুহু নিশময়্য বাদিনঃ প্রতি-  
বাক্যোপকৃতৌ প্রমাদিনঃ ॥ ৮ ॥ কুমতানি চ তেন  
কানি নোন্মথিতানি প্রথিতেন ধীমতা । স্বমতান্যপি  
তেন খণ্ডিতান্যতিবৈত্নৈরপি সাধিতানি কৈঃ ॥ ৯ ॥

স্থানত্রিকাস্তবান্ ॥ ৬ ॥ নৈজারাঃ সাকীয়ায়া বাচো বৈভবে-  
নোৎসারিতা দুরীকৃতা বাদিনো নৈস্তে বৃথাঃ পণ্ডিতা বাদজরবি-  
কৃতাসু কথাসু প্রভবঃ সমর্থো অপি দেবানাং পূজ্যস্ত গুরো-  
ন্মাতম্পনেন্চাতুরীং হরতস্তস্য শিবগুরোঃ কুমারস্ত সন্মুখে বক্তুং  
প্রভবো ন বভূবুরিতার্থঃ ॥ ৭ ॥ তিষ্ঠ সপাদীশস্ত শেষস্ত  
কথাস্য অপাবধীরিণীং তিষ্ঠ রিণীমুমুহু ক্রমোচ্চারণস্ত পরি-  
পাটীং কথ্য বাদিনো মুমুহুঃ মোহং প্রাপুঃ । যতঃ প্রতিবচনস্ত  
বাক্যকৌ প্রমাদবস্তঃ ॥ ৮ ॥ প্রখ্যাতেন বুদ্ধিমতা তেন শ্রীশঙ্করেণ  
কানি বক্তব্যান নোন্মথিতান্যপি তু সন্মোহোন্মথিতানি । তেন  
খণ্ডিতানি স্বমতান্যতিপ্রযত্নৈরপি কৈঃ সাধিতানি ন কৈরপী-  
তবঃ ॥ ৯ ॥ স পূজ্যবতাং মদো শ্রেষ্ঠঃ শিবগুরুঃ স্বীয়ং কুলং

গণ, বাদ, জল্পনা ও বিতণ্ডা এই তিন প্রকার  
কথায় প্রভু হইলেও দেবাচার্য্য বৃহস্পতির চাতুরী-  
নাশী শিবগুরুর পুত্রের সন্মুখে কথা কহিতে সমর্থ  
হইতে পারিতেন না । বাদীগণ প্রতিবাক্য বলিতে  
প্রমাদ উপস্থিত ভাবিত বলিয়া ফণিপতি অনন্তের  
বচন-তিরস্করিণী, শঙ্করাচার্য্যের ক্রমোচ্চারণের পরি-  
পাটী শুনিয়া স্তবরাং মুগ্ধ হইতেন । বিখ্যাত বুদ্ধি-  
মান শঙ্করাচার্য্য কোন্ কোন্ কুমত না মথিত করিয়া-  
ছিলেন ? এবং তিনি যে সমস্ত মত খণ্ডন করিতেন  
স্বতন্ত্র যত্ন সহকারেও পুনরায় আর কে তাহা

অমুনা তনয়েন ভূষিতং যমুনাতাতসমানবচনম্ ।  
তুলয়া রহিতং নিজং কুলং কলয়ামাস স পুত্রিণাং  
বরঃ ॥ ১০ ॥ শিবগুরুঃ স জরন্ ত্রিসমে শিশাব-  
মৃত কৰ্ম্মবশঃ স্তমোদিতঃ । উপনিবীষিতসূহু-  
রপি স্বয়ং ন হি যমোহস্ত কৃতাকৃতমীকতে ॥ ১১ ॥

যমুনাতাতেন সূর্যোগ সমানঃ বচন্তেভো যস্ত তেনামুনা  
পুত্রগালকৃতং তুল্যোপময়া রহিতং কলয়ামাস চকার দদর্শেতি  
বা ॥ ১০ ॥ স শিবগুরুঃ স্তমোদিতঃ প্রাপিতঃ স্বয়মুপনি-  
বীষিত উপনয়ন কর্তৃমিচ্ছিতঃ সূহু যেন তথাভূতোহপি জরাৎ  
গচ্ছন্ শিশৌ ত্রিগয়নে সতি কৰ্ম্মাধীনঃ অমৃত মৃতঃ । তি  
যস্মাদস্ত জন্তোঃ কৃতাকৃতমিদমেনে কৃতমিদমেনেকৃতমিতি যমে  
ন পশুতি কৃতং ॥ ১১ ॥ অগ্নিন্ সংসারে স্তমোদয়ং সুলভং  
ন ভবতি । স্তমোদিতবসোদয়ং তু স্তবরাং সুলভং ন ভবতি ।  
ইত্যগ্নির্থে শিবগুরুরেব নিদর্শনং ইত্যংশরেনাহে হেতি । অর্থঃ

পূরণ করিতে পারিত ? বস্তুতঃ একুপ লোক জুতলে  
কেহই ছিলনা । পৃথিবীতে যত লোকের পুত্র  
আছে তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিবগুরু, যমুনানদীর পিতা  
সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী নিজপুত্রদ্বারা অলঙ্কৃত স্বীয় বংশ  
তুলনা রহিত বলিয়া বিবেচনা করিলেন । ২ । ৩ ।  
১৪ । ৫ । ৬ । ৭ । ৮ । ৯ । ১০ ।

পুত্রদ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিয়া শিবগুরু স্বয়ং  
পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিলেন  
কিন্তু বার্কিক্য দশাপ্রাপ্ত হইয়া ( যখন পুত্রের বয়ঃ-  
ক্রম তিন বৎসর ) কৰ্ম্মাধীনতাবশতঃ মৃত্যু  
প্রাপ্তে পতিত হইলেন । অসময়ে মরণ হইলে দুঃখ  
করিতে পারা যাইবে না । কারণ, জীব-হর্তা যম  
“এই জীব ইহা করিয়াছে, এবং এই জীব ইহা  
করে নাই” ইহা দর্শন করেন না । ১১ ।

ইহ ভবেৎ সুলভং ন স্ততেক্ষণং ন স্ততরাং সুলভং  
বিভবেক্ষণম । স্ততমবাপ কথঞ্চিদয়ং দ্বিজো ন খলু  
বীক্ষিতুমৈকং স্ততোদয়ং ॥ ১২ ॥ স্ততমদীদহদাত্ত-  
সনাভিভিঃ পিতরমশ্রু শিশো জর্জনী ততঃ । সম-  
ন্যূনতবতী ধবখণ্ডিতাঃ স্বজনতা মুনিশোকহরৈঃ  
পদৈঃ ॥ ১৩ ॥ কৃতবতী স্ততচোদিতমক্ষমা নিজ-  
জনৈরপি কারিতবত্যসৌ । উপনিনীষুরভূৎ স্তত-

দ্বিজঃ স্ততং কথঞ্চিদবাপ পরস্ত স্ততশ্চ বৈভবঃ দ্রষ্টুং সমর্থো  
নৈবাবুৎ ॥ ১২ ॥ তদনন্তরমশ্রু শকরশ্চ পিতরং শিশো জর্জনী  
অসপিণ্ডৈরদীদহৎ । ততো ধবেন পত্যা খণ্ডিতাঃ রহিতাঃ  
সতীঃ স্বজনতা মুনিশোকহরৈঃ পদৈঃ তামত্যজসংবাসঃ কস্ত-  
চিৎ কেনচিৎ কচিদপি স্নেহশরীরেণ ন কিমুতানৈঃ পৃথগ-  
জনৈরিত্যাदिभिः ~~সমাখ্যাসিতবতী~~ ॥ ১৩ ॥ স্ততশ্চ যদ্বিহিতঃ

এই সংসারে প্রথমত পুত্রদর্শনই দুর্লভ, পুত্র-  
বিভবদর্শন তদপেক্ষা অধিকতর দুর্লভ । এই  
বিষয়ে শিশুরই তাহার নিদর্শন । কারণ, এই  
ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে পুত্র পাইয়াছিলেন কিন্তু পুত্র-  
বিভব দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই । ১২ ।

অনন্তর এই শিশুর জননী জ্ঞাতিদ্বারা শকরের  
পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করাইলেন । পরে  
পতিরহিত সেই সতীকে আত্মীয় জন সকল মৃত্যু-  
শোকনাশী বাক্যদ্বারা আশ্বস্ত করিয়াছিল । ১৩ ।

স্তবব্যক্তির যাহা কর্তব্য কর্ম তাহা স্মরণ  
করিতে আরম্ভ করিলেন, যে বিষয়ে অসমর্থ হই-  
তেন, সে বিষয়ে আত্মীয় জনদ্বারা তাহা করাইতে  
লাগিলেন । এবং সংবৎসরের মধ্যে যে সমস্ত  
কার্য ( মাসিক সপিণ্ডীকরণাদি ) অবশিষ্ট ছিল

মাত্মনঃ পরিসমাপ্য চ বৎসরদীক্ষণং ॥ ১৪ ॥ উপ-  
নয়ং কিল পঞ্চমবৎসরে প্রবরযোগযুক্তে শুভমুহূ-  
র্তকে । দ্বিজবধূ নিয়তা জননী শিশো ব্যধিত ভৃক্-  
মনাঃ সহ বন্ধুভিঃ ॥ ১৫ ॥ অধিজগে নিগমাংশচতু-  
রোহপি স ক্রমত এব গুরোঃ স ষড়ঙ্গকান্ ।  
অজনি বিস্মিতমত্র মহামতো দ্বিজস্তুতেহগ্নতানী  
জনতামনঃ ॥ ১৬ ॥ সহনিপাঠযুতা বটনঃ সম-

স্নেহন কর্তুং শকাঃ তৎ স্মরণং কৃতবতী । যত্রাসমর্থী তৎসম্বন্ধনৈ-  
রপ্যাসৌ সতী কারিতবতী । কিঞ্চ সংবৎসরদীক্ষাং পরিসমাপ্য  
পশু স্ততমুপনিনীষুরভূৎ ॥ ১৪ ॥ প্রবরযোগযুক্তে শ্রেষ্ঠযোগযুক্তে  
নিয়তা নিয়মযুক্তা উপনয়ং ব্যধিত কৃতবতী ॥ ১৫ ॥ শিক্ষাদিভিঃ  
ষড়্ভিরঙ্গৈঃ সহিতান্ চতুরোহপি বেদান্ ক্রমেণ স গুরোঃ স-  
কাশাদধিজগেহধ্যয়নেন অবাপ । অত্রাস্মিন দ্বিজস্তুতেহগ্নশরীরে  
মহামতো সতি জনতায়া হৃদয়ং বিস্ময়মজায়ত অত্রাস্মিন  
লোক ইতি বা ॥ ১৬ ॥ সহনিপাঠঃ সহাধ্যয়নং তেন যুতাঃ

তাহা সমাপ্ত করিয়া আপন পুত্রের উপনয়ন দিবার  
জন্য ইচ্ছা করিলেন । ১৪ ।

নিয়মযুক্ত ব্রাহ্মণপত্নী সন্তুর্কমনে বন্ধুজনের সহিত  
পঞ্চমবৎসরে শ্রেষ্ঠযোগযুক্ত শুভমুহূর্তে পুত্রের  
উপনয়ন দিলেন । শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্তি,  
ছন্দ, জ্যোতিষ এই ষড়ঙ্গ চতুর্বেদ ক্রমশঃ গুরুর  
নিকট হইতে অধ্যয়ন করিলেন । এই ব্রাহ্মণকুমার  
ক্ষুদ্রকায় হইলেও মহাবুদ্ধিমান ছিলেন বলিয়া  
ইহাতে জনসাধারণের হৃদয় বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিল ।  
যাঁহাদের সঙ্গে সহাধ্যয়ন করিতেন সেই সকল  
ব্রাহ্মণ পুত্রগণ দ্বিজপুত্রের সহিত পাঠ করিতে  
সমর্থ হয় নাই । অধিক কি, মহা অধ্যাপনা



পাঠিতুমৈশত ন বিজস্বতুনা । অপি গুরু কিশয়ঃ  
প্রতিপেদিবান্ ক ইব পাঠয়িতুং সহসাক্ষমঃ ॥ ১৭ ॥  
অত্র কিং স বদশিক্ষিত সৰ্ব্বাংশ্চিত্রমাগমগণানুবৃত্তঃ ।  
• দ্বিত্রিমাষপঠনাদভবদ্বস্তত্র তত্র গুরুণা সমবিদ্যাঃ  
॥ ১৮ ॥ বেদে ব্রহ্মসমস্তদক্ষনিচয়ে গার্গ্যোপমস্তৎ  
কথাতাৎপর্য্যার্থবিবেচনে গুরুসমস্তৎকর্ম্মসংবর্ণনে ।

বটবো দ্বিজপুঞ্জেন সহ পঠিতং সমথা নাভুবন । কিঞ্চ সহসা  
পাঠয়িতুং কঃ সমর্থ ইতি সংশয়ঃ গুরুরপি প্রাপ্তবানিব ॥ ১৭ ॥  
যো দ্বিত্রিমাষপঠনাৎ তত্র তত্র শাস্ত্রে গুরুণা তুল্যবিদ্যোহ-  
ভবৎ । স গুরুমনুষ্যতো যৎসৰ্ব্বাণাগমগণান্ শিক্ষিতবানত্র  
কিং চিত্রং ন কিমপীত্যর্থঃ স্বাগতাঃ ॥ ১৮ ॥ বেদে ব্রহ্মসমস্ততু-  
ল্যতুল্যঃ আসীৎ । বেদাঙ্গসমুদায়ে শিক্ষাদৌ গার্গ্যসদৃশ  
আসীৎ । বেদতদঙ্গকথাতাৎপর্য্যবিবেচনে বাচস্প্যিতুল্য  
আসীৎ । বেদোক্তকর্ম্মসংবর্ণনে জৈমিনিরৈব আসীৎ । বেদ-  
বচনজন্তুতত্ত্বজ্ঞানশ্চ মূলে ব্যাসেনৈব তুল্যঃ । কিঞ্চ স মূর্ত্তিমান্  
নবানো ব্যাস ইব বাণীবিলাসৈ রুতঃ সংযত আসীৎ শার্দূল

করিতে সমর্থ ভাবিয়া এই বিষয়ে গুরুওয়েন সংশয়  
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । যে জন দুই তিন মাস অধ্য-  
য়ন করিয়া সেই সেই শাস্ত্রে গুরুর তুল্য হইয়া  
ছিলেন, সেই লোক গুরুর অনুবর্তী হইয়া সমস্ত  
আগম শাস্ত্র যে শিক্ষা করিবেন তাহাতে আর  
বিচিত্র কি ? । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ ।

বেদে ব্রহ্মার তুল্য, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গে  
গার্গ্যসদৃশ, বেদ ও বেদাঙ্গ কথার তাৎপর্য্য বিচারে  
ব্রহ্মস্পৃতির তুল্য, বেদোক্ত কর্ম্ম বর্ণনায় জৈমিনি-  
সদৃশ, এবং বেদবচনজন্তু তত্ত্বজ্ঞানের মূলে তিনি  
বেদব্যাস তুল্য ছিলেন । অধিকন্তু তিনি একরূপ

আমীজৈমিনিরৈব তদ্বচনজপ্রাদৌধকন্দে সমো  
ব্যাসেনৈব স মূর্ত্তিমানিব নবো বাণীবিলাসৈ রুতঃ  
॥ ১৯ ॥ আত্মাক্ষিকৈক্যে তস্ত্রে পরিচিতিরতুলা  
কাপিলে কাপি লেভে পীতং পাতঞ্জলান্তঃ পরমপি  
বিদিতং ভাট্টঘট্টার্থতত্ত্বম্ । যত্নৈঃ সৌখ্যং তদস্তা-  
নুরভবদমলাদৈতবিদ্যাসুখেহস্মিন্ কূপে যোহর্থঃ

॥ ১৯ ॥ আত্মাক্ষিকী তর্কবিদ্যা তেনৈকি সমাগীক্ষিতা । কাপিলে  
তস্ত্রে কপিলপ্রণীতে সাংখ্যশাস্ত্রে অমুপমা কাপি পরিচিতিঃ পরি-  
চয়ো লেভে কাম্বলি লিট্ তেন লক্কেত্বার্থঃ । পতঞ্জলিপ্রণীত-  
শাস্ত্রাঙ্গকং জলং তেন পীতং । ভাট্টশ্চ ভট্টপাদপ্রণীতশ্চ বার্ত্তিকস্যা  
ঘট্টানাং প্রঘট্টকানাং অর্থশ্চ তত্ত্বং পরমপি তেন বিদিতং পরম-  
পীতশ্চ পূর্বেণ বা সম্বন্ধঃ । কিঞ্চ যত্নৈঃ তর্কশাস্ত্রাদিভিঃ  
সুখং তদস্য শ্রীশঙ্করাস্যামলক তদদ্বৈতক তস্য যা বিদ্যা অমলা  
চাসাংদ্বৈতবিদ্যোতি বা তস্যাঃ সুখেহস্মিন্নপরোক্ষেহগুরভবৎ ।  
কূপে যো জলপানাদিকূপোহর্থঃ স শোভনজলে বিস্তৃতে

বাক্য বিখ্যাস করিতেন যে, তাহাদ্বারা মূর্ত্তিমান্  
নূতন অপর এক বেদব্যাস বালিয়া প্রতীয়মান হই-  
তেন । তিনি সম্যক্ রূপে আত্মাক্ষিকী (তর্ক বিদ্যা)  
পর্যালোচনা করিয়াছিলেন । কপিলমুনিপ্রণীত  
সাংখ্য শাস্ত্রে কোন অনিবচনীয় পরিচয় লাভ  
করিয়াছিলেন । পতঞ্জলিপ্রণীত পাতঞ্জলদর্শনরূপ-  
জল পান করিয়া ছিলেন । এবং ভট্টপাদপ্রণীত  
বার্ত্তিক সূত্রের পদার্থ তত্ত্ব উত্তমরূপে জানিয়া-  
ছিলেন । অধিক কি, তিনি যত্নপূর্ব্বক তর্কশাস্ত্রাদি-  
দ্বারা যে সুখভোগ করিতেন, সেই অমল অদ্বৈত  
বিদ্যার প্রত্যক্ষ সুখে শঙ্করাচার্য্যের অন্তঃকরণ বিদা-  
মান ছিল । তাহার কারণ এই, কূপে জলপান কার-

স তীর্থে স্থপয়সি বিততে হস্ত নাস্তু ভবেৎ কিম্ ॥  
 ২০ ॥ সহি জাতু গুরোঃ কুলে বসন্ সবয়োভিঃ  
 সহ ভৈক্ষ্যালিপ্সয়া । ভগবান্ ভবনিন্দিজ্ঞানো  
 ধনহীনস্ত বিবেশ কস্মচিৎ ॥ ২১ ॥ তম-  
 বোচত তত্র সাদরং বটুবর্ষ্যং গৃহিণঃ কুটুম্বিনী ।  
 কৃতিনো হি ভবাদৃশেষু যে বরিবস্তাং প্রতিপাদয়ন্তি  
 তে ॥ ২২ ॥ বিধিনা খলু বঞ্চিতা বয়ং বিস্মরীতুং

বটবে ন শক্যম্ । অপি ভৈক্ষ্যানকিঞ্চনদ্বতো ধিগি-  
 দং জন্ম নিরর্থকঙ্গতম্ ॥ ২৩ ॥ ইতি দীনমুদা-  
 রয়ন্ত্যসৌ প্রদদাবামলকং ব্রতীন্দবে । করুণং  
 বচনং নিশম্য সোহপ্যভবজ্জ্ঞাননিধি দয়াদ্রবীধিঃ ॥  
 ২৪ ॥ স মুনি শ্রুতিংকুটুম্বিনীং পদচিহ্নৈ নব-  
 নীতকোমলৈঃ । মধুরৈরুপতস্থিবান্ স্তবৈ দ্বিজদা-  
 রিত্রাদশানিরুত্তয়ে ॥ ২৫ ॥ অথ কৈটভজিৎকুটুম্বিনী

সপাদৌ তীর্থে কিমপ্য ন ভবেদপি তু ভবেদেব । তথাচ স্মৃতিঃ ।  
 যাবানর্থ উদপানে সর্ষতঃ সংপ্লুতৌদকে । তাবান্ সর্ষেষ্ণু  
 বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজ্ঞানত ইতি অঃ ॥ ২০ ॥ এবমুতঃ স  
 ভগবান্ শঙ্করঃ গুরোঃ কুলে বসন্ কদাচিদ্ভৈক্ষ্যপ্রাপ্তৌচ্ছয়া  
 বয়স্যৈঃ সহ ধনহীনস্য কস্মচিদ্ বিপ্রস্য গৃহং প্রবিষ্টে-  
 বান্ বিয়ো ॥ ২১ ॥ যে ভবাদৃশেষু বরিবস্তাং পরিচর্যাং  
 প্রতিপাদয়ন্তি তে কৃতিনঃ কৃতার্থাঃ যে পুণ্যবস্তাঃ তে ভবাদৃশেষু  
 বরিবস্তাং প্রতিপাদয়ন্তি ইতি বা ॥ ২২ ॥ বয়স্ত দৈবেন বঞ্চিতাঃ

যতোহকিঞ্চনজ্ঞাং ভৈক্ষ্যমপি বটবে দাতুং ন শক্যম্ ॥ ২৩ ॥  
 ইত্যেবং দীনঃ কথয়ন্ত্যসৌ গৃহস্থস্য কুটুম্বিনী ব্রতিচন্দ্রায় শ্রীশঙ্ক-  
 রায়ামলকং প্রদর্শয় ভক্তিপূর্বকং দদৌ । তদীয়ং করুণং বচনং  
 শ্রুত্বা জ্ঞাননিধিঃ সোহপি দয়াদ্রবীজরভবৎ ॥ ২৪ ॥ স মুনিঃ  
 শ্রীশঙ্করঃ পদচিহ্নৈ নবনীতবৎ কোমলৈ ন ধুবৈঃ স্তবৈ শ্রুতাবা-  
 নুরবিদ্যারকসা বিষ্ণোঃ কুটুম্বিনীং লক্ষ্মীং দ্বিজদারিত্রাদশানিরু-  
 ত্তয়ে উপাসিতবান্ ॥ ২৫ ॥ অথানন্তরং কৈটভাখ্যাহর-

বার যে অর্থ নিশ্চল ও সুন্দর জলবিশিষ্ট, নিস্তৃত  
 গঙ্গাদি তীর্থে কি সেই অর্থ বা তাহার অন্তঃকরণ  
 আসক্ত হয় না ? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে  
 তাহাতে অধিকতর জলপানরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয় ও  
 ততোধিক অন্তঃকরণ সুখময় থাকে । ১৯ । ২০ ।

এরূপ গুণসম্পন্ন সেই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য  
 গুরুর কুলে বাস করিয়া কদাচিৎ ভিক্ষাপ্রাপ্তির  
 ইচ্ছায় বয়সাদিগের সহিত কোন ধনহীন ব্রাহ্মণের  
 গৃহে প্রবেশ করিলেন । ২১ ।

সেই গৃহস্থের পত্নী তথার আদরপূর্বক সেই  
 ব্রাহ্মণপ্রবর শঙ্করাচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন ।  
 ভবাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিদের উপর যাহারা পূজা

অর্পণ করেন তাহারাই ধনা । কিন্তু বিধাতা আমা-  
 দিগকে বঞ্চিত করিয়াছেন, কারণ দারিদ্র্যবশতঃ  
 আমরা যখন ব্রাহ্মণকে ভিক্ষা বিতরণ করিতে  
 অসমর্থ, তখন আমাদের এই নিরর্থক ও অসার  
 জন্মে ধিক্ । ২২ । ২৩ ।

এইরূপে গৃহস্থপত্নী করুণবাক্য বলিয়া ব্রতী-  
 দিগের মধ্যে চন্দ্রস্বরূপ শ্রীশঙ্করকে ভক্তিপূর্বক  
 আমলকীফল দান করিলেন । জ্ঞাননিধি শঙ্করা-  
 চার্য্য তদীয় করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত  
 দয়াদ্রুচেতা হইলেন । সেই মুনি শঙ্করাচার্য্য  
 ব্রাহ্মণের দারিদ্র্যদশার অপনোদনার্থে বিচিত্রপদ-  
 বিন্যাস পূর্ণ ও নবনীতের মত কোমল মধুর স্ততি-  
 দ্বারা মুরারির পত্নী লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করিতে  
 লাগিলেন । ২৪ । ২৫ ।

তড়িহুদামনিজাঙ্গকান্তিভিঃ। সকলাশ্চ দিশঃ  
প্রকাশয়ন্ত্যচিরাদাবিরভূতদগতঃ ॥ ২৬ ॥ অভি-  
বন্দ্য সুরেন্দ্রবন্দিতং পদযুগ্মং পুরতঃ কুতাজ্জলিম্।  
ললিতস্তুতিভিঃ প্রহর্ষিতা তযুবাচ স্মিতপূর্বকং বচঃ ॥  
২৭ ॥ বিদিতং তব বৎস ! হৃদগতং কৃতমেভি ন  
পুরাভবে শুভম্। অধুনা মদপাঙ্গপাত্রতাং কথমে-  
তে মহিতামবাগ্ন্যুঃ ॥ ২৮ ॥ ইতি তদ্বচনং হি

অনন্তরঃ বিষ্ণোঃ কুটুম্বিনী বিদ্যাহুদামভিঃ স্বতন্ত্রাভিঃ স্বাঙ্গানাঃ  
কান্তিভিঃ। সকলা অপি দিশঃ প্রকাশয়ন্তী সদাঃ শ্রীশঙ্ক-  
রাগ্রে প্রাহরভূৎ ॥ ২৬ ॥ দেবেন্দ্রবন্দিতং পদযুগ্মং অভিবন্দ্য  
কুতাজ্জলিঃ পুরতঃ স্মিতং শ্রীশঙ্করং ললিতস্তুতিভিঃ প্রহর্ষ-  
প্রাপ্তাঃ স্মিতপূর্বকং বচনমুবাচ ॥ ২৭ ॥ পুরাভবে পূর্বজন্মনি  
মদপাঙ্গসা মদীয়রূপাঙ্গসা পাত্রতালক্ষণাং পূজ্যতাম্ ॥ ২৮ ॥

অনন্তর কৈটভাসুরের বিদারয়িতা শ্রীকৃষ্ণের  
পত্নী কমলাদেবী, বিদ্যুতের তুলা তেজস্বী স্বকীয়দেহ-  
কান্তিদ্বারা দশদিক্ আলোকিত করিয়া অচিরাৎ  
শঙ্করাচার্যের সম্মুখে আবিভূত হইলেন। দেবেন্দ্র-  
বন্দিত কমলাদেবার চরণযুগল বন্দনা করিয়া কুতা-  
জ্জলি হইয়া শঙ্করাচার্য্য সম্মুখে উপস্থিত হইলে  
লক্ষ্মী দেবী তাঁহার সুললিত স্তবে আহ্লাদিত  
হইয়া তাঁহাকে স্নিতমধুর বাক্য বলিতে লাগিলেন।  
২৬। ২৭।

হে বৎস ! আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায়  
জানিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহারা পূর্বজন্মে  
কোন শুভকর্ম্ম করে নাই, অতএব এক্ষণে কি  
করিয়া আমার রূপাকটাক্ষের পাত্র হইয়া সকলের  
পূজা গ্রহণ করিতে পারিবে ? ২৮।

শুশ্রূষাম্নিজগাদাম্ ! ময়ীদমর্পিতম্। ফলমদ্য দদাম  
তৎফলং দয়নীয়ে। যদি তেহহমিন্দিরে। ॥ ২৯ ॥  
অমুনা বচনেন তোষিতা কমলা তদ্বচনং সমস্ততঃ।  
কনকামলকৈরপূরয়জ্জনতায়্যা হৃদয়ঞ্চ বিস্ময়ৈঃ ॥ ৩০ ॥  
অথ চক্রভূতো বধূময়ে স্কৃতেহস্তর্দ্ধিমুপাগতে সতি।  
প্রশংসাস্বরতীব শঙ্করং মহিমানং তমবেক্ষ্য

ইতি তদ্বচনং শ্রদ্ধা স উবাচ। হে অম্ব ! যদ্যপোবাং তথাপ্যাদ্যদ-  
মামলকাখ্যং ফলং ময়্যর্পিতং তস্য ফলং দদাম। হে ইন্দিরে !  
যদ্যহং তথাহুকম্পাঃ ॥ ২৯ ॥ অমুনা তথাভূতেন বচনেন  
শ্রীশঙ্করেণ বা তোষিতা লক্ষ্মীঃ সূবর্ণামলকৈঃ সমস্তাং বিজগৎ-  
মপূরয়ৎ ॥ ৩০ ॥ অথ চক্রধরস্য বিষ্ণোঃ কীধূময়ে পুণ্যোহস্তর্ধানঃ  
গতে সতি তথাভূতঃ মহিমানমবেক্ষ্য বিস্ময়ং প্রাপ্তাঃ জনাঃ

তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য  
বলিতে লাগিলেন। হে জননি ! হে কমলবাসিনি !  
আমি যদি আপনার অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকি  
তবে আপনি আমাকে যে আমলকী ফলদান করি-  
য়াছেন সেই ফলই অদ্য সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের  
ফলস্বরূপ হউক। ২৯।

কমলাদেবী শঙ্করাচার্য্যের এই বচনে সন্তুষ্ট  
হইয়া সেই ব্রাহ্মণের ভবনের চারিদিকে কনকময়  
আমলকী ফলদ্বারা ও জন সকলের অন্তঃকরণ  
বিস্ময় পদার্থে পরিপূর্ণ করিলেন। ৩০।

অনন্তর চক্রধর বিষ্ণুর পত্নীরূপ স্কৃতি অন্তর্ধান  
হইলে তাদৃশ মহিমা দর্শন করিয়া জনগণ বিস্মিত  
হইয়া শঙ্করাচার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিতে  
লাগিল। স্বর্গে বেক্রপ কল্পবৃক্ষ, ধরাতলে রূপা-  
গুণাবলম্বী সেইরূপ শঙ্করাচার্য্য। এবং প্রিয় ও



বিস্মিতাঃ ॥ ৩১ ॥ দিবি কল্পতরু যথা তথা ভূবি  
কল্যাণগুণো হি শঙ্করঃ । সুরভূসুরয়োরপি প্রিয়ঃ  
সমভূদিষ্টবিশিষ্টবস্তুদঃ ॥ ৩২ ॥ অমরস্পৃহণীয়স-  
ম্পদং দ্বিজবর্গ্যস্ত নিবেশয়ান্নবান্ । স বিধায় যথা-  
পুরং গুরোঃ সবিধে শাস্ত্রবরাণ্যশিক্ষত ॥ ৩৩ ॥ বর-  
য়েনমবাধ্য ভেজিরে পরভাগং সকলাঃ কলা অপি ।  
সমবাধ্য নিজোচিতং পতিং কমনীয়া ইব বাম-  
লোচনাঃ ॥ ৩৪ ॥ সরহস্যসমগ্রশিক্ষিতাখিল-

শ্রীশঙ্করমত্যানুঃ প্রশংসনঃ ॥ ৩১ ॥ স্বর্গে কল্পতরু যথা তথা  
ভূমৌ কল্যাণগুণঃ শঙ্করঃ ইষ্টানি যানি শ্রেষ্ঠানি বস্তুনি তানি  
দদাকীতি তথাভূতঃ সমভূৎ । কিঞ্চ স তু দেবপ্রিয়োহরং তু  
দেবস্য বিপ্রস্য চ প্রিয়ঃ ॥ ৩২ ॥ এবমপ্রাকৃতং তচ্চারিতমুপ-  
বর্ণ্যোপসংহরতি । অমরৈর্ দেবৈঃ প্রার্থনীয় সম্পদ যন্মিত্তাদৃশং  
দ্বিজশ্রেষ্ঠস্য গৃহং বিধায় স আশ্রয়ান্ যথা পূর্কং গুরোঃ  
সবিধে সমীপে শাস্ত্রবরাণ্যশিক্ষত ॥ ৩৩ ॥ বামলোচনাঃ কপট-  
দৃষ্টয়ঃ স্ত্রিয়ঃ কমনীয়াঃ সুন্দরীঃ স্যোচিতং পতিং প্রাপ্য যথা  
পরং ভাগং ভাগাৎ প্রাপুঃ বস্তি । তথা সর্বাঃ কলা অপি এনং  
শ্রীশঙ্করঃ বরং প্রাপ্য পরং ভাগাৎ প্রাপুরিতার্থঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রেষ্ঠবস্তু দান করিতে সক্ষম বলিয়া শঙ্করাচার্য্য  
দেবতা ও ব্রাহ্মণ এই উভয়েরই প্রিয় হইয়া  
ছিলেন । ৩১ । ৩২ ।

অমরগণ যে সম্পৎ প্রার্থনা করিয়া থাকেন সেই  
সম্পত্তি দ্বারা ব্রাহ্মণের গৃহ ভূষিত করিয়া আত্ম-  
তত্ত্বজ্ঞ শঙ্করাচার্য্য পূর্বে যে রূপ শাস্ত্র শিক্ষা করি-  
তেন সেইরূপ পুনরায় গুরুর নিকটে যাইয়া প্রধান  
প্রধান শাস্ত্র সকল শিক্ষা করিতে লাগিলেন । ৩৩ ।

কপট-দৃষ্টি সুন্দরী কামিনীগণ আত্মগুণানুরূপ  
পতি পাইয়া যে রূপ উৎকৃষ্ট ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা

বিদ্যস্ত যশস্বিনো বপুঃ । উপমানকথা প্রসঙ্গমপ্য-  
সহিষ্ণু শ্রিয়মম্বপদ্যত ॥ ৩৫ ॥ জয়তিস্ম সরোরুহ-  
প্রভামদকুণ্ডীকরণক্রিয়াচণং । দ্বিজরাজকরোপলা-  
লিতং পদযুগ্মং পরগর্বহারিণঃ ॥ ৩৬ ॥ জলমিন্দু-

সরহস্তঃ সমগ্রং যথাস্থাত্তথা শিক্ষিতা অখিলা বিদ্যা যেন তথা-  
ভূতস্ত যশস্বিনঃ শ্রীশঙ্করস্ত বপুঃ শরীরং উপমানকথারাঃ প্রসঙ্গ-  
মপ্যসহিষ্ণু অপূর্বাঃ শোভাং প্রাপ্তবৎ ॥ ৩৫ ॥ অথ শ্রীশঙ্করস্ত  
পাদাদ্যবস্রবং বর্ণয়িষ্যাদেঁ তদীয়পদযুগ্মং বর্ণয়তি জয়তিস্মে-  
তাদিনা । সরোরুহস্ত কমলস্ত যঃ প্রভামদস্তস্ত যা কুণ্ডীকরণক্রিয়া  
তয়া বিস্তং প্রভীতং তেন বিস্তচক্ষুপ্চণপাবিত্তি সূত্রেণ চণপ্  
প্রভায়ঃ । যতো দ্বিজরাজস্য চন্দ্রস্ত কটৈঃ কিরণৈঃ দ্বিজরাজানাং  
বিপ্রাণাং হস্তৈশ্চোপলালিতং পরেবার বাদিনাং গর্বং হর্কুং  
শীলমস্ত চরযুগ্মং জয়তি স্ম ॥ ৩৬ ॥ যদি জলং ইন্দুমণিঃ চন্দ্র-

করে, সেইরূপ সমস্ত কলা (শাস্ত্র) বরেণ্য শঙ্করকে  
প্রাপ্ত হইয়া উৎকৃষ্ট ভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া ছিল । ৩৪ ।

যিনি সমগ্র বেদাদি শাস্ত্রের সহিত সকল শাস্ত্র-  
শিক্ষা করিয়া ছিলেন, সেই যশস্বী শঙ্করাচার্য্যের  
শরীর (কাহারও সহিত কিরূপে কি করিয়া) যদ্যপি  
উপমান কথার প্রসঙ্গ পর্য্যন্তও সহ্য করিতে অপা-  
রগ হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার শরীর এক অনুপম  
শোভা ধারণ করিয়া অতিশয় প্রীতি-বর্দ্ধন হইয়া  
উঠিল । ৩৫ ।

বাদীদিগের গর্বহারী শঙ্করাচার্য্যের পদযুগল  
শতদলের সৌন্দর্য্যগর্ব বর্ধ করিয়া এবং দ্বিজ-  
রাজ-কর (ব্রাহ্মণ হস্ত ও চন্দ্রকিরণ) দ্বারা পরিশো-  
ভিত ও উপসেবিত হইয়া উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইতে লাগিল ।  
জল যদি চন্দ্রকাস্তমণি নিঃসৃত করে, প্রসূর সকল  
যদি কমল হয়, যদি সেই কমল হইতে সরোবর

মণিং অবদ্যদি যদি পদ্মং দৃষদন্ততঃ সরঃ । যদি  
তত্র ভবেৎ কুশেশয়ং তদমুখ্যাজি ভুলামবাগ্নুয়াৎ ॥ ৩৭  
পাদৌ পদ্মসমৌ বদন্তি কতিচিচ্ছ্রীশঙ্করস্যানঘৌ  
বক্তুং চ দ্বিজরাজমণ্ডলনিতং মৈতদ্বয়ং সাম্প্রতম্ ।  
প্রেম্যঃ পদ্মপদং কিল ত্রিজগতি খ্যাতঃ পদং দত্ত-  
বানন্তোজে দ্বিজরাজমণ্ডলশতৈঃ প্রেয্যৈরুপাস্যঃ  
মুখম্ ॥ ৩৮ ॥ মুহঃ সন্তো নৈজং হৃদয়কমলং নির্মল-

কাস্তং মণিঃ অবৎ । যদি চ দৃষদঃ কমলং ভবেৎ । যদি চ তস্মাৎ  
সরস্তভাগো ভবেৎ । যদি চ তস্মিন্ সরসি কুশেশয়ং ভবেৎ । তদা  
তৎ কমলং অমুখ্য পাদদাদৃশ্যং প্রাপ্নুয়াৎ । সন্তাবনঃ যদিখং  
তাদিত্তাহোহন্তম্ সিদ্ধয়ে ॥ ৩৭ ॥ কেচিচ্ছ্রীশঙ্করস্তানঘৌ পাদৌ  
পদ্মসমৌ বদন্তি । মুখঞ্চ চন্দ্রমণ্ডলসমং বদন্তি । নৈতদ্বয়ং  
তাস্যং । যতঃ প্রেয্যোহমুচরো জগতি খ্যাতঃ পদ্মপদঃ পদ্মে  
পদং দত্তবান্ । যথা মুখং ব্রাহ্মণলক্ষণং চন্দ্রমণ্ডলশতৈঃ প্রেয্যৈ-  
রুপাস্যম্ । অত্র নৈতদিত্তাদিনোপমিতানিষ্পত্তেকদবাটনাং প্রতী-  
পালকারঃ । বর্ণোনাত্তসোপমায়া অনিষ্পত্তিবচচ তদিত্তাক্তেঃ  
শাদৃশ্যং ॥ ৩৮ ॥ শ্রীশঙ্করপাদবদনয়োঃ পদ্মেদুভ্যামুকৃষ্টতঃ

জন্মে, যদি সেই সরোবরে কমল জন্মায়, তবে সেই  
কমল, শঙ্করাচার্যের একদিন পদসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতে  
পারে। কেহ কেহ শঙ্করাচার্যের পদযুগল পদ্ম-  
সদৃশ বলিয়া থাকেন এবং মুখ চন্দ্রতুল্য বলিয়া  
বর্ণনা করিয়া থাকেন; কিন্তু এই দুইটাই অত্যাশ্চর্য্য।  
কারণ, ত্রিজগদ্বিখ্যাত অনুচর কমলনিবাসী ব্রহ্মা,  
কমলে পদার্পণ করিয়াছেন এবং মুখ, অনুচর দ্বিজ-  
প্রবররূপ মণ্ডলশতদ্বারা সর্বদা উপাসনীয়। যোগী-  
শ্রুগণ স্বীয় হৃদয়কমল অত্যন্ত নির্মল করিবার  
নিমিত্ত হৃদয় কমলে শঙ্করাচার্যের চরণ কমল অবি-

তরং বিধাতুং যোগীশ্রমাঃ পদকমলমগ্নিমিদধতি ।  
তুরাপাং শক্রাদৌ বর্মমতি বদনং যম্ববস্থধাং ততো  
মন্তো পদ্মাং পদমধিকমিন্দোশ্চ বদনম্ ॥ ৩৯ ॥  
তত্ত্বজ্ঞানফলেগ্রহি ঘনতরব্যামোহ যুষ্টিক্ষয়ো নিঃশেষ-  
বাসনোদরস্তরিরঘপ্রাগ্ভারকূলক্ষয়ঃ । লুটাকো মদ-

প্রকারান্তরেণ দর্শয়তি মুহুরিতি । সন্তো যোগীশ্রমাঃ স্বীয় হৃদয়  
কমলং নির্মলতরং বিধাতুমগ্নিন্ হৃদয়কমলে শ্রীশঙ্করস্য পদ-  
কমলং নিদধতি স্থাপয়ন্তি । যদ্বদ্ব্যচেষ্টাদৌ তুরাপাং তুরাপাং  
ব্রহ্মলক্ষণং নবাং স্থাং মুখমুদগিরতি উদয়তি । যৎ যসোতি  
বা ততস্তস্মাৎ পদ্মাং পদং চন্দ্রাচ্চ মুখমুকৃষ্টং মনো নিখলং ॥  
৩৯ ॥ তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণং ফলং গৃহীতীতি তত্ত্বজ্ঞানফলেগ্রহিঃ  
ফলেগ্রহিরাস্তরিরঘেভ্যাপদস্যোদঃ তত্ত্বং গ্রহেরিন্ প্রভাষ্য  
নিপাত্যতে । পুনশ্চ ঘনতরো যো ব্যামোহোহকর্ত্তা অক্ষুর-  
রূপস্তং মুখ্যো নিষীডা ধরতি পিবতীতি । তথা পুনশ্চ নিঃশেষ-  
বাসনৈর্ভক্তানাং সমস্তদুঃখৈরুদরং বিভর্ত্তীতি । তথা সর্ব-  
বাসমতক্ষকঃ । পুনশ্চ তেষামঘস্যাপাস্য যঃ প্রাগ্ভারোহতিশয়  
স্তস্য কূলং তটং কষতি নাশয়তীতি তথাভূতনদীবৎ যলোদ্ভূ-  
লকঃ । পুনশ্চ মদমৎসরদস্তাদিপংক্তে লুটাকঃ অপহারকঃ ।

শ্রান্ত স্থাপন করিয়া থাকেন। কারণ, ইন্দ্রাদি দেব-  
তাগণ যে স্ত্রধা প্রাপ্ত হন নাই, শঙ্করাচার্যের মুখ  
সেই নবীন ব্রহ্মস্বধা বমন করিয়া থাকে। স্তত্রাং  
তঁাহার চরণ, কমল হইতে ও তঁাহার বদন চন্দ্র  
হইতে উৎকৃষ্ট হইবে বিচিত্র কি?। আচার্যের চরণ  
তত্ত্বজ্ঞানরূপ ফল গ্রহণ করিয়া থাকে, “আত্মা অকর্ত্তা  
কিছু করে না, তিনি অপ্রকাশরূপ” ইত্যাদি  
মোহ সকল অতিশয় দলন করিয়া থাকে, ভক্তগণের  
গমস্তই দুঃখ উদরমাৎ করিয়া থাকে, প্লাপরাশির  
সমূলে উন্মূলন করিয়া থাকে, মদ, মাংসর্গ্য ও

মৎসরাদিবিততেস্তাপত্রয়ারুস্তদঃ পাদঃ স্যাদ-  
মিতম্পচঃ করুণয়া ভদ্রকরঃ শঙ্করঃ ॥ ৪০ ॥  
পদাঘাতক্ষেপটত্রণকিণিতকার্ত্তান্তিকভূজং প্রঘাণ-  
ব্যাঘাতপ্রণতবিমতদ্রোহবিরুদ্ধম্ । পরং ব্রহ্মৈ-  
বাসৌ ভবতি তত এবাস্য নূপদং গতায় স্মারাত্তীন

তাপানামাধ্যাত্মিকাদিদৈবিকাধিভৌমিকানাং ত্রয়ং তস্যারুস্তদো-  
নম্যম্পক বিনাশকঃ । তথা মিতং পচতীতি মিতম্পচঃ কদর্যঃ  
কদর্যো রূপণকুদ্ভিকম্পচানমিতম্পচ ইত্যমরঃ । তদ্বিলক্ষণে-  
হমিতম্পচোক্তাদারঃ এবধিধঃ শঙ্করঃ পাদঃ কল্যাণকরঃ স্যাৎ  
শাদূলং ॥ ৪০ ॥ যমকিস্করেভ্যো মার্কণ্ডেয়স্য রক্ষণসময়ে  
পদাঘাতেন বামচরণপ্রহারেণ যঃ ক্ষেপটস্তস্য ত্রণেন কিণিতৌ  
চিহ্নিতৌ কাষ্ঠান্তিকৌ কৃতান্তস্য যমস্য সম্বন্ধিনৌ ভূজৌ  
যেন তৎ । প্রঘাণো দারবাহপ্রকোষ্ঠে আগারৈকদেশে প্রঘাণঃ  
প্রঘাণশ্চেতি প্রঘাণশব্দনিপাতনাৎ । বৃৎপত্তিস্তপ্রবিশক্তিঃ  
ক্ষত্নৈঃ পাদৈঃ প্রকর্ষণেণ হস্ত ইতি বোধাত্তে । তেন যো ব্যাঘাতঃ  
প্রাদপ্রহারঃ তেন প্রণতস্য দীপনমস্মারবৎ প্রকর্ষণেণ নতস্য নম্রী-  
ভূতস্য যে ব্যাঘাতান্তরা বিমতাঃ শত্রবস্তেযাদ্রোহ ইতি বিরুদ্ধঃ  
প্রখ্যাতিকরণং নামধেয়ঃ যস্য বিরুদ্ধশব্দো দেশীয়শব্দঃ । তৎপরং  
ব্রহ্মৈবাসৌ শ্রীশঙ্করো ভবতি । ততস্তস্মাদেবাস্য পদং শোভনং  
চরণং জগতাদ্যাপি মহতোহঙ্কুদ্রস্বভাবান্ গতায় অজ্ঞান-

দজ্ঞাদির অপহরণ করিয়া থাকে, আধ্যাত্মিক, আধি-  
ভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ তাপের বিনাশ  
করিয়া থাকে, এবং তাহা অতিশয় উদার ও সকলের  
কল্যাণকর । যম কিস্করেরা আসিয়া যখন মার্কণ্ডেয়  
মুনিকে বন্ধন করে, তৎকালে পদপ্রহারে যিনি  
কৃতান্তবাহু, ত্রণচিহ্নিত করিয়া ছিলেন । গৃহের  
একদেশ বহির্দ্বার প্রকোষ্ঠে পদপ্রহার দ্বারা প্রণত  
হনের বাহ্য ও আন্তরিক শত্রু সমুদায়ের হিংসা কার্য্যে  
যাঁহার নাম বিখ্যাত সেই পরমব্রহ্মই শঙ্করাচার্য্য ।  
কৃত এব তাহার সুন্দরচরণ জগতে অদ্যাপি উদার-

জগতি মহতোহদ্যাপি তনুতে ॥ ৪১ ॥ প্রাপ্তস্য  
ভূদয়ং নবং কলয়তঃ সারস্বতোজ্জ্বলং স্বা-  
লোকেন বিধৃতবিশ্বতিমিরম্যাসন্নতারস্ব চ । তাপং  
নস্তুরিতং ক্ষিপন্তি ঘনতাপস্রং প্রসম্মা যুনেরাহ্লা-  
দঞ্চ কলাধরস্ব মধুরাঃ কুর্কন্তি পাদক্রমাঃ ॥ ৪২ ॥

নিবৃত্তয়ে শরণং প্রাপ্তায় স্মারাধ্যা স্রসস্বকিনী যা আন্তিঃ যেভা-  
স্তথাভূতান্ কুরুতে শিঃ ॥ ৪১ ॥ নবমভূদয়ং প্রাপ্তস্য সার-  
স্বতঃ সামুদ্রমুজ্জ্বলমুলাসং কুরুতঃ স্বীয়প্রকাশেন বিধৃতং  
বিশ্বস্য তিমিরং যেন তস্যাসম্মা সন্নিবিঃ প্রাপ্তান্তারা যস্য তস্য  
কলাধরস্য ষোড়শকলস্য চন্দ্রস্য পাদক্রমাঃ কিরণপ্রচারাঃ  
প্রসম্মাঃ স্রজা বধা ঘনতাং প্রাপ্তং তাপং শীঘ্রং ক্ষিপন্তি নাশ-  
য়ন্তি আহ্লাদঞ্চ কুর্কন্তি । তথা নবমভূদয়ং প্রাপ্তস্য স্রসস্বতী-  
প্রতিপাদাং সারস্বতং ব্রহ্মতত্ত্বং তস্য উদ্দীপনং কুরুতঃ স্বস্য  
প্রত্যক্ চৈতন্যস্তালোকেন বিধৃতং বিশ্বম্যাজ্ঞানলক্ষণং তিমিরং  
যেন তস্য সনৈবোজ্জ্বলপাদ্যভাসলীলস্য সমস্তকলাধরমূনেঃ  
শ্রীশঙ্করস্য প্রসম্মাচরণন্যাসা নোহস্মাকজ্ঞানীভূতং সংস্রুতিলক্ষণং  
তাপং নাশয়ন্তি । আহ্লাদং ব্রহ্মানন্দ লক্ষণঞ্চ প্রকটয়ন্তী-

স্বভাব লোকদিগকে অজ্ঞান নিবৃত্তির নিমিত্ত  
মন্থথ যন্ত্রণার বশবর্তী করিয়া থাকে । নবোদিত  
ও নব উন্নতি প্রাপ্ত, সমুদ্রের ও ব্রহ্মতত্ত্বের উল্লাস  
ও উদ্দীপন-কারী, স্বীয়প্রকাশ দ্বারা জগতের অন্ধ-  
কার ও অজ্ঞানরূপ তিমিরনষ্ট করিয়া থাকে । যাঁহার  
সন্নিধানে সর্বদা তারাগণ অবস্থিত যিনি সর্বদা  
ওজ্জ্বল রূপাদির অভাসে একান্ত অনুরক্ত, ষোড়শ-  
কলাধারী চন্দ্র ও সমস্তকলাবিৎ মূনি শঙ্করাচার্য্যের  
কিরণপ্রচার ও চরণাবিস্তার নিশ্চল হইয়া দিবাভাগের  
ঘন উত্তাপ ও আমাদিগের ঘনীভূত সংসারতাপ  
শীঘ্র নাশ করিয়া ও আহ্লাদ এবং ব্রহ্মানন্দ



নতি দন্তে মুক্তিং নতমুত পদং বেতি ভগবৎপদস্য  
প্রাগল্ভ্যাজ্জগতি বিবদন্তে শ্রুতিবিদঃ । বয়স্তু  
ক্রমন্তুজনরতপাদাম্বুজরজঃপরীরস্তারস্তঃ সপদি  
হৃদি নির্বাণশরণম্ ॥ ৪৩ ॥ ধবলাংশুকপল্লবাবৃতং  
বিললাসোরুযুগং বিপশ্চিতঃ । অমৃতার্ণবফেনম-

৮১র্থঃ শাদূলং ॥ ৪২ ॥ কিং নতি নমস্কারো মুক্তিং দদাতি  
অথবা নমস্কৃতং ভগবৎপাদস্ত পদমিতি শ্রুতিবিদঃ প্রাগল্ভ্য-  
াজ্জগতি বিবাদং কুর্বাতি । তত্র বয়স্বেবং ক্রমঃ তস্ত শ্রীশঙ্কর-  
চরণস্ত ভক্তনে সেবায়াঃ যো রতন্তু পাদকমলস্ত রজসঃ হৃদয়  
আলিঙ্গনস্তারস্তঃ তৎকণমেব মোক্ষাশ্রয়ভূতো মুক্তিপ্রদ ইত্যর্থঃ ॥  
৮২ ॥ ৪৩ ॥ অথ তদীয়মুরুযুগং বর্ণয়তি । শ্বেতবস্ত্রলঙ্কণেন  
পল্লবেনাবৃতং বিপশ্চিত উক্লদয়ং বিললাস শুশ্রুভে তদ্বিশিষ্ট ।  
অমৃতার্ণবস্ত ক্ষীরসমুদ্রস্ত ফেনমঞ্জর্যা ছুরিতস্ত ব্যাংপুস্য ঐরাবতস্য  
কলস্ত শুভায়াঃ শস্তিঃ প্রশস্ত্যং বিভীতি যথা বিয়ো ॥ ৪৪ ;

প্রদান ও প্রকটিত করিয়া থাকে । নমস্কার করিলে  
সেই নমস্কার মুক্তিদান করিয়া থাকে, অথবা সনকজন  
নমস্কৃত ভগবানের পদপ্রদান করিয়া থাকে । শাস্ত্র-  
বিৎ পণ্ডিতগণ প্রাগল্ভ্য বচনে জগতে এই বিষয়ের  
অনেক কলহ করিয়া থাকেন । কিন্তু আমরা  
সেই বিষয়ে এইরূপ বলিয়া থাকি যে, যে জন আচা-  
র্যের সেবায় একান্ত অনুরক্ত, তাঁহার পদাম্বুজরজ  
হৃদয়ে আলিঙ্গন করিবার উপক্রমই তৎকণাৎ  
কেবল একমাত্র মোক্ষের আশ্রয় । ৩৬ । ৩৭ । ৩৮ ।  
৩৯ । ৪০ । ৪১ । ৪২ । ৪৩ ।

ক্ষীরসমুদ্রের ফেনমঞ্জরী দ্বারা পরিব্যাপ্ত ঐরা-  
বত হস্তীর শুণ্ড যেরূপ প্রশস্ত, তদ্রূপ পণ্ডিতবর  
শঙ্করাচার্যের ধবল বস্ত্র রূপ পল্লবদ্বারা পরিবেষ্টিত

ঞ্জরীচ্ছুরিতৈরাবতহস্তশস্তিভূৎ ॥ ৪৪ ॥ যদি হাটক-  
বল্লরীত্রয়াঘটিত। স্ফটিককুটভূতটী । স্ফুটমস্য  
তয়া কটীতটী তুলিতা স্যাৎ কলিতত্রিমেখলা ॥ ৪৫ ॥  
আদায় পুস্তকবপুঃ শ্রুতিসারমেকহস্তেন বাদিকৃত-  
তদগতকণ্টকানাং । উদ্ধারমারচয়তীব বিবোধমুদ্রা  
মুদ্রিততো নিজকরেণ পরেণ যোগী ॥ ৪৬ ॥ সুধী-

সুবর্ণবল্লীত্রয়াঘুক্ত। স্ফটিকময়স্য পুস্তকস্য তটী যদি ভবেত্তদা  
তয়া ভাদৃশতয়া কলিতা সম্পাদিতা ত্রিমেখলা যম্যাং সা অস্য  
শ্রীশঙ্করস্য কটীতটী তুলিতা স্যাৎ ॥ ৪৫ ॥ অথ তদীয়করৌ বর্ণয়তি  
আদয়েতি দ্বাভ্যাং । পুস্তকমেব বপুঃ শরীরং যস্ত কলচ্ছুরিতানাং  
সারঃ একহস্তেন বামকরেণ যোগী আদায় জ্ঞানমুদ্রাঃ তর্জনা  
কৃষ্টসংযোজনরূপাং উদ্বিভতাং পরেণ দক্ষিণেন নিজহস্তেন বাদি-  
কৃতানাং তন্মিন্ শ্রুতিসারে স্থিতানাং কণ্টকানাং উদ্ধারমারচয়তী-  
বেত্বাৎ প্রেক্ষা বসং ॥ ৪৬ ॥

উরুযুগল শোভা পাইতে লাগিল । স্ফটিকময়  
পর্বতের তটদেশ যদি তিনটী কনকবল্লীদ্বারা  
পরিবেষ্টিত হয়, ও তাহাতে যদি তিনটী মেখলা  
বেষ্টিত করিয়া থাকে । তবে, একদিন শঙ্করাচার্যের  
কটীতটের তুলনা হইতে পারে । ৪৪ । ৪৫ ।

যোগী শঙ্করাচার্য, পুস্তকাকৃতি বেদসার বাম-  
হস্তদ্বারা গ্রহণ করিয়া তর্জনী ও অঙ্গুলী-অঙ্গুলির  
সংযোজনরূপ জ্ঞানমুদ্রা-বিশিষ্ট দক্ষিণ হস্তদ্বারা  
বাদিকৃত কণ্টক ও শ্রুতিসার পুস্তকস্থিত কণ্টক  
সকলের যেন উদ্ধার করিতেছেন । “সুধীবর শঙ্ক-  
রাচার্যের করযুগল কল্লতরুর পল্লবতুল্য ।” অমল  
কমল যখন মনে করে আমি ইহার তুল্য তখন  
এই কর যুগল, আমার প্রভা দিবসে কিম্বা রাত্রি  
কালে চুরী করিয়া লইবে এই ভয়ে রাত্রি হইতে

রাজঃ কল্পক্রমকমলরাশৌ করবরৌ করোত্যেতো  
চেতসামলকমলং যৎসহচরং । রুচেশ্চোরাবেতাব-  
হনি কিমু রাত্রাবিতি ভিষা নিশাদেৱাপ্রাত নিজ-  
দলকবাটং ঘটয়তি ॥৪৭॥ রুচিরা তদুরঃস্থলী বভা-  
দররক্ষালবিশালমাংসলা । ধরণীভ্রমণোদিহশ্রমাৎ  
পৃথুশবেব জয়াশ্রয়াশ্রিতা ॥৪৮॥ পারঘপ্রথিমাপ-  
হারিণৌ শুভভাতে শুভলক্ষণৌ ভুজৌ । বাহরন্তর-

সুখীনাং মধ্যে রাজত ইতি সুখীরাট্ তত্র শ্রীশঙ্করশ্রেষ্ঠে কর-  
বরৌ কল্পক্রমপল্লবতুল্যাবিতি যদা যৎসহচরং যন্তুলামমলকম-  
লকোভাস করোতি । তদা রুচেশ্চোরাবেতৌ । তত্রাপি  
দিনে কিমু রাত্রাবিতি ভয়েন রাত্রৌ চৌরানাংমৎকালং তত্রি কৃৎস্না  
নিশাদেঃ সূর্যাস্তমারভ্য সূর্যোদয়পর্যন্তং স্বদলংঘটকং কপাটং  
ঘটয়তি যোক্তব্যমিতি ॥ ৪৭ ॥ অথ তদুরঃস্থলং বর্ণয়তি ।  
অররক্ষালবৎ কবাটকণিকবদিশালা চামো মাংসলা মাংস-  
ব্যাপ্তা চাক্তিমন্তেহবা তদুরঃস্থলী বভৌ লভন্তে । ধরণীং ভূমৌ  
ভ্রমণেনোদিতাক্ষুযাং জয়লক্ষ্মী আশ্রিতা শমোবেতার্থঃ ॥৪৮॥  
অথ তদাহভুজৌ বর্ণয়তি । বাহরন্তরশত্ৰুনিগ্রহে পবিঘপ্রখ্যাত-  
তাপহরণীলৌ পরিঘাদনিকতরপ্রখ্যাতিমন্তৌ বিজয়ন্তন্তুগ-

বতক্ষণ না সূর্যোদয় হয় এই সময় পর্য্যন্ত আপ-  
নার দলরূপ কপাট বন্ধ করিয়া থাকে । কারণ  
রাত্রিকালেই চৌরদের যথার্থ চুরী করিবার  
কাল, সুতরাং রাত্রিকালে দলসঙ্কোচ করা কমলের  
স্বাভাবিক ধর্ম্ম । ৪৬ । ৪৭ ।

কপাট ফলকের তুল্য বিশাল ও মাংসব্যাপ্ত  
তদায় সুন্দর বক্ষঃস্থল, ধরাতে ভ্রমণ করিয়া যখন  
তাহার পরিশ্রম উৎপন্ন হইল তখন তাহার অপনো-  
দনার্থে জয়লক্ষ্মীর অবলম্বিত শয্যার মতন তাহা  
শোভা পাইতে লাগিল । ৪৮ ।

শত্রুনিগ্রহে নিজয়ন্তন্তুগৌধুরন্ধরৌ ॥ ৪৯ ॥ উপ-  
বীতমমুবা দিভাতে বিসতন্তু ক্রয়মাণৌহৃদং । শর-  
দিন্দুমযুথপাণ্ডিমাতিশয়োল্লঙ্ঘনজাজিকপ্রভম্ ॥ ৫০ ॥  
সমরাজত কণ্ঠকম্বুরাড্ভগবৎপাদমুনে বদন্তবঃ ।  
নিবদঃ প্রতিপক্ষনিগ্রহে জয়শঙ্খধ্বনিতাগবিন্দত ॥৫১॥

লশ্চ ধুরন্ধরত ইতি কৌতন্তু লৌ শুভলক্ষণমন্তৌ শ্রীশঙ্করশ্রেষ্ঠে  
শুভভাতে ॥ ৪৯ ॥ অথ তদায়ং যজ্ঞোপবীতং বর্ণয়তি । মাংস-  
তন্তুভিঃ মৃগালতন্তুভিঃ ক্রয়মাণং সৌহৃদং যেন তৎ শরচ্চন্দ্রশ্চ  
কিরণমাং পাণ্ডিয়ঃ শেতভায়াঃ । অতিশয়োল্লঙ্ঘনে জাজিকা-  
হতিবেগবতী প্রভা যন্ত । জজ্বালোতিজবন্তুল্যো জাজ্বাকরিক-  
জাজ্বিকাবিত্যমরঃ । তদমুবা শ্রীশঙ্করশ্চ যজ্ঞোপবীতং দিভাতে  
রেজে ॥ ৫০ ॥ অথ তত্র কণ্ঠঃ বর্ণয়তি । ভগবৎপাদমুনেঃ কণ্ঠাশ্ব-  
কশঙ্করাজঃ সমরাজত । তং বিনিবন্ধি । ব উদ্ভবঃ কাবলমাত্মকি যত-  
ত্বো যৎকারণকঃ বস্মাদুদ্ভব উৎপত্তি র্যন্তোতি তথা যদুৎপন্ন ইতি  
বা নিবদো ঘোষঃ প্রতিপক্ষাণাং বাদিরূপাণাং শত্রুণাং নিগ্রহে  
জয়শঙ্খধ্বনিকাং প্রপ্তবান্ ॥ ৫১ ॥ অথ তত্র দন্তপাকিং বর্ণয়তি ।

বাহ ও আভ্যন্তরীণ বিপক্ষ সকল নিরোধ করি-  
বার জন্য ধুরন্ধর জয়ন্তন্তু সদৃশ ও পরিঘ (মুদগার)  
অপেক্ষা অধিকতর খ্যাতিসম্পন্ন শূলক্ষণ তদীয়  
ভুজবৃগল শোভা পাইতে লাগিল । ৪৯ ।

মৃগালতন্তু দ্বারা বাহার সৌহার্দ কৃত হইয়াছে,  
এবং শারদীয় শশধরের মযুখনালার শৈত্যগুণের  
উৎকর্ষ উলঙ্ঘন হেতু বাহার প্রভা অতিশয় বেগ  
বর্তী, আচার্য্যের ঈদৃশ যজ্ঞোপবীত শোভা পাইতে  
লাগিল । ৫০ ।

বাহার কণ্ঠধ্বনি হইতে সমুৎপন্ন ধ্বনি বাদী নিগ্র-  
হকালে জয় শঙ্খধ্বনির স্বরূপ হইয়া ছিল, আচা

অরুণাধরসঙ্গতঃ বিকঃ শুভে তস্য হি দন্ত-  
চন্দ্রিকা । নববিক্রমবল্লরীগতা তুহিনাংশোরিব শারদী  
ছবিঃ ॥ ৫১ ॥ অকপোলতলে বর্ষাস্থিনঃ শুভভাতে  
সিতভানুবর্চসঃ । বদনাশ্রিতভারতীকৃতে বিধিসঙ্ক-  
ল্লিতদর্পণাবিব ॥ ৫২ ॥ সমাসীতশ্রুত্যাং স্কৃতজলধেঃ  
সর্বজগতাং পরঃপারাবারাদজনি রজনীশো

৫১ প্রসিদ্ধবর্ণনাসঙ্গতঃ তস্য দন্তচন্দ্রিকাঃ বিকঃ শুভে । তত্র  
দৃষ্টাঙ্কঃ নববিক্রমো নবীনো রত্নরক্ষঃ । বিক্রমো রত্নরক্ষোহপি  
পবালেহপি পুমানর্থমিতি মেদিনী । তদ্বল্লরীগতা হিমাকরণস্য  
শরৎকালিকা ছবিঃ কান্তিঃ সখা শোভতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥  
অথ তদীয়কপোলতলে বর্ণয়তি । সিতভানোঃ শুভ্রাংশোঃ চন্দ্রস্য  
বজ্র ইব বর্জিতোজো বসঃ তস্য বর্ষাস্থিনঃ শোভনে কপোলতলে  
শুভভাতে । তথাভূতস্য বদনং যুগ্মমাত্রতা যা সরস্বতী তস্যঃ  
কৃতে তদর্পঃ রক্ষণা সঙ্কল্পিতৌ সঙ্কল্পেনোৎপাদিতৌ দর্পণাবিব ॥ ৫৩ ॥  
অথ তস্য মুখং বর্ণয়তি । সর্বজগতাং পুন্যমেব সমুদ্রস্তস্যাবহ-

য্যোর সেই কঠরূপ শঙ্করাজ শোভা পাইতে লাগিল ।  
৫১ ।

অরুণবর্ণ অপর সঙ্গত তদীয় দন্ত কোমুদী নবী-  
নরত্নরক্ষের মঞ্জরীর অন্তর্গত, হিমাংশুর শরৎকালীন  
ছবির মত শোভা পাইতে লাগিল । ৫২ ।

আচায়েব বদনমধ্যে যে সরস্বতী দেবী বাস  
করিয়া আছেন, তাঁহার নিমিত্ত বিদ্যাতা মনে মনে  
সঙ্কল্প করিয়া যে দুইখানি দর্পণ নির্মাণ করিয়া-  
ছেন, তাহার তুল্য, এবং চন্দ্রতুল্য তেজস্বী সেই  
বর্ষাস্থী শঙ্করাচার্য্যের সুন্দর কপোলযুগল শোভা  
পাইতে লাগিল । ৫৩ ।

সকল জনের সমাদৃত, সকল জগতের পুণ্যরূপ

বহুমতাং । সুধাধারোদগারঃ সুসদৃগনয়োঃ কিস্তু  
শশভূং সতাং তেজঃপুঞ্জঃ হরতি বদনং তস্য  
দিশতি ॥ ৫৪ ॥ পুরা ক্ষীরাজ্ঞোদধরহহ তনয়ঃ  
বদ্বিষয়তাজুযো দীনস্যাগ্রে ঘনকনকধারাঃ সমকি-  
রৎ । ইদং নেত্রং পাত্রং কমলনিলয়াপ্রীতিবিতাতে-

ভেনাভিমতাং বহুনামভিমতাদ্ভা তস্য শ্রীশঙ্করস্য মুখং সমাসাং ।  
পরঃপারাবারাং ক্ষীরসমুদ্রাবহমতাজ্জলমীশচক্রোহিকায়ত । অন-  
য়োরাসাচক্ষরোঃ সুধাধারায় উদগার উদ্বমনঃ সুসদৃক্ সুসদশঃ  
পরঃত্বয়ং বিশেষঃ শশভূচ্চক্ষুঃ সতাং নক্ষত্রাণাং তেজঃপুঞ্জঃ হরতি  
তস্য মুখং সতাং সজ্জনানং তদদতি । উপমেয়াভিধানাদ্ভাতি-  
রেকঃ । বাতিরেকো বিশেষশ্চেদুপমানোপমেয়যোরিত্যুক্তেঃ শিঃ  
॥ ৫৪ ॥ অথ তদীয়ং নেত্রদ্বন্দ্বং বর্ণয়তি । পুরা অহংকৃত্যশ্চযো  
বশ্ম মুনীশনেত্রস্ত বিষয়তাং গোচরতাং জুযতে সেবত ইতি ।  
তথা তস্য দীনস্যা ব্রাহ্মণকলত্রস্যাগ্রে ক্ষীরসমুদ্রকল্পা লক্ষ্মী ঘনী-  
ভূতসামলকাকারস্য সুবর্ণস্য ধারাঃ সমকিরৎ । তদ্বদং কমলা-

সমুদ্র হইতে আচার্য্যের মুখ উৎপন্ন হয় । এবং  
সর্ব-জনসম্মানিত ক্ষীরসাগর হইতে রজনীপাশ  
উৎপন্ন হইয়াছিল । সুতরাং শঙ্করাচার্য্যের মুখ  
ও শশধর যে সুধাবর্ণন করিবে ইহা বিচিত্র নহে ।  
কিন্তু পরস্পরের বিশেষ এই যে, শশধর সতের  
(নক্ষত্রদিগের) তেজোনাশ করিয়া থাকে, ও তাঁহার  
মুখ, সজ্জন দিগকে তেজঃপ্রদান করিয়া থাকে । ৫৪ ।

ইহা অতিশয় আশ্চর্য্য কথা—পূর্বে সমুদ্রতনয়া  
লক্ষ্মী দেবীকে মুনিবরের নেত্রগোচর হইয়াও  
দৈন্য দশাগ্রস্ত ব্রাহ্মণপত্নীর সমক্ষে ঘনীভূত আম-  
লকা কলাকৃতি সুবর্ণধারা বিকীর্ণ করিয়া ছিলেন ।  
কমলবাসিনী লক্ষ্মীদেবীর অপার প্রীতিভাজন সেই

মু'নীশশ্চ স্তোতুং কৃতস্কৃত এব প্রভবতি ॥ ৫৫ ॥

দুর্বারপ্রতিপক্ষদূষণসমুন্মেষকিতৌ কল্পনে সেতো-  
রপানবস্ত তাপসকুলৈগাক্ষশ্চ লঙ্কারয়ঃ । আপন্ন-

নয়া লক্ষ্মীততাঃ সৌতিসত্ততেঃ পাত্ৰং মু'নীশস্য নেত্রং স্তোতুং  
কৃতপুণ্য এব সমর্থো ভবতি ॥ ৫৫ ॥ অথ মু'নীশকটাক্ষাধরণতি ।  
যথা দুর্বারঃ প্রতিপক্ষঃ শত্রু ধো দূষণাখ্যো রাক্ষসস্তৎসমুন্মেষস্য  
সমুন্নাসস্য কিতৌ করে । কিত্তি নির্বাসে মেদিন্যাং কালভেদে করে  
দ্বিরাশিত্তি মেদিনী । তদ্বিবাসো যস্মিন্ সমুদ্রে তত্র সেতোঃ  
কল্পনে চানবস্য হুঃখরহিতস্য তাপসগণশাঙ্কস্য তথাহ্লাদকস্য  
শ্রীরামচন্দ্রস্য লঙ্কারা রাক্ষসপূর্ণ্যা অরয়ঃ অচ্ছকৌরাক্ষিতরক্ষ-  
দলঙ্কারা অতিকারাদিরাক্ষসজনিতসাধবসমুখঃ কটাক্ষাকুরাঃ ।  
আপন্নাস্তপ্রায়ান্ শাখামৃগান্ বানরান্ পুষ্পস্তি উজ্জীবরস্তি ।  
তথা দুর্বারাণাং প্রতিপক্ষাণাং যানি দূষণানি দুর্বারাণি চ তানি  
প্রতিপক্ষদূষণানীতি বা তেবাং সমুন্মেষস্য কিতৌ করে তদ্বি-  
বাসো যত্র যস্মিন্ স্থানে বাদিদূষণানি প্রসরস্তি তত্রৈতি যাবৎ ।  
সেতো জলবিধারকবত্ৰিধারকসেতোঃ সমাধানলক্ষণস্য কল্পনেহ-  
পানবস্য তাপসকুলচন্দ্রস্য লঙ্কানাং শাকিনীনাং কুলটানাং বা অরয়ঃ  
লঙ্কারক্ষঃপূরীশাখাশাকিনীকুলটাস্বেতি মেদিনী । তথাভূতাঃ  
অতিকারে স্থূলাদিদেহে য আত্মাভিমানলক্ষণো বিভ্রয়ো  
ভ্রান্তিভুং মুক্ততীত্যতিকারস্য যো বিভ্রম ইতি বা । অতিকাযো  
মহাংশচাসৌ বিভ্রম ইতি বা । তথাভূতা অচ্ছপয়োহক্খিবীচিবদ-

মুনিবরের ঈদৃশ নেত্রের স্তব করিতে কেবল স্কৃত-  
শালী লোকই সমর্থ ॥ ৫৫ ॥

যেৰূপ অনিবার্য্য শত্রু দূষণরাক্ষসের উল্লাসের  
ক্ষয় বিষয়ে অথবা উল্লাসছেদের নিবাসস্বরূপ সমুদ্রে  
এবং তথায় সেতুর কল্পনা বিষয়ে ও দুঃখ রহিত  
তপস্বীগণের চন্দ্রস্বরূপ অথবা তাঁহাদিগের আহ্লাদ-  
দাতা শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাপূরীর শত্রুস্বরূপ, নির্মল-  
কীরণবের তরঙ্গমত অলঙ্কার স্বরূপ, ও অতিকারাদি

নতিকারবিভ্রমমুখঃ সংসারিশাখামৃগান্ পুষ্পস্ত্যচ্ছ  
পয়োহক্খিবীচিবদলঙ্কারাঃ কটাক্ষাকুরাঃ ॥ ৫৬ ॥

নিঃশঙ্ককতিরক্ষকটককুলং মীনাঙ্কদাবানলজ্বালা  
সঙ্কলমার্তিপঙ্কিলতরং ব্যাধ্বতিধ্বংসিনম্ । সংসা-  
রাকৃতিমাময়চ্ছলচলদুর্বারদুর্বারণং মুখস্তি শ্রম-

লঙ্কারাঃ কটাক্ষাকুরাঃ আপন্নান্ জরামরণাদিলক্ষণাপত্তিব্যা-  
প্তান্ শরণাগতানিতি বা সংসারিলক্ষণান্ শাখামৃগান্ পুষ্পস্তি ।  
সংসারাখ্যহুঃখনিবৃত্তিপূৰ্ব্বকানলপ্রাপ্তিলক্ষণাং পুষ্টিং সম্পাদয়ন্তী-  
তার্থঃ শব্দঃ ॥ ৫৬ ॥ নবমুদারটীবদাচরন্তাঃ শ্রীশঙ্করস্য দৃষ্টের আভিতাঃ  
সত্যঃ সংসারাকারং শ্রমং মুখস্তি । তং বিশিনতি । নিঃশঙ্কা আক-  
স্মিতাঃ কতর এব রক্ষকটকাক্ষেবাং কুলানি যস্মিন্ । পুনশ্চ  
কামলক্ষণদাবানলজ্বালা ব্যাপ্তং আর্ন্তিলক্ষণকর্দমেনাতিশয়েন  
ব্যাপ্তং বিক্কো বিকটো বাহধর্মলক্ষণোহধ্বা মার্গো যস্মিন  
স্থতিধ্বংসিনঃ ধৈর্য্যনাশকঃ অমরা রোগান্তচ্ছলেন চলন্তো

রাক্ষস হইতে সমুৎপন্ন ভয়রাশির নিধনকর্তা, আচা-  
র্য্যের কটাক্ষফুরণ, মৃতপ্রায় বানরদিগকে উজ্জী-  
বিত করিয়া থাকে ; সেইরূপ অনিবার্য্য বাদীগণের  
যতপ্রকার দোষ আছে সেই সকল দোষ যে স্থানে  
বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তথায় এবং জলবিধারক-  
যস্ত্রের তুল্য মৃত-সমর্থনকারী সেতুর কল্পনাতেও  
যিনি নিষ্পাপ তাপস কুলের চন্দ্ররূপ তাঁহার, এবং  
শাকিনী প্রভৃতি যোগিনীগণ অথবা কুলটা কামিনী-  
গণের বিপক্ষস্বরূপ, ও স্থূলদেহে যেৰূপ আত্মাভিমান  
আছে, সেই আত্মাভিমানরূপ ভ্রমছেদী, এবং নির্মল-  
সমুদ্রের তরঙ্গমালার তুল্য যাহারা অলঙ্কারস্বরূপ  
ঈদৃশ কটাক্ষপ্রকাশ, জরামরণাদিরূপ বিপত্তিযুক্ত  
অথবা শরণাগত সাংসারিক মনুষ্যরূপ মর্কটদিগের



মাশ্রিতা নবস্থধারুটাপিতা দৃষ্টয়ঃ ॥৫৭॥ ত্রিপুণ্ড্রঃ  
কথাহঃ সিতভসিতশোভি ত্রিপথগাং কৃপাপারাবারং  
কৃতচন ধ্বনিং তং শ্রিতবতীম্ । বয়স্কেতদ্-  
ব্রমো জগতি কিল তিস্রঃ সুরুচিরাস্ত্ররীমৌলিবা-  
কৃতাপকৃতিভবাঃ কীর্তয় ইতি ॥ ৫৮ ॥ অসৌ  
শস্তো লীলাবপুৰিতি ভূশঃ সুন্দর ইতি দ্বয়ং সম্পূ-

ত্বারা বারণা পক্ষা যন্নি তথাভূতং সংসারাকৃতিং শ্রমমিত্যর্থঃ ॥  
৫৭ ॥ অথ ত্রিপুণ্ড্রং ত্রিধোৎপন্নম্ভে । তস্মা ত্রিশঙ্করস্য সিত-  
ভসিতশোভি শ্বেতভসনা শোভায়মানং ত্রিপুণ্ড্রং ত্রিরেখাশ্লকং  
বিভূতিভিলকং কৃপাসিদ্ধং তং মুনিমাশ্রিতবতীং ত্রিমার্গাং  
পথ্যং কেচন কবিরিয়া আহঃ । বয়ং তু ঋগ্ যজুঃসামাখ্যবেদ-  
ঋগ্গণিরসাঃ উপনিষদাং ব্যাকৃতয়ো ব্যাখ্যানানি তানোবোপ-  
করম উপকারাস্ততো তদা ভাতাঃ সুরুচিরা অতিসুন্দরাস্তিস্রঃ  
কীর্তয় ইতি ক্রম ইত্যর্থঃ শি০ ॥ ৫৮ ॥ এবং প্রত্যেকমঙ্গল্যাপ-

পথ বিস্তৃত রহিয়াছে, যাহা ঐশ্বর্য্য-বিনাশক এবং  
রোগহলে যে স্থানে দুর্ব্বার মাতঙ্গ কুল সর্ব্বদা  
বিচলিত, আচার্য্যের নবস্থধারুষ্টি পরিপূরিত দৃষ্টি  
সকল অদ্য সেই সংসারাকার শ্রম অপহরণ করি-  
তেছে । ৫৬ ।

শ্বেতবর্ণত স্মারাপরিশোভিত তিনটী রেখাবিশিষ্ট  
ত্ৰিমা তিলক ( ত্রিপুণ্ড্র) কে কৃপাসিদ্ধ মুনির আশ্রয়ে  
মাশ্রিতা ত্রিপথগামিনী ভাগীরথী বলিয়া কেহ  
কেহ নির্দেশ করিয়া থাকেন । কিন্তু আমরা এই  
কথা বলি যে, ঋক্, যজু ও সাম এই বেদত্রয়ের  
মন্ত্রক স্বরূপ উপনিষৎ সকলের ব্যাখ্যারূপ উপকার  
হইতে উৎপন্ন অতি সুন্দর তিনপ্রকার যেন কীর্ত্তি  
রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে । ৫৮ ।

এই শঙ্করাচার্য্য কামজয়ী মহাদেবের লীলা-

তোতজ্জনমনসি সিদ্ধক স্বগমম্ । যদন্তঃ পশ্যন্তঃ  
করণমদসীমং নিরুপমং তৃণীকুর্ক্বন্তোতে স্বয়মপি  
কামং স্মৃতয়ঃ ॥ ৫৯ ॥ অজ্ঞানাস্তর্গহনপতিতা-  
নাস্ত্রবিদ্যোপদেষ্ট্রাত্ত্বং লোকান্ ভবদবশিখাতাপ-  
পাপচ্যমানান্ । মৃত্যু মৌনং বটবিটপিনো মূলতো

বর্ণ্য তদ্বপুর্কর্ণনম্প্রকৃতম্ভে । অসৌ ত্রিশঙ্করঃ শস্তোঃ কামবিজরি-  
নো লীলাবিগ্রহ ইতি ভূশমতিশয়েন সুন্দরঃ ইতি চৈতদ্বশ-  
মিদানীন্তনানাং মনসি স্বগমং যথা স্যাত্থাসিদ্ধং । যদ্বশীদসী-  
মমুখ্য নিরুপমং করণং বপুর্কঃকরণে পশ্যন্তঃ জনাঃ স্বয়মঃ  
সুন্দরমপি কামং স্মৃতয়ঃ তৃণীকুর্ক্বন্তি । কামবিজরিশত্বে-  
ভারভূতং শঙ্করশরীরস্তাতিসুন্দরস্যাস্তঃসন্দর্শনে তৃণবদতি-  
কুজং কুর্ক্বতীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥ কিঞ্চ অজ্ঞানাস্তর্গহনে পতিতান  
ভবঃ সংসার এব দবো দাবাশ্চিন্ত্য শিখানাং পুত্রস্ত্রীধনাদি-  
বিয়োগরূপাঙ্গাপেন পাপচ্যমানান্, ভূশঃ দন্দহমানান্ আত্মনা  
বিদ্যোপদেষ্ট্রাত্ত্বং মৌনস্তাক্ । বটরূপস্ত মূলান্শিত্ত্বা

শরীর এবং ইনি অতিশয় সুন্দর । এই দুইটী  
বিষয়ই ইদানীন্তন লোকদিগের হৃদয়ে সুস্পষ্টরূপে  
সিদ্ধ হইয়াছে । তাহার কারণ এই, সকল  
স্মৃতি পণ্ডিতগণ ইহার নিরুপম কলেবর অস্তঃ-  
করণে পরিদর্শন করিয়া সুন্দরাকৃতি কামদেবকেও  
তৃণের মতন ভুচ্ছ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন ।  
যাহারা অজ্ঞান-পূর্ণ অস্তঃকরণরূপ অরণ্যে পতিত,  
যাহারা ভবরূপ দাবানলের পুত্র, জায়া ও ধনপ্রভৃতির  
বিয়োগরূপ ক্ষুলিঙ্গে অত্যন্ত দগ্ধ, সেই সকল লোক  
দিগকে স্বয়ং আত্মজ্ঞানের উপদেশদ্বারা পরিভ্রাণ  
করিবার নিমিত্ত মৌন ত্যাগ করিয়া বটরূপের  
মূল হইতে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্করাচার্য্যরূপ মহা-

নিম্নতমী শস্তো। মূর্তিচরতি ভুবনে শঙ্করাচার্য্য-  
রূপা ॥ ৬০ ॥ উচ্চাঙ্কিতবাবদুকুহনাপাণ্ডিত্য-  
বৈতণ্ডিকং জাতে দেশিকশেখরে পদজুবাং সস্তাপ-  
চিন্তাপহে। কাতর্য্যং হৃদি ভূয়সাহকৃত পদং বৈভা-

ষিকাদেঃ কথাচাতুর্য্যং কলুষাঙ্কনো লয়মগাধৈশেমি-  
কাদেরপি ॥ ৬১ ॥ অমুনী ক্রতবঃ প্রসাধিতাঃ ক্রতু-  
বিজ্ঞাংশকরঃ স শঙ্করঃ। ইয়মেব ভিমানয়ো জিতস্ম-  
রয়োঃ সর্ববিদো বুদ্ধেভ্যোঃ ॥ ৬২ ॥ কলয়াপি  
তুলানুকারণং কলয়ামো ন বয়ং জগজ্জয়ে। বিভূষাঃ

অবতরন্তী শঙ্করাচার্য্যরূপা শস্তো। মূর্তি ভুবনে বিচরতীতি যো-  
জন। স্বাক্ষর। ॥ ৬০ ॥ কিঞ্চ দেশিকশেখরে শ্রীশঙ্করে  
উচ্চাঙ্কিতকোপনানামহিতানাং বাবদুকানাং জঘনশীলানাং  
কুহন। অত্রোচ্চাচারভেদস্ত সস্তাবনা। কুহন। লোভান্বিখোঁষাপ-  
থকরনেভ্যমঃ। ভক্তান্তরা বা বৎ পাণ্ডিত্যং তৎ বিতণ্ডা স্বপক-  
হাপনহীনা। বিজিগীষুকা তস্যান্তবঃ বৈতণ্ডিকং যথাস্যা-  
তথা। পাদসেবিনাং সস্তাপচিন্তাবিনাশকে জাতে সতি বৈভা-  
ষিকাদে হৃদি কাতর্য্যভূয়সা বাহুল্যেন পদং স্থানমকৃত। তথা  
কলুষাঙ্কঃকরণস্ত বৈশেষিকাদেঃ কথাচাতুর্য্যং লয়মগাং।  
আদিপদং সৌত্রান্তিকযোগাচার্য্যমাধ্যমিকজৈনচার্য্যকানাং।

দেবের মূর্তি যেন ভুবনে বিচরণ করিতেছে। ৫৯।  
৬০।

দেশীয় জনের মস্তকস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য, অত্যন্ত  
কোপনশীল বিপক্ষ বক্তাগণের মিথ্যা ঈর্ষ্যা পথ-  
কল্পনাধারা যে পাণ্ডিত্য জন্মে সেই পাণ্ডিত্যদ্বারা  
নিজপক্ষ সমর্থন করিতে না পারিয়া জয়েচ্ছুগণের  
কথায় যাহা হইতে পারে, সেই ভাবে পদসেবীগণের  
তাপচিন্তা বিনাশকরিবার জন্য জমাগ্রহণ করিলে  
বৈভাষিক (বৌদ্ধ বিশেষ) প্রভৃতির সহদয়ে বহুলপরি-  
মাণে কাতরতা আসিয়া বাস করিল। এবং কলু-  
ষিতচেতা সৌত্রান্তিক, যোগাচার্য্য, মাধ্যমিক,  
জৈনও চার্য্যক এবং সাংখ্য, মীমাংসক, পাতঞ্জল  
ও নৈয়ায়িক প্রভৃতি বৈশেষিকগণের যে সমস্ত

বিভীষং তৎ সাংখ্যমীমাংসকপাতঞ্জলনৈয়ায়িকাদীনাম  
শাস্ত্রলং ॥ ৬১ ॥ অমুনী শঙ্করাচার্য্যমূর্তিনা শঙ্করেন বৈদিত্য-  
পথস্থাপনেন ক্রতবঃ যজ্ঞাঃ একর্ষণে সাধিতাঃ। কৈলাস-  
নিলয়ঃ শঙ্করো দক্ষযজ্ঞধ্বংসকরত্বেন ক্রতুবিজ্ঞাংশকরঃ যজ্ঞ-  
নাশকরঃ। ইতীযমেবানয়ো ভিদা অয়মেব ভেদঃ। অজ্ঞ-  
সর্বঃ সমানমিত্যেবকারব্যাবর্ত্য প্রদর্শনারাহ। জিতকাময়োঃ  
সর্ববিদোঃ সর্বজয়ো বুদ্ধেঃ পণ্ডিতৈর্দৈবৈশ্চ স্তভ্যোরিত্যর্থঃ।  
বিয়োঃ ॥ ৬২ ॥ জগজ্জয়ে যে বিদ্বাংসন্তোমাং মধ্যে কলয়াপি  
তুলাং শাস্ত্রমমুকুরোত্তীতি তুলানুকরী। তথাভূতং বয়ং ন  
কলয়ামো ন চিন্তয়ামো মজ্জামহ ইতি বা। রামবাবনয়ো বুদ্ধিঃ  
রামবাবনয়োরিবেতি স্বয়মেব স্বসদৃশ ইতি চেত্তত্রাহ। যদি  
স্বয়ং স্বসমঃ স্তাত্ত্বি তত্র নেতি কে বদন্তি ন কেহপীত্যর্থঃ।

কথার চাতুর্য্য ছিল, তাহাও ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত  
হইল। ৬১।

মন্মথজয়ী দেবতাও পণ্ডিতের পূজ্য শঙ্করাচার্য্য ও  
মহাদেবের এই মাত্র প্রভেদ ছিল যে, শঙ্করাচার্য্য যজ্ঞ  
সকলের উৎকর্ষ সাধন করিয়া ছিলেন এবং ধূজটি  
দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া যজ্ঞবিনাশক হইয়া ছিলেন।  
এই ত্রিভুবনের মধ্যে যে সকল বিদ্বান্ আছেন সেই  
সকল বিদ্বান্ দিগের একাংশেও সাদৃশ্যকারী লোককে  
আমরা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারি না। তবে যদি  
কেহ আপনি আপনার তুল্য হয়, তাহা হইলে 'তয়  
না' এই কথাই বা কে বলিবে?। স্বর্গ কাননমদো

অসমো যদি স্বয়ং ভবিতা নেতি বদন্তি তত্র কে ॥৬৩॥  
 দাবনাস্তু ইবামঃশাস্ত্রমা অমরক্রমিব পুষ্পসঙ্করাঃ ।  
 ভ্রমরা ইব পুষ্পসঙ্করেষতিসম্বাঃ কিল শঙ্করে  
 শুণাঃ ॥ ৬৪ ॥ কামঃ বস্তুবিচারতোহচ্ছিনদয়ং  
 পারুষ্যহিংসাক্রোধঃ ক্ষান্তা দৈন্ত্যপরিগ্রহানৃতকথা-  
 লোভাংস্তু সন্তোষতঃ । মাৎসর্যাস্তনসূয়য়া মদমহা-

উপমামোপমেয়ভেদে একতৈল্যৈবকথাকাগে । অনবদ্যালঙ্কারঃ ॥  
 ॥ ৬৩ ॥ স্বর্গবনমধ্যে যথা দেবক্রমা অমরক্রমু দেববৃক্ষেষু  
 যথা পুষ্পসঙ্করাঃ পুষ্পসঙ্করেষু যথা ভ্রমরা এতে সর্কে সম্বা-  
 মতিক্রান্তান্তপা শঙ্করে শুণাঃ সম্বারহিতাঃ কিলেতি প্রসিদ্ধং ।  
 গৃহীতমুক্তরীত্যর্থশ্রেনিরেকাবলি স্মৃতা ॥ ৬৪ ॥ কামঃ বিষ-  
 রাভিলাষঃ বস্তুবিচারতঃ কাম্যবস্তুদোষবিচারেণায়ং শ্রীশঙ্করো-  
 চ্ছিনৎ । তথা পারুষ্যং কঠোরভাষণং হিংসা বৃত্তিচ্ছেদাদিনা  
 পরপীড়া ক্রোধঃ ক্রোধাস্তান্ ক্ষান্তা পটেরাক্রুচে তাড়িতেহপ্যবি-  
 কৃতচিন্ততা ক্ষান্তিস্তয়াহচ্ছিনৎ । দৈন্ত্যং পদার্থালাভে লব্ধপরি-  
 ক্রে ৮ দীনতা পরিগ্রহঃ সঙ্করঃ । অনৃতকথা মৃষাভাষণং  
 লোভঃ পরদ্রব্যেষু লুক্কতা তীর্থেষু ধনাত্যাপশ্চ তাংস্তু সন্তোষেণা-  
 চ্ছিনৎ । পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরস্তত্ত্ব ভাবো মাৎসর্যাস্তু অন-

যে রূপ পারিজাতাদি দেবতরু, দেবতরু সমুদয়ে  
 যেমন পুষ্পরাশি, পুষ্পসমূহে যে রূপ মধুকর নিকর,  
 সেইরূপ শঙ্করে সংখ্যাতীত গুণ বিদ্যমান ছিল ।  
 এই মহাত্মা শঙ্কর, অভিলষিত বস্তুর উপর দোষা-  
 পর্ণগুণে বিষয়াভিলাষ, কঠোরভাষণ, বৃত্তিচ্ছেদ  
 করিয়া পরপীড়া ও ক্রোধ ইহাদিগকে ক্ষমাগুণ  
 ( পরকৃত তাড়নেও চিন্তের অবিকার) দ্বারা, পদার্থ  
 লাভ না হইলে বা লব্ধ-বস্তুর ক্ষয় হইলে দীনতা  
 হয়, সেই দৈন্ত্য, সঙ্কর, মিথ্যাকথন ও লোভ ইহা-  
 দিগকে সন্তোষগুণে, এবং পরগুণে দোষপ্রকাশ করার  
 নাম অসূয়া তাহার বর্জন অর্থাৎ অনসূয়াগুণে মাৎ-

মানো চিরস্তাবিতদ্ব্যস্তোৎকর্ষগুণেন তৃপ্তিগুণত-  
 স্তৃকাং পিশাচীমপি ॥৬৫॥ কামঃ যন্ত সমুলঘাতমব-  
 ধীৎ স্বর্গাপ বর্গাপহং রোষঃ যঃ খলু চূর্ণপেষমপিবস্নিঃ  
 শেষদোষাবহম্ । লোভাদীনপি যঃ পরাংস্তৃণসমু-

হরয়া পরগুণেব দোষাবিকরণমহর্য তদ্বর্জনেমাচ্ছিনৎ । মদো  
 গর্বেষা স্বর্গাতিক্রমহেতুঃ মহামানঃ স্বস্মিতিপূজ্যভাতিমানস্তো  
 চিরং দীর্ঘকালং ভাবিতশ্চিন্তিতঃ স্বদ্ব্যস্তোৎকর্ষ এব গুণন্তেনা-  
 চ্ছিনৎ । ইদংমে স্তাদিদং মে স্যাদিত্যেবংক্রপাং তৃকালক্রপাং  
 পিশাচীমপি সমাকৃ তৃপ্তিলক্ষণেন গুণেনাচ্ছিনৎ শাস্ত্রং ॥ ৬৫ ॥  
 শিষ্যাণামপি কামাদীনঃ সমুলমুন্ম লবৎ স্বস্নিঃস্তেবাং স্থিতিঃ কথং  
 স্যাদিত্যাশয়েনাহ কামমিতি । যন্ত স্বস্তান্তে বসতাং শিষ্যাণাং সত্য-  
 কামঃ স্বর্গমোক্ষয়ো নানকং সমুলঘাতমবধীৎ সমূলং নানিত-  
 বান্ । সমূলাকৃতজীবেষু হন্ কৃষ্ণং ইত্যনেন গমূল্য কবাদিষু যথা-  
 বিধায় প্রয়োগ ইত্যনেন হস্তেরমুপ্রয়োগঃ । তথা যঃ খলু সমস্তদোষা-  
 বহং রোষঃ ক্রোধঃ চূর্ণপেষমপিবৎ চূর্ণমপিবৎ লুক্কচূর্ণক্লেষু পিব  
 ইত্যনেন গমুল্ । তথা লোভাদীনপি পরান্ শত্রূন তৃণসমুচ্ছেদঃ  
 সমুচ্চিচ্ছেদে তৃণবৎ সমুচ্চিচ্ছেদে উপমামে কক্ষণি চেতি গমুল্ । স

সর্য্য ( পরগুণের অসহন ), বহুকাল চিন্তা করিয়া  
 স্থির করিয়া ছিলেন যে, আমি হইতে অপরের উৎ-  
 কর্ষ আছে, সেই গুণদ্বারা গর্বে ও আত্মাভিমান,  
 এবং “ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক”  
 ইত্যাদি তৃষ্ণারূপ পিশাচীকে নিয়ত তৃপ্তিগুণে  
 ছেদন করিয়া ছিলেন । ৬২ । ৬৩ । ৬৪ । ৬৫ ।

যিনি নিজনিকটবাসী সৎ শিষ্যদিগের স্বর্গ ও  
 মোক্ষের বিনাশক কাম-পদার্থ সমূলে উন্মূলিত,  
 অখিল দোষাকর কোপ-পদার্থ চূর্ণপেষণের মত  
 পেমিত, শঙ্কররূপ লোভাদি পদার্থ তৃণচ্ছেদনের

চেদনং সমুচ্চিহ্নিদে স্বশ্রান্তে বসতাং সত্যং স ভগ-  
বৎপাদঃ কথং বর্ণ্যতে ॥ ৬৬ ॥ কেহনী কান্ত ! দিবা  
নিশাকরকরা ঘর্ম্মস্ত মর্ম্মচ্ছিন্নো মুখে ! শস্ত্রনবাব-  
তারমুত্তরোরেষতে গুণানাং গণাঃ । কস্ম্যাহুৎপল-  
সমুত্তি বিবকসিতা বিস্ময়দিগ্যোষিতামেবাহপাঙ্গবা-  
রীতি দিগ্গজবধুপ্রমোত্তরে রেজতুঃ ॥ ৬৭ ॥ নাক্সা

এবমুতঃ পূজাপাদঃ কথং বর্ণ্যতে কেনাপি প্রকারেণ বর্ণ্যিতুঃ  
ন শক্যত ইত্যনঃ ॥ ৬৬ ॥ দিগ্গজভট্টাঃ প্রমোত্তরে বর্ণ-  
বসাদো বধুকর্তৃকং প্রমুদাহরতি ক ইতি । হে কান্ত ! দিবা  
দিবসে ঘর্ম্মস্য গ্রীষ্মদিনপ্রমুদাসমুপস্থ মর্ম্মনাং হেদকা নিশাকরস্য  
চক্ষুঃ করাঃ কিরণাঃ অকাস্তাসমুত্তাষিতাঃ অমী উপলভ্যমানাঃ কে ।  
কিং নিশাকরকরা এবোতাহুৎপদেব কিঞ্চিৎ । এবং কাস্তরা  
গুট্টো দিগ্গজ উবাচ । হে মুখে ! শস্ত্রো নবাবতারমুত্তরো  
শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্ত গুণানাং গণাঃ । এবং দিগ্গজকর্তৃকমুত্তরমূপ-  
বর্ণ্য পুনস্তৎকাস্তাকৃতং প্রমুদাহ । যদ্যেবং তর্হি নিশাকর-  
করৈর্ বিবকসনশীলানামুৎপলানাং নীলকমলানাং সমুত্তিঃ  
কস্ম্যাবিকসিতা বিকাসং প্রাপ্তা । এবং পৃষ্টতৎকাস্ত উবাচ । হে  
মুখে ! নেয়ং নীলোৎপলসমুত্তিরপিতু শঙ্করাচার্য্যগুণগণৈ-

তুল্য সমুচ্ছদিত করিয়াছেন ; সেই ভগবান্কে  
কিরূপে আমরা বর্ণনা করিতে পারিব । ৬৬ ।

এক সময় একটী দিগ্গজ ও তাহার পত্নীর  
প্রশ্ন ও উত্তর হইয়াছিল । তন্মধ্যে প্রথমে তাহার  
পত্নীর বাক্য এই—“হে নাথ! দিবাভাগে গ্রীষ্মদি-  
নের সমুপরাশির মর্ম্মচ্ছিন্ন চন্দ্রের কিরণ তুল্য এই  
সমস্ত কি ? ইহারা কি চন্দ্রকিরণ না আর কোন  
পদার্থ ?” পত্নীর এই প্রশ্নে দিগ্গজ বলিতে  
লাগিল । “হে মুখে ! এই সমস্ত মহাদেবের  
নবাবতার গুরুদেব শঙ্করাচার্য্যের গুণরাশি ?” এই-  
রূপ দিগ্গজের উত্তর বাক্য শুনিয়া পুনরায় পত্নী

মাক্ষিকর্ম্মকিতঃ কণমপি দ্রাক্ষা মুহুঃ শিক্তিতা  
ক্ষীরেক্ষু সমুপেক্ষিতৌ ভুবি যয়া সা শঙ্কর-  
শ্রীগুরোঃ । কাস্তানন্তদিগন্তলজ্বনকলাজজ্বাল-  
তন্তদগুণজ্ঞেয়ী নির্ভরমাধুরীমদধুরা ধন্তেতি মন্তা-

বিস্ময়ানাং বিস্ময়শীলানাং দিগ্গজনানাং বা কটাক্ষাণাং বরী  
ইতোবৎসক্কে দিগ্গজবধুপ্রমোত্তরে কতুরি মর্থঃ । কাস্তা পক্ষুতি-  
রেবমুত শঙ্করাঃ কাস্তিবারণে ॥ ৬৭ ॥ যয়া মাক্ষিকং মধু কণ-  
মাগ্রমপাক্ষা নেত্রেন নেক্ষিতং ন সৃষ্টং । কাস্তাহুৎপদেব শিক্তিতা ।  
ক্ষীরেক্ষু ভুবি সমুপেক্ষিতৌ । সা নির্ভরমাধুরী । অত্যাধঃ  
মধুরায়া মদেন মধুরা শ্রেষ্ঠা নির্ভরমাধুরী । মদো য়েবাস্তোভ্যো  
ধুরেতি বা । কাস্তা চাসাবনন্তদিগন্তলজ্বনকলায়াং জজ্বালা-  
নামতিবেগবতাং তন্তদগুণানাং জ্ঞেয়ী পংক্তিচ্চ ধন্তেতি মন্তামহে

বলিতে লাগিল, যদ্যপি আপনার কথাই সত্য হয়  
তবে “যে সকল নীল-কমল-রাশি চন্দ্রকরেই বিক-  
সিত হয় তাহারা কেন প্রফুল্ল হইল ?” এই প্রশ্নে  
দিগ্গজ উত্তর দিল, “হে পত্নি ! এই সমস্ত  
নীলোৎপলরাশি নহে, কিন্তু শঙ্করাচার্য্য গুণে যে  
সমস্ত দিগ্গজনা বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই সমস্ত  
দিগ্গজনাদিগের ইহা কেবল কটাক্ষ লহরী” । ৬৭ ।

শঙ্করাচার্য্যের যে গুণপংক্তি কণকালের জন্যও চক্ষু  
দিয়া মধু দর্শন করে নাই, যে গুণপংক্তি অনেক বার  
দ্রাক্ষারস (কিসমিস) শিক্তা করিয়াছে, যে গুণপংক্তি  
ভূতলে ক্ষীর ও ইক্ষু একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে,  
আচার্য্যের সেই গুণপংক্তি, অত্যন্ত মাধুর্য্যরস আছে  
বলিয়া যাহাদের গর্ব্ব জন্মে, মাধুর্য্যরস-গর্ব্বের গর্ব্বিত  
সেই সমস্ত পদার্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবে-  
চনা করিতেছি । এবং তাঁহার মনোজ্ঞ গুণরাশি



মহে ॥ ৬৮ ॥ কাঙ্ক্ষিচ্ছেদয়ত্বা জহাতু মহতীং সর্বং-  
সহস্রপ্রাণং বিদ্যা চেদ্বিরহন্ত যথ প্রমুখাঃ স্বাঃ  
সর্বগর্ভাবলীম্। বৈরাগ্যং যদি বাদরায়ণিবশঃ  
কাশীং পরং গাহতাঃ কিং জ্ঞৈম মুনিশেখরস্ত ন  
তুলাং কুত্রাপি বীক্ষামহে ॥ ৬৯ ॥ যা মূর্তিঃ ক্ষময়া

যথাত্তত্ত্বগুণপংক্তিগুণা কাস্তেতি বা ॥৬৮॥ মুনিশেখরস্ত কাঙ্ক্ষি-  
চ্ছেদয়ত্বা জহাতু মহতীং সর্বংসহস্রপ্রাণং বিদ্যা চেদ্বিরহন্ত যথ প্রমুখাঃ স্বাঃ  
সর্বগর্ভাবলীম্। বৈরাগ্যং যদি বাদরায়ণিবশঃ কাশীং পরং গাহতাঃ।  
কিং বহুজ্ঞৈম মুনিশেখরস্ত ত্রীশঙ্করস্ত তুলাং পমাং কুত্রাপি ন  
বীক্ষামহে। অত্র ত্যাগস্ত সঙ্কল্পস্য প্রতিপাদনাত্মনা যোগিতা-  
লঙ্কারঃ। নিয়তানাং সঙ্কল্পস্য স পুনঃপুনঃযোগিতেনৈতৎ ॥৬৯॥

সংসার নামক দুঃখ নিবৃতি পূর্বক আনন্দপ্রাপ্তিরূপ  
উৎকর্ষ সম্পন্ন করিয়া থাকে। ৬৭।

শঙ্করাচার্যের যে গুণপংক্তি ক্ষণকালের জন্যও  
চক্ষু দিয়া মধু দর্শন করে নাই, যে গুণপংক্তি  
অনেকবার দ্রাক্ষারস (কিস্ মিস্) শিক্ষা করিয়াছে,  
ভূতলে ক্ষীর ও ইক্ষু একেবারেই উপেক্ষা করিয়াছে,  
আচার্যের সেই গুণপংক্তি, অত্যন্ত মাধুর্য্যরস আছে  
বলিয়া যাহাদের গর্ব জন্মে, আজি মাধুর্য্যরস গর্বের  
গর্বিত সেই সমস্ত পদার্থ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া  
বিবেচনা করিতেছি। এবং তাঁহার মনোজ্ঞ গুণ-  
রাশি, অনন্ত দিগ্জাল-অতিক্রম-চাতুর্য্যে অত্যন্ত  
প্রবল ও ধন্য বলিয়াও আমরা বিবেচনা করি-  
তেছি। ৬৮।

মুনিশেখর শঙ্করাচার্যের যদি কাঙ্ক্ষিগুণ বিদ্যমান  
থাকে, তবে ভগবতী সর্বংসহা সর্বসহন ত্যাগি  
পরিত্যাগ করুন। যদি আচার্যের বিদ্যা বিদ্যমান  
রহিল, তবে কার্তিকপ্রমুখ দেবগণ স্বকীয় বহুল

মুনীশ্বরময়ী গোত্রায়গোত্রায়তে বিদ্যাভি নির্বদ্য-  
কীর্ত্তিভিরনং ভাবাবিত্যায়তে। ভক্তশ্রীশ্রীতকর-  
নেন নিত্যাং কল্পাদিকল্পায়তে কল্পায়তপুণ্ড্রকনৈ-  
স্তলয়িত্বঃ মন্দাকমন্দায়তে ॥৭০॥ ন বহুব পুরাতনেষু  
তৎসদৃশো নাদাতনেষু দৃশ্যতে। ভবিতা কিমনা-

কিঞ্চ বা মুনীশ্বরময়ী মূর্তিঃ ক্ষময়া গোত্রায়গোত্রায়তে গোত্রায়াঃ  
ভূমে: সগোত্রং সমাজীৱং তদ্বদাচরতি ভূমিমায়াং লভতে।  
তথা বা মুনীশ্বরময়ী মূর্তি নির্বদ্যা নির্দোষা কীর্ত্তি ষাভি-  
র্বিদ্যাভিরলমকাস্তং ভাবাবিত্যায়তে ভাবায়াঃ সরস্বত্যাঃ  
বিভাষা বিকল্পঃ তদ্বদাচরতি বিকল্পেন সরস্বতীভাবং প্রাপ্নো-  
তীব। তথা বা মুনীশ্বরময়ী মূর্তি ভক্তানামভীষিতত সাধনে-  
নাতাস্তং কল্পাদিকল্পায়তে কল্পকচিত্তামণাদিমদৃশবদাচরতি  
তৎসাম্যং প্রাপ্নোতি। তাং মুনীশ্বরময়ীঃ মূর্তিমন্তে: প্রাকৃতজনৈ-  
স্তলয়িত্বঃ কো বা ন মন্দাকমন্দায়তে মন্দাকেন লজ্জয়া মন্দে-  
নন্দাকমন্দতদ্বদাচরতি অপি তু সর্বোৎপাদিতার্থঃ ॥৭০॥ পুরাতনে-  
ষু তেষু ত্রীশঙ্করতুল্যা ন বহুবাদ্যতনেষু বর্তমানেষু নৈব  
দৃশ্যতে। অনাগতেষু ভবিষ্যেযু কিংবা ভবিষ্যতি। যথা কাল-

গর্ভাবলী ত্যাগ করুন। যদি বৈরাগ্য বিদ্যমান,  
তখন বাদরায়ণ বেদবাসের তনয় শুকদেবের  
বৈরাগ্যকীর্ত্তি কৃশতা প্রাপ্ত হউক। কি আর অধিক  
বলিব, শঙ্করাচার্যের উপমা আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয়  
না। ৬৯।

মুনীশ্বর শঙ্করাচার্যের মুনীশ্বরময়ী মূর্তি ক্ষমাগুণে  
পৃথিবীর সজাতীয়। নির্দোষ ও কীর্ত্তিবিশিষ্ট বিদ্যা-  
শক্তি প্রভাবে যথার্থসাত্ত্বিক সরস্বতী-ভাব প্রাপ্ত হইয়া  
থাকে। ভক্তদিগের অভীষ্ট সাধনে অবিরত কল্প-  
বৃক্ষ ও চিন্তামণি প্রভৃতি অভীষ্টসাধক পদার্থের তুল্য।  
অন্যান্য প্রাকৃতজনের সহিত সেই মুনীশ্বরময়ী  
মূর্তির তুলনা করিতে কোন্ ব্যক্তি না নিলজ্জ হই-  
বেন?। যে সকল লোক অতীত, এবং যাহারা বর্ত-

গতেষু বা ন স্মেরোঃ সদৃশো যথা গিরিঃ ॥ ৭১ ॥  
সমশোভত তেন তৎকুলং স চ শীলেন পরং  
ব্যরোচত । অপি শীলমদীপি বিদয়া হপি বিদ্যা  
বিনয়েন দিভ্যতে ॥ ৭২ ॥ স্ময়শঃকুসুমোচ্চয়ঃ  
শ্রয়দ্বিবুধালি গুণপল্লবোদগমঃ । অববোধফলঃ

এরূপে স্মেরোঃ সদৃশো গিরি নীতি ভবং বৈতালীয়ং ॥ ৭১ ॥  
তেন শ্রীশঙ্করেণ তস্য কুলং সমাক শোভা প্রাপ্তবৎ । স চ  
শ্রীশঙ্করঃ শীলেন সাধুস্বভাবেন শুচিচরিতেন বা অত্যন্তমশোভত ।  
শীলমপি বিদয়া দীপ্তিমদত্বং । বিদ্যাপি বিনয়েন নম্রীভাবেন  
শুভতে ॥ ৭২ ॥ কিঞ্চ সুরিরাট্ পণ্ডিতরাজঃ শ্রীশঙ্করঃ  
কল্পরূপো যথা রাজতে তথা স্বরাজঃ । যতঃ শোভনমশোলক্ষণ-  
পুষ্পাণামুচ্চয়ো নিচয়ো যস্মিন্ । শ্রয়শ্চাপ্রয়স্তে বিবুধাঃ পণ্ডিতা  
এবালয়ো ভ্রমরা যস্মিন্ । শ্রয়তাং পণ্ডিতলক্ষণানাং দেবানামালিঃ  
পংক্তি র্ব্যজ্রেতিবা । গুণলক্ষণানাং পল্লবানামুদগম উদ্ভবো যস্মাৎ ।

মান ইহাদের মধ্যে কাহারও শঙ্করের তুল্য গুণ দেখা  
যায়না । তবে যাহারা ভবিষ্যতে জন্ম গ্রহণ করি-  
বেন, তাহাদের মধ্যেও যে কোন লোক সেইরূপ  
গুণগ্রাহী হইবেন তাহাও বিশ্বাস হয়না । কারণ,  
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কোনও কালে স্মেরু  
সদৃশ পক্ষত দৃষ্টি গোচর হয়না । ৭০ । ৭১ ।

শঙ্করাচার্যের কুল শঙ্করাচার্য দ্বারা, শঙ্করাচার্য  
সাধুস্বভাবদ্বারা, স্বভাব বিদ্যাদ্বারা এবং বিদ্যা বিনয়-  
দ্বারা অত্যন্ত শোভা পাইয়াছিল । স্ময়শ যাহার  
প্রসূন, একত্র সমবেত দেবতাগণ যাহার ভ্রমর, দয়া  
দাক্ষিণ্যাদি গুণ সকল যাহার পল্লব, তত্ত্বজ্ঞান যাহার  
ফল ও ক্ষমাগুণ যাহার রস, সুতরাং এই সমস্ত  
কারণে পণ্ডিতরাজ শঙ্করাচার্য কল্পরূপের  
সদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন । পণ্ডিতবর

ক্ষমারসঃ সুরশাখীব ররাজ সুরিরাট্ ॥ ৭৩ ॥ ন চ  
শেষভবী ন কাপিলী গণিতা কাণ্ডভূজী ন গৌরপি ।  
ফণিতিষ্ণিতরাস্ কণা কথা কবিরাজো গিরি চাতুরী  
জুষি ॥ ৭৪ ॥ ভট্টভাস্করবিমর্দ দুর্দশামজ্জদাগমশিরঃ-  
করগ্রহাঃ । হস্ত শঙ্করগুরো গিরিঃ ক্ষরস্তাক্ষর-  
কিমপি তদ্রসায়নম্ ॥ ৭৫ ॥ জাটাটীরজটাকটীর

অববোধলক্ষণমেব ফলং যস্মিন্ । ক্ষম এব রসো যস্মিন  
ইত্যর্থঃ ॥ ৭৩ ॥ কিঞ্চ কবিরাজঃ শ্রীশঙ্করঃ গিরি বাণাধাতুরী-  
সেবিতবত্যাং সতাম্ পাতঞ্জলী বাণী নচ কাপিলী গৌ গণিতা ।  
অগ্রাসু নাস্তিকানাং গৌরু কণা কথা ॥ ৭৪ ॥ কিঞ্চ ভট্টভাস্করা-  
খ্যেন সঙ্কশঙ্করবাদিনা যো বিমর্দন্তেন দুর্দশায়াং মজ্জতামাগম-  
শিরসাং বেদান্তানাং করগ্রহা হস্তাবলদ্বিত্য উদ্ধারিকা ইতি  
যাবৎ । এবমুতাঃ শ্রীশঙ্করগুরোঃ গিরো হস্তেতাশ্চর্যো হসে বা  
কিমপি বক্তৃমশকাং তৎ প্রখ্যাতং পরমরসাত্মভূতমক্ষরং ক্ষ-  
তি অবন্তি ॥ ৭৫ ॥ জাটাটীরস্ত শিবস্ত জটালক্ষেপে কুটীরে

শঙ্করাচার্যের বাণী চাতুরী-পূর্ণ হইলে পর,  
লোকে পাতঞ্জলির বাণী, কপিলের বচন, ও কণা-  
দেরা কথা গণনাও করিতনা । সুতরাং অপ-  
রাপর নাস্তিকদের কথাবিষয়ে আর কি  
বলিব ? । ভাস্করভট্ট তর্ক করিয়া সাধারণের পীড়া  
উৎপাদন করিলে যেরূপ দুর্দশা হইয়াছিল, সমস্ত  
শাস্ত্রের মন্তকস্বরূপ বেদান্ত শাস্ত্র সেই দুর্দশায়  
নিমগ্ন হইলে তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য  
হস্তালক্ষন স্বরূপ ভগবান্ শঙ্করাচার্যের ভারতী পর-  
মরসায়নস্বরূপ অক্ষর সকল প্রসব করিয়া ছিলেন,  
ইহা অনল্প আশ্চর্যের বিষয় নহে, এবং তাহা মুখ  
দিয়া বলিতেও কেহ সক্ষম নহে । ৭২ । ৭৩ । ৭৪ । ৭৫ ।

বিহারমৈলিপ্পাকল্লোলিনীক্ষোণীশপ্রিয়কুমবাবতরণা  
বস্তুস্তপ্তচ্ছিদঃ । গজ্জন্তোঃবতরন্তি শঙ্কর-  
শুক্কোণীধরেস্তোদরাঙ্গাণী নিব্বরিণীকরাঃ ক নু ভয়ঃ  
দুর্ভিক্ষুদুর্ভিক্ষতঃ ॥ ৭৬ ॥ বারী চিত্তমতঙ্গস্য  
নগরী বোধাত্মনো ভূপতে দূরীভূতদুরন্তদুর্ভদ-

হকুটীম্ কুটীশমীশুণ্ডাতো র ইতি রঃ । বিকরন্তী য় নৈ-  
লিপ্পাকল্লোলিনী নিলিপ্পানাং দেবানামিদং নৈলিপ্পত্তিবিষ্টপং  
তরঙ্গিণী গঙ্গা তস্তাঃ ক্ষোণীশস্ত রাজো ভগীরথস্য প্রিয়কুদ্বদ্য  
পূর্ণবতরণং তেনাবষ্টপ্তগুফঃ স্তম্ভানাং গ্রহনং তচ্ছিন্তীতি ।  
••• তে গজ্জনং কুর্কন্তঃ শ্রীশঙ্করগুণলক্ষণস্ত ভূমিধরেস্তস্য  
হিমালয়স্তোদরাঙ্গাণীলক্ষণায় নিব্বরিণ্যাস্তরঙ্গিণ্য নদ্যাঃ করাঃ  
প্রবাহা অবতরন্তি । যত এবমতো দুর্ভিক্ষুলক্ষণদুর্ভিক্ষতঃ ক নু  
ভয়ঃ কাপি ভয়ং নাস্তীত্যর্থঃ শব্দঃ ॥ ৭৬ ॥ কিঞ্চ ভগবৎ-  
পাদীয়া টৈবধরী অকারাদিক্ষকারান্তবর্ণমালারূপা বাণদেতি  
জয়তি । তাং বিশিনতি । চিত্তলক্ষণস্য মতঙ্গস্ত হস্তনো বারী  
বন্ধিনী । বারী সাদৃগজবন্ধিতামিতি মেদিনী । তথা বোধাত্মকস্ত  
রাজো নগরী । তথা দূরীভূতা দুরন্তানাং দুর্ভদতাং দুর্ভাদিমাং  
ধরী প্রবাহো যন্তাঃ । তথা সুরিতি হারীকুতাহতিপ্রিয়া হারবৎ

মহাদেবের জটাকরূপ ক্ষুদ্র কুটীরে যে দেবকল্লোলিনী  
(গঙ্গা) বিহার করিয়া থাকে, তাঁহাকে ভূতলে আনা-  
য়ন করিবার জন্য যে মহীপতি (ভগীরথ) নিযুক্ত  
হইয়া ছিলেন, সেই ভগীরথ রাজার শুভও প্রিয় অব-  
তরণ কার্যদ্বারা (যত স্তম্ভ ছিল) তাহাদের নির্মাণ-  
প্রণালী বাহারা ছেদন করিয়াছিল; আজি সেই  
শঙ্করাচার্য্য-রূপ হিমালয় পর্বতের উদর হইতে সর-  
স্বতীরূপ তরঙ্গিণীর প্রবাহ সকল গজ্জন করিয়া অব-  
তীর্ণ হইতেছে। অতএব এক্ষণে দুর্ভিক্ষময়ীস্বরূপ দুর্ভিক্ষ  
হইতে আর ভয়ের সম্ভাবনা কোথায়? । পূজ্যপাদ

ধরী হারীকুতা সুরিতিঃ । চিত্তাসত্ততিতুল্যাত-  
লহরী বেদোল্লসচ্চাতুরী সংসারাক্রিতরীকদেতি  
ভগবৎপাদীয়াবটৈবধরী ॥ ৭৭ ॥ কথাদপোৎসপৎ-  
কথকবুদ্ধকণ্ডলরসনামনালাদঃপাতে স্বয়মুদয়মন্তো

কণ্ঠে কুতা । তথা চিত্তাসত্ততিলক্ষণস্য কাপাসলবঙ্গ্যাপাকরণে  
বায়ো বাতস্ত লহরী প্রবাহঃ । তথা বেদোল্লসন্তী চাতুরী চিত্তে  
পাঠে চেতনায়া ইতি বাখ্যায়ঃ । তথা সংসারলক্ষণসমুদ্রস্য  
তরীঃ উদ্ধারহেতুভূতা নৌকা । তথা টৈবভূতা শঙ্করস্য বাণী  
সর্বোৎকর্ষণে বর্ত্তত ইত্যর্থঃ । অত্র জয়াদে ভিন্নশব্দবাচ্যমতঙ্গ-  
জয়াদ্যারোপেণ বৈবধ্য্য বারীতাদ্যারোপবোধনাত্তদভাজিরূপকং  
বাচকে ভেদভাজি বেতুক্তেঃ ॥ ৭৭ ॥ কিঞ্চ অতিপতেঃ শ্রীশঙ্ক-  
রস্ত সূক্তীনাং নিগুফঃ গ্রহনং জয়তি । যঃ কথংগর্ভেণোৎ-  
সপতামুজ্জলতাং কথানাং মধ্যে যে বুদ্ধান্তেষাং কণ্ঠঃ বাস্তব্যম্  
জিহ্বা তস্তা নাভিস্থনালেন সহঃপাতে স্বয়মুদয়মন্তো বেদবৎ-  
স্বয়ঃ প্রাহুভূতো বাদিজিহ্বাস্তম্ভনাদৌ বিনিযুক্তঃ বড়্ ত্রিংশ-  
দর্গাযকো বগলামুখাখ্যো ময়ঃ । পুনশ্চ নিগমনিধরাণি বেদান্তা-

ভগবানের অকারাদি ক্ষকারান্ত বর্ণমালারূপ ভারতী  
জয়যুক্ত হউক । সেই ভারতী—মনোরূপ মত্ত মাত-  
ঙ্গের গজবন্ধনী রজ্জু; জ্ঞানরূপ নরপতির রাজ-  
ধানী; দুরন্ত দুর্ভে বাদিদিগের বচনরাশির দূরকা-  
রিণী; হারের তুল্য পণ্ডিতদিগের কণ্ঠাশ্রিত হইয়া  
মনোহারিণী; চিত্তাশিরূপ কার্পাস তুলার নিরা-  
করণে বায়ুরাশি; বেদের উল্লাসিত চাতুরী, এবং  
সংসার সাগরের উদ্ধার কারিণী তরণী । ৭৬ । ৭৭ ।

আপনাকে বিদ্বান্ ভাবিয়া কথা কহিবার সময়  
যাঁহাদের দর্প উৎপন্ন হয়, সেই দর্পমদে বিচলিত ও  
কথা-পারদর্শী কথকদিগের মধ্যে যাঁহারা পণ্ডিত



ত্রিতিপতে: । নিগম্ফ: সূক্তানাং নিগমশিখরাভোজ-  
স্বরভি জয়ত্যদ্বৈতশ্রীজয়বিরুদ্ধঘণ্টাঘণঘণ: ॥ ৭৮ ॥  
কন্তুরীষনসারসৌরভপরীরন্তপ্রিয়স্তাবকাস্তাপোম্মেষমু-  
ষো নিশাকরকরাহকারকুলকষা: । দ্রাক্ষামাক্ষি-

কশকরাগধুরিমগ্রামাবিসম্বাদিনো বাহারি মুনি  
শেখরস্ত ন কথঙ্কারঃ যুদং কুর্কতে ॥ ৭৯ ॥ অদ্বৈতে  
পরিমুক্তকণ্টকপথে কৈবল্যঘণ্টাপথে সাহংপূর্বিক-  
দুর্বিকল্পরহিতপ্রাজ্ঞাধ্বনীনাংকুলে । প্রকল্পন্যকরন্দ-

কল্পকণকমলানাং স্বরভি: সূগন্ধি: । পুনশ্চাদ্বৈতলক্ষ্য। জয়সা  
বিরুদ্ধঘণ্টায়া: প্রখ্যাতিকরায়া: ঘণ্টায়া: ঘণঘণাঙ্ক: শব্দ উক্ত্য-  
র্থ: । নিয়তারোপণোপায়: সাধারণোপ: পরস্য য: । তৎপরম্পরি-  
তঃ শ্লিষ্ট ইত্যুক্তপরম্পরিতরূপকাস্তর্গতমালাকপকমজদ্রষ্টবাম্ ॥  
৭৮ ॥ কিঞ্চ কন্তুরীষনসারয়ো: কোরককপূরয়ো: সৌরভঃ  
স্বরভিস্তস্য পরীরন্ত: পরিষদন্তপ্রিয়স্তাবকব: । তাপস্য  
আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রবসোম্মেষমুরাসং মুক্ততীতি । তথা তেহতএব  
বাহ্যতাপনিবারকণাং নিশাকরস্য চন্দ্রস্য করণামংশূনাং  
যজ্ঞাপবিনাশমাহকারস্তস্য কুলকষা: সমূলোন্মূলনসমর্থ্য: । তথা  
দ্রাক্ষাদীনাং মধুরিমাং মাধুর্যাণাং গ্রামেণ সমুদারেনাবিসম্বাদিন-

স্ততুল্যমুনিশেখরস্য শ্রীশঙ্করস্য বাগায়া উক্তয়: । যুদং  
প্রীতিং কথঙ্কারঃ কথং ন কুর্কতেহপিতৃ একস্তোব । অতথৈবং-  
কথমিতাপ্রসিদ্ধপ্রয়োগশ্চেদিত্যনর্থকাদেব করোতে গমূল শব্দ  
৭৯ ॥ কিঞ্চ পরিমুক্তো বিনিক্রতোভেদবাদিলক্ষণ: কণ্ট-  
কমার্গো যস্মাত্তথাভূতেহদ্বৈত এব কৈবল্যঘণ্টাপথে কৈবল্য  
মোক্ষস্ত ঘণ্টাপথে সংসরণে রাজমার্গে অহংপূর্বকৈ  
রহস্ত্যপূর্বকৈ: দুর্বিকল্পেহহিতা: প্রাজ্ঞা বিদ্বাংস এবা  
ধ্বনীনাং পাস্বাষ্টেরাকুলে বাপ্তে স্বয়ং নবমুখাসিতা:  
শঙ্করাচার্যস্য সূক্তয়: প্রকল্পতাং প্রভবতাং মকরন্দানাং পুষ্প-  
রমানাং বন্দো নিচয়ো যেভাস্তথাভূতানাং কুহমাণাং পুষ্পাণাং

তাহাদের কণ্ঠ (চুলকোনা) যুক্ত রসনার নাভি-  
স্থানালের সহিত অধঃপতন বিষয়ে উদয় মন্ত্র, অর্থাৎ  
বেদের মত স্বয়ং প্রাদুর্ভূত ; বাদীদিগের জিহ্বার  
উচ্চারণশক্তি রোধ করিবার জন্য যাহা উচ্চারিত  
ছত্রিশবর্ণ-বিশিষ্ট বগলামুখী মন্ত্র ; যাহা নিগম  
অর্থাৎ বেদশাস্ত্রের মস্তকস্বরূপ বেদান্তরূপ সূগন্ধি  
কমলকুসুম ; অদ্বৈতমত ) একমেবাদ্বিতীয়ম্ ) রূপ  
কমলাদেবীর জয়কার্য্যে বিরুদ্ধ অর্থাৎ প্রসিদ্ধ ঘণ্টার  
ঘণঘণশব্দস্বরূপ ; যতিপতি আচার্য্যের ঐদৃশ শোভন-  
বাক্যের রচনা প্রণালী উৎকর্ষ প্রাপ্ত হউক । ৭৮ ।

কন্তুরিকা ও কপূরের সৌরভ গ্রহণ করিলে  
যে রূপ প্রীতি জন্মে, ততুল্য সৌরভগ্রাহী, আধ্যা-  
ত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ

তাপের সমূলে উন্মূলয়িতা । সংসারের বাহ্য  
তাপনিবারক চন্দ্র চন্দ্রিকার অপরের তাপ নাশ  
করা প্রযুক্ত যে অহঙ্কার আছে তাহারও বিনা-  
শয়িতা ; দ্রাক্ষা (কিসমিস) মধু ও শর্করা  
(চিনি) ইহাদের যেরূপ মাধুর্য্যসর আছে ইহাও  
সেইরূপ মধুর রস পূর্ণ । মুনিবর শঙ্করের ঐদৃশ বাক্য-  
রচনা কেন না সকলের প্রমোদ বর্দ্ধন করিবে ? ।  
“জীবজন্তু সকল ঈশ্বর হইতে ভিন্ন” এইরূপ ভেদ-  
বাদীরূপ কণ্টকময় পথ যে স্থানে দেখিতে পাওয়া  
যায় না । এবং যে সকল লোক নিতান্ত অহঙ্কৃত  
এবং যাহাদের চিন্তাশক্তি অত্যন্ত দুর্বল তাহা-  
দিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিদ্বান্ রূপ পথিকগণদ্বারা  
বাপ্ত অদ্বৈত অর্থাৎ “ব্রহ্ম ভিন্ন আর দ্বিতীয় নাই”



বন্দকুশল্যস্তোরণপ্রক্রিয়ামাচার্য্যস্ত বিতস্তে নব-  
স্থাসিক্তাঃ স্বয়ং সূক্তয়ঃ ॥ ৮০ ॥ দূরোৎসারিত-  
তৃপ্পাংস্পটলীতুর্নীতয়োহনীতয়োনাহা দেশিক-  
বাজ্রাঃ শুভগুণগ্রামালয়া মালয়াঃ । মুষ্ণস্তি শ্রম-

যাঃ স্রাজা মাগাস্রাসাঃ যানি তোরণানি তেষাং পক্রিয়াং রচনাং  
বিতস্তে বিস্তাবয়ন্তি ॥ ৮০ ॥ কিঞ্চ দূরমুৎসারিতা তৃষ্টানাং  
পাংস্পটলীতুলা দূর্নীতয়ো তৃষ্টনয়াঃ যতিকাঃ । অনীতয়ো ন  
বিদাশ্ব ঐতয়োহনিতুর্নীতাদিক্রপা বাধা যতাস্তাঃ । শুভগুণাঃ প্রসা-  
দাদয়ন্তলক্ষণাণাং শৈত্যাদিসুগুণানাং গায়মস্যালম্বত্যাঃ । মায়াঃ  
লক্ষ্যশ্চালয়ত্যাঃ । উল্লসৎপরিমলস্তিয়া চ মেচুরাঃ স্রিক্তাঃ ।  
দেশিকবাজ্রাঃ বাত্যা ভবময়ে সংসারময়ে প্রাপ্তবে বিপিনে কথ-  
স্তুতে দীপান্তরে বুদ্ধিলক্ষণানি প্রাপ্তরাণি কোটরাণি বুদ্ধিলক্ষণে  
দরা শুনোঃ মার্গো বা যস্মিঃ স্তত্রাণি মনঃপীড়া প্রত্যাশা বা তল-  
লবিভূজো দাবায়ে হেতো যো মে মম দুরায়াসস্তসা

এইরূপ মোক্ষের রাজপথে স্বয়ং অভিনব-  
ভরুহরমে সিক্ত আচার্যের শোভন বাণী সকল—  
সে সকল পুষ্প হইতে পুষ্পমধু গলিত হইয়া  
থাকে সেই সমস্ত পুষ্পমালা যদি কোন তোরণে  
অথবা বহির্দ্বারে সংলগ্ন হয়, এবং সেই পুষ্পরস-  
প্রাপ্ত পুষ্পমালা-খচিত তোরণের অবস্থা প্রকাশ  
করিছেছে । ৭৯ । ৮০ ।

যাহা ধূলিরাশির ওলা দুই নীতি সকল দূরে নিরা-  
কুল করিয়াছে, “অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, শলভ, (পতঙ্গ)  
মৃষিক, খগ, নিকটবর্তি বিপক্ষরাজা” যাহা এই ছয়-  
প্রকার জাঁ অর্থাৎ বাধাশূন্য : এবং যাহা নিশ্চলতা  
প্রভৃতি শুভগুণ লক্ষণ শৈত্যাদি গুণসমুদয়ের আলয়  
স্বরূপ ; লক্ষ্মীদেবীর নিবাসস্বরূপ ; গুরুবরের বাজায়-  
রূপ পদম সকল, বুদ্ধি-কোটর-বিশিষ্ট, সংসাররূপ

মুল্লসৎপরিমলস্ত্রীমেচুরা মে দুরায়াসস্তাধিবিভূজো  
ভবময়ে ধীপ্রান্তরে প্রাপ্তবে ॥ ৮১ ॥ নৃত্যস্তা রসনা-  
এসোমনি গিরাং দেব্যাঃ কিমজ্জি কণমঞ্জীরোজিত-  
গিজ্জিতানুত নিতম্বালম্বিকাধীরবাঃ । কিং বলৎ-  
করপদ্মকঙ্কণবাণংকারা ইতি শ্রীমতঃ শঙ্কা-  
মকুরয়ন্তি শঙ্করকবেঃ সদ্যুক্তয়ঃ সূক্তয়ঃ ॥ ৮২ ॥

শ্রমঃ মুষ্ণস্তাপনয়ন্তীত্যাঃ । প্রাপ্তবে বিপিনে দূরশৃঙ্গমার্গে চ  
কোটরে । আধিঃ পুমাংশ্চিত্তপীড়াপ্রত্যাশাবন্ধকেষু চেতি  
মেদিনী ॥ ৮১ ॥ কিঞ্চ শ্রীশঙ্করভিহাঃলক্ষণে বদে নৃত্যস্তাঃ  
গিরাদেব্যাঃ শারদায়াঃ কিমজ্জ্যোস্তরগয়োঃ কণতোঃ শব্দ-  
কুর্কতো মঞ্জীরয়ো নৃপূরয়োজ্জিতসিঞ্জিতানি উল্লসৎস্বনি-  
তানি ৭ । কিং নিতম্বালম্বিকাঃ কটাঃ পশ্চাদ্ভাগমালম্বিকাঃ  
কাঞ্চ মেখলায়া রবাঃ শব্দাঃ ৭ । কিং বলংগতোরিতত্ততচ্চ-  
লতোঃ করকমলকঙ্কণয়োঃ ঝংকারা ইতি ৭ শঙ্কাঃ শ্রীমতঃ  
শঙ্করস্য কবেঃ সমীচীনা যুক্তয়ো যাস্ত ত্যাঃ স্তষ্টুজয়োহকুর-  
য়ন্তি ক্ষময়ন্তীত্যাঃ ॥ ৮২ ॥ বসারস্তে বিজ্ঞমাগানা-

কাননে মনঃপীড়া বা প্রত্যাশারূপ দাবানল হইতে  
আমার যে দুই আয়াস কার্য্যে শ্রম জন্মিয়াছে  
তাহা অপনয়ন করুক । ৮১ ।

শঙ্করের সাধুযুক্তপূর্ণ বচনাবলী, শঙ্করাচার্যের  
রসনা রঙ্গভূমিতে নৃত্যপরায়ণা বাগদেবী-সর  
সতীর চরণ যুগলে শঙ্কিত নৃপূর দ্বয়ের কি উল্লা-  
সিত শব্দ ? কিং কটীদেশের পশ্চাদ্ভাগস্থিত  
মেখলা (চন্দ্রহার) রব ? অথবা শঙ্ককারী কর  
কমলের কঙ্কণ-ভূষণের (বালা) ঝংকার শব্দ ?  
এইরূপ নানাবিধ শঙ্কা উৎপাদন করিয়া থাকে বর্ষা

বর্ষারন্তুবিজ্জুমাণজলমুগ্গস্তীরঘোষোপমো বাত্যা-  
তুর্গবিঘূর্ণদর্পণবপয়ঃকল্লোলদর্পণপহঃ । উন্মী  
নবমল্লিকাপরিমলাহস্তানিহস্তা নিরাতকঃ শঙ্কর-  
যোগিদৈশিকগিরাং গুক্ষঃ সমুজ্জ্বলতে ॥৮৩॥ হৃদ্যা  
পদ্যবিনাকৃতাঃ প্রশমিতাবিদ্যাঃ স্মৃষোদ্যা স্মৃষাশ্বাদ্যা

অলমুচাঃ মেঘানাং গস্তীরঘোষ উপমা যন্ত সঃ । পুনশ্চ  
বাত্যা বায়ুসমুদায়েন তুর্গিত্যন্তঃ শীঘ্রঃ .বা বিঘূর্ণিতাঃ  
সমুজ্জ্বলয়মাং কল্লোলানাং বৃহত্তরঙ্গানাং দর্পণপহঃ গর্ভ-  
নাশকঃ । পুনশ্চোন্মীলিতানাং বিকসন্তীনাং যানতীনাং পরি-  
মলাহস্তাঃ বিমর্দোৎকলনমনোহরগন্ধাহস্তবাস্ত নিহস্তা  
নাশকঃ । পুনশ্চ নিরাতকো নিতরঃ শঙ্করযোগিদৈশিকগিরাং  
গুক্ষঃ ঐহনঃ সমুজ্জ্বলতে সমুদয়তি ॥ ৮৩ ॥ সা প্রসিদ্ধা  
ভাষাদিক্রপা মুনিবগদ্যানাদ্যা কতোহিহাষাদিলক্ষণান্  
রৌপ্যম্ হৃদ্যাশ্রয়তু । তাং বিশিনতি । পদ্যবিনাকৃতাঃ পদ্যক্রপা  
হৃদ্যা মনোজ্ঞা । পাঠান্তরে দোষবিনাকৃতা । পুনশ্চ প্রশমি-  
তাবিদ্যা যত্র সা প্রশমিতাবিদ্যা । পুনশ্চ মিথ্যাবাক্য ন ভবতী-

রন্তে প্রকাশিত মেঘসমূহের গস্তীর শব্দ সদৃশ ;  
বাত্যাবেগে অত্যন্ত বিঘূর্ণিত সমুদ্র জলের বৃহৎ  
তরঙ্গমালার গর্ভনাশী, এবং উন্মীলিত মালতী  
কুসুমের পরিমল থাকাপ্রযুক্ত যে গর্ভ আছে  
সেই অহঙ্কারের বিনাশক এবং নিতরঃ যতীক্ৰ শঙ্কর  
গুরুর বাক্য নিচয়ের রচনা সর্বদাই সমুজ্জ্বলিত  
রহিয়াছে ॥ ৮২ ॥ ৮৩ ॥

বাহ্য পদ্য বিরহিত অর্থাৎ গদ্য বিশিষ্ট, মনোজ্ঞ ও  
অবিদ্যা-বিনাশিনী, বাহ্য মিথ্যাবাক্য শূন্য অর্থাৎ  
সত্যবাদিনী, বাহ্য অমৃতের মত আশ্বাদনীয় ও মদঘূ-  
র্ণিত । ববাদী শত্রুদিগের কুতর্ক-সমুত শঙ্কা-নাশিনী  
অথচ স্বয়ং অপরের অভেদ্য । এবং বাহ্য বাবিতীয়

মাদ্যদরাতিচোদ্যভিহুয়াভেদ্যা নিষদ্যায়িতা ।  
বিদ্যানামনঘোদ্যমা স্ফুরিতা সাদ্যাপহৃদ্যাপিনী  
পদ্যা মুক্তিপথস্ত সাদ্য মুনিবাঙমুদ্যাদনাদ্যা রুজঃ  
॥ ৮৪ ॥ আয়াসসা নবাকুরং ঘনমনস্তাপসা বীজং  
নিজং ক্লেশানামপি পূর্বরঙ্গমলযুপ্রস্তাবনাডি-

তামুদ্যোদ্যা যথার্থ ইত্যর্থঃ । রাজহরস্বর্ঘ্যামুদ্যোদ্যাদিনা  
বদেঃ ক্যবস্তো মিপাতঃ প্রশমিতা বিদ্যামুদ্যোদ্যা যত্রৈতি বা  
পুনশ্চ স্মৃষাশ্বাদ্যাঃ মৃতবদাশ্বাদীনয়া । পুনশ্চ সাদ্যাতাঃ মদেন  
ঘূর্ণিতামরাতীনাং বাদিলক্ষণারীণাং যানি চোদ্যানি কুতকো-  
ভাবিতাঃ শকান্তেবাঃ ভিহুয়াঃ নাশকাঃ । স্বরন্ত তৈরভেদ্যা ভেদু-  
মশক্যা । পুনশ্চ সর্বাসাং বিদ্যানাং নিষদ্যায়িতা আপণবদা-  
চরিতা । পুনশ্চানঘোহনবদ্য উদ্যামো যন্তাঃ সা । পুনশ্চ শোভনং  
চরিতং যম্যাঃ সা । পুনশ্চ সাদীনাং জ্ঞানানাং সকারণানাং  
বা আপদামাধ্যাত্মিকাদিহঃখানামুদ্যাপিনী উন্মূলনী । পুনশ্চ  
মুক্তিপদস্ত পদ্যা পদ্ধতিরেবমুচ্যতা সা মুনিবগদ্যানাদ্যা কতোহ-  
পহৃদ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৮৪ ॥ মুনিশেখরোক্তিরতুলা দেহাদৌ যো-  
হহকারন্তমুৎকৃষ্টতি উন্মূলয়তি । তং বিশিনতি । আয়াসস্ত পেন্দম

বিদ্যার বিপণিস্বরূপ অর্থাৎ আপণে (দোকানে) যে-  
রূপ বহুমূল্য দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ  
এই স্থানে সমস্ত বিদ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এবং  
অনিন্দনীয় উদ্যমপূর্ণ ও শোভন চরিত্র যুক্ত ; এবং  
জগতে আধ্যাত্মিকাদি যে সমস্ত জন্য আপদ্ আছে  
তাহাদের বিনাশিনী : মুক্তির পদ্ধতি সেই প্রসিদ্ধ  
বেদান্ত দর্শনের ভাষ্যরূপ শঙ্করমুনির ভারতী, অদ্য  
অনাদি, অজ্ঞানচিহ্ন রোগ সকল উন্মূলিত করক ।  
॥ ৮৪ ॥

বাহ্য খেদের নবীন অকুর, ঘনীভূত মনস্তাপের  
অসাধারণ বীজ, ক্লেশ সমুদায়ের পূর্বরঙ্গ অর্থাৎ  
মৃত্যু করিবার স্থান : রাগ, দ্বেষ, হিংসাদি দোষের

শ্রীমন্ম । দোষাণামনৃত্য কাশ্মণমসচ্চিস্তাততে ।  
নিষ্কুটং দেহাদৌ মুনিশেখরোক্তিরতুল্যহঙ্কারমু-  
কৃষ্ণতি ॥ ৮৫ ॥ তথাগতপথাহতক্ষণকপ্রথা-  
লক্ষণপ্রতারণহতানুবর্ত্যখিলজীবসঞ্জীবনী । হর-  
ত্যাতিদুরতায়ঃ ভবভয়ঃ শুরুক্তি নৃণামনাধুনি-  
কভারতীজগঠশুক্রিমুক্তানিগঃ ॥ ৮৬ ॥ ঋজ্বা-

নব্যমকুং । পুনশ্চ ঘনীভূতো যো মনস্তাপো মানসঃ হুঃখঃ তত-  
নিষ্কমসাধারণঃ বীজঃ । ক্লেণানামপি পূর্বরসঃ প্রথমঃ নর্তন-  
স্থানঃ । দোষাণাং রাগদেবাদীনামলগ্না মহতী বা প্রস্তাবনা  
নাটককথাপ্রারম্ভস্তথাঃ ডিগ্টিমঃ । অনৃত্য কাশ্মণঃ মূলকর্ম মূল-  
কর্মতঃ কাশ্মণমিত্যমরঃ । অসচ্চিস্তাসমভে নিষ্কুটং গৃহোদ্যানঃ  
কেদারঃ বা । নিষ্কুটং গৃহোদ্যানে স্থাৎ কেদারকপাটোর্যোতি  
মিদিনী এবমুতং দেহাদিনিষ্ঠমহঙ্কারমিত্যর্থঃ ॥ ৮৫ ॥ তথাগত-  
বোদ্ধান্তেবাং পথা মার্গেণাহতাঃ ক্ষণকানাং বৈভাবিকানাং  
প্রথাভিলক্ষণেন প্রতারণেন বঞ্চে ন হতানুবর্তনো  
বিপ্রাদয়োহখিলা জীবান্তেবাং সঞ্জীবনী । পুনশ্চানাধুনিকা  
অনাদিভূতা বা বেদবাণী তল্লক্ষণায়া অতিপ্রাচীনত্বে মুক্তা-  
মণিরেবভূতা শুরোঃ শ্রীশঙ্করমোক্তি নরাণাং দুরতায়ঃ  
সংসারভয়ঃ হরতীত্যর্থঃ পৃথী ॥ ৮৬ ॥ সদগরোঃ শ্রীশঙ্করস্য

মহৎ প্রস্তাবনা অর্থাৎ নাটক কথারস্তুর ডিগ্টিম  
( বাদ্য বিশেষ ) মিথ্যার মূল কার্য অসচ্চিস্তারশির  
গৃহস্থত উদ্যান বা ক্ষেত্র স্বরূপ দেহস্থিত অহঙ্কার  
অদ্য মুনিবরের অনুপমা ভারতীকর্তৃক বিনাশিত  
হউক । ৮৫ ।

বৌদ্ধগণ আপন পদ্ধতি প্রচার করিয়া বৈভা-  
সিকদিগকে হত করিলে তাহাদের বিশেষ স্থখ্যাতি  
হয় । ঐ স্থখ্যাতির মূলকারণ প্রতারণা দ্বারা সেই  
মতের অনুবর্তী হইয়া যে সমস্ত ব্রাহ্মণাদি ও জীব  
সকল হত হইয়াছিল তাহাদিগের সঞ্জীবনী, এবং

মারুতবেল্লিতামরধুনীকল্লোলকোলাহলপ্রাগ্ভারৈ-  
কসগত্যানিভরজরীজন্তুদ্ব্যচোনিবরাঃ । নৈকালী  
মতালিধূলিপটলীমর্ম্মজিহ্বঃ সদগরোরুদ্যাদুর্ম্মতি-  
ধর্ম্মদুর্ম্মতিকৃতাহশাস্তিঃ নিষ্কুষ্টি নঃ ॥ ৮৭ ॥  
উন্মীলনবমল্লিগৌরভপরীরস্তপ্রিয়স্তাবুকা মন্দারক্রম-

ঋজ্বাকভেন বৃহৎসুনা বেল্লিতায়াঃ কম্পিতায়াঃ দেবধুতা  
গঙ্গায়াঃ কল্লোলানাং বৃহত্তরঙ্গাণাং যঃ কোলাহলস্তস্য যঃ  
প্রাগ্ভারোঃ তিশযন্তদেকসগত্যানিভরঃ তদেকাতিসদৃশা জরী-  
জন্তুস্তো ভূমুদ্রসস্তো বচোলক্ষণা নিবরাঃ নৈকান্তনেকানি যাত্র-  
লীকান্তমত্যানি মত্যানি ভেদামালিঃ পংক্তিঃ সৈব ধূলীপটলী ধূলী-  
সমুহস্তস্তা মর্ম্মজিহ্বো বিনাশকা নোহম্মাকমুদ্যাদুর্ম্মতিলক্ষণ-  
ধর্ম্মাঃ বা দুঃখিতা বুদ্ধিস্তৎকৃত্য বা অশাস্তি স্তাঃ নিষ্কুষ্টি  
উন্মীলয়ন্তি শাদ্ ॥ ৮৭ ॥ উন্মীলন্তীনাং নবমালতীনাং যৎ  
সৌরভঃ ভব্য পরীরস্ত আলিঙ্গনঃ তস্মাদপি তব্বা প্রিয়স্তা-  
বুকাঃ প্রিয়স্তবিষয়ঃ । তথা মন্দারক্রমাঃ মন্দারাখ্যক্রমাণাং মক-

অনন্তকাল-প্রবাহিত বেদবাণীরূপ অতিশয় প্রাচীন  
শুক্রির ( ঋষিক ) মুক্তামণি স্বরূপ শঙ্কর বাণী,  
অবিনাশী সংসার ভয় বিনাশ করিয়া থাকে । ৮৬ ।

ধূলিরাশির তুল্য যে সমস্ত মিথ্যা মত আছে  
তাহাদের মর্ম্মছেদো, এবং ঋজ্বা-বায়ুকম্পিত দেব-  
নদী গঙ্গার বৃহত্তরঙ্গমালার কোলাহলরবের আতি-  
শয়া নিবন্ধন বাহ্য একমাত্র তুল্য ও যথার্থ নিভর-  
স্বরূপ, আচার্য্যের সেই সমস্ত সমুল্লসিত বাক্যরূপ  
নিবর, আমাদিগের প্রকাশিত কুমতি-চিহ্ন-ধর্ম্ম  
হইতে যে দুঃখিত বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে  
যে হৃদয়ের অশান্তি জন্মে সেই অশান্তি উন্মূলিত  
করুক । ৮৭ ।

বিকসিত নবমালতী কুম্মের সৌরভের আলি-

রন্দরন্দবিলুষ্ঠমাধুর্য্যধুর্য্যা গিরঃ । উদ্গীর্ণা গুরুণা  
বিপারকরণাবারাকরণাদরাং সচেতো রময়ন্তি  
চক্ৰ মদয়ন্ত্যামোদয়ন্তি ক্রতম্ ॥ ৮৮ ॥ ধারাবাহি-  
স্তথানুভূতিমুনিবাঙ্করাসুধাশিশু ক্রীড়ন্ দ্বৈতিবচঃস্ব-  
কঃ পুনরনুকীড়েত মৃঢ়ৈতরঃ । চিত্রং কাকনমন্বরং

পরিদধচ্চিত্তে বিধন্তে মুহুঃ কচ্চিৎ কচ্চরদুপ্পটচ্চর-  
জরৎকচ্ছানুবন্ধাদরম্ ॥ ৮৯ ॥ তত্তাদৃকমুনিপাকর-  
বচঃশিক্ষাসপক্ষাশয়ঃ ক্ষারং ক্ষীরমুদীকতে বুধজনো  
ন কোদ্রমাকাজ্জক্তি । কক্ষাং ক্ষেপয়তি ক্ষিতৌ  
থলু সিতাং নেকুং ক্ষণং প্রেক্ষতে দ্রাক্ষাং নাপি  
দিদৃকতে ন কদলীং ক্ষুদ্রাং জিহ্বাক্তালম্ ॥ ৯০ ॥

মনিকায়ৈ লুষ্ঠতো মাধুর্য্যং ধুর্য্যঃ শ্রেষ্ঠাঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যোণ  
করণা আদরাহুগীর্ণা উদ্গীর্ণা উচ্চরিতাঃ গিরঃ সত্যচেতো  
রময়ন্তি হস্তেতি হর্ষে মদয়ন্তি । তথাহুদুকমবিলম্বিতমামোদয়ন্তি  
প্রমোদয়ন্তি শুকং বিশিনতি । বিপারায়ঃ পারবিমুক্তায়াঃ করুণায়া  
বারাকরণে জননিধিনা সমুদ্রেণ দীপকালঙ্কারঃ স ক্লদ্রতিঃ ॥  
৮৮ ॥ কিঞ্চ ধারাবাহি অনবচ্ছিন্নং যৎ সুখং তস্তানু-  
ভূতিবশতবো যাতাস্থখাভূতমুনিবাঙ্করা ললক্ষণসুধাশিশু-  
ক্রীড়ন সমৃদৈতিনাং বচনেষু বিষকল্পেণ পুন মূর্খাদিত্যঃ কঃ  
ক্রীড়েদপিতু মৃঢ় এব তত্র ক্রীড়াং ক্রীড়াং কুর্য্যাত্তত্র দৃষ্টান্তঃ ।

চিত্রং স্বর্ণময়ং বস্ত্রং পরিদধৎ পুনঃ কচ্চরাণাং মলদূষিতানাং  
যা জর্জরীভূতা কচ্ছা তস্যামনুবন্ধো য আদরন্তঃ কচ্চিগুনসি  
ধন্তেহপি তু নৈব ধন্তে ইত্যর্থঃ । সৈব ক্রিয়া স্ববহীষু কারক  
শ্রুতি দীপকমিত্যুক্তেঃ । সৈবেতি পাঠ্যং তামসু বজ্রাবরং  
যথাসাভ্যর্থোতি বাধ্যায়ঃ । কচ্চরঃ মলদূষিতঃ পটচ্চরং জীর্ণবস্ত্র-  
মিত্যনরঃ ॥ ৮৯ ॥ কিঞ্চ তত্তাদৃকস্তথানুভূতিমুনিপাকর-  
বচোভি মূর্খনিচন্দ্রাচনৈর্বা শিক্ষা তয়া সপক্ষঃ সহিতস্তদবলম্বী  
আশয়োহন্তঃকরণং বস্যা । শিক্ষায়াঃ সপক্ষোহধিকরণবৃত্ত

স্বনের তুলা নিতাস্ত প্রিয়, এবং মন্দার বৃক্ষের  
মকরন্দরাশির উপর যে মাধুর্য্যরস লুণ্ঠিত হইয়া  
থাকে তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ; অপার করুণাসাগর  
শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক উচ্চারিত বাক্য সকল যে  
পণ্ডিতদিগের চিত্ত আহ্লাদিত, আমোদিত এবং  
শীঘ্র প্রমোদিত করিয়া থাকে, ইহা অত্যন্ত আশ্চ-  
র্য্যের বিষয় । ৮৮ ।

যাহা হইতে অনবচ্ছিন্ন সুখানুভব হইয়া থাকে,  
সেই মুনিবরের বচনরূপ সুধাশিশিতে নিমগ্ন হইয়া  
যে জন ক্রীড়া করিয়া থাকে, মূর্খ ভিন্ন অন্য জন কি  
কখন তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিষমদৃশ দ্বৈত্যমতা-  
বলম্বীদিগের বচনে ক্রীড়া করিতে পারে? বাস্তবিক

মূর্খই তাহাতে আমোদ প্রকাশ করে । তাহার  
দৃষ্টান্ত এই—যেজন বিচিত্র স্বর্ণবসন পরিধান  
করিয়া থাকে, সেজন কি কখন মলিন, দূষিত জীণ-  
বস্ত্রের জীর্ণকচ্ছার উপর অনুরাগ প্রকাশ করিতে  
সমর্থ হয়? ৮৯ ।

মুনিচন্দ্রের বচনদ্বারা যে শিক্ষা জন্মে সেই  
অদ্বৈত পক্ষ স্বপক্ষ ভাবিয়া যাহার অন্তঃকরণ  
তাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকে, সেই পণ্ডিত জন  
ক্ষীরকে ক্ষার বলিয়া দর্শন করেন; মধু আকাজ্জক  
করেন না; শুভ্রবর্ণ শর্করাকে (চিনি) কর্কশ ভাবিয়া  
ক্ষিতিতলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন; ক্ষণমাত্রও  
ইক্ষুদর্শন করেন না; দ্রাক্ষা (কিন্‌মিস) দেখিলে



বিক্রীতা মধুনা নিজা মধুরতা দত্তা মুদা দ্রাক্ষয়া  
ক্ষীরৈঃ পাত্রয়িধাহর্পিতা যুধি জিতাল্লক্সা বলা-  
দিক্কৃতঃ। যন্তা চোরভয়েন হস্ত সুধয়া যন্তা-  
দতস্তদগিরাং মাধুর্য্যস্ত সমৃদ্ধিরদুততরা  
নাত্ত্ব সা বীক্ষাতে ॥ ৯১ ॥ কপূরেণ ঋণী-

কৃতং মৃগমদেনাদীত্য সম্পাদিতং মল্লীভিশ্চির-  
সেবনাদুপগতং ক্রীতস্ত কাশ্মীরজৈঃ। প্রাপ্তং  
চোরতয়া পটীরতরুণা যৎ সৌরভং তদগিরাম-  
ক্ষয়াং মহি তস্ত তস্য মহিমা ধন্যোহমমত্যাদৃশঃ ॥ ৯২ ॥  
অপ্সাং দ্রপ্সং সুলিপ্সং চিরভ্রমচরং ক্ষীরমদ্রাক্ষ-

আশরো বা যস্য স বৃণজ্ঞনঃ ক্ষীরং পয়ঃ ক্ষারঃ পশুতি। কোদ্রং  
মাক্ষিকং নাকাজ্জতি। তথা সিতাং শর্করাং রুক্ষাং বুদ্ধা ভূমৌ ক্ষেপ-  
য়তি। তথেক্ষং ক্ষণমাত্রমপি ন প্রেক্ষতে। তথা ক্ষুদ্রাং কদলীং  
ন ত্রিভৃক্ষতি স্রাতুমপি নৈচ্ছতি ॥ ৯০ ॥ কিঞ্চ যন্তান্মধুনা মাক্ষি-  
কেণ স্বকীয়া মধুরতা যন্ত বিক্রীতা। যন্তাচ্চ দ্রাক্ষয়া নিজা মধুরতা  
মুদা যান্তো দত্তা। যন্তাচ্চ দুগ্ধে নিজা মধুরতা পাত্রবুদ্ধা  
যাহর্পিতা। যন্তাচ্চ যুধি জিতাদিক্কৃতস্তদীয়া মধুরতা বলাদযাভি-  
র্গক্সা। হস্তেতি হর্ষে যন্তাচ্চ সুধয়া হস্তেন চোরভয়েন নিজা মধু-  
রতা যন্ত যন্তা স্তাসতয়া স্থাপিতা। অত একস্মাত্তস্ত শ্রীশঙ্করস্ত  
গিরাঃ তথাভূতানাং গিরাং বা মাধুর্য্যস্ত সাহদুততরা সমৃদ্ধি-  
রতত্র নৈব দৃশ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ কিঞ্চ যদীয়ং সৌরভং

কপূরেণ ঋণীকৃতং ঋণতয়া গৃহীতং। তথা যদীয়ং সৌরভং মৃগ-  
মদেন কস্তুরিকয়াহরীত্য সম্পাদিতং। তথা মল্লীভি মালতীভি-  
শ্চিরসেবনাদুপগতং প্রাপ্তং। তথা কাশ্মীরজৈস্ত তদীয়ং সৌরভং  
ক্রীতং মোলোন গৃহীতং। তথা পটীরতরুণা চন্দনরুক্ষেণ তৎ  
সৌরভং চোরতয়া প্রাপ্তং। তস্ত শ্রীশঙ্করস্ত গিরাং তথাভূতানাং  
গিরাং বা অক্ষয়াং মহি অক্ষয়ং মাহাত্ম্যং। তন্ত্রাং তস্ত  
শ্রীশঙ্করস্ত তস্ত গিরাং সৌরভস্য মহিমাহমমত্যাদৃশঃ সর্ব-  
লোকবিলক্ষণো ধত্ত্ব ইত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥ কিঞ্চ সুলিপ্সং সুর-  
চ্যং দ্রপ্সং বনেভরদধি অপ্সাং। ভক্ষণার্থস্য স্পাদতো লভি রূপং।

ইচ্ছাও প্রকাশ করেন না, এবং যে জাতীয় হরিণীর  
মৃগনাভি জন্মে, সেই হরিণীকে একেবারেই আশ্রয়  
করিতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৯০ ॥

মধু, যাহাদের নিকট স্বকীয় মাধুর্য্যরস বিক্রয়  
করিয়াছিল : দ্রাক্ষা, হর্ষের সহিত নিজমধুরতা  
যাহাদের উদ্দেশে দান করিয়াছিল ; দুগ্ধ, সৎপাত্র  
বিবেচনা করিয়া নিজ মাধুর্য্য যাহাদের কাছে অর্পণ  
করিয়াছিল ; যুদ্ধে ইক্ষুকে পরাস্ত করিয়া যাহারা  
তদীয় মাধুর্য্য বলপূর্ব্বক লাভ করিয়াছিল ; আহা !  
এ কি আনন্দের বিষয় ? আজি পাছে চোরে চুরী  
করিয়া লয় এই ভয়ে অমৃত, স্বীয় মাধুর্য্য যাহাদের  
উপর গচ্ছিতধনস্বরূপ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল ;

শঙ্করাচার্য্যের বাক্যের সেই আশ্চর্য্যাতর মাধুর্য্যরস-  
সম্পত্তি আজি আর অন্য কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া  
যায় না ॥ ৯১ ॥

কপূর, যাহার নিকটে সৌরভধন ঋণ করিয়াছিল ;  
কস্তুরিকা, সৌরভ যাহার অধ্যয়ন করিয়া সম্পাদন  
করিয়াছে ; মালতীপুষ্প চিরকাল সেবা করিয়া  
যে সৌরভ প্রাপ্ত হইয়াছে ; কাশ্মীরজ অর্থাৎ  
(কুঙ্কুম) যাহার সৌরভ মূল্য দিয়া ক্রয় করি-  
য়াছে ; এবং চন্দনরুক্ষ অপহরণ করিয়া যে সৌরভ  
প্রাপ্ত হইয়াছে ; শঙ্করাচার্য্যের বাক্যের তাহাই  
অক্ষয় মাহাত্ম্য। অতএব শঙ্করের বাক্য-সৌর-  
ভের ঐদৃশ মহিমা সকল লোক হইতে উৎকৃষ্ট ধন  
বলিয়া গণ্য হইয়াছে ॥ ৯২ ॥

আমি অত্যন্ত রুচিজনক জলবৎ দধি (ঘোল)

মিষ্ণুঃ সাকাদ্ভ্রাকানজকং মধুরসগধয়ং প্রাগবিন্দং  
মরন্দং । মোচামাচামমন্তো মধুরিমগরিমা শঙ্করা  
চায়াবাচামাচান্তো হস্ত কিং তৈরলমপি চ সুধা-  
সারসীসারসীম্মা ॥ ৯৩ ॥ সন্তপ্তানাং ভবদবধুতিঃ  
ক্ষারকর্পূররুষ্টি মুক্তামষ্টিঃ প্রকৃতিবিগলা মোক্ষ-

ভক্তগা ক্ষীরঃ চিরতরং বহুকালমচরং । ভক্তনাথস্ত চরধাতো-  
লভিরূপং । তথেক্ষুদ্রাকং । তথা প্রত্যক্ষেণ দ্রাকামজকং ভক্তি-  
তবান্ । জকভক্তহসনয়োরিতিস্বরগাং । তথা মধুরসং মাক্ষিকরসম-  
ধয়ং পীতবান্ । তথা মরন্দং মকরন্দং প্রাগবিন্দং পূর্বং লক-  
বান্ । তথা মোচা কদলী কদলীবারণবুসারস্তামোচাংস্তমৎ-  
ফলেত্যমরঃ । ভামাচামং ভক্তিতবান্ । অদনর্থস্ত চমুধাতোরাঙি  
চমাদেশে লঙি মিপমাদেশে রূপং । ইদানীশ্ততোহতিবিলক্ষণঃ  
শ্রীশঙ্করাচার্য্যবাচাঃ মধুরিমো মাধুর্য্যসা পরিমা আচান্তো হস্তেতি  
হর্ষে । তৈর্ দ্রুপাদিভিঃ কিং । বচঃ সুধায়া অমৃতস্ত সারসী  
সারস্তং তস্তাঃ সারসা সীরাপালং কৃত্যং নাতি সঃ ॥ ৯৩ ॥  
কিঞ্চ দবধুঃ পরিচাপঃ স্তাদিতামরাস্তবদবধুতিঃ সংসারপরিভাপৈঃ

ভক্ষণ করিয়াছি ; বহুকাল হইতে ক্ষীর ভোজন  
করিয়াছি ; প্রত্যক্ষে দ্রাক্ষা ভক্ষণ করিয়াছি ;  
মধুরস পান করিয়াছি ; পূর্বের মকরন্দ (পুষ্পরস)  
লাভ করিয়া ও কদলী ভক্ষণ করিয়াছি । কিন্তু  
ইদানা শঙ্করাচার্য্যের সর্বোৎকৃষ্ট মাধুর্য্যরসের  
যাহা পরিমা তাহাও ভক্ষণ করিয়াছি । আহা ! ইহা  
কি আনন্দের বিষয় ! যখন অমৃতের সুরসতার সার-  
ভাগের শেষ সীমা বিফল হইল, তখন আর সেই  
সমস্ত জলবৎ তরল দ্রুপাদি পদার্থে কি প্রয়ো-  
জন ? ॥ ৯৩ ॥

যাহারা সংসারতাপে তাপিত তাহাদের পক্ষে যে

লক্ষ্মীমৃগাক্ষাঃ । অদ্বৈতাত্মানবধিকসুখসার-  
কাসারহংসী বুদ্ধিঃ শুদ্ধো ভবতু ভগবৎপাদদি-  
ব্যোক্তিদারা ॥ ৯৪ ॥ আশ্রয়াস্তালবালা বিমল-  
তরসুরেশাদিসূক্তামুসিত্তা কৈবল্যাশাপলাশা বিবু-  
ধজনমনঃসালজালাধিকৃতা । তত্ত্বজ্ঞানপ্রসূনা ক্ষুরদ-

সন্তপ্তানাং ক্ষারা বিশালা কপূরস্ত বুদ্ধিঃ । পুনশ্চ মোক্ষ  
লক্ষ্মী মৃগাক্ষা অঙ্গনারাঃ প্রকৃত নির্মলা সত্যবতো বিমলা  
মুক্তামষ্টিঃ মুক্তাময়ী হারলতিকা । পুনশ্চ অদ্বৈতাত্মানবধিকসুখ-  
সারেণ প্রসরণেন কাসারস্তভাগস্তস্ত হংসী । আশ্রয়ঃ স্তাৎ  
প্রসরণে বেগবৃক্ষৌ সূক্ষ্মদল ইতি মেদিনী, এবমুতা ভগবৎ-  
পাদসা শ্রীশঙ্করসা দিব্যোক্তিদারা বুদ্ধিঃ শুদ্ধোভবতু ॥ ৯৪ ॥  
আশ্রয়াস্তা বেদান্তা এবালবালা নব্বতো রক্ষাভিত্তি যম্যাঃ  
পুনশ্চ সুরেশ্বরপদ্মপাদাতিসুতিলক্ষণৈর্জলৈঃ সিত্তা । কৈবল্য-  
মোক্ষসাশাএব পলাশাঃ পত্রানি বস্ত্রাঃ । পুনশ্চ বিবুধজনো  
দেবজনঃ পণ্ডিতজনশ্চ তস্ত মন এব সালখারুকসমুদায়-  
স্তত্রাদিকৃতা তত্ত্বজ্ঞানলক্ষণঃ প্রসূনা পুষ্পঃ যম্যাঃ ক্ষুরদ-

বিশাল কর্পূর রুষ্টি ; যাহা মোক্ষলক্ষ্মীরূপ অঙ্গনার  
নিসর্গ-নির্মল মুক্তাময়ী হারলতা ; এবং যাহা অনন্ত  
সুখের প্রসারণদ্বারা অদ্বৈত মতের আত্মারূপ ভাগের  
একমাত্র হংসকান্তা ; পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করের  
স্বকীয় বচনরাশি, অদা আমাদিগের বুদ্ধি শুদ্ধির  
নিমিত্ত প্ররুত হউক । ৯৪ ।

বেদান্ত শাস্ত্র সকল আলবাল অর্থাৎ যাহাকে রক্ষা  
করিবার নিমিত্ত ভিত্তি স্বরূপ ; অতাস্ত বিমল সুরেশ্বর  
ও পদ্মপাদ প্রভৃতির উত্তম-বচন জলে যাহা সর্বদা  
সিত্ত ; মোক্ষ প্রাপ্তির প্রত্যাশা যাহার পত্র ; দেব-  
জন ও পণ্ডিতজনের হৃদয়রূপ সালরূক্ষ শ্রেণীর যাহা  
একমাত্র আশ্রিত ; তত্ত্বজ্ঞান যাহার পুষ্প ; স্বপ্রকাশ

মৃতফলা সেবনীয়া দ্বিজৈ র্যা সা মে সোমাবতঃ-  
সাবতরগুরুবচোবল্লিরস্ত প্রশস্ত্য ॥ ৯৫ ॥ নৃত্য-  
ভূতেশবালান্মুকুটতটরটৎসধুর্নীপধিনীভি কাগ্ভি-  
নিভিম্বকুলোচ্চলদমৃতসরঃসারিণীধোরণীভিঃ । উদে-  
লদ্বৈতবাদিসমতপরিণতাহংক্রিয়াহংক্রিয়াভি-  
ভাতি শ্রীশঙ্করায়ঃ সততমুপনিষদ্বাহিনীগাহি-  
নীভিঃ ॥ ৯৬ ॥ সাহস্কারসুরাসুরাবলিকরাকূট-

প্রকাশমানমমৃতং ব্রহ্মানন্দভূদেব কলং যস্মাৎ । এবমুতা যা দ্বিজৈঃ  
সেবনীয়া সোমাবতঃসম্য চন্দ্রশেখরস্য শিবস্যাবতারস্য গুরোঃ  
শ্রীশঙ্করস্য বচোলক্ষণা বলি মে মম প্রশস্ত্য অস্ত ॥ ৯৫ ॥  
নৃত্যতো ভূতেশস্য শ্রীশঙ্করস্য বাল্যং ক্ষুরতি মুকুটতটরটভ্য  
য়া স্বর্গদী গঙ্গা তয়া স্পধিনীভিঃ । পুনশ্চ নিভিম্বকুটা উচ্চলস্তো  
য়া অমৃতসরসঃ সারিণাঃ স্বরনদ্যন্তকোরিণীবকোরিণী পরিপাটি-  
নাস্ত্যভিঃ । পুনশ্চোদেলা উল্লজিতবেদমর্যাদা যে দ্বৈতবা-  
দিনস্তেষাং সমতেন পরিণতা যা অহংক্রিয়াস্ত্যাহংক্রিয়াভিঃ  
তিরষ্টিয়াঃ ॥ ৯৬ ॥ পুনশ্চ সততমুপনিষদ্বাহিনী নদীষু গাহিনীভি-  
কাগ্ভিঃ শ্রীশঙ্করায়ো ভাত রাজতে ॥ ৯৬ ॥ সাহস্কা-

ব্রহ্মানন্দ বাহার কল ; ব্রাহ্মণগণের সেবিত সেই  
শিবাবতার শঙ্করাচার্য্যের বাক্যলতা অদ্য অভ্যুদয়-  
কারিণী হউক । ৯৫ ।

বাহারা নৃত্যপরায়ণ ভূতপতি শঙ্করের কুন্তলহেতু  
একান্ত চঞ্চল মুকুটতটে ভ্রমণশীল সুরনদী গঙ্গাদেবীর  
সহিত সর্বদা স্পর্শপ্রকাশ করিয়া থাকে ; বাহাদের  
তটভেদ করিয়া উচ্চলত ও অমৃতগরী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী  
সকলের স্রচারু পরিপাটী বিদ্যমান আছে ; যে  
সমস্ত দ্বৈতবাদী ; বেদমর্যাদা উল্লঙ্ঘন করিয়াছে,  
তাহাদের স্বকীয় মত স্থাপন কালে যে সমস্ত অহঙ্কার  
পরিণত হইয়া থাকে, তাহাদের তিরস্কার স্বরূপ

ভ্রমমান্দরক্ষুক্ষীরপয়োহ্রিকিবীচিসচিবৈঃ সূক্তৈঃ  
সুধাবর্ষণাৎ । জজ্ঞালৈ ভবদাবপাবকশিখাজালৈ-  
র্জটালান্মনাং জন্তুনাং জলদঃ কথং স্তুতিগিরাঃ  
বৈদেশিকো দেশিকঃ ॥ ৯৭ ॥ কলশাক্ষিকচাক-  
চিক্রমং ক্ষণদাধীশগদাগদিপ্রিয়ম্ । রজতাদ্রিভুজা-

রাগাং সুরাসুরাণাং বা আবলিঃ পংক্তিভুস্যাঃ কঠৈ ইত্যু-  
রাক্ষুণৈন ভ্রমতা মন্দরেন ক্ষুক্ষুস্য ক্ষীরসমুদস্য বীচয়ন্তরজা-  
ন্তংসচিবৈস্ততুল্যৈঃ সূক্তৈরমৃতবর্ষণাজ্জজ্ঞালৈ সৈগবহ্নিঃ  
সংসারাখ্যানিশিখাজালৈ জটালান্মনাং জন্তুনাং জলদো  
দেশিকো গুরুঃ শ্রীশঙ্করঃ স্তুতিগিরাং বৈদেশিকো বৈদেশো  
গোচরঃ কথং ন কথমপীতার্থঃ শাদৃ ॥ ৯৭ ॥ অথ শ্রীশঙ্করস্য  
যশো বর্ণয়তি কলশেতি । কচেষু কচেষু কেশেষু কেশেষু  
গৃহীত্বা ইদং যুক্তং প্রসূতং কচাকচি তত্র তেনেদমিতি সঙ্গপ  
ইতি সমাসঃ । অত্রোষামপি দৃশ্যত ইতি পূর্বপদান্তস্ত দীর্ঘঃ । ইচ্  
কল্পবাহিত্যহার ইভীচ্ সমানান্তঃ । কলশাক্ষিঃ ক্ষীরাক্ষিণ্ডেন  
কচাকচিযুক্তে ক্ষমং শক্তঃ । পুনশ্চ গদাদিভিষ্চ গদাদিভিষ্চ

এবং উপনিষৎরূপ নদীতে বাহারা অবগাহন করিয়া  
থাকে, সেই সমস্ত বাক্যদ্বারা আর্ঘ্য শঙ্কর সর্বদা  
শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ৯৬ ।

অহঙ্কার-পূর্ণ সুরাসুরদিগের করদ্বারা আকুন্ট, অত-  
এব ঘূর্ণিত মন্দর দ্বারা তাড়িত ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গ-  
তুল্য বাহার স্রবচন, এবং অমৃত বর্ষণ হেতু একান্ত  
বেগবান্ সেই স্রবাক্য বিশিষ্ট আচার্য্য, সংসারস্বরূপ  
দাবানল শিখায় যে সকল জন্তু একান্ত দগ্ধ, আপনি  
তাহাদের জলদ স্বরূপ ; অতএব আপনি কিরূপে  
বাক্যের গোচর হইবেন , বস্তু ৬ঃ তাহা কোনরূপেই  
সম্ভাবিত নহে । ৯৭ ।

আচার্য্যের চতুর যশ, ক্ষীরসমুদ্রের সহিত কচা-  
কচি যুক্ত, অর্থাৎ, কেষাকর্ষণ করিয়া যে যুক্ত হয় সেই

ভুক্তিক্রিয়ং চতুরং তস্য যশঃ স্য রাজতে ॥ ৯৮ ॥  
 পরিশুদ্ধকথাস্থ নির্জিতৌ যশসা তস্য কৃত্য-  
 ক্ষনঃ শশী । সকলক্ষকনিরুত্তয়েহধুনাহুদ্যদধৌ  
 যজ্ঞতি সেবতে শিবম্ ॥ ৯৯ ॥ ধম্মিলে নবমল্লি-  
 বল্লিকুসুমশ্রবণনাশিল্লিনো ভদ্রশ্রীরসচিত্রচিত্র-

প্রকৃতোদং যুদ্ধং প্রবৃত্তং গদাগদি । ক্ষণদাধীশেন নিশাধীশ্বরেণ  
 চন্দ্রেণ গদাগি প্রিয়ং বস্যা । পুষ্প চুজৈশ্চ চুজৈশ্চ প্রকৃতোদঃ  
 যুদ্ধং প্রবৃত্তং ভুজাভুক্তি । রজতাস্রিণা কৈলাসগিরিণা ভুজাভুক্তি-  
 যুদ্ধলক্ষণাক্রিয়া গম্য তত্তস্য শ্রীশঙ্করস্য চতুরং যশঃ রাজ-  
 তেহ বৈতাং ॥ ৯৮ ॥ কঃ পরিশুদ্ধ ইতি পরিশুদ্ধানাং  
 কথাস্থ চন্দ্রঃ পরিশুদ্ধ ইতি কেনচিত্ কথিতে সকলক্ষাত্ম্যং  
 নিষ্কলক্ষঃ শ্রীশঙ্করযশঃ পরিশুদ্ধমিত্যপরেণোক্তে তস্য যশ-  
 সা নিতরাং জিতঃ কৃত্যক্ষনঃ শশী সকলক্ষশ্রবণঃ সকলক্ষনিরুত-  
 তয়েহধুনাহুদ্যদধৌ সমুদ্রে যজ্ঞতি শিবং চ সেবতে ॥ ৯৯ ॥ নভঃ-  
 পুরকা মুনীশ্বরযশঃপুরা দিক্শুদৃশাং দিগঙ্গনানাং ধম্মিলে

যুদ্ধে একান্ত সমর্থঃ রজনীপতি চন্দ্রের সহিত গদা-  
 যুদ্ধে একান্ত প্রিয়, এবং রজতাচল কৈলাসের সহিত  
 বাহুযুদ্ধে অত্যন্ত কস্মাৎ হইয়া সর্বদা শোভা পাইয়া  
 থাকে । ৯৮ ।

“সংসারে কে নির্মল” এইরূপ বিশুদ্ধ জনের  
 কথা প্রকরণে একজন বলিল, চন্দ্র বিশুদ্ধ । অপর  
 একজন বলিল, চন্দ্র সকলক্ষ, তাহা হইতে শঙ্করের  
 যশঃ বিশুদ্ধ ও নিষ্কলক্ষ । বস্তুতঃ ইহাই সত্য,  
 শঙ্করের পরিশুদ্ধ যশঃ কলঙ্কিত শশধর, অদ্য স্বকীয়  
 কলঙ্ক ক্ষালন করিবার প্রত্যাশায় অদ্যাপি সমুদ্রে  
 নিমগ্ন রহিয়াছে এবং শঙ্করের সেবা করিয়া থাকে ।  
 । ৯৯ ।

আকাশব্যাপী মুনিবরের যশোরশি, দিক্-

ভকৃতঃ কান্তে ললাটাস্তরে । তারাবল্যনুহারি-  
 হারলতিকানিষ্কাশকশ্মাণুকাঃ কণ্ঠে দিক্শুদৃশাং  
 মুনীশ্বরযশঃপুরা নভঃপুরকাঃ ॥ ১০০ ॥ উৎ-  
 সঙ্গেষু দিগঙ্গনা নিদধতে তারাঃ করাকর্ষিকা রাগাদ্  
 দ্যৌরবলম্ব্য চুষতি বিয়দগঙ্গা সমালিঙ্গতি । লোকা-

ধম্মিলঃ সংযতাঃ কচাস্তান্নন নবীনা যানল্লিবল্লি আলতীলতা  
 তস্তাঃ কুসুম্যানি তেবাং স্রজাং মালানাং কলনে শিল্লিনস্তথা  
 দিক্শুদৃশাং কান্তে ললাটাস্তরে ভদ্রশ্রীশ্রবণমোহজিহ্বামিত্য-  
 মরঃ । তস্য রসেন চিত্রমাণেখ্যং চিত্রিতং কুসুম্যতি ভদ্রশ্রী-  
 সচিত্রিতকৃতস্তথা দিক্শুদৃশাং কণ্ঠে তারাবলী একাবলোকযষ্টিকা ।  
 সৈব নক্ষত্রমালা স্যাৎ সপ্তবিংশতিমৌক্তিকৈরিত্যমরোক্তা  
 নক্ষত্রমালাখ্যানুহারিণী মনোহরা হারলতিকাস্তম্যা নির্মাণ-  
 কশ্মণি অণুকা নিপুণাঃ । অণুকে নিপুণায়োরিতি মেদিনী  
 শাব্দে ॥ ১০০ ॥ গুরুরাজস্য শ্রীশঙ্করস্য কীর্তিযশস্তল্লক্ষণস্য  
 চন্দ্রস্য ত্রৈলোক্যে সৌন্দর্যমত্যাশ্রিতমস্তি যতো দিগঙ্গনাস্তৎ  
 কীর্তি চন্দ্রমুৎসঙ্গেহকেনি দধতে ধারয়তি প্রসিদ্ধচন্দ্রস্ত সন্ধ্যা-  
 দিগঙ্গনা নৈবং কুর্কন্তি তথা তারাঃ কিরণাশ্রকে হৈস্ত রাক-

রমণীদিগের বঙ্গকেশে ( খোঁপাতে ) নবমালতী-  
 লতার পুষ্পমালা-রচনায় যথার্থ নিপুণশিল্পী । ঐ রম-  
 ণীর ললাটদেশে চন্দ্রনরসে চিত্রকার্য্যদ্বারা একান্ত  
 চিত্রিত করিয়া থাকে । এবং দিগঙ্গনাদিগের কণ্ঠ-  
 দেশে সপ্তবিংশতি মুক্তাদ্বারা নির্মিত নক্ষত্রমালা-  
 নামক একাবলী হারের তুল্য মনোহর হারলতা  
 নির্মাণ কার্য্যে যে আপনার কীর্তি নৈপুণ্য দেখাইয়া  
 থাকে । ১০০ ।

গুরুরাজ শঙ্করাচার্য্যের কীর্তিচন্দ্রের সৌন্দর্য্য  
 ত্রৈলোক্যে অত্যন্ত অদ্ভুত হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে ।  
 কারণ, দিক্কাষ্মণীগণ কীর্তিচন্দ্রকে ক্রোড়ে করিয়া  
 রাখে, কিন্তু বাস্তবিক সত্যচন্দ্রকে উহারা ক্রোড়ে  
 করে না । কীর্তিচন্দ্র, তারাদিগকে কিরণরূপ হস্তদ্বারা



লোকদরী প্রমোদতি ফণী শোষোহস্ত দত্তে রতিং  
 ত্রৈলোক্যে গুরুরাজকীর্তিশশিনঃ সৌন্দর্য্যমত্য-  
 ত্তম ॥ ১০১ ॥ সম্প্রাপ্তা মুনিশেখরস্ত হরিতা-

ধিকাঃ প্রসিদ্ধচন্দ্রস্ত নৈবদ্বিধস্তস্ত ক্রমেণ তারাসু গমনপ্রসিদ্ধেঃ।  
 তথা দ্যৌস্তঃ রাগাদবলম্বা সঠৈব চুখতি ন তু প্রসিদ্ধস্তঃ তস্ত  
 তত্র সর্বদা স্থিত্যযোগাৎ। বিবদাঙ্গা তং সমাগালিঙ্গতি ন  
 তু প্রসিদ্ধস্তঃ। তথা লোকালোক্যভিধপৰ্বতদরী তেন প্রমী-  
 দতি ন তু প্রসিদ্ধচন্দ্রেন তস্য তত্র গত্যাভাৱঃ। তথা শোষাধ্যঃ  
 ফণী সপেঁহিসা রহিঃ প্রীতিঃ দত্তে ন তু প্রসিদ্ধসোক্তহেতো-  
 র্থা চৈবজুতস্য তস্ত লোকজরে সৌন্দর্য্যমত্যত্মমিত্যর্থঃ ॥  
 ১০১ ॥ কিঞ্চ মুনিশেখরস্য যশোলক্ষণস্ত কীর্তিবিধেঃ

আকর্ষণ করিয়া থাকে, প্রসিদ্ধ চন্দ্র এরূপ নহে।  
 কেননা সত্যচন্দ্র ক্রমে ক্রমে তারাদিগের নিকট  
 গমন করিয়া থাকেন। স্বর্গ, অনুরাগবশতঃ চন্দ্রকে  
 অবলম্বন করিয়া সর্বদাই কীর্তিচন্দ্রের মুখ-চুম্বন  
 করিয়া থাকে। প্রসিদ্ধচন্দ্র সর্বদা স্বর্গে অবস্থিতি  
 করে না বলিয়া ইহার মুখচুম্বন করাও হয় না।  
 আকাশ-গঙ্গা সর্বদাই কীর্তিচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিয়া  
 থাকে, কিন্তু প্রসিদ্ধচন্দ্রকে সর্বদা আলিঙ্গন করা  
 সম্ভাবিত নহে। লোকালোক পর্বতের কন্দর প্রদেশ  
 কীর্তিচন্দ্রদ্বারা সর্বদা নির্মল হইয়া থাকে। কিন্তু  
 প্রসিদ্ধচন্দ্রের ঐস্থানে গতিবিধিও হয় না। অনন্ত-  
 সর্প কীর্তিচন্দ্রের উপর অনুরাগ প্রকাশ করিয়া  
 থাকে, বস্ত্রত পাতালে প্রসিদ্ধচন্দ্রের গমন একান্ত  
 অসম্ভব। এই সমস্ত কারণে আচার্য্যের কীর্তি-  
 চন্দ্রের সৌন্দর্য্য এইরূপ অমৃত বলিয়া ভুবনে  
 বিখ্যাত হইয়াছে। ১০১।

মন্ত্বেষু সাক্ষাশিনঃ কল্লোলা যশসঃ শশাঙ্ককিরণা-  
 নালক্ষ্য সাংহাসিনম্। কুর্ক্বন্তে প্রথয়ন্তি  
 দুর্শ্মদস্বধাবৈদক্ষ্যসাংলোপিনঃ সমাগ্‌যন্তি চ বিশ্ব-  
 জাজ্বিকতমঃসজ্বাতসাঙ্ঘাতিনম্ ॥ ১০২ ॥ সোৎ-  
 কণ্ঠাকুণ্ঠকণ্ঠীরবনখরবরক্ষুধমন্তেভকুন্তপ্রত্যগ্রোমুক্ত-  
 মুক্তামণিগগনস্বমাবদ্ধদোষুদ্বলীলা। মহাদ্রক্ষি-

কল্লোলা হরিতাং দিশামন্তেষু সাক্ষাশিনঃ সমস্তাং প্রকাশঃ  
 প্রাপ্তাঃ। সৎশব্দোহতিবিধিদ্যোতকঃ অতিবিধৌ ভাব ইমু-  
 গিত্যমেনেনুগ্‌ প্রত্যয় এবমগ্রেহপি। তথা শশাঙ্ককিরণানা-  
 লক্ষ্য সাংহাসিনঃ সমস্তাঙ্কাসং কুর্ক্বন্তে। তথা দুর্শ্মদায়া দুর্গক-  
 বত্যাঃ সুধায়া বৈদক্ষ্যস্ত চাতুর্য্যাস্ত সাংলোপিনঃ সমস্তালোপঃ  
 প্রথয়ন্তি। তথা বিশ্বজাজ্বিকস্ত জগতি ব্যাপ্তস্যাজ্ঞানলক্ষণস্য  
 তমসঃ সজ্বাতস্য সাজ্বাতিনঃ সমস্তাং ঘাতঃ সমাগ্‌যন্তি  
 কুর্ক্বন্তি পাকঃ পচতীতিবৎ পুনঃ প্রয়োগঃ ॥ ১০২ ॥ সোৎ-  
 কণ্ঠং উৎকণ্ঠায়া সহ বর্তমানঃ অকুণ্ঠোহনিবার্য্যঃ কণ্ঠীরবঃ  
 সিংহস্তস্য নখরবরা নখপ্রোষ্ঠাষ্টৈ হতানন্তগজকুষ্ঠাং প্রত্যগ্রোম-

মুনিবরের যশোরূপ কীর্ত্তিগবের বৃহৎ তরঙ্গ-  
 মালা সকল দিগদিগন্তের চারিপাশ্বে প্রকাশিত।  
 এবং উহার চন্দ্রকিরণ দেখিয়া অত্যন্ত হাস্য করিয়া  
 থাকে, ও দুই গর্কযুক্ত অমৃতরসের চাতুর্য্য একে-  
 বারে লোপ করিয়া থাকে; এবং জগদ্ব্যাপী অজ্ঞান-  
 তিমিরের সমাক্রূপে নিধন করিয়া থাকে। ১০২।

উৎকণ্ঠিত অথচ অপরের অনিবার্য্য সিংহের  
 বিখ্যাত নখর দ্বারা যে সমস্ত মন্ত হস্তী হত হইয়া  
 থাকে, তাহাদের কুন্তদেশ হইতে যে সমস্ত  
 মুক্তামণি সদ্য স্থলিত হয়, তাহাদের সৌন্দর্য্য  
 দেখিয়া যাহার বাহ্যযুদ্ধে অভিনয় দেখাইতে হয়,

কুতুপ্কার্ণবনিকটসমুল্লোলকল্লোলমৈত্রীপাত্রীভূতা প্র-  
ভূতা জয়তি যতিপতেঃ কীর্তিমালা বিশালা ॥  
১০৩ ॥ লোকালোকদরি ! প্রসীদসি চিরাৎ কিং  
শঙ্করশ্রীগুরুপ্রোদাৎকীর্তিনিশাকরং প্রিয়তমং  
সংশ্লিষা সমুদ্যাসি । ত্বক্যাপ্যংপলিনি ! প্রহুযাসি  
চিরাৎ কস্তত্র হেতুস্তয়োরিথং প্রশ্নগিরাং পরম্পর-

বুকানাং বুকানামনিগণানাং স্রবমং সৌন্দর্য্যং তেনাবজ্রা-  
বাহুকলীলা বরা । পুনশ্চ মধনাস্ত্রিণা মম্বরাচলেন যুকনা  
কীরসমুদ্রস্ত নিকটবর্তিনঃ সম্যক্ চকলা যে বহত্তরজ্যৈষ্ঠেঃ  
সহ যা মৈত্রী তস্তাঃ পাত্রীভূতা ততুল্যা প্রভূতা বিশালা যতি-  
পতেঃ কীর্তিমালা জয়তি সর্কোৎকর্ষণে বর্ধতে অং ॥ ১০৩ ॥  
কমলিনী লোকালোকাধ্যপকৃতকন্দরং পৃচ্ছতি । হে লোকা-  
লোকদরি ! ত্বং চিরাৎ প্রসীদসি । কিং শঙ্কররাধাশ্রীগুরোঃ  
প্রোদাৎকীর্তিলক্ষণচন্দ্রমেব প্রিয়তমং সমাগালিষ্য সমুদ্যাসি ।  
এবং পৃষ্ঠা লোকালোকদরী কমলিনীঃ পৃচ্ছতি । হে উৎপ-  
লিনি ! ত্বক্যপি চিরাৎ প্রহুযাসি । তত্র প্রহর্ষে কো হেতুবিবীথ্যঃ

এবং সমুদ্রমস্থান কালে মন্দর পর্বত যখন ক্ষীরসমুদ্র  
আলোড়িত করে, তৎকালে তাহার নিকটবর্তী ও  
অত্যন্ত চকল তরঙ্গমালার সহিত যে মৈত্রী জন্মে,  
তাহার সদৃশ এবং প্রচুর ও বিশাল যতিপতির কীর্তি-  
মালার উৎকর্ষ বৃদ্ধি হউক । ১০৩ ।

একদিন কমলিনী, লোকালোক পর্বতের দরী-  
(গুহা) কে জিজ্ঞাসা করিল । হে দরি ! তুমি বহুদিন  
হইতে প্রসন্ন হইয়া রহিয়াছ কেন ? তুমি কি ক্রীমান্  
শঙ্কর-গুরুর সমুদিত কীর্তিচন্দ্রকে তোমার প্রিয়পতি  
ভাবিয়া আশ্রয়ন করিয়াছ ? এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট  
হইয়া রহিয়াছ ? । এই কথা শুনিয়া লোকালোক  
পর্বতের দরী পুনরায় কমলিনীকে বলিতে লাগিল ।

মভূৎ স্মেঃস্বনোবোত্তরম্ ॥ ১০৪ ॥ দুর্বারাধর্কণসিঃ  
হিতবুদ্ধজনহাতুলনাতুলবেগো নির্ঝাধাগাধনোদা-  
মৃতকিরণসমুদ্রবহুক্ষাসুরাশিঃ । নিম্প্রভাহং  
প্রসর্পদ্বদবদহনোদ্ভূতসস্তাপমেঘো জাগর্ভি ক্ষীত  
কীর্তি জগতি যতিপতিঃ শঙ্করাচার্য্যাবর্গাঃ ॥ ১০৫ ॥  
ইতিহাসপুরাণভারতস্মৃতিশাস্ত্রাণি পুনঃপুন বৃন্দা ।

তয়ো দ'বীকমলিত্যোঃ প্রশ্নগিরাং স্মেবৎ বিকশিতবদনকমে-  
বোত্তরমভূৎ ॥ ১০৪ ॥ দুর্বারানম্পর্কচিহ্নিতা পণ্ডিতজনতা এত-  
তুলঃ কার্ণাসকণ্ডস্ত বাতুলবেগো বাহ্যাবেগস্তথা বাহ্য-  
চিত্তো যোহগাধো বোধস্তত্তজ্ঞানং স এবামৃতকিরণচন্দ্রস্তভূ-  
ম্মেষ ক্ষীরসমুদ্রস্তথা নিম্প্রভাহং নির্ঝিঃ প্রসর্পতঃ সংসার-  
দায়াশ্চেক্ষতস্য সস্তাপস্ত মেঘ এবস্তূতা ক্ষীণা বিশালা কীর্তি-  
র্যন্ত স শঙ্করশাস্ত্রামাচার্য্যাবর্গাঃ যতিপতি জগতি জাগর্ভি অং ।  
॥ ১০৫ ॥ ইতিহাসানি মহাভারতাদীনি পুরাণানি ব্রহ্মদী-  
ভারতস্মৃতিঃ সনৎসুজাতীয়গীতাঃ মহাশ্রনামাখ্যাঃ শাস্ত্রাণ্যধর-

হে কমলিনি ! তুমিও যে দেখিতেছি বহুদিন হইতে  
আহ্লাদিত হইয়া রহিয়াছ, ইহার কারণ কি ?  
এইরূপে দরী ও কমলিনী এই উভয়ের প্রশ্নবাহকের  
পরস্পরের মুখের প্রফুল্লভাবই উক্ত হইল । ১০৪ ।

যে সকল পণ্ডিতলোক অনিবার্য্য ও অপ্রাক-  
গর্ভযুক্ত, সেই পণ্ডিতসমূহরূপ কার্ণাস তুলার  
যিনি প্রচণ্ডবাতাস্বরূপ ; বাধাশূন্য ও অতলম্পর্শ  
বোধরূপ চন্দ্রমার বিকাশনে যিনি ক্ষীরসমুদ্র :  
নির্ঝিগ্নে গমনশীল সংসাররূপ দাবানল হইতে  
সমুৎপন্ন সস্তাপরাশির দমনে যিনি কলধর ; সেই  
প্রফুল্লকীর্তি যতিপতি, আচার্য্যগণের শ্রেষ্ঠ শঙ্করদেব  
জগতে অদ্যাপি জাগরুক রহিয়াছেন ॥ ১০৫ ॥

বিবুধৈঃ স্ববুধৈঃ বিলোকয়ন্ সকলজ্ঞত্বপদং প্রাপে  
দিতান ॥ ১০৬ ॥ স পুনঃ পুনরৈকতাদবদরৈবয়া-  
সিকিশান্তিবাক্ততীঃ । সমগাদুপশান্তিসম্ভবাঃ সকল-  
জ্ঞত্বদেব শুদ্ধতাম্ ॥ ১০৭ ॥ অসংপ্রপঞ্চচতু-  
রাননোহপি সমভোগযোগী পুরুষোত্তমোহপি সন্ ।

মীমাংসাদীনি ভাবনাম্ভীনাংমিতিগাম্যেন প্রাপ্তে পূর্ণপাদানং  
একপরিব্রাজকত্বাৎ সমাধেয়ং । ইতিহাসাদীনি পুনঃ পুন-  
রুচ্য বিবুধৈঃ পণ্ডিটৈঃ সহ স্ববুধৈঃ পণ্ডিতাগ্রণীঃ শ্রীশঙ্করো  
বিলোকয়ন্ সর্বজ্ঞত্বপদং প্রাপ্তবান্ । বিবুধৈঃ সকলজ্ঞত্বপদং  
প্রাপ্তবানিতি বা সম্বন্ধঃ বৈত্যা ॥ ১০৬ ॥ স শ্রীশঙ্করঃ পুনঃ  
পুনরাবদবদ্যঃ শ্রেষ্ঠা বৈয়াসিকীঃ শান্তিবাক্ততীঃ শান্তিপন্থা  
বাক্পন্থৌচৈকত । সর্বজ্ঞত্বং যথা প্রাপ্তবাঃ স্ববুধবোপশান্তি-  
সম্ভবাঃ শুদ্ধতানপি সমগাঃ সমাগাপ্তবান্ । তথা চ কেবলং সকল-  
জ্ঞত্বং ন তেন প্রাপ্তং তু মুখাফলং শুদ্ধত্বমপীতিভাবঃ ॥ ১০৭ ॥  
নিক চতুরাননঃ মুখং যন্ত স চতুরাননোহপি সমসন্ প্রপঞ্চঃ

মহাভারতাদি ইতিহাস, বায়ু, অগ্নি, মৎস্য  
প্রভৃতি পুরাণ, সনৎজ্ঞারীয় গীতাসহস্র করিয়া  
সমুদয় স্মৃতিগ্রন্থ, উত্তর মীমাংসা (বেদান্ত) প্রভৃতি  
শাস্ত্র সকল, পণ্ডিতাগ্রণী শঙ্কর, পণ্ডিতদিগের সহিত  
বারম্বার সহর্ষে দর্শন করিয়া সর্বজ্ঞত্ব পদ প্রাপ্ত  
হইয়াছিলেন । ১০৬ ।

সেই শঙ্কর বারম্বার বেদব্যাসের যে সমস্ত  
প্রধান প্রধান শাস্ত্র-পূর্ণ বাক্যপ্রপঞ্চ আছে তাহাও  
আদরপূর্বক দর্শন করিলেন । শুদ্ধ যে তিনি  
সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা নহে, সর্বজ্ঞতার  
মত শাস্ত্রের সমীপ-বর্তিনী অন্তঃকরণের শুদ্ধতাও  
সমাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ১০৭ ।

ইনি চতুরানন, অর্থাৎ স্ফুটর মুখ হইলেও চতুরানন

অনঙ্গকেনাপাবিক্রপদর্শনো জয়তাপূর্বো জগদ-  
দয়ীশ্বরঃ ॥ ১০৮ ॥ আলোক্যাননপঙ্কজেন দধত-  
নানীং সরোজাসনং শশং সন্নিহিতকমাশ্রয়মমু-  
বিশ্বেভুরং পুরুষম্ । অর্গ্যারামিতকোমলাঞ্জি-  
কমলং কামদ্বিমং কোবিদাঃ শঙ্কন্তে ভূবি শঙ্করং ত্রিভি-

যন্ত প্রপঞ্চ রহিতঃ সসিদ্ধচতুরাননচতুর্মুখো ত্রিবাগবর্ত্তন্ত সৎ প-  
পঞ্চত্বা পুরুষেভ্য উত্তমোহপি সন্ বিষয়ভোগসম্বন্ধবান্ ভবতি ।  
সসিদ্ধস্ত পুরুষোত্তমো বিষ্ণুঃ শেখরীর্যোগিভ্রাতোগ্যোগী তপা-  
হনস্ত কামসা জেতাপি বিরূপং দর্শনং যসা স বিরূপদর্শনো ন  
ভবতি । সসিদ্ধস্বমজ্ঞকতা মতাদেবো বিরূপদর্শনঃ । তথাচৈব-  
ভূমোহপূর্ণোহদ্বীপকঃ শ্রীশঙ্কবাচার্যো জগজ্জরতীহার্থঃ । অত্র-  
শ্লেষমূলকো বিরোধোভাসঃ । আভাসত্বে বিরোধস্ত বিরোধোভাস  
ইযাত ইত্যাভেদঃ ॥ ১০৮ ॥ কিঞ্চ মুখপঙ্কজেন বাণীং সর-  
সতীং দধতঃ ব্রহ্মচারিকুলালকারং শ্রীশঙ্করমালোক্যাত্মমস্তিক-  
সমীপমাগতা বিদ্বাংসঃ কমলাসনং ব্রহ্মাণং শঙ্কন্তে । তথা

ব্রহ্মার মত প্রপঞ্চযুক্ত নহেন । ইনি পুরুষোত্তম,  
অর্থাৎ বিষ্ণু হইলেও বিষ্ণুর মত ভোগ অর্থাৎ অনন্ত  
সর্পের শরীরে ইহার কোন যোগ নাই, অতএব ইনি  
অভোগযোগী অর্থাৎ বিষয় বাসনা ভোগ করিবার জন্ম  
মনের কোন উদ্বেগ নাই । অনঙ্গ অর্থাৎ রতিপতি  
কাম ও কামনীয় পদার্থ জয় করিলেও মহাদেবের মত  
বিরূপ অর্থাৎ তৃতীয় চক্ষু বিশিষ্ট নহেন । বস্তুতঃ  
ইহার দর্শন অবিকৃত ও সমরূপ । অতএব জগতে  
অদ্বৈতমতের একমাত্র গুরু আচার্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি  
হউক । ১০৮ ।

ব্রহ্মচারী কুলের অনঙ্গার স্বরূপ শ্রীশঙ্কর যখন  
মুখ পঙ্কজ দিয়া সরসতী ধারণ করিতেন, তখন তাঁহার

কুলালকারমকাগতাঃ ॥ ১০৯ ॥ একস্মিন্ পুরুষো-  
ত্তমে রতিমতীঃ সীতামযোক্তুদ্বাং মায়াভিক্ষুত-  
মেনেকপুরুষাসক্তিভ্রমামিষ্ঠুরাম্ । জিহ্না তান্ বুধ-

বৈরিণঃ প্রিয়তয়া প্রত্যাহরদ্যশ্চরাদান্তে তাপসকৈ-  
তবান্নিজগতাং ত্রাতা স নঃ শকরঃ ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদাশুদ্ধাষ্টমবৃত্তগঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে চতুর্থঃ সর্গোহভবৎ ।

সততঃ সন্নিহিতা কমা লক্ষ্মী যন্ত তপাভূতঃ তঃ দৃষ্টে । বিশ্বস্তুর  
পুরুষঃ শ্রীবিষ্ণুঃ শকন্তে । তথা আটোয়ারাধিতে কোমলে  
চরণকমলে যন্ত তঃ কামদ্বিস্তুর মহাদেবঃ শকন্তে শাদু ॥ ১০৯  
কৈকৈকস্মিন্ পুরুষোত্তমে ভগবতি রামচন্দ্রে রতিমতীমযোক্তুদ্বাং  
সীতালক্ষণাং এভাং মায়াভিক্ষুণা রাবণেন হত্যাং তান্ বুধবৈরিণো  
দেবদ্বিষো রাক্ষসান্ জিহ্না অনেকপুরুষে অশ্রেষ্ঠপুরুষে রাক্ষসে  
রাবণে আসক্তিভ্রমাদ্রাবণেন্দয়া । আসক্তিরিতি রামচন্দ্রনিষ্ঠাদ-  
ভ্রমামিষ্ঠুরাং নৈষ্ঠুর্যোগ বহুপ্রবিষ্টামশ্রেষ্ঠপুরুষস্য রাবণস্য স্বস্মি-  
নাসক্তিধর্ম্মাক্তঃ প্রতি নিষ্ঠুর্যামিতি বা । শ্রেষ্ঠপুরুষস্য রামচন্দ্রস্য  
স্বস্মিনাসক্ত্যভ্রমভ্রমামিষ্ঠুর্যামিতি বা । যো রামচন্দ্রায়নাবতীর্ণঃ

শিবশিরাং প্রিয়তয়া প্রত্যাহরৎ । স ত্রিজগতাভ্রাতা নোহস্মাকং  
সুখকরস্তাপসকৈতবাদ্ভবতিবেষমিদাদান্তে । নন্ত্রিজগতাভ্রাতা শকর  
ইতি বা । শিবস্য রামচন্দ্রায় নাবতরন প্রকারস্ত স্কন্দপুরাণাবগ  
জ্বাঃ পক্ষে একস্মিন্নদ্বিতীয়ে পুরুষোত্তমকরাক্ষরাতীতে পর-  
মায়ানিরতিমতীঃ জন্মাদিশৃণ্ণাং সতাতঃ মায়াভিক্ষুতিঃ ক্ষণক-  
নিজ্ঞানবাদিভির্জুতামনেকায়প্রসক্তিভ্রমামিষ্ঠুরাং তান্ বিবেকি-  
বৈরিণো জিহ্না শচিরাং প্রত্যাহরৎ সমানমন্ত ॥ ১১০ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকচার্যাবাগোপালতীর্থ শ্রীপূজা  
পাদশিষ্যদত্তবংশাবতঃসরামকুমারসুহৃদনপতিহরিকৃতে শ্রীশঙ্করা

চার্যবিজয়ভিষ্ণুস চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

সমীপে আসিয়া বিদ্বান্গণ তাঁহাকে কমলাসন ব্রহ্মা  
বলিয়া বোধ করিতেন । সর্বদা ক্ষমারূপ লক্ষ্মী  
শঙ্করদেহে বিদ্যমান দেখিয়া বিশ্বস্তুর অর্থাৎ বিষ্ণু  
বলিয়া লোকে বোধ করিত । আর্য্যগণ যখন তাঁহার  
কোমল পদকমল আরাধনা করিত, তাহা দেখিয়া  
লোকে তখন তাঁহাকে কামনাশী মহাদেব বলিয়া  
বিবেচনা করিত । ১০৯ ।

যিনি একমাত্র পুরুষোত্তম রামচন্দ্রের উপর একান্ত  
গম্ভীরকৃত্ত ; যিনি অযোনি-সম্ভবা ; মায়াবেশী রাবণ  
ভিক্ষুক হইয়া যাহাকে হরণ করে, নীচাশয় রাব-  
ণের উপর ইহার আসক্তি আছে বলিয়া রামচন্দ্রের  
যে ভ্রম হইয়াছিল, সেই ভ্রমবশতঃ যিনি নিষ্ঠুরতা  
দেখাইয়া অনলে প্রবেশ করেন ; দেববিদ্রোহী রাক্ষস-  
দিগকে জয় করিয়া রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ সেই মহা-  
দেব, বহুকাল হইতে প্রিয়তাবশতঃ তাঁহার পুনরু-

দ্ধার করিয়াছেন । সেই ত্রিজগতের ত্রাণকর্তা এবং  
আমাদিগের সুখকর, অদ্য তপস্বীবেশে জগতে বিদ্য-  
মানরহিয়াছেন । পক্ষান্তরে অদ্বিতীয় পুরুষোত্তম পর-  
মাত্মার উপর একান্ত অনুরাগিণী, জন্ম, মরণাদিরহিত,  
মায়াভিক্ষুক ক্ষণিকবাদী বোদ্ধ প্রভৃতি বিদ্রোহীগণ  
কর্তৃক অপহৃত, এবং প্রত্যেক জীবগত আত্মার উপর  
প্রসক্তিহেতু নিষ্ঠুর, অর্থাৎ তাঁহাকে ( বিবেকীগণের  
বৈরীদিগকে জয় করিয়া যিনি বহুকাল হইল) পুন  
রুদ্ধার করেন, তিনি আমাদের ত্রাণকর্তা ও তিনিই  
আমাদের তপস্বীবেশে বিদ্যমান । মহাদেব যে  
রামচন্দ্ররূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহার  
বিবরণ, স্কন্দপুরাণাদি হইতে বিশেষরূপে অবগত  
হওয়া যায় । ১১০ ।

ইতি শ্রীমাধবীয়ে চতুর্থ অধ্যায় ।



## পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

ইতি সপ্তমহায়ানেহখিলশ্রুতিপারঙ্গততাং গতো  
বিটুঃ । পরিবৃত্য গুরোঃ কুলাদ্ গৃহে জননীং পর্যা-  
চরন্মহায়াশাঃ ॥ ১ ॥ পরিচরন্ জননীং নিগমং পঠ-  
মপি ছতাশরবী সবনদয়ং । মনুবরৈ নিয়তং পরি-  
পূজয়ন্ শিশুরবর্তত সংস্করণিযথা ॥ ২ ॥ শিশুমুদীক্ষ্য

এবং প্রাকৃতজনবিলক্ষণঃ তস্য পালচরিত্রমুপবর্ণ্য তুর্যা-  
শ্রমস্বীকৃতিমুপবর্ণয়িতুং প্রোক্তোতি ইতীতি । ইতি উক্তপ্রকারেণ  
সপ্তবর্ষে সর্ববেদপাংকততাং প্রাপ্তো বিটু ব্রহ্মচারী গুরোঃ  
কুলাং পরিবর্তনং সমাবর্তনং বিধায় গুরুকুলবাসং সমাপ্য  
মহায়াশাঃ গৃহে জননীং পর্যাচরং সমাক্ সেবিতবান্ বিঃ ॥  
১ ॥ মাতরং পরিচরন্ বেদং পঠঃশচ মনুশ্রেষ্ঠৈঃ স্বায়ম্ভুবা-  
দিভিরগ্নিসূর্যাসংপূজায়াং নিয়মিতং প্রাতঃসবনং তৃতীয়সবন-  
মিত্যেবাক্রপং সবনদয়ং বহ্নিসূর্যো পরিপূজয়ন্ সন্ শিশুঃ ভাষ্-  
বদবর্তত । মনুবরৈ ঋতুবরৈ নির্যতং যথাস্থাতথা পরিপূজয়-  
নিত্বা ক্রতঃ ॥ ২ ॥ কিন্তু শিশুঃ শ্রীশঙ্করং দৃষ্ট্বা ক্রোধা-

এইরূপে সাধারণ জন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বাল-  
কের চরিত্র বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি তাঁহার চতুর্থাশ্রম  
স্বীকার বর্ণনা করিবার জন্য প্রস্তাব করিতেছেন ।  
উক্তপ্রকারে মহায়াশা সেই ব্রহ্মচারী সপ্তম বর্ষে-  
গুরুর কুল হইতে সমাবর্তন করিয়া, অর্থাৎ গুরু-  
কুলবাস পরিত্যাগ করিয়া, গৃহে জননীর উত্তমরূপে  
পরিচর্যা করিতে লাগিলেন । ১ ।

জননীর পরিচর্যা, বেদ-পাঠ, স্বায়ম্ভুব, বৈব-  
স্বত প্রভৃতি মনুগণ কর্তৃক অগ্নি ও সূর্য্য পূজায়

যুবাপি ন মন্যুমান্ দিশতি বৃক্কতমোহপি নিজাস-  
নম্ । অপি করোতি জনঃ করয়ো যুগং বশ-  
গতো বিহিতাঞ্জলি তৎক্ষণাৎ ॥ ৩ ॥ যুদুবচ শ্রুতং  
কুশলাং মতিং বপুঃকুমমাস্পাদমোকসাম্ । সক-  
লমেতদ্দীক্ষ্য সূতস্ত স্য স্মখমবাণ নিরগলমম্বিকা  
॥ ৪ ॥ জাতু মন্দগমনাহস্ত্য হি মাতা স্নাতুমম্বুনিধিগাং

দ্যালয়ো যুবাপি কোপবান্ ভবতি । তথা বৃক্কতমোহত্যস্তমা-  
দরণীয়োহপি স্নাসনং দদাতি । অপিচ তৎক্ষণাদর্শনক্ষণ এব  
বশং প্রাপ্তঃ সর্কোহপি জনো হস্তয়ো যুগলং বিহিতাঞ্জলি  
করোতি ॥ ৩ ॥ যুদ্বিত্তি । চরিতস্যাপি বিশেষণং যুদু কোমলং  
বচো যস্মিৎ স্তং চরিতমিতি বা । ওজসাং মন আদিবলানামাস্পাদ-  
মাশ্রয়ভূতং বপুঃ শরীরং সূতঃসূতং সর্কমবেক্ষ্য স্য সতী কুমার-  
জননী নিরগলমপ্রতিবক্স স্মখমবাণ ॥ ৪ ॥ কদাচিদস্য মাতা  
হি প্রসিদ্ধং মক্ষং গমনং গম্যাস্য স্য সমুদ্রগাং নদীং প্রতি স্না

নিয়মিত যজ্ঞদ্বয়ান্নক বহ্নি সূর্য্য-পূজা করিয়া ঐ বালক  
সূর্য্যের মত শোভা পাইতে লাগিল । ২ ।

ক্রোধ, দ্বেষ ও হিংসাদির আশ্রয় স্বরূপ যুবাও  
বালককে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইতনা ; অত্যন্ত আদরণীয়  
বৃদ্ধও আপনার আসন দান করিত । তাঁহার দর্শন  
কালে বশতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব জনেই হস্তযুগল  
কৃতাজলি করিত । ৩ ।

কোমলবাক্য, চরিত্র, মঙ্গলবুদ্ধি, গানসিক বল ও  
তেজের আশ্পদ অনুপম কালেবর, এই সমস্ত দেখি

প্রতি যাতা । আতপোত্রকিরণে রবিবিন্দু সাতপঃ  
কুশতনু বিলম্বেষে ॥ ৫ ॥ শঙ্করস্তদনু শঙ্কিতচিত্তঃ  
পঙ্কজৈঃ বিগতপঙ্কজলাদ্রৈঃ । বীজয়ন্তু পগতো গত-  
মোহাং তাং জনেন সদনং সহ নিনো ॥ ৬ ॥  
মোহথ নেতুমনবদ্যচরিত্রঃ সন্মানোহস্তিকমুখীশ্বর-  
পুত্রঃ । অস্তবজ্জলধিগাং কবিত্বদ্যৈ বস্তুতঃ ক্ষুর-

নার্থং গতা । সুখানুগুণে আতপেনোত্রাঃ কিরণা যন্ত এতা-  
দুণে সতি । তপস্বী কুশা তনুঃ শরীরঃ যন্তাঃ সা সতী বিলম্বঃ  
কৃতবতীতার্থঃ । ৫ ॥ ৬ ॥ তত্তদা বিগতকর্দমেন জলেনাদ্রৈঃ  
পঙ্কজৈঃ বীজয়ন্তু পগতঃ জনেন জনসমুদায়েন সহ সদনং প্রতি  
নিনো ॥ ৬ ॥ অথ ময়মানন্তরং দোষরহিতচরিত্রঃ স্বধীণামীশ্বরস্ত  
শিবগুরোঃ পুত্রঃ শ্রীশঙ্করঃ গৃহস্য সমীপং নেতুং সমুদ্রগাং  
নদীং কবীনাং মনোজ্ঞৈঃ কবিত্বতঃ ক্ষুরস্তি অলঙ্কৃতানি চ তানি

য়া বালকের মাতা । সতী প্রতিবন্ধশূন্য স্বথ প্রাপ্ত  
হইলেন । ৪ ।

ইহার মাতা কোন সময়ে মন্তুরগামিনী হইয়া  
সমুদ্রগামিনী নদীর জলে স্নান করিতে গমন করিয়া-  
ছিলেন । পরে সুখানুগুণ, বখন, আতপতাপে প্রচণ্ড-  
কিরণ ধারণ করিল, তখন তিনি তপস্যা দ্বারা কুশ-  
তনু হইয়া শঙ্করের জন্ত বিলম্ব করিতে লাগিলেন । ৫ ।

অনন্তর শঙ্কর শঙ্কিতমনে কর্দমশূন্য জলমিত্ত-  
নলিনীদলদ্বারা বীজন করিতে করিতে উপস্থিত  
হইয়া মুচ্ছা প্রাপ্ত জননীকে জন-সমুদায়ের সহিত  
গৃহে আনয়ন করিলেন । ৬ ।

মাতাকে গৃহে পাঠাইয়া দিবার পর নির্মল  
চরিত্র, ধার্মিক শিবগুরু-পুত্র শঙ্কর, নদীকে গহের

দলকৃতপদ্যৈঃ ॥ ৭ ॥ ঐহিতং তব ভবিষ্যতি  
কাল্যে যো হিতং ভগত ইচ্ছামি বাল্যে । ইত্যাপ্য  
স বরং তটিনীতঃ সত্যবাক্ সদনমাপবিনীতঃ ॥ ৮ ॥  
প্রাতরেব সমলোকিত লোকঃ শীতবাহুতশীকর  
পুতঃ । নৃতনামিব ধুনীঃ প্রবহন্তীঃ মাধবস্য সময়া  
সদনং তাম্ ॥ ৯ ॥ এবমেনমতিমত্ৰিচরিত্রং সেব-

পদ্যানি চ তৈঃ নতাপাততঃ ক্ষুরদলকৃতপদ্যৈঃ অস্ত-  
বৎ ॥ ৭ ॥ তেন স্ততা সন্তো নদী উবাচ । তব ঐহিতমভি-  
লম্বতং কলয়তি চেষ্টামিতি কালো প্রাতঃকালে ভবিষ্যতি ।  
অদ্যাদয়শ্চেতি কলে যকি কতঃ প্রজাদাণি কপং । প্রত্যাষোহ-  
মুখং কলামিত্যমরঃ । যন্তং বাল্যাবস্থায়াং ভগতো হিত মিচ্ছামি ।  
ইতোবং প্রকারেন নদীতঃ বরং প্রাপ্য সত্যবচনঃ শ্রীশঙ্করঃ  
সদনং প্রাপ । এতাদৃশসামর্থ্যবতোহপি বিনয়যুক্তঃ ॥ ৮ ॥ শীতেন  
বায়ুনা আহুতৈর্জলকণৈঃ পরিচিত্তো লোকঃ প্রাতরেব মাধবসা  
লক্ষ্মীপতে বিষ্ণোঃ সময়া সদনং মন্দিরস্য সমীপে প্রবহন্তীঃ  
তাং ধুনীং নৃতনামিব সমলোকিত ॥ ৯ ॥ এবমেনম প্রকারেণ

নিকটে আনয়ন করিবার নিমিত্ত, কবিদিগের অল-  
ঙ্কারশচিত মনোজ্ঞ পদ্যদ্বারা তাহার স্তব করিতে  
লাগিলেন । ৭ ।

“তুমি বাল্যকালে ভগতের যে হিতকামনা  
করিতেছ প্রাতঃকালে তোমার সেই অভিলষিত  
পূর্ণ হইবে ।” সত্যবাদী ও বিনীত সেই বালক  
নদীর নিকট হইতে এইরূপ বরপ্রাপ্ত হইয়া সন্ত-  
বনে উপস্থিত হইলেন । ৮ ।

শীতল-বায়ু সংশ্লিষ্ট জলকণাদ্বারা পরিব্র-  
লোকগণ, লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুর মন্দির নিকটে প্রবহ-  
মান সেই নদীকে নৃতন বলিয়া প্রাতঃকালে দর্শন  
করিল । ৯ ।

মানজ্ঞানদৈন্যলবিত্রং । কেরলক্ষিতিপতি ই দিদ্ভুঃ  
প্রাহিণোঃ সচিবমাদৃতভিক্ষুঃ ॥ ১০ ॥ মোহপাতস্ত্রি-  
তমভীরুপদাভিঃ প্রাপ্য তং তদনু সধিরদাভিঃ ।  
উক্তিভিঃ সরসমঞ্জুপদাভিঃ শক্তিভুং সমমজ্জিহ্ম-  
পদাভিঃ ॥ ১১ ॥ যস্য নৈব সদৃশো ভুবি বোদ্ধা

মর্ত্যমানতিক্রান্তানিচরিত্তানি যস্য তং । সেবমানানাং জনানাং মনো-  
বথকরণেন দৈন্যসা লবিত্রং চেদকমেনং শ্রীশঙ্করং দ্রষ্টুমিচ্ছুরা-  
দৃতা ভিক্ষবো যেন স কেরলক্ষিতিপতিঃ রাজশেখবাখ্যঃ সচিব-  
মমাত্যং প্রেষিতবান্ ॥ ১০ ॥ সঃ অমাত্যোহপি তং সমমতস্ত্রিত-  
মনলসমতস্ত্রিতং যথা স্যাত্তথেষতিবা অতী ভরবর্জিত উপদীয়ত-  
ততুপদা উপায়কং ডুদাওদানে আতশ্চোপসর্গ ইত্যঙ্ ।  
উপায়নমুপগ্রাহ্যমুপহারন্তুথোপদেত্যমরঃ । উপদাত্তিকপায়ন-  
তৃত্যভিঃ সমীচীনাভি দিরদাভিঃ করেণুভিঃ সহ তং শ্রীশঙ্করং  
প্রাপ্য তদনু ততঃ প্রাপ্তোঃ পশ্চাৎ সরসানি মনোজ্ঞানি পদানি  
বাস্ত সরসানামিতি বা । এবধিধাভিবাভিকক্ষিতিঃ শক্তিঃ শিবাঃ  
সামর্থ্যং বা বিভক্ত্যেতি শক্তিভুং সচিবঃ সমমজ্জিহ্মপং সমং  
যথা স্যাত্তথা বিজ্ঞাপিতবান্ ॥ ১১ ॥ তা এব দর্শয়তি যস্য সদৃশো  
বোদ্ধা রণমুখস্থ বুদ্ধকর্তা চ ভুবি নৈব দৃশ্যতে তস্য কেরল-

এইরূপে লোকাভীত চরিত্র, এবং সেবক জনের  
অভিলষিত দানে দৈন্য হর্তা ঐ শঙ্করকে দেখিতে  
ইচ্ছা করিয়া ভিক্ষুপদসেবক, কেরলদেশের অধিপতি  
রাজশেখর আচার্যের নিকটে অমাত্য প্রেরণ করি-  
লেন। নির্ভীক অমাত্য ও আলস্য ত্যাগ করিয়া উপ-  
হার স্বরূপ কতকগুলি উত্তম উত্তম হস্তিনী লইয়া  
শঙ্করের সমীপে উপস্থিত হইল। শঙ্করের নিকট  
উপস্থিত হইবার পর, সরস ও মনোহর পদযুক্ত  
বচন দ্বারা সেই শক্তিমান অমাত্য, সমভাবে নিবে-  
দন করিতে লাগিল। ১০। ১১।

দৃশ্যতে রণশিরঃস্ত চ যোদ্ধা । তস্মৈ কেরলনৃপস্ম  
নিবোগাদ্ভ্যামে মম চ সংকৃতিযোগাৎ ॥ ১২ ॥  
রাজিতাভ্রবসনৈ বিলসন্তঃ পূজিতাঃ সদসি যস্য  
বসন্তঃ । পণ্ডিতাঃ সরসবাদকথাভিঃ খণ্ডিতাপর-  
গিরোহবিতথাভিঃ ॥ ১৩ ॥ মোহয়মাজিজিতসর্ব-  
মহীপঃ স্তূয়মানচরণঃ কুলদীপঃ । পাদরেণুমবনং

দেশাধিপতেরাজ্যভ্যং সর্কোত্তমো দৃশ্যতে । নহু অন্য এবতস্মি  
যোগাদাগত্য মাং কুতো ন দৃষ্টবান্ ভবান্নেব বা পূর্বমিত্যাশ-  
ঙ্কাত । মম সংকৃতেঃ পুণ্যস্য যোগাৎ মমেন্যন্যাব্যবৃতিঃ যোগা-  
দিত্তি পূর্বকালব্যবৃতিঃ ॥ ১২ ॥ অপ রাজঃ প্রার্থিতপ্রদানপাত্র-  
তানুচনার তং স্ববন্ প্রার্থয়তে রাজিতেতি যাত্যাহ । রাজি-  
তৈ দীপ্তিমত্তিরাট্রৈঃ স্ববর্ণময়ৈ ব'ট্রৈঃ বিলসন্তঃ শোভন্তঃ  
পূজিতাঃ পূজাঃ প্রাপ্তাঃ অবিতথাভিঃ বার্ষাভিঃ সরসা রস-  
যুক্তাশ্চ তাঃ বাদকথাশ্চ তাভিঃ খণ্ডিতা অপরেষামমোবা-  
গিরো বাচো যৈস্তে পণ্ডিতা যস্য সদসি সভায়াং বসন্তঃ সতী-  
তার্থঃ । অত্র মেঘে চ গগনে ধাতুভেদে চ কাঞ্চন ইতি-  
মেদিনী ॥ ১৩ ॥ আজো সংগ্রামে জিতাঃ সর্কো মহীপা ভূমিপালা  
যেন অতএব স্তূয়মানো চরণো যস্য অতএব কুলস্য দীপো  
দীপবৎ প্রকাশকঃ মোহয় রাজা ভবভাজাং সংসারং ভজ্যভাম-  
বনং পালকং তব চরণরেণুমাদরেণ বিলতু গভতঃ অভ্যর্থনায়ঃ

যাহার সদৃশ যোদ্ধা এবং রণমস্তকে যোদ্ধা  
আর নাই, আমি সেই কেরল দেশীয় নরপতির  
আজ্ঞানুসারে ও আমার পূর্বজন্মার্জিত বহু-পুণ্য-  
ফলে আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি। ১২।

দীপ্তিমান কাঞ্চনবস্ত্রে শোভমান, সর্বজন-  
পূজ্য পণ্ডিতগণ, মিথ্যা রসযুক্ত তর্কবাক্যে পর-  
বাক্য খণ্ডিত করিয়া, যাহার সভায় সর্বদা বিদা-  
মান থাকেন। সংগ্রামে সর্ব নরেন্দ্রজেতা, অত-  
এব সর্বজন-পূজ্য ও কুলপ্রদীপ, সেই কেরল নৃপতি,

ভবভাজামাদিরেণ তব বিন্দতু রাজা ॥ ১৪ ॥ এষ  
সিন্ধুরপরো মদপূর্ণো দোষগন্ধরহিতঃ প্রবিতীর্ণঃ ।  
অস্ত্রোহদ্য রজসো পরিপূতং বস্ত্রতো নৃপগৃহং শুচি-  
ভূতম্ ॥ ১৫ ॥ ইত্যাदीর্য পরিমাণিতদেদোতাং প্রত্যা-  
দীরিতসদুক্তিমমাত্যম্ । অতাদারমৃষিভিঃ পরি-  
শস্তং প্রত্যাবাচ বচনং ক্রমশস্তম্ ॥ ১৬ ॥ ভৈক্ষ্য-

লোট্ ॥ ১৪ ॥ ততানীতাস্পদাং মুখামেকং গজং দর্শয়তি । এষঃ  
সিন্ধুরপরো হস্তিগ্রেষ্ঠো মদেন পূর্ণঃ দোষস্য গন্ধেনাপি বর্জিতঃ  
প্রবিতীর্ণো রাজা প্রেয়া দত্তস্তম্মদস্ততঃ শুচিভূতমপি নৃপগৃহং তব  
চরণরজসো পরিত আ সমস্তাং পূতং পবিত্রমস্ত ॥ ১৫ ॥ এবং  
শুক্লিযুক্তং সচিববাক্যমুদাহৃত্য তদুত্তররূপং শ্রীশকরবাক্যমুদা-  
হরুমাহ । ইতোহং প্রকারেণোদীর্ঘোক্ত্য পরিমাণিতং দূত-  
কৃতাং যেন প্রত্যাদীরিতাঃ প্রত্যাচারিতাঃ সতামুক্তয়ঃ সমীচীনা  
উক্করো বা যেন তমমাত্যং সচিবঃ প্রতি ক্রমশঃ ক্রমেণ বচন-  
মুবাচ । তদ্বিশিনষ্টি । অতাদারমত এব ঋষিভিঃ পরিশস্তং সংস্কৃ-  
তম্ ॥ ১৬ ॥ তদুদাহরতি । ভৈক্ষ্যং ভিক্ষয়া লক্ষমগ্রং পরিধান-

সাংসারিক লোকদিগের তারক, আপনার পদ-  
ধূলি লাভ করুন । ১৩ । ১৪ ।

নির্দোষ, মদমত্ত এই করিবর, মহারাজ আপ-  
নাকে অনুরাগ বশতঃ দান করিয়াছেন । এবং  
রাজভবন বাস্তবিক পবিত্র হইলেও অদ্য আপ-  
নার চরণপরাগ-স্পর্শে অধিকতর পবিত্র হউক ।  
১৫ ।

এইকথা বলিয়া যিনি আপনার দূতকার্য্য সমাপ্ত  
করিলেন; যিনি সমীচীন বাক্য উচ্চারণ করিলেন ;  
সেই অমাত্যকে ঋষিসেবিত, ক্রমশ শঙ্কর, উদার  
বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১৬ ।

মন্নমজিনং পরিধানং রুক্ষমেব নিয়মেন বিধানং ।  
কর্ম্য দাতবর ! শাস্তি বটুনাং শর্ম্মদায়িনিগমাণ্ডি-  
পটুণাম্ ॥ ১৭ ॥ কর্ম্য নৈজমপহায় কুভোগৈঃ  
কুর্ম্মহে হ কিমু কুস্তিপুরুগৈঃ । ইচ্ছয়া সুখমমাত্য  
যথেষ্টং গচ্ছ নাথমসকুং কথয়েথম্ ॥ ১৮ ॥ প্রত্যা-

মাচ্ছাদনমজিনং যুগচর্ম্ম বিধানং কর্তব্যং : নিয়মেন রুক্ষমেন কষ্টে-  
সাধ্যমেব ত্রিকালস্নানাদিকর্ম্ম কর্ম্মপ্রতিপাদকং বেদাদিশাস্ত্রং ।  
হে দাতবর ! শর্ম্মদায়িনাং দৃষ্টাদৃষ্টসুখদায়িনাং বেদানাং  
প্রাপ্তোপটুনাং কুশলানাং বটুনাং ব্রহ্মচারিণাং শাস্তি । যদ্য  
বিধানং শ্রুতিস্মৃত্যাদিনিয়মেন রুক্ষমেব কর্ম্ম তত্রাপি নিয়মেনেতি  
বা শাস্তীভার্থঃ । শর্ম্মদায়ীতি কর্ম্মণো বা বিশেষণং ॥ ১৭ ॥  
তথাচৈবংবিধা ব্রহ্মচারিণো বয়ং নৈজং স্বীয়ং কর্ম্ম  
বিহার্য কুস্তিপুরুগৈঃ কুভোগৈঃ ভোজ্যস্ত ইতি ভোগা বিষ-  
য়াত্তৈরিতপূরঃসরৈঃ কুৎসিতৈঃ বিষয়সম্ভোগৈঃ কিং  
কুর্ম্মহে । হেতি প্রসিদ্ধার্থকমাশ্চর্য্যার্থকং বাহবায়ং । ততি-  
ময়া কিং বিধেয়মিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ । হে সচিব ! ইচ্ছয়া  
সুখঃ যথাস্তত্বা যথেষ্টং যথাগতং তথা গচ্ছ যত ইথমমুনা-

হে বদান্য ! আমাদিগের অন্ন ভিক্ষালব্ধ : পরি-  
ধেয় বস্ত্র চর্ম্ম, কর্তব্য কর্ম্ম সকল, শ্রুতি ও স্মৃত্যানু-  
নয়নদ্বারা নিতান্ত কষ্টসাধ্য । ত্রিকাল স্নানাদি  
প্রভৃতি কর্ম্ম, ও কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদাদি শাস্ত্র, দৃষ্টা-  
দৃষ্ট সুখদাতা বেদ শাস্ত্রের প্রাপ্তি বিষয়ে যাহাঁরা  
নিতান্ত দক্ষ, সেই সকল ব্রহ্মচারী দিগকেই কেবল  
শাসন করিয়া থাকে । আমরা ব্রহ্মচারী, অতএব  
আমাদিগের অবশ্য অনুষ্ঠেয় স্বকীয় কর্ম্ম সকল  
পরিত্যাগ করিয়া করেণুদ্বারা গমন প্রভৃতি কুৎসিত  
ভোগ্য বস্তু সেবা করিয়া আমরা কি করিব ?  
অতএব হে অমাত্য ! আপনি যেস্থান হইতে



ত ক্ষিতিকৃতাহ্মিলবর্ণা বৃত্ত্যুপাহরণতো বিগতর্গাঃ ।  
ধর্মবস্ত্রানি রতা রচনোয়াঃ কর্মবর্জ্যমিতি নো বচ-  
নীয়াঃ ॥ ১৯ ॥ ইতামুখ্যবচনাদলঙ্কঃ প্রত্যাগাৎ  
পুনরমাত্ম্যগাক্ষঃ । বৃত্তমস্য স নিশম্য ধরাপঃ সন্ত-  
মস্য সবিধং স্বয়মাপ ॥ ২০ ॥ ভূস্বরার্ভকবরৈঃ

প্রকারেণাসকুদর্ধং ন কথয় ॥ ১৮ ॥ যন্তুরোক্তং তদ্রাজঃ কর্তব্যং  
ন ভবতি । প্রত্যুত ভূমিপেন সর্কে বর্ণা ব্রাহ্মণাদিয়াঃ বৃত্ত্যুপাহ-  
রণতত্তত্ত্ববর্ণোচিতশুদ্ধজীবিকাসম্পাদনেন বিগতানি দেবর্ষি-  
পিতৃঋণানি যেভাস্তুথাবিধা ধর্মমার্গে নিরতা রচনীয়াঃ স্বীয়  
কর্ম বর্জ্যমিতি নো বচনীয়াঃ নৈব বক্তব্যঃ ॥ ১৯ ॥ ততঃ কিং  
বৃত্তমিত্যাকাক্ষারামাচ । উতোবদ্বিদাদমুখ্য শঙ্করস্য বচনা-  
দমাত্যচক্ষুঃ চক্ষুর্দ্বাতিরেকস্থচকং বিশেষণ মকলঙ্কঃ পুনঃ প্রত্যা-  
গাৎ । স্বয়ামিনং প্রতিগমনং কৃতবান্ । ন ভূমিপোহস্য বৃত্তং  
কদ্রাহতুংকুটস্য শ্রীশঙ্করস্য সবিধং সমীপং স্বয়ং প্রাপ ॥ ২০ ॥

আগমন করিয়াছেন, এক্ষণে যদৃচ্ছাক্রমে সুখে  
সে স্থানে গমন করুন। এবং এই প্রকারে আপনার  
প্রভুকে আমার কথা বারম্বার বলিবেন । ১৭ । ১৮ ।

রাজা যাহা বলিয়া দিয়াছেন তাহাত কর্তব্যই  
নহে । ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র এই চারিবর্ণের  
যাহা শুদ্ধ জীবিকা, প্রত্যেক বর্ণোচিত শুদ্ধ জীবিকা  
সম্পাদন দ্বারা দেবঋণ, ঋষিঋণ ও পিতৃঋণ এই তিন  
প্রকার ঋণ হইতে সকল বর্ণকে মুক্ত করাই নর-  
পতির কর্তব্য কার্য্য । এবং ঐ সকল বর্ণ, যাহাতে  
ধর্ম পথে রত থাকে, সে বিষয়ে মনোযোগ করা  
কর্তব্য । “তোমরা আপন আপন বর্ণোচিত কর্ম  
পরিত্যাগ কর” এই কথা তিনি কাহাকেই বলিতে  
পারেন না । ১৯ ।

নিষ্কলঙ্ক অমাত্যশশী তাঁহার এইরূপ বাক্য

পরিবীতং ভাস্বরোড়ুপগলন্তুপবতীং । অচ্ছজহু-  
তয়া বিলসন্তঃ সুচ্ছবিং নগমিব ক্রমবন্তম্ ॥ ২১ ॥  
চর্ম্মকৃষ্ণহরিণস্য দধানং কর্ম্ম কুৎ সমুচিতং বিদধানম্ ।  
নূতনামুদনিভাস্বরবন্তঃ পূতনারিসহজন্তঃ লয়ন্তঃ ॥  
২২ ॥ জাতরূপকুচিমুঞ্জিস্থধাম্মা চ্ছাতরূপকটি-  
মন্তুতধাম্মা । নাকভূজমিব সংকুতিলকঃ পাক-

ইতঃ চতুর্থশ্লোকস্থং মুনিবরস্য কুমারং বিশিনষ্টি । ভূস্বরাণাং  
ভূমিদেবানাং ব্রাহ্মণানামর্ভকবরৈর্ ঋণালকশ্রেষ্ঠৈঃ পরিবীতং পরি-  
তো ব্যাপ্তং ভাস্বরৈর্ দৈর্দীপ্যমানৈর্ ভাস্বরসোবোড়ুপস্য চক্ষুস্য  
গততিভিঃ কিরণৈস্তল্যমুপবীতং যজ্ঞোপবীতং যমা অচ্ছা-  
জহুতয়া বিলসন্তঃ ক্রমবন্তঃ নগং হিমা-  
লয়মিব সুচ্ছবিং সুষ্ঠুছবিঃ কাস্তি র্যস্য তম্ ॥ ২১ ॥ কৃষ্ণহরি-  
ণস্য চর্ম্মদধানং সর্কমুচিতং কর্ম্ম বিদধানং নূতনমেঘ তুলা মম্বর-  
মসাতীতি তথা তং পূতনারাঃ কংস হেমিতারা অরিঃ শক্রঃ  
কৃষ্ণস্তস্য সহজং ভ্রাতরং বলভদ্রং তুলয়ন্তঃ তত্তুলাং দধা-  
নম্ ॥ ২২ ॥ জাতরূপস্য সুবর্ণস্য কচিরিব কচির্ধস্য তস্য মুঞ্জি-  
সংজ্ঞকস্য তৃণবিশেষস্য স্থধাম্মা সুষ্ঠু তেজসা । আশ্চর্য্যমন্দি

শ্রবণ করিয়া নিজ শ্বামির নিকটে পুনর্ব্বার প্রতি-  
গমন করিলেন । ধরাপতি তাঁহার চরিত্র শুনিয়া  
তৎসম্মিধানে স্বয়ং উপস্থিত হইলেন । ২০ ।

ভূদেব ব্রাহ্মণদিগের প্রধান প্রধান বালকগণ  
যাঁহাকে চারিদিকে বেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে; দীপ্য-  
মান চক্ষুকিরণ তুল্য শ্বেতবর্ণ যজ্ঞোপবীত যাঁহার  
গলদেশে লম্বমান দেখিলে বোধ হয় যেন নির্ম্মল-  
সলিলা ভাগীরথীদ্বারা বিলসিত, সুন্দরকাস্তি, এবং  
বৃক্ষবেষ্টিত হিমালয়গিরি । যিনি কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম  
ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, এবং যাবতীয় কর্তব্য কর্ম্ম  
করিতে একান্ত তৎপর । যেন নীলাশ্বরধারী পূতনা

পীতলতিকাপরিরক্তঃ ॥ ২৩ ॥ সসম্মিতং মুনিবরস্য  
কুমারং বিস্মিতো নরপতি ক্বিচ্ছবারং । সস্বিধায়  
বিনতিং বরদানে তং বিধাতৃসদৃশং ভুবিমেনে ॥ ২৩ ॥  
তেন পৃষ্ঠকুশলঃ ক্ষিতিপালঃ স্বেন সৃষ্টমথ শীত্র  
বকালঃ । হাটকাযুতসমর্পণপূর্বকং নাটকত্রয় মবোচ-  
দপূর্বকং ॥ ২৫ ॥ তদ্রসাত্ত্বগুণরীতিবিশিষ্টং ভদ্র-

রেন জ্যোতঃ ছমঃ রূপং যস্য। স্তম্ভাতৃতা কটিঃশ্রোণি ইয়া সং-  
কৃতিঃ স্কৃতং তয়া লক্শং পাকেন পরিণত্যা। পীতরা লতিকাঃ  
হৃদয়গতা স্ত্যভিঃ পরিবর্তমানিচ্ছিতঃ স্বর্গভূমিচ্ছঃ কল্পকম-  
মিব ॥ ২৩ ॥ স্মিতেন মন্দহাসিতেন সহিতং মুনিবরস্য শিবগুরোঃ  
কুমারং নরপতি ক্বিচ্ছবারং প্রণতিং বিধায় তং ভুবি বরদানে  
ব্রহ্মণা সমং মেমে। ভুবীত্যসা বিনতি মিতানেন বা সম্বকঃ ॥ ২৪ ॥  
তেন ত্রীশকরেণ পৃষ্টং কুশলং যস্মৈ স শীত্রবস্য শত্রুসমূহস্য  
শত্রুসম্বন্ধিনো বা কালোহস্তকো ভূমিপালঃ দশসহস্রসংখ্যাক-  
স্ববর্ণমুদ্রাসমর্পণপূর্বকং স্বেন রচিতমপূর্বকং নাটকানাং ত্রয়-

বিনাশী শ্রীকৃষ্ণের ভ্রাতা বলরাম । স্বর্ণবর্ণ মুঞ্জি নামক  
তৃণবিশেষের উত্তম তেজে ও অদ্ভুত মন্দির দ্বারা  
যাঁহার কটিদেশ আচ্ছাদিত, দেখিলে বোধ হয়  
যেন, পুণালক, এবং পরিণামে পীতবর্ণ, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম  
লতা দ্বারা আলিঙ্গিত কল্পবৃক্ষ । সহাস্য শিব-  
গুরুর পুত্রকে বারম্বার প্রণাম করিয়া নরপতি,  
যেন বরদান করিতে ভূতলে বিধাতা অধতীর্ণ হইয়া-  
ছেন বলিয়া তাঁহাকে বিবেচনা করিলেন । ২১। ২২ ।  
। ২৩। ২৪ ।

শঙ্করাচার্য্য তাঁহার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা  
করিলে, বিপক্ষগণের শমন স্বরূপ ক্ষিতিপতি, দশ-  
সহস্র স্বর্ণমুদ্রা সমর্পণ পূর্বক নিজ রচিত অপূর্ব  
নাটকত্রয় বলিতে লাগিলেন । ২৫ ।

সন্ধিরূচিরং স্কবীকৃতম্ । সংগ্রহেণ স নিশমা

মবোচ ॥ ২৫ ॥ নাটকত্রয়ং বিনিবৃষ্টি তদিত্যর্থেন । তন্নাটক-  
ত্রয়ঃ শৃঙ্গারহাস্যকরুণারৌদ্রবীরভয়ানকাঃ । বীভৎসাদু-  
সংজ্ঞো চেতাচ্ছৌ নাটো রসাঃ স্ততা ইত্যুক্তৈ রসৈবাত্ত্বগুণৈ  
যে রসস্যাঙ্গিনে ধর্ম্মাঃ শৌর্যাদয় ইত্যম্বনঃ । উৎকর্ষহেতু-  
স্তে স্ত্যরচলগিতয়ো গুণাঃ । মাধুর্য্যোজঃ প্রসাদাখ্যাত্ত্বগুণ-  
পুনর্দশ । আত্মলোকত্বং মাধুর্য্যং শৃঙ্গারে ক্রান্তিকারকং । কল্পণে  
বিপ্রলভ্যে তচ্ছান্তে চাতিশয়াযিতং । দীপ্ত্যাবিস্মৃতে হেতু-  
রোজো বীররসস্থিতিঃ বীভৎসরৌদ্ররসগোত্সাধিক্যং ক্রমেণ চ ।  
ওক্ষেপ্তনাগ্নিবৎ স্বচ্ছজলবৎ সহসৈব যঃ । বায়োপ্রোভাত্ত্বং প্রসাদোহ-  
সৌ সর্বত্র বিহিতস্থিতিরিত্যুক্তৈ গুণৈঃ রীতি নাম গুণশ্লিষ্টো বর্ণ  
সম্বট্টনা মতা । বৈদর্ভী গোড়ী পাঞ্চালী ইত্যুক্তান্তি রীতিভিঃ  
বিশিষ্টং যুক্তং তথা ভদ্রসন্ধিভিঃ শ্রেষ্ঠসন্ধিভিঃ স্তন্দরং সন্ধি-  
নাম একেন প্রয়োজনেনাধিতানাং কথাস্থানামবাস্তুরপ্রয়ো-  
জনসংহকঃ । তত্র পঞ্চ সন্ধয়ঃ তদ্রূপঃ দশরূপকে । মুখপ্রতি-  
মুখং গর্ভঃ সাবমর্দোপসংস্থতিঃ । মুখং বীজসমুৎপত্তি নানাত-  
রস সম্ভবাঃ । লক্ষ্যালক্ষ্যাস্য বীজস্য শক্তিঃ প্রতিমুখং মতম্ ।  
গর্ত্তদৃষ্টদৃষ্টস্য বীজস্যাস্থেবং মুহঃ । হেতুনা যেন কেনাপি

শৃঙ্গার, হাস্য, করুণা, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক,  
বীভৎস ও অদ্ভুত এই আট প্রকার নাটকোক্তি  
রস । আত্মার শৌর্য্য, বীর্য্যাদি ধর্ম্ম, যেমন  
উৎকর্ষের হেতু, সেইরূপ শরীরী রসের উৎকর্ষ  
সাধক ও অচলাবস্থান অঙ্গ স্বরূপকে গুণ বলে ।  
উদার্য্য সমতা, কান্তি, অর্থব্যক্তি, প্রসন্নতা, সমাধি  
শেষ, মাধুর্য্য, ওজ ও স্কুমারতা এই দশ  
প্রকার নাট্যোক্ত গুণ । তন্মধ্যে মাধুর্য্য, ওজ ও  
প্রসন্নতা এই তিনটি গুণ প্রধান । কারণ, শৃঙ্গার,  
বীর ও করুণা ইহাই ইহাদের ব্যবহার হয় ।  
এবং আট প্রকার রসের মধ্যে ঐ রসত্রয়পূর্ণ

বাচঃ তং গৃহাণ বরমিতামুযুচে ॥২৬॥ তাং নিত্যাস্ত-  
হৃদয়ঙ্গমসারাং গাং নিশমা তুলিতামৃতধারাং ভূপতিঃ

বিমর্শঃ সন্ধিরিহাভে । বীজবস্তো মুখ্যাদার্থা বিপ্রকীর্ণা বধা-  
বধম্ । ঐক্যার্থপূর্ণবর্ণাভে বজ্র নির্বাহণঃ হি তদিত্যাদি সন্ধিবু-  
তক্রত্বং গ্রামাচেষ্টাদিবিনিমুক্তত্বং । অতএব শোভনকবীনা-  
মিষ্টং কবিশু শোভনত্বং রসগাহিত্বং এবম্বিশ্বনাটকত্রয়ং স  
শ্রীশঙ্করঃ সংগ্রহেণাকর্ণা সৃষ্টবাক্যাস্তময়ং রাজানং বরং গৃহাণে  
তুবাচ ॥ ২৬ ॥ নিত্যাস্তমত্যস্তং হৃদয়ঙ্গমো মনোহরঃ সারো  
বস্যাং তুলিতামৃতধারা বা যতাক্ষরং গৃহাণেতি বাচ্যং নিশমা

নাটকেরই বহুল পরিমাণে প্রচলন দেখিতে  
পাওয়া যায় । আহ্লাদকত্বের নাম মাধুর্য্য ।  
ইহা শৃঙ্গার রসে দ্রব করিবার কারণ । করুণ ও  
শান্তরসে তাহা অত্যন্ত দ্রবকারণ । দীপ্তিহারা  
আত্মবিস্মৃতির কারণকে ওজো গুণ বলে । বীররসেই  
তাহার অবস্থান । করুণ ও শান্তরসে মাধুর্য্যগুণ  
যেমন শৃঙ্গার রসাপেক্ষা অধিক হয়, সেইরূপ  
ওজোগুণও বীররসাপেক্ষা বীভৎস ও রৌদ্ররসে  
ক্রমশঃ অধিক হইয়া থাকে । শুষ্ককাষ্ঠস্থিত অগ্নি-  
তুল্য এবং নির্মল জল তুল্য সহসা যাহা অন্যকে  
ব্যাপ্ত করে তাহাকে প্রসাদগুণ বলে । প্রসাদ  
গুণের সর্বত্র অবস্থান হইয়া থাকে । গুণসংশ্লিষ্ট  
বর্ণযোজনার নাম রীতি । যথা গোড়ী, মাগধী,  
পাঞ্চালী লাটী, ও বৈদভী, হাস্যরসে লাটী, করুণা ও  
ভয়ানক রসে পাঞ্চালী, শাস্ত বা করুণারসে মাগধী,  
ও রৌদ্রসে গোড়ী, শৃঙ্গার রসে বৈদভী । নাট্যোক্ত  
রস কেহ আট কেহ নয় প্রকার স্বীকার করেন ।  
শাস্তকে করুণ রসের অন্তর্গত করিলেই আট

স রচিতাঞ্জলিবন্ধঃ সোপমং স্তুতিমিয়েষ স্তম্ভঃ ॥২৭॥  
নে। চিতায় মনহাটকমেতদেহি নস্ত গৃহবাসি-  
জনায় ঐহিতং তব ভবিষ্যতি শীঘ্রং যাহি পূর্ণ-

রচিতোহঞ্জলিবন্ধো যেন স বকাজলিঃ সৃষ্ট সূক্তা অতিজ্ঞা বস্যা  
স ভূপতিঃ সোপমং স্বসদৃশং পুত্রমিয়েষ ইচ্ছতিস্ম ॥২৭॥  
এবং প্রার্থিতঃ শ্রীশঙ্কর স্তং রাজান মুবাচ । এতৎ সহস্রসংখ্যা-  
কং হাটকং মম হিতায় নান্তি তর্হি কথং বিশ্বয়মিতি তত্রাহ ।  
নোহস্মাকং গৃহবাসিজনায় তু দেহি তবেহিতং মনসাহভিলষিতং  
শীঘ্রং ভবিষ্যতি । তস্মাৎ পূর্ণমনসা শীঘ্রং যাহি গচ্ছেতি । মধ্যাননি-

প্রকার নতুবা নয় প্রকার রস । রীতি বিষয়েও সেই-  
রূপ মতান্তর আছে । তবে বৈদভী, গোড়ী ও  
পাঞ্চালী এই তিন প্রকার রীতি প্রধান । তাহার যুক্তি  
ঐ রসানুসারেই হইয়া থাকে । বৈদভী শৃঙ্গারে, গোড়ী  
বীরে ও পাঞ্চালী করুণারসে । নাটকে পাঁচটি  
সন্ধি আছে । যথা ; মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, সাবমর্দা ও  
উপসংহৃতি । নানা অর্থ ও রসসম্মত বীজ-  
সমুৎপত্তির নাম মুখ । লক্ষা ও অলক্ষা বীজের  
শক্তির নাম প্রতিমুখ । দৃষ্ট ও অদৃষ্ট বীজের  
বারম্বার অন্বেষণ করাকে গর্ভ বলে । যে কোন  
কারণে অবমর্দ (বিমর্শ) সন্ধি হইয়া থাকে । যে  
স্থানে বীজযুক্ত মুখ ও প্রতিমুখাদি যথাযোগ্য  
বিকীর্ণ থাকিয়া তাহাদের একার্থ বর্ণিত থাকে  
তাহাকে উপসংহৃতি বা নিবহণ সন্ধি বলে । যদি  
ইতর লোকের মত চেষ্টাদি না থাকে তাহাই  
সন্ধির উৎকর্ষ জানিবে ।

এইরূপ রস, কোমল গুণ ও রীতি বিশিষ্ট, এবং

মনসেত্যবদন্তঃ ॥ ২৮ ॥ রাজবর্ষকুলবুদ্ধিনিমিত্তাং  
ব্যাজহার রহসি শ্রুতিবিত্তাম্ । ইষ্টিমস্য সকলেষ্ট-  
বিধাতৃষ্টিমাংস হিতযা কিত্তিনেতা ॥ ২৯ ॥ স-  
বিশেষবিদা সভাজিতঃ কবিমুখ্যেন কলাভূতান্বরঃ ।

ত্বাঘেন শীতপদমুত্তরত্বে সৎকনীয়ম্ ॥ ২৮ ॥ এবং জনসমাজ উক্তা  
পুনা রহসি একান্তে রাজবর্ষাকুলত্ব বুদ্ধে নির্মিত্তভূতাং শ্রুতি-  
প্রসিদ্ধাং বিত্তং ক্রীবে ধনে বাচ্যলিঙ্গং খ্যাতে বিচারিত ইতি  
যেদিনী । অসা রাজ্যঃ সকলেষ্টানাং বিধাতা পুরমাস্তা তত্ত্ব টক্টিং  
পূজাং ব্যাজহার তৎপ্রকার মুক্তবান্ । তরা ইষ্টা ত্বমিনেতা  
রাজা তুষ্টিমাংসেত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ বিশেষজ্ঞেন কবিমুখ্যেন শ্রীশঙ্ক-  
র

ভদ্র সন্ধিধারা সুন্দর, অতএব শোভন ও কবিদিগের  
হৃদয়গ্রাহী, ঐদৃশ নাটকত্রয় শঙ্করাচার্য্য সংগ্রহ পূর্বক  
শ্রবণ করিয়া সুভাষী রাজাকে “ বরগ্রহণ কর ”  
এই কথা বলিতে লাগিলেন । ২৬ ।

যাহার সারভাগ হৃদয়ঙ্গম ; যাহার তুলনা  
অমৃত ধারার সহিত ; সেই বরদানরূপ বাক্য  
শ্রবণ করিয়া সংপ্রতিজ্ঞ, ভূপতি কৃতাঞ্জলি হইয়া  
স্বসদৃশ পুত্র কামনা করিলেন । ২৭ ।

শঙ্কর প্রার্থিত হইয়া পুনরায় রাজাকে বলিতে  
লাগিলেন । এই সহস্র সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা আমা-  
দিগের কোন একজন গ্রহস্থ লোককে দান কর ।  
তোমার মনের অভিলাষ শীঘ্র পূর্ণ হইবে, এবং  
ভূমি পূর্ণমনোরথ হইয়া শীঘ্র গমন কর । ২৮ ।

শঙ্কর নির্জনে পুনর্বার বলিতে লাগিলেন ।  
রাজেন্দ্র কুলের বুদ্ধির কারণস্বরূপ, সমস্ত অভীষ্ট-  
পূরক শ্রুতি প্রসিদ্ধ পূজা রাজার নিকটে সমস্ত  
বাক্য করিলেন । কিত্তি-শাসক রাজা, এইরূপ  
পূজা কথায় অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন । ২৯ ।

অগমং কৃতকৃত্যধী নির্জাং নগরীমস্য গুণানুদী-  
রয়ন্ ॥ ৩০ ॥ বহবঃ শ্রুতিপারদৃশনঃ কবয়োহধ্য-  
যত শঙ্করাদ্ভুরোঃ । মহতঃ সূমহাস্তি দর্শনানুধি-  
গন্তুং ফণিরাজকৌশলীম্ ॥ ৩১ ॥ পঠিতং শ্রুত  
মাদরাং পুনঃ পুনরালোক্য রহস্যনূনকম্ । প্রবি-  
ভজ্য নিমজ্জতঃ সূত্রে স বিধেয়ান্ বিদধেত মাং

রেণ সভাজিতঃ পূজিতঃ কলাভূতাং মধো শ্রেষ্ঠঃ কৃতং কৃতাং  
বরা সা বুদ্ধি যন্ত স রাজাহস্ত গুণান্ বর্ণয়ন্ স্বীয়াং নগরীমগমং  
গতবান্ বিঃ ॥ ৩০ ॥ এবং কেরল ভূমিঃ তে স্বরপ্রদানাদিক-  
মুপবর্ণা বৃহত্তান্তরং বর্ণয়িত্বামুপক্রমতে । বহবঃ শ্রুতিপারদৃশনঃ  
বেদপারং দৃষ্টবন্তঃ কবরঃ শ্রীশঙ্করান্মহতঃ গুরো ঋহাস্তি দর্শনানি  
শাস্ত্রাণি ফণিরাজস্য শেষত্ব কুশলতামধিগন্তুমধৈষতাধারনং  
কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ পঠিতং শ্রুতমনূনক মধ্যমাদরাজহস্যো-  
কান্ত আলোকা প্রবিভজ্য চ সারাসারবিভাগং বিধায় নিজসূত্রে  
নিমজ্জতঃ বিধেয়ান্ শিষ্যান্ স সূদীঃ শ্রীশঙ্করো বিদধেত মাং

কলাবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ঐ নরপতি,  
বিশেষবিৎ কবিবর শঙ্কর কর্তৃক পূজিত হইয়া  
কৃতকৃত্য মনে করিয়া তাহার গুণ গান করিতে  
করিতে স্বীয় নগরী গমন করিলেন । ৩০ ।

পুনর্বার তাঁহার নিকট হইতে অনেক বেদ-  
পারদর্শী পণ্ডিতগণ, ফণিপতি অনন্ত সর্পের কৌ-  
শল অর্থাৎ ফণিভাষ্য জানিবার জন্য মহৎ দর্শন  
শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন । ৩১ ।

যে সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং শ্রবণ করিয়াছিলেন,  
সেই সমস্ত অথও, পঠিত ও শ্রুত গ্রন্থ সকল  
নির্জনে পুনঃ পুনঃ আলোচনা ও বিভাগ করিয়া  
দিয়া সুধীবর শঙ্কর, শিষ্যদিগকে আত্মসূত্রে নিমগ্ন  
করিতে লাগিলেন । ৩২ ।



স্বধীঃ ॥ ৩২ ॥ সর্বার্থতত্ত্ববিদপি প্রকৃতোপচারৈঃ  
শাস্ত্রোক্তভক্ত্যতিশয়েন বিনীতশালী । সন্তোষ-  
য়ন্ স জননীমনয়ং কিয়ন্তি সন্মানিতো দ্বিজবরৈ  
দিবসানি ধন্যঃ ॥ ৩৩ ॥ সা শঙ্করস্ত শরণং স চ  
তজ্জনন্যাহ্যন্তোন্মযোগবিরহ স্তনয়োরসহ্যঃ । নো  
বোঢ়ুমিচ্ছতি তথাপ্যামনুষ্যভাবান্মেরুং গতঃ  
কিমভিবাঞ্ছতি ছন্দ্রদেশম্ ॥ ৩৪ ॥ কৃতবিদ্যামনুঃ

সম্যক্ কৃতবান্ ॥ ৩২ ॥ বিনীতশালী বিনয়বান্ বসন্তঃ ॥ ৩৩ ॥  
অন্তোক্ত যোগস্ত সংযোগস্ত বিরহস্তনয়োরঃ শঙ্করতজ্জনন্যো রসহ্যো  
যদ্যপি তথাপি বোঢ়ং পরিণয়ং কর্তুং নো ইচ্ছতি অ তত্র  
হেতুমাংহ । মনুষ্যভাবাদেবাধিদেবত্বাং মেরুং প্রাপ্তঃ কিং ছন্দ্র-  
দেশং ছন্দ্রস্থানমভিবাঞ্ছতি নৈব বাঞ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥ আপ্তাশ্চ  
বন্ধবশ্চ তে আপ্তাশ্চ তে বন্ধবশ্চেতি বা । কৃত্য সন্মানিতা বিদ্যা  
বেন তমমুং শ্রিতং গার্হস্থ্যং যেনা এবম্বিধং চিকীর্ষবঃ কর্তুমিচ্ছ-  
বোইমুরূপা গুণা যস্তাস্তথাভূতাঃ কন্তকাং দোষবর্জিতেষু কুলেষ-

তিনি সমগ্র অর্থের তাৎপর্য জানিতে পারিলেও  
বিনয়ী হইয়া, যথার্থ উপচার এবং শাস্ত্রোক্ত ভক্তির  
আতিশয্যদ্বারা নিজ জননীকে সন্তুষ্ট করিয়া, ব্রাহ্মণ-  
প্রবর কর্তৃক সন্মানিত হইয়া কিয়ৎ বৎসর যাপন  
করিলেন । ৩৩ ।

জননী শঙ্করের শরণ, এবং শঙ্কর জননীর শরণ  
ছিলেন বলিয়া যদ্যপি পরম্পরে বিরহ উভ  
য়েরই অসহ্য হইয়াছিল, তথাপি তিনি বিবাহ ক-  
রিতে ইচ্ছা করেন নাই । তাহার কারণ এই,  
যে ব্যক্তি দেবত্ব-নিবন্ধন স্ত্রমেরু প্রদেশে গমন  
করিয়া থাকে, সে কি কখন ছন্দ্র প্রদেশ কামনা  
করে ? । ৩৪ ।

চিকীর্ষবঃ শ্রিতগার্হস্থ্যমথাপ্তবন্ধবঃ । অনুরূপ-  
গুণামধিতয়ন্নবদ্যেযু কুলেষু কন্তকাম্ ॥ ৩৫ ॥  
অথ জাতু দিদ্ভবঃ কলাববতীর্ণঃ মুনয়ঃ পুরষিম্ ।  
উপমনু্যদধিচিগৌতমত্রিতলাগস্ত্যমুখাঃ সমায়যুঃ ॥  
৩৬ ॥ প্রণিপত্য স ভক্তিসম্মতঃ প্রসবিজ্ঞা সহ  
তান্ বিধানবিৎ । বিধিবশ্মধুপর্কপূর্ব্বয়াপ্রতিজ্ঞগ্রাহ  
সপর্যয়া মুনীন্ ॥ ৩৭ ॥ বিহিতাঞ্জলিনা বিপশ্চিতা

চিত্তয়ন্ বিৎ ॥ ৩৫ ॥ অধীনস্তরং জাতু কদাচিৎ ত্রিপুরায়ঃ মহা-  
দেবং কর্ণো যুগে শ্রীশঙ্করাস্তন্যাবতীর্ণঃ ছন্দ্রমিচ্ছব উপমনু্য প্রমু-  
খা মুনয়ঃ সমায়যুঃ ॥ ৩৬ ॥ তজ্জা সম্যক্ নতো নম্রঃ প্রসবিজ্ঞা-  
জনস্তা সহ প্রণামপূজাদিবিধানবিৎ স শ্রীশঙ্কর তান্মুনীন্ প্রণি-  
পত্য প্রকর্ষণনত্বা মধুপর্কঃ পূর্ব্বমাদৌ যস্যান্তরা সপর্যয়া  
পূজয়া প্রতিজ্ঞগ্রাহ স্বাগতঃ কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ বিহি-  
তাঞ্জলিনা বিপশ্চিতা বিহুবা শ্রীশঙ্করেণ ভগবন্ত এতান্-

আপ্ত বন্ধুগণ, কৃতবিদ্যা শঙ্করকে গৃহস্থাত্মমে  
প্রবর্ত্ত করিবার অভিপ্রায়ে, নির্দোষ কুলে ইহার  
অনুরূপ এক কন্যা চিন্তা করিতে লাগিলেন । ৩৫ ।

অনন্তর একদিবস, কলিতে অবতীর্ণ ত্রিপুরারি-  
কে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া উপমনু্য, দধীচি গৌতম  
ত্রিতল ও অগস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণ আসিয়া উপস্থিত  
হইল । ৩৬ ।

ভক্তিনত্ন ও পূজাদির সমুচিত বিধানবেত্তা  
শঙ্কর, জননীর সহিত তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া  
মধুপর্ক ও স্বাগত প্রভৃতি পূজোপকরণদ্বারা তাঁহা-  
দিগকে বিধি বিধানে পরিচর্যা করিতে লাগিলেন  
। ৩৭ ।

বিনয়োক্ত্যাপিতবিষ্টিরা অমী । ধাময়ঃ পরমার্থ-  
সংগ্রহা অগ্ননা সাক্ষরীকঃ কথ্যঃ ॥ ৩৮ ॥ নিজ-  
গাদ কথাস্তরে মুনীন্ জননী তস্য সমস্তদর্শিনঃ ।  
বয়মদ্য কৃতার্থতাং গতা ভগবন্তো যদুপাগতা গৃহান  
॥ ৩৯ ॥ ক কলি কল্লদোষভাজনং ক চ যুগ্মচর-  
ণাবলোকনম্ । তদলভাত চেৎ পুরা কৃতং স্কৃতং  
নঃ কিমিতি প্রপঞ্চয়ে ॥ ৪০ ॥ শিশুরেষ কিলতি-

সনামি পরিগৃহ্যস্তামিতি বিনয়পূর্ব্বিকয়োক্ত্যাপিতা বিষ্টিরা  
আসনানি যেভ্যস্তে পরমার্থস্ত সংগ্রহো যেথাং তে মোক্ষনিষ্ঠা-  
অমী ঋষয়োঃমুনা ত্রীশক্রেণ সহ কথ্যঃ কৃতবস্তঃ মোক্ষসং-  
গ্রহা যা ইতি কথামাং বা বিশেষণম্ ॥ ৩৮ ॥ কথানামতরেহস্ত-  
রালে তস্ত সর্ব্বজ্ঞস্য জননী মুনীহুবাচ । বহুবাচ তদাহ । বয়-  
মদ্য কৃতার্থতাং প্রাপ্তা যদ যদ্বাস্তবন্তো গৃহাযুপাগতাঃ ॥ ৩৯ ॥  
ভবদাগমনং ন কেবলং কৃতার্থতাবা এব সম্পাদকমপিতু  
জ্ঞাস্তরীযানস্তস্কৃতস্কৃতকমপীত্যাশয়েনাহ । কেতি । বহু-  
দোষভাজনং কলিঃ ক । কচ যুগ্মচরণাবলোকনং । তথা চ সমস্ত

“হে ভগবন্ ! আপনারা এই সকল আসন  
গ্রহণ করুন ” এইরূপ সবিময় বাক্যে কৃতাজলি  
হইয়া শঙ্কর, তাঁহাদিগকে আসন প্রদান করিবার  
পর মোক্ষনিষ্ঠ ঋষিগণ তাঁহার সহিত মোক্ষ  
সম্বন্ধীয় কথা বার্তা কহিতে লাগিলেন । ৩৮ ।

যখন মুনিদিগের সহিত শঙ্করের কথা বার্তা  
হইতে লাগিল, তখন তদীয় জননী সর্ব্বদর্শী মুনি-  
দিগকে বলিতে লাগিলেন । আপনারা যখন আ-  
মাদের গৃহে আগমন করিয়াছেন, তখন আমরা অদ্য  
কৃতকৃতার্থ হইয়াছি । ৩৯ ।

দেখুন—সমস্ত দোষের আধার এই কলিকাল-

শৈশবে যদশেষাগমপারগোহভবৎ । মহিমাপি যদ-  
দুতোহস্ত তদ্বয়মেতৎ কুরুতে কুতূহলম্ ॥ ৪১ ॥  
করণাদ্রদৃশাহমুগৃহ্যতে স্বয়মাগত্য ভবন্তিরপায়ম্ ।  
বদতাসা পুরা কৃতং তপঃ ক্ষমমাকর্ষণিতুং ময়া যদি ॥  
৪২ ॥ ইতি সাদরমীরিতাং তয়া গিরমাকর্ষণ

দোবাশ্রয়ে কলিযুগেহতাপালভ্যং তৎ যুগ্মচরণাবলোকন মল-  
ভ্যত চেৎতর্হি মোক্ষমাকং পুরাকৃতং পুণ্যং কিমিতি প্রপ-  
ঞ্চয়ে তদ্বর্ণন মশক্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥ এবং কৃত্যাহতিমুনী  
কৃতান্ মুনীন্ কিঞ্চিৎপক্ষমারভতে শিশুরিতি । এব ভবদগ্রে  
স্থিতঃ শিশুরতিবাণ্যে সর্বাগমপারগো যদভবৎ মহিমাণ্যস্য  
যদুতো ভবদেতদ্বয়ং কুতূহলং কুরুতে ॥ ৪১ ॥ ভবদাগম-  
ন্যপ্যেতদদুতমাহাস্মাহুচকমিত্যাশয়েনাহ । ভবন্তিরপাত্যজা-  
লভাদর্শনৈরপি । তত্রাপি স্বয়মাগত্য । তত্রাপি করণাদ্র-  
দৃশাহমমুগৃহ্যতে । তত্রাদিত্য পুরাকৃতং তপো বদত  
ময়া আকর্ষণিতুং যদি ক্ষমং যোগ্যং তর্হি ক্রতেত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

ই বা কোথায় ? এবং আপনাদিগের চরণ দর্শনই  
বা কোথায় ? । সমস্ত দোষের আশ্রয় এই কলিযুগে  
যখন আপনাদের চরণ দর্শন লাভ করিতে পারিয়া  
ছি, তখন আমাদের অবশ্যই কোন না কোন পূর্ব্ব-  
জন্মার্জিত স্কৃত থাকিবে । ৪০ ।

এবং আপনাদের সম্মুখে উপবিষ্ট এই বালক  
যে শৈশব কালের মধ্যেই সমস্ত শাস্ত্রের পারদর্শী  
হইয়াছে এবং ইহার যে অদ্ভুত মহিমা জন্মিয়া-  
ছে, এই দুইটাই এখন সকলের কৌতুক বর্জন  
করিতেছে । ৪১ ।

প্রথমতঃ আপনাদিগের আগমন হওয়াই দুর্লভ,  
দ্বিতীয়তঃ অনুগ্রহ করিয়া স্বয়ং আগমন ; তৃতীয়তঃ  
দয়াদ্রনয়নে যে আপনারা এই বালকের উপর এত-

মর্ষিসংসদি । প্রতিবক্তুমভিপ্রচোদিতো ঘটজন্মা  
প্রবয়াঃ প্রচক্রে ॥ ৪৩ ॥ তনয়ায় পুরা পতিব্রতে  
তব পত্যা তপসা প্রসাদিতঃ । স্মিতপূর্বমুপাদ-  
দে বচো রজনীবল্লভখণ্ডমণ্ডনঃ ॥ ৪৪ ॥ বরয়স্ব  
শতায়ুষঃ স্মৃতানপি বা সর্ববিদং মিতায়ুষম্ । স্মৃত-

মেকমিীরিতঃ শিবং সতি ! সর্বজ্ঞ মযাচতান্ন-  
জম্ ॥ ৪৫ ॥ তদভীপ্সিতসিদ্ধয়ে শিবস্তব ভাগ্যাক-  
নয়ো যশস্বিনি ! স্বয়মেব বভূব সর্ববির ততোহ-  
ন্যোহস্তি যতঃ সুরেষপি ॥ ৪৬ ॥ ইতি তদ্বচনং  
নিশম্য সা মুনিবর্যাং পুনরপ্যবোচত । কিয়দামু-  
রমুষ্য ভো মূনে ! সকলজ্যোহিস্থানুকম্পয়া বদ ॥ ৪৭ ॥

ইভোবং প্রকারেণ সাদরং যথা স্তাস্থথা সত্যোক্তারিতাঃ বাচমা-  
কর্ণা সাদরমাকর্ণোতি বা । মর্ষীণাং সংসদি সত্যায়ৈ তৈরেব  
প্রেরিতোহতিবুদ্ধোহগস্তাঃ প্রতিবক্তুং প্রচক্রে ॥ ৪৩ ॥ সাক্ষা-  
চ্ছিব এব তব পত্যাংসি তপসা সমাধায়া লকো ন ত্বরং কচ্ছিত-  
পত্নীত্যাশয়েনান্ন । তনয়াংসি ত্রিভিঃ । হে পতিব্রতে ! পূর্ব-  
তব পত্যা পুত্রার্থং তপসা প্রসাদিতো রজনীবল্লভস্য চন্দ্রস্য  
পাণ্ডা মণ্ডনমলকারো বস্য স নিশাকরকলাশেখরো ভগবান্  
শঙ্করো বচনমুপাদদে প্রোক্তবান্ । স্বয়া সত্বেব তব পত্যা তপ-  
তপ্তমিতি দ্যোতনায় সম্বোধনম্ ॥ ৪৪ ॥ শৈবং বচনমুদাহরতি ।  
বরয়স্ব ইতি অসর্ববিদঃ শতায়ুষঃ স্মৃতান্ বরয়স্বাপি বা সর্বজ্ঞ-

মমায়ুষমেকং স্মৃতং বরয়স্ব ইতি স্মৃতি তব পতি হৈসক্তি ! সর্বজ্ঞ  
মায়জ মযাচত ॥ ৪৫ ॥ তস্য তবপত্ন্যরতিবিস্তস্য সিদ্ধয়ে স্বয়-  
মেব শিবো ভাগ্যাক্তব তনয়ো বভূব । হে যশস্বিনীতি সম্বো-  
ধয়ন্ তব যশঃ যশঃখ্যাপনার্থং বভূবেতি স্মরণ্যত । নমু সর্বজ্ঞমজ্ঞ-  
মেব পুত্রং কুতো ন দত্তবানিতি চেত্তত্রাহ । যতঃ কারণ-  
দেবেষপি তন্মাক্ষিবাধন্যঃ সর্বজ্ঞো নাস্তি তত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥  
ইভোবং প্রকারেণ স্তাস্থগস্তাস্ত বচনং মিতায়ুষমিত্যাদিক্রপং  
জ্ঞাত্বা সা সতী মুনিশ্রেষ্ঠং পুনরপ্যবোচ । ভো মূনে ! যতঃ সক-  
লজ্যোহিস্থতোহমুষ্যারূঃ কিয়ৎপরিমিত যতি তৎকরণয়া বদ ।  
যতো মিতায়ুষমিতি জ্ঞাত্বা মম জ্যাসো জাত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

দূর অনুগ্রহ প্রকাশ করা এক্ষণে আমার শুনিবার  
যদি কোন বাধা না থাকে, আমার শুনিতে যদি  
অধিকার থাকে, তবে আপনারা ইহার জন্মাস্তরীণ  
সুকৃত বলিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন । শঙ্কর-  
জননীর সাদর সস্তামণ শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য মুনি  
প্রত্যুত্তর বলিতে আরম্ভ করিলেন । ৪৩ ।

প্রার্থনা কর ? না সর্বজ্ঞ, পরিমিতায়ু এক পুত্র প্রা-  
র্থনা করিতে বাসনা ?” হে সতি ! মহাদেবের এই  
বাক্যে অনুযুক্ত হইয়া তোমার পতি শিবের নিকট  
এক সর্বজ্ঞ পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন । ৪৫ ।

হে পতিব্রতে ! পূর্বে তোমার স্বামী পুত্রের  
নিমিত্ত তপস্যাদ্বারা চন্দ্রাক্ষ-ভূষণ শঙ্করের আরা-  
ধনা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া হাস্য পূর্বক তোমার  
স্বামীকে এই বাক্য বলিয়াছিলেন । ৪৪ ।

হে যশস্বিনি । তোমার পতির অভীষ্ট সিদ্ধির  
নিমিত্ত, স্বয়ং শিব সৌভাগ্যক্রমে তোমার পুত্র হইয়া  
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । অন্যান্য দেবতা সত্বেও  
মহাদেব পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিবার কারণ  
এই, মনুষ্য লোকের কথা দূরে থাকুক, দেবলোকেও  
মহাদেব ভিন্ন আর কেহই সর্বজ্ঞ নাই । ৪৬ ।

“তুমি মুখ, অথবা শতবর্ষ পরিমিত যাহা-  
দের জীবন কাল থাকিবে এরূপ কতকগুলি পুত্র

“পুত্র পরিমিতায়ু” অগস্ত্য মুনির এই সমস্ত

শরদোহষ্টে পুনস্তথাষ্টে তে তনয়স্তাস্মৈ তথাপ্যসৌ পুনঃ  
নিবসিষ্যতি কারণান্তরাধুবনেহস্মিন্ দশ ষট্ চ বৎস-  
রান্ ॥ ৪৮ ॥ ইতিবাদিনি ভাবিনীঃ কথা  
মুখিমুখে ঘটজে নিবার্য তম্ । ঋষয়ঃ সহ তেন  
শঙ্করং সমুপামজ্ঞ্য যমু যথাগতং ॥ ৪৯ ॥ স্মিমা  
করিণীব সাদৃশ্যে শুচিনাশৈবলিনীব শোষিতা । মরুতা  
কদলীবকম্পিতা মুনিবাচা স্তবৎসলাহভবৎ ॥ ৫০ ॥

এবং পুত্রো মুনিবাচ । শরদঃ সৎসরাঃ অষ্ট তথা পুনরষ্ট-  
মিতি বোধ্যশেতি বাবৎ । অস্ত তব পুত্রান্তর্য যদ্যপি তথাপ্যসৌ  
তে তনয়ঃ কারণান্তরাদস্মিন্ ভূবনে বোড়শসৎসরান্ পুনর্নিব-  
সিষ্যতি বাসং করিষ্যসি ॥ ৪৮ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ ভাবিনীঃ  
ভবিষ্যৎ কথাং কুন্তজেহগন্ত্যে বাদিনি সতি মুনয়ন্তং নিবার্য  
শ্রীশঙ্করং সমুপামজ্ঞ্য তেন ঘটজেন সহ যথাগতং জগুঃ ॥ ৪৯ ॥  
অতিকষ্টদাঃ মুনিবাচঃ শ্রুতবতীঃ সতীঃ বর্ণয়তি । স্মিমা অকু-  
শেন হস্তিনীব সা মুনিবাচাহর্দিতা পীড়িতাহভবৎ । শুচিনা  
আষাঢ়েন শৈবলিনী শৈবলং পদ্মকাষ্ঠং তৎসদৃশিনী পুফরিণীব

বাক্য শুনিয়া সতী, মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যকে পুনরায়  
বলিতে লাগিলেন । হে মুনে ! আপনি সর্বজ্ঞ,  
অতএব আমার এই পুত্রের আয়ু কতদিন থাকিবে,  
ইহা দয়া করিয়া আমাকে বলুন । কারণ, “পুত্র  
মিতায়ু” এই কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত ত্রাস হই-  
য়াছে । ৪৭ ।

তাহার কথা শুনিয়া মুনি পুনরায় বলিতে লা-  
গিলেন । যদ্যপি তোমার পুত্রের বয়ঃক্রম বোড়শ  
বৎসর মাত্র, তথাপি তোমার পুত্র, অন্য কোন  
গত কারণে এই জগতে পুনর্ব্বার বোড়শ বৎসর  
বাস করিবেন । ৪৮ ।

অথ শোকপরীতচেতনাং বিজরাডিখমুবাচ মাতরম্ ।  
অবগম্য চ সংসৃতিস্থিতিং কিমকাণ্ডেপরিদেবনা  
তব ॥ ৫১ ॥ এবলানিলবেগ বেগ্নিতধ্বজচীনাঃ  
শুককোটিচকলে । অপি মূঢ়মতিঃ কলেবরে কুরু-

ণা শোষিতাহভবৎ । বায়ুনা কদলীব কম্পিতাহভবৎ । বতঃ পুত্র-  
বৎসলা ॥ ৫০ ॥ এবমতিকষ্টবতীঃ মাতরঃ শ্রীশঙ্করো বহুকু-  
বান্ তদ্বক্তৃপত্রমতে । অথ মাতৃ মুনিবাচাহতিদুঃখপ্রাপ্তা-  
নস্তরং শোকেন পরীতা ব্যাপ্তা চেতনা বুদ্ধি রম্ভাঃ তাং সংসা-  
রস্ত হিতিং কণভঙ্গুররূপামবগম্যাকাণ্ডেহসময়ে পরিদেবনা শোকঃ  
তব কিমর্থমপার্থেত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥ অতি চকলে শরীরে মূঢ়মতি-  
রপি হিরবুদ্ধিঃ ন কুরুতে । বৎ ত্বতিমুজা তত্র তাং  
কর্তৃমিতাবোগ্যোতিবোধয়ন্মাহ । এবলো বোহনিমো-  
বায়ুস্ততঃ বেগেন বেগ্নিতোতিকং পিতোরোধজন্তস্ত বজী  
নদেশীরমতিশূন্যং বস্ত্রং তস্ত কোটিরগ্রভাগ শুদ্ধচকলে  
কলেবরে শরীরে হিরবুদ্ধিঃ মূঢ়মতিরপি কঃ কুরুতে ন কোহপী-  
ত্যর্থঃ । উক্তাশরশৃচকং সম্বোধনমস্বিকেতি । তথা চান্দ-

কুন্তজন্মা অগস্ত্যমুনি এইরূপে ভবিষ্যৎ কথা  
বলিয়া এবং শঙ্করকে অত্যাধনা করিয়া তাঁহার  
সহিত যে স্থান হইতে তাঁহার আসিয়াছিলেন  
পুনর্ব্বার তথায় প্রস্থান করিলেন । ৪৯ ।

অকুশলারা হস্তিনী যেমন পীড়িত হয়, আষাঢ়  
মাসে পুফরিণী যেরূপ শুষ্ক হয়, বায়ুদ্বারা কদলীবৃক্ষ  
যেরূপ কম্পিত হয়; পুত্রবৎসলা সতীও তৎক্রণাৎ  
অবিকল সেই দশা প্রাপ্ত হইলেন । ৫০ ।

অনন্তর মাতাকে শোকাকুল দেখিয়া দ্বিজবর  
শঙ্কর বলিতে লাগিলেন । সংসারের অবস্থিতি  
কণভঙ্গুর জানিয়াও কেন অসময়ে আপনার এইরূপ  
খেদ উপস্থিত হইতেছে । ৫১ ।



তে কঃ স্থিরবুদ্ধিময়িকৈ ॥ ৫২ ॥ কতি নাম স্তুতা ন  
লালিতাঃ কতি বা নেহ বধূবভূঞ্জিহি ক স্তুতে ক চতাঃ  
কবাক্ষস্তুবসঙ্গঃ খলু পান্দুসঙ্গমঃ ॥ ৫৩ ॥ ভ্রমতাং

বিকাহতিশ্রুজাহতিচঞ্চলে কলেবরে স্থিরবুদ্ধিযেইবং শোচি-  
ত্বনর্হাসীতার্থঃ ॥ ৫২ ॥ কিঞ্চ তত্ত্বজ্ঞানমুভূতানাং পুত্রাদীনা-  
মানস্তাং সর্কেবাং শোকাসমুৎপাদ্যেতে শোচ্য। এতেনেত্যশ্বিন্  
বিনিগমকাতাবান্ন কেহপি শোচ্য। ইত্যাদয়েন। কতীতি। ঠা-  
শ্বিন্ সংসারে কতি বধূ ললনানা ভুঞ্জিহি ন ভুঞ্জ। তে স্তুতাঃ ক।  
তাবধূশ্চ ক বসঙ্গ ক। তথাচ ভবসঙ্গঃ পান্দুনাং তত্ত্বদিগ্ভা  
আগতানাং পথিকানা যেকশ্বিন্ প্রপাদৌ যথা সঙ্গম স্তবস্তব  
সংগোপ্য মিত্যতঃ ক্ষণভঙ্গুরশ্চেত্যর্থঃ। অসিদ্ধং চেদ মিত্যাহ।  
খলুতি। তস্যাং কেহপি শোচ্য। ন ভবতীত্যশয়ঃ ॥ ৫৩ ॥ এবং

মাতঃ ! প্রবল বায়ু কম্পিত পতাকার উপর  
চীনদেশীয় অতি সূক্ষ্ম বস্ত্রের অগ্রভাগের তুল্য  
অত্যন্ত চঞ্চল, এই কলেবরের প্রতি কোন মূর্খও  
স্থির বুদ্ধি প্রকাশ করেনা। অতএব আপনি  
পণ্ডিতা হইয়াও কেন এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের উপর  
স্থির বুদ্ধি প্রকাশ করিতেছেন ? ৫২।

এই সংসারে কত বার জন্ম হইয়া থাকে।  
প্রত্যেক জন্মেই কত শত পুত্র পৌত্র জন্মিয়া থাকে,  
তাহারাও অনন্তকাল স্থায়ী বলিয়া “ ইহার জন্ম  
শোক করা উচিত, ইহার জন্ম শোক করা উচিত  
নয় ” এইরূপ একটী কোন নির্দিষ্ট নিয়ম  
করিতে পারা যায় না। ভাবিয়া দেখুন এই  
সংসারে আপনি কত শত পুত্র লালন পালন করি-  
য়াছেন ? এবং আমিও কতশত রমণী উপভোগ না  
করিয়াছি ? কিন্তু বিরেচনা করিয়া দেখুন,  
একণে সেই সকল পুত্রই বা কোথায় ? এবং রমণী-  
গণই বা কোথায় ? আর আমরাই বা কোথায় রহিয়াছি

ভববস্ত্রনিভ্রাম্যহি কিঞ্চিৎ স্তবমশ্বলকয়ে। তদবাপ্য  
চতুর্থশ্রমং প্রযতিষ্যে ভববন্ধমুক্তয়ে ॥ ৫৪ ॥ ইতি  
কর্ণকঠোরভাষণশ্রবণাদ্বাপ্পিনন্ধকণ্ঠয়া। দ্বিগুণী-

শোকাপহারটক কাটকা শ্রীতরং প্রবোধ্য শ্বেন সদবশ্য কর্তব্যং  
তদাহ। ভ্রমশামিত্তি সংসার মার্গে ভ্রমাদজ্ঞানাত্ত্বমতাং কিঞ্চিদপি  
সুখং ন লক্ষ্যেতপিতু জননীকঠরবাসাদিরূপং দুঃখমেবেতি  
সুচয়ন্ সম্বোধয়তি। তে অশ্বতি হি বস্ত্রাদেবং তত্ত্বজ্ঞানচতুর্থং সং-  
জ্ঞাপ্রমমবাপ্য সংসারলক্ষণাদ বন্ধাবিমুক্ত্যর্থং প্রকর্ষেণ যত্নং  
করিষ্যামি ॥ ৫৪ ॥ এবং শ্রীশঙ্করবাক্যমুদাজ্ঞাত্য তদ্বচনেন দ্বিগুণী-  
কৃতশোকায়ঃ সন্ত্যা বচনমুদার্ক্যমাহ। ইত্যেবং প্রকারেণ যং  
কর্ণয়োঃ কঠোরং দুঃস্পর্শমং চতুর্থশ্রমমিত্যাধিকরণং তত্ত্ব  
শ্রবণাং বাট্পরশ্রুতিঃ পিনন্ধোহপিহিতঃ কঠো। যস্য। দ্বিগুণী-

ইহা আপনি নিশ্চিত জানিবেন, ভব সঙ্গ কেবল  
পান্দু সমাগম মাত্র। পথিকগণ যেমন নানা দিগ্-  
দেশ হইতে আগমন করিয়া এক পান্দু শালায়  
মিলিত হয় এবং পরদিন কে কোথায় যায় তাহার  
কিছুই নিরূপণ করিতে পারা যায়না। ৫৩।

অজ্ঞান বশতঃ বাহারা নিয়ত সংসারপথে পরিভ্রমণ  
করিয়া থাকে আমি অণুমাত্র তাহাদের সুখ দেখিতে  
পাইনা। বরং ঐ পথে জঠর যন্ত্রণা প্রভৃতি কত  
শত অপার দুঃখ ঘটিয়া থাকে। হে মাতঃ ! যখন  
সংসারের এইরূপ দুর্দশা, অতএব আমি চতুর্থাশ্রম  
অর্থাৎ সম্যাস ধর্ম অবলম্বন করিয়া ভববন্ধন  
মোচনের জন্য যত্ন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ৫৪।  
এই চতুর্থাশ্রম গ্রহণরূপ পুত্রের কর্ণ কঠোর বচন  
শ্রবণ করিয়া বাষ্পজলে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া  
আসিল ও শোক দ্বিগুণতর রূপে বাড়িয়া উঠিল।

কৃতশোক যা তয়া জগদেগদাদনাক্য যা মনিঃ ॥৫৫॥  
তাজবুদ্ধিমিতাঃ শৃণু মে গৃহমেধী ভব পুত্রগাপু  
হি । যজ চ ক্রতু ভিস্ততো যতি ভবিতাস্তদ্রসতাময়ং  
ক্রমঃ ॥ ৫৬ ॥ কথমেকতনুভবা ত্বয়া রহিতা জীবি-  
তু মুৎসহেহনলা । তনয়েব শুচৌধ্বদৈহিকং

কৃতঃ শোকো বস্তা অজ্ঞেব গদাদনং বাক্যং যজ্ঞান্তরা মুনিঃ ক্রী-  
শকরো জগদে কশ্মিণি প্রভারঃ এবস্ততা সা মুনিং জগাদেতার্থঃ ॥৫৫॥  
যজুবাচ ভদাহ । তাজেতি । ইদানীমেব চতুর্থঃ শ্রমঃ প্রাপ্য প্রয-  
তিষ্য ইতীমাং বুজ্জং ভ্যজ । তর্হি কিং কর্তব্যমিতি চেত-  
তাহ । মে মম বচনং শৃণু । কিং ভনিতি তত্রাহ । গৃহমেধী গৃহমে-  
ধব । কিং তত ইত্যত আহ । পুত্রং প্রাপুহি । ক্রতুতি ধ-  
জনঞ্চ কুরু । তদন্তদনস্তরং যতি ভবিতাসি ভবিষ্যসি । অদ-  
হে পুত্র! সত্যং শাস্ত্রোক্তোহয়মেব ক্রম ইত্যর্থঃ তথাচ স্মৃতিঃ ।  
কণানি ক্রীণাপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েদिति ॥ ৫৬ ॥ কিঞ্চ  
একতনুভবঃ পুত্রো যস্তাস্তথাবিধাঃ বলাহহং ত্বয়া বিরহিতা  
উচ্য শোকেনৈব জীবিতুং কথমুৎসহে । পুত্রস্য তবৈববন্ধিহুঃখ-

পরে গদগদস্বরে মুনিকে (পুত্রকে) বলিতে  
লাগিলেন । ৫৫ ।

বৎস ! তুমি যে চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিবে  
নলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিয় ছ, শীঘ্রই সে বুদ্ধি পরি-  
ত্যাগ কর । আমার বাক্য শ্রবণ কর, গৃহস্থ হও,  
পুত্রলাভ কর এবং যাগ করিয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে  
পূজা কর ; অনন্তর তুমি যতি হইও । হে পুত্র ! তুমি  
ইহাও জানিবে সজ্জনদিগের চিরসেবিত রীতি ।  
। ৫৬ ।

হে পুত্র ! আমি অবলা রমণী এবং তুমি মাত্র  
কেবল আমার এক পুত্র । তবে তুমি আমাকে পরি-

প্রস্থতায়ঃ গয়ি কঃ করিষ্যতি ॥ ৫৭ ॥ ত্বমশেষ  
বিদ্যাপ্যাস্ত মাং জরঠাং বৎস কথং গমিষ্যসি । ত্রবতে  
হৃদয়ং কথং ন তেন কথঙ্কারমুপৈতি বা দয়াম্ ॥৫৮॥  
এবম্বাধাং তাং বহুধাশ্রয়স্তীমপাস্তমোহৈ ক্বহুভি-

দাতৃমুহুচি মিতি হৃদয়ম্] সঙ্ঘোধয়তি তনয়েতি । পাঠান্তরে  
ত্বয়েতানেন সঙ্ঘজনীরঃ কিঞ্চ যদর্থং ত্বমুং পানিতস্তদৌধ্বদৈ-  
হিকমপি প্রস্থতায়ঃ কঃ করিষ্যতীত্যর্থঃ ॥৫৭॥ কিঞ্চাপি বি-  
দ্যাপি বুদ্ধা জননী ন পরিত্যজ্যতে । যদি কেনচিদতি মূঢ়েন  
তাজ্যতে তর্হি ত্যজ্যতাং ত্বং ক্বেশেষজ্ঞোহপি মাং সমাতরং তত্রাপি  
বুদ্ধাং তাক্ষমত্যবোপ্যাং পরিত্যজ্য কথং গমিষ্যসি মামপ্যস্য গন্ত  
মতাস্তাবোপ্যাং সীত্যর্থঃ । বৎস ! গমনং যথাবোপ্যাং পীড়া-  
করং তথা তব গমনং মমেতি দোষাতরন্ সঙ্ঘোধয়তি । বৎসেতি !  
এবমুক্তমপাদ্রবীভূতাস্তঃকরণং পুত্রমালক্যাহ । ত্রবত ইতি  
নমু বাস্তবসংক্ভাববিদো মম কাপি মমত্বাভাবাৎ স্নেহবশাৎ  
কথং মে হৃদয়ং প্রবীভূতং ভবেদিত্যাশঙ্কাত্ত্ববিদ্যামতিদয়া-  
লুপ্তশ্রবণাৎ হৃদয়ং দয়াং কথং ন প্রাপ্নোতীত্যাহ । ন কথ-  
মিতি বা ॥ ৫৮ ॥ এবং প্রকারেণ বহুধা ব্যাধাং পীড়ামাশ্রয়স্তীঃ  
তাং মাতরমপাস্ততিরস্কৃতো মোহোঃ বিবেকো বৈষ্টে ক্বহুভি-

ত্যাগ করিয়া যাইলে আমি কি করিয়া জীবন  
ধারণ করিব । তদ্ব্যতীত তুমি যখন প্রস্থান করিবে  
ঐ সময়ে আমি যদি তোমার শোকে মরিয়া যাই  
তখন কে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিবে ?  
। ৫৭ ।

হে বৎসে । তুমি অশেষ শাস্ত্রজ্ঞ হইয়াও পুত্র-  
প্রাণা প্রাচীনা জননীকে পরিত্যাগ করিয়া কি রূপে  
গমন করিবে ? আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার  
হৃদয় কেন দ্রব হইল না ? এবং দয়া কেন তোমা-  
কে স্পর্শ করিল না ? । ৫৮ ।

এই প্রকারে তাঁহার জননীকে বহুবিধ পীড়া

ক্বচোতিঃ । অশ্বামশোকাং বিদধাদ্বিধিঃ শুদ্ধা-  
 . ষ্টমে চিস্তয়দেতদন্তঃ ॥৫৯॥ মম ন মানসমিচ্ছতি  
 . সংসৃতিং ন চ পুন জ্ঞাননী বিজিহাসতি । ন চ  
 গুরু জ্ঞাননী তদুদীকতে তদনুশাসনমীষদপেক্ষিতম্ ॥  
 ॥ ৬০ ॥ ইতি বিচিস্ত্য স জাতু মিমংক্ষয়া বহুজলাং

ক্বচোতি কিং শোকনিবৃত্তিপ্রকারং জনাতীতি বিধিঃ  
 শ্রীশঙ্করঃ শোকরহিতাং বিদধাদকৃত । ততশ শুদ্ধেষ্টিমবর্ষে-  
 হস্তম্নসি এতদ্ব্যাপ্যমচিস্তয়তাম্ । অষ্টমবর্ষাক্রান্ত কালস্ত শুদ্ধত্বং  
 কলিমলশূন্যত্বং উৎ ॥ ৫৯ ॥ যদচিস্তয়তদর্শয়তি । মমেতি ।  
 মম মনঃ সংসৃতিং সংসৃতিসাধনং প্রকৃতিমার্গং নেচ্ছতি । জননী  
 পুন ন চ জিহাসতি হাতুং তাতুং নৈবেচ্ছতি । মামিতিবি পরি-  
 গামেন সংসৃতিপদং বাহুযজ্ঞনীরয়ং । নহু জননী সংসৃতা  
 মতিবাহিনং ত্বাং তব মনসাহনিষ্ঠিতাং সংসৃতিং বা কুতো ন জিহা-  
 নতীত্যাহ। তস্তাতদীক্ষণাতাবাদিত্যাহ । ন চেতি ত্বাং সংসৃ-  
 তিং তন্মানসমিতি বা । নহু ত্বয়া প্রমথ প্রবোধনীরেতি চেত্ত-  
 বাহ । গুরুরিতি । অতএব সংস্রাসাত্মরণে তস্যা ঈষদনু-  
 শাসনজ্ঞাপেক্ষিতং কৃতম্ ॥ ৬০ ॥ এবং মনসি শ্রীশঙ্করকৃতাং

ও শোক আসিয়া আশ্রয় করিবার পর, শোক  
 নিবারণের উপায়বিৎ শঙ্কর, অবिवেকনাশী বচন  
 দ্বারা তঁাহাকে শোক বিরহিত করিলেন । এবং  
 কলিকালে যাহা একান্ত দুর্লভ, সেই সমস্ত অসা-  
 ধারণ বিষয় তিনি অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমের সময়ও  
 মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

এক্ষণে আমার মন আর সংসার কামনা করে  
 না । কিন্তু জননীরও দেখিতেছে আমাকে পরিত্যাগ  
 করিতে ইচ্ছা নাই । তঁাহাকে বুঝাইয়া দিবারও  
 শক্তি নাই, কারণ তিনি গুরু । এবং তঁাহারও

সরিতং সমুপায়বো । জলমগাহত তত্র সমগ্রহী-  
 জলচরশচরণে জলমীয়ুযঃ ॥৬১॥ স চ রুরোদ জলে  
 জলচারিণা ধৃতপদো স্থিরস্তেহন্ব করোমি কিম্ ।  
 চলিতুমেকপদং ন চ পারয়ে বলবতা বিবৃতোর-  
 মুখেন হ ॥৬২॥ গৃহগতা জননী তদুপাশৃণোৎ পর-

চিন্তায়ুপবর্ণা ঈষদনুশাসনং গ্রহীতুং তৎকৃতং চরিত্রং বর্ণয়তি ।  
 ইতোবাং একায়েণ বিচিস্ত্য স কদাচিদ্বজ্ঞনেচ্ছয়া বহুজলাং নদীং  
 সমুপায়র্যে গতা জলমগাহত । তত্র নদ্যাং জলং প্রাপ্তবত শরণে  
 জলচরঃ সমাগগ্রহীৎ ॥৬১॥ স চ রুরোদরোদনং কৃতবান্ বলবতা-  
 বিবৃতমুরু বৃহন্মুখং যন্ত তেন জলচারিণা গ্রাহেণ ধৃতো গৃহীতঃ  
 পাদো যন্ত স হে অম্ব জলে স্থিরতেহতঃ কিং করোমি । নহু জলা-  
 ধিহঃ কুতো নাশাসীত্যাহ। একং পদং চলিতুং ন চ  
 পারয়ে সমর্থো ন ভবামি হেতিবেদে ॥ ৬২ ॥ তৎ স্বস্মৃতরো-

সে বিষয়ে তত দর্শন নাই । অতএব সংস্রাস ধন্য  
 অবলম্বন করিতে জননীর ঈষৎ অনুশাসন অপেক্ষা  
 করিলেন । পরে ঐরূপ চিন্তা করিয়া তিনি  
 একদিন জলমগ্ন হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বহু-  
 জলপূর্ণ এক নদীর তটে গমন করিলেন । নদার  
 নিকটে আসিয়া যখন জলে অবগাহন করিলেন,  
 তৎকালে এক প্রকাণ্ড কুস্তীর আসিয়া তাহার পদ-  
 দ্বয় ধারণ করিল । ৬০ । ৬১ ।

তিনি রোদন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে  
 লাগিলেন, এক বলিষ্ঠ জলচর কুস্তীর, ভীষণ যুধ  
 ব্যাদান করিয়া আমার পদদ্বয় ধরিয়া রাখিয়াছে,  
 এবং জলের দিকে আমাকে টানিয়া লইয়া যাই-  
 তেছেন । মা ! এখন আমি কি করিব ?  
 এখন আর এমন কোন শক্তি নাই যে ইহার মুখ

বশা ক্রতমাপ সরিতটম্ । মম মূতেঃ প্রথমং শরণং  
ধবলদনু মে শরণং তনয়োহভবৎ ॥ ৬৩ ॥ স চ  
মরিস্যতি নক্রবশঙ্গতঃ শিব ! ন মেহজনি হস্ত পুরা-  
য়তিঃ । ইতি শুশোচ জনম্যপি তীরগা জলগ  
তাত্ত্বজবন্তু গতেকণা ॥ ৬৪ ॥ তাজ্জতি নুনময়ং

দনং গৃহস্থা জননী উপাশ্রয়োৎ । শ্রদ্ধা চ পরবশাহতিবিকলা  
ক্রতমাপ সরিতটমবাপ । তীরং গত্যা সা জনম্যপি জলগতস্ত পুত্রস্ত  
মুখং গতে প্রাপ্তে ঈক্ষণে নেত্রে যন্তাঃ সা ইতি শুশোচ ।  
কণমিত্যত আহ মম মূতেরিতি মরণাৎ প্রথমং মম শরণং  
পতিস্ততঃ পতিমৃত্যনস্তরং পুত্রো মে শরণমভবৎ । স চ  
তনয়ো মরিস্যতি যতো ন ক্রত জলজন্তো ক্রমং গতো হস্তাতি-  
কষ্টে 'হে শিব ! পুরা পূর্বমুচিতা মম মূতি শরণং নাজনি নাদুৎ ।  
শিবো পাসকার্য্য মমাশিবপ্রাপ্তিরতাত্ত্বমুচিতেনি সম্বোধনশয়ঃ  
ইত্যেবং' শুশোচেত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥ ৬৪ ॥ এবমতিশোকপরীতাং

হইতে অব্যাহতি পাইয়া এক-পদ গমন করিতে  
পারিব । ৬২ ।

তাহার জননী গৃহে বসিয়া পুত্রের সেই ক্রন্দন-  
ধ্বনি শুনিতে পাইলেন । এবং বিকলচিত্তে শীত্রই  
নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন । তীরে আসিয়া  
জলগ্র পুত্রের মুখের উপর দৃষ্টি নিপতিত করিয়া  
দুঃখপ্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমার  
মরণের পূর্বেই আমার একমাত্র গতি পতির মৃত্যু  
হয় । তৎপরে পুত্রই আমার একমাত্র শরণ  
ছিল । আজি দুর্ভাগ্য ক্রমে সে পুত্রও কুণ্ডীরের  
আক্রমণে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল ! হায় ! এ কি  
কষ্ট ? মহাদেব ! আমি আপনার কত আরাধনা ও  
উপাসনা করিয়া এই পুত্র-রত্ন লাভ করিয়াছিলাম ।

চরণং চলে। জলচরোহস্ব তবানুমতেন মে । সকল-  
সংস্থাসনে পরিকল্পিতে যদি তবানুমতিঃ পরিকল্পয়ে  
॥ ৬৫ ॥ ইতি শিশৌ চকিতা বদতি ক্ষুটং ব্যধিত  
সানুমতিং ক্রতুমম্বিকা । সতি মূতে ভবিতা মম  
দর্শনং মৃতবতস্তদুনেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৬৬ ॥ তদনু

মাত্র মালক্ষ্যাহ । তাজ্জতি হে অম্ব ! মে চরণময়ং চকলো-  
জলচরস্তেহানুমতেন সকলে সংস্থাসনে পরিকল্পিতে সতি তাজ্জতি  
তথাচ যদি তবানুমতিস্তদুহং পরিকল্পয়ে সকল সংস্থাসনমিতি  
বিপরিণামেন সঙ্কলনীয়ম্ ॥ ৬৫ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ ক্ষুটং  
ব্যথাস্তথা শিশৌ বদতি সতি চকিতা সাহসবিকা ক্রতং শীঘ্র  
মনুমতিমনুমোদনঃ ব্যধিতাক্রত । ক্ষুটমিতি মধ্যমনিষ্ঠায়ৈ-  
নাত্রাপি সঙ্কলনীয়ং । শীঘ্রানুমতিকবণে হেতুং তৎকৃতং নিশ্চয়ঃ  
দর্শয়তি । সতি মূতে মৃতস্ত দর্শনং মম ভবিষ্যতি মৃতবতস্ত তদ-  
শনং ন ভবিষ্যতীতি বিশেষণ নিশ্চয়োহন্তীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহার বিপরীত ফল ফলি-  
য়াছে । আপনার পদসেবক হইয়া, (আমার মৃত্যু-  
না হইয়া) দেব ! আমার এ কি সর্বনাশ হইল ? ।

। ৬৩ । ৬৪ ।

মা ! আপনার অনুমতি ক্রমে আমি যদি সমস্ত  
বিষয়ে উদাসীনা প্রকাশ করিয়া সংন্যাসাশ্রম গ্রহণ  
করি, তাহা হইলে এই চকল ও ক্রুর জলচর নিশ্চ-  
য়ই আমার চরণ ছয় ছাড়িয়া দিবে । এক্ষণে আপা-  
নার করিয়া অনুমতি হইলেই তৎদণ্ডে আমি সমস্ত  
ভাগ চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি । ৬৫ ।

এইরূপে বালক স্পষ্ট করিয়া মনের ভাব  
প্রকাশ করিবার পর, তদীয় জননী পুত্রের সংন্যাস  
গ্রহণে সত্বর অনুমোদন প্রকাশ করিলেন । শীঘ্র  
অনুমোদন করিবার কারণ এই যে, যদি পুত্র জীবিত



তদনু সংশ্রুণনং মনসা ব্যাধাদর্থ যুগোচ শিশুঃ খল-  
নরকঃ। শিশুরূপেতা সরিতটমত্র সন্ প্রসুবাম-  
তচ্চবাচ শুচা বৃত্তাম্ ॥ ৬৭ ॥ মাতর্বিধেয়মশুশাধি  
বদত্র কার্য্যং সংশ্রাসিনা তচ্ছ করোমি ন সন্দিহেহহং।  
বজ্রাশনে তব যথেষ্টমমী প্রদেয়ু গৃহস্থি যে ধন

মিদং মম পৈতৃকং যৎ ॥ ৬৮ ॥ দেহেহহং! রোগবশ-  
গে চ সনাভরোহমী ত্রকাস্তি শক্তিমনুহতা মৃতি-  
প্রসঙ্গে। অর্থগ্রহাঙ্জনভয়াচ্চ যথাবিধানং কুর্য়্যুচ্চ  
সংস্কৃতিমমী ন বিভেয়মীযৎ ॥ ৬৯ ॥ যজ্ঞীবিতং  
জলচরস্য মুখাভ্যুদিত্যেং সংশ্রাসসঙ্করবশাশ্রয় দেহ-

কতা মাতুরনুমতেঃ পশ্যাৎ শ্রীশঙ্করঃ মনসা সংশ্রাসনং বাধ্যং অথ  
সংস্রসনানন্তরং হৃষ্টজলচরঃ শিশুঃ যুগোচ। সংসারার্থোনাঙ্জান-  
জলচরেণ হৃষ্টনক্রেণ গৃহীতস্তসংশ্রাসঃ বিনা ন মোক্ষ ইত্যশ্রয়ঃ।  
ভক্তঃ কিং বৃত্তমিত্যাপেক্ষায়ামাহ। শিশুরত্র সন্ নদীতটমুপেতা  
শোকেন ব্যাধ্যাং জননীমেতদ্বাক্যমাণমুবাচ ॥ ৬৭ ॥ বহুবাচ তদাহ  
হে মাতর্বিধেয়মাজ্ঞাপয় অত্রাশ্রয় লোকে বৎসংশ্রাসিনা কর্তৃত্ব  
যোগ্যং কল্পিতয়েন করোমি নাহং সন্দিহে সংশ্রয়যুক্তো ন  
ভবামি। নহু সন্ন্যাসিনা সংগ্রহশূন্যেন ত্রয়াং কর্তব্যং ভোজনাকাদ্বন-  
প্রধানং কঃ করিষ্যতীতি চেত্তত্রাহ বস্ত্রেতি। যে ধনমিদং গৃহস্থি

অমী বজ্রাশনে তব যথেষ্টং প্রদেয়ুঃ। বৎসম্যং ধনং মম পিতৃ-  
সম্বন্ধি তদ্বাদিত্যর্থঃ। যস্মৈ পৈতৃকং ভক্তিবিমিত্তি না বৎ ॥ ৬৮ ॥  
নহু সংস্রুত স্বয়ি গতে রোগাধীনে মদেহে সতি মরণ-  
প্রাপ্তৌ চ কে ত্রকাস্তি চেত্তত্রাহ দেহ ইতি। হে মাতঃ!  
তব দেহে রোগবশগে চ পুনর্জরপ্রসক্তৌ অমী সনাভরঃ  
সপিণ্ডাঃ শক্তি মনুহতা দর্শনং করিষ্যন্তি। মরণানন্তরং  
দাহাদিসংস্কারং যথাবিধাৎ কুর্য়্যুচ্চ হেতুব্রহ্মাহ। অর্থস্য  
মম পৈতৃকধনসংগ্রহাঙ্জনানাং তদ্বাদয়মপি তবং ত্রয়া ন  
কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥ সংস্কৃতিকামী কুর্য়্যুরিতি স্ততোক্তম-  
সহমানা সত্বাচ বদিতি। সংশ্রাসস্ত সঙ্করোহসীকৃতি-

থাকে, তবেই তাহার দর্শন পাইতে পারিব।

কিন্তু পুত্রের মৃত্যু হইলে আর এই ছুরদৃষ্টে পুত্র  
দর্শন ঘটয়া উঠিবে না। ৬৬।

মাতার অনুমতি হইবার পর শঙ্কর তৎক্ষণাৎ  
মনে মনে সংশ্রাস ধর্ম গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সেই  
হৃষ্টকুন্তীর বালককে পরিত্যাগ করিল। বস্তৃতঃ  
সংসাররূপ হৃষ্টকুন্তীর যদি আক্রমণ করে, তখন  
সংশ্রাস ধর্ম আশ্রয় ভিন্ন মোক্ষ হইবার কোন  
প্রত্যাশা নাই। শিশু তখন নদীর তটে আগিয়া ভয়  
পাইতে লাগিল, এবং শোকাকুল। জননীকে এই  
সমস্ত কথা বলিতে লাগিল ॥ ৬৭ ॥

মা! এক্ষণে যাহা কর্তব্য, তাহা আজ্ঞা করুন।  
এই সংসারে সংশ্রাসী হইয়া যাহা করিতে হয়, সে

সমস্ত আমি নিশ্চয়ই করিব এ বিষয়ে আমি অনু-  
মাত্রও সন্দেহ করিনা। যদিচ আমি সংশ্রাসী হইলে  
আমার কিছু মাত্র সংগ্রহ থাকিবে না, এবং আপ-  
নার কোন সেবা শুশ্রূষা করিতে পারিব না বলিয়া-  
এবং আপনার অম্ববস্ত্রের কষ্ট হইবে বলিয়া  
মনে মনে শঙ্কা জন্মিয়া থাকে, তাহাও অকিঞ্চিৎকর  
মাত্র। কারণ, যাহারা এই সমস্ত অর্থ গ্রহণ  
করিবে, তাহারা আপনাকে যথেষ্ট আহার এবং  
বস্ত্রাদি প্রদান করিবে। এ সমস্তই আমার পৈতৃক  
ধন, তখন এ চিন্তা করিবেন না। এবং আমি  
সংশ্রাসী হইয়া গমন করিলে যদি আপনার শরী-  
রের কোন পীড়া হয়, অথবা মৃত্যু সম্ভাবনা ঘটে,

পাঠে। সংস্কারমেতা বিধিরং কুরু শঙ্কর ! ত্বং নো  
চেৎ প্রসূর মম কিং ফলমীরয় ত্বং ॥ ৭০ ॥ অক্লান্ত !

তদ্বশাঙ্কলচরন্ত মুখাদবজ্রবিতং তব বজ্রীকনং তদ্বিষ্টং সঙ্গ-  
রোহজীকর্মে যুক্তি বিধিপ্ৰকাশঃ। তথাপি মম দেহস্ত  
পাতে নতি যত্র কাপি দ্বিত্বমাগত্য বিধিবশ্ম দাহাদিসংস্কারঃ  
কুরু। নহু সংশাসিনো মম দাহাদিকর্মণ্যধিকারাতাবাৎ  
কণমেবং বদসীতি চেত্তদ্রাহ। হে শঙ্কর ! পরমেশ্বরস্ত তব ন  
কিঞ্চিদপি দোষাবহমিতি ভাবঃ। নহু তথাপি লোকবিরুদ্ধ-  
ত্বাৎ কিমর্থমেবং বিধেয়মিতি তদ্রাহ। নো চেদ্বিতি। মরণা-  
নন্তরং দাহসংস্কারস্তাপ্যলাভে নতি ত্বামুৎপাদ্য ময়া কিং ফলং  
নকুমিতি ত্বমের কথয় ॥ ৭০ ॥ এবং দাহসংস্কারোহুতিমি-

এই সমস্ত জ্ঞাতিগণ যথাসক্তি আপনার রক্ষণাবেক্ষণ  
করিবে। আমার পৈতৃক ধন গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া  
এবং লোকাপবাদ ভয়ে তাহারাই আপনার মর-  
ণান্তে সমস্ত দাহাদি সংস্কার্য কার্য্য করিবে। অত-  
এব সে বিষয়ে আপনি কিছুমাত্র ভীত হইবেন না।  
। ৬৮। ৬৯।

“জ্ঞাতিগণ দাহাদি করিবে” পুত্রের এই বাক্য  
সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার মাতা বলিতে লাগি-  
লেন। তুমি সংশাস ধর্ম্য গ্রহণ করিবে বলিয়া  
আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছি।  
এবং তজ্জন্যই কুন্তীরমুখ হইতে পুনরায় তোমার  
জীবন রক্ষা হইয়াছে। এত কষ্টের পর তোমার  
জীবন প্রাপ্তি যে আমার একান্ত আদরণীয় তাহাতে  
আর কোন সংশয় নাই। তথাপি আমার দেহ-  
পতন সময়ে তুমি যেখানে থাকি, আসিয়া বিধি-  
বিধানে আমার দাহাদি সংস্কার করিও। তুমি  
সংশয়ী হইলে যদি চ আমার দাহাদি-কার্য্য

রাত্রিসময়ে সময়াস্তরে বা সন্ধিসময়ে স্ববশগাহবশ-  
গাথ বা মাং। এযামি তত্র সময়ং সকলং নিহায়  
বিশ্রামমাগ্নুহি যতাপি সংস্করিস্যে ॥ ৭১ ॥ সংশ-  
স্তবান্ শিশুরয়ং বিধবামনাথাং ক্ষিপ্তেতি মাং  
প্রতি কদাপি ন চিন্তনীয়ং। বাবশ্চয়া স্থিতবতা

ক্লবতীমতিভুংখিতাং মাতরমালকা শ্রীশঙ্কর উবাচ। হে  
অম্ব ! অহি দিবসে স্ববশগা স্বাধীনা রোগাদিনা পরাদীনাঃ স্ববশগা  
বা মাং চিন্তয়। তত্র তব চিন্তনসময়ে সর্বং সমরমাচারং বিচাষা-  
গমিষ্যামি। সময়ঃ শপথাত্মসিদ্ধান্তেষ্টিতি মেদিনী। মহাক্তে  
বিশ্রাসং প্রাপ্নুহি। যতাবপি সংস্কারং করিষ্যে ॥ ৭১ ॥ সংশাসিনা  
কর্তুমযোগ্যমপ্যঙ্গীকূর্বতো মমৈকা প্রার্থনা ত্বয়াপ্যবশ্যং স্বীকর্ত-  
বেত্যাশরণানাহ অয়ং শিশু বিধবামনাথাং মাং ত্যক্ত্য সংশাসং

তোমার কোনই অধিকার নাই, তথাপি তুমি ভূম-  
ণ্ডলে শঙ্কররূপী বলিয়া তোমার একাধ্য কিছুতেই  
দোষাকর নহে। এবং লোক-বিরুদ্ধ বলিয়া যদি  
একাধ্য না কর, তবে মরণাবসানে আমার দাহাদি  
সংস্কার না হইলে তোমাকে দশ মাস দশ দিন গর্ভে  
ধারণ করিয়া আমার কি ফল লাভ হইল, তাহা  
তুমিই বল দেখি?। ৭০।

দাহকার্য্যে জননীকে একান্ত ক্ষুণ্ণ দেখিয়া  
বলিতে লাগিলেন। মা ! দিবসে, রাত্রিকালে,  
কিছু অন্য কোন সময়ে স্বাধীনভাবে অথবা রোগা-  
দিদ্বারা পরাধীন হইয়া আপনি আমার যখনই চিন্তা  
করিবেন আমি তখনই আচার পরিত্যাগ করিয়া  
আপনার নিকটে আগমন করিব। আপনি আমার  
এই বাক্যে বিশ্বাস করুন এবং মরণ সময়েও আমি  
আপনার দাহাদি সংস্কার করিব। ৭১।

ফলমাপনীয়াং মাতস্ত ৩ঃ শতগুণং ফলমাপয়িষ্যে ॥  
• ৭২ ॥ ইথাং স মাতরমুগ্রহণেচ্ছ কৃষ্ণ। প্রোচে-  
সনাভিজনেষ বিচক্ষণাঃ। সংন্যাসকল্পিতমনা  
ত্রিজিতোহস্মি দূরস্তাং নিক্ষিপামি জননীমধবাং ভব-  
ৎসু ॥ ৭৩ ॥ এবং সনাভিজনমুত্তমমুত্তমায়াঃ শ্রীমাতৃ-

কৃতবানিতি মাং প্রতি কস্তাঞ্চিদপ্যবস্থায়ঃ তস্মৈ ন চিন্তনীয়ং।  
নমু তস্মৈ পরিত্যক্তদ্বাদতিকষ্টবজ্রা। যস্মৈ কথং ন চিন্তনীয়মিতি  
তদ্রাহ। হিতবতা মস্মৈ যৎ পরিমিতং ফলং তুস্মৈ প্রাপ্তব্যং  
হে মাতঃ! তস্মাক্ষতগুণং ফলমুহং প্রাপয়িষ্যে ॥ ৭২ ॥ অনেন  
প্রকারেণ মাতরমুক্ত। স গোত্রজন্মমুবাচেত্যাহেথমিতি। যদু-  
বাচ তদাহ সংন্যাসেতি। সংন্যাসায় কল্পিতং মনো যেন গোহৃৎ  
দূরং গন্তুমদাতোহস্মি তস্মৈ পতিরহিতাং তাং জননীং ভবৎসু  
রক্ষার্থং স্থাপয়ামি ॥ ৭৩ ॥ এবং প্রকারেণোত্তমং সনাভি-

সংন্যাসী হইলে যে সকল কার্য্য করা উচিত  
নহে, আমি তাহাও করিতে অস্বীকৃত হইলাম।  
কিন্তু আপনিও আমার একটা প্রার্থনা অবশ্যই  
স্বীকার করিবেন?। “আমি বিধবা ও অনাথা,  
অতএব আমাকে ত্যাগ করিয়া শঙ্কর আমার  
সংন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিল” আমার উপর এ  
বিষয়ের জন্য কদাচ চিন্তা করিবেন না। আমি  
পরিত্যাগ করিয়া যাইব বলিয়া যদিচ অত্যন্ত কষ্টও  
হয়, তথাপি চিন্তা করা উচিত নহে। কারণ, আমি  
গৃহে থাকিলে আপনি যে পরিমাণে ফল পাইবেন  
মাং তদাহ হইতে শতগুণ করা আমি আপনাকে  
প্রদান করিব। ৭২।

বিচক্ষণের শিরোমণি এই বালক জননী হিত-

কার্য্যমভিভাষ্য করষ্যেন। সংপ্রার্থয়ন্ স্বজননীং  
বিনয়েন তেষু নিক্ষেপয়ন্নজনজাম্বুনিবিক্ষমানাম্ ॥  
॥ ৭৪ ॥ আত্মীয়মন্দিরসমীপগতাং যথাসৌ চক্রে  
বিদূরগনদীং জননীহিতায়। ততীরসংশ্রিতযদুহ-  
ধাম কিঞ্চিৎ সা নিম্নগাহরভত তাড়য়িতুং তরঙ্গৈঃ ॥ ৭৫

জনমুত্তমায়াঃ শ্রীশঙ্করঃ শ্রীমাতৃকার্য্যং সমাপ্তক। যুক্লিভেন  
হতুষ্যেন সম্যক্ প্রার্থয়ন্ যন্ নেত্রজাম্বুভি নির্বিঞ্চমানাং মাতরং  
সঃ বিনয়েন তেষু সনাভিজনেষু নিক্ষেপয়ৎ ॥ ৭৪ ॥ সংন্যাস-  
গ্রহণায় শ্রীশঙ্করস্ত গমনং কর্ম্মিয়ান্ গমনসময়ে স যৎ কৃতবান্  
তদগ্নিরিতুমারভতে আত্মীয়ৈতি। অখানন্তরমসৌ যৎ বিদূরগাং  
নদীং মাতৃহিঁদ্যায় স্বীয়মন্দিরসমীপগতাং চক্রে ততাতীরং  
সংশ্রিতস্ত বহুজ্ঞেষ্ঠস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ধাম স্থানং কিঞ্চিৎ সা নদীতরঙ্গৈ-  
তাড়য়িতুমারভত ॥ ৭৫ ॥ কিঞ্চ বর্ষান্তে হরৌ দেবেভ্যে বর্ষতি

সাধনে ব্যাধি হইয়া এই সমস্ত কথা জননীকে বলিতে  
লাগিলেন। অনন্তর জ্ঞাতিদিগকে লক্ষ্য করিয়া এক  
কথা বলিতে লাগিলেন। এক্ষণে আমার মন সংন্যাস  
ধর্ম্মে একান্ত আসক্ত হইয়াছে, আমি দূরে যাইতে  
উদ্যত হইয়াছি। অতএব আমার এই বিধবা জন-  
নীকে আপনাদের নিকটে রক্ষার্থ স্থাপন করিলাম  
। ৭৩।

সর্বোত্তম শঙ্কর এইরূপে একপ্রধান জ্ঞাতিকে  
আপনার জননীর বিষয় বলিয়া কৃতাঞ্জলি হস্তে  
উত্তমরূপে প্রার্থনা করিয়া অম্বুজক্লিস্ত জননীকে  
সবিনয়ে তাঁহাদের নিকট নিক্ষেপ করিলেন। ৭৪।

অনন্তর তিনি (দূরগামিনী যে নদীকে মাতার  
হিতসাধনার্থ নিঃস্রবনের নিকটবর্ত্তিনী করিয়া  
ছিলেন) অদ্য সেই নদী তটস্থ কৃষ্ণ মন্দির, তরঙ্গ-  
দ্বারা তাড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল। ৭৫।

বর্ষাস্ত বর্ষতি হরৌ জলমেতা কিঞ্চদন্তঃপুরং ভগ-  
বতোহথ নুনোদ যুৎসাম্ । আরক মুর্তিরনবা চলিভুঃ  
ক্রমেণ দেবোহবিভেদিব ন মুকতি ভীকুহিংসাম্ ॥৬৬  
প্রহাতুকামমনবাঃ ভগবাননঙ্গবাচাহবদৎ কথমপি  
প্রণিপত্য মাতুঃ । পাদারবিন্দযুগলং পরিগৃহ্য চাজাঃ  
শ্রীশঙ্করঃ জনহিতৈকরসং স কৃষ্ণঃ ॥৭৭ ॥ আনেষ্ট

সতি ইন্দ্রোহুচ্যাবনোহরিরিতি হলায়ুধঃ । কিঞ্চিজলং ভগবতে।  
বিষ্ণোরন্তঃপুরমগত্য যুৎসাৎ প্রশস্তাঃ মুক্তিকামবা নুনোদ । তত-  
শ্চানবদ্যা কৃষ্ণমূর্তিঃ ক্রমেণ চলিভুমারক প্রবৃত্তা । নহু ভজলং  
ভক্তিংসাং কৃতো ন মুকতিবদিত্তি ভদ্রাহ । দেবোহবিভেদিব তরং  
আপ্ত ইবাভবৎ । ভীকুহিংসাং চ কোহপি ন ভাজতীত্যত ইত্যর্থঃ ।  
॥ ৭৬ ॥ এবং নদ্যা ক্লেশিতো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণোহনঙ্গরাহ-  
শরীরয়া বাচা শ্রীশঙ্করমবদৎ উক্তবান্ । তং বিশিনষ্ট মাতৃশরণ-  
কমলদ্বন্দ্বং প্রণিপত্য কেমাপি প্রকারেণ মাতুরাজাং চ পরিগৃহ্য  
গন্তকামং সকলদোষবিনিমুক্তং এতেন স্বস্তাজানাদি-  
দোষনিবৃত্ত্যর্থং তত্ত গমনেচ্ছা বারিতা । তর্হি কিমর্থং তত্ত  
গমনেচ্ছেত্যত আহ । জনানাং হিতং একো সুখ্যো রসো  
বস্ত তং । তথা চ লোকোপকারায় তত্ত গমনং সংশ্রাস-  
গ্রহণাদিকমিতি ভাবঃ ॥ ৭৭ ॥ যদ্বাচ ভদ্রাহ যাং দূর-

বর্ষাকালে ইন্দ্র জলবর্ষণ করিলে কিঞ্চিৎ জল  
ভগবান্ বিষ্ণুর অন্তঃপুরে আগমন করিয়া প্রশস্ত  
মুক্তিকা সকল খণ্ডন করিয়া ফেলিল । অনন্তর ক্রমশ  
সেই অনঘ মূর্তি চলিতে প্রবৃত্ত হইল । তাহা  
দেখিয়া বোধ হইল যেন ঐ দেবতা ভীত হইয়াছেন ।  
এই জগতে কেহই ভীকুলোকের প্রতি হিংসা ত্যাগ  
করেনা, এই নিমিত্তই জলের অদ্য এতদূর প্রাকৃত্যব  
হইয়াছে । ৭৬ ।

দূরগনদীং কৃপয়া ভবান্ যাং সা মাতিমাত্রমনিশং বহু-  
লোশ্মিহন্তৈঃ । ক্লিশ্রাতি তাড়নপরা বদ কোহু-  
পায়ো বস্ত্রং ক্রমে ন নিতরাং বিজপুত্র ! যাসি ॥৭৮॥  
আকর্গ্য বাচমিতি তামতনুঃ গুরু নঃ প্রোদ্ধৃত্য কৃষ্ণ-

গনদীং ভবান্ কৃপয়া আনীতবান্ সাহসান্তঃ নিরন্তরমনন্তো-  
শ্মিরূপৈর্হন্তৈস্তাড়নপরা মাং ক্লিশ্রাতি । ক্লেশনিবৃত্তৌ বদ কোহ-  
উপায়ো যতো বস্ত্রং ন সমর্থো ভবামি। হে বিজপুত্র ! ত্বং বাস্তবঃ  
সুতরাং বস্ত্রং ন ক্রমে ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণাক্তং শ্রদ্ধা কিং  
কৃতবামিতাপেক্ষায়ামাহাকর্ণোতি । ইত্যোবং তামতনুশরীরায়  
বাচং শ্রদ্ধা মোহন্যাকং গুরুরिति গ্রহণারোক্তিঃ । অচলমপি  
কৃষ্ণঃ শনৈক ভূজাত্যাং প্রকর্ষণাজভঙ্গাদিকং বিনৈবোদ্ধৃত্য

এইরূপে নদীর তরঙ্গে ব্যথিত হইয়া ভগবান্  
শ্রীকৃষ্ণ দৈববাণী করিয়া পবিত্রাত্মা শ্রীমান্ শঙ্করকে  
বলিতে লাগিলেন । আপনি জননীর পাদামুজ  
প্রণাম করিয়া এবং জননীর আশ্রয়গ্রহণ করিয়া  
জগন্নিবাসী মানবমণ্ডলের হিতসাধনার্থে স্বকীয়  
চিত্ত অর্পণ করিয়া গৃহ হইতে গমন ও সংন্যাস ধর্ম  
গ্রহণ করিয়াছেন । আপনি যে দূরবর্তিনী নদীকে  
দয়া করিয়া এই স্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন,  
সেই নদী আমাকে তাড়িত করিবার প্রত্যাশায়  
অনবরত উত্তাল তরঙ্গমালারূপ বাহুদ্বারা ক্লেশ প্রদান  
করিতেছে । এক্ষণে বলুন ক্লেশ নিবৃত্তির উপায় কি ?  
হে বিজকুমার ! আপনিও আমাকে পরিত্যাগ  
করিয়া চলিলেন, এক্ষণে আপনার অবদ্যমানে  
আমি কি করিয়া আর এই স্থানে অবস্থিতি করিব ।  
বস্ত্রতঃ আপনি হির জানিবেন, আমি কদাচ আপ-  
নার অদর্শনে এই স্থানে বাস করিতে পারিব না ।  
। ৭৭ । ৭৮ ।



গচলং শনৈকৈ ভূজাতাম্ । প্রাতিষ্ঠপন্নিকটএব ন যত্র  
বাধা নদ্যেতাদৌর্য্য সুখমস্ব চিরায় চেতি ॥ ৭৯ ॥ তস্মাৎ  
স যাতুরপি ভক্তিবশাদনুজ্ঞামাদায় সংসৃতিমহাক্ৰি-  
বিরক্তিমান্ সঃ । গন্তুং যনো ব্যধিত সংস্রসনায় দূরং  
কিং নোদ্বিতঃ পতিতুমিচ্ছতি বারিরাশৌ ॥ ৮০ ॥

সমীপে এই প্রত্যর্থে পুনশ্চলনং বধা ন তাত্ত্বা স্থাপিতবান্ । নমু  
নিকটস্থাপনে পুনরপি নদীবাধা ভবিষ্যতীতি চেত্তজ্ঞাহ । বস্তু  
স্থানে নদ্যা বাধা নাস্তি তত্ত্বার্থঃ । চিরকালং সুখমুপবিশে-  
তাক্ত্য চাত্মাকিষ্ঠপন্নিত্যয়ঃ ॥ ৭৯ ॥ তস্মাচ্ছ্রীকৃষ্ণাং ভক্তি-  
বশাৎ স যাতুরপানুজ্ঞাঃ গচ্ছতঃ সংসারমহাসমুদ্রাদিরক্তিমান্  
সংস্রসনায় দূরং যনোহরুতঃ কিমর্থমিচ্ছত আহ । কিমিতি  
নৌকারাঃ স্তিতঃ সমুদ্রে কিং পতিতুমিচ্ছতি নৈবেচ্ছতি । তদ-  
বৈরাগ্যাদিলক্ষণনোদ্বিতঃ সংসারসমুদ্রে পতিতুং নৈবেচ্ছতী-

অনন্তর গ্রন্থকার বলিতে লাগিলেন, আমা-  
দিগের গুরু শঙ্করাচার্য্য এই দৈববাণী শ্রবণ করিয়া  
অচল-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে অগ্নে অগ্নে বাহুদ্বারা উদ্ধৃত  
করিয়া তাঁহার নিকটে ( নদীদ্বারা যাহাতে কোন  
রূপ বাধা না হয়, এইভাবে ) “তুমি এই স্থানে চির-  
কাল উপবেশন কর” এই কথা বলিয়া তাঁহাকে  
তথায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥ ৭৯ ॥

ভক্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের এবং মাতার আজ্ঞা গ্রহণ  
করিয়া সংসাররূপ মহাসমুদ্রে হইতে বিরক্তিভাব  
অবলম্বন করিয়া সংন্যাস গ্রহণের নিমিত্ত দূরে  
যাইতে সন্মত করিলেন । তাহার কারণ এই, যে  
ব্যক্তি নৌকার উপর আরোহণ করিয়া থাকে, সে  
কখনই সমুদ্রে পতিত হইতে ইচ্ছা করে না ।  
আমাদিগের আচার্য্য বৈরাগ্যলক্ষণ তরণীর উপর

ইখং স্ত্রীঃ স নিরবগ্রহমাতুলক্ষ্মীশানুগ্রহো ঘট-  
জবোধিতভাবিবেন্দী । একান্ততো বিগতভোগ্য-  
পদার্থভৃক্ষঃ কৃষ্ণে প্রতীচি নিরতো নিরগামি-  
শান্তাৎ ॥ ৮১ ॥ যস্য ত্রিনেত্রাপরবিগ্রহস্ত কামেন

তাব্যঃ ॥ ৮০ ॥ ইখমেনে প্রকারেণ স স্ত্রীঃ নিশান্তাৎ সদ-  
নামিরগাৎ নির্গতবানিতি বোধন্য । নিশান্তবস্ত্যননং ভবনা-  
গারমনিরমিত্যমরঃ । ভঃ বিশিনষ্টি । যাতা চ লক্ষ্মীশচ যাতু-  
লক্ষ্মীশৌ নিরবগ্রহো নিরবগ্রহীর্ষাত্ত্বিকোরনুগ্রহো বস্তু এতেন  
যাতুশ্রীকৃষ্ণাত্মাৎ প্রসন্নতাপূর্ব্বকং প্রেবিত ইতি বোধিতং । মমতি-  
শীত্রঃ কিমর্থং গতবানিচ্ছত আহ । ঘটজেনাগভ্যোম বোধিতং  
ভবিষ্যৎ জানাতীতি তথা । নমু জীবনোপায়মেব কৃতো ন কৃত-  
বানিচ্ছত আহ । অত্যন্তং বিগতঃ নিবৃত্তা ভোগ্যপদার্থেভ্যো  
দেহাদিত্যত্বক্য যত সঃ বতঃ কৃষি ভূবাচকঃ শব্দো নষ্ট নির্কৃতি-  
বাচকঃ । ত্রিনেত্রক্যঃ পরং ব্রহ্ম কৃত ইত্যতিধীরত ইতুজ্ঞাৎ  
কৃষ্ণে প্রতীচিভাগতিরে ব্রহ্মণি নিবৃত্তাঃ যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

অধিকৃত আছেন, অতএব তিনি কখনই সংসার-  
সাগরে পতিত হইতে ইচ্ছা করিলেন না । ৮০ ।

মাতার এবং কমলাপতি শ্রীকৃষ্ণের শঙ্করের  
উপর অনবধি অনুগ্রহ ছিল বলিয়া তাঁহার শঙ্করকে  
প্রসন্ন হইয়া, গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন । শীত্র  
যাইবার কারণ এই যে, যে কার্য্য করিতে হইবে,  
অগস্ত্য মুনি সেই সমস্ত জ্ঞাতকরাইয়া দিলে তিনি  
তাহা সমস্তই জানিয়া ছিলেন । এবং জীবনের সার্থ-  
কতা স্বরূপ দার পরিগ্রহাদি না করিবার কারণ এই,  
সংসারে যাবতীয় ভোগ্য পদার্থের উপর তাঁহার  
বিতৃষ্ণা জন্মিয়া ছিল । শাস্ত্রকারেরা কৃষ শব্দে  
ভূমি ওণ শব্দে মোক্ষ, এই দুইটী অক্ষর একত্র  
করিয়া কৃষ্ণ শব্দের বুৎপত্তি করিয়া থাকে থাকেন

নাহীষত দৃকপথেহপি । তন্মূলকঃ সংসৃতিপাশবন্ধঃ  
কথং প্রসজ্যেত মহানুভাবঃ ॥ ৮২ ॥ অরৈন  
কিল মোহিতৌ বিধিবিধু চ জাভূৎপথৌ তথাহহ  
যপি মোহিনীকচকুটাদিবীক্ষাপরঃ । অগামহহ  
মোহিনীমিতি বিমৃশ্য মোহজাগরীদ্যতীশবপুষা শিবঃ

তদ্বিষয়তচ্চিত্রমিত্যাহ । যন্ত ত্রীণি নেত্রাণি কামদাহকামিসৌম-  
হর্য্যাখ্যকারি যন্ত সঃ । অপরো বিপ্রোহো বস্য তস্তাপরবিপ্রহনোতি  
বা । দৃষ্টিপথেহপি কামেন নাহীষত কামঃ জাহুং ন শক্তস্তস্মিন্  
মহানুভবে কামমূলকঃ সংসৃতিপাশবন্ধঃ কথং প্রসজ্যেত ॥ ৮২ ॥  
নহু নিত্যমুক্তস্ত শিবস্ত সংস্রামেন কিমাবিক্যমিতি চেষ্টয়াহ ।  
বিধি ত্রীক্ষা বিধুচন্দ্রো কামেন মোহিতৌ জাভূ কচাভিভূৎপথৌ  
চ নৃত্যমুদ্যাবেনেভ্যে তানগ্রহেণ চোদ্যার্গ্যে চ তথাহহহ শিবোহপি  
কামেন মোহিতো মোহিনীয়াঃ কেশভনানিমিহীকপনরোহহ-  
হেত্যাক্ষর্যো মোহিনীমগামহুগতবামিতি বিচার্য সংশিবে  
যতীশস্ত বপুষা কামেনে কৃত্যবাঃ পীড়ারঃ বর্তমান্যাক্ষিকোহ-

এইরূপ ব্যুৎপত্তিলভ্য কৃষ্ণাঙ্কর পরত্রজ্ঞ অর্ধ বুঝা  
ইয়া থাকে । সুতরাং তিনি এই সমষ্টি পদার্থের  
আত্মস্বরূপ ত্রীকৃষ্ণের উপর একান্ত রত ছিলেন  
এবং কানবিলম্ব না করিয়া শীঘ্র গৃহ হইতে বহির্গত  
হইলেন ॥ ৮১ ॥

কামদাহক অগ্নি, চন্দ্র এবং সূর্য এই তিনটি যাহাঁর  
মেত্র, সেই নৃত্যম এবং অপর শরীরধারী শঙ্করের  
মরম পথে অদ্য মরমও অবস্থিতি করিতে সমর্থ  
নহে । অতএব মহানুভাব শঙ্করের উপর সেই  
কামমূলক সংসার-পাশবন্ধ কিরূপে প্রসজ্য হইবে ?  
যিনি কামদহ করিয়াছেন তাঁহাকে কখনই কামমূলক  
সংসার পাশ বন্ধ করিতে পারে না ॥ ৮২ ॥

বিধাতা এবং চন্দ্র কামপরে তাড়িত হইয়া

অরকৃতাতিবার্ত্তোজ্জ্বিতঃ ॥ ৮৩ ॥ নিম্পত্রাকুরুতাহ  
মুরানপি মুরাশ্বারঃ সপত্রাকরোদশাশ্বানিহ নিক-  
লাকৃততরাং গন্ধর্কবিদ্যাধরান্ । যো ধামুকবরো ন-  
রাননলগাং কুহোদলাসীদলঃ যন্তশ্চিন্নশুশ্রুতৈষ  
মুনিভ কৰ্ণাঃ কথং শঙ্করঃ ॥ ৮৪ ॥ শাস্তিচাৰণ-

জাগরীদকিশরেন জাগতিশ্চেত্যর্থঃ পৃথী ॥ ৮৩ ॥ কিঞ্চ যো  
ধামুকবরো ধমুকোচ্ছৃষ্টো নারঃ কামোহগ্রহান্ নিম্পত্রাকুরুত স-  
পত্রানাং পরাদামপরপার্শ্বে যু নির্গমনানিম্পত্রান্ কৃতবান্ । তথা  
মুরানপি সপত্রাকরোৎ সপুষ্করপ্রবেশনেন সপত্রান্ কৃতবান্ ।  
সপত্রনিম্পত্রাদতিবাধন ইতি ভাট্ । তথাহত্যানপি গন্ধর্কবিদ্যা-  
ধরানিহ অগতি নিকলাকৃততরাং নির্গতঃ কুলমন্তরবরবানঃ  
সমুদ্রো যেতান্তবাত্তানতান্তঃ কৃতবান্ । নিকলাকৃতিকোষে ইতি  
ভাট্ । তথা নরাননলগাং সাকলোনাধিক্রপান্ কৃত্য ত্বং মধু-  
লমুদলাসীৎ সমাদৌলিম্যানভুৎ তস্মিন্ কামে যঃ অন্তশ্রুত শ্রুতঃ  
কৃতবান্ সৈবঃ শ্রীশঙ্করো মুনিভিঃ কথং বর্ণ্যো ন কথমপীত্যর্থঃ ।  
শাদ্ ০ ॥ ৮৪ ॥

একান সময়ে বিধি কষ্ঠাগমন ও চন্দ্র গুরুপত্নী তারা-  
গমন করিয়া উৎপথে পদার্পণ করিয়া ছিলেন । এবং  
আমি শিব, আমিও মোহিনীর কেশ-পাশ ও স্তনাদি  
দর্শন করিয়া মোহিনীর নিকটে গমন করিয়া ছিলাম  
ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় । এই সমস্ত বিচার  
করিয়া মহাদেব যতীশমূর্ত্তি অবলম্বন পূর্বক কাম-  
কৃত পীড়ার সম্বন্ধ পর্যাশ্রু বিসর্জন দিয়া ঐ বিষয়ে  
অতিশয় জাগরক থাকিতেন ॥ ৮৩ ॥

কন্দর্প, অম্বর এবং দেবতাদিগকে অত্যন্ত পর-  
বিক, গন্ধর্ক ও বিদ্যাধর দিগের অন্তরঙ্গ সকল  
বাধিত ও মনুষ্য দিগকে দহ করিয়া নিরন্তর উদ্ভা-  
সিত হইতেন । সেই ধর্ম্মধারীদিগের অগ্রগণ্য কাম-

য়ম্মনো গতিমুখা দাতি শ্রুতং ক্রিয়া আধাতা বিষয়া- স্তবশ্চ প্রথাশ্চ তু কুতো বৈরাগ্যতো বেদ্যি নো ॥৮৫॥  
 স্তরাহুপরতিঃ কান্তি যুচ্ছং বাধাৎ । ধ্যানৈকোৎ- বিজনতাবনিভাপরিতোষিতো বিধিবিভীর্ণকৃতাস্ত-  
 শ্রুতাং সমাধিবিভতিশ্চক্রে তথা স প্রিয়া প্রজ্ঞা হ- তলুহুতিঃ । পরিহরম্মমতাং গৃহগোচরাং জনয়-

কিঞ্চাস্য শ্রীশঙ্করস্য কুতো বৈরাগ্যতঃ কস্যৎ বৈরাগ্যাৎ পর-  
 বৈরাগ্যাদপরবৈরাগ্যাৎ দাতিঃ । প্রবণাভ্যতিরিক্তাধিলব্ধি-  
 ব্যাপারেভ্যঃ স্বাধিকারানুপযুক্তোৎকলত্বজ্ঞানপূর্বকচিত্ত-  
 নিরোধঃ স্য মনোহবশরৎ বশমমরৎ । তথা দাতিত্বাভূতবাহ-  
 ব্যাপারেভ্যো বাহ্যকরণনিরোধঃ স্য গতিমুখাঃ ক্রিয়া ন্যককৎ  
 গমনাদানবদনবিসর্গানন্দস্পর্শনদর্শনান্বাদনাত্মাণাম্বিকাঃ ক্রিয়া  
 বাক্পানিপাদপাদুপশ্লোত্রডক্চক্ষুরসমত্মাণাখোল্লিঙ্গব্যাপার-  
 নরুৎ সংকল্পবতী । তথোপরতিঃ সত্ত্বভূতৌ নিত্যানামপি  
 বিধিত এব ভাগঃ স্য বিষয়াস্তরাহুপাদিবাতিরিক্তবিষয়াভা-  
 বেক্রিয়া আধাতা সাধারণস্তত্ত্বনং কৃতবতী । তথা কান্তিঃ  
 স্বাধিকারাপেক্ষিতজীবনবিচ্ছেদকাতিরিক্তানাং শীতোকাদি-  
 বন্দানাং সহিষ্ণুতা স্য যুচ্ছং কোমলতাং বাধাৎ বিহিতবতী ।  
 তথা সমাধিবিভতি কিঞ্চিদংসিত প্রবণাদিবিরোধিনিজাদিনিরো-  
 ধেন চেতসোহবহানং সমাধিস্তস্য সন্ততি ধ্যানৈকোৎশ্রুতাং  
 চক্রে আশ্রয়তি বা পাঠঃ । তথা প্রজ্ঞাষিতো ভূত্বতি কতো

দেবের উপরেও যিনি শূরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন  
 সেই শঙ্করের মহিমা কিরূপে বর্ণিত হইবে ?

। ৮৪ ।

অবগ মননাদি হইতে অতিরিক্ত এবং স্বয়ং অধিকারে  
 অনুপযুক্ত নিখিল বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সফলত্ব জ্ঞানে  
 চিত্ত-রোধ করার নাম শান্তি । সেই শান্তি কোন্  
 বৈরাগ্য হইতে তাঁহার মন বশীকৃত করিয়াছিল ?  
 বাহ্যবিষয় হইতে কছেদ্রির রোধ করার নাম  
 ধ্যম । সেই কয়গুণ, ধ্যান, আদান বদন, বিসর্গ,  
 স্পর্শন, দর্শন, আনন্দন, ও ত্রাণাত্মক ক্রিয়া সকল

বহু বিভিতি প্রকা কতাঃ স্য বহু। শুকবেদান্তবাক্যো বিশ্বাস-  
 রণ্য ক্রিয়া আস বহুবুবেতি নো বেদ্যি একৎ সর্বং কস্মাদৈরাগ্যা-  
 জাতমিত ন জ্ঞানামিতার্থঃ ॥ ৮৫ ॥ এবং শ্রীশঙ্কররূপবর্ণ্য তত  
 গমনং বর্ণয়তি । বিজমতেতি । জনসমূহশূন্যতালক্ষণ্য বনি-  
 তমাহজনরা কোবং জ্ঞাপিতো বিধিনা দৈবেন বিভীর্ণেন দত্তেন

ও বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, উপহ, শ্রোত্র, চক্,  
 চক্ষু, রসনা এবং ত্রাণ এই সমস্ত ইন্দ্রিয় ব্যাপার  
 রোধ করিয়াছিল । চিত্ত-শুদ্ধি হইলে নিত্য-  
 কর্মের যথাবিধি বর্জনের নাম উপরতি । সেই  
 উপরতি তাঁহার বিষয়াক্তর হইতে পৃথক ক্রিয়া-  
 সমূহের সাধারণ স্তত্ত্বন করিয়াছিল । রাগ, ঘেব,  
 শীত, উষ্ণ ইত্যাদি দুইটী দুইটী পদার্থের সহি-  
 ষ্কুতার নাম কান্তি বা কয়গুণ । সেই কয়, সকল  
 বিষয়ে তাঁহার কোমলতা প্রদান করিয়াছিল ।  
 অবগ মননাদির বিরোধী নিজাদির নিরোধ করিয়া  
 যথাস্থানে চিত্তের অবস্থানের নাম সমাধি ।  
 সেই সমাধি সকল ধ্যানকার্য্য একমাত্র শু-  
 ক্য প্রকাশ করিত । শুক-বেদান্তবাক্যে বিশ্বাস  
 করার নাম প্রজ্ঞা । সেই প্রজ্ঞা তাঁহার অভ্যন্ত প্রিয়  
 হইয়াছিল । এই সমস্ত যে তাঁহার কোন বৈরাগ্য  
 হইতে ঘটিয়াছিল ? তাহা আমি জানিনা । ৮৫ ।

বিজনতা-রমণী তাহাঁকে মজ্জুট করিলে দেব-  
 দত্ত ভোগে নিজ শরীর রক্ষা করিবার নিমিত্ত গৃহ-

গেন শিবেন সমঃ যযৌ ॥ ৮৬ ॥ গচ্ছন্ বনানি  
সরিতো নগরানি শৈলান্ গ্রামান্ জনানপি পশুন্  
পথি সৌহৃদ্যপাশ্যান্ । নৈমিত্তজালিক ইবাহুতমি-  
ন্দ্রজালং ত্রৈলোক্যমেব পরিদর্শয়তীতি যেনে ॥ ৮৭ ॥  
বাদিতি নির্জনজাধকর্ণিতাং বর্তমান্ পথি জরদ্-  
গবীং নিজে । দণ্ডমেকমবহজ্জগদগুরু দণ্ডিতাখিল-  
কদম্বমণ্ডলঃ ॥ ৮৮ ॥ সারঙ্গা ইব বিশ্বকক্ৰভিরহ-

কুর্ক্বেদিকৃচ্ছত্বে ঈশ্বারৈকঃ পরমর্ষভেদনকলা-  
কণ্ডলজিহ্বাকলৈঃ । পাবৈগুরিহ কান্ধিশৌকমনসঃ  
কং নাগ্নুযু বৈদিকাঃ ক্লেবঃ দণ্ডধরো যদি স্ম ন মুনি-  
জ্ঞাতা জগদৈশিকঃ ॥ ৮৯ ॥ দণ্ডধিতেন ধৃতরাণ-  
নবান্বরেণ গোবিন্দনাথবনাম্ভুতবাতটস্থম্ । তেন  
প্রবিষ্টমজনিষ্ঠু দিনাবসানে চণ্ডিষা চ শিখরং চর-  
মাচলস্ত ॥ ৯০ ॥ তীরক্রমাগতমকুদ্বিগতক্রমঃ সন্

ভোগেন কৃত্য নন্দীরস্ত দ্বিতি বেন স গৃহবিহরাঃ মমতাঃ পরি-  
ব্রজন স্তম্ভগেন শিবেন সমঃ যযৌ পরমাঙ্গানং যদি ধ্যানন্ বধা-  
বিভারঃ কৃত্য ॥ ৮৬ ॥ স গচ্ছন্ বনানীনি পশ্যন্তি বৈশ্ব-  
জালিকো মায়াব্যতুতমিন্দ্রজালং দর্শয়তোবমেব মায়াবজ্জিহ্বা-  
এক বনাদিরূপমিদমতুতমিন্দ্রজালং দর্শয়তি যেনে বঃ ॥ ৮৭ ॥  
কুংসিতোহধ্বা মার্গো যেষাং দণ্ডিতঃ সর্কোবাঃ কদম্বনাং মণ্ডলঃ  
সমুদায়ো যেন । স জগদগুরু বাদিতিঃ স্বে স্বে মার্গে কর্ণিতাং  
জরদগবীঃ কর্ণিতজ্বাচ্ছিখিলাবয়বাং ক্রটিদক্ষণাং বুদ্ধাং গাং নিজে-  
ইবৈতলক্ষেণ পথি প্রবর্তয়ন্ দণ্ডমেকমবহত । তন্ত দণ্ডধারণমেত-  
দর্থমিত্যর্থঃ । রোনরাবিহরখোজ্জ্বালগৌ ॥ ৮৮ ॥ কিকাহ-

সংক্রান্ত মমতা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়ে পরমাত্মার  
ধান করিতে করিতে গমন করিলেন । ৮৬ ।

তিনি গমন করিতে করিতে বন, নদী, নগর,  
শৈল, গ্রাম, জন ও পশু সকল দেখিয়াও দেখিলেন  
না । এবং ঐন্দ্রজালিকলোকে যেমন ইন্দ্রজাল  
দেখাইয়া থাকে, সেইরূপ ত্রৈলোক্য এই সকল ইন্দ্র-  
জাল দেখাইতেছেন, ইহা বিবেচনা করিলেন । ৮৭ ।

যাহাদিগের আচরণ অত্যন্ত কুৎসিত, সেই সমস্ত  
অসংপথাবলম্বী লোকদিগকে দণ্ডিত করিবার জন্য  
জগদগুরু শঙ্কর, বাদীগণের উৎপীড়নে একান্ত

কুর্ক্বেদিকৃচ্ছত্বে ঈশ্বারশৌলৈঃ পরমর্ষভেদনকলাকণ্ডা-  
কণ্ডা ব্যাধঃ জিহ্বাকলং জিহ্বায়াস্তাগো যেষাং তৈঃ ।  
বিশ্বকক্ৰভিঃ প্লেটসায়মেতৈ ঈশ্বরভূতমরসঃ সারঙ্গা মৃগা ইব  
বিশ্বকক্ৰভিঃ খলৈরহকুর্ক্বেদিকৃচ্ছত্বে পাবৈগুরিহ কুদ্বিগত-  
মনসো বৈদিকাঃ কং ক্লেবঃ নাগ্নুযুপিতু সর্কমপি প্রাগ্নুযু যদি-  
জগদৈশিকো দণ্ডধরো মুনি ন জ্ঞাতাস্ত্রজাণং স কুৰ্য্যাৎ । বিশ্ব-  
কক্ৰজিহ্বা খলেহধ্বা নখেটমোঃ পূমান্ । সারঙ্গঃ পুংসি হরিণ  
ইতি মেদিনী শাঃ ॥ ৮৯ ॥ এবমুতঃ শ্রীশঙ্করো গোবিন্দনাথ  
মনঃ প্রবিষ্ট ইত্যাহ । দণ্ডসংযুক্তেন ধৃতরাণং বজ্জিতং নবীন-  
মবয়বং বস্ত্রং যস্য । ধৃতামুগাশ্চাসৌ নবাবয়বশ্চেতি বা । তেন  
শ্রীশঙ্করেণেন্দ্রবায়ো নন্দনাথায়ো নদ্যা তটে স্থিতং গোবিন্দনাথবনঃ  
দিনান্তে প্রবিষ্টমজনিষ্টোভূৎ । অত্যাচলস্ত শিখরং চ চণ্ডপ্রভেণ  
তাহুনা প্রবিষ্টমজ্জিহ্বাকলৈঃ বঃ ॥ ৯০ ॥ : তীরবৃক্ষেষাগতেন

কুশাস্ত্রী, প্রাচীন বেদবাণীকে অদ্বৈতপথে স্থাপন  
করিয়া এক দণ্ড গ্রহণ করিলেন । বস্তুতঃ অধার্মিক,  
বেদবিদ্বেষী, উদ্যোগ গামী লোক দিগকে শাসন  
করিবার নিমিত্তই তাঁহার দণ্ড গ্রহণ হইয়াছিল । ৮৮ ।

যে রূপ নিন্দনীয় কুহুরগণ, হরিণদিগের উপর  
ধাবমান হইলে তাহারা যে রূপ ভয়তরলমানে ক্লেব  
অনুভব করিয়া থাকে, জগদগুরু আচার্য্য দণ্ডধর  
হইয়া আমাদিগকে ত্রাণ না করিলে অহঙ্কৃত,



গোবিন্দনাথনগধ্যাতলং লুলাকে । শংসন্তি সত্র  
• কুরাবা বসতিং যুগীনাং শাখাভিক্ষুজয়গাজিনব-  
কলাভিঃ ॥ ৯১ ॥ আদেশমেকনমুযোক্তুগয়ং  
ব্যবস্তন্ প্রাদেশমাত্রবিরপ্রতিহারভাজং । তন্ন

বায়ুনা বিশেষণাপগতঃ ভ্রমো যন্ত স কথ্যাদিঃ সন্ গোবিন্দ-  
নাথনগধ্যাতলং লুলাকে দর্শনং । দর্শনার্থনা লোকপাতো-  
লিটি স্ত্যাস হঃ স্ব রূপং । যত্র যন্নিরুজ্জয়ানি যুগচর্মকোপীনা-  
জাননানি যাসু তাভিঃ শাখাভিঃ শ্রননশীলানাং যতীনাং নিবাসঃ  
বোধরতি কদিতার্থঃ ॥ ৯১ ॥ আদেশমুপদেশমেকমমুরোকুং  
এষ্টময়ঃ শ্রীশঙ্করাঃ ব্যবস্তন্ নিশ্চয়ং কুর্কন্ প্রাদেশমাত্রঃ ছিদ্র-  
মেব দ্বারপালং ভজতীতি কথ্যতাং যমিনাং সমূহেন কথিতাং

ও শৃঙ্খলাশূন্য, পরমর্গবিদারণ করিবার উপযুক্ত অতি-  
সূক্ষ্ম নৈপুণ্য যাহাদের জিহ্বাগ্রভাগ কণ্ঠয়া (চুল-  
কোনা) যুক্ত, সেই সকল পাষণ্ডখলগণ পরাক্রান্ত  
হইয়া উঠিলে বৈদিক লোক সকল সেইরূপ কত  
ক্লেশ না অনুভব করিয়াছিলেন ? । ৮৯ ।

নবীন, রঞ্জিতবস্ত্র পরিধান করিয়া দণ্ডধর  
শঙ্কর চন্দ্রহিতা নর্মদা নদীর তটনিকটস্থ গো-  
বিন্দনাথের কাননে প্রবেশ করিলেন । তৎকালে  
প্রচণ্ডরশ্মি সূর্য্যদেব পশ্চিমাচলের শিখরদেশে  
ধিরোহণ করিলেন । ৯০ ।

তীরস্থ বৃক্ষ হইতে বায়ু আগমন করিয়া তাহার  
মাগমনশ্রম দূর করিল । পরে স্নিগ্ধ হইয়া গো-  
বিন্দনাথের বনগধ্যাতল অবলোকন করিলেন । যে-  
খানে তরুগণ, উজ্জল, যুগচর্মের কোপীন ও আচ্ছা-  
নপূর্ণ শাখাদ্বারা মননশীল যতিদিগের নিবাস  
প্রমাণ করিয়া থাকে । ৯১ ।

স্থিতেন কথিতাং যমিনাং গণেন গোবিন্দদৈশিক-  
গুহাঃ কুহুণী দর্শনং ॥ ৯২ ॥ তন্ত প্রপন্নপরিতোষ-  
দুহো গুহায়াঃ স ত্রিঃ প্রদক্ষিণপরিভ্রমণং বিধায় ।  
দ্বারং প্রতি প্রণিপতজ্জনতাপুরোগং তুষ্ঠাব তুষ্ঠ-  
হৃদয়স্তমপাস্তশোকম্ ॥ ৯৩ ॥ পর্য্যঙ্কতাং ভজতি  
যঃ পতগেন্দ্রেকেতোঃ পাদাঙ্গদ্বয়মথবা পরমেশ্বরস্ত ।

গোবিন্দনাথগুহাঃ কোতুকযুক্তঃ সন্ দর্শনং ॥ ৯২ ॥ গৃষ্টা যৎ  
কৃতবানু তদাহ । তন্ত প্রপন্নানাং শরণাগতানাং সন্তোষঃ  
দোষি পুররতীতি তথা তন্ত শরণাগতসন্তোষলদস্য শ্রীগোবিন্দ-  
নাথস্ত গুহায়াঃ ব্যবস্তয়ং প্রদক্ষিণং পরিভ্রমণং বিধায় দ্বারং  
প্রতি প্রণিপাতং দীর্ঘনমস্কারং কুর্কন্ জনসমূহস্য সমক্ষে তুষ্ঠহৃদয়ঃ  
শ্রীশঙ্করাহপাতঃ শোকোপলব্ধিতঃ সংসারো যন্তাতং নিব-  
ন্তসংস্থতিচক্রে অপাস্তাদ্বীকৃতঃ শিষ্যাগাহ বা শোকো যেন  
তঃ শ্রীগোবিন্দনাথং তুষ্ঠাব ॥ ৯৩ ॥ স্তুতিনেব বর্ণয়তি চতুর্ভিঃ যঃ

একটী উপদেশ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত মনে মনে  
নিশ্চয় করিয়া গোবিন্দনাথের গুহা দর্শন করিলেন ।  
দেখিলেন, যতীন্দ্রগণ সেই গুহা বলিয়া দিতেছি ।  
এবং এক বিতস্তি পরিমিত ছিদ্র গুহার দ্বার, পালই  
তাহাবারা প্রবেশ ও নির্গমনাদি হইয়া থাকে । তাহা  
দেখিয়া আচার্য্যের স্বতঃসিদ্ধ কোভূহন জন্মিল ৯২ ।

শরণাগত লোকদিগের সন্তোষপ্রদ গোবিন্দ-  
নাথের সেই গুহা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া এবং  
দ্বারের উদ্দেশে নমস্কার করিয়া জনসমূহের সমক্ষে  
নস্তকেচেতা শঙ্কর, শোকপূর্ণ সংসার ত্যাগী গো-  
বিন্দনাথের স্তব করিতে লাগিলেন । ৯৩ ।

যিনি গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণের পর্য্যঙ্ক স্বরূপ ; যিনি

তসৌব যুগ্মিধ্বতসাক্ষিমহীধ্বত্বেঃ শেষস্য বিগ্রহ-  
মশেষমহং ভজে হাম্ ॥১৪॥ দৃষ্ট্ৱা পুরা নিজসহস্র-  
যুধীমভীষুরশ্বেবসন্ত ইতি তামপহায় শাস্তুঃ ।  
একাননেন ভুবি যন্তুবতীৰ্য্য শিষ্যাননুগ্রহীন্নু স এব  
পতঞ্জলিন্দ্রম্ ॥ ১৫ ॥ উরগপতিমুখাদধীতা সা-

ক্ষাংস্বয়মবনে বিবরং প্রবিশ্য যেন । প্রকটিতমচলা-  
তলে স যোগং জগদুপকারপরেণ শব্দভাষ্যং ॥১৬॥  
তমখিলগুণপূর্ণং ব্যাসপুত্রস্য শিষ্যাদধিগতপর-  
মার্থং গোড়পাদান্নহর্ষেঃ । অধিজিগমিসুরেব ব্রহ্ম-  
সংস্থামহং ভ্যং প্রসন্নমহিমানং প্রাপমেকাস্ত-  
ভক্ত্যা ॥ ১৭ ॥ তস্মিন্মিতি স্তবতি কল্পমিতি ব্রহ্মস্তুং

গকঙ্কজত শ্রীবিষ্ণোঃ পরাক্রতাং ভজতি অথবেতাস্য তটৈ-  
বেত্যর্থঃ । পরমেশ্বরস্ত মহাদেবস্য যঃ পাদাজদভ্যং ভজতি ।  
পুনশ্চ শিরসি স্তুতা সমুদ্রপদমৈতৈঃ সহিতা ভূমির্গেন তটৈশ্চ শেষন্যা-  
শেষঃ সর্বং বিগ্রহমহুগ্রহাদ্বা শেষবিলম্বণং অশেষঃ সর্কাস্তদ্বা-  
ষাছশেষং ভ্রামহং ভজে ॥ ১৪ ॥ এবং শেষাশ্রকল্প  
বর্ণনে শ্রীগোবিন্দনাথঃ কৃত্বা তদবতারভূতপতঞ্জলান্মনা তং  
স্তোতি দৃষ্টেতি । যঃ পূর্কং স্বীয়াং সহস্র মুখীং মূর্তিঃ দৃষ্টান্তে  
সমীপে যে বসন্তোহস্তগামিনঃ শিষ্যা অভীষুর্ভয়মাপু-  
রতি হেতো-  
ভ্যং ভয়জনকং মূর্তিঃ পরিত্যক্ত্বা শাস্তোনির্বিষঃ স্নেহ-  
মুখেন ভুবাবতীৰ্য্য শিষ্যাননুগ্রহীদহুগ্রহীতবান্ । স পতঞ্জলি নহু  
নিশ্চিয়েন ভূমেরত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ জগদুপকারকতাং বর্ণয়ামাহ ॥

স্বয়ং ভূমে: পাতালং ছিত্বং প্রবিশ্যোন্নয়নপতেঃ শেষস্ত মুখাং  
সাক্ষাদধীতা জগদুপকারপরেণ যেন যোগশাস্ত্রেণ সহিতং ব্যাকরণ-  
ভাষ্যং ভূমিতলে প্রকটিতং তমিত্যন্তরেণ সম্বন্ধঃ । অযুজি ন  
যুগরেফতোরকারোযুজি চ নজৌজরগাশ্চ পুষ্পিতাগ্রা ॥১৬॥ তং  
সর্বগুণৈঃ পূর্ণং ব্যাসপুত্রস্য শুক্রাচার্য্যস্য শিষ্যাদগৌড়পাদান্ন-  
হর্ষেরধিগতো লব্ধঃপরমার্থো যেন তং প্রসন্নমঃ প্রসন্নশীলো  
মহিমা যন্ত তং ভ্যং ব্রহ্মনিষ্ঠামধিজিগমিসুবিধিগত্বনিচ্ছুরেষোহক-  
মনন্তরা ভক্ত্যা প্রাপং প্রাপ্তোহস্মি । ননময়যযতেয়ং মালিনী ভো-  
গিলোকৈঃ ॥ ১৭ ॥ তস্মিন্ শ্রীশঙ্করে এবং স্ততিং কুর্বাতি সতি

মহাদেবের চরণ ভূষণ; সমুদ্র ও পর্বত সকলের  
সহিত যিনি স্বীয় মস্তকে পৃথিবী ধারণ করিয়াছেন,  
আপনি সেই অনন্তসর্পেরও সমগ্র শরীর স্বরূপ—  
অতএব আমি আপনার ভজনা করি । পূর্ব  
কালে আপনার সঃস্রমুখ দেখিয়া শিষ্যগণ তর  
পাইয়াছিল সেই ভয়জনক মূর্তি পরিত্যাগ করিয়া  
একগুণে নির্বিষ হইয়াছেন । এবং যিনি ভূতলে  
অবতীর্ণ হইয়া একবদনে শিষ্যদিগকে অনুগ্রহ  
করিয়াছিলেন আপনি নিশ্চয় সেই পতঞ্জলি-  
মুনি । স্বয়ং ভূবিনরে প্রবেশ করিয়া উরগপতি  
অনন্তসর্পের নিকট হইতে সাক্ষাৎ শাস্ত্র সকল

অধ্যয়ন করিয়া জগতের উপকারত্রে একান্ত  
দীক্ষিত হইয়া ভূতলে যোগশাস্ত্রের সহিত ব্যাকরণ-  
ভাষ্য প্রকাশিত করিয়াছেন । আপনি সর্বগুণা-  
ধার, ব্যাসপুত্র শুকদেবের প্রিয়শিষ্য মহর্ষি গোড়-  
পাদের নিকট হইতে সমস্ত পরমার্থ তত্ত্ব প্রাপ্ত হই-  
য়াছেন । ভূতলের চারিপাশ্বে আপনার মাহাত্ম্য  
বিস্তৃত হইয়াছে । অতএব আমি ব্রহ্মনিষ্ঠা  
জানিতে ইচ্ছা করিয়া একান্ত ভক্তিপূর্বক আপনার  
নিকটে উপস্থিত হইয়াছি । ১৪ । ১৫ । ১৬ । ১৭ ।

শঙ্করাচার্য্য এইরূপে স্তব করিলে পর তিনি  
বলিলেন “ তুমি কে ? ” । সৌভাগ্যক্রমে তিনি

দিক্ত্যা সমাধিপদরুদ্ধবিসৃষ্টচিত্তং । গোবিন্দদেশিক-  
মুবাচ তদা বচোভিঃ প্রাচীনপুণ্যজনিতান্নবিবো-  
ধচিহ্নৈঃ ॥ ৯৮ ॥ স্বামিষহং ন পৃথিবী ন জলং ন  
তেজো ন স্পর্শনো ন গগনং ন চ তদগুণা বা ।

কল্পমিতি ক্রবন্তঃ ভাগ্যবশাৎ সমাধিপদে নিককমদি বিসৃষ্টে  
ব্যুৎপাদিতং চিত্তং বেন তং গোবিন্দদেশিকং প্রাচীনৈঃ পুণ্যে জ-  
নিতান্নাবিবোধস্ত চিহ্নং যেষু তৈর্বচোভিঃ স্তম্ভিন্ কালে শ্রীশঙ্কর  
উবাচৈতৎ ॥ ৯৮ ॥ তদ্বচনমুদাহরতি ॥ স্বামিষতি ॥ উপ-  
নিষৎপ্রতিপাদ্যমাত্মানং দর্শয়িতুম্ভবদাদ্যভিমতং তং নিরা-  
করোতাহং ন পৃথিবীত্যাदिना । তত্র হৃদোহং জানামীত্যাদি  
প্রভীত্যা হৃদস্তৈব জাতৃত্বপ্রতীকেন্দেহাকারেণ পরিণতং ভূমাদি-  
ভূতচতুষ্টয়মাশ্বেতি চার্বাকেষু কेषাঞ্চিদতিমতমাত্মানং নিরা-

সমাধিপদে পূর্বের মন রুদ্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে  
তথা হইতে তাঁহার চিত্ত অন্যস্থানে প্রস্থান করিল  
এবং সেই মহানুভাব গোবিন্দগুরুকে পূর্ব জন্মার্জিত  
পুণ্য রাশিদ্বারা আত্মবোধপূর্ণ বচনে বলিতে লাগি-  
লেন । ৯৮ ।

উপনিষৎ শাস্ত্রে যে আত্মা প্রতিপন্ন হইয়াছে  
তাহা দেখাইবার নিমিত্ত, বাদোদিগের মতনিরাকরণে  
প্রবৃত্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে চার্বাক-  
দিগের মধ্যে কেহ কেহ ক্রিতি, অপ, তেজ,  
বরুৎ এই চারিটি ভূতই দেহাকারে পরিণত  
হইয়া থাকে এইমত খণ্ডন করিবার জন্য প্রথম বলি-  
তেছেন । হে প্রভো ! আমি পৃথিবী নয় । “আমি জল  
আমি জ্ঞান” ইত্যাদি প্রত্যয় হইয়া থাকে বলিয়া  
জল পদার্থই জ্ঞাতা হইয়া থাকে । এবং আমি

নাপীন্দ্রিয়ান্যপিতু বিদ্বিততো বিশিষ্টে । যঃ কেবলো-  
করোতি । যা পৃথিবী না অহং ন ভবামি । যোহহং সা পৃথিবী  
ন ভবতীতি পরস্পরতাদান্যনিষেধ এবমগ্রেহপি । নহু বাদি-  
না সজ্বাতস্তৈবাত্মাত্মপগমাৎ প্রত্যেকং পৃথিব্যাদেত্তত্ত্ব নিরা-  
করণং কোপযুক্তা ইতি চেৎ । বাদিনা দ্বিগুণগুরুত্ব-  
বাহতিরিক্তাবয়বানভূপগমাৎ । ভূমাদীনি চত্বারি তত্ত্বানীতি  
বদতা পঞ্চমতস্তাত্মপগমপ্রসক্তিভিষা সংযোগাদিসম্বন্ধানভূ-  
পগমাৎ সজ্বাতকর্তৃবতাবাচ সজ্বাতাত্মপপত্তা প্রত্যেকভূতনিরা-  
করণং ভৌতিকদেহাত্মবাদনিরাস ইতি গৃহাণ । স্পর্শনো বায়ুঃ  
তথা চাত্মনো দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নত্বাৎ পরিচ্ছিন্নানাং  
ঘটাদিবদনাত্মত্বাৎ পৃথিব্যাদিরহং নেত্যর্থঃ । এবং দেহাত্মবাদং  
নিরাকৃত্য শূন্যবাদিমাধ্যমিকস্ত মতং নিরাচটে । ন গগনং  
যচ্চূন্যং তদহং ন ভবামি যোহহং স শূন্যং ন ভবতি । অন্তো-

যদি পৃথিবী না হইলাম, তবে “যে আমি” সে  
পৃথিবী নহে । এইরূপে আমি জল, তেজ ও বায়ু  
নয়, সূতরাং তেজ জল ও বায়ু “আমি” পদার্থ হইতে  
ভিন্ন । কেহ কেহ বলিয়া থাকেন ঐ পৃথিবী ও  
জল প্রত্যেকে একত্র মিলিত হইলে পদার্থসৃষ্টি হয়  
তাহা হইলে পদার্থ সকলের গুরুত্ব দ্বিগুণ হইয়া  
পড়ে এই ভয়ে অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করা হয়  
না । ভূমি প্রভৃতি চারিটি পদার্থ যাহারা স্বীকার  
করেন, তাঁহাদের মতে তখন পাঁচটি পদার্থ হইয়া  
পড়ে, সেই ভয়ে পদার্থ চতুষ্টয়ের সংযোগাদি সম্বন্ধও  
স্বীকার করা হইতে পারেনা । অথচ এক পদার্থ  
অন্য পদার্থে সংযুক্ত না হইলে কি রূপে পদার্থ  
সৃষ্টি হইবে ? । আপনা আপনি সংযোগ হইতে  
পারে না, এবং ঐ ভূমাদি চারিটি পদার্থের মিলন  
কর্তা কাহাকেও দেখা যায় না । যদি মিলন না হইল





স গ্রাহ শঙ্কর স শঙ্কর এব সাক্ষাৎ সঙ্ঘমিত্যহম-  
বৈমি সমাধিদৃষ্টা ॥ ১০০ ॥ তন্ত্ৰোপদর্শিতব শ্চরণো

ইখমেবম্ তমবৈতসাক্ষৎকারাৎ সমুখিতঃ শঙ্করমুনেব'চনঃ  
প্রভা সম্প্রাপ্তহর্ষঃ স গোবিন্দনাথঃ প্রোবাচ । হে শঙ্কর !

বাদোদিগের মতে অব্যাকৃতরূপে অভিন্ন, নিশ্চল  
অসৎ-আকাশ-পদার্থ, কোন দেহের উপাদান কারণ  
হইতে পারে না । তথাপি বেদসিদ্ধান্তে আকাশের  
বস্তু স্বীকার এবং দেহাদির উপাদান বলিয়া স্বীকার  
করা প্রযুক্ত আকাশের উপর আত্মবাদ নিরাকৃত  
হইল ।

সম্প্রতি ভূতসকলের আত্মনিরাকরণ করিয়া  
তাহাদের উপাদান কারণ স্বরূপ গন্ধ, স্পর্শ, রূপ,  
রস, ও শব্দ এই পাঁচটি ভৌতিকগুণেরও আত্মবাদ  
অসম্ভাবিত । সুতরাং আমি সেই সমস্ত ভৌতিক-  
গুণও নয় । “দেখিতেছি, শুনিতেছি” ইত্যাদি অনু-  
ভববশতঃ প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ই আত্মা, ইহা অপরের  
মত । ইন্দ্রিয় সকলে মিলিত হইলেই আত্মা হয়,  
ইহা অন্যের মত । এক্ষণে সেই মত নিরাকরণ  
করিতেছেন । আমি ইন্দ্রিয় সকলও নয় । প্রত্যেক  
ইন্দ্রিয়ের আত্ম স্বীকার করিলে “যে আমি শ্রবণ  
করিয়াছি, সেই আমি দর্শন করিতেছি” ইত্যাদি  
প্রত্যভিজ্ঞা উপলব্ধি হয় না । এবং যদি সমবেত-  
ইন্দ্রিয়-সমষ্টির আত্ম স্বীকার করা হয়, তবে একটা  
ইন্দ্রিয় নাশে আত্মার নাশ-দোষ স্বীকার করিতে  
হয় ।

অতএব সেই সমস্ত বাধা হইতে অবশিষ্ট,  
সকলদ্বৈতবাধেও অবাধিত, কেবল (কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব  
শূন্য পরম, সর্বোত্তম, শিব, চিদানন্দ) সেই

গুহায়া দ্বারে স্পৃহয়ত্বপেতা স শঙ্করার্ধ্যঃ । আচার  
ইতুপদিশে স তত্র তস্মৈ গোবিন্দপাদগুরবে স  
গুরু বৃত্তানাং ॥ ১০১ ॥ শঙ্করঃ সবিনয়ৈরুপচারৈরু-  
ভোষয়দসৌ গুরুমেনং । ত্রৈলোক্যতদ্বিতমপুংগলি-

গসিদ্ধঃ শঙ্কর এব সাক্ষাৎ যঃ প্রাহুরতঃ ইত্যাহ । জানামি  
কথমিত্যত আহ । সমাধিদৃষ্টোতি ॥ ১০০ ॥ তন্ত্ৰোপদর্শিতব  
উক্তঃ চ চরণো গুহায়া দ্বারে দর্শিতবতো গোবিন্দনাথস্য শঙ্ক-  
রাচার্য্যঃ সমীপং আগত্য চরণো স্পৃহয়ৎ । কিমর্থং স্পৃহয়-  
দিত্যত আহ । স শঙ্করাচার্য্যঃ তত্র তেহু বসিতু কামিৎ কাম  
উতি বা গুরুচরণপূজনমাতার ইতুপদিশে । গোবিন্দপাদো গুরু-  
র্কস্য তস্মৈ শঙ্করাচার্য্যায় স গোবিন্দনাথ উপদিশেতামুযজঃ ।  
১০১ ॥ অসৌ শঙ্করো বিনয়সঙ্কটৈরুপচারৈরেনং গোবিন্দনাথঃ

আমি হইতেছি । অবশিষ্ট এই বচনে শূন্যমত,  
কর্তা ও ভোক্তা এই বচনে বৈশেষিক, তার্কিক ও  
প্রত্যাকরমত, ভোক্তা এই বচনে সাংখ্যমত,  
নিরাকৃত হইল । ৯৯ ।

এইরূপ অবৈত-জ্ঞানপূর্ণ শঙ্করমুনির বচন  
শুনিয়া হর্ষপ্রাপ্ত হইয়া গোবিন্দনাথ বলিতে  
লাগিলেন । হে শঙ্কর ! তুমি সাক্ষাৎ শঙ্কর  
হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছ তাহা আমি সমাধি-  
বলে জানিতে পারিয়াছি । ১০০ ।

এই কথা বলিয়া গুহার দ্বারদেশে পদদ্বয়  
দেখাইয়া দিলে শঙ্করাচার্য্য গোবিন্দনাথের নিকটে  
আসিয়া চরণযুগল পূজা করিলেন । গুরুদেব গোবি-  
ন্দনাথ শুৎকালে শঙ্করাচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন,  
গুরুপাদ পূজা করা সংসারে একটা প্রধান আচার ।  
১০১ ॥

সম্প্রদায়পরিপালনবুদ্ধা ॥ ১০২ ॥ ভক্তিপূর্বক-  
কৃতঃ পরিচর্য্যাতোষিতোহধিকতরং যতিবর্মণঃ ।  
ব্রহ্মতামুপদিদেশ চতুর্ভি বৈদশেখরবচোভির  
মুদৈ ॥ ১০৩ ॥ সাম্প্রদায়িকপরাশরপুত্রপ্রোক্ত

শ্রুতমাত্রে যৎ কিমিচ্ছন্নিতাত আহ । তদুপনিষৎপ্রসিদ্ধমথৈ-  
করমং ব্রহ্ম সম্যক্ জ্ঞাতমপূর্ণকুমিচ্ছুঃ । নমু বিদিতোপনি-  
শ্রাং নো হেতুনিতি তত্রাহ । সম্প্রদায়ৈতি তদ্বিজ্ঞানার্থং  
স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ আচার্য্যাবান্ পুরুষো বেদেত্যাদিশ্রুতাস্ত-  
গুরুপল্লবনাদিলক্ষণসম্প্রদায়স্ত পরিপালনবুদ্ধোত্যর্থঃ স্বাগতা  
॥ ১০২ ॥ ভক্তিপূর্বকং কৃত্য যা তস্য পরিচর্য্যাতংকৃত্য সেবা  
তর্য্য অধিকতরং যথাস্যাস্তথা পরিতোষিতো যতিশ্রেষ্ঠো  
গোবিন্দনাথো বৈদানাং ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বণাখ্যানাং যানি শিরা-  
স্তুপনিষদস্তথাং বচোভিঃ ক্রমেণ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম অহং ব্রহ্মাস্মি  
তদ্ব্যমসি অয়মাত্মা ব্রহ্মেতি চতুর্ভির্ষচনৈ রমুদৈ ত্রীশঙ্করায় ব্রহ্ম-  
তামুপদিদেশ ॥ ১০৩ ॥ এবং গুরুণোপদিষ্টঃ সকলং বিজ্ঞাত-

যাহা উপনিষৎপ্রসিদ্ধ, যাহা সকলেরই সম্যক্  
রূপে বিদিত আছে, সেই অথও, এক, অদ্বিতীয়  
ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছা করিয়া বিনয়পূর্ণ উপচারদ্বারা  
গোবিন্দনাথগুরুকে ভূষিত করিলেন । যাহা বিদিত,  
তাহাকে জানিবার জন্য শঙ্করের প্রয়াস পাইবার  
কারণ এই যে, “ব্রহ্ম জানিবার জন্য গুরুর সমীপে  
গমন করিবে, এবং গুরু সহায় হইলে সেই পুরুষই  
ব্রহ্ম জানিয়া থাকে ।” ইত্যাদি বেদোক্ত গুরু-  
নিকটে বাসাদিরূপ সম্প্রদায়ের রক্ষা করিতে বুদ্ধিই  
হেতু । ১০২ ।

ভক্তিপূর্বক অনুষ্ঠিত সেবাদ্বারা অধিকতর  
সন্তুষ্ট করিয়া যতিবর গোবিন্দনাথ, ঋক্, যজু,  
সাম ও অথর্ব এই বেদচতুষ্টয়ের মন্তকস্বরূপ

সূত্রমতগতানুরোধাৎ । শাস্ত্রগূঢ়জদয়ং হি দয়ালোঃ  
কৃতম্নমপায়মবুদ্ধ স্ববুদ্ধিঃ ॥ ১০৪ ॥ বাসঃ পরা-  
শরমৃতঃ কিল সত্যবত্যাং তস্যাত্মজঃ শुकমুনিঃ প্রথি-  
তানুভাবঃ । তচ্ছিস্যতামুপগতঃ কিল গোড়পাদো  
গোবিন্দনাথমুনিরস্ত চ শিষ্যভূতঃ ॥ ১০৫ ॥ শুশ্রাব

বানিত্যাহ । সম্প্রদায়ে ভবেন পরাশরপুত্রেন ব্যাসেন শ্রোত্রেণ  
অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যাদিসূত্রেণ বস্তুতঃ ব্রহ্মাইবতলক্ষণং  
তস্য গতিঃ স্মৃতিস্তস্তা অনুরোধাৎ দয়ালো ব্যাসস্য শাস্ত্রে গূঢ়-  
যং জদয়মভিপ্রায়স্তৎ সর্বমপি স্ববুদ্ধিরেব ত্রীশঙ্করো বিজ্ঞাতবান্  
॥ ১০৪ ॥ সম্প্রদায়বোধনার গুরুপরম্পরাঃ দর্শয়তি বাস  
ইতি । সত্যবত্যাং পরাশরমুনে: পুত্রো বাসস্তস্ত প্রথিতানুভাবঃ  
শুকমুনিঃ স্মৃতিস্তস্য শিষ্যতাং প্রাপ্তঃ গোড়পাদোহস্য গোবিন্দনাথ-  
মুনিঃ শিষ্যভূতঃ বঃ ॥ ১০৫ ॥ তস্ত গোবিন্দনাথমুনে: সমীপে

উপনিষদের “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অহং ব্রহ্মাস্মি, তদ্ব-  
মসি, অয়মাত্মা ব্রহ্মা” এই চারিটি বাক্যদ্বারা এই  
শঙ্করাচার্য্যকে ব্রহ্মতাব উপদেশ দিলেন । ১০৩ ।

সম্প্রদায়বিশেষে উপর পরাশরপুত্র বেদ-  
ব্যাসের “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদি বেদান্ত-  
সূত্রে অষ্টৈতব্রহ্মসম্বন্ধে যে মত ছিল, তাহা  
গতানুরোধে স্ববুদ্ধি শঙ্কর, দয়ালু বেদব্যাসের শাস্ত্রে  
নিগূঢ় অভিপ্রায় সকল জানিতে পারিলেন । ১০৪ ।

সত্যবতীর গর্ভে পরাশরমুনির গুরসে বেদ-  
ব্যাস জন্মগ্রহণ করেন । বিখ্যাতমহিমা শুকদেব  
তাহার শিষ্য হয়েন । অনন্তর তাহার শিষ্য  
গোড়পাদ, গোড়পাদের শিষ্য গোবিন্দনাথ, গোবি-

তস্ম নিকটে কিল শাস্ত্রজালং যশ্চাশৃণোমুজগন্ম-  
গতস্তনুস্তাৎ । শঙ্কাস্থুরাশিমখিলং সময়ং বিধায়  
যশ্চাখিলানি ভুবনানি বিভক্তি মূর্ধা ॥১০৬॥ সোহ-  
ধিগম্য চরমাশ্রমমার্থ্যঃ পূর্বপুণ্যানিচয়ৈরধিগম্যম্ ।  
স্থানমচ্যামপি হংসপুরোগৈরুন্নতং ধ্রুব ইবৈক্য  
চকাশে ॥ ১০৭ ॥ ছন্নমূর্তিরতিপাটলশাটীপল্লবেন

শাস্ত্রকদমঃ শ্রীশঙ্করঃ শুশ্রাব । যশ্চ গোবিন্দাখঃ শেখালয়ং গতো  
ভবদীয়ঃ শাস্ত্রং ভূতলে প্রবর্তয়িত্বা ইতি সঙ্কেতং বিধায় শঙ্ক-  
শাস্ত্রসমুদ্রং শেখাদশৃণোৎ । যশ্চানন্তো নিখিলানি ভুবনানি  
শিরসা ধ্বংসয়তি ॥ ১০৬ ॥ এতৎ প্রাপ্তসংস্থাসং শ্রীশঙ্করঃ  
বর্ণয়িতুমুপক্রমতে স ইতি । পূর্বপুণ্যসমূহৈঃ প্রাপ্যঃ সর্বোৎ-  
কৃষ্টঃ যতিপ্রমুখৈ রপ্যচানন্ত্যং সংস্থাসাশ্রমং স আখ্যঃ শ্রীশ-  
ঙ্করো লক্ণ । তথাভূতং সূর্য্যপ্রমুখৈরপ্যচানুন্নতং স্থানমাগচ্চ  
ধ্রুব ইব ররাজ স্থাৎ ॥ ১০৭ ॥ অত্যন্তং পাটল্যং শ্বেতরক্তা গা

ন্দনাথের শিষ্য শঙ্করাচার্য্য, এইরূপে সম্প্রদায়-  
ক্রমে গুরুপরম্পরার সৃষ্টি হইয়াছিল । ১০৫ ।

বিনি অনন্তসর্পের ভবনে গমন করিয়া “আমি  
ভবদীয় শাস্ত্র সকল ভূতলে প্রচার করিব” এই  
সঙ্কেত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে অখিলশঙ্ক  
শাস্ত্র-সমুদ্র শ্রবণ করিয়া ছিলেন । এবং যে অনন্ত  
মন্তকদ্বারা সমস্ত ভুবন ধারণ করিতেছেন । শঙ্করা-  
চার্য্য সেই অনন্তরূপী গোবিন্দনাথের সমীপে  
গমন করিয়া শাস্ত্র সকল শ্রবণ করিলেন । ১০৬ ।

সূর্য্যাদি দেবতাগণ যে স্থানের সর্বদা অর্চনা করিয়া  
থাকেন, সেই উন্নত ও দেবপূজিত স্থান প্রাপ্ত হইয়া  
ধ্রুব যেরূপ শোভা পাইয়া থাকে, পূর্বজন্মার্জিত

রূরুচে যতিরাজঃ । বাসরোপরমরক্তপয়োদাচ্ছা-  
দিতো হিমগিরেরিব কূটঃ ॥ ১০৮ ॥ এষ ধূর্জটি-  
বোধমহেভং সন্নিহত্য রুধিরাপ্লুতচর্ম্ম । উদ্যদুষ্ণ-  
কিণারুণশাটীপল্লবস্য কপটেন বিভক্তি ॥ ১০৯ ॥

শাটী তন্নক্ষণেন পল্লবেন ছিন্না আচ্ছাদিতা মূর্তি যন্ত স যতি-  
রাজো রূরুচে উদ্ভূত । তত্র দৃষ্টাশ্রমাহ । বাসরস্য দিবসস্তো-  
পরমে উপরমাদ্বারেক্তো যো মেঘস্তেন ছাদিতো হিমগিরেঃ কূটঃ  
শৃঙ্গমিব ॥ ১০৮ ॥ যথা স ধূর্জটিঃ শিবো গজাসুরং নিহত্য রুধিরা-  
প্লুতং তদীয়ং চর্ম্ম বিভক্তিস্থ তপৈব শঙ্করোহজ্ঞানাত্মকং মহাগজং  
নিহত্য যৎ সূর্য্যবদকণশাটীপল্লবস্য ব্যাজেন রুধিরাপ্লুতং  
মহেভস্য চর্ম্ম বিভক্তি ॥ ১০৯ ॥ ব্রহ্মকিঞ্চিৎশিবভ্যো ব্যতিরেক-

পূণ্যপ্রভাবে যেস্থান প্রাপ্ত হওয়া যায়, যতিগণ  
যে স্থানের সর্বদা পূজা করিয়া থাকেন, অদ্য  
সেই সংস্থাসাশ্রম লাভ করিয়া শঙ্করাচার্য্য সেইরূপ  
শোভা পাইতে লাগিলেন । ১০৭ ।

দিবসাবসানে লোহিতবর্ণ মেঘাচ্ছাদিত হিমা-  
লয় পর্ব্বতের শৃঙ্গ যেরূপ শোভা ধারণ করে, অত্যন্ত  
পাটলবর্ণ অর্থাৎ শ্বেত ও রক্তবর্ণ বস্ত্ররূপ পল্লবদ্বারা  
নিজমূর্তি আচ্ছাদিত করিয়া যতিরাজ শঙ্কর, সেই-  
রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন । ১০৮ ।

যেরূপ ধূর্জটি শঙ্কর গজাসুর বধ করিয়া তদীয়  
রক্তাক্ত চর্ম্ম ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শঙ্কর,  
অজ্ঞানরূপ মহাহস্তী নিহত করিয়া নবোদিত  
সূর্য্যের তুল্য অরুণবর্ণ শাটী (বস্ত্র) রূপ পল্লবছলে  
রুধিরাপ্লুত মহাকরীর চর্ম্মধারণ করিতে লাগিলেন  
। ১০৯ ।

শ্রুতীনাং ক্রীড়াঃ প্রথিতপরহংসোচিতগতির্নিজৈ  
সত্যে ধাম্নি ত্রিজগদতিবর্তিন্যতিরতঃ । অসৌ  
ত্রৈলোক্যায়িত্বং খলু বিশয়ে কিন্তু কলয়ে বৃহৎ

প্রদর্শনপূর্বকং শ্রীশঙ্করস্ত নিগমপ্রতিপাদ্যঃ দর্শয়তি শ্রুতীনা-  
মিত্যাদিনা । শ্রুতীনাং মধ্যে আ সমস্তাং ক্রীড়া যন্ত প্রথিতৈঃ  
প্রথাগৈঃ পরমহংসৈঃ পরমহংস পরিব্রাজকৈঃ সছোচিতা গতি  
গমনঃ যস্য নিজে স্বরূপভূতে সত্যে অবাস্যে ধাম্নি তেজসি  
ত্রিজগদতিবর্তিনি সর্ববাধাবদ্ধিতে অতিরতঃ সদৈব রতো-  
হসৌ শ্রীশঙ্করো ত্রৈলোক্যবতঃ পরব্রহ্মাপি সর্বে বেদা যৎ পদমা-  
মনস্তীত্যাদিশ্রুতৈঃ । শ্রুতীনাং সমস্তাং ক্রীড়া যন্তিন্ প্রথিতানাং  
পরমহংসানাং তস্মৈ বিদ্যমুচিতা মোক্ষাখ্যা গতিঃ ব্রহ্মবিদ্যাপ্রোতি  
পরমিত্যাদিশ্রুতৈঃ প্রথিতৈতি গতের্বী বিশেষণং । স ভূম্য ক  
প্রতিষ্ঠিতঃ সৈ মহিম্যতি শ্রুতৈককথ্যাত্তিরতঃ হিরণ্যগর্ভস্ত  
নৈবংবিদ্যো যতন্তোপবনাদৌ ক্রীড়া তথা হংসৈ গতিস্তথা  
ত্রিলোক্যপক্ষাভরণেন ত্রিজগতচ্চতুর্দশভূবনাত্মকস্য ব্রহ্মাণ্ডস্তা-

সমস্ত শ্রুতির মধ্যে চারিপাশ্বে যাহাঁর ক্রীড়া  
হইত, বিখ্যাত, পরমহংসপরিব্রাজকদিগের  
সহিত যাহাঁর যথাযোগ্য গমন হইত, এবং আত্ম-  
স্বরূপ, সত্য, অবাধত, ও সর্ববাধার সীমাত্ত  
তৈজসস্থানে যিনি সর্বদাই রত থাকিতেন, অত-  
এব তিনি যথার্থই ব্রহ্মস্বরূপ ছিলেন । পরব্রহ্মে-  
রও শ্রুতির সর্বস্থানে কেলি হইত, বিখ্যাত ও  
তদ্বিৎ লোকদিগের সহিত মোক্ষনামকগতি  
হইত । এবং বেদোক্ত স্বীয় মহিমাস্বরূপ ধামে এক-  
মাত্র অবস্থান ছিল । কিন্তু হিরণ্যগর্ভ চতুর্শুখ-  
ব্রহ্মা এরূপ নহেন । কারণ, তাহার উপবনাদি  
স্থলে ক্রীড়া হইত, হংসের সহিত গতি, ত্রৈলোক্য-  
পক্ষ আশ্রয় করিয়া চতুর্দশ ভূবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের

সাক্ষাদনুপ্রচারিতঃ কেবলতয়া ॥ ১১০ ॥ মিতঃ  
পাদেনৈব ত্রিভুবনমিহৈকেন ব্রহ্মণা বিস্তৃতঃ যৎ  
সত্ত্বঃ স্থিতিজনিলয়েষ্যাত্মগতম্ । দশাকারাতীতঃ  
স্বমহিমনি নিবেদরমণঃ ততস্তৎ তদ্বিকোঃ পরম-  
পদমাখ্যাতি নিগমঃ ॥ ১১১ ॥ ন ভূতেষ্যসঙ্গঃ কচন

অন্তর্বর্তী বাধা স্বীয় জড়লোকে আসক্ত থাকি-  
কিল ব্রহ্মাণ্ডোবর্তনবাক্তব্রহ্মস্বরূপঃ সাক্ষাদনুপ্রচারিতঃ  
কেবলতয়া নির্ণীততয়া কলয়ে জানামি । নতু সন্নিহে কেবলঃ  
কুচনেহপি চ । নশুংসকং তু নির্ণীতে বাচ্যবৈচ্ছিককৃত্যং যোরিতি  
মেদিনী । তথা চ ব্রহ্মবিদ্বত্রৈলোক্য ভবতীত্যাদিনিগমগতব্রহ্মশব-  
প্রতিপাদ্যঃ শ্রীশঙ্করস্য নিকপচারেণেত্যর্থঃ শি. ১১০ ।  
এবং তদ্বিকোঃ পরমঃ পদমিতি নিগমোহপি নিকপচারেণ  
শ্রীশঙ্করে বর্ত্তত ইত্যাৎ । মিতমিতি এতাবানস্য মহিমা অতো  
জ্যোতিঃ পূর্বকঃ । পাণ্ডোস্ত সন্ধ্যা ভূতানি অথ যদন্তঃ পরো-  
দিবো জ্যোতি দীপাতে বিস্তৃতঃ পৃষ্ঠেযিত্যাদিশ্রুতৈরেকেনৈব

অন্তর্বর্তী বাধিত স্বীয় জড়লোকে আসক্ত থাকি-  
তেন । অতএব শঙ্করাচার্যের উপর অনবচ্ছিন্ন  
ব্রহ্মরূপ উপচার শূন্য ব্রহ্মাতুর অর্থ বিদ্যমান ছিল ।  
ইহা আমি নিঃসন্দেহ জানিতে পারিতেছি, কিন্তু  
তন্নিমিত্ত আমি কিছুতেই সন্দেহ করিনা । শঙ্করা-  
চার্যের উপর ঔপচারিক ব্রহ্মরূপ ব্রহ্মাতুর অর্থ  
ছিল না, কিন্তু যথার্থই ছিল । ব্রহ্মাতু হইতে ব্রহ্মপদ-  
সিদ্ধ হইয়া থাকে । ঐ ব্রহ্মাতুর অর্থ কল্পিত নহে,  
শঙ্করে তাহা বাস্তবিক ছিল । ১১০ ।

একমাত্র জ্যোতির্ময় শঙ্করের পাদদ্বারা এই  
ত্রিভুবন পরিমিত হইয়া থাকে । কিন্তু বিষ্ণুর  
পদদ্বয় দ্বারা এই ত্রিভুবন পরিমিত হয় । শঙ্করের  
সত্ত্বগুণ অবাধিত এবং সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়েও এক-



ন গব চাবিহরণং ন ভূত্যা সংসর্গো ন পরিচিতিতা । দশাতুরায়ং নিব্বন্দ্বং শিবমতিতরাং বর্ণয়তি তম্ ॥  
ভোগিভিরপি । তদপ্যাম্মায়ান্ত্রিপুৰদহনাৎ কেবল ॥ ১১২ ॥ ন ধর্ম্যঃ সৌবর্ণো ন পুরুষকলেষু প্রব-  
ণতান চৈবাহোরাত্রক্ষুরদরিয়ুতঃ পার্থিবরথঃ

মহত্যা জ্যোতীকপেণ যদ্ বস্ত্র পাশেনেদং ত্রিভুবনং মিতং মাপিতং ।  
বিক্ষোভ্য পানদ্বয়েন ত্রিভুবনং মাপিতং । তথা বস্ত্র সত্বমবাপিত-  
স্বরূপং স্তিত্বাপ্যপল্লবরেখপাত্ততং । বিক্ষোভ্য সত্বং সত্বগুণস্থিতা-  
বেবাহুগতং সত্বং বিশিনষ্টি । দশা কারাতীতমবস্ত্রাকারাত্যাং বিনি-  
মুক্তং । বিক্ষোভ্য তদশভিরাকারৈর্ ঋৎশাদিভিরতীতং ন ভবতি ।  
ততস্তস্মাৎ স্বমাহাম নিবেদেন বৈরাগ্যেণ সমাখ্যেধেন বা রমণং  
যস্য তং শ্রীশঙ্করং বৈকুণ্ঠে লক্ষ্ম্যা ক্রীড়তো বিকোঃ সকাশাৎ পরমং  
বিষ্ণুসম্বন্ধি বা পরমং পদমিত্যর্থক উক্তনিগমো নিকপচারেণা-  
খ্যতি বক্তীত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥ তথা শিবপদমবস্ত্রমপি তান্নি-  
দশয়তি নেতি প্রসিদ্ধশিবস্য ভূতপ্রেতাদিষা সমস্তাং সজো-  
হস্য ভু কচন কস্মিংশ্চিদেদে কালে বা ভূতেষু আশিষাকাশাদিষু  
বা সঙ্গ আসক্তি নাস্তি । প্রসিদ্ধশিবস্য গবা বৃষেণ বিহরণমস্ত ভু-  
কপি গবা হাঁস্তুয়েণ বিহরণং নাস্তি । তস্য বিভূত্যা সংসর্গঃ

ভাবে বর্তমান থাকে । বিষ্ণুর সত্বগুণ, কেবল সত্ব-  
গুণের অবস্থানেই অবস্থিত । এবং অবস্থা ও  
আকার যাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু মৎস্য  
কৃষ্ণ, বরাহাদি দশ প্রকার আকারদ্বারা পরিপূর্ণ ।  
অতএব আচার্য্যের স্বীয়মাহাত্ম্যে বৈরাগ্যরূপে সর্বদা  
ক্রীড়া হইয়া থাকে । নিগম ( বেদ ) শাস্ত্র, তাঁহা-  
কেই উপচারত্যাগ করিয়া বিষ্ণুসম্বন্ধীয় পরম পদ  
বলিয়া থাকে । বিষ্ণুর পরমপদ উপচার-বর্জিত ।  
অতএব বিষ্ণু অপেক্ষাও আচার্য্যের মাহাত্ম্য বল-  
বান্ ও অন্ধেয় । ১১১ ।

যাঁহাকে আমরা শিব বলিয়া জানি, তাঁহার ভূত  
প্রেত সঙ্গী ছিল । কিন্তু ইহঁার কোনদেশে কোন-  
কালে, জীব-জন্তু অথবা আকাশাদি পঞ্চভূতে

সম্বন্ধঃ প্রসিদ্ধোহস্য ভু ভূত্যা ঐশ্বর্য্যেণ সংসর্গো নাস্তি । তস্য  
ভোগিভিঃ সর্পৈঃ পরিচিতিতা প্রসিদ্ধোহস্য ভু বিষয়সন্তোগ-  
বতিঃ পরিচয়ো নাস্তি । যদ্যপেবং বৈলক্ষণ্যং তথাপি শিবঃ শাস্ত্র-  
বদেতং চতুর্থং মনান্ত ইতি বেদান্তঃ কেবলস্য বিভূত্যা ত্রক্ষণো  
দর্শনেন পরমার্থদৃষ্টা । বা ত্রয়াণাং স্থূলসূক্ষ্মকারণাখ্যানাঃ  
পুরাণাং দহনান্নিব্বন্দ্বঃ সুখদুঃখাদিষুশূন্যং চতুর্থসংজ্ঞং শিবং  
সম্যক্ তং শঙ্করং বর্ণয়তীত্যর্থঃ ॥ ১১২ ॥ যঃ প্রসিদ্ধঃ শিবো  
ধনুবাদিসম্বন্ধতঃ ত্রিপুৰং বিজিতবান্ তং যদি নিগমসমূহঃ  
প্রতিপাদয়তি তর্তি মহায়ঃ বিনৈব পূর্বাষ্টকবিজয়কর্তারঃ শ্রীশ-

আসক্তি নাই । তিনি বৃষদ্বারা বিহার করিতেন,  
ইনি গো অর্থাৎ কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা বিহার করেন  
না । তিনি গাত্রে সর্বদা বিভূতি মাখিতেন, ইহঁার  
ঐশ্বর্য্যের সম্বন্ধও ছিল না । তাঁহার সর্পের সহিত  
বিশেষ পরিচয় ছিল, ইহঁার ভোগী লোকের সহিত  
আলাপ মাত্র ছিলনা । যদ্যপি পরম্পরের এত  
বৈলক্ষণ্য ছিল, তথাপি ত্রক্ষ সাক্ষাৎকার ও পর-  
মার্থ দৃষ্টিদ্বারা স্থূল, সূক্ষ্মও কারণ এই তিনটি  
পুরের দাহহেতু, বেদান্তশাস্ত্র, এই শঙ্করকে সুখ-  
দুঃখাদি দ্বন্দ্বশূন্য চতুর্থ শিব ( তুরীয় ত্রক্ষ ) বলিয়া  
বর্ণনা করিত । ১১২ ।

পুরাতন প্রসিদ্ধশিব, ধনুর্বাণাদি সাহায্য লইয়া  
ত্রিপুৰাসুরের জয় করেন, বেদাদিশাস্ত্র হইতে  
এইরূপ জানিতে পারা যায় । ইনি আটটি পুর  
জয় করিয়া ছিলেন, অতএব কেন ইহঁাকে ঐ  
নিগমশাস্ত্র শিব বলিয়া প্রতিপাদন করিবেন না ? ।

অসাহায্যেনৈব সতি বিততপূর্যাস্তকজয়ে কথং তং  
ন ক্রয়ান্নিগমনিকুরন্থঃ পরশিবং ॥ ১১৩ ॥ দুঃখা-

করং কথং ন ক্রয়াদিত্যাহ মেতি । প্রসিদ্ধশিবস্য তু সৌবর্ণঃ সুবর্ণ-  
গিৰিময়ো ধর্মো ধনুঃ ধর্মোহস্তীপুণ্য আচারে ন। ধনুর্মমসোময়ো-  
রিত্তি মেদিনী । অসাহা তু ব্রাহ্মণাদিশোভনবর্ণসম্বন্ধিধর্মো নাস্তি ।  
তত্ত্ব তু পুরুষো বিষ্ণুঃ স এব ফলং কসকং যন্তোবা ক্লানস্ত  
তৎপ্রবণতা তদাসক্ততা । অস্ত তু পুরুষাণাং ফলেষু প্রবণতা  
নাস্তি । তত্ত্ব তুহোরাত্রৈ ক্ষুরস্তাবরী চক্রসূর্য্যোক্তাভ্যাং চক্রকপেণ  
স্থিতাভ্যাং যুক্তঃ পৃথিবীময়ো রথোহস্ত তুহোরাত্রৈ ক্ষুরস্তোহহ-  
কারাদিলক্ষণা অরয়ন্তে যুক্তঃ পার্থিবো দেহলক্ষণো রথো  
ন চৈবাস্তি । তথা চৈবঃ প্রকারেণ সহায়বর্জিতেন যেন  
বিস্তৃতং যৎ পূর্য্যাস্তকং তত্ত্ব প্রাণপঞ্চককর্ম্মেঞ্জিয়পঞ্চকজ্ঞানেন্জিয়-  
পঞ্চকাস্তঃকরণচতুষ্টয়াবিদ্যাকামকর্ম্মবাসনালক্ষণস্ত জবে সতি  
তৎ শ্রীশঙ্করাখ্যাং পরশিবং বেদসমুদয়ঃ কথং ন প্রতিপাদয়ে-  
দিত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥ অস্ত তস্য পরমহংসত্বং বহুধা বর্ণয়তি ।

প্রসিদ্ধশিবের সুবর্ণ শৈল-সদৃশ ধনুক ছিল, ইহার  
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি উত্তমবর্ণসম্বন্ধীয় কোন ধর্ম্মই  
ছিলনা । পরম পুরুষ বিষ্ণু, সেই বাণের ফলক  
ছিলেন, তাহাতে তিনি আসক্ত থাকিতেন, কিন্তু  
ইহার পুরুষদিগের ঐহিক ও পারত্রিকফলে  
আসক্তি ছিলনা । তাঁহার দিবারাত্র প্রকাশমান  
চন্দ্রসূর্য্যরূপ চক্রদ্বয়যুক্ত পৃথিবীময় রথ ছিল, আর  
ইহার দিবানিশি সর্ব্বদা জাগরুক, অহকারাদি বিপ-  
ক্ষযুক্ত দেহলক্ষণ রথও ছিলনা । এইরূপে কাহা  
রও সাহায্য না পাইয়া ( পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়,  
অস্তঃকরণ চতুষ্টয়, অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, বাসনা )  
এই আটটী পুরীর জয় করিয়া ছিলেন বলিয়া, বেদ  
সমুদয়, কেননা তাহাঁকে পরম শিব বলিয়া প্রতি-  
পন্ন করিবে ? ॥ ১১৩ ॥

সারদুরন্তুদুষ্কৃতঘনাং হংসংস্খতিপ্রাবৃৎ দুর্বারা-  
গিহ দারুণাং পরিহরন দূরাছুদারাশয়ঃ । উচ্চ-  
প্রতিপক্ষপণ্ডিতযশোনালীকনালাক্ষুরগ্রাসো হংস-  
কুলাবতংসপদভাক্ সন্মানসে ক্রীড়তি ॥ ১১৪ ॥

কীরং ব্রহ্ম জগচ্চ নীরমুভয়ং তদ্যোগমভাগতং দুর্ভে-

দুঃখান্ত্রোবাসারো বেগরুচির্গমাং । দুঃস্তানি দুষ্কৃতানি পাপান্ত্রোব  
মেঘা যন্তাং । দুঃখাসারা চাসৌ হরন্তুদুষ্কৃতঘনাচ তামিহ লোকে  
দুষ্কারাং দারুণাং হংসংস্খতিলক্ষণাং প্রাবৃৎ বর্ষাকৃতং দূরা-  
দেব পরিহরন হংসকুলশিরোভূষণপদভাক্ সকাং হৃদি মানস-  
সংগেবরস্তানীয়ে ক্রীড়তি সত্বকঃ । শুদ্ধে স্বজ্ঞানীতি বা তৎ  
বিশিনষ্টি উদগাশয়ঃ পুনশ্চ উচ্চণ্ডা যে প্রতিপক্ষপণ্ডিতান্ত্রোব  
যশ এব নালীকসাজখণ্ডস্য নালানাং দণ্ডানামক্ষুরঃ গ্রাসো  
যন্ত সঃ । নালীকঃ শরশল্যাজ্জঘ্রজঘ্রো নপুংসকম্ ।  
নালো নালং পদ্মদণ্ডে চিতি মেদিনী শাদূলবিঃ ॥ ১১৪ ॥  
কীরনীরযো ব্রহ্মজগতো বিবেচকত্বাদপায়ং পরমহংস

দুঃখ সকল যাহার প্রবল রুচি, দুঃস্তানি পাপ  
সকল যাহার মেঘ, ইহলোকে অনিবার্য্য, সেই  
সংসাররূপ বর্ষাকাল, দূর হইতে পরিহারপূর্ব্বক  
পরমহংসকুলের শিরোভূষণপদবাচ্য হইয়া  
পণ্ডিতগণের মানসসরোবরে ক্রীড়া করিতেন ।  
হংসগণ, যেরূপ বর্ষা ঋতুর সমাগমে অত্যন্ত দুঃখা-  
নুভব করিয়া পরিশেষে নির্ম্মল শরৎকালে নির্ম্মল-  
সলিলা কোন প্রবাহিণীর জলে ক্রীড়া করিয়া  
থাকে, ইনিও সেইরূপ ক্রীড়া করিতেন । এবং  
ঐ হংস সকল যেরূপ পংখর যুগল ও তাহার অঙ্কু-  
রাদি ভোজন করিয়া থাকে, ইনিও সেইরূপ  
দুর্দান্ত বিপক্ষ পণ্ডিতগণের কীর্ভিরূপ পদ্মদণ্ডের যে  
সমস্ত দণ্ড ( দাঁটা ) আছে, তাহার অঙ্কুর সকল  
গ্রাস করিতেন । ১১৪ ।

দ'স্তু তরেতরং চিরতরং সম্যক্ বিভক্তীকৃতং । যেনা-  
শেষবিশেষদোষলহরীমাসেদুষীং শেমুযীং সোচয়ঃ  
শীলবতাং পুনাতি পরমা হংসো দ্বিজাত্যগ্রণীঃ ॥১১৫  
নীরক্ষীরনয়েন তথ্যবিতথে সংপিণ্ডিতে পণ্ডিতৈ-  
দুর্বোধে সকলে বিবেচয়তি যঃ শ্রীশঙ্করাখ্যো

মুনিঃ । হংসোহয়ং পরমোহস্ত য়ে পুনরিহাশক্তাঃ  
সমস্তাঃ স্থিতা জ্জ্ঞানিন্মফলাশনৈকরসিকান্ কাকান-  
মূন মন্মহে ॥১১৬॥ দৃষ্টিং যং প্রণীকরোতি তমসা  
বাহেনে মন্দীকৃতাং নালীকপ্রিয়তাং প্রয়াতি ভজতে  
মিত্রমবাহতং । বিশ্বাশ্রোপকৃতে বিলুপতি

ইত্যাহ । ক্ষীরদুগ্ধং পরমানন্দঘনং ব্রহ্ম জগৎ পুনর্নীরমানন্দ-  
বর্জিতং দুঃখাত্মকং তদুত্তরং যোগং পরম্পরতাদাত্ম্যং প্রাপ্তং  
পুনশ্চেতরং ভেদত্বং বিলক্ষণীকর্তৃং দুর্ঘটং যেন সম্যক্ বিভক্তীকৃতং  
সোহয়ং দ্বিজাতীনাং দ্বিজানামগ্রণীঃ পরমহংসঃ শ্রীশঙ্করোহ-  
শেষা য়ে বিশেষেণ দোষা উৎকৃষ্টদোষা রাগদেবাদয়শ্চেষাং লহ-  
রীমাসেদুষীমা সমস্তাং সেবিতবতীং শেমুযীং শীলবতাং বুদ্ধিং  
পুনাতি পক্ষে দ্বিজাতয়ঃ পক্ষিণঃ ॥ ১১৫ ॥ শ্রীশঙ্করস্য পরমহংস-  
ত্বং প্রকারান্তরেণ প্রতিপাদয়তি । নীরক্ষীরনয়েন জলদুগ্ধে  
যথা সংমিশ্রিতে তদ্রীত্যা । তথাং ব্রহ্ম বিতথং মিথ্যাত্মমজ্ঞানাদি

তে সম্যক্ পিণ্ডিতে তাদাত্ম্যং প্রাপ্তে সমতৈঃ পণ্ডিতৈঃ তির-  
পক্ষিতানীরৈরিদং তথ্যমিহং বিতথ্যমিতি বোধয়িতুং চ দুর্ঘটে যঃ  
শ্রীশঙ্করাখ্যো মুনির্বিবেচয়তি নিবিচ্য স্থাপয়তি । সোহয়ং বিবে-  
চকত্বাং পরমো হংসোহস্ত য়ে পুনবিহ বিবেচনেহাশক্তাঃ সর্বে  
স্থিতাশ্বান্ জ্জ্ঞান্য শ্লেষজনিতরোগবিশেষাদে হেঁতো নির্দ্বফল-  
স্থানীয়বিষয়সম্ভোগরসিকাত্মান্ কাকান্ মন্মহে জানীমঃ ॥১১৬॥  
প্রকারান্তরেণাপি হংসত্বমাহ দৃষ্টিমিতি । হংসঃ সূর্য্যো বাহেন  
তমসামন্দীকৃতাং দৃষ্টিং প্রণীকরোতি প্রকৃষ্টাং তমোনিবারণে-  
নাপারতাং করোতি । অয়ং তু অবাহেনাস্তরেণাশ্রোণো বাহেন

ব্রহ্ম দুগ্ধ, এবং এই জগৎ নীরসরূপ । “আনন্দ  
ঘনং ব্রহ্ম” ইত্যাদি বেদবচনে আনন্দপরিপূর্ণ  
বলিয়া তিনি ক্ষীরস্বরূপ । এবং ঐ আনন্দ বর্জিত  
দুঃখাত্মকঃ সংসার জলবৎ । এই উভয় পদার্থ  
পরস্পরের ভেদ করিতে দুর্ঘট হইত । যিনি বহু-  
কাল সম্যকরূপে উহা বিভক্ত করিয়া ছিলেন, সেই  
দ্বিজাতি ( ব্রাহ্মণও পক্ষী ) দিগের অগ্রগণ্য পরম  
হংস শঙ্কর, শীলসম্পন্ন লোকদিগের অশেষ প্রকার  
বিশেষ অহঙ্কারাদি দোষলহরী যুক্ত বুদ্ধি পবিত্র  
করিতেন । ১১৫ ।

জল, যেরূপ দুগ্ধ সংমিশ্রিত, সেই রীত্যনুসারে  
সত্য-ব্রহ্ম, মিথ্যাত্ম অজ্ঞানাদি, উত্তমরূপে অভেদ  
প্রাপ্ত হইয়া ছিল । হংস ভিন্ন অন্যান্য পক্ষীগণ

যেরূপ দুগ্ধ কি, জল ইহা বিবেচনা করিতে  
পারে না । সেইরূপ অন্যান্য সমস্ত পণ্ডিতগণ,  
ইহা, সত্য, ইহা মিথ্যা এরূপ বিবেচনা করিতে  
পারিত না । শঙ্কর মুনি সেই দুর্ঘট বিষয় বিবেচনা  
করিয়া স্থাপনা করিয়াছিলেন । এবং তিনি বিবে-  
চক বলিয়া পরমহংস । কারণ হংসবাতীত কে আর  
দুগ্ধ কি জল বিবেচনা করিবে ? কিন্তু যাহারা ঐ  
প্রকার বিবেচনা করিতে অশক্ত, শ্লেষাদি জনিত  
রোগ বিশেষ তুল্য রাগাদি হেতু, নিম্নফল সদৃশ  
বিষয়ভোগাসক্ত সেই সকল লোকদিগকে আমরা  
কাক বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি । ১১৬ ।

হংস অর্থাৎ সূর্য্যদেব, বাহু তিমিরাচ্ছন্ন মানব  
দৃষ্টি, তমো নিবারণ করিয়া উন্মীলিত করেন, এই

সুহৃচ্চক্রস্য চার্ভিঃ ঘনাং হংসঃ সোহরমভিব্যনক্তি  
মহতাং জিজ্ঞাসামর্থং মুহুঃ ॥ ১১৭ ॥ হংসভাব-  
মধিগতা সুধীশ্চে তং সমর্চতি চ সংসৃতিমুক্ত্যৈ ।

বাহুজামলকগেন তমসঃ স্নানীকৃত্যামান্দৃষ্টিং প্রাপ্তনীকরোতি  
প্রকৃষ্টগুণযুক্তাং যথাত্তত্বদর্শনযোগ্যাং করোতি । স তু কমল-  
প্রিয়তাং বাতি । অয়ং তু অলীকভূতবিষয়াদিপ্রিয়তাং ন প্রযাতি ।  
স উপকারায় ভগতো মিত্রভূমব্যাহতং ভজতে । তথাহরমপি  
পরোপকারায় সর্বস্যাবাহতং মিত্রত্বং ভজতে । স সুহৃদচক্রস্য  
চক্রবাকস্য ঘনভূতাং রাত্রিপ্রযুক্তাং প্রিয়াবিরহপ্রজন্মিতাং পীড়াং  
বিলুপ্তি নাপ্রযতি । তথাহরমপি সুহৃদাং সমূহস্য ঘনভূতাং  
সংসৃতিলক্ষণমার্তিং বিলুপ্তি । স জাতুমিষ্টং ঘটপটাদিরূপ-  
মর্থং মুহুরভিব্যনক্তি প্রকাশয়তি । তথা সোহরমপি মহতাঃ  
বিলুপ্তচেতসাং মুহুরাং জিজ্ঞাসাং পরমার্থভূতং ত্রৈলো-  
ক্যলক্ষণমর্থং মুহুরভিব্যনক্তি ॥ ১১৭ ॥ সুধীশ্চে শ্রীশব্দে হংস-  
ভাবঃ যতিভুমধিগতা সংসৃতিমুক্ত্যর্থঃ তং হংসং পরমাত্মানং সম-

পরমহংস, আন্তরিক অজ্ঞান-তিমির দূষিত আত্মদৃষ্টি,  
প্রকৃষ্ট গুণযুক্ত, ( অর্থাৎ যেক্রপে আত্মদর্শন হয়,  
তদুপযোগী ) করিয়া থাকেন । সূর্য্য নালীক অর্থাৎ  
সরোজের প্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । ইনি  
অলীকবিষয়াদির প্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক  
নহেন । তিনি যেক্রপ উপকারের নিমিত্ত অব্যাহত  
মিত্রত্ব ( সূর্য্যত্ব ) ভজনা করিয়া থাকেন, ইনিও  
সেইরূপ উপকারার্থে সকলের অপ্রতিহত মিত্রত্ব  
( বন্ধুত্ব ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । সূর্য্য, সুহৃদবর  
চক্রবাক পক্ষীর রাত্রিপ্রযুক্ত, প্রিয়তমা চক্রবাকীর  
বিয়োগজনিত পীড়া নাশ করিয়া থাকেন, ইনি  
সুহৃচ্চক্র অর্থাৎ বন্ধুসমূহের ঘনীভূত সংসার পীড়া  
লোপ করিয়া থাকেন । তিনি জিজ্ঞাসা, ঘট

সঞ্চাল কথয়ন্তি মেঘশচকলাচপলতাং বিষয়েষু ॥  
॥ ১১৮ ॥ এষ নঃ স্পৃশতি নির্ভূরপাদৈস্ততু তিষ্ঠতু  
বিতীর্ণমবনৈঃ । অস্মদীয়মপি পুষ্পমনৈষীদিতা-  
রোধি নলিনীপতিরনৈঃ ॥ ১১৯ ॥ বারিবাহনিবহে-

চর্ভি সতি বিষয়েষু বিহাষচপলতাং কথয়ন্তি মেঘঃ সঞ্চাল  
শ্রাং ॥ ১১৮ ॥ মেঘকর্তৃকাদিত্যরোধনস্য হেতুযুক্ত্যেচ্ছতে । এষ  
সূর্য্যো নোহস্মাৎসেযানির্ভূরপাদৈঃ পরুষকিরটৈঃ স্পৃশতি তৎ  
স্পর্শনং তু তিষ্ঠতু পরতু মৈঃ বিতীর্ণং দত্তমস্মদীয়পুষ্পং মেঘপুষ্প-  
মজ্জাষ্যপ্যনৈষীদপনোতবানিতি বিচার্য্য কমলিনীপতিরনৈ-  
ররোধি । কমলিনীপতিরিত্যনেনাস্তায়াঃ হংসভাববিরোধনেন  
তদ্ব্যর্থার্থাঃ কমলিনীয়াঃ হংসং প্রদরেমিতি ধ্বনিতং শ্রাং ॥ ১১৯ ॥

পটাদিরূপ প্রকাশ করিয়া থাকেন, এই পরমহংস  
বিশুদ্ধ হৃদয়, মোক্ষার্থীদিগের জিজ্ঞাসা, পরমার্থ  
স্বরূপ এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ অর্থ বারংবার  
প্রকাশিত করিয়া থাকেন । ১১৭ ।

সুধীবর শঙ্কর এইরূপে যতিপদপ্রাপ্ত হইয়া  
সংসার মোচনের জন্য পরমাত্মার অর্চনা করিলে  
পর, বিষয় সকল বিদ্যুতের মত চকল, ইহা বলিতে  
বলিতে মেঘ চলিয়া গেল । ১১৮ ।

মেঘ সকল যে সূর্য্য-দেহ আবরণ করিয়া থাকে  
তাহার হেতু এই মেঘ সকল বলিয়া থাকে, এই  
সূর্য্য আমাদিগকে নির্ভূর পাদ অর্থাৎ কর্কশ কিরণ  
দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকে । অথচ ছলে বলা হইল  
আমাদিগকে পদ দিয়া স্পর্শ করিয়া থাকে ।  
সে স্পর্শ করিবার কথা দূরে থাকুক, আমরা পৃথিবীর  
উপরে যে জল প্রক্ষেপ করিয়া থাকি, তাহাও ঐ  
সূর্য্য, প্রচণ্ড রশ্মিদ্বারা শুষ্ক করিয়া থাকেন । ইহা  
বিচার করিয়া জলদল, কমলিনীপতি সূর্য্যদেবের  
দেহ আবরণ করিয়া থাকে । ১১৯ ।



কণকশ্রীররোচত কিসাচিররোচিঃ অন্তরঙ্গ  
গতবোধকলেব ব্যাবৃত্ত্য বিদুষো বিষয়েষু ॥ ১২০ ॥

কিম্ব বিষ্ণুপদসংশ্রয়কোহকা ত্রাক্ষতামুপদিশন্তি  
সুহৃদাঃ । যম্মিশম্য নিখিলাঃ স্বনমেযাং বিভ্রতিস্ম  
কিল নির্ভরমোদান্ ॥ ১২১ ॥ দেবরাজমপি মাং ন  
যজন্তি জ্ঞানগর্ভভরিতা যতয়োহমৌ । ইত্যমর্ষবশগেন  
পয়োদসান্দনেন ধনুরাবিরকারি ॥ ১২২ ॥ আববুঃ

কিঞ্চ মেঘমিচরে কণমাত্রং লক্ষ্য শ্রী যজ্ঞাঃ সাংচিররোচিঃ কণ-  
প্রভা বিদ্যাদরোচত যথা বিষয়েষু ব্যাবৃত্ত্য বিদুষোহন্তঃকরণগত-  
জ্ঞানকলা শোভতে তদ্বৎ ॥ ১২০ ॥ মেঘা বিষ্ণুপদসংশ্রয়-  
সুহৃদাঃ কিং ত্রাক্ষতামুপদিশন্তি । যু বিতর্কে যদ্যস্মাদেবামকানাং  
বনং নানং প্রভা নিখিলাঃ সর্কে নির্ভরমোদান্ বিভ্রতিস্ম কিলেতি  
প্রসিদ্ধম্ ॥ ১২১ ॥ জ্ঞানগর্ভেণ ভরিতা অতিশরিতা অমৌ যতয়ো  
দেবরাজমপি মাং ন যজন্তীতামর্ষবশগেন পয়োদো জলদ এব  
সান্দনো রথো যন্ত তেন দেবরাজেনেদং ধনুরাবিকৃতং ॥ ১২২ ॥

বিষয়বাসনা পরিত্যাগ করিয়া নিম্পৃহ হইলে  
তঁাহার অন্তঃকরণে যেরূপ জ্ঞানকলা শোভা পায়  
সেইরূপ কাদম্বিনীর উপর ক্ষণকালমাত্র দর্শন-  
যোগা ক্ষণপ্রভা শোভা পাইতে লাগিল । ১২০ ।

যে ব্যক্তি বিষ্ণুপদ আশ্রয় করিয়া থাকে, তিনি  
যেমন বন্ধুদিগকে ত্রাক্ষভাব উপদেশ করিতে সমর্থ  
মেঘ সকলও কি বিষ্ণুপদ (আকাশ) আশ্রয় করিয়া  
সেইরূপ বন্ধুদিগকে ত্রাক্ষভাব উপদেশ করিতেছে ?  
তখন এই সকল মেঘের শব্দ শুনিয়া সকল লোক  
নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তখন  
এরূপ বিবেচনা করা অবিধি নহে । ১২১ ।

যে সকল যতীন্দ্র জ্ঞানগর্ভে আতিশয়া লাভ

কুটজকন্দলবাণাঃ ক্ষৌত্রেণুকলিতা বনবাসাঃ । সত্ব-  
মধ্যমতমোগুণমিশ্রা মায়িকা ইব জগৎসু বিলাসাঃ  
॥ ১২৩ ॥ বভ্রমুস্তিমিরসচ্ছবিগাত্রাশ্চিচ্ছকার্ম্যকু-

হৃতঃ পরঘোষাঃ । ধ্যানযজ্ঞমথনায় যতীনাং  
বিদ্যাহৃদ্বলদৃশো ঘনদৈত্যাঃ ॥ ১২৪ ॥ উৎসসজ্জুর

কুটজো গিরিমল্লিকা কুটজঃ শক্কো বৎসকো গিরিমল্লিকৈত্যমরঃ ।  
কন্দলং নবাকুরঃ, কন্দলং তু কপালে ভাহ্নপরাগে নবাকুরে ইতি  
বিব্রশকালঃ । বাণা নীলকিটী নীলকিটী যয়ো ক্কাণেতামরঃ ।  
তথাচ কুটজানাং নবাকুরৈব ক্কাণানাং বিণালপরাগেণ কলিতা  
বাণা বনবাসাঃ বনসংক্রিয়ায়ুসমূহাঃ সত্বরজতমোগুণৈশ্চিশ্রিতা  
জগৎসু মায়িকা বিলাসাঃ পরিণামা ইবা ববঃ প্রচলিতাঃ  
॥ ১২৩ ॥ তিমিরেণ তমসা সমানাত্তবিঃ কাস্তি ইন্দ্ৰ তথাভূতং  
গাত্রং শরীরং যেযাং তে চিত্তানিস্রুচাপলক্ষণাম্ কার্ম্যকান  
ধনুংষি বিভ্রতীতি তথা ধরো নিষ্ঠুরো গর্জনলক্ষণো ঘোষো  
যেযাং তে বিদ্যাক্ষণাত্মজ্ঞানি দৃশো নেত্রাণি যেযাং তে মেঘ-  
লক্ষণা দৈত্যা যতীনাং ধ্যানলক্ষণস্য যজ্ঞস্ত মথনায় বভ্রমুঃ ॥ ১২৪ ॥

করিয়াছেন তঁাহারা (আমি দেবরাজ) আমার  
উদ্দেশেও যাগ করেন না । এই হেতু ক্রোধপরবশ  
হইয়া মেঘরথে আরোহণপূর্বক দেবরাজইন্দ্র এই  
ধনু আবিষ্কার করিয়াছেন । ১২২ ।

গিরিমল্লিকার নবাকুরে এবং নীলকিটী (কাঁট)  
পুষ্পের বিণালপরাগে পরিব্যাপ্ত এই সকল বন-  
বাসত সমূহ, সত্ব, রজ ও তমোগুণ মিশ্রিত, ত্রিভু-  
বনে মায়াবী পরিণাম সকল তুল্যভাবে বিচরণ  
করিতে লাগিল । ১২৩ ।

তিমির সদৃশ যাহাদের দেহকান্তি, বিচিত্র  
ইন্দ্রচাপই যাহাদের ধনু, নিষ্ঠুর গর্জনই যাহাদের  
শব্দ, বিদ্যাক্ষুরণ যাহাদের উজ্জ্বলদৃষ্টি, সেই

রসকুজলধারাং বারিচা গগনধাম পিধায় । শঙ্করো  
শ্রদয়মানানি কৃতা সঞ্জহার সকলেন্দ্রিয়বৃত্তীঃ ॥ ১২৫ ॥  
শনৈঃ সাস্থ্যলাপৈঃ সনয়মুপনীতোপনিষদাঃ চিরা-  
য়াত্তং ত্যক্ত্বা সহজমভিমানং দৃঢ়তরম্ । তমেত্য

এবমুতা বারিচা আকাশধামাত্মক্য জলধারাং যুগলংসমজ্ঞঃ  
সমাক্ততাত্ত্বঃ । কস্মিন্ কালে ত্রিশঙ্করঃ কিং কৃতবানিত্য-  
পেক্ষারাহ । ত্রিশঙ্করোহন্তঃকরণমাত্মনি কৃতা সন্তোষেন্দ্রিয়বৃত্তীঃ  
সমাপ্তপসংস্কৃতবান্ ॥ ১২৫ ॥ এবং নিকটাস্তঃকরণাভ্যন্তর বুদ্ধি-  
লয়মাপেক্ষ্যাহ । নতৈ বী্যাসমূত্রৈঃ সতিতং যথাত্যন্তধোপ-  
নিষদাঃ শনৈঃ সাস্থ্যলাপৈরবার্ষমধুরাভাবগৈরুপনীতা সমীপং  
প্রাপিতা চিরকালমায়ত্যাভ্যন্তরীকৃতং সহজমনা দসিদ্ধং দৃঢ়তর-  
মভিমানং ত্যক্ত্বা তৎকণমেব তং ক্ষত্যাঙ্গিপ্রসিদ্ধং পরপ্রোমা-

মেষ্বরূপ দৈত্যগণ, যতীন্দ্রদিগের ধ্যানরূপ বজ্র  
মথন করিবার নিমিত্ত ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে  
লাগিল । ১২৪ ।

ঈদৃশ পয়োধরদল, আকাশধাম আবরণ করিয়া  
অনবরত জলধারা বর্ষণ করিতে লাগিল । তৎকালে  
মহাত্মা শঙ্কর, আত্মার উপর অন্তঃকরণ সমর্পণ  
করিয়া ইন্দ্রবৃষ্টি সকল উপসংহার করিলেন । ১২৫।

যে রূপ কোন কামিনী, নিকটবর্তিনী সখীদের  
যুক্তিসহ অনুনয়নাক্যে পতিসমীপে গমন  
করিয়া চিরকালোপার্জিত স্বাভাবিক কঠিন অভি-  
মান পরিত্যাগ করিয়া থাকে ও উৎকৃষ্ট প্রিয়তম  
পাইয়া পুনরায় ঐ কামিনী কিছু বলিবার নিমিত্ত  
অধীরা হইয়া পতির কোন অঙ্গে একেবারে মিশা-  
ইয়া যায়, সেইরূপ ব্যাসসূত্রের সহিত উপনিষ-  
দের ধীরে ধীরে অব্যর্থ মধুরভাবগে নিকটে উপস্থিত

প্রোয়াংসং সপদি পরহংসং পুনরসাবধীরা সংস্পৃষ্টাঃ  
কনু স পদিতকী লয়মগাং ॥ ১২৬ ॥ ন সূর্যো নৈবেন্দুঃ  
ক্ষুরতি ন চ তারাকতিরিয়ং কুতো বিদ্যাল্পেথা কি-  
য়দিহ কুশানো বিবলসিতং । ন বিদ্রো রোদম্যো ন  
চ সময়মস্মিন্ ন জলদে চিদাকাশে সাস্থ্যস্বস্বরস  
বস্ম্যাণ্যবিরতং ॥ ১২৭ ॥ কিমাদেয়ং হেয়ং কিমিতি

স্পদং পরহংসং পরমাত্মানং প্রাপ্য পুনরর্শো ভূত বুদ্ধিঃ  
সংস্পৃষ্টমধীরা কচিদপি তৎকণমেব লয়মগাং । যথা কাচিদ্ভানিনী  
সমীপস্থানাং সখীনাং যুক্তিলাহিতং যথাভবেতথা সাস্থ্যলাপৈ-  
রনুপবাক্যৈঃ কাস্তমধীপং নীজা চিরায়ত্তং স্বাভাবিকং দৃঢ়-  
তবমভিমানং বিহার সপদি সমুৎকৃষ্টং তৎ প্রোয়াংসং কাস্তং  
প্রাপ্য পুনরর্শো সংস্পৃষ্টমধীরা কস্মিন্ কালে সপদি লয়মাপ্রোতি  
তথোক্তাঃ । অত্র প্রস্তুতবৃত্তান্তে বর্ণ্যমানে বিশেষণসামান্য-  
বলাদপ্রস্তুতবৃত্তান্তমাশি পরিষ্করণং সমাসোক্তিরলঙ্কারঃ ।  
সমাসোক্তিঃ পরিষ্কৃতিঃ প্রস্তুতেহপ্রস্তুতত্বেদিদৃশ্যকৈঃ শিবঃ ॥  
১২৬ ॥ তত্র সূর্যাদীনামপি ক্ষুরণং ন সম্ভবতি ভূত বুদ্ধি  
ক্ষুরণস্য কা প্রত্যাপেক্ষ্যায়নোক্ত । নেতি কুশানুয়য়িঃ রোদ-  
ম্যো দ্যাবাতুম্যো অবিরতং সততং ঘনীভূতস্বস্বরসবিগ্ৰহে

হইয়া অনাদিপ্রসিদ্ধ স্বাভাবিক দৃঢ় অভিমান ত্যাগ  
করিয়া তৎকণাং সেই শ্রুতিসিদ্ধ, পরমপ্রোমা স্পদ  
পরমাত্মা পাইয়া পুনর্বার তাঁহার বুদ্ধি কিছু বলিতে  
অধীর হইয়া তৎকণাং লয়প্রাপ্ত হইল । ১২৬ ।

ঘনীভূত আত্মস্বরসের শরীরস্বরূপ, জলদবির-  
হিত চিদাকাশে, সেখানে সূর্যের ক্ষুরণ নাই, চন্দ্রের  
প্রকাশ নাই, তারাপংক্তির বিকাশ নাই, বিদ্যুতের  
সম্পর্ক কোথায় ? অনলের বিকাশ তথায় অতি  
ভুচ্ছ ) আমরা সেই স্থানের স্বর্গ ও মর্ত্য জানিনা  
এবং তথাকার সময়ও জানিনা । বস্তুতঃ যথায়

সহজনন্দজলধাবতিস্বচ্ছে তুচ্ছীকৃতসকলমায়ে পর-  
শিবে । তদেতন্নিম্নেব স্বমহিমনি বিস্তাপনপদে স্বতঃ  
সত্যো নিত্যো রহসি পরমে সোহকৃত কৃতী ॥ ১২৮ ॥  
প্রাপ-বিষুপদভাগপি মেঘঃ প্রারুড়াগমনতো মলি-  
নত্বং । বিদ্যাহুজ্জলরুচানুসৃতশ্চ কোহধাবতাপি ভজেন্ন  
বিরাগং ॥ ১২৯ ॥ আশয়ে কলুষিতে মলিলানাং

চিদাকাশে সূর্য্যায়স্মৈ ন ফুরন্তীতার্থঃ । তথাচ প্রতি ন বত  
সূর্য্যো ভাতি ন চত্ৰতায়কং নেমা বিদ্যাতো ভাতি কুতোহগমপি-  
রিত্যাদিঃ ॥ ১২৭ ॥ কিন্তু সহজানন্দসমুদ্ভূতস্বচ্ছত্ব এব  
তুচ্ছীকৃতা সকলং লকার্য্য মায়া মস্মিন্ । পুনশ্চ স্বমহিমনি বিস্তা-  
পনপদে স্বতঃ সত্যো নতু কার্য্যাপেক্ষয়া মৃদাদিবৎ সত্যো পরমে  
রহস্যাত্তত্ত্বম্ তদেতন্নিম্নেব প্রভাগভিন্নে পরশিবে সঃ কৃতী  
শ্রীশঙ্করঃ কিমাদেয়ং ছেদক্ কিমিতি নিত্যমকৃতৈব মনুষ্যজ্ঞানং  
সদৈব কৃতবান্ ॥ ১২৮ ॥

পুন সর্ব্বভূঃ বর্ণয়তি । বিষুপদভাগপিবিদ্যাহুজ্জলকাস্তানুসৃতশ্চ  
মেঘঃ প্রারুড়াগমনতো মলিনত্বং প্রাপাতোদ্ধাবনাপি ভূমাবপি

সূর্য্যাদির বিকাশ সম্ভাবিত নহে, তথায় বুদ্ধিস্কুর-  
ণের প্রত্যাশাই করা গাইতে পারে না । ১২৭ ।

স্বাভাবিক আনন্দসাগর, অতিশয় স্বচ্ছ, যথায়  
কার্য্যসহ মায়া সকল রূখা, আত্মমহিমা বির-  
জমান, যাহা লোকমাত্রেয়ই বিশ্বয়াম্পদ, স্বতঃসিদ্ধ  
সত্য, অত্যন্ত গোপনীয়, এই জগৎ হইতে অভিন্ন  
পরশিবে উপর কৃতী শঙ্করাচার্য্য কোন্ বস্তু হেয়,  
কোন্ বস্তু উপাদেয়, সর্ব্বদাই তাহার অনুসন্ধান  
করিতে লাগিলেন । ১২৮ ।

বিষুপদ (আকাশ ও বিষুচরণ) প্রাপ্ত হইয়া ও  
বিদ্যাতের উজ্জলদীপ্তি লাভ করিয়া যখন মেঘ,

মামসোৎকলহদয়াঃ কলহংসাঃ । কোহনুখা ভবতি  
জীবনলিপ্সুর্নাশ্রয়ে ভজতি মানসচিন্তাম্ ॥ ১৩০ ॥  
অত্র বস্তুনি পরিভ্রমমিচ্ছন্ শুভ্রদীপ্তিরদভ্রপয়োদে ।  
ন প্রকাশনমবাপ কলাবান্ কশ্চকাস্তি মলিনাশ্বর-  
বাসী ॥ ১৩১ ॥ চাতকাবলিরনল্পপিপাসা প্রাপ

বিরাগং কো ন ভজেনপিতৃ সর্কোহপি বৈবাগামাপ্তুয়াদেব স্বা-  
॥ ১২৯ ॥ মলিলানাং জলানামাশয়ে কলুষিতে সতি মানসসরো-  
বরং প্রত্যাংকমুৎকৃষ্টিতং জগৎ যেষাং তথাভূতাঃ কলহংসা  
অভবন্ । আশ্রয়েঃস্বাধা ভবতি সতি কো জীবনলিপ্সুর্মানস-  
চিন্তাং ন ভজতি কিন্তু সর্কোহপি ভজতোব ॥ ১৩০ ॥ অনপ্পা  
জলদা যস্মিন্ তথাভূতে বোমমার্গে পরিভ্রমমিচ্ছন্ শুভ্রাংশুশত্রুঃ  
কলাবান্ ষোড়শকলাপূর্ণো যতো মলিনাকাশবাসী তস্মাৎ  
প্রকাশনং ন প্রাপ্তবান্ । শুভ্রকাস্তিঃ সকলকলাসম্পন্নোহপি  
মলিনবসনশ্চেৎ কঃ প্রকাশতে ন কোহপীতার্থঃ ॥ ১৩১ ॥ অনরা-

বর্ষাগমে মলিনত্ব প্রাপ্ত হইল, এইজন্য ভূতলে  
কে না বৈরাগ্য অবলম্বন করিবেক ? ১২৯ ।

জলাশয় সকল কলুষিত হইলে কলহংসগণের  
মানস সরোবরে যাইবার জন্য হৃদয় অত্যন্ত উৎ-  
কর্ষিত হইয়াছিল । আশ্রয়ের অন্যথাচরণ ঘটিলে  
জীবনলিপ্সু কোন্ জন না মানসিক চিন্তা করিয়া  
থাকেন ? ১৩০ ।

কলাবিৎ পণ্ডিত যদি মলিনবসন পরিধান  
করেন তাঁহার যেরূপ কোথায়ও প্রকাশ হয়না ।  
অনল্প জলদব্যাপ্ত এই আকাশপথে পরিভ্রমণ ইচ্ছা  
করিয়া শুভ্রকিরণ, ষোড়শকলাপূর্ণ চক্ৰমার সেই  
রূপ প্রকাশ হইলনা । কারণ, ইনি মলিন আকাশে  
বাস করিয়াছেন । ফলতঃ মলিনবস্ত্রসংযোগে  
শুভ্রবর্ণ পদার্থেরও ক্ষুণ্ণি হয় না । ১৩১ ।

তৃপ্তিমুদকস্ত চিরায় । প্রাপ্ত্যাদমৃতমপ্যভিবাঞ্ছন  
কালতো বত ঘনাশ্রয়কারী ॥ ১৩২ ॥ ইতাদীর্ঘ-  
জলবাহবিনীলে ক্ষীতবাতপরিধৃততমালে । প্রাণ-  
ভূপ্রচরণপ্রতিকূলে নীড়নীলঘনশালিনি কালে ॥  
১৩৩ ॥ অগ্রহারশতসমুত্তশোভে সূগ্রহাক্তুরগ-  
ম মহাত্মা । অধুবাস তটমিন্দুভবায়ঃ সূধ্যপাসা

চরণং গুরুমর্চন ॥ ১৩৪ ॥ ত্রস্তমত্যাগমস্তমিতাণঃ  
হস্তিহস্তপৃথুলোদকধারাঃ । মুকতিস্ম সমুদকল-  
বিদ্যাং পঞ্চরাত্রমাহশক্রঃ ॥ ১৩৫ ॥ তীর-  
ভূকৃততীরপকর্ষমগ্রহারনিকরৈঃ সহপূরঃ । আব-  
যাবধিকঘোষমনস্রঃ কল্লবার্ধিলহরীব তটিন্যাঃ ॥ ১৩৬ ॥  
ঘোষবারিষরভীকনরাণাং ঘোষমেঘ কলুষং স

পিপাসা জলপানেচ্ছা বস্যাঃ স চাতকানাং পংক্তিচ্চিরং জলস্য  
তৃপ্তিমবাপ । বনঃ দৃঢ়মাশ্রয়ঃ কবোভীতি তথাহমৃতমপ্যভি-  
বাঞ্ছন কালং প্রাপ্ত্যাদমৃতমপ্যভিবাঞ্ছন ॥ ১৩২ ॥ ইত্যেবং প্রকা-  
রেনোটকঃ পরোদৈ বিবিশেষণ নীলে ক্ষীতেন বিশালেন বায়ুনা  
পরিকল্পিতা তমালা বৃক্ষবিশেষা যস্মিন্ প্রাণিনাং বিচরণে প্রতি-  
কূলে নিবিড়নীলঘনৈ বৃক্তে বর্ষাকালে ॥ ১৩৩ ॥ অগ্রহারানাং  
ব্রাহ্মণপ্রাণানাং শতেন সমুত্তা শোভা যস্মিন্ তথাভূতে বর্ষা-  
কালে সূধ্যভিক্রপান্তো চরণো যস্ত তথাভূতঃ গুরুং সমাক-  
পুজয়ন সূধেন গ্রহো বিষয়লক্ষণমার্গেভাঃ স্তম্ভনঃ যেথাং তথা-

ভূত্যা অকলক্ষণা অথ। যস্য স নিগৃহীতসক্করণে। মহাত্মা  
কুত্ৰবতাব ইন্দুভবসজ্জিকার। নদ্যাভূটনধুবাস নিবাসঃ কৃত-  
বানিতি ইয়োর্থঃ ॥ ১৩৪ ॥ ত্রস্তমত্যাগমস্তমিতাণঞ্চ যথাস্তা  
তথা অহিশত্রুর জারিরিস্রঃ সমুদকলতি বিদ্যাদ যস্মিন্ পঞ্চরাত্র-  
জস্য হস্তিশৃংখলং পৃথুলা বিশালা জলধারা মুকতি স্ম ॥ ১৩৫ ॥  
অথানন্তরঃ তীরভূক্খণাং ততীরগ্রহারসমূহৈঃ সহ তৎসহিতা  
তীরবৃক্ষপংক্তীরা কর্ষন তটিন্যা নদা। অনপ্পঃ পুরো জলপ্রবাহঃ  
প্রলয়সমুদ্রপ্রবাহবদধিকং নাদমাযরো প্রাপ ॥ ১৩৬ ॥ স এব

পূর্বে যাহাদের অসীমপিপাসায় তালু শুষ্ক  
হইয়াছিল, অদ্য সেই চাতকদল বহুকালের পর  
জলপান করিয়া তৃপ্ত হইল । যে ব্যক্তি দৃঢ়রূপে  
কোন পদার্থের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং সেই  
ব্যক্তি যদি অমৃতও বাঞ্ছা করে, কালে তাহাও প্রাপ্ত  
হওয়া যায় ইহা প্রসিদ্ধ আছে । ১৩২ ।

পূর্বোক্ত জলধরদলের আগমনে যে কাল  
বিশেষরূপে নীলবর্ণ ; যেকালে প্রচণ্ড পবন তমাল-  
বৃক্ষ সকল পরিকল্পিত করে ; প্রাণীমাত্রেয়ই  
গমন করিবার যে কাল একান্ত প্রতিকূল, যে  
কালে শত শত ব্রাহ্মণগণের শোভারূক্তি হইয়াছে,  
সেই নিবিড় নীল মেঘযুক্ত বর্ষাকালে, পণ্ডিত-

পূজ্যপদ গুরুদেবের যথাবিধি অর্চনা করিয়া,  
বিষয়পথ হইতে ইন্দ্রিয় তুরঙ্গ স্তব্ধ করিয়া বৃহৎস্ব-  
ভাব শঙ্কর, ইন্দুছহিতা নর্মদানদীর তটে বাস  
করিয়াছিলেন । ১৩৩ । ১৩৪ ।

যেকূপে সকল মানবের ত্রাস হয় ও যেকূপে  
সকল দিগ্‌মণ্ডল আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপে বৃহৎ-  
সংহর্তা ইন্দ্র, বিদ্যাংক্ষুরণ-সম্বলিত পঞ্চরাত্রি ধরিয়া  
অনবরত হস্তিশৃংগের মত বিশাল জলধারা মোচন  
করিতে লাগিলেন । ১৩৫ ।

নর্মদানদীর অনন্ত জলপ্রবাহ, ব্রাহ্মণদিগের  
সহিত তীরস্থ তরুরাশি সকল আকর্ষণ করিয়া  
প্রলয়কালীন সমুদ্রলহরীর মত অধিকতর শব্দ  
করিতে লাগিল । ১৩৬ ।



নিশম্য । দৈশিৎ ধ্রুবসমাবিধানং বীক্ষ্য চ ক্ষণ-  
মভূদবিবক্ষুঃ ॥১৩৭॥ মোহভিমন্ত্য করকং ত্বরমাণস্তৎ  
প্রবাহপূরতঃ প্রণিধায় । কুৎসমত্র সমবেশয়দন্তঃ  
কুন্তসন্তব ইব স্বকরেহন্ধিঃ ॥ ১৩৮ ॥ তং নিশম্য  
নিখিলৈরপি লোকৈরুখিতোহস্ম গুরুকুন্তমুদন্তম্ ।  
যোগসিদ্ধিমচিরাদয়মাপেহ্যভ্যপদ্যততরাং পরি-  
তোষম্ ॥ ১৩৯ ॥ ছাত্রমুখ্যমমুমাহ কিয়ন্তি ক্বাসরৈ-

শ্রীশঙ্করো ঘোষসহিতজলঝরেভ্যো ভীকণাং নরাণাং কলুষং  
যেযং শ্রদ্ধা উপদেষ্টারং শ্রীগোবিন্দনাথং ধ্রুং নিশ্চলং সমাধে-  
র্বিধানং যস্য সমাধেরিবেতি বা তথাভূতং বীক্ষ্য চ ক্ষণমাত্রং  
কখনেচ্ছারহিতস্ত কীমভূৎ ॥ ১৩৭ ॥ পশ্চাৎ স শ্রীশঙ্করত্বরমাণঃ  
করকং কুন্তমভিমন্ত্য স চাসৌ প্রবাহস্ত তস্যাঃ প্রবাহ ইতি বা  
কৃত্রাণ্যে প্রস্থাপ্যাত্র করকে সর্বং জলং প্রবেশয়ৎ । অগস্ত্যো  
যথা সমুদ্রং স্বহস্ত আবেশয়ত্তথৈতার্থঃ ॥ ১৩৮ ॥ তমুদন্তং ব্রতান্তঃ  
নিখিলৈরপি লোকৈরুখিতং সমাধিতো বৃথিতোহস্য শ্রীশঙ্করস্ত  
শ্রবঃ শ্রদ্ধা অচিরাক্ষীপ্তমেবায়ং যোগসিদ্ধিমবাপেতি পরিতোষ-

মহানুভব শঙ্কর, শব্দিত জলপ্রবাহে ভীক  
মানবগণের আশ্রয়র শুনিয়া এবং নিজগুরু গোবি-  
ন্দনাথকে নিশ্চয় সমাধিমগ্ন দেখিয়া ক্ষণকাল মৌনা  
বলম্বন করিলেন । পশ্চাৎ তিনি ত্বরান্বিত হইয়া  
একটী কুন্ত নির্মাণ করিলেন । অনন্তর সেই  
নদীর প্রবাহসমক্ষে কলস স্থাপনা করিয়া, ( অগস্ত্য  
যে রূপ নিজকরে সমুদ্র নিবেশিত করিয়াছিলেন )  
সেইরূপ ঐ কুলে সমুদ্র জল স্থাপিত করিলেন ।  
১৩৭ । ১৩৮ ।

সমাধি হইতে উখিত হইয়া গোবিন্দনাথ সঙ্ক-  
লের মুখে ঐ ব্রতান্ত শ্রবণ করিলেন । এবং  
শঙ্কর যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে ভাবিয়া যৎপরো-

গতঘনে গগনে সঃ । পশ্য সৌম্য ! শরদা বিমলং  
খং বিদ্যয়েব বিশদং পরতত্ত্বম্ ॥ ১৪০ ॥ বারিদা  
যতিবরাশ্চ স্থপাথোধারয়া সত্বপদেশগিরা চ । ওষধী-  
রনুচরাংশ্চ কৃতার্থীকৃত্য সম্প্রতি হি যান্তি যথেষ্টং ॥  
১৪১ ॥ শীতদীপ্তিরসৌ জলমুগ্ধি মূর্ত্তপদ্ধতি-  
রিত্তি স্ফুটকান্তিঃ । ভাতি তত্ত্ববিদুষামিব বোধো  
মায়িকাবরণনির্গমশুভ্রঃ ॥ ১৪২ ॥ বারিবাহনিবহেপ্রতি-

মভ্যপদ্যতত্তরামতিশয়েন পরিতোষং প্রাপ্তবানিত্যর্থঃ ॥ ১৩৯ ॥  
কিয়ন্তি দিবসৈর্গতঘনে গগনে সতি শিষ্যাগ্রামমুঃ শ্রীশঙ্করং সঃ  
শ্রুত্বাহ । যত্বাচ তদাহ । হে সৌম্য ! প্রিয়দর্শন ! শরৎকালে  
বিমলং গগনং পশ্য ! তত্র দৃষ্টান্তঃ । যথা ব্রহ্মবিদ্যায়া বিশদমন-  
বচ্ছিন্নং ব্রহ্মতত্ত্বকালক্ষণং তত্ত্বং তদ্বৎ ॥ ১৪০ ॥ জলদাঃ স্তম্ভ-  
লসা ধারয়া ওষধীঃ কৃতার্থীকৃত্য যতিবরাশ্চ সত্বপদেশবাচা  
পুনরনুচরাংশ্চ কৃতার্থীকৃত্য সম্প্রতি যথেষ্টং গচ্ছন্তি ॥ ১৪১ ॥  
অসৌ শীতদীপ্তিঃ সৌ জলমুগ্ধি মে বৈদ্যাক্ত আকাশমার্গো  
যস্য সঃ অতিস্ফুটকান্তিঃ ভাতি । মায়িকস্তাবরণস্য নির্গমেন  
শুভ্রঃ শুদ্ধতত্ত্ববিদ্যাং বোধো যথা প্রকাশতে তদ্বৎ ॥ ১৪২ ॥ বারি-

নাস্তি পরিতুষ্ট হইলেন । ১৩৯ । কিছু দিন পরে  
আকাশ মণ্ডল নির্মল হইল শিষ্যাগ্রামী শঙ্করকে  
গুরু বলিতে লাগিলেন । হে প্রিয়দর্শন ! শরৎ-  
কালে নির্মল আকাশ যেন ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা বিমল  
ও অনবচ্ছিন্ন অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব সদৃশ নির্মল । জলদ  
সকল, উত্তম জলধারা দ্বারা ওষধি (ফলপাকান্তব্রহ্ম)  
সকল কৃতার্থ করিয়া এবং যতীন্দ্রগণ উপদেশ বচনে  
অনুচরদিগকে কৃতার্থ করিয়া সম্প্রতি যথেষ্টক্রমে  
গমন করিতে লাগিল । মায়ারূপ আবরণ নির্গত  
হইলে তত্ত্ববিৎগণের বিশুদ্ধ বোধ যে রূপ প্রকাশ  
পায়, মেঘ সকল অধুনা আকাশ পথ মুক্ত করিয়া

যাতে ভাস্তি ভানি শুচি ভানিশুভানি । মৎসরাদিবিগমে  
সতি মৈত্রীপূর্বকা ইব গুণাঃ পরিশুদ্ধাঃ ॥ ১৪৩ ॥  
মৎস্যকচ্ছপময়ী ধৃতচক্রা গর্ভবর্ত্তিভুবনা নলি-  
নাঢ্যা । শ্রীযুতাদ্য তটিনী পরহংসৈঃ সেব্যতে  
মধুরিপোরিব মূর্ত্তিঃ ॥ ১৪৪ ॥ নীরদাঃ সূচিরস-

বাহানাং মেবানাং নিবহে সমূহে প্রতিযাতে সতি শুচিভানি  
শুদ্ধভানি শুভানি ভানি নক্ষত্রানি ভাস্তি । ধনা রাগদ্বৈবা-  
দিবিগমে সতিমৈত্রীপূর্বকা গুণাঃ ককণামুদিতাদয়ঃ পরিশুদ্ধাঃ  
প্রকাশন্তে তদ্বৎ ॥ ১৪৩ ॥ মৎস্যকচ্ছপময়ী পুনশ্চ ধৃতং চক্রং  
মুদর্শনাধাং যয়াগর্ভবর্ত্তীনি চতুর্দশ ভুবনানি যন্তাঃ । নলিনৈঃ  
কমলৈরাঢ্যা । লক্ষ্ম্যা সংযুতা মধুরিপো বিষ্ণো মূর্ত্তি র্থা পরহংসৈঃ  
পরমহংসপরিব্রাজকৈ র্যতিভিঃ সেব্যতে তদ্বৎ । অদ্য মৎ-  
সাদিপ্রচুরা যুতানি চক্রানি পুটেভেদা যয়া গর্ভবর্ত্তীনি ভুবনানি  
জলানি যন্তাঃ । কমলৈরাঢ্যা শোভাযুক্তা তটিনী ইয়ং নদী  
পরহংসৈরুৎকৃষ্টে হংসাখ্যপাক্টিভিঃ পরমহংসৈরিত্তি বা ॥ ১৪৪ ॥

দিয়াছে বলিয়া অতিশয় বিশুদ্ধকান্তি হইয়া শশ-  
ধর সেইরূপ প্রকাশ পাইতেছে । রাগ,দ্বৈব,মাৎসর্য্য  
প্রভৃতি বিগত হইলে মৈত্রীপূর্বক করুণা, মুদিতা  
প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত আন্তরিক গুণ সকল যেরূপ  
বিশুদ্ধ হইয়া শোভা পায়, সেইরূপ মেঘ সকল  
নির্গত হইলে শুদ্ধপ্রভ, শুভ্রনক্ষত্র সকল শোভা  
পাইতে লাগিল । মৎস্যকচ্ছপধারিণী, কমলকুমুমে  
আবৃত, এবং লক্ষ্মীযুক্ত বিষ্ণুর মূর্ত্তি যেরূপ পরম-  
হংস পরিব্রাজকাচার্য্য যতীন্দ্রগণ কর্ত্তক সেবিত  
হইয়া থাকে সেইরূপ উৎকৃষ্ট হংস সকল মৎস্য  
কচ্ছপে পরিপূর্ণ, আবর্ত্তযুক্ত, গর্ভস্থিত ভুবন  
(জল) সহিত, কমলশোভিত ও শোভান্বিত এই  
নদীর সেবা করিতেছে । এই সমস্ত নীরদ চির-

ন্তমেতে জীবনং দ্বিজগণায় বিতীৰ্য্য । তাস্ত-  
বিদ্যাদবলাঃ পরিশুদ্ধাঃ প্রব্রজন্তি ঘনবীথিগৃহেভাঃ ॥  
১৪৫ ॥ চন্দ্রি কামিতচচ্চিত্তগাত্রশ্চন্দ্রমণ্ডলকমণ্ডলু-  
শোভা । বন্ধুজীবকুমুসমোৎকরশাটীসম্মতো যতিরি-  
বায়মানেহাঃ ॥ ১৪৬ ॥ হংসসম্প্রতিলসদ্বরজকং

এতে জলদাঃ সূচিরসম্ভূতং জীবনং জলং দ্বিজানাং ব্রাহ্মণ-  
দানাং পক্ষিণাং চ গণায় বিতীৰ্য্য দত্তা তাস্তা বিদ্যা-  
ব্রহ্মণা অবলা অবলা যৈঃ পরিশুদ্ধা আসমগ্ভাচ্ছুভা মেঘবাপি-  
লক্ষণেভ্যাং গৃহেভাঃ প্রব্রজন্তি । প্রয়াস্তি পক্ষে নীরদানির্গতদস্তা  
জরাং প্রাপ্তা এতে চিরমমৃত্ত্বং চিরপর্য্যন্তং সঞ্চিতং জীবনং পন-  
দাত্যাং ব্রাহ্মণগণায় প্রদত্তা ভাক্তা বিদ্যাদিবতিচঞ্চলা অবলা যৈঃ  
যতঃ পরিশুদ্ধান্তঃকরণাঃ ঘনীভূতা বীথয়ো বেষু তেভ্যো গৃহেভাঃ  
প্রব্রজন্তি সংশ্রুতস্য গচ্ছন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪৫ ॥ ভাস্মলিপুগাত্রঃ  
কমণ্ডলুশোভী কষায়বস্ত্রসম্মতো যথা যতিস্তদ্বদয়মানেহাঃ শরৎ-  
কালঃ চন্দ্রজ্যোৎস্নালক্ষণেন ভাস্মনাশ্চ চিতং লিপুং গাত্রং  
শরীরং যস্য । চন্দ্রমণ্ডললক্ষণেন কমণ্ডলুনা শোভাংস্তাশ্চীতি ।  
তথা বন্ধুকপুস্পসমূহলক্ষণায় শাট্যাং সংবৃত্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪৬ ॥

সঞ্চিত জীবন (জল) দ্বিজ (ব্রাহ্মণ ও পক্ষী) গণের  
উদ্দেশে বিতরণ করিয়া বিদ্যা-পত্নী পরিত্যাগ  
পূর্বক শুভ্র হইয়া মেঘ সমূহ রূপ গৃহ হইতে প্রয়াণ  
করিতেছে । অথচ ছলে বলা হইল, নীরদ অর্থাৎ দস্ত-  
রহিত বান্ধক্যপ্রাপ্ত এই সকল লোক, চিরকালের  
জন্য সঞ্চিত জীবন ও ধনধান্যাদি সকল, ব্রাহ্মণ-  
গণের উদ্দেশে দান করিয়া ও বিদ্যাতের মত চঞ্চলা  
অবলাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধঅস্তঃকরণ  
হইলেন এবং অবশেষে ঘনীভূত-রক্তশ্রেণী-যুক্ত গৃহ  
হইতে প্রব্রজ্যাশ্রমে অর্থাৎ সমাসী হইয়া গমন  
করিয়া থাকেন । যেরূপ যতি, গাত্রে ভাস্ম লেপন,  
হস্তে কমণ্ডলু ধারণ ও কষায়বর্ণ বসন পরিধান

ক্লেভার্জিতমপহুতপঙ্কঃ । বারি সারসগতীং গভীরং  
ভাবকং মন ইব প্রতিভাতি ॥ ১৪৭ ॥ শারদাসুধ-  
রজালপরীতং ভ্রাজতে গগনমুজ্জ্বলভানু । লিপ্ত-  
চন্দনরজঃ সমুদগ্ধকৌস্তুভং মুররিপোরিব বক্ষঃ  
॥ ১৪৮ ॥ পঙ্কজানি সমাগৃঢ়হরীণি প্রোদগতানি

বারি সারসং সরঃসম্বন্ধি কলং ভাবকং স্বদীয়ং মন ইব প্রতিভাতি ।  
হংসাপক্ষিসঙ্ঘেন বিলম্বিতং বিগতপাংসুকং চ । পক্ষে পরম-  
হংসানাং সঙ্ঘেন বিলম্বিতং বিগতপাংসুকং চ নিরন্তরকর্মণঃ ।  
পক্ষে নিরন্তরপাপমলং শুকমিতি যাবদন্তং সমানম্ ॥ ১৪৭ ॥ শর-  
ৎকালীনানাং জলধরাণাং জটিল বঁাপ্তং মেঘাবরণবিনির্মুক্ত-  
স্বাভাসলো ভানু যস্মিন্ তথাভূতং বোম শোভতে । তত্র দৃষ্টোক্তঃ  
লিপ্তানি চন্দনরজাংসি যস্মিন্ সমুদগ্ধং সংক্ষুব্ধং কৌস্তুভাখ্যো  
মণি যস্মিন্ তথাবিধং মুররিপোঃ শ্রীবিম্বো বক্ষ ইবেত্যর্থঃ ॥  
১৪৮ ॥ যোগকলয়া উদ্ধমুখানি প্রফুল্লানি সমাগৃঢ় আক-  
টো হরি বিন্দু গেষু তানি প্রকর্ষণোক্তানি উদ্ধতাং প্রাপ্তানি

করিয়া থাকে, সেইরূপ এই শরৎকাল, চন্দের  
জ্যোৎস্না ভঙ্গ্য বিবেচনা করিয়া গাত্রে লেপন করি-  
লেন, চন্দ্রমণ্ডল কমণ্ডলু ভাবিয়া তাহা দ্বারা  
শোভা পাইতে লাগিল, ও বন্ধুজীব (বাঁধুল)  
পুষ্প সকল পরিধেয় বস্ত্র করিয়া পরিধান করি-  
লেন । সরোবরের জল যেরূপ হংসদলে বিলম্বিত  
হয়, ধূলিবার্জিত দেখিতে পাওয়া যায়, কেহ তাহার  
বিলোড়ন করেনা, কদম একেবারেই থাকেনা ও  
অত্যন্ত গভীর হয়, সেইরূপ তোমার মন পরমহংস  
দিগের সংসর্গে অত্যন্ত উল্লাসিত, এবং রজোগুণ  
শূন্য, ক্লেভ বার্জিত, পাপমল বিরহিত ও অতিশয়  
গভীর । মুরারি বিষ্ণুর বক্ষঃস্থল যেরূপ চন্দন-

বিকটানি কনন্তি । সৌম্য ! যোগকলয়েব বিফুল্লা-  
ন্তুমুখানি হৃদয়ানি মুনীনাম্ ॥ ১৪৯ ॥ রেণুভঙ্গ্য-  
কলিতে দলশাটীনঃস্বতৈঃ কুস্তমলিট্জপমালৈঃ ।  
বৃন্তকুডুমলকমণ্ডলুস্বতৈঃ ধার্যাতে কিতিকুহৈ  
যতিতৌল্যম্ ॥ ১৫০ ॥ ধারণাদিভিরপি শ্রব-  
ণাদ্যে ক্বার্ষিকানি দিবসানুপনীয় । পাদপদ্মরজ-

মুনীনাং হৃদয়ানি কমনানি যথা কনন্তি প্রকাশন্তে । তথা  
প্রোদগতানি প্রকটানি বিকাশং প্রাপ্তানি সমাগৃঢ়া হরয়ঃ  
সুখ্যাংশবো গেষু তানি পঙ্কজানি কনন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৪৯ ॥ রেণু-  
লক্ষণেন ভঙ্গ্যনা শোভিতৈঃ পত্রলক্ষণয়া শাট্যা সম্বৃতৈঃ কুস্ত-  
মলিহো ভ্রমরাস্তমলক্ষণা জপমালা যেষাং বৃন্তে প্রসববন্ধে কুডু-  
লানি কলিকাস্তমলক্ষণকমণ্ডলুস্বতৈঃ কিতিকুহৈ স্বতৈঃ যতি-  
সাম্যং ধার্যাতে ॥ ১৫০ ॥ ধারণাধ্যানসমাধিভিঃ শ্রবণমননিদি-

চর্চিত ও কৌস্তুভমণিদ্বারা পরিশোভিত, সেই  
রূপ এই আকাশ, শারদীয় মেঘজালে সমন্বিত,  
এবং মেঘাবরণ বার্জিত হইয়া উজ্জ্বল দিবাকর সঙ্গে  
নিতান্ত সুন্দর । হে প্রিয়দর্শন ! মুনিদিগের হৃদয়  
যেরূপ যোগবিদ্যায় উদ্ধমুখে প্রফুল্ল, এবং তাহাতে  
বিষ্ণু সম্যকরূপে আরোহণ করিয়া থাকেন, ও  
ক্রমশঃ উদ্ধতা প্রাপ্ত হয় সেইরূপ পঙ্কজ সকল উদ্ধ-  
মুখ, অথচ বিকাশিত ও ক্রমশঃ উদ্ধে উদিত, এবং  
ইহাদের উপর সম্যকরূপে সূর্য্যাকিরণ সকল আরো  
হণ করিতেছে । পুষ্পপরাগ যাহাদের ভঙ্গ্য,  
পত্র সকল যাহাদের পরিধেয় বসন, ভ্রমরবৃন্দ  
যাহাদের জপমালা, বৃন্তস্থিত কলিকা সকল যাহা-  
দের কমণ্ডলু, সুতরাং সেই সমস্ত মহীকুহ অদ্য  
যদিদিগের সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত হইতেছে । ধারণা,

সাদ্য পুনস্তঃ সঞ্চরন্তি হি জগন্তি মহাস্তঃ ॥ ১৫১ ॥  
তদ্বান্ ত্রজতু বেদকদম্বাদুস্তাং ভবদবাস্মদমালাং ।  
তত্পদ্ধতিমভিষ্ঠ ! বিবেক্তুং সত্ত্বরং হরপুরীমবি-  
বিক্তাং ॥ ১৫২ ॥ অত্র কৃষ্ণমুনির্না কথিতং মে পুত্র !  
তচ্ছৃণু পুরা তু হিমাঙ্গো । বৃদ্ধশক্রমুখদৈবত-  
জুষ্ঠং সত্রমত্রিমুনিকর্তৃকমাস ॥ ১৫৩ ॥ সংসদি

দ্যাসনৈশ্চ বার্ষিকানি দিবসান্তপনীযান্য পাদিপদ্মরজসা অগন্তি  
পুনস্তো মহাস্তঃ সঞ্চরন্তি ॥ ১৫১ ॥ যস্মাদেবং তৎ তস্মাদুস্তান্  
বেদসমূহাদুস্তাং জন্মমরণলক্ষণসংসারাক্রান্ত দবস্য বনাগ্নেঃ  
মেঘমালাং তত্পদ্ধতিমবিবিক্তাং বিবেক্তুং ইয়ং তত্পদ্ধতি-  
রিয়ং নেতি বিবেচনং কর্তুং শীঘ্রং শিবপুরীং কাশীং গচ্ছতু  
॥ ১৫২ ॥ অথ শারীরকহৃদ্রত্নাযাকরণায় প্রেরয়িষ্যন্ বৃদ্ধশ-  
মাবেদয়তি । অত্রাপ্নিন্ পদ্ধতিবিবেচনে কৃষ্ণমুনির্না বেদ-  
বাসেন যস্মৈ কথিতং হে পুত্র ! তচ্ছৃণু । পূর্বে হিমাঙ্গো  
বৃদ্ধশক্রমুখৈরিদ্রপ্রভৃতিভি দৈবতৈ জুষ্টমত্রিমুনিকর্তৃকং সত্র-  
মাস বভূব ॥ ১৫৩ ॥ তত্র সভায়াং স পরাশরসূনুঃ

দ্যান,ও সমাধি এবং শ্রবণ,মনন ও নিদিধ্যাসন ইহা-  
দ্বারা বার্ষিক দিন সকল অতিবাহিত করিয়া  
পাদপদ্ম ধূলি দ্বারা ত্রিজগৎ পবিত্র করত  
মহান্ লোকে সঞ্চরণ করিয়া থাকে । হে  
অভিষ্ঠ ! যখন এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে, তখন  
বেদসমুদ্ভূত, জন্মমরণযুক্ত সংসাররূপ দাবা-  
নলের মেঘমালা স্বরূপ পরমার্থতত্ত্বের প্রকৃত  
পদ্ধতি (ইহা তত্পথ, ইহা তত্পথ নয়) এইরূপে  
বিবেচনা করিবার জন্য শীঘ্র শিবনগরী কাশী গমন  
কর । ১৪০ । ১৪১ । ১৪২ । ১৪৩ । ১৪৪ । ১৪৫ ।  
। ১৪৬ । ১৪৭ । ১৪৮ । ১৪৯ । ১৫০ । ১৫১ । ১৫২ ।

এই তত্পদ্ধতির বিবেচনা বিষয়ে কৃষ্ণ দ্বৈপা-

শ্রুতিশিরোহর্ধমুদারং শংসতি স্ম স পরাশরসূনুঃ ।  
ইতাপৃচ্ছমহমত্র ভবন্তুঃ সত্যবাচমভিস্মৃক্ততমং  
তম্ ॥ ১৫৪ ॥ আর্য্য ! বেদনিকরঃ প্রবিভক্তো  
ভারতং কৃতমকারি পুরাণং । যোগশাস্ত্রমপি সমা-  
গভাষি ব্রহ্মসূত্রমপি সূত্রিতমাগীৎ ॥ ১৫৫ ॥ অত্র  
কেচিদিহ বিপ্রতিপন্নঃ কল্পয়ন্তি হি যথাযথমর্থান্ ।  
অন্যথাগ্রহণনিগ্রহদক্ষং ভাষ্যমস্য ভগবন্ ! করণীয়ং

শ্রুতিশিরসামর্ধমুদারং শংসতি স্ম । তমভিস্মৃক্ততমং সত্যবাচ-  
মত্রভবন্তুঃ পূজ্যং শ্রীব্যাসমিতি বক্ষ্যমাণমহমপৃচ্ছং পৃষ্ঠেবান্ ॥  
১৫৪ ॥ যৎ পৃষ্ঠেঃ তদাহ । হে আর্য্য ! বেদনিকরো বেদ-  
নিচয়ঃ প্রকর্ষণেণ বিভক্তো বিলক্ষণী কৃতস্তথ্যেতি শেষঃ । এবমগ্রে-  
হপি ॥ ১৫৫ ॥ অথ ব্রহ্মসূত্রে ইহাস্মিন্ লোকে কেচিদিপ্রতিপন্নো  
বিপ্রতিপত্তিঃ প্রাণাঃ স্বমতানুসারেণ যথাযোগ্যমর্থান্ কল্পয়ন্তি ।  
তস্মাৎ হে ভগবন্ ! অন্যথার্থগ্রহণনিগ্রহে দক্ষমন্ত ব্রহ্ম-

য়ন বেদবাস আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন, হে  
পুত্র ! তুমি তাহা শ্রবণ কর । পূর্বকালে হিমালয়ে  
এক যজ্ঞ হইয়াছিল । ইন্দ্রপ্রভৃতি সমস্ত  
দেবগণ তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন । অত্রি-  
মুনি সেই যজ্ঞের ঋত্বিক্ ছিলেন । সেই  
সভায় পরাশরপুত্র বেদবাস, বেদমন্তক  
বেদান্ত শাস্ত্রের উদার অর্থ ব্যাখ্যা করেন । বেদান্ত  
শাস্ত্রে অত্যন্ত তৎপর, সত্যবাদী, পূজনীয় সেই  
ব্যাসদেবকে তখন আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ।  
আর্য্য ! আপনি বেদ সকল উত্তমরূপে বিভাগ  
করিয়াছেন, ভারত ও পুরাণ রচনা করিয়াছেন,  
সম্যাক্রূপে যোগশাস্ত্রও বলিয়াছেন, এবং ব্রহ্মসূত্র  
নির্ণাণ করিয়াছেন । এই ব্রহ্মসূত্রে ইহলোকস্থ



॥ ১৫৬ ॥ মদ্বচঃ স চ নিশমা সভায়াং বিদ্বদগ্রচর !  
বাচমবোচৎ । পূর্বমেব দিবিস্তিরুদীর্ণঃ পার্শ্বতী-  
পতিসদস্যমর্থঃ ॥ ১৫৭ ॥ বৎসক! শৃণু সমস্ত  
বিদেকো মৎসমস্তব ভবিষ্যতি শিষাঃ । কুন্ত  
এব সরিতঃ সকলং যঃ সংহরিষ্যতি মহোল্লসমস্তঃ ॥  
১৫৮ ॥ দুর্ন্যতানি নিরসিষ্যতি সোহয়ং শর্মদায়ি  
চ করিষ্যতি ভাষ্যং । কীর্তয়িষ্যতি গণস্তব লোকঃ  
কার্তিকেন্দুকরকৌতুকি যেন ॥ ১৫৯ ॥ ইত্যানীর্ষ্য-

শ্রুত্ব ভাষ্যং কৃত্বা করণীরং ॥ ১৫৬ ॥ মম বচনং স চ পরা-  
শরম্ভুঃ শ্রুত্বা সভায়াং হে বিদ্বদগ্রচর ! বাচমুক্তবান্ তাং দর্শ-  
য়তি দিবিস্তিরুদীর্ণঃ দিবৈবরমঃ কৃত্বকোমর্থঃ শিবস্ত সভায়া-  
যুক্তঃ ॥ ১৫৭ ॥ তস্মাৎ হে বৎস ! ত্বং শৃণু সমস্তবিৎ সর্বজ্ঞঃ ॥  
১৫৮ ॥ শ্রুত্ব প্রদং ভাষ্যং করিষ্যতি যেন শিষ্যেণ তৎকর্তৃ  
কণ ভাষণে চ কার্তিকচন্দ্রকিরণবৎ কৌতুকমস্তাতীতি তব  
যশো লোকঃ কীর্তয়িষ্যতি ॥ ১৫৯ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ স

অনেকেই ব্যাকুল হইয়া স্ব স্ব মতানুসারে যথাযোগ্য  
অর্থ কল্পনা করিয়া থাকেন । হে ভগবন্! প্রকা-  
রান্তরে ও বিপরীতভাবে যে সমস্ত অর্থ হইয়া  
থাকে, তাহার নিগ্রহ করিতে সক্ষম, এমন এক  
ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য আপনি করুন । ১৫৩ । ১৫৪ ।  
। ১৫৫ । ১৫৬ ।

পরশর তনয় বেদবাস, আমার বাক্য শুনিয়া  
সেই সভায় বলিতে লাগিলেন । হে পণ্ডিতাগ্রগণ্য !  
তুমি যে কথা বলিলে, পুরাকালে শিবসভায় দেবগণ  
ঐ অর্থ বলিয়াছিলেন হে বৎস ! শ্রবণ কর । যে এক  
কুন্তে নদীর সমস্ত জল সংহার করিতে পারিবে এরূপ

মুনিরাট্ গবনান্তে পত্ন্যাপ স্মগিরিং গিরিজায়াঃ ।  
তন্মুখাচ্ছ তমশেষমিদানীং সন্মুনিপ্রিয় ! ময়া  
ত্বয়ি দৃষ্টম্ ॥ ১৬০ ॥ সত্যযুজ্ঞমপুমানসি কশ্চিত্তত-  
বিপ্রবর ! নাত্য সমানঃ । তদ্ যতস্ব নিরবদ্য  
নিবন্ধৈঃ সদ্য এব জগদুচ্চরণায় ॥ ১৬১ ॥ গচ্ছ  
বৎস ! নগরং শশিমৌলেঃ স্বচ্ছদেব তটিনীকম-

মুনিরাট্ বেদবাসো বনমধ্যে উক্ত। পার্শ্বত্যাঃ পত্ন্যাঃ শিবস্ত  
গিরিং কৈলাসং প্রাপঃ । তস্ত ব্যাসস্ত মুখাচ্ছ তং সর্বং ময়া তে  
সন্মুনিপ্রিয় ! ত্বয়ি দৃষ্টম্ ॥ ১৬০ ॥ হে তত্ত্ববিজ্ঞেষ্ঠ ! তত্ত্বস্মারি-  
দৃষ্টগ্রন্থৈর্যতস্ব ॥ ১৬১ ॥ শশিমৌলেশচন্দ্রশেখরস্য নগরং

আমার তুল্য তোমার এক সর্বজ্ঞ শিষ্য হইবে ।  
সেই শিষ্য দুই মত সমস্ত নিরস্ত করিবে, এবং  
মঙ্গল-জনকব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নির্মাণ করিবে ।  
লোকে শিষ্যদ্বারা ও শিষ্য কৃতভাষাদ্বারা কার্তিক  
মাসের চন্দ্রকিরণের তুল্য তোমার নিশ্চল  
যশ কীর্তন করিবে । মুনিবর বেদবাস বনমধ্যে  
এই কথা বলিয়া পার্শ্বতীপতি মহাদেবের সুন্দর  
কৈলাসপর্বতে গমন করিলেন । হে মুনি-প্রিয় !  
আমি বেদবাসের প্রমুখ্যৎ যে সমস্ত কথা শ্রবণ  
করিয়াছিলাম, সেই সমুদয় তোমাতে বিদ্যমান  
দেখিতেছি । হে তত্ত্ববিৎশ্রেষ্ঠ ! সেই উত্তম  
পুরুষ তুমি, তোমার সমান আর কেহই নাই ।  
অতএব জগৎ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত অবিলম্বে  
নির্দোষ গ্রন্থ নির্মাণ করিতে যত্নবান্ হও । স্বচ্ছ  
দেবনদী গঙ্গাশোভিত, শশিমৌলি মহাদেবের রমণীয়  
নগরে গমন কর । হে বৎস ! গমনমাത്രেই দেবা-  
দিদেব মহাদেব তোমার উপর নিরতিশয় অনুগ্রহ

নীয়ং । ভাবতা পরমশুগ্রহমাদ্যা দেবতা তব করি-  
ষ্যতি ॥ ১৬২ ॥ এবমেনমশুশাস্ত্র দয়ালুঃ  
পাবয়ম্বিজদৃশ্যবিসমর্জ । ভাবতঃ স্বচরণাম্বুজসেবা  
মেব শম্ভুদভিকাময়মানঃ ॥ ১৬৩ ॥ পঙ্কজপ্রতিভটং  
পদযুগ্মং শঙ্করোহস্য নিরগাদসহিষ্ণুঃ । তদ্বিযোগ-  
মভিবন্দ্য কথঞ্চিৎস্থলোকনগয়ন্ হৃদয়াজ্জ ॥ ১৬৪ ॥

স্বরূপবা দেবনন্দা গঙ্গরা কমলীয়ঃ সুন্দরঃ ভাবতা-গমনমাত্রে-  
নৈব তদ্বিগরে আদ্যা পিবাখ্যা দেবতা তব পরমশুগ্রহঃ  
করিস্যতি ॥ ১৬২ ॥ এবমেনঃ শ্রীশঙ্করঃ দয়ালুঃ শাস্ত্রাশ্রয়ঃ  
কৃপাদৃষ্টা পবিত্রকূর্কন্ ভাবাৎ তক্তাতিশয়েন স্বচরণা-  
ম্বুজসেবামেব সৈবভিকাময়মানঃ বিসমর্জ ॥ ১৬৩ ॥ অস্ত  
শ্রীগোবিন্দমাপ্ত গুরোঃ পঙ্কজপ্রতিভটং পদবন্দ্যমভিবন্দ্য তস্ত  
পদযুগ্মস্ত বিযোগমসহিষ্ণুরপি তস্ত বিলোকনং হৃদয়াজ্জ অয়ন্  
প্রাপ্তবন্ কথঞ্চিৎস্থলোকাৎ ॥ ১৬৪ ॥ সহিতাপসম্ভ্রমঃ শ্রীশঙ্করঃ

প্রকাশ করিবেন । যিনি অতিশয় ভক্তি সহকারে  
বারংবার কেবল মাত্র গুরু পদাম্বুজ সেবা কামনা  
করিতেছিলেন, দয়ালু গুরুদেব তখন সেই শঙ্করকে  
অনুশাসন করিয়া শীঘ্র বিসমর্জন করিলেন । ১৫৭ ।  
১৫৮ । ১৫৯ । ১৬০ । ১৬১ । ১৬২ ।

শঙ্কর গোবিন্দনাথের পঙ্কজসদৃশ পদযুগল বন্দনা  
করিয়া এবং সেই পদযুগলের বিরহ সহিতে না  
পারিয়া হৃদয়পঙ্কজে সেই পাদাম্বুজ যুগলের দর্শন  
প্রাপ্ত হইয়া অতিকষ্টে বহির্গত হইলেন । ১৬৩ ।

যাহার সমীপে কদম্বকানন সকল পরিব্যাপ্ত,  
নদীর নিকটে সুবর্ণধচিত যজ্ঞীয়স্তম্ভের সমূহদ্বারা  
যাহার শোভা উল্লসিত, তাপসবর শঙ্কর তৎকালে  
সেই কাশীনগরে উপস্থিত হইলেন । ১৬৪ ।

প্রাপ তাপসবরঃ সহি কাশীং নীপকাননপরীত-  
সমীপাং । আপগানিনিকটহাটচঞ্চদ্যুপপংক্তিসমু-  
দক্ষিতশোভাং ॥ ১৬৫ ॥ সন্দর্শন ভগীরথতপা-  
মন্দভীততপসঃ ফলভূতাং । যোগিরাডুচি-  
তীরনিকুঞ্জাং ভোগিভূমজটাতটভূতাং ॥ ১৬৬ ॥  
বিষ্ণুপাদনখরাজ্জননদ্বা শম্ভুমৌলিশশিসঙ্গমনাদ্বা ।  
যা হিমাঙ্গ্রিশিখরাং পতনাদ্বা স্ফটিকোপমজলা প্রতি-  
ভাতি ॥ ১৬৭ ॥ গায়তীব কলমটপদনাদৈ নৃত্যতীর্ণ

কাশীং প্রাপ । তাং বিশিষ্টা । নীপানাং কদম্বানাং বনেন  
বাপ্তঃ সমীপং যত্নাৎ । আপগান্না নদ্যা নিকটানাং সুবর্ণেন  
চঞ্চতাং যুপানাং যজ্ঞস্তম্ভানাং পংক্তিভিঃ সমুদক্ষিতা শোভা  
যত্নাং সা তাং ॥ ১৬৫ ॥ এবং কাশীম্পর্গা গঙ্গাং বর্ণয়তি ।  
স যোগিরাট্ ভগীরথেন তপ্ততামন্দভীততপসঃ ফলভূতাং  
উচিতাতীরে নিকুঞ্জা যত্নাঃ । সপ্‌ভূষণস্ত পিবা  
জটানাং তটস্ত ভূষামলকৃতিং গঙ্গাং সন্দর্শন ॥ ১৬৬ ॥ স্ফটিক-  
মণিসদৃশজলাং গঙ্গাং ত্রিপোৎপ্রেফতে । বিষ্ণোশ্চরণজথা-  
জ্জননাদ্বা সঙ্গমনং সমাগমঃ হিমাঙ্গ্রি হিমাচলঃ ॥ ১৬৭ ॥

যোগীরাজ শঙ্কর, ভগীরথের অসাধারণ তপস্যার  
ফলস্বরূপ, গঙ্গাদর্শন করিলেন । যাহার তীরে সমুচিত  
নিকুঞ্জ ও কুঞ্জ সকল বিদ্যমান, এবং ফণিভূষণ মহা-  
দেবের জটাতটের ভূষণ-স্বরূপ গঙ্গাদর্শন করি-  
লেন । বিষ্ণুপদ নখর হইতে জন্মহেতু, কি শিব  
মস্তকস্থিত চন্দ্রসমাগম-হেতু, অথবা হিমাচলের  
শিখরদেশ হইতে পতনহেতু, গঙ্গাজল স্ফটিকমণি  
সদৃশ স্বচ্ছ ? । যেন ভ্রমরগণের কলনাদে গান করি-  
তেছেন, পবন কম্পিত কমলদ্বারা যেন নৃত্য করি-

পবনোচ্চলি ধাত্বৈঃ । মুখং হসিতং গিতফেনৈঃ  
শ্লিষ্যতীব চপলোন্মিকটৈঃ ॥ ১৬৮ ॥ শ্যামলা কচিদ-  
পাঙ্গমযুগ্মৈশ্চিচ্ছিত্তা কচন ভূষণভাভিঃ । পাটলা কুচ-  
তটীগলিতৈর্বা কুক্ষুমৈঃ কচন দিব্যবধূনাং ॥ ১৬৯ ॥  
সোহবগাহু সলিলং সুরসিক্কোরুত্ততার শিতিকঠ-  
জটাভাঃ । জাহ্নবীসলিলবেগহৃতস্তদ্যোগপুণ্যপরি-  
পূর্ণ ইবেন্দুঃ ॥ ১৭০ ॥ স্বর্ণনীলকণাহিতশোভা-  
মূর্তিরস্য স্তূতরাং বিললাস । চন্দ্রপাদগনদম্বুকণাক্ষা

অবাক্ষ্যকটৈর্ শব্দৈর্ ভ্রমরনাদৈর্ গায়তীব । বায়ুনোদ্বলিতৈঃ  
কমলৈর্নৃত্যতীব । খেতৈঃ ফেনৈর্ হাসং মুখতীব চপলোন্মিকলক্ষণ-  
হট্টোরালিঙ্গনং কুক্ষতীব ॥ ১৬৮ ॥ দিব্যবধূনাং কটাক্কিরণৈঃ  
কচিদতিশ্রামা । তাসাং ভূষণদীপ্তিভিঃ কচন চিত্রিতা বিচিত্রভূষণ-  
ভানাং বিচক্ৰতাং তাসাং । স্তনভট্টভো গলিতৈঃ কুক্ষুমৈঃ কচৎ  
পাটলাঃ শ্বেতবক্তাং এবস্তুতাং সন্দর্শয়েতি পুংসেগাধরঃ । ১৬৯ ॥  
সঃ শ্রীশঙ্করঃ সুরনদ্যা গঙ্গায়া জলমবগাহু শিতিকঠস্য শিবস্ত-  
জটাভো । জাহ্নবাসলিলবেগেন জতস্তন্যা জাহ্নব্যাঃ সংযোগেন  
পুণ্যেন পরিপূর্ণচন্দ্র ইব উত্তরারোহপ্লুতঃ ॥ ১৭০ ॥ স্বঃ-

তেছেন, শুভ্রবর্ণ ফেনদ্বারা যেন হাস্য ত্যাগ করি-  
তেছেন । এবং স্বর্গীয় কামিনীগণের কটাক্কিরণে  
কোথায় শ্যামলবর্ণ, তাহাদের ভূষণপ্রভায় কোথায়  
বিচিত্র, এবং তাহাদের স্তনভট্ট গলিত কুক্ষুমরমে  
কোথায় বা পাটলবর্ণ । ১৬৫ । ১৬৬ । ১৬৭ । ১৬৮ ।  
। ১৬৯ ।

শঙ্কর সুরসিক্কু গঙ্গার জলে অবগাহন করিয়া  
নীলকণ্ঠের জটা হইতে জাহ্নবীজলের বেগাধিক্য-  
বশতঃ অপহৃতচিত্ত হইয়া পুনরায় জাহ্নবীর সংযোগ  
পুণ্যে পরিপূর্ণ হইয়া চন্দ্রের মত উত্তীর্ণ হইলেন ।  
। ১৭০ ।

পুত্তিকা শশিশিলারচিত্তেব ॥ ১৭১ ॥ বিশ্বেশ্ব-  
রগয়ুগং প্রণম্য ভক্ত্যা । হর্যাদৈস্ত্রিংশদশবটৈঃ সমর্চি-  
তস্য । মোহনৈষৌং প্রগতমনা জগৎপবিত্রে ক্ষেত্রেহ  
সাবিহ সময়ং কিরস্তমার্থ্যঃ ॥ ১৭২ ॥

ইতি শ্রীমাধবৌয়ে তৎসুখাশ্রমনিবাসগঃ । সঙ্কেত-  
শঙ্করজয়ে সর্গোহয়ং পঞ্চমোহভবৎ ।

সিক্কো জলকটৈরাচিত্তা শোভা যন্তাঃ সাহস্যা শঙ্করস্য মূর্তিঃ  
স্তূতরাং শুভ্রাঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ চন্দ্রকিরণৈর্ গলিতাং জলকণা-  
নামকান্ধিচ্ছানি যন্তাঃ সা চন্দ্রকান্তশিলারচিত্তা প্রতিমা  
যথা তদ্বৎ ॥ ১৭১ ॥ বিষমীষ্ট ইতি বিশেষ্ট তস্য বিশ্মনিস্ত-  
র্কিক্কাদিদেববটৈঃ পূজিতস্য চরণদ্বয়ং ভক্ত্যা প্রণম্য প্রথমনাঃ  
সোহসাবার্থ্যঃ কিরস্তমঃ কালং জগৎপবিত্রেহ স্মৃন্ ক্ষেত্রেহনৈষৌং  
নীতবানিত্যর্থঃ । প্রহর্ষীকৃতঃ ॥ ১৭২ ॥ ইতি শ্রীপরমহংস-  
পরিব্রাজকাচার্যাবালগোপালতীর্থ শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতঃসরাস-  
কুমারসুসুধমপতিস্মরিত্তে শঙ্করবিজয়ভিঃ পঞ্চমঃ সর্গঃ ।

ইতি পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ।

চন্দ্রকিরণে জলকণা সকল গলিত হইয়া যাহার  
চিহ্ন করিয়া থাকে, সেই চন্দ্রকান্তমণিনির্মিত প্রতি-  
মার মত, গঙ্গাজলকণাদ্বারা শঙ্করের দেহ শোভা  
পাইতে লাগিল । ১৭১ ।

ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ যাহার পদপূজা করিয়া  
থাকেন, সেই বিশ্বপতি বিশ্বেশ্বরের চরণযুগল  
ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিয়া সংযতচিত্ত শঙ্করাচার্য্য  
জগতের পবিত্রতাকারক ঐ পুণ্যক্ষেত্রে অবস্থান  
করিয়া কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন । ১৭২ ।

ইতি পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## ষষ্ঠোঃধ্যায়

অথাগমদ্ ব্রাহ্মণসূত্রাদিরাদদীতবেদো দলয়ন্  
স্বভাসা । তেজাংসি কশ্চিৎ সরসৌরুহাক্ষো দিদৃক্ষ-  
মাণঃ কিস দেশিকেক্ষুঃ ॥ ১ ॥ আগত্য দেশিক-  
পদাস্থজযোরপপ্তং সংসারবারিধিমমুত্তরমুত্তীৰ্যুঃ ।  
বৈরাগ্যাবানকৃতদারপরিগ্রহচ্চ কারুণ্যানাবমধিকৃষ্ণ  
দৃঢ়াং দুঃখাপাম্ ॥ ২ ॥ উত্থাপ্য তং গুরুকুবাচ গুরু-

এবং সপরিব্রাজ্য জীবন্ত কিস্থপ্রাপকঃ শ্রীশঙ্করকর্তৃকং চতুর্থা-  
শ্রমনিবাসমুপবর্ণ্যাধেনানীঃ তৎকর্তৃকাং ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতিং  
সপরিব্রাজ্যঃ বর্ণিতমুপক্রমতে অথেনাদিনা । অথ কাশী-  
প্রাপ্তাদানন্তরং কশ্চিৎ কমলেক্ষণো ব্রাহ্মণসূত্রোহদীতবেদো  
দেশিকেক্ষুঃ দিদৃক্ষমাণঃ স্বভাসা তেজাংসি দলয়ন্ আদরাদাগম-  
দিত্তি যোজন্য উপজাতিঃ ॥ ১ ॥ দৃঢ়াং দুঃখাপাং গুরুকারুণ্যানাব-  
মধিকৃষ্ণ মুত্তরং সংসারসমুদ্রমুত্তীৰ্যুঃ বৈরাগ্যাবান্ ন কৃতঃ শ্রী-  
পরিগ্রহো যেন স আগত্য শ্রীশঙ্করস্যোপদেষ্টুঃ চরণকমলয়োঃপ-  
প্তং পতিতবান্ বসন্ততিলক্য ॥ ২ ॥ তং ব্রাহ্মণকুমারমুত্থাপ্য

শঙ্করাচার্য্য কাশী আসিয়া উপস্থিত হইবার পর  
নলিনাক্ষ কোন এক ব্রাহ্মণ কুমার বেদ সকল অধ্য-  
য়ন করিয়া গুরুবর শঙ্করকে দেখিতে বাসনা করিয়া ও  
নিজপ্রভায় তেজ সকল বিদলিত করিয়া আদর-  
পূর্ব্বক তথায় আগমন করিলেন । ১ ।

দৃঢ়, ও অশ্রুর দুর্লভ, গুরুর করুণা তরণী অধি-  
রোহণ করিয়া দুস্তর সংসার লাগর উত্তীর্ণ হইতে  
ইচ্ছা করিয়া বৈরাগ্যযুক্ত ঐ ব্রাহ্মণ দারপরিগ্রহ না  
করিয়া উপদেষ্টা শঙ্করাচার্য্যের চরণকমলে পতিত  
হইলেন । ২ ।

দ্বিজানাং কস্তং ক ধাম কুত আগত আন্তর্ধৈর্য্যঃ ।  
বালোহপ্যাবালধিমগঃ প্রতিভাসি মে যম্মেকোহপ্য-  
নেক ইব নৈকশরীরভাবঃ ॥ ৩ ॥ পৃষ্টো বভাণ  
গুরুমুত্তরমুত্তরচ্ছো বিপ্রো গুরো ! মম গৃহং বৃধ  
চলোদেশে । যত্রাপগা বহতি তত্র কবেরকন্যা বস্যাঃ

দ্বিজানাং গুরু দৈ শিক উবাচ । ত্বং কঃ ব্রাহ্মণো বা ক্ষত্রিয়াদি কা  
ধাম গৃহং তদীয়ং ক ইদানীং ত্বং কন্যাদেশাদাগতঃ । বত আন্তঃ  
গৃহীতং ধৈর্য্যং যেন সঃ । অত্রো বালোহপ্যাবালবুদ্ধিঃ মে  
প্রতিভাসি । পুনশ্চেকোহপ্যনেক ইব প্রতিভাসি নির্ভয়ঃ ।  
পুনর্কিন্যতে একম্বিমপি শরীরে অহঙ্কারো যন্ত সঃ 'পাঠ'-  
স্তরে তু ন বিদাত একস্ত শরীরস্তাপি ভানং যম্মেতি  
ব্যাখ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥ এবং পৃষ্ট উত্তরচ্ছো গুরুঃ প্রতি জগাদ । হে  
গুরো ! অতঃ বিপ্র ইতি প্রথমপ্রশ্নাত্তরং । দ্বিতীয়সোত্তরমাহ ।  
হে বৃধ ! যদ্যা জলং হরিপাদাস্থজভক্তেঃ কারণং না কাবেরী-

সেই ব্রাহ্মণ কুমারকে উত্তোলন করিয়া দ্বিজ-  
গুরু শঙ্কর বলিতে লাগিলেন । তুমি কে? ব্রাহ্মণ  
না ক্ষত্রিয়? তোমার ধাম কোথায়? ইদানীং তুমি  
কোন দেশ হইতে আগমন করিয়াছ? যখন তুমি  
ধৈর্য্য গ্রহণ করিয়াছ তখন নিশ্চয় তোমার বালক  
হইয়াও প্রাচীন লোকের মত বুদ্ধি এবং তুমি একাকী  
হইয়াও অনেকের মত ভাব প্রকাশ করিতেছ  
কেন? অথচ তোমার শরীরে কোন অহঙ্কারের  
লেশ মাত্র নাই । ৩ ।

অনন্তর ব্রাহ্মণকুমার বলিতে লাগিলেন । হে  
গুরো ! আমি ব্রাহ্মণ । যাহার জল হরিপাদাস্থ-



পয়ে। হরিপদাম্বুজভক্তিমূলং ॥ ৪ ॥ অট্টাট্যমানো  
মহতো দিদৃক্ষুঃ ক্রমাदिमं देशमुपागतोहস্মি ।  
বিভেমি মজ্জন্ ভববারিরাশৌ তৎপারগং মাং  
রূপয়া বিধেহি ॥ ৫ ॥ অপানৈরুত্তরৈরমৃতবার-  
ভঙ্গৈঃ পরগুরো ! শুচা দূনং দীনং কলয় দয়য়া মাম-  
বিমুশন্ । গুণং বা দোষং বা মম কিমপি সঙ্কিত-

য়সি চেত্তদা কৈবল্লাঘা নিরবধিকূপানীরধিরিতি ॥৬॥  
শ্রান্তে দীনদয়ালুতা কৃতযশোরশি ত্রিলোকী গুরো !  
তুর্গন্ধেদয়সে মমাদ্য ন তথা কারুণ্যতঃ শ্রীমতি ।  
বর্ষন্ ভূরি মরুশ্লীষু জলভৃৎ সন্তি যথা পূজ্যতে নৈবং  
বর্ষশতং পয়োনিধিজলে বর্ষমপি স্তুয়তে ॥৭॥ ত্বৎ-  
সারস্বতসারসারসস্থধাকূপারসংসারসম্ভ্রাতঃসম্ভুতস-

নদী যত্র চলতি । তস্মিন্ চোলাখ্যে দেশে মম গৃহমস্তীত্যর্থঃ ।  
সর্বজ্ঞস্য তব ন কিঞ্চিদপ্যবিদিতমিতি সম্বোধনাশয়ঃ ॥ ৪ ॥  
তৃতীয়প্রশ্নমোক্তরমাহ । মহতো দর্শনেচ্ছুরট্টাট্যমানো ভূশ-  
মটমানঃ স্ফুটস্থিত্রিমূত্রাট্যাত্যাশ্র্যগোতিভ্যো যঙ্ বাচ্য ইতি যঙ্ ।  
ক্রমাदिमदेशमुपागतोহস্মি । এবং পৃষ্টমাবেদ্য স্বপ্রয়োজনমাবে-  
দয়তি । সংসারসমুদ্রে মজ্জন্ বিভেমি । তস্মাৎ রূপয়া সংসার-  
সমুদ্রাৎ পারগং মাং বিধেহি উপজ্ঞাতিঃ ॥ ৫ ॥ হে পরমগুরো !  
মম গুণং বা দোষং বা অবিচারয়ন্ অভ্যুচ্চৈঃ কটাক্ষলক্ষণৈ-  
রমৃতবারভঙ্গৈঃ সুধাপ্রবাহভরঙ্গৈঃ দয়য়া শোকেন ধিন্নমত-

এব দীনং মাং কলয়াহবলোকয় । গুণদোষবিচারণে বাধকমাহ ।  
গুণং বা দোষং বা কিমপি মম চিন্তয়সি চেৎ তদা শ্রীশঙ্করো  
নিরবধিকূপাসমুদ্র ইতি কৈবল্লাঘা ন কাহণীত্যর্থঃ । শিখ-  
রিণী ॥৬॥ এতদেব দ্রষ্টবন্ সদৃষ্টান্তমাহ । হে ত্রিলোকীগুরো !  
শীঘ্রং গুণদোষবিচারং বিনৈবাদ্য মমোপরি দয়াং করোষি চেৎত-  
র্হি তে দীনদয়ালুতা সম্পাদিতযশোরশি যথা স্যাতথা শ্রীমতি  
কারুণ্যতো জনিতযশোরশি ন স্যাত । যতো মরুশ্লীষু ভূরি  
বর্ষন্ জলভৃন্মেঘঃ সন্তি যথা পূজ্যতে । সমুদ্রজলে বর্ষশতং বর্ষমপি  
তথা ন স্তুয়ত ইত্যর্থঃ শাদূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ৭ ॥ অদীরসরসতাঃ

জের সূক্ষ্মভক্তির একমাত্র মূল, সেই কাবেরীনদী  
যথায় প্রবাহিত হইয়া থাকে, হে বুধ ! সেই চোল-  
দেশে আমার গৃহ জানিবেন । ৪ ।

আমি মহৎ লোক দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া  
অত্যন্ত পর্যটন করিতে করিতে ক্রমশ এই দেশে  
আগমন করিয়াছি । আমি ভবসাগরে নিমগ্ন হইয়া  
অত্যন্ত ভীত হইয়াছি । অতএব যাহাতে ভবসাগর  
পার হইতে পারি, আপনি রূপা করিয়া তাহার  
উপায় বলিয়া দিন । ৫ ।

হে পরমগুরো ! আমার দোষ কি গুণ বিচার  
না করিয়া অভ্যুচ্চ কটাক্ষ রূপস্থাপ্রবাহ দ্বারা দয়া-  
পূর্বক শোকব্যথিত এই দীন জনকে অবলোকন করুন ।

যদি আপনি আমার গুণ কি দোষ চিন্তা করেন,  
তবে আপনি যে অপার দয়াসাগর বলিয়া বিখ্যাত  
আছেন তাহার আর কি শ্লাঘা হইল ? । ৬ ।

হে ত্রৈলোক্যগুরো ! আপনি গুণ দোষ বিচার  
না করিয়াই অদ্য আমার উপর যদি দয়া করেন,  
তাহা হইলে দীন জনের উপর দয়ালুতা-নিবন্ধন  
আপনার যশ হইবে । শুদ্ধ দয়ালুতা বশতঃ আপনার  
সেরূপ যশোরশি কখনই হইতে পারে না । কারণ  
মরুভূমে ভূরি জলবর্ষণ করিলে সাধুগণ যেমন  
মেঘের পূজা করিয়া থাকেন, শতবর্ষ ধরিয়া  
সমুদ্রগর্ভে জলবর্ষণ করিলে কখনই মেঘ সেইরূপ  
স্তুবযোগ্য হইতে পারে না । ৭ ।

স্ততোজ্জ্বলজলজীড়া মতি মে' যুনে। চঞ্চপঞ্চ  
শরাদিবঞ্চনহতশৃঞ্চং প্রপঞ্চং হিতজ্ঞানাকিঞ্চনমা-  
বিরঞ্চিমথিলং চালোচয়ন্ ন্যঞ্চতু ॥৮॥ সৌরং ধাম-  
সুধামরীচিনগরং পৌরন্দরং মন্দিরং কোবেরং

সার এব সারসসুধাকৃপারশ্চন্দ্রসম্বন্ধায়তসমুদ্রস্তস্য নং সংসারস-  
স্ত্রোতোভিঃ সন্নকণানাং পক্ষিণাং কমলানাং বা স্ত্রোতোভিঃ  
সম্মতং সম্মিশ্রিতং সংশ্রিতং বা সম্মতমুজ্জ্বলং জলং তস্মিন্  
জীড়া বসাস্থখাত্তা মতী মে মতি হে' যুনে! চঞ্চনু ক্ষুরনু  
ষঃ পঞ্চশরঃ উন্মাদনস্তাপনশ্চ শোষণঃ স্তোভনস্তথা। সন্মোহনশ্চ  
কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্তিতা ইতুক্তঃ পঞ্চসায়কঃ কাম  
আদি রেষাং ক্রোধাদীনাং তৎকর্তৃকেন বঞ্চনেন হতং অতএব  
শৃঞ্চং নীচং পুনশ্চ স্বহিতজ্ঞানেঃ কিঞ্চনমশক্তমাত্রাকলোকং  
সৰ্বং প্রপঞ্চমালোকয়ন্ শৃঞ্চতু বিচরতু। সারসঃ পক্ষিভেদেন্দ্রোঃ  
সারসং সরসীকৃৎ ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ ॥ ৮ ॥ হরস্যা সূর্য্যস্ত ইদং  
ধাম সুধাকিরণস্য চন্দ্রস্য নগরং পুন্দরমোল্লস্ম মন্দিরং কুবেরস্য

চন্দ্রের অমৃতসমুদ্র, তাহা আপনার সরস্বতীর  
সারভাগ যাত্র। সেই চন্দ্র সম্বন্ধীয় অমৃত সিন্ধুর  
সে সমস্ত সৎ, সারসপক্ষী বা কমলদল বিদ্যমান  
আছে, তাহাদের প্রবাহে সংমিশ্রিত, সর্বদা উজ্জ্বল  
জল আছে, হে যুনে! উন্মাদন, তাপন, শোষণ,  
স্তোভন ও সন্মোহন এই পাঁচটি কাম শর। সর্বদা  
জাগরুক সেই কামদেব ও ক্রোধাদির বঞ্চনে  
বিনষ্ট অতএব নীচ, ও নিজ হিত জানিতে একান্ত  
অসমর্থ, আত্মক স্তম্ভপর্যন্ত সকল লোক আলোচনা  
করিয়া আমার বুদ্ধি সেই জলে জীড়াসক্ত হইয়া  
বিচরণ করুক। ৮।

সৌর ধাম, সুধাংশু নগর, ইন্দ্রের মন্দির,  
কুবেরের শিবির, অনলের পুর, সমীরণের ভবন ও

শিবিরং হতাশনপুরং সামীরসম্মোত্তরং। বৈধা-  
ঞ্চাবসথং ত্বদীয়ফণিতিশ্রদ্ধাসমিদ্ধাত্মনঃ শুদ্ধাঐত-  
বিদো ন দোক্ষি বিরতিং শ্রীবাভুকং কোভুকং ॥৯॥  
ন ভৌমা রামাদ্যাঃ সুবুগবিষবল্লীফলসমাঃ সমারম্ভ-  
স্তে নঃ কিমপি কুভুকং জাতু বিষয়াঃ। ন গণ্যং নঃ  
পুণ্যং রুচির তররম্ভাকুচতটীপরীরস্তারস্তোজ্জ্বলমপি  
চ পৌরন্দরপদং ॥ ১০ ॥ ন চঞ্চবৈরিঞ্চ্যং পদমপি

শিবিরং হতাশনস্ত্রাণেঃ পুরং সমীরস্য বায়োঃ সন্ম বিধে ব্রহ্ম-  
গশ্চ সর্কোত্তরমাবসথং গৃহং ত্বদীয়ায়ং ফণিতাবুক্তৌ বা শ্রদ্ধা  
তয়া শুদ্ধাঐতবিদো যা বৈরাগ্যালক্ষণা শ্রীস্তথা ঘাতুকং নাশকং  
কোভুকং ন দোক্ষি ন প্রপূরয়তীতি প্রত্যেকং ক্রিয়াময়ঃ ॥ ৯ ॥  
ভৌমা ভূমৌ ভবা রামাদ্যা বনিতাদ্যা বিষয়াঃ সুবুগা শোভনা যা  
বিষবল্লী তয়াঃ ফলেন তুল্যাঃ সুন্দরং যদ্বিষবল্ল্যাঃ ফলস্তেনেতি  
বা। নোহস্মাকং কিমপি কোভুকং জাতু কদাপি ন সমারম্ভস্তে।  
নাপি পুণ্যং সুন্দরতর্য যা রম্ভাখ্যাহপরাশ্রুত্যাঃ কুচতট্যাঃ পরি-  
রম্ভস্যালিঙ্গনস্তারস্তেনোজ্জ্বলং পুন্দরস্য দেবেন্দ্রস্ত পুৰমপি নোহ-  
স্মাকং গণনীয়ম্ শিঃ ॥ ১০ ॥ তর্হি ব্রহ্মপদং ভবতাসাদরপদং-

বিধাতার সর্কোৎকৃষ্ট গৃহ এই সমস্ত পদার্থ  
আপনার বচনে যাহার শ্রদ্ধা আছে, সেই শ্রদ্ধাদ্বারা  
প্রদীপ্তচেতা এবং শুদ্ধ ঐতবেত্তা ব্যক্তির  
বৈরাগ্যসম্পত্তির বিনাশক কোভুক অদ্য বৈরাগ্য  
প্রদানে অসমর্থ। ৯।

ভূমিতলস্থ অক্ চন্দন বনিতাদি সুন্দর বিষ-  
লতার ফল তুল্যা, সুতরাং ঐ সমস্ত বিষয় আমা-  
দিগের কখন কোন কোভুক উৎপন্ন করিতে পারে  
না। এবং সুন্দরতর রম্ভামেনকাদি অপ্সরার  
স্তনতটের আলিঙ্গন কার্যে নিতান্ত উজ্জ্বল, পবিত্র-  
জনক ইন্দ্রত্বপদও আমার গণনীয় নহে। ১০।

ভবেদাদরপদং বচো ভব্যং নব্যং যদকৃত কৃতী শঙ্কর-  
গুরুঃ । চকোরালীচক্ষুপুটদলিতপূর্ণেন্দুবিগলৎ-  
সুধাধারাকারং তদিহ বয়মীহেমহি মুহুঃ ॥ ১১ ॥  
দ্যাবাভূমিশিবঙ্করৈ নবযশঃপ্রস্তাবসৌবস্তিকৈঃ  
পূর্বাথর্বতপঃপচেলিমফলৈঃ সর্বধিমুষ্টিকৈঃ

সাপ্নেত্যাহ নেতি । অনেনেহামুদ্বার্তভোগবরাগো দর্শিতঃ ।  
অথ শ্রবণোৎসুক্যং দর্শয়তি । কৃতী শঙ্করগুরুর্ভব্যং কল্যাণাস্রকং  
নব্যং নবীন্যং বচনমকৃত । তৎ বিরহাতুরচকোরপংক্তীনাম্ চক্ষুপুটে  
দলিতাং পূর্ণচন্দ্রাকালিতায়াঃ সুধাধারায় আকারং পুনঃ  
পুনঃ বয়মীহেমহি ইচ্ছামঃ ॥ ১১ ॥ দ্যাবাভূমোঃ শিবং সুধং  
কুর্কন্তীতি তথা তৈঃ । নবীনস্যসাধারণস্য যশসঃ প্রস্তাবস্য  
সমঙ্গস্য সৌবস্তিকৈঃ স্বস্তিবাচকৈঃ স্বস্তীত্যাহেত্যর্থো ভদাহেতি  
মাশঙ্কাদিত্যর্থগাচ ইত্যনেন ঠকপ্রত্যয়ঃ । পূর্বসা পূর্বার্জি-  
তস্যানপ্পতপসঃ পরফলৈঃ । সর্বধিমাধীনাম্ মুষ্টিকৈঃ সারাক-  
ষকৈঃ সর্বৈ চ ত আদয়শ্চেতি বা । দীনানামাচ্যাক্ষরগৈর্ভবায়  
সংসারায় নিত্যং বৈরাগ্যমগৈর্কৈরং কুর্কন্তিঃ শব্দবৈরেত্যাদিনা

আমার ঐহিক ও পারত্রিকভোগে বাসনা  
নাই । এতএব ব্রহ্মপদও আমার আদরাস্পদ নহে ।  
কিন্তু কৃতী শঙ্কর গুরুযে কল্যাণময় নবীন বাক্য  
বলিয়াছেন, চকোর বিহঙ্গম দিগের চক্ষুপুটদ্বারা  
বিদলিত পূর্ণচন্দ্র হইতে গলিত সুধার তুল্য সেই  
বাক্য আমরা বারম্বার শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি  
। ১১ ।

স্বর্গ ও মর্ত্যের সুখকর, অসাধারণ কৌর্তিপ্রস্তা-  
বের স্বস্তিবাচক, পূর্বার্জিত বহুল তপস্যার পরি-  
পকফল, সকল প্রকার মানসিক পীড়ার সারাক্ষক,

দীনাচ্যাক্ষরগৈর্ভবায় নিতরাংবৈরাগ্যমগৈরলঙ্কর্ম্মণং  
প্রসিতং হৃদীয়ভজনেঃ শ্রান্মাকীনং মনঃ ॥ ১২ ॥  
সংসারবন্ধাময়দুঃখশান্ত্যৈ স এব নস্তং ভগবানু-  
পাশ্রয়ঃ । ভিষক্ৰমং ত্বাং ভিষজাং শৃণোমীতু্যক্তস্য  
যোহভূদুদিতাবতারঃ ॥ ১৩ ॥ ইত্যুক্তবস্তুং কৃপয়া  
মহাত্মা ব্যদীপয়ং সংশ্রমনং যথাবৎ । প্রাহ-

করোত্যর্থো ক্যপ্তদীয়ভজনেঃলঙ্কর্ম্মণং কক্ষক্ষমং কক্ষক্ষমোহল  
ক্ষর্ম্মণ ইত্যমরঃ । হৃদীয়ং মনঃ প্রসিতং স্যাত্তথাভূতেষু হৃদীয়-  
ভজনেষু তৎপরং শ্রাদিতি প্রার্থনা । প্রসিতোৎসুক্যভ্যাং  
তৃতীয়াচেতি তৃতীয়া । তৎপরে প্রসিতাসক্তাবিত্যমরঃ । কঃ  
প্রসিতো নাম যস্তত্র নিত্যং প্রতিবন্ধঃ কুত এতৎ । সুনো-  
তিরয়ং ব্রাত্যার্থে বর্ত্তত ইতি মহাভাষাৎ । অনেন গুরুগুণাশ্র-  
করণোৎসুক্যং স্বস্য দর্শিতং শাং ॥ ১২ ॥ নমু তর্হি যঃ কচ্চি-  
দেব গুরুশ্রয়া স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে সংসেব্য ইতি চেতত্রাহ । ভিষক্ৰমং  
ত্বা ভিষজাং শৃণোমীতি ঐতু্যক্তস্য সদাশিবস্য য উদিতঃ  
উক্তোহবতারোহভূৎ উদয়ং প্রাপ্তোহবতার উদিতাবতার ইতি  
বা স এব বৈদ্যানাং মধ্যে সত্বৈদ্যস্যাবতারভূতস্বং ভগবানো-  
হস্মাকং সংসারবন্ধলক্ষণরোগঃ দুঃখশান্ত্যর্থমুপাস্য ইত্যর্থঃ ।  
উং ॥ ১৩ ॥ ইত্যুক্তবস্তুং ব্রাহ্মণস্বনুং মহাত্মা শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ

দীনজনের প্রভুতাকারক, এবং সংসারের নিমিত্ত  
নিত্য বৈরতাসম্পাদক আপনার ঈদৃশ ভজন-  
কার্য্যে হৃদীয় চিত্ত কক্ষক্ষম ও সর্বদা উৎসুক হইয়া  
রহিয়াছে । ১২ ।

“বৈদ্যদিগের মধ্যে আপনাকে আমি বৈদ্যবর  
বলিয়া শ্রবণ করিয়াছি” বৈদ্যোক্ত সেই সদাশিবের  
যে অবতার উক্ত হইয়াছে । বৈদ্যদিগের মধ্যে  
সংবৈদ্যের অবতার স্বরূপ আপনিই সেই ভগবান্ ।

ঋহাস্তং প্রথমং বিনেয়ং তং দেশিকেন্দ্রস্থ সনন্দনা-  
থ্যম্ ॥ ১৪ ॥ সংসারঘোরজলধৈস্তরণায় শশ্বৎ সাং-  
যাত্রিকীভবনমর্দয়মানমেনং । হস্তোত্তমাশ্রমতরী-  
মধিরোপ্য পারং নিশ্চে নিপাতিতরূপারসকে-  
নিপাতঃ ॥ ১৫ ॥ যেহপ্যানোহমুং সেবিতুং দেবতাংশা

যাতাস্তেহপি প্রায় এবং বিরক্তাঃ । ক্ষেত্রে তস্মি-  
শ্বেব শিষ্যত্বমস্ত প্রাপুঃ স্পষ্টং লোকরীত্যাপি  
গন্তুম্ ॥ ১৬ ॥ ব্যাখ্যা মোনমনুত্তরাঃ পরিদলচ্ছ-  
কাকলকাকুরাশ্ছাত্রা বিশ্বপবিত্রচিত্রচরিতাস্তে বা  
মদেবাদয়ঃ । তস্মৈতস্ত বিনীতলোকততিমুদ্বর্তুং

করণা বিধিবৎ সংন্যাসনং ব্যাপীপয়ৎ । তং সনন্দনসংজ্ঞং  
দেশিকেন্দ্রসাদ্যঃ শিষ্যঃ মহাস্তঃ প্রাহঃ ॥ ১৪ ॥ তদ্রিচ্ছং  
সম্যক্ সাধিতবানিত্যাহ । সংসারলক্ষণস্য ঘোরসূত্রস্য তর-  
ণায়ানারক্তং সাংযাত্রিকীভবনমর্দয়মানং পোতবগিক্ ত্বং ভবেতি  
বাচ্যমানমেনং সনন্দনং হস্ত উদানীমেবোত্তমাশ্রমতরীং সংস্থা-  
সাশ্রমলক্ষণাং নৌকামধিরোপ্য পারং নীতবান্ । যতো  
নিতরাং শিষ্যেষ্ণু স্থাপিতায়াঃ রূপার্য রস এব কেনিপাতো  
নৌকাদত্তো যস্য নৌকাদত্তঃ ক্ষেপণী শ্রাদরিত্রঃ কেনিপাতক  
ইত্যমরঃ । নিপাতিতঃ রূপারস এব কেনিপাতো যেনেতি  
বা ॥ ১৫ ॥ এবং প্রথমবিনেয়রূপান্তং বিস্তরেণাতিধায়ে-

তরেবাং সজ্জপেণ তমাহ । যেহপ্যানো চিৎসুখানন্দগির্ধ্যাদয়ো  
দেবতাংশা অমুং শ্রীশঙ্করং সেবিতুং যাতাস্তেহপি সনন্দন-  
বৎ প্রায়ো বিরক্তান্তান্ত্রবিমুক্তক্ষেত্রে এব বটমূলস্থমহাদেব-  
শিষ্যা ইতি প্রসিদ্ধং প্রাপ্তুমস্ত শিষ্যত্বমাপুঃ । শালিত্রুক্তা স্মৌ  
তর্গো "গোকিলোটকঃ" ॥ ১৬ ॥ এতদেব ক্ষুটয়তি ব্যাখ্যেতি ।  
মোনমেব ব্যাখ্যা । শিষ্যাশ্চ শুকবামদেবাদয়ো বিশ্বস্ত পবিত্রক-  
তচিত্রক তচ্ছরিতং যেবাং তেহনুত্তরা উত্তররহিতাঃ । যতঃ  
পরিদলস্তো বিনাশং গচ্ছন্তঃ শঙ্কাকলকানামকুরা যেভ্যস্তে ।  
চিত্রং বটতরো শূলে রুদ্ধাঃ শিষ্যা শুক যুবা তরোস্ত মোনং

সংসারবন্ধও রোগদুঃখ শান্তির নিমিত্ত আপনি  
আমাদের উপাস্য দেবতা । ১৩ ।

ব্রাহ্মণকুমার এই কথা বলিলে পর মহাত্মা  
শঙ্করাচার্য্য, করুণাপূর্ব্বক যথাবিধি সংন্যাস কার্য্য-  
প্রদীপিত করিলেন । এবং মহতেরা সনন্দনকে  
গুরুবরের আদ্য শিষ্য বলিয়া ডাকিতেন । ১৪ ।

ঘোর সংসার জলধি পার হইবার নিমিত্ত  
“আপনি পোতবগিক্ হউন” অবিরত এই কথা  
বলিয়া যাচঞা করিলে পর ঐ সনন্দনকে তৎ-  
ক্ষণাৎ উত্তম সংন্যাস-আশ্রম নৌকায় আরোহণ  
করাইয়া নিজরূপারস স্বরূপ নৌকাদত্ত ( দাঁড় )  
ক্ষেপণ করিতে করিতে পারে লইয়া গেলেন । ১৫ ।

দেবাংশে অবতীর্ণ, চিৎসুখ, আনন্দগিরি প্রভৃতি  
অন্য যে সমস্ত লোক, তাঁহারাও ঐ শঙ্করের সেবা  
করিবার নিমিত্ত সনন্দন সদৃশ বিরক্ত হইয়া-  
ছিলেন । এবং তাঁহারা সেই মুক্তি ক্ষেত্র কাশী-  
ধামে বটমূলস্থিত মহাদেবের শিষ্য হইলেও লোক-  
রীত্যনুসারে প্রকাশ্যে “আমরা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য”  
এই খ্যাতি প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত শিষ্যত্বপ্রাপ্ত  
হইয়াছিলেন । ১৬ ।

গুরুর মোন অবলম্বনেই ব্যাখ্যা । জগতের পবি-  
ত্রতাকারক যাঁহাদের চরিত্র, সেই সকল শুক বামদে-  
বাদি শিষ্যাগণ, সংশয়রূপ কলঙ্ক বিদলিত করিয়া  
নিরুত্তর হইয়াছিলেন । বস্তুতঃ যতক্ষণ সংশয়



পরিব্রাজকঃ প্রাপ্তস্তাৎ বিনেয়তামুপগতা ধন্যাঃ  
কিলান্ধাদৃশাঃ ॥ ১৭ ॥ শেষঃ সাধুভিরেব নোষয়ি-  
নু শব্দৈঃ পুমর্থার্থিনা বাল্মীকিঃ কবিরাজ এম  
বিতথৈরর্থৈর্মুহুঃ কল্পিতৈঃ । বাচস্কৈ কিল দীর্ঘ-  
সূত্রসরগি ক্বাচং চিরাদর্থদাং ব্যাসঃ শঙ্করদেশিকস্ত

ব্যাখ্যানং । শিষ্যাস্ত ছিন্নসংশয় ইত্যুক্তান্তে এব যন্ত শিষ্য  
শিষ্যাত্তৈস্তত্ত শঙ্করস্ত বিনীতলোকপংক্তিমুদ্বর্ত্তমস্মিগর্ত্তা-  
লোকে প্রাপ্তসোদানীঃ শিষ্যভাঃ প্রাপ্তাঃ ধন্যাঃ কিল । যতঃ অত্যা-  
দৃশাঃ সর্ব্বতো বিলক্ষণাঃ শা ॥ ১৭ ॥ শেষাদিত্যস্তমিকান্  
বর্ণয়তি । শেষনাগঃ সাধুভিঃ শব্দৈবেব পুৰুষার্থার্থিনো নরান্  
তোষয়তি । ন তু পুমর্থপ্রদানেন সদাঃ কৃতার্থান্ কুরুতে । তথা  
এবঃ কবিরাজো বাল্মীকিপি বিকল্পেণার্থার্থৈর্মুহুঃ কল্পিতৈ  
রর্থৈরেব নুন্ তোষয়তি । তথা দীর্ঘা সূত্রাণাং সরগি যন্ত স

থাকে ততক্ষণই উত্তর প্রত্যুত্তর হইয়া থাকে ।  
ইহাদের সংশয় ছিলনা, সুতরাং নিরুত্তর ছিলেন ।  
ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বটরক্ষের মূলে  
বুদ্ধ শিষ্যগণ, গুরু যুগ ও গুরুর গৌনই ব্যাখ্যান  
এবং শিষ্যগণ ছিন্নসংশয় । ঐ সমস্ত ছাত্রগণ বাঁহার  
শিষ্য ছিল, সেই শঙ্করাচার্য্য বিনীত লোক সমূহ  
উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এই মর্ত্ত্যলোকে আগমন করি-  
য়াছেন । এবং বাহারা তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন  
সেই সকল বাক্তি ও ধন্য । কারণ, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহা-  
রাও বিলক্ষণ ছিলেন । ১৭ ।

অনন্তনাগ সাধু শব্দদ্বারা পুরুষার্থ প্রার্থী মনুষ্য-  
দিগকে সন্তুষ্ট করিতেন, কিন্তু পুরুষার্থ প্রদানে সদ্য  
কৃতার্থ করিতে পারিতেন না । কবির বাল্মীকি,  
অর্থার্থ ও বারংবার কল্পিত অর্থদ্বারা মনুষ্য দিগকে

কুরুতে সদাঃ কৃতার্থানহো ॥ ১৮ ॥ চক্ৰিহুলা-  
মহিমানমুপাসাক্ষরিরে তমবিমুক্তনিবাসাঃ । বক্র-  
হৃদানুহৃতামপি সাধ্বাঃ চক্ৰুরাভ্যধিগাং তদুপাস্তা ।  
॥ ১৯ ॥ চণ্ডভানুরিব ভানুমণ্ডলৈঃ পারিজাত  
ইব পুষ্পজাতিতঃ । ব্রতশক্তরিব নেত্রবারিজৈশ্ছাত্র-  
পংক্তিভিরলং স ললাস ॥ ২০ ॥ একদা খলু

বাসোহপি চিরাদতিবিলম্বেনার্থে পুমর্থক্ৰে নদ্যকীতি তাং  
বাচঃ বাচষ্টে শব্দশ্চাসৌ দেশিকব্ধহো নু সদাঃ কৃতার্থান্  
কুরুতে ॥ ১৮ ॥ বিষ্ণুতুলা মহিমানহং শ্রীপঙ্কজমবিমুক্তে নিবেন  
কন্যাপা নির্মুক্তে বাসো গোহঃ তে সেবাং চক্ৰুঃ তদুপাস-  
নায়াঃ কলক লেভুংকিতাঃ বক্রমর্গমহুহৃতামপি স্বীয়াং বুদ্ধিঃ  
কৃত্যাসমনয়া সাধ্বীঃ কৃতবন্তঃ । স্বাগতা ॥ ১৯ ॥ ভানুমণ্ডলৈঃ  
কিরণমণ্ডলৈঃ যথা চণ্ডভানুঃ সূর্য্যঃশোভতে যথা চ পুষ্পজাতিতঃ

ভৃষ্ট করিতেন । বহু সূত্র সমষ্টির সরগি স্বরূপ  
বেদব্যাস অবিলম্বে অর্থ ও পুরুষার্থদায়ক বাক্য  
ব্যাখ্য করিয়াছেন । কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয় যে,  
শঙ্করগুরু মানব দিগকে সদ্য কৃতার্থ করিতেন ॥ ১৮ ॥

বাঁহাদের দান কদাচ ঐ মুক্তিক্ষেত্র হইতে ছাড়া  
হইবে না, সেই সকল লোক, বিষ্ণুতুলা মহিমা-  
শালী শঙ্করের উপাসনা করিত । এবং তাঁ-  
দের বুদ্ধি বক্র পথের অনুসরণ করিলেও তদীয়  
উপাসনারা সাধু হইয়াছিল । ১৯ ।

সূর্য্য যেরূপ কিরণ মণ্ডলে, পারিজাত বেকুল  
পুষ্প সমূহে ও ব্রত শত্রু ইন্দ্র যেরূপ মহাস্রলোচনে  
শোভা পাইয়া থাকেন, সেইরূপ শঙ্করাচার্য্য ছাত্র-  
পংক্তি দ্বারা অত্যর্থ শোভা পাইতে লাগিলেন ।  
২০ ।

বিমলপুর্নদ্বিট্ভাললোচনহুতাশনভানোঃ । বিষ্ণু-  
লিঙ্গপদবীঃ সখ্যতীষু প্রজলন্তপনকাস্থশিলাসু ॥ ২১ ॥  
দর্শয় ভ্যাক্ষমরীচিসরস্বৎপুত্রসুজাপরমায়িনি ভানো ।  
সাধুনৈকমণিকুট্টিমমুচ্ছদ্রিশ্মজালকশিখাৱলপিচ্ছং ॥  
২২ ॥ পঙ্কজাবলিবিলীনমরালে পুঙ্করাস্তরভি-

পারিকল্পতঃ । যথাচ নেত্রবারিকটৈঃ সহস্রসংখ্যকনেত্রকমলৈঃ  
বৃত্তশঙ্করিভ্রুত্বৎ । শিখাপংক্তিভিঃ শ্রীশঙ্করোহলমত্যাথঃ  
ললাস বভাসে ॥ ২০ ॥ অংগদানীঃ শিবসঙ্কমং বর্ণকিতুঃ প্রাতোতি-  
একান্নু কালে ঐজলহুত্যাশনশিলাসু বিমলপ্রবিষো মহা-  
দেবস্ত ভালনেত্রভ্রুত্যাথঃ হুতাশনো বহিঃস্থ ভানোঃ ক্রিঃস্যা  
বিষ্ণুলিঙ্গপদবীঃ সখ্যতীষু সখ্যত্যাগি সপ্তম্যস্তানাং শঙ্করো  
জাহ্নবীমভিয্যতি বাবহিতেনাস্বরঃ ॥ ২১ ॥

উকতি শ্রীচিহ্নিঃ সতস্বৎপুত্রায়া সতস্বপুত্রায়া সৃষ্টি কট্টরি ।  
পুনশ্চ সমীচীনা অনেকমণিভিঃ বৃষ্টিনো নিবন্ধভূমিঃ কুটিমোহ-  
জী মিবজ্জাহ্নবীতি লোচনং । তস্মৈ মূর্ত্ত্যুত্যাগাপ্তেন ব্রহ্মজাল-  
কেন শিখাৱলস্ত ময়ূরস্য পিচ্ছং দর্শয়তি ভানাবপমমায়িত্বপরাশ্রয়ে  
প্রজ্বলিতো সতি ॥ ২২ ॥ পঙ্কজাবলিষু বিলীনেষু ময়ূরেষু

এককালে প্রজ্বলিত সূর্য্যকান্তনগি সকল,  
ত্রিপুরনাশন মহাদেবের ভালনয়ন জাত বহি-  
কিরণের স্ফুলিঙ্গযুক্ত পথ ধারণ করিলে, বিস্তৃত  
মরীচি দ্বারা সমুদ্রের জলপ্রবাহ সৃজন করিয়া ও  
সমীচীন বিবিধ মণিনিবন্ধন, ভূমিতলে প্রতিফলিত  
ব্রহ্মজালে ময়ূরপুচ্ছ দেখাইয়া সূর্য্যদেব অন্য এক-  
জন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যাবেত্তার মায়া প্রকাশ করিলে,  
মরাল সকল পঙ্কজশ্রেণীর ভিতরে বিলীন হইলে,  
মীন সকল জলমধ্যে প্রবেশ করিলে, বিহঙ্গমকুল  
বৃক্ষকোটরে নিদ্রিত হইলে, ময়ূর সকল পর্ব্বত-

গহ রম্যানে । শাণিকোটরশয়ালুশকূলে শৈলকন্দ-  
শরণময়ূরে ॥ ২৩ ॥ শঙ্করো দিবসমধ্যমভাগে পঙ্ক-  
জোৎপলপনাগকষায়াঃ । জাহ্নবীমভিয্যো মহাশিষ্যে-  
রাহ্নিকং বিধিব দেব বিধিঃসুঃ ॥ ২৪ ॥ সোহস্তাজঃ  
পাথিনিরীক্ষ্য চতুর্ভি ভায়ণৈঃ শ্চিত্তিরনুভ্রুতমারাং ।  
গচ্ছদূরমিতি তং নিজগাদ প্রভুবাচ চ স শঙ্করমেনম্ ॥  
২৫ ॥ অদ্বিতীরমনবদ্যমমঙ্গং সত্যবোধপঙ্কথরূপমখণ্ডম্ ।

০ংসেযু সংসু । পুঙ্করাস্তর্জলমধ্যমভিগত্বরে অভিগতবতি মীনে  
মৎস্যো সতি । শাণিনাং বৃক্ষাণাং ছিদ্রেষু শয়ালুযু সমাক নিভ্রাং  
কুক্ষৎসু পক্ষিসু সংসু । পর্ব্বতানাং কন্দরা শরণা যস্য তথা-  
ভূতে ময়ূরে সতি ॥ ২৩ ॥ দিনস্য মধ্যমভাগে বিধিবদাহ্নি-  
কং বিদ্যা ভূমিচ্ছুঃ শিষ্যোঃ সহ শঙ্করঃ পঙ্কজোৎপলানাং পরা-  
গেণ কষায়বর্ণাং জাহ্নবীমভিয্যো ॥ ২৪ ॥ সঃ শ্রীশঙ্করশ্চ  
চতুর্ভি ভায়ণৈঃ শ্চিত্তিরনুভ্রুতমারাং চাণ্ডালং মার্গমধ্যে সমীপে  
নিরীক্ষ্য দূরং গচ্ছতি তমস্তাজঃ স্পষ্টমুক্তবান্ । স চাস্তাদ্র এনং  
শঙ্করং প্রভুবাচ ॥ ২৫ ॥ যদ্বাচ তদাহাদ্বিতীরমিতি । তত্র  
দূরং গচ্ছতুষ্টিরসঙ্গতা ভেদাভাবাদিত্যাশয়েনাহ । একমেবা-

কন্দরে আশ্রয় লইলে, দিবসের মধ্যভাগে যথাবিধি  
আহ্নিক কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া শিষ্য সম-  
ভিষ্যাহারে মহাত্মা শঙ্কর, শ্বেত শতদল ও ইন্দীবর  
পরাগে কষায়বর্ণ জাহ্নবীর তটে গমন করিলেন ।  
২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ ।

শঙ্করাচার্য্য পথিমধ্যে নিকটে চারিটী ভীষণ-  
কুকুরে অনুগত এক চণ্ডাল দর্শন করিয়া দূরে গমন  
কর ” স্পষ্টাক্ষরে তাহাকে এই কথা বলিলেন ।  
মেই নীচতাতি চণ্ডাল ঐ শঙ্করকে প্রত্যাক্ষর  
করিল । ২৫ ।

আগনস্তি শতশো নিগমাস্ত্যস্তত্র ভেদকল্পনা তব-  
চিহ্নম্ ॥ ২৬ ॥ দণ্ডমণ্ডিতকরা ধৃতকুণ্ডাঃ পাটলা-  
ভবসনাঃ পটুবাচঃ । জ্ঞানগন্ধরহিতা গৃহসংস্থান্  
বঞ্চয়ন্তি কিল কেচন বেদৈঃ ॥ ২৭ ॥ গচ্ছ দূরমিতি

দেহমুতাহো দেহিনং পরিজিহীৰ্ষসি বিদ্বন্ ! তিদ্য  
তেঃস্নময়তোহস্নময়ং কিং সাক্ষিণশ্চ স্মৃতিপুঙ্গব !  
সাক্ষী ॥ ২৮ ॥ ব্রাহ্মণশ্চপচেদবিচারঃ প্রত্যগাত্ম-  
নি কথং তব যুক্তঃ । বিদ্বিতেহস্নময়গৌ সুরনন্যা  
মন্তরং কিমপি চাস্তি সুরায়াং ॥ ২৯ ॥ শুচি দ্বি-

হীনীযং এক আত্মাহুতপাপ্যনিরবদ্যং নিরঞ্জনং অসঙ্গো হুয়ঃ  
পুরুষঃ সত্যং জ্ঞানমন্তঃ ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানসমিত্যাদ শতশো-  
বেদান্তা অবিতীয়াদিক্রপমাস্থানমামনস্তি । তস্মিমাশ্মনি ভব  
বেদান্তিভ্বেন প্রসিদ্ধস্ত ভেদকল্পনাভীত্যহো অত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ  
॥ ২৬ ॥ তথাচ ভেদকল্পনাবাস্তবমপ্যবংবিধমতিপংক্তৌ  
নিবিষ্টোহসীতি দ্যোতয়মাং । দণ্ডেন মণ্ডিতাঃ অলঙ্কৃতা হস্তা যেষাং  
তে ধৃতকমণ্ডলবঃ । পাটলা আভা যেষাং তথাভূতানি বস্ত্রাণি  
যেষাং । পটুয়া বাচো যেষাং তে জ্ঞানলেশেন বিরহিতাঃ কিল কে  
চন যতনো গৃহসংস্থান্ বঞ্চয়ন্তি ॥ ২৭ ॥ গচ্ছ দূরমিতি শরীরঃ

পরিভ্রাস্তুমিচ্ছসি উচ্চাভ্রনামিতি বিকল্পং দৃষয়ন্তি গচ্ছ দূরমিতি  
বিদ্বদস্তম নৈতচ্চিত্তমিতি ধ্বনয়ন্ত লঙ্ঘয়ন্তি । হে বিদ্বদমিতি ।  
ততাদাং প্রত্যাহ । অস্নময়াদস্নময়ং কিং তিদ্যতে নৈব তিদ্যত  
ইত্যর্থঃ দ্বিগীরং প্রত্যাহ । সাক্ষিণশ্চ সাক্ষী নহি তিদ্যতে অস্নে-  
তজ্জ্ঞাতৃং । যোগোহসীতাত্মন্যেনাত হে যতিপুঙ্গবনতি ॥ ২৮ ॥  
সত্যপাত্মনি ভেদং দৃষ্টাস্তেনাপি নিরাচাষ্টে । ব্রাহ্মণশ্চপচেদ-  
বিচারঃ । বেহেহ্মিরাদিভৌগনৈকেভ্যো অচেতাস্চ প্রতিলো-  
মেনাশ্রীতীতি প্রত্যক্ স চাসাবাত্মা চ তস্মিন্ তবাহৈতবাদিনঃ  
কথং যুক্তঃ ন কথমপীত্যর্থঃ । যথা গজায়াং মদিরায়াং চ  
পতিবিস্মিতে অস্নময়গৌ সূর্য্যোহস্নরং কিমপি নাস্তি  
তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥ নস্মাশ্মনো ভেদশূন্যত্বেনাপিবিদ্বস্ত  
ব্রাহ্মণশরীরস্য চ কথমভেদ ইতি চেত্তজাহ । শুচি দ্বিভৌ-

“তুমি দূরে গমন কর” আপনার এ কথা অত্যন্ত  
অসঙ্গত । কারণ আপনার মতে কোন ভেদ নাই ।  
আত্মা এক অদ্বিতীয়, পাপশূন্য, নিরঞ্জন, অসঙ্গ,  
সত্য, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ বলিয়া বেদে কথিত  
হইয়াছে । আপনি একজন প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক,  
অতএব ঐদৃশ পরমাত্মার উপর আপনার ভেদ  
কল্পনা অত্যন্ত আশ্চর্য্য । ২৬ ।

যাহাদের হস্ত দণ্ডশোভিত, যাহারা কনকমণ্ডল  
ধারণ করিয়া থাকে, পাটল বর্ণ বসন যাহাদের পরি-  
ধান বস্ত্র, যাহাদের বাক্য অত্যন্ত পটু, এবং যাহা-  
দের জ্ঞানের লেশ মাত্র নাই এইরূপ কথকগণ  
যাতি কেবল বেশ দেখাইয়া গৃহস্থদিগকে বঞ্চিত  
করিয়া থাকে । ২৭ ।

হে বিদ্বন্ ! “তুমি দূরে গমন কর ” ইহার  
অর্থ শরীর পরিত্যাগ অথবা আত্মা পরিত্যাগ করা,  
তাহা আপনিই জানেন । সুতরাং এ কথা বলা  
আপনার অত্যন্ত অনুরূচিত ।

অস্নময় হইতে কি অস্নময় ভিন্ন হয় ? তাহা  
কখনই হয় না । হে যতীন্দ্র ! সাক্ষী হইতে সাক্ষী  
কখন ভিন্ন নহে । ২৮ ।

অস্নময় সূর্য্যদেব, সুরনদী গঙ্গা অথবা মদি-  
রাতে প্রতিবিম্বিত হইলে যেরূপ কোন প্রভেদ  
থাকে না । সেইরূপ দেহ, ইন্দ্রিয়াদি ও অনেক  
জড় হইতে প্রতিলোমক্রমে ব্যাপ্ত থাকেন বলিয়া

জোহং খপচ ! ত্বেতি মিথ্যাগ্রহস্তে মুনিবর্য । | কৃতিশ্চহস্তা কথমাবিমারান্তে ॥৩১॥ বিদ্যামবাপ্যপি  
কোহয়ং। সন্তং শরীরেষশরীরমেকমুপেক্ষ্যপূর্ণং পুরু | বিমুক্তপদ্যাং জাগর্তি তুচ্ছা জনসংগ্রহেচ্ছা । অহো  
যং পুরাণং ৩০॥ অচিন্ত্যমব্যক্তমাস্তুমাদ্যাং বিস্মৃতরূপাং | মহাস্তোহপি মহেন্দ্রজালে মজ্জস্তি মায়াবিরস্যা  
বিমলং বিমোহাং । কলেবরেহস্মিন্ করিকর্ণলোলা- | তস্ম ॥ ৩২ ॥ ইতাদীর্গা বচনং বিরতেহস্মিন্ সত্য-  
বাক্ তদনু বিপ্রতিপন্নঃ অতুদ্যারচরিতোহস্তাজমেনং

হং হে খপচ ! যং দূরং গচ্ছতি শরীরেষনেকেষ্যেকম-  
শরীরে কালক্রমে শরীরসম্বন্ধবিনিমুক্তমতএব পুরাণং  
পূৰ্বাপ্যভিনবং পূর্ণং সনৈকরং পুরুষং সন্তমুপেক্ষ্যায়ং মিথ্যা-  
ভূত আগ্রহস্তব কঃ । নাসং তবোচিতো যতো মুনিশ্রেষ্ঠস্তমিত্যা-  
শয়বানাহ হে মুনিবর্যোতি উঃ ॥ ৩০ ॥ স্বরূপং বিস্মৃতা  
কনভঙ্গুরে দেহে অহস্তা অতীতাহুচিতেতি বোধয়ন্ত-  
অচিন্ত্যমতঃ কেনাপি কারণেন ন ব্যক্ত ইত্যবাক্তমত এবাস্তম-  
এবাদ্যাং যত উপ ধিমগশূন্তঃ স্বরূপং মোহাদবিবেকাদিস্বত-

যিনি প্রত্যগাত্মা, তাঁহার উপর অদ্বৈতবাদী ভবাদৃশ  
ব্যক্তির “ইহা ভ্রামণ, ইহা চাণ্ডাল” এইরূপ ভেদ-  
বিচার কিরূপে যুক্তিসিদ্ধ হইল ? । ২৯ ।

“আমি ভ্রামণ, আমি পবিত্র, হে চণ্ডাল ।  
তুমি দূরে গমন কর” সমস্ত শরীরে একপ্রকারে  
বিদ্যমান, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কালে যাহার  
শরীর সম্বন্ধ নাই, অতএব পুরাণ অর্থাৎ পুরাকালেও  
অভিনব, পূর্ণ অর্থাৎ সর্বদা একরসাত্মক, এরূপ  
পুরুষকে উপেক্ষা করিয়া হে মুনিবর ! মিথ্যাভূত  
আপনার এ আগ্রহ প্রকাশ কেন ? আপনি মুনিবর  
জ্ঞতরাং এ কথা বলা তত ভাল হয় নাই । ৩০ ।

যিনি অচিন্তনীয়, অতএব কোন প্রকার সাধনে  
যাঁহার রূপ ব্যক্ত করা যায় না, অব্যক্ত বলিয়া  
যিনি অনন্ত ও অদ্য, এবং কোন প্রকারে উপাধি-  
মূলযাহার কলেবর স্পর্শ করে নাই। অবिवেকবশতঃ

গতকর্ণবচ চকারেহস্মিন্গতুয্যমানে কলেবরেহস্তাবঃ কথ-  
মাবিরান্তে একটীভবতি । বিবেকিনাং কেনাপি একায়েণাস্তা-  
বির্ভাবো ন যুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥ নহু যদ্যপ্যেবং তথাপি  
লোকসংগ্রহেচ্ছয়েদং ময়োক্তমিতি চেত্তত্রাহ । বিমুক্তিপদ্যাং  
বিমুক্তমার্গভূতাং বিদ্যাং আপ্যপি তুচ্ছা জনসংগ্রহেচ্ছা কিং  
জাগর্তি । অহো ইত্যাশ্চর্যাং মায়াবিনাং বরস্ত শ্রেষ্ঠস্ত তত  
পরমাত্মনা মহাত্মজালে ভবদাদয়ো মহাস্তোহপি মজ্জস্তীত্যর্থঃ  
॥ ৩২ ॥ এবমস্তাজবচনমুদাজ্জগা শঙ্করবাক্ মুনাহর্কুমাহ । ইতি  
বচনমুক্তাহস্মিন্স্তাজে বিরামং গতে স ত ততঃ পশ্চাদ্বিপ্রতি-  
পন্নোহয়ংস্ত জো ভবতি ন ভবতীতি বিপ্রতিপন্নঃ সত বচনাহ-

সেই আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া গজকর্ণের মত  
চঞ্চলাকৃতি এইক্ষণ ভঙ্গুর শরীরে বিবেকীরদের  
কিপ্রকারে অহস্তাব আবির্ভূতহইয়া থাকে ? তাহা  
আমি বুঝিতে পারিলাম না । । ৩১ ।

মুক্তির প্রধান পথ বিদ্যা লাভ করিয়া এখনও  
অকিঞ্চৎকর লোকসংগ্রহেচ্ছা জাগরুক রহিয়াছে,  
ইহাই আশ্চর্য্য ? । সংসারে বত মায়াবী আছে,  
মকল মায়াবীর শ্রেষ্ঠ পরমাত্মার মহৎ ইন্দ্রজালে  
ভবাদৃশ ব্যক্তিগণ পর্যাস্ত যখন মগ্ন হইয়া থাকেন  
তখন অণুর কথা আর কি বলিব ? । ৩২ ।

এই সমস্ত বাক্য বলিয়া অভাজ জাতি চাণ্ডাল  
জ্ঞাস্ত হইলে তৎপরে “এই ব্যক্তি চাণ্ডাল কি না”  
এই বিষয়ে সংশয়াকুল হইয়া সত্যবাদী ও উদার



প্রত্যাচাচ বিস্মিতচেতাঃ ॥ ৩৩ ॥ সত্যমেব ভবতা  
যদিদানীং প্রত্যাচাচ তনুভূৎপ্রবরৈঃ স্তং । অন্ত্য-  
জোহমিতি সংপ্রতি বুদ্ধিঃ সন্ত্যজ্যামি বচস্যাভিদস্তে  
॥ ৩৪ ॥ জানতে অতিশিরাংস্বপি সর্বৈ মনতে  
চ বিজিতেন্দ্রিয়বর্গাঃ । যুগ্মতে হৃদয়মাত্মনি  
নিত্যং কুর্ষতে ন ধিষণামপভেদাম্ ॥ ৩৫ ॥ ভাতি

ভাদারচরিতো বিস্মিতচিত্তঃ স চ শ্রীশঙ্কর এনমন্ত্যজঃ প্রত্যা-  
চাচ । স্বাঃ ॥ ৩৩ ॥ যত্বাচ তদাহ । সত্যমিতি ন ত্বমন্ত্যজঃ  
ধিঃ দেহভূৎপ্রবর ইতি সূচনায় সংযোজনং ॥ ৩৪ ॥ ভেদশূন্য-  
বুদ্ধিঃ তিললভ্যত্বাৎ কোহপ্যপলভ্যমীয় ইত্যশয়েনাহ । সর্বৈ-  
নেকে অতিশিরাংসি প্রবণেম জানন্তি । তথাহনেকে বিজি-  
তেন্দ্রিয়বর্গাঃ তানি মনতে চ মননং কুর্ষন্তি । তথাহন্তঃকরণ-  
মাত্মনি নিত্যং যুগ্মতে নিদিধ্যাসনং কুর্ষন্তি । তথাপি অতি-  
বন্ধকসম্ভাব্যভেদশূন্যং বুদ্ধিঃ কেহপি ন কুর্ষন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥ নমু

চরিত্র মহাত্মা। শঙ্কর বিস্মিত চিত্ত হইয়া ঐ চাণ্ডা-  
লকে বলিতে লাগিলেন । ৩৩ ।

হে শরীরধারী দিগের প্রধান পুরুষ ! আপনি  
সম্প্রতি যে বাক্য বলিয়াছিলেন, তৎসমুদয়ই সত্য ।  
আপনি আত্মতত্ত্ববিৎ, আপনার বচনানুসারে “এই  
ব্যক্তি চাণ্ডাল” এইরূপ বুদ্ধি সম্প্রতি পরিত্যাগ  
করিব । ৩৪ ।

অভেদ বুদ্ধি অতিশয় দুর্বল, অতএব কেহই  
তদ্বিষয়ে উপলব্ধি করিতে পারে না । কারণ,  
অনেকেই বেদমন্তক-বেদান্ত শাস্ত্র সকল শ্রবণে-  
ন্দ্রিয় দ্বারা জানিয়া থাকেন । যাঁহারা ইন্দ্রিয়  
গ্রাম জয় করিয়াছেন, তাঁহারাও সেই সকল শাস্ত্র  
মনন করিয়া থাকেন । এবং তাঁহারাও আমার

যন্ত তু জগদ্দৃঢ়বুদ্ধেঃ সর্বমপ্যনিশমাত্মতরৈব ।  
স বিজোহস্ত ভবতু স্বপচো বা বন্দনীয় ইতি মে  
দৃঢ়নিষ্ঠা ॥ ৩৬ ॥ যা চিতিঃ স্ফুরতি বিষ্ণুমুখে সা  
পুত্রিকাবধিষু সৈব সদাহং । নৈব দৃশ্যমিতি

তিষ্ঠত্বাত্মবাং বার্তা। তব বুদ্ধিরভেদান্তি ন বেত্যাশঙ্ক্যাহ ।  
মমভেদবুদ্ধিরিত্যন্তরমমুচিতং মন্যমানো নমো বয়ং ব্রহ্মিষ্ঠায়  
কুর্ষ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোক্তি মনুষ্যতা ব্যাজেন সমাধত্তে । যন্ত তু  
দৃঢ়বুদ্ধেঃ সর্বমপি জগৎ সদৈবাত্মাব্যতিরিক্তম্ভাতি । স  
ব্রাহ্মণোহস্ত স্বপচো বা ভবতু বন্দনীয় ইতি মম দৃঢ়া নিষ্ঠা ।  
॥ ৩৬ ॥ ন কেবলং বন্দনীয় এষ কিস্তেবস্বিধঃ সম্যক্ জ্ঞানবান  
সাক্ষাৎসম গুরুবেত্যাঃ বিষ্ণুশিবাদৌ যা চিত্তিচ্চেতনং স্ফুরতি  
সৈব পুত্রিকা পতঙ্গিকাজদবধিসু জন্তুসু স্ফুরতি সৈবকালত্রেয়হপাদ্

উপর অন্তঃকরণ নিযুক্ত করিয়া থাকেন, অর্থাৎ  
নিদিধ্যাসন করিয়া থাকেন । তথাপি বিবিধ প্রতি-  
বন্ধক বিদ্যমান আছে বলিয়া কখনই ভেদশূন্য  
বুদ্ধি করিতে পারে না । ৩৫ ।

যাঁহার বুদ্ধি একাগ্রতা প্রাপ্ত হইয়া অত্যন্ত দৃঢ়  
হইয়াছে, তাঁহার এই সমস্ত জগৎ সর্বদাই আত্মা  
হইতে অতিরিক্ত না হইয়া অর্থাৎ আত্মবৎ হইয়া  
থাকে । এই কারণে তিনি ব্রাহ্মণ হউন অথবা  
চাণ্ডাল হউন, তিনি যে আমার বন্দনীয় তৎপক্ষে  
আর সংশয় নাই । এবং তাহাই আমার দৃঢ়তর  
ব্যবস্থা জানিবেন । ৩৬ ।

বিষ্ণু, বিরিকি ও শঙ্করে যে চৈতন্য স্ফুর্তি  
পাইয়া থাকে, সেই চৈতন্য কীট, পক্ষী পতঙ্গা-  
দিতেও বিদ্যমান আছে । এবং আমি ত্রিকালেই  
বিদ্যমান আছি । “আত্মা ভিন্ন আর কোন দৃশ্য  
বিদ্যমান নাই” যাঁহার এইরূপ বুদ্ধি, তিনি যদি

যস্ত মনীষা পুরুষো ভবতু বা স গুরু নৈ ॥ ৩৭ ॥  
 যত্র যত্র চ ভবেদিহ বোধস্তত্তদর্থসমবেক্ষণকালে ।  
 বোধমাত্রমবশিষ্টমহং তদ্যস্য ধীরিতি গুরুঃ স নরো  
 মে ॥ ৩৮ ॥ ভাষমাণ ইতি তেন কলাবানেষ নৈ-  
 ক্ষত তমস্ত্যাজমগ্রে । ধূর্জটিং তু সমুদৈক্ষত মৌলিস্ফূর্জ

দৃশ্যং তু নৈবাস্তীতি যস্ত মনীষা স চাণ্ডালো বা ভবতু তথাপি  
 মম গুরুঃ ॥ ৩৭ ॥ কিং বহুনা তত্ত্ববিৎ সর্বোহপি মম গুরু-  
 রিত্যাহ । অগ্নিন্ লোকে তত্ত্ববিষয়ানুভবকালে যত্র যত্র বিষয়ে  
 জ্ঞানং ভবেত্তৎসর্গঃ নিগ্ধ্যাত্তং সর্বোপাধিবাদেনাবশিষ্টং  
 জ্ঞানমাত্রমহমেব ন যতঃ কিমপি বাতিহিন্তুমস্তীতি যস্ত বুদ্ধিঃ স  
 যঃ কশ্চিদপি নরো মম গুরুঃ । এতেন গচ্ছ দূরমিতি ময়া দেহজিহী-  
 র্ষয়া মোক্তং নাপাংস্বজিহীর্ষয়াহপিতৃত্যাদায়াধ্যাসবজ্জিহী-  
 র্ষয়া স চ ভবনাস্তি চেৎস্বঃ মম গুরুবেত্ত্যাক্ষেপোহপি পরি-  
 ত্যক্তো বেদিতব্যঃ ॥ ৩৮ ॥ এবং নির্কালীকঃ ভাষমাণস্ত্যক্তা  
 জ্ঞানবিগ্রহং প্রকটিতস্বরূপং মহাদেবং দদর্শেত্যাহেত্যেবঃ

চাণ্ডালও হয়েন তথাপি তিনি আমার একমাত্র  
 গুরু । ৩৭ ।

অধিক কি বলিব, যাঁহার আত্মজ্ঞান আছে,  
 তিনিই আমার গুরু । এই জগতে প্রত্যেক বিষয়-  
 স্থানভোগের অনুভব কালে যে যে বিষয়ে জ্ঞান  
 হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ই মিথ্যা । সমস্ত বিশেষণ  
 রহিত, অথচ পূর্বোক্ত জ্ঞান হইতে অবশিষ্ট “অহম্”  
 ইত্যাকার জ্ঞান মাত্র, অর্থাৎ আমা হইতে অতি-  
 রিক্ত আর কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই, যাঁহার এই-  
 রূপ বুদ্ধি আছে, তিনি যে কোন জাতীয় মানব  
 হউন, তিনিই কেবল আমার গুরু । ৩৮ ।

জ্ঞান কলার অবতার স্বরূপ মহাত্মা শঙ্কর এই  
 রূপে তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে

দৈন্দবকলং সহ বেদৈঃ ॥ ৩৯ ॥ ভয়েন ভক্ত্যা বিন-  
 যেন ধৃত্য যুক্তঃ স হর্ষণে চ বিস্ময়েন । ভূম্ভাব শি-  
 ক্তানুমতস্তবৈস্তং দৃষ্ট্বা দৃশো গোচরমষ্টমৃতিম্ ॥ ৪০ ॥  
 দাসস্তেহহং দেহদৃষ্ট্যস্মি শস্তো জাতস্তে শোঃ জীব-

সকারণে তেন সহ ভাষমাণ এব শ্রীশঙ্করঃ তম স্ত্যাজমগ্রে ন দদর্শ  
 কিন্তু মোলো শিরসিস্ফূর্জী চন্দ্রকলা যস্য তং চতুর্ভির্কৈদৈঃ  
 সহিতং ধূর্জটিং মহাদেবং সন্দৃষ্টবান্ । নহু শ্রীশঙ্করাদস্তত্ত্ব শিবজ্ঞা-  
 ভাবাৎ কথমেব মুচ্যত ইতি চেত্তদ্রাহ । কলাবানু জ্ঞানকলা-  
 বতারম্যা শঙ্করজ্ঞাবতারিপুরুষেণ সহ বাসস্ত বিষ্ণুনেব সম্বা-  
 দাদিকং সম্ভবত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥ দৃষ্ট্বা যথাভূতো যৎ কৃত-  
 বানু তদাহ । তং দৃষ্ট্বা ভয়েন ভক্ত্যা বিনয়েন ধৈর্য্যেণ হর্ষণেণ  
 বিস্ময়েন চ যুক্তঃ শিক্তানুমতঃ শ্রীশঙ্করো নেত্রয়েণ র্কিষয়নষ্টৌ  
 ভূমাদ্যা নৃভয়ো যস্ত তং মহাদেবং স্তবৈস্তষ্টাব উ- ॥ ৪০ ॥  
 দেহদৃষ্টা তব দাসোহহমস্মি যতঃ শংস্বং ভবতাস্মাদিতি  
 শস্তুস্বমেব স্মামিতুগুণযুক্ত ইতি সূচয়মাহ শস্তো ইতি ।

অগ্রে আর সেই চাণ্ডালকে দেখিতে পাইলেন না ।  
 কিন্তু যাঁহার মস্তকে শনিকলা বিরাজিত, সেই  
 ধূর্জটি মহাদেবকে চারিখানি বেদের সহিত দর্শন  
 করিলেন । যদি চ শঙ্কর ব্যতীত অন্য মহাদেবের  
 অস্তিত্ব অসম্ভব, তথাপি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের  
 বিষ্ণুর সহিত যেমন অভেদ সম্বাদ শোনা যায়  
 তদ্রূপ অবতার বিশিষ্ট পুরুষের সহিত শঙ্করের  
 পার্থক্য দেখা যায় । ৩৯ ।

শিষ্ট জনের একমাত্র অনুমোদিত শঙ্করাচার্য্য  
 তাঁহাকে দেখিয়া ভয়, ভক্তি, বিনয়, ধৈর্য্য, হর্ষ, ও  
 বিস্ময়-যুক্ত হইলেন । এবং নেত্রপথপতিত, ভূমি,

দৃষ্ট্য ত্রিদৃষ্টে । সর্বস্তাত্মাত্মদৃষ্ট্য ত্বমেবেত্যেবং  
মে ধৌ নিশ্চিতা সর্বশাষ্ট্রঃ ॥৪১॥ তদালোকানস্ত-  
বহিঃপিচ লোকো বিতিমিরো ন মঞ্জুষা যন্ত ত্রিজ-

গতি ন শাণো ন চ খনিঃ । যতন্তেং চৈকান্ত রহসি  
যতয়ো যৎপ্রণয়িণো নমস্তস্মৈ স্বস্মৈ নিখিলনিগমোক্ত-  
সমগয়ে ॥ ৪২ ॥ অহো শাস্ত্রং শাস্ত্রাৎ কিমিহ যদি

জীবদৃষ্ট্যাহং তবাংশো জাতঃ । নহু কথং নিরবয়বন্ত মমাং-  
শব্রমিতি চেদ্বথা সর্কেষ্মিন্নশস্ত্রাপি তব সূর্য্যচন্দ্রবহ্নিলক্ষণ-  
ত্বিনেত্রবিগ্রহবৎ তথা মায়া তবাং শস্যাপি সত্ত্বাদিত্যা-  
শয়েন সম্বোধয়তি ত্রিদৃষ্ট ইতি । শুদ্ধাত্মদৃষ্টা । তু ত্বমেব ত্বদন্যা  
এবাহং তত্ত্বদন্তাদিশ্রুতেঃ তত্র তত্র । যোগাৎ সম্বোধনং সর্বস্তাত্ম-  
ব্রীতীত্যেবং প্রকারেণ সর্বশাষ্ট্রে মে বুদ্ধি নিশ্চয়ঃ প্রাপ্তা  
শালিনী ॥ ৪১ ॥ প্রসিদ্ধশিরোভূষণমণিতো ব্যতিরেকং দর্শয়ন্ স্বং  
শিবং নমস্করোতি তদিত্যি । প্রসিদ্ধস্ত তাদৃশমণে রালোকাবহি-

রেব লোকো বিতিতিমিরো মঞ্জুষাপেটা শাণো নিবধঃ খনিশ্চ  
যতিভিরপ্রার্থনা প্রসিদ্ধস্য মণেঃ প্রসিদ্ধা । অত এতস্মাদত্যাৎ-  
কৃষ্ণার তস্মৈ তৎপদলক্ষ্যনিখিলনিগমশিরোভূষণমণয়ে-  
স্বস্মৈ তৎপদলক্ষ্যভিন্নায় নমঃ প্রস্বীভাবোহন্ত । যন্ত প্রকাশাদন্ত  
বহিঃপিচ লোকো বিতিমিরো যন্ত ভাসা সর্বমিদং বিভ্রাণীতি  
শ্রুতেঃ । ত্রিজগতি যন্ত মঞ্জুষা নান্তি নাপি শাণো নাপি খনিঃ  
বৎপ্রণয়িণো যস্মিন প্রীতিমন্তুষ্ট যতয়ো রহস্তেকান্তে ভূশং  
যতন্তে তস্মৈ ইত্যর্থঃ শি০ ॥ ৪২ ॥ শুককুপয়া শাস্ত্রাভ্যাস্য  
তত্ত্বজ্ঞানভ্রাণধনমধৈকরসং স্বতন্ত্বং নমস্ততি । অহো শাস্ত্রং

আকাশ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্যাদি অষ্টমূর্তিধারী মহাদে-  
বের স্তব করিতে লাগিলেন । ৪০ ।

হে শম্ভো! যখন আপনার দেহ দেখিতে  
পাইয়াছি, তখনই আমি আপনার দাস হইয়াছি ।  
যখন জীব দেখিতে পাইয়াছি তখন আমি  
আপনার অংশ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছি ।  
আপনার কোন ইন্দ্রিয়াদি নাই, অথচ সূর্য্য, চন্দ্র  
ও বহ্নি এই ত্রিনয়নবিশিষ্টে দেহ আপনার স্বীকার  
করা যায় । এই কারণে আপনার অবয়ব না থাকি-  
লেও আমি আপনার অংশ । এবং আপনারও মায়া-  
বশতঃ অংশ স্বীকার করা নিতান্ত অসম্ভব নহে ।  
অতএব হে ত্রিনয়ন! হে সর্কেষ্মিন্! যখন শুদ্ধ  
আত্মদর্শন হইয়াছে তখন আপনাকে জানিয়াছি ।  
যদি সকল বস্তুই আপনি তবে আমিও আপনা  
হইতে অতিরিক্ত বা ন্যূন নয় । এই প্রকারে সকল  
শাস্ত্রদ্বারা আমার বুদ্ধি কৃতনিশ্চয় হইয়াছে । ৪১ ।

জগতে যে মণি প্রসিদ্ধ আছে, তাহার  
আলোকে কেবল লোকের বাহ্য তিমির নাশ হয় ।  
এবং ঐ মণির জন্য মঞ্জুষা ( পেটরা ) শাণঘর্ষণ  
ও খনির আবশ্যক । কিন্তু যতিগণ ঐ মণির প্রার্থনাও  
করেন না । নিখিল বেদান্ত শাস্ত্রের মণিস্বরূপ  
আপনার আলোকে আন্তরিক ও বাহ্য তমো নাশ  
হয় । ইহার মঞ্জুষা, শাণ ও খনি নাই । এবং যতি-  
গণ এই মণির জন্য নিয়তই প্রীতিযুক্তমনে নির্জনে  
বসিয়া যত্ন করিয়া থাকেন ; অতএব আপনাকে  
নমস্কার করি । এই জগতে দৃশ্যমান যাহা কিছু  
দেখিতে পাওয়া যায়, এ সমস্তই আপনি । এই  
কারণে “তৎ ত্বমসি” অর্থাৎ সেই তুমি ইত্যাদি  
বেদবাক্য-লক্ষিত বেদশিরোমণি আপনাকে নম-  
স্কার, ইহাই অত্র স্থলে ফলিতার্থ বুঝিতে হইবে । ৪২

ন শ্রীগুরুকৃপা বিনা সা কিং কুর্য্যামনু যদি ন বোধসা  
বিতবঃ । কিমালম্বচ্চাসৌ ন যদি পরতত্ত্বং মম  
তথা নমঃ স্বৈশ্চ তৈশ্চ সদবধিরিহাশ্চর্য্যধিষণা ॥৪৩॥  
ইত্যাদারবচনৈর্ভগবন্তুং সংস্তুবন্তুমবথচ প্রমন্তুং ।

পরমতত্ত্ববোধকত্বাদুক্ততমং যদ্যপ্যেবংবিধং শাস্ত্রং তথাপি  
যদি শ্রীগুরুকৃপাশূন্যম্ লোকে শিষ্যো বা ন শ্রান্তির্শাস্ত্রাৎ কিং  
ন কিমপীত্যর্থঃ । চিত্তা সঞ্চিতা সম্পাদিতা সা গুরুকৃপা কিং  
কুর্য্যাত্ কিস্তলং দাত্ততি যদি তত্ত্বজ্ঞানস্ত বিশেষণোক্তবো  
দান্তি বোধায়ুৎপাদিকা সাপি নিষ্ফলৈবেত্যর্থঃ । তথাহসৌ  
বোধকঃ কিমালম্ব আলম্বন শূন্য এব যদি মম পরতত্ত্বং নশ্রাৎ-  
তত্ত্বজ্ঞানানালাম্বনভূতার পরতত্ত্বায় শ্রান্তিগায় তৈশ্চ পরমাত্মনে  
নমঃ । তথৈতাস্য তত্ত্বাদিত্যর্থো বা ইহ জগত্যাশ্চর্য্যবুদ্ধি র্থং  
পর্য্যবৃত্তা যন্মাৎ পর আশ্চর্য্যবুদ্ধিবিষয়ো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥  
এবং স্তুবন্তুং শ্রীশঙ্করং প্রতিমহাদেবো বহুস্তুবাংস্তদর্শয়িতুমাহ

পরম তত্ত্ববোধক শাস্ত্র ধন্য—যদ্যপি শাস্ত্রের  
এইরূপ মহিমা, তথাপি এই জগতে শিষ্যের  
উপর গুরুকৃপা না থাকে, তবে সে শাস্ত্রে কোন  
প্রয়োজন নাই। যদি বিশেষরূপে তত্ত্বজ্ঞানের  
উদ্ভব না হয়, তাহা হইলে সঞ্চিত গুরুকৃপাই বা  
কি ফল দান করিবে?। যদি পরমতত্ত্ব না জন্মে  
তবে ঐ বোধের কোন অবলম্বন নাই। অতএব  
তত্ত্বজ্ঞানের অবলম্বনস্বরূপ, পরমতত্ত্ব, আত্মা হইতে  
অভিন্ন আমি অদ্য সেই পরমাত্মাকে নমস্কার করি।  
এই জগতে যাহার পর আর আশ্চর্য্য বুদ্ধি নাই,  
সেই আশ্চর্য্য বুদ্ধি স্বরূপ কেবল একমাত্র আপনি  
বিদ্যমান। ৪৩।

বাম্পূর্ণনয়নং মুনিবর্ধ্যং শঙ্করং সবহুমানমুবাচ  
॥ ৪৪ ॥ অশ্বাদাদিপদবীমভজন্তুং শোধিতা তব  
তপোধননিষ্ঠা । বাদরায়ণ ইব ত্বমপি শ্রীঃ সদ্ধরেণা  
মদনুগ্রহপাত্রং ॥ ৪৫ ॥ সশ্বিতজ্য সকলশ্রুতি-  
জালং ব্রহ্মসূত্রমকরোদনুশিষ্টং । যত্র কাণভুজ-  
সাক্ষ্যাপুরোগাণ্যাক্তানি কুমতানি সমূলং ॥ ৪৬ ॥

ইতীতি । স্বাং ॥ ৪৪ ॥ বহুবাচ তদাহাশ্বদাদীতি । অতঃ  
প্রাপ্তবানসি হে সত্যং মধ্যশ্রেষ্ঠ ব্যাস ইব ত্বমপি মদনুগ্রহ-  
পাত্রং শ্রী ইত্যাশীর্বাদঃ ॥ ৪৫ ॥ সূত্রভাষ্যরচনে নিযুক্ত-  
মুপক্রমতে অনুশিষ্টং সম্যক্ শিক্ষিতঃ । অমুপচ্চাৎ শিষ্টো যন্মা-  
দিত্তি বা স সঙ্কশিষ্টাগ্রনীর্কদব্যাসো বেদকদম্বঃ সমাগ্ বিভজ্য  
ব্রহ্মাখৈওকরসংস্রুচাতে যেন তত্ত্বা আধতো একজিজ্ঞাস  
জন্মাদান্ত বতঃ শাস্ত্রয়ো নিভ্যাৎ তত্ত্বসমগ্রাদিতোবমাদি-  
রূপমকরোচ্ছিষ্টোহনুগচ্চাদকরোদিত্তি বা যত্র ব্রহ্মসূত্রে কাণা-  
দসাক্ষ্যাপাতঞ্জলপ্রভৃতানি মতানি সমূলমূল্যলিতানি তত্রৈকি

এইরূপ উদারবচনে যিনি ভগবানের স্তব  
করিতে ছিলেন, অথচ মধ্য মধ্য প্রণাম করিতে  
ছিলেন, অশ্রুজলে নয়ন যুগল বাঁহার আশ্রুত  
হইয়া ছিল সেই মুনিবর শঙ্করকে, ধূর্জটি বহুসম্মান  
পূর্বক বলিতে লাগিলেন। ৪৪।

হে সগুণ! তুমি আমাদের পথে দণ্ডায়মান হই-  
য়াছ। তোমার তাপস জনের সমুচিত আচরণ  
শোধিত হইয়াছে। বাদরায়ণ বেরূপ আমার অনু-  
গ্রহের পাত্র, সেই বেদব্যাসের তুল্য তুমিও আমার  
অনুগ্রহের পাত্র হইয়াছ। ৪৫।

সম্যক্ রূপে শিক্ষিত হইয়া বেদব্যাস বেদসমহ



তত্র মূঢ়মতয়ঃ কলিদোষাদ্ দ্বিত্রিবেদবচনোদ্ধলি-  
তানি । ভাষ্যকাণারচয়ন্ বহুবুদ্ধি দৃষ্যতামুপগ-  
তানিচৈ কৈশ্চিৎ ॥৪৭॥ তদ্বান্ বিদিতবেদশিখার্থ-  
স্তানি দুৰ্ম্মতিমতানি নিরস্যা । সূত্রভাষ্যমধুনা

বিদধাতু শ্রুত্যাপোদ্ধলিতযুক্ত্যভিযুক্তম্ ॥৪৮॥ এত-  
দেব বিবুধৈরপি সেনৈশ্চৈরর্চনীয়মনবদ্যমুদারং ।  
তাবকং কমলয়োনিমভায়ামপ্যাবাস্যতি বরাং বরি-  
বস্যাং ॥ ৪৯ ॥ ভাস্করাভিনবগুপ্তপুয়োগান্ নীল-  
কণ্ঠকুমণ্ডনমুখ্যান্ । পণ্ডিতানথ বিজিত্য জগত্যাং

পরেণাময়ঃ ॥৪৬॥ তত্র ব্রহ্মসূত্রে মূঢ়মতয়ঃ কলিদোষাদ্ দ্বাভ্যাং  
ত্রিভিঃ ক্কা বেদবচনৈরুদ্ধলিতানি উপকৃতানি ভাষ্যকাণি কুৎসিত-  
ভাষ্যাণি অরচয়ন্ কৃতবন্তঃ । কৈশ্চিৎ বহুবুদ্ধিঃ জ্ঞাতং যৈশ্চৈ-  
দৃষ্যতাক্ষোপগতানি ॥ ৪৭ ॥ তদ্বান্ বিদিতো বেদান্তানামর্থো  
দেন তথাভূতো ভবান্ তানি কুবক্ষীনাং মতানি নিরস্ত সূত্র-  
ভাষ্যং বিদধাতু । বিধৌ লোট্ ভাষ্যলক্ষণকৃত-সূত্রার্থো বর্ণ্যতে  
যত্র বাট্যঃ সূত্রানুকারিভিঃ । স্বপদানিচ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্য-

বিদোবিহুরিতি সাগরাভিবর্ণনশ্চ ভাষ্যত্বব্যাহরণ্যে সূত্রমিত্যুক্তং  
বার্ত্তিকশ্চ তদ্বনিরাসায় সূত্রানুকারিভিরিতি ব্রহ্মেত্তত্ত্বব্যাহৃত্য-  
শমুক্তং স্বপদানীতি ইতরভাব্যেভ্য উৎকৃষ্টতাবোধনায়  
বিশিনষ্টি । সমগ্রশ্রুতিভিকল্পিতাভিরাসমস্তাদযুক্তং ॥ ৪৮ ॥  
নহু ময়া ক্রিয়মাণং ভাষ্যমপি কেবাঙ্কিদনাদরাস্পদং স্মাচে-  
ত্ত্বি কিমর্থং কর্তব্যমিতি চেত্তদ্রাহ । এতদেব তাবকং ভাষ্য-  
মিস্ত্রসহিতৈ দেবৈরপ্যর্চনীয়ং ভবিষ্যতি । অপি শক্যম্ভু-  
যৈরর্চনীয়ং ভবিষ্যতীতি কিমু বক্তব্যং । যতো নির্দোষ-  
মুদারক । ন কেবলং সেনৈশ্চৈ দেবৈরপ্যর্চনীয়ং ভবিষ্যতাপিত্ত  
চতুর্মুখসভায়ামপি শ্রেষ্ঠাং পূজাং প্রাপ্নাতীত্যর্থঃ ॥ ৪৯ ॥ কিঞ্চ  
ভাস্করো ভেদাভেদবাদী অভিনবগুপ্তঃ শাক্তো নীলকণ্ঠো ভেদ-

বিভাগ করিয়া “অথাতো ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা, জন্মাদ্যস্ত  
নতঃ, শাস্ত্রযোনিহাৎ, তত্ত্ব সমন্বয়াৎ” ইত্যাদিরূপ  
ব্রহ্মসূত্র সকল নিৰ্ম্মাণ করেন । যে ব্রহ্মসূত্রে কণা-  
দমুনিকৃত বৈশেষিক দর্শন, কাপিলমুনিকৃত সাংখ্য-  
দর্শন, পতঞ্জলিমুনিকৃত পাতঞ্জলদর্শন প্রভৃতির মত  
সকল সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে । মূঢ়মতি কতক-  
গুলি লোক সেই সকল ব্রহ্মসূত্রে কলিকাল কৃত-  
দোষারোপ ও দুই তিন বেদ বচনদ্বারা উপকৃত  
করিয়া কুৎসিত ভাষ্য রচনা করেন । বহুজ্ঞানবান্  
কতকগুলি লোক পুনরায় ঐ ভাষ্য দূষিত করিয়া  
তোলেন । ৪৬ । ৪৭ ।

সমষ্টিদ্বারা সর্বতোভাবে নিবদ্ধ । ভাষ্য লক্ষণ  
যথা—সূত্রের অনুরূপ বাক্যদ্বারা যে স্থানে সূত্রের  
অর্থ বর্ণিত হয়, এবং সূত্রের পদ সকল বর্ণিত  
থাকে, ভাষ্যবিৎ পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাষ্য বলিয়া  
নির্দেশ করিয়াছেন । ৪৮ ।

তোমার এই ভাষ্য ইন্দ্রাদি দেবগণের অর্চনীয়  
হইবে । তবে মনুষ্যদিগের যে অর্চনীয় হইবে,  
তাহাতে আর সংশয় নাই । কারণ, তোমার ভাষ্য  
নির্দোষ ও মহান্ । কেবল ইন্দ্রাদি দেবতাগণের  
পূজনীয় নহে, ব্রহ্মসভাতেও পরম পূজা প্রাপ্ত  
হইবে । ৪৯ ।

ভেদ ও অভেদ এই উভয় বাদী ভাস্কর, শাক্ত

অতএব তুমি শ্রুতি-মস্তক বেদান্তশাস্ত্রের  
অর্থ জানিয়াছ । এক্ষণে দুবুদ্ধি দিগের মত সকল  
নিরস্ত করিয়া সূত্রভাষ্য নিৰ্ম্মাণ কর । কারণ,  
সেই সূত্রভাষ্য সমগ্র শ্রুতিদ্বারা পরিপূর্ণ ও যুক্তি

খ্যাপয়াহুদয়মতে পরতত্ত্বং ॥ ৫০ ॥ মোহসন্তম-  
সবাসরনাথাংস্তত্র তত্র বিনিবেশ্য বিনেয়ান্ । পাল-  
নায় পরতত্ত্বসরণ্যামামুপৈষ্যসি ততঃ কৃতকৃত্যঃ ॥  
৫১ ॥ এবমেবমনুগৃহ্য কৃপাবানাগমৈঃ সহ  
শিবোহস্তরধত্ত । বিস্মিতেন মনসা সহ শিষ্যৈঃ  
শঙ্করোহপি স্মরসিকুমরাসীৎ ॥ ৫২ ॥ সন্নিহত্য বিধি-

মাহ্নিকমীশং ধ্যায়তো গুরুমথাখিলভাষাং । কর্তু-  
মুদ্যতমভূদ্ গুণসিন্ধো স্মানসং নিখিললোকহিতায়  
॥ ৫৩ ॥ কর্তৃত্বশক্তিমধিগম্য স বিশ্বনাথাৎ কাশী-  
পুরান্নিরগমত্ববিকাসভাজঃ । প্রীতঃ সরোজমুকুলা-  
দিব চক্ররীকনির্বন্ধতঃ সুখমবাপ যথা দ্বিজেন্দ্রঃ ॥  
৫৪ ॥ অদ্বৈতদর্শনবিদাং ভুবি সার্বভৌমো

বাদী শৈবঃ গুরুঃ প্রভাকরো মণ্ডনামিশ্রো ভট্টমতানুগায়ী । এতদা-  
দান্ পণ্ডিতানথ ভাষাকরণানন্তরং বিজিত্য পৃথিব্যামদয়মতে  
পরতত্ত্বং খ্যাপয়াহুদয়বুদ্ধে ইতি সম্বোধনং বা ॥ ৫০ ॥ কিঞ্চ মোহলক-  
ণসন্তমসভানুশিষ্যান্ তস্মিন্ তস্মিন্ দেশে পরতত্ত্বসরণ্যঃ পাল-  
নায় সংস্থাপ্য তদনন্তরং কৃতমবতারকৃত্যং যেন স মামুপৈষ্যসি  
॥ ৫১ ॥ এবমেবম শ্রীশঙ্করমনুগৃহ্য কৃপাবান্ শিবো বেদৈঃ সহ-  
স্তুর্ধানমগাৎ । শঙ্করোহপি বিস্ময়যুক্তেন মনসা শিষ্যৈঃ সহ স্বর্ণদীপ-  
গজাং প্রত্যগচ্ছৎ ॥ ৫২ ॥ আত্মিকবিধিঃ সন্নিহতা গুরুমীশং মহা-

দেবং ধ্যায়তো গুণসমুদ্ভুত শ্রীশঙ্করস্ত মানসং সর্বলোকহিতায়  
সমাগুদ্যামুদ্যুক্তমভূৎ ॥ ৫৩ ॥ স বিশ্বনাথাৎ কর্তৃত্বশক্তিং  
প্রাপ্য প্রীতঃ সন্ অবিকাসভাজঃ কাশীপুরান্নিরগমৎ । চক্ররীক-  
নির্বন্ধতো গজলুকভ্রমরনির্বন্ধকনকপাৎ সরোজমুকুলাদিভোজি-  
পুরোপমা । যথা পক্ষিগামিন্দ্রো হংসো নির্গতা সুখমাপ্নোতি  
তথাহং ব্রাহ্মণেন্দ্রঃ সুখং প্রাপ । প্রত্যবরতমুপমা বাচকোপাদা-  
নাদনেকৈবেয়মুপমা ॥ ৫০ ॥ ৫১ ॥ ভুবি অদ্বৈতশাস্ত্রবিদাং

অভিনব গুপ্ত, ভেদবাদী শৈব নীলকণ্ঠ, গুরুপ্রভা-  
কর, ভট্টমতের অনুযায়ী মণ্ডনমিশ্র, ইত্যাদি মুখ্য  
পণ্ডিতদিগকে ভাষ্য রচনা করিবার পর জয় করিয়া  
ভূমি জগতে অদ্বৈতমতে পরমতত্ত্ব প্রকাশ কর ।  
৫০ ।

অজ্ঞানরূপ গাঢ়তিমিরের প্রভাকর তুল্য  
তোমার শিষ্যদিগকে সেই সেই প্রদেশে পরমতত্ত্ব-  
পদ্ধতির পরিপালনের নিমিত্ত সংস্থাপিত কর ।  
অনন্তর যে জন তোমার অবতার হইয়াছে, সেই  
অবতার কার্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করিয়া আমার  
দেহে সঙ্গত হইবে । ৫১ ।

এইরূপে শঙ্করের উপর অনুগ্রহ প্রকাশ  
করিয়া কৃপাময় মহাদেব বেদের সহিত অস্তুর্ধান

হইলেন । শঙ্করও বিশ্বয়াকুলহৃদয়ে শিষ্য সকল  
সমভিব্যাহারে করিয়া স্মরনদী গঙ্গাতীরে উপস্থিত  
হইলেন । ৫২ ।

আত্মিক কার্য সমাপ্ত করিয়া গুরুদেব মহা-  
দেবের ধ্যান করিতে করিতে গুণসাগর শঙ্করের  
সকল লোকের হিতসাধনার্থ ভাষ্য সকল নির্মাণ  
করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা হইল । ৫৩ ।

যে রূপ দ্বিজ অর্থাৎ পক্ষীদিগের শ্রেষ্ঠ হংস,  
পরিমললুক ভ্রমর দিগের নির্বন্ধরূপ কমল মুকুল  
হইতে নির্গত হইয়া সুখ পাইয়া থাকে, সেইরূপ  
দ্বিজরাজ শঙ্কর বিশ্বেশ্বরের নিকট হইতে কর্তৃত্বশক্তি  
প্রাপ্ত হইয়া প্রীতমনে শঙ্কর বিরহে যেন শ্রীভক্ট  
সেই কাশীধাম হইতে নির্গত হইয়া সুখ প্রাপ্ত  
হইলেন । ৫৪ ।

যাতেষ ইত্যাডুপবিশ্বসিতাতপত্রঃ । অস্তাচলে বহতি  
চারু পুরঃ প্রকাশবাজেন চামরমখাদিব দিক্শু কাস্তা ॥  
৫৫ ॥ শাস্তাং দিশং দেবনৃণাং বিহায় নান্যা  
দিগৈশ্চ সমরোচতাক্ষা । তত্রত্যতীর্থানি নিষেবমাণো  
গন্তুং মনোহৃদ্বদরীং ক্রমাৎ সঃ ॥৫৬॥ তেনাম্ববর্তি  
মহতা কচিছুক্ষশালি শীতং কচিৎ কচিদৃজু কচি-  
দপ্যরালং । উৎকণ্টকং কচিদকণ্টকবৎ কচিচ্চ-

সার্বভৌমো যশ্চক্রবর্তী এষ শ্রীশঙ্করো গচ্ছতীত্যতশ্চন্দ্রবিম্বা-  
শ্রকং শ্বেতচ্ছত্রমস্তাচলে বহতি সতি পুরঃ প্রকাশবাজেন দিক্-  
শু কাস্তা দিগ্লক্ষণাশোভনা কাস্তা চামরং বাধাদিব । পাঠান্তরে  
সুখেন দিগ্ বাধাদিতি বাখ্যায়ং ॥ ৫৫ ॥ দেবনরুণাং শাস্তা-  
মুত্তরাং দিশং বিহায়াত্মা দিগৈশ্চ সাক্ষার সমরোচত । উদীচ উৎ-  
কণ্টকোষা টেব দেবমনুষ্যাণাং শাস্তা দিগিতি ক্রতেঃ । তাস্মত্ত-  
ত্রত্যতীর্থানি নিষেবমাণঃ ক্রমাৎ বদরীশ্রবৎ স মনোহৃদ্বৎ ইন্দ্রবজ্রা-  
৥ ৫৬ ॥ কচিছুক্ষশালি কচৎ শীতং কচিদৃজু কচিৎ কুটিলং  
অরালং কুটিলে সর্জরসে সমদদন্তিনীতি মেদিনী । কচিৎ উক্

অদ্বৈতশাস্ত্রজ্ঞদিগের চক্রবর্তী শঙ্করাচার্য্য কাশী-  
পরিত্যাগ করিয়া যখন গমন করেন, তখন অস্ত-  
গিরি, চন্দ্রবিশ্বরূপ শ্বেতচ্ছত্র তাঁহার মস্তকে ধারণ  
করিল । ৫৫ ।

উত্তরদিক্ দেবতা ও মনুষ্যদিগের অনুকূল  
তাঁহার ঐ দিক্ বর্জন করিয়া অন্তর্দিক্ যথার্থ রুচি-  
জনক হয় নাই । অতএব তত্রত্য তীর্থ সকল সেবা  
করিয়া ক্রমে ক্রমে তিনি বদরিকাশ্রমে উপস্থিত  
হইলেন । ৫৬ ।

কোনস্থানে উষ্ণ, কোন স্থানে শীতল, কখন  
সরল, কখন কুটিল, কখন উক্ণমুখ, কণ্টকযুক্ত,  
কখন বা একেবারে কণ্টক বিরহিত, এইরূপে ব্যব-

তদ্বজ্র মূর্খজনচিত্তমিবাব্যবস্থম্ ॥৫৭॥ আত্মানম-  
ক্রিয়মপব্যয়মীক্ষিতাপি পাত্নৈঃ সমং বিচলিতঃ  
পথি লোকরীত্যা । আদৎ ফলানি মধুরাণ্যপিবৎ  
পয়াংসি প্রায়াদুপাশিশদশেত তথোদতিষ্ঠৎ ॥ ৫৮ ॥  
তেন ব্যনীয়ত তদা পদবী দবীযন্তাসাদিতা চ  
বদরী বনপুণ্ড্রভূমিঃ । গৌরীশুরা অবদমন্দবরী-

মুখকণ্টকযুক্তং কচিচ্চ কণ্টকবিনিমুক্তং মূর্খজনচিত্তবৎ ব্যবস্থা-  
বর্জিতং বজ্রপহাস্তেন মহতাহবর্তি অনুসৃতম্ বৎ ॥৫৭॥ অক্রিয়-  
মব্যয়মাশ্রয়মীক্ষিতাপি পাত্নৈঃ সমং বিচলিতঃ সন্ মার্গে লোক-  
রীত্যা মধুরাণি ফলানি আদৎ ভক্ষণার্থস্তাদিত্যতো লিপি  
অদঃ সর্কেষামিত্যপ্তকসার্বভৌমকস্তাভাগমে রূপং । মধুরাণি  
ফলানি অপিবৎ প্রায়ঃ গমনং কৃতবান্ উপাশিশদুর্বিষ্টবান্  
অশেত শয়নং কৃতবান্ তথোদতিষ্ঠৎ উত্থানং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥  
৫৮ ॥ দবীযমী পদবী তেন ব্যনীয়ত সুদূরং বজ্রাস্তিক্রান্ত-  
বান্ । বনপুণ্ড্রভূমি বদরী আসাদিতা চ গৌরীশুরো হিমালয়াৎ

স্বাবর্জিত মূর্খজনের চিত্তের তুল্য পথ সকল,  
মহাত্মা শঙ্কর অতিক্রম করিলেন । ৫৭ ।

আত্মার ক্রিয়া নাই, ব্যয় নাই, আচার্য্য শঙ্কর  
ইহা জানিয়া ছিলেন । কিন্তু পথিক দিগের  
সহিত পথে যাইতে যাইতে লৌকিক রীতানুসারে  
মধুর ফল সকল ভোজন করিতেন, মধুর বারিপান  
করিতেন, গমন করিতেন, উপবেশন করিতেন,  
শয়ন করিতেন ও উত্থান করিতেন । ৫৮ ।

তিনি দূরবর্তী পথ সকল অতিক্রম করিয়া বদ-  
রীবনের পুণ্ড্রভূমি প্রাপ্ত হইলেন । যে বদরিকা-  
শ্রমের পুণ্ড্রভূমিতে পার্শ্বতী পিতা হিমালয়  
হইতে পরিস্রুত, বৃহৎ নিব্বরযুক্ত, এবং খেলাসক্ত

পরীতা খেলংসুরীযুতদরী পরিভাতি যস্যাম্ ॥ ৫৯ ॥  
স দ্বাদশে বয়সি তত্র সমাধিনিষ্ঠে ব্রহ্মধিভিঃ শ্রুতি-  
শিরো বহুধা বিচার্য্য । যড়্ভিশ্চ সপ্তভিরথো নব-  
ভিশ্চ যিন্মৈর্ভব্যং গন্তীরমধুরং ফণিতিস্ম ভাষ্যং ॥ ৬০ ॥

অবস্তীভিরমন্থরীভি ব্যাপ্তা যস্যাম্ বদর্য্যাম্ খেলন্তীভিঃ সুরা-  
ধনাভি যুক্তা দরী পরিভাতি ॥ ৫৯ ॥ স শ্রীশঙ্করো দ্বাদশে বয়সি  
তত্র বদর্য্যাম্ সমাধিনিষ্ঠেঃ যড়্ভিঃ ক্ষুৎপিপাসে জরামৃত্যু শোক-  
মোহো যড়্ভ্যম্ ইত্যাক্তযড়্ভিম্বিত্ত্বা ত্বক্চর্মাংসাস্থিমেদো-  
মজ্জারেতোভিঃ সপ্তধাতুভিঃ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ানি চত্বার্য্যন্তঃকরণা-  
নীতি নবভিশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকং কর্মোন্দ্রিয়পঞ্চকমন্তঃকরণ-  
চতুষ্টয়ং সপ্তগুভূতপঞ্চকং প্রকৃতাষ্টকং বা বিদ্যাকামঃ কর্মো-  
পাসনা চেতি নবভিরিতি বা দ্বারৈর্কী নবভিঃ যৈ যিন্মাষ্টে ব্রহ্ম-  
ধিভির্কৈদাস্তং বহুধা বিচার্য্য ভবাং শুভং গন্তীরঞ্চ তন্মধুরঞ্চ  
সূত্রভাষ্যং ফণিতিস্ম । যড়্ভিশ্চ সপ্তভিরথো নবভিশ্চ যিন্মৈ-  
র্ভব্যং যোগ্যমিতি বা । ভব্যং শুভে চ মতো চ যোগ্যে ভাবিনি চ  
ত্রিষিতি মেদিনী ॥ ৬০ ॥ উপনিষদামপি ভাষ্যং কৃতবানিত্যাহ

সুরাস্তনা পরিবেষ্টিত পর্বত গহ্বর শোভা পাইতে-  
লাগিল । ৫৯ ।

ক্ষুধা পিপাসা, জরামৃত্যু শোক মোহ এই ছয়  
তরঙ্গ । ত্বক্, চর্মা, মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা ও শুক্র  
এই সপ্তধাতু । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মোন্দ্রিয় ও  
চারিটী অন্তঃকরণ পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মোন্দ্রিয়,  
পঞ্চপ্রাণ, অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, সপ্তগু ক্রিতি, অপ-  
ইত্যাদি পঞ্চভূত, অথবা আটটি প্রকৃতি ) অবিদ্যা,  
কাম কর্মা ও উপাসনা এই প্রকার নবদ্বারে যাহারা  
অত্যন্ত খেদাশ্রিত, সেই সমস্ত সমাধিনিষ্ঠ ব্রহ্মধি-  
দিগের সহিত বারম্বার বেদান্ত শাস্ত্রের বিচার  
করিয়া শঙ্করাচার্য্য দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়  
শুভ, গন্তীর অথচ মনোহর বেদান্তসূত্রের ভাষ্য  
নির্ম্মাণ করেন । ৬০ ।

করতলকলিতারয়াস্ততঃ ক্ষপিতদুরন্ত্চিরন্তন-  
প্রমোহং । উপচিতমুদিতোদিতৈ গুনৌবৈরুপ-  
নিসদাময়মুজ্জহার ভাষ্যং ॥ ৬১ ॥ ততো মহাভারত-  
সারভূতাঃ স ব্যাকরোদ্ভাগবতীশ্চ গীতাঃ । সনং-

করতলে কলিতং প্রকাশিতমাত্ততঃ যেন ক্ষপিতো দুরন্ত-  
চিরন্তনোহনাদিভূতো মোহো যেন উদয়ং প্রাপ্তৈরুপ-  
নিসদাময়মুজ্জহার ভাষ্যং । দেহাভিমানাদিভূতানি নিশ্চয়েন উপসা-  
দয়তি বিসারয়তি শিথিলয়তি পরঞ্চ ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মত্বেন নিতরাং  
গময়তি সর্বানর্থমূলভূতানবিদ্যান্যস্তমবসাদয়তুয় লয়তী-  
ত্বাপনিষদ্ ব্রহ্মবিদ্যা । তৎপ্রতিপাদকানাং ঈশকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ড-  
কমাণ্ডুকাঠেতিহিরেয়ৈতরেয়ছন্দোগ্যবৃহদারণ্যখ্যানাং বেদা-  
স্তানাং ভাষ্যমুজ্জহার কৃতবান্ পুস্তিকায়া ॥ ৬১ ॥ ততস্তদ-  
নস্তরং মহাভারতশ্চ নিখিলবেদশাখ্যপ্রকাশকশ্চ সারভূতাঃ ভগ-

বাহার করতলে অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয়,  
যিনি দুরন্ত, চিরন্তন, অনাদি মোহজাল ক্ষয় করিয়া  
ছিলেন, যিনি উক্ত বিবিধগুণে বিরাজিত হইয়া  
উপনিষৎ সমূহের শুভ ভাষ্য নির্ম্মাণ করেন ।  
যিনি লোকের দেহে যে আত্মাভিমান আছে, এবং ঐ  
আত্মাভিমান হইতে যে সমস্ত দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহা  
নিশ্চয়রূপে যে শাস্ত্র দ্বারা বিবাদিত, নিঃসারিত  
অথবা শিথিলিত হইয়া থাকে, এবং প্রত্যগাত্মরূপে  
নিতান্ত পরম ব্রহ্ম দেখাইয়া থাকে, ও সকল  
অমঙ্গলের মূলভূত অবিদ্যা (অজ্ঞান) অতান্তরূপে  
'অবসন্ন অর্থাৎ উন্মূলিত হইয়া থাকে, তাহার নাম  
উপনিষৎ বা ব্রহ্মবিদ্যা । এই স্থলে সেই ব্রহ্ম-  
বিদ্যা-প্রতিপাদক ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন মুণ্ডক্য,  
মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরিয়, ঐতরেয়, ছন্দোগ্য ও বৃহদা-  
রণ্যক উপনিষৎ বুঝিতে হইবে । ৬১ ।

অনস্তর নিখিল বেদশাস্ত্রের অর্থপ্রকাশ এবং



সুজাতীয়মসংস্কৃতং ততো নৃসিংহস্ত চ তাপনীয়ং  
॥৬২॥ গ্রন্থানসংখ্যাংস্তদনুপদেশসহস্রিকাदीन् ব্যা-  
খ্যাং সুধীভাঃ । শ্রুত্বার্থবিদ্যানবिवেকপাশান্মুক্তা  
পিরক্তা যতয়ো ভবন্তি ॥ ৬৩ ॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্যাবা-  
বুদেত্য প্রকাশমানে কুমতি প্রণাতাঃ । ব্যাখ্যাক্তকারাঃ  
প্রণয়ঃ সমীযু দুর্ক্বাদিচক্রপ্রভয়া বিযুক্তাঃ ॥ ৬৪ ॥

বক্ষ্যতাঃ স ব্যাখ্যাতবান্ । ততো ভারতস্ত সনৎসুজাতীয়-  
মসতাং সুদূরমগত্যাং ততশ্চোক্তরনৃসিংহতাপনীয়ং ব্যাকরোৎ  
উ. ॥ ৬২ ॥ তদনু ততঃ পশ্চাদুপদেশসহস্রিকাदीনসংখ্যা-  
তান্ গ্রন্থান্ সুধীভিঃ স্তভাঃ পরমার্থজ্ঞঃ শ্রীশঙ্করো বাদযাৎ ।  
বান্ গ্রন্থান্ শ্রুত্বা বিরক্তা যতয়োঃবিবেকপাশান্মুক্তা ভবন্তি ।  
॥৬৩॥ শ্রীশঙ্করাচার্য্যস্মো উদয়ঃ প্রাপ্য প্রকাশমানে সতি দুর্ক্বা-  
দিচক্রপ্রভয়া বিযুক্তাঃ সচিতাঃ কুবুজিভিঃ প্রণীতা ব্যাখ্যাক্ত-  
কারাঃ সমাগ্ণয়ঃ আপুঃ ॥ ৬৪ ॥ অখানস্তরং পরেযাং বা-

মহাভারতের সারভূত ভগবৎগীতার ব্যাখ্যা করেন ।  
তৎপরে অসং লোকের অত্যন্ত দুর্লভ সনৎসুজা-  
তায় গ্রন্থের ব্যাখ্যা ও নৃসিংহের তাপপ্রদ ব্যাখ্যা  
করেন । ৬২ ।

অনন্তর অর্থবিৎ ও সুধীগণের পূজনীয় শঙ্করা-  
চার্য্য, যে সকল গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া বিরক্ত যতিগণ,  
অবিবেক পাশহইতে মুক্তি লাভ করেন, ওরূপ সহস্র  
সহস্র উপদেশ পরিপূর্ণ অসংখ্য গ্রন্থসকল নির্মাণ  
করিলেন । ৬৩ ।

শঙ্করাচার্য্য সূর্য্যের মত উদিত হইয়া প্রকাশিত  
হইলে শশধর সদৃশ দুষ্কবাদীগণের প্রভার সহিত  
মূঢ়মতি প্রণীত ব্যাখ্যারূপ অন্ধকার সমাক্রূপে লয়-  
প্রাপ্ত হইল । ৬৪ ।

অথ ত্রতীন্দু কিংবিবদ্ নিনেয়ানধ্যাপয়ামাস স  
নৈজভাষম্ । তর্কৈঃ পরেযাং তরুণৈঃ কিংবিশ্বমরী-  
চিভিঃ সিন্ধুবদপ্রশোষাম্ ॥ ৬৫ ॥ নিজশিষ্যাহদ-  
জভাষতো গুরুবর্ষস্ত সনন্দনাদয়ঃ । শমপূর্ব্বগণৈ-  
রশুশ্রবন্ কতিচিচ্ছিষ্যগণেষু মুখ্যতাম্ ॥ ৬৬ ॥ স  
নিতরামিতরা শ্রবতো লসন্নিয়মমদ্রুতমাপ্য সনন্দনঃ ।  
শ্রুতনিজশ্রুতিকোহপ্যভবৎ পুনঃ পিপঠিসু গহনার্থ-

দিনাং তর্কৈস্তরুণৈঃ সূর্য্যাকিরণৈঃ সমুদ্রবৎ শোষণিতুমশক্যাং স্যৈয়ং  
ভাষাং স ত্রতীন্দু কিংবিবচ্ছিয়ানধ্যাপয়ামাস ॥ ৬৪ ॥ নিজ-  
শিষ্যাহদয়কমলভানো গুরুবর্ষান্ত শিষ্যগণেষু মুখ্যতাং কেচিৎ  
সনন্দনাদয়ঃ শমাদিশুগৈরশুশ্রবন্ অভ্যস্তবন্তঃ । বিরোগিনী  
॥ ৬৬ ॥ স সনন্দন ইতরাশ্রবত ইতবেভ্য আশ্রবেভ্যো বচ-  
নস্থিতেভ্যঃ শিষ্যেভ্যঃ আশ্রবোদ্ধীকৃতো ক্লেশে নাশ্রবদচনস্থি-  
ইতি মেদিনী । নিতরাং লসন্ সন্ শ্রুতা নিজশ্রুতিঃ স্ববেদো যেন  
স তথাবিধোহপি গহনার্থস্ত বিজ্ঞানেচ্ছুরাভূতং নিয়মং প্রাপ্য পুনঃ

নবোদিত সূর্য্য-কিরণ যেরূপ সমুদ্র শুষ্ক  
করিতে পারে না, সেইরূপ বাদীগণের অভি-  
নবতর্কে অশোষণীয় স্বকীয় ভাষা, যতিবর বিনীত  
শিষ্যদিগকে বিধিবিধানে অধ্যয়ন করাইলেন । ৬৫ ।

যিনি স্যৈয় শিষ্যগণের হৃৎপদ্মের প্রভাকর, সেই  
গুরুবরের শিষ্যগণের মধ্যে কে প্রধান শিষ্য হইবে,  
এবং কিরূপে ঐ প্রাধান্য লাভ করিতে পারি তন্নি-  
মিত্ত শম, দম, ও তিতিক্ষাদি গুণসম্পন্ন সনন্দনাদি  
কতকগুলি শিষ্য ঐ ভাষা অভ্যাস করিতে লাগিল ।  
৬৬ ।

সনন্দন শঙ্করের আজ্ঞানুবর্তী শিষ্য থাকাতে  
তিনি অতিশয় শোভা পাইতে লাগিলেন ।  
এবং যদিচ তিনি সমুদয় স্বকীয় বেদ শ্রবণ করিয়া

বিবিংসয়া ॥ ৬৭ ॥ অদ্বন্দ্বভক্তিমমুমাঅপদার-  
বিন্দরন্দে নিতান্তদয়মানমনা মুনীন্দ্রঃ । আশ্রায়-  
শেখররহস্যনিধানকোশমাত্মীয়কোশমখিলঃ ত্রির-  
পাঠয়ন্তম্ ॥ ৬৮ ॥ ইৰ্ষ্যাতরাকুলহৃদামিতরাশ্রবাণাং  
প্রথাপয়ম্নুপমামদসীযভক্তিম্ । অভ্রাপগাপর-  
তটস্থমমুং কদাচিদাকারয়ম্মিগমশেখরদেণিকেন্দ্রঃ ॥  
৬৯ ॥ সস্তারিকাছনবধিসংহৃতিসাগরস্ত কিং

পঠনেচ্ছুরভবৎ । ইতরাশ্রবতোহন্তু তং লসন্তঃ নিয়মমদ্বন্দ্বাং রাগ-  
দেবাদিমাণ্যোতি বা দ্রুতবিলম্বিতরুণম্ ॥ ৬৭ ॥ আশ্রপদারবিন্দযুগলে-  
হৃদবিবিন্দুভূতা ভক্তি যন্ত তমমুং সনন্দনং নিতান্তমতাত্তং দয়-  
মানং দয়াং কুক্ষাণং মনো যস্য স মুনীন্দ্রঃ বেদান্তরহস্যনিধানস্ত  
নিধেঃ কোশঃ পাত্রমাত্মীয়গ্রন্থঃ সৰ্বঃ ত্রিরপাঠয়ৎ ত্রিবারং পাঠি-  
তবান্ ৬০ ॥ ৬৮ ॥ ঈৰ্ষ্যাভরেনাকুলং হৃদয়ং যেষামিতরাশ্রবাণাং  
সক্কাঃ মধোহসাবনুপমামমুমা সনন্দনস্ত ভক্তিঃ প্রথাপয়ম্ন-  
ভ্রাপগা আকাশনদী গঙ্গা অত্রং মেঘে চ গগনে ধাতুভেদেচ

ছিলেন, তথাপি গভীর অর্থ জানিতে ইচ্ছা করিয়া  
অদ্বুত নিয়ম ধারণপূর্বক পুনরায় তাঁহার কাছে  
পড়িতে মানস করিলেন । ৬৭ ।

পরমাত্মার পদাক্ষয়ুগলে সনন্দনের রাগ দেবাদি  
বর্জিত ভক্তি দেখিয়া মুনীন্দ্রের মন তাঁহার উপর  
নিতান্ত দয়ালু হইল । এবং পরে বেদান্ত শাস্ত্রের  
রহস্য ও মর্ম্মের নিধিস্বরূপ স্বকীয় গ্রন্থ তিনবার  
করিয়া তাঁহাকে পাঠ করাইলেন । ৬৮ ।

অন্যান্য যে সমস্ত আশ্রানুবর্তী শিষ্য ছিল,  
তাহাদের সকলেরই হৃদয় ঈর্ষাভরে আকুল হইল ।  
কিন্তু ঐ সমস্ত শিষ্যদিগের মধ্যে সনন্দনের ভক্তি  
অধিক পরিমাণে বিখ্যাত দেখিয়া একদিন বেদান্ত

তারয়েষ সরিতং গুরুপাদভক্তিঃ । ইত্যঞ্জসা প্রবি-  
শতঃ সলিলং দ্ব্যসিন্ধুঃ পদ্মান্দ্দক্ষয়তি তস্ত  
পদেপদে স্ম ॥ ৭০ ॥ পাথোরুহেষু বিনিবেশ্য  
পদং ক্রমেণ প্রাপ্তোপকণ্ঠমমুমপ্রতিমানভক্তিঃ ।  
আনন্দবিস্ময়নিরন্তরনিরন্তরোহসাবাল্লিষ্যপদ্মপদনাম-

কাঞ্চন ইতি মেদিনী । তস্তাঃ পরতটস্থমমুং সনন্দনং কদাচিবেদা-  
ন্তদেণিকেন্দ্র আহুতবান্ ॥ ৬৯ ॥

অনবধিসংসারসাগরস্ত সস্তারিকা গুরুচরণভক্তিঃ নদীং কিং  
ন সস্তারয়েদপিতু তারয়েদেবেতি বিচার্য শীঘ্রমেব জলং প্রবি-  
শতস্ত গুরুভক্তস্ত পদে পদে গঙ্গা পদ্মানি উদক্ষরাত্মোজ-  
জ্বায়ামাস ॥ ৭০ ॥ জলরুহেষু ক্রমেণ পদং বিনিবেশ্য প্রাপ্তসমীপঃ  
তমমুম্নুপমভক্তিং আনন্দবিস্ময়াভ্যাং নিরন্তরনিরন্তরোহসাবাত্তং

শাস্ত্রের গুরুবর শঙ্কর, আকাশ নদী গঙ্গার পরপারে  
ঐ সনন্দনকে আহ্বান করিলেন । ৬৯ ।

অপার সংসার সমুদ্রের পারকারিণী গুরুপদে যে  
আমার ভক্তি, আছে সে ভক্তি কি আমাকে এই নদী  
হইতে উত্তীর্ণ করিতে পারিবে না? বস্তুতঃ যে  
সাগরের পরপারে লইয়া যাইতে পারে, সে নদীর  
অপর পারে লইয়া যাইবে, ইহা বিচিত্র নয়। এইরূপ  
বিচার করিয়া শীঘ্র যখন ঐ গুরুভক্ত সনন্দন, জলে  
প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ  
গঙ্গা তাহার পদেপদে পদ্ম সকল বিকসিত করিতে  
লাগিল । ৭০ ।

তিনি ক্রমশঃ কমল কুশুমের উপর চরণ রাখিয়া  
তীরের সমীপে উপস্থিত হইলেন । এবং তাঁহার  
ভক্তির তুলনা নাই জানিয়া শঙ্করের হৃদয় এক  
কালে আনন্দ ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইল । পরে

পদং বাতানীং ॥ ৭১ ॥ তং পাঠয়ন্তুমনবদাতমাত্ম-  
বিদ্যাং যে তু স্থিতাঃ সদসি তত্ত্ববিদাঃ সগৰ্ব্বাঃ ।

পরিপূর্ণোহসাবালিকা পদ্মপাদেতি নামপদং বাতানীং স্থিতারিত-  
বান্ ॥ ৭১ ॥ অনবদাতমাত্মবিদ্যাং পাঠয়ন্তুঃ শ্রীশঙ্করং তত্ত্ব-  
বিদাঃ সদসি যেতু কেচিৎ সগৰ্ব্বাঃ কুমতে পাশুপতেহভিমানো  
যেষাং বিবেকলক্ষণস্ত ব্রহ্মসোত্রদাবাধিবদাচরন্তঃ স্থিতান্তে  
চিহ্নপূরাক্ষেপান্ কৃতবন্তঃ । তথা চি কার্যাকারণযোগবিধি-  
হুঃখান্তাঃ পঞ্চ পদার্থাঃ পশুপতিনৈশ্বরেণ মোক্ষায়োপদিষ্টাঃ । তত্র  
কার্যং মহাদাদি । কারণং প্রধানং । যোগঃ সমাধিঃ । বিধিঃ ত্রি-  
বণমানাদিঃ । হুঃখান্তো মোক্ষঃ । প্রধানমুপাদানকারণং পশুপতি-  
ব্রাহ্মরো নিমিত্তকারণং । স ঐক্ষাক্ষক্রে স প্রাণমসৃজতেতাদি-

তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া 'পদ্মপাদ' এই নাম  
প্রদান করিলেন । ৭১ ।

শঙ্কর যখন মনন্দনকে অনিন্দনীয় আত্মবিদ্যা পড়া-  
ইতেছিলেন, তৎকালে ঐ তত্ত্বজ্ঞদিগের সভায় কতক-  
গুলি গর্বিত ও কুৎসিত এবং পাশুপত মতের  
পক্ষপাতী, এবং যাহারা বিবেক রূপ বিটপীর  
দাবানলের তুলা, তাহারা তাহাকে তিরস্কার করিতে  
লাগিল । ঈশ্বর পশুপতি কার্য, কারণ, যোগ,  
বিধি ও দুঃখান্ত এই পাঁচটি পদার্থ মোক্ষের  
নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছেন । তন্মধ্যে কার্য মহাদাদি,  
কারণ প্রধান, যোগ সমাধি, বিধি ত্রৈকালিক স্নানাদি  
এবং দুঃখান্ত মোক্ষ । কিন্তু প্রধানই জগতের উপা-  
দান কারণ, এবং ঈশ্বর পশুপতি জগতের নিমিত্ত  
কারণ । “স ঐক্ষাং চক্রে স প্রাণমসৃজত”  
তিনি পর্যালোচনা করিলেন, তিনি প্রাণ সৃজন  
করিলেন । ইত্যাদি বেদবচনে ঈশ্বরের আলোচনা-  
পূর্বকই কর্তৃত্ব প্রবণ করা যাইতেছে । এবং ঘট

আচিহ্নিপুঃ কুমতপাশুপতাভিমানাঃ কেচিদ্বিবেক-

শ্রতিবু ঐক্ষাপূর্বক কর্তৃত্ব প্রবণাং । ঐক্ষাপূর্বকং কর্তৃত্বং নিমিত্ত-  
কারণেষু কুলাদিষু দৃষ্টং । অনেককারকপূর্বকায়াম্  
ক্রিয়ায়াঃ ফলসিদ্ধি লোকে দৃষ্টা । স চত্বার আদিকর্তৃদ্যপি সঙ্ক-  
ময়িতুং যুক্তঃ । কিন্তু যপেশ্বরাণাং রাজবৈবস্বতাদীনাং নিমিত্ত-  
কারণম্বেব কেবলং প্রতীয়তে তদ্বৎ পরমেশ্বরস্যাপি নিমিত্ত-  
কারণম্বেব । কিন্তু সাবয়বমচেতনমশুদ্ধমিদং জগদ্রক্ষণং নানাবৎ-  
লক্ষণব্রহ্মোপাদানকং সম্ভবতি কচিদাদীনাং মুদিকারণত্ব দর্শ-  
নাৎ । অপিচ যদি হুঃখমোহাদ্যাক্ষকং কার্যং ব্রহ্মোপাদানকং  
‘স্যাভিহি’ প্রলয়ে স্বোপাদানেন ব্রহ্মণা বিভাগমাপদ্যমানং কারণ-

পদার্থের নিমিত্ত কারণ কুন্তকারাদিতে ও আলোচনা  
পূর্বক কর্তৃত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে, যে ক্রিয়ার পূর্বক  
অনেক গুলি কারক থাকে তাহারই জগতে ফল-  
সিদ্ধি দেখা যায় । এই রূপ নিয়ম আদিকর্তার  
উপর সংস্থাপিত করা উচিত । অথবা ঈশ্বর তুলা  
বৈবস্বতাদিনরপতি কেবল নিমিত্ত কারণ বলিয়া  
যেমন প্রতীত হয়, সেইরূপ পরমেশ্বরও নিমিত্ত  
কারণ । লবণাদি যে রূপ মৃত্তিকার বিকার সেইরূপ  
অবয়বী অচেতন, অশুদ্ধ এই জগতের নিরবয়ব,  
সচেতন ও শুদ্ধ ব্রহ্ম কখনই উপাদান কারণ হইতে  
পারেনা । এবং দুঃখ মোহাদি পরিপূর্ণ এই কার্য-  
সমষ্টির (জগতের) ব্রহ্মাই যদি উপাদান কারণ হয়  
তাহা হইলে প্রলয়কালে কার্যের উপাদান কারণ  
ব্রহ্ম যখন সমস্ত পদার্থ বিভাগ করিবে তখন ঐ কার্য  
স্থায় ( কার্যগত ) দোষ দ্বারা কারণকে ( ব্রহ্মাকে )  
দূষিত করিবে । তখন এই জগতের ব্রহ্মাই যে  
উপাদান কারণ, এরূপ কল্পনার কোন সামঞ্জস্য  
রক্ষা হয় না । অতএব বেদে যে সমস্ত কারণ আছে,

বিটপোগ্রদবায়মানাঃ ॥ ৭২ ॥ তদ্ বিকল্পনমনস্

মনীষঃ শ্রুত্বাদাহরণতঃ স নিরস্ত । ঈষদন্তুমিতগর্দ-

মাত্মীয়েন দোষেণ দুষয়েদতোহস মজ্জসমিদংগতো ব্রহ্মো-  
পাদানকণ্ডকম্পনঃ । তস্মাৎ কারণশ্রুতঃ পশুপতেশ্বরস্য  
নিমিত্তকারণকুবোধিকা ইত্যবশ্যমাত্মৈরমিতি বঃ ॥ ৭২ ॥ নৈতৎ  
সারং ব্রহ্মণো ভিন্ননিমিত্তোপাদানকুবোধীকারে প্রতিজ্ঞা-  
দৃষ্টান্তয়োঃরূপরোধাৎ । প্রতিজ্ঞা তাবদ্বক্ত তমাদেশ-  
মপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতমবিজ্ঞাতং  
বিজ্ঞাতমিতি । যদি ব্রহ্মোপাদানং ন স্যাৎতর্হীষ্যং প্রতিজ্ঞোপ-  
কথ্যোক্ত্য কার্যব্যতিরিক্তনিমিত্তকারণবিজ্ঞানেন তৎকার্যজ্ঞানা-  
দর্শনাৎ । দৃষ্টান্তোহপি যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃগয়ং

ঈশ্বরপশুপতির মতে তাহারাই নিমিত্ত কারণ ইহা  
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । ৭২ ।

পূর্বেবাক্ত বাক্য কখনই সারগর্ভ নহে । কারণ, ব্রহ্ম  
ভিন্ন যে কোন পদার্থ নিমিত্ত কারণ অথবা উপাদান  
কারণ হইলে প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তের বিরোধ  
হইয়া থাকে । প্রতিজ্ঞা যথা—“উত তমাদেশ-  
মপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি অমতং মতম  
বিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি” তুমি আমাকে সেই আদেশ  
বলিয়াছ, যে আদেশ দ্বারা অশ্রুত শ্রুত হয়, অমত  
মত হয় ও অজ্ঞাত জ্ঞাত হয় । যদি ব্রহ্ম উপাদান  
কারণ না হয়, তাহা হইলে এরূপ প্রতিজ্ঞার বিরোধ  
উপস্থিত হয় । কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন নিমিত্ত  
কারণ জানিতে পারিলে সেই কার্য্যের জ্ঞানই হয় না  
দৃষ্টান্ত যথা, ‘সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃগয়ং  
বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং  
মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্’ হে মনোজ্ঞ ! একটি মৃৎ-  
পিণ্ড জানিলে সকল মৃৎপিণ্ড জানিতে পারা যায় ।  
তবে বাক্য দ্বারা “হরি, রাম গোপাল” ইত্যাদি

বিজ্ঞাতমিতি । বা চারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্য-  
মিত্যুপাদানগোচর এবাম্মায়তে । নিমিত্তত্বস্বর্ধষ্ঠাত্তুরাভাবা-  
দধিগন্তব্যং । শ্রুতপ্তস্তেরেকমেবাদ্বিতীয়মিত্যবধারণাদন্তথা-  
প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তোপরোধস্ত স্পষ্টত্বাৎ । কিন্তু মোহকাময়ত বহু শ্রাং  
প্রজায়েযেতি তদৈক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েযেতি চ শ্রুত্যা  
পরমাত্মন এব কর্তৃত্বং প্রকৃতিত্বঞ্চ নিশ্চীয়তে । অত্যন্তসাদৃশ্যং  
তুপাদানোপাদেয়য়ো নাপেক্ষিতং গোময়বৃষ্টিকরো দেহ-  
কেশরোশ্চ তদদর্শনাৎ । নাপি কার্গন্ত ব্রহ্মদৃশকত্যা ঘটাদি-  
বিকারাণাং কারণেনাবিভাগমাপন্নানাং দ্বৈতত্বাদগমাৎ । কিন্তু  
কার্য্যান্ত কারণানন্তত্বং ন প্রলয়ে এবাপিতু ত্রিষপি কালেদাত্ত-  
বেদং সর্বং ব্রহ্মৈব সর্বমিত্যাदि শ্রুতেঃ । কার্য্যস্য কারণানন্ত-  
ত্বেহপি যথা মরীচ্যাদকেনাঘরদেশঃ কদাপি ন সংস্পৃশ্যতে ।

নাম কেবল বিকার মাত্র । বাস্তবিক, মৃত্তিকাই  
সত্য । এমন কোন বস্তু নাই যাহা মৃত্তিকায় পরি-  
ণত না হইবে । এই সকল বেদবাক্যে ব্রহ্ম যে জগ-  
তের উদান কারণ তাহাই জানা যায় । যদি জগ-  
তের অন্য কেহ অধিষ্ঠান কর্তা না থাকে তবে  
তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলে । “একমেবাদ্বিতী-  
য়ম্” উপাধির পূর্বে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম মাত্র  
ছিলেন ইহাই অবধারিত হইয়া থাকে । নতুবা  
স্পষ্টরূপে প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্তের বিরোধ উপস্থিত  
হয় । মোহকাময়ত বহু শ্রাং প্রজায়েয়” “তদৈ-  
ক্ষত বহু শ্রাং প্রজায়েয়” তিনি কামনা করিলেন,  
আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি । যিনি পর্যা-  
লোচনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি  
ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা পরমাত্মা যে জগৎ কর্তা  
পরমাত্মা যে জগৎ প্রকৃতি ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে  
উপাদান উপাদেয় অর্থাৎ কার্য্য কারণের অত্যন্ত



ভরাণামাগমানপি মমস্তু পরেষাম্ ॥ ৭৩ ॥ অদ্বি-

কথা পরমায়াপীতোবাঃ শ্রুতীনাযুদাহরণতত্ত্বোবাঃ বিকল্পনমনর-  
বুদ্ধিঃ স শ্রীশঙ্করঃ নিরস্ত কিক্ষিচ্ছাস্তগর্ভাতিশয়ানাং পরেষাং  
পাশুপতানামাগমানপি মথিতবান্ । তথাহি পশুপতেরীশ্বরস্ত  
প্রধানপুরুষোৱধিষ্ঠাতৃত্বেন জগৎকারণত্বং নোপপদ্যতে । হীন-  
মধ্যমোত্তমভাবেন প্রাণিভেদান্ বিদধতঃ পশুপতেঃ রাগদ্বेषাদি  
প্রসঙ্গাৎ প্রধানপুরুষাভাঃ সম্বন্ধানুপপত্তেচ্চ ন তাবৎ  
সংযোগলক্ষণঃ সম্বন্ধঃ সম্ভবতি । ভরাণামপি সর্বগতত্বান্নির-  
বয়বত্বাচ্চ নাপি সমবায়ঃ । আশ্রয়াশ্রিততাবানিরূপণাৎ নাপ্যন্তঃ  
কার্যাগম্যঃ কক্ষিৎ সম্বন্ধঃ শক্যতে কলয়িতুং কার্যাকারণ-  
ভাবমৌবাধ্যাপাসিকত্বাৎ স্বাঃ ॥ ৭৩ ॥ এবমাদিরূপং তদা-

সাদৃশ্য নাই । কার্য অর্থাৎ জগৎ কখনই ব্রহ্মের  
উপর দোষারোপ করিতে পারে না । কারণ মৃত্তিকা,  
কার্য ঘট, যখন ঐ ঘটাদি বিকার কারণের অর্থাৎ  
মৃত্তিকার সহিত ঐক্য প্রাপ্ত হওয়াতে কার্য ঘট,  
কারণ মৃত্তিকার দৃষক হইতে পারে না । প্রলয়কা-  
লেও ঐ কার্য, কারণ হইতে পৃথক্ নয় । কিন্তু  
“আত্মৈবেদং সর্বং ব্রহ্মৈব সর্বম্” এই যাহা কিছু  
দেখা যাইতেছে এ সমুদয়ই আত্মা, এবং এই যাহা  
কিছু দেখা যাইতেছে এ সমুদয়ই ব্রহ্ম । ইত্যাদি  
শ্রুতিদ্বারা সকল কালেই কার্যাকারণ এক  
কার্য বস্তু, কারণ হইতে পৃথক্ হইলেও মরীচিকার  
জল যেরূপ উষরভূমি স্পর্শ করিতে পারে না,  
সেইরূপ পরমাত্মাকেও কোন বস্তু স্পর্শ করিতে  
পারে না । ইত্যাদি বিবিধ শ্রুতির উদাহরণে  
অসীমবুদ্ধি শঙ্কর, পাশুপতদিগের যে সমস্ত  
পদার্থ কল্পনা হইয়াছিল তাহা নিরস্ত করিয়া  
বিপক্ষ পাশুপতদিগের গর্ব কিঞ্চিৎ গর্ব হইলে

তীয়নিরতা সতি ভেদে মুক্তির্দীপ্যমতৈব কথং  
শ্রাৎ । ধ্যানজা কিমিতি সা ন বিনশ্যেদ্যাবকার্য-  
মখিলং হি ন নিত্যম্ ॥ ৭৪ ॥ কিঞ্চ সঙ্কমণমীশগুণা-

গমমথনপ্রকারং মমস্তুত্যানেন সৃষ্টিত্বা তদভিমতমুক্তে স্মৃৎখন-  
প্রকারং দর্শয়তি । অদ্বিতীয়ে নিরতা পর্য্যবসন্ন ভবৎসম্যতা  
ঈশসমানতালক্ষণা যা মুক্তিঃ সৈব ভেদে সতি ভেদে সত্যো  
সতি কথং শ্রাৎ । সত্যস্ত তত্ত্ব নিবৃত্তাযোগাগর কেনাপি প্রকা-  
রেণেত্যর্থঃ । নহু পশুপতিধ্যানান্তবিষাভীতি চেত্তত্রাহ । ধ্যানা-  
জ্ঞাতা সা মুক্তিঃ কুতো হোতো ন বিনশ্যেৎ । তত্বাঃ বিনাশা-  
ভাবে হেতু নীলীত্যাঃ । হি যস্মাদ্যাবদে সতি যৎ কার্যং  
তৎ সর্বমপি নিত্যং ন ভবতি প্রধ্বংসে বাতিচারবারণায়  
ভাবতি ॥ ৭৪ ॥ কিঞ্চ মোক্ষাবস্থায় পশু জীবেষু পশুপতে

তঁাহাদের শাস্ত্র সকল মন্বন করিলেন । অর্থাৎ  
পশুপতি মতে পুরুষ জগতের অধিষ্ঠানকর্তা,  
স্বতরাং পুরুষ জগতের কারণ হইতে পারে না ।  
নীচ, মধ্যম ও উত্তম এই তিনপ্রকার প্রাণী সৃষ্টি  
করিয়া পশুপতির রাগ, দ্বेष ও হিংসাদির সম্ভা-  
বনা । প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতির ও পুরুষের সহিত  
কোন সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না । ঐ প্রধান, পুরুষ ও  
সম্বন্ধ এই তিনটীই সর্বত্র বিদ্যমান, ও নিরবয়ব ।  
অতএব সমবায় নামক সম্বন্ধও ঘটিতে পারে না ।  
সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে কে আশ্রয়, কে  
আশ্রিত ইহার নিরূপণ হয় না । কার্য ঘটিত অন্য  
কোন সম্বন্ধও কল্পনা করিতে পারা যায় না । কারণ  
অদ্যাপি পশুপতি মতে কার্যাকারণভাব অসিদ্ধ  
আছে ॥ ৭৩ ॥

পাশুপতমতে অদ্বিতীয় পশুপতি পদার্থে এক-  
মাত্র যাহার তাৎপর্য্য ও ঈশ্বরের সহিত যাহাব

নামিন্যতে পশুযু মোক্ষদশায়াং । তন্ন সাক্ষবয়বৈ-  
কিধুরাণাং সংক্রমো ন ঘটেতে হি গুণানাম্ ॥ ৭৫ ॥  
পদ্মগন্ধ ইব গন্ধবহেহস্মিন্নাত্মনীশ্বরগুণোহস্থিতি  
চেন্ন । তন্ন গন্ধসমবায়ি নভস্বৎসংযুতং দিশতি  
গন্ধধিয়ং যৎ ॥ ৭৬ ॥ কিং চৈকদেশেন সমাপ্রয়ন্তে

রীশস্য গুণানাং সংক্রমণং যদিষ্যতে তন্ন সাধু । হি যস্মাদব-  
য়বৈ ক্বিজিতানাং গুণানাং সংক্রমো ন ঘটেতে ॥ ৭৫ ॥ নহু গন্ধ-  
বহে বায়ো যথা নিরবয়বস্ত পদ্মগন্ধস্ত সংক্রমণত্বাশ্বিন্ জীবে পশু-  
পতিগুণানাং সংক্রমোহস্থিতি শঙ্কতে পদ্মগন্ধ ইতি । গন্ধসম-  
বায়িকমলং স্নানাবয়বাত্মনা বায়ুসংযুক্তং সৎ তত্র বায়ো গন্ধধিয়ং  
নস্মাদিশতি তস্মান্নৈবমিত্যাহ নেতি ॥ ৭৬ ॥ কিঞ্চ পশুপতি-

সমতা তাহার নাম মুক্তি । যদি ভেদবস্ত সত্য হয়,  
তাহা হইলে কিরূপে ঐ মুক্তি হইতে পারে ? ।  
বস্তুত ভেদবস্ত যখন সত্য, তখন কোনরূপে  
ভেদের নিরাস্তি হয় না । তবে পশুপতির ধ্যান  
করিলে ঐ ধ্যান হইতে মুক্তি হইতে পারে । কিন্তু  
ঐ মুক্তিও কেন ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে না ? । কারণ,  
জগতে পদার্থ মাত্রই অনিত্য । ৭৪ ।

এবং মোক্ষাবস্থায় সকলজীবের উপর পশুপতির  
গুণ সকল সংক্রান্ত হইয়া মুক্তি হইয়া থাকে,এরূপ  
ইচ্ছা করাও যুক্তিসঙ্গত বা উত্তম নহে । কারণ,  
অবয়ববর্জিত গুণ সকলের সংক্রম হইতে পারে  
না । জগতে যে যে পদার্থের আকার আছে সেই  
সমস্ত পদার্থেরই সংক্রম দেখা যায় । ৭৫ ।

গন্ধবহবায়ুতে যেরূপ পদ্মগন্ধ নিরবয়ব  
হইয়াও সংক্রান্ত হয় সেইরূপ নিরবয়ব  
পশুপতির গুণ সকল এই জীবে সংক্রান্ত হইবে  
ইহা বিচিত্র কি ? । কিন্তু তাহাও হইতে

কাংশ্চেন্নো ন বা শব্দগুণা বিমুক্তান্ । পূর্ব্বৈ হু পূর্ব্বৈ  
দিতদোষসঙ্গস্তব্ধস্তজ্ঞতাদিঃ পরমেশ্বরে স্মাৎ ॥  
৭৭ ॥ ইথং তর্কৈঃ কুলিশকঠিনৈঃ পণ্ডিতং মন্ত-  
য়ানা ভিদ্যৎস্বার্থাঃ স্ময়ভরমদং ত্যজুস্তাস্মিকান্তে ।

গুণা একদেশেন বিমুক্তান্ সমাপ্রয়ন্তে কিম্বা কাংশ্চেন্নো ।  
আদ্যপক্ষে হু পূর্ব্বোক্তদোষস্ত নিরবয়বগুণানামেকদেশেন  
সংক্রমাযোগস্ত প্রসক্তিঃ । দ্বিতীয়ে পরমেশ্বরেহজ্ঞানাдиঃ স্মাৎ  
ই০ ॥ ৭৭ ॥ ইথং বজ্রবৎ কঠিনৈ তর্কৈ ভিদ্ধ্যন্ ভেদং গচ্ছন  
স্বাভিমতোহর্থো যেষাং তে পণ্ডিতং মন্যমানাস্তাস্মিকাস্তাঃ পাণ্ডিত্যঃ  
স্ময়স্তাতিশয়েন যো মদন্তঃ ততাজুঃ । খগকুলপতে গন্ধাত্মো  
রযস্ত বেগস্তাতিশয়ো যেষু তৈঃ পক্ষাঘাতৈঃ ফণাস্তাত্যমানাঃ  
সাভিমানাঃ সর্পা যথা ক্ষেডজালাং বিষজালাং ত্যজন্তি তদ্বৎ ।  
ক্ষেডস্ত গরলং বিষমিতামরঃ মন্দা০ ॥ ৭৮ ॥ ব্যাখ্যায়াং

পারে না । কারণ, গন্ধসমবেত কমলপুষ্প  
সূক্ষ্ম অবয়বরূপে বায়ুসংযুক্ত হইয়া বায়ুতে গন্ধবুদ্ধি  
প্রদান করে ; এস্থলে কিন্তু সেরূপ নয় । ৭৬ ।

অথবা পশুপতির গুণ সকল একদেশে (সম্পূর্ণ-  
রূপে নহে) কিম্বা সমগ্ররূপে মুক্ত পুরুষদিগকে  
আশ্রয় করে, প্রথম পক্ষে সেই দোষ—অর্থাৎ  
নিরবয়ব গুণ সদমূয়ের একদেশে সংক্রম হইতে  
পারে না । দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিলে পরমেশ্বরে  
অজ্ঞতা প্রভৃতি দোষ ঘটিয়া থাকে । ৭৭ ।

খগকুলপতি গরুড়ের বেগভার যুক্ত পক্ষের  
আঘাতে ফণাগুলে তাড়িত হইয়া সর্প সকল যেরূপ  
বিষযাতনা ত্যাগ করে সেই মত অভিমানী সেই  
সমস্ত পাণ্ডপতেরা বজ্রসদৃশ কঠিন তর্কে আপন  
আপন অভিমত অর্থ খণ্ডিত হইলে বিষয় প্রযুক্ত  
গর্ব্ব পরিত্যাগ করিল । ৭৮ ।

পঞ্চমতৈরিব রয়ভরৈস্তাড্যমানাঃ ফণাস্ত্বে ডঙ্কানাং  
খগকুলপতেঃ পদ্মগাঃ সান্ভিগানাঃ ॥ ৭৮ ॥ ব্যাখ্যা-  
জ্জ্বিতপাটবাং ফণিপতে স্মন্দাক্ষমুদীপয়ন্ সংখ্যা-  
লজ্জিতশিখাঙ্কনরুহেষাদিতাতামুদহন্ । উদ্বেলস্ব-  
নশঃসুমৈঃ স ভগবৎপাদৌ জগদ্বয়ন্ কুর্বন্ বাদি-  
মুগেবু নির্ভরমভাচ্ছাদূলবিক্রীড়িতম্ ॥ ৭৯ ॥  
বেদান্তকান্তারকৃতপ্রচারঃ স্তুতীক্ষ্মসদ্যুক্তিনখা-

কান্তিম্বল্লসিতঃ যৎ পাটবঃ কুশলতা তন্মাং ফণিপতেঃ শেষস্য  
মন্দাক্ষং লজ্জামুদীপয়ন্ সংখ্যামতিক্রান্তানামসংখ্যাতানাং  
শিখ্যাগাং জ্জ্বলরুহেবু ভামুতামুদহন্ । উদবেলস্বনশঃসুমৈ-  
কল্পজ্বিতমপ্যাক্রিষ্টটম্বণোলক্ষণপুষ্পে জগৎ ভূষয়ন্ বাদিমুগেবু  
নির্ভরং দৃঢ়ং শাদূলবিক্রীড়িতং কুর্বন্ স ভগবৎপাদোহভাং  
অহাভৎ । অত্র শ্রীশঙ্করবর্ণনপরেণ শাদূলবিক্রীড়িতপদেনৈত  
চ্ছন্দোনামহুচনাং মুদ্রালঙ্কারঃ । স্তুতিার্থহুচনং মুদ্রা প্রকৃতার্থ-  
পটৈঃ পদৈরিতিভুক্তৈঃ শা০ ॥ ৭৯ ॥ শ্রীশঙ্করং সিংহরূপেণ বর্ণ-  
য়ামি । বেদান্তলক্ষণে বনেকৃতঃ প্রচারো যেন । স্তুতীক্ষ্মানি সদ্যুক্তয়

ব্যাখ্যার সমধিক পটুতাহেতু ফণিপতি অন-  
ন্তর ( পতঞ্জলির ) লজ্জা উদ্দীপিত করিয়া, অসংখ্য  
অসংখ্য শিষ্যদিগের হৃদয় সরোজে রবিরমত কিরণ  
বিকীর্ণ করিয়া, (যে সমস্ত কীর্তিপুষ্প সপ্তসমুদ্রের  
তট উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার পরপারে গমন করিয়া  
থাকে) সেই সমস্ত কীর্তিকুসুমদ্বারা জগৎ ভূষিত  
করিয়া, এবং হরিণতুল্য বিপক্ষবাদীগণের উপর  
শাদূল ক্রীড়া করিয়া ভগবান্ শঙ্কর অত্যন্ত শোভা  
পাইতে লাগিলেন । ৭৯ ।

যিনি বেদান্তবনে সঞ্চরণ করিতেন, উত্তম সদ-

এদংষ্ট্রঃ । ভয়ঙ্করো বাদিমতঙ্গজানাং মহর্ষি-  
কণ্ঠীরব উল্লাস ॥ ৮০ ॥ অমানুষ্য তস্য যতীশ্বরস্য  
বিলোক্য বালস্ত সতঃ প্রভাবঃ । অত্যন্তমাশ্চর্যা  
যুতান্তরঙ্গাঃ কাশীপুরস্থা জগদ্বস্তদেখং ॥ ৮১ ॥  
অস্মান্ মুহুর্দ্যোতিতসর্ষতন্ত্রাং পরাভবং পীড়িত-  
পুণ্ডরীকাঃ । প্রপেদিরে ভাস্করগুপ্তমিশ্রমুরারিবিদ্যে-  
ন্দ্রগুরুপ্রধানাঃ ॥ ৮২ ॥ অস্মান্ননিষ্ঠাতিশয়েন তুচ্ছঃ  
প্রাচুর্ভবন্ কামরিপুঃ পুরস্তাং । প্রচোদয়ামাস

এব নথাগ্রাণি দংষ্ট্রাশ্চ যস্য । বাদিলক্ষণানাং গজানাং ভয়ঙ্করঃ ।  
এবমিধো মহর্ষিলক্ষণঃ সিংহ উল্লাস উচ্চকাশে উ০ ॥ তস্য  
যতীশ্বরস্য বালস্য সতঃ প্রভাবঃ বিলোকা আশ্চর্য্যযুক্তমন্তরঙ্গং  
মনো যেযাং তে কাশীপুরস্থাস্তম্ভিন্ কালে ইথমুচুঃ ॥ ৮১ ॥  
মুহুঃ পুনঃ পুনঃ দ্যোতিতানি সর্ষশাস্ত্রাণি যেন তথাভূতাদম্মা  
চ্ছ্রীশঙ্করাং পীড়িতং দ্বংকমলং যেযাং । তে ভাস্করপ্রমুখা  
পরাভবং প্রপেদিরে প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৮২ ॥ কিকাস্তান্ননিষ্ঠয়া তুষ্টিঃ

যুক্তি, যাহার স্তুতীক্ষ্ম নথর ও দম্ভরাজি, এবং  
বাদী মাতঙ্গকুলের অত্যন্ত ভয়ঙ্কর সেই মহর্ষিশঙ্কর,  
সিংহরূপে উল্লাস পাইতে লাগিলেন । ৮০ ।

বালক যতি অমানুষ্য ভাব বিলোকন  
করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য পূর্ণ অন্তঃকরণে কাশীপুর  
নিবাসী মানবগণ তৎকালে এইরূপে কথোপকথন  
করিতে লাগিল । ৮১ ।

তিনি বারম্বার শাস্ত্র সকল উদ্দীপিত করিতে  
ভাস্করাচার্য্য, অভিনবগুপ্ত, মুরারিপ্রভাকরাদির  
হৃদয় কমল অত্যন্ত বাধিত হন, তাঁহারা তৎকারণে  
তাঁহার নিকটে পরাভব প্রাপ্ত হন । ৮২ ।

কিল প্রণেতুং বেদান্তশারীরকসূত্রভাষ্যং ॥ ৮৩ ॥  
কুদৃষ্টিতিমিরক্ষুরংকুমতপক্ষমগাং পুরা পরাশর-  
ভুবাংচিরাং বুধমুদে বুধেনোক্তাম্ । অহো বত  
জরদগবীমনঘভাম্যসূক্তায়ুতৈরপক্ষয়তি শঙ্করঃ প্রণ-  
তশঙ্করঃ সাদরম্ ॥ ৮৪ ॥ ত্রৈলোক্যং সমুখং ক্রিয়া-

কামরিপু মহাদেবঃ পুরস্তাং প্রাহুর্ভবন্ বেদান্তানাং শারীরক-  
সূত্রানাং ভাষ্যং প্রণেতুং প্রচোদয়ামাস ॥ ৮৩ ॥ কুদৃষ্টীনাং  
ক্ষুরংকুমতান্তেব পক্ষত্মিন্যগাং পুরা পরাশরহুনা বুধেন বেদ-  
ব্যাসেন বুধানাং মুদে চিরাহুত্যাং জরদগবীং চিরন্তনাং প্রতি-  
লক্ষণাং গাম্ । অহো বতেতি নিপাতাবত্যাশ্চর্যার্থকাবত্যা-  
শ্চর্যার্থকৌ বা । নিরবদ্যভাষ্যসূক্তলক্ষণৈরমৃতৈঃ সাদরং যথা-  
ভাষ্যং অপক্ষয়তি । উক্তপক্ষবিনিমুক্তাং করোতীত্যর্থঃ । পৃথী-  
রতম্ ॥ ৮৪ ॥ যয়া প্রতিলক্ষণয়া গবা প্রকটিকং ক্রিয়াফল-  
লক্ষণং পশ্যে দুক্ষং সমুখং ত্রৈলোকীহো জনঃ ভুঙক্তে । যন্তাশ্চ  
গো বৃদ্ধতরংহতিপ্রাচীনে বৃদ্ধা অধ্বরা যাগা যান্ন তথাভূতে  
প্রয়াগসংজ্ঞকে ভূমুরমা প্রজাপতিসংজ্ঞসা ব্রাহ্মণসা গৃহে বাসঃ ।  
এবমুতাং তাং গাং ঘোতৈর্ভীমৈঃ ধরৈস্তীকৈ হুর্জনেঃ পক্ষেন

শঙ্করের আত্মনিষ্ঠা দেখিয়া কামরিপু মহাদেব  
তাঁহার সমুখে প্রাহুর্ভূত হইলেন । প্রাহুর্ভূত  
হইয়া বেদান্তসম্বন্ধীয় শারীরিক সূত্রের ভাষ্য  
নিৰ্ম্মাণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করেন । ৮৩ ।

যাহাদের দৃষ্টি নাই, তাহাদের যে সমস্ত  
অসং মত তিমিরের তুলা, বিদ্যমান, এবং ঐ  
তিমিরপক্ষে, অতি বৃদ্ধ বেদবাণী নিমগ্ন  
ছিল । পুরাকালে পরাশরপুত্র বেদবাস, পণ্ডিত  
দিগের প্রমোদের জন্য বহুদিন হইল তাহাকে  
উদ্ধার করিয়াছেন । ইহা অত্যন্ত সম্ভাব্য বিষয়

ফলপশ্যে ভুঙক্তে যয়াবিকৃতং যন্তা বৃদ্ধতরে মণী-  
স্বরগৃহে বাসঃ প্রবুদ্ধাধ্বরে । তাং পক্ষপ্রসূতে  
কুতর্ককুহরে ঘোতৈঃ ধরৈঃ পাতিতাং নিষ্পক্ষাম-  
করোং স ভাষ্যজলধেঃ প্রক্ষালা সূক্তায়ুতৈঃ ॥ ৮৫ ॥

প্রসূতে ব্যাপ্তে কুতর্কলক্ষণে ছিদ্রে পাতিতাং স ভাষ্যাকরো  
ভাষ্যসমুদ্রসা সূক্তায়ুতৈঃ প্রক্ষালা নিষ্পক্ষামকরোং শাং ॥ ৮৫ ॥  
কৈশ্বিবেদবাহৈরপনিষৎ মিথ্যা বক্তীতি দূরমুৎসারিতা অভূৎ ।  
অন্যে ভ্রাতৃযজ্ঞকরৈরগ্নিন্ বেদে কৰ্ম্মণি বা যঃ নিয়োজ্যন্তঃ পরি-  
চরিতুমসাবুপনিষদহীতি অনুমা প্রকর্ষণে পীড়িতা অথো  
ভবতি । কল্প অর্থবদভাসত ইত্যর্থভাসস্তত্ত্বমসি তস্মাৎ  
ত্বমসি তস্মৈ ত্বমসীভোবমাদিক্রপন্তং দদানৈঃ চোরিতো লোপিত-  
তদভিন্নত্বমসীভোবমাদিক্রপো বাস্তবোহর্থো যৈ মূহুতিরিবাকি-  
পকৃষেবেব কোমলাভা সেরপটৈ নৈ যান্নিকাদিতি স্কন্ধিগা সূচি-

যে, সেই প্রাচীন বেদবাণীকে, নিৰ্ম্মল ভাষ্যের  
সূত্ররূপ অমৃতদ্বারা সাদরে শঙ্করকে প্রণাম পূর্বক  
শঙ্করাচার্য্য পক্ষশূন্য করিয়াছেন । ৮৪ ।

বেদবাণী যাহা আবিষ্কার করিয়াছে, ত্রৈলোক্য  
বাসী মানবগণ স্থখী হইয়া সেই আবিষ্কৃত ক্রিয়ার  
ফলরূপ দুগ্ধ পান করিয়া থাকে । যে স্থানে সদা-  
সর্বদা যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান হইয়া থাকে সেই  
প্রাচীন প্রয়াগগীর্থে প্রজাপতিনামক ব্রাহ্মণেরা  
গৃহে যে বেদবাণীর অবস্থান । ঘোরতর দুর্জনেরা  
পক্ষব্যাগু কুতর্করূপে ছিদ্রে যাহাকে নিপতিত  
করিয়া রাখিয়াছিল, ভাষ্যকার, শঙ্করাচার্য্য, ভাষ্যসমু-  
দ্রের সূত্ররূপ অমৃতদ্বারা প্রক্ষালনপূর্বক সেই  
বেদবাণীকে পক্ষ বিরহিত করিয়াছিলেন । ৮৫ ।



মিথ্যাবক্তীতি কৈশ্চিৎ পুরুষমুপনিষদ দূরমুৎসারি-  
তাত্ত্বদনৈরাস্মিন্মিযোজ্যঃ পরিচরিতুমসাবহঁতীতি-  
প্রনুমা। অর্থাত্তাসং দধানৈর্মুচ্ছভিরিব পরৈ বঁকিতা  
চোরিতার্থে বিন্দত্যানন্দমেমা স্খচিরমশরণা শঙ্ক-  
রার্থ্যং প্রপন্না ॥ ৮৬ ॥ হস্তং বৌদ্ধোহনুধাবত্তদনু  
কথমপি স্বাত্মলাভঃ কণাদাজ্জাতঃ কোমারিলাদৌ-

রমশরণা সতীদানীং শঙ্করার্থ্যং প্রপন্না এষা উবনিষদানন্দঃ  
বিন্দতি প্রাপ্নোতি সঃ ॥ ৮৬ ॥ বৌদ্ধঃ শূন্যবাদী হস্তমম্বধাবৎ ।  
৩২২ পশ্চাদ্ যথা কথঞ্চিৎ কণাদাং স্বাত্মলাভো জাতঃ । কোমা-

বেদবহির্ভূতকোন লোকে “উপনিষৎ মিথ্যা”  
এই কথা বলিয়া তাহাকে দূরে তাড়াইয়া দিয়াছে ।  
ভট্ট ও প্রভাকর “এই বেদ ও বেদোক্তকার্য্যে যিনি  
নিযুক্ত, তাহার সেবা ও পরিচর্যা করিতে কেবল  
উপনিষদের যোগ্যতা আছে” এই কথা বলিয়া বেদা-  
ন্তকে ব্যাধিত করিয়া থাকে । বেদের বাস্তবিক কোন  
অর্থ নাই, তবে “তুমি তাহার, তুমি তাহা হইতে  
উৎপন্ন হইয়াছ, তাহার নিমিত্ত তুমি” এইরূপ  
কেবল বেদের অর্থমাত্র যাহারা ধারণ করিয়া  
থাকেন, “তুমি তাহা হইতে অভিন্ন” এইরূপ  
বাস্তবিক অর্থ যাহারা চুরী করিয়া অত্যন্ত কঠিন  
হইয়াও কোমল প্রকৃতি বলিয়া বিখ্যাত, সেই  
সকল নৈয়ায়িকগণ উপনিষৎকে বঁকিত করিয়া-  
ছেন । এই সকল কারণে উপনিষৎ কাহারও শরণা-  
পন্ন হইতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন ।  
পরে শঙ্করের শরণাগত হইয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত  
হইয়াছে । ৮৬ ।

নিজপদগমনে দর্শিতং মার্গমাত্রং । সাংখ্যে দুঃখং  
বিনীতং পরমথ রচিতা প্রাণধৃত্যাহঁতানৈরিথ্যং গিম্নং  
পুমাংসং ব্যাধিত করুণয়া শঙ্করার্থ্যঃ পরেশম্ ॥ ৮৭ ॥  
ঐশ্বঃ ভূতৈ ন দেবং কতিচন দদৃশুঃ কেচ দৃষ্টাপা-  
ধীরাঃ কেচিদুতৈ কিয়ুক্তং ব্যধুরথ কৃতিনঃ

রিলাপন্নসংজ্ঞা ভট্টপাদৈরাধ্যো নিজপদগমনে মার্গমাত্রং প্রদ-  
র্শিতং । সাংখ্যেঃ পরং কেবলং দুঃখং বিনীতমপনীতমথাত্তৈঃ  
পাতঞ্জলৈঃ প্রাণধৃত্য প্রাণনিরোধেনাহঁতা তন্ত পূজাতা রচিতা ।  
ইথমত্যান্তং খেদং প্রাপ্তং পুরুষমাত্মানং করুণয়া শঙ্করার্থ্যঃ  
পরেশমকৃত ॥ ৮৭ ॥ ভূতৈঃ পুণিবাাদিভি ঐশ্বঃ দেবমাত্মানং  
কতিচন ন দদৃশুঃ কেচিচ্চাক্ষাকা ন দৃষ্টবন্তঃ । কেচিচ্চ যোগা-  
চারাণ্যো দৃষ্টাপাধীরাঃ কনিকবিজ্ঞানমংগ্ৰেতি তৈঃ স্বীকৃতত্বাৎ ।  
কেচিৎ তাক্ষিকমমীমাংসকাস্চ ভূতৈ কিয়ুক্তং বাধুঃ । অথ

শূন্যবাদী বৌদ্ধ উপনিষৎকে বধ করিবার প্রত্যা-  
শায় ধাবমান হইয়াছিল । অনন্তর অতিকষ্টে  
কণাদমুনির নিকটে স্বাত্মলাভ জন্মে । আর্ধ্য ভট্ট-  
পাদ ( অবান্তর নাম কোমারিল ) স্বীয় পদের  
অনুসরণ করিবার জন্য, পথ মাত্র প্রদর্শন করিয়া  
ছিলেন । সাংখ্যমতের আচার্য্যগণ, কেবল দুঃখ-  
উপদেশ দিয়াছেন । পাতঞ্জলগণ, চিত্তরোধ করিয়া  
তাহার পূজাতা প্রমাণ করিয়াছেন । এইরূপে  
পরমপুরুষ অত্যন্ত খেদপ্রাপ্ত হইলে শঙ্করাচার্য্য  
করুণাপূর্ব্বক পরমাত্মা পরেশনাথকে সপ্রমাণ  
করিলেন । ৮৭ ।

ক্ষিতি, অপ্, তেজ ইত্যাদি পঞ্চভূতদ্বারা  
পরমাত্মার আস হয় বলিয়া কেহ কেহ পরম-  
দেবের দর্শন পান নাই । কেহ বা—যোগা-

কেহপি সর্বৈর্বিমুক্তং । কিং ত্বেতেষামসত্ত্বং ন  
বিদধুরজহ্নৈব ভীতিং ততোহসৌ তেষামুচ্ছিদা  
সত্ত্বামভয়মকৃত তং শঙ্করঃ শঙ্করাংশঃ ॥ ৮৮ ॥  
চার্ৱাকৈর্নিহুতঃ প্রাথলিভিরথ যুযা রূপমাপাদ্য  
গুপ্তঃ কাণাদৈ হী নিযোজ্যো বারচি বলবতাকুষ্য

কৃতিনঃ সাংখ্যাঃ সর্বৈর্ভূতৈস্তদুপগৈশ্চ বিনির্মুক্তং বাধুঃ ।  
কিন্তু এতেষামসত্ত্বং ন বিদধুরজহ্নৈব ভীতিং ততঃ ন ত্যক্ত-  
বান্ । শঙ্করস্ত তেষাং সত্ত্বামুচ্ছিদা । তস্যাত্মানমভয়মকৃত যতঃ শঙ্ক-  
রস্ত ব্রহ্মবিদ্যাধীশস্য মহাদেবত্যাংশো জ্ঞানকলাবতারঃ ॥ ৮৮ ॥  
প্রাক পুরা চার্ৱাকৈর্নিহুতোহপলপিতোহথানন্তরং বলিভিঃ  
কাণাদৈ যুযা মিথ্যাত্বতঃ কর্তৃত্বাদিবিশিষ্টং জ্ঞানাদিগুণকং  
রূপমাপাদ্য গুপ্তো রক্ষিতঃ । হেতি খেদে কৌমারিলেন বলবতা

চার, মাধ্যমিক বৌদ্ধ বিশেষেরা “আত্মা ক্ষণিক  
বিজ্ঞান স্বরূপ” স্বীকার করাতে অত্যন্ত অধীর  
হইয়াছেন । তार्কিক ও মীমাংসকেরা পঞ্চভূত-  
শূন্য পরমাত্মার প্রমাণ করিয়া থাকেন । কৃতী  
সাংখ্যাচার্য্যগণ, ঐ পরমাত্মাকে সর্বভূত ও  
ভৌতিকগুণশূন্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু  
কেহই “ইহাদের সত্ত্ব নাই” এরূপ নির্দেশ করেন  
নাই । অতএব পরমাত্মা তাহাতে শঙ্কা ত্যাগ করিতে  
পারেন নাই । ব্রহ্মবিদ্যার অধীশ্বর মহাদেবের  
জ্ঞানাংশের অবতার শঙ্করাচার্য্য, উক্তমতাবলম্বী  
লোকদিগের সত্ত্ব উচ্ছেদ করিয়া পরমাত্মাকে ভয়  
হইতে মুক্ত করেন ॥ ৮৮ ॥

পুরাকালে চার্ৱাকেরা ঐ পরমাত্মাকে গোপন  
করেন । পরে বলিষ্ঠ কণাদমতাবলম্বী বৈশেষিক-  
গণ, পরমাত্মার কর্তৃত্ব বিশিষ্ট ও জ্ঞানাদি গুণযুক্ত-

কৌমারিলেন । সাংখ্যোক্তাকুষ্য দ্বারা মলমপি  
রচিতো যঃ প্রধানৈকতস্তো দৃষ্টো সর্বৈশ্চর্য্যঃ ত-  
ব্যতনুত পুরুষঃ শঙ্করঃ শঙ্করাংশঃ ॥ ৮৯ ॥ বাচঃ কল্প-  
লতাঃ প্রসূনসুমনঃসন্দোহসন্দোহনা ভাষো ভূষা-  
তমে সমীক্ষিতবতাঃ শ্রেয়স্করে শাস্করে । ভাষাভাস-

তেভো। ভূতেভ্য আকুষ্য পৃথক্কৃত্য স্বর্গকামো যজ্ঞেতেত্যাদি-  
বিধৌ দাস ইব নিযোজ্যো বারচি বিরচিতঃ । ততোহুপ্যাকুষ্য  
সাংখ্যে স্বলং জ্ঞাপি যঃ প্রধানৈকতস্তো রচিতস্তং পুরুষঃ শঙ্কর-  
পুরুষঃ ব্যতনুত ॥ ৮৯ ॥ ভূষাতমে শ্রেয়স্করে শাস্করে ভাষো বা  
বাচস্তাঃ প্রসূনসুমনসাং ফলপুষ্পাণাং সন্দোহস্য সমুদায়স্ত  
সন্দোহনং যাতান্তথাভূতাঃ কল্পলতাকল্পলতাস্থা গিরঃ সমী-  
ক্ষিতবতাং পুরুষাণামনুদীয়ভাষাভাসবচো হ্রস্বয়গিরা আলি-

স্বরূপ স্বীকার করিয়া তাহাকে রক্ষা করেন । হায়  
কৌমারিল অর্থাৎ ভট্টপাদ, পুনরায় ঐ সমস্ত ভূত  
হইতে পৃথক্ করিয়া “স্বর্গ কামো যজ্ঞেত” (স্বর্গ  
কামনা করিয়া অশ্বমেধ যাগ করিবে, ইত্যাদি বিধি  
বাক্যে) পরমাত্মাকে দাসের মত নিযুক্ত করিয়া  
ছেন । সাংখ্যাচার্য্যগণ, পুনর্বার তাহা হইতে  
অন্তঃকরণের মল হরণপূর্ব্বক পরমাত্মাকে প্রধান  
অর্থাৎ প্রকৃতিপরতন্ত্র করিয়া প্রমাণ করেন । শঙ্করা-  
চার্য্য, তাহাকেই পুনর্বার পরমেশ্বর বলিয়া রচনা  
করেন । ৮৯ ।

অতিশয় ভূষিত, শ্রেয়স্কর শঙ্করাচার্য্য নির্মিত  
ভাষো যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহারা ফল-পুষ্প  
পরিপূর্ণ কল্পলতা স্বরূপ । কিন্তু অপরে যে সমস্ত  
কুৎসিত ভাষ্য নির্মাণ করিয়াছেন, সেই সকল  
ভাষ্য কথা হ্রস্বয়বচনে পরিপূর্ণ ও গুণশূন্য ।

গিরো দুরত্বয়গিরা শ্লিষ্টাঃ বিসৃষ্টাঃ গুণৈরিষ্টাঃ শ্রুঃ  
কথমশ্রুজাসনবধূদৌর্ভাগ্যগভীকৃতাঃ ॥ ১০ ॥ কামঃ  
কামকিরাতকাস্মূলকলতাপর্যায়নির্যাতরা নারাচচ্ছটয়া  
বিপাটিতমনোদৈর্ঘ্যো ধীয়া কল্পিতান্ ! আচার্য্যা-  
ননবর্য্যানির্ঘাদভিদাসিকান্তশুদ্ধান্তরো ধীরো নানু-  
সরীসরীতি বিরসান্ গ্রন্থানবন্ধাপহান্ ॥ ১১ ॥ সুধা-  
স্পন্দাহস্তাবিজয়িতগবৎপাদরচনাসমস্কন্ধান্ গ্রন্থান্

জিহ্বাঃ গুণৈস্ত্যক্তা অশ্রুজাসনশ্চ চতুর্গুণশ্চ বন্ধাঃ সরস্ব-  
সত্যো দৌর্ভাগ্যেন গভীকৃতাঃ কথমিষ্টাঃ শ্রুতির্যর্থঃ শাং ॥ ১০ ॥  
কামঃ যথেষ্টঃ কামকিরাতশ্চ ধনুলতাতঃ পর্যায়েন ক্রমেণৈক-  
দৈব বা নির্যাতরা নিঃসৃতয়া নারাচাধোমুখাঃ ছটয়া সমুহেন  
বিপাটিতঃ মনোদৈর্ঘ্যঃ যেষাষ্টে ধীয়া সবুদ্ধাঃ কল্পিতান্ বির-  
সান্ অবন্ধাপহান্ বন্ধনাশাসমর্থান্ আচার্য্যাননবর্য্যানির্ঘাতা  
নির্গতেনাভিদাসিকান্তেন শুদ্ধান্তঃকরণো ধীরঃ নানুসরীসরীতি  
অনুসরণং নৈব করোতি ॥ ১১ ॥ কিঞ্চ সুধাস্পন্দশ্রামুতপ্রবা-

পদ্মাসন ব্রহ্মার পত্নী সরস্বতীর দৌর্ভাগ্য থাকাতে  
কিভাবে সাধারণের প্রিয় হইবে ? । ১০ ।

মদনব্যাধের ধনুলতা হইতে যথাক্রমে যে সমস্ত  
নারাচ নামক বাণসমূহ প্রচুর পরিমাণে নির্গত হইয়া  
যাঁহাদের দৈর্ঘ্য গ্রন্থি সকল সমূলে উৎপাটিত করি-  
য়াছিল, তাঁহারা বুদ্ধিপূর্বক কল্পনা করিয়া যে সমস্ত  
গ্রন্থ রচনা করেন, সেই সমস্ত গ্রন্থ নীরস এবং ভব-  
বন্ধন নাশে অসমর্থ । আচার্য্যের বদন হইতে যে  
অভেদ সিদ্ধান্ত নির্গত হইয়াছে ও তাহা দ্বারা  
যাঁহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সেই ধীরবর আচার্য্য  
কখনই ঐরূপ গ্রন্থের অনুসরণ করিবেন না । ১১ ।

রচয়তি নিবন্ধা যদি তদা বিশক্কাং ভঙ্গানাং মৃড  
মুকুটশৃঙ্গাটসরিতঃ কৃতৌ তুল্যা কুল্যা নিয়তমুপ-  
শল্যাদৃতগতিঃ ॥ ১২ ॥ যয়া দীনাধীনা ঘনকনকধারা  
সমরচি প্রতীতিং নীতাহমৌ শিবযুবতিসৌন্দর্য্য-  
লহরী । ভুজঙ্গো রোদ্রোহপি শ্রুতভয়হৃদাধায়ি

হস্তাহস্তায়া বিজয়িনী বা ভগবৎপাদচরনা তৎসমস্কন্ধান্ সম-  
পর্যায়ান্তলাপ্রকারান্ গ্রন্থাবিবন্ধা গ্রন্থকর্তা যদি রচয়তি তদা  
গ্রামান্তমুপশল্য শ্রাদিত্যমরান্নিয়তমুপশল্যে গ্রামান্তে অদৃতা  
গতি যন্তাঃ সা কুল্যাহম্পা কৃত্রিমা সরিৎ মৃডশ্চ শিবশ্চ মুকুটমেব  
শৃঙ্গাটচতুষ্পথস্তশ্চ সরিতৌ গঙ্গায়া ভঙ্গানাং তরঙ্গাণাং কৃতৌ  
করণে তুল্যা ইতি বিশক্কামপি রচয়তি ॥ ১২ ॥ যয়া গিরাঃ  
ধারয়া অমলকাঙ্কনকধারা দীনাধীনা সমরচি সমাক্ রচিতা ।  
যয়া চ শিবযুবতিসৌন্দর্য্যালহরী প্রতীতিং নীতা প্রকটিতা ।  
রোদ্রোহপি ভুজঙ্গঃ সর্পঃ শ্রুতেন ভয়হৃৎ আধায়ি কৃতবান্ ।

“আমি সকলের বৃহৎ ও পূজ্য” বলিয়া অমৃত  
প্রবাহের যে গর্ব আছে, ভগবানের রচনা ঐ  
গর্বকে খর্ব করিতে সক্ষম । অতএব যে গ্রন্থকর্তা  
ঐরূপ রচনাবিশিষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন, গ্রামান্তে  
স্থিত কোন এক ক্ষুদ্র কুল্য ( ডোবা ) সরোবরও  
চতুষ্পথের তুল্য মহাদেবের মুকুটমধ্যে গঙ্গানদীর  
তরঙ্গ দেখাইয়া অপরের বাস্তবিক তরঙ্গভ্রম রচনা  
করিতে পারে । ১২ ।

যে বাক্য দ্বারা অমল স্তব্ধ সকল দীনজনকে  
অধীন করিতে পারে, এবং ঐ সকল স্তব্ধ শিব  
যুবতী ভাগীরথীর সৌন্দর্য্য ভঙ্গীর সৌগাৎশ্চ  
উৎপাদন করিয়া থাকে । ভীষণ ভুজঙ্গম ঐ  
নামপ্রবণে বিষ বিসর্জন করে । জগতেও ঐরূপ

সুগুরো গিরিঃ সেয়ং কলয়তি কবেঃ কস্য ন  
মুদম্ । ॥ ১৩ ॥ গিরিঃ ধারা কল্পক্রমকুসুমধারা  
পরশুরোস্তুদর্থালী চিন্তামণিকিরণবেন্যা গুণনিকা ।  
অভঙ্গব্যঙ্গ্যোঃ সুরসুরভিছক্কোন্মিসহত্ব দিবং  
ভবৈঃ কাবৈঃ সৃজতি বিদুষাং শঙ্করগুরুঃ ॥ ১৪ ॥  
বাচো মোচাফলাভাঃ শ্রমশমনবিধৌ তে সমর্থ-  
স্তুদর্থী ব্যঙ্গ্যং ভঙ্গ্যস্তরং তৎ খলু কিমপি সুধামাধুরী-

সাধুরীতিঃ । মনো ধন্যানি গাঢ়ং প্রশমিকুলপতেঃ  
কাব্যগব্যানি ভব্যান্তেকল্লোকোহপি যেষু প্রথিত-  
কবিজনানন্দসন্দোহকন্দঃ ॥ ১৫ ॥ বাগ্গুণৈঃ  
কুরুবিন্দকন্দলনিভৈরানন্দকন্দৈঃ সতামর্থোঘৈর-  
রবিন্দবৃন্দকুহরস্পন্দনমরন্দোজ্জ্বলৈঃ । ব্যঙ্গ্যৈঃ  
কল্পতরুপ্রফুল্লসুমনঃসৌরভ্যগভীকৃতৈ দত্তৈ কস্য  
ন শঙ্করগুরো ভব্যার্থকাবাবলিঃ ॥ ১৬ ॥ তত্তা-

প্রসিদ্ধং চ শঙ্করনামাক্তপ্রাকৃতমদ্রস্য সপরিষহারিত্বং । সেয়ং  
সুগুরোঃ শ্রীশঙ্করস্য গিরিঃ ধারা কস্য কবে মুদং ন কলয়তি ।  
কিত্ত সর্বস্যাপি মুদং প্রগচ্ছতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥ পরশুরোঃ  
শ্রীশঙ্করস্য গিরিঃ ধারা কল্পক্রমকুসুমানাং ধারা । তস্য ধারায়  
অর্থপংক্তিচিন্তামণিকিরণজনায়াঃ কিরণকণায়াঃ কেশবঙ্গস্য  
গুণনিকা নৃত্যরূপা । ভবেদগুণনিকা নৃত্যো শৃত্যঙ্কে পাঠনিশ্চিতা-  
বিত্তি বিশ্বপ্রকাশঃ । অভঙ্গো যো ব্যঙ্গ্যানাং ব্যঞ্জনারুত্যা  
গমানামোহঃ সমুদায়ঃ সুরসুরভিছক্কোন্মিসহত্ব দেবকামধেনু-  
দুগ্ধতরঙ্গসদৃশঃ । অতো বিদুষাং শঙ্করগুরু ভবৈ দিবং সৃজতি ॥  
১৪ ॥ যেষু বাচো মোচা ফলাভাঃ কদলীফলতুল্যা যেষু চ তে তাম  
মর্থ্যশ্রমশমনবিধৌ সমর্থ্যঃ যেষু চ কিমপানির্কাচ্যং ভঙ্গ্যস্তরং বি-  
কিস্তুরভিযুক্তরূপাদপি চাক্তররূপাস্তরাঙ্গদং তৎ প্রসিদ্ধং ব্যঙ্গ্যং ।

অদ্যাপি বিখ্যাত আছে, শিবনামাক্ত লৌকিক-  
মদ্র সকল সপের বিষভয় নাশ করে । অতএব  
গুরুবরের বাক্যধারা কাহার না হর্ষ উৎপাদন  
করিয়া থাকে ? ॥ ১৩ ॥

গুরুশ্রেষ্ঠ শঙ্করের বাক্যধারা কল্পবৃক্ষের পুষ্প-  
রাশি তুল্য । ঐ বাক্যধারার অর্থ সকল, চিন্তামণিরূপ  
ও রমণীয় কিরণরূপ নারীর কেশবন্ধনের নৃত্য ।

যেষু চ সুধাবন্মাধুরীসাধুরীতিস্তানি কাব্যাক্ষণানি ভব্যানি গব্যানি  
গোদুগ্ধানি গাঢ়মত্যস্তং ধন্যানি মন্যে । যেষু কাব্যেযু একঃ  
ক্লোকোহপি কবিজনানামানন্দসমূহস্য কন্দো মূলং অঃ ॥ ১৫ ॥  
শঙ্করগুরো ভব্যার্থার্থো যেষাং কাব্যানামাবলিঃ পংক্তিঃ বাচাং  
গুণৈরর্থোঘৈষ কাব্যৈঃ চ কস্য মুদং ন দদাতি । বাগ্গুণানু বিশি-  
নষ্টি । কুরুবিন্দো মেঘনামা মুক্তা মুক্তকমল্লিয়ারামিত্যমরঃ । তস্য কন্দ-  
লনিভৈ নবাকুরতুল্যৈঃ সতামানন্দস্য কন্দে মূলৈরর্থোঘাঘি-  
শিনিষ্টি । অরবিন্দবৃন্দস্য কমলসমুদায়স্য চিদেভাঃ সান্দনন্দঃ  
অবনকরন্দস্তদুজ্জ্বলৈরথ ব্যঙ্গ্যঙ্গিশিনষ্টি । কল্পবৃক্ষস্য প্রফুল্ল-  
সুমনসঃ সুগন্ধিভির্গভীকৃতৈঃ ॥ ১৬ ॥ যতিশেখরেনোক্ত-

বাক্যধারার পরিপূর্ণ শ্লেষ ও ব্যঙ্গভাব সকল, অমর-  
গণের কামধেনুর দুগ্ধতরঙ্গ সদৃশ । অতএব শঙ্কর-  
গুরু উৎকৃষ্ট কাব্যদ্বারা পণ্ডিতগণের জন্য স্বর্গ  
নির্মাণ করিয়াছেন । যে বাক্যে বাক্য সকল কদলী  
ফলতুল্য ; বাক্যের অর্থ সকল শ্রমবিনাশে সমর্থ এবং  
সুগন্ধ স্নাত অপেক্ষাও চাক্তর ও অনির্বচনীয় ;  
যাহাতে ব্যঙ্গ ভাব প্রকাশিত আছে ; যাহাতে সুধার  
তুল্য মাধুরী ও মাধু কাব্যের রীতি বিদ্যমান ; আমি  
এরূপ কাব্যরূপ মনোজ্ঞ দুগ্ধকে অত্যন্ত ধন্য বলিয়া  
বিবেচনা করি । অধিক কি, যে কাব্যে একটীমাত্র



দৃগ্ যতিশেখরোদ্ধৃতিনিষত্তায়াং নিশম্যোষ্যয়া |  
কেচিদ্ দেবনদীতটস্থবিদুষামক্ষাঞ্জি পক্ষশ্রিতা  
মৌখ্যাং খণ্ডয়িতুং প্রযত্নমনুমানে কৈক্ষণা বিক্ষমা-  
শ্চকু ভাষ্যবিচার্য চিত্রকিরণং চিত্রাঃ পতঙ্গা ইব ॥  
৯৭ ॥ নিঘর্ষণচ্ছেদনতাপনাদৈর্ যথা স্তবর্ণং

মপনিষৎভাষ্যং ততাদৃক্ তথাভূতপ্রভাবং নিশম্য গঙ্গাতটস্থ-  
বিদুষাং মধ্যে কেচিদ্ গৌতমপক্ষং শ্রিতা ভেদবাদিনোহনুমান-  
মেকং প্রধানমীক্ষণং জ্ঞানসাধনং যেষাং তে বিক্ষমাঃ ক্ষমা-  
বিনিমুক্তা ঈষায়া মাংসখ্যেণ ভবিষ্যমবিচার্য খণ্ডয়িতুং প্রযত্নং  
চকুঃ । চিত্রকিরণং চিত্রভানুমগ্নিং চিত্রাঃ পতঙ্গা ইব শাং ॥৯৭॥  
তৈঃ ঈষামানং তদীযং ভাষ্যং ন দৃষ্টতামগাং । প্রত্নাতাতি-  
শয়েন রবাজেতি সৃষ্টান্তমাহ । নিঘর্ষণাদিভি যথা স্তবর্ণং

শ্লোক সমস্ত কবিজনের আনন্দ লাভের মূলভিত্তি ।  
শঙ্কর গুরুর সুন্দর অর্থ বিশিষ্ট কাব্য সকল, কুরু-  
বিন্দ রুক্ষের নবাকুর তুল্য ও সজ্জনের আনন্দ মূল  
বাক্য রচনায়,—অরবিন্দ পুষ্পের ছিদ্র হইতে গলিত  
মকরন্দের তুল্য উজ্জ্বল অর্থসমূহের ও কল্পতরুর  
প্রফুল্ল পুষ্পের সৌরভপূর্ণ বাস্পভাবে কাহার না হর্ষ  
বন্ধন করিয়া থাকে ? । যতিশেখর শঙ্কর কর্তৃক  
উদ্ধৃত উপনিষৎ ভাষ্যের একরূপ মহিমা ? ইহা শ্রবণ  
করিয়া গঙ্গাতীরস্থ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনুমানও  
ভেদবাদী গৌতমমতাবলম্বী কতকগুলি লোক ক্ষমা  
বিসর্জন দিয়া ঈর্ষাপূর্বক অবিচার করিয়া (বিচিত্র  
পতঙ্গ সকল যেরূপ অগ্নি নির্বাণ করিতে যত্ন করে)  
সেইরূপ ভবিষ্যৎ অর্থ খণ্ডন করিতে বিশেষ যত্ন  
ইল । ৯৪ । ৯৫ । ৯৬ । ৯৭ ।

পরভাগমেতি । বিবাদিভিঃ সাধু বিমধ্যমানং তথা  
মুনে ভাষ্যমদীপি ভূয়ঃ ॥ ৯৮ ॥ স ভাষ্যচন্দ্রো মুনি-  
দুক্ষসিধোরুথায় দাস্তমমৃতং বুধেভ্যঃ । বিধূয় গোভিঃ  
কুমতাক্ষকারানতর্পয়দ্ ভাষা স্তথা যতীন্দোঃ ॥ ১০০ ॥

পরমমুৎকৃষ্টং ভাগং ভাগ্যং প্রাপ্নোতি তথা বিবাদিভিরতিশয়েন  
মধ্যমানং মুনে ভাষ্যমত্যন্তমহাতত উপেন্দ্রবজ্রা ॥ ৯৮ ॥  
স ভাষ্যলক্ষণশ্চন্দ্রো মুনিলক্ষণাং ক্ষীরসমুদ্রাচ্ছায় পণ্ডিত-  
লক্ষণেভ্যো দেবেভ্যো মোক্ষলক্ষণমমৃতং দাস্তম্ বাগলক্ষণৈঃ  
কিরণৈঃ কুমতলক্ষণানক্ষকারান্ প্রকম্প্য দূরীকৃত্য বিপ্রাণাং সমুক্ষ-  
ব্রাক্ষণানাং মনোলক্ষণান্ চকোরানতর্পয়ৎ উঃ ॥ ৯৯ ॥ ইদানীং  
ভাষ্যং স্তথাক্রপেণ বর্ণয়তি । যতিলক্ষণস্ত ভাষ্যলক্ষণা স্তথা  
অনাদিভূতবেদবাক্যলক্ষণাং সমুদ্রাচ্ছিতা ধিক্কৃতা দৃষ্টগতঃ  
কামক্রোধদয় আন্তরা বাহ্যশ্চ বাদিনো যৈস্তৈঃ পণ্ডিতলক্ষণৈ-  
র্দেবৈঃ সেব্য্য । পুনশ্চ জরামরণরহিতত্বং সম্পাদয়ন্তী বিদিতায়ে-  
হতিশয়েন বভাসে ॥ ১০০ ॥ ইদানীং ভাষ্যং প্রত্যাক্রপেণ

যেরূপ ঘর্ষণ, ছেদন ও উত্তাপনদ্বারা স্তবর্ণ উৎ-  
কর্ষ লাভ করে, সেইরূপ বিবাদীদিগকে মন্ত্রন  
করাতে মুনির ভাষ্য পুনরায় দীপ্ত হইয়া উঠিল । ৯৮।  
সেই ভাষ্যরূপ চন্দ্র মুনিরূপ ক্ষীরসমুদ্র হইতে  
উথিত হইয়া পণ্ডিতরূপ দেবতাদিগকে মোক্ষরূপ  
অমৃত দান করিয়া বাক্যরূপ কিরণদ্বারা কুংসিত  
মতরূপ অন্ধকার সকল দূর করিয়া মোক্ষাধী  
ব্রাক্ষণগণের মনোরূপ চকোরপক্ষী সকলকে পরিতৃপ্ত  
করিল । যতিরূপ চন্দ্রের ভাষ্যরূপ স্তথা অনাদি  
বেদবাক্য রূপ সমুদ্র হইতে উথিত হইয়াছে । এবং  
কাম ক্রোধাদি যে সমস্ত আন্তরিক বা বাহ্যিক কাৰ্দ্দী-  
রূপ ছুটে শত্রু আছে, তাহাদিগকে যে সমস্ত পণ্ডিত  
গণ ধিকার করিয়া থাকেন, সেই সমস্ত পণ্ডিতরূপ

সতাং হৃদঙ্গানি বিকাসয়ন্তী তমাংসি গাঢ়ানি বিদা-  
রয়ন্তী। প্রত্যখ্যলুকান্ প্রবিলাপয়ন্তীভাষাপ্রভাঃ  
ভাদ্যতিবর্ষ্যভানোঃ ॥১০১॥ ন্যায়মন্দরবিমহ্নজাতা  
ভাষানূতনসুধা শ্রুতিসিন্ধোঃ। কেবলশ্রবণতো বিবু-  
ধেভ্যশ্চিত্রমত্র বিতরত্যমৃতত্বম্ ॥১০২॥ পাদাদাসীং

বর্ণয়তি। সতাং হৃদঙ্গানি কমলানি বিকাসয়ন্তী গাঢ়ানি  
বাহ্যপ্রভাভি বিদারয়িতুমশক্যাত্মজ্ঞানলক্ষণানি তমাংসি বিদার-  
য়ন্তী প্রতিবাদিলক্ষণালুকান্ একর্ষণেণ বিলাপয়ন্তী যতিশ্রেষ্ঠ-  
লক্ষণস্য স্বর্গ্যাত্ম ভাষালক্ষণা প্রভাঃভাঃ অহৃতত ॥ ১০১ ॥  
প্রসিদ্ধসুধায়া ভাষাসুধায়াঃ ব্যতিরেকং দর্শয়তি। ব্যাসোক্ত-  
ত্ম্যলক্ষণেন মন্দরাচলেন বিশেষণে মহ্ননাৎ শ্রুতিলক্ষণাৎ  
সমুদ্রাজাতা ভাষানূতনসুধা শ্রবণমাত্রাদিবৃদ্ধেভ্যঃ পণ্ডিতেভ্যো-  
হজ জীবনদশায়াং চিত্রং প্রসিদ্ধামৃতবিলক্ষণমমৃতত্বং মোক্ষ-  
রূপং বিবরতি প্রয়চ্ছতি। সা তু নৈবহবিধা স্বাঃ ॥ ১০২ ॥

অমরগণ ঐ সুধার সেবা করিয়া থাকেন। এবং  
যাহাতে জরা কি মরণ না হয় তাহার উপায় করিয়া  
ভাষাসুধা অতিশয় শোভা পাইতে লাগিল। ১০১।

পণ্ডিতগণের হৃদয়রূপ কমলপুষ্প সকল  
প্রক্ষুটিত করিয়া (অন্যান্য বাহ্যিক প্রভাধারা যে  
সমস্ত অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নষ্ট করিতে পারা যায়  
না) সেই সমস্ত গাঢ় আন্তরিক তিমির সকল বিদীর্ণ  
করিয়া প্রতিবাদীরূপ পেচকদিগকে বিলাপিত  
করিয়া যতিরূপ সূর্য্যের ভাষারূপ প্রভা শোভা  
পাইল। ১০১।

ব্যাসোক্ত নিয়মরূপ মন্দর পর্ব্বতদ্বারা বিশেষ  
করিয়া মহ্নন হওয়া প্রযুক্ত বেদরূপ সমুদ্র হইতে  
যে নূতন ভাষারূপ সুধা উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা  
শ্রবণমাত্র, পণ্ডিতদিগকে এই জীবদশাতেই  
চাশ্চর্য্য, বিখ্যাত অমৃত হইতে উৎকৃষ্ট অমৃতত্ব

পদ্মনাভস্ত গঙ্গা শস্তো বক্তৃচ্ছাকরী ভাষা-  
সৃক্তিঃ। আদ্যা লোকান্ দৃশ্যতে মজ্জরন্তীতান্য  
মথানুক্ররত্যে স ভেদঃ ॥ ১০৩ ॥ ব্যাসো দর্শয়তি  
অ সূত্রকলিতন্যায়ৌঘরত্নাবলী রথীলাভবশ। ন কৈ-  
রপি বুধৈরেতা গৃহীতান্শিচরম্। অর্থাপ্ত্যা সুলভাভি-

ইদানীং গঙ্গাতঃ ভাষাসৃক্তে কীর্তিরেকং দর্শয়তি। গঙ্গা পদ্ম-  
নাভস্য বিষ্ণোঃ পাদাদাসীং। ভাষাসৃক্তিঃ শস্তো মূখাদাসী-  
দিত্যে কো ব্যতিরেকঃ। আদ্যা গঙ্গা লোকান্মজ্জরন্তী দৃশ্যতে।  
অন্য ভাষাসৃক্তিঃ সংসারসাগরে মথানুক্ররতীত্যে দ্বিতীয়ে  
ব্যতিরেকঃ শালিঃ ॥ ১০৩ ॥ সূত্রৈঃ কলিতা ন্যায়সমুহরত্না-  
নামাবলী গ্লালা ব্যাসো দর্শয়তি অ। যথা শিল্পিবরেণ গ্রহনং  
কৃৎ প্রদর্শিতা রত্নমালাস্তদ্যোগাধনালাভাৎ কেহপি ন গহুতি

( অমরত্ব ) রূপ মোক্ষপ্রদান করিয়া থাকে। কিন্তু  
প্রসিদ্ধ সুধা এরূপ নহে। ১০২।

প্রসিদ্ধ গঙ্গা বিষ্ণুর পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া  
ছিলেন। আর এই শঙ্করকৃত ভাষাসৃক্তি, মহাদেবের  
মুখ হইতে উৎপন্ন। এবং দেখিতে পাওয়া যায়  
প্রসিদ্ধ গঙ্গা লোকদিগকে জলমগ্ন করিয়া থাকেন।  
কিন্তু ভাষারূপ ভাগীরথী বাহার সংসার সাগরে মগ্ন  
তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন, এই পরম্পরের  
প্রভেদ। ১০৩।

মহর্ষি বেদবাস, সূত্রদ্বারা ন্যায় সমূহের রত্ন-  
মালা গ্রথিত করিয়া সাধারণের নিকট দেখাইয়া  
ছিলেন। যেরূপ কোন শিল্পী রত্নমালা গ্রথিত করিয়া  
সাধারণের নিকট দেখাইলে তাহার যোগ্য ধন না  
থাকিলে কেহ তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, সেই-  
রূপ সূত্রের অর্থ সঙ্গতি নাই বলিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত  
কোন পণ্ডিত ঐ ন্যায় রত্নমালা গ্রহণ করিতে  
পারেন নাই। কিন্তু ইদানী যতিপতি শঙ্করের

রাভিরধুনা তে মণ্ডিতাঃ পণ্ডিতা বাসশ্চাপ কৃত্তার্থ-  
তাং যতিপতেরৌদার্যমাশ্চর্য্যকৃৎ ॥ ১০৪ ॥ বিদ্ব-  
জ্জালতপঃফলং শ্রুতিবধুধাম্মিল্লমল্লীশ্রজং মদৈ-  
য়াসিকসূত্রমুদ্রমধুরাগণ্যাতিপুণ্যোদয়ং । বাগ্‌দেবী-  
চিরভোগ্যভাগবিভবপ্রাগ্‌ভারকোশালয়ং ভাষ্যং তে  
নিপিবন্তিহন্ত ন পুন র্ঘেষ্যং ভবে সন্তুৰঃ ॥

তথার্থলাভবশাদেতা মালাশ্চিরকালং কৈরপি পণ্ডিতৈ ন গম্যতাঃ  
ইদানীন্ত যতিপতেঃ সকাশাদর্থপ্রাপ্ত্যা স্থলভাভিরাভি স্মালাভি-  
স্তে পণ্ডিতা অলঙ্কৃতা বাসশ্চাপি কৃত্তার্থতাং প্রাপা অতো যতি-  
পতেঃ শ্রীশঙ্করসৌদার্যমাশ্চর্য্যকৃৎ পা০ ॥ ১০৪ ॥ বিদ্বাং সমু-  
হসা তপসঃ ফলং শ্রুতিলক্ষণায় বদ্ধা ধাম্মিল্লস্য কেশবকৃত্ত মালা-  
শ্রজং মদৈয়াসিকসূত্রলক্ষনসুন্দরমিত্রস্য মধুরাগণনী-  
য়স্মাতিপুণ্যোদয়তুতং বাগ্‌দেব্যা যানি চিরভোগ্যভাগ্যানি  
তেষাং বিভবাতিশয়ভূতার্থসম্ভ্রাতসালয়ং ভাষ্যে নিতরাং  
পিবন্তি । কে ইত্যাপেক্ষায়ামাহ । যেমাং সংসারে পুনর্জন্ম নান্তি  
হম্বেতি হর্ষে মুগ্ধস্ত সুন্দরে মূঢ়ে মধুরাগতপুষ্পয়োঃ । মিত্রে পাতে  
গিরিভিদোঃ । কোশোহস্ত্রী কুডুলে পাতে দিবো ঋজুপিধানকে ।  
জাতীকোশেহর্ষসম্ভ্রাত ইতি মেদিনী ॥ ১০৫ ॥ শ্রুতিলক্ষণশ্চ

নিকট অর্থ প্রাপ্ত হইয়া ঐ সমস্ত স্থলভমালা কর্তৃক  
উক্ত পণ্ডিতগণ ভূষিত হইয়াছেন, বেদবাসও  
কৃত্তার্থতা লাভ করেন । অতএব যতিপতির ঔদার্য্য  
গুণ আশ্চর্য্যান্বিত । ১০৪ ।

আহা ! ইহা অত্যন্ত হর্ষের বিষয় ! যাহাদের  
পুনর্জন্ম আর ভবে আসিতে হইবে না, তাহারা  
পণ্ডিতগণের তপস্যার ফল ; শ্রুতিরূপ কামিনীর  
মস্তকের মালতীমালা ; বেদবাসের উৎকৃষ্ট সূত্ররূপ  
মিত্রের সুন্দর ও অগণ্য পুণ্যরাশি, এবং বাগ্‌দেবীর

॥ ১০৫ ॥ মহানাদ্রিধুরঙ্করা শ্রুতিসুধাসিকো-  
র্যতিক্ষাপতে গ্রন্থানাং কণিতিঃ পরাবরবিদামানন্দ-  
সন্ধায়িনী । ইক্ষানৈঃ কুমতাক্কারপটলৈরক্ষীভব-  
চক্ষুষাং পস্থানং ক্ষুটয়ন্ত্যাকাণ্ডকমভাতর্কার্কবিদ্যো-  
তিতৈঃ ॥ ১০৬ ॥ আ সীতানাথনেতুঃ স্থলকৃতসলিল-

সুধাসিকোঃ কীরমমুদ্রস্য মহানাজে ধুরং ধরতীতি । তথাভূতা যতি-  
রাজশ্চ গ্রন্থানাং সৃষ্টিঃ । পরে ব্রহ্মাদয়োহবরে পরমাত্মানঃ  
বিদন্তীতি । তথা কার্য্যাকারণবিদো বা স্থূলসূক্ষ্মবিদো বা তদ্ব-  
পদার্থবিদো বা তেষামানন্দমাধায়িনী । ইক্ষানৈ দীপ্তিঃ কুর্কৃষ্ণ-  
স্তর্কলক্ষণার্কপ্রকাশৈঃ কুমতাক্কারসমূহৈরক্ষীভবচক্ষুষাং মার্গঃ  
ক্ষুটয়ন্তী । অকাণ্ডকমভাৎ নতু রহসি । অকাণ্ডকমকুৎসিতং  
যথাস্থাতথাভাদিতি বা । কুৎসিতে রহসি স্তম্বেহকাণ্ডমিতি বিদ্য-  
প্রকাশঃ ॥ ১০৬ ॥ সীতানাথশ্চ নেতা রামেশ্বরশ্চ সমুদ্রাৎ  
স্থলকৃতং সেতুধ্বজেনৈ যৎ সলিলং তেন হৈতমুদ্রা যত্র কুৎ-  
পর্যাস্তম্ । পুনশ্চ রুদ্রেণ ত্রিপুরসংহারসময়ে যদাকর্ষণং তস্মাদ

যে সমস্ত চিরকাল ভোগ করিবার জন্য ভাগ্য ছিল,  
তাহার বৈভবরূপ ধনাগার, ঐ ভাবা শ্রবণ করিয়া  
থাকেন । ১০৫ ।

শ্রুতিরূপ সুধাসিকুর মন্থনকারী মন্দার পর্ব-  
তের ধুরঙ্কর যতিরাজের গ্রন্থ ভারতী, ব্রহ্মাদি দেবজ্ঞ  
ও পরমাত্মবিৎ লোকদিগের আনন্দদায়ক দীপ্তিমান  
তর্করূপ সূর্য্যপ্রকাশে ঐ গ্রন্থবাক্য (কুৎসিত মতরূপ  
অন্ধকারে যাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়াছে) তাহাদের পথ  
উভয়রূপে প্রকাশিতাকরিয়া শোভা পাইতে লাগিল  
। ১০৬ ।

দ্বৈতমুদ্রাং সমুদ্রাদাকুদ্রাকর্ষণাদ্ভাগবনতশিখরাদ্ভাগসামুদ্রাগেদ্রাং । আ চ প্রাচীনভূমীধরমুকুট-

ভাগ্ ঋটিতি অবনতানি নমীভূতানি শৃঙ্গানি যন্ত । ভোগৈঃ সাক্ষাৎ  
ধনীভূতান্নগেন্দ্রাং সুরৈর্যন্তঃপর্যন্তঃ । তথোদয়াচলগিরি-  
মুকুটতটপর্যন্তঃ । তথাস্তাচলাদ্রেতটপর্যন্তমধৈবশূন্য আদ্যঃ-

দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত, উত্তরে ত্রিপুর-  
দহন কালে মহাদেব কর্তৃক আকৃষ্ট, সর্প পূর্ণ সুরৈর-  
পর্কিত পর্য্যন্ত, পূর্বে উদয়াচল ও পশ্চিমে অস্তাচল

তটাদাতটাং পশ্চিমাদ্রেবৈতাদ্যাপবর্গা জয়তি  
যতিবরেণোকৃতা ব্রহ্মবিদ্যা ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্ ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতিঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে ষষ্ঠঃ সর্গ উপারমঃ ॥

কাণ্ডভূতোহপবর্গো যন্তাঃ সা যতিভূমি যেন যতিরাজেনা-  
কৃতা ব্রহ্মবিদ্যা জয়তি সর্কোংকর্ষণে বর্ততে সঃ ॥ ১০৭ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচাণ্ডালালগোপালতীর্থ শ্রীপা-  
দশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারস্বত্বনপতিস্বরিক্তে শ্রীশঙ্করাচাৰ্য্য-  
বিজয়ডিভিমে ষষ্ঠঃ সর্গঃ ॥

পর্বতের মুকুটতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত, যতিরাজ সমুদ্রত  
ঐতদৈতমতের অপবর্গ সংযুক্ত ব্রহ্মবিদ্যার সর্বথা  
উৎকর্ষ বুদ্ধি হইল । ১০৭ ।

ইতি ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

## সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

স জাতু শারীরকসূত্রভাষ্যমধ্যাপয়ন্নভ্রসরিং  
সমীপে । শিষ্যালিশঙ্কঃ শময়ন্নু বাস বাবন্নভোমধ্য

এবং সপরিব্রাজ্য ব্রহ্মবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতমুপবর্গা ভূম্যাস দর্শ-  
নাদিকং বর্ণয়িতুমনুক্রমতে । স ইতি । স শ্রীশঙ্করঃ কদাচিৎ  
খনদী গঙ্গা তৎসমীপে শারীরকসূত্রভাষ্যং পাঠয়ন শিষ্য-

একদিন প্রভাকর নভোমণ্ডলের মধ্যবর্তী  
হইলে আচার্য্য শঙ্কর, শারীরক সূত্রের ভাষ্য পাঠ

মিতো বিবস্বান্ ॥ ১ ॥ শ্রান্তেন্থথাধীত্য শনৈর্কিনেয়ে-

পংক্তিশঙ্কঃ শময়ন উবাস । যাবৎকালং সূমা আকাশস্ত মধ্য-  
মিতঃ প্রাপঃ উপজাতিঃ ॥ ১ ॥ শনৈর্নদীত্য শ্রান্তেন্থ শিষ্যোষু

করাইয়া এবং শিষ্যবর্গের শঙ্কা সকল অপনোদন  
করিয়া আকাশনদী গঙ্গাদেবীর তট সমীপে বাস  
করিয়া রহিলেন । ১ ।



স্বাচার্য্য উত্তিষ্ঠতি যাবদেষঃ । তাবদ্বিজঃ কশ্চন বৃদ্ধ-  
রূপঃ কস্তং কিমধ্যাপয়সীত্যপৃচ্ছৎ ॥ ২ ॥ শিষ্যা-  
স্তমূচুঃ ভগবানসৌ নো গুরুঃ সমস্তোপনিষৎস্বতন্ত্রঃ ।  
অনেন দূরীকৃতভেদবাদমকারি শারীরকসূত্রভাষ্যং ॥  
৩ ॥ স চাত্রবীদ ভাষ্যকৃতং ভবন্তুমেতে বদন্ত্যদ্যুত-

মেতদাস্তাম্ । অথৈকমুচ্চারয় পারমর্ষং যন্তেহর্থ-  
তস্ত্বং যদি বেথ সূত্রম্ ॥ ৪ ॥ তমত্রবীদ্যাকৃদত্র্য-  
বাচং সূত্রার্থবিদ্যোহস্ত নমো গুরুভ্যঃ । সূত্রজ্ঞ-  
তাহঙ্কৃতিরস্তি নো মে তথাপি যৎ পৃচ্ছসি তদ্  
ব্রবীমি ॥ ৫ ॥ পপ্রচ্ছ মোহধায়মথাধিকৃত্য তৃতীয়-

সঃসু যাবদেষ আচার্য্যঃ শনৈরুত্তিষ্ঠতি তাবদ বৃদ্ধরূপঃ কশ্চন  
ব্রাহ্মণঃ কঃ কিং পাঠয়সীতি পৃষ্টবান্ ইত্ৰবজ্রাঃ ॥ ২ ॥ তৎ  
বৃদ্ধরূপং ব্রাহ্মণং শিষ্যাঃ প্রশ্নবয়স্তোত্তরমূচুঃ । তত্র প্রথমপ্রশ্নো-  
ত্তরং ভগবানিতি । দ্বিতীয়স্তোত্তরমাছঃ । অনেন দূরীকৃতো  
ভেদবাদো যত্র তৎ শারীরকসূত্রভাষ্যমকারি কৃতং তদেব পাঠয়-  
তীত্যর্থঃ উঃ ॥ ৩ ॥ এবং শিষ্যোক্তং নিশম্য স চ ব্রাহ্মণো-  
ভাষ্যকারমভাষত । এতে ত্বাং ভাষ্যকারং বদন্তি । এতদদ্যুত-

মাস্তাং তিষ্ঠতু । হে যজ্ঞে ! যদি ত্বং পরমর্ষিণা বেদব্যাসেন  
প্রোক্তং সূত্রমর্থতো জানাসি তর্হেকমপি তৎ সূত্রং উচ্চারয়  
তদর্থব্যাখ্যানায়ৈকমু সূত্রস্তোচ্চারণং কুর্ষিত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥ এব-  
মুক্তো ভাষ্যকারস্তং ব্রাহ্মণং শ্রেষ্ঠাং বাচমুবাচ । সূত্রার্থবিদ-  
ভ্যো গুরুভ্যো নমোহস্ত । সূত্রজ্ঞতাহভিমানো যদিপি মম নাস্তি  
তথাপি যৎ পৃচ্ছসি তদ্ ব্রবীমি ॥ ৫ ॥ অথ ভাষ্যকারোক্তে-  
রনন্তরং স ব্রাহ্মণো যতীশং পপ্রচ্ছ । যৎ পৃষ্টবান্ তদাছ ।

ঐ সময়ে বিনীত শিষ্যগণ শারীরক সূত্রের  
ভাষ্য অধ্যয়ন করিয়া কিঞ্চিৎ শ্রান্ত হইলে যখন  
আচার্য্য তথা হইতে উঠিতে ইচ্ছা করেন, তৎকালে  
কোন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আগমন করিয়া “তুমি কে ?  
কি শাস্ত্র পড়াইতেছ ? ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন ।  
১২ ।

তাহা শুনিয়া শিষ্যগণ ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে যথা-  
ক্রমে দুইটি প্রশ্নের উত্তর করিলেন । প্রথম—সমস্ত  
উপনিষৎ যাহার আয়ত্ত, তিনি আমাদের গুরু এবং  
তাহার নাম ভগবান্ । দ্বিতীয়—যিনি সমস্ত ভেদ  
বাক্য নিরস্ত করিয়া শারীরকসূত্রের ভাষ্য নির্মাণ  
করিয়াছেন, তিনি সেই ভাষ্যই এখন আমাদের  
পড়াইতেছিলেন । ৩ ।

শিষ্যদিগের এই সমস্ত বাক্য শুনিয়া আগন্তুক

ব্রাহ্মণ ভাষ্যকারের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে  
লাগিলেন । এই সকল শিষ্যগণ তোমাকে ভাষ্য-  
কার বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন ; এক্ষণে এই  
অদ্বুতবাক্য নিস্তব্ধ হউক । হে যতীন্দ্র !  
মহর্ষি বেদব্যাস যে সূত্র বলিয়াছেন, তুমি যদি  
তাহার অর্থ জান তবে সেই অর্থের ব্যাখ্যা করি-  
বার নিমিত্ত একটী সূত্রের উচ্চারণ কর । ৪ ।

এই কথার অবসান হইলে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে  
উত্তম বাক্য বলিতে লাগিলেন । যে সকল গুরুগণ  
সূত্রের অর্থ অবগত আছেন আমি তাঁহাদিগকে  
নমস্কার করি । যদিপি আমি সূত্রবিৎ বলিয়া আমার  
কোন অহঙ্কার নাই, তথাপি আপনি যাহা প্রশ্ন  
করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি । ৫ ।

ভাষ্যকারের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ

মারজ্জগতঃ যতীশম্ । তদন্তরেত্যাদিকমস্তি সূত্রং  
ক্রহেতদর্থঃ যদি বেথ কিঞ্চিৎ ॥ ৬ ॥ স প্রাহ জীবঃ  
করণাবসাদে সংবেষ্টিতো গচ্ছতি ভূতসূক্ষ্মৈঃ ।  
তাণ্ডিশ্রুতো গোতমজৈমিনীযপ্রশ্নোত্তরাভ্যাং প্রথি-

তৃতীয়মধ্যায়মধীকৃত্য তৃতীয়াধ্যায় আরম্ভগতং তদন্তরপ্রতিপত্তৌ  
রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যামিতি সূত্রমস্তি এতস্যার্থঃ  
যদি ত্বং জানাসি তর্হি ক্রহি ॥ ৬ ॥ এবং পৃষ্টঃ স ভাষাকার  
উক্তসূত্রার্থঃ প্রোক্তবান্ । জীবঃ করণানামিশ্রিমাণামবসাদে  
মরণসময়ে দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ দেহবীজৈ ভূতসূক্ষ্মৈঃ সংপরি-  
ষক্তঃ সংবেষ্টিতো রংহতি গচ্ছতীত্যবগন্তব্যঃ । কুতঃ প্রশ্ন-  
নিরূপণাভ্যাম্ তাণ্ডিশ্রুতে গোতমজৈমিনীযপ্রশ্নপ্রতিবচনাভ্যাম্ ।  
প্রশ্নস্তাবৎ বেথৎ যথা পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভব-

যতীশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন । শারীরক সূত্রের  
তৃতীয় অধ্যায়ে “তদন্তর প্রতিপত্তৌ রংহতি  
সংপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্” যেন এক সূত্র আছে,  
যদি তুমি সেই সূত্রের অর্থ অবগত থাক, তবে অর্থ  
কর । ৬ ।

এইরূপ প্রশ্নে ভাষাকার উক্তসূত্রের অর্থ  
বালিতে লাগিলেন, “জীব ইন্দ্রিয় সমূহের অবসাদ  
অর্থাৎ মরণ সময়ে যখন অন্য দেহ প্রাপ্ত হয়, তৎ-  
কালে দেহের বীজরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে  
বেষ্টিত হইয়া গমন করে । কিহেতু ? না—“প্রশ্ন  
নিরূপণাভ্যাম্” তাণ্ডবশ্রুতিতে গোতমমুনির প্রশ্ন ও  
জৈমিনির প্রত্যুত্তরহেতু । প্রশ্ন যথা—“পঞ্চম্যামা  
হতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” পঞ্চম আহৃতিকালে  
অপ্ অর্থাৎ সকল দেহের জীবস্বরূপ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত

তোহয়মর্থঃ ॥ ৭ ॥ ইত্যান্তমর্থঃ নিশময়া তেন স

ভীতি । প্রতিবচনঞ্চ দ্বাপর্জন্তৃপৃথিবীপুরুষযোষিত্বং পঞ্চশ্লিষু  
শ্রদ্ধাসোমরূষ্টররৈতোরূপাঃ পঞ্চাহতী দর্শয়িত্বা ইতি তু পঞ্চম্যা-  
মাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তীতি । তস্মাদাত্যাং সন্মপ্রতিবচ-  
নাভ্যাময়মর্থঃ প্রথিতঃ ॥ ৭ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ তেনোক্তং সূত্রার্থ-  
শ্রুত্বা স বাবদুকোহতিবক্তা ব্রাহ্মণঃ শতধা বিকল্য পণ্ডিতকুঞ্জরা-  
ণাং মধ্যে বিস্ময়মাদধানোহথ গুয়ৎ খণ্ডিতবান্ । তথাহি ব্যাপিনাং  
করণানামাত্মনশ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ কস্মাবশাদ্ বৃত্তিলাভস্তদ্র  
ভবতি । যদ্ বা কেবলশ্চৈবায়নো বৃত্তিলাভস্তদ্র ভবতীশ্রিয়া  
তু দেহবদভিনবাশ্চৈব তত্র তত্র ভোগস্থানমুৎপদাশ্চে । যদ্ বা মন

পরমপুরুষ পরমাত্মার বাক্য স্বরূপ হইয়া থাকে ।  
নিরূপণ অর্থাৎ প্রতিবচন যথা—স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী,  
পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচপ্রকার অনলে যথাক্রমে  
শ্রদ্ধা, সোমলতা, রুষ্টি, অন্ন ও রৈত এই পাঁচ  
প্রকার আহুতি দেখাইয়া পঞ্চম আহুতিতে অপ্  
(পঞ্চভূত) পুরুষের বাক্য হইয়া থাকে । অতএব  
এইরূপ প্রশ্ন ও প্রতিবচনদ্বারা এইরূপ অর্থ কথিত  
হইয়াছে । ৭ ।

ভাষাকারোক্ত সূত্রের অর্থ শুনিয়া সংবল্লা  
আগন্তুক ব্রাহ্মণ তৎকালে উপস্থিত মহামহো-  
পাধ্যায় পণ্ডিতদিগের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া  
সূত্রের অর্থে দোষারোপ করিয়া তাহা শতধা খণ্ডন  
করিলেন । যথা—দেহব্যাপক ইন্দ্রিয় সকল ও  
জীবাত্তার দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে কস্মাধীন সঙ্গতি  
হয় ? না, তথায় কেবল জীবাত্তার সঙ্গতি হয় ?  
দেহের মত ইন্দ্রিয় সকল অভিনব হইয়া তত্তৎ-  
স্থলে ভোগস্থান উৎপন্ন করে ? অথবা কেবল মনই

বাবদুকঃ শতধা বিকল্পা । অথগুয়ং পণ্ডিতকুঞ্জ-

ঐব কেবলং ভোগস্থানমপি প্রতিষ্ঠতে । যদ্ বা জীব এবোৎ-  
স্রজা দেহাদ্ দেহান্তরং প্রতিপদ্যতে শুক ইব বৃক্ষাদ্ বৃক্ষান্তরং ।  
কিঞ্চ দেহান্তরপ্রতিপত্তৌ করণানাং জীবেন সহ গমনং শ্রুতি-  
বিরুদ্ধম্ । তথাচ শ্রুতি যত্রাস্ত পুরুষস্য মৃতশ্চাশ্মিং বাগপ্যেতি  
বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রমসং দিশঃ শ্রোত্রমিত্যাদ্যা ।  
অপিচ প্রথমেহগ্রাবণং শ্রবণাভাবাৎ পঞ্চম্যামাহতাবাপঃ পুরুষ-  
বচসো ভবন্তীতি নির্ধারয়িতুং ন শক্যতে । অত্র হি হ্রালোক-  
গমুখাঃ পঞ্চাশয়ঃ শ্রদ্ধাদীনাং পঞ্চানামাহতীনাংমাধারভূতানা-  
ধীতাঃ । কত্র প্রথমেহর্গো শ্রুতাং শ্রদ্ধাং পরিত্যজ্যাশ্রুতানামপাং

ভোগস্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে ? কিম্বা শুকপক্ষী যেরূপ  
বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে গমন করে, সেইরূপ জীবা-  
ত্মাও কি দেহ পরিত্যাগ করিয়া দেহ হইতে দেহা-  
ন্তরে গমন করে ? অধিকন্তু দেহান্তর প্রাপ্তি বিষয়ে  
ইন্দ্রিয় সমূহের জীবাত্তার সহিত গমন করা শ্রুতি-  
বিরুদ্ধ । শ্রুতি যথা—“যত্রাস্ত পুরুষস্ত মৃতশ্চাশ্মিং  
বাগপ্যেতি বাতং প্রাণশ্চক্ষুরাদিত্যং মনশ্চন্দ্রমসং  
দিশঃ শ্রোত্রম্” যেস্থানে এই মৃতবাক্তির বাগি-  
ন্দ্রিয় অগ্নি, প্রাণ বায়ু, চক্ষু সূর্য্য, মন চন্দ্রমা এবং  
শ্রবণেন্দ্রিয় দিক্ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । ইত্যাদি  
শ্রুতিদর্শনে প্রথম অগ্নিতে, অপ্ ( পঞ্চভূত ) স-  
কলের কোন কথারই উল্লেখ নাই । সুতরাং “পঞ্চা-  
নামাহতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি” এরূপ কথা  
আর নির্দ্ধারিত করিয়া বলিতে পার না । এই-  
স্থানে স্বর্গ, মেঘ, পৃথিবী, পুরুষ ও স্ত্রী এই পাঁচ-  
প্রকার অগ্নি, শ্রদ্ধা, সোমলতা, বৃষ্টি, অন্ন ও রেত  
এই পাঁচপ্রকার আত্মতার আধার বলিয়া কথিত হই-  
য়াছে । অতএব ঐ স্থানে প্রথম অনলে যে শ্রদ্ধা  
শব্দের নাম শ্রবণ করা হয় নাই সেই অপ্ ( পঞ্চ-  
ভূত ) শব্দের কল্পনা করা কেবল সাহসমাত্র, কারণ,

রাণাং মধ্যে মহাবিস্ময়মাদধানঃ ॥ ৮ ॥ অনুদ্য

পরিকল্পনঃ সাহসমাত্রং শ্রদ্ধায়াঃ প্রত্যয়বিশেষত্বপ্রসিদ্ধেঃ ।  
কিঞ্চাৎপাং শ্রদ্ধাদিক্রমেণ পঞ্চম্যামাহতৌ পুরুষাকারপ্রা-  
প্তিস্থত্বাপি তৎপরিষ্কৃতশ্চ জীবস্য গমনন্ত ন বাচ্যং তদ্ গমনশ্চা-  
শ্রুতাদিত্যেবমাদিনা শতধা বিকল্পা বণ্ডিতবানিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তদীয়ভাবিতং সর্ব্বমনুদ্য শাস্ত্রকারঃ শ্রীশঙ্করঃ সহস্রধা চখণ্ড  
ন তাবৎ সাংখ্যবৌদ্ধবৈশেষিকদিগম্বরাণাং কল্পনা আদর্ভব্যা  
উদাহৃতশ্রুতিবিরোধাত্ । ন চাপ্ পঞ্চশ্রবণসামর্থ্যাৎ প্রম্মপ্রতিবচ-  
নাত্মাৎ কেবলাভিরুদ্ধিঃ সংপরিষ্কৃতো রংহতীতি বাচ্যং তাসাং  
ভূত্বাপেক্ষাপ্ পঞ্চপ্রয়োগাবিরোধাত্ । ন হি কেবলানামপাং  
দেহারম্ভকত্বং সম্ভবতি ত্রিহংকরণশ্রুতেঃ । ত্রয়ানামপি তেজোহ-  
বরানাং দেহে কার্যোপলক্যা তস্ত ত্রয়াক্ষকত্বাচ্চ । নহু পার্থিবো

শ্রদ্ধাশব্দ কেবল একরূপ প্রত্যয় ( জ্ঞান ) বিশেষ  
বলিয়া প্রসিদ্ধ । পঞ্চম আত্মতিকাৰ্য্যো অপ্ (পঞ্চ-  
ভূত) সকলের পুরুষাকার প্রাপ্তি হইবার কথা দূরে  
থাকুক, কেবল দেহের বীজস্বরূপ ঐ অপ্ অর্থাৎ  
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পঞ্চভূতে পরিবেষ্টিত হইয়া জীবাত্তার  
নিকটে কিছুতেই গমন হইতে পারে না । কারণ,  
জীবাত্তার গমনের কথা কোন বেদে শ্রবণ করা  
যায় নাই । ফলতঃ এইরূপে বিবিধ দোষ সমর্পণ  
করিয়া আচার্য্যের মত সকল খণ্ডন করিতে লাগি-  
লেন । ৮ ।

ব্রাহ্মণের সমুদয় কথা অনুবাদ করিয়া শাস্ত্রকর শঙ্ক-  
রাচার্য্য ঐ কথা সহস্র প্রকারে খণ্ডন করিলেন ।  
যথা—আপনি সাংখ্য, বৌদ্ধ, বৈশেষিক ও দিগম্বরের  
মত কল্পনা করিতে পারেন না । পূর্ব্বোক্ত বস্তু সমু-  
দায়ের লোম ও কেশের গমন করা শ্রবণ করা যায় নাই,  
সুতরাং উহা গোণ । “ওষধী লোমানি বনস্পতীন্  
কেশাঃ,” লোম সকল ওষধি ও কেশ সকল বৃক্ষা-  
দিতে গমন করিয়া থাকে । ইহা তত্তৎস্থলে বেদে

সর্বং কণিতং তদীয়ং সহস্রা তীর্থকরশ্চখণ্ড ।

যাতু ভূরিষ্ঠো দেহেবৃপলক্ষ্যতে ইতি চেন্নৈব দোষঃ ইতরাণে-  
ক্সাইপাং বাহন্যসম্ভবাৎ । তন্মাদবপ্শ্বেন সর্কেবামেব দেহ-  
বীজানাং ভূতস্বক্সাগামুপাদানং যুক্তং । কিন্তু প্রাণানাং  
দেহাস্তরপ্রতিপত্তৌ গতিঃ শ্রাব্যতে । তন্মুক্তক্সামস্তং প্রাণোহু-  
ক্সামতি প্রাণমহু-ক্সামস্তং সর্কে প্রাণা অহু-ক্সামস্তীত্যা-  
দি প্রতিভাঃ । সা চ প্রাণানাং গতিরাস্তরমস্তরেণ ন সম্ভবতী-  
ত্যতঃ প্রাণগতিপ্রযুক্তানাং তদাশ্রয়ণামপ্যপি ভূতাস্তরোপ-  
স্থটানাং গতিরর্থাদবগম্যতে । নহি নিরাশ্রয়াঃ প্রাণাঃ কচিদ্  
গচ্ছন্তি তিষ্ঠন্তি বা জীবতোহদর্শনাৎ । বাগাদীনামধ্যাদিগতি-  
শ্রুতিস্ত গোণী লোমসু কেশেবু চাদর্শনাৎ ওষধী লৌমানি  
বনস্পতীন্ কেশা ইতি হি তত্র তদ্রাস্মায়তে । ন চ তেষা-  
মুৎপ্লুত্য তেষু গমনং সম্ভবতি । ন চ জীবন্ত প্রাণোপাধি-  
প্রত্যাখ্যানেন গমনমবক্স্যতে । নাপি প্রাণৈর্ কিমা দেহা-  
স্তর উপপদ্যতে । তন্মাদ বাগাদ্যধিষ্ঠাত্রীণামধ্যাদিদেবতানাং  
বাগাহ্যপকারিণীনাং মরণকালে উপকারিনিবৃতিমাত্রমপেক্ষ্য  
বাগাদয়োহধ্যাদীন্ গচ্ছন্তীতুপচর্য্যতে । যত্নু প্রথমেহমা-  
বিত্যাঙ্গিতদপি ন দোষাবহং যতন্তত্রাপি প্রথমেহমর্ঘো ত্য  
এবাণঃ শ্রদ্ধাশকেনাভিগ্নেয়স্তে । এবং হি সত্যাদিমধ্যা-

উক্ত হইয়াছে । কেশাদির লক্ষন করিয়াও বৃক্ষা-  
দিতে গমন করা সম্ভাবিত নহে । জীবাত্মার প্রাণ-  
দশা নিরাকরণ করিয়াও গমন কার্য্য কল্পনা করিতে  
পারেন না এবং প্রাণব্যতীত দেহাস্তরে কখনই  
উপভোগ হইতে পারে না । অতএব বাক্য, প্রাণ  
চক্ষুরাদির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বাক্য, প্রাণ, চক্ষুরাদির  
উপকারী অগ্নি, বায়ু, সূর্য্যাদি দেবতার মরণকালে  
(যে সমস্ত উপকারী বস্তু ছিল তাহাদের কেবল  
নিবৃতি মাত্র বলিয়া দিয়া বাক্য প্রভৃতি বস্তুর অগ্নি  
প্রভৃতি পদার্থে) গমন হইয়া থাকে, ইহা উপচার-  
বশত অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এবং পূর্বে

তয়োঃ সুরাচার্য্যফণীন্দ্রবাচো নির্নাটকং ষাকলহো

বনানসঙ্গাদনাকুলমেতদেকং বাক্যমুপপদ্যতেহু-  
ম্যাংমাহতাবপাং পুরুষবচনপ্রকারে পৃষ্ঠে প্রবচনাবসরে প্রথমা-  
হতিস্থানে যদ্যনয়ো হৌম্যজবাং শ্রদ্ধাং নামাবতারস্তেভ্যোহ-  
স্তথা প্রমোহস্তথা প্রতিবচনমিত্যেকবাক্যতা ন স্তাৎ । নচ  
শ্রদ্ধাখ্যঃ প্রত্যায়ো মানাসো জীবন্ত বা ধর্ম্মঃ সন্ ধর্ম্মিণে  
মিচ্ছয়া হৌম্যারোপাদাতুং শক্যতে পশাদিত্য ঠেব হৃদয়াদীনি  
তন্মাদাপ এব শ্রদ্ধাশকেনোপদেয়াঃ । শ্রদ্ধা বা আপ ইতি  
বৈদিকপ্রয়োগদর্শনাবপি শ্রদ্ধাশকস্তাপ্প পপত্তিঃ । গচ্ছন্তীনা  
মপাং বীজরূপতয়া সূক্ষ্মভূগুণযোগেন মাণবকে সিংহশব ইব তান্ম  
শ্রদ্ধাশকো বোপপন্নঃ শ্রদ্ধাপূর্ব্বককর্ম্মসমবায়াক্ষাপ-  
শব উপপদ্যতে পুরুষেব পঞ্চশব ইব । আপো হার্ষৈশ্র শ্রদ্ধাং  
সন্নমস্তে পুণ্যায় কর্ম্মণ ইতি শ্রুতেঃ । শ্রদ্ধাহেতুত্বাচ্চ তান্ম শ্রদ্ধা-  
শকোপপত্তি র্যদ্যপ্যত্র জীবানাং শ্রবণং নাস্তি তথাপি য ইষ্টা-  
পূর্ত্তাদিকারিণঃ পিতৃধানেন গন্তারঃ শ্রুতান্ত এবেষাপি প্রতী-  
য়ন্তে ইত্যাদ্যনেকপ্রকারেণ ষড়্ভিতবান্ । বৃহস্পতিশেষনাগ-

প্রথম অনলে শ্রদ্ধা ইত্যাদি যাহা যাহা বলা হইয়াছে  
তাহাও দূষণীয় নহে । কারণ, ঐ স্থানেও প্রথম  
অনলে ঐ ‘অপ্’ শব্দ শ্রদ্ধাশকে অভিপ্রেত । এই  
রূপে আদি, মধ্য, অন্ত, ইহাদের প্রত্যেকের সহিত  
সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত ঐ একমাত্র অদৃষিত বাক্যের  
সম্বন্ধ হইয়া থাকে । কিন্তু ইহার অন্যথা স্বীকার  
করিয়া “পঞ্চম আত্মিতে অপ্ সকল কিরূপে  
পুরুষের বাক্য হয়” ইহা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভূ-  
ত্তরের অবসরে প্রথম আত্মতির স্থানে যদি এই উভয়  
বস্তুর হৌমীয় দ্রব্য, শ্রদ্ধাশকের অবতারণা করে,  
তাহা হইলে অন্যপ্রকার প্রশ্ন ও অন্যপ্রকার প্রভূত্তর  
হয়, সূতরাং বেদবাক্যের একবাক্যতা হয় না ।  
বেদের অন্যস্থানে হৃদয় প্রভৃতি বস্তু যজ্ঞপ পশু  
প্রভৃতির উদ্দেশে উপাদান কারণ হইতে পারে



জজ্ঞে ॥ ৯ ॥ এবং বদন্তৌ যতিরাড্ বিজ্ঞেস্তৌ

তুল্যাচোক্তয়ো বাকগহো দিনাষ্টকং জজ্ঞে উপে ॥ ৯ ॥ এবং

না, তদ্রূপ শ্রদ্ধাও মানসিক কিস্মী জীবের ধর্ম্য হইয়া মন কিস্মী জীবের হেতু আকর্ষণ করিয়া হোমের উপাদান হইতে পারে না। অতএব এইস্থলে শ্রদ্ধাশব্দে কেবল অপ্শব্দেই বুঝিতে হইবে। তদ্ব্যতীত “শ্রদ্ধা বা আপঃ” শ্রদ্ধাই অপ্—এই রূপ বেদের প্রয়োগ দর্শনেও শ্রদ্ধাশব্দ কেবল অপ্ হইতে পারে। অথবা মাণবক অর্থাৎ অনুপ- নীত বালকের উপর যদ্রূপ সিংহ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ গতিশীল অপ্শব্দের বীজ- রূপে ও সূক্ষ্মগুণ যোগে অদ্য শ্রদ্ধাশব্দ অপ্ শব্দে পরিণত হইবে ইহা বিচিত্র কি? অথবা পূর্বে যেরূপ পাঁচটি শব্দ পুরুষে প্রযুক্ত হইল, তদ্রূপ শ্রদ্ধাপূর্বক যে কর্ম করা যায় তাহা দ্বারাও শ্রদ্ধাশব্দ অপ্শব্দে প্রযুক্ত হইতে পারে। কিস্মী—“আপো হ্যস্মৈ শ্রদ্ধাং সম্মমন্তে পুণ্যায় কর্ম্মণে” পুণ্যকর্ম্মের নিমিত্ত অপ্শব্দ শ্রদ্ধাকে সম্যক্ রূপে নত করিয়া থাকে। এই বেদবচনে শ্রদ্ধাই উহার হেতু বলিয়া শ্রদ্ধাশব্দ অপ্শব্দে প্রযুক্ত হইল। যেমন- যাঁহার ইষ্টাপূর্ত্তাদি যাগ করিয়া থাকেন তাঁহা- দিগকে পিতৃযানে উঠিয়া গমন করিতে শ্রবণ করা যায়, এইস্থলে জীবশব্দের শ্রবণ বা উল্লেখ না থাকিলেও তাহার প্রতীতি হইবার বাধা কি? এই রূপ অনেক প্রকারে তাঁহার মত খণ্ডন করিলেন। ফলতঃ বৃহস্পতি এবং অনন্তনাগের তুল্য বুদ্ধিমান্

বিলোক্য পার্শ্বস্থিতপদ্মপাদঃ। আচার্য্যমাহেতি মহীশুরোহয়ং ব্যাসো হি বেদান্তুরহস্তবেত্তা ॥ ১০ ॥

স্বং শঙ্করঃ শঙ্কর এব সাক্ষাদ্ ব্যাসস্ত নারায়ণ এব নুনং। তয়ো কিব্বাদে সততং প্রসক্তে কিং কিঙ্করোহহং করবাণি সদ্যঃ ॥ ১১ ॥ ইতীদমাকর্ণ্য বচো বিচিত্রং স ভাষাকৃৎ সূত্রকৃতং দিদৃক্ষুঃ। কৃতা- জ্জলিস্তং প্রযতঃ প্রণম্য বভাণ বানীং নবপদারূপাম্ ॥

প্রকারেণ বদন্তৌ যতিরাড্ বিজ্ঞেস্তৌ বিলোক্য পার্শ্ব স্থিতঃ পদ্মপাদঃ আচার্য্যমিতীদমাহাঃ ত্র্যক্ষণো বেদান্তুরহস্তবেত্তা- ব্যাসঃ হিরবধারণে উ ॥ ১০ ॥ তথাচ যুবয়োঃ শিববিষ্ণো- র্কিব্বাদে প্রবৃক্তে কিঙ্করেণ ময়া কিমমুর্থেষমিত্যাহ স্বমিতি ॥ ১১ ॥ ইতীদং বিচিত্রং পদ্মপাদবচো নিশম্য স ভাষাকারঃ সূত্রকারং দিদৃক্ষুঃ প্রযতঃ সাবধানঃ কৃতাজ্জলিস্তং প্রণম্য নবপদারূপাং স্ততিবৃত্তরূপাং বানীং জগাদ উপেজ্জবজ্জা ॥ ১২ ॥ যদ্বাচ তদাচ

এবং দূরদর্শী বেদব্যাস এবং শঙ্করাচার্য্যের বাগ্- বিতণ্ডা আট দিন পর্য্যন্ত চলিয়াছিল ॥ ৯ ॥

যতীন্দ্র এবং বিজ্ঞেস্তকে এইরূপ বিবাদোদ্যত দেখিয়া পার্শ্বস্থিত পদ্মপাদ শিষ্য আচার্য্যকে বলিতে লাগিলেন, বেদান্তের নিগূঢ় তাৎপর্য্য- বেত্তা এই ত্র্যক্ষণযে বেদব্যাস তদ্বিষয়ে আর সংশয় নাই। ১০।

আপনি নামে শঙ্কর এবং কার্য্যেও শঙ্কর, এবং ব্যাস ঋষিও সাক্ষাৎ নারায়ণ। সুতরাং শিবনারা- যণের চিরকাল এইরূপ বিবাদ চলিলে এই কিঙ্কর এখন তাহার কি করিতে পারে। ১১।

পদ্মপাদের এই বিচিত্র কথা শ্রবণ করিয়া ভাষা- কার সূত্রকারকে দর্শন করিবার প্রত্যাশায় সাব

॥ ১২ ॥ ভবাংস্তুড়িচ্চাকজটাকিরীটপ্রবর্ষকাস্তো-  
ধরকাস্তিকাস্তঃ । শুভ্রোপবীতি ধৃতকৃষ্ণচর্ম্য  
কৃকো হি সাক্ষাৎ কলিদোষহস্তা ॥ ১৩ ॥ ভাবৎ-  
কসূত্রপ্রতিপাদ্যতাদৃক্পরাপরার্থপ্রতিপাদকং সৎ ।  
অদ্বৈতভাষাং তব সম্মতক্ষেৎ সোঢ়া মমাগঃ  
পুরতো ভবাশু ॥ ১৪ ॥ এবং বদময়মধৈক্যত কৃষ্ণ-

মারাজামীকরত্ৰততিচারুজটাকলাপম্ । বিদ্যুন্নতা-  
বলয়বেষ্টিতবারিদাভং চিন্মুদ্রয়া প্রকটয়ন্তুমভীষ্ট-  
মর্থম্ ॥ ১৫ ॥ গাঢ়োপগৃঢ়মনুরাগজুঘা রজন্তা গর্হাপদং  
বিদধতঃ শরদিন্দুবিষ্মম্ । তাপিচ্ছরীতিতনুকাস্তি-  
ঝরীপরীতং কাস্তেন্দুকাস্তঘটিতং করকং দধানম্ ॥  
১৬ ॥ সপ্তাধিকাচ্ছদরবিংশতিমৌক্তিকাঢ্যাঃ

ভবান্ বিদ্যুৎজটাকজটাকিরীটেন প্রবর্ষকাস্তোধরস্ত কাস্তিকাস্ত-  
কাস্তঃ শুভ্রমুপবীতং যন্ত ধৃতং কৃষ্ণচর্ম্য যেন স কলিদোষ-  
হস্তা কৃষ্ণদ্বৈপায়নো ব্যাস এব সাক্ষাৎকৃতঃ কশ্চন ব্রাহ্মণ  
ইত্যর্থঃ উ० ॥ ১৩ ॥ ভবদীয়সূত্রে প্রতিপাদ্যস্ত তাদৃশস্ত  
নির্বিশেষসবিশেষার্থস্ত প্রতিপাদকং অদ্বৈতভাষাং তব সৎ  
সমীচীনং সম্মতং চেত্ত্বিহ মমাপরাধং ক্মিত্বা শীঘ্রং মমাগ্রে  
প্রত্যক্ষো ভব । পাঠান্তরে ভাবৎকসূত্রং প্রতিপাদ্য তদর্থস্ত  
কার্য্যকারণাক্রমস্ত তাদৃক্পরাপরার্থপ্রতিপাদকমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

এবং বদন্ সম্ অখানস্তরময়ং শ্রীশঙ্করঃ কৃষ্ণমারাদ্ দূরাদব-  
লোকিতবান্ তং বিশিনষ্টি । চামীকরত্ৰতয়ঃ স্বর্ণময্যো লতাস্ত-  
বৎ সুন্দরাণাং জটানাং জুলাপো যন্ত বিদ্যুন্নফলতাবল-  
যেন বেষ্টিতেন মেঘেন তুলাং চিন্মুদ্রয়া জ্ঞানমুদ্রয়াহভীষ্টমর্থং  
প্রকটয়ন্তং বসন্ততিলকা ॥ ১৫ ॥ পুনস্তমেব পঞ্চতির্বিংশিনষ্টি ।  
অনুরাগজুঘা রজন্তাহত্যাস্তমালিঙ্গিতং শরচ্ছত্রবিষ্মং নিন্দাস্পদং  
কুর্কন্তং যতো তাপিচ্ছস্তমালস্ততুল্যশরীরকাস্তিঝরীভি-  
র্ঝাশুঃ কাস্তোৎকৃষ্টকাস্তমণিস্তেন নির্মিতং করকং কমণ্ডলুং  
দধানম্ ॥ ১৬ ॥ সপ্তাধিকৈরচ্ছদরৈঃ স্বচ্ছচ্ছিত্তৈর্ বিংশতি-

ধানের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণামপূর্বক অভি-  
নব পদ্যময়ী বাণী অর্থাৎ স্তববাক্য বলিতে লাগি-  
লেন । ১২ ।

বিদ্যুতের তুলা সুন্দর এবং জটাকিরীট দ্বারা  
বর্ষণশীল মেঘের তুলা যাঁহার দেহ কাস্তি শুভ্রবর্ণ;  
যজ্ঞোপবীত এবং কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম যাঁহার লম্ব-  
মান রহিয়াছে ; কলিকালের দোষনাশী আপনি যে  
সাক্ষাৎ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস, তাহাতে আর সংশয়  
নাই । ১৩ ।

ভবদীয় সূত্রের প্রতিপাদ্য, নির্বিশেষ ও সবি-  
শেষ অর্থের প্রতিপাদক যদি অদ্বৈতভাষ্য আপনার  
যথার্থ সম্মত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার অপ-  
রাধ ক্ষমা করিয়া শীঘ্র আমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ  
হন । ১৪ ।

এই কথা বলিয়া শঙ্করাচার্য্য দূর হইতে কৃষ্ণ-  
দ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে দর্শন করিলেন । দেখি-  
লেন—যিনি স্বর্ণময়ী লতার তুলা জটাকলাপ ধারণ  
করিয়া রহিয়াছেন ; সৌদামিনীরূপ লতারাজি-  
বেষ্টিত মেঘের তুলা যাঁহার দেহপ্রভা ; জ্ঞান মুদ্রা-  
দ্বারা যিনি অভীষ্ট অর্থ সকল পরিপূর্ণ করিতে-  
ছেন ; রজনীদেবী অনুরাগিণী হইয়া যাঁহাকে  
গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, সেই শারদীয় চন্দ্র-  
বিশ্বকেও যিনি নিন্দিত করিতে সক্ষম । কারণ,  
চন্দ্র, তমালতরুতুলা নীলবর্ণ তনুকাস্তিদ্বারা  
পরিবাপ্ত, অথচ ব্রাহ্মণ, রমণীয় চন্দ্রকাস্তমণিদ্বারা  
নির্মিত কমণ্ডলু ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । যিনি

সত্যস্ত মূর্তিমিব বিজ্ঞতমক্ষমালাং । ততাদৃশম্বপতি-  
বংশবিবর্কনাং প্রাক্ তারাবলৌমুপগতামিব চানা-  
নেতুং ॥ ১৭ ॥ শাদূলচর্মোদ্বহমেন ভূতেকুরু-  
লমেনাপি জটালতাভিঃ ॥ রুদ্রাক্ষমালাবলয়েন  
শঙ্কোরক্ষাসনাধ্যাসনমথ্যপাত্রং ॥ ১৮ ॥ অদ্বৈত-  
বিদ্যাস্থিগীতীকুধারাবশীকৃতাহঙ্কৃতিকুঞ্জরেন্দ্রং । স্ব-  
শাস্ত্রশঙ্কুজ্বলসূত্রদামনিযন্ত্রিতাকৃত্রিমগোসহস্রং ॥

সংখ্যাকৈর্গোষ্ঠিকৈর্বাচ্যামক্ষমালাং সত্যস্ত মূর্তিমিব বিজ্ঞতং ।  
ততাদৃশম্বপতিবংশম্ব বর্কনাং প্রাপ্তপগতাং তারাবলৌমবি-  
শ্রাদিনক্ষত্রমালাং ভবৎপতিবংশং বর্কয়িষ্যামীতানুনয়ং কর্তু-  
মিবেতুং প্রেক্ষাঘরং ॥ ১৭ ॥ শাদূলচর্মোদ্বহনাদিনা শঙ্কো-  
রক্ষাসনাধ্যাসনমথ্য পাত্রং ইন্দ্রং ॥ ১৮ ॥ অদ্বৈতবিদ্যা-  
লক্ষণশাস্ত্রশ্রুতীকুধারাবশীকৃতোদ্বহকারলক্ষণো গজেন্দ্রো  
য়েন তং । স্বশাস্ত্রমদ্বৈতশাস্ত্রং তল্লক্ষণে শঙ্কো স্থানাবুজ্জলসূত্র-

তাদৃশ স্বকীয় পতি চন্দ্র বংশের বৃদ্ধি হইবার পূর্বে  
অশ্বিনাদি নক্ষত্রমালাদিগকে “তোমাদের পতিবংশ  
বৃদ্ধি করিব” এইরূপে অনুনয় করিবার নিমিত্ত যেন  
উপস্থিত হইয়াছেন । যিনি সত্যের মূর্তি সদৃশ,  
নির্মল ও ছিদ্রপূর্ণ সপ্তবিংশতি মুক্তাদারা খচিত  
অক্ষমালা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন । শাদূল চর্ম  
ধারণ, ভাস্মলেপন, জটাকলাপ, রুদ্রাক্ষমালা দ্বারা  
মহাদেবের সহিত অর্দ্ধাঙ্গনে বসিবার যিনি যথার্থ  
বন্ধুতার পাত্র । যিনি অদ্বৈত বিদ্যারূপ অক্ষুণ্ণের  
তীক্ষ্ণধারে অহঙ্কার হস্তী বশীভূত করিয়াছেন ;  
যিনি অদ্বৈতশাস্ত্ররূপ শঙ্কুতে ( খোঁটাতে ) উজ্জ্বল  
সূত্ররূপ রজ্জু দ্বারা অকৃত্রিম শ্রুতিরূপ গোসহস্র

॥ ১৯ ॥ ততাদৃগভূজ্জলকীর্তিশালিশিষ্যালিম্বংশো-  
ভিতপার্শ্বভাগং । কটাক্ষবীক্ষামৃতবর্ষধারানিবা-  
রিতাশেষজনানুতাপং ॥ ২০ ॥ বিলোকা বাচং-  
যমসার্বভৌমং স শঙ্করোহশক্তিদর্শনং তং ।  
গুরুং গুরুণামপি হৃষ্টচেতাঃ প্রভূদ্যযৌ শিষ্য-  
গণৈঃ সমেতঃ ॥ ২১ ॥ অত্যাদরাচ্ছাঙ্গগণৈঃ

লক্ষণদামতি নিয়ন্ত্রিতমকৃত্রিমাণাং শ্রুতিলক্ষণগবাং সহস্রং যেন  
তং উৎ ॥ ১৯ ॥ ততাদৃশমভূজ্জলকীর্তিশালিনাং শিষ্যাণাং  
পংক্তিভিঃ সংশোভিতঃ পার্শ্বভাগো যন্ত তম্ । কটাক্ষগতি-  
বীক্ষালক্ষণা অমৃতধারয়া নিবারিতোদ্বহজনানামাধ্যা-  
স্মিকাদিরূপোদ্বহুতাপো যেন । তং নিবারিতঃ সর্বোজনানুতাপো  
যনেতি বা ॥ ২০ ॥ বাচংমানাং নিয়ন্ত্রিতসর্বোদ্বিগাণাং মুনীনাং  
রাজানমশক্তিভমসম্ভারিতং দর্শনং যন্ত তং গুরুণামপি গুরুং  
বিলোকা প্রহৃষ্টচেতাঃ স শঙ্করঃ শিষ্যগণৈঃ সংযুক্তঃ প্রভূদ্যযৌ  
॥ ২১ ॥ অত্যাদরাচ্ছিষ্যগণৈঃ সহ প্রভূদ্যপাতোহসৌ শঙ্করস্তস্য

দমিত করিয়াছেন ; উজ্জ্বল কীর্তিশালী ও প্রশংস-  
নীয় শিষ্য পংক্তিদ্বারা ঘাঁহার পার্শ্বভাগ সুশোভিত ;  
ঘাঁহার কটাক্ষ দর্শনরূপ অমৃত বর্ষণের প্রবাহদ্বারা  
আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ত্রিবিধ অনুতাপ অথবা জন-  
গণের সর্ব অনুতাপ নিবারিত হইয়াছে ; ঘাঁহার  
ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত করিয়াছেন সেই সমস্ত মুনি-  
গণের যিনি ম্পতি, ঘাঁহার দর্শন পর্যাস্ত অন্যের  
অসম্ভাবিত, শঙ্কর সেই গুরুর গুরু বেদব্যাসকে  
দর্শন করিয়া আক্লাদিতমনে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে  
অভ্যর্থনার্থ গমন করিলেন । ১৫ । ১৬ । ১৭ । ১৮ ।  
১৯ । ২০ । ২১ ।

সহাসৌ প্রভৃদাত্তস্করণৌ প্রণমা । যত্যগ্রগামী  
বিনয়ী প্রহৃষ্ট ইত্যত্রবীং সত্যবতীশ্রুতং সঃ ॥  
২২ ॥ হৈপায়ন স্বাগতমস্তু ভূত্যং দৃষ্টা  
ভবন্তং চরিতা ময়ার্থাঃ । যুক্তং তদেতৎ ত্বয়ি সর্ব-  
কালং পরোপকারত্রতদীক্ষিতত্বাৎ ॥ ২৩ ॥ মুনে  
পুরাণানি দশাষ্ট সাক্ষাচ্ছত্যর্থগর্ভাণি সূক্ষ্মরাণি ।

বাসস্ত চরণৌ প্রণমা যত্যগ্রগামী বিনয়যুক্তঃ প্রহৃষ্টঃ স শ্রীশঙ্করঃ  
সত্যবতীপুত্রমিতিদম্বাচ ইত্যত্রবী ॥ ২২ ॥ যদ্বাচ তদাহ হে  
হৈপায়ন! স্বাগতং ভূত্যমস্তু ভবন্তং দৃষ্টা ময়া সর্বৈ পুণ্য-  
চরিতাস্তদেতদম্বাদেঃ সর্বার্থসম্পাদকত্বং ত্বয়ি যুক্তং । তত্র হেতু  
মাহ । সর্বৈষু কালেষু পরোপকারত্রতে দীক্ষিতত্বাৎ উৎ ॥ ২৩ ॥  
পরোপকারত্রতিনাভূয়া কৃতস্ত লেশোহপ্যন্তেন কৰ্ত্তুমশক্য ইত্যা-  
শয়েনাহ । হে মুনে! ব্রাহ্মঃ পাদঃ বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং লৈঙ্গং  
সগাকড়ং । নারদীয়ং ভাগবতমাগ্নেয়ং স্বান্দসংজিহং । ভবিষ্যৎ  
ব্রহ্মবৈবর্তং মার্কণ্ডেয়ং সবামনং । বারাহং মাৎস্যং কৌশ্ম্যঞ্চ ব্রহ্মা-

অতিশয় আদর সহকারে শিষ্যগণের সহিত  
অভ্যর্থনার্থ গমন করিয়া বেদব্যাসের চরণযুগলে  
প্রণামপূর্বক যতিগণের অগ্রগণ্য, বিনয়ী, হৃষ্ট সেই  
শঙ্করাচার্য্য, সত্যবতীপুত্র বেদব্যাসকে বলিতে  
লাগিলেন । ২২ ।

হে হৈপায়ন! আপনার স্তূথে আগমন হই-  
য়াছে ত? আপনাকে দেখিয়া আমার পুরুষার্থ  
সকল চরিতার্থ হইল । আমাদিগের সকল প্রকার  
পুরুষার্থের সম্পাদকতার ভার আপনাতেই উপ-  
যুক্ত । কারণ, আপনি চিরকালই পরোপকারে  
দীক্ষিত । ২৩।

হে মুনিবর! আপনি পরোপকারে ত্রতী হইয়া

কৃতানি পদ্যদ্বয়মত্র কৰ্ত্তুং কো নাম শক্নোতি স্তম-  
স্তুতার্থং ॥ ২৪ ॥ বেদার্থবৎ ব্যতিযুক্তং ব্যাদধাশ্চ-  
ভূধা শাখাপ্রভেদনবশাদপি তান্ বিভক্তান্ ।  
মন্দাঃ কলৌ ক্ষিতিস্থরা জনিতার এতে বেদান্  
গ্রহীতুমলসা ইতি চিন্তয়িত্বা ॥ ২৫ ॥ এষাদ্ বিজানাসি

ভাষ্যমিতি ত্রিষড়্ভূক্তাশ্রষ্টাদশ পুরাণানি সাক্ষাচ্ছত্যর্থগর্ভা-  
ণ্যন্তোঃ সূক্ষ্মরাণি ত্বয়া কৃতানি । তত্রাস্মিন্ লোকে স্তমস-  
ত্বার্থঃ শ্লোকদ্বয়মপি কৰ্ত্তুং কঃ শক্নোতি বিযৎ ॥ ২৪ ॥ কিন্তু  
ব্যতিযুক্তং ব্যামিশ্রিতং বেদসমুদ্রঃ ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বলক্ষণৈ-  
শ্চতুর্ভিঃ প্রকারৈর্যুক্তং ত্বং ব্যাদধাঃ কৃতবানসি । কলৌ মন্দপ্রজা  
এতে ব্রাহ্মণা বেদান্ গ্রহীতুমলসা জনিতার উৎপৎস্তু ইতি  
চিন্তয়িত্বা শাখাপ্রভেদনবশাদপি তান্ বেদান্ বিভক্তান্  
ব্যাদধাঃ বিহিতবানসি বসন্ততিলকা ॥ ২৫ ॥ এষাৎ ভবিষ্যৎ  
বিজানাসি । তথা ভবন্তং বর্তমানং গচ্ছমতীতঞ্চ সর্বং জ্ঞানাসি ।

যে সকল কার্য্য করিয়াছেন অপরে তাহার কণা-  
মাত্র করিতেও সমর্থ নহে । আপনি ব্রাহ্ম, পাদ্য,  
বৈষ্ণব, শৈব, লৈঙ্গ, গাকড়, নারদীয়, ভাগবত,  
আগ্নেয়, স্বান্দ, ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত, মার্কণ্ডেয়,  
বামন, বারাহ, মাৎস্য, কৌশ্ম্য, এবং ব্রহ্মাণ্ড এই  
বেদার্থগর্ভ, অপরের একান্ত দুষ্কর অষ্টাদশ খানি  
পুরাণ করিয়াছেন । কিন্তু এই জগতে পরস্পর অর্থ  
সঙ্গত দুইটি শ্লোক করিতেও কেহ সক্ষম হয় না ।  
২৪ ।

বিশেষরূপে মিশ্রিত এই বেদসমুদ্র আপনি  
ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিভাগে বিভক্ত  
করিয়াছেন । “এবং কলিকালে মূঢ়মতি ব্রাহ্মণগণ  
বেদ গ্রহণ করিতে অলস ও অক্ষম হইয়া উৎপন্ন  
হইবে” এইরূপ চিন্তা করিয়া আপনি শাখাভেদপূর্বক  
পুনরায় ঐ সকল বেদ বিভক্ত করিয়াছেন । ২৫ ।



ভবন্তুমর্থং গতঞ্চ সৰ্বং ন ন বেৎসি যন্তুঃ । নো-  
চেৎ কথং ভূতভবন্তুবিষাৎকথাপ্রবন্ধান্ রচয়ে-  
রজানন্ ॥ ২৬ ॥ আভাসযন্তুরমঙ্গমাক্রাং স্মূলঞ্চ  
সূক্ষ্মং বহিরন্তুরঞ্চ । অপানুদন্ ভারতশীতরশ্মি রত্ন-  
দপূৰ্বে। ভগবৎপয়োধেঃ ॥ ২৭ ॥ বেদাঃ যদৃশঃ নিখি

লঞ্চ শাস্ত্রং মহান্ মহাভারতবারিরাশিঃ । ত্বতঃ পুরা-  
ণানি চ সমুদ্ভবুঃ সৰ্বং হৃদীয়ং খলু বাধ্যরাধ্যং ॥ ২৮ ॥  
দ্বীপে কচিৎ সমুদয়ন্তু তমেব ধাম শাখাসহস্রগচিবং  
শুকসেব্যগানঃ । উল্লাসয়ত্যহহ যন্তিলকো যুনীনা-  
মুচ্চৈঃফলানি হৃদ্যাং নিজপাদভাজাম্ ॥ ২৯ ॥ ধৎসে

যন্তুঃ ন বেৎসি ন জানাসি তস্মাস্তোব । নো চেৎ যদি নৈবজানাসি  
কহ'জানন্ ভূতভবন্তুবিষাৎকথাপ্রবন্ধান্ কথং রচয়েঃ কথং  
প্রতিভাবানসি আখ্যানকীবৃত্তম্ ॥ ২৬ ॥ অন্তরমঙ্গং সৰ্ব্বাস্তর-  
মাজ্ঞানমষ্টমূর্ত্তিনিবাবয়বং চক্ষুরীয়ে বা ভাসয়ন্ স্মূলং কার্যাং  
সূক্ষ্ম- কারণং বহিঃ জগন্মিথ্যাভাজ্ঞানমন্তরং প্রত্যগভিন্নপরমাজ্ঞা-  
জ্ঞানমাক্রাং তমোহপানুদন্ ভারতলক্ষণোহপূৰ্ব্বচন্দ্রো ভগবৎ-  
পয়োন্ধেত্বতঃ ক্ষীরসমুদ্রাদভূৎ । প্রসিক্কচন্দ্রস্ত বাহুঃ শিবশরীরং-  
ভক্তিরোলক্ষণাবয়বং বা প্রকাশয়ন্ স্মূলং বাহুঃ তমো নাশ-

যতি যদ্বা বহিঃ স্মূলং কার্যরূপমন্তরং সূক্ষ্মং কারণরূপং । অথবা  
স্মূলমর্থাজ্ঞানং সূক্ষ্মং ধর্ম্যাজ্ঞানং বহিঃ কামাজ্ঞানমন্তরং  
নোজ্ঞানমিত্যর্থঃ উঃ ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥ দ্বৈপায়ননিরুক্তিং বৃক্ষ-  
কপকেণাহ । ঐতমেব ধাম সত্যস্বপ্রকাশরূপং পরব্রহ্মৈব কচিদ্বীপে  
সমুদয়ন্ বেদশাখানাং সহস্রং গচিবো যন্ত । শুকেন সেব্যমানঃ  
কলবৃক্ষরূপী যো যুনীনাং কিলকঃ হৃদ্যকীনাং স্বীয়চরণভাজা-  
মুচ্চৈঃফলানি উৎকৃষ্টানি মোক্ষাদিরূপানি ফলানুল্লাসয়তি ।  
অহহেত্যাত্মাশ্চযোতি প্রসিক্কো বা সত্যং তদুত্থাধামৈবেতি

আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান এই সমু-  
দয়ই অবগত আছেন । আপনি যাহা অবগত নহেন  
তাহা জগতে কিছুই নাই । আপনি যদি না  
জানিবেন, তবে কিরূপে এইরূপ ভূত, ভবিষ্যৎ ও  
বর্তমান কথার প্রবন্ধ সকল রচনা করিলেন । ২৬ ।

সকলের অন্তরাত্মা, অষ্টমূর্ত্তিধারী শিবের অঙ্গ  
প্রত্যঙ্গ প্রদীপ্ত করিয়া স্মূল ( কার্য ) সূক্ষ্ম ( কারণ )  
বাহু জগৎ মিথ্যা বা নয়নন্তর, জগৎ ( প্রত্যেক পদার্থ  
স্থিত পরমাত্মাকে না জানা ) তম ( অজ্ঞান ) এই  
সমস্ত অপনোদন করিয়া ক্ষীরসমুদ্রের তুলা আপ-  
নার দেহ হইতে মহাভারতরূপ সূধাংশু উৎপন্ন  
হইয়াছে । কিন্তু জগতের প্রসিক্ক চন্দ্রমা বাহু  
শিবশরীর ও তাঁহার মস্তক প্রকাশিত করিয়া কেবল  
স্মূল ও বাহু তমোনাশ করিয়া থাকে মাত্র  
। ২৭ ।

বেদ সকল, শিক্ষাকল্পাদি বেদাঙ্গ সকল,  
অন্যান্য অখিল শাস্ত্র সকল এবং মহাভারতরূপ  
মহৎ সমুদ্র, এবং ব্রহ্মপুরাণ, শিবপুরাণ প্রভৃতি  
অষ্টাদশ পুরাণ সকল এই সমস্তই আপনা হইতে  
প্রাভুভূত হইয়াছে । এক্ষণে ইহা দ্বারা এইরূপ  
নিশ্চয় করা হইয়াছে যে, এই জগতে সমস্তই আপ-  
নার বাক্যমাত্র বিদ্যমান । ২৮ ।

আহা ! ইহা সামান্য আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ।  
যে রূপ কোন এক দ্বীপজাত বিবিধ শাখাপল্লব-  
শোভিত, শুকপক্ষি-সেবিত বৃক্ষ, মূলদেশাগত লোক-  
দিগকে ফলদানে উল্লাসিত করিয়া থাকে, সেইরূপ  
কোন এক দ্বীপে সত্য ও স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম প্রকা-  
শিত করাতে আপনিও দ্বৈপায়ন । এবং সহস্র সহস্র  
বেদশাখা আপনার অগাথা, ও স্বীয় পুত্র শুকদেব  
সর্বদা সেই বৃক্ষকে ( আপনাকে ) সেবা করিয়া

সদাৰ্হিণমনার হৃদা গিরীশং গোপায়সেহধিবদনঞ্চ  
চিরন্তনীর্গাঃ । দূরীকরোষি নরকঞ্চ দয়াত্ৰুর্দৃষ্ট্যা  
কন্তে গুণান্ গদিতুমদ্রুতকৃষ্ণ শক্তঃ ॥৩০॥ যমামনস্তি

শ্রুতয়ঃ পদার্থঃ ন সন্ম বা সন্ম বহির্ন চাস্তুঃ । স  
সচ্চিদানন্দ ঘনঃ পরাত্মা নারায়ণস্ত্বং পুরুষঃ পুরাণঃ ॥  
৩১ ॥ ইতি স্তুতস্তেন যথাবিধানমাসেদিবান্ বিষ্টে-

বা ইহুঃ ॥ ২৯ ॥ হে অদ্রুতকৃষ্ণ ! তে গুণান্ বক্তুং কঃ শক্যো  
ন কোহপি লম্ব্যঃ । অদ্রুতকৃষ্ণাহ সর্বোৎসাহাৰ্হিণমনার গিরীশং  
মহাদেবং সনৈব হৃদা ধ্যেসে স তু গোপালীনায়েবার্হিণাস্তরে  
গোবর্ধনসংজ্ঞাঃ পর্বতঃ সপ্তদিনং হস্তেন ধৃতবান্ । পু-  
চিৱন্তনীর্গাঃ শ্রুতোরধিবদনং মুখে পালয়সি । স তু প্রসিদ্ধাঃ নবীনা  
গা বনে পালিতবান্ পু-  
শ্চ দয়াত্ৰুর্দৃষ্ট্যেব নরকং দূরীকরোষি ।  
স তু যুক্ষে নরকাস্থরং দূরীকৃতবান্ । অতস্ত্বাদ্রুতকৃষ্ণমি-  
ত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ কিং বহন্য সর্বশ্রুতিপ্রতিপাদাঃ পরমাত্মা ত্ব-  
মেবেত্যাহ । যমিতি । নাসদসৌমো সদাসীৎ । অনন্তরমবাহং

সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদি  
শ্রুতয়ো যং তৎপদয়ো লক্ষ্যার্থমামনস্তি স কারণাদিবিলক্ষণঃ  
সচ্চিদানন্দঘনঃ পুরাণঃ পুরুষঃ পরমাত্মা নারায়ণস্যমেব । নরশব্দেন  
স্বাবরজজন্মায়কং শরীরজাতমুচ্যতে তত্র নিত্যসন্নিহিতাশ্চিদা-  
ভাসা জীবানরা ইতি নিকৃতা তেষামরনমাশ্রয়োহধিষ্ঠানং নারা-  
য়ণঃ পূর্ণত্বাৎ পুরুষোহতিরিক্তাদিবিকারশূন্যত্বেন নির্মিকার-  
ত্বাৎ পুরাণঃ । যথা যং তৎপদয়ো লক্ষ্যার্থঃ লক্ষ্যার্থকামন-  
জীত্যর্থঃ । তত্র পরমাশ্রয়ত্বাৎ লক্ষ্যার্থপ্রতিপাদনং নারায়ণঃ  
সর্বাস্তুর্ধামৌ তৎপদবাচ্যার্থঃ । পূরি শয়নাৎ পুরুষত্বংপদবাচ্যঃ  
পুরাণত্বমনাদিত্বমুত্তরো বিশেষণং উঃ ॥ ৩১ ॥ ইত্যোবং প্রকা-

থাকেন । অপিচ যাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত,  
যাঁহারা আপনার চরণতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে,  
তাহাদিগকে আপনি উৎকৃষ্ট মোক্ষাদিরূপ ফলদানে  
উল্লাসিত করিয়া থাকেন । ২৯ ।

হে অদ্রুতকৃষ্ণ ! আপনার গুণ সকল প্রকাশ  
করিতে কেহই সক্ষম নহে । অদ্রুতের কার্য্য এই—  
আপনি সকলের মানসিক পীড়া দমন করিবার  
নিমিত্ত সর্বদাই হৃদয়দ্বারা (গিরীশ) মহাদেবকে ধারণ  
করিয়া রহিয়াছেন, দৈবকীপুত্র শ্রীকৃষ্ণ কেবল গোপী  
দিগের দুঃখ নিবারণের জন্য সাতদিন (গিরীশ) গোব-  
র্ধন পর্বত ধারণ করিয়াছিলেন । আপনি পুরাতন  
গো (বাক্য অর্থাৎ বেদ সকল) মুখে পালন করি-  
তেছেন, শ্রীকৃষ্ণ নব্য গাভি সকল বনে পালন  
করিতেন মাত্র । আপনি দয়াত্ৰুর্চক্ষে দর্শন করিবা-  
মাত্র নরক যাতনা দূর করিয়া দেন, কিন্তু কৃষ্ণ ঘোর

যুদ্ধ করিয়া নরকাস্থরকে দূর করিয়া দিয়া ছিলেন ।  
অতএব এই সমস্ত কারণে ও লক্ষণে আপনি কৃষ্ণ-  
দ্বৈপায়ন হইয়াও কৃষ্ণ অপেক্ষা অদ্রুত কার্য্য সকল  
সম্পন্ন করিয়া থাকেন । ৩০ ।

অধিক আর কি বলিব, আপনিই সকল শ্রুতির  
প্রতিপাদ্য ও একমাত্র পরমাত্মা । “নাসদাসৌং  
নো সদাগীৎ অনন্তরমবাহং সত্যং জ্ঞানমনস্তং  
ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘনঃ” ইত্যাদি শ্রুতি  
সকল যাঁহাকে তৎ ও ত্বং পদার্থের লক্ষ্যার্থ বলিয়া  
নির্দেশ করিয়া থাকেন, সেই কার্য্যকারণ হইতে  
অতিরিক্ত, সৎ, চিত্ত ও আনন্দঘন, পুরাতন পুরুষ,  
পরমাত্মা এবং আপনিই সেই নারায়ণ । এইস্থলে  
স্বাবরজজন্মায়ক সমস্ত শরীর নরশব্দ দ্বারা উক্ত  
হইয়াছে । ঐ শরীরে নিত্য সন্নিহিত চিত্তপদার্থের

রমান্ননিষ্ঠঃ । দ্বৈপায়নঃ প্রশয়নত্ৰপূৰ্বকায়ং যতী-  
শানমিদং বভাষে ॥৩২॥ ত্বমস্মদাদেঃ পদবীং গতোহ-  
ভূরথওপাণ্ডিত্যমবোধয়ং তে শুকর্ষিবৎ প্রীতিকরো-

হসি বিদ্বন্ পুরেব শিষ্যোঃ সহ মা ভ্রমীত্বম্ ॥ ৩৩ ॥  
কৃতং ত্বয়া ভাষ্যমিতীন্দুমৌলেঃ সভাক্ষনেসিক্ক্ষুখা-  
মিশম্য হৃদা প্রকটেন দিদৃক্ষয়া তে দৃগধ্বনীনঃ  
প্রশমিস্তভুবম্ ॥ ৩৪ ॥ ইথং মুনীন্দুবচনশ্রবণোশ্ব-  
হর্ষং রোমাঞ্চপূরমিষতো বহিরুৎপ্লবস্তম্ । বিভ্রস্ত-

রেণ তেন শ্রীশঙ্করেণ স্তুতঃ আত্মনিষ্ঠো দ্বৈপায়নো বেদব্যাসো  
যথাবিধানমাসন আসেদিবান্ উপবিষ্টবান্ । বিভাষায়াং সদবসস্ত্রব  
ভুতি কনুঃ । প্রশয়েন নম্রঃ পূৰ্ব্বকার্যোঃপ্রভাগো বস্ত তং যতী-  
শানমিদং বাক্যমাণমুবাচ ॥৩২॥ যত্বাচ তদাহ অস্মদাদেঃ পদবীং তং  
গতোহভূঃ পূৰ্ব্বমেব প্রাপ্তঃ । তেহধওপাণ্ডিত্যমবোধয়ং জ্ঞাত-  
বানস্মি । স্বপূজবৎ প্রীতিকরোহসি যতো বিদ্বন্ তস্মাদনুং বা দার্য-

গত ইতি শিষ্যোঃ সহ ত্বং পূৰ্ব্বং যথা ভ্রমং প্রাপ্তস্তথা মাত্রমীঃ  
ভ্রমং মা গাঃ উঃ ॥ ৩৩ ॥ ত্বয়া ভাষ্যকৃতমিতি শিবস্ত সখকী  
সভাক্ষনেসংজ্ঞঃ সিক্ক্ষুস্তম্ মুখাচ্ছুত্বা প্রকটেন হৃদা তব দর্শনেচ্ছয়া  
হে প্রশমিন্ তে নেত্রপথচরোহহং জাতোহস্মি ॥ ৩৪ ॥ এবহু-  
তস্ত মুনীশ্বস্ত বেদব্যাসা বচনস্ত শ্রবণাহুতিতরোমাঞ্চপূরবা-

আভাসস্বরূপ জীবের অয়ন, আশ্রয় অর্থাৎ অধিষ্ঠা-  
নকে নারায়ণ কহে । আপনি পূর্ণ বলিয়া পুরুষ,  
বুদ্ধিক্রিয় ইত্যাদি শারীরিক যাবতীয় বিকারশূন্য  
বলিয়া নির্বিকার বা পুরাণ । অথবা যাঁহাকে তৎ  
পদার্থ ও ত্বং পদার্থের বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ বলিয়া  
নির্দেশ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে সেই পরমাত্মাই  
লক্ষ্যার্থের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ সর্বাস্তর্যামী নারায়ণ  
তৎপদার্থের বাচ্যার্থ । পুরি অর্থাৎ শরীরে যিনি  
শয়ন করেন তাঁহার নাম পুরুষ, তিনিই এইস্থানে  
ত্বংপদার্থের বাচ্যার্থ । ৩১ ।

এই প্রকার শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক স্তুত হইয়া  
আত্মনিষ্ঠ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস যথাবিধানে আসনে  
উপবেশন করিলেন এবং বিনয়াবনত যতীশ্বরকে  
বলিতে লাগিলেন । ৩২ ।

তুমি আমাদের পথ প্রাপ্ত হইয়াছ, এবং  
তোমার অধণ্ডিত পাণ্ডিত্য আমি জানিতে পারি-

য়াছি । তুমি আমার পুত্র শূকের তুল্য প্রীতিজনক  
হইয়াছ । হে বিজ্ঞ ! “এই ব্যক্তি আমার সহিত  
বিবাদ করিবার নিমিত্ত এস্থানে আগমন করিয়াছে”  
তুমি পূর্বে যেরূপ শিষ্যগণ সমভিবাাহারে এইরূপ  
ভ্রমে পতিত হইয়াছিলে, সেই ভ্রমে আর কদাচ  
পতিত হইওনা । ৩৩ ।

“তুমি ভাষ্য নির্মাণ করিয়াছ” ইহা আমি  
শিবের পারিষদ সভাক্ষনে নামক এক ব্যক্তি সিন্ধু-  
পুরুষের মুখে শ্রবণ করিয়া প্রমোদিত মানসে  
তোমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া হে শমশ্রুণা-  
বলম্বিন্ ! তোমার নেত্রপথে পতিত হইয়াছি । ৩৪ ।

এইরূপে মুনিবর বেদব্যাসের বচন শ্রবণে রোম-  
ঞ্চচ্ছলে যেন লক্ষন দিয়া হৃদয় হইতে বহিরাগত  
হর্ষ ধারণ করিয়া শুকাচার্য্যের মতরূপ সাগর বুদ্ধি  
করিতে পূর্ণচন্দ্রের তুল্য শ্রীশঙ্করাচার্য্য, তৎকালে

মন্ত্ররুচিমাখাদদ্রশক্তিঃ শ্রীশঙ্করঃ শুকমত্যাণব-  
পূর্ণচন্দ্রঃ ॥ ৩৫ ॥ স্মমস্তপৈলপ্রথমা মুনীন্দ্রা মহানু-  
ভাবা ননু যস্য শিষ্যাঃ । তৃণাল্লঘী যানপি তত্র কোহহং  
তথাপি কারুণ্যমদর্শি দীনে ॥ ৩৬ ॥ মোহহং সম-  
স্তার্থ বিবেচকশ্চ কৃত্বা ভবৎসূত্রমহস্তরশোঃ ।

ভাষ্যপ্রদীপেণ মহর্ষিমাশ্রু । নীরাজনং ধুষ্ঠতয়া ন  
জ্ঞেম বহিষ্কৃত্য গচ্ছতঃ হর্ষঃ ধারয়ন্ শুকচাৰ্য্যমতলক্ষণসমুদ্র-  
প্রবর্তনে পূর্ণচন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করো নবমেঘকান্তিম্বনম্পশক্তিঃ তং  
শ্রীবাসমাখ্যং প্রোক্তবান্ বঃ ॥ ৩৫ ॥ তস্যাকামুদাহরতি ত্রিভিঃ ।  
স্মমস্তপৈলবৈশম্পায়নাদ্যো মুনীন্দ্রা মহানুভাবঃ প্রভাবো  
যেষাং তে । ননু যস্য তে শিষ্যাস্তস্মিঃ স্মরি তৃণাদপ্যতিশয়েন  
লঘুভূতোহহং কঃ যদ্যপ্যেবং তথাপি দীনে মস্মি কারুণ্য-  
দর্শিতবানসি উপেঃ ॥ ৩৬ ॥ মোহহং লঘোরানপি তব কারুণ্য-  
পাত্ততঃ গতঃ সবেদ্যামুপনিষদাচানামর্থানাম্ বিবেচকশ্চাস্তরমজ্ঞা-

নবমেঘকান্তি ও অনল্প শক্তি সম্পন্ন শ্রীবেদব্যাসকে  
বলিতে লাগিলেন । ৩৫ ।

স্মমস্ত, পৈল ও বৈশম্পায়ন প্রভৃতি মহানুভাব  
মুনিগণ আপনার শিষ্য তাহাদের সহিত তুলনা  
করিলে আপনার পক্ষে তৃণ অপেক্ষাও লঘুচেতা  
এই শঙ্কর অতি সামান্য মাত্র । তথাপি দীন ও  
অভাজন এই শঙ্করের উপর আপনি করুণা প্রদর্শন  
করিয়াছেন । ৩৬ ।

কারণ, আমি তৃণ অপেক্ষা লঘু হইয়াও আপ-  
নার অনুকম্পার পাত্র হইয়াছি । সমস্ত উপনিষদের  
মধ্যস্থিত অর্থ সমূহের “এই অর্থ এই স্থানে অতি-  
প্রেত, এই অর্থ অতিপ্রেত নহে” এইরূপে বিবে-  
চনা পূর্বক পথ প্রদর্শক, ভবদীয় সূত্ররূপ সূর্য্যদে-  
বের আমার ভাষ্যরূপ প্রদীপদ্বারা আরাভিক (আরুতি)

লজ্জ ॥ ৩৭ ॥ অকারি যৎ সাহসমাত্মবুদ্ধা ভবৎ-  
প্রশিষ্যব্যপদেশভাজা । শিচার্য্য তৎ সৃষ্টিচক্র-  
ক্ৰিয়াল মর্হঃ সমীকর্তৃমিদং কৃপালুঃ ॥ ৩৮ ॥ ইথং  
নিগদ্যোপরতশ্চ হস্তে হস্তদয়েনাদরতঃ স ভাষাং ।

ভিপ্রেতোহহং নেতি বিবিচ্য প্রদর্শকম্য ভবদীয়সূত্রলক্ষণশ্চ  
মহস্তকিরণম্য সূর্য্যম্য ভাষালক্ষণেন প্রদীপেন নীরাজনমা-  
র্য্যভিকং কৃত্বা হে মহর্ষি ! মান্য ধাষ্টেন ন লজ্জ ইত্যুঃ ॥ ৩৭ ॥  
যদ্যপ্যেবং তথা সবিচ্যাপ্তকরোতি তথা ভবৎ সূত্রেণ স্বীকৃত-  
ত্বানুকৃতং ভাষ্যং ত্বং শোধয়িতুমর্হসীত্যশয়েনাহ । ভবৎপ্রশি-  
ষ্যব্যপদেশপাত্রেণ ময়া যৎ সাহসং স্ববুদ্ধা কৃতং তদ্বিচার্য্য-  
সৃষ্টিজালিনং সমং কর্তৃং কৃপালুত্বং যোগোহসি উঃ ॥ ৩৮ ॥  
ইথংক্লেপপরতস্য শ্রীশঙ্করস্য হস্তাৎ স বেদব্যাস আদরেণ  
হস্তদয়েন ভাষামাদ্যাসৌ বাসঃ প্রদাদগাভ্যাত্মগুণৈ রতি রামঃ

করিয়া হে মহর্ষি জনের মাননীয় ! ধুষ্ঠতাবশতঃ এখন  
আমি লজ্জিত হই নাই । ৩৭ ।

যে রূপ ভক্তিব্যোগে সূর্য্যের উদ্দেশে নীরাজনা  
(আরুতি) করিলে সূর্য্যদেব তাহা গ্রহণ করিয়া  
থাকেন, সেইরূপ আপনার সূত্র যখন স্বীকার করিয়া  
লইয়াছি তখন, আপনি মৎকৃত ভাষা শোবন করি-  
বার উপযুক্ত পাত্র । আপনার প্রশিষ্য ছলে আমি  
নিজ বুদ্ধি অনুসারে যাহা সাহস করিয়াছি, আপনি  
দয়ালু হস্তরাং আপনি বিচার করিয়া সেই সমস্ত  
ভাষা বচন সমান করিয়া দিলে আমি কৃতার্থ  
হই । ৩৮ ।

এই কথা বলিয়া শঙ্করাচার্য্য মৌনাবলম্বন  
করিলে বেদব্যাস শঙ্করের হস্ত হইতে আদরপূর্বক  
হুই হস্ত দিয়া ভাষ্য গ্রহণ করিয়া লইলেন । এবং



আদায় সর্বত্র নিরৈক্যতামৌ প্রসাদগান্ধীৰ্য্যগুণাভি-  
রামঃ ॥ ৩৯ ॥ সূত্রানুকারিমুদ্রবাক্যানিবেদিতার্থঃ  
স্বীয়ৈঃ পদৈঃ সহ নিরাকৃতপূর্বপক্ষম্ । সিদ্ধা-  
ন্তযুক্ত্যনিবেশিততৎস্বরূপং দৃষ্টাভিনন্দ্য পরি-  
তোষবশাদবোচৎ ॥ ৪০ ॥ ন সাহসং তাত ! ভবা-

সর্বত্র সম্যক্ বিচারপূর্বকং দৃষ্টবান্ ॥ ৩৯ ॥ পুনস্তদ্বিশিষ্ট  
সূত্রানুকারণিমুদ্রবাক্যৈঃ নিবেদিতোহর্থো যেন স্বীয়ৈঃ পদৈঃ  
নিরাকৃত্যঃ পূর্বপক্ষা যেন সিদ্ধান্তযুক্তিভিঃ কিংনিবেশিতং তন্ত  
সিদ্ধান্তস্য স্বরূপং যত্র তথাভূতং ভাষাং স দেবব্যাসো দৃষ্টা-  
ভিনন্দ্য পরিতোষবশাদবোচদ্রষ্টবান্ ৪০ ॥ ৪০ ॥ শুক্ণা বিনীতো  
ভবান্ যৎ সূত্রভাষামকৃত তৎ সাহসং ন কৃতবান্ । সূক্ত-  
দুরুক্তমত্র বিচার্যাতামিত্যেতন্মহৎ সাহসমিত্যবৈমি জানামি  
বিপ ॥ ৪১ ॥ তত্র হেতুমাহ মীমাংসকানামপীতি বেথ জানাসি

প্রসাদ ও গান্ধীৰ্য্য গুণযুক্ত ও রমণীয় ভাষ্যের  
সম্যক্ রূপে বিচার করিয়া সমালোচন করিতে  
লাগিলেন । ৩৯ ।

সূত্রানুযায়ী মৃদুমধুর বচনদ্বারা যাহার অর্থ সকল  
প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে ; যে ভাষ্য স্বকীয় পদ-  
দ্বারা পূর্ব পক্ষসকল নিরাকরণ করিয়াছে ; যে ভাষ্য  
সিদ্ধান্ত যুক্তিদ্বারা সিদ্ধান্তের প্রকৃত স্বরূপ সন্নিবে-  
শিত করিয়াছে, বেদব্যাস সেই ভাষ্য দেখিয়া  
তাঁহাকে অভিনন্দন করিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং  
বলিতে লাগিলেন । ৪০ ।

তুমি উৎকৃষ্ট গুরুর নিকটে শিক্ষিত হইয়া যে  
সূত্রের ভাষ্য নির্মাণ করিয়াছ তাহাতে তুমি সাহস  
প্রকাশ কর নাই । “ ভাষ্যের সূক্ত অর্থাৎ স্ব-

নকাষীদ যৎ সূত্রভাষাং শুক্ণা বিনীতঃ । বিচার্য-  
তাং সূক্তদুরুক্তমত্রেতোতন্মহৎ সাহসমিত্যবৈমি ॥  
৪১ ॥ মীমাংসকানামপি মুখ্যভূতো বেথাখিলব্যা-  
করণানি বিদ্বন্ ! । বিনিঃসরেস্তে বদমান্ যতীন্দ্রো  
গোবিন্দশিষ্যস্ত কথং দুরুক্তং ॥ ৪২ ॥ ন প্রাকৃত-  
ত্বং সকলার্থদর্শী মহানুভাবঃ পুরুষোহসি কশ্চিৎ ।  
যো ব্রহ্মচর্য্যাদ্ বিষয়ান্নিবার্য্য পর্যাব্রজঃ সূর্য্য ইবাক্ষ-  
কারণান্ ॥ ৪৩ ॥ বহুর্থগর্ভাণি লঘুণি যানি নিগূঢ়-

উ ॥ ৪২ ॥ কিঞ্চ ন প্রাকৃতত্বং কিন্তু সর্বার্থদর্শী কশ্চিন্নমহানু-  
ভাবঃ পুরুষোহসি তত্র হেতুমাহ য ইতি । পর্যাব্রজঃ সংগ্রাসং  
কৃতবান্ অনাগ্রাসেন বিষয়নিবারণে দৃষ্টান্তো যথা সুর্য্যোহক্ষ-  
কারণান্নিবার্য্য গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৪৩ ॥ মৎসূত্রভাষ্যকরণাদপি ত্বং

চনের দুরুক্ত অর্থাৎ কষ্টকর কঠিন বাক্য সকল  
বিচার কর” ইহাই যে তোমার মহৎ সাহস, তাহা  
জানিতে পারিয়াছি । ৪১ ।

জগতে যত প্রকার মীমাংসক আছে তন্মধ্যে  
তুমি সকলের প্রধান । অতএব হে বিজ্ঞ ! তুমি  
সকল ব্যাখ্যাই জানিতে পারিয়াছ । অধিক কি  
গোবিন্দনাথের শিষ্যমুখ হইতে যাহা বিনিঃসৃত হয়  
তাহা কি করিয়া দুরুক্ত অর্থাৎ ভাষ্যের বিপরীত  
অর্থ প্রকাশ করিয়া দুর্বাক্য হইবে । ৪২ ।

তুমি কখনই হারি কিম্বা গোপালের তুল্য প্রাকৃত  
মনুষ্য নও । কিন্তু তুমি যে সর্বার্থদর্শী কোন  
এক মহানুভাব পুরুষ তাহাতে সংশয় নাই । দিবা-  
কর যেরূপ অন্ধকার দলন করিয়া ভ্রমণ করিয়া

ভাবানি চ মৎকৃতানি । কামেব সিথং বিরহস্য নাস্তি  
যস্তানি সমাগ্ বিবরীতুমীকৈ ॥ ৪৪ ॥ নিসর্গদুষ্কী-  
নতমানি কো বা সূত্রাণ্যলং নেদিহুমর্থতঃ সন্ ।  
ক্লেশস্ত তাবান্ বিবরীতুরেষাং যাবান্ প্রণেতু কিব্বুধ  
বদন্তি ॥ ৪৫ ॥ ভাবঃ মদীয়মববুদ্ধা যথাবদেবং

প্রাকৃতো ন ভবসীত্যাশয়েনাহ । বহবোহর্থ্য গর্ভে যেষাং নিগূ-  
ঢ়ো ভাবো যেষাং পুনশ্চ লঘুনি মৎকৃতানি যানি সূত্রাণি  
তানি ত্রাং বিহার এবংপ্রকারেণ সমাক্ যো বিবরীতুঃ বিবরণং  
কর্তুঃ সমর্থঃ নাস্তি ॥ ৪৪ ॥ কিঞ্চ সূত্রকুংপরিপ্রমতুলা  
এবৈবাং ব্যাখ্যাতুঃ পরিভ্রম ইতি দেবাঃপণ্ডিতাশ্চ বদন্তীত্যাছ ।  
নিসর্গাং স্বভাবাদেবাতিশয়েন দুষ্কীর্নানি সূত্রাণি যথাভূতার্থতো  
জ্ঞাতুং কো বাহল্যং ন কোহপি সমর্থঃ । হে সন্ বক্ত এষাং  
সূত্রাণাং প্রণেতু যাবান্ ক্লেশস্তাবানেবৈবাং বিবরণকর্তুঃ  
ক্লেশ ইতি বিশেষজ্ঞা দেবাশ্চ বদন্তি ॥ ৪৫ ॥ এবং যথা ভ্রম

থাকে, সেইরূপ তুমি অনায়াসে বিষয় সকল পরি-  
ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্যা বশতঃ সন্ন্যাস ধর্ম্য অবলম্বন  
করিয়াছ । ৪৩ ।

তুমি আমার সূত্রভাষ্য করিয়াছ বলিয়া যে অসা-  
ধারণ হইয়াছ তাহা নহে । কারণ—যাহার গর্ভে  
বহু অর্থ বিদ্যমান; যাহাদের ভাব সকল নিগূঢ় এবং  
লঘু,ঈদৃশ মৎকৃত সূত্র সকলের তুমি ব্যতীত এইরূপ  
ভাষ্য করিতে সমর্থ হয় এরূপ লোক আর কেহই  
বিদ্যমান নাই । ৪৪ ।

আমার রচিত সূত্র সকল স্বভাবতই অত্যন্ত  
দুষ্কীয় । সুতরাং যথার্থরূপে সেই সকল সূত্রের  
তাৎপর্য্য জানিতে কেহই সমর্থ নহে । হে পণ্ডিত-  
বর ! গ্রন্থকারের এই সমস্ত সূত্র নির্মাণ করিতে যে

ভাষ্য প্রণেতুগননং ভগবানপীশঃ । সাংখ্যাদিনা-  
মথয়িতুং শ্রুতিমৃদ্ধবত্ত্বে দ্বিভূতুং কথং পরশিবাংশ-  
মুতে প্রভুঃ শ্রুতঃ ॥ ৪৬ ॥ রোষানুষঙ্গকলয়াপি  
সুদূরমুক্তো ধৎসেহধিমানসমহো সকলাঃ কলাশ্চ ।

মদীয়ো ভাবো বুদ্ধস্তথা তং যথাবদবিজ্ঞায় ত্রৈবীয়াযুক্তোহপি  
কর্তুমকর্তুমশ্রুত্যা কতুং সমর্থোহপি কশিদ্ভাষ্যং প্রণেতুগনং  
সমর্থো ন ভবতি যথাবদেবং ভাষ্যমিতি বা । যত এবমতঃ পর-  
শিবাংশং বিনা সাংখ্যাদিনা বিপরীততাং প্রাপিৎ বেদান্তমা-  
র্গমুদ্বর্ত্তুং কথং প্রভুঃ সমর্থঃ শ্রুতিতার্থঃ । বসং ॥ ৪৬ ॥ যতুধৎস  
ইত্যাদ্যুক্তং তত্রাহ অদ্বুতশব্দরসঃ বর্ণয়িতুং ন শক্যোহদ্বুতত্বং  
দর্শয়তি । রোষস্ত লঘুক্লেশেনাপি রহিতঃ স তু রোষাত্মক-  
স্নেহ মুক্তো ন ভবতি । এবমুক্তোহপ্যধিমানসঃ যমসি সকলা  
অপি কলা ধৎসে স তু শিরস্ত্রেকামেব শশিকলাং বিভন্তি । পুনশ্চ

পরিমাণে ক্লেশ হইয়াছে, এই সমস্ত সূত্রের বিবরণ  
কর্তা অর্থাৎ ভাষ্যকারেরও যে সেই পরিমাণে পরি-  
শ্রম হইয়াছে, ইহা দেবতা ও পণ্ডিতেরা বলিয়া  
থাকেন । ৪৫ ।

যেভাবে তুমি আমার আশয় জানিতে পারিয়া  
এইরূপ ভাষ্য নির্মাণ করিয়াছ, তদ্রূপ ভগবান  
ঈশ্বরও যথার্থ রূপে আমার ভাবনা জানিয়া ভাষ্য  
করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ । সাংখ্যাদি দর্শন  
শাস্ত্র দ্বারা বৈপরীত্য প্রাপ্ত বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্ধার  
করিতে পরম শিবের অংশ ব্যতীত আর কেহই  
সক্ষম নহে । ৪৬ ।

“তুমি যে পূর্বে আমাকে বলিয়াছ”সুদয়দ্বারা  
মহাদেবকে ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহার উত্তর  
এই—সকলে সেই শব্দের বর্ণনা করিতে পারে কিন্তু  
অদ্বুত শব্দের ( তোমার ) বর্ণনা করিতে  
কিছুতেই পারা যায় না । কারণ (তোমাতে)রোষের

সৰ্ব্বাশ্রনা গিরিজয়োপহিতস্বরূপঃ শাক্যো ন বর্ণ-  
য়িতুমদ্রুতশঙ্করস্তুং ॥ ৪৭ ॥ ব্যাখ্যাহপাসংখ্যৈঃ  
কবিভিঃ পুরৈতদ্ ব্যাখ্যাসাতে কৈশ্চিদিতঃ পরঞ্চ ।  
ভবানিবাস্মদুদয়ং কিমেতে সৰ্ব্বজ্ঞ ! বিজ্ঞাতুমলং

নিগূঢ়ং ॥ ৪৮ ॥ ব্যাখ্যাহি ভূয়োনিগমাস্তবিদ্যাং বিভেদ  
বাদান্ বিদুষো বিজিত্য । গ্রহ্মান্ ভুবি খাপয় সানু-  
বন্ধানহং প্রমিষামি যথাভিলামম্ ॥ ৪৯ ॥  
ইতুক্তবস্তুং তমসাববোচৎ কানি ভাষাণ্যপি

সৰ্ব্বাশ্রনা সৰ্ব্বাশ্রভাবেন গিরিজয়া বেদান্তবাচি জ্ঞাতয়া ব্রহ্ম-  
বিদ্যালক্ষণয়া পার্ৱত্যা যুক্তঃ স্বরূপঃ মন্য । স বুদ্ধিশ্রীয়েণ  
পার্বত্যা যুক্তস্বরূপ ইত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥ যহক্ৰং লজ্জাসম্পাদকঃ  
কস্য কৃত্যপি ধুষ্টতয়া অহং ন লজ্জ ইতি তত্রাহ পূৰ্বমেতন্মদীরং  
সূত্রজ্ঞাতমসংখ্যাতৈঃ কবিভিঃ ব্যাখ্যাতং ইতঃ পরঞ্চ কৈশ্চিৎ  
কবিভিরেতদ্ ব্যাখ্যাসাতে পরস্ত ভবানিব নিগূঢ়মশ্বদতিপ্রায়ঃ  
বিজ্ঞাতুং কিমেতে ব্যাখ্যাতামোহলং সমর্থানৈব শক্যঃ সৰ্ব্বজ্ঞস্য

ওঁবৈবৈতদ্বিজ্ঞানে শক্তি ন ত্বনাস্তরজ্ঞন্তেত্যাশয়বানাহ । হে  
সৰ্ব্বজ্ঞেতি উঃ ॥ ৪৮ ॥ এবং সূত্রভাষ্যং স্তব্য প্রতীতিব্যাকর-  
ণাদৌ প্রেরয়ন্ স্বগমননামশ্রয়তি ব্যাখ্যাহীতি । বেদান্তবিদ্যা-  
মুপনিষদং বিভেদ বাদান্ পণ্ডিতান্ বিজিত্য বিবয়সম্বন্ধপ্রয়ো-  
জনাদিকার্য্যাব্যাহবন্ধযুক্তান্ আখ্যাপয় উঃ ॥ ৪৯ ॥ ইতুক্তবস্তুং  
তং শ্রীব্যাসমর্শো শ্রীশঙ্করোহবোচৎ অবদৎ । তদাজ্ঞা ময়া

সম্বন্ধ মাত্র দেখা যায় না । কিন্তু যথার্থ শঙ্কর  
কোপ ত্যাগ পরাস্ত করিতে পারেন নাই ।  
তথাপি তুমি একমাত্র মনে সকল কলা (শাস্ত্র) ধারণ  
করিতেছ ; তিনি কেবল (মস্তকে) এক শশিকলা  
ধারণ করিয়া থাকেন । এবং সৰ্ব্ব প্রকার গিরি  
(অর্থাৎ বেদান্ত বাক্যে) জয়া অর্থাৎ জাত ব্রহ্মবিদ্যা-  
রূপ পার্ৱতী কর্তৃক তোমার স্বরূপ যুক্ত হইয়াছে,  
কিন্তু যথার্থ মহাদেব অর্ক শরীর দ্বারা কেবল  
গিরিজা অর্থাৎ পার্ৱতী কর্তৃক যুক্ত হইয়া থাকেন ।  
এইরূপ প্রসিদ্ধ মহাদেব হইতে তোমার চরিত্র ও  
শক্তি অদ্ভুত । ৪৭ ।

ছিলেন । এবং ইহার পর ও অসংখ্য পণ্ডিতগণ  
এই সমস্ত সূত্রের ব্যাখ্যা করিলেন । কিন্তু হে  
সৰ্ব্বজ্ঞ ! আমার নিগূঢ় অভিপ্রায় জানিতে তোমার  
তুল্য কি এই সমস্ত ভাষ্যকারগণ সমর্থ হইবে ? তুমি  
সৰ্ব্বজ্ঞ সূত্রাং তোমারই এই বিষয় জানিতে  
শক্তি আছে, অন্য কোন অল্পজ্ঞানীর শক্তি  
নাই । ৪৮ ।

এইরূপে সূত্রভাষ্যের শ্রব করিয়া অগতিভাষ্য  
করিতে শঙ্করকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন এবং  
আপনার গমনের কথা বলিয়া দিলেন । তুমি  
পুনর্ব্বার বেদান্তবিদ্যার ব্যাখ্যা কর । পণ্ডিতদিগকে  
জয় করিয়া তর্কবাদ সকল খণ্ডন করিতে পারিবে ।  
বিবয়, সম্বন্ধ, প্রয়োজন ও অধিকারী নামক অনুবন্ধ-  
যুক্ত গ্রন্থ সকল পৃথিবীতলে প্রকাশ কর । আমার  
এক্ৰণে যথায় অভিলাষ তথায় গমন করিব ।  
। ৪৯ ।

“তুমি যে পূর্বে বলিয়াছ, আমি লজ্জাজনক  
কার্য্য করিয়া ও ধুষ্টতা বশতঃ লজ্জিত হই না  
কেন ?” তাহার উত্তর এই—পূর্বে অসংখ্য পণ্ডি-  
তগণ আমার এই সূত্র সকল ব্যাখ্যা করিয়া-

বেদব্যাস এই কথা বলিলে শঙ্করাচার্য্য পুন-

পাঠিতানি । ধ্বস্তানি সম্যক্ কুমতানি ধৈর্য্যাদিতঃ  
পরং কিং করণীয়মস্তি ॥ ৫০ ॥ মুহূর্ত্তমাত্রং মণি-  
কর্ণিকায়াং বিধেহি সদ্ বৎসলসন্নিধানম্ । চিরাদ্  
যতেহং পরমায়ুষোহস্তে তাজ্জামি যাবদ্বপুৰদ্যহেয়ম্ ॥  
৫১ ॥ ইতীদমাকর্ণ্য বচো বিচিন্ত্য স শঙ্করঃ  
প্রাহ কুরুষ মৈবং । অনির্জিতাঃ সন্তি বহুঙ্করায়াং  
ত্বয়া বুধাঃ কেচিদ্ধদারবিদ্যাঃ ॥ ৫২ ॥ জয়ায় তেষাং  
কতি হারনানি বস্তুব্যমেব স্থিরধীস্থয়াপি । নো চেন্

পূৰ্ণমেব সম্পাদিতেতি দর্শয়তি । নিগমাস্তভাষ্যানি কৃতানি  
পাঠিতানি চ । পুনশ্চ কুমতানি ধৈর্য্যং সম্যক্ নাশিতানি  
তস্মাদিতঃ পরং কিঞ্চিদপি কর্তব্যং নাস্তি ॥ ৫০ ॥ যত এবমভো  
হে বৎসল ! ষটিকাঙ্করং মণিকর্ণিকায়াং সামোপাং বিধেহি এতদধ-  
মহং চিরাদ্ যত্নং করোমি । পরমায়ুষ তব সমীপেহদ্য যাবদ্ব্যয়ং বপুঃ  
শরীরং তাজ্জামি তাবদিত্যর্থঃ । হে পরম ! আয়ুষোহস্তে সমা-  
প্তাবিতি বা উপেং ॥ ৫১ ॥ ৫২ ॥ তেষামুদারবিদ্যানা জয়ায়

বর্ষার বেদব্যাসকে বলিতে লাগিলেন । আমি  
আপনার অনুজ্ঞা পূর্বেই সম্পন্ন করিয়া রাখিয়াছি ।  
দেখুন—বেদাস্ত ভাষ্য করিয়াছি । এবং ধৈর্য্যবলে  
কুৎসিত মত সকল বিনাশ করিয়াছি, অতএব ইহার  
পর আর কিছুই কর্তব্য নাই । ৫০ ।

হে পণ্ডিতবৎসল ! এই সমস্ত কারণে কিয়ৎকণ  
আপনি মণিকর্ণিকার সমীপে উপস্থিত থাকুন ।  
ইহার নিমিত্ত আমি বহুদিন হইতে যত্ন করিয়া  
আসিতেছি । অদ্য আমি আপনার সমীপে এই  
কণভঙ্গুর শরীর পরিত্যাগ করিব । ৫১ ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ও ঐরূপ চিন্তা করিয়া  
বেদব্যাস পুনরায় শঙ্করকে বলিলেন । তুমি কদাচ  
এরূপ কার্য্য করিও না । কারণ, ভূতলে কতক-

মুহুর্ত্তা ভূবি দুলভা স্যাৎ স্থিতি র্থথা মাতৃধৃতস্ত  
বালো ॥ ৫৩ ॥ প্রসন্নগন্তীরভবৎপ্রণীতপ্রবন্ধ-  
সন্দর্ভভবঃ প্রহর্ষঃ । প্রোৎসাহযত্যাশ্রবিদ্যামুখীণাং  
বরেণ্য বিশ্রাণয়িতুং বরং তে ॥ ৫৪ ॥ অকৌ বয়াংসি

হে স্থিরধী ! যদিপি তৎপরাভবহেতুভূতাঃ গ্রন্থান্তরা রচিত-  
স্তথাপি কতি বর্ষাণি ত্বয়াপি বস্তব্যমেব বিপক্ষে দোষমাহ । নো  
চেদিতি বধা বালো মাতৃরহিতস্ত স্থিতি দুলভা তদমাতৃ-  
বদ্রক্ষকেণ তয়া রহিতা মোক্ষেক্ষা দুলভা স্যাৎ উৎ ॥ ৫৩ ॥  
আয়ুষঃ সমাপ্তিঃ বিচাগ্য বরদানামাহ । হে আশ্রবিদ্যাঃ  
মুখীণাং বরেণ্য ! প্রসন্নগন্তীরগাং ভবৎপ্রণীতানাং প্রবন্ধানাং  
সন্দর্ভে ভবো জন্ম যন্ত স প্রহর্ষঃ ভূত্যাং বরং প্রদাতুং নাং  
প্রোৎসাহয়তি ॥ ৫৪ ॥ বয়াংসি বর্ষাণি ভবস্য শিব-

গুলি কৃতবিদ্য পণ্ডিত দিগকে অদ্যাপি জয় করা  
হয় নাই । ৫২ ।

হে পণ্ডিতবর ! যদিচ সেই সকল কৃতবিদ্য  
পণ্ডিতগণকে পরাভব করিবার পুস্তক সকল তুমিই  
রচনা করিয়াছ, তথাপি সেই সকল কৃতবিদ্য পণ্ডিত-  
গণকে জয় করিতে কিছুকাল তুমি এই জগতে বাস  
করিবে । তাহার কারণ এই—যে রূপ বাল্যকালে  
মাতার মৃত্যু হইলে বালকের দেহরক্ষা কঠিন হইয়া  
উঠে, সেইরূপ মাতার মতন রক্ষকস্বরূপ তুমি  
অস্তর্দ্ধান হইলে জগতে মোক্ষের ইচ্ছা লোকের  
দুলভ হইবে, অর্থাৎ কাহারও মোক্ষের নিমিত্ত ইচ্ছা  
জন্মিবে না । ৫৩ ।

হে আশ্রিতদ্বজ ! হে ঋষিগণের বরণীয় শঙ্কর !  
তোমার প্রণীত প্রসন্ন অথচ গন্তীর প্রবন্ধ রচনাদ্বারা  
আমার যে হর্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, সেই হর্ষ অদ্য  
তোমাকে বরদান করিবার নিমিত্ত আমাকে উৎসা-  
হিত করিতেছে । ৫৪ ।



বিধিনা তব বংশ । দত্তান্ত্যানি চাক্ষু ভবতা স্থধিরা-  
জিতানি । তুয়োহপি ষোড়শ ভবন্তু ভবাজ্ঞয়া তে  
ভূম্যচ্চ ভাব্যমিদমারবিচক্ষতাম্ ॥ ৫৫ ॥ সম্য-  
বানেম বিরোধিবাদিগর্ভাকুরোন্মূলনজাগরুকেঃ ।  
বাক্যৈঃ কুরুষোজ্জ্বলিতভেদবুদ্ধীনবৈতবিদ্যাপরি-  
পহ্নিনোহিতান্ ॥ ৫৬ ॥ ইতীরয়ন্তুং প্রতিবাচমুচে স

ভাজ্ঞয়া বরাহমুখঃ কথ্যতি চ পুনরিতঃ ভাব্যমারবিচক্ষতাম্  
ভূম্যৎ । যাবৎ সূর্য্যবিহিতিত্যবস্থবহিতার্থঃ ॥ ৫৫ ॥ অহ  
ষোড়শবর্ষপরিমিতায়ুবা বরা কিং কর্তব্যমিত্যাকাঙ্ক্ষামাহ ।  
যখনেনামুবাখন্যানবৈতবিদ্যাপরিপহ্নিনঃ সবার্টকাস্ত্যক্তভেদম-  
তীন্ কুরুষ । বাক্যানি বিশিনষ্ট বিরোধিবাদিমাঃ গর্ভস্য সম্মো-  
ক্ষেদনে জাগরুকেঃ সাবধানৈঃ উঃ ॥ ৫৬ ॥ ইত্যেবং কথনঃ

বংশ ! বিধাতা তোমাকে অষ্টবর্ষ পরিমিত  
বয়ঃক্রম প্রথমে দান করিয়া ছিলেন । তদনন্তর  
তুমি পণ্ডিত হইয়া অন্য অষ্ট বৎসর পরমায়ু উপা-  
র্জন করিয়াছ । এক্ষণে তোমার পুনরায় মহাদেবের  
আজ্ঞানুসারে ষোড়শবৎসর পরমায়ু হউক । তাহা  
হইলে সর্বশুদ্ধ দ্বাত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত তোমার  
জীবিতকাল গণনা করা হইল । এবং বর্তমান  
পৃথিবীতে এই চন্দ্র সূর্য্য ও নক্ষত্র সকল অবস্থান  
করিবে, ততকাল তোমার ভাষা অবস্থিতি করিবে ।  
৫৫ ।

তুমি এই বয়সে বিরোধী বাদীগণের গর্ভাকুরের  
সমূলে উন্মূলনকার্য্যে একান্ত জাগরুক । এবং এক্ষণে  
ঐ ভেদজন্মস্বকীয় বচনদ্বারা অদ্বৈত মতের পরিপন্থী-  
দিগকে ভেদবাদ হইতে বিরহিত কর । ৫৬ ।

শঙ্করঃ পাবিতসর্বলোকঃ । ত্বৎসূত্রসম্বন্ধবশান্ন-  
দীর্ঘং ভাষ্যং প্রচারং ভূবি যাতু বিদ্বন্ ॥ ৫৭ ॥  
ইতীরয়িত্বা চরণৌ ববন্ধে যতি শ্মুনেঃ সর্ববিদো  
মহাত্মা । প্রদায় সস্তাব্যবরং মুনীশো দ্বৈপায়নঃ  
সোহন্তরধাদ্ যতাত্মা ॥ ৫৮ ॥ ইথং নিগদ্য ঋষিরুচ্চি-  
তিরোহিতেহস্মিন্নস্ত কিংবেকনিধিরপ্যথ বিব্যাথে

কুরুন্তুং বেদব্যাসং পবিত্রলোকঃ স শঙ্করঃ এবচনমুবাচ । যদ্যপি  
মদীর্ঘং ভাষ্যং প্রচারং গন্তং যোগ্যং ন ভবতি । তথাপি ত্বৎসূত্র-  
সম্বন্ধবশাৎ হে বিদ্বন্ ! ভূবি প্রচারং গচ্ছতু শ্রীমাতোক্তিরিতম্ ॥  
৫৭ ॥ সস্তাব্যবরমবশাস্তাবিবরং সংপূজ্য বরং প্রদায়েতি বা  
৫৮ ॥ ইথং সস্তাব্যাসিন্ ঋষিশ্রেষ্ঠে বেদব্যাসেহস্তর্ধানং গতে  
অখানন্তরমন্ত কিংবেকনিধিরপি সঃ শ্রীশঙ্করো বিব্যাথে বাধ্যং  
প্রাপ । তত্র হেতুঃ হতাপস্য হারী নিরুপাধিকৃপারণো যেষাং

মহামুনি বেদব্যাস এই সমস্ত কথা বলিবার পর  
সর্বজনের পবিত্রতা-কারী শঙ্কর পুনর্বার প্রতি-  
বাক্য বলিতে লাগিলেন । যদ্যপি আমার ভাষা  
জগতে প্রচার হইবার যোগ্য না হয় তথাপি আপ-  
নার সূত্র সম্পর্কে হে সর্বজ্ঞ ! যেন আমার  
ভাষা জগতে প্রচারিত হয় । ৫৭ ।

এই কথা বলিয়া মহাত্মা যতীন্দ্র, সর্বজ্ঞ মুনি  
বেদব্যাসের চরণ যুগল বন্দনা করিলেন । সংযত-  
চিত্ত মুনীন্দ্র দ্বৈপায়ন, পূজনীয় ও অবশ্যস্তু্যবী বর  
প্রদান করিয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অন্তর্হিত হই-  
লেন । ৫৮ ।

এই কথা বলিয়া ঋষিবর বেদব্যাস অন্তর্ধান  
হইলে শঙ্করাচার্য্য বিবেকী হইলেও তখন ব্যথিত

সঃ । হৃদ্যাপহারিনিরুপাধিকৃপারসানাং তত্ভা-  
দৃশাং কথমহো বিরহো বিষহ্যঃ ॥ ৫৯ ॥ তৎপাদ-  
পদে নিজচিত্তপদে পশ্যন্ কথঞ্চিদ বিরহং বিষহ্য ।  
যতিক্রীণোহপি গুরো নির্যোগান্মনো দধে দিগ্বি-  
জয়ে মনৌষী ॥ ৬০ ॥ ভাষাস্ত বাৰ্ত্তিকমথৈষ কুমারি-  
লেন ভট্টেন কারয়িতুমাদরবান্মুনীন্দ্রঃ । বক্ষায়মান  
দরবিক্ষামহীধরেণ বাচংযমেন চরিতাং হরিতং

তদাদৃশাং ব্যাসপ্রভৃতীনাং বিরহঃ কথমপি বিষহ্যো ন ভবতী-  
ত্যর্থঃ ৫০ ॥ ৫৯ ॥ তর্হি কথং তদ্বিরহং বিষহ্য দিগ্বিজয়ে মনৌ-  
দধে ইত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তদ্বিতি । গুরো স্যেদব্যাসস্য নির্যোগা-  
দনুশাসনাং । উঃ ॥ ৬০ ॥ অথ দিগ্বিজয়ে মনসঃ স্থাপনানন্তরং  
কুমারিলেন ভট্টেন ভাষাস্য বাৰ্ত্তিকমাদরাং কারয়িতুমেব মুনীন্দ্রঃ  
বক্ষ্যাবদাচরন্তো নিষ্ফলাদরা গতা যস্মিন্তথাভূতো বিক্ষাচলো  
যেন তেন বাচংযমেন অগন্তোন মুনির্না চরিতাং দক্ষিণাং

হইলেন । ব্যথা পাইবার কারণ এই—যাঁহারা  
হৃদয়ের তাপ হরণ করিয়া থাকেন ; যাঁহাদের অকা-  
রণ কৃপারসের সঞ্চার হইয়া থাকে, সেই সমস্ত  
বেদব্যাস প্রভৃতি মহাত্মাগণের বিরহ কখনই সহ্য  
হইতে পারে না । ৫৯ ।

মনীষাসম্পন্ন এবং যতীন্দ্র হইয়াও অদ্য শঙ্করা  
চার্য্য স্বকীয় হৃদয়কমলে তাঁহার পদারবিন্দযুগল  
দর্শন করিয়া অতিকষ্টে বিরহ ব্যথা সহ্য করিয়া  
গুরুদেব বেদব্যাসের অনুশাসন-হেতু দিগ্বিজয়ে  
মন অর্পন করিলেন । ৬০ ।

দিগ্বিজয়ে মনঃস্থাপন করিবার পর ভট্টপাদ-  
দ্বারা ভাষ্যের বার্ত্তিক নির্মাণ করাইবার নিমিত্ত মুনি-

প্রতস্থে ॥ ৬১ ॥ ততঃ স বেদান্তরহস্যবেত্তা-  
ভেত্তা মতানান্তরসম্মতানাং । প্রয়াগমাগাং প্রথমং  
জিগীষুঃ কুমারিলং সাধিতকর্ম্মজালং ॥ ৬২ ॥ আন-  
জ্জতাং কিল তনুগমিতাং সিতাঞ্চ কন্তুং কলিন্দ-  
স্বতয়া কলিতানুযজ্যাম্ । অক্ষায় জহুতনয়ামথ নিহ-

হরিতং দিশং অতি প্রতস্থে প্রস্থানং কৃতবান্ ৫০ ॥ ৬১ ॥ ততঃ  
প্রস্থানানন্তরং বেদান্তরহস্যাবেত্তাহমতানামনভিমতানাং প্রসহ  
কটিক্তি বা ছেদনকর্তা স শ্রীশঙ্করঃ সাধিতকর্ম্মকাণ্ডং কুমা-  
রিলং প্রথমং ক্ষেতুমিচ্ছুঃ প্রয়াগতীর্থরাজমাগচ্চং প্রয়াগমিতি  
বা সম্বন্ধঃ উঃ ॥ ৬২ ॥ অত্যানন্তরং আমজ্জতাং পুংসাং তনু-  
শরীরমসিতাং কৃষ্ণাং বিষ্ণুসরূপাঞ্চ কন্তুং কলিন্দাধাগিরিপুত্রা  
কালিন্দ্যা যমুনয়া সম্পাদিতোহমুযজঃ সম্বন্ধো যগা নিহু, তাঁনি  
নাশিতানুযজ্যানি যগা তাং জাহবীমক্ষায় অঙ্কসাহর্থ্যানাং চতুর্দিক-

বর শঙ্করাচার্য্য, ( যিনি বিক্ষাচলকে নিষ্ফল ও গর্ত-  
বিশিষ্ট করিয়া ছিলেন ) সেই অগস্ত্য মুনির আশ্রিত  
দক্ষিণদিকে প্রথম প্রস্থান করিলেন । ৬১ ।

শঙ্কর প্রস্থান করিবার পর বেদান্ত শাস্ত্রের  
রহস্যবেত্তা এবং যিনি নিজের অনভিমত মত সমূহের  
ছেদন কর্তা শ্রীশঙ্কর, ( যিনি কর্ম্মকাণ্ড সকল  
সম্পন্ন করিয়া নিরস্ত হইয়াছিলেন ) সেই ভট্টপাদকে  
প্রথমে জয় করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করিয়া প্রয়াগ-  
তীর্থে আগমন করিলেন । ৬২ ।

অনন্তর প্রয়াগতীর্থ মধ্যে যে সকল পুরুষ  
বেণীমাধব সঙ্গমে নিমগ্ন হইতে ইচ্ছা করিয়া তাহা-  
দিগের শরীর কৃষ্ণবর্ণ অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপও তাহা-  
দিগকে শ্বেতবর্ণ অর্থাৎ মহাদেবের তুল্য করিবার

তায়াং মধ্যেপ্রয়াগমগমমুনিঃপার্শ্বমার্গম্ ॥ ৬৩ ॥ গঙ্গা-  
প্রবাহৈরুপকৃতবেগা কলিন্দকন্যা স্তিমিতপ্রবাহা ।  
অপূর্বসখ্যা গতলজ্জয়েব যত্রাধিকং ভাতি বিচিত্র-  
পাথাঃ ॥ ৬৪ ॥ অশ্রুবসন্তিরমলচ্ছবিসম্প্রদায়মধ্যে-  
তুমাশ্রিতজলাঃ কুহচিন্ মরাতৈঃ । চক্রদ্বয়েন রজ-

নীগহবাসসৌখ্যসংশীলনায় কিল সম্বলিতাঃ পরত্র  
॥ ৬৫ ॥ যত্রাপ্লুতা দিব্যশরীরভাজ আচন্দ্রতারং  
দিব্যভোগজাতম্ । সংভূজতে বাধিকথানভিজ্ঞাঃ  
প্রাহেমমৰ্শং শ্রুতিরৈব সাক্ষাৎ ॥ ৬৬ ॥ অজ্ঞাত-  
সম্ভবতিরোধিকথাপি বাণী নশ্চাঃ সিতাসিততয়েব

পূর্ববার্ধাভাঃ মার্গঃ মধ্যেপ্রয়াগং প্রয়াগস্ত মধ্যমগমং পার্শ্ব-  
মধ্যে বর্ত্যাবেতি সমাস এতদ্ব্যনিপাতকক বসং ॥ ৬৩ ॥ গঙ্গা-  
প্রবাহৈরুপকৃতো বেগো যত্রাঃ সা বিচিত্রজলা কলিন্দকন্যা  
যমুনা যত্র প্রয়াগমধ্যে অপূর্বসখ্যা আগতা বা লজ্জা তয়া স্তিমি-  
তোহচকলঃ প্রবাহঃ প্রবৃতি যত্রাভ্যুত্থাত ইবাধিকং ভাতি ।  
প্রবাহস্ত প্রবৃত্তৌ তাদপি স্রোতসি বারিণীতি মেদিনী উৎ ॥ ৬৪ ॥  
কুহচিন্ কচিদমলকাঙ্গুলজ্জলঃ সম্প্রদায়মধ্যেতুং সমীপে বসন্তিঃ

নিবৈশ্বাশ্রয়ৈল হংসৈরাশ্রিতং জলং যত্রাভ্যুত্থাত পূর্বপ্রায়জ মলিনী-  
সহবাসলক্ষণসৌখ্যসংশীলনায় চক্রদ্বয়েন সংভূজাঃ ভাগীরথীঃ  
বিগাহেতি ব্যবহিভেমাধরঃ । রজ্জনী নলিনীরাশ্রিহরিজাজত-  
কানুচেতি মেদিনী বৎ ॥ ৬৫ ॥ তামেব বসন্তিঃ । যত্র  
যত্রাঃ যমুনয়া সঙ্গতারাঃ গঙ্গারামাপ্লুতা দিব্যশরীরভাজাঃ ।  
পুনশ্চ বাধিকথানভিজ্ঞাঃ সম্ভুঃ দিব্যভবং ভোগসমুদায়ং সমাগ-  
ভূজতে । নম্রত্র কিং প্রমাণমিতি চেত্তত্রাহ । ইমমৰ্শং সাক্ষাৎ-  
তিরৈব প্রাহ । তথা চ শ্রুতিঃ সিতাসিতে স্রিতে যত্র সঙ্গতে  
তত্রাপ্লুতাসৌ দিব্যমুৎপতন্তীতাদ্যা ইত্যুৎ ॥ ৬৬ ॥ কিঞ্চ বাণী  
শ্রুতিরপি অজ্ঞাতসম্ভবস্ত অগ্ন্যনতিরোধেত্তিরোধানম্য চ কথা

নিমিত্ত কলিন্দদুহিতা যমুনানদী যাহার সহিত  
সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে—যিনি পাপ রাশি বিনাশিত  
করিয়া থাকেন এবং যিনি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই  
চতুর্বিধ পুরুষার্থের সরণিস্বরূপ জাহ্নবীকে দর্শন  
করিলেন । ৬৩ ।

যে রূপ কোন এক প্রিয়সখী লজ্জা পরিত্যাগ  
করিয়া প্রিয়সখীর মনের প্রবৃতি স্থির করিয়া থাকে,  
সেইরূপ প্রয়াগতীর্থমধ্যে ভাগীরথীর প্রবাহদ্বারা  
কলিন্দকন্যা যমুনানদীর বেগ রোধ করিয়াও তাহার  
প্রবাহ স্তিমিত করিবার পর বিচিত্র জলে যমুনানদী  
শোভা পাইতে লাগিল । ৬৪ ।

কোন স্থানে বিমল কান্তিরূপ বিদ্যা অধ্যয়ন করি-  
বার নিমিত্ত সমীপবর্তী শিষ্য সদৃশ মরালকুল জল-  
সেবা করিতেছে ; অন্যস্থানে নলিনীর সহবাসরূপ

সুখভোগ করিবার নিমিত্ত চক্রবাক যুগল ভাগীরথী  
বাপ্ত করিয়াছে । যে স্থানে ভাগীরথী যমুনার  
সহিত মিলিত হইয়াছে তথায় স্নান করিয়া লোকে  
দিব্য শরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এবং যেস্থানে  
বাধির কথা পর্য্যন্ত জামিতে না পারিয়া লোকে  
স্বর্গীয় ভোগ সকল সমাক্রূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।  
‘সিতাসিতে স্রিতে যত্র সঙ্গতে তত্রাপ্লুতাসৌ দিব-  
মুৎপতন্তি’ যেস্থলে কৃষ্ণ ও শুক্ল নদীদ্বয় মিলিত  
হইয়াছে তথায় স্নান করিলে স্বর্গে গমন করিয়া  
থাকে । ইত্যাদি শ্রুতি বচনই এই বিষয়ে প্রমাণ ।  
যাহাতে জন্ম এবং ময়ের কথা জ্ঞাত হয় নাই, সেই

গুণাতি রূপম্ । ভাগীরথীং যমুনয়া পরিচর্যমাণা-  
মেতাং বিগাহ মুদিতো মুনিরিত্যভগীঃ ৷ ৬৭ ৷ সিদ্ধা-  
পগে ! পুরবিরোধিজটোপরোধক্লুঙ্ক কুতঃ শতমদঃ-  
সদৃশান্ বিধৎসে । বন্ধা ন কিং নু ভবিতাসি  
জটোভিরেষামন্ধা জডপ্রকৃতয়ো ন বিদন্তি ভাবি ৷ ৬৮ ৷  
সন্মার্গবর্তনপর্যাপি সুরাপগে ! জমদ্বীনি নিত্যমশু-

যবা সা বন্ধা যমুনয়া সজ্জায়া সজ্জায়াঃ সিদ্ধানিভুতৈব রূপং  
বর্ণয়তি তথাহুতামেতাং যমুনয়া পরিচর্যমাণাঃ ভাগীরথীং  
বিগাহ মুদিতো মুনিঃ শ্রীপত্ন ইতি বক্যমাণমভাধীহুতবান্  
সং ৷ ৬৭ ৷ হে সিদ্ধাপগে ! ত্রিপুরবিরোধিনঃ শিবস্ত জটো-  
ভিকপয়োদেহ ক্লুঙ্ক শতমদুবা শিবস্য সদৃশান্ কুতঃ কিমর্থং  
বিধৎসে । এবাং ত্বয়া রচিতানাং জটোভিঃ কিং হু ন বন্ধা ভবি-  
তাসি কিং বন্ধা ন ভবিষ্যসি কিম্ ভবিষ্যস্যেব । এতমাকিপ্য  
স্বয়মেব প্রতিক্রিপতি । জডপ্রকৃতয়ো ভবিষ্যং ন জানন্তি । অত্র  
নিদ্রয়া স্তবেরূপমভ্যাসজটোভিঃ । উক্তি বাক্যজটোভিঃ নির্মাস্তুতিভ্যাং  
জটোভিনিষ্যোরিত্যুক্তেঃ ৷ ৬৮ ৷ হে সুরাপগে ! সন্মার্গবর্তনপর্যাপি  
সং নিত্যমপবিজ্ঞান্যহীন কিমর্থমাদদাসীত্যাক্ষেপঃ । স্বয়মেব সমা-  
ধত্তে হে দেবি ! তব জন্মসমাজাতং তবাভিপ্রায়ো বুদ্ধস্তব জলে

প্রতিবাণী শুরু ও কৃষ্ণভাবে যমুনামিলিত ভাগী-  
রথীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন । অতএব তখন সেই  
যমুনা-সেবিত ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিয়া  
মুনিবর শঙ্করাচার্য্য এইরূপ কথা বলিতে লাগিলেন  
। ৬৫ । ৬৬ । ৬৭ ।

হে সিদ্ধতরঙ্গিনি ! আপনি ত্রিপুরারির জটো-  
স্পর্শে ক্লুঙ্ক হইয়া কি হেহু শত শত শিবতুল্য  
লোকের উৎপত্তি করিতেছেন ? আপনি যে সকল  
শিব সৃজন করিয়াছেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি  
তাহাদিগের জটোদ্বারা আপনিও কোন সময়ে বন্ধ হই-  
বেন । অথবা জডপ্রকৃতি গনুযাগন ভাবী অর্থ কিছু

চীনি কিমানদাসি । আজ্ঞাতমম্ব ! জন্মং তব সজ্জ-  
নানাং প্রায়ঃ প্রসাধনকৃতে কৃতমজ্জনানাং ৷ ৬৯ ৷  
স্বাপানুযজ্জডভাভরিতান্ জনৌঘান্ স্বাপানুযজ-  
জডভাবিধুরান্ বিধৎসে । দুরীভবদ্বিষয়রাগজদো-

কৃতং মজ্জনং যৈত্তেবাং সজ্জনানাং প্রায়ঃ প্রসাধনকৃতে শিবরূপা-  
ণাং তেবামলকার্য্যমাদদাসীত্যর্থঃ । উক্তিভিত্তাকারপূর্বকভাবে পর-  
স্পেপদপ্রয়োগো ন দোষাবহঃ । আভো দোনাস্য বিহরণে ইতি  
উদ্গ্রহণাজ্জ্ঞাপকঃ । তথাচ লোকোপকারায় বয়োক্তা তব  
প্রবৃতিরিত্যর্থঃ ৷ ৬৯ ৷ স্বাপানুযজেন নিদ্রানুযজেন বা জডভা-  
তয়া ভরিত্যগ্নিভ্যামুযজজডভাবিধুরানেব বিধৎসে দুরীভবদ্বিষয়-  
রাগো বন্ধ্যাং তথাভুতং জদ্বেষ্যাং তাংস্ত মুখাদিমুণ্ডনেন ধৃষ্টা-  
বতংলগ্নসি ধৃষ্টশিরোগমণীম্ কয়োষি তথাচৈব কো বা মার্গঃ ।  
তথা দুরীভবদ্বিষয়রাগজদোঃ ধৃষ্টে । বহুরপুণ্যঃ তদবতংলঃ

তেই জানিতে পারেনা, সুতরাং তাহারা আপনাকে  
তাহাদের জটোদ্বারা বন্ধন করিলেও করিতে পারে  
। ৬৮ ।

হে সুরনদি ! আপনি একান্ত সংপথে প্রবৃত্ত  
হইয়াও কি কারণে নিম্নত অপবিত্র অস্থি সকল  
গ্রহণ করিয়া থাকেন । মাতঃ ! আমি এতকালে  
আপনার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি । আপনার  
জলে ঘাঁহারা সর্বদা নিমগ্ন থাকেন সেই সমস্ত  
সজ্জনগণের ( অর্থাৎ প্রায়ই শিবরূপী সেই সকল  
লোকের ) অলঙ্কারার্থ আপনি ঐ অপবিত্র অস্থি  
সকল গ্রহণ করিয়া থাকেন । ৬৯ ।

নিদ্রার আবির্ভাবে যে জডভা জন্মে যাহারা  
তাহাদ্বারা পরিপূর্ণরূপে সংশ্লিষ্ট, আপনি তাহাদিগ-  
কেও নিদ্রাজনিত জডভা হইতে চ্যুত করিয়া  
থাকেন । যাহাদের কদম্ব হইতে বিষমাসুরাগ দূর  
হইয়াছে তাহাদিগকেও শীঘ্র মুখাদির ভূষণদ্বারা ধৃষ্ট



হপি তূর্ণং ধূর্তাবতংসয়সি দেবি ! ক এষ মার্গঃ ॥ ৭০ ॥  
ইতি স্তবংস্তাপসরাট্ ত্রিবেণীং শাট্যা সমাচ্ছাদ্য  
কটিং কুপীটে । দোদণ্ডযুগ্মোদ্ধৃতবেণুদণ্ডোহঘম-  
র্ষগম্নানমনা বভূব ॥ ৭১ ॥ সন্মৌ প্রয়াগে সহ শিষ্য-  
সঙ্ঘৈঃ স্বয়ং কৃতার্থো জনসংগ্রহার্থঃ । অস্মারি  
মাতাহপি চ সা পুপোষ দধার যা দুঃখমসোচ্ ভূরি ॥  
৭২ ॥ অনুষ্ঠিতং দ্রাগবসায়্য বাঁতেঃ কল্লারশীতৈরুপ-

সেব্যমানঃ । তীরে বিশ্রাম তমালশালিন্যদ্রাস্ত্রে-  
হশ্রয়ত লোকবার্তা ॥ ৭৩ ॥ গিরেরবল্লুত্যা গতিঃ  
সতাং যঃ প্রামাণ্যমান্নায়গিরামবাদীং । বস্তু প্রা-  
দাভিদিবৌকসোহপি প্রপেদিরে প্রাক্তনযজ্ঞ-  
ভাগান্ ॥ ৭৪ ॥ সোহহং গুরোরুন্মথনপ্রসক্তং  
মহত্তরং দোষমপাকরিষুঃ । অশেষবেদার্থবিদাস্তি-  
কহ্মাৎ ভূষানলং প্রাবিশদেষ ধীরঃ ॥ ৭৫ ॥ অয়ং

শিবভক্তপান্ কণ্ঠেযীতি শ্লেষণে স্ততিঃ । ধূর্তং তু ধণ্ডলে বর্ণে  
ধত্তুরে না বিটে ত্রিষিতি মেদিনী উঃ ॥ ৭০ ॥ ঠেত্যেবং ত্রিবেণীং  
স্তবন্ সন্ তাপসরাট্ শাট্যা কটিং সমাগচ্ছাদ্য ভূজদণ্ডযুগ্মেনো-  
দ্ধৃতং যুক্তো বেণুদণ্ডো যেন স কুপীটে জলে কুপীটমুদরে তোয়ে  
ইতি মেদিনী । অঘমর্ষগম্নানে মনো যস্য তথাভূতো বভূব ॥ ৭১ ॥ যা  
পুপোষ গর্ভে দধার দুঃখম্ ভূরি অসোচ্ সা মাতাহপ্যস্মারি স্তুতা  
আপ্যাঃ ॥ ৭২ ॥ দ্রাগ্ বাঁতি অনুষ্ঠিতমুষ্ঠানং অবসায়্য সমাপ্য

কল্লারশীতৈ র্জ্বাটৈকপসেব্যমানঃ তমালশালিনি তীরে  
বিশ্রামং কৃত্বান্ । অদ্রাস্ত্রে লোকবার্তা অশ্রয়ত উঃ ॥ ৭৩ ॥  
তামেব দর্শয়তি গিরেরিতি । যঃ সতাং গতিঃ পক্ষতাদবল্লুতা  
বেদগির্যং প্রামাণ্যবাদীং ॥ ৭৪ ॥ সোহহং ভট্টপাদঃ গুরো-  
রুন্মথনাং প্রসক্তং প্রাপ্তং মহত্তরং দোষমপাকরিষুঃ সঙ্ক-

মণি করিয়া থাকেন । অথবা বিষয়রাগ-শূন্য ব্যক্তি-  
দিগকে (ধূর্ত অর্থাৎ ধত্তুরপুষ্প, যাঁহার কর্ণভরণ  
সেই মহাদেবের ) তুল্য করিয়া থাকেন । অতএব  
আপনার এ কিরূপ পদ্ধতি ? ৭০ ।

এইরূপে যতিবর ত্রিবেণীর স্তব করিয়া বসন-  
দ্বারা কটিদেশ আচ্ছাদন করিলেন । এবং বাহুরূপ  
দণ্ডযুগলদ্বারা উদ্ধৃত বেণুদণ্ড ধারণ করিয়া জলমধ্যে  
অঘমর্ষণ স্নান করিতে মন করিলেন । ৭১ ।

স্বয়ং কৃতার্থ হইয়াও জনসমূহের সংগ্রহ প্রার্থনা  
করিয়া শিষ্যগণের সহিত প্রয়াগে স্নান করিলেন ।  
এবং তৎকালে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ;

যিনি ভরণ-পোষণ করিয়াছিলেন ও গর্ভে ধারণ করি-  
বার কালে বহুতর দুঃখ সহ্য করিয়াছিলেন সেই জন-  
নীকে স্মরণ করিতে লাগিলেন । ৭২ ।

শীঘ্র অনুষ্ঠিতকার্য্য সকল সমাপন করিয়া কল্লার-  
কুসুমের একান্ত সুশীতল সমীরণ সেবনে স্নিগ্ধ হইয়া  
বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত তমালতরুশোভিত নদী-  
তীরে উপস্থিত হইলেন । ইত্যবসরে কতকগুলি  
লোকের কোলাহলধ্বনি শ্রবণ করিলেন । ৭৩ ।

যিনি সজ্জনগণের আশ্রয় ; যিনি বেদবচনের  
প্রামাণ্য স্থির করিয়াছেন ; যাঁহার প্রসাদে স্বর্গবাসী-  
দেবতাগণও প্রাক্তন যজ্ঞভাগ সকল পাইয়া থাকেন,  
সেই ভট্টপাদ পর্বত হইতে অবতীর্ণ হইয়া গুরুর  
পরাজয়জনিত মহৎ দোষ সকল নিরাকরণ করি-

হৃদীতখিলবেদমন্ত্রঃ কুলঙ্ঘালোড়িতসর্বতন্ত্রঃ ।  
 নিতান্তদূরীকৃতদুর্ভেদস্ত্রৈলোক্যবিভ্রামিতকীর্ত্তিয়ন্ত্রঃ  
 ॥ ৭৬ ॥ শ্রুত্বৈতি তাং সত্বরমেঘ গচ্ছন্ বালোক-  
 যন্তঃ তুষরাশিসংস্থম্ । প্রভাকরাদ্যৈঃ প্রথিত-  
 প্রভাবৈরুপস্থিতং সাশ্রুযুখে বিনৈয়ৈঃ ॥ ৭৮ ॥

বেদার্থজ্ঞ এষ ধীর আশ্রিতকৃত্যতু ভাগিঃ প্রাবিশৎ ॥ ৭৫ ॥ অয়ং  
 ভট্টপাদঃ হি প্রসিদ্ধমধীতাখিলবেদমন্ত্রঃ । পুনশ্চ কুলঙ্ঘা-  
 নদী তদ্বদালোড়িতানি অবগাহিতানি সর্বশাস্ত্রানি সর্ব-  
 সিদ্ধান্তা বা যেন স নিতান্তঃ দূরীকৃত্যনি দুর্ভেদস্ত্রানি যেন অতএব  
 বিভ্রামিতঃ কীর্ত্তিলক্ষণং যন্তঃ যেন সঃ বিয় ॥ ৭৬ ॥ ইতি তাং  
 লোকবার্ত্তাং শ্রুত্বা তং ভট্টপাদং বালোকয়ৎ দৃষ্টবান্ ৫০ ॥  
 ॥ ৭৭ ॥ তং বিশিনটী । ধ্মায়মানেন তুষ্ণাগ্নিমাংশেষে বপুষি  
 সম্ভ্রম্যানেহপি সংদৃশ্যমানেন মুখেনোদ্যাপ্তকমলস্ত শ্রিয়মা-  
 নধানং । বাস্পমুদ্রাশ্রকণিপাবিতি মেদিনী ॥ ৭৮ ॥ কটাক্ষভঙ্গ্যা

বার অভিপ্রায়ে তখন আশ্রিততার সহিত তুষানলে  
 প্রবেশ করিলেন । ৭৪ । ৭৫ ।

ইহা সকলেই জানিত যে, ঐ ভট্টপাদ অখিলবেদ  
 মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ; নদীর মত সকল  
 শাস্ত্র অবগাহন করিয়াছেন ; দুর্ভেদস্ত্র সকল অত্যন্ত  
 দূর করিয়া দিয়াছিলেন । অতএব ঐ মহাপুরুষের  
 কীর্ত্তিয়ন্ত্র পৃথিবীর সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিত  
 । ৭৬ ।

এই লোকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শঙ্করাচার্য্য সত্বর  
 ভট্টপাদের নিকটে গমন করিলেন । দেখিলেন  
 ভট্টপাদ তুষানলমধ্যে অবস্থিত বিখ্যাতনামাপ্রভা-  
 করাদি শিষ্যগণ অশ্রুপূর্ণ মুখে তথায় উপস্থিত  
 রহিয়াছেন । ৭৭ ।

প্রধূমিত তুষানলে অশেষ কলেবর দগ্ধ হইলেও

দূরে বিধুতাঘমপাক্ষভঙ্গ্যা তং দেশিকং দৃষ্টিপথা-  
 বতীর্ণং । দদর্শ ভট্টো জ্বলদগ্নিকল্লো জুগোপ যো  
 বেদপথং জিতারিঃ ॥ ৭৯ ॥ অদৃষ্টপূর্ব্বং শ্রুত  
 পূর্ব্বরতং দৃষ্ট্যতিমোদঃ স জগাম ভট্টঃ । অচীকর  
 শ্চিষ্যগণৈঃ সপর্য্যায়ুপাদদে তামপি দেশিকেন্দ্রঃ ॥  
 ৮০ ॥ উপাত্তভিক্ষাঃ পরিতুচ্চচিতঃ প্রদর্শয়ামাস

দূরে বিধুতাঘনি যেন তং দৃষ্টিমার্গেহবতীর্ণং দেশিকং জী-  
 হরং জ্বলদগ্নিতুল্যো ভট্টপাদো দদর্শ যো জিতারি র্বেন্দমার্গং  
 জুগোপ ॥ ৭৯ ॥ অদৃষ্টপূর্ব্বং শ্রুতপূর্ব্বং বৃত্তকরিতং যন্ত তং  
 শ্রীশঙ্করঃ দৃষ্ট্য ভট্টোহতিহর্ব্বং জগাম । ততশ্চ শিষ্যগণৈঃ  
 পূজাং কৃতবান্ । তাং সপর্য্যায়মপেক্ষিতামপি দেশিকেন্দ্রঃ  
 দীকৃতবান্ ॥ ৮০ ॥ উপাত্তা ভিক্ষা যেন পরিতুচ্চচিতঃ স শ্রীশ-

অবশিষ্ট দৃশ্যমান মুখমাত্রদ্বারা ভট্টপাদ উত্তপ্ত কমল-  
 পুষ্পের শোভা তৎকালে ধারণ করিলেন । ৭৮ ।

কটাক্ষ বিক্ষেপ মাত্র যিনি দূরে কলুষরাশি ধ্বংস  
 করিয়াছেন ; যিনি ইন্দ্র সকল জয় করিয়া বেদপথ  
 রক্ষা করিয়াছেন ; জ্বলন্ত অনলসদৃশ ভট্টপাদ, তখন  
 ঐ গুরুবর শঙ্করকে দৃষ্টিপথে অবতীর্ণ হইতে দেখি-  
 লেন । ৭৯ ।

ভট্টপাদ ইতিপূর্ব্ব কখন শঙ্করাচার্য্যকে দর্শন  
 করেন নাই । কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত চরিত্র সকল  
 শ্রবণ করিয়াছিলেন । অন্য তাঁহাকে প্রথম দর্শন  
 করিয়া অত্যন্ত প্রমুদিত হইলেন এবং শিষ্যগণের  
 সহিত তাঁহার পূজা করিলেন । গুরুবর শঙ্করও  
 তাঁহাদের পূজা গ্রহণ করিলেন । ৮০ ।

ভিক্ষোপজীবী, আনন্দিতচেতা শঙ্কর তখন

স ভাষ্যমস্মৈ । সর্ব্বো নিবন্ধো হুমলোহপি লোকে  
শিক্তেষ্কিতঃ সঙ্করণং প্রয়াতি ॥ ৮১ ॥ দৃষ্ট্বা ভাষ্যং  
—স্বকচেতাঃ কুমারঃ প্রোচে বাচং শঙ্করং দেশি-  
কেন্দ্রঃ । লোকে বুল্লো মৎসরগ্রামশালী সর্ব্বজ্ঞানো  
নাল্লভাবশ্য পাত্রম্ ॥ ৮২ ॥ অকৌ সহস্রাণি বিভাস্তি  
বিদ্বন্ ! সদ্বার্ত্তিকানাং প্রথমেহত্র ভাষ্যে । অহং যদি  
শ্যামগৃহীতদীক্ষো ধ্রুবং বিধাশ্চে স্তুনিবন্ধমশ্য ॥ ৮৩ ॥

করোহস্মৈ ভট্টপাদার ভাষ্যং দর্শয়ামাস । নহু কিমর্থং দর্শয়া-  
মাসেত্যপেক্ষায়ামাহ সর্ব্ব ইতি ॥ ৮১ ॥ তত্র হেতুমাহ । হি  
যস্যালোকেশ্বরঃ ক্ষুদ্রো মৎসরগ্রামশালী সর্ব্বজ্ঞানঃ সর্ব্বজ্ঞস্ত  
মাৎসর্যাদিলক্ষণশ্চ ক্ষুদ্রভাবশ্য পাত্রং ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮২ ॥  
বহুবচ তদাহ অষ্টাবিতি । হে বিদ্বন্ ! অত্রাশ্বিন্ গ্রহে প্রথমে-  
ষ্মারে ভাষ্যে সদ্বার্ত্তিকানাং সহস্রাণি ভাস্তি । তর্হি কর্ত্তব্যানীতি  
চেত্তত্রাহ । শ্যামগৃহীতদীক্ষঃ স্ত্রাং তহস্র ভাষ্যশ্চ স্তুনিবন্ধঃ  
বিধাশ্চে উৎ ॥ ৮৩ ॥ তিষ্ঠেতত্ত্বদর্শনস্ততিতুল্লভং ময়া লক-

ভট্টপাদকে ভাষ্য দেখাইলেন । দেখাইবার কারণ  
এই—জগতে বিমল প্রবন্ধ সকল শিষ্টজনের দর্শন-  
পথে পতিত হইলেই স্প্রচারিত হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

ভট্টপাদ ভাষ্য দেখিয়া স্বকচিত্ত হইলেন এবং  
গুরুবর শঙ্করকে দুই একটি কথা বলিতে লাগি-  
লেন । জগতে লঘুচেতা ব্যক্তিই মাৎসর্য্যমুহ-  
দ্বারা শোভা পাইয়া থাকে । কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি  
কদাচ ঐরূপ মাৎসর্য্য প্রভৃতি ক্ষুদ্র পদার্থের পাত্র  
নহেন ॥ ৮২ ॥

হে সর্ব্বজ্ঞ । এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আট-

ভবাদৃশাং দর্শনমেব লোকে বিশেষতোহস্মিন্ সময়ে  
দুরাপঃ । পুরার্জিতেঃ পুণ্যচরৈঃ কথঞ্চিৎ হুমদ্য  
মে দৃষ্টিপথং গতোহভূঃ ॥ ৮৪ ॥ অসার সংসার-  
পয়োধিমধ্যে নিমজ্জতাঃ সদ্ধিরুদারবৃত্তৈঃ । ভবা-  
দৃশৈঃ সঙ্গতিরেব সাধ্যা নান্যস্তদুত্তারবিধাবুপায়ঃ ॥  
৮৫ ॥ চিরং দিদৃক্ষে ভগবন্তুমিথং হুমদ্য মে  
দৃষ্টিপথং গতোহভূঃ । নহ্যত্র সংসারপথে নরাণাং

মিত্যাহ । ভবাদৃশামিতি উপেৎ ॥ ৮৪ ॥ যতো ভবাদৃশাং সঙ্গ-  
তিরেব সংসারাহঙ্করণোপায় ইত্যাহ অসারেতি । তদুত্তারবিধৌ  
সংসারোত্তরণবিধৌ উৎ ॥ ৮৫ ॥ নযেবং তর্হি কিমিতি স্বাভি-

সহস্র বার্ত্তিক আছে । যদি চ আমি দীক্ষাগ্রহণ  
করি নাই—তথাপি আমি নিশ্চয়ই এই ভাষ্যের  
একটি উত্তম নিবন্ধ রচনা করিব ॥ ৮৩ ॥

নিবন্ধ রচনা অতিসামান্য কথা—ভবাদৃশ ব্যক্তি-  
গণের দর্শন, বিশেষতঃ এইরূপ সময়ে অত্যন্ত  
দুর্লভ । আমি পূর্ব্বজন্মে কত শত পুণ্য সঞ্চয়  
করিয়াছিলাম, তাহাতেই অদ্য আপনি আমার দৃষ্টি-  
গোচর হইয়াছেন ॥ ৮৪ ॥

যাহারা অসার সংসারসাগর মধ্যে নিমগ্ন, উদার  
চরিত ভবাদৃশতুল্য সদ্ব্যক্তির সহিত তাহা-  
দিগের মিলন হওয়া একান্ত আবশ্যক । নতুবা  
সংসারসমুদ্রে হইতে উত্তীর্ণ হইবার আর অন্য কোন  
উপায় নাই ॥ ৮৫ ॥

বহুদিন হইতে আমি বাসনা করিয়া আসিতেছি

স্বৈচ্ছাবিধেয়োহভিমতেন যোগঃ ॥ ৮৬ ॥ যুক্তি  
কালঃ কচিদিষ্টবস্তুরা কচিৎ স্থরিষ্টেন চ নীচবস্তুরা ।  
তথৈব সংযোজ্য বিযোজয়তাসৌ সুখাস্থে কাল-  
কৃতে প্রবক্ষ্যতঃ ॥ ৮৭ ॥ কৃতো নিবন্ধো নিরণ্যি পস্থা  
নিরাসি নৈয়ারিকযুক্তিজালম্ । তথাম্ভুবং বিষ-  
য়োথজাতং ন কালমেনং পরিহর্তুমীশে ॥ ৮৮ ॥

পথিতং স্বরা ন সম্পাদিতমিতি চেত্তদাহ নহীতি ॥ ৮৬ ॥ তর্হি  
কো বা যুক্তীতি চেত্তদাহ যুক্তীতি । অতঃ কারণং সুখ-  
দুঃখে কালকৃতে অহং বিজানামি উঃ ॥ ৮৭ ॥ অহং তু সর্বং  
কর্তব্যং কৃতবানেবেত্যাহ কৃত ইতি । পুনশ্চ কর্মমার্গো নির্ণীতঃ ।  
নৈয়ারিকযুক্তিজালং নিরস্তং । বিষয়োথিতং সুখদুঃখজাতকাম-  
ভূতং । নস্বৈচ্ছত্বমেনং কালং কিমিতি ন পরিহরসীতি চেত-  
দাহ । নেশে সমর্থো ন ভবামি ॥ ৮৮ ॥ নহু কিমর্থমেবং বিধাতুং

যে আপনার সহিত একবার আমার সাক্ষাৎ হয় ।  
কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে অন্য আপনি আমার নয়ন পথে  
পতিত হইয়াছেন । এই সংসারপথে অভিমত  
বস্তুর সহিত সংযোগ কোন ক্রমেই স্বৈচ্ছামত  
হইতে পারে না । ৮৬ ।

কাল, কখন ইষ্টবস্তুর সহিত সংযোগ করিয়া  
থাকে, কখন বা অশুভ ফলপ্রদ অনিষ্টবস্তুর সহিত  
সংযোগ করিয়া থাকে । আবার কখন বা সংযোগ  
করিয়া পুনর্ব্বার বিয়োগ করিয়া থাকে । অতএব  
জগতে সুখদুঃখ কালের অধীন বলিয়া জানিতে  
হইবে । ৮৭ ।

আমি নিবন্ধ রচনা করিয়াছি ; কর্মমার্গ নির্ণয়  
করিয়াছি ; নৈয়ারিকদিগের যুক্তি সকল নিরস্ত

নিরাস্তমীশং শ্রুতিলোকসিদ্ধং শ্রুতঃ স্বতো। মাহ-  
মুদাহরিষ্যাম্ । ন নিহুবে যেন বিনা প্রপঞ্চঃ সৌখ্যায়  
কল্পেত ন জাতু বিদ্বন্ ! ॥ ৮৯ ॥ তথাগতাক্রান্তমম্ভুদ-  
শেষঃ স বৈদিকোহধ্বা বিরলীবভূব । পরীক্ষ্য  
তেষাং বিজয়ায় মার্গং প্রাবর্তি সস্ত্রাতুমনাঃ পুরা-

প্রবৃত্তোহসীতি নিজ্জামারামীশ্বরনিরাসগুরুদ্রোহলক্ষণয়োঃ প্রায়-  
শ্চিত্তঃ কর্তুং প্রবৃত্তোহসীতি দর্শয়িতুমুপক্রমতে নিরাস্তমিতি ।  
ঐশানো ভুতভব্যাসোভাদিশ্রুতে লোকাটসিদ্ধমীশং নিরাকৃত-  
বান্ । কিমিচ্ছমিতি চেত্তদাহ । বেদশ্চ স্বতঃ প্রামাণ্যমুদাহরিষ্যাম্ ।  
হে বিদ্বন্ ! জাতু কদাচিৎ প্রপঞ্চো জগদ্ যেন বিনা সৌখ্যায় ন  
কল্পতে যোগো ন ভবতি তমীশং ন নিহুবে নৈবাপলপামি  
তন্নিষেধে মদভিপ্রায়ো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥ এবমেকং পাপং  
এদশ্ব দ্বিতীয়ং দর্শয়তি । তথাগতৈঃ শ্রুগতৈরাক্রান্তমশেষং সর্ব-  
ম্ভুৎ । তেন চ স বৈদিকঃ পস্থা বিরলীবভূবেতি পরীক্ষ্য তেষাং

করিয়াছি ; বৈষয়িক সুখ দুঃখ সকল অনুভব  
করিয়াছি ; কিন্তু আমি কিছুতেই এই কালকে  
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হই নাই । ৮৮ ।

আমি স্বতঃ সিদ্ধ বেদের প্রামাণ্য ইচ্ছা করিয়া  
বেদ ও লোক প্রসিদ্ধ ঐশ্বরকে নিরাকরণ করি-  
য়াছি । হে পণ্ডিতবর ! ঐশ্বর ব্যতীত যে জগৎ সুখ-  
স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে না, আমি সেই ঐশ্বরের  
নিশ্চয়ই কখন কোন অপভ্রুব করি নাই । বস্তুতঃ  
ঐশ্বরের নাস্তিতে আমার কোন অভিপ্রায় নাই । ৮৯ ।

বৌদ্ধগণ সকল জগৎ আক্রমণ করিবার পর  
বেদোক্ত পস্থা এককালে বিরলপ্রচার হইয়া  
পড়িল । ইহা পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে পরা-



৭ম ॥ ৯০ ॥ শিষ্যগণাঃ প্রবিশন্তি রাজ্যং গেহং  
তদাদি স্ববশে বিধাতুং । রাজা মদীয়োহজিরমশ্রদীয়ং  
তদাজিরধ্বং ন তু বেদমার্গম্ ॥ ৯১ ॥ বেদোহপ্রমাণঃ  
সহমানবাধাৎ পরস্পরবাহতিবাচকত্বাৎ । এবং  
বদন্তো বিচরন্তি লোকে ন কাচিদেবাৎ প্রতিপত্তি-

বিজয়ার পুরাণং বেদমার্গং লজ্জাতুমনা অহং প্রবৃত্তঃ ॥ ৯০ ॥ শিষ্য-  
সভ্যঃ সচিভ্যঃ স্মৃগতাঃ রাজ্যো গেহং প্রবিশন্তি । তদাদি রাজাদি  
স্ববশে বিধাতুং রাজা মদীয়স্তথাহজিরং বিষয়ো দেশোহশ্র-  
দীয়স্তস্মাদ্ বেদমার্গং নৈবাজিরধ্বং । বহা ততস্মাদশ্রদীয়মজিরম-  
শ্রদীয়শাস্ত্রনিষয়মাপ্রমথং ন তু বেদমার্গমিতি বদন্তো বিচর-  
ন্তীতি পরেণাঘয়ঃ । অজিরং প্রাক্ষণে চান্তে বিবরে দহুর্নৈহনিল  
তীতি মেদিনী ॥ ৯১ ॥ বেদোহপ্রমাণঃ বহমানেন প্রত্যক্ষাদি-  
প্রমাণেন বাধাৎ পরস্পরবাহতিবাচকত্বাচ্চৈক্যেবং বদন্তো  
লোকে বিচরন্তি । এবং স্মৃগতানাং কাচিৎ প্রতিপত্তিঃ

জয় করিবার নিমিত্ত বেদমার্গ রক্ষা করিতে আমি  
প্রথমে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম । ৯০ ।

তখন শিষ্যগণ সমভিবাহারে বৌদ্ধগণ রাজা, রাজ-  
বিষয়, দেশ সমুদয়ই স্বীয়বশে রাখিবার নিমিত্ত রাজ  
গৃহে প্রবেশ করিল এবং তাহারা সর্বদাই বলিতে  
লাগিল—রাজা আমার, এই দেশও আমাদের, অতএব তোমরা কখনই বেদমার্গের উপর আদর  
প্রকাশ করিও না । বরং আমাদের শাস্ত্ররূপ বিষয়  
সকল আশ্রয় কর, কদাচ বেদপথ আশ্রয় করিও না ।  
প্রত্যক্ষপ্রতীতি প্রমাণের দ্বারা বেদের বাধা থাকা  
প্রযুক্ত এবং পরমেশ্বরের বাধাত থাকা প্রযুক্ত  
বেদ কখনই প্রমাণিক গ্রন্থ নহে । এই কথা বলিতে  
বলিতে সংসারে তাঁহারা সর্বদাই বিচরণ করিয়া

রাসীৎ ॥ ৯২ ॥ অবাদিষং বেদ বিঘাতদকৈস্তামা-  
শকং জেতুমবুধ্যমানঃ । তদীয়সিদ্ধান্তরহস্যবাধান্নিষে-  
ধাবোধাক্তি নিষেধাবাধঃ ॥ ৯৩ ॥ তদা তদীয়ং শরণং  
প্রপন্নঃ সিদ্ধান্তমশ্রোষমুদ্বতাত্মা । অদৃষ্টমদ্বৈদি-  
কমেব মার্গং তথাগতো জাতু কুশাগ্রবুদ্ধিঃ ॥ ৯৪ ॥  
তদাপত্যে সহসাহশ্রবিন্দুস্তচাবিভুঃ পার্শ্বনিবা-

প্রতিক্রিয়া রাসীৎ আখ্যা০ ॥ ৯২ ॥ বেদবিঘাতদকৈস্তৈরবাদিষং  
বাদঃ কৃতবান্ । পরন্তু তদীয়সিদ্ধান্তরহস্যজননবুধ্যমানস্তান্  
জেতুং নাশকং । হি গতো নিষেধ্যস্ত জ্ঞানান্নিষেধ্যস্ত বাণো ভবতি  
নান্নাশেতব্যঃ উ০ ॥ ৯৩ ॥ তদানীং তদীয়ং শরণং প্রপন্নোহু-  
দ্বতাত্মা তদীয়সিদ্ধান্তমশ্রোষৎ । জাতু কদাচিৎ ভীকবুদ্ধিঃ স্মৃগতো  
দ্বৈদিকমেব মার্গমদৃষ্টবৎ ॥ ৯৪ ॥ তদা সহসা মেঃশ্রবিন্দুরপত্যৎ ।  
তচ্চাপত্যমমন্যো পার্শ্বনিবাসিনোহবিভুস্তদাপ্রভৃত্যেব মধ্য-

থাকে । কিন্তু তাহাদের কোনরূপ প্রতীকার দেখি  
নাই । ৯১ । ৯২ ।

আমি বিরোধী বিচক্ষণ বৌদ্ধদিগের সহিত  
বিবাদ করিয়াছিলাম সত্য, কিন্তু বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত  
রহস্য রূপ সমুদ্র না জানিয়া আমি তাঁহাদিগকে  
জয় করিতে পারি নাই । কারণ—নিষিদ্ধ বস্তুর জ্ঞান  
হইলেই নিষিদ্ধ বস্তুর বাধা হইয়া থাকে । ৯৩ ।

অগত্যা আমি তখন বৌদ্ধগণের শরণাপন্ন হইলাম  
এবং উদ্ধতস্বভাব না হইয়া বৌদ্ধগণের সিদ্ধান্ত  
সকল শ্রবণ করিতে বাধ্য হইলাম । কুশাগ্রের মত  
ভীকবুদ্ধি এক জন বৌদ্ধ বেদের একটি পথ দৃষিত  
করিয়া দিল । ৯৪ ।

তৎকালে সহসা আমার অশ্রবিন্দু পতিত হইল ।

সিনোহন্তে । তদা প্রভৃত্যেব বিবেশ শঙ্কা মযাপ্ত-  
ভাবং পরিহৃত্য তেষাম্ ॥ ৯৫ ॥ বিপক্ষপাঠী বলবান্  
দ্বিজাতিঃ প্রত্যাশদদ দর্শনমশ্রদীয়ং । উচ্চাটনীয়ঃ  
কথমপ্যুপায়ৈ নৈতাদৃশঃ স্থাপয়িতুং হি যোগ্যঃ  
॥ ৯৬ ॥ সংমন্ত্য চেখং কৃতনিশ্চয়ান্তে যে চাপরে  
হিংসনবাদশীলাঃ । ব্যপাতবয়স্কতরাং প্রমত্তং  
মামগ্রসৌধাধিনিপাতভীরুং ॥ ৯৭ ॥ পতন্ পতন্  
সৌধতলাশ্রয়রূহং যদি প্রমাণং শ্রুতয়ো ভবন্তি ।

প্রভাবং পরিহৃত্য দ্বিতানাং তেষাং শঙ্কা বিবেশে বিঃ ॥ ৯৫ ॥  
দর্শনং শাস্ত্রং উঃ ॥ ৯৬ ॥ ইখং সংমন্ত্য কৃতনিশ্চয়ান্তে যে চাপরে  
অহিংসনবাদশীলাঃ ধিনিপাতভীরুং ধিনিপাতাং তরশীলং প্রমত্তং  
মামগ্রসৌধাধিনিপাতবয়স্কতরাং ॥ ৯৭ ॥ সৌধতলাং পতন্  
অরুহং পুনঃ পুনরাহুতঃ । যদি শ্রুতয়ঃ প্রমাণং ভবন্তি তত্-

পার্শ্ববর্তী অপরাপর সকলেই তাহা জানিতে  
পারিল । তদবধি আমার উপরে বিশ্বস্তভাব পরি-  
ত্যাগ করিয়া তাহাদের শঙ্কা উপস্থিত হয় । ৯৫ ।

আমাদিগের বিপক্ষদিগকে অধ্যয়ন করাইলেও  
এই বলবান্ দ্রাক্ষণ আমাদিগের শাস্ত্র প্রতিগ্রহ  
করিয়াছেন । অতএব কোন উপায়ে ইহাকে  
নিরাকরণ করিতে হইবে, অথচ কোনক্রমেই  
একগে এইখানে ইহার অবস্থান করা উচিত নহে ।  
। ৯৬ ।

এইরূপে গম্ভীরা করিয়া কৃতনিশ্চয় বৌদ্ধগণ ও  
অহিংসা পরায়ণ বৈদিকগণ সকলেই পতনভীরু ও  
প্রমত্ত এই হতভাগাকে উচ্চতর প্রাসাদ হইতে  
নিপাতিত করিয়া দেয় । ৯৭ ।

তজ্জীবয়েহস্মিন্ পতিতোহসমস্থলে মজ্জীবনে তচ্ছ-  
তিমানতা গতিঃ ॥ ৯৮ ॥ যদিহ সন্দেহপদপ্রয়োগাদ্-  
ব্যাঞ্জন শাস্ত্রশ্রবণচ্চ হেতোঃ । সমোচ্চদেশাৎ  
পততো বানং ক্ষীতদেকচক্ষু বিধিকল্পনা সা ॥ ৯৯ ॥  
একাকরস্যাপি গুরুঃ প্রদাতা শাস্ত্রোপদেষ্টা । কিমু-  
ভাবণীয়ং । অহং হি সর্বজ্ঞগুরোরধীতা প্রত্যাदिशे

স্মিন্ বিষমস্থলে পতিতঃ জীবেরং । যতঃ শ্রুতিপ্রামাণ্যসা মজ্জী-  
বনে নৈব গতিঃ ॥ ৯৮ ॥ ইহ বেদপ্রামাণ্যে গদীতি সন্দেহপ্রতি-  
পাদ্যস্ত প্রয়োগাদ্ ব্যাঞ্জন কপটেন শাস্ত্রশ্রবণচ্চ হেতোরুচ্চ-  
দেশাৎ পততো মম তদেকং চক্ষু কামং কীৎ । কিঞ্চ সা চক্ষুস্ত-  
নাশং গচ্ছতি বিধে দৈবস্ত কল্পনা ॥ ৯৯ ॥ একাকরস্যাপি  
প্রদাতা গুরু ভবতি শাস্ত্রোপদেষ্টা স ভবতীতি কিমু বক্তব্যং ।  
অহং তু সর্বজ্ঞাং সুগতাং সর্বজ্ঞঃ সুগত ইতামরঃ । গুরোরধীতা

“যদি বেদ সকল প্রমাণ হয় তবে আমি যেন  
প্রাসাদ তল হইতে পড়িতে পড়িতে পুনঃ পুনঃ  
আরোহণ করিতে পারি এবং এই বিষমস্থলে  
পতিত হইয়াও যেন আমি জীবিত থাকি । . আমার  
জীবন থাকিলেই শ্রুতির প্রামাণ্য সিদ্ধ হইবে” ৯৮ ।

বেদের প্রামাণ্যে সন্দেহযোগ্য বিষয়ের প্রয়োগ  
হেতু ও কপটে শাস্ত্রশ্রবণ হেতু উচ্চতর প্রদেশ  
হইতে পতিত হইবার সময় যদিচ আমার এক চক্ষু  
নষ্ট হইয়াছে সত্য, তথাপি সেই কাণস্থ দৈব কল্পনা  
অবশ্য বলিতে হইবে । ৯৯ ।

যিনি একটি অক্ষর প্রদান করিয়া থাকেন শাস্ত্র  
মত তিনিই গুরু । অতএব যিনি শাস্ত্রের উপদেষ্টা  
তিনি যে অবশ্যই গুরু তাহা আর বলিতে হয় না ।  
আমি বৌদ্ধ গুরুর নিকট হইতে অধ্যয়ন করিয়া

তেন গুরো মহাগঃ ॥১০০॥ তদেবমিথং স্মৃতাধীতা  
প্রাঘাতয়ং তৎ কুলমেব পূর্বং । জৈমিন্যুপজেভিহ-  
নিবিষ্টচেতাঃ শাস্ত্রে নিরাস্থং পরমেশ্বরঞ্চ ॥ ১০১ ॥  
দোষদ্বয়শ্চাশ্চ চিকীর্ষুর্হন ! যথোদিতাং নিকৃতি-  
মাশ্রয়াশং । প্রাবিক্রমেণ পুনরুক্তভূতা জাতাভবৎ  
পাদনিরীক্ষণেন ॥ ১০২ ॥ ভাষ্যং প্রণীতং ভবতেতি

যোগিসাকর্ণ্য তত্রাপি বিধায় বৃত্তিম্ । যশোহধি-  
গচ্ছেয়মিতিস্ম বাঙ্খা স্থিতা পুরা সম্প্রতি কিং  
তদুক্ত্যা ॥ ১০৩ ॥ জানে ভবন্তমহমার্যাজনার্থজাত-  
মদ্বৈতরক্ষণকৃতে বিহিতাবতারম্ । প্রাগেব চেন্ন  
নয়নবদ্ম কৃতার্থযেথাঃ পাপকরায় বত নেদৃশমাচরি-  
ষ্যম্ ॥ ১০৪ ॥ প্রায়োহধুনা তদুত্তরপ্রভবাবশ্যশাস্ত্রা

তেনাধীতেন গুরো মহাগঃ প্রত্যাদিশে প্রত্যর্পিতবান্ ॥ ১০০ ॥  
মহাপরাধমেবাহ । তদেবমেনে প্রকারেণ স্মৃতাধীতা তত  
স্মৃতস্ত কুলমেবাদৌ প্রাঘাতয়ং । জৈমিনেরূপজ্ঞা আদ্য জ্ঞানং  
বত উপজ্ঞা জ্ঞানমাদ্যং স্মৃতিতামরঃ । তস্মিন্ শাস্ত্রেভিহিতনিবিষ্টঃ  
চেতো যস্ত সঃ অহং পরমেশ্বরঞ্চ নিরাস্থং নিরন্তুবান্ ॥ ১০১ ॥  
অসোদাজ্ঞতস্ত দোষদ্বয়স্য যথোক্তাং নিকৃতিং চিকীর্ষুর্হে অহন !  
আশ্রয়াশং পাবকং প্রাবিক্রমং প্রবেশং কৃতবানসি । আশ্রয়াশো  
বহুভাষ্যঃ কুশাভ্যঃ পাবকোহনলইত্যমরঃ । তব পাদনিরীক্ষণস্ত  
নিকৃতিরূপত্বাদেবা নিকৃতিস্তব পাদনিরীক্ষণেন পুনরুক্তভূতা  
জাতা সম্প্রতি ॥ ১০২ ॥

নহু শাবরভাষ্যদশ্মভাষ্যেহপি তুরা বার্তিকং কৰ্ত্তব্যং দ্বিত-  
মিতি চেত্তত্রাহ । ভাষ্যং ভবতা প্রণীতমিতি শব্দা হে যোগিন !  
ভবৎপ্রণীতে ভাষ্যে বৃত্তিঃ বিধায় যশোহধিগচ্ছেয়মিতি বাঙ্খা  
পুরা স্থিতা । পরন্ত সম্প্রতি তদুক্ত্যা কিং নিকলভ্যং । স্মেতি পাদ-  
পূরণে ॥ ১০৩ ॥ আর্য্যণামর্থে জাতমার্য্যণামর্ধনমুদারো বস্মা-  
ত্বাভূতমিতি বা আর্য্যজনার্থং জাতমিতি বা । পুনশ্চাদ্বৈতর-  
ক্ষণায় বিহিতোহবতারো যেন তথাভূতং ভবন্তমহং জানামি ।  
অতো যদি তুবানল প্রবেশাৎ প্রাগেব পাপকরায় মম নেত্রমার্গঃ  
কৃতার্থযেথান্তর্হি হে বতে ! নেদৃশং প্রাপ্তচিত্তং নাচরিষ্যং বস-  
॥ ১০৪ ॥ অধুনা তু প্রায়ো গুরুভ্যোহেবমনিরাসপ্রভবাবশ্যশাস্ত্রা

অধীত শাস্ত্রদ্বারা গুরুর উপর মহৎ অপরাধ প্রত্য-  
র্পণ করিয়াছি । ১০০ ।

আমি এইরূপে বুদ্ধের নিকট হইতে শাস্ত্র সকল  
অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধকুল পূর্বেরই বিনষ্ট করিয়াছি  
এবং জৈমিনির আদ্য জ্ঞানে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে  
অভিনিবিষ্টচিত্তে ঈশ্বরের নাস্তিই প্রমাণ করিয়াছি ।  
১০১ ।

হে বিজ্ঞতম ! এই দুই প্রকার দোষের নিকৃতি  
পাইবার ইচ্ছা করিয়া একগে অনলে প্রবেশ করি-  
য়াছি । আপনার পাদ-দর্শন করিলেও নিকৃতি

হইয়া থাকে, সুতরাং অনলে প্রবেশ করিয়া  
একগে নিকৃতি লাভ করা পুনরুক্তদোষে দূষিত  
হইল । ১০২ ।

হে যোগিবর ! আপনি ভাষ্যপ্রণয়ন করিয়া-  
ছিলেন আমি তাহা শ্রবণ করিয়া সেই ভাষ্যের রক্ত  
করিয়া যশোভাজন হইতে বাঙ্খা করি । সম্প্রতি  
আর সে কথায় আমার কোন প্রয়োজন নাই । ১০৩ ।

আপনি আর্য্য জনের নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়া-  
ছেন ; অদ্বৈতমত রক্ষা করিবার নিমিত্ত ভূতলে  
অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তাহা আমিও অবগত হই-  
য়াছি । কিন্তু যদি আপনি তুবানলে প্রবেশ করি-

প্রাবিক্ষমার্থা ! তুষপাবকমাস্তদৌকঃ । ভাগ্যং ন মেহ-  
জনি হি শাবরভাষ্যবজ্জন্ত্যোহপি কিঞ্চন বিলিখ্য  
যশোহধিগন্তুম্ ॥ ১০৫ ॥ ইত্যাচিবাংসমথ ভট্টকুমারিলং  
তমীষদ্বিকস্রমুখানুজমাহ মোনী । শ্রেতার্থকস্তু-  
বিমুখান্ স্তগতামিহস্তঃ জাতঃ শুহঃ ভুবি ভবন্ত-  
মহন্ত জানে ॥ ১০৬ ॥ সম্ভাবনাহপি ভবতো নহি

মাস্তদৌকস্রমুখানলং হে আৰ্য্য ! প্রাবিক্ষং । মম ভাগ্যানুদর  
এব ভগত্যাযাবর্তিকাকরণনিদানমিত্যাচ ভাগ্যমিতি ॥ ১০৫ ॥

এবং ভট্টপাদোক্তমুদাহৃত্য শ্রীশঙ্করবাক্যানুহর্তুমাহ ।  
উভোবদন্তবন্তঃ ভট্টঃ কুমারিলমীষদ্বিকস্রমুখকমলমথ ভট্টক-  
নস্তরং মোনী শ্রীশঙ্কর উবাচ । বদ্যপান্তে ন জানন্তি তথাপি  
শ্রকার্য্যং কর্ণণে বিমুখান্ স্তগতান্ বিহন্তঃ ভুবি জাতঃ কস-  
ভবন্তমহন্ত জানে ॥ ১০৬ ॥ দোষধরনিবৃত্তরে তুষানলং প্রাবিক্ষ-  
মিত্যুক্তং তত্রাহ সম্ভাবনেতি । তথাপি সম্ভবানাং শিক-

বার পূর্বে আমার নয়ন-পথ কৃতার্থ করিতেন তাহা  
হইলে পাপকয়ের নিমিত্ত আমি কদাচ এরূপ  
কার্যের অনুষ্ঠান করিতাম না । ১০৪ ।

আৰ্য্য ! বহুল পরিমাণে গুরুহিংসা ও ঈশ্বর  
নিরাকরণ এই উভয় প্রকার পাপ শাস্তির নিমিত্ত  
দীক্ষা গ্রহণপূর্বক আমি তুষানলে প্রবেশ করিয়াছি ।  
শাবর ভাষ্য ভূলা ভবদীয় ভাষ্যেও কিছু লিখিয়া  
যশোলাভ করিতে আমার কিছুতেই ভাগ্য হয়  
নাই । ১০৫ ।

এই কথা বলিয়া ভট্টপাদ ক্ষান্ত হইলে মোনব্রতী  
শঙ্কর তাঁহার মুখকমল ঈষৎ প্রফুল্ল দেখিয়া বলিতে  
লাগিলেন । দেখ—অপরে ইহার বিন্দুবিসর্গ কিছুই  
অবগত নহে, কিন্তু ক্রতির অর্থ ও কার্য্য বিষয়ে যাহারা  
একান্ত পরাভূত সেই বৌদ্ধদিগকে বধ করিবার

পাতকস্ত সত্যং ব্রতং চরসি সজ্জনশিক্ষণায় ।  
উজ্জীবয়ামি করকাস্থকণোকণেন ভাষ্যোহপি মে  
রচয় বার্তিকমঙ্গ ভবাম্ ॥ ১০৭ ॥ ইত্যাচিবাংসং বিবুধা-  
বতংসং স ধর্ম্মবিদ্ ব্রহ্মবিদাং বরেণাং । বিদ্যাধনঃ  
শাস্তিধনাগ্রগণ্যং সপ্রশ্রয়ং বাচযুবাচ ভূয়ঃ ॥ ১০৮ ॥  
নার্হামি শুদ্ধমপি লোকবিরুদ্ধকৃত্যং কর্ত্ত্বং ময়ীডা ।

ণায় সত্যব্রতং চরসি । যত এবমতঃ কমণ্ডলুজলকণসিক্লেম  
ভবন্তমুজ্জীবয়ামি । নহু কিমর্থং জীবয়সীতি চেত্তত্রাহ । অত্র হে  
ভট্টকুমারিল ! মে ভাষ্যোহপি ভগ্নাং বার্তিকং রচয় ॥ ১০৭ ॥ উত্যা-  
চিবাংসং দেবশিরোমণিং পণ্ডিতাবতংসং বা ব্রহ্মবিদাং মণো  
শ্রেষ্ঠতমং শাস্তিধনেষু যতিষণ্ডে গণনীয়ঃ শ্রীশঙ্করং ধর্ম্মজো  
বিদ্যাধনঃ স ভট্টপাদঃ সপ্রশ্রয়ং যথা তথা বাচং পুনরুবাচ  
উঃ ॥ ১০৮ ॥ যদুক্তং শ্রুত্যাং তত্রাহ । নেতি শুদ্ধমপি  
লোকবিরুদ্ধং কৃত্যং কর্ত্ত্বং যোগো ন ভবামি । হে ভূত্যা !

নিমিত্ত তুমি বার্তিকেয় হইয়া যে ভূতলে অবতীর্ণ  
হইয়াছ, ইহা আমার বিলক্ষণ জানা আছে । ১০৬ ।  
তোমার পাতকের কোন সম্ভাবনা নাই । কারণ,  
সজ্জনদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সত্য ব্রতের  
আচরণ করিতেছ । আমি তোমাকে কমণ্ডলু জল-  
কণার সিকনদ্বারা উজ্জীবিত করিতেছি । তুমি  
আমার ভাষ্যের একটি সুন্দর বার্তিক রচনা কর ।  
১০৭ ।

এই কথার পর দেবশিরোমণি, পণ্ডিতাবতংস,  
ব্রহ্মজ্ঞানীদিগের অগ্রগণ্য, ও শাস্তিধন যতিগণের  
শ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্যকে বিদ্যাধন ভট্টপাদ তখন সবিনয়ে  
পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন । ১০৮ ।

হে সুবনীৰ ! পবিত্র অথচ লোক বিরুদ্ধ



মহিতোক্তিরিয়ং তবাহি । আজানতোহতিকুটি-  
লেহপি জনে মহাস্তস্তারোপয়ন্তি হি গুণং ধনুর্বী-  
শূরাঃ ॥ ১০৯ ॥ সঞ্জীবনায় চিরকালমৃতস্ত চ ত্বং  
শক্তোহসি শঙ্কর ! দরোণ্মিলদৃষ্টিপাঠৈঃ । আরক-  
মেতদধুনা ব্রতমাগমোক্তং যুগলং সত্যং ন ভবি-  
তাস্মি বুধাবিনিন্দ্যঃ ॥ ১১০ ॥ জানে তবাহং ভগ-

মহিতোক্তিরিয়ং তবাহি । আজানতঃ ব্রত-  
বতোহতিকুটিলেহপি জনে মহাস্তস্ত গুণমারোপয়ন্তি । তত্র  
দৃষ্টোক্তো যথা আজানতোহতিকুটিলেহপি ধনুর্বি শূরা গুণং জ্ঞা-  
মারোপয়ন্তি তবং বঃ ॥ ১০৯ ॥ হে শঙ্কর ! যদ্যপি চিরকালং মৃত-  
স্যাপি দরোণকণোমি বাণশূরদৃষ্টিপাঠৈঃ শঙ্করভ্যাদ্যেকং বা পদং ।  
সঞ্জীবনায় ত্বং শক্তোহসি । তথাপ্যধুনা আরকং বেদোক্তমেতদ-  
ব্রতং তাদৃশং সত্যমবিনিন্দ্যো ন ভবিতাস্মি । এতজ্জাতুং যোগেনা-  
সমীতি জ্ঞাপনায় সম্বোধয়তি হে বুধেতি ॥ ১১০ ॥ কিন্তু সম-

কার্য্য করিতে আমার সাহস হয় না । কারণ, আমি  
অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অতএব আমার উপর আপনার এরূপ  
স্তব যোগ্য বাক্য সম্ভবপর নহে । আজন্মবক্র ধনু-  
কের উপর যেরূপ বীরগণ গুণ ( ছিলে ) সংযোগ  
করিয়া থাকে, সেইরূপ স্বভাবতঃ কুটিল জনের  
উপর মহৎগণ কেবল গুণমাত্র আরোপ করিয়া  
থাকেন । ১০৯ ।

শঙ্কর! যে ব্যক্তি বহুকাল হইল পঞ্চাশ পাই-  
য়াছে, আপনি সত্যই তাহাকে রূপাতরঙ্গে পরিপূর্ণ  
স্বীয় দৃষ্টিপাতদ্বারা উজ্জীবিত করিতে সমর্থ, তথাপি  
আমি এক্ষণে যে বেদোক্ত ব্রতের আরম্ভ করিয়াছি  
তাহা পরিত্যাগ করিলে পণ্ডিতগণ কি আমাকে  
নিন্দা করিবেন না ? ১১০ ।

বন্ ! প্রভাবং সংসৃত্য ভূতানি পুন যথাবৎ । অষ্টং  
সমর্থোহসি তথাবিধো যামুজ্জীবয়েচ্চদিহ কিং  
বিচিত্রম্ ॥ ১১১ ॥ নাভ্যুৎসাহে কিন্তু যতিক্ষিতীন্দ্র !  
সঙ্কলিতং হাতুমিদং ব্রতাগ্ৰ্যং । তন্তারকং দেশিক-  
বর্য্য ! মহামাদিশা তদ ব্রজ কৃতার্থয়েথাঃ ॥ ১১২ ॥  
অয়ং চ পশ্বা যদি তে প্রকাশ্যঃ সূখীশ্বরো মণ্ডন-

ভূতানি সংসৃত্য পুন যথাবৎ অষ্টং সমর্থস্য তব নৈতচ্চিত্রমি-  
ত্যাহ আন ইতি ইন্দ্রঃ ॥ ১১১ ॥ যদ্যপোবং তথাপি হে যতি-  
রাজ ! সংকলিতমিদং ব্রতাগ্ৰ্যং ত্যক্তুং নাভ্যুৎসাহে । যদ্যহমবশ-  
মমুগ্রাহকহীনং বিধেহীত্যাহ । তন্তয়াং হে দেশিক ! তন্তা-  
রকং কাত্যায়নাদিশাযানং ব্রজ মহামুপনিষ্ট কৃতার্থয়েথাঃ । ১১২ ।  
অবৈতমার্গপ্রকাশনায় মাং জেতুমরমাগত ইতি বিজ্ঞায়াহ অর-

ভগবন্ ! আমি আপনার প্রভাব অবগত আছি ।  
আপনি ভূত সকল সংহার করিয়া পুনরায় তাহা-  
দিগকে পূর্ব্বমত সৃজন করিতে পারেন । অতএব  
আপনি যে আমাকে উজ্জীবিত করিবেন, ইহা  
বিচিত্র কি ? ১১১ ।

যতিরাজ ! তথাপি আমার এই সঙ্কলিত প্রধান  
ব্রত পরিত্যাগ করিতে উৎসাহ হয় না । গুরু-  
বর ! যদি আমি যথার্থ আপনার অনুগ্রহের পাত্র  
হইয়া থাকি, তাহা হইলে কাশীনগরীতে ব্রজ-  
বিদ্যার যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই তারক  
ব্রজের উপদেশ দিয়া এক্ষণে আমাকে কৃতার্থ  
করুন । ১১২ ।

যদি এই বেদ পথ প্রকাশ করিতে আপনার ইচ্ছা  
হইয়া থাকে, তাহা হইলে ( যাহার কীর্তিকলাপ  
দিগ্দিগন্তে গমন করিয়া বিশ্রাম করিতেছে ) সেই

মিশ্রশর্যা । দিগন্তবিশ্রাস্তযশা বিজয়ে যস্মিন্  
জিতে সর্বমিদং জিতং স্যাৎ ॥ ১১৩ ॥ সদা বদন্  
যোগপদঞ্চ সম্পূতং স বিশ্বরূপঃ প্রথিতো মহী-  
তলে । মহাগৃহী বৈদিককর্মতৎপরঃ প্রবৃতি-  
শাস্ত্রে নিরতঃ স্ককর্মতঃ ॥ ১১৪ ॥ নিবৃতিশাস্ত্রে ন  
কৃতাদরঃ স্বয়ং কেনাহপ্যপায়েন বশং স নীরতাং ।  
বশং গতে তত্র ভবেন্ননোরথস্তদস্তিকং গচ্ছতু মা  
চিরং ভবান ॥ ১১৫ ॥ উন্থেক ইত্যতিহিতস্য হি

কেতি । দিশামন্তে বিশ্রাস্তং যশো বস্য । ১১৩ । সদা যোগস্য  
কর্মযোগস্য পদং সম্পূতং ভাষাঃ বদন্ স বিশ্বরূপো ভূতলে  
প্রথিতঃ উৎ ॥ ১১৪ ॥ কিঞ্চ নিবৃতিশাস্ত্রে ন কৃতাদরঃ স্বয়ং  
তদ্যং স মগুনঃ কেনাহপ্যপায়েন বশং নীরতাং তত্র ভস্মিন্  
বশং গতে ভবন্ননোরথো ভবেদতত্তৎসমোপং নীরতঃ ভবান্ গচ্ছতু  
উৎ ॥ ১১৫ ॥

সুধীবর মগুনমিত্রকে জয় করিবেন । অধিক কি—  
তাঁহাকে জয় করিতে পারিলে আপনার এই সমস্ত  
জগৎ জয় করা হইবে । ১১৩ ।

তিনি সম্প্রতি সর্বদা যোগের ন্যায্য কার্য্য ও  
যোগের পদ সকল প্রকাশ করিয়া মহীতলে বিশ্ব-  
রূপ নামে বিখ্যাত । তিনি একজন মহান্ গৃহস্থ,  
বৈদিক কার্য্যে একান্ত তৎপর ; এবং উত্তম কর্ম-  
বশতঃ প্রবৃতিশাস্ত্রেও সর্বদা অনুরক্ত । ১১৪ ।

নিবৃতি অর্থাৎ মোক্ষাদি শাস্ত্রে তাঁহার কোন-  
রূপ আদর নাই । আপনি স্বয়ং কোনরূপ উপায়-  
দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করুন । তিনি বশীভূত  
হইলেই আপনার মনোরথ পূর্ণ হইবে । অতএব  
আপনি অবিলম্বে তাঁহার সম্মিথানে গমন করুন ।  
। ১১৫ ।

তস্য লোকৈকরূপেতি বাক্তবজনৈরতিধীরমানা ।  
হেতোঃ কুতশ্চিদিহ বাক্ স্ককবাহতিশপ্তা দুর্কাস-  
সাহজনি বধু স্বয়ভারতীতি ॥ ১১৬ ॥ সর্বাস্থ শাস্ত্র-  
সরগীষু স বিশ্বরূপো মতোহধিকঃ প্রিয়তমশ্চ মদা-  
প্রবেষু । তৎপ্রিয়সীং শমধনেস্ত্র ! বিধায় সাক্ষ্যে  
বাদে বিজিত্য তমিসং বশগং বিধেহি ॥ ১১৭ ॥

উন্থেক ইতি লোকৈকরূপিহিতস্ত তস্ত মগুনস্ত বধুরূপেতি বাক্তব-  
জনৈরতিধীরমানা কুতশ্চিৎকেতো বাক্ সরস্বতী দুর্কাসস্য স্কক-  
বাহতিশপ্তা স্বয়ভারতীতি অজনি প্রাহুর্ভূতা । এতেনোন্থেক-  
উন্থা ইতি মগুনসরস্বত্যোঃ প্রাকৃতং নাম কথিতমিতি বোধ্যঃ  
বৎ ॥ ১১৬ ॥ কিঞ্চ সর্বাস্থ শাস্ত্রসরগীষু স বিশ্বরূপো মতোহধিকঃ  
মদাপ্রবেষু মম শিষ্যেষু মধ্যে প্রিয়তমশ্চ তদ্যং হে শমধনেস্ত্র !  
তস্ত প্রিয়সীমতিশয়েন প্রিয়াং সরস্বতীং সাক্ষ্যে বিধীরতামিমাং  
বিশ্বরূপং বাদে বিজিত্য বশগং বিধেহি ॥ ১১৭ ॥ তেনৈব তাবক-

লোকে মগুনমিত্রকে উন্থেক বলিয়া সম্বোধন  
করিত, এবং তাঁহার পত্নীকে বন্ধুজনে উন্থা বলিয়া  
আহ্বান করিত । এক দিবস কোন কারণ দুর্কাসা  
যুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সরস্বতীকে অভিলাপ  
দিয়াছিলেন, তদবধি তিনি জগতে স্বয়ভারতী নামে  
প্রাহুর্ভূত হন । বস্তুতঃ মগুন ও সরস্বতীর ইহাই  
প্রাকৃত নাম জানিবেন ॥ ১১৬ ॥

সকল প্রকার শাস্ত্রপথে বিশ্বরূপ আমা অপেক্ষাও  
অধিক । এবং যত শিষ্য আছে তন্মধ্যে মগুন-  
মিত্র আমার অত্যন্ত প্রিয়তম শিষ্য । হে শমধন !  
আপনি তাঁহার প্রিয়সী সরস্বতীকে সাক্ষ্য কার্য্যে  
নিযুক্ত করিবেন এবং বাদে বিশ্বরূপকে জয় করিয়া  
তাঁহাকে বশীভূত করুন । ১১৭ ।

তেনৈব ভাবকৃতিষপি বার্তিকানি কৰ্ম্মান্দিবৰ্যতম !  
 কারয় মা বিলম্বম্ । স্বং বিশ্বনাথ ইব মে সময়ে  
 সমাগান্ততারকং সমুপদিষ্ট কৃতার্থয়েথাঃ ॥ ১১৮ ॥  
 নির্ঝাজকারুণ্য ! মুহূর্তমাত্রমত্র হয়। ভাব্যমহস্ত  
 যাবৎ । যোগীন্দ্রহংপঙ্কজভাগ্যমেতৎ তাজামাসূন্  
 রূপমবেক্ষমাণঃ ॥ ১১৯ ॥ ইত্যাচিবাংসমিমমিচ্ছ-  
 স্তথপ্রকাশং ব্রহ্মোপদিষ্ট্য বহিরন্তরপাস্তমোহং ।

কৃতিষপি বার্তিকানি কারয় । হে পরিত্রাট্ প্রেষ্ঠতম ! তিচ্ছঃ  
 পরিত্রাট্ কৰ্ম্মান্দিবৰ্যতমঃ । বিলম্বং মা কুরু স্বং বিশ্বনাথ ইব মে  
 সময়ে সমাগান্ততারকং সমুপদিষ্ট্য কৃতার্থয়েথাঃ বঃ ॥  
 ১১৮ ॥ হে নির্ঝাজকারুণ্য ! মুহূর্তমাত্রঃ হয়। অত্র ভবিতব্যঃ ।  
 অহস্ত যাবৎ যোগীন্দ্রহংকমলভাগ্যমেতৎ তব রূপমবেক্ষমাণো-  
 ২হন্ তাজামি উঃ ॥ ১১৯ ॥ ইত্যাচিবাংসমিমং ভট্টপাদঃ

তাহাছারা আপনার ভাষ্যের বার্তিক করাই-  
 বেন । হে পরিত্রাজকগণের অগ্রগণ্য ! আপনি  
 আর বিলম্ব করিবেন না । আমার এমন সময়ে  
 আপনি বিশ্বনাথ শঙ্করের তুল্য উপস্থিত হইয়া  
 দর্শন দিয়াছেন । অতএব শীঘ্র তারকত্রক উপদেশ  
 দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন । ১১৮ ।

হে অকপট দয়াসাগর ! আপনি মুহূর্তকাল-  
 মাত্র এইস্থানে উপস্থিত থাকিবেন । আমি যোগীন্দ্র-  
 গণের হৃদয়কমলের ভাগ্যফল স্বরূপ আপনার  
 এরূপ দর্শন করিয়া প্রাণত্যাগ করি । ১১৯ ।

ভট্টপাদ এই কথা বলিবার পর রূপানিধি শঙ্করা-  
 চার্য্য, প্রদীপ্ত, স্তথ ও প্রকাশস্বরূপ তারকত্রক

তহন্ দয়ানিধিরসৌ তরসাহস্রমার্গাৎ শ্রীমত্তনস্ত  
 নিলয়ং স ইয়েষ গন্তুঃ ॥ ১২০ ॥ অথ গিরমুপসংকৃত্য-  
 দরাদ্ ভট্টপাদঃ শমধনপতিনাহসৌ বোধিতাদৈত-  
 তত্বঃ । প্রশমিতমমতঃ সন্ তৎপ্রসাদেন সদ্যো  
 বিদলদখিলবন্ধো বৈকবং ধাম পেদে ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্ব্যাসসন্দর্শচিহ্নগঃ ।  
 সংক্ষেপ শঙ্করজয়ে সর্গোহসৌ সপ্তমোহভবৎ ।

সদীপ্তস্বপ্রকাশাকরং ব্রহ্মোপদিষ্ট্য বহিরন্তরপাস্তমোহং  
 কুর্মন দয়ানিধিরসৌ শ্রীশঙ্করোহস্রমার্গাৎ শ্রীমত্তনস্ত  
 নিলয়ং গন্তুযিবেবেচ্ছতি ॥ ১২০ ॥ অথোপদেশানন্তরমাহ-  
 রাদসৌ ভট্টপাদো গিরমুপসংকৃত্য শমধনানাং বতিবরণামধীপং  
 বোধিতমদৈততত্বং বটম শমিতা মমতা বেম ন তথাভূতঃ সন্  
 তত শ্রীশঙ্করত প্রসাদেন সদ্যো দলিতাবিলবন্ধো বৈকবং ধাম  
 প্রাপেত্যর্থঃ মালিনীভূতঃ ॥ ১২১ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাবলগোপালভীর্ষ-  
 শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতঃসরাসকুমারহৃদ্বনপতিশ্রিকৃতে  
 শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ভিতিমে সপ্তমঃ সর্গঃ ।

উপদেশ দিয়া তাঁহার বাহ ও আন্তরিক মোহ  
 বিনাশ করিয়া শীঘ্র আকাশপথে মগুনের ভবনে  
 গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন । ১২০ ।

উপদেশ দান করা হইলে ভট্টপাদ আদর-  
 পূর্বক বাক্য উপসংহার করিয়া শমধন শঙ্কর কর্তৃক  
 অদৈততত্ব উপদিক্ট হইলেন এবং মমতা নাশ  
 করিয়া শঙ্করাচার্য্যের প্রসাদে সাংসারিক অধিল  
 বন্ধন সকল দলিত করিয়া বিমুপদ প্রাপ্ত হইলেন ।  
 ১২১ ।

ইতি সপ্তম অধ্যায় ।

## অষ্টমোঃধ্যায়ঃ ।

অথ প্রত্যহে ভগবান্ প্রয়াগাং তং যশনং  
পণ্ডিতমাস্তু জেতুম্ । গচ্ছন্ ধনুত্যা পুরমালুলোকে  
মাহিম্যতীং যশনমণ্ডিতাং সঃ ॥ ১ ॥ অবাতরজ্জ্ব-  
বিচিহ্নবপ্রাং বিলোকা তান্ বিস্মিতমানসোহসৌ ।

নমঃ সর্বার্য নাত্যার বিমুক্তায় জটাবিহিত্তিঃ । নিরন্তরা-  
মমার্গায় বজীজ্ঞায় কপালমে । এবং বাসবদর্শনাবিকং নির-  
পাচাগ্য যশনমস্বায়ঃ সপরিহারঃ বর্ণিতুপুঞ্জমস্বায়ঃ । অথ  
ভট্টপাদং ব্রহ্মোপনিষ্য কৃত্ত বৈকুণ্ঠপদপ্রাপ্তেরনন্তরং ভগ-  
বান্ যোগীশ্বরঃ যশনমণ্ডিতং জেতুং শীঘ্রং প্রয়াগাং জীর্ঘ-  
বাজাং প্রত্যহে প্রস্থানং কৃতবান্ । ততঃ আকাশমার্গেণ গচ্ছন্  
স যশনেম মণ্ডিতামলকৃত্যং মাহিম্যতীং পুরংভরানকং নগরং  
আলুলোকে আ সমস্তানবলোকিতবান্ ॥ ১ ॥ রত্নবিচিহ্নব-  
প্রাং বিচিহ্নরত্নৈ হীরকাদিভি বিচিহ্নাঃ বপ্রা অটালিকা  
বজ্রাং তান্ মাহিম্যতীং বিলোকা বিস্মিতং বিস্ময়ং প্রাপ্তং মানসং  
মনো যত সঃ অসৌ যোগীশ্বরঃ মনোকেহতিরম্যো পুরোপকণ্ঠ-  
বনে পুরাণবৎ পুরাণঃ পুরাণপুরুষো বিমুক্তবৎ পুরুষবর্তনীতঃ  
আকাশমার্গাদবাতারনবজীর্ণঃ । যোম পুরুষমবরং সরণিঃ পদভিঃ

ভট্টপাদকে ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়া তাঁহার বৈকুণ্ঠ  
পদ প্রাপ্তি হইবার পর যোগিবর, যশন পণ্ডিতকে  
জয় করিবার নিমিত্ত শীঘ্র প্রয়াগ হইতে গমন  
করিলেন । অনন্তর আকাশপথে গমন করিতে  
করিতে যশনপণ্ডিতকর্তৃক অলঙ্কৃত মাহিম্যতী নগরী  
দর্শন করিলেন । ১ ।

বিচিহ্ন হীরকাদি রত্ন খচিত ও অটালিকা পূর্ণ  
মাহিম্যতী নগরী দর্শন করিয়া যোগীশ্বর মনে মনে  
অত্যন্ত বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন এবং পুরাণপুরুষ

পুরাণবৎ পুরুষবর্তনীতঃ পুরোপকণ্ঠস্থবনে মনোজ্ঞে  
॥ ২ ॥ প্রফুল্লরাজীববনে বিহারী তরঙ্গরিম্বৎকণশী-  
করাদ্রঃ । রেবামরুৎকম্পিতসালমালঃ শ্রমাপ-  
হনভাষাকৃতং সিবেষে ॥ ৩ ॥ তস্মিন্ স বিশ্রামা-  
কৃতাহিকঃ সন্ স স্বস্তিকারোহণশালিনীনে । গচ্ছ-

পন্যা বর্তন্তেকপদীতি চেভ্যমরঃ উপেন্দ্রঃ ॥ ১ ॥ তস্মিন্ প্রফুল্ল-  
কমলবনে বিহারী বিহরণশীলস্তরঙ্গৈভ্যো রিম্বন্তো নিঃস্রবন্তো  
যে কণশীকরা অতিহুস্মাদুঃকণাঃ কণোতিহুস্মে ধানাংসে ।  
শীকরঃ শবলে বাতন্তাতাদুকণরোঃ পুমানিতি মেদিনী । তৈরাদ্রো  
রেবামরুৎকম্পিতাঃ সালানাঃ ব্লকবিশেষাণাং মালাঃ পংক্তয়ো  
বেন স শ্রমাপহারকঃ ভাষাকারং সিবেষে সেবিতবান্ ॥ ৩ ॥  
তস্মিন্ বনে স শ্রীপঙ্করো বিশ্রামা বিশ্রামঃ কৃত্বা কৃত-  
মহি কর্তব্যং যেন তথাভূতঃ সন্ মধ্যাহ্নকালে বজ্র সূর্য্য আঘাতি  
তৎ স্বস্তিকং সিদ্ধান্তশিরোমণ্যাদৌ প্রসিদ্ধং । তদারোহণশালিনি

বিষ্ণুর মত নগরের নিকটস্থ মনোজ্ঞ এক কানন  
মধ্যে আকাশপথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন । ২ ।

প্রফুল্ল কমলবনে বিহার করিয়া—তরঙ্গ নির্গত  
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণাদ্বারা আদ্র হইয়া—রেবানদীর  
তটস্থ শালবৃক্ষ সকল কম্পাশ্বিত করিয়া শ্রমনাশী  
বায়ু ভাষাকারকে সেবা করিতে লাগিল । ৩ ।

সেই বনে ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া দৈনিক  
কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন করিলেন । মধ্যাহ্নকালে সূর্য্য  
যেখানে আগমন করেন তাহার নাম স্বস্তিক, ইহা  
সিদ্ধান্ত শিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ।



মমৌ মণ্ডনপণ্ডিতৌকো দাসীসুদীয়াঃ স দদর্শ  
মার্গে ॥ ৪ ॥ কৃত্তালয়ো মণ্ডনপণ্ডিতস্তোত্যোতাঃ স  
পপ্রচ্ছ জলায় গম্ভীঃ । তাশ্চাপি দৃষ্ট্বাহুতশঙ্করং  
তং সন্তোষবতো দদুরুত্তরং স ॥ ৫ ॥ স্বতঃ প্রমাণং  
পরতঃ প্রমাণং কীরাদনা যত্র গিরং গিরন্তি । দ্বার-

তনে সূর্যো সত্যাসৌ মণ্ডনপণ্ডিতৌকো গৃহং প্রতি গচ্ছন্  
স দাসীয়া মণ্ডনপণ্ডিতস্ত দাসীঃ মার্গে দদর্শ ইত্য ॥ ৪ ॥ বৃষ্টী চ  
কিং কৃত্তবানিত্যাপেক্ষায়ামাহ কৃত্তেতি । মণ্ডনপণ্ডিতস্তালয়ো  
বাসস্থানং কৃত্তেত্যোত্যোতস্ত দাসীঃ জলানয়নার্থং গম্ভীঃ গমন-  
কর্ত্রীঃ স ভাষাকারঃ পপ্রচ্ছ । তাশ্চাপি অদুতশঙ্করো শঙ্করশ্চে-  
ত্যদুতশঙ্করস্তদুতশঙ্কর শঙ্করভে সতি একবক্তৃবিনেত্রাদিমত্বং ।  
যত্র অদুতমনির্ঝাচ্যং শং সূর্যং করোতীতি তথা তং দৃষ্ট্বাহু-  
লাকা সন্তোষবতা উত্তরং প্রতিবচনং দহঃ । অপিশবেন তাদৃশ-  
শঙ্করদর্শনং নিকটোন্মানপি সূর্যজমকমানীং কিমুতোৎকটানা-  
মিতি সূচিতং ॥ ৫ ॥ ত্যভি দত্তমুত্তরমুদাহরতি ত্রিভিঃ স্বত  
ইতি । বেদবাক্যং স্বতঃ প্রমাণমুত পরতঃ প্রমাণমিতি বিচার-

সূর্যাদেব ঐ স্বস্তিকদেশে আকৃষ্ট হইলে যখন তিনি  
মণ্ডনপণ্ডিতের গৃহে গমন করেন, তৎকালে পথ-  
মধ্যে কতকগুলি মণ্ডনপণ্ডিতের দাসী দর্শন করি-  
লেন । ৪ ।

জল আনয়ন করিবার নিমিত্ত যাহারা পথ দিয়া  
গমন করিতেছিল, ভাষাকার তাহাদিগকে মণ্ডন-  
পণ্ডিতের বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ।  
তাহারাও প্রসিক্ত শঙ্কর হইতে অদুত গুণযুক্ত ঐ  
শঙ্করমূর্তি অবলোকন করিয়া সন্তুষ্টচিত্তে উত্তর  
প্রদান করিল । ৫ ।

“বেদবাক্য স্বতঃ প্রমাণ, অথবা অন্য কোন

স্বনীড়ান্তরসমিরুদ্ধা জানীহি তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ  
॥ ৬ ॥ ফলপ্রদং কৰ্ম ফলপ্রদোহিজঃ কীরাদনা যত্র  
গিরিং গিরন্তি । দ্বারস্বনীড়ান্তরসমিরুদ্ধা জানীহি  
তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ ॥ ৭ ॥ জগৎ ক্রবৎ শ্রাজ্জগদক্রবৎ  
শ্রাৎ কীরাদনা যত্র গিরং গিরন্তি । দ্বারস্বনীড়া-  
ন্তরসমিরুদ্ধা জানীহি তন্মণ্ডনপণ্ডিতৌকঃ ॥ ৮ ॥

অিকং গিরং বাচং বক্ত মণ্ডনালয়ে কীরাদনা শুকাপিপক্ষিগাম-  
জনা অপি দ্বারস্থ নীডস্ত পজরাবিরূপতাক্ষরে মধ্য সমাক-  
নিক্রিয়াঃ গিরন্তি উচ্চারয়ন্তি তত্তাদৃশং মণ্ডনপণ্ডিতস্যৌকঃ গৃহং  
জানীহি ॥ ৬ ॥ সূর্যঃখাদিকলপ্রদং কৰ্ম কিংবা অতো তন্ম-  
শূন্তঃ সৰ্বশক্তিঃ সৰ্বজ্ঞঃ পরমাত্মেতি বিচার্যঅিকং সমানমন্ত ॥  
৭ ॥ কিং জগৎ এবং প্রবাহরূপেণ মিত্যং ন কদাপ্যনৌ-  
দৃশং শ্রাৎ কিংবা অক্রবমমিত্যং শ্রাদিত্তি বিচার্যঅিকামিত্যর্থঃ  
৮ ॥ ত্যভি দত্তং প্রতিবচনং ব্রহ্ম ভগবান্ ভাষাকারো যৎ কৃত-

শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণ” বাহার ভবনে দ্বারস্থিত পিঞ্জর-  
মধ্যে উত্তমরূপে আবদ্ধ হইয়া শুকপক্ষিগণের  
অঙ্গনা সকল এই বাক্য সৰ্বদা উচ্চারণ করিয়া  
থাকে, তাহাই মণ্ডন পণ্ডিতের বাসস্থান জানি-  
বেন । “কৰ্মই সূর্যঃখাদি ফল দান করিয়া  
থাকে, অথবা জন্মশূন্য, সৰ্বশক্তি, সৰ্বজ্ঞ পর-  
মাত্মা ঐ ফল দান করেন” বাহার ভবনে দ্বার-  
স্থিত পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া শুকবধু সকল বথায় এই  
বাক্য নিয়ত উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাই  
আপনি মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহ জানিবেন । “জগৎ  
নিত্য কি অনিত্য” দ্বারস্থ পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া শুক-  
কামিনীগণ বাহার ভবনে যেখানে এইরূপ বিচারপূর্ণ  
বাক্য সকল উচ্চারণ করিয়া থাকে, তাহাই আপনি  
মণ্ডনপণ্ডিতের গৃহ জানিবেন । ৬ । ৭ । ৮ ।

পীত্বা তদুজ্জীৱ্য তত্ৰ গেহাদগত্বা বহিঃ সম্ভ কবাট-  
পুপ্তং । তুৰ্বেণমালোচ্য স যোগশক্ত্যা ব্যোমধ্ব-  
নাত্বাতরদগ্গাত্তঃ ॥ ৯ ॥ তদা স লেখেন্দ্রনিকে-  
তনাত্তং ক্ষুরশ্লক্ককলকেতমাত্তং । সমগ্রমালো-  
কত মণ্ডনস্ত নিবেশনং ভূতলমণ্ডনস্য ॥ ১০ ॥

বাংতদাহ পীয়েতি । ভাস্যঃ দাসীগণকী কৰ্মণানি কর্ণপুটেন  
পীত্বা অবধীৰ্য্য তত্ৰ মণ্ডনং গেহাদ বহিঃ গচ্ছ কবাটে ওপুঃ  
রজিতং মন্তকবাটং হুনিমেশং চর্যটঃ প্রবেশ্য যমিনু জাহুপং  
তদা সম্ভ ভবনমবলোক্য স যোগীন্দ্রঃ যোগশক্ত্যা ব্যোমধ্বন-  
আকাশমার্গেণ অগ্ন্যস্তম্ভমধোহবাক্ষ্য ॥ ৯ ॥ তদন্ত যম্ভ কৃত্তং  
তদাহ তদেতি । তদা তমিনু অবতরণকালে স যোগীন্দ্রঃ ভূতল-  
মণ্ডনস্য ভুলোকালকারস্য মণ্ডনস্য নিবেশনং বাসস্থানং সমগ্রঃ  
আলোকত দৃষ্টবান্ । নিবেশনং বিশ্বে লেখাঃ দেবাঃ লেখা  
অদিতিমন্দরা ইত্যমরাঃ । তেযামিনস্য যমিকেতনং গৃহং তস্যাত্তা  
কান্তিরিব কান্তি র্যসা তৎ দেবেশ্চগৃহত্বানিভ্যর্থঃ । ক্ষুরতা মকতা  
বায়ুনা চঞ্চলস্য কেতমস্য কেতোরাভা যমিংস্তৎ । কেতমন্ত  
নিমন্ত্রণে । গৃহে কেতো চ কৃত্তো চেতি মেদিনী ॥ ১০ ॥ সৌধস্য

দাসীগণের বচন সকল কর্ণে শ্রবণ করিয়া  
মণ্ডনের গৃহ হইতে বহির্দেশে গমন করিয়া কবাট-  
বন্ধ মণ্ডন গৃহ দর্শন করিলেন । অনন্তর যোগীন্দ্র  
যোগশক্তি প্রভাবে আকাশ পথ দিয়া তাঁহার অঙ্গন-  
মধ্যে শীত্র অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৯ ॥

অবতরণ কালে শঙ্কর, ভুলোকভূষণ মণ্ডনের  
সমগ্র বাসস্থান অবলোকন করিয়া দেখিলেন, দেব-  
রাজ ইন্দ্রের গৃহের মতন সকল গৃহের আভা এবং  
গৃহোপরি পতাকা সকল যুদ্ধসমীরণে সর্বদা  
কল্পিত হইতেছে । ১০ ।

সৌধাগ্রসংছন্নভোহবকাশঃ প্রবিষ্ট তৎ প্রাপ্য কবেঃ  
সকাশং । বিদ্যা বিশেষাভ্যয়ঃ প্রকাশঃ দদর্শ তৎ  
পদ্মজসমকাশং ॥ ১২ ॥ তপোমহিমৈব তপো-  
নিধানং স জৈমিনিং সত্যবতীতনুজং । যথাবিধি  
শ্রাদ্ধবিধৌ নিমন্ত্র্য তৎ পাদপদ্মানুবনেজয়ন্তঃ ॥ ১২ ॥  
তত্রাস্তুরিকাদবতীৰ্য্য যোগিবর্য্যঃ সমাগম্য যথার্থমেব ॥

গ্রাসাদস্যাগ্রেণাগ্রভাগেণ সংছন্নং নতস্তদাশ্রকোহবকাশো যমিনু  
তৎ সম্ভ প্রবিষ্ট কবেঃ মণ্ডনস্য সকাশং সমীপং প্রাপ্য তৎ কবিং  
দদর্শ । কবিং বিশিষ্ট । বিদ্যাস্তা বিশেষাঃ সর্জিত আধিক্যাদায়ঃ  
গ্রাহ্যে বশসঃ প্রকৃশ্যে বৎ তৎ পদ্মজেন ব্রহ্মণা সমঃ আ ॥ ১১ ॥  
পুনস্তং বিশিষ্ট । সত্যবত্যা তনুজমাক্ষতং বাসং জৈমিনিয়া  
সহ বর্তমানং ভুলোনিধানং তপোমাহাশ্রোতেনৈব শ্রাদ্ধবিধৌ  
যথাবিধি নিমন্ত্র্য তয়ো । কীর্সজৈমিত্যোঃ পাদকমলানুবনেজয়ন্তঃ  
প্রক্ষালয়ন্তম্ উ ॥ ১২ ॥ এতাদৃশং মণ্ডনং দৃষ্ট্বা বৎ কৃতবান্  
তদাহ । তত্ৰ তমিনু মণ্ডনগৃহে অধরাদাকাশাদবতীৰ্য্য বাসং

অট্টালিকার অগ্রভাগ দ্বারা গগন আচ্ছন্ন হইয়া  
গিয়াছে, তথায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে মণ্ডন পণ্ডি-  
তের নিকটে গমন করিয়া দেখিলেন, বিদ্যা বিশেষে  
অধিক পরিমাণে সর্বাংশে যশলাভ করিয়াছেন ।  
অধিক কি, মণ্ডনকে দেখিয়াই পদ্মযোনি ব্রহ্মা  
বলিয়া হঠাৎ বিবেচনা করিলেন । ১১ ।

যিনি তপস্যার মহিমায় তপোধন ; যিনি  
শ্রাদ্ধোপলক্ষে জৈমিনির সহিত সত্যবতীপুত্র  
বেদব্যাসকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের দুই জনের  
পাদকমল প্রক্ষালন করিতেছিলেন । যোগিকর ঐ  
মণ্ডন গৃহে আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বৈপায়ন

দ্বৈপায়নঃ জৈমিনিমপুভাভ্যাং ভাভ্যাং সহৰ্ষং  
প্রতিনন্দিতোহুতঃ ॥ ১৩ ॥ অথ দুঃমার্গাদবতীর্ণ-  
মন্তিকে মুনোঃ স্থিতঃ জ্ঞানশিখোপবীতিনঃ।  
সম্মাসামাবিত্যবগতা সোহভবৎ প্রবৃতিশাস্ত্রৈকরতো-  
হপি কোপনঃ ॥ ১৪ ॥ তদা তিরিক্কটস্য গৃহাশ্রমেণি-

জৈমিনিঃ চৈবো যোগিস্থেষ্ঠো যথাযোগ্যঃ সমাগমা ভাভ্যাং  
চোভাভ্যাং সহৰ্ষং যথা স্তাত্থাং তিনন্দিতোহুতঃ ইং ॥ ১৩ ॥  
অথানন্তরং সঃ মণ্ডনঃ আকাশমার্গাদবতীর্ণঃ যুতো ক্যাসজৈ-  
মিত্তোরস্থিকে সমীপে স্থিতঃ জ্ঞানম্বেব শিখা উপবীতকাতা-  
কীর্ণিত তং নিষোপবীতবিবর্জিতমিতি বাবৎ। অসৌ সাত্তা-  
সীতাবগতা বৃদ্ধা প্রবৃতিশাস্ত্রৈকরতোহপি কোপনঃ কোপযুক্তো-  
হভবৎ। অক্রোধনৈঃ শৌচপটৈঃ সততং ব্রহ্মচারিক্তিঃ। ভবি-  
তবাং ভবতিষ্ঠ ময়া চ প্রাক্কর্ষণীত্যাতি প্রবৃতিশাস্ত্রেণ প্রাক্কা-  
দিকর্ষণি কোপস্ত নিষিদ্ধত্বাৎ তদতিরতত্বেন কোপান্যোগো-  
পীতাপিশকার্থঃ উং ॥ ১৪ ॥ তদা তস্মিন্ কালে গৃহস্কা-  
শ্রমশ্রেণিতুরীখরস্ত মণ্ডনস্তাতিক্রুদ্বস্ত যতীখরস্ত চ কোপরহি-

এবং জৈমিনির নিকটে আগমন করিলেন। তাঁহারা  
উভয়েই অত্যন্ত হর্ষসহকারে শঙ্করকে অভিনন্দন  
করিলেন। ১২। ১৩।

অনন্তর মণ্ডন মিশ্র দেখিলেন এক জন আকাশ  
পথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া বেদব্যাস এবং জৈমিনি  
মুনির নিকট অবস্থিত রহিয়াছে। জ্ঞানরূপশিখা ও  
বজ্রোপবীত যুক্ত (বস্ত্রতঃ শিখা ও বজ্রোপবীত  
বর্জিত) শঙ্করকে অবলোকন করিয়া জানিতে  
পারিলেন, এই ব্যক্তি সম্মাসী। অতএব মণ্ডন  
কর্ম্মপ্রবর্তক শাস্ত্রে একান্ত রত থাকিলেও তখন  
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ॥ ১৪ ॥

তু বতীখরম্যাপি কুতূহলং ভূতঃ। ক্রমাৎ কিলৈবঃ  
বৃক্ষশস্ত্রয়োস্তয়োঃ প্রমোত্তরাণ্যম্মহরথোত্তরোত্তরং ॥  
১৫ ॥ কুতো যুগ্মাগলান্মুণী পন্থান্তে পৃচ্ছ্যতে  
ময়া। কিমাহ পন্থান্ত্রমাতামুণ্ডেত্যাহ তথৈব হি ॥

ততাপি কুতূহলং কৌতুকং ভূতঃ ধারয়তঃ। এবং কিল বক্ষ্যমাণ-  
প্রকারেণ বৃক্ষশস্ত্রয়োস্তয়োঃ ক্রমেণোত্তরোত্তরং প্রমোত্তরাণি  
আমু কীকুযুঃ বশঃ ॥ ১৫ ॥ প্রমোত্তরাণ্যাদাহরম্মাদৌ মণ্ডনকর্তৃকং  
প্রবৃতিশাস্ত্রৈকরতি। কুত ইতি। যুগ্মী কুতঃ গৃহস্কারাণাং কবাটৈঃ  
পিকিত্ত্বাৎ যুগ্মী প্রাক্কর্ষণীত্বাৎ ইতি মনোযোগ্য। তবান্ কেন মার্গেণ  
প্রবৃতিঃ। এবং মণ্ডনোক্তং প্রক্কা তদন্তরং কিং পর্যাস্তং  
তবান্ যুগ্মীকর্তৃকং প্রক্কা তদন্তরং। আনলাৎ গল-  
পর্যাস্তং যুগ্মী মং প্রমার্গ এতেন স বৃদ্ধ ইত্যবগত্য মণ্ডন আহ।  
পন্থাঃ মার্গতে তব ময়া পৃচ্ছ্যতে ন তু কিং পর্যাস্তং তবান্  
মুণ্ডীতি। এবমুক্তত্বচনস্ত তব পন্থানং প্রতি ময়া প্রথঃ কুত

তৎকালে গৃহস্কাশ্রমের অধিপতি মণ্ডন অতিশয়  
ক্রুদ্ধ এবং যতিবর শঙ্কর কোপরহিত হইলেও  
কৌতূহলাক্রান্ত হটলেন। পরে পণ্ডিত দ্বয়ের  
ক্রমশঃ প্রশ্ন ও উত্তর হইতে লাগিল। ১৫।

প্রথম মণ্ডন প্রশ্ন করিলেন—তুমি যুগ্মী অর্থাৎ  
যুগ্মিত ব্যক্তি। আমার গৃহস্কার সকল কবাট দ্বারা  
আচ্ছাদিত, প্রাক্কর্ষণে যুগ্মিত ব্যক্তিকে দর্শন করি-  
তেও নাই, অতএব কোন পথ দিয়া তুমি আমার গৃহে  
প্রবেশ করিলে। মণ্ডনের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া  
“কোন্ স্থান হইতে কতদূর পর্যাস্ত যুগ্মিত” এই-  
রূপ অর্থ করনা করিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—  
আমি গলদেশ পর্যাস্ত যুগ্মিত। ‘এই ব্যক্তি আমার  
প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারে নাই’ ইহা বিবেচনা।

॥ ୧୬ ॥ ପହ୍ଲାନଂ ହୃମ୍ପୁଛନ୍ଦାଂ ପହ୍ଲାଃ ପ୍ରତ୍ୟାହ ମଞ୍ଜନ ! ।

ଭସ୍ମାତେତାଂ ଶବ୍ଦୋଽୟଂ ନୁ ଯାଂ କ୍ରୟାଦିପୃଷ୍ଠକଂ ॥ ୧୭ ॥

ইত্যর্থঃ প্রকল্পাহ ভগবান্ । কিমাহ পদ্মাবরা পৃষ্ঠঃ পদ্মা-  
 ভাঃ প্রতি কিমাহ किमुक्तवान् । एवम् विपरीतं श्रद्धा कुपितः  
 गन् मग्न आह दुःखातेति । मया पृष्ठः पद्मव्यातामुष्ण  
 इत्याह । एवमापृष्ठो भगवान्वाच तथैवेति । दुःखा पृष्ठेन  
 पद्मा द्वां प्रति दुःखातामुष्मेति बहुकं तत्तथैव । हि  
 मन्मां पद्मानं प्रति ह्रमपृष्ठवाः अष्टौरं अतोव पद्मव्याता  
 मुष्मेत्याह । हे मग्नमेति नबोधयन् पठितपिबोमनिबन्धिनः  
 जातुं बोधोद्यमीति सूचयति । तन्मां दुःखातेतज्जात्रं बहुकः  
 मामपृष्ठकं म त्ररां मद्वाचको न भवतीत्यर्थः । बह्वोक्तिः  
 श्लेषकाकृत्यामपराधद्वयममम् ॥ १७ ॥ ११ ॥ एवमुक्तोऽथतिक्रैः

করিয়া মগুন বলিলেন—‘আমি তোমাকে তোমার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, কিন্তু ‘আপনি কি পর্য্যন্ত মুণ্ডিত’ ইহা জিজ্ঞাসা করি নাই। এইরূপ কথা শ্রবণ করিয়া “পথের প্রশ্ন করা হইয়াছে” তাঁহার বাক্যের এইরূপ অর্থ কল্পনা করিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—‘আপনি পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, কিন্তু পথ আপনাকে কি বলিয়াছে’ এইরূপ নিপরীত অর্থ শুনিয়া মগুন কুপিত হইয়া বলিলেন—আমি যে পথের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ‘তাহা তোমার মাতামুণ্ড’ ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—“হঁ। তাহাই।’ যেহেতু আপনি পথকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, পথও আপনাকে প্রস্বকর্তা জানিয়া ‘তোমার মাতামুণ্ড’ এই কথা বলিয়াছে। হে মগুন। আপনি পণ্ডিত শিরোমণি, অতএব আপনার আমার অর্থ অবগত হওয়া আবশ্যিক।

অহো । পীতা কিমু ? স্মরা নৈব শ্বেতা । যতঃ স্মর । কিং  
 ত্বং জ্ঞানাসি তদ্বর্ণমহং বর্ণং ভবান্ রসং ॥ ১৮ ॥  
 যন্তো জাতঃ কলপ্তাশী বিপরীতানি ভাষতে ।

সন্ মণ্ডন আহ। অহো কিমু হুয়া মদিরা পীতা ? কিং হুয়া মদা-  
 পানং কৃতং ? অন্তথা বিপরীতভাষণং কথং শ্রীৎ । এবমাক্রুষ্টো  
 ভগবান্ তদ্বচনস্ত সুরা কিমু পীতা পীতবর্ণেত্যর্থঃ প্রকল্পাহ  
 নৈবেতি । হুয়া পীতা পীতবর্ণা নৈব ভবতি । যতঃ কারণাৎ শ্বেতা  
 শ্বেতবর্ণা স্বানুভূতমপার্থং কুতো ন প্রসীদিত্যাশয়েনাহ । সুর  
 সুরগং কুরু । সুরেতি কচিং পাঠঃ । এবমুক্তো মণ্ডনআহ কিমিতি  
 তস্তাঃ সুরায়া বর্ণং ভুং যতিঃ কিং জানানি তদ্বর্ণজ্ঞানং যতেস্ত-  
 বাত্যাস্থাশুচিভিমিত্যর্থঃ । এবমাক্রুষ্টো ভগবানুবাচাহং বর্ণং জানামি  
 ভবাংস্ত রসং জানাতি । তথাচ তদ্বর্ণজ্ঞানবানপাঃ ন প্রত্য-  
 বাধী বস্ত তদ্রসানুভবিতা প্রত্যাবারহঃ । ন সুরাং পিবেদिति  
 নিবেধেন পানস্ত প্রত্যাবান্নজনকত্ববোধনাৎ ন তু তদ্বর্ণজ্ঞান-  
 শ্চেতি ভাবঃ ॥ ১৮ ॥ এবং বিপরীতানি বচনানি প্রত্যাছতিক্রুষ্টো

তোমার মাতা” “এই স্থলে হুং এই যুগ্মদ-  
শব্দ আমাকে না বুঝাইয়া পথকে বুঝানই উচিত।  
। ১৬। ১৭।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মণ্ডনমিশ্র অত্যন্ত  
ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—কি আশ্চর্য্য !  
আপনি কি (সুরা পীতা ) অর্থাৎ সুরা পান করিয়া  
ছেন ? যদি মদ্য পান না করিবেন তবে এইরূপ  
বিপরীত কথা বলিবেন কেন ? এইরূপে তির-  
স্কৃত হইয়া ভগবান্ বলিলেন—“সুরা কিমু  
পীতা” অর্থাৎ আপনি যে জিজ্ঞাসা করিলেন, সুরা  
কি পীতবর্ণ ? বস্তুতঃ তাহা নহে, অর্থাৎ সুরা  
পীতবর্ণ নহে ; কারণ, সুরা শ্বেতবর্ণ । নিজের  
অনুভূত অর্থের কেন না স্মরণ করিতেছেন ? বস্তুতঃ



সত্যং ব্রবীতি পিতৃবৎ হতো জাতঃ কলঙ্কভুক্তঃ ॥১৯॥

মণ্ডন আহ মত ইতি । কলঙ্কং বিলিপ্তবানেন হতস্ত বৃগত মাংসং । কলঙ্কঃ ন ভক্ষয়েদिति বাতাস নিষিদ্ধমণিতুঃ ভোক্তুঃ শীলমন্তেতি সকলজ্ঞানী অভক্ষ্যতকণশীলো মত উত্তমতো জাতঃ যতো ভবাম্ বিপরীতানি ভাবতে । এবমত্যাক্রুর্ভো ভগবান্ভবাক্যত মতো মংসকাশাজাতঃ কলঙ্কানী বিপরীতানি ভাবতে উক্ত্যর্থঃ প্রকর্যাহ সত্যমিতি । যথা পিতা যঃ কলঙ্কানী বিপরীতানি ভাবসে তথা হতস্থংসকাশাজাত উৎপন্নঃ কলঙ্ক-ভুক্ত বিপরীতানি ব্রবীতি ভাবত ইতি সত্যং যথার্থমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥ এবং পুনঃ পুন বিপরীতঃ ভগবদ্বাক্যঃ কহা প্রকারা-

বস্তুতঃ পীত কি শ্বেত তাহা আপনি স্মরণ করিয়া দেখুন । মণ্ডন বলিলেন—আপনি যতি হইয়া কিরূপে সুরার বর্ণ অবগত আছেন ? কলতঃ আপনার পক্ষে ইহা অত্যন্ত অনুচিত । পুনর্বার ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—আমি বর্ণ জানি, কিন্তু আপনি যে সুরার রস অবগত আছেন । আমি সুরার বর্ণ জানিলেও আমার কোন পাপ নাই, কিন্তু আপনি যখন রস অনুভব করিয়াছেন তখন আপনিই যথার্থ ঘোর পাপী । “ন সুরাং পিবেৎ” এই স্থলে কেবল পান করিলেই প্রত্যাবায়ভাগী হয়, কিন্তু মদ্যের শ্বেত কি পীত বর্ণ জানিলে কিছুতেই পাপী হয় না । ১৮ ।

শঙ্করের এইরূপ বিপরীতবাক্য শ্রবণে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া মণ্ডন বলিতে লাগিল—তুমি জানিও (বিলিপ্ত বাণদ্বারা হত হরিণ মাংসের নাম কলঙ্ক) “কলঙ্কং ন ভক্ষয়েৎ” অর্থাৎ কলঙ্ক ভক্ষণ করিবে না । এই নিষিদ্ধ মাংস অর্থাৎ অভক্ষ্য ভক্ষণ করিয়া তুমি কি মত হইয়াছ ? নতুবা এরূপ

কহাং বহসি দুর্বুদ্ধে ! গদভেনাপি দুর্ব্বহাং । শিখা-  
যজ্ঞোপবীতভ্যাং কস্তে ভারো ভবিষ্যতি ॥ ২০ ॥

কহাং বহামি দুর্বুদ্ধে ! তব পিত্রাপি দুর্ভরাং । শিখা-

স্তবেণাক্ষিপতি কহামিতি । গদভেনাপি দুর্ব্বহাং বোচু মশক্যাং কহাং বহসি । তথাচাতিভারভূতাঃ কহাং বোচুঃ সমর্থত তে ভব শিখাযজ্ঞোপবীতভ্যাং কো ভারো ভবিষ্যতি ম কোহপীত্যর্থঃ । বর্ণভারতরঙ্গাননমভারবাহকস্ত ভবাহো দুর্বুদ্ধিতেতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি হে দুর্বুদ্ধে ইতি ॥ ২০ ॥ এবমাক্ষিপ্তো ভগবানপি কোড়কাবাক্যেণঃ প্রতিদ্বিপন্ শিখাযজ্ঞোপবীতভ্যাংমিত্যাদে-

বিপরীত বাক্য বলিবে কেন ? । “মতো জাতঃ” এই কথাটির চল ধরিয়া ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—“আমি আপনা হইতেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছি” অর্থাৎ আপনি আমার পিতৃভূত্য—আপনি যখন কলঙ্ক ভোজন করিয়া থাকেন, তখন আপনার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমি কলঙ্ক ভোজন করিব না অথবা আপনার মত বিপরীত বাক্য বলিব না কেন ? সত্য সত্যই পিতার মতন সন্তানের বিপরীত বাক্য বলা তত দৃশ্য নহে । ১৯ ।

হে নির্বোধ ! গদভ পর্য্যন্ত যাহা বহন করিতে কাতর, এরূপ কহা (কাঁথা) তুমি বহন করিতেছ কেন ? অন্তএব যদি তুমি এরূপ ভারভূত কহা বহন করিতে পার, তবে শিখা এবং যজ্ঞোপবীতদ্বারা তোমার কি এত অধিক ভার বোধ হইল ? স্বল্পভার ভয়ে এইরূপ বহুভার বহন করাতে তোমার কেবল মূর্থতাই প্রকাশ পাইয়াছে । ২০ ।

ভগবান্ বলিতে লাগিলেন—জীলোক যাহাকে তিরস্কার করে, পুনর্বার সেই জীলোকের উপর

নাজ্জানদিতাভাঃ শ্রুতে ভীরো ভবিষ্যতি ॥ ২১ ॥

কৃতব্রাহ্মণ কহামিতি । তব পিত্রাপি হুর্নয়ঃ স্ত্রীতিস্তিরকৃতেন  
পুনশ্চ তাস্যেব প্রীতিমতা গদভেন তব পিত্রাপি হুর্নয়ঃ কহাং  
শিখাযজ্ঞোপবীতে বিহার বহামি । বক্তৃত্যভ্যাং ‘পরীক্ষা লোকান  
কর্মচিহ্নান্ ত্রাক্ষণো নির্বেদমায়াং’ ‘যদহরেব বিরজেতদহ-  
রেব প্রভজেৎ’ ‘ব্রহ্মচর্যাদ্ বা গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা সংস্রুত শ্রবণং  
কুর্যাৎ’ ‘ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানন্তঃ’  
‘অথ পরিব্রাজ্ বিবর্ণবাসা যুগোহপরিগ্রহঃ’ ইত্যাদিশ্রুতে-  
ভীরো ভবিষ্যতি । স চ বৈদিকে নাবশ্যমপাকরনীয়ঃ । পাঠান্তরে  
হু বিধিনিবেদ্যাক্ষিকা শ্রুতি ভীরো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ । অত-  
স্তদ্ব্যবহিকার কহাবাহকস্ত মম পুত্রুর্ভবনবিদিত্বা কুর্ভুজিৎ  
বদন্তবাহো হুর্ভুজিতি জনমন্ সঙ্ঘোষরতি হে হুর্ভুজঃ ।  
ইতি ॥ ২১ ॥ সংস্রাসং বিনা ব্রহ্মনিষ্ঠতা ন সিদ্ধাভীতি শিখা-

যে লোক অনুরক্ত হয় তাহার নাম গদভ । তোমার  
গদভ পিতা যাহা বহন করিতে পারে না ( শিখা  
এবং যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া ) আমি সেই  
কস্থা বহন করিতেছি । “পরীক্ষা লোকান কর্মচি-  
হ্নান্ ত্রাক্ষণো নির্বেদমায়াং” কর্মসংকিত স্বর্গাদি  
লোক সকল পরীক্ষা করিয়া ত্রাক্ষণ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া  
থাকেন । “যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রভজেৎ”  
যে দিবসে সংসারে বৈরাগ্য হইবে, সেই দিবসেই  
সংস্রাস ধর্ম অবলম্বন করিবেক । “ব্রহ্মচর্যাদ্ বা  
গৃহাদ্ বা বনাদ্ বা সংস্রুত শ্রবণং কুর্যাৎ” ব্রহ্ম-  
চর্য হইতে কি গৃহ হইতে কিম্বা বানপ্রস্থাপ্রম  
হইতে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব শ্রবণ  
করিবে । “ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে  
অমৃতত্বমানন্তঃ” কর্মদ্বারা কি সন্তানদ্বারা কি ধন-  
দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয় না, কেবল মাত্র ত্যাগ

ত্যাগ পানিগৃহীতীং স্বামশক্ত্যা পরিদ্রব্ধে । শিখা-  
পুস্তকভারেচ্ছা ক্বাখ্যাতা ব্রহ্মনিষ্ঠতা ॥ ২২ ॥  
গুরুশুশ্রূষণালম্ভাৎ সমাবর্ত্তা গুরোঃ কুলাৎ । দ্বিরঃ  
শুশ্রূষমাণস্ত ব্যাখ্যাতা কর্মনিষ্ঠতা ॥ ২৩ ॥ দ্বিতো-

যজ্ঞোপবীতে ময়া ত্যক্তে ইতি বোধকং ভগবদ্বাক্যং শ্রুত্বা মণ্ডন  
আহ । ত্যক্তেতি শ্বাং স্বীয়ং পানিগৃহীতীং ভাষ্যং পরিদ্র-  
ব্ধেপক্ত্যা বিহার শিখাপুস্তকভারেচ্ছান্তব বা ব্রহ্মনিষ্ঠতা সা  
ব্যাখ্যাতা অহো লোকে প্রথিতা ॥ ২২ ॥ এবমাক্ষিপ্তং  
প্রত্যাক্ষিপতি । গুরুশুশ্রূষণে আলম্ভাৎ গুরোঃ কুলাৎ সমাবর্ত্ত  
সমাবর্ত্তনং বিহার দ্বি যঃ শুশ্রূষমাণস্ত তব বা কর্মনিষ্ঠতা সা  
ব্যাখ্যাতা ॥ ২৩ ॥ মণ্ডন আহ । যোষিতাঃ স্ত্রীণাং গর্ত্তে দ্বিতো-

স্বীকার করিলেই মোক্ষধর্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় ।  
“অথ পরিব্রাজ্ বিবর্ণবাসা যুগোহপরিগ্রহঃ” পরি-  
ব্রাজক সংস্রাসী, বর্ণভেদশূন্য, বস্ত্রবিহীন, মুণ্ডিত-  
মস্তক হইবেন এবং দারপরিগ্রহ করিবেন না । শিখা  
এবং যজ্ঞোপবীত দ্বারা এই সমস্ত শ্রুতির ভার  
হইবে বলিয়া আমি মুণ্ডিত এবং যজ্ঞোপবীত বিহীন  
হইয়াছি । ২১ ।

আরও জানিবেন—সংস্রাস বিনা ব্রহ্মতত্ত্ব সিদ্ধ  
হয় না, সুতরাং আমি শিখা এবং যজ্ঞোপবীত  
ত্যাগ করিয়াছি । ভগবানের এই বাক্য শুনিয়া  
মণ্ডন বলিলেন—স্বকীয় পত্নীকে রক্ষা করিতে অস-  
মর্থ হইয়া ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়াছি । এক্ষণে  
শিখা এবং পুস্তকের ভার বহন করিতে ইচ্ছা  
করিয়া তোমার ইহলোকেই ব্রহ্মতত্ত্ব বিখ্যাত হই-  
য়াছে । ২২ ।

ভগবান্ বলিলেন—গুরুজনের শুশ্রূষা করিতে  
আলম্ভ বোধ করিয়া, গুরুকুল হইতে গৃহে আগমন

হসি যোষিতাং গর্ভে ভাভিরেব বিবর্জিতঃ । অহো  
কৃতঘ্নতা মূৰ্খ ! কথং তা এব নিন্দসি ॥ ২৪ ॥ বাসাং  
স্তুত্বং হুয়া পীতং বাসাং জাতোহসি যোনিতঃ ।

তান্ন মূৰ্খতম ! স্ত্রীষু পশুবদ্ভমসে কথম্ ॥ ২৫ ॥ বীর-  
হত্যাযবাণ্ডোহসি বহীনুদ্বাস্ত্র যত্নতঃ । আত্মহত্যা-

সি তাভিরেব বিবর্জিতঃ তা এব কথং নিন্দসীত্যাহো হে মূৰ্খ !  
তাদৃশস্ত্রীকৃতোপকারনাশকস্ত তব কৃতঘ্নতা ॥ ২৪ ॥ ভগবানু-  
বাচ । বাসাং যোষিতাং স্ত্রীভ্যঃ জনভবং পশুভ্যঃ পীতং । বাসাং  
চ যোনিতো জাতোহসি । তান্ন স্ত্রীষু হে মূৰ্খতম ! পশুভ্যঃ কথং  
রমসে ॥ ২৫ ॥ মগুন আহ বীরেতি । গার্হপত্যাহবনীযদক্ষিণা-  
খ্যান্ বহীন্ যত্নতঃ প্রযত্নেনোদ্বাস্ত্র বীরন্তেভ্যস্ত হত্যাযবাণ্ডোহসি ।  
তথাচ শ্রুতিঃ—বীরহা বা এব দেবানাং যোহগ্নীনুদ্বাসয়তি । এব-

করিয়া, এবং অহরহ স্ত্রীলোকের শুশ্রূষা করিয়া  
তোমার যে কৰ্ম্মতত্ত্ব বিখ্যাত হইয়াছে তাহা অন্য-  
রাসে জানিতে পারিয়াছি । ২৩ ।

মগুন বলিলেন—স্ত্রীলোকের গর্ভে প্রথমে বাস  
করিয়াছ ; স্ত্রীলোকেবাই লালন পালন করিয়া  
তোমার বয়োবৃদ্ধি করিয়াছে ; ওহে মূৰ্খ ! তুমি কি  
কৃতঘ্ন ! একরূপ স্ত্রীলোকের উপকার ভুলিয়া গিয়া  
আবার তাহাদিগকেই নিন্দা করিতেছ ? ২৪ ।

ভগবান্ বলিলেন—তুমি আবার মূৰ্খতম, তুমি  
বাহাদের স্ত্রী দুগ্ধ পান করিয়াছ ; বাহাদের যোনি  
হইতে উৎপন্ন হইয়াছ ; সেই সকল স্ত্রীলোকদের  
সহিত পশুর মত কিরূপে রমণ করিয়া থাক ? ২৫ ।

মগুন বলিলেন—গার্হপত্য, আবহনীষ এবং  
দক্ষিণানামক অগ্নিদিগকে যত্নপূর্বক পরিত্যাগ  
করিয়া তুমি বীরহত্যা অর্থাৎ ইন্দ্রহত্যা পাতকে

যবাণ্ডুস্বমবিদিত্বা পরং পদম্ ॥ ২৬ ॥ দৌবারিকান্  
বঞ্চয়িত্বা কথং স্তেনবদাগতঃ । ভিক্ষুভ্যোহন্নমদত্বা-

মাক্রূষ্টো ভগবানুবাচ । পরং পদং পরমাত্মবরূপমবিদিত্বা আত্ম-  
হত্যাযবাণ্ডুঃ । ‘প্রাতঃ অসন্মেষ স ভবত্যসদ ব্রহ্মেতি চেদেদ ।’  
‘অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসা বৃত্তাঃ । তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি  
যে কে চাত্মহনো জনাঃ’ । অন্তর্বা লব্ধবাস্ত্রানং যোহস্তথা  
প্রতিপদ্যতে । কিং তেন ন কৃতং পাপং চৌরেনাশ্বাপহারিণা  
ইত্যাদিশ্রুতিবৃতিভ্যঃ ॥ ২৬ ॥ এবং বাক্যচাতুর্কোণ প্রতি-  
বন্ধো মগুনঃ প্রকারান্তরেণাশ্রয়তি । দৌবারিকান্ দ্বারপালান

পতিত হইয়াছ । এবিষয়ে শ্রুতি যথা—“বীর-  
হা বা এব দেবানাং যোহগ্নীনুদ্বাসয়তি” যিনি ঐ  
ত্রিবিধ অগ্নি পরিত্যাগ করেন, তিনি দেবতাদিগের  
মধ্যে প্রধান অর্থাৎ ইন্দ্রকে বধ করিয়া থাকেন ।  
ভগবান্ বলিলেন—তুমি আত্মতত্ত্ব না জানিয়া আত্ম-  
হত্যা পাপে পাতকী হইয়াছ । এবিষয়ে শ্রুতি  
যথা—“অসন্মেষ স ভবত্যসদ ব্রহ্মেতি চেদেদ বেদ”  
যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী নহেন, তিনি নিতা হইয়াও অনিত্য ।  
অন্য শ্রুতিতে আছে—“অসূর্যা নাম তে লোকা  
অন্ধেন তমসা বৃত্তাঃ । তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি  
যে কে চাত্মহনো জনাঃ ।” যাহারা আত্মহত্যা  
করিয়া থাকে, তাহারা গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন অসূর্য্যনামক  
অর্থাৎ অন্ধকারময় কতকগুলি জগৎ আছে, মরণান্তে  
সেই সকল লোকেই গমন করিয়া থাকে । ২৬ ।

মগুন বলিলেন—দ্বারপালদিগকে বঞ্চনা করিয়া  
কেন তুমি চোরের মতন আগমন করিয়াছ ? ভগবান্  
বলিলেন—ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা ( অর্থাৎ তাহাদের

কঃ স্তেনবস্ত্রোক্ষাসে কথম্ ॥ ২৭ ॥ কৰ্মকালে ন  
সম্ভাষ্য অহং মূৰ্খেন সম্পৃতি । অহো প্রকটিতং  
জ্ঞানং যতিভঙ্গেন ভাষিণা ॥ ২৮ ॥ যতিভঙ্গে প্রবৃত্তস্ত  
যতিভঙ্গে ন দোষভাক্ । যতিভঙ্গে প্রবৃত্তস্য পক-

বকরিয়া চৌরবৎ কথয়ামহঃ । প্রত্যাক্ষপতি ভগবান্ ভিক্ষু-  
ভ্যোহহং ভেষাং ভাগবদ্বদ্য ভেনবৎ কথং ভোক্ষাসে ॥ ২৭ ॥  
এবং প্রত্যুক্তরৈঃ পরাজিতো বক্তৃমশকঃ সন্ মগুন আহ ।  
সম্প্রতি ইদানীং কৰ্মকালে অহং মূৰ্খেন যস্য সম্ভাষ্যো ভাষণ-  
যোগ্যো ন তবাষি । এবমুক্তো ভগবান্ বাচ । বক্তো পাঠবিচ্ছেদে  
ভঙ্গেন তেদেন বিসন্ধিমা ভাষণকর্তা ত্বয়া অহো জ্ঞানং প্রকটিতং  
॥ ২৮ ॥ মগুন আহ । যতিভঙ্গে ভঙ্গে প্রবৃত্তস্ত মন ভৎসুভকো  
যতিভঙ্গে ন দোষভাক্ দোষবুক্তো ন ভবতীত্যর্থঃ । এবমুক্তো

আহারের ভাগ ) না দিয়া কেন তুমি চোরের মতন  
বিষয় সকল লোগ করিবে ? ২৭ ।

এইরূপে প্রত্যুক্তরে পরাজিত হইয়া মগুন বলি-  
লেন—সম্পৃতি এই কৰ্মকালে আমি মূৰ্খের  
সহিত আলাপ করিব না । সংস্কৃত কবিতার “সংভাষ্য  
অহং” এইরূপ মগুনের সংস্কৃত বাক্য শুনিয়া ভগ-  
বান্ বলিলেন—যতি অর্থাৎ (ছন্দ) ভঙ্গ করিয়া কথা  
কহিয়া তুমি যথেষ্ট জ্ঞানশক্তির পরিচয় দিয়াছ ।  
বস্তুতঃ “সংভাষ্যোহহং” বিসর্গসন্ধি করিয়া এইরূপ  
পদ হওয়াই উচিত, তাহা হইলে আবার যথার্থ  
ছন্দোভঙ্গ হয় । মগুনের যে এইস্থানে যথার্থ অসং-  
স্কৃত ও অশুদ্ধ শব্দ প্রয়োগ করা হইয়াছে, তাহাতে  
আর সংশয় নাই । ২৮ ।

মগুন বলিলেন—যতিভঙ্গে ( অর্থাৎ তুমি যতি,

মাস্তং সমস্যতাম্ ॥ ২৯ ॥ ক ব্রহ্ম ক চ দুর্মোহাঃ  
ক সংন্যাসঃ কবা কলিঃ । স্বাধ্বমভক্ষকামেন  
বেষোহহং যোগিনাং ধৃতঃ ॥ ৩০ ॥ ক স্বর্গঃ ক  
দুরাচারঃ কাহ্মিহোত্রঃ কবা কলিঃ । মশ্চে মৈথু-  
নকামেন বেষোহহং কৰ্ম্মিণাং ধৃতঃ ॥ ৩১ ॥

ভগবান্ বাচ । যতিভঙ্গে প্রবৃত্তস্যোত্য ভ্রমভেঃ সকাশাদ্ ভঙ্গ  
ইতি পক্ষমাস্তং সমস্যতাম্ নতু বর্ত্যন্তং । তথাচ বতেঃ সকাশাদ্  
ভঙ্গে জরদিপদ্বারে সতি প্রবৃত্তস্ত যতিভঙ্গে দোষভাগ ন ভব-  
তীতি স্বাক্ষ্যার্থঃ ॥ ২৯ ॥ মগুন আহ কেতি ॥ ৩০ ॥ ভগ-  
বান্ বাচ ক স্বর্গ ইতি ॥ ৩১ ॥ উপসংহরতি ইত্যাদি দুর্ভাষা-

তোমার ভঙ্গে ) আমি প্রবৃত্ত হইয়াছি । অতএব  
“সংভাষ্য অহং” এইরূপ কবিতার যতিপতন দূষণীয়  
নহে । ভগবান্ বলিলেন—“যতিভঙ্গে” এই পদে  
পক্ষমীতৎপুরুষ সমাস (অর্থাৎ যতির নিকট হইতে  
ভঙ্গ ) এইরূপ সমাস করিতে হইবে, কিন্তু যতির  
ভঙ্গ এইরূপ বর্তীতৎপুরুষসমাস কখনই হইবে না ।  
২৯ ।

মগুন বলিলেন—কোথায় ব্রহ্মা, আর কোথায়  
তোমার মত মেধাবিহীন লোক ; কোথায় সংন্যাস  
এবং কোথায় কলিকাল । সুম্বাদু অন্ন ভক্ষণ করিবে  
বলিয়া তুমি এইরূপ যোগিবেশ ধারণ করিয়াছ ।  
৩০ ।

ভগবান্ বলিলেন—কোথায় স্বর্গ, এবং কোথায়  
তোমার মতন দুরাচার লোক, কোথায় অগ্নি-  
হোত্র যাগ এবং কোথায়ই বা ঘোর কলিকাল ;  
আমি জানিয়াছি, তুমি মৈথুনকামনা করিয়া কৰ্ম্মিষ্ঠ  
লোকের মত ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছ । ৩১ ।



ইত্যাদি দুর্ভাষাগণং ক্রবাণে রোষণে সাহকৃতি  
বিশ্বরূপে । শ্রীশঙ্করে বক্তরি তস্যা তস্যোত্তরক  
কৌতুহলতঃ চাক্র ॥ ৩২ ॥ তং মণ্ডনং সন্নি-  
তৈমিনীকিতং ব্যাসোহস্তবীজজ্ঞসি বৎস । দুর্ভাষঃ ।  
আচারণা নেয়মনিন্দিতাজ্ঞানাং জ্ঞাতাজ্ঞতস্বং যমিনং  
ধুতৈষণম্ ॥ ৩৩ ॥ অভ্যাগতোহসৌ স্বয়মেব বিষ্ণু-

রিত্যেব মহাশু নিমন্ত্রয় স্বং । ইত্যাদ্রবং জ্ঞাতবিধিঃ  
প্রতীতঃ সূধ্যগ্রণীঃ সাধুশিষ্যমুনিভুং ॥ ৩৪ ॥ অথো-  
পসংস্পৃশ্য জলং স শান্তঃ সসঙ্কমঃ মণ্ডনপণ্ডিতো  
হপি । ব্যাসাজ্ঞয়া শাস্ত্রবিদচরিত্বা শ্রমস্তবদ্ তৈক্ষ্য-  
কৃতে মহর্ষিঃ ॥ ৩৫ ॥ স চাত্রবীৎ সৌম্য । বিবাদ-  
ভিক্ষামিচ্ছন্ ভবৎসম্মিথিমাগতোহস্মি । সাহস্ক্যাস্ত্র-

গণং সাহকৃতি বিশ্বরূপে রোষণে ক্রবাণে শ্রীশঙ্করে চ ততঃ ততঃ  
চনস্যোত্তরং চাক্র সুন্দরং কৌতুহলদেব নতু কোপাদবক্তরি  
মতি তং মণ্ডনং ব্যাসোহস্তবীজিতি পরেণাবয়ঃ । আদিপনেন কিং  
জড়ো জড়তাদেহে ভৌতিকেন চিন্ময়ি । কিমভ্যাগোহসি যত্যা-  
চরিত্বোহস্তাগা উচ্যতে । কিং দ্ব্যভোহসি পাপেন দ্বিভো  
জায়তে নরঃ । চোতৈরুপাশ্রিতঃ কিং স্বং স তু বড়গণীড়িতঃ ।  
অপ্রার্থিতঃ কিমর্থঃ স্বং সমায়াতো গৃহে মম । তব ভাগ্যবশাদ  
বিষ্ণুরহমহম সমাগত ইত্যাদিবা কাকাতং গ্রাহং উপ০ ॥ ৩২ ॥  
সন্নিতেন তৈমিনীকিতং তং মণ্ডনং ব্যাস উবাচ । হে বৎস ।  
জ্ঞাতং সাক্ষাৎকৃতমাত্মতত্ত্বং যেম তং ধূতা বিগতা পুত্রদায়লো-  
কেষণা যস্মাত্তং যমিনং প্রতি যদ্ দুর্ভাষঃ জ্ঞপসি ইয়মনিন্দিতাজ্ঞা-  
নামাচারণা আচারো ন ভবতি ইত্যবদ্য০ ॥ ৩৩ ॥ তথাচা-

নিমিত্তায়া স্বমেবং কর্তুং বোধ্যোহসীত্যানো যতিঃ স্বয়মেব  
বিষ্ণুরাগতঃ ইতি মত্বা জ্ঞাতাজ্ঞতস্বং ধুতৈষণং যমিনমিসমাশু  
শীঘ্রং স্বং সম্ভবতঃ । ইতোবাং প্রকারেণাভিবং বচনকৃতং আভ্যবো-  
হকৌকর্তো ক্লেপে নাস্তবচনমিতি ইতি মেদিনী । জ্ঞাতবিধিঃ প্রতীতঃ  
প্রখ্যাতঃ তং মণ্ডনং সূধ্যগ্রণী মূনি ক্যাসঃ সাধু বধ্যাত্তাত্বা-  
হশিবং শিক্ষণং কৃতবান্ ই০ ॥ ৩৪ ॥ অথ ব্যাসকৃতশিক্ষান-  
তরং স মণ্ডনপণ্ডিতোহপি শান্তঃ সন্ জলং উপস্পৃশ্য চামমা-  
দিকং কৃত্বা ব্যাসাজ্ঞয়া স্বয়ং চ শাস্ত্রবিৎ মহর্ষিঃ শঙ্করাচার্য্য-  
মর্চয়িত্বা তৈক্ষ্যকৃতে তৈক্ষ্যার্থং শ্রমস্তবৎ উপ০ ॥ ৩৫ ॥ এবং  
তৈক্ষ্যকৃতে মণ্ডনেন নিমন্ত্রিতো মহর্ষিঃ কিমুক্তবানিত্যত আহ ।

বিশ্বরূপ অহঙ্কারের সহিত এইরূপ দুর্ভাষ্য প্রয়োগ  
করিবার পর শঙ্কর ক্রুদ্ধ না হইয়া বরং কেবলমাত্র  
অত্যন্ত কৌতুকবশতঃ সেই সেই দুর্ভাষ্যের সুন্দর  
প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন—তখন শ্রিতবদনে তৈমিনি  
মণ্ডনকে অবলোকন করেন । মহর্ষি বেদব্যাস শঙ্ক-  
রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন—বৎস ! যে  
ব্যক্তি আত্মভবের সাক্ষাৎকার করিয়াছেন ; যাহার  
শ্রীপুত্রাদির কামনা একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে ;  
তাহার উপর এরূপ কটুবাণ্য প্রয়োগ করা কখনই  
সাধুলোকের আচার নহে । ৩২ । ৩৩ ।

“এই ব্যক্তি যতি—সুতরাং এব্যক্তি স্বয়ং  
বিষ্ণু তোমার গৃহে আগমন করিয়াছেন” ইহা বোধ  
করিয়া শীঘ্র ভূমি যতিকে নিমন্ত্রণ কর । তখন  
নিজবচনের আজ্ঞাবর্তী ঐ বিধিজ্ঞ মণ্ডনকে পণ্ডিতা-  
গ্রণী মহর্ষি বেদব্যাস এইরূপে উত্তম শিক্ষা দান  
করিলেন । ৩৪ ।

অনন্তর মণ্ডনপণ্ডিত শাস্ত্রমূর্তি ধারণ ও আচ-  
মনাদি করিয়া ব্যাসের আজ্ঞানুসারে শাস্ত্রবিৎ-  
পণ্ডিতের মত সসঙ্কমে মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের অর্চনা  
করিয়া তিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন ।  
৩৫ ।

ভগবান্ বলিলেন—হে প্রিয়দর্শন ! আমি তর্ক

শিষ্যত্বপণা প্রদেয়া নাস্ত্যাদয়ঃ প্রাক্তনভক্তভৈক্ষ্যে ॥

॥ ৩৬ ॥ মম ন কিঞ্চিদপি ধ্রুবমীপ্সিতং শ্রুতি-  
শিরঃপথবিস্তৃতিমন্তরা । অবহিতেন মথেষবধীরিতঃ  
স ভবতা ভবতাপহিমহু্যতিঃ ॥ ৩৭ ॥ জগতি সম্প্রতি

স চ মহর্ষিরব্রবীৎ হে সৌম্য ! প্রিয়দর্শন । বিবাদভিক্ষামিচ্ছন  
তবৎসরোধিঃ তব সমীপমাগতোহস্মি । তস্মাৎ সা বাদভিক্ষা-  
শ্রোতৃশিষ্যত্বপণা প্রদেয়া । প্রকৃতান্নভৈক্ষ্যে তু মমাহমো নাতি ।  
॥ ৩৬ ॥ নহু বাদবাণ্যাত্মভৈক্ষ্যকারণং ককনাশ্রয়েদিতি ।  
সংতাপিনস্তব নিবিদ্ধাঃ বাদভিক্ষাঃ কথং বাচস ইতি চেত্তদাহ  
মমেতি । শ্রুতিশিরসাং বেদান্তানাং পদাং মার্গভুক্ত বিতৃষ্টিং বিস্তারঃ  
বিমা মম কিঞ্চিদপি ধ্রুবমীপ্সিতমজ্ঞানাপ্রাপ্তিকিং ন ভবতি ।  
তথাচ স্বধ্যাত্যাদ্যর্থঃ বাদাদ্যাশ্রয়নিবেধপরমুদাহৃতবাচ্যঃ ন  
তু কথয়োজনবাদাশ্রয়নিবেধপরঃ । এতাদৃশবাদস্ত লোকো-  
পকারকত্বাৎ ন পদাঃ ভব এব তাপঃ দুঃখং সংসারসংস্কারাধ্যাত্মি-  
কাধিদৈবিকাধিতৌতিকলক্ষণং দুঃখমিতি বা তত্ত হিমহু্যতি-  
শব্দঃ । ঔফানিবৃতিপূর্বকশৈত্যজনকহিমহু্যতিবৎ নিখিল-  
দুঃখনিবৃতিপূর্বকপরমানন্দপ্রাপ্তিকর ইত্যর্থঃ । মথেষু যজ্ঞেষু  
বহিতেন সাবধানেন ভবতাঃ বধীরিতস্তিরস্কৃতঃ ক্রতঃ ॥ ৩৭ ॥

ভিক্ষা ইচ্ছা করিয়া আপনার সন্নিকটে উপস্থিত  
হইয়াছি । অতএব (যে জন বিবাদে পরাস্ত হইবে  
সেই তাহার শিষ্য হইবে) এইরূপ পণ করিয়া  
আমাকে সেই তর্কভিক্ষা দান করুন । কিন্তু  
এই চিরপ্রসিদ্ধ অন্ন ভিক্ষায় আমার কোন প্রয়ো-  
জন নাই । ৩৬ ।

আপনি ইহা বিশেষরূপে জানিবেন যে,  
বেদান্ত শাস্ত্রের পথ বিস্তার করা ব্যতীত আমার  
আর কোন বস্তুই বাঞ্ছনীয় নহে । তাহার নিমিত্ত  
শাস্ত্রীয় বিবাদ করিলে সকল লোকের নিতান্ত

তং প্রথয়াম্যহং সমভিভূয় সমস্তবিবাদিনম্ ।  
ত্বমপি সংশ্রয় মে মতমুত্তমং বিগদ বা বদ বাহস্মি-  
জিতস্থিতি ॥ ৩৮ ॥ ইতি যতিপ্রবরস্ত নিশম্য তদ্  
বচনমর্থবদাগতবিস্ময়ঃ । পরিভবেণ নবেন মহা-  
যশাঃ স নিজগৌ নিজগৌরবমাস্থিতঃ ॥ ৩৯ ॥ অপি

অতো যো বেদান্তমার্গো ভবদাদিভিরবধীরিতস্তমহং সমস্ত-  
বিবাদিনং সমাগতিভূয় তিরস্কৃত্য জগতি প্রথয়ামি সর্বোৎ-  
কৃষ্টত্বেন একটীকরোমি । তস্মাৎ ত্বমপি মে মতং বেদান্তসিদ্ধা-  
ন্তমুত্তমং সংশ্রয় । বিগদ বা বদ বা বিবাদং কুরু জিতস্থিতি-  
জিতোহস্মীত্যেবং বা বদ ॥ ৩৮ ॥ ইতি যতিপ্রবরস্ত তৎ তাদৃ-  
শমর্থবক্তং বচনং নিশম্যার্থবদচোহর্থযুক্তং বচনং নিশম্য শ্রুত্ব  
নবেন অপূর্ণেন পরিভবেণ তিরস্কারেণাগতবিস্ময়ঃ প্রাপ্তবিস্ময়ঃ  
স মণ্ডনো নিজগৌরবমাস্থিতো নিজগৌ জগাদ ॥ ৩৯ ॥ সহস্র-

উপকার করা হইবে । আপনি যজ্ঞকার্য্যে ব্রত  
হইয়া সেই ভবতাপহারী বেদান্তপথের উপর তির-  
স্কার করিয়াছেন । ৩৭ ।

আপনারা যে সমস্ত মহৎ লোকে বেদান্তকে  
অবজ্ঞা করিয়াছেন, আমি সেই সমস্ত বিবাদীদিগকে  
উত্তমরূপে পরাস্ত করিয়া জগতে সেই বেদান্তমার্গ  
উত্তমরূপে প্রকাশ করিব । অতএব আপনিও বেদা-  
ন্তের সিদ্ধান্ত শুনিয়া হয় আমার উত্তম মত অব-  
লম্বন করুন—নয় বিবাদ করুন—নয় বলুন—আমি  
পরাজিত হইলাম । ৮৩ ।

যতিরাজের এইরূপ উৎকৃষ্ট ও অর্থযুক্ত গর্বিত  
বাক্য শ্রবণে এবং অপূর্ব তিরস্কারে বিস্ময়াপন্ন হইয়া  
মণ্ডন স্বকীয় গৌরব রক্ষা করিবার মানসে বলিতে  
লাগিলেন । ৩৯ ।

সহস্রমুখে ফণিনামকে ন বিজিতস্তিতি জাতু ফণ-  
তায়ং । ন চ বিহায় মতং শ্রুতিসম্মতং মুনিমতে  
নিপতেৎ পরিকল্পিতে ॥ ৪০ ॥ অপি কদাচিচ্ছদে-  
যাতি কোবিদঃ সরসবাদকথাইপি ভবিষ্যতি । ইতি  
কুতূহলিনো মম সর্বদা জয়মহোজয়মহো স্বয়মা-  
গতঃ ॥ ৪১ ॥ ভবতু সম্প্রতি বাদকথাবয়োঃ ফলতু

মুখে ফণিনামকে শেবনাগে সত্যপায়ং মতুনো জাতু কদাচিৎ  
বিজিত ইতি তু ন ফণতি নৈব বদত্যতোহয়ং বেদসম্মতং মতং  
বিহার পরিকল্পিতে মূনে ক্স্যাসক্ত তব বা মতে ন চ নিপতেৎ ॥  
৪০ ॥ ইদং তু মদন্তিলবিতমেব সিদ্ধমিত্যাশয়েনাহ । অপি  
কদাচিৎ কচ্চন কোবিদঃ পণ্ডিত উদেয্যতি । রসেন সহিতা সরসা  
স চার্সো বাদকথা চ সাপি কদাচিৎ ভবিষ্যতি । ইতি কুতূ-  
হলিনো মমাহো অদ্যায়ং জয়মহো জয়োৎসবঃ স্বয়মাগতঃ ॥  
৪১ ॥ তস্যাৎ সম্প্রতি ইদানীমাবয়ো ক্সাদকথা ভবতু । জায়-

সহস্রমুখ ফণী অর্থাৎ অনুস্তুনাগ বিদ্যমান  
থাকিলেও এই মণ্ডন কখনই ‘বিজিত হইলাম’  
এই কথা মুখ দিয়া বলিবে না । অতএব বেদসম্মত  
মত পরিত্যাগ করিয়া নূতন ও কল্পিত আপনার  
বা মহর্ষি বেদব্যাসের মতে কি করিয়া আমি সম্মতি  
দান করিব ? ৪০ ।

ইহা আমারও চিরকালের জন্য বাঞ্ছনীয় আছে  
যে, যেন কখন কোন পণ্ডিত আমার ভবনে আসিয়া  
উপস্থিত হয় এবং তাঁহার সহিত যেন আমার  
সম্পূর্ণ বিবাদ হয় । এইবিষয়ে সর্বদাই আমার  
অত্যন্ত কৌতূহল ছিল । কিন্তু ভাগ্যক্রমে অদ্য  
সেই উৎসব স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছে । ৪১ ।

সম্প্রতি আমাদের দুইজনের বিবাদ হউক এবং

পুঙ্কলশাস্ত্রপরিশ্রমঃ । উপনতা স্বয়মেব ন গৃহ্যতে ন-  
বস্তুধা বস্তুধাভবনেন কিং ॥ ৪২ ॥ অয়মহং যমহস্ত-  
রপি স্বয়ং শময়িতা ময়ি তাবকসঙ্গিরাঃ । সুক-  
লহং কলহংসকলাভূতাং দিশ সুধাং শুসুধামল-  
সত্তনো ! ॥ ৪৩ ॥ অপিতু দুর্হৃদয়স্বয়কাননকতি-

মানরা চ বাদকথয়া শাস্ত্রপরিশ্রমঃ ফলতু সকলো ভবতু ।  
বহুকালমারত্যা অভিলাষান্ধা অমৃততুল্যা বাদকথা গ্রহীতুং  
যোগ্যোবেত্যাশয়েনাহ । স্বয়মেবোপনতা সমীপমাগতা তব  
নবীনা অননুভূতপূর্বা সুধা বস্তুধাভবনেন ভূমিনিবাসিনা মতোঁন  
কিং ন গৃহ্যতে অপি তু গৃহ্যত এবৈত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ স্বগৌরবং  
দ্যোতয়ন্ স্বমিন্ বাদাশ্রকং সুকলহং প্রার্থয়তে । অয়মহং  
মণ্ডনঃ যমস্ত মৃত্যো হৃদরীখরস্তাপি শময়িতা ঈশ্বরস্তাপি যমহ-  
স্তৃত্বং তু মৃত্যু যন্তোপসেবনমিতি শ্রুতিসিদ্ধং । নিরীশ্বর-  
বাদিমীমাংসকল্পাদীষরো নাস্তীতি স্থাপনেন তস্তাপি হং শমন-  
কর্তা । এতাদৃশে ময়ি কলহংসানাং কলা বিভ্রতীতি তাস্তাঙ্গাং  
কলহংসকলাভূতাং তাবকসঙ্গিরাঃ সুকলহং দিশ ঈশ্বর । এতস্মিন্  
যোগ্যোগ্রহীতি সূচয়ন্ সোধয়তি । সুধাংশোশচলস্ত যৎ সুধাম  
তধরসন্তী দ্যোতমানা তন্ যন্ত তন্ত সোধনং হে সুধাংশুসুধা  
মলসত্তনো ইতি ॥ ৪৩ ॥ মম বাক্চাতুর্য্যমজ্ঞাত্বা মরা সহ বাদ-

সেই তর্কদ্বারা শাস্ত্রীয় পরিশ্রম সফল হউক । ভূতল-  
বাসী মানবেরা কি আপনার এই অপূর্ব তর্কস্থধা  
গ্রহণ করিবে না ? ৪২ ।

আমি মণ্ডন—আমি যমবিনাশী ঈশ্বরেরও নাশ  
কর্তা । ঈশ্বর যে যমবিনাশী তাহা শ্রুতিসিদ্ধ ।  
নিরীশ্বরবাদী মীমাংসকেরা বলেন “ঈশ্বরো নাস্তি”  
আমি তাহা অভাবে স্থাপন করিয়াছি বলিয়া  
সুতরাং তাহাদেরও বিনাশকর্তা । অতএব হে  
চন্দ্রোপম । এক্ষণে আমার উপরে আপনার কলহং-

কঠোরকূঠারধুরকর।। ন পটুতা মম তে অবগান্তিকং  
মমু গতানুগতখিলদর্শনা ॥৪৪॥ অত্যন্তমেতদ্বতে  
রিতং মূনে ! তৈক্ষাং প্রকুর্বে যদি বাদদিংসুতা ।  
গতোহস্য মোহং শ্রুতবাদবার্তয়া চিরেপ্সিতেয়ং

মিচ্ছসীতি সূচয়মাং । অপিতু হৃদয়মাংসং অরোপকং এব কাননং  
বনং তত্ত কতো জ্ঞেয়মে কঠোরকূঠারধুরকর। কঠোরকূঠার-  
তুল্যা । অমুগতানুগতখিলদর্শনানি লক্ষণানি ইমা অমু-  
গতানুগতখিলদর্শনানি যত্নমিতি বা । এবমিথা মম  
পটুতা চাতুরী মম নিশ্চয়েন তে তব অবগত কর্তৃত্বিকং সমীপং  
ন গত। ন প্রাপ্য। যতো যতো নবমতিক্ষাং বাচন ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥  
কিঞ্চাত্মমিতি । হে মূনে ! যদি তব বাদদিংসুতা বাদদানেচ্ছসু  
১০ হি বাদভৈক্ষ্য প্রকুর্বে ইতোতদ্বতেহত্যরসীমিতং কপিতং ।  
যত ইয়ং শ্রুতা বা বাদবার্তা শুভৈব বাচনাং বিনৈব বাহং কর্তুং  
গতোদ্যমঃ প্রাপ্যোদ্যমঃ । ইয়ং কৃত ইত্যত আহ । যত ইয়ং  
বাদবার্তা চিরেপ্সিতা চিরকালানন্ত মিচ্ছ। তর্হি কিমিতি কেন-

সের মত গস্তীর বাক্যদ্বারা শীঘ্র শাস্ত্রীয় কলহ  
আদেশ করুন ॥ ৪৩ ॥

আপনি আমার বাক্ চাতুর্য্য না জানিয়া আমার  
সহিত বিবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন । আমার  
পটুতার কথা কি অদ্যাপি আপনার কর্ণকুহরে  
প্রবেশ করে নাই ? । অধিক কি বলিব—যাহা-  
দের হৃদয় কলুষিত, তাহাদের গর্ব্ব বনচ্ছেদ  
করিতে আমার পটুতা কঠোর কূঠার তুল্য জানি-  
বেন । এমন কি—জগতে সমস্ত শাস্ত্র আমার  
ঐ পটুতার অনুগামী জানিবেন । ৪৪ ।

মুনিবর ! “যদি আমি তর্কদান করিতে ইচ্ছা  
করি, তাহা হইলেই আপনি তিকা করিবেন” আপ-  
নার একথা অত্যন্ত নিকৃষ্ট । কারণ, আমি বাদের

বদিতা ন কশ্চন ॥৪৫॥ বাদং করিষ্যামি ন সন্দি-  
হেহত্র জয়াজয়ো নো বদিতা ন কশ্চিৎ । ন কণ্ঠ-  
শোবৈককলো বিবাদো মিথো জিগীষু কুরুতস্ত  
বাদং ॥৪৬॥ বাদে হি বাদিপ্রতিবাদিনো যৌ বিপক্ষ-  
পক্ষগ্রহণং বিধত্তঃ । কা নো প্রতিজ্ঞা বদতোশ্চ

চিদবাদো ন কৃত ইতি তত্রাহ । বদিতা বাদকর্তা ন কশ্চন  
জ্ঞেয়পি ন মিলিত ইত্যর্থঃ উৎ ॥ ৪৫ ॥ বাদং করিষ্যামি অত্র-  
বাদকরণে ন সন্দিহে সন্দেহঃ ন করোমি । পরন্তু নো আবয়ো-  
জয়াজয়ো অয়ং জয়ং প্রাপ্যোহয়ং পরাজয়মিতি বদিতা কশ্চিন্  
মধ্যাহ্নে ন ভবতি চেতিত্যাং । যত আবয়ো কিংবাদঃ কণ্ঠস্য  
শোষ এতৈকং ফলং যত ন কণ্ঠশোবৈককলো ন ভবতি । তু  
শক্যো হর্থঃ হি যস্মাৎ পরস্পরং বিজিগীষু বিবাদং কুরুতঃ অত-  
ইত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥ বাদরীতিং দর্শয়তি । হি যস্মাৎ বাদে বাদি-  
প্রতিবাদিনো যৌ বিপক্ষপক্ষয়ো গ্রহণং বিধত্তঃ । ইতি রীতি-

কথা শুনিয়াই আপনার সহিত বিবাদ করিতে কৃত-  
সঙ্কল্প হইয়াছি । ওরূপ বাদকর্তা একজন উপস্থিত  
হয় ইহা আমার চিরদিন প্রার্থনীয় ছিল । কিন্তু  
দুর্ভাগ্যক্রমে কোন বিবাদকর্তা আমায় গৃহে কখন  
আগমন করেন নাই । ৪৫ ।

আমি যে তর্ক করিব তাহাতে আর কোন  
সন্দেহ নাই । পরন্তু আমাদের দুই জনের ( এই  
জন জয়ী, এবং এই জন পরাজয়ী ) এরূপ কথা  
বলিবার জন্য কোন মধ্যস্থ থাকিবে না । কারণ,  
আমাদের বিবাদের ফল যে কেবল কণ্ঠ শুষ্ক হওয়া  
তাহা নহে, কিন্তু পরস্পর জয়েছু হইয়া বিবাদ  
করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য । ৪৬ ।

বাদে বাদী এবং প্রতিবাদী এই উভয়ই বিপক্ষ



তত্ৰাং কিং মানমিচ্ছং বদ কঃ স্বভাবঃ ॥ ৪৭ ॥ কঃ  
পাক্ষিকৌহং গৃহমেধিসত্তমস্তং ভিক্ষুরাজো বদভা-  
মনুত্তমঃ । জয়াজয়ো নো সপণো বিধীয়তাং  
ততঃ পরং সাধু বদাব হুশ্মিতৌ ॥ ৪৮ ॥ অদ্যাতি-  
ধন্যোহস্মি যদার্য্যপাদো ময়া সহাত্যর্থরতে বিবাদং ।  
ভবিষ্যতে বাদকথা পরেদ্ব্যর্থ্যাধ্যাত্মিকং সম্প্রতি

কৰ্ম্মকুৰ্য্যাম্ ॥ ৪৯ ॥ তথেন্টি সূক্তে শ্মিতশঙ্করেণ  
ভবিষ্যতে বাদকথাস্ত এষ । তৎ সাক্ষিত্যবৎ  
ব্রজতাং মুনীন্দ্রাবিত্যর্থয়দ্বাদরিজৈমিনী সঃ  
॥ ৫০ ॥ বিধায় ভাৰ্য্যাং বিদুষীং সদস্তাং বিধীয়তাং  
বাদকথা শ্রুধীক্স ! । ইথং সরস্বত্যবতারতাজো  
তদ্ব্যর্থপদ্যাস্তমভাষিতাং ॥ ৫১ ॥ অথানুমোদ্যা-

তস্যার্ণো আবয়ো কিরদতোঃ প্রতিজ্ঞা কা তস্যাং প্রতিজ্ঞায়াং  
মানং প্রমাণং কিমিচ্ছং । স্বভাবঃ স্বীয়ো ভাবোহতিশায়ঃ ॥ ৪৭ ॥  
কঃ পাক্ষিকঃ সপীপতো মধ্যস্থঃ ক ইতি সৰ্ব্বং বদ । কিঞ্চাহং  
গৃহমেধিসত্তমস্তং বদতামনুত্তমো ভিক্ষুরাজতাদাদো নো  
জয়াজয়ো সপণো বিধীয়তাং । ততঃ পরং সাধু বদাব হুশ্মিতৌ বদাব  
বাদং করাব ॥ ৪৮ ॥ এবং প্রাগল্ভ্যাপূৰ্ব্বকমুক্তা মন্তাপূৰ্ব্বক-  
মাহ । অদ্যাহমতিধন্যোহস্মি যদ্ব্যর্থ্যপাদো ভবান্ ময়া সহ

বিবাদমভ্যর্থরতে প্রার্থয়তে ॥ ৪৯ ॥ বাদকথাস্ত এষ ভবিষ্যত ইতি ।  
তথৈব শ্মিতসূক্তেন শঙ্করেণ হুত্বং সতি হে মুনীন্দ্রো ! তস্য  
বিবাদস্য সাক্ষিত্যবৎ ব্রজতমিচ্ছি বাসজৈমিনী সঃ মণ্ডনঃ প্রার্থ  
য়ৎ ॥ ৫০ ॥ তত মণ্ডনস্য ধর্ম্মপদ্যাস্তঃ সরস্বত্যবতারতাজো  
সরস্বত্যবতারভূতভ্যাজিতো হে শ্রুধীক্স ! বিদুষীং ভাৰ্য্যাং সদস্তাং  
বিধায় বাদকথা বিধীয়তামিত্যনেন প্রকারেণ তৎ মণ্ডনমভা-

এবং স্বপক্ষের মত গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাই  
বাদের রীতি জানিবেন । অতএব আমরা দুইজনে  
যে বিবাদ করিব, আমাদের প্রতিজ্ঞা কি ? এবং  
সেই প্রতিজ্ঞাবিষয়ে কি প্রমাণ ? ও স্ব স্ব অভি-  
প্রায় কি ? । ৪৭ ।

আমাদিগের বিবাদস্থলে কে মধ্যস্থ হইবে ? আমি  
গৃহস্থ লোকের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি । আপ-  
নিও বিবাদীগণের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ভিক্ষুক  
লোক । অতএব প্রথমে আমাদের জয় এবং  
পরাজয়ের কোন একটা পণ করা আবশ্যক । তাহা  
হইলে আমরা সহাস্রবদনে বিবাদ করিতে পারিব ।  
। ৪৮ ।

মণ্ডন এতক্ষণ পর্য্যন্ত সগর্বে কথা কহিতেছিলেন,

পরে নত্বতার সহিত বলিতে লাগিলেন ; অদ্য আমি  
অতিশয় কৃতার্থ হইলাম । কারণ, আপনার তুলা  
মহাত্মা ব্যক্তি যখন আমার সহিত বিবাদ করিতে  
উদ্যত হইয়াছেন । আমাদের বাদানুবাদ পরদিন  
হইবে, সম্প্রতি আমি ধর্ম্মাধ্যাত্মিক কার্য্য সকল  
করিতে ইচ্ছা করিয়াছি । ৪৯ ।

তাহার কথা শুনিয়া শঙ্কর সহাস্র বদনে বলিতে  
লাগিলেন ; আচ্ছা বাদকথা আগামী দিবসেই  
হইবে তাহা শুনিয়া মণ্ডন মুনিষয়কে সম্বোধন  
করিয়া বলিলেন—আপনারা দুইজনে আমাদের এই  
বিবাদে সাক্ষী হউন । ৫০ ।

বাদরায়ণ এবং জৈমিনী ঐ উভয়েই মণ্ডনের  
পত্নীকে সরস্বতীর অবতার বলিয়া জানিতেন ।  
সুতরাং তাহারা মণ্ডনকে বলিতে লাগিলেন—হে

ভিত্তং মুনিভ্যাং স মণ্ডনার্থাঃ প্রকৃতং চিকীৰ্ষুঃ ।  
 জানর্চা দৈবোপগতান্ মুনীজ্ঞানগীনিব ত্রীন্ মুনি-  
 শেখরাংস্তান্ ॥ ৫২ ॥ ভূক্তোপবিষ্টস্ত মুনিভ্যস্ত  
 শ্রমাপনোদায় তদীয়শিষ্যো । অতিষ্ঠতাং পার্শ্ব-  
 গতাববুকৌ সচামরৌ বীজমমাচরন্তৌ ॥ ৫৩ ॥ অথ  
 ক্রিয়াস্তে কিল সুপবিষ্টোক্তযাস্তবেদার্থবিদশ্রয়ো-  
 ৩মী । অমন্ত্রয়ংচারু পরম্পরং তে মুহূর্ত-

বিবাতামুক্তবন্তৌ ॥ ৫১ ॥ মুনিভ্যাং বাসজৈমিনিভ্যাং ॥ ৫২ ॥  
 বীজমং চামরসকালনমাচরন্তৌ দ্বিতবন্তৌ ॥ ৫৩ ॥

ঋগ্ যজুঃ সামাখ্যবেদত্রয়া অন্তঃ উপনিষদ্ ভাগন্তেন তত্র বা  
 বেদার্থং পরপুরুষার্থ তৃতং পরমাত্মানং জানন্তীতি ত্রয়াস্তবেদার্থ-  
 বিদোহমীতরো বাস জৈমিনী শঙ্করাঃ ক্রিয়ারাঃ পূর্বোক্তায়া

স্বধীবর ! তুমি তোমার পণ্ডিতা ধর্মপত্নীকে এই  
 কার্যে সাক্ষী রাখিয়া বানকার্য্যে প্ররম্ভ হইও ॥ ৫১ ॥

বেদবাস এবং জৈমিনী অনুমোদন করিয়া যাহা  
 বলিলেন সেই অনুমোদিত কার্য্য করিতে ইচ্ছা  
 করিয়া আর্ষ্য মণ্ডন আহবানীয়, গার্হপত্য এবং দক্ষিণ  
 নামক তিনপ্রকার বেদোক্ত অগ্নির তুল্য তিন জন  
 মুনিকে যথাবিধি অর্চনা করিলেন ॥ ৫২ ॥

তিনজন মুনি আহার করিয়া উপবেশন করি-  
 বার পর তাঁহাদের শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত মণ্ড-  
 নের দুইজন শিষ্য পার্শ্ব উপবেশন করিয়া চামর-  
 হস্তে বীজম করিতে লাগিল ॥ ৫৩ ॥

ঋক্, যজুঃ, সাম এই ত্রয়ীভাগের মধ্যে যেন  
 সর্ববেদা, পরমপুরুষ, পরমাত্ম তত্ত্বজ্ঞ ঐ বাস,  
 জৈমিনী এবং শঙ্কর তিনজন মুনিবর পূর্বোক্ত

মাত্রাং কিমপি প্রকৃষ্টাঃ ॥ ৫৪ ॥ তেষাং দ্বিজেন্দ্র-  
 গৃহনির্গতানামদর্শনং জগদ্রজসো দ্বৌ । রেবাতটে  
 রম্যকদম্বশালে দেবালয়েহবস্থিতবাংস্তৃতীয়ঃ ॥ ৫৫ ॥  
 ইতি স যতিবরেণো দৈবযোগাদ্ গুরুণামিতর জন-  
 দুরাপং দর্শনং প্রাপ্য স্রষ্টঃ । তদুদিতবচনানি

অন্তে সুপবিষ্টাঃ পরম্পরং প্রকৃষ্টা তে মুহূর্তমাত্রং চাককিমপি  
 অমন্ত্রয়ং ॥ ৫৪ ॥ দ্বিজেন্দ্র মণ্ডনসা গৃহনির্গতানাং মঠোদ্যো  
 বাসজৈমিনী শীত্রে অদর্শনং প্রাপতু তৃতীয়ঃ শঙ্করাচার্য্য রেবাতা  
 নন্দদায়ান্তটেরম্যাঃ কদম্বাঃ সালশ্চ যস্মিন্ তস্মিন্ দ্বিতে  
 দেবালয়েহবস্থিতবান্ ॥ ৫৫ ॥ ইতোবাং প্রকারেণ যতিশ্রেষ্ঠঃ গুরুণা-  
 মিতি বহুবচনমাদর্শনং বাসজৈমিন্যোদর্শনমিতরজনৈঃ প্রাপ্তু-  
 যশকাং দৈবযোগাৎ । প্রাপ্যস্রষ্ট তৈত্ত্বিকভিকৃদিতানিঃচনাত্মক-

আহার কার্য্যের অন্তে উপবেশন করিয়া পরস্পর  
 কৃষ্টিচিহ্নে মুহূর্তকাল অনির্বচনীয় বিষয় সকল  
 মন্ত্রণা করিলেন ॥ ৫৪ ॥

দ্বিজবর মণ্ডনের গৃহ হইতে যে তিনজন মুনি  
 বহির্গত হইলেন, তন্মধ্যে দুইজন অর্থাৎ বাস এবং  
 জৈমিনী শীত্রেই অন্তর্ধান হইলেন । অবশিষ্ট  
 শঙ্করাচার্য্য এবং কদম্ব ও সালবৃক্ষশোভিত রেবা-  
 নদীর রমণীয় তটে একদেবালয়ের মধ্যে অবস্থিতি  
 করিলেন ॥ ৫৫ ॥

বেদবাস এবং জৈমিনী এই দুইজন গুরুর  
 দর্শন পাওয়া অপরের পক্ষে একান্ত দুর্লভ । দৈব-  
 যোগে তাঁহাদের দর্শন পাইয়া অত্যন্ত কৃষ্টি হইয়া-  
 ছিলেন । এবং তাঁহারা যে সমস্ত অমৃততুল্য বাক্য  
 বলিয়া গিয়াছেন, আপনার শিষ্যদিগকে তাহা

শ্রাবণাশ্রমশিষ্যাননয়দয়ততুল্যানাশ্রবিতাঃ ত্রিযামাম্ ।  
৫৬ ॥ প্রাতঃ শোণসরোজবান্ধবরুচিপ্ৰদ্যোতি-  
তে বোমনি প্রখ্যাতঃ স বিধায় কৰ্ম নিয়তং প্রজ্ঞা-  
বতামগ্রণীঃ । সাকং শিষ্যবরৈঃ প্রপদ্য সদনং সন্-  
মণ্ডিতং মাণ্ডনং বাদায়োপবিবেশ পণ্ডিতসভামধ্যে  
মুনি ধোয়বিৎ ॥ ৫৭ ॥ ততঃ সমাদিশ্য সদস্যতায়াং  
সধর্ম্মিনীং মণ্ডনপণ্ডিতোহপি । স শারদাং নাম সম-

তুল্যানি শ্রাবণান্ শ্রাবণম্ কাং ত্রিযামাং রাতিমাশ্রবিতময়ং ॥  
৫৬ ॥ প্রাতঃকালে শোণসরোজনাং বান্ধবস্বাস্থ্যস  
কচ্যা কান্ত্যা প্রদ্যোতিতে বোমজ্ঞাকালে সতি স গতিপ্রবরঃ  
প্রজ্ঞাবতামগ্রণী নিয়তং নিত্যং কৰ্ম্ম স্মানাদি বিধান শিষ্যবরৈঃ  
সাকং মণ্ডনসোদং মাণ্ডনং সদনং ভবনং সতি পণ্ডিতং প্রপদ্য প্রাপ  
দোয়ং ব্রহ্ম জ্ঞানাতীতি ধোয়বিম্মুনিঃ পণ্ডিতসভামধ্যে বাদায় উপ-  
বিবেশ । পাঠান্তরে তু মণ্ডনং প্রভীতি বাঞ্ছোয়ং শাদৃ ॥ ৫৭ ॥  
ততঃ সভামধ্যে বাদার্থং যতঃকপবেশনস্তানস্তরং স মণ্ডন  
পণ্ডিতোহপি সধর্ম্মিনীং ভাষ্যাং শারদাং সরস্বতীং নাম প্রসিদ্ধাং

শ্রবণ করাইয়া আত্মজ্ঞানী যতিবর শঙ্কর ঐস্থানে  
রজনী অতিবাহিত করিলেন । ৫৬ ।

ব্রহ্মজ্ঞানী শঙ্কর প্রাতঃকালে পদ্মবান্ধব দিবা-  
করের রশ্মিজালে গগনমণ্ডল অলঙ্কৃত হইলে, অবশ্য  
কর্তব্য কৰ্ম্ম সকল সমাপ্ত করিয়া প্রধান প্রধান  
শিষ্য সমভিব্যাহারে পণ্ডিতভূষিত মণ্ডনপণ্ডিতের  
গৃহে গমন করিয়া পণ্ডিত সভামধ্যে তর্কের জন্য  
উপবেশন করিলেন । ৫৭ ।

যতিবর সভামধ্যে বাদের নিমিত্ত উপবেশন  
করিবার পর মণ্ডনপণ্ডিত সমস্তবিদ্যায় বিশারদ

স্তবিদ্যাশিষ্যবিদ্যাং বাদসমুৎসুকোহভূৎ ॥ ৫৮ ॥  
পত্নী নিযুক্তা পতিদেবতা সা সদন্তভাবে হৃদতী  
চকাশে । তয়ো কিংবেত্তুং ঋততারতম্যং সমা-  
গতা সংসদি ভারতীব ॥ ৫৯ ॥ প্রবুদ্ধবাদোৎসুকতাং  
তদীয়াং বিজ্ঞায় বিজ্ঞঃ প্রথমং গতীক্ৰঃ । পরা-  
বরজঃ স পরাবরৈক্যপরাং প্রতিজ্ঞামকরোৎ স্বকীয়াং

সমস্তবিদ্যায় বিশারদাং কুশলাং সদস্যতায়াং সভানায়কতারাং  
সমাদিশ্য বাদং প্রতি সমুৎসুকঃ সমাণ্ডকর্ষিতোহভূৎ উপে ॥  
৫৮ ॥ সা শারদা পতিদেবতা স্ত্রীদন্তবতী সদন্তভাবে পত্নী  
নিযুক্তাচকাশে । তয়ো যতিমণ্ডনরোঃ ঋতন্ত তারতম্যং বিবেক্তুং  
সমাগতা সংসদি ভারতীব ॥ ৫৯ ॥ তদনন্তরং ভগবান্ ভাষা-  
কারঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষারামাহ । তদীয়া প্রবুদ্ধয়া বা বাদোৎ-  
সুকতা তাং বিজ্ঞায় বিজ্ঞঃ পরাভিপ্রায়জঃ পরং কারণমবরং  
কার্য্যং যথা পরং ভবিষ্যমবরং ভূতং তে পরাবরে জ্ঞানাতীতি পরা-  
বরজঃ । যথা পরে ব্রহ্মাদিরোহররে বস্তুতঃ পরমাত্মানং জ্ঞান-  
াতীতি তথা পরাবরাবীশজীবাত্তেদেন জ্ঞানাতীতি বা । অত  
এতাদৃশঃ স যতীক্ৰঃ প্রথমং পরাবরয়োবীশজীবরোষ্টরৈক্য-

আপনার পত্নী সরস্বতীকে সভার কর্তৃপদে অভি-  
ষিক্ত করিয়া বাদের জন্য অত্যন্ত উৎসুক হইলেন ।  
৫৮ ।

যতি এবং মণ্ডনের বাক্যের তারতম্য বিচার  
করিবার নিমিত্ত সভায় শোভনদন্তযুক্ত ও পতিপরা-  
য়ণা ঐ পত্নী সাক্ষ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শোভা  
পাইতে লাগিলেন । ৫৯ ।

যিনি কার্য্যাকারণবিৎ ; যিনি ভূতভবিষ্যৎবেত্তা ;  
যিনি ব্রহ্ম ও পরমাত্মজ্ঞ, এবং যিনি ঈশ্বর ও জীবের  
অভেদবেত্তা, সেই ভগবান্ ভাষ্যকার, বাদ করি-

॥ ৬০ ॥ ত্রৈলোক্যং পরমার্থসচ্চিদমলং বিশ্বপ্রপঞ্চা-  
গ্ননা শুভ্রী রূপ্যপরাভ্রনেব বহলাজ্ঞানাবৃতং  
ভাসতে । তজ্ জ্ঞানান্নিখিলপ্রপঞ্চনিলয়া স্বাত্ম-

ব্যবস্থা পরং নির্বাণং জনিমুক্তমভ্যুপগতং মানং  
শ্রুতে শ্রুতকং ॥ ৬১ ॥ বাচং জয়ে যদিপরাজয়-  
ভাগহং স্মাং সংশ্রাসমঙ্গ পরিহৃত্য কষায়চৈলং ।

পরং স্বকীয়াং প্রতিজ্ঞামকরোং ॥ ৬০ ॥ তাহেবোদাহরতি  
ত্রৈলোক্যং পরমার্থসচ্চিদামলমলং বহুলেন নিবিড়েনানাদি-  
সিদ্ধেনাজ্ঞানেনাবৃতং সৎ সকলপ্রপঞ্চাগ্ননা ভাসতে । শুভ্রী স্বধা  
রূপ্যপরাভ্রনা রূপ্যায়কং পরস্বরূপেণ ভাসতে তৎ । তত্  
পরাবরৈক্যসা জ্ঞানান্নিখিলপ্রপঞ্চ নিতরাং কাশ্যেনাজ্ঞানেন  
সহ লয়ে বাধো বস্তুমিতি বা । এববিধা বা স্বাত্মনি ব্যবস্থা বা-  
ধিতিঃ সা পরং নির্বাণং জনিমুক্তং জন্মবিমুক্তমভ্যুপগতং ।  
অস্তাং প্রতিজ্ঞায়াং প্রমাণং শ্রুতে শ্রুতকং যোগাভাঃ প্রমাণমিষ্টং  
তথাচ শ্রুতে শ্রুতকং “একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমন-  
স্তম্” বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম সৰ্ব্বং খলিদং ব্রহ্ম বাচারম্ভনবিকারো

বার নিমিত্ত মণ্ডনের উৎসূক্য দেখিয়া পরমাত্মা ও  
জীবাঙ্গার ঐক্য বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন । ৬০ ।

শুভ্রী ( বিমুক্ত ) যজ্ঞপ রজতের স্বভাবাক্রান্ত  
হইয়া রজতরূপে ও রজতাকারে প্রকাশিত হয়,  
তজ্ঞপ নিত্যজ্ঞানসুখস্বরূপ, এক পরমার্থ ও নির্মল  
ব্রহ্ম, নিবিড় ও অনাদি অজ্ঞানে আবৃত হইয়া এই  
অখিল ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকেন । ঐ  
পরমাত্মা ও জীবাঙ্গার ঐক্যজ্ঞান হইলে নিখিল  
জগতের একমাত্র কারণ ঐ অজ্ঞানের সহিত  
যেখানে তাহার লয় হয়, সেই পরমাত্মার বোধই  
পরমমোক্ষ, এবং তাহাই জন্মমুক্ত বলিয়া স্বীকৃত  
হইয়াছে । এইরূপ প্রতিজ্ঞাবিষয়ে বেদান্তশাস্ত্র  
সকল আমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ । “একমেব দ্বিতী-  
য়ম্” তিনি এক ও অদ্বিতীয় । “সত্যং জ্ঞানমন-  
স্তম্” তিনি নিত্য, আনন্দময়, তিনিই জ্ঞানরূপ ।

নামধেয়ং যুক্তিকেতোব সত্যং তরতি শোকমাত্মবিৎ । তত্র কো  
মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি ন স  
পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে ইত্যাদি’ শা. ॥ ৬১ ॥ তত্র পণঃ  
দর্শয়তি বাচমিতি । দৃঢ়চেপ্যন্যজ্ঞয়ে যদি পরাজয়ভাগহং স্মাং তর্হি  
অঙ্গ হে মণ্ডন ! কষায়বস্ত্রং সংশ্রাসং পরিত্যজ্য স্কন্ধং বস্ত্রং  
বসীর আচ্ছাদনার্থমঙ্গীকর্য্যং । ক্রিয়মাণে বাদে জয়াজয়ফলম্

‘সৰ্ব্বং খলিদং ব্রহ্ম’ এই পরিদৃশ্যমান অখিল  
ব্রহ্মাণ্ড কেবল ব্রহ্মময় । “বাচারম্ভনং বিকারো  
নামধেয়ং যুক্তিকেতোব সত্যম্” বাক্যদ্বারা যাহারও  
যে নাম করা যায় তাহা বিকৃতি মাত্র, কিন্তু যুক্তি-  
কাই জগতে সত্য । ‘তরতি শোকমাত্মবিৎ’ আত্ম-  
জ্ঞানী শোক উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন । ‘তত্র কো-  
মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ’ যে ব্যক্তি এক-  
ব্রহ্মমাত্র দর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহার তদবস্থায়  
কি মোহ কি শোক কিছুই থাকে না । ‘ব্রহ্মবেদ  
ব্রহ্মৈব ভবতি’ যিনি ব্রহ্ম জানিয়াছেন তিনি ব্রহ্ম ।  
“ন স পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে” সে লোক  
আর সংসারে গমন করেন না, সে লোক আর  
সংসারে আগমন করেন না । এই সমস্ত বেদান্ত  
বাক্যই আমার প্রমাণ জানিবেন । ৬১ ।

নিশ্চয়ই আমার জয় হইবে, তবে, যদি আমি  
পরাজয়ভাগী হই, তাহা হইলে হে মণ্ডন ! আমি  
হরিদ্রাবর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া আপনার মতন  
শুক্লবস্ত্র পরিধান করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করি-



শুরুঃ বসীয় বসনঃ স্বয়ভারতীয়ঃ বাদে জয়াজয়কল-  
প্রতিদীপিকাঃ ॥ ৬২ ॥ ইথং প্রতিজ্ঞাঃ কৃতবজ্জ-  
দারাঃ শ্রীশঙ্করে ভিক্ষুবরে স্বকীয়ঃ । স বিশ্বরূপো  
গৃহমেধিবর্ষাশ্চক্রে প্রতিজ্ঞাঃ স্বমতপ্রতিষ্ঠাম্ ॥ ৬৩ ॥  
বেদান্তা নপ্রমাণঃ চিতি বপুষি পদে তত্র সঙ্গতায়ো-  
গাৎ পূর্বো ভাগঃ প্রমাণঃ পদচয়গমিতে কার্যাবস্তম্-

শেষে । শঙ্কানাং কার্যমাত্রঃ প্রতিসমধিগতা  
শক্তিরভ্যুদয়তানাং কর্তব্যতো যুক্তিরিষ্টা তদিহ তদু-  
ভৃতামায়ুসঃ স্তাৎ সমাপ্তেঃ ॥ ৬৩ ॥ বাদে কৃতেহস্মিন  
যদি মে জয়াশ্চক্রেয়োদিতাৎ স্তাদ্ বিপরীতভাবঃ ।  
যেয়ঃ স্বরাহভুদাদিতা প্রসাক্ষ্যে জানাতি চেৎ সা  
ভবিতা বধুশ্চে ॥ ৬৪ ॥ ভেদুঃ পরাজিত ইহাশ্রম-

প্রতিদীপিকা ইত্যভ্যুদয়ভারতী অঙ্ক বঃ ॥ ৬২ ॥ বিশ্বরূপো  
মণ্ডনঃ স্বমতে প্রতিষ্ঠা বসাত্ত্বাকৃতপ্রতিজ্ঞাঃ উঃ ॥ ৬৩ ॥  
মণ্ডনকৃত্যঃ প্রতিজ্ঞামুদায়ভি বেদান্তা ইতি । চিতি বপুষি  
চিৎস্বরূপে পদে পরমাত্মনি বেদান্তাঃ প্রমাণঃ ন ভবতি । তত্র  
চিৎস্বরূপে সিদ্ধে বস্তনি কার্যানবস্থিতে সঙ্গতেঃ শক্তেরবোপাদ্ ।  
বেদান্তেভ্যঃ পূর্বো ভাগঃ পদচয়েন পদসমুদায়ান্বকেন বাক্যেন  
গমিতে বোধিকেশেষে কার্যাবস্তনি প্রমাণঃ । অভ্যুদয়তানাং  
প্রসিদ্ধানাং ঘটমানরৈত্যাণিকানাং শঙ্কানাং কার্যমাত্রঃ প্রতি-  
শক্তিঃ সমধিগতা কর্তব্যশ্চ যুক্তিরিষ্টা অভিমতাত্ত্ব কন্ম ইহাস্মিন

লোকে তদুভৃত্যং দেহভৃত্যং জীবানামায়ুষো জীবনস্য সমাপ্তেঃ  
সমাপ্তিপূর্ণ্যভিমিষ্টে ন্যাৎ । যাবজ্জীবনমিহোক্তং কুরাদিতি  
বচনং । সমাপ্তিরিতি পাঠে তু তদুদয়াদিহাস্মিন কর্তব্যনি তদু-  
ভৃতামায়ুসঃ সমাপ্তিঃ সাদিতি ব্যাখ্যায়ঃ অঙ্কঃ ॥ ৬৩ ॥ পদং মণ-  
রতি । অস্মিন বাদে কৃতে সক্তি বদি মে জয়াশ্চক্রে পরাজয়ঃ স্তাৎ  
তর্হি যয়োদিতাৎ বহুতাদ্বিপরীতভাবঃ শুরুবসনঃ গৃহাশ্রমঃ  
বিহার কষায়বস্ত্রপরিধানং স্তাদ্ । বেরমুত্তরভারতী প্রসাক্ষ্যে স্বরা  
কথিতাহভুৎ সৈবেয়ং বধু শ্রে প্রসাক্ষ্যে ভবিতা ভবিষ্যতি উপঃ ।  
॥ ৬৪ ॥ ইহাস্যাং সত্যায়ঃ বাদে বা পরাজিতঃ ভেদুরাশ্রমমদৌ-

লাম । বাদ করিবার কালে এই উত্তরভারতী জয়  
এবং পরাজয়ের বিচার করিবেন । ৬২ ।

ভিক্ষুবর শঙ্কর এইরূপে স্বকীয় মহৎ প্রতিজ্ঞা  
করিবার পর গৃহস্থশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপ স্বীয় মতের পোষ-  
কতার জন্ত প্রতিজ্ঞা করিলেন । আপনি যে  
প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'পরমাত্মা চিৎস্বরূপ (জ্ঞান-  
স্বরূপ) এবিষয়ে বেদান্ত সকল কখনই প্রমাণ  
হইতে পারে না ।' চিৎস্বরূপ নিত্য, তাহার কার্যের  
সহিত সম্বন্ধ না হইলে কোন শক্তির যোগ হইতে  
পারে না । এবং অশেষ কার্য যদি বেদের সমুদায়  
পদ ও বাক্যদ্বারা জানা যায়, তাহা হইলে বেদা-  
ন্তের পূর্ব ভাগ (মামাংসা) কদাচ ঐ কার্যের

প্রমাণ হইতে পারে না । অধিকন্তু ঘটমানয়' ঘট  
আনয়ন কর ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শব্দ সমুদয়ের কার্যের  
প্রতি সকলে কেবল শক্তিই স্বীকার করিয়া থাকেন ।  
অতএব কন্ম হইতেই মুক্তি হয় ইহা আমার অলি-  
মত । এই জগতে ঐরূপ কন্মই শরীরধারী জীব-  
গণের জীবনের শেষ পর্য্যন্ত প্রার্থনীয় । ৬৩ । ৬৪ ।  
এই বিষয়ে বাদ করিয়া যদি আমার পরাজয়  
হয়, তাহা হইলে আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহার  
বিপরীত অর্থাৎ আমিও শুরু বসন ও গৃহস্থাশ্রম  
বিসর্জন দিয়া কষায়-বস্ত্র পরিধান করিব । এবং  
যক্রূপ আপনার সাক্ষ্যকার্যে উত্তরভারতীর নিযুক্ত

নাদদীতেতোতো মিথঃ কৃতপণৌ যতিবিশ্বরূপৌ ।  
অস্বামুদারধিষণামভিষিচ্য সাক্ষ্যে জয়ং বি তেনতু-  
রথো জয়দত্তদৃষ্টী ॥ ৬৩ ॥ আবশ্যকং পরিসমাপ্য  
দিনে দিনে তৌ বাদং সমং ব্যক্তমুতাং কিল সর্ব-  
বেদৌ । এবং বিজেতুমনসোকপবিষ্টয়োস্তাং মালাং  
গলে ঋষিত সোভয়ভারতীয়াং ॥ ৬৭ ॥ মালা যদা  
মলিনভাবমুপৈতি কঠে যস্তাপি তন্তু বিজয়েতর-

কৃত্যাদিতি কৃতপণৌ যতিবিশ্বনো উদারবুদ্ধিব্যাং পরস্বতীং  
সাক্ষ্যেভিষিচ্যথো অনন্তরং জয়ে দত্তা স্থাপিতা দৃষ্টি যাতব্যং  
তৌ জয়ং বিজিতীকৃত্যং বিজেতুম্ কিত্তারিতবস্তাবিত্যর্থঃ ৬৩ ॥  
৬৬ ॥ সর্ববিদৌ সর্বজ্ঞৌ তৌ সমং মিথঃ বাৎ বিজিতমুতাং  
বিত্তারিতবস্তৌ । এবং বিজেতুমনসোকপবিষ্টয়ো যতিবিশ্বনয়ো-  
র্গলে ত্যাং প্রসিদ্ধাং পুষ্পনির্মিত্যমেককং মালাং সেরমুতর-  
ভারতী ঋষিত স্থাপিতবতী ॥ ৬৭ ॥ তয়ো গলে মালাং নিধায়

হইবার কথা হইয়াছে, তদ্রূপ আমার সাক্ষ্যকার্য্যে  
আমার পত্নীও নিযুক্ত থাকিবে । ৬৫ ।

“যে জন এই সভার অথবা এই বাদে পরা-  
জিত হইবেন তিনি জেতার যে আশ্রম সেই  
আশ্রম অবলম্বন করিবেন,” এইরূপ পণ করিয়া  
শঙ্কর ও মণ্ডন, উদারবুদ্ধি সরস্বতীকে সাক্ষ্যকার্য্যে  
অভিষিক্ত করিয়া, ক্রীতপে জয় হইবে তদ্ বিষয়ে  
দৃষ্টি রাখিয়া জয়ের কথা সকল বিস্তার করিতে  
লাগিলেন । ৬৬ ।

সর্বজ্ঞ শঙ্কর এবং মণ্ডন উভয়েই নির্জনে  
বাসিয়া তুল্যরূপে বাদ করিলেন । এবং তাঁহারা দুই-  
জনেই পরস্পরকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত মানস

নিশ্চয়ঃ স্মাৎ । উক্তা গৃহং গতবতী গৃহকর্ম্মসম্পত্তা  
ভিক্ষাশানেহপি চরিতুং গৃহিণীকরিত্যাং ॥ ৬৮ ॥  
অন্তোন্তসমুদয়ফলে বিহিতাদরৌ তৌ বাদং বিবাদ-  
পরিণির্গম্যতনিষ্টাম্ । ব্রহ্মাদয়ঃ সুরবরা অপি  
বাহনন্থাঃ শ্রোতুং তদীয়সদনং স্থিতবন্ত উদ্ধম্ ॥

বহুকবতী তদাহ । যদা যস্মিন্ কালে যদা গলে মালা মলিন-  
ভাবমুপৈতি প্রাপ্তুয়াৎ তস্য তদা বিজয়েতরস্য পরাজয়স্ত  
নিশ্চয়ঃ স্মাদিত্যুক্তা গৃহং গতবতী । যতো গৃহকর্ম্মসম্পত্তা  
অপিচ ভিক্ষা চাশনং ভোজনঞ্চ ভিক্ষাশনে চরিতুং গৃহিণে গৃহস্থা-  
র্গবশনং মকরিতে যতাবৎ ভিক্ষাং নির্মাতুমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥  
সাক্ষ্যে স্থাপিতায়াঃ কৃত্যমুক্তা বাদিকৃত্যমাহ । তৌ যতিবিশ্বনো  
অন্তোন্তসমুদয়ফলে বিহিতাদরৌ বাদং জয়মুকম্যতনিষ্টাং  
বিত্তারিতবস্তৌ । তস্মিন্ কালে ব্রহ্মাদয়োহপি সুরশ্রেষ্ঠা বাহ-  
নন্থাঃ সন্তঃ বিবাদস্য পরিণির্গম্য শ্রোতুং তদীয়ং সদনং ভবনমু-

করিয়া উপবিষ্ট হইবার পর উভয়ভারতী তাঁহাদের  
গলদেশে মালা অর্পণ করিলেন । ৬৭ ।

“যে সময়ে যাহার গলে এই পুষ্পমালা মলিন  
হইবে তৎকালে তাঁহারই নিশ্চয় পরাজয় হইবে,”  
এই কথা বলিয়া গৃহকর্ম্মরতা উভয়ভারতী গৃহধর্ম্ম-  
রত আপনার স্বামীর নিমিত্ত ভোজন এবং ভিক্ষুকের  
নিমিত্ত ভিক্ষাখাদ্য সংগ্রহ করিতে প্রস্থান করি-  
লেন । ৬৮ ।

শঙ্কর এবং মণ্ডন পরস্পর জয়ফললোভে আদর  
প্রকাশ করিয়া জয়েচ্ছার জন্য কথা সকল সবি-  
স্তারে আরম্ভ করিলেন । তৎকালে ব্রহ্মাদি দেবতা  
সকল স্ব স্ব বাহনে আরোহণ করিয়া বিবাদের নির্ণয়

॥ ৬৯ ॥ ততস্তয়োরাশ মহান্ বিবাদঃ সদন্তবিশ্ৰা-  
ণিত সাধুবাদঃ । স্বপক্ষসাক্ষীকৃতসর্ববেদঃ পর-  
স্পরস্যাপি কৃতপ্রমোদঃ ॥ ৭০ ॥ দিনে দিনে চাধি-  
গতপ্রকর্ষো ভূরীভবৎপণ্ডিতসম্মিকর্ষঃ ॥ অন্তোন্ত-  
ভঙ্গাহিততীত্রতর্ষস্তথাপি দূরীকৃতজন্তুমর্ষঃ ॥ ৭১ ॥

দিনে দিনে বাসরমধ মেস। ক্রতে পতিং ভোজন-  
কালমেব । সমেতা ভিক্ষুঃ সময়ঞ্চ তৈক্ষ্যে দিনানা-  
ভুবম্বিতি পঞ্চবাণি ॥ ৭২ ॥ অন্তোন্তমুত্তরমথগুয়-  
তাং প্রগলভং বন্ধাগনৌ স্মিতবিকাসিমুখার-  
বিন্দো । ন শ্বেদকম্পগগনেকগণালিনৌ বা

ধর্মমন্তরিক্কে স্থিতবন্তঃ ॥ ৬৯ ॥ ততো বাদবিত্তারানন্তরং ব্রাহ্মণৈঃ  
স্থিতানন্তরঞ্চ তয়ো গতিমণ্ডনয়ো মহান্ বিবাদ আস বভূব ।  
বিবাদং বিশিনষ্টি । সনৈস্তঃ সনৈস্তঃ বিশ্রাণিতো নতঃ সাধুবাদো  
যনৈ স স্বপক্ষে সাক্ষীকৃতঃ সর্বো বেদা যেন স পরস্পরস্যাপি  
কৃতঃ প্রমোদঃ প্রকর্ষো যেন উপে ॥ ৭০ ॥ পুন বিবাদং বিশি-  
নষ্টি । দিনে দিনে চাধিগতঃ প্রকর্ষো যেন স ভূরীভবতাং পতি-  
তানাং সর্মিকর্ষঃ সূত্রিধ্যাং যন্ত সঃ অন্তোন্তভেদেন বিবাদতো-  
রন্তঃকরণে আহিতঃ স্থাপিততর্ষো জয়াভিলাষো যেন তথাপি  
দূরীকৃতো জন্তুমর্ষো যুদ্ধরোষো যন্তাং সঃ জন্তুং হটে পরীবাণে  
সংযুগে জনকে পুনরিত্তি বিশ্বপ্রকাশঃ উপে ॥ ৭১ ॥ সা উত্তর-

শুনিবার নিমিত্ত মণ্ডনের গৃহোপরি অন্তরীক্ষে অব-  
স্থান করিলেন । ৭৯ ।

বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মাদি দেবতাগণ আকাশে  
অবস্থিতি করিলে, সভ্যগণ যাহার সাধুবাদ প্রমাণ  
করিতে লাগিল ; স্বপক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত  
বেদ সকল যাহাতে সাক্ষী হইল ; পরস্পরের যে  
যে বিষয় আত্মলাভ বিস্তার করিল ; প্রতিদিন যাহার  
উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ; যাহাতে পণ্ডিতগণের  
বহুল পরিমাণে ক্রমশঃ আগমন হইতে লাগিল  
যাহা পরস্পরের বিচ্ছেদ করিয়া বাদী ও প্রতি-  
বাদীর অন্তঃকরণে দৃঢ়রূপে জয়াভিলাষ স্থাপন  
করিয়াছিল ; এবং যাহা হইতে পরস্পরের যুদ্ধকোপ

ভারতী প্রতিদিনঃ মধ্যাহ্নে সমাগত্য পতিং ভোজনকালমেব বজ্রি  
ভিক্ষুঃ শ্রীপক্ষরং তৈক্ষ্যং সময়ঞ্চ বদতি । ইত্যেবং প্রকারেণ  
পঞ্চবাণি পঞ্চ বা বভূ বা দিনানি অভুবন্ ॥ ৭২ ॥ দৃঢ়তয়া বন্ধ-  
মাসনং বাত্যাং তৌ স্মিতেন মলহসিতেন বিকাশযুক্তে মুখকমলে  
যরোন্তৌ গতিমণ্ডনৌ প্রগলভমুত্তরমভোভমথগুয়তাং বতি-  
তবন্তৌ । পুনশ্চ শ্বেদঃ প্রবেদঃ গগনেকগং উত্তরাপ্রতিভানে  
আকাশঃ প্রতি নিরীক্ষণং শ্বেদকম্পগগনেকগণালিনৌ ন বভূ-

দূরীকৃত হইয়াছিল ; এরূপ একটি প্রকাণ্ড বিবাদ  
তৎকালে ক্রমশঃ উভয়ের আরম্ভ হইল । ৭০ । ৭১ ।

উভয়ভারতী প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে উপস্থিত  
হইয়া ভোজন করিবার সময়ে পতিকে এবং ভিক্ষুক  
শঙ্করকে ভিক্ষার ভোজন করিবার কালে বাদ কথা  
বলিয়া দিতেন । এইরূপে ক্রমশঃ পাঁচ ছয় দিবস  
উভয়ের অতীত হইল । ৭২ ।

উভয়েই দৃঢ়রূপে আসন পরিগ্রহণ করিয়া যখন  
মন্দ মন্দ হাস্য করিতেন, তখন পরস্পরের মুখকমল  
বিকসিত হইত । ক্রমশঃ পরস্পর পরস্পরের  
গর্বিত উত্তর খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিল । কিন্তু  
আশ্চর্য্যের বিষয় এই—উত্তর দিতে না পারিয়া  
কেহই কখন ঘর্ম্ম, কম্প কিম্বা আকাশের দিকে  
দৃষ্টিনিষ্কেন্দ্র করেন নাই ; অথবা যখন নিরুত্তর

নক্রোধবাক্ছসমবাদি নিরুত্তরাভ্যাং ॥ ৭৩ ॥ ততো  
যতিক্ষাভূতবেদ্যাদাকাং কোদকমং তস্য বিচক্ষণস্য ।  
চিক্রেপ তং কোভিতসর্বপক্ষং বিবৎসমক্ষাপ্রতি-  
ভাতকক্ষম্ ॥ ৭৪ ॥ ততঃ অসিদ্ধান্তসমর্থনায়  
প্রাগলভ্যহীনোহপি স সভ্যমুখ্যঃ । অগাদ বেদান্ত-

বহুঃ । নবা নিরুত্তরাভ্যাং ক্রোধেন বাক্ছলং ক্রোধবাক্ছল-  
সবাদি কথিতং ০ ॥ ৭৩ ॥ ততো বহুকালপর্য্যন্তং বাদপ্রবৃত্তা-  
মন্তরং যতিক্ষাভূৎ যতিক্ষাকৃত্তং বিচক্ষণস্তত্তনস্ত কোদং বিচা-  
রায়কং পেষণং ক্ষমতে সহত ইতি কোদকমং কাক্যং কুশলতা-  
মবেদ্য কোভিত্যঃ নর্কে পক্ষাভেন তথাভূতমপি বিহ্ব আচার্য্যত  
সমক্ষে সমুৎপেদপ্রতিভাস্তাঃ কক্ষ্যঃ কোটো বস্ত স তাদৃশং তৎ  
চিক্রেপ বহুত্বব্যং ভূতাত্ম্যমিতি পুনঃ প্রেরিতবান্ উৎ ॥ ৭৪ ॥  
তদনন্তরং মণ্ডনো যৎ কৃতব্যং তদাহ । ততঃ অসিদ্ধান্তসমর্থ-

হইতেন তখন ক্রোধপ্রকাশ পূর্বক কেহই কাহারও  
বাক্যের ছল ধরিয়া কথা বলিতেন না । ৭৩ ।

এইরূপে বহুকাল পর্য্যন্ত বাদ চলিলে যতিরাজ  
শক্তর বিচক্ষণ মণ্ডনের দক্ষতা দেখিয়া মনে করি-  
লেন, আমি ইহার দক্ষতা দেখিতেছি যত কেন  
আমি বিচার করি না সমস্তই সম্ব করিবে । যদি  
ইনি স্বীয় দক্ষতার সমগ্রপক্ষ সম্বন করিয়াছেন,  
তথাপি অন্য আমার সমুখে আর সেরূপ পক্ষ  
সমর্থন করিবার নাই' ইহা জানিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার  
বিবাদে নিক্ষেপ করিলেন, অর্থাৎ 'একগে আর কি  
বলিবে বল' ইহা বলিয়া নিযুক্ত করিলেন । ৭৪ ।

অনন্তর সভ্যরাজ মণ্ডন সরলভাবে স্বকীয়  
সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার প্রত্যাশায় বেদান্তশাস্ত্রে

বচঃ প্রসিদ্ধমদ্বৈতসিদ্ধান্তমপাকরিকুঃ ॥ ৭৫ ॥ ভো  
ভো যতিক্ষাধিপতে ভবন্তি জীবৈশরো ক্বান্তবৈমেক-  
রূপ্যম্ । বিশুদ্ধমদ্বীক্রিয়তে হি তত্র প্রমাণমেবং  
ন বয়ং প্রতীমঃ ॥ ৭৬ ॥ স প্রত্যবাদীদিদমেব

নার প্রাগলভ্যহীনোহপি সভ্যমুখ্যঃ স মণ্ডনঃ বেদান্ত বচোভিঃ  
প্রসিদ্ধমদ্বৈতসিদ্ধান্তমপাকরিকুবাচ বিপৎ ॥ ৭৫ ॥ বহুবাচ  
তদাহরতি । ভো ভো ইতি সন্তমে বীজা । যতিক্ষাধিপতে যতি-  
রাজ জীবৈশরো ক্বান্তবৈমেকরূপ্যং বিশুদ্ধং যদ্ববন্তি বদ্বীক্রিয়তে  
তত্র প্রমাণং বয়ং ন প্রতীমঃ তত্র প্রমাণং বয়ং ন প্রতীমঃ  
জানীমঃ তত্র প্রমাণং নাকীভার্থঃ । অয়ং ভাবঃ মহি ক্রতি-  
মন্তকমুক্তার্থে প্রমাণং ভবিতুমর্হতি শুকবুদ্ধোদাসীনতরো পেক-  
নীয়ঃ ব্রহ্মত্বমতিদ্বৈততত্ত্বতাপেক্ষার্থোপদেশেনাহ প্রয়োজনত্ব-  
প্রসঙ্গাৎ । কিঞ্চ যথা , লৌকিকবাক্যানি প্রমাণান্তরাবগতার্থ-  
বোধকানি ন স্ততঃ প্রমাণং তথাভূতার্থানুবাদকত্বেন ক্রতিমন্ত-  
কত্বানপেক্ষ্যলক্ষণং প্রমাণাৎ ব্যাহত্বৈত । তথাচ প্রত্যক্ষাদিবিষ-  
য়স্ত পরিমিত্তিতবস্তমঃ প্রতিপাদনাসম্ভবাৎ তৎ প্রতিপাদনে চ  
হে যোপাদেয়রহিতে পুরুষার্থাভাবচ্ছুতিমন্তকত্ব তত্র প্রমাণত্বা-  
ভাভেন ভবৎসিদ্ধান্তে বয়ং প্রমাণং ন প্রতীম ইতি উৎ ॥ ৭৬ ॥  
এবং মণ্ডনকর্তৃকমাক্ষেপমুদাহৃত্যভ্যাত্ম্যকৃত্তকমুত্তরমুদাহৃতু-  
মাহ স তগবান্ ভাষ্যকারঃ প্রত্যবাদীং প্রত্নাত্তরং দত্তবান্

বিখ্যাত অদ্বৈতমত নিরাকরণ করিতে বাসনা করিয়া  
বলিতে লাগিলেন । ৭৫ ।

হে যতিরাজ । আপনি যে জীবাত্মার বাস্তবিক  
অভেন বিশুদ্ধ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন, সে  
বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । ৭৬ ।

তগবান্ ভাষ্যকার বলিলেন—যখন স্নেহকেতু,  
জনক প্রভৃতি শিষ্যকে উদ্ধালক এবং যাজ্ঞবল্ক্য



মানং বচ্ছত্বে কথং প্রমুখান্ বিনেয়ান্ । উদাল-  
কাদ্যা গুরবে। মহাপ্তঃ সংগ্রাহয়ন্ত্যন্তরা পরে-

ইদমেব প্রমাণং যচ্ছত্বে কথং প্রমুখান্ বিনেয়ান্ উদালকাদ্যা  
মহাপ্তো গুরবঃ পরেশং পরমাত্মানমাশ্রিত্য। গ্রাহয়ন্তি তত্ত্বমসি-  
শ্বেতকেতো। ইতি । আদ্যপ্রমুখপদাভ্যাং জনকযাজ্ঞবল্ক্যদ্বয়ো-  
গত্বাঃ । তথাচাহ জনকঃ প্রতি বাজবল্ক্যঃ অন্তরং বৈ জনক-  
প্রাপ্তোহসি তদাত্মানমেব বেদাহং ব্রহ্মাসীতি তস্মাত্তৎসর্বম-  
মভবৎ তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমুপশাত ইত্যাদি ।  
অসমভিসন্ধিঃ পূংবাক্যদৃষ্টান্তেন ভূতার্থতয়া সাপেক্ষভেদা-  
প্রমাণ্যাপত্তিমতিপ্ৰেতা প্রত্যগতিরে ব্রহ্মণি প্রমাণং ন বয়ং  
পশ্যামঃ ইতি বদতা ত্রয়া বক্তব্যং কিং পূংবাক্যমাং সাপে-  
ক্ষত্বং ভূতার্থভেনোত পৌরুষেরভেন । আদ্যে প্রত্যক্ষাদীনা-  
মপি ভূতার্থতয়া সাপেক্ষভেদাপ্রমাণ্যাপত্তিঃ । দ্বিতীয়ে তু  
অপৌরুষেরাণাং বেদান্তানাং প্রত্যক্ষাদীনাং ভূতার্থানামপি  
নাপ্রমাণ্যং । তথাচ ব্রহ্মাত্মভাবস্ত পরিনিষ্ঠিতবস্তবরূপভে-  
দপি তত্ত্বমসীতিশাস্ত্রমন্তরেণানবগম্যমানতয়া প্রত্য-  
ক্ষাদিবিষয়ভাবেনানদিগতগত্বভাবতাং বেদান্তানাং প্রত্য-  
গতিরে ব্রহ্মণি প্রমাণ্যমবশ্যমন্তেরং নাপি হেযোপাদেয়-  
বহিত্তবাদপুরুষার্থত্বং হেযোপাদয়েশূত্রব্রহ্মাত্মাবগমাদেব  
সমীক্ৰেণনিবৃত্তিপূর্বকপরমানন্দপ্রাপ্তা পুরুষার্থসিক্কেঃ । দ্বিবিধঃ  
ভাসাদেয়ঃ কিকিৎপ্রাপ্তঃ যথা গ্রামাদিকিকিৎ পুনঃ প্রাপ্ত-  
মপি বিজ্ঞমণাদপ্রাপ্তমিবাগতঃ যথা স্বগ্রীবাগনত্বং টীগ্রবে-  
রকং । এবং হেযমপি দ্বিবিধঃ কিকিৎভীনঃ যথা বাবহারিক  
সর্পাদি কিকিৎ পুনঃ ভীনঃ যথা চরণাভরণে নুপূরাদৌ সমারো-  
পিতসর্পাদিরেবং চ ব্রহ্মাত্মভাবসাদ্যাহেযোপাদেয়তাভাবেষপি

প্রভৃতিমহান্ গুরুগণ, পরমাত্মাকে আত্মরূপে গ্রহণ  
করাইয়া ছিলেন ইহাই প্রমাণ । যাজ্ঞবল্ক্য জন-  
কের প্রতি বলিয়াছিলেন ‘অন্তরং বৈ জনক প্রাপ্তো-  
হসি’ হে জনক ! তুমি অন্তর প্রাপ্ত হইয়াছ ।  
‘তদাত্মানং বেদ’ তাহাকেই আত্মা বলিয়া জানিও ।  
‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ আমিই সেই ব্রহ্ম । ‘তস্মাৎ

শম্ ॥ ৭৭ ॥ বেদাবসানেষু হি তত্ত্বমাদিবচাংসি

অবিদ্যাসমারোপিতশোকাদেশুতত্ত্বমাদিবাচ্যজনিততত্ত্বজ্ঞানাদ-  
বগতিপর্গ্যস্তানিবৃত্তৌ প্রাপ্তমপ্যানন্দরূপমপ্রাপ্তমিবা প্রাপ্তং ভবতি  
ত্যক্তমেব শোকাদ্যাত্মমিব তাকং ভবতীতি তত্ত্ব পরমপুরুষার্থ-  
বলিকিরিতি ॥ ৭৭ ॥ নহু ভূতার্থতয়া বেদান্তানামপৌরুষেরবাক্যত্বাৎ  
সিদ্ধ্যাবেদান্তাঃ পৌরুষেরবাক্যত্বাৎ তারতানিবদিত্যনুমানস্তা-  
প্রত্যাশমুৎপত্তেঃ পৌরুষেরভূত হর্ষারম্ভাদ্ বেদান্তবচসাং কস্মি-  
চ্চিদর্থং বিবক্ষ্যামাসি কিং জগতানি তাত্ত্বমর্ষণানীত্যাপগন্তব্য-

সর্বমভবৎ ব্রহ্ম হইতেই সমস্তবস্তু উৎপন্ন হই-  
য়াছে । ‘তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমু-  
পশ্যতঃ’ যে ব্যক্তি পরমাত্মার সহিত সমস্তবস্তুর  
অভেদ দর্শন করে, তাহার ঐ অবস্থায় কি মোহ, কি  
শোক কিছুই থাকে না । ৭৭ ।\*

\* ইহার মর্ম্ম এই—কোন এক পুরুষের বাক্য দ্বারা  
ধাকাত্তে এবং অতীতবস্তুর অর্থের সহিত সহজ ধাকাত্তে  
আপনি বেদান্তবাক্যের প্রমাণ্য নাই বলিয়াছেন । ঐ  
অভিপ্রায়ে প্রতিজীব যে অস্তির পরমাত্মা আছে তাহারও  
কোন প্রমাণ নাই বলিয়াছিলেন । একগে আপনাকে জিজ্ঞাসা  
করি—পুরুষবাক্য সকল কি অতীতঅর্থের সহিত সাপেক্ষ ?  
না পৌরুষের সাপেক্ষ ? । যদি অতীতরূপে পুরুষবাক্যকে  
সাপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে প্রত্যক্ষপ্রমাণের  
অতীতঅর্থের সহিত অবশ্যই আপেক্ষিক সম্বন্ধ আছে,  
সুতরাং কিছুতেই বেদের প্রমাণ্য হইতে পারে না । যদি  
পৌরুষের বলিয়া স্বীকার করেন তাহা হইলে অপৌরুষের  
বেদান্তবাক্যের প্রত্যক্ষাদির মত অতীতার্থ সকলেও কোন  
দোষ হয় না । যদিচ ব্রহ্মাই আত্মা এবং তাহা বিখ্যাত  
তথ্যপি “তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো! (হে শ্বেতকেতো! সেই জগ-  
তের স্রজনকর্তা, ব্রহ্মাই তুমি) ইত্যাদিশাস্ত্র ব্যতীত আর  
কিছুতেই ব্রহ্মাত্মভাব অবগত হয় না । এবং তাহাও প্রত্যক্ষ

জপ্তান্যঘর্মণানি । হংকণ্ঠখানীব বচাংসি যোগিন্ !  
নৈমাং বিবক্ষাস্তি কুহস্বিদর্থে ॥৭৮॥ অর্থপ্রতীতো

মিত্যাশয়বান্ মণ্ডন আহ । বেদান্তমানেষু বেদান্তেষু হি যমাং  
চং কট্ট মুখানি বচনানি যথা জপ্তান্যঘর্মণানি তথা তত্ত্বমস্তাদি-  
বচাংসি জপ্তানি পাপনিবর্তকানি তন্মাং হে যোগিন্ ! এবাং  
তত্ত্বমস্তাদিবচসাং কুহস্বিদর্থে কস্মিন্শ্চিদর্থে বিবক্ষা নাতীত্যর্থঃ ।  
॥৭৮॥ এতদ্ দৃষ্টবন্তি ভগবান্ । অর্থপ্রতীত্যপ্রতিপাদনে কিল-  
প্রসিদ্ধং হংকণ্ঠাদে জপোপযোগিত্বং বিজ্ঞেয়তানি ভাবিতং ।  
তত্র তত্ত্বমস্তাদিবচনেষু স্পষ্টং যথা তাতথা অর্থত প্রতীতো

বেদান্ত বাক্যে হং কট্ট প্রভৃতি বচন, এবং  
অঘর্মণ প্রভৃতি মন্ত্রের জপ যজ্ঞপ পাপনাশক  
তদ্রূপ “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্যও পাপনিবারক ।  
অতএব হে যোগিবর ! বেদান্ত বাক্যের পরিষ্কার  
অর্থ । ৭৮ ।

বিষয় হইতে পারে না । সুতরাং বাহ্যেরা কাচবস্তুরূপে জানি-  
তে ইচ্ছা করিবেন, তাহারাই অবশ্যই সমগ্র বেদান্তের পরম ব্রহ্মকে  
প্রমাণ্য স্থাপন করিবেন । হেয় কি উপাদেয় মত বলিয়া  
ব্রহ্মাত্ম্য কখনই পুরুষার্থ মূল্য হইতে পারে না । কারণ হেয়  
ও উপাদেয় রহিত ব্রহ্মাত্ম্য অবগত হইলে সকল রূপ  
নিবৃত্তিপূর্বক পরম আনন্দ প্রাপ্তি দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় ।  
উপাদেয় বিবিধ—কিঞ্চিৎ অগ্রাণু, যেমন গ্রামাদি । দ্বিতীয়  
কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়াও ভ্রম বশতঃ অগ্রাণুর তুল্য । যেমন  
স্বকীয় গলদেশে আবদ্ধ গলভূষণ । ঐ রূপ হেয়পদার্থ ও বিবিধ  
প্রথম—কিঞ্চিৎ অহীন, যজ্ঞপ ব্যবহারিকদশায় সর্পাদি ।  
দ্বিতীয় কিঞ্চিৎ হীন, যজ্ঞপ চরণান্তরণ নৃপুংগাদিতে আরো-  
পিত সর্পাদি । ঐরূপ ব্রহ্মাত্ম্য হেয় এবং উপাদেয়-  
রহিত হইলেও অবিদ্যা দ্বারা শোকমোহাদির আরোপ হয় ।  
অনন্তর “তত্ত্বমসি” শ্বেতকেতো ! ইত্যাদিবাক্যদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান

কিল হংকণ্ঠাদে জপোপযোগিত্বমস্তানি বিজ্ঞেঃ ।  
অর্থপ্রতীতো স্ফুটমব্রহ্মসত্যং কথং ভবেৎ প্রাজ্ঞ !  
জপার্থতৈব ॥ ৭৯ ॥ আপাততত্ত্বমসীতি  
বাক্যাদ্ যতীশ ! জীবধেরয়োরভেদঃ । প্রতীয়তে-

সত্যমেবাং জপার্থতৈব কথং ভবেৎ কেনাপি প্রকারেণ ন ভব-  
তীত্যর্থঃ প্রাজ্ঞঃ দৃষ্টান্তবৈবমাং কথং ন জানাসীতি সূচয়ন্  
সম্বোধয়তি হে প্রাজ্ঞেতি আ० ॥ ৭৯ ॥ উক্তং পক্ষং বিহার  
পক্ষান্তরালম্বনার মতম আহ আপাতত ইতি । হে যতীশ !  
যদ্যপি জীবধেরয়োরভেদমব্রহ্মমসীতি বাক্যাদাপাততঃ প্রতীয়তে  
তথাপি যদ্যদিকর্তৃশব্দঃ সয়া দীপ্যভিন্নোক্তঃ মধ্যাদিকর্তৃত্বত্যা  
ভয়োরভেদঃ বিধেঃ শেব এবৈত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ বেদান্তবচসাং  
তত্ত্ব বিহিতকর্ম্মাপেক্ষিতকর্তৃদেবতাদিপ্রতিপাদন পরত্বেনৈব  
ক্রিয়াবদ্ধবদূপেয়ং । কার্যাতাপূর্বকত মানান্তরান্বোচরতরা  
অভ্যন্তানমুতপূর্বকত তত্বেন সমারোপে এবাপুরুষবুদ্ধাবনা-

মণ্ডনবাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ বলিলেন—  
অর্থের প্রতীতি হয় না বলিয়াই হং কট্ট প্রভৃতি  
কেবল জপের উপযোগী । ইহাই বিজ্ঞগণ বলিয়া  
থাকেন । কিন্তু এই ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি বাক্যের  
স্পষ্টরূপে অর্থের প্রতীতি হইয়া থাকে । অতএব  
ইহারা কিরূপে জপের সমান হইবে । বস্তুতঃ আপনি  
বিজ্ঞ হইয়াও দৃষ্টান্তের তারতম্য জানিতে পারি-  
লেন না, ইহাই আশ্চর্য্য । ৭৯ ।

মণ্ডন অপর পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিতে

অবগত হওয়া অবধি আনন্দপ্রাপ্তিপর্ষাস্ত সমস্তই বোধ হয়  
অগ্রাণুর মত বোধ হয় পরিভ্যক্তবস্ত, শোকাদির মত তাক  
হইয়াও পুনর্বার পরিভ্যক্ত হয় । এইরূপে তাহার পুরুষার্থ  
সিদ্ধি হইয়া থাকে ।

তথাপি মখাদিকর্তৃপ্রশংসয়া সাদ্ বিধিশেষ এব ॥৮০॥ সন্। শেষঃ ক্রিয়াকাণ্ডগতো যদি স্তাৎ কাণ্ডান্তর  
ব্রহ্মসূপাদিকর্মণ্যামাদিদেবাত্মনা বাক্যগণঃ প্রশং-

রোহাৎ তদর্থানাং বেদান্তানাং কার্যাপরতানীকারতাবস্ত-  
কত্বাৎ । তথাচ জৈমিনি নাপি আশ্রয়ত্ব ক্রিয়ার্থ জ্ঞানার্থকামত-  
দর্থানামিতি সূত্রেণ অক্রিয়া র্থানামর্থবাদানামর্থক্যং পূর্বপক্ষঃ  
কৃত্বা বিধিনা ত্বেকবাক্যাত্মাং স্তুত্বার্থেন বিধাবীনাঃ স্থারিতি  
অক্রিয়ার্থানামানর্থক্যং পূর্ব পক্ষোক্তমদীকৃত্যোবাধ বাদানাং  
বিতৈশ্যকবাক্য তয়া প্রামাণ্যং প্রতিপাদিতং । নচাক্রিয়ার্থত্বে-  
হপি বেদান্তানাং ব্রহ্মরূপাবিধিপরত্ব স্বীকারেণ সিদ্ধান্তসূত্র-  
বিরোধ ইতি বাচ্যঃ । সর্বোবাং বিধীভ্যামন্যগতোৎপাদা-  
ভাবন্যবিষয়ত্বেন পরিনির্ভিতবস্তবরূপবিধেরসম্ভবাদিতি উ-  
॥ ৮০ ॥ বেদান্তানাং কার্যাপরত্বস্বীকারেণাপেক্ষ্যে-

লাগিলেন—হে যতীশ্বর ! যদিপি জীবাত্মা ও পর-  
মাত্মার অভেদ “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্য হইতে  
আপাততঃ প্রতীয়মান হয়, তথাপি “যিনি যজ্ঞা-  
দির কর্তা তিনি ঈশ্বর হইতে অভিন্ন” ইত্যাদিস্তব-

\* ইহার অভিপ্রায় এই—বেদান্তবাক্য কেবল যে জ্ঞান  
কাণ্ডে পর্য্যবসিত তাহা নহে, কিন্তু বেদান্তবাক্য সেই সেই  
বিহিত কর্মসাপেক্ষ কর্তা ও দেবতাপ্রভৃতি প্রতিপাদন  
করিয়া কোন এক কার্যের নিমিত্ত যে স্বীকৃত হইয়াছে, ইহা  
অবশ্যই বিশ্বাস করিতে হইবে । এবং কোন বেদোক্ত  
কার্য করিলে সেই কার্য জন্য একটি অদৃষ্ট জন্মায়, কিন্তু ঐ  
কার্য কোন প্রমাণ দ্বারা দেখা যায় না । সুতরাং কেহই তাহা  
কখন অসম্ভব করিতে পারে না । অথচ বস্তুার্থরূপ বাক্যকে  
আরোপ করিলে বুঝিতে তাহা গ্রহণ করিতে পারে না । অত-  
এব যে কোন ক্রিয়ার নিমিত্ত উদাত্ত বেদান্ত সমূহের কার্যের  
অধীনতা অস্বীকার করা অবশ্য আবশ্যক । জৈমিনী বলেন—  
‘আশ্রয়স্য । ক্রিয়ার্থজ্ঞানার্থকামতর্থানাম্’ অর্থবাদ সকল কোন  
কার্যের নিমিত্ত নহে । অতএব বেদবচন সকল অনর্থক ।

বস্তুর প্রতিপাদনতা । ত্বয়া বক্তব্যঃ কিং তৎ কার্যং বদ-  
নক্যং পূর্ববেণ জ্ঞাতুমপূর্বমিতি চেৎ মানান্তরানবগতে  
সদ্বিত্তিগ্রহণোপায়ং সিদ্ধান্তীনাং বোধকত্বপ্রসঙ্গঃ । স্বর্গকাম-  
পাদসম্বিত্তিভ্যাংহায়নং ব্যাভ্যন্তরীকৃতবোধকক্রিয়া । স্বীকণ-  
পূর্বে সিদ্ধান্তীনাং সদ্বিত্তিগ্রহণ বোধকত্বমিতি চেৎ চৈতন্যব-  
নাদিবাক্যোহপি স্বর্গকাম ইত্যাদিপাদসম্বন্ধানপূর্বকার্যত্বপ্রস-  
ঙ্গেন তেষামপাশকরতমতয়া অপৌরুষেয়ত্বপ্রসঙ্গঃ । স্পষ্টেন  
পৌরুষেয়ত্বেন তেষামপৌরুষেয়ত্বপ্রতিষেধ ইতি চেৎ বাক্য-  
ত্বাদিনির্ভেদে বেদানামপি পৌরুষেয়ত্বাহুমানাপূর্বকর্তৃত্বান স্তাৎ  
মধ্যমাপকর্তৃকতেন বাক্যাদি সোপাধিকমিতি চেৎ । যথা বেদা-  
ন্তানাং কার্যার্থত্বপক্ষে তেষাং পৌরুষেয়ত্বাহুমানং কর্তৃ স্বরণো-  
পাধিনা নিরত্বতে তথা তেষাং ক্রিয়ার্থত্বপক্ষেহপি তন্ নিরসয়া  
সমানবাক্যেবাং কার্যার্থত্বকল্পনমপ্রয়োজকং । তস্মাদ বেদান্তা  
নামপৌরুষেয়ত্ব সম্পাদনার ক্রিয়ার্থ ত্বং মৈবাক্যপেয়ং সন্দেব-

বাক্যে যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ দেখা যায়  
তাহা কেবল বিধিবাক্যের শেষভাগ মাত্র ৮০। \*

এইরূপ আশ্রয় শুনিয়া ভগবান্ শঙ্কর  
বলিতে লাগিলেন—আদিত্য, যুপ, যজমান, প্রস্তর

বিধি বাক্যের সহিত একবাক্য করিয়া স্ততির অর্থ থাকা  
প্রযুক্ত বেদবাক্য বিধির অধীন হইয়া থাকে । অর্থবাদ সকল  
বিধি বাক্যের সহিত এক বাক্য থাকা প্রযুক্ত তাহার প্রমাণ  
হয় । বেদান্তবাক্য সকল কোন ক্রিয়ার পরতন্ত্র বলিয়া এবং  
ব্রহ্মরূপ বিধিবাক্য স্বীকার করিয়া যে সিদ্ধান্ত সূত্রের বিরোধ  
হইতে পারে, তাহাও বলিতে পারা যায় না । সমস্ত বিধিবাক্য  
ভবিষ্যৎ ভাবনার অধীন বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ । সুতরাং ঐ বিধি  
বাক্য ব্রহ্ম বস্তুর স্বরূপ যে সমস্ত কার্য আছে তাহার বিধি  
হইতে পারে না ।

স্বেহপি ভবেৎ কথং সঃ ॥ ৮১ ॥ তদ্বস্তু জীবে  
পরমাত্মদৃষ্টিবিধায়কঃ কৰ্মসমূহয়েহহন !। অত্র-  
ক্ষণি ব্রহ্মধিয়ং বিধত্তে যথা মনোহ্মাকর্নভস্থ-

সৌম্যাদমগ্র আসীদেবকমেবাক্ষীঃ আত্মা বা উনমেক এবাগ  
আসীত্তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্বমমপরমসত্ত্বমমহিমমমাত্মা ব্রহ্ম সর্বা-  
মুভূঃ ব্রহ্মৈবেদমমুভূঃ পুরাত্নাদিত্যাদিবাক্যৈঃ পুরুষোপসংহার-  
দিষড়্বিধতাৎপর্যালিঙ্গেন ব্রহ্মাস্তবাবে প্রতিপাদকত্বেন সমু-  
প্তেযু স্থিতানাং পদানাং প্রত্যগতিব্রহ্মব্রহ্মপবিষয়ে নিশ্চিত্তে  
সমস্ময়েব গম্যমানে অর্থাভ্যন্তরকরনায়ঃ প্রত্যহাশ্রয়তকরনাক্র-  
মায় অযুক্তত্বাৎ । যত্র তত্র সর্কমাত্মৈবাত্মত্বং কেন কং পশ্বেদি-  
ত্যাদি ক্রিয়াকারকফলনিম্নাকরণপ্রভেদঃ । প্রকরণান্তরপঠিত  
বেদান্তবাক্যানাং কত্রাদিপ্রশংসয়া বিধিবেদান্তবাক্যৈস্তা-  
শয়নান্ ভগবান্ আচ ক্রতুজ্ঞপাদিকমিতি । আদিত্যো যুগ-  
যজমানঃ প্রস্তর ইত্যাদিবাচাগণঃ ক্রতুজ্ঞপপ্রস্তরাদিকং  
আদিত্যযজমানাদ্যাত্মনা প্রশংসন্ ক্রিয়াকাণ্ডগতত্বাৎ শেবো  
মদি স্তাৎ তর্হি ভবতু নাম তথাপি কাণ্ডেস্তরে জ্ঞানকাণ্ডে স্থিত  
তদ্বস্তুত্বং ব্রহ্মাসীত্যাদিবাচাগণঃ বিধিশেষঃ কথং ভবেৎ  
ইত্ৰ ॥ ৮১ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন আহ । হে অহন ! যদ্যেবং  
তর্হি তদ্বস্তুসাদিবাচাগণো জীবে পরমাত্মদৃষ্টিবিধায়কোহস্ত  
কিমর্থমিতি চেত্তত্ত্বাৎ । কৰ্মসমূহয়ে তত্র দৃষ্টান্তো যথা মনো  
ব্রহ্মত্বোপাসীত অম্মুপাস্য আদিত্যো ব্রহ্মত্বাদেশঃ বায়ু সর্বাংসং  
বর্গঃ প্রাণো বাবসং বর্গ ইত্যাদি বাচাগণঃ কৰ্মণাং সমাগতি-

ইত্যাদি বাক্য সকল এবং ঐ সমস্ত বাক্য, আদিত্য  
ও যজমানাদিরূপে যজ্ঞের অঙ্গ যুগ ও প্রস্তরাদি  
প্রশংসা করিয়া অথচ ঐ সমস্ত বস্তু ক্রিয়াকাণ্ডের  
অন্তর্গত বলিয়া যদি অবশিষ্ট হয়, হউক । তথাপি  
জ্ঞানকাণ্ডে 'তদ্বস্তুসি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি বাক্য  
সকল কিরূপে বিধিবাক্যের অবশিষ্ট হইবে ? ।  
। ৮১ ।

মণ্ডন বলিলেন—হে মাননীয় ! তথাপি কৰ্ম

দাদৌ ॥ ৮২ ॥ সংশ্রয়তেহন্যত্র যথা লিঙাদি-

বুদ্ধয়ে অত্রক্ষণি মন আদৌ ব্রহ্মধিয়ং বিধত্তে তদ্বৎ । তথাচাতো-  
পিতব্রহ্মত্বাবস্য জীবসোপাস্তিপরা বেদান্তস্য ব্রহ্মাত্ম-  
প্রমাণমিতি ভাবঃ আঃ ॥ ৮২ ॥ এতদ্ব্যবত্তি ভগবান্ । অন্তত্ব মনো  
ব্রহ্মত্বোপাসীতেত্যাদি বাক্যে যথা ব্রহ্মবিভাবনার বিধায়কো

সমূহের উৎকর্ষের নিমিত্ত, “তদ্বস্তুসি” প্রভৃতি  
বেদান্ত বাক্য সকল, জীবাত্মার উপর পরমাত্মার  
অভেদ বোধক হয়, হউক । ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই—  
“মনোব্রহ্মত্বোপাসীত” মনই ব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনা  
করিবে । ‘অম্মুপাস্য’ অম্মের উপাসনা কর ।  
“আদিত্যো ব্রহ্মত্বাদেশঃ” সূর্যই ব্রহ্ম, ইহাই  
আদেশ । “বায়ু সর্বার সংবর্গঃ” বায়ুই সমস্ত । ‘প্রাণো  
বার সংবর্গঃ’ প্রাণই সমস্ত । এইরূপে মন, অম্ম,  
সূর্য ও বায়ু ইত্যাদি যে সমস্ত ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থ  
আছে অদ্য হইতে পূর্বোক্ত ঐ সমস্ত বেদান্ত বাক্য  
সমস্ত কৰ্মের সমাক্রূপে উৎকর্ষের জন্য ব্রহ্ম  
বুদ্ধি করিয়া দিবে । বস্তুতঃ জীবাত্মার উপর ব্রহ্ম-  
ত্বাব আরোপিত হইয়া থাকে, এবং বেদান্ত সকলও  
ঐ জীবাত্মার উপাসনার জন্য হইয়াছে । অতএব  
জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন, এবিষয়ে কোন  
প্রমাণ নাই । ৮২ ।

\* মণ্ডনের পুনর্বার অন্য অভিপ্রায় হুচক কথা—“আপনি  
বেদান্ত সকলের কোন এককার্য্য পরতন্ত্র স্বীকার করিয়াও  
অপৌরুষেয়ত্ব অর্থাৎ বেদান্ত কোন পুরুষের মুখ হইতে উচ্চা-  
রিত নহে । প্রতিপাদন করিতে উৎসুক হইয়াছেন । এক্ষণে  
বলুন দেখি, সেই কার্য্য কি ? যদি পুরুষের অজ্ঞেয় এক  
অপূর্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে তদ্ বিষয়ে কোন প্রমাণ  
নাই, সুতরাং তাহার সঙ্গতিও হইতে পারে না এবং স্বর্গ-  
কামোহব্রহ্মেনেধন যজ্ঞেত’ এই যজ্ঞ ধাতুর লিঙ্ বিভক্তিও কোন



স্বিধায়কো ব্রহ্মবিভাবনাং । তথা বিধেঃশ্রবণাৎ

মনীষিন্ ! সঞ্জঘটী প্যত্র কথং বিধানং ॥ ৮৩ ॥ যদ্বৎ

লিঙ্গাদিঃ জ্ঞাতকৈ । তথা অত্র বস্তুমসাদিবাংক্য লিঙ্গাদিরূপসা  
বিধেঃশ্রবণাৎ বিধানং কথং সঞ্জঘটীকি কোন প্রকারেণ ঘটতে ন  
কেনাপীত্বার্থঃ । মনীষী সন্ কথমেবং ভাবন ইতি সঙ্ঘোষণাশর-

তথাচ বিধাত্তাবেনারোপিতব্রহ্মভাবতা জীবসোপাতিপরতঃ  
বেদান্তানাং ন সম্ভবতীতি তস্য ব্রহ্মস্বয় এব বেদান্তাঃ প্রমাণ-  
মিতি ভাবঃ উঃ ॥ ৮৩ ॥

ভগবান্ ঐ মত দৃষিত করিলেন—“মনো  
ব্রহ্মত্বাপামীত” ইত্যাদি বাক্যে যেরূপ ব্রহ্মভাবনা  
করিবার নিমিত্ত উপপূর্বক আসম্ভাব্য বিধিলিঙের  
শ্রবণ হইতেছে, তদ্রূপ ‘তদ্ব্যমসি’ ইত্যাদি বাক্যে  
লিঙাদিরূপ কোন বিধির শ্রবণ হয় নাই । সুতরাং ঐ  
বাক্যে লিঙাদির বিধান কোন প্রকারেই ঘটতে পারে  
না । হে পণ্ডিতবর ! যদ বিধিবাক্যের অভাব

হইল, ততঃ জীবাত্মার ব্রহ্মভাবপ্রকাশক বেদান্ত  
সমূহ কখনই জীবাত্মার উপাসক হইতে পারে না,  
বরং জীবাত্মা যে পরমাত্মার সহিত এক, বেদান্ত  
সকল তদ্ বিষয়েই প্রমাণ হইতেছে । ৮৩ ।

কোন কার্য্য বুঝাইতে পারে না । ঐ স্বর্গকাম পদ থাকাতে  
একমাত্র সংখ্যাবিশিষ্ট চর্কণ, তাহাদ্বারা অঙ্গুগৃহীত বেদ,  
ও তাহা হইতেই কোন এক কার্য্য প্রকাশিত থাকে । ঐ কার্য্য  
বর্ণন যেবাক্যের পূর্বে হয়, তাহা হইতেই লিঙাদিবিভক্তির সম্বন্ধ  
বোধ হইয়া থাকে, অনন্তর উহার কার্য্য বুঝাইরা দেয় ; এখানে  
তাহার সম্ভব হয় নহে । একপ স্বীকার করিলে যদি কোম এক  
চৈতন্য ( আয়তন ভূমির ) বন্দনা করা যায় তাহাদ্বারা, ঐ  
বাক্যেও “স্বর্গকাম” এই পদের সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত, অপূর্ব্ব একটা  
কার্য্যের আসম্ভাব্য চৈতন্যবন্দনার বাক্য রচনা করা কঠিন হইয়া  
উঠে ; সুতরাং ঐবাক্যের অপৌরুষেয়তার সম্ভাবনা । বেদ যে  
পৌরুষেয় তাহা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে । এবং বেদবচনে  
বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিষিদ্ধ হয় । ইহা স্বীকার করিলে বাক্য  
ও শব্দের লিঙ্গদ্বারা বেদ সমূহ অপৌরুষেয়, তাহা অনুমান করা  
যায় । অতএব বেদবচনের অপূর্ব্বরূপ অর্থ হইতে পারে না ।  
এবং যে সমস্ত বেদবাক্য আছে, তাহাদের প্রত্যেকের যে  
এক একটা কর্ম্ম আছে, তাহা শ্রবণ করিয়া বেদবাক্য সকল

কোন না কোম এক বিশেষণবিশিষ্ট । ঐরূপ স্বীকার করিলে  
সমুদয় বেদান্ত শাস্ত্র যে কোন না কোন কার্য্যের অনুযায়ী তৎ-  
পক্ষে সকল বেদান্ত যে পৌরুষেয়, পৌরুষেয়ত্বের অনুমান  
ও কোন এক কর্ম্মের শ্রবণ ইত্যাদি বিশেষণদ্বারা যেরূপ  
নিরস্ত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ সিদ্ধান্তপক্ষেও উহাদের নিরস্ত  
করা সমান কথা । সুতরাং বেদান্তসমুদয়কে কোন এক কার্য্য  
পর করনা করা নিস্প্রয়োজন । অতএব বেদান্তসমূহকে অপৌ-  
রুষেয় সম্পাদন করিবার নিমিত্ত উহাদিগকে কোন কার্য্যের  
অনুযায়ী স্বীকার করিতে পারা যায় না । সন্দেহ ‘সৌম্যোদমগ্র  
আসীৎ’ হে সৌম্য ! সৃষ্টির পূর্বে এই দৃশ্যমান বিষয়বি কোন  
এক বস্তুরূপে বিদ্যমান ছিল । “একমেবাদ্বিতীয়ম্” এই অগৎ  
এক এবং ইহার দ্বিতীয় নাই । আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ’  
সৃষ্টির পূর্বে এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান ত্রৈলোক্য, কেবল এক আত্ম-  
রূপেই বর্তমান ছিল । ‘তদেতদ্ ব্রহ্মাপূর্ব্বমমরমনন্তরমবাক্য-  
মন্নমাত্মা’ এই যে সমস্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে, ঐ সমুদয়ই ব্রহ্ম ।  
তাহার পূর্বে কেহ ছিলনা, পরেও কেহ থাকিবে না, মধ্যেও  
কেহ থাকিবে না—তিনি বাস্তবস্তর সহিত সম্বন্ধ নহেন—  
তিনিই আত্মা । ‘ব্রহ্ম সর্গাহুভূঃ ত্রৈলোক্যমমৃতং পুরুষাত্মং’  
ব্রহ্ম সকলের অন্তর্ভূত বস্তু । এই সমুদয়ই ব্রহ্ম, পরেও তিনি অমর  
রূপী । বেদশাস্ত্রের উপক্রম এবং উপসংহার প্রভৃতি বহুবিধ

প্রতিষ্ঠাফলদর্শনেন বিধি র্তীনাং পর ! রাত্ৰিসময়ে । | প্রকল্প্যতে তদ্বদিহাপি মুক্তিফলশ্রুতেঃ কল্পয়িতুং

নমু সন্ত বেদান্তে ব্রহ্মসূত্রে প্রমাণং পরন্তু জ্ঞানবিধি  
দ্বারা তত্র বিধেঃ কল্পয়িতুং শক্যতাম্ভিত্তি মনো মণ্ডন আহ ।  
যদং প্রতিষ্ঠাফলদর্শনেন হে মর্তীনাং মনোঃ প্রভৃতি সম্বোধনে-  
নাধরমামাংসানধ্যক্ষনং সূচকতি রাত্ৰিসময়েবিধিঃ প্রকল্প্যে বদদি-  
হাপি ব্রহ্মসূত্রেপি মুক্তিফলশ্রুতেঃ স বিধিঃ কল্পয়িতুং যুক্তঃ ।  
অর্থঃ প্রতিষ্ঠিত্বিহ বা য এতা রাত্ৰীকপযন্তীতি শ্রুতে ।  
তত্র রাত্ৰিশব্দেযু জ্যোতির্জিতাদিবাক্যবিহিতাঃ সোমযাগ-

মণ্ডন বলিলেন—বেদান্তে সকল ব্রহ্মসূত্রবিষয়ে  
প্রমাণ হয় হউক । কিন্তু জ্ঞানকার্যের বিধি দ্বারা  
'তদ্বগমি'বাক্যে কেন বিধি কল্পনা করা হইবে না ?  
হে যতিবর ! এইরূপ সম্বোধনদ্বারা শঙ্করের যে  
যজ্ঞনীমাংসা অধ্যয়ন করা হয় নাই, শ্লেষবাক্যে মণ্ডন  
তাহারই সূচনা করিলেন । যদ্রূপ প্রতিষ্ঠা ফলদর্শন

তৎপূর্ণ্যদ্বারা এই সমস্ত বেদান্ত বাক্য সকল, ব্রহ্মসূত্রের প্রতি-  
পন্ন করিয়া এক হইলে এবং এই একীভাবাপন্ন বেদান্ত বাক্যে যে  
সমস্ত পদ আছে, তাহার প্রতিজীবগত ব্রহ্মত্ব নিশ্চয় করিয়া  
দেয় । অতএব এই সমস্ত বেদান্ত বাক্যের অর্থান্তর কল্পনা করিলে  
শ্রুতহানি ও অশ্রুতকল্পনা ( অর্থাৎ যাহা বেদে নাই তাহা  
বলা এবং যাহা বেদে আছে তাহা না বলা ) নামক দোষ  
উপস্থিত হয় । "অন্ত সর্মমাইবাত্ত্বং তৎ কেন কং পশোং"

এই অগতের সমস্তই আশ্রয় । তখন কি উপায়ে কোন বস্তু দেখা  
যাইবে ? । যেখানে ঐরূপ বেদান্তবাক্যের ক্রিয়া এবং কারক  
উভয় বিধ ফলের নিরাকরণ হইয়াছে । এবং অস্ত্র স্থানে অস্ত্র  
প্রকরণে যে সমস্ত পণ্ডিত বেদান্ত বাক্য সকল কর্তা ও কার্য  
প্রভৃতির প্রমাণ দ্বারা কখনই বিধিবাক্যের শেষে মিলিত হইতে  
পারে না ।

বিশেষ উদাহরণ । অত্র যদাপি প্রতিষ্ঠিত্বীতি বর্তমান-  
দেশাৎ সিদ্ধতৈব প্রতিষ্ঠা প্রত্যয়তে ন সাধারণা তথাপি  
শ্রুতাহা এব প্রতিষ্ঠা বিপরীতমেন কলকল্পনস্যাভাবাশ্রয়স্বর্গসা-  
ফলদর্শনাপেক্ষয়া বরযাং । যত্নদো কত্যাগেন যোঃ নর  
প্রতিষ্ঠিত্বীত্যত্র সমর্থ্যত্বভাবেন চ যে প্রতিষ্ঠাঃ সন্তি তে  
এতা রাত্ৰীকপেয়ু ন্তি বাক্যবিপরীতমেন যথা রাত্ৰিবিধিঃ প্রক-  
ল্প্যতে তথেষাপি ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মেব ভবতীতি মুক্তিফলশ্রুতেঃ ব্রহ্ম-  
বুত্ব ব্রহ্মবেদনং কুর্যাদিত্ত । বিধিঃ কল্পয়িতুং যুক্তঃ তথাচাশ্রা-  
বারে দ্রষ্টব্যঃ য আশ্রয়পহতপাপসাত্ত্বো ন বেদেযাঃ স বিজি-  
জ্ঞাসিতব্য আশ্রয়োবোপাসীত । আশ্রয়নেন লোকমুপাসীত  
ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মেব ভবতীত্যাদিষু বিধানেষু সংস্ক কো বা আশ্র

দ্বারা রাত্ৰিকালের যজ্ঞে বিধিকল্পনা হইয়া থাকে,  
তদ্রূপ এইস্থানেও ব্রহ্মসূত্র ভাবের অভেদ থাকিলেও,  
মুক্তিফলের শ্রবণ থাকাতে অবশ্যই বিধিকল্পনা  
করা উচিত । ইহার অর্থ এই—'প্রতিষ্ঠিত্বিহ  
বা য এতা রাত্ৰীকপযন্তি' বাহারা এই সকল রাত্ৰি-  
কালে যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হন, তাহারা  
প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । এই বেদবাক্যদ্বারা রাত্ৰি-  
শব্দে আয়ুঃ, জ্যোতিঃ প্রভৃতি বেদবাক্যবিহিত  
সোমযাগপ্রভৃতি কথিত হইয়াছে । অত-  
এব যদাপি 'প্রতিষ্ঠিত্বিহ' এই বর্তমানকালের  
ক্রিয়ার প্রয়োগে, (যে প্রতিষ্ঠা নিত্য আছে)  
তাহারই প্রতীতি হয়, কিন্তু যে প্রতিষ্ঠা সাধ্য অর্থাৎ  
যাহার জন্ম সাধনা করিতে হইবে তাহার বোধ হয়  
না । তথাপি বেদোক্ত প্রতিষ্ঠার এইস্থানে বিপরীত  
ফল কল্পনা করিতে হইবে । এবং ঐরূপ কল্পনা,  
(যাহা কখন শোনা যায় নাই এরূপ) স্বর্গ ফলের

স যুক্তঃ ৷ ৮৪ ৷ তর্হি ক্রিয়াক্রমাতয়া । বিমুক্তিঃ স্বর্গাদিবদ্ধত্বং বিনশ্বর্যম্ ॥ উপাসনা কর্তৃমকর্তৃ-

৮২ ব্রহ্মহোতাকাঙ্ক্ষায়াং ২২ স্বরূপসমর্পণেন নিত্যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বগতো নিত্যতৃপ্তো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবো বিজ্ঞানগানন্দঃ ব্রহ্মহোতাব্যাসঃ সর্ববোধাত্মা উপযুক্তঃ হৃদয়মাজ্ঞাশাস্ত্রদ্ব্যু-  
ৎপত্তিমোক্ষো ভবিষ্যতি । কর্তব্যবিধায়কবশেষে তু বস্তুমাজ্ঞকথমে-  
তানোপাদানাসম্ভবাৎ । সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাহসৌ গচ্ছতি-  
জ্ঞানবাক্যবদবেদান্তবাক্যানামানর্থক্যমেব জ্ঞাৎ । কিন্তু বেদা-  
জ্ঞানাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্তাবোধকত্বং শাস্ত্রম্বেব ন জ্ঞাৎ তৎপর

শ্রবণশাস্ত্রবোধনাৎ । যথাহঃ প্রবৃত্তির্কা নিবৃত্তির্কা নিত্যো-  
কৃতাকেন বা । পুংসাং যেনোপনিষদে তচ্ছাস্ত্রমতিদীপিতমিতি ।  
অপিচ ব্রহ্মবৃত্তং নারং সর্ব ইত্যাদিশ্রবণেন যথা ভরকল্পাদি  
নিবৃত্তিতে ন তথা সংসারিকবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপস্বপণেন নিব-  
র্তিতে । শ্রুতব্রহ্মস্বরূপত্বং যথাপূর্বং স্ববৃত্তিঃ প্রাদিসংসারধর্মদর্শ-  
নাৎ । মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য ইতি শ্রবণোক্তবাক্যলক্ষ্যো ন্যূন-  
নিদিধ্যাসনযোগঃ শ্রবণোচ্চৈতি ॥ ৮৪ ॥ এতদ্ব্যবহৃত্তি ভগবান্  
তর্হি যোগঃ সাংসারিকপঞ্জিকায়ামভেদে সতি বিমুক্তির্কিনশ্বর্যম্ ।

কল্পনা অপেক্ষা একান্ত শ্রেষ্ঠ । এবং বদ ও তদ-  
শব্দের বিপরীত যোজনা করিয়া এবং ‘প্রতিতিষ্ঠন্তি’  
এইস্থলে ব্যাকরণশাস্ত্রোক্ত সনস্তরূপ অর্থের অন্ত-  
র্গত করিয়া ( অর্থাৎ যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে  
ইচ্ছা করেন তাঁহারা এই সনস্ত রাত্রি প্রাপ্ত হইয়া  
থাকেন ) এইরূপ বাক্যের বিপরীত অর্থ করিয়া  
মাত্রপ রাত্রিপদে বিধিবাক্য কল্পিত হয়, তদ্রূপ  
ঐ স্থলেও ‘ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মেব ভবতি’ ( যিনি ব্রহ্ম  
জানিতে পারেন, তিনি ব্রহ্ম হয়েন ) ইত্যাদি মুক্তি  
ফল প্রাপ্ত থাকিতে পূর্বোক্ত সনস্তপদের মতন,  
( যিনি ব্রহ্ম জানিতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি ব্রহ্ম  
জ্ঞান লাভ করিবেন, ) ইত্যাদি বিধিকল্পনা করা  
আপনারও অবশ্যই আবশ্যক । ‘আত্মা বাগে দ্রষ্টব্যঃ  
ন আত্মা অপহতপাপা মোহমুক্তাঃ স বিজিজ্ঞা-  
সিতব্যঃ’ হে শ্রোতকেতো ! যে আত্মা নিষ্পাপ, তাঁহা  
রই দর্শন, অন্বেষণ ও জ্ঞান করিতে ইচ্ছা করিতে  
হইবেক । ‘আত্মোত্যেবোপাসীত’ আত্মাকেই  
উপাসনা করিতে হইবেক । ‘আত্মনমেব লোকমুপা-  
সীত’ আত্মালোকেরই উপাসনা করিবেক । ‘ব্রহ্ম-  
বিদ ব্রহ্মেব ভবতি’ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মই হয়েন ।

ইত্যাদি বিধিবাক্য থাকাতে কে জ্ঞাত্য। কে ব্রহ্ম এই  
আকাঙ্ক্ষায় আত্মা ও ব্রহ্মের স্বরূপ নিশ্চয় হইলে  
‘নিত্যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বগতো নিত্যতৃপ্তো নিত্যশুদ্ধ-  
বুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ’ তিনি নিত্য, তিনি সর্বজ্ঞ, তিনি  
সর্ব ব্যাপী, তিনি নিত্যতৃপ্ত, তিনি নিত্যশুদ্ধ, তিনি  
নিত্যবুদ্ধ, তিনি নিত্যমুক্ত ! ‘বিজ্ঞানগানন্দঃ ব্রহ্ম’  
ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ । ইত্যাদি বেদান্ত  
সকল অবশ্যই উপযুক্ত । এবং ঐ ব্রহ্মের উপা-  
সনাদ্বারা যে মোক্ষ হয় তাহা অদৃষ্ট । অথচ  
শাস্ত্রদৃষ্টান্তে মোক্ষ ঘটিয়া থাকে ইহা আপনারই  
মত । কর্তব্যবিধির সহিত ব্রহ্মবিধি সংলগ্ন না  
হইলে, কেবল মাত্র কোন এক অদ্রুত বস্তু কল্পনা  
করিলে ব্রহ্ম গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য, তাহা জানা যায় না ।  
‘সপ্তদ্বীপা বসুমতী রাজাহসৌ গচ্ছতি’ পৃথিবীতে  
সাতটী দ্বীপ আছে, ঐ রাজা গমন করিতেছেন ;  
ইত্যাদি বাক্যের মতন বেদান্ত বাক্য সকল পরস্পর  
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় । তদ্ব্যতীত বেদান্তশাস্ত্র  
সকল যাগাদিকার্যের প্রবৃত্তি কিম্বা সর্বদৈবাগ্য-  
বোধক না হইলে শাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে  
না । যে শাস্ত্র প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বোধক, শাস্ত্রকা-

অন্যথা বা কৰ্ত্তৃমহী গননঃ ক্রিয়ৈব ॥ ৮৫ ॥ না

তুদিনং তত্ত্বমসীতিবা কামুপাসনাপর্যাবসায়ি কামঃ

জ্ঞানং ক্রিয়া-জ্ঞত্বাৎ স্বর্গাদিবদিতি। অরমর্থঃ কৰ্ত্তব্যবিধিশেষ-  
ধেনোপদেশো ন যুক্তঃ স্বর্গাদিবৎ মোক্ষতানিত্যত্বশাতিশয়  
ভূয়োনিষ্টয়োপপত্তেঃ। নহু জ্ঞানস্তাপি মানসত্বং ভবন্ত-  
তেহপি বিমুক্তেরনিত্যত্বং কৃত্বো ন তাদিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানস্ত  
মানসত্বোহপি যথাভূতবস্তুরবিষয়প্রমাণজ্ঞত্বেন কৰ্ত্তৃমত্বা  
বা কৰ্ত্তৃমশকাখ্যে। কেবলবস্তুরত্বত্বেন চোদনাতত্ত্বত্বাত্বাৎ।  
পুরুষতত্ত্বত্বাপুত্বত্বাকামুপাস্তে মোক্ষদোষ ইত্যাপরোহ উপা-  
সনেনিতি। যথা যত্নে দেবতারৈ হবি গৃহীতং স্তাত্বাৎ ধ্যায়ৈবমট্  
করিষ্যন্ সঙ্ক্যাং মনসা ধ্যায়ৈনিত্যেবমাদিবু ধ্যানং চিন্তনং  
মানসং পুরুষতত্ত্বত্বাৎ কৰ্ত্তৃমত্বা বা কৰ্ত্তৃমশকাৎ তথা মনসঃ  
ক্রিয়োগ্যামনৈব কৰ্ত্তৃমকৰ্ত্তৃমত্বা বা কৰ্ত্তৃমহী নহু জ্ঞানং।  
তথাচ তত্ত্বত্ববিমুক্তেরনিত্যত্বং স্পষ্টমেবেত্যর্থঃ। তন্মাত্ তদ্বিষয়ে  
লিঙাদয়ঃ প্ররমাণা অপ্যনিয়োজ্যবিষয়ত্বাৎ কৃষ্টিত্বত্বো  
নিষিদ্ধান্নাক্রপত্বাৎ স্বাভাবিকপ্রকৃতিবিষয়বিমুক্তীকরণার্থঃ।  
অন্যথা ক্ষীরন্তে চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে। আনন্দং

রেয়া তাত্বাকৈই শাস্ত্র বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।  
অপিচ 'রজ্জুরয়ং নাগং সর্পঃ' (ইহা রজ্জু, ইহা  
সর্প নহে) ইত্যাদি বাক্যপ্রবণে যদ্রূপ ভয় ও  
কম্পাদির নাশ হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মের স্বরূপ প্রবণে  
সংসারভ্রম নিবৃত্ত হয় না। যে ব্যক্তি ব্রহ্মের স্বরূপ  
প্রবণ করিয়াছেন, তাহারই যথার্থ স্থখ, দুঃখ ও  
সংসার ধর্ম ইত্যাদি হইয়া থাকে। 'মন্তব্যো নিদি-  
ধ্যাসিতব্যঃ' এই বেদবচনে প্রবণের পরক্ষণই  
মনন ও নিদিধ্যাসনের কথা উল্লেখ করা হই  
য়াছে। ৮৪।

ভগবান্ ঐমতে পুনর্বার দোষার্ণ করিলেন—  
যে রূপ স্বর্গ যোগক্রিয়া জন্ম বলিয়া অনিত্য, তদ্রূপ  
মোক্ষও জ্ঞান ক্রিয়া জন্ম বলিয়া অনিত্য হইতে  
পারে। কোন কৰ্ত্তব্যবিধির শেষ থাকিতে  
আত্মোপদেশ উপযুক্ত নহে। স্বর্গ যদ্রূপ অনিত্য  
ও শাতিশয়দোষে দূষিত, তদ্রূপ মোক্ষও ঐরূপ  
দোষে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে। আপনার মতে জ্ঞান  
যদি মানসিক ক্রিয়া হয়, তবে মুক্তি কেন অনিত্য  
হইবে না?। জ্ঞান মানসিক ক্রিয়া হইলেও যথার্থ

ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি কুতশ্চন। অতঃ বৈ জনক পাত্তোঃসি  
তদা আনন্দেব বেদাৎ ব্রহ্মাসীতাদ্যাঃ অতঃ ব্রহ্মবিদ্যা  
নন্তরং মোক্ষঃ প্রদর্শয়তো। মোক্ষস্ত জ্ঞানজ্ঞাপূর্বজ্ঞত্বত্ব  
যাবরন্তো নোপপদোরন। ব্রহ্মাবগতো সত্যং সর্বকৰ্ত্তব্যতা-  
হানে কৃতকৃত্যতারাশ্চাকমলকারত্বাৎ। মননাবিসংকুতেন  
প্রবণেন ব্রহ্মস্বরূপসাক্ষাৎকারে সংসারিনিবৃত্তেঃ। প্রতিষ্পদ্য-  
মুতবসিকৃত্ত্বিতশাসনেনৈতৎ প্রতিপাদকস্য মুখ্যশাস্ত্রত্বাচ্চ  
ন কোহপি দোষ ইতি ॥ ৮৫ ॥ এবমুক্তো মন্তনস্তত্ত্বত্বাদি-  
বাক্যসোপাসনাপর্যাবগণাতাবমলীকৃত্য প্রকারান্তরেণাশ্রিত্য

বস্তুর স্পষ্ট প্রমাণ থাকিতে কিছু করিতে অথবা  
তাহার বিপরীত করিতে পারা যায় না। কিন্তু  
আমাদের মতে ঐরূপ দোষ নাই—যে রূপ দেবতার  
নিমিত্ত যত গ্রহণ করা হইয়া থাকে, 'তাং ধ্যয়েন্  
বমট্ করিষ্যন্' যিনি বমট্কার (মন্ত্র) পড়িবেন তিনি  
সেই দেবতার ধ্যান করিবেন। 'সঙ্ক্যাং মনসা  
ধ্যয়েৎ' মনস্বারা সঙ্ক্যার ধ্যান করিবেন। ইত্যাদি  
স্থলে ধ্যান ( চিন্তন ) যদ্রূপ মানসিকক্রিয়া ও  
কোন পুরুষের অধীন বলিয়া কিছুই করিতে কিম্বা  
তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারে; তদ্রূপ উপা-  
সনাক্রিয়াও কিছু করিতে কি না করিতে কিম্বা  
তাহার অন্যথা করিতে পারে। কিন্তু জ্ঞান কখনই  
ঐরূপ নহে এবং জ্ঞানজন্মমুক্তিও স্পষ্টই  
অনিত্য জানিবেন।

অতএব ঐ কষ্টকাণ্ডস্থলে বেদে যে লিঙ বিভক্তির  
কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা নিতান্ত অনুপযুক্ত,  
সুতরাং কুণ্ঠিত ঐ শিথি বাক্যের দ্বারা মাত্র বলিয়া  
স্বাভাবিক প্রকৃতিবিষয়ে কেবল লোকদিগকে বিভ্রম  
করিয়া থাকে। ইহার অন্যথা হইলে—'ক্ষীরন্তে  
চাস্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' সেই পরাৎপর  
পর ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে তাহার কৰ্ম্ম সকল ক্ষর-  
প্রাপ্ত হয়। 'আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি  
কুতশ্চন' যে ব্যক্তি আনন্দগয় ব্রহ্মকে জানিতে  
পারিয়াছেন, তাহার আর কিছুতেই ভয় হয় না।



কিং ইত্য জীবন্ত পরেণ সাম্যপ্রত্যায়িকং সত্তম ! | সার্বজ্ঞাসার্বাত্ম্যমুখে ঙ্গৈ ব। আদ্যে প্রসিদ্ধঃ  
বোভবীতু ॥ ৮৬ ॥ কিং চেতনত্বেন বিবক্তি সাম্যঃ | ন পলূপদেশামন্তে অসিদ্ধান্তবিরুদ্ধতা স্যাৎ ॥ ৮৭ ॥

ইহং তদ্বদমীতি বাক্যমুপাসনাপর্ষ্যবসারি যথেষ্টং মাতৃং তথাপৈপ্য ক্য  
প্রতিপাদকং নাস্তি কিং ইত্য জীবন্ত পরমেস্বরেণ সাদৃশ্য  
প্রতিপাদকং হে সত্তম ! বোভবীতু ভবতু ॥ ৮৬ ॥ এতদ্ বিকল্প

‘অভয়ং বৈ জনক প্রাপ্তোহসি তদাত্মানং বেদ’ হে  
জনক ! তুমি অভয় পাইয়াছ, তাঁহাকেই আত্মা  
বলিয়া জানিবে। ‘অহং ব্রহ্মাশ্মি’ আমিই ব্রহ্ম,  
ইত্যাদি শ্রুতিসকল, ব্রহ্মবিদ্যার পরই মোক্ষ  
প্রদান করিয়া থাকে। (তখন মোক্ষ জ্ঞান জন্য যে  
অপূর্ব জন্মায় তাহা নিবারণ করিতে পারে) ইহাও  
বলিতে পারা যায় না। ব্রহ্মজ্ঞান হইবার পর  
কর্তব্য কার্য সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও কৃতকৃতার্থতা  
লাভ করা যায়, এবং তাহাই আমাদের অলঙ্কার  
ও গৌরবের বিষয়। মনন ও নির্দিধ্যাসনের সহিত  
শ্রবণ হইলে যখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, তৎকালে  
‘সংসার সংসারী’ এসমস্তই নিরুদ্ভি হয়। তখন ঐ  
ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, শ্রুতি, স্মৃতি ও সকলেরই অনুভব  
সিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং হিতশাসনদ্বারা ব্রহ্ম-  
প্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্র যে প্রধানশাস্ত্র তাহাতে  
আর কোন সংশয় নাই। ৮৫।

মণ্ডন বলিলেন—‘তদ্বদমি’ ইত্যাদি বেদবাক্য  
যে কখনই উপাসনাকার্য্যে মিশ্রিত হয় না তাহা  
আমি যথেষ্ট অঙ্গীকার করিলাম। তথাপি ঐ বেদ  
বাক্য ব্রহ্মের অভেদ বোধক হইতে পারে না।  
হে পণ্ডিতবর ! কিন্তু ঐ সকল বেদবাক্য জীবা-  
ত্মার সহিত পরমাত্মার কোন সাদৃশ্য বুঝাইয়া  
দিউক। ৮৬।

নিত্যত্বমাত্রেণ যুনে ! পরাত্মগুণোপগমিনঃ সুখবোধ-

দুখমতি ভগবান্ কিনিতি । তদ্বদমীতি বাক্যং কিং চেতনপরেণ  
সাদৃশ্যং প্রবদতি কিংবা সার্বজ্ঞাসার্বাত্ম্যাসার্বজনিকত্বপ্রভৃতিভি-  
ঙৈঃ সাম্যং বিবক্তি। অথ চেতনত্বেন সাম্যন্ত প্রসিদ্ধত্বাদুপ-  
দেশানর্থক্যঃ। দ্বিতীয়ে জীবন্ত পরমাত্মস্বরূপাণ্য ভেদো নাতীতি  
অসিদ্ধান্তে বিরুদ্ধতা স্যাৎ। তন্মাদৈক্যপ্রতিপাদকমেবোক্তবাক্য-  
মভূপেরমিতার্থঃ ইত্য ॥ ৮৭ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন আছ। নিত্য-  
ত্বমাত্রেণ পরমাত্মগুণসদৃশৈঃ সুখবোধানন্তাদিত্যবিদ্যা-

ভগবান্ বলিলেন—‘তদ্বদমি’ এই বাক্য কি  
চেতনরূপে সাদৃশ্য বুঝাইবে ? অথবা ঈশ্বরের যে  
সার্বজ্ঞতা, সার্বাত্ম্যতা, ও সার্বশক্তিমত্তাপ্রভৃতি  
গুণ আছে তাহা দ্বারা সাদৃশ্য বুঝাইবে ?। যদি  
চেতনভাবে সাদৃশ্য স্বীকার করা হয়, তাহা বৃথা  
স্বীকার করা মাত্র। কারণ, পরমাত্মা চেতনরূপে চির-  
কালই প্রসিদ্ধ, তন্নিমিত্ত উপদেশ প্রদান করাও অন-  
র্থক। তবে যদি গুণসমষ্টির দ্বারা সাদৃশ্য স্বীকার  
করেন তাহাও বৃথা। কারণ, জীব পরমাত্মার একী-  
ভাবাপন্নমাত্র, কিন্তু পরম্পরের জ্ঞান ভেদ নাই।  
সুতরাং আপনার নিজের মতের বিরোধ উপস্থিত  
হয়। অতএব “তদ্বদমি” বেদবাক্য যে ঐক্যবোধক  
ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ৮৭।

মণ্ডন বলিলেন—হে মুনিবর ! অবিদ্যারূপ  
আবরণ থাকাতেই উভয়ের প্রতীতি হয় না। নতুবা  
নিত্যরূপে পরমাত্মার যে সমস্ত গুণ আছে ঐ সমস্ত  
সুখবোধ ও অনন্ততা প্রভৃতি গুণদ্বারা ‘তদ্বদমি’

পূর্বে । ঔগৈরবিদ্যাবৃত্তিতোহপ্রতীতৈঃ সামাং  
ব্রবীতস্ম ততো ন দোষঃ ॥ ৮৮ ॥ বদ্যেবমেতস্ম  
পরত্বমেব প্রত্যাপরত্বত্ব দুঃপ্রহঃ কঃ । বরৈব তস্ম  
প্রতিভাসনকা বিদ্বন্ ! অবিদ্যাবরণান্ নিরস্তা  
৮৯ চোশ্চেতনেন শরীরিসাম্যাবেদাতা-

বরণাদপ্রতীতৈরস্ম জীবন্ত পরেণ সাম্যমুক্তবাক্যং হে মুনে !  
ব্রবীতু তস্মান্নোক্তদোষঃ উঃ ॥ ৮৮ ॥ এবমুক্তো ভগবানাহ ।  
বদ্যেবঃ তর্হি তস্ম জীবন্ত পরমাত্মবমেবোক্তবাক্যং বোধয়তু ।  
অত্র তস্ম পরত্বং দুঃপ্রহঃ কঃ । নব্বেবঃ তর্হি তস্ম পরত্বং কুতো  
ন প্রতিভাসতে ইতি চেত্তজাহ । তস্ম সুখবোধানন্তরপত  
পরত্বস্ম প্রতিভাসনকা তু অবিদ্যাবরণান্ বরৈব নিরস্তা । বিদ্বান্  
সন্ কথমেবঃ ভাবস ইতি সম্বোধনানয়ঃ ॥ ৮৯ ॥ এবমুক্তো-  
মণ্ডনঃ প্রকারান্তরমালম্ব্যাহ । হে যতীশ ! অস্ম জগৎকারণস্ম

বেদবাক্য যদি পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার সাদৃশ্য-  
বাচক হয় তাহাতে দোষ কি ? ৮৮ ।

ভগবান্ বলিলেন—হে বিজ্ঞবর ! যদি চ আপনার  
ঐ কথাই স্বীকার করা যায় তবে ‘জীবাত্মা যে পর-  
মাত্মা’ ( তত্ত্বমসি ) বাক্যদ্বারা কেন উভয়ের অভেদ-  
বোধক হইবে না ? । বস্তুতঃ উভয়ের অভেদবিষয়ে  
আর কোন চুষ্ট অভিসন্ধি থাকিতে পারে না এবং  
জীবাত্মা কখনই পরমাত্মভাবে প্রকাশিত হয় না ।  
ইতিপূর্বে আপনি বলিয়াছেন, পরমাত্মা স্থখ  
স্বরূপ, জ্ঞানরূপ ও অনন্ত । কেবল অবিদ্যারূপ  
আবরণ থাকাতে স্বয়ং প্রতিভাস অর্থাৎ জীবাত্মার  
পরমাত্মভাবে কখন প্রকাশ হইতে পারে না । ৮৯ ।

মণ্ডন বলিলেন—হে যতিরাজ ! এই জগতের  
কারণ চেতন পদার্থ হইলে অবশ্যই আপনার জীবা-  
ত্মার সহিত পরমাত্মার সাদৃশ্য স্বীকার করিতে

মস্যা জগৎপ্রসূতেঃ । চিহ্নাখিতেন পরোদি-  
তস্মাহপ্যণুপ্রধানপ্রভৃতে নিরাসঃ ॥ ৯০ ॥ হই-  
বমস্মীতি তদা প্রয়োগঃ স্মাৎ তস্মাতে তত্ত্বমস্মীতি  
ন স্মাৎ । তদৈক্যতেত্যত্র জড়ত্বশক্তাব্যাবর্তনাচ্চাত্ত  
পুন ন চোদ্যম্ ॥ ৯১ ॥ নব্বেবমপ্যেক্যপরত্বমস্ম

চেতনেন জীবেন সাম্যাবেদাতাং তথাচ চিত্তশ্চেতনাজগৎ  
উৎপত্ত্বাৎ পটৈঃ সাক্ষাদভিক্রান্তত্ব প্রধানপরমাণাদে নিরা-  
সোহপি সিদ্ধান্তীভার্থঃ ॥ ৯০ ॥ এবমুক্তো ভগবানাহ । ইন্ত হে  
মণ্ডন ! এবং চেতনা তস্মাতে তজ্জগৎকারণঃ ত্বৎস্বৎসদৃশমস্মীতি  
ন স্মাৎ । জড়ত্বশক্ত্যাস্ত তদৈক্যত্ব বহু স্মাৎ প্রজায়েরৈতৌক্য-  
প্রবণাৎ । তত্ত্বমস্মীতি জগৎকারণস্ম চেতনাত্তেদপ্রতিপাদনে চ  
ব্যাবর্তনাৎ । পুনরত্র চোদ্যাত্বাৎ প্রধানাদে নিরাসায়ৈব ন  
বাচ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥ এবং সর্বতঃ প্রতিক্রমো মণ্ডন ইমমপি

হইবে । অপিচ জগৎ চেতনবস্তু হইতে সৃজিত  
বলিয়া সাংখ্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যাদির পরমাণু-  
মত সকল খণ্ডন করা হইল । ৯০ ।

ভগবান্ বলিলেন—যদিচ এরূপ হয়, তবে  
আপনার মতে ‘তৎ’ শব্দে জগতের কারণ ‘ত্বং’  
অর্থাৎ (আপনার) সদৃশ হয় । ঐরূপ ভাবে প্রয়োগ  
করিলেও ‘তত্ত্বমসি’ পদ কখন সিদ্ধ হয় না—কিন্মা  
জড় বলিয়া শঙ্কা করিতে পারা যায় না । “তদৈক্যত  
বহু স্মাৎ প্রজায়েয়’ পরমাত্মা পর্যালোচনা করি-  
লেন আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি । ইত্যাদি  
বেদবাক্যের দ্বারা ঐক্যধাতুর প্রয়োগ করা হই-  
য়াছে । জগৎ কারণ যে চেতন হইতে অভিন্ন ‘তত্ত্ব-  
মসি’ এই বাক্য কেবল তাহাই প্রতিপাদন করি-  
য়াছে । অথচ লক্ষ্যবস্তুর অভাব থাকাতে প্রকৃতি

প্রত্যক্ষপূর্বপ্রমিতিক্রোপাৎ । ন যুক্ত্যতে তজ্জপ-  
মাত্রযোগি স্বাধ্যায়বিধ্যাশ্রিতমভ্যুপেয়ং ॥ ৯২ ॥

অক্ষণ চেদ্ ভেদমিতিস্তদা স্যাদভেদবাদিশ্রুতি-

পক্ষমুপেক্ষা পুনস্তত্ত্বমভ্যাদিবাক্যস্ত জপোপযোগিত্বাৎ স্বাম্য পর-  
পক্ষে প্রত্যক্ষ বিরোধমাপদয়তি । নত্বেবং সামান্যপ্রত্যয়কণ্ঠেনাহ-  
মীশ্বর ইতি প্রত্যক্ষাভিকার্য্য। তেষ্ঠপ্রমাণঃ প্রকোপ'র যুক্ত্যতে ।  
ততঃ স্বাধ্যায়োহুদ্যোতব্য ইতি বিধিনাশ্রিতমুক্তবাক্যং জপো-  
পযোগ্যমভ্যুপেয়মিতি ॥ ৯২ ॥ একদ্বয়তি ভগবান্ । অক্ষ-  
ণেন্দ্রিয়েন চেৎ ভেদমিতি ভেদপ্রমা যদি স্তাত্তদা অভেদবাদিশ্রুতি

ও পরমাণু প্রভৃতি মত খণ্ডনের নিমিত্ত কখনই  
আপনি ঐরূপ বলিতে পারেন না । ৯১ ।

এইরূপে চারিদিকে বিব্রত হইয়া মগুন, ঐ পক্ষ  
উপেক্ষা করিয়া পুনর্ব্বার 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য  
জপের উপযোগী বলিয়া অবলম্বন করিলেন । অপিচ  
ঐ বেদবাক্য পরমাত্মপক্ষে স্ত্যস্ত হইলে প্রত্যক্ষের  
বিরোধ ঘটিয়া থাকে । স্মতরাং বলিতে লাগি-  
লেন—ঐ বেদবাক্য যদি সাদৃশ্যবোধক না হয়  
তাহাতে কোন ক্ষতি নাই । কিন্তু 'নাহমীশ্বরঃ'  
আমি ঈশ্বর নই এইরূপ প্রত্যক্ষ-ও বলবান্ জ্ঞানের  
বিরোধ হওয়াতে ঐ বেদবাক্য উভয়ের ঐক্যবোধক  
বলিয়া নির্দেশ করিতে পারেন না । 'স্বাধ্যায়োহুদ্যো-  
তব্যঃ' শ্রীয শাখা অধ্যয়ন করিবেক, এই বাক্য  
বিধিযুক্ত ও জপের উপযোগী বলিয়া স্মতরাং  
স্বীকার করিতে হইবে । ৯২ ।

\* ভগবান্ ঐ পক্ষে দোষারোপ করিয়া বলি  
লেন—যদি ইন্দ্রিয়দ্বারা ভেদজ্ঞান হয়, তাহা হইলে

বাক্যবাধঃ । অসম্মিনস্বর্ধান্ ন ভবেদ্ধি ভেদপ্রমৈব

বাক্যজ বাধঃ স্যৎ । অক্ষস্য ভেদেনাসম্মিনস্বর্ধাদ্ ভেদপ্রমৈব ন হি  
ভবেৎ । ভেদ কারণেনাস্ত বাক্যস্য কুতো বিরোধো ন কেনাপি  
বিরোধোহস্ত প্রত্যক্ষস্য কন্যাকুতো । কিংবোধ ইতি বা অরমর্থঃ ।  
ইন্দ্রিয়ভেদে ন প্রমাণং তদসম্মিনস্বর্ধাৎ সংমতবৎ । নহু হেতুসিদ্ধি-  
মিতি চেদিন্দ্রিয়স্য ভেদেন সংযোগসম্ভবায়তাদ্যাদ্যাদ্যামভ্যুতমঃ  
সম্মিনস্বর্ধতত্ত্বো বা । আদ্যো ন তাবৎ সম্ভবায়াসক্তবাস্তবসিদ্ধেচ্চ ।  
নহু রূপী ঘটে। মূদবট ইতি প্রত্যয়স্য সংযোগানবগাহিত্বাৎ । পরি-  
শেষাৎ সম্ভবায় এব সিদ্ধাতীতি চেৎ । গুণগুণিনোরবয়বাবয়-  
বিনোচ্যাত্যক্তভেদে তৎসম্বন্ধস্য চ তথাহে দণ্ডপুকুযাদাবিব-  
শুক্লো ঘটে। মূদবট ইতি সমানাবিকরণপ্রত্যয়ানুপপত্তেঃ । কিন্তু  
সম্ভবায়িত্যাৎ সম্বন্ধঃ সম্ভবায়ো বিশিষ্টপ্রত্যয়নিয়ামক উক্ত অসম্বন্ধঃ ।  
নাদ্যন্তস্য তস্যাত্তোহক্সাসম্বন্ধঃ কল্পয়িতব্য ইত্যনবহাপাতাৎ । নহু  
সম্ভবায়িতি নির্ভাসম্বন্ধ এবায়ং গৃহ্যতে অতো নোক্তদোষ ইতি  
চেত্তর্হি সংযোগোহপি সংযোগিতি নির্ভাসম্বন্ধত্বাৎ সম্বন্ধাত্তরং  
নাপেক্ষতে ত্বর্ধাস্তরত্বাদপেক্ষতা ইতি চেত্তর্হি সম্ভবায়োহপি  
তথাহুত্বাৎ কুতো নাপেক্ষতে । সংযোগো গুণত্বাত্তথেনি চেৎ ।  
গুণপরিভাষায় অতত্ত্বদ্বাদপেক্ষাকারণস্য চ তুল্যত্বাৎ নাত্তোহতি-  
প্রসঙ্গাৎ । কিন্তু সঃ অনেক একো বা । আদ্যোহপিসিদ্ধাত্তো  
গৌরবক । দ্বিতীয়ে রূপজ্ঞানাদিসম্ভবায়স্য বায়ুঘটাদিবৃত্তিসম-

অভেদ বাচক অতিবাক্যের বাধ হয় । অথবা  
ইন্দ্রিয়ের ভেদ স্বীকার করিয়া যদি অসম্মিনস্বর্ধ (অর্থাৎ

\* অতিপ্রায় এই—নাহমীশ্বরঃ" পূর্ব্বশ্লোকে এইরূপ প্রত্যক্ষ-  
প্রমাণদ্বারা ঈশ্বর হইতে প্রভেদ স্বীকার করা হইয়াছে । কিন্তু  
ইন্দ্রিয়ের সহিত প্রভেদবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । কারণ,  
জীবাশ্রা ইন্দ্রিয় হইতে অত্যন্ত দূরবর্তী । হেতুসিদ্ধি হয় না  
বলিয়া ইন্দ্রিয়ের প্রভেদ স্বীকার করিয়া কিরূপ ভাবে ইন্দ্রিয়ের  
নৈকটা লব্ধ বা সংযোগ সম্বন্ধ উল্লেখ করিবেন । সংযোগ,  
সম্ভবায় তাদাত্ম্য অথবা ইহা হইতে অতিরিক্ত কোন এক  
সম্বন্ধ এখানে আপনার অভিপ্রেত ? । সংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার

তেনাস্য কৃত্য বিরোধঃ ॥৯৩॥ ভিন্নোহমীশাদিতি

বাস্যভেদাৎ রূপী বারুঃ ঘটো জ্ঞানবানিতি প্রতীকিপ্রসঙ্গঃ । ন চ তত্র রূপাদেবভাবান্নোক্তপ্রতীকিরিতি বাচ্যঃ তদন্তত্বপ্রসঙ্গক-  
সম্বন্ধ সতি তদভাববাবহারস্য ব্যাহতত্বাৎ । তস্মান্ ন কথমপি সমবারঃ সুসিদ্ধাতি । অবরবাবহারবাদীনাং সম্বন্ধস্য তাদাত্ম্য-  
তচ্চ ন ভিন্নাভিন্নত্বঃ বিকল্পয়ো ভেদভেদয়োরেকত্বাসম্বন্ধাদপি  
হু ভিন্নত্বে সত্যভিন্নসম্বন্ধত্বঃ তচ্চানির্বাচ্যঃ । নাপি সংযোগ-

অনেকটা সম্বন্ধ ) ঘটে তবে ভেদজ্ঞান হইতে

করিলে সমবার সম্বন্ধ হইতে পারে না, অথচ এতলে সমবারের  
কোন সম্ভাবনা নাই । 'রূপী ঘটঃ মৃদঘটঃ' রূপবান্ ঘট মৃত্তি-  
কার ঘট ইত্যাদি জ্ঞান লোকের স্পষ্টই হইয়া থাকে । সুতরাং  
সংযোগের সহিত কোন সম্বন্ধও নাই । পরিশেষে সুতরাং  
সমবার সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । তাহাও সম্ভব নহে—  
কারণ, গুণ, গুণী ও অবরব অবরবীর অত্যন্ত ভেদ হইলে এবং  
উচ্ছাদের সম্বন্ধও ভিন্ন হইলে দণ্ডপুরুষঃ' অর্থাৎ দণ্ডধারী পুরু-  
ষের যজ্ঞ দণ্ড বিশেষণ উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ 'শুক্লো ঘটঃ  
মৃদঘটঃ' শূক্ৰঘট, মৃত্তিকার ঘট, ইত্যাদি স্থলেও কখনই শুক্ল বা  
মৃত্তিকা বিশেষণের উপলব্ধি হয় না । আর এক কথা—সমবার  
সম্বন্ধ হইলে সমবার বিশিষ্ট বস্তু দ্বারা সম্বন্ধ হইয়া বিশেষ জ্ঞান  
করাইয়া দেয় ? অথবা কোন বস্তুদ্বারা সম্বন্ধ না হইয়া জ্ঞানোৎ-  
পাদন করে ? প্রথম পক্ষ স্বীকার করিলে তাহার এক সম্বন্ধ—  
তাহার এক সম্বন্ধ—এইরূপে জ্ঞানবান্ ঘোষের উৎপত্তি হয় ।  
(সমবার সম্বন্ধকে যদি অনেকগুলি সমবার সম্বন্ধ বিশিষ্ট  
বস্তুর সহিত নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে ঘোষের  
সম্ভাবনা থাকে না) এরূপ স্বীকার করিলে, সংযোগ সম্বন্ধ ও  
সংযোগসম্বন্ধবিশিষ্ট পদার্থের সহিত নিত্য সম্বন্ধ হইয়া আর  
কখনই অন্য সম্বন্ধ অপেক্ষা করে না । (কিন্তু অতরূপ অর্থের  
কৃত্য অত্ম সম্বন্ধ অপেক্ষা করিয়া থাকে) তথা যদি স্বীকার করা  
যায়, তবে সমবারসম্বন্ধও কেন এরূপ অত্ম সম্বন্ধ অপেক্ষা

ভাসতে হি ভেদস্য জীবাশ্চবিশেষণত্বং । তৎ-

তাদাত্ম্যো তদভাবস্য স্তপ্রসিদ্ধেঃ । ন দ্বিতীয়স্তদন্তসম্বন্ধসমা-  
কাপ্যপ্রসিদ্ধিরিতি ॥৯৩॥ নহু ভেদস্যাত্মোক্ত্যভাবকণত্বাদ ভাবে  
চ বিশেষণত্বায়াঃ সম্বন্ধকর্তৃত্বাদসম্বন্ধসিদ্ধিরিতি মণ্ডনঃ শব্দভেদে  
হি যদানীশাদহং ভিন্ন ইতি ভেদস্য জীবাশ্চবিশেষণত্বং ভাসতে

পারে না । অতএব ঐ বাক্যের এবং প্রত্যক্ষের  
নিছাতেই বিরোধ হইবার সম্ভাবনা নাই । ৯৩ ।

মণ্ডন মনে মনে শব্দ করিতে লাগিলেন—  
নৈয়ায়িকমতে অত্মোক্ত্যভাব পদার্থ ভেদ বলিয়া

করিবে না ? (সংযোগ পদার্থ সুতরাং সংযোগ ও সমবারের  
মত) ইহাও বলা যাইতে পারে না । কারণ গুণনির্বাচনের পদ্ধতি  
কাহারও অধীন নহে । (এবং গুণাপেক্ষী কারণও কোন বস্তু দ্বারা  
সম্বন্ধ না হইয়া জ্ঞানোৎপাদন করে) ইহাতেও অতিপ্রসঙ্গ  
অর্থাৎ বাহ্য লক্ষ্য নহে তাহাতেও লক্ষণ যাওয়া দোষ ঘটে ।  
আর এক কথা—ঐ সমবার সম্বন্ধ অনেক না এক ? যদি  
অনেক হয়, তবে নিজমতের বাস্তবতার এবং গৌরব । জ্ঞানরূপ  
সমবার, বারু এবং ঘটনিষ্ঠ সমবারসম্বন্ধের সহিত অভিন্ন হইয়া  
রূপী-বারুঃ ঘটো জ্ঞানবান্, অর্থাৎ রূপবান্ বারু জ্ঞানবান্ ঘট  
ইত্যাদি প্রত্যয় হইবার বাধা কি ? (বস্তুগত্যা বারুর রূপ  
নাই, ঘটেরও জ্ঞান নাই, সুতরাং ওরূপ বোধ হয় না) তথাও  
অসম্বন্ধ তাহার যুক্তি এট—বারু, কিম্বা ঘট যে রূপ সম্বন্ধ  
বিদ্যমান আছে তাহার কখনই অভাব হইতে পারে না । অত-  
এব কোনরূপে সমবারসম্বন্ধ সিদ্ধ হইতে পারে না । বস্তুতঃ  
অবরব ও অপরব বিশিষ্ট বস্তুর যে সম্বন্ধ তাহার নাম তাদাত্ম্য-  
সম্বন্ধ । ঐ তদাত্ম্যসম্বন্ধ ভিন্ন কি অভিন্ন নহে । কারণ এক-  
স্থানে ভেদ ও অভেদ এরূপ বিরুদ্ধ স্বভাবাক্রান্ত বস্তু থাকিতে  
পারে না । কিন্তু যে বস্তু ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন বস্তুর মত  
প্রতীক হয়, তাহারই নাম তাদাত্ম্যসম্বন্ধ কিন্তু সংযোগ  
সম্বন্ধ এরূপ নহে । কারণ, তাদাত্ম্যসম্বন্ধে কখনই সংযোগ  
সম্বন্ধ থাকে না ইহা সুপ্রসিদ্ধ ।



সম্বন্ধার্থে সংযোগাত্মকভেদেন্দ্রিয়যো-  
গ্যনীবিন্ ! ॥ ১৪ ॥ অতিপ্রসঙ্গে নতু কেবলস্য  
বিশেষণত্বস্য তদভ্যুপায়ম্ । ভেদাশ্রয়ে হীন্দ্রিয়-

অপ তস্মাৎ হে মনীষিন ! ভেদেন্দ্রিয়যোগ্যঃ সংযোগাদিসংযোগ-  
গাত্মকভেদেপি তৎসম্বন্ধার্থেবিশেষণতা সম্বন্ধার্থেহতু ইন্দ্রঃ ॥ ১৪ ॥  
পরিহরতি ভগবান্ কেবলম্ বিশেষণত্বস্য বিশেষণতামাত্রস্য  
তৎসম্বন্ধার্থং নৈবাভ্যুপায়ম্ তত্র হেতুরতিপ্রসঙ্গে ভিত্ত্যা-  
দিবাবহিতভূতাদিনিষ্ঠযটাদাত্মকভেদেপি বিশেষণতামাত্রম্ সতেন  
প্রত্যক্ষত্বপ্রসঙ্গাত্মকভেদাশ্রয়ে হীন্দ্রিয়সম্বন্ধার্থে সতি  
বিশেষণতাস্যঃ সম্বন্ধার্থভ্যুপায়ম্ । ন চ সম্বন্ধার্থত্বমিহেন্দ্রিয়  
আশ্রয়নোহস্তু । বস্তুত্বাধিকরণেন্দ্রিয়সম্বন্ধার্থোহপি ন কারণঃ ।  
পরমতে করণবলয়াবচ্ছিন্নভাস এব ভোক্তেন্দ্রিয়ত্বাৎ । তস্যৈব

উল্লিখিত হইতে পারে । সুতরাং ভেদপদার্থে  
( অভাবে ) বিশেষণের সম্বন্ধ ( নৈকটা ) হেতু  
অসম্বন্ধ ( অনৈকটা ) সিদ্ধ হয় । কারণ, ‘ঈশা-  
দহং ভিন্নঃ’ আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, এই অভেদ  
পদার্থ জীবাত্মার বিশেষণরূপে প্রকাশ পাইতেছে ।  
অতএব হে মনীষাসম্পন্ন শঙ্কর ! ভেদ এবং ইন্দ্রি-  
য়ের সংযোগাদি সম্বন্ধ না থাকিলেও কেবল বিশে-  
ষণের ঐস্থানে নৈকটাসম্বন্ধ হউক । ১৪ ।

ভগবান্ ঐমতের খণ্ডন করিলেন—কেবল বিশে-  
ষণের ঐস্থানে ঐরূপ নৈকটাসম্বন্ধ কখনই স্বীকার  
করা যাইতে পারে না—স্বীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গ  
দোষ ঘটিতে পারে । অর্থাৎ ভিত্তি ( ভিৎ ) দ্বারা  
বদি ভূতল আচ্ছাদিত হয়, এবং ঐ ভূতলস্থিতঘটের  
অভাব হইলেও কেবল মাত্র বিশেষণের ঐস্থানে  
অস্তিত্বপ্রযুক্ত ঘটের প্রত্যক্ষ হইতে পারে । অত-

সম্বন্ধার্থে ন সম্বন্ধার্থত্বমিহাশ্রয়নোহস্তু ॥ ১৫ ॥

ভেদাশ্রয়েনেন্দ্রিয়সম্বন্ধার্থো নেতৃত্বমেতচ্চ-  
তুরং ন যস্মাৎ । চিত্তাত্মনো দ্রব্যাত্মনো দ্বয়োরপ্য-  
স্ত্যেব সংযোগসমাশ্রয়ত্বং ॥ ১৬ ॥ আত্মা বিভূঃ সাদৃশ্য-

সংযোগসম্বন্ধার্থেব পেন স্বস্যাঃ সম্বন্ধার্থাধিকরণেন্দ্রিয়  
সম্বন্ধার্থত্বেন শব্দার্থে প্রত্যক্ষত্বং ন সাদৃশ্যে ধ্যেৎ  
উৎ ॥ ১৫ ॥ এতদসহমানো মণ্ডন আহ । ভেদাশ্রয়ত্বাশ্রয়  
ইন্দ্রিয়েণ সম্বন্ধার্থো নাস্তীতি ত্রয়োক্তমেতন্ন সমীচীনং । যস্মাৎ

এব অভাব পদার্থের আধার ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী  
হইলে ঐস্থানে বিশেষণের নৈকটা সম্বন্ধ অবশ্য  
স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু আত্মার ঐ ইন্দ্রিয়ের  
উপর কোন নৈকটাসম্বন্ধ নাই । বস্তুতঃ আত্মার  
আধার এবং ইন্দ্রিয়সংযোগ কখনই কারণ নহে ।  
“পরমতে করণবলয়াবচ্ছিন্ন নভোভাগের নাম শ্রবণে-  
ন্দ্রিয় কথিত হইয়াছে । ঐ শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা গ্রাহ্য  
যে শব্দ, ঐশব্দের অভাব, তখন শব্দের অধিকরণ  
রূপে বিদ্যমান থাকে । অতএব স্বীয়পদার্থ দ্বারা  
স্বকীয় পদার্থের অনৈকটা সম্বন্ধ বা অসংযোগ  
থাকাতে কিম্বা অধিকরণ এবং ইন্দ্রিয়সংযোগের  
অভাববশতঃ শব্দের অভাবে যে তাহার প্রত্যক্ষ হয়  
না” ইহা অত্যন্ত দুষণীয় । ১৫ ।

ইহা মছ করিতে না পারিয়া মণ্ডন বলিলেন—  
আপনি যে বলিয়াছেন, ‘ভেদের আধার আত্মার,  
কখন কোন ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগ হয় না’  
ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ, চিত্ত এবং আত্মা  
উভয়েই দ্রব্যপদার্থ । সুতরাং দ্রব্যপদার্থে

বাণুমাত্রঃ সংযোগিতা নোভযথাপি যুক্তা । দৃষ্টা হি  
স। সাবয়বস্য লোকে সংযোগিতা সাবয়বেন  
যোগিন্ ! ॥ ৯৭ ॥ মনোহক্ষমিতাভূপগমা ভেদা-

চিত্তায়নো দ্রব্যভূতেনোভয়োরপি সংযোগসমাপ্রমত্তমদেব ইন্দ্রঃ ॥  
৯৬ ॥ এতাক্ষিপ্তো ভগবান্ বিকল্যাক্ষেপং প্রক্ষিপতি ।  
আত্মা বিভূঃ তাদথবাণুমাত্রঃ পক্ষযেহপি সংযোগিতা ন যুক্তা  
হি যন্তাৎ সাবয়বস্ত সাবয়বেন সা সংযোগিতা লোকে দৃষ্টা  
ভূতাদিত্যর্থঃ । ভাষ্যাদিযোগিত্তমমুভূতমপলপিত্তমনতৌহনীতি  
কটাক্ষেপে সন্মোদয়তি । হে যোগিরিতি ॥ ৯৭ ॥ কিঞ্চ মন  
ইন্দ্রিয়মিত্যঙ্গীকৃত্য ভেদেনাস্যাসঙ্গিব্যবহৃতং বস্তুতন্ত মনো নৈন্দ্রিয়ং

সংযোগনামক গুণপদার্থের আধার হইবে, ইহা  
বিচিত্র নহে । ৯৬ ।

ভগবান্ বলিলেন—আত্মা যদি বিভূ অর্থাৎ সর্ব-  
ব্যাপী অথবা পরমাণু হয় তথাপি কিছুতেই তাঁহার  
সংযোগসম্বন্ধ হয় না । হে যোগিন্ ! (অর্থাৎ আপ-  
নার অনুভূত ভাষ্য এবং অর্থপ্রভৃতি বস্তুর যোগ  
বিদ্যমান আছে, তাহা আপনি কিছুতেই গোপন  
করিতে পারেন না । এইজন্য শ্লেষবাক্যে আচার্য্য  
মণ্ডনকে যোগী বলিয়া সন্মোদন করিয়াছেন ।  
সংযোগ হইতে না পারিবার কারণ এই, এই জগতে  
অবয়ববিশিষ্ট পদার্থের সহিত অবয়ববিশিষ্ট পদার্থে-  
রই সংযোগ হইয়া থাকে, ইহা সকল জনের  
প্রত্যক্ষ । অপিচ “মনকে ইন্দ্রিয় বলিয়া অঙ্গী-  
কার করিয়া ভেদ থাকাতে মনের কখন সংযোগ  
হইতে পারে না” ইহাও আপনি উল্লেখ করিয়াছেন ।  
বস্তুতঃ মন ইন্দ্রিয় নহে । প্রদীপ যদ্রূপ পদার্থ-  
প্রকাশের সহকারী কারণ, তদ্রূপ মনও চক্ষুরাদি

সঙ্গিব্যবহৃতং পরমিতন্ত । সাহসাকুলোচনপূর্বকস্য  
দীপাদিবস্তুস্বয়মেব চিত্তং ॥ ৯৮ ॥ ভেদপ্রমানেন্দ্রিয়-  
জাহন্তু তর্হি সাক্ষিস্বরূপৈব তথাপি যোগিন্ ! । তথা

চক্ষুরাদিসহকারিত্বাৎ দীপবৎ । ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থী অর্থো-  
ভ্যশ্চ পরং মন ইত্যাদি প্রত্যা মনসোহনৈন্দ্রিয়ত্বাবধারণা-  
দেবেতুক্তং । মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়গীতি বচনং তু ন মনস ইন্দ্রিয়ত্বে-  
প্রমাণং যজমানপঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি । বেদানপ্যাপর্য্যাস  
মহাভারতপঞ্চমানিত্যাদিবদনৈন্দ্রিয়গাপি মনসা ষট্ সৎখ্যা-  
পূর্ণত্বসম্ভবাৎ । ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মীতি বচনমপি নক্ষত্রাণামহং  
শনীতিবৎ ন মনস ইন্দ্রিয়ত্বে প্রমাণমিতি উঃ ॥ ৯৮ ॥ এবং

ইন্দ্রিয়ের সহকারী কারণ । ‘ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থী  
অর্থোভ্যশ্চ পরং মনঃ’ পদার্থ সকল ইন্দ্রিয় সমূহ  
হইতে পৃথক্ বস্তু এবং মনও ঐ বিষয় সকল  
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ । এই প্রতিবচনদ্বারা মন যে  
ইন্দ্রিয় নহে তাহা অবধারিত হইয়াছে । তবে যে  
‘মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়গি’ মন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় । এই বচন-  
দ্বারা মন ইন্দ্রিয় বলিয়া প্রমাণ হয় নাই । ‘যজমান  
পঞ্চমা ইড়াং ভক্ষয়ন্তি’ যজমানকে লইয়া পাঁচজন  
লোক ইড়া ( নাড়ী ) ভক্ষণ করিতেছে । বেদান-  
ধ্যাপর্য্যাস মহাভারতপঞ্চমান্ ; মহাভারতকে  
লইয়া পাঁচখানি বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন ।  
কিন্তু এই সকল বচনের মতন মন ইন্দ্রিয় না  
হইয়াও কেবল মাত্র ছয়টি সংখ্যা পূরণ করিবার  
জন্য ঐরূপে উক্ত হইয়াছে । ‘ইন্দ্রিয়াণাং  
মনশ্চাস্মি’ আমি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে মন হইতেছি ।  
এই বচনও বৃথা । কারণ, ‘নক্ষত্রাণামহং শনী’  
আমি নক্ষত্রদিগের মধ্যে চন্দ্র । এই বচনের মত

বিরোধঃ পরমাত্মজীবাভেদঃ ॥ ১০০ ॥  
প্রমাণম্ ॥ ১১ ॥ প্রত্যক্ষমাত্মে ॥ ১০০ ॥  
বুদ্ধৌ দ্যোতিয়তি প্রভেদঃ । অতিশয়োঃ কেব-

লয়োরভেদঃ ভিন্নাশ্রয়দ্বয় তয়ো বিবিরোধঃ ॥ ১০০ ॥  
স্বাদ্ বা বিরোধস্তদপি প্রবৃত্তং প্রত্যক্ষমগ্রেহবলমেব

নিক্রকো মণ্ডন আহ । ভেদপ্রমোদিতরজা ন চেত্তর্হি সাক্ষিস্বরূপৈ-  
বাস্ত তথাপি হে যোগিন্ ! তয়া সাক্ষিরূপয়া ভেদপ্রময়া বিরো-  
ধঃ পরমাত্মজীবয়োরভেদঃ বোধয়িতুং কথং প্রমাণং ভস্তু-  
মাদিবা ক্যমিতি শেষঃ ॥ ১১ ॥ মণ্ডনোক্তমঙ্গীকৃত্য বিষয়-  
ভেদাবিরোধঃ পরিহরতি ভগবান্ সাক্ষিস্বরূপঃ প্রত্যক্ষ-  
জীবাত্মপরমাত্মনোরবিদ্যামায়াযুক্তয়োঃ প্রভেদং দ্যোতিয়তি  
অতিশ্ব তদ্বিনির্মুক্তয়োঃ শুদ্ধয়োস্তয়ো জীবেশ্বরয়োভেদং দ্যো-

ভবতীতোবঃ অতিশ্রুতাক্রমো ভিন্নাশ্রয়দ্বয় বিরোধঃ ॥ ১০০ ॥  
বিরোধমঙ্গীকৃত্যপি পরিহরতি স্যাৎবা বিরোধস্তদপ্যগ্রেচরং প্রথমং  
প্রবৃত্তং বলহীনং ভেদপ্রত্যক্ষমেব প্রাবল্যবত্যা ভেদবাদিশ্রুত্যা-  
চরমপ্রবৃত্ত্যা বাধ্যং । অপচ্ছেদন্যাযেনোক্তয়া রীত্যাঃপচ্ছেদনয়  
ইতি বা । তথাচ বাষ্ঠং পারমর্ষং সূত্রং পৌর্ক্বাপার্ধ্যো পূর্ক্বদৌ-  
র্ক্বল্যঃ প্রকৃতিবদিতিজ্যোতিষ্টোমে বহিঃ পবমানার্থবিধানান  
নির্গচ্ছতাং ঋত্বিগ্ যজমাননাং অধ্বর্যুঃ প্রস্তোতাহবারততে প্রস্তো-  
তারমুদগাতারং অতিহর্ষেত্যাদিনাহবারস্তনং । বিহিতং তদ্বিচ্ছেদ  
নিমিত্তং প্রায়শ্চিত্তং অন্নতে বহ্যকাতাহপচ্ছিদ্যেত্যাদিফলং তৎ  
বজ্রমিচ্ছ । তেন পুনর্গজ্ঞেত তত্র তদদ্যৎ সৎ পূর্ক্বশ্রমনদাস্যৎ

উক্ত বচনটী মনের ইন্দ্রিয়স্থ প্রমাণ করে নাই ।  
। ১১ । ১৮ ।

মণ্ডন বলিলেন—যদি ভেদবুদ্ধি ইন্দ্রিয় হইতে  
না হয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়ের সাক্ষিস্বরূপ হইবার আপত্তি  
কি ? । হে যোগিবর ! ইন্দ্রিয়ের সাক্ষিস্বরূপ  
ভেদবুদ্ধি থাকিলে বিরোধ হয় । অতএব ‘তত্ত্বমসি’-  
বেদবাক্য জীবাত্মা এবং পরমাত্মার অভেদ কেন না  
নিরূপণ করিয়া দিবে ? । ১১ ।

মণ্ডনের কথা স্বীকার করিয়া লইয়া বিষয়ভেদ  
থাকাতে ভগবান্ বিরোধ খণ্ডন করিতে লাগি-  
লেন—প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাক্ষিস্বরূপ, ঐ প্রত্যক্ষ প্রমাণ  
অবিদ্যা এবং মায়াযুক্ত জীবাত্মা এবং পরমাত্মার  
ভেদ প্রকাশ করিয়া থাকে । কিন্তু বেদবচনদ্বারা  
অবিদ্যা এবং মায়াযুক্ত কেবল জীবাত্মা এবং পর-  
মাত্মারই অভেদ প্রকাশ পাইয়া থাকে । এইরূপে  
অতি ও প্রত্যক্ষ প্রমাণে পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ

আশ্রয় করাতে কোন বিরোধের সম্ভাবনা নাই ।  
। ১০০ ।

বিরোধ অঙ্গীকার করিয়া লইয়া পুনরায় ভগবান্  
খণ্ডন করিবার জন্য বলিলেন,—যদি এবিসয়ে বিরোধ  
হয় হউক । কিন্তু মীমাংসাদর্শনে যেরূপ অপচ্ছেদ  
( বিচ্ছেদন্যায় ) উক্ত হইয়াছে এবং তাহাদ্বারা  
যেরূপ দুর্ব্বলের বাধ হয়, তদ্রূপ ভেদবোধক প্রবল  
অতিবচনে শেষপ্রবৃত্ত বস্তু দ্বারা প্রথম প্রবৃত্ত দুর্ব্বল  
ভেদপদার্থের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বাধিত হইবে তাহা  
অযৌক্তিক নহে । “পৌর্ক্বাপার্ধ্যো পূর্ক্বদৌর্ক্বল্যঃ  
প্রকৃতিবৎ” জ্যোতিষ্টোমযাগে বহির্দেশে যে স্থানে  
পবিত্র বস্তু সকল বিদ্যমান থাকে, সেই ঘূতের  
আধার যজ্ঞবেদি হইতে নির্গত ঋত্বিক্ ও যজমান  
দিগের মধ্যে প্রথমে যিনি কার্য্য প্রস্তুত করেন  
তিনি ঋত্বিকের পর কার্য্য আরম্ভ করিবেন । পরে  
সমস্তবস্তুর আহরণকর্তা, প্রস্তাবকর্তা এবং বেদ-

বাধ্যঃ । প্রাবল্যবত্যা চরমপ্রবৃত্ত্যা শ্রুত্যা হতচ্ছেদ-

ক্ৰাৎ যদি প্রতিহতাহপচ্ছিন্দোত সৰ্ববেদং সন্দন্যাদিত্তি তত্রোক্তা-  
তপ্রতিহতৌঃ ক্রমেণ বিচ্ছেদে বিরুদ্ধপ্রায়শ্চিত্তয়োঃ নমুচয়ামস্ত-  
বাৎ কিং পূৰ্ব্বং কাৰ্য্যমুক্ত পরমিত্তি বিষয়েহুপজাতবিরোধিতয়া  
পূৰ্ব্বমিত্তি প্রাপ্তে রাদ্ধাত্তঃ পৌৰ্ব্বাপর্য্যে সতি নিমিত্তয়োঃ পূৰ্ব্বস্ত  
নৈমিত্তিকস্ত দৌৰ্ব্বল্যাঃ উত্তরস্ত পূৰ্ব্বনিরপেক্ষস্ত তদ্বাধকতয়ো  
দিত্ত্যাৎ পূৰ্ব্বোদয়কালে উত্তরস্যাপ্রাপ্তয়েন পূৰ্ব্বেন বাধ্যত্বয়ো-  
গাৎ । তদ্বক্তং পূৰ্ব্বং পরমজাতবাদবাধিত্বেব জ্ঞাতে পরস্যা-  
নত্থোৎপাদায় ব্বাধেন সস্তবঃ । তত্র দৃষ্টান্তঃ প্রকৃতিবৎ ।  
যথা প্রকৃতৌ কৃতোপকারাঃ কুশাঃ প্রথমমতিদেশেন বিরুদ্ধা-  
বুপকারাকাঙ্ক্ষিয়াং প্রাপ্তাঃ কল্পোপকারচরমভাবিত্তিরপি কুশৈ  
নিরপেক্ষৈর্কীৰ্ণাভ্যে তদ্বৎ তথাচ যথা প্রথম প্রবৃত্তং দুৰ্ব্বলং  
পূৰ্ব্বনৈমিত্তিকমেব পশ্চাৎ প্রবৃত্তেন প্রবলেনোত্তরেণ নৈমিত্তি-

গানকর্তার পর আপন আপন কার্য্য সকল আরম্ভ  
করিবেন । এইরূপে পর পর পরস্পরের কার্য্য-  
আরম্ভ কথিত হইয়াছে । যদি ঐ নিয়মের  
কোন বৈপরীত্য ঘটে, তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত  
করিতে হইবেক । যদি বেদগানকর্তা ঐ কার্য্যের  
নিয়ম ভঙ্গ করেন তবে দক্ষিণাশূন্য যাগের অনুষ্ঠান-  
পূৰ্ব্বক পুনৰ্ব্বার ঐ যাগ করিবেন । এবং বাহা  
প্রথমে দান করা উচিত ঐ যজ্ঞে তিনি তাহাই দান  
করিবেন । এবং যদি আহরণকর্তা ক্রমভঙ্গ করেন  
তাহা হইলে তিনি সমগ্রবেদ দান করিবেন । ঐ  
যজ্ঞে বেদগানকর্তা ও বস্তুসংগ্রহকর্তার ক্রমান্বয়ে  
নিয়ম ভঙ্গ হইলে প্রায়শ্চিত্ত বিরুদ্ধ হয়, সুতরাং  
প্রায়শ্চিত্ত কখন এককালে হইতে পারে না । এক্ষণে  
জিজ্ঞাসা করি ঐ কার্য্য পূৰ্ব্ব হইবে ? কি পরে  
হইবে ? এই বিষয়ে যদি কোন বিরোধ না জন্মে  
তবে প্রথমেই কার্য্য করিতে হইবে ইহাই সিদ্ধান্ত ।

নয়োক্তরীতি

॥ নন্থেবমপ্যাস্ত্যনুমানবোধো

ভেদশ্রুতে

চক্রবর্তিন্ ! । ঘটাদিবদ্ ব্রহ্ম

কেন বাধ্যঃ তদ্বদ্ যথোক্তং প্রত্যক্ষমেব যথোক্তশ্রুত্যা বাধ্যঃ ।  
হি শব্দলোকপ্রসিদ্ধিন্যাতয়তি তথাপূৰ্ব্বং প্রবৃত্তবজ্রতজ্ঞানমেব-  
পশ্চাৎ প্রবৃত্তেন শুক্লজ্ঞানেন বাধ্যমত্থা তদনপ বাধনে তদনপ-  
বাধনাম্বকস্ত তত্ত্বোৎপত্তাহুপপত্তেস্তুদ্বিত্যর্থঃ ইদ্রঃ ॥ ১০১ ॥  
এবমুক্তো মণ্ডনোহয়ঃ জীবো ব্রহ্মনিরূপিতভেদবান্ । অসৰ্ব্বজ্ঞ-  
ত্যাং ঘটাদিবদিত্যনুমানেন শ্রুতে স্বীকৃত্যং শব্দতে । নন্থেবং প্রত্য-  
ক্ষেনাভেদ শ্রুতেঃ স্বীকৃতাভাবোহপি হে সংযমিচক্রবর্তিন্ ! ইতা-  
নেন তর্কানধিকারং দ্যোতয়তি । অনুমানেনাভেদশ্রুতে স্বীকৃ-  
তন্তি তদেব দর্শয়তি ঘটাদিবদিত্তি । অপলক্ষণমেতদ্ ব্রহ্মধর্ম্মি-

কার্য্য সকল অগ্রপশ্চাৎ হইলে দুইটী নিমিত্তের  
মধ্যে প্রথম নৈমিত্তিক কার্য্য দুৰ্ব্বল এবং পূৰ্ব্ব  
কার্য্য অপেক্ষা না করিয়া পরবর্তী নৈমিত্তিক কার্য্যের  
বাধ হয় । প্রথমকার্য্য প্রথম হইলে পরকার্য্য  
তাহাতে সংলগ্ন হয় না, সুতরাং পূৰ্ব্বকার্য্যদ্বারা  
পরকার্য্যের বাধ হইতে পারে না । ঐ বিষয়ে  
দৃষ্টান্ত এই—‘প্রকৃতিবৎ’ অর্থাৎ যেরূপ বজ্রীয়  
প্রকৃতিবিষয়ে যে সমস্ত কুশ উপকার করিয়াছে  
ঐ সকল কুশ প্রথমে তাহাদিগকে লঙ্ঘন করিলে  
বজ্রীয়কার্য্যের বিরুদ্ধি করিবার জন্য তথায় উপ-  
স্থিত হয় । অনন্তর যে সমস্ত কুশ উপকার করিতে  
বলিয়া কল্পনা করা যায়, এবং যে সমস্ত কুশ শেষে  
উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত নিরপেক্ষ কুশদ্বারা যেরূপ  
পূৰ্ব্বোক্ত কুশ সমূহের বাধ হইয়া থাকে, এস্থানেও  
অবিকল তদ্রূপ জানিবেন । এবং যেরূপ প্রথমে  
প্রবৃত্ত দুৰ্ব্বল ও আদিম নৈমিত্তিক কার্য্য শেষে  
প্রবৃত্ত, প্রবল ও পরবর্তী নৈমিত্তিক কার্য্যদ্বারা



নিরূপিতেন ভেদেন যুক্তোহমমস্বৰ্গবিদ্বাৎ ॥ ১০২ ॥  
কিমেষ ভেদঃ পরমার্থভূতঃ প্রসাধাতে কাল্মনিকো-

কভেদ প্রতিবোধিত্যপি অস্বৰ্গজ্ঞানমিতি পদার্থবিজ্ঞানাপ-  
লক্ষণং পদং ব্রহ্মতত্ত্বভূতভেদবস্তুরিত্যাদিতি বা উঃ ॥ ১০২ ॥

মণ্ডনোক্তমহমানঃ বিকল্পা মুদ্রতি ভগবান্ ভাষ্যকারঃ ।  
কিমেষ ব্রহ্মনিরূপিতো ভেদঃ পরমার্থভূতঃ প্রসাধাতেহমম কাল-  
মিকঃ । আদৌ দৃষ্টান্তহানিঃ ঘটাদেবভূতভেদবস্তুরতিবো-

বাধিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের  
যথাবিধি বেদবচনদ্বারা বাধ হইবে । অপিচ-যে রূপ  
প্রথমজাত রজঃজ্ঞানের পরক্ষণজাত শুক্তি  
(খিনুক) জ্ঞানদ্বারা বাধ হয়; একের বাধ না হইলে  
অপরের যে যে পদার্থ আছে তাহারও উৎপত্তি  
হয় না, এস্থলেও অবিকল সেইরূপ জানিবেন ।  
। ১০১ ।

শঙ্করের কথা শুনিয়া মণ্ডন অনুমানদ্বারা প্রতির  
বাধ দেখাইবার জন্য মনে মনে শঙ্কা করিতে লাগি-  
লেন । যদিচ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা অভেদ প্রতির  
ভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই; বাধ হইবার সম্ভাবনা  
নাই, কিন্তু অনুমানদ্বারা যে অভেদ প্রতির বাধ  
হইবে, আপনি তাহার কিরূপে খণ্ডন করিবেন ?  
হে যোগিরাজ ! অজ্ঞান বলিয়া ঘটপটাদি পদার্থ  
যে রূপ ব্রহ্মপদার্থ হইতে পৃথক্, ব্রহ্ম তদ্রূপ অস্বৰ্গ-  
জ্ঞাত, হেতু ভেদবিশিষ্ট জীবাশ্মাও ব্রহ্মপদার্থের  
সহিত ভেদবিশিষ্ট । অতএব এইরূপ অনুমান  
প্রমাণদ্বারা অভেদ প্রতির ভেদ বা বাধ হওয়া অযুক্ত  
নহে ॥ ১০২ ॥

ভগবান্ ভাষ্যকার মণ্ডনের বাক্য দুইরূপে বুঝিয়া

হথবাদ্যো । দৃষ্টান্তহানিচ্চরমে তু বিদ্বন্মরীকতোহম্মা-  
ভিন্নসাধনীয়ঃ ॥ ১০৩ ॥ স্বপ্রত্যক্ষাবাধ্যভিনাশ্রয়ত্বং  
সাধ্যাঃ ঘটাদৌ চ তদন্তি যোগিন্ ! । স্বরাস্তবো-

গিত্বয়োক্তাবাৎ । অন্তে তু স্বীকৃতোহম্মাভি ন সাধনীয়ঃ  
পরস্পরপ্রতিবোধিতকাল্মনিকব্যাবহারিকভেদত্বাভিন্নপাদীকৃত-  
ত্বাৎ সিদ্ধসাধনমিত্যর্থঃ । এতেন জীবন্য ব্রহ্মণো ভেদা-  
ভাবে তদ্বিন্নমাত্মাহুপপত্তিরপি প্রত্যক্ষা নিষম্যত্বাদেঃ স্বসমান-  
মতাকনিরূপিতভেদসাপেক্ষত্বাত্ত চ স্বীকারাৎ ॥ ১০৩ ॥ এব-  
মুক্তো মণ্ডন আত্ম । ব্রহ্মনিরূপিতব্রহ্মজ্ঞানাবাধ্যভেদবস্তুর সাধ্যাৎ  
তচ্চ ঘটাদাবতি আত্মজ্ঞানেন ঘটাদিগতভেদত্বাবাধ্যত্বাৎ হে

দোষ দিতে লাগিলেন । এই যে ব্রহ্মনিরূপিত  
ভেদ, ইহা কি যথার্থ ? না কাল্মনিক ? । যদি যথার্থ  
বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা হইলে যে ঘটাদির  
দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, তাহার ব্যাঘাত হয় । অর্থাৎ  
ঘটাদির ঐরূপ ভেদ অথবা ঘটাদির অভাব স্বীকার  
করা হয় । যদি কাল্মনিক ভেদ স্বীকার করেন,  
তাহা আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি । অর্থাৎ  
সংসার দশায় আমাদের মতেও কাল্মনিক এবং  
ব্যবহারিক ভেদ স্বীকৃত হইয়া থাকে । সুতরাং  
যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহার জন্য আর কষ্ট  
কল্পনা করিব কেন । এই কথা দ্বারা ঈশ্বরের  
সহিত প্রত্যেক বস্তুর যে নিয়মানিয়ামক সম্বন্ধ  
আছে তাহাও পরাস্ত করা হইল । ১০৩ ।

মণ্ডন বলিলেন—ব্রহ্মহিত ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা  
ভেদের বাধ হয় না এবং ঐ ভেদের আশ্রয়  
অনুমান প্রমাণদ্বারা সাধ্য (অর্থাৎ তাহারই অনু-  
মান করিতে হইবে) । এবং ঐ সাধ্য (অনু-  
মেয়) ঘটাদিতে অবশ্যই বিদ্যমান আছে ।

ধেন ভিদা ন বাধ্যতানভূপেতেতি ন কোহপি  
দোষঃ ॥১০৪॥ নমু স্বপদেন সুখাদিমান বা বিব-  
ক্ষিতস্তদবিধুরোহথবান্না । আনোহ্মনিষ্ঠঃ ন কু-  
সাধ্যমন্তে দৃষ্টান্তহানিঃ পুনরেষ তে ত্রাৎ ॥ ১০৫ ॥

যোগিন্ ! আত্মজ্ঞানে ন বাধ্য ভিদা ভ্রান্তভূপেতা আত্ম-  
জ্ঞানাবাধ্যোভেদবদ্বা । সাক্ষীকৃতঃ ন চাত্মাভিঃ সাধনীর ইতি  
হেতো ন কোহপি দৃষ্টান্তহানিরূপো দোষঃ ॥ ১০৪ ॥ এত-  
দপি বিকল্পা দ্বয়মতি ভগবান্ । নমু স্বপদেন সুখাদিমান জীব-  
পদবাচ্যঃ কল্পাদিভূপ আত্মা বিবক্ষিতোহথবা সুখাদিবিবক্ষিতঃ  
আনো সুখদুঃখাদিভূতঃ শরীরিণঃ প্রত্যয়েনাখ্যাত ব্যাবহারি-  
কানির্বচনীয়ভেদতান্মনিষ্ঠবান্ তৎ সাধ্যং । অথ দৃষ্টান্ত-  
হানিঃ পুনরেষ তে ত্রাৎ । ঘটাদেঃ সুখদুঃখাদিবিধুরাত্মজ্ঞান-  
বিসমিতভেদ তদ্বোধবাব্যাহারীকারাতদ্বোধাবাধ্যত ভেদত  
কাপ্যানভূপগমাৎ ঘটাদাবপি ব্যাঘাতাবেন ব্যাঘাতানিচ্চেঃ ॥  
১০৫ ॥ এতদ্বুক্তো মন্তন আহ । হে যোগিন্ ! অনোপাধি-

হে যোগিন্ ! আত্মজ্ঞানদ্বারা যে ভেদ পদার্থের  
বাধ হয়না তাহা আপনিও স্বীকার করেন নাই ।  
সুতরাং সেই ভেদ বস্তুকেই একগুণে আমরা অনুমান  
করিয়া লইয়াছি । অতএব আপনি যে ঐরাক্যে  
দৃষ্টান্তহানি প্রভৃতি দোষারোপ করিয়াছিলেন,  
একগুণে আর কিছুতেই তাহার সম্ভাবনা নাই । ১০৪।

এই বাক্যের সুই অর্থ বুঝিয়া ভগবান্ মোহ  
দিতে লাগিলেন । আপনি এর পূর্বকথাকে ‘স্বপদেন’  
উল্লেখ করিয়াছিলেন, ঐ শব্দদ্বারা সুখাদিবিবক্ষিত,  
জীবপদবাচ্য সমস্তবস্তুর কর্তারূপ আত্মা বলিতে  
ইচ্ছা করিয়া ছিলেন ? না সুখাদি রহিত সমস্ত-  
পদার্থের কর্তাকে আত্মা বলেন ? । যদি প্রথম

যোগিনীমোপাধিকভেদবস্তুর বিবক্ষিতঃ সাধ্যমিহ-  
বক্ষিতঃ । উপাধিকস্তীখরজীবভেদো ঘটোভেদো

কভেদবস্তুরানিহানিন্ অনুমানে বিবক্ষিতঃ । নমু জীবেনভেদত  
নিকপাধিকভেদপি ঘটাদিভেদবস্তুরিহাযোগপত্তেঃ সিন্ধসাধনতা-  
ত্রাপি ভদবভূতাপদ্যাহ । ইতি জীবেনভেদস্য নিকপাধি-  
কভে তদ্বজ্ঞানাদবিদ্যাদে নির্মুক্তাবপি তৎকার্যঘটাদিভেদবস্ত-  
তত্ত্বিরিত্তেরযোগাৎ । তৎসত্যবিসিদ্ধিতিগোপাধিকলেশ্বরজীব-  
ভেদত তবেইদান্মাভিচ্চানোপাধিকভেদবস্তুর সাধ্যমানত্বাৎ ন  
সিন্ধসাধনঃ নাপি দৃষ্টান্তহানিতত্র নিকপাধিকভেদত তবেচ্চ-

পক্ষ অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে সুখদুঃখাদি  
বিশিষ্ট, জীবাশ্মার জ্ঞান দ্বারা অবাধনীয়, অব্যাবহা-  
রিক এবং অনির্বচনীয় যে ভেদ পদার্থ আছে তাহা  
আমাদেরও অভিমত । কিন্তু ওরূপ ভেদ কখনই  
সাধ্য (অনুমেয়) নহে । শেষ পক্ষটি যদি অভিপ্রেত  
হইয়া থাকে, পুনরায় আপনার পূর্বমত (দৃষ্টান্ত  
হানি ) নামক দোষ উপস্থিত হয় । অর্থাৎ  
সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট আত্মাতে অজ্ঞান প্রকাশ  
হেতু ঐরূপ সুখদুঃখাদিবিশিষ্ট আত্মজ্ঞানদ্বারা  
ঘটাদির যে বাধ হয়, তাহা আমরাও স্বীকার করি-  
য়াছি । সুতরাং ঐরূপ আত্মজ্ঞানদ্বারা যে ভেদ  
পদার্থের বাধ হয় না, তাহা কোন স্থানেই স্বীকার  
করা যাইতে পারে না । ১০৫ ।

মন্তন বলিলেন—হে যোগিন্ ! আমি ঐরূপ  
অনুমানদ্বারা বিশেষণশূন্য ভেদবস্তুর বলিতে ইচ্ছা  
করিয়াছি । জীবাশ্মা এবং পরমাশ্মার ভেদ,  
বিশেষণশূন্য হইলে, ঘটাদির মতন বিধাতা ভেদ  
বুঝাইয়া থাকে, সুতরাং এতদ্ব্যসেও পূর্বমত

নিরুপাধিকশ্চ ॥ ১০৬ ॥ ঘটেশভেদেহপ্যপরি পরবৎ পরমানাভ্যুতি বাত্র প্রতিপক্ষহেতুঃ  
হ্যবিদ্যা তবানুমানেন্ব জড়ত্বমেব । চিৎকানতিয়ঃ ॥ ১০৭ ॥ ধর্ম্মিপ্রমাংস্বাধ্যশরীরভেদবৃন্দংসৃতো

হাদিত্যাহ ঘটেশভেদ ইতি বিরোগিনী ॥ ১০৬ ॥ পরিহার্য  
ভগবান্ ঘটেশভেদেহপ্যবিদ্যায়া অনুপাধিভেদানোপাধিকত তত  
তত্ত্বানলীকারাদ দৃষ্টান্তহানিরেবেত্যর্থঃ । কিন্তু তবানুমানেন্ব জড়-  
ত্বমুপাধিরেব ঘটাদে জড়ভেদে দৃষ্টতয়া মিথ্যাভ্যুতগোচর-  
জ্ঞানস্ত ঘটভেদেহেতুজ্ঞাননিবৃত্ত্যরোগ্যত্বাৎ তত্র স্বজ্ঞানা-  
বাধ্যভেদবৎ অজ্ঞাপ্রযুক্তমিতি জড়ত্বমুক্তসাধ্যব্যাপকং সাধন-

সিদ্ধসাধনতা দোষ ঘটিতে পারে, এরূপ আশঙ্কা  
করিয়া পুনর্বার বলিলেন-‘যদিচ জীবাত্মা এবং পর-  
মাত্মার ভেদ সত্যই বিশেষণশূন্য, এবং স্বরূপ তত্ত্ব-  
জ্ঞান হইলে এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলেও অবি-  
দ্যার কার্য ঘটপটাদির ভেদ হইয়া থাকে, তথাপি  
একেবারে ভেদ নিবৃত্তি হয় না ; অথচ ঐ ভেদপদার্থ  
সত্য হইয়া পড়ে ; এই ভয়ে আপনিও জীবাত্মা এবং  
পরমাত্মার ভেদ কোন এক বিশেষণবিশিষ্ট বলিয়া  
স্বীকার করিয়াছেন ।’ কিন্তু তথাপি আমাদের মতে  
উপাধিশূন্য ভেদেরই অনুমান করিতে হইবে। সিদ্ধ-  
সাধনতা দোষ কিম্বা দৃষ্টান্তহানি দোষ হইতে  
পারে না । অতএব ঐ স্থানে আপনিও বিশেষণশূন্য  
ভেদ স্বীকার করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া-  
ছেন। ১০৬ ।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—ঘটভেদে কিম্বা পর-  
মাত্মার ভেদে অবিদ্যাই উপাধি জানিবেন । অবিদ্যা  
যদি ঈশ্বরে ও ঘটভেদে বিশেষণ হয় তবে বিশেষণ  
শূন্য ভেদ ঐ স্থানে স্বীকার করিতে পারেন না ।  
সুতরাং তাহাতেও আপনার পূর্বমত দৃষ্টান্তহানি

যতি স্বর্গকামাশ্রয়তাবাৎ সাধনাব্যাপকং ততশ্চ নোপাধি-  
বৃত্তাদয়ঃ হেতুভ্যাস ইত্যর্থঃ । নহু প্রমেরত্যাতিরিক্তজড়-  
তাক্ষাভ্যুত চ কেবলাবরিতাৎ সাধনব্যাপকত্বাদিনা নোপাধি-  
ভ্যামিতি চেহ । তত্বেবপ্রকাশতাব্যনঃ স্বপ্রকাশবত্ত চ প্রতি-  
ভারসিদ্ধতাৎ পদার্থত্বাদিতি প্রতিপক্ষহেতুঃ । প্রতিপক্ষঃ দর্শয়তি  
আত্মা পরপ্রতিযোগিতেদমৃত্তঃ চিৎকান্তত্র দৃষ্টান্তঃ পরবসিতি । প্রতি-  
পক্ষঃ সাধ্যাতাবনাথকো হেতু বস্ত সত্যব হেতুঃ সংপ্রতিপক্ষ  
ইত্যর্থঃ ১০৭ ॥ এবমুক্তো যত্তনো ব্রহ্মপক্ষকাহ্মানঃ

দোষ ঘটে । অপিচ আপনার অনুমানে জড়ত্বকেই  
উপাধি বলিতে হইবে, কারণ, ঘটপটাদি পদার্থ  
জড়রূপেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, সুতরাং উহার। মিথ্যা ।  
ঘটপটাদি মিথ্যা হইলে ঘটগোচর জ্ঞান কখন ঘট  
ও ঘটভেদের হেতু স্বরূপ অজ্ঞান নিবৃত্তির কারণ  
হইতে পারে না । (স্ব) এই পদে ঘট এবং ঘটজ্ঞান-  
হার। জড়তা হেতু এক অসাধনীয় ভেদ হইয়া থাকে ।  
জড়ত্বপদার্থ ব্যাপক সত্য ; কিন্তু সাধন (অনুমান )  
বিশিষ্ট, স্বপ্রকাশ পরমাত্মার উপর জড়ত্ব না  
থাকাতে জড়ত্বপদার্থ কখনই সাধনব্যাপক হয়  
না । অতএব জড়ত্ব একমুখী বিশেষণ বলিয়া উহার  
প্রকৃত হেতু হইল না । কিন্তু হেতুভ্যাস,  
অর্থাৎ অসৎ হেতু হইল । ভেদপদার্থ হইতে  
জড়ত্ব অতিরিক্ত পদার্থ নহে । ঐ জড়ত্বও কেবলা-  
বরী ; অর্থাৎ পরমাত্মাভেদে জড়ত্ব আছে । সুতরাং  
সাধনের ব্যাপকত্ব জড়ত্ব যে বিশেষণ নহে ইহাও  
নির্দেশ করা কঠিন কারণ, জড়ত্ব কখনই স্বপ্রকাশ



ব্রহ্মণি সাধ্যমিহঃ স্রেম্যতে ব্রহ্মধিরাভ্যভেদো  
বাধ্যো ঘটাদিপ্রময়া স্বাধ্যাঃ ॥ ১০৮ ॥ কিং কুৎস-

প্রশ্নম্ সিদ্ধসাধ্যাদিপরিস্ফুটং শব্দভেদে। ধর্মিপ্রমাণবাধ্য-  
শরীরভেদো ব্রহ্মণি সাধ্যমিহঃ। ইহ সমাৎ সংসৃতিপুস্ত্রে ব্রহ্মজীব-  
প্রতিবোধিকধর্মিপ্রমাণবাধ্যভেদরং সংসৃতিপুস্ত্রদ্বাদ্ ঘটাদি-  
দিত্যেব সমসিষ্টবাদাদ্যপ্রতিবোধিকভেদস্ত চ ব্রহ্মজ্ঞানেন বাধ্য-  
যস্ত তবেকৈবাদস্বাতীত ভবিষ্যতস্ত সাধ্যমানস্যায় সিদ্ধসাধনং  
নাপি দৃষ্টান্তহানি ঘটাদিপ্রময়া স্বাধ্যাত্তভেদতাবাধ্যতারাভবা-  
পীষ্টবাদিত্যাহ স্রেমতি ॥ ১০৮ ॥ এতন্ বিকরা দ্বয়মতি ভগ-

নহে। কিন্তু পরমাত্মা যে স্বপ্রকাশ ইহা প্রাপ্তি ও জ্ঞায়  
প্রসিদ্ধ। এই স্থলে হেতু অসৎ যথা,—“আত্মা পর  
হইতে অভিন্ন ‘চিহ্নাৎ’ অর্থাৎ আত্মা জ্ঞানরূপী।’  
ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথা—পরবৎ প্রত্যেক পরব্যক্তি  
প্রত্যেক পর হইতে অভিন্ন হওয়াতে সকলেই  
সমান। এইরূপ অনুমানে হেতু অসৎ হইয়াছে  
। ১০৭ ।

মণ্ডন বলিলেন—এইরূপ অনুমান করা যাইবে,  
ধর্মীজ্ঞান অর্থাৎ জীবাঙ্গার জ্ঞানদ্বারা যেমন জীবা-  
ঙ্গার সহিত কোন শরীর ভেদের বাধ হয় না। সুতরাং  
সেই ভেদবস্ত্ত সংসারশূন্য ব্রহ্মে সাধ্য অর্থাৎ অনুমান  
করিয়া লইতে হইবে; এবং ঐরূপ সাধ্য আমাদের  
ইচ্ছা বলিয়া গণ্য। আত্মার অভাব স্বরূপ যে ভেদ বস্ত্ত  
আছে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সে ভেদ থাকে না, ইহা  
আপনিও স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা  
তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত বস্ত্তকে সাধ্য (অনুমের)  
বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকি। সুতরাং কিছুতেই  
পূর্ব্বমত সিদ্ধসাধন কি দৃষ্টান্তহানি দোষ হইতে  
পারে না। ঘটাদি জ্ঞানদ্বারা ঐরূপ ভেদের কোন

ধর্মিপ্রময়া ন বাধ্যঃ কিং বা স যৎকিঞ্চনধর্মি  
ভেদাৎ। ঘটাদিকে ব্রহ্মণি চাস্ত্রভেদনৈক্যাৎ  
পুনঃ জ্ঞান ননু পূর্ব্বদোষঃ ॥ ১০৯ ॥ কিন্বা গুণো

বান্। কিং স ভেদঃ সমস্তধর্মিপ্রময়া ন বাধ্যঃ কিন্বা যৎকিঞ্চন-  
ধর্মিবোধার বাধ্যঃ। তত্র ঘটপটজীবভেদস্তাপি স্বধর্মিব্রহ্মজ্ঞান-  
বাধ্যত্বস্বীকারেণ বাবধর্মিজ্ঞানাবাধ্যত্বাসম্প্রতিপত্ত্যা দৃষ্টান্ত-  
হানেরোপপাদ্যমানমতিপ্রত্য বিতীর্নে দোষমাহ। পুনঃ  
পূর্ব্বোক্তঃ সিদ্ধসাধনলক্ষণো দোষঃ তাত্ত্ব ভেদ হেতুমাহ। ঘট-  
দাবিতি স্বরূপাতিরিক্তভেদবাদিমতে ঘটাদৌ ব্রহ্মণি চাস্ত্রভেদ-  
নৈক্যাস্বধর্মিব্রহ্মজ্ঞানাবাধ্যজীবভেদস্ত ব্রহ্মণ্যভিতিরপি স্বীকৃ-  
তাদিত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥ পুনঃ প্রকারান্তরেণ বিকরা দ্বয়মতি

যে বাধ্য হয় না ইহা আপনারও অভীষ্ট। ১০৮।

ভগবান্ বলিলেন—ঐরূপ ভেদবস্ত্তর কি সমস্ত  
ধর্মীর (জীবাঙ্গার) জ্ঞানদ্বারা বাধ হয় না? কিন্বা  
যৎকিঞ্চন ধর্মীর জ্ঞান হইলে ঐ ভেদপদার্থের  
কোন বাধ হয় না? তন্মধ্যে ঘটে যে জীবাঙ্গার ভেদ  
থাকে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা বাধ হয় ইহা পূর্ব্ব  
স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত ধর্মীজ্ঞান-  
দ্বারা যে বাধ হইবে, তাহাও সম্ভাবিত নহে। অত-  
এব দৃষ্টান্তহানি নামক যে প্রথম পক্ষে দোষ উল্লি-  
খিত হইয়াছিল তাহাও অসম্ভব। তবে সিদ্ধসাধন  
দোষ হইতে পারে বটে, কারণ, যাহারা স্বরূপ  
হইতে অতিরিক্ত কোন ভেদ স্বীকার করেন, তাহা-  
দের মতে ঘটপটাদি পদার্থের কিন্বা ব্রহ্মপদার্থের  
ভেদবস্ত্ত যে এক তাহাই স্বীকৃত হইয়াছে। আত্মধর্মী-  
বলম্বী ঘটজ্ঞানদ্বারা যে জীবাঙ্গার ভেদের কিছুতেই  
বাধ হয় না, আমরাও ব্রহ্মপদার্থে সেরূপ ভেদ  
স্বীকার করিয়া থাকি। ১০৯।



বা সত্ত্বগো মনীবিন্ ! বিবক্ষ্যতে ধর্ম্মিপদেন নাস্ত্যঃ  
ভেদস্ত তদ্বুদ্ধাবিবাধ্যতেষ্টে নাদ্যন্ত তজ্জোভ-  
য়থাহপি দোষাৎ ॥ ১১০ ॥ কিং নির্বিশেষঃ প্রমিতং

কিঞ্চতি হে মনীবিন্ ! ধর্ম্মিপদেন কিং বেদান্ততাত্পর্যা-  
গোচরঃ সত্যজ্ঞানাদিরূপো নিষ্ঠুরো বিবক্ষ্যতে । কিং  
ত্রৈলোক্যাদিপদবাচ্যোহনবচ্ছিন্নতসর্কজত্বাদিবিশিষ্টঃ সত্ত্বগো ন  
দ্বিতীয়ো ভেদস্ত তৎপ্রমাৎবিবাধ্যতারা ইষ্টেন সিদ্ধসাধনত্বাৎ  
ন চাক্ষপক্ষ উভয়থাপি প্রমিতত্বাপ্রমিতত্বলক্ষণপক্ষদ্বয়েহপি বক্ষ্য-  
মাণবিধরা দোষস্ত সত্বাদিতার্থঃ ॥ ১১০ ॥ উভয়থাপি দোষাদি-

পুনর্ব্বার প্রকারান্তরে ঐমতে দুইরূপ দোষার্ণ  
করিলেন—হে মনীবিন্ ! আপনি যে ধর্ম্মীপদের  
উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ ধর্ম্মীপদে কি বেদান্তশাস্ত্রের  
তাত্পর্যাগোচর, সত্য, জ্ঞানাদিরূপ নিষ্ঠুর পদার্থ  
বলিতে অভিপ্রায় করিয়াছিলেন ? কিংবা ত্রৈলোক্য ও  
ঈশ প্রভৃতি, অনবচ্ছিন্ন এবং সর্ব্বজ্ঞ সত্ত্বগ পদার্থ  
বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন ? । শেষ পক্ষটী হই-  
তেই পারে না—কারণ, ভেদপদার্থ যদি ভেদজ্ঞান  
দ্বারা বিশেষরূপে দৃশ্যীয় না হয়, এবং তাহাই ইষ্ট  
বলিয়া অভিপ্রেত হইলে পুনর্ব্বার সেই সিদ্ধসাধন  
দোষ উপস্থিত । প্রথম পক্ষটীও সম্ভাবিত নহে ।  
প্রথম পক্ষে যে সমস্ত দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে  
তাহা ক্রমশঃ বলিতেছি । ১১০ ।

উভয় প্রকারেই যে দোষ থাকিতে পারে,  
একগে তাহার সবিশেষ বিবরণ বলিতেছি । আপনি  
কি নির্গুণ ব্রহ্মকে অনুমান করিবেন ? এবং তাহাই  
কি সৎপক্ষ ? ( আধার ) অথবা অপ্রমিত ব্রহ্ম সৎ-

নবাস্ত্যে প্রাপ্তাশ্রয়া সিদ্ধিরথাদ্যকল্পে । শরীর্য-  
ভেদেন পরমা সিদ্ধেঃ প্রাপ্তোতি ধর্ম্মগ্রহমান-  
কোপঃ ॥ ১১১ ॥ ভো বা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়ে-

ভ্যক্তং বিয়ুগোতি । কিং নির্গুণং ব্রহ্ম প্রমিতং সৎপক্ষঃ  
কিং অপ্রমিতং দ্বিতীয়ে প্রাপ্তাশ্রয়া সিদ্ধিরথাদ্যপক্ষে ব্রহ্মাদি-  
পদলক্ষ্যস্যাধরানন্দস্য প্রত্যয়োধায়জীবাভেদে নির্ধারিততাত্প-  
র্যৈষ্যত্বমস্যাধিবেদান্তে জীবাভ্যভেদেন পরমাত্মনঃ সিদ্ধে ধর্ম্ম-  
গ্রাহকবেদান্তপ্রমাণস্য প্রকোপঃ প্রাপ্তোতি । তথাচ জ্যোতি  
ষ্টোমো ন স্বর্গফলঃ ক্রিয়াত্বানন্দনক্রিয়াবদিত্যনুমানঃ জ্যোতি-  
ষ্টোমেন স্বর্গকামো যজ্ঞেতেতি বেদবাধিতবিবরত্বাদবধাতাসরূপং  
তথৈবমপীতি ভাবঃ ॥ ১১১ ॥ এবং সর্ব্বতঃ প্রতিকল্পো

পক্ষ ? । দ্বিতীয় কল্পটী স্বীকার করিলে তিনি কাহা-  
রও আশ্রয় হইতে পারে না । তবে প্রথম পক্ষ  
যদি স্বীকার করেন এবং ত্রৈলোক্য পদদ্বারা যদি এক  
আনন্দস্বরূপ বস্তুকে লক্ষ্য করেন, তাহাহইলে ঐ  
এক, আনন্দ প্রত্যক বোধাত্মা যে জীবাত্তার সহিত  
অভেদ রূপে নির্ধারিত, তাহাতে কেবল তত্ত্ব-  
মস্তাদি বেদান্তবাক্যের তাত্পর্য্যদ্বারা পরমাত্মার  
জীবাত্তার সহিত অভেদ মাত্র সিদ্ধি হইয়াছে ।  
ঐরূপে সিদ্ধি করিলে কেবল ধর্ম্মিবোধক বেদান্ত-  
শাস্ত্রের প্রমাণের মহৎ ক্রোধ উপস্থিত হয় । যথা-  
জ্যোতিষ্টোম যাগ কখনই স্বর্গফল দান করিতে  
পারে না । কারণ, যাগ একটী ক্রিয়া মাত্র । ক্রিয়া  
করিলেই যদি স্বর্গফল হইত, তবে মর্দন ক্রিয়া  
করিলে ও স্বর্গফল হইতে পারিত । অতএব এরূপ  
অনুমান করা বৃথা মাত্র । “জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গ-  
কামো যজ্ঞেত’যে ব্যক্তি স্বর্গ কামনা করিবেন তিনি  
জ্যোতিষ্টোম যাগ করিবেন । এই স্থানে যাগ

তাদ্যশ্রুতি ভেদমুদীরয়ন্তী। জীবেশয়োঃ পিঙ্গ-  
লভোক্তৃতোক্ত্যস্তয়োঃ ভেদশ্রুতিবাধিকাং ॥

॥ ১১২ ॥ প্রত্যক্ষসিদ্ধে বিফলে পরাস্ত্রভেদে শ্রুতি

মণ্ডনোহুমানবিবোধঃ হাপরিভূমশকঃ শ্রুতিবিরোধমুদ্ভাবয়তি  
তো ইতি । বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষ-  
জাতে । তয়োঃ পিঙ্গলং স্বাভিঅনগ্ননন্যো  
অভিচাকশীতি শ্রুতিঃ কৰ্মফলভোক্তৃতোক্ত্য জীবেশয়ো ভেদমুদী-  
রয়ন্তী তয়ো জীবেশয়োঃ ভেদশ্রুতিবাধিকাং ॥ ১১২ ॥ পরি-  
বয়তি ভগবান্ । প্রত্যক্ষসিদ্ধে বিফলে স্বর্ণাখাকলশূণ্ডে প্রত্যক্ষ

ক্রিয়ার বেদ বচনদ্বারা বাধ হয় বলিয়া যেমন ওরূপ  
অনুমান অনুমানের আভাস মাত্র, এখানে ও অবি-  
কল তদ্রূপ জানিবেন । ১১১ ।

শব্দরের নিকট চারিদিকে নিব্রত হইয়া মণ্ডন  
অনুমানদ্বারা সীমিত স্থাপন করিতে অসমর্থ হই-  
লেন ; এবং শ্রুতির দোষ দেখাইতে লাগিলেন ।  
“ বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষ-  
জাতে । তয়োঃ পিঙ্গলং স্বাভিঅনগ্ননন্যো  
অভিচাকশীতি ” হে যতিবর ! দুটি পক্ষী এক-  
স্থানে থাকে এবং তাহার পরস্পর বন্ধ । একদিন  
ঐ দুটি পক্ষী একটি বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিল ।  
দুটির মধ্যে একটি পক্ষী সুস্বাদু পিঙ্গল ( পিঁপুল )  
ফল ভক্ষণ করিল । আর একটি কিছুই না খাইয়া  
সুন্দররূপে শোভা পাইতে লাগিল । ইত্যাদি শ্রুতি-  
বচন যদি কৰ্মফলভোক্তা জীব এবং কৰ্মফলের  
অভোক্তা ঈশ্বর এই উভয়ের ভেদ প্রকাশ করিয়া  
থাকে ; তবে ঐ শ্রুতিই জীব ও ঈশ্বরের বিরূপে  
অভেদ বুঝাইয়া দিবে ? । ১১২ ।

ভগবান্ মণ্ডন করিলেন — “ যতোঃ স যত্না-

নো নয়বিৎ ! প্রমাণং । স্তাদন্যথা মানমতং পরো-  
হপি স্বার্থেহর্থবাদঃ সকলোহপি বিদ্বন্ ॥ ১১৩ ॥

যতোঃ স যত্নায়াশ্রুতি য ইহ নানেন পশ্যতীতি শ্রুত্যানর্থ-  
প্রদে পরজীবয়ো ভেদে শ্রুতিঃ প্রমাণং ন স্যাদিত্য ভেদে প্রত্যক্ষ-  
প্রতিপন্নমজীকিয়তে তত্র শ্রুতিপ্রামাণ্যাবরণায় ন তু তত্র প্রমাণং  
তদসম্ভবস্যোক্তব্যং । সিদ্ধান্তে শুক্তিরূপাবস্থাস্যাস্তবমাত্রসিদ্ধ-  
স্বীকারাদজ্ঞাতেহর্থে শ্রুতিপ্রমাণস্য জ্ঞানেন নির্ধারিতবতো  
জৈমিনে ন্যায়াভিভাস্য তবৈবং কথনং ন শোভনমিতি ধন-  
নম্নাহ । হে মরবিৎ ! তথাচ ভেদস্যান্যতঃ সিদ্ধাবপূৰ্ণত্বাভা-  
বায় শ্রুতিতাত্পর্যাগোচরতা যেন বাক্যেন যত্র প্রতীত্যাংপাদ-  
নেন মানাভাবপ্রযুক্তা সত্বেন নিবর্ততে তস্য তত্র তাত্পর্যা-  
মত্থা তস্য তদর্থত্বাযোগাৎ বৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থ ইতি জ্ঞায়াৎ

শ্রুতি য ইহ নানেন পশ্যতি ” যে ব্যক্তি এ জগতে  
নানাবিধ বস্তু দর্শন করেন, তিনি যত্না হইতে যত্না  
লাভ করেন । ইত্যাদি বেদবচনে প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, স্বর্ণ  
এবং অপবর্ণ নামক ফলশূন্য, অনর্থদায়ক, জীবাত্মা  
এবং পরমাত্মার ভেদ বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ হইতে  
পারেনা । এই ভেদ বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ নিবা-  
রণের নিমিত্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণ অজ্ঞাকার করিতে হয়,  
কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, কারণ, তাহা  
অসম্ভব । সিদ্ধান্ত এই—শুক্তিরজতের মতন  
তাহার অনুভব মাত্র হইয়া থাকে এরূপ স্বীকার  
করাতে অজ্ঞাত অর্থ বিষয়ে (যিনি ন্যায়পূর্বক  
শ্রুতির প্রমাণ নির্ধারণ করিয়াছেন) সেই ন্যায়বিৎ  
জৈমিনিমুনির ন্যায় জানিয়া আপনার এরূপ কথা  
বলা কখনই শোভা পাইতে পারেন । হে নয়জ্ঞ !  
ভেদ পদার্থ যদি অন্যরূপে সিদ্ধ হয় তবে অপূর্ব  
না হওয়াতে কিছুতেই শ্রুতির তাত্পর্যাগোচর হই-

শ্রুতিপ্রসিদ্ধার্থবোধিবাক্যং যথেষ্যতে মূলতয়া  
প্রমাণং । প্রত্যক্ষসিদ্ধার্থবাক্যমেবং শ্রুতৌ তন্মূল-  
তয়া প্রমাণং ॥ ১১৪ ॥ শ্রুতিঃ শ্রুতেহর্থো যদি বেদ-

বিপক্ষেঃ প্ৰসিদ্ধান্তদণ্ডং পাতয়তি । অতথা স্বার্থেহতং পরো-  
হপার্থবাদঃ সকলোহপি প্রমাণঃ স্যাৎ এতচ্ জাতুং যোগোচ-  
সীতি সূচয়িতুমাহ । বিব্রলি উঃ ॥ ১১৩ ॥ এবমুক্তো মতন-  
আহ । ক্ষেত্রজকাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারতেত্যাদি শ্রুতি-  
প্রসিদ্ধস্বার্থস্য বিবোধকত্বমস্যাণি শ্রুতিবাক্যং মূলতয়া বথা  
লমানমিবাভে তথা প্রত্যক্ষেন সিদ্ধোহর্থো যস্য তথাভূতং বাক্যং  
প্রত্যক্ষস্য মূলতয়া প্রমাণং স্যাৎ । তথাচ ভেদস্য প্রত্যক্ষাদি  
প্রবৃত্তেঃ প্রাগপূর্বতয়া নিরপেক্ষশ্রুতিপ্রামেয়তাক্ষুভেদজ  
তাৎপর্যোপপত্তিরিতি ভাবঃ ॥ ১১৪ ॥ পরিহারতি ভগবান্ ।  
যদি বেদবিদ্ধিঃ শ্রুতেহর্থো অতিতন্মূলতয়া প্রমাণং কথং ভবেৎ

তেই পারে না । কারণ, শাস্ত্রকারেরা তাৎ-  
পর্যের একরূপ লক্ষণ বলিয়াছেন । যথা—“যে  
বাক্যদ্বারা যে স্থানে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং  
সকল প্রমাণের অভাব থাকিতে কোনরূপ বস্তু  
আশঙ্ক্য হয় না, সেই স্থানে তাহার তাৎপর্য  
থাকে ।” হে পণ্ডিতবর ! একরূপ স্বীকার করিতে  
আপনার স্বার্থবিষয়ে যে সকল অর্থবাদ স্বার্থপর  
নহে, তাহারাও প্রমাণ হইতে পারে । ১১৩ ।

মতন বলিলেন—‘ক্ষেত্রজঃ চাপি মাং বিদ্ধি  
সর্বক্ষেত্রেষু ভারত !’ ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ অর্থের  
বোধক তত্ত্বমশ্রুতি বাক্যকে মূল প্রমাণরূপে যদি  
সকলে স্বীকার করেন তবে যাহার অর্থ প্রত্যক্ষসিদ্ধ  
সেইরূপ বাক্য প্রত্যক্ষের মূল প্রমাণ হইবার বাধা  
কি ? ১১৪ ।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেরূপ

বিদ্ধি ভবেন্ন তন্মূলতয়া প্রমাণং । কথং ভবেদেদ-  
জ্ঞাতেহপি ভেদে পরজীবয়োঃ সা ॥

॥ ১১৫ ॥ দীবেশ্বরৌ সা বদন্তীতু্যপেতা প্রাবোচ-  
মেতৎ পরমার্থতত্ত্ব । বিবিচ্য সত্বাৎ পুরুষঃ সমস্ত-  
সংসাররাহিত্যমমুখ্য বক্তি ॥ ১১৬ ॥ যদীয়মাখ্যাত্যথ

ন কেনাপি প্রকারেণেত্যর্থঃ । তথাচ বেদকথ্যমতিজ্ঞৈ নিরপেক্ষ-  
তয়া প্রথমপ্রবৃত্তেঃ প্রত্যক্ষানিভি জ্ঞাতে ভেদে শ্রুতিঃ প্রমে-  
য়তাবান্ন তস্যাভূত তাৎপর্যমিতি ভাবঃ ॥ ১১৫ ॥ কিং সা  
শ্রুতি দীবেশ্বরৌ বদন্তীতু্যকীকৃত্যতৎ প্রাবোচঃ । পরমার্থতত্ত্ব  
কর্মফলভোক্তৃসত্ত্বাদ্বৈকঃ পুরুষঃ বিবিচ্য সা শ্রুতিমমুখ্য পুরু-  
ষস্য সমস্তস্বর্গহৃৎভোক্তৃত্বলক্ষণস্য সংসারনা রাহিত্যং বক্তি ॥  
১১৬ ॥ উক্ত কৃত্তার্থ মনসমানো মতন আহ । যদীয়ঃ শ্রুতিঃ

অর্থের স্মরণ করেন, সেইরূপ অর্থদ্বারা শ্রুতি যদি  
মূল বলিয়া প্রমাণ না হয়, কিন্তু অজ্ঞাত অর্থ বুঝা-  
ইয়া দিয়া ঐ বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা যেরূপ অর্থের স্মরণ  
করেন, তাহাতেই মূল প্রমাণ হইবে । অতএব ঐ  
শ্রুত অর্থ ক্রমশঃ জ্ঞানস্বরূপ হইয়া উঠে । তাহা  
হইলে যাহারা বেদের কিছুই জানেন না, তাহারাও  
যেরূপ ভেদজ্ঞান জানিয়াছেন, তাহাদ্বারা শ্রুতি,  
তাহার মূল বলিয়া কিরূপে প্রমাণ হইবে ? বস্তুতঃ  
যাহারা বেদবাক্যে অনভিজ্ঞ এবং নিরপেক্ষভাবে  
প্রথমেই প্রবৃত্ত হন, তাহারা যেরূপ প্রত্যক্ষাদি  
প্রমাণদ্বারা ভেদ জানিতে পারেন, ঐরূপ ভেদজ্ঞানে  
শ্রুতি কখন জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না, এবং  
তদ্বার শ্রুতিরও তাৎপর্য থাকে না । ১১৫ ।

অপিচ “ঐ শ্রুতিও কেবল মাত্র জীবাত্মা এবং  
পরমাাত্মাকেই নির্দেশ করিয়া থাকে” আমিও  
তাহাই অঙ্গীকার করিয়া বলিয়াছিলাম । বস্তুতঃ কর্ম

সত্ত্বজীবো বিহায় সর্বজ্ঞশরীরভাজো । জড়স্ত ভোক্তৃ-  
ত্বমুদাহরন্তী প্রামাণ্যমর্হন ! কথমম্মুখীত ॥ ১১৭ ॥  
ন চোদনীয়্য বরমত্র বিহন ! যতন্তুয়া পৈঙ্গ্য-

পরজীবো বিহয়াথ সত্ত্বজীবো বক্তি তর্হি প্রত্যক্ষবিরুদ্ধং জড়স্য  
সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বমুদাহরন্তী হে অর্হন ! প্রামাণ্যং কথমম্মুখীত  
কেন প্রকারেণ প্রামাণ্যং । প্রত্যক্ষবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকেন  
যজমানঃ প্রস্তর ইত্যাদিপ্রতিবৎ স্বার্থে প্রামাণ্যাহুপপত্তেঃ  
॥ ১১৭ ॥ অস্য মন্তস্য পৈঙ্গ্যরহস্যত্রাক্ষণেনবমেব ব্যাখ্যা-  
তত্বাষ্টমবসিতি পরিহরতি ভগবান্ । অজ্ঞান্মিন্নর্থে ত্বরা বদং ন

ফল ভোক্তার অস্তিত্ব দেখাতে জ্ঞাত পদার্থের  
সহিত পুরুষকে জানিয়া ঐ শ্রুতিও কেবল ( পুরুষ  
যে সমস্ত সুখ দুঃখ ভোগ করা প্রভৃতি লক্ষণাবৃত  
এই সংসার হইতে পৃথক ) তাহাই বলিয়া দিয়াছে ।  
। ১১৬ ।

শ্রুতির ওরূপ অর্থ সহ্য করিতে না পারিয়া  
মণ্ডন বলিলেন—যদি শ্রুতি পরমাত্মাও জীবাত্মাকে  
পরিভ্যাগ করিয়া কেবলমাত্র সত্ত্ব ও জীবের বাচক  
হয়, তাহাতে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিরোধ ঘটে । হে  
পূজনীয় ! সত্ত্ব জড়পদার্থ হুতরাং ঐ সত্ত্ব যদি  
ভোক্তা হয়, তবে ঐ সত্ত্বের ভোক্তৃত্ব উদাহরণদ্বারা  
কিরূপে শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে ? । প্রত্যক্ষ-  
বিরুদ্ধ অর্থবুঝাইয়া দিয়া ‘যজমানঃ প্রস্তরঃ’ ইত্যাদি  
শ্রুতির মতন কখনই আপনার অর্থে প্রমাণ হইতে  
পারে না । ১১৭ ।

হে জ্ঞানিবর । পৈঙ্গ্যরহস্য নামক ত্রাক্ষণ কর্তৃক  
ঐ মন্ত্রের ওরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল । “কিন্তু ও  
মন্ত্রের ওরূপ অর্থ নহে” এই বলিয়া ভগবান্ মণ্ডন

রহস্ত্যমেব । অতীতি সত্ত্বত্যাভিপশ্যতি জ্ঞ ইতি  
অ সম্যগ্ বিবৃণোতি মন্ত্রঃ ॥ ১১৮ ॥ শারীরবাচী নমু  
সত্ত্বশব্দঃ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমা । তত্রাপাতো  
নান্যপরত্বমশ্রু বাক্যস্য পৈঙ্গ্যোদিতবজ্রনাপি ॥  
১১৯ ॥ তদেতদিত্যাদি গিরা হি চিত্তে প্রদর্শিতা

শরীর্য যতন্তরোরন্তঃ পিঙ্গলং স্বাধ্বতি স তমমম্মন্যো অভি-  
চাকশীত্যমম্মন্যো অভিপশ্যতি জ্ঞস্তাবেতৌ স ত্বক্ষেত্রজ্যাবিতি  
পৈঙ্গ্যরহস্যমেবেমং মন্ত্রং বিবৃণোতীত্যর্থঃ । বিদ্যাংস্বমেতজ্ জ্ঞাতুং  
যোগ্যোহসীতি সম্বোধনাপরঃ ॥ ১১৮ ॥ উক্তত্রাক্ষণস্যাপি শারীর-  
ক্ষেত্রপ্রতিপাদকত্বাদ্ যা হুপর্ণেতি বাক্যস্য নান্যপরত্বমিতি  
মণ্ডনঃ শকতে । নমু তত্র পৈঙ্গ্যরহস্যত্রাক্ষণেহপি সত্ত্বশব্দঃ শারীর-  
বাচী ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ পরমাত্মবাচী । অতঃ কারণং পৈঙ্গ্যরহস্যো-  
ক্তমার্গেণাপ্যস্য বুদ্ধ্যায়পরত্বং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১১৯ ॥ সত্ত্ব-  
ক্ষেত্রজ্ঞশব্দোরন্তঃকরণশারীর পরতরা প্রসিদ্ধত্বাত্তত্রৈব ব্যাখ্যা-

করিতে লাগিলেন—ওরূপ অর্থ করিয়া আপনি  
আমাদিগকে শঙ্কিত করিতে পারিবেন না । কারণ,  
“তয়োরন্যঃ পিঙ্গলং স্বাধ্বতি” এবং ‘সত্ত্বমনম্মন্যো  
অভিচাকশীতি’ যিনি ভোগ করেন না, তিনি  
আর একজন । তিনি কেবল জ্ঞানমাত্র দর্শন করিয়া  
থাকে না । ঐ উভয়েই সত্ত্ব ( জীব ) এবং ক্ষেত্রজ্ঞ  
অর্থাৎ ( পরমাত্মা ) পৈঙ্গ্যরহস্য ত্রাক্ষণদ্বারা ঐরূপ  
মন্ত্রে ঐরূপে ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে । ১১৮ ।

মণ্ডন শঙ্কা করিতে লাগিলেন—সেই পৈঙ্গ্য-  
রহস্য ত্রাক্ষণেও ঐরূপ মন্ত্রের সত্ত্বশব্দ জীববাচী  
এবং ক্ষেত্রজ্ঞশব্দ পরমাত্মবাচী । অতএব পৈঙ্গ্যরহস্য  
ত্রাক্ষণে ঐ পথের অনুসরণ করিলেও ঐ মন্ত্রের  
বুদ্ধি কিম্বা আত্মা অর্থ হয় না । ১১৯ ।



সত্বপদস্ত বৃত্তিঃ। ক্ষেত্রজ্ঞশব্দস্ত চ বৃত্তিরুক্তা।  
শরীরকে দ্রষ্টরি তত্র বিদ্বন্। ॥ ১২০ ॥ যেনেতি হি  
স্বপ্নদৃশিক্রিয়ায়াঃ কর্তোচ্যতে তত্র স জীব এব।

তদ্বাক্ত মৈবমিত্যুক্তরমাহ ভগবান্। তত্র পৈঙ্গরহস্যো তদেতৎ সত্বং  
যেন স্বপ্নঃ পশ্যত্যথবাঃ ক্ষেত্রজ্ঞশব্দঃ যোহয়ং শরীর উপদ্রষ্টা।  
স ক্ষেত্রজ্ঞতাবেতৌ সত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিত্তি গিরা সত্বপদস্য বৃত্তিচ্চিত্তে  
প্রদর্শিতা। ক্ষেত্রজ্ঞশব্দস্য চ শরীরকে দ্রষ্টরি বৃত্তিরুক্তা। হিরিত্তি  
প্রসিদ্ধার্থকো নিপাতঃ ॥ ১২০ ॥ উদাহৃতপৈঙ্গরহস্যগিরাহপি জীব-  
পরমাত্মানাবেব সিদ্ধান্ত ইতি মতনঃ শব্দতে যেনেত্যনেন। হি

সত্ব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দ অস্তঃকরণ এবং জীববাচক  
বলিয়া প্রসিদ্ধ। এবং সেন্থানেও ঐরূপ অর্থ  
হইয়াছে। অতএব আপনি যাহা বলিলেন, ঐরূপ  
অর্থ কিছুতেই সম্ভব নহে। সুতরাং ভগবান্!  
পুনর্ব্বার খণ্ডন করিলেন। হে বিদ্বন্! সেই  
পৈঙ্গরহস্য ব্রাহ্মণে “তদেতৎ সত্বং যেন স্বপ্নঃ  
পশ্যত্যথ যোহয়ং শরীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞঃ”  
যাহাদ্বারা স্বপ্ন দর্শন হয় তাহার নাম সত্ব। যিনি  
শরীরের ভিতরে থাকিয়া সমস্ত বস্তু দর্শন করেন  
তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। অতএব বেদমন্ত্রে তদেতৎ  
ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা চিত্তকেই সত্বপদের আধার  
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, যিনি শরীর  
মধ্যস্থিত এবং যিনি সমস্ত বস্তু দর্শন করেন তাহা-  
ক্ষেত্রজ্ঞ বলা যায়। ১২০।

“আপনি যে পৈঙ্গরহস্য মন্ত্র ব্রাহ্মণ বাক্যের  
উদাহরণ দিয়াছেন, তাহাদ্বারাও জীবাত্মা এবং পর-  
মাত্মার বোধ হইয়া থাকে”। ঐরূপ চিন্তা করিয়া  
মতন শব্দ করিলেন। হে যোগিন্! ঐ বেদমন্ত্রে

ক্ষেত্রজ্ঞশব্দাতিহিতশ্চ যোগিন্! স্যাৎ স্বপ্নদৃক্ সর্ব-  
বিদীক্ষরোহপি ॥ ১২১ ॥ তিঙ্ প্রত্যয়েনাতিহিতোহত্র  
কর্তা ততস্তৃতীয়া করণেহভ্যুপেয়া। দ্রষ্টা চ শরীর-  
তয়া মনীয়ম্! বিশেষ্যাতে তেন স নেখরঃ স্যাৎ ॥

॥ ১২২ ॥ বৃত্তিঃ শরীরে ভবতীত্যমুদ্বিগ্নমর্থে হি  
তদ্রোদাশ্রয়তগিরি স্বপ্নদর্শনক্রিয়ায়াঃ কর্তোচ্যতে স কর্তা জীব এব  
তয়া ক্ষেত্রজ্ঞশব্দাতিহিতঃ। স্বপ্নদ্রষ্টা ঐষরোহপি স্যাচ্ছাত্তো  
যোগিন্! স সর্বজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ১২১ ॥ কর্তৃর্থস্য তিঙ্ প্রত্যয়ে-  
নাতিহিতস্য শরীর ইতি বিশেষণাক্ত মৈবমিত্তি ভগবান্  
পরিহরতি। অত্র গিরি তিঙ্ প্রত্যয়েন কর্তোক্তান্ত্র্যায় করণে  
তৃতীয়া। স্বীকর্তব্যাতেনাতিহিত ইত্যধিকারায় দ্রষ্টা চ শরীর ইতি।  
শরীরেণ বিশেষ্যাতে। তেন হেতুনা স দ্রষ্টা ঐষরো ন স্যাদি-  
ত্যর্থঃ। মনীয়মা স্বয়ং ন বক্তব্যমিত্তি সম্বোধনশব্দঃ ॥ ১২২ ॥

‘যেন’ এই বৈদিকশব্দ দ্বারা স্বপ্ন দর্শন ক্রিয়ার  
যাহাকে কর্তা বলা হইয়াছে সেই কর্তাই জীব  
এবং যাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে সেই স্বপ্ন-  
দর্শনের নাম ঐষর। ১২১।

ঐ কর্তৃপদের অর্থ দ্বারা উক্ত বেদমন্ত্রে  
“শরীর” এই বিশেষণটি থাকাতে মতনের কথা  
অসম্ভব ভাবিয়া ভগবান্ খণ্ডন করিলেন। হে  
মনীষাসম্পন্ন! ঐ বেদমন্ত্র বাক্যে “পশ্যতি” এই  
ধাতু প্রত্যয় দ্বারা কর্তাকে বুঝাইতেছে। অতএব  
“যেন” এ স্থলে করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি  
স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, ধাতু প্রত্যয় দ্বারা  
কখন করণকারকে বুঝায় না। যদি ওরূপ নিয়ম হয়  
তবে যিনি দর্শন করেন তিনি শরীর। অর্থাৎ  
“শরীর” দ্রষ্টার একটি বিশেষণ মাত্র। সুতরাং

শারীরপদস্য যোগিন্ !। তস্মিন্ ভবন্ সৰ্ব্বগতো  
মহেশঃ কথং ন শারীরপদাভিধেয়ঃ ॥ ১২৩ ॥ ভবন্  
শরীরাদিতরত্র চেশঃ কথং সু শারীরপদাভিধেয়ঃ ।  
নভঃ শরীরেহপি ভবত্যথাপি ন কেহপি শারীর-  
মিতীরয়তি ॥ ১২৪ ॥ যদ্যেব যদ্বোহনভিধায় জীব-

এবমুক্তো যশনঃ সত্বপদত জীবো বুদ্ধিঃ প্রতিপাদয়িতুমশকঃ  
শারীরপদত পরমাত্মনি বুদ্ধিঃ দর্শয়তি । শরীরে ভবতীত্যন্ব-  
য়র্থে হি বস্মাৎ হে যোগিন্ ! শারীরপদত বুদ্ধিতস্মাৎ সৰ্ব্বগত-  
ত্বাৎ তস্মিন্ শরীরে ভবন্ মহেশঃ শারীরপদাভিধেয়ঃ কথং ন  
ভবেদপিতু ভবেদেব ॥ ১২৩ ॥ পরিহরতি ভগবান্ । সৰ্ব্বগতা-  
দীশঃ শরীরাদিতরত্রাপি ভবন্ শারীরপদাভিধেয়ঃ কথং তত্র  
দৃষ্টোহ্যথা আকাশঃ ব্যাপকতাচ্ছরীরেহপি ভবতি তথাপি  
শারীরপদাভিধেয়ঃ কেহপি ন কথয়তি তদ্বিতার্থঃ উ० ॥ ১২৪ ॥  
এবং ভর্হি মন্ত্রস্ত প্রামাণ্যং বাধ্যতেতি শক্তিতং যশনঃ স্মার-

ইহাতেও ঐ দ্রষ্টা কখনই ঈশ্বর হইতে পারে  
না । ১২২ ।

যশন, সূত্র পদে জীব প্রতিপাদন করিতে অস-  
মর্থ হইয়া অবশেষে ‘শারীর’ পদে যে পরমাত্মা  
তাহাই দেখাইতে লাগিলেন । হে যোগিন্ !  
‘‘শরীরে ভবতি’’ এরূপ বুৎপত্তি লভ্য অর্থ দ্বারা  
যখন স্পষ্ট ‘‘শারীর’’ পদ জানিতে পারা যায়, তখন  
পরমাত্মা সৰ্ব্বব্যাপী আর শরীরে উৎপন্ন হওয়াতে  
ঈশ্বর কি কারণে ‘শারীর’ হইবে না ? ১২৩ ।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—ঈশ্বর যদি সৰ্ব্ব-  
ব্যাপী তবে শরীর হইতে অন্যস্থানেও তাঁহার অস্তিত্ব  
সম্ভব, তবে কিরূপে তিনি শারীর হইবেন ? তাঁহার  
দৃষ্টান্ত—যেমন আকাশ সৰ্ব্বব্যাপক স্ততরাং আকাশ

প্রাক্কো বদেদ্ বুদ্ধিশরীরভাজো । অতীতি ভোক্তৃ  
তুমচেতনায়া বুদ্ধে বদেত্তর্হি কথং প্রমাণং ॥  
১২৫ ॥ অদাহকসাপ্যয়সঃ কুশানোরাল্লেশাদাহ-  
কতায়থাস্তে । তথৈব ভোক্তৃতুমচেতনায়া বুদ্ধেরপি

য়তি । যদ্যেব যদ্বো জীবোহনভিধায় বুদ্ধিশ্রীর্বা বদেৎ । বুদ্ধে-  
শ্চাচেতনয়া অতীতি ভোক্তৃত্বং বদেত্তর্হি প্রমাণং কথং প্রমাণং  
ন ভবেদিত্যর্থঃ ইন্দ্র० ॥ ১২৫ ॥ পরিহরতি ভগবান্ । অদাহকস্তাপি  
লোহপিওস্ত বহুতাদাত্মাদ যথা দাহকত্বমাস্তে তথৈব চৈতন্ত্যাহ-  
প্রবেশাদচেতনায়া বুদ্ধেরপি ভোক্তৃত্বং স্তাতথা চায়ো দহ-  
তীতি বাক্যবদতীতি বাক্যমপি স্তথঃখাদিবিক্রমাবতি সত্তে  
ভোক্তৃত্বমপ্যপ্রবৃত্তং প্রমাণমেব । ন হীরং শ্রুতিরচেতনস্ত সত্ত্বস্ত  
ভোক্তৃত্বং বক্তুং প্রবৃত্তা কিন্তু চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞাতাভোক্তৃত্বং

শরীরেও থাকিতে পারে । কিন্তু লোকে যেমন  
আকাশকে ‘শারীর’ বলিয়া নির্দেশ করেনা, ঐরূপ  
এস্থানে নির্দেশ করিলে দোষ হয় । ১২৪ ।

এরূপ হইলে বেদমন্ত্র কখন প্রমাণ হয়না, এই  
ভাবিয়া যশন শঙ্কিত বিষয় পুনরায় স্মরণ করা-  
ইয়া দিলেন । যখন এ মন্ত্র, ‘‘জীব ও ঈশ্বরকে  
ত্যাগ করিয়া বুদ্ধি ও জীবকে বুঝাইয়া দেয়, এবং  
অচেতন বুদ্ধি ‘‘অতি’’ এই ভেদবিষয়ে ক্রিয়া পদ  
দ্বারা ভোক্তৃত্ব প্রকাশ করিয়া দেয়, তখন ওরূপ  
মন্ত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে না । ১২৫ ।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—দাহিকাশক্তিশূন্য  
লৌহপিণ্ডের বেরূপ বহুর সহিত তাদাত্ম্য ঘটিলে  
দাহকত্ব জন্মান, তরূপ চৈতন্য শক্তির প্রবেশ  
ঘটিলে অচেতন বুদ্ধিশক্তিরও যে ভোক্তৃত্ব থাকিবে  
বিচিত্র কি ? ‘‘অয়ো দহতি’’ লৌহ দাহ করি-

স্মৃতিদ্রুপ্রবেশাৎ ॥ ১২৬ ॥ ছায়াতপো বদন্তী ব  
ভিন্নৌ জীবেশ্বরৌ তদ্বিতি ক্রবাণা । ঋতং পিব-  
স্তাবিতি কাঠকেবু শ্রুতিভেদশ্রুতিবাধিকাহন্ত ॥  
১২৭ ॥ ভেদং বদন্তী ব্যবহারসিদ্ধং ন বাধতে-  
হভেদপর শ্রুতিং সা । এষা তপূর্ব্বার্থতয়া বলিষ্ঠা-

ভেদশ্রুতেঃ প্রত্যাভ বাধিকা স্যাৎ ॥ ১২৮ ॥ মানান্ত-  
রোপোষলিতা হি ভেদশ্রুতি কলিষ্ঠা যমিনাং বরেনা ।  
তদ্বাধিত্বং সা প্রভবত্যভেদশ্রুতিং প্রমাণান্তরবাধি-  
ত্বার্থাম্ ॥ ১২৯ ॥ আবল্যমাপাদয়তি শ্রুতীনাং  
মানান্তরং মৈব বুধাগ্রযায়িন্ ! । গতার্থতাদানমুখেন

বদন্তী বতাক বক্তুং প্রবৃত্তি ভাবঃ বিঃ ॥ ১২৬ ॥ এবমুক্তো  
মণ্ডন ঋতং পিবন্তৌ স্কৃত্যস্ত লোকে শুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে  
পর্য্যট্যে । ছায়াতপো বদন্তী বদন্তি পঞ্চায়মো যে চ ত্রিণাচি-  
কেতা ইতি কঠকলীয়া শ্রুতিভেদশ্রুতে বাধিকাহন্তিত্যাহ । ঋতং  
কর্ম্মফলং পিবন্তৌ পানপ্রযোজ্য প্রযোজ্যকাবিতি কাঠকেবু শ্রুতিস্ত  
ছায়াতপো বদন্তী বদন্তী জীবেশ্বরৌ তদ্বিতি ক্রবাণাং ভেদ-  
শ্রুতে বাধিকাহন্ত উঃ ॥ ১২৭ ॥ ইয়মপি শ্রুতি ন বাধিকা  
প্রত্যাভ বাধোতি পরিহরতি ভগবান্ ব্যবহারসিদ্ধং ভেদং

বদন্তী সা ভেদশ্রুতিস্তদসিদ্ধাভেদপর্য্য শ্রুতিং ন বাধতে  
প্রত্যাভপূর্ব্বোক্তার্থো বস্যান্তরানুপূর্ব্বার্থবোধিকতয়া বলিষ্ঠা এবা-  
হভেদত্বভে বাধিকা স্যাৎ ॥ ১২৮ ॥ এবমুক্তো মণ্ডন আহ ।  
প্রমাণান্তরেন প্রত্যক্ষেনোপোষলিতোপনৃৎহিতা ভেদশ্রুতিহে  
যমিনাং বরেনা । বলিষ্ঠা তদ্ব্যপাং সা ভেদশ্রুতিঃ প্রত্যক্ষপ্রমাণ-  
বাধিত্বার্থমভেদশ্রুতিং বাধিত্বং প্রভবতি নতভেদশ্রুতি ভেদ  
শ্রুতিমিত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥ পরিহরতি । হে বুধানামাগ্রযায়িন্ ! প্রমা-  
ণান্তরং শ্রুতীনাং আবল্যং নাপাদয়তি কিন্তু গতার্থতাদানমুখেন

তেছে—এই বাক্যের মতন, ‘অন্তি’ এই বাক্য সুখ-  
দুঃখাদি বিকার বিশিষ্ট সত্ত্বপদার্থের উপর (ভোক্তৃত্ব  
না থাকিলেও) প্রমাণ হইবে । এই শ্রুতি কখনই  
অচেতন সত্ত্বপদার্থের ভোক্তৃত্ব বলিয়া দিতে প্রবৃত্ত  
হয় নাই কিন্তু অচেতন ক্ষেত্রজের অতোক্তৃত্ব  
এবং ব্রহ্মতাব বলিবার নিমিত্তই এই শ্রুতির উপক্রম  
হইয়াছে । ১২৬ ।

মণ্ডন বলিলেন—“ঋতং পিবন্তৌ স্কৃত্যস্ত  
লোকে শুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পর্য্যট্যে । ছায়া—  
তপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চায়মো যে চ ত্রিণাচি-  
কেতাঃ ।” বঠকলীর এই শ্রুতি, অভেদ শ্রুতির বাধ  
করিতে পারে । বেদমন্ত্রে ‘ঋত’ শব্দে কর্ম্মফল,  
কর্ম্মফলের পানকর্ত্তা অর্থাৎ একজন পান ক্রিয়ার  
প্রযোজ্য কর্ত্তা এবং আর একজন পান ক্রিয়ার

প্রয়োজক কর্ত্তা । কঠোপনিষদে ঐরূপ শ্রুতির  
দ্বারা ছায়া এবং আত্মপের অত্যন্ত ভেদ বোঝাইয়া  
দিয়া অভেদ শ্রুতির বাধ করুক ? । ১২৭ ।

এই শ্রুতি বাধক শ্রুতি নহে, কিন্তু বাধ্যশ্রুতি ;  
এই কথা বলিয়া ভগবান্ খণ্ডন করিলেন । ব্যবহার  
সিদ্ধ ভেদবাচক শ্রুতি, কখনই অভেদবোধক শ্রুতির  
বাধ করিতে পারে না । বরং অপূর্ব্ব অর্থ থাকাতে  
বলিষ্ঠ হয়, এবং পরে ঐ অভেদশ্রুতি, ভেদশ্রুতির  
বাধ করিয়া দেয় । ১২৮ ।

মণ্ডন বলিলেন—হে যোগিবর ! ভেদবোধক  
যে শ্রুতি আছে অবশ্যই তাহা অভেদ শ্রুতি অপেক্ষা  
বলিষ্ঠ । এবং ঐ ভেদবোধক শ্রুতি, (প্রত্যক্ষ-  
প্রমাণদ্বারা যাহার অর্থের বাধ হয়, সেই অভেদ-  
বোধক শ্রুতির) বাধা দিতে একান্ত সক্ষম । ১২৯ ।



তাং দৌৰ্ভল্যসম্পাদকমেব কিস্ত ॥১৩০॥ ইত্যাদ্য  
দৃঢ়যুক্তিরস্য শুভ্রভে দত্তানুমোদাসিরাং দেব্য তাদৃশ-

তাং দৌৰ্ভল্যসম্পাদকমেব বুধাগ্রারিনন্তবেরযুক্তি-  
রশোভনেতি সম্বোধনশরঃ ॥ ১৩০ ॥ উপসংহরতি ইতি ।  
অত্র শ্রীশঙ্করস্যোক্তাদ্যা দৃঢ়যুক্তিঃ শুভ্রভে । আদ্যপদেন--মুক্তো-  
হম্মতে কামগণান্ মহেশেভ্যেব বদন্তী ধনু তৈত্তিরীয়াঃ । শ্রুতি  
কিনা ভেদমবধাযার্থ্যাদীনা সত্যী লক্ষ্যমব্য ব্যক্তি ॥ ১ ॥ টেনবং  
যতোহজ্ঞাননিবৃত্তিতে। যং সত্যামিতানন্দচিদাখ্যাতবং । গতৌ ২-  
মুতে শৌম্য স সৰ্বকামান্তনন্দরহানিতি সা ব্রবীতি ॥ ২ ॥ দ্রষ্টব্য-  
মাশ্বেতিবচঃ পরাঞ্জনঃ কৰ্ম্যভুক্তকৰ্ম্মমিদং হি বক্তি । সন্দর্শনেহতো  
যতিরাজ । তেনঃ সত্যোহখ্যাতাং শ্রুতিরপ্রমাণং ॥ ৩ ॥ নেরংশ্রুতি-  
তাত্ত্বিকভেদগাহিত্যৈবতশ্রুতে কৈনবিদ্যাং বরেণ্য । । বিরোধতো  
ত্রুপপরত্বতোহস্যাত্তাংপর্যগত্যা কিল মানভাবঃ ॥ ৪ ॥ অথ-  
ভেদশ্রুতিষেব যোগিন্ ! প্রকল্পিতা ভেদপরেতি বৈবং । প্রাতী-  
তিকো বা ব্যবহারসিকো ভেদো ন বৈ ভেদমিতি প্রকোপাৎ  
॥ ৫ ॥ অথাত্ত ভেদে গতিপেধারার্থাপত্তি ন চৈবং মন সত্য-  
ভেদং । বিনোপপত্ত্যা রহিতো ন চার্ঘ্যত্বাদভেদার্থশ্রুতি কলিষ্ঠা  
॥ ৬ ॥ স্যাচ্চৈবভেদোহস্য পরাঞ্জন মুনৈ ! তহোপলভ্যোক্ত ন  
চোপলভ্যতে । তস্মাদসৌ নাস্তি ততো যতে ক্ৰিদা বচপ্রমা-  
ণস্য তু গম্যতাং গতৌ ৭ ॥ যথাযতো নৈব বচঃ প্রদৃশ্যতে

ভগবান্ পরিহার করিলেন—হে বুধাগ্রগণ্য !  
জগতে অন্য কোন প্রমাণ শ্রুতি সমূহের প্রবলতা  
সম্পাদন করিতে পারে না । কিন্তু যত টুকু অর্থ  
হইতে পারে সেই অর্থ দেখাইয়া দিয়া ঐ সকল  
শ্রুতির বরং দুর্বলতাই প্রতিপাদন হইয়া থাকে ।  
১৩০ ।

উপসংহারে বক্তব্য এই, বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী  
দেবতা সরস্বতী দেবী, যে যুক্তির উপর অনুমোদন  
করিলেন ; যে যুক্তি, বিশ্বরূপের ( মণ্ডনের ) হর্ষ-  
স্তম্ভের নিম্পাড়ন ও সার আকর্ষণ করিয়াছিল ;

বিশ্বরূপরতসাবকটন্তযুক্তিকর । ভর্তৃশাসবিলক-  
সৃষ্টিজননী সাক্ষিত্বকৃষ্ণিক্তরিঃ সান্নাধাতুতপ্প-  
রুষ্টিলহরীসৌগন্ধ্যপাণিকর । ১৩১ ॥ ইথং যতি-  
কৃতিপতেরনুমোদ্য যুক্তিঃ মালাঞ্চ মণ্ডনগলে-  
মলিনামবেক্ষ্য । ভিক্ষার্থমুচ্চলতমদ্য যুযামিতীমা-  
বুচিকৈ তং পুনরুবাচ যতীন্দ্রমম্বা ॥ ১৩২ ॥ কোপ-

তথান্নতোহসাবপি নৈব ভাসতে । অবিদ্যায়া তদ্বিদ্যামনাবৃতঃ  
প্রকাশতেহতো ন ভিদান্ত্যমানগা ॥ ৮ ॥ ইত্যাদিদৃঢ়যুক্তিভাতং  
গ্রাহং । তাং বিশিষ্টা । শিরাং দেব্য অধিষ্ঠাতৃদেবতয়া সরস্বত্যা  
দন্তোহনুমোদো যস্যো তথান্নমোদিতেনিতি যাবৎ । তথা তাদৃশস্য  
বিশ্বরূপস্য মণ্ডনস্য যো রতসাবকটন্তো বেগস্য হর্ষস্য বা শুভ্রভস্য  
যুক্তিকর্য নিম্পীড্য সারাকর্ষিকা । তথা ভর্তৃ শাসস্য সংশ্রাসস্ত  
বিলক্ষেণ সন্ধ্যাজেন য়া সৃষ্টিভস্য জমনী । সরস্বতী এব সাক্ষি-  
ক্তরিঃ সাক্ষিত্ববতী যস্যাত্তথা সান্নাধা সহ বর্তমানা য়া পুষ্পরুষ্টি-  
লহরীতয়াঃ সৌগন্ধ্য পানিকর্যতি হস্তং পিবতীতি তথা শাদু ॥  
১৩১ ॥ ইথ্যমেবং প্রকারেণ যতিরাজস্য যুক্তিমনুমোদ্য মালাঞ্চ  
মণ্ডনগলে মলিনামবেক্ষ্য অন্য যুবাং ভিক্ষার্থমুচ্চলতমিতীমো  
শঙ্করমণ্ডনাবুচিকৈবাচ । অত্য়া সরস্বতী তং যতীন্দ্রং পুনরুবাচ ॥ ১৩২

পতির সংশ্রাসগ্রহণের জন্য বাক্য জননী-সরস্বতী,  
যে যুক্তির একমাত্র সাক্ষিস্বরূপা ; এবং যে যুক্তির  
জন্য সান্নাধার সহিত আকাশ হইতে পুষ্পরুষ্টি ও  
চারিদিকে তাহার সৌগন্ধ্য বহ্নিত হইল, আচার্য্য  
শঙ্করের এরূপ দৃঢ়যুক্তি সকল সম্পূর্ণরূপে তখন  
শোভা পাইতে লাগিল । ১৩১ ।

এই প্রকারে শঙ্করের যুক্তি অনুমোদন করিয়া  
এবং মণ্ডনের গলদেশে পুষ্পমালা মলিন দেখিয়া  
দেবী সরস্বতী “অদ্য আপনারা ছুইজন একবার  
ভিক্ষার নিমিত্ত উখিত হউন” এই কথা মণ্ডন ও



ইতিরেকবশতঃ শপতা পুরা মাং দুর্কাসনা তব  
বধি কিংহিতো জয়ন্তে । সাহসং যথাপতমুপৈমি  
শমিপ্রবীরেভ্যস্তু । সসত্ত্বমমমুং নিজধাম যান্তীং ॥  
১৩৩ ॥ ববন্ধ নিঃশঙ্কমরণ্যদুর্গামস্ত্রেণ তাং জেতু-  
মনা মুনীন্দ্রঃ । জয়োহপি তস্যাঃ স্বমতৈক্যসিদ্ধৌ-

পুরা কোপাতিরেকবশতো মাং শপতা দুর্কাসনা তব  
জয়ন্তস্যাবধি কিংহিতস্তস্য জাতস্তাং সাহসং হে শমিপ্রবীর ! যথা  
পতমুপৈমামুগচ্ছামিতোবমমুং সসত্ত্বমমুং নিজধাম যান্তীং  
ববন্ধেত্যবধঃ সসত্ত্বমং যান্তীমিতি বা ॥ ১৩৩ ॥ নিঃশঙ্কমরণ্য  
দুর্গামস্ত্রেণ বনদুর্গামস্ত্রেণ মুনীন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করো ববন্ধ । কিমর্থ-  
মিত্যপেক্ষামাহ । তাং সরস্বতীং জেতুমনাঃ । নহু যতীন্দ্রস্য তস্য  
তজ্জয়সিদ্ধমমেন কিমিত্যাশঙ্ক্যাহ । তস্তাঃ সরস্বত্যা জয়োহপি

শঙ্করকে বলিলেন । এবং পুনর্ব্বার দেবী সরস্বতী  
যতিপতিকে বলিতে লাগিলেন । ১৩২ ।

“হে যতিবর ! পূর্ব্বে অতিশয় ক্রোধ সহকারে  
দুর্কাসা মুনি আপনার জয় ও জয়ের কাল পর্য্যন্ত  
নির্গয় করিয়া দিয়াছিলেন । সেই জয়কাল এক্ষণে  
পরিপূর্ণ হইয়াছে, অতএব আমি এক্ষণে যে স্থান  
হইতে আসিয়াছি তথায় গমন করি ।” এই কথা  
বলিয়া সস্ত্রয়ে যখন নিজ ধামে গমন করিতে উদ্-  
যোগ করেন, তৎকালে মুনিবর শঙ্কর, সরস্বতীকে  
নিঃশঙ্কমনে বনদুর্গামস্ত্রদ্বারা বন্ধন করিলেন । কারণ  
প্রথমে ঐ সরস্বতীকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া  
শঙ্করের মনে ওরূপ চেষ্টা হয় । সরস্বতীকে জয়  
করিবার উদ্দেশ্য এই, সরস্বতীকে জয় করিতে  
পারিলে আপনার মতের ঐক্য ও পোষকতা সিদ্ধি  
হইবে । নহুবা শঙ্কর যে স্বয়ং সর্ব্বজ্ঞ ছিলেন

সার্ব্বজ্ঞতঃ স্বস্য ন মানহেতোঃ ॥ ১৩৪ ॥ জানামি  
দেবীং ভবতীং বিধাতু দেবস্ত ভাৰ্য্যাং পুরতিং  
সগৰ্ভ্যাম্ । উপাস্তলক্ষ্মাদিবিচিত্ররূপাঃ শুণ্ডা  
প্রপঞ্চস্য কৃতাবতারাং ॥ ১৩৫ ॥ ব্রজ জননি ! তদা

স্বমতৈক্যসিদ্ধৌ ন তু স্বস্য সর্ব্বজ্ঞতানিমিত্তকমানপূজাদিসিদ্ধার্থে  
উঃ ॥ ১৩৪ ॥ মন্ত্রেণ বদ্ধা কিমুক্তবাসিত্যপেক্ষায়াং তব-  
চনমুদাহরতি । দেবস্যা বিধাতু ব্রহ্মণো ভাৰ্য্যাং ত্রিপুরসত্ত্বৈদ-  
কস্য মহাদেবস্যা সগৰ্ভায়াং সহোদরাং । উপাস্তং লক্ষ্মাদীনাং  
বিচিত্রং রূপং যথা কথ্যতুতামিদানীং প্রপঞ্চস্য রক্ষণার্থং কৃতাব-  
তারাং দেবীং ভবতীং সরস্বতীং স্বামহং জানামি ॥ ১৩৫ ॥ তস্যাং  
হে জননি ! তে তক্তচূড়ামণিরহং বদা নিজস্থানমেতুং গত

তাহার জন্ম কিসে আপনার পূজা হয়, কিসে আপ-  
নার সম্মান রক্ষিপায়, এ অভিপ্রায়ে কখনই ওরূপ  
কার্যা করেন নাই । ১৩৩ । ১৩৪ ।

মন্ত্রদ্বারা বদ্ধ করিয়া বলিলেন—আপনি বিধা-  
তার ভাৰ্য্যা এবং ত্রিপুরারির সহোদরা । আপনি  
সময়ে সময়ে লক্ষ্মী প্রভৃতিদেবীগণের মতন বিচিত্র  
বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়া থাকেন । এক্ষণে অনাদি  
ও সবিস্তার এই জগতের পরিরক্ষণার্থ তুলে অব-  
তীর্ণ হইয়াছেন । অতএব আমি নিশ্চয় আপনাকে  
দেবী সরস্বতী বলিয়া জানিতে পারিয়াছি । ১৩৫ ।

হে জননি ! আমি ভক্তের চূড়ামণি, আমি যখন  
আপনাকে স্বস্থানে গমন করিতে অনুজ্ঞা করিব  
তখনই আপনি স্বস্থানে গমন করিবেন । দেবী  
শারদা শঙ্করের এরূপ বচনে অনুমোদন করিবার

কং কৃতচূড়ামণিতে নিজপদমমুদামাম্যত্যমুজাং  
যদৈতু । ইতি নিজবচনে শ্রীমদ্বারদাসসম্মতেহসৌ-

মতামুজামতিবাস্যামি তদা যং নিজপদং ব্রজ ইত্যেবং কৃত  
নিজবচনে শ্রীমদ্বারদাস সন্যস্তা সন্যস্তে সতি যাতনং কং মণ্ডন-

পর মণ্ডনের দ্বারও হৃদগত অভিপ্রায় জানিতে

মুনিম্বব মুদিতোহুত্মাণ্ডমঃ কুমুতুংহঃ ॥ ১৩৬ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তনুতনার্থকথাপরঃ ।  
সজেকপলকরজরে সর্গোহসাবষ্টমোহভবৎ ॥

ভাতিপ্রায় জাহুমিকুমৌমুনঃ শ্রীশক্তয়ে মুদিতোহুত্মা  
মালিনী ॥ ১৩৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য বালগোপালবাসি শ্রীপূজা  
পাদনিবাদভবতংশাবতংস রামহৃদখনপতিকৃতে শ্রীশক্তমাচার্য্য  
বিজয়ডিগ্ভিমেষ্টমঃ সর্গঃ ।

ইচ্ছা করিয়া আচার্য্য শঙ্কর অত্যন্ত প্রমুদিত হই-  
লেন । ১৩৬ ।

ইতি অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

## নবমোহধ্যায় ।

অথ সংযমিক্রিতিপতে ক্বচনৈ নির্গমার্থনির্গয়-  
করৈঃ সন্যৈঃ । শমিতাগ্রহোহপি পুনরপাবদৎ-

এবং মণ্ডনাচার্য্যসম্মাদং সপরিব্রজং নিরুপা সর্কজোপায়ঃ  
সপ্রশংসঃ নিরুপরিভূমুপক্রমতে । অধাচার্য্যযুক্তীনাং সরস্বতী-  
কৃতামুদোদনস্য অঙ্গলহমালার্য্য মলিনীভাবসা চানন্তরং সংযমি-  
রাজন্য শ্রীশক্তর্য্য বেদার্থনির্গয়করৈঃ পুনশ্চ ভারসহিতৈ ক্বচনৈঃ

এইরূপে মণ্ডনাচার্য্যের সম্মাদ সবিস্তারে নিরু-  
পণ করিয়া ইদামী আচার্য্য যে সর্কজ ছিলেন,  
তাহার উপায় সবিস্তারে বর্ণনা করা হইতেছে ।  
আচার্য্যের যুক্তি সমূহের উপর সরস্বতী অমুদোদন

কৃতসংশয়ঃ সপদি কর্ম্মজড়ঃ ॥ ১ ॥ যতিরাজ ! সম্প্রতি  
মমাভিনবাম বিবাদিতোহস্মাপজয়াদপি তু । অপি

শমিত আগ্রহো যত স তথাভূতোহপি সপদি তৎকরণে কৃতসংশয়ঃ  
পুনরবোচৎ । যতঃ কর্ম্মজড়ঃ প্রমিতাকরাত্তং প্রমিতাকরাস-  
জসসৈকদিতেতি লক্ষণাৎ ॥ ১ ॥ বহুবচ তদাহ । হে যতিরাজ !  
সম্প্রতি মমাভিনবাদপজয়াবিবাদং ন প্রাপ্তোহস্মি অপি তু

করিবার পর এবং নিজগলদেশস্থিত পুষ্পমালা  
মলিন হইবার পর যতিরাজ শঙ্করের বেদার্থ নির্গা-  
য়ক ও নীতিপূর্ণ বচনদ্বারা মনের আগ্রহ ও উৎ-  
কণ্ঠা শমিতাপ্রাপ্ত হইলে তৎকরণে কর্ম্মজড় মণ্ডন  
সংশয়াপন্ন হইয়া পুনর্বার বলিতে লাগিলেন । ১ ।

জৈমিনীর বচনান্তহেতুশ্রুতানি হৌতি ত্বমস্মি কুশঃ  
॥ ২ ॥ সহি বেত্যনাগতমতীতমপি প্রিয়কুং সমস্ত  
জগতোহধিকৃতঃ । নিগমপ্রবর্তনবিধৌ স কথং তপসাং  
নিধি র্বিতথসূত্রপদঃ ॥ ৩ ॥ ইতি সন্ধিহানমবদন্ত-  
মসৌ ন হি জৈমিনাবপনয়োহস্তি মনাক্ । এনি-

জৈমিনীর বচনানি অহেতি নিগাতাশ্রুত্যাতিশয়ার্থাবতা-  
তথোদ্যোগ্যে বা । উদ্ভাষিতানীতি কারণাদত্যন্তঃ কশোহস্মি ॥ ২ ॥  
হিষয়াং স জৈমিনি ভবিষ্যৎ ভূতক জানাতি পুনশ্চ জগতঃ  
প্রিয়করণার্থঃ বেদস্ত বা প্রবর্তনবিধাবধিকৃততত্বাচৈবং ভূততপ-  
সাং নিধিঃ স কথং বিতথসূত্রপদো বিকথানি ব্যর্থানি সূত্রপদানি  
যস্ত বিতথসূত্রেব বাবসায়ো বা যস্ত তথাভূতঃ কথং ভবেদিত্যর্থঃ  
॥ ৩ ॥ ইত্যেবং সন্দেহঃ প্রাপ্তবস্তং তং মণ্ডনমসৌ শ্রীশঙ্করোহ-  
বোচৎ । জৈমিনে মনাক্ জৈবদপি অপনয়োহস্তায়ো নহি । কিন্তু

হে যতিরাজ ! সম্প্রতি আমার এই অভিনব  
পরাজয় হওয়াতে আমি বিষাদিত হই নাই । কিন্তু  
হায় ! ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের এবং নিতান্ত খেদের  
বিষয় যে, আপনি জৈমিনির বাক্য সকল নিরাকরণ  
করিয়াছেন ; এই কারণে আমি অত্যন্ত দুর্বল  
হইয়াছি । ২ ।

জৈমিনি ভূত ও ভবিষ্যৎ বেত্তা । এবং তিনি  
সমস্ত জগতের প্রিয় করিবার নিমিত্ত বেদ বা বেদা-  
র্থে প্রবর্তন বিধানে অধিকৃত হইয়াছেন । অত-  
এব তাদৃশ তপোবল—সম্পন্ন জৈমিনির রচিত  
সূত্রের পদ সকল কিরূপে বুধা হইল ? তাহা  
বলিতে পারি না । ৩ ।

মণ্ডন এইরূপে জৈমিনির বাক্যে সন্ধিহান  
হইলে শঙ্কর তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন । জৈমি-

নীরহে ন বয়মেব যুনে হৃদয়ঃ যথাবদনভিজ্ঞতয়া ॥

॥ ৪ ॥ যদি বিদ্যাতে কবিজ্ঞানাবিদিতঃ হৃদয়ঃ যুনে-  
স্তদ্বি বর্ণয় ভোঃ । যদি যুক্তমত্রে ভবতা কথিতঃ  
হৃদি কুর্মহে দলদহকৃতয়ঃ ॥ ৫ ॥ অতিসন্ধিমানপি  
পরে বিষয়প্রসন্নমতীননুজিহ্মকুরসৌ । তদবাণ্টি-

বয়মেবানভিজ্ঞতয়ামুনেতিপ্রায়ঃ যথাবদ প্রমিতীমহে এমাতুং  
ন শক্যমঃ ॥ ৪ ॥ এবং প্রত্যাভূত্বংস্বকো মণ্ডন আহ । যদি কবি-  
জ্ঞানৈবপ্যবিদিতঃ যুনে হৃদয়মভিপ্রায়ো বিদ্যাতে তত্ত্বহীহানমত্রে  
বর্ণয় । নহু যুক্তিপ্রায়বিজ্ঞাতিমানবতাং ভববিধানামত্রে তদ  
বর্ণনং নিফলমিত্যাশঙ্ক্যাহ । যদি ভবতামত্রেণ হৃদয়বর্ণনে  
প্রসক্তে যুক্তং কথিতং তর্হি দলিতাহকৃতয়ঃ গন্তো বয়ং তৎ হৃদি  
কুর্মহে ॥ ৫ ॥ এবং প্রার্থিতঃ শ শঙ্করো জৈমিত্তিপ্রায়মাবিক-  
রোতি । পরে ব্রহ্মণ্যতিপ্রায়বানপি বিষয়েষু প্রবাহীকৃতযুক্তীন্  
তজ্ঞানধিকারমালোচ্য তজ্ঞাধিকারায় তাননুগৃহীতুমিচ্ছুরসৌ

নির অল্পমাত্র দোষ বা অন্তায় নাই । কিন্তু আম-  
রাই অনভিজ্ঞতাবশতঃ যুনির অভিপ্রায় যথার্থরূপে  
প্রমাণ করিতে সমর্থ হই নাই । ৪ ।

এই কথা শুনিয়া উৎসুকচিত্তে মণ্ডন বলিতে  
লাগিলেন—যদি জৈমিনির অভিপ্রায় কোন পণ্ডিতে  
না জানেন, তবে আপনি আমার অগ্রে তাঁহার  
একবার হৃদয় বর্ণনা করুন । যদি আপনি এই  
যুনির হৃদয় বর্ণনা করিতে গিয়া যুক্তিযুক্ত বাক্য  
বলেন, তবে আমরা অহঙ্কার দলিত করিলাম সেই  
সকল বাক্য হৃদয়ে ধারণ করিব । ৫ ।

মণ্ডনের এরূপ প্রার্থনা শুনিয়া শঙ্কর জৈমিনির  
অভিপ্রায় আনিষ্কার করিলে লাগিলেন । যুনি স্বয়ং  
পরব্রহ্ম জানিতে অত্যন্ত অনুসন্ধিৎসু ছিলেন । কিন্তু

সাধনভঙ্গ্য সকলং হৃদয়ং অরূপমিতি স্ম পরং ॥  
 ১৬ ॥ বচনং তন্মতমিতি ধর্মচর্যং বিদধতি বোধ-  
 জনিহেতুতয়া । তদপেক্ষ্যৈব স চ মোক্ষপরো  
 নিরধারয়মপরধেতি বয়ম্ ॥৭ ॥ অতঃ ক্রিয়ার্থক  
 তয়া সফল। অতদর্থকানি তু বচাংসি বৃথা । ইতি

মুনিঃ পরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধনভঙ্গ্য। পরং কেবলং হৃদয়ং পূণ্যং  
 কর্ণাতিশয়েন নিরূপিতবান্ নতু পরং ব্রহ্মভার্যঃ ॥ ৬ ॥ নহিৎ  
 ভবতিঃকথং জ্ঞাতমিতি চেৎ । প্রত্যর্থ নির্ণায়কত্ব প্রত্যামনু  
 রূপাভিপ্রায়বদ্ব্যভাবনিশ্চয়াদিত্যাশয়েনৈব বচনমিতি । তমেতৎ  
 বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদ্যন্তি যজ্ঞেন বানেন তপসা নাপক-  
 নেতি বচনং পরব্রহ্মাবগতিজন্যহেতুতয়া ব্রহ্মচর্যাদিধর্মসমুদায়ং  
 বিদধতি । যদ্যপি প্রত্যার্থপ্রধানতাপক্ষে সন্দেহজ্ঞানি  
 হেতুতয়া তদ্বিধায়কং তথাপ্যর্থেন জিগমিষতীতিবৎ প্রকৃত্যর্থ-  
 প্রধানতাপ্রয়ৈবমুক্তং তবচনাপেক্ষ্যৈব স চ মোক্ষপরো  
 জৈমিনি'নির্ধর্মনিচয়ং নিরধারয়ং নান্তধেতি বয়ং মন্যহেত্যাখ্যাহারঃ ॥  
 ৭ ॥ নমু আম্রাত্ত ক্রিয়ার্থজ্ঞানানর্থকামতদর্থানামিতি হ্র-

যাহাদের বুদ্ধি বিষয় পদার্থে প্রবহমান, তাহা-  
 দিগকে অনুগ্রহ করিবার বাসনায় জৈমিনি মুনি,  
 সাধারণের কিরূপে পরব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবে ? তাহার  
 উপায় এবং সাধন কি ? তাহার নিমিত্ত তিনি  
 কেবল নিরুতিশয় পূণ্য কর্ম নিরূপণ করিয়াছেন ;  
 কিন্তু পরব্রহ্ম নিরূপণ করেন নাই । ৬ ।

“তন্মতনং বেদানুবচনে ব্রাহ্মণা বিবিদ্যন্তি”  
 ব্রাহ্মণগণ বেদবাক্যদ্বারা তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা  
 করিয়া থাকেন । ইত্যাদি বেদবচনদ্বারা “কিরূপে  
 পরব্রহ্মের জ্ঞান জন্মে,” তাহার জন্য কেবল ব্রহ্ম-  
 চর্যাদি ধর্ম সমুদয় বিধান করা হইয়াছে । এক্ষণে  
 বেদবচনের মতাবলম্বী হইয়া মুক্তিপ্রার্থী জৈমিনি

সূত্রম্ নমু কথং মুনিরাজপি সিদ্ধবস্তুরতাং বস্তুতে  
 ১৮ ॥ অতিরিশিরষমপরোহপি পরম্পরস্বাবো-  
 দককর্মণি চ । প্রসরংটকাক ইতি কার্যাপরমসূচি-  
 তংপ্রকরণহগিরাম্ ॥ ৯ ॥ নমু সচ্চিদানুপবতাভি-

রন্ বেদত সিদ্ধবস্তুরতাং কথং বস্তুত ইতি মতনঃ শব্দভে ।  
 অতঃ ক্রিয়ার্থকতয়া সফল। অক্রিয়ার্থকানি তু বচাংসি  
 বৃথাহমর্থকানীতি হ্রস্বম্ মুনিরাজ বেদবচসাং সিদ্ধবস্তুরতাং  
 নমু কথং বস্তুত ইত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥ উক্তহ্রস্বস্য কর্মকাণ্ডাভিপ্রায়-  
 ভ্রাম্যেবমিতি পরিহরতি ভগবান্ অতিরিশিঃ পরম্পরস্বাবিতীন্ন  
 ব্রহ্মপরোহপি স্বাবোদঃ কলং যত তন্মিন্ কর্মণি প্রসরংটকাকঃ  
 প্রবাহীকৃতদৃষ্টিরিত্যতঃ কর্মপ্রকরণহগিরায় কার্যাপরমসূচি হ্রস্ব-

মুনি যে ধর্ম সকল নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, ইহা  
 আমরা বিলক্ষণ বিবেচনা করিয়াছি । ৭ ।

যখন পুনর্বার আশঙ্কা করিলেন—বেদ সকল  
 কোন না কোন একটি ক্রিয়ার অর্থপ্রকাশ করিয়া  
 সফল হয়, এবং অনেকগুলি বেদবচন আবার কোন  
 ক্রিয়ারই অর্থপ্রকাশ করে না । ‘আত্মায়স্য ক্রিয়ার্থ-  
 জ্ঞানানর্থকামতদর্থানাম্’ অতএব যে বেদবাক্য কোন  
 ক্রিয়ারই অর্থপ্রকাশ করে না তাহার নিরর্থক । এই-  
 রূপ সূত্র করিয়া মুনিরাজ জৈমিনিঃ বেদবাক্য সকল  
 নিত্য এক বস্তুর প্রকাশক, তাহা কিরূপে স্বীকার  
 করিতে পারেন ? । ৮ ।

জৈমিনির এই সূত্রটী বেদের কর্মকাণ্ডের অতি-  
 প্রায়ে রচিত হইয়াছে । নতুবা সূত্রের অর্থ স্বতন্ত্র  
 জানিবেন । এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর যখন  
 করিতে লাগিলেন । বেদসমূহের পরম্পরাক্রমে  
 পরব্রহ্ম বিষয়েই জ্ঞানপর্য্য । এবং স্বাবোদঃ যে  
 কার্যের কল, সেই সকল কর্মে বেদ সকলের দৃষ্টি



মতা যদি কুৎসবেদনিচয়স্য মূনেঃ । কলদাত্তাম-  
পুরুষস্য বদন্ স কথং নিরাহ পরমেশমপি ॥ ১০ ॥  
নমু কর্তৃপূর্বকামিদং জগদিভ্যানুমানমগমবাচাসি  
বিনা । পরমেশ্বরং প্রথয়তি ঐতর্যন্তুসুবাদমাত্রমিতি

কাণ্ডুজাঃ ॥ ১১ ॥ ন কথঞ্চিদোপনিষদং পুরুষং  
মনুতে বৃহত্তমিতি বেদবচঃ । কথয়ত্যবেদবিদগোচ-  
রতাং গময়েৎ কথং তমনুমানমিদং ॥ ১২ ॥

ভবান্ ॥ ৯ ॥ নম্বেবং তর্হি কলদাত্তং কর্ণগঃ স্বীকৃতা পরেশং  
কিমর্থং নিরাহেতি মণ্ডনঃ শঙ্কতে । নমু কুৎসবেদকদম্বস্ত সচ্চি-  
দাত্মপরতা বদি মূনেরভিমতা তর্হি পুরুষাৎ পরমাত্মনোভিত্যস্ত  
কর্ণগঃ কলদাত্তং বদন্ সন্ মূনিঃ পরমেশ্বরমপি কথং নিরাকৃত-  
বানিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ অনুমানগম্যাং তং নিরাকৃতবাস্তু বেদ-  
নিচয়গম্যমিতি সমাধত্তে ভগবান্ । মবিতি ইদং জগৎ কর্তৃপূর্বকং  
কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবদিত্যানুমানং বেদবচাসি বিনা পরমেশ্বরং  
সাধয়তি । ঐতর্যন্তু অনুমানসিদ্ধার্থানুবাদমাত্রমিতি কাণ্ডুজাঃ

কাণ্ডায়াঃ ॥ ১১ ॥ উপনিষদমুপনিষদেকগম্যাং বৃহত্তং পুরুষ-  
মবেদবিৎ কথঞ্চিদপি ন মনুতে ন বিজানাতীতি বেদবচঃ পরমাত্ম-  
নোভবেদবিদগোচরতাং কথয়তি । তথাচ ঐতিঃ তং হৌপনিষদং  
পুরুষং পৃচ্ছামি নাবেদবিদম্নুতে তং বৃহত্তমিতি তদ্বাদিদং কাণা-  
দোক্তমনুমানং তং কথং গময়েদিতি ভাবমিতি পরোপাধারঃ ॥ ১২ ॥  
ইত্যুক্তং ভাবমাত্মনি বুর্জো দিধার স মুনীক্লবুজিশতৈরীধর-

প্রবাহিত হইয়া রহিয়াছে । অতএব বেদের কর্ম-  
প্রকরণে যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহাদের সকলেরই  
অর্থ কোন একটি কার্য্য বিষয়ে সংলগ্ন । সুতরাং  
ঐরূপ অভিপ্রায়েই মহামুনি জৈমিনি সূত্র করিয়া-  
ছেন । ৯ ।

কার্য্যত্বাৎ ঘটাদিবৎ” এই জগতের অবশ্যই একজন  
কর্তা আছে, যেহেতু এ জগৎ একটি কার্য্য । তাহার  
দৃষ্টান্ত যেমন ঘটপটাদি । বেদবাক্য না থাকিলেও  
এরূপ অনুমানদ্বারা সিদ্ধি হইয়া থাকে । বৈশেষি-  
কমতের সৃষ্টিকর্তা কণাদমুনির অনুগামী লোকগণ,  
‘ঐতি সকল কেবল অনুমানসিদ্ধ অর্থের অনুবাদ  
মাত্র’ এরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন’ । ১১ ।

মণ্ডন শঙ্কা করিতে লাগিলেন—যদি সমস্ত  
বেদেরই তাৎপর্য্য সৎ, চিত্ত ও আনন্দ বিষয়ে পরি-  
ণত হয়; এবং তাহাই যদি মুনির অভিमत হয় ;  
তবে পরমপুরুষ পরমাত্মা হইতে কর্ম সকলকে  
ভিন্ন স্বীকার করা এবং ওরূপ কর্ম যে ফলপ্রদ,  
এরূপ জানিয়া মুনিবর কি কারণে পরমেশ্বর নিরা-  
করণ করিয়াছেন ? । ১০ ।

বেদের ‘অনভিজ্ঞলোকে একমাত্র উপনিষদ  
গম্য, বৃহৎ পুরুষ পরমেশ্বরকে কোনমতেই জানিতে  
পারে না । ঐ বেদবাক্য, পরমাত্মা যে কেবল  
বেদগোচর নহে, ইহাই প্রমাণ করিয়াছে । ঐতি  
যথা—“তং হৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি না বেদ-  
বিদম্নুতে তং বৃহত্তম্” যিনি কেবল মাত্র উপনিষদ  
দ্বারা বোধগম্য, আমি সেই পুরুষকেই জিজ্ঞাসা  
করিতেছি । বেদ-অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সেই মহৎ পুরু-  
ষকে কখনই জানিতে পারে না । অতএব কণাদ-  
মতাবলম্বীদিগের ঐরূপ অনুমান যে কখনই সেই  
বেদগম্য পরমেশ্বরকে বুঝাইয়া দিতে পারে না ।  
জৈমিনিমুনি, আপনার হৃদয়ে ঐরূপ অভিপ্রায়

জৈমিনি মুনি অনুমানগম্য পরমেশ্বর নিরাকরণ  
করিয়াছেন, কিন্তু বেদসমূহ গম্য পরমেশ্বর নিরা-  
করণ করেন নাই একথা বলিয়া ভগবান্ সূত্রের  
সামঞ্জস্য করিলেন । “ ইদং জগৎ কর্তৃপূর্বকং

ভাবনাস্থানি নিধায় মুনিঃ স নিরাকরোমিণিতবুত্তি-  
শতৈঃ । অনুমানমীশ্বরপরং কথিতং প্রভবং লয়ং  
কলমপীশ্বরতঃ ॥ ১৩ ॥ ভূমিহাস্তদুত্তবিধয়া নিধন্য  
ন বিরুদ্ধমণি যুনে ক্বচলি । ইতি গূঢ়ভাবমন-  
বেক্ষ্য বুধাস্তমনীশবান্যমিতি ক্রবতে ॥ ১৪ ॥  
কিমু তাবতৈব স নিরীশ্বরবাদ্যন্তবং পরাশ্রয়বিদুষাং

পরমহুমানং নিরাকরোং । ভূমিহাস্তদুত্তবিধয়া নিধন্য  
কলম নিরাকরোং ॥ ১৩ ॥ ভূমিহাস্তদুত্তবিধয়া নিধন্য  
অনুমানমীশ্বরপরং কথিতং প্রভবং লয়ং  
কলমপীশ্বরতঃ ॥ ১৩ ॥ ভূমিহাস্তদুত্তবিধয়া নিধন্য  
রহস্যোমাণি বিরুদ্ধং ন ভবতি । তথা  
চোক্তং গূঢ়ভাবমনবেক্ষ্যবুধাস্তং জৈমিনিমনীশ্বরবাদ্যমিতি  
কথয়ন্তি ॥ ১৪ ॥ পরমেশ্বরপরামুমানবগুনমাত্রেণ তস্যানীশ্বরবা-  
দিত্বং ন সম্ভবতীত্যাহ । কিমু তাবতৈব স পরাশ্রয়বিদুষাং প্রবরঃ

রাখিয়া শততীক্ষ্ণযুক্তিদ্বারা ঈশ্বরবিষয়ক অনুমান  
নিরাকরণ করিয়াছেন এবং ঐ পরমেশ্বর হইতে  
জগতের উৎপত্তি, লয় ও ফল সকল নিরাকরণ  
করিয়াছেন । ১২ । ১৩ ।

অতএব মুনিবর জৈমিনির একরূপ বাক্যে আমা-  
দের গূঢ় শিক্ষাস্বারা অণুমাত্রও বিরোধের সম্ভাবনা  
নাই । এই কারণেই পণ্ডিতগণ, তাঁহার গূঢ়ভাব  
পর্যালোচনা না করিয়া সেই জৈমিনিমুনিকে 'ইনি  
ঈশ্বর মানেন না' একরূপ বলিয়া থাকেন । ১৪ ।

পরমেশ্বর বিষয়ক অনুমানের খণ্ডন করাতেই  
যে তিনি নিরীশ্বরবাদী, (তিনি ঈশ্বরমানেন না)  
ইহা কখনই সম্ভবপর নহে । পরমাত্মবেত্তাদিগের  
অগ্রগণ্য সেই জৈমিনি মুনি যে, ঐ কারণে নিরী-  
শ্বরবাদী হইবেন, তাহাও হইতে পারে না । তাহার

প্রবরঃ । ন নিশাটনাহিততমঃ কচিদপাহনি প্রভ  
মলিনয়েত্তরণেঃ ॥ ১৫ ॥ ইতি জৈমিনীশ্বরবচসাং  
হৃদয়ং কথিতং নিশমা যতিকেশরিণা । মনসা  
ননন্দ কবির্যাটনিতরাং সহ শারদাশ্চ সদসম্পত্তয়ঃ ॥  
১৬ ॥ বিদিতাশয়োহপি পরিবর্তিমনাধিশয়ঃ স  
জৈমিনিমবাপ হৃদা । অবগন্তুমশ্য বচসাপি পুনঃ স চ  
সংস্মৃতঃ সবিধমাপ কবেঃ ॥ ১৭ ॥ অবদচ্চ শৃণুতি

নিরীশ্বরবাদী অভবৎ । নিশাটনৈশ্চেকাদিভিরাহিতং স্থাপিতং  
ভূমো দিবসে তরণেঃ সূর্যাসা প্রভাঃ কচিদপি ন মলিনাং  
কুর্গাৎ ॥ ১৫ ॥ ইত্যেবং প্রকারেণ যতিনিংহেন কথিতং জৈমি-  
নীশ্বর বচনানাং হৃদয়ং নিশমা স কবির্যাট মণ্ডনো মনসাভ্যন্তরং  
ননন্দ । শারদয়া সহ বর্তমানাশ্চ সভানারকাত্তৈব মনসুঃ ॥ ১৬ ॥  
যতিরাজোক্ত্যা বিদিতাভিপ্রায়োহপি স মণ্ডনঃ পরিবর্তী বর্ত-  
মামো মনাগীষধিশয়ঃ সংশ্লো বস্যা সঃ অস্য জৈমিনিঃ ক্বচসাপি  
চ তমতিপ্রায়মবগন্তঃ মনসা জৈমিনিং প্রাপ তস্য ধ্যানং কৃতবান্

দৃষ্টান্ত দেখুন, রাত্রিকালে কৃষ্ণবর্ণ অন্ধকার দেখা  
যার সত্য, কিন্তু ঐ তিমির দিবসে কখনই সূর্যের  
প্রভা মলিন করিতে পারে না । ১৫ ।

যতিদিগের সিংহস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য এইপ্রকারে  
জৈমিনি বাক্যের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । তাহা  
শ্রবণ করিয়া কবিবর মণ্ডন, মনে মনে অত্যন্ত  
আনন্দিত হইলেন । এবং সরস্বতীর সহিত অগ্ণ্যন্ত  
সভানারকগণ তজ্জপ মনে মনে অতিশয় আহ্লাদ  
প্রকাশ করিলেন । ১৬ ।

যতিরাজের বচনে মণ্ডন সমস্ত অভিপ্রায়ই  
জানিতে পারিলেন সত্য, কিন্তু তখনও তাঁহার  
অঙ্গমাত্র সংশয় বিদ্যমান রহিল । অনন্তর জৈমি-

স ভাষ্যকৃতি প্রজ্ঞাহি সংশয়মিমং স্মতে ! । যদ-  
বোচদেব মম সূত্রততে হৃদয়ং তদেব মম নাপরথা ॥  
১৮ ॥ ন মমৈব বেদ হৃদয়ং যম্মিরাডপি তু শ্রুতেঃ  
সকলশাস্ত্রততেঃ । যদভুতবিষ্যতি ভবতদগ্নি হৃদ-  
য়েব বেদ ন তথা স্থিতরঃ ॥১৯॥ গুরুণা চিদেকরস-  
তৎপরতা নিরণায়ি হি শ্রুতিশিরোবচনাং । কথ-

স চ জৈমিনিঃ কবেঃ মণ্ডননা সমীপমবাপ ॥ ১৭ ॥ স জৈমিনিঃ  
শৃণুত্যাবদচ্চ হে স্মতে ! ভাষ্যকারে ত্রীকরে স তেনোক্ত এব  
মুনেরাশয় উক্তাশ্চ ইতীমং সংশয়ং পরিতজ যতো মম সূত্র-  
ততে যৎ হৃদয়মেবঃ অবোচতদেব মম হৃদয়ং নাপরথা ॥ ১৮ ॥  
কক ন কেবলং মমৈব হৃদয়ং যম্মিরাট্ জানাতি অপি তু শ্রুতেঃ  
সকলশাস্ত্রততেঃ হৃদয়ং বেদ যচ্চ ভূতং ভবিষ্যৎ বর্তমানং তদ-  
পারম্ভেব বেদেত্তরস্ত ন তথা বেদ ॥ ১৯ ॥

নির বাক্যের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে ইচ্ছা  
করিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধ্যান করিলেন । জৈমিনি  
মুনি পণ্ডিতবর মণ্ডনের নিকটে আসিয়া তৎক্ষণাৎ  
উপস্থিত হইলেন । ১৭ ।

জৈমিনি বলিলেন—হে স্মতে ! মণ্ডন ! ‘শঙ্কর  
যাহা বলিয়াছেন তাহাই আপনার সূত্রের অভি-  
প্রায় ? অথবা অন্য কোন অভিপ্রায় ? ভাষ্যকার  
শঙ্করাচার্য্যের উপর এরূপ সন্দেহ পরিত্যাগ কর ।  
এই শঙ্করাচার্য্য, আমার সূত্রসমুদায়ের যেরূপ অভি-  
প্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই সত্য জানিবে ।  
বস্তুতঃ আমার সূত্রের অভিপ্রায় অন্যপ্রকার নহে ।  
। ১৮ ।

যতিপতি শঙ্কর কেবল যে আমার অভিপ্রায়

মেকনূত্মমপি তদ্বিমতং কথমায়াহং তদুপসাদি-  
তধীঃ ॥ ২০ ॥ অলমাকলম্বা বিশয়ঃ স্মরণঃ । শৃণু  
যে রহস্যমিমমেব পরং । তুমবৈহি সংসৃতিনিমগ্ন-

তথা চৈতহুত এব মমাশয়ে ব্যাসশিষ্যাস্য মম তদ্বিরুদ্ধকথ-  
নাসম্ভবাদিত্যাহ । গুরুণা ত্রীবোধ্যাসেন বেদান্তবচনাং চিদে-  
করসতৎপরতা নিরণায়ি তদ্বিরুদ্ধমেকনূত্মমপায়াহং কথং কথমামি  
বতত্ত্বমাতং পরিপ্রাপ্তবুদ্ধিঃ ॥ ২০ ॥ তস্মাৎ হে স্মরণঃ ! সংশয়-  
মলমাকলম্বালাকৃত্য বিমুচ্য মম বচনাদ্রহস্যং শৃণু সংসৃতিসাগর-  
নিমগ্নজনোত্তরণার্থং গৃহীতবিগ্রহং পরং পূৰ্ব্বং পরমাত্মানং  
শিবমেবেমং ভুং জ্ঞানীহি । বদ্য ইমমেব পরং পূৰ্ব্বমবৈহি

জানেন তাহা নহে, কিন্তু তিনি সমস্ত বেদ ও  
অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্র সমুদায়ের অভিপ্রায় বিদিত  
আছেন । যাহা অতীত, যাহা ভবিষ্যৎ গর্ভে  
নিহিত, যাহা বর্তমান, এ সমস্তই তিনি অবগত  
আছেন । শঙ্কর ব্যতীত অন্য আর কেহই তাহা  
জানিতে পারে না । ১৯ ।

যেরূপ অভিপ্রায় বলা হইয়াছে, আমি ব্যাসের  
শিষ্য হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথাই বলিতে  
পারিব না । আমার গুরু বেদব্যাস, বেদান্ত শাস্ত্রের  
বাক্য সকল কেবল চিৎস্বরূপ পরমাত্মার নির্ণায়ক  
বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । আমি তাঁহার নিকট  
হইতেই বুদ্ধিলাভ করিয়াছি, অতএব আমি সেই  
গুরুদেবের বিরুদ্ধে একটি সূত্রও তোমাকে বলিতে  
পারিব না । ফলতঃ তাঁহার বিরুদ্ধে স্বতন্ত্ররূপে  
সূত্রের অর্থকরা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে । ২০ ।

হে যশস্বিন্ ! মণ্ডন ! সংশয় পরিত্যাগ করিয়া  
আমার বচনানুসারে গুঢ় অভিপ্রায় গ্রহণ কর । যে



জনোত্তরগে গৃহীতবপুষং পুরুষং ॥ ২১ ॥ আদ্যে সত্ব  
মুনিঃ সত্যং বিতরতি জ্ঞানং দ্বিতীয়ে যুগে দত্তো  
দ্বাপরনামকে তু স্মৃতি ব্রাহ্মণঃ কলৌ শঙ্করঃ । ইত্যেবং  
ক্ষুটমীরিতোহস্য মহিমা শৈবে পুরাণে যতন্তু  
ত্বং স্মৃতে ! মতে ত্ববতরঃ সংসারবাধিঃ তয়েঃ ॥  
২২ ॥ ইতি বোধিতবিজবরোহস্তুরধাম্মনসোপগুহ-

নমু নির্বিগ্রহস্য তস্য কথং তত্ত্বত্যাগক্যাছ সংহতীতি ॥ ২১ ॥  
নমু কৃতএতজ্জ্ঞাতমিতি চেত্তজ্জাহ যত আদ্যে কৃতযুগে সত্বমুনিঃ  
কপিলাচার্য্যঃ সত্যং জ্ঞানং প্রবচ্ছতি । দ্বিতীয়ে ত্রেতাসংজকে  
যুগে দত্তঃ । দ্বাপরনামকে তু স্মৃতি ব্রাহ্মণঃ কলৌ শঙ্করঃ । ইত্যেব-  
মস্ত মহিমা শৈবে পুরাণে ক্ষুটং যথাজ্ঞাতথা যতঃ কথিত ত্বমাং  
তত্ত্ব মতে হে স্মৃতে ! ত্ববতরঃ প্রবিষ্টোহস্তবঃ । ততঃ কিমিতি  
তজ্জাহ সংসারসমুদ্রং ত্বয়ে স্তীর্ণো ভব শাধু ॥ ২২ ॥ ততঃ কিং  
ব্রতমিতি প্ৰেক্ষামাহ । ইত্যেবং বোধিতো বিজবরো মণ্ডনো

সমস্ত লোক সংসার সাগরে নিমগ্ন, তাহাদিগকে  
উত্তীর্ণ করিবার নিমিত্ত শঙ্কর শরীর ধারণ করিয়া-  
ছেন । অতএব যিনি একগে তোমার সম্মুখে  
বিদ্যমান আছেন এই শরীরধারী পুরুষকে তুমি  
পরমাত্মারূপে এবং শিবরূপে অবগত হও । ২১ ।

আমি জানিরাছি, যিনি সত্যযুগে কপিলাচার্য্য  
হইয়া সজ্জন দিগকে জ্ঞান দান করিতেন ; ত্রেতা-  
যুগে যিনি শ্বয়ং দত্তাজেয় হইয়াছিলেন ; যিনি  
দ্বাপরযুগে বুদ্ধিমান বেদব্রাহ্মণ নামে কথিত হই-  
য়াছিলেন ; তিনিই কলিকালে শঙ্কর হইয়া  
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । তাঁহার এইরূপ মহিমা  
শৈবপুরাণে স্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে । অতএব  
হে স্মৃতে ! তুমি তাঁহার মতে প্রবেশ কর ।

যমিনামৃষভঃ । স চ ব্যায় জুকপরিবৎ প্রমুখঃ প্রণিপত্য  
শঙ্করমবোচদিদম্ ॥ ২৩ ॥ বিদিতোহস্তি সম্প্রতি  
ত্বান্ জগতঃ প্রকৃতি নিরন্তরমত্যাতিশয়ঃ । অব-  
বোধমাত্তবপুরণ্যবুধোদ্ধরণায় কেবলমুপাত্ততনুঃ ॥  
২৪ ॥ যদেকমুদিতং পদং যতিবরত্রয়ীমন্তকৈ-

যেন স জৈমিনি ধমিনাং ধবতং মনসা আলিঙ্গ্যাস্তদধামগাং ।  
স চ ব্যায়জুকানাং ইজ্যশীলানাং সদসি প্রমুখঃ শ্রেষ্ঠো মণ্ডনঃ  
শঙ্করঃ প্রণিপত্যেদং বক্ষ্যমাণমবোচৎ প্র ॥ ২৩ ॥ সম্প্রতি  
ত্বান্ বিদিতোহস্তি কোহস্য বহুমিতি তজ্জাহ । জগতঃ  
প্রকৃতিঃ কারণমতএব নিরন্তরমত্যাতিশয়ঃ জগৎ কারণস্য কলৌ-  
কথং সিন্ধুকায়ামপরস্য জিহীর্ষাপরস্য জিহীর্ষান্নামন্ত সিন্ধু-  
ক্ষেত্যানবস্থিত্যাপাতাৎ । নমু সাংখ্যাদ্যভিমতং প্রধানাদি-  
রূপং মাং জানাসীতি চেত্তজ্জাহ । অববোধমাত্তবপু নমু বিগ্রহবস্তং  
মাং কথমেবং জানাসীতি চেত্তজ্জাহ । এবং ভূতোহপ্যমদাদ্যজ-  
জনোদ্ধরণায় কেবলং গৃহীতবিগ্রহো ন তু বস্ততন্ত্বানিত্যর্থঃ  
॥ ২৪ ॥ অবুধোদ্ধারশ্চ ত্বয়া সম্পাদিত এব । বেদান্তবেদা-  
দ্বাপনাদিত্যাশয়েনাহ । আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ

প্রবেশ করিলে তুমি অনায়াসে সংসার সমুদ্র  
হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে । ২২ ।

এইরূপে বিজবর মণ্ডনকে বুঝাইয়া দিয়া  
জৈমিনি মুনি, যতিবর শঙ্করকে মনে মনে আলিঙ্গন  
করিয়া শীঘ্র অন্তর্ধান হইলেন । অনন্তর যাগ-  
শীল লোক দিগগের সভায় যিনি একমাত্র অগ্রগণ্য  
সেই মণ্ডন তখন শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিতে  
লাগিলেন । ২৩ ।

সম্প্রতি আমি আপনাকে জানিতে পারিয়াছি ।  
আপনি জগতের একমাত্র কারণ বলিয়া মমতা  
সকল একেবারে নিরন্তর করিয়াছেন । সাংখ্যাদি



স্তদন্তু পরিপালকস্তমসি তত্ত্বমস্তানুধঃ । পরং গলি-  
তসৌগতপ্রলপিতাকুপান্তরেপতৎ কথমিহাশ্রুত্বা  
প্রলয়মদ্য নাপৎস্ততে ॥ ২৫ ॥ প্রবুদ্ধোহহং স্বপ্না-

ত্রক বা ইদমগ্র আসীদেকমেব সোহ্যেদমগ্র আসীদেক মেব  
দ্বিতীয়মিতিাদিতিঃ ঋগ্ যজুঃসামাখ্যবেদত্রয়ীমন্তকৈ র্দ্বেকং পদং  
কথিতং তস্যাত পদন্তু তত্ত্বমস্তানুধঃ পরং কেবলং পরি-  
পালকোহসি । অত্রথা গলিতাঃ পূমর্থভ্রষ্টা বে সৌগতাত্তৈঃ প্রল-  
পিতলক্ষণস্তাকুপান্তরেহদ্যপতৎ তৎ পদং কথমিব প্রলয়ং  
নাপৎস্ততেহপি তু প্রপৎস্ততএব পৃথী ॥ ২৫ ॥ কিঞ্চ যথা কচ্চন

শাস্ত্রে যদ্রূপ প্রকৃতি ও পুরুষের বিষয় বর্ণিত আছে  
তদ্রূপ আপনিও বোধ (জ্ঞান) স্বরূপ । আপনার  
শরীর দেখিয়া কোনও আশঙ্কা হয় না । কারণ,  
আপনি জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও কেবল অজ্ঞদিগকে  
উদ্ধার করিবার বাসনায় মানবীয় দেহ ধারণ করি-  
য়াছেন, নতুবা আপনার কোন প্রাকৃতিক শরীর  
নাই । ২৪ ।

বেদান্ত, বেদ ও পরমাত্ম স্থাপন করিয়া আপনি  
অজ্ঞদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন । “আত্মা ইদমেক-  
এবাগ্র আসীৎ’ ত্রক বা ইদমগ্র আসীৎ’ একমেবা  
দ্বিতীয়ম্’ ইত্যাদি ঋক্, যজু ও সাম এই তিনটি  
বেদের মন্তকদ্বারা যে এক পদটি কথিত হইয়াছে,  
আপনি ‘তত্ত্বমসি’ “বেদবাক্যের অস্ত্রস্বরূপ হইয়া  
সেই পদের একমাত্র পালন কর্তা । নতুবা পুরু-  
ষার্থ বিহীন বৌদ্ধগণ যে সমস্ত প্রলাপ করিয়া-  
ছিল, সেই প্রলাপরূপ অন্ধকূপের মধ্যে পতিত  
হইয়া সেই বেদের পদ এতদিনে লয়প্রাপ্ত হইত ।  
বাস্তবিক আপনি রক্ষা না করিলে বৌদ্ধগণ যে

দিত্তি কৃতমতিঃ স্বপ্নমপরং যথা মুঢ়ঃ স্বপ্নে কলয়তি  
তথা বোহবশগাঃ । বিমুক্তিং মন্যন্তে কতিচিদিহ  
লোকান্তরগতিং হসন্ত্যেতান্ দাসান্তবগলিতমার্যঃ  
পরশুরোঃ ॥ ২৬ ॥ মুহুর্ধিগ্ধিগ্ ভেদিপ্রলপিত-  
বিমুক্তিং যদুদয়েহপ্যসারঃ সংসারোবিরমতি ন কর্তৃ

মুঢ়ঃ স্বপ্নে শ্রমং প্রাপ্য সুপ্তা । প্রবুদ্ধঃ প্রবোধরূপমপরং স্বপ্ন-  
এবাহং স্বপ্নাৎ প্রবুদ্ধ ইতি কৃতবুদ্ধিঃ কলয়তি যত্নতে । তথৈহ  
লোকে কেচিদবিবেকবশবর্তিনো বন্ধরূপামেব লোকান্তর-  
গতিং বিমুক্তিং মন্তন্তে । তব পরশুরো দাসান্ত বিগলিতমার্য  
এতান্ হসন্তি শি০ ॥ ২৬ ॥ তস্মাৎবেদবাদিপ্রলপিতবিমুক্তিং

বেদের চরণ ভগ্ন করিয়া দিত, তৎপক্ষে আর কোন  
সংশয় নাই । ২৫ ।

যে রূপ কোন মুঢ় ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় নিদ্রিত  
হইয়া নিদ্রা হইতে যখন জাগরিত হয়, তখন স্বপ্না-  
বস্থায় আমিই ছিলাম এবং স্বপ্ন হইতে আমিই  
জাগরিত হইয়াছি” এরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া পরে  
জাগরণ নামে আর একটি স্বপ্ন অনুভব করে ;  
তদ্রূপ এই জগতে কতকগুলি অবিবেক সম্পন্ন লোকে  
বন্ধনরূপ পরলোকের গতিকেই বন্ধন হইতে মুক্তি-  
লাভ বলিয়া বোধ করিয়া থাকেন । আপনি পরম-  
শূর, আমরা আপনার দাসানুদাস । যখন আমা-  
দের মায়ী (অজ্ঞান) বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তখন  
আমরা ঐ সকল অবিবেকী ভ্রান্তদিগকে দেখিলেই  
উৎকট পরিহাস করিব । ২৬ ।

অতএব বাঁহারা ভেদবাদী, সেই সমস্ত বৌদ্ধ-  
গণের প্রলাপ বাক্যদ্বারা অসৎ যুক্তিকে বারম্বার  
ধিক্ । ঐ অসৎ যুক্তির যদি উদয় হয় তথাপি

হুমুখঃ । ভূশং বিধন ! মোদে হিরভমবিমুক্তিং বহু-  
দিতাং তবাতীতা যেয়ং নিরবধিচিদানন্দলহরী ॥২৭॥  
অবিদ্যারাক্ষস্যা গিলিতমখিলেশং পরমুরো ! পিচণ্ডং

হুহু ধিক্ধিগু বতো যস্তা উদরেইপি কর্তৃত্বপ্রমুখোহসারঃ সংসারো  
ন শাম্যতি । স্তূহুস্তাং হিরভমাং বিমুক্তিং মোদে অহুমোদে । বতঃ  
সর্বানর্থনিবৃত্তিপূর্বকপরমানন্দপ্রাপ্তিরূপেত্যাহ সেয়ং বহুস্তা  
স্বরূপস্বরূপায়া এবভূতাস্যাপি নাশবৎস্তুপাদেয়ত্বং তাদিত্যতঃ  
হিরভমেত্যুক্তং ॥ ২৭ ॥ কিঞ্চাবিদ্যালক্ষণা রাক্ষস্যা গিলিত-  
মখিলেশং হে পরমুরো ! অস্তাঃ পিচণ্ডমুরং ভিত্ত্বা সরভসং যথা-

কর্তৃত্ব-বিশিষ্ট এই অসার সংসারের লোপ হয় না ।  
কিন্তু আপনি যে চিরস্থায়ী মুক্তির কথা বলিয়াছেন,  
আমি অবশ্য তাহার অনুমোদন করি । কারণ,  
আপনি যে মুক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহার উদয়-  
হইলে আর সংসারে আসিতে হয় না । অধিকন্তু  
সমস্ত অশুভ নিবৃত্ত হইয়া নিরবধি, অনন্ত পরমা-  
নন্দ লাভ হইয়া থাকে । ঐ মুক্তি চিৎস্বরূপস্বতরাং  
তাহা সকলেরই অনুমোদনীয় ॥ ২৭ ॥

হে পরমমুরো ! পূর্বের অবিদ্যা রাক্ষসী অখিল  
জগতের ঈশ্বরকে গিলিয়া ফেলিয়া ছিল । পরে  
সবেগে ঐ রাক্ষসীর উদর বিদীর্ণ করিয়া ঐ উদরের  
মধ্য হইতে আপনি অখিলেশ্বর পরমাত্মার উদ্ধার  
করিয়াছেন । রাক্ষসযুবতিগণ ঐহাকে বেষ্টিত  
করিয়া ছিল, কিন্তু একেবারে গিলিয়া উদরসাৎ  
করে নাই । তাহার মধ্যে অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধী-  
শ্বর রামচন্দ্রের প্রিয়তমা সতী সীতাকে দর্শন করিয়া  
হনুমান্ রাক্ষসদিগের যুবতি কামিনী দিগকে বধ  
করিয়া তাঁহার উদ্ধার করিয়া ছিলেন । এই কারণে

ভিত্ত্বাহিন্যাঃ সরভসমমুখাছদহরঃ । বতাং পশ্যন্  
রক্ষোযুবতিভিরমুখ্য প্রিয়তমাং হনুমান্লোকেডাস্তব তু  
কিরতী স্যাম্মহিততা ॥ ২৮ ॥ জগদার্তিহন্নবগমা  
পুরা মহিমানমীদৃশমচিস্ত্যামহং । যদহং পুরাহক্ৰবমসা  
ম্প্রতমপ্যখিলং ক্ষমস্ব করুণাজলধে ! ॥২৯॥ কপি-  
লাক্ষপাদকণভুক্প্রমুখা অপি মোহনীয়ুরমিত-

স্যাভবাঃ মুখাছদহরঃ সকাশাছদহরঃ উক্তবানসি । তথাচ রক্ষসাং  
যুবতিভি বতাং ন তু গিলিতাং তত্রাপ্যমুখ্যাখিলেশস্য রামচন্দ্র-  
স্তত্প্রিয়তমাং সীতাং ন তু তং তত্রাপি পশ্যন্ ন তু রক্ষোগুবতি  
নাশেনাহরং হনুমান্ লোকেডা এবভূতস্ত তব তু মহতা কিরতী  
স্যাৎ তস্যাঃ পরিমাণং নাতীত্যর্থঃ ॥২৮॥ এবং স্তূহুস্তা সম্মুখী-  
কৃত্য ক্ষমাপরতি । হে জগদার্তিহন ! ঈদৃশমচিস্ত্যামহিমানং পূর্ব-  
মবুজ্জা যদহমত্যাগ্যং পুরাহক্ৰবং তৎ সর্বং ক্ষমস্ব যতো হে করুণা-  
সমুদ্ভ ! ॥২৯॥ এবং ক্ষমাপ্য পুনঃ স্তোতি । অপরিমিতপ্রতিভাঃ

হনুমান্ সকলের পূজ্য হইয়াছেন । যদি ইহা দ্বারা  
হনুমানের এতদূর মাহাত্ম প্রচার হইয়া থাকে,  
তাহা হইলে আপনার মহত্ব যে কতদূর হওয়া  
উচিত, তাহার পরিমাণ করা আমাদেরই অসাধ্য ।  
২৮ ।

এইরূপে স্তবদ্বারা তাঁহাকে সম্মুখীন করিয়া  
মণ্ডন, শঙ্করের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । হে  
জগতের পীড়া নাশক ! হে করুণাসিন্ধো ! আমি  
এরূপ অচিন্তনীয় মহিমা না জানিয়া পূর্বের যে  
সমস্ত অন্যায়া কটুবাক্য বলিয়াছি, এক্ষণে নিজগুণে  
আপনি সে সমস্তই ক্ষমা করিবেন । ২৯ ।

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পুনর্বার স্তব করিতে  
লাগিলেন । ঐহাদের স্বভাবিক বুদ্ধিশক্তি অপরি-

প্রতিভাঃ । অতিভাবনির্গয়বিধাবিতরঃ প্রভবেৎ  
কথং পরশিবাংশমুতে ॥ ৩০ ॥ সমেতৈরেতৈঃ  
কিং কপিলকণভুগ্গৌতমবচস্তুমন্তোমৈশ্চেতো-  
মলিনিমসমারস্তগচনৈঃ । সুধাধারোদগারপ্রচুরভগ-  
বৎপাদবদনপ্ররোহদ্বাহারামৃতকিরণপুঞ্জে বিজ-  
য়িনি ॥ ৩১ ॥ ভিন্দানৈ দেবমৈতৈরভিনবয়বনৈঃ

কপিলগৌতমকণাদপ্রভৃতয়োহপি অতিভাবনির্গয়বিধৌ মোহঃ  
প্রাপ্তাঃ । তত্র পরশিবাংশং ত্রাং বিনা অন্যঃ কথং প্রভবেৎ ॥ ৩০ ॥  
তথাচেদানীং তেষাং বচস্তুমঃপুঞ্জা অকিঞ্চিৎকরা এবোতাহ ।  
সমেতৈরিতি । সুধাধারোদগারপ্রচুরভগবৎপাদমুখলক্ষণা-  
চ্চত্রাং প্ররোহন্তো ব্যাহারলক্ষণা অমৃতকিরণাস্তেষাং পুঞ্জে  
বিজয়িনি সতি মনসো মলিনিমো মালিন্যস্য সমারস্তগেণ চনৈ-  
শ্চিত্তৈঃ প্রতীতৈরেতৈঃ কপিলাদিবচস্তুমন্তোমৈশ্চিত্তৈরিতি কিং  
স্বকাব্যকরণায় স্থাতুমপ্যশক্তত্বাৎ শি০ ॥ ৩১ ॥ দুর্বাদিভি র্কাপ্তা

মিত, সেই সমস্ত কপিল, গৌতম ও কণাদ প্রভৃতি  
মুনিগণ, অতির তাৎপর্য নির্ণয় করিতে গিয়া সক-  
লেই মোহপ্রাপ্ত হইয়াছেন । সুতরাং বেদের  
অভিপ্রায় নির্বাচন করিতে পরাংপর পরমাত্মস্বরূপ  
সদাশিবের অংশ (আপনি) ব্যতীত অন্য আর কেহই  
সমর্থ হইবে না । ৩০ ।

কপিল ও গৌতমাদির বাক্য অকিঞ্চিৎকর । কারণ,  
অমৃতধারার প্রচুর প্রকাশ হওয়াতে ভগবানের চরণ ও  
বদনরূপ চন্দ্র হইতে যে সমস্ত বাক্যরূপ অমৃত  
কিরণ অঙ্কুরিত হইয়াছে, এই সমস্ত অমৃতকিরণের যদি  
উৎকর্ষ বৃদ্ধি হয় ; তবে মনের মালিন্য কর্তারূপ  
তিনিরাশি একত্র মিলিত হইলেও কিছু হইতে  
পারে না । ৩১ । দুর্ভবাদীগণ ভ্রমণ্ডল ব্যাপ্ত করি-

মল্যাবীভক্তনোংকৈ ব্যাপ্তা সর্কেয়মূর্বা ক জগতি  
ভজতাং কৈব মুক্তিপ্রসক্তিঃ । যদ্বা সদ্ধাদিরাজা  
বিজিতকলিমলা বিমুক্তত্বানুরক্তা উজ্জ্বলন্তে  
সমস্তাদিশিদিশি কৃতিনঃ কিং তয়া চিস্তয়া মে ॥  
৩২ ॥ কথমল্পবুদ্ধিবিস্তিপ্রচয়প্রবলোরগকৃতি-

মূর্খামালোচ্যোক্তাং চিস্তাং দর্শয়তি । দেবং পরমাত্মলক্ষণাং  
দেবপ্রতিমাং ভিন্দানৈঃ তত্ত্বেননপটৈর মোহমদেন মন্তৈ রেতৈ-  
রুপলভ্যমাতৈ র্কাদিলক্ষণাভিনবয়বনৈঃ অতিলক্ষণাসদৃশাভ-  
ক্তনোংমূর্খৈঃ সর্কেয়ং ভূমি র্কাপ্তা । ততশ্চ জগতি এবদ্বিধানাং  
সেবতাং কস্মিন্ দেশে কস্মিন্ কালে বা মুক্তিপ্রসক্তিঃ কৈব কাপি  
কাপি নাস্তি । পুনরাচার্য্যশিষ্যানালোচ্যাহ যদ্বা সদ্ধাদী ভবান্  
রাজা যেষাং তে বিজিতকলিমলা বিমুক্তত্বানুরক্তা বশীকৃতচিত্তা

যাছে দেখিয়া মগুন মনে মনে চিস্তা করিতে লাগি-  
লেন । যাহারা পরমাত্মদেবের প্রতিমা ভেদ করিয়া  
থাকে ; যাহাদিগকে অবিরত মোহমদে মত্ত দেখা  
যায়, এই সমস্ত দুর্দান্ত বাদীরূপ অভিনব যবনগণ,  
অতিরূপ সংগতির ভঞ্জনরূপ অনিষ্টাচরণে একান্ত  
উৎসুক হইয়া এই সমস্ত ভূমি ব্যাপ্ত করিয়া রাখি-  
য়াছে । অনন্তর জগতে যাহারা এরূপ লোকদিগকে  
সেবা করিয়া থাকে, তাহাদিগের কোন দেশে  
কস্মিন্ কালেও মুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই । আচা-  
র্য্যের শিষ্য সকল বিদ্যমান দেখিয়া পুনর্বার মগুন  
আলোচনা করিতে লাগিলেন—ভুবনে যে সমস্ত  
আপনার সংবাদী শিষ্য আছে, আপনি তাহাদিগের  
মধ্যে রাজা । যাহারা কলিকালের মালিন্য জয়  
করিয়াছেন ; যাহারা বিমুক্তত্বে একান্ত অনুরক্ত ;  
যাহারা হৃদয় বশীভূত করিয়াছেন ; আপনার এরূপ  
শিষ্য সকল যখন দিগ্ভ্রমণের চারিপাশ্বে বিরাজমান,

“আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন, অথচ  
অপরকে উদ্ধার না করাতে আপনার বৈষম্য দোষ  
ঘটে নাই’। কারণ শুভাশুভ ঘটনা সকল স্মৃত



প্রাক্তকৃতাক্ষরং দমসমূল্লাসোল্লসৎপল্লবং বৈরাগ্য  
ক্রমকোরকং সহনতাবল্লীপ্রসূনোৎকরং । একাগ্রীষ্ম  
মনোমরন্দবিস্থিতিং শ্রদ্ধাসমুদ্যৎফলং বিন্দেয়ং  
শুভ্রো গিরাং পরিচয়ং পুণ্যৈরগণ্যৈরহং ॥ ৩৭ ॥  
ত্রিদিবৌকসামপি পুমর্থকরীমিহ সংসরজ্ঞন-  
বিমুক্তিকরীং । করুণোন্মিলাং তব কটাক্ষবরী-  
মবগাহতেহত্র খলু ধন্যতমঃ ॥ ৩৮ ॥ কেচিচ্চক-

স্তব গিরাং পরিচয়ং লবুবানস্মি তং বিশিনষ্টি । শান্তিরূপেণ পরি-  
গতস্ত প্রাক্তকৃতস্ত স্মৃকৃতস্ত বীজভূতস্যাক্ষরং । দমসমূল্লাসোল্লস-  
সন্তং পল্লবং । বৈরাগ্যলক্ষণপারিজাতস্ত কোরকং কলিকাতুতং ।  
তিতিক্ষাবল্ল্যাঃ প্রসূনোৎকরং পুষ্পনিচয়ং । একাগ্রীষ্মমসঃ  
সমাধানপুষ্পস্য মরন্দবিস্থিতিং মকরন্দবিস্তারং । শ্রদ্ধায়াঃ সমুদ্যৎ  
ফলং । তথাচ শাস্ত্রাদিমতাদিকারিণা লভ্যং তমহমসংখ্যাতেঃ পুরা-

পুরাকৃতৈঃ পুণ্যৈঃ প্রাপ্তবানস্মিত্যহো মন্তাগামাহামিতি ভাবঃ  
শাং ॥ ৩৭ ॥ অতোহত্রাগ্নিন্ লোকে তব কটাক্ষবরীং ধন্যতমো-  
হবগাহতে । তাং বিশিনষ্টি । দেবানামপি চতুর্বিধপুরুষার্থকরীং ।  
ইহ চ সংসরতাং জনানাং বিমুক্তিকরীং । করুণালক্ষণোন্মিতি-  
ক্যাশ্রুতাং প্রাং ॥ ৩৮ ॥ নহু প্রমদালীলাসু লোলাশয়ানামুক্ত-

ও দুষ্কৃত কর্মের অনুগামী । স্মতরাং তাহার  
দ্বারা আপনার ঐ দোষ ঘটিতে পারে না । আমি  
নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে কত কষ্টসাধ্য দুষ্কর তপস্যার  
অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম । নচেৎ ইহ জন্মে করুণা-  
সিন্ধু জগদীশ্বরের ( আপনার ) সহিত আমার  
( অত্যন্ত অযোগ্য পাত্রের ) কিরূপে কথা বার্তা  
হইল ? । আপনার সহিত যে হতভাগ্যের আলাপ  
হইয়াছে, ইহা যে আমার পূর্ব জন্মার্জিত কষ্ট-  
সাধ্য তপস্যার ফল, তাহাতে আর কোন সংশয়  
নাই । ৩৬ ।

বাস্তবিক আমি পূর্বজন্মার্জিত অগণ্য পুণ্য-  
পুঞ্জদ্বারা আপনার বাক্যের পরিচয় লাভ করিতে  
পারিয়াছি । আপনার বাক্যের পরিচয় লাভ সাধারণ  
বস্তু নহে । কারণ, পূর্বজন্মে যদি কেহ কখন কিছু  
শুকৃত সঞ্চয় করিয়া থাকে, আপনার বাক্য পরিচয়-  
শাস্তিরূপে পরিণত হইয়া ঐ সঞ্চিত শুকৃতরাশির  
অক্ষর ; দমগুণের সুন্দর পল্লব ; বৈরাগ্য পারি-  
জাতের নূতন কলিকা ; কমলতার কুসুমরাশি ;

সমাধি কুসুমের মকরন্দ প্রবাহ, ও শ্রদ্ধার নবোদিত  
ফলরাশি । শাস্ত, দাস্ত এবং তিতিক্ষু প্রভৃতি  
বেদের অধিকারী লোকে যাহা লাভ করিয়া থাকে,  
আমি পূর্বজন্মের পুণ্যপ্রভাবে তাহাই লাভ করি-  
য়াছি । স্মতরাং আমার শুভাদৃষ্টের মহিমা কি  
করিয়া আর আপনাকে জানাইব । ৩৭ ।

এই জগতে—যে ব্যক্তি আপনার কটাক্ষ  
শ্রোতে অবগাহন করিতে পারে সে ব্যক্তিই  
সংসারে ধন্য । শুদ্ধ আমার জন্য নহে, যদি স্বর্গ-  
বাসী দেবতাগণও আপনার কটাক্ষের কিয়দংশ  
লাভ করিতে পারেন, তবে তাঁহাদেরও অবাধে ধর্ম  
অর্থ, কাম, মোক্ষ এই চতুর্বিধ পুরুষার্থ লাভ হইয়া  
থাকে । এই জগতে যাহারা সংসারী মনুষ্য, তাহা-  
দিগের ভববন্ধন মোচনের ঐ এক মাত্র উপায়  
আছে । আপনার কটাক্ষ নির্ঝরে কৃপাতরঙ্গ অবি-  
রত প্রকাশিত রহিয়াছে । যদি কোন সূত্রে একবার  
উহাতে অবগাহন করা যায়, তাহা হইলে তাহার  
কাছে মুক্তিলাভ অতি অকিঞ্চিৎ কর বস্তু । ৩৮ ।

লোচনাকুচতটীচেলাকলোচ্চালনস্পর্শদ্রাক্ পরিরন্ত-  
সন্তুমকলালীলাসু লোলাশয়াঃ । সন্তুতে কৃতি-  
নন্তু নিস্তলয়শঃকোশাদয়ঃ শ্রীগুরুব্যাহারক্ রিতা

ব্যবগাহনা সম্ভবাৎ কথমিহ সংসরতাং বিমোক্ষকরত্বং তস্তা  
ইত্যশঙ্ক্যাহ । কেচিদেতে বিষয়িণচকলে লোচনে বাসাস্তাসাম-  
জনানাং কুচতটীবৈশ্রকদেশোচ্চালনাদিরূপাসু লীলাসু চক-  
লাস্তঃকরণাঃ সন্তি চেৎ সন্তু । তথাপ্যমী বশীকৃতচিত্তা অপ্রতিন-  
যশসাং কোশাদয়ঃ পাত্রমজ্জ্বাদিরূপাঃ শ্রীগুরোস্তব ব্যাহারেভ্যঃ  
করিতস্ত নিঃসৃতস্যামৃতস্য ঘোহক্লিষ্টস্য লহরীলক্ষণাসু দোলাসু  
খেলন্তি । তত্র দ্রাক্ পরিরন্তং বাটতি আলিঙ্গনং সম্মমত্বরয়াকালে

কেহ কেহ বলিবেন, আচার্যের কটাক্ষশ্রোত  
দেবতাদিগকে মুক্তিপ্রদান করিতে পারে সত্য,  
কিন্তু সাংসারিক মনুষ্যদিগকে মুক্তিদান করা  
একান্ত অসম্ভব । কারণ, এই জগতে যে সমস্ত চকল  
নরনা কামিনী আছে, তাহাদিগের স্তনের উপরি-  
ভাগের বসন ধরিয়া প্রথমে উর্দ্ধদিকে গ্রহণ-অনন্তর  
স্পর্শ-অনন্তর শীঘ্র গাঢ় আলিঙ্গন-অনন্তর ত্বরাপ্রযুক্ত  
অসময়ে অলঙ্কারের এক স্থান হইতে অন্যস্থানে  
পতন-অনন্তর শিল্পনৈপুণ্য-পরে বাক্য-গমন ও  
বিবিধ চেষ্টা দ্বারা প্রিয়তমের অনুকরণ করা-  
ইত্যাদি রমণীগণের সুন্দর লীলা লহরীতে বাহা-  
দের অন্তঃকরণ মগ্ন হইয়া চকল হইয়া থাকে,  
তাহারা কি কারণে আর আপনার কটাক্ষ শ্রোতে  
অবগাহন করিবে ? এবং আপনার ঐ কটাক্ষলহ-  
রী বা কিরূপে আর ঐ সাংসারিক ব্যক্তিদিগকে  
মোক্ষপ্রদান করিবে ? । বস্তুতঃ ঐ সকল বিষয়ী-  
লোক পূর্বোক্ত রমণীগণের এরূপ খেলা ও লীলা-

মুতাক্লিলহরীদোলাসু খেলন্ত্যমী ॥ ৩৯ ॥ চিন্তা-  
সন্তানতন্তুগ্রথিতনবভবৎসৃক্তিমুক্তাকলৌঘৈরুদ্যদৈশ-  
দ্যসদ্যঃপরিহৃততিমিরৈ হারিণো হারিণোহমী । সন্তুঃ  
সন্তোষবন্তো যতিবর ! কিমতো মণ্ডনং পণ্ডি-  
তানাং বিদ্যা হৃদ্যা স্বয়ং তান্ শতমখমুখরান্  
বারয়ন্তী বৃণীতে ॥ ৪০ ॥ সন্তুঃ সন্তোষ পোষং দধতু

ভূষাংহানবিপর্গ্যায়ঃ । কলা শিল্পনৈপুণ্যং । প্রিয়ানুকরণং লীলা  
বাগ্ভির্গত্যা চেষ্টয়া শাদুং ॥ ৩৯ ॥ কিঞ্চ উদ্যদৈশদ্যেন প্রোদ্য-  
দব্যক্ততালক্ষণেন শৌক্ল্যেন সদ্যঃ পরিহৃতমজ্জানলক্ষণং তিমিরং  
যৈঃ চিন্তয়া বিচারস্য সন্তানলক্ষণৈশ্চিন্তাভি গ্রথিতানাং নবা-  
নানাং ভবৎসৃক্তিলক্ষণমুক্তাকলানাং সমূহৈঃ চামীকরবন্তোহহা-  
রিণোহযুক্তরহিতা হারিণো মনোজ্ঞা ইতি বা অমী সন্তো ভব-  
চ্ছিয়াঃ সন্তোষবন্তঃ সন্তি । অতো হে যতিবর ! পণ্ডিতানাং  
মণ্ডনমতঃ পরং কিময়মেব পণ্ডিতানামলঙ্কারো নত্বতোহতএব-  
তিরম্যবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা লক্ষণাঙ্গনা পুঙ্করপ্রমুখান্ বারয়ন্তু

দর্শনে চকলচিত্ত হয় হউক । তথাপি বাঁহারা  
চিত্ত বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহারা যে অনুপম  
যশের আধার স্বরূপ আপনার বাক্য নির্গলিত অমৃত  
সিক্কুর লহরী দোলায় আরোহণ করিয়া সুখে খেলা  
করিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । ৩৯ ।

মুক্তা সকল কেবল নিছনিশ্চলতাগুণের প্রকাশে  
সদ্য অজ্ঞান তিমির ধ্বংস করিয়া থাকে । কিন্তু  
বিচারতন্তু ( তাঁৎ ) গ্রথিত আপনার অভিনব  
সুন্দর বাক্যরূপ ঐ মুক্তাদ্বারা স্ববর্ণময় ও মনোহর  
এই সমস্ত আপনার দূরদর্শী শিষ্যগণ সন্তুষ্ট  
হইয়াছেন । অতএব হে যতিবর ! ইহা অপেক্ষা  
পণ্ডিতদিগের আর কি অলঙ্কার আছে ? । অতএব

তব কৃতান্মায়শোভৈ র্যশোভি সৌরালোকৈ-  
ক্ললুকা ইব নিখিলখলা মোহমাহো বহন্তু ।  
ধীরশ্রীশঙ্করার্থ্যপ্রগতিপরিণতিভ্রশ্যদন্তুর্হরন্তুধ্বাস্তাঃ  
সন্তো বয়ন্তু প্রচুরতরনিজানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নাঃ ॥  
॥ ৪১ ॥ চিন্তাসস্তানশাখী পদসরসিজয়ো বিন্দনং

নন্দনং তে সঙ্কল্লঃ কল্লবল্লী মনসি গুণনুতে বিন্দনা ।  
স্বর্গদীয়ং । স্বর্গো দৃগ্গোচরস্ত্বংপদভজনমতঃ বিচা-  
র্যোদমার্য্যা মনুন্তে স্বর্গমন্তুং তৃণবদতিলঘুং শঙ্করার্থ্য ।  
ত্বদীয়াঃ ॥ ৪২ ॥ তদহং বিস্মজ্য স্মৃতদারগৃহং  
দ্রুবিণানি কস্ম চ গৃহে বিহিতং । শরণং বৃণোমি  
ভগবচ্চরণাবনুশাধি কিস্কর মুমং কৃপয়া ॥৪৩॥ ইতি

এতান্ বৃণৌতে অং ॥৪০॥ কিঞ্চ তব কৃতান্মায়সোপদেশযা শোভা  
যেষু তৈ র্যশোভিঃ সন্তঃ সন্তো বন্যা পোষং পুষ্টিং ধারয়ন্ত । আহো  
স্বর্গ্যসম্বন্ধ্যালোকৈক্ললুকা ইব তৈ নিখিলখলা মোহং বহন্তু । বয়ন্তু  
ধীরশ্রী শঙ্করার্থ্যপ্রগতেঃ পরিণত্যা প্রণামস্য পরিণা-  
গেন ভ্রশ্যদন্তু হরন্তু তমো বেষাং তাদৃশাঃ সন্তঃ প্রচুরতরনি-  
জানন্দসাগরে নিমগ্নাঃ । ধীরশ্রীশ্রী শঙ্করশ্চেতি বা ॥ ৪১ ॥  
কিঞ্চ তে চিন্তনং সর্বাভিলষিতসম্পাদকত্বাৎ কল্পবৃক্ষস্তথা তে

পদকমলয়ো বিন্দনং নন্দনং । তথা ত্বদ্বিষয়কো মনসি সঙ্কল্ল আরা-  
ধনাদীচ্ছা কল্পবল্লী । তথা তব গুণনুতে বিন্দনা ইয়ং স্বর্গদী গম্যা ।  
তথা স্বর্গমন্তুং দৃগ্ গোচরঃ কটাক্ষবিষয়োহতো হে শঙ্করার্থ্য ! ইদং  
মেবদ্বিধং ভ্রত্বজনং বিচার্য ত্বদীয়াঃ বর্ণিতদাত্যং স্বর্গং শুক্লতৃণবদতি  
লঘুং মনুন্তে ॥ ৪২ ॥ তদ্বাদহং স্মৃতাং সর্বং পরিত্যজ্য ভব-  
চ্চরণে শরণং বৃণোমি । অতোহমুং কিস্করং শাধি আজ্ঞাপয়  
প্রং ॥ ৪৩ ॥ ইত্যেবং সুবুদ্ধিনা মণ্ডনেন স্মৃতোক্তিভিরূদীর্ণ-

এই সর্ব হৃদয় হারিণী ব্রহ্মবিদ্যা কামিনী ইন্দ্রাদি  
দেবতাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া বহুপূর্বক আপ-  
নার সৎ শিষ্যদিগকে অদ্য বরণ করিয়াছে । ৪০ ।

যে সমস্ত বশের উপর আপনার উপদেশের  
জ্যোতি বিকীরণ আছে, সেই সমস্ত কীর্তি কলাদ্বারা  
পণ্ডিতগণ সন্তোষ লাভ করুন । সূর্যের আলোক-  
মালা দর্শনে পেচকেরা যেরূপ মোহপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ  
নিখিল খল জনে ভবদীয় যশো জ্যোতির প্রভাসন্দ-  
র্শনে মুগ্ধ হউক । আপনাকে প্রণাম করিয়া বাহা-  
দের অন্তঃকরণের অপরিহার্য ও চুরন্ত মোহ তিমির  
বিনুপ্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত বহুদর্শী ধীর পণ্ডিত-  
গণ অতলস্পর্শ আত্ম স্মৃথনাগরে নিমগ্ন হইয়া চির-  
কাল অবস্থিতি করুন । ৪১ ।

আপনাকে চিন্তা করিলে সমস্ত অতীত কার্য

সম্পাদিত হইয়া থাকে, স্মৃতাং আপনার চিন্তা  
কল্পবৃক্ষ ; আপনারপ দারবিন্দবুগলের অভিবন্দনা  
নন্দন কানন ; আপনাকে আরাধনা করিতে যে,  
ইচ্ছা হয় তাহাই কল্পলতা ; আপনার গুণস্তুতি  
বর্ণনা স্বর্গনদী গঙ্গা-এবং ঐ স্বর্গ আপনার কটাক্ষের  
নিকটস্থ বলিয়া বিখ্যাত । অতএব হে আর্ধ্য !  
শঙ্কর ! এরূপ প্রণালীর সহিত আপনাকে ভজনা  
করিলে বর্ণিত বিষয় ভিন্ন উপাসকেরা স্বর্গকেও  
শুক্লতৃণের তুল্য লঘু বলিয়া বিবেচনা করিয়া  
থাকে । ৪২ ।

এই এমনস্ত দেখিয়া শুনিয়া আমি পুত্র, দারা,  
গৃহ ধন, এবং গৃহস্বেচিত কস্ম সকল পরিত্যাগ  
করিয়া আপনার চরণার বিন্দের শরণাপন্ন হইয়াছি ।

সূন্যতোক্তিভিরুদীর্ণগুণঃ স্থধিযাশ্রবানমুজিস্কুরসৌ ।  
সমুদৈক্যতাশ্চ সহস্রচরীং বিদিতাশয়া মুনিমবো-  
চত সা ॥ ৪৪ ॥ যতিপুণ্ডরীক ! তব বেদ্বি মনো নমু  
পূর্বমেব বিদিতঞ্চ ময়া । ইহ ভাবিতাপসমুখা-  
দখিলং তদুদীৰ্ঘ্যতে শৃণু সমভ্যাজনঃ ॥ ৪৫ ॥ ময়ি-

গুণ 'আশ্রবানসৌ' শ্রীশঙ্করসমুদ্রাহীতুমিচ্ছুরস্য মণ্ডনস্য সহ-  
স্রচরীং পত্নীং সমুদৈক্যত । বিদিতো মুনেরাশয়ো যয়া সা  
সরস্বতী মুনি মবোচত ॥ ৪৪ ॥ যদ্বাচ তদাহ । হে যতিব্যাখ্য !  
পুণ্ডরীকং সিতাশ্রোজে সিতচ্ছত্রে চ ভেষজে । কোশকারা-  
শ্বরে ব্যাঘ্রং পুণ্ডরীকোহগ্নিদিগ্গজে ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ । অহং  
তব মনোগতং বেদ্বি । পূর্বমেব চেহাস্মিন্ স্বজন্মনি যৎ সৰ্বং  
ভবিষ্যং তাপসমুখায় বিদিতং । তদুদীৰ্ঘ্যতে সভ্যজ্ঞৈঃ সহ ত্বং  
শৃণু ॥ ৪৫ ॥ এবং তাপসমুখাবিদিতং ব্রহ্মত্বং আবরিতুমভি-

এবং আপনি এক্ষণে রূপাপূর্বক এই কিস্করকে  
কোন বিষয় আদেশ করুন । ৪৩ ।

এইরূপে পণ্ডিত মণ্ডন সত্য বচনদ্বারা ভগবানের  
গুণরাশি প্রকাশ করিবার পর, আশ্রবিৎ শঙ্করাচার্য্য  
তঁাহাকে অনুগ্রহ করিবার প্রত্যাশায় মণ্ডনের  
পত্নীর দিকে একবার নেত্রপাত্ত করিলেন । তঁাহার  
পত্নী সরস্বতী মুনির অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া  
মুনির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । ৪৪ ।

হে যতিবর ! আমি আপনার মনোপত ভাব  
জানিতে পারিলাম । আমার এজন্মে যাহা কিছু  
শুভাশুভ ঘটিবে, পূর্বেই আমি তাহা একজন  
প্রধান তপস্বীর নিকট হইতে জানিতে পারিয়াছি ।  
এক্ষণে আমার সমস্ত শুভাশুভ ঘটনা বর্ণনা করি-

জাতু মাতুরূপকণ্ঠজুষি প্রভয়া তডিৎপ্রতিভটোচ্চ-  
জটঃ । সিতভূতিরুষিতসমস্ততনুঃ শ্রমণোহভ্য-  
বাদপরমুয়া ইব ॥ ৪৬ ॥ পরিগৃহ্যপাদ্যমুখয়াহ-  
র্হণয়া রচিতাঞ্জলি নমিতপূর্বতনুঃ । জননী তদাভব-  
রিবসামমুং মুনিমম্বযুক্ত মম ভাব্যখিলং ॥ ৪৭ ॥  
ভগবন্নবেদ্বি দুহিতু মমভাব্যখিলঞ্চ বেত্তি তপসা হি

মুখীকৃত্য তৎ প্রাবয়তি । জাতু কদাচিৎ মাতুরূপকণ্ঠজুষি মাতৃ-  
সামীপ্যং সেবমানার্নয়ং ময়ি সত্যং প্রভয়া বিদ্যাং প্রতিভটা জটা  
বস্ত্র সিতভূত্যা শ্বেতভস্মনা রুষিতা লিপ্তা তনুঃ শরীরং যস্য সঃ ।  
অপরমুখ্য ইব কশ্চিত্তপত্নী অভয়াং ॥ ৪৬ ॥ তদা পাদ্যাদ্যয়া  
পূজয়া মুনিং পরিগৃহ্য রচিতাঞ্জলিঃ নমিতা পূর্বতনুঃ শিরো-  
ভাগো যয়া সা জননী আস্তা বরিবস্যা পূজা যেন তমমুং মুনিং  
মম ভবিষ্যমখিলমম্বযুক্ত পৃষ্টবতী ॥ ৪৭ ॥ হে ভগবন্ ।  
দুহিতু ভবিষ্যমহং ন জানামি । ভবান্ হি তপসা বেত্তি ।

তেছি, আপনি সভ্যজনদিগের সহিত একত্র হইয়া  
ঐ সমস্ত বিষয় একবার শ্রবণ করুন । ৪৫ ।

এক সময়ে আমি আমার জননীর নিকটে বসিয়া  
আছি, এমন সময় একজন তপস্বী আসিয়া উপস্থিত  
হইলেন । বিদ্যাতের তুল্য পিঙ্গলবর্ণ তাঁহার  
জটাজুট ; সমস্ত শরীর শ্বেতবর্ণ বিভূতি দ্বারা লিপ্ত ;  
দেখিলে বোধ হয় যেন দ্বিতীয় সূর্য্য ভূতলে উদিত  
হইয়াছেন । ৪৬ ।

আমার মাতা তাঁহাকে পাদ্য অর্ঘ্যপ্রভৃতি পূজোপ-  
করণদ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন এবং কৃতাজলি  
হইয়া মস্তক অবনত করিলেন । অনন্তর জননীর  
পূজা গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল মুনিবর নিস্তক হইলে  
আমার ভবিষ্য শুভাশুভ ঘটনার জ্ঞাত আমার মাতা  
পুনরায় তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন । ৪৭ ।



ভবাম্ । প্রণতে জনে হি স্থিঃ কথয়ন্ত্যপি গোপ্য-  
মার্যসদৃশাঃ কুপয়া ॥ ৪৮ ॥

কিয়দায়ুরাপ্যতি স্ততান্ কতিবা দয়িতং কথ-  
য়িমুপেয্যতি চ । অথ চ ক্রতুনপি করিম্যতি মে  
দুহিতা প্রভুতধনধাত্তবতী ॥ ৪৯ ॥

ইতি পৃষ্ঠভাবিচরিতঃ প্রমুখা কণমাত্রমীলিত-  
বিলোচনকঃ । সকলং ক্রমেণ কথয়ম্মিদমপ্যপরং  
জগাদ সুরহস্তমপি ॥ ৫০ ॥

আর্যসদৃশা নত্রে জনে গোপ্যমপি কুপয়া কথয়ন্ত্যাব ॥ ৪৮ ॥

এবং তং সমুখীকৃত্য শুভ্রং পৃচ্ছতি । মে দুহিতা কিয়দায়ুঃ  
প্রাপ্যতি স্ততান্ কতি বা প্রাপ্যতি পতিং কীদৃশমুপেয্যতি  
তথা প্রভুতধনধাত্তবতী সতী যজ্ঞানপি করিম্যতি ॥ ৪৯ ॥

ইত্যেবং প্রমুখা জনত্যা পৃষ্টং ভাবি চরিতং যস্মৈ স কণমাত্রং  
মীলিতে বিলোচনে এব বিলোচনকে নেত্রে যেন স ক্রমেণ  
সকলং কথয়ন্ ইদমপ্যপরমতিগোপ্যমপি জগাদ ॥ ৫০ ॥

ভগবন্ ! আমার কন্যার ভবিষ্যতে কি ঘটিবে  
তাহা আমি জানি না । কিন্তু আপনি তপোবলে  
সমস্তই জানিতে পারিতেছেন । যাঁহারা স্থধী এবং  
আর্য্য বলিয়া বিখ্যাত, তাঁহারা প্রণত জনের উপর  
গোপনীয় বিষয় সকল প্রকাশ করিয়া থাকেন । ৪৮ ।

আমার এই কন্যার কত দিন আয়ু ? কত গুলি  
পুত্র হইবে ? কিরূপ পতি লাভ করিবে ? এবং  
বিবিধ ধন ধাত্তোর অধিকারিণী হইয়া কত যজ্ঞ  
করিবে ? । ৪৯ ।

আমার জন্ম জননী ভবিষ্যৎ বিষয় জানিতে  
উৎসুক হইয়া যে সমস্ত প্রশ্ন করিলেন, তিনি কণ  
কাল নেত্রযুগল নিমীলিত করিয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত

নিগম্যামনি প্রবলবাহ্যমতৈরমিতৈরধিক্রিতি  
খিলে ক্রহিণঃ । পুনরুদ্বীকৃতবতীৰ্য্য ঋষু প্রতি-  
ভাতি মণ্ডনকবীন্দ্রমিবাৎ ॥ ৫১ ॥

তমবাপ্য ক্রদমিব সাদ্রিশ্ততা দুহিতা তথাচ্যুত-  
মিবাক্রিষ্টতা । অনুরূপমাহতসমস্তমথা সহতা ভবি-  
ষ্যতি চিরং মুদিতা ॥ ৫২ ॥

বেদবাহুং মতং যেমাং কর্মধারমো বা প্রবলৈশ্চ তৈরুহ-  
মতৈরসংখ্যাতৈর্কেদমার্গেহধিক্রিতি ভূমৌ খিলে ছিন্নে সতি  
ক্রহিণো ব্রহ্মা বেদমার্গমুদ্রকর্মিচ্ছুণ্ডনকবীন্দ্রব্যাজেনাবতীৰ্য্য-  
কিল ভাতি প্রকাশতে ॥ ৫১ ॥

পর্বতস্থতা পার্বতী ক্রদমিব সমুদ্রস্থতালক্ষ্মীবিষ্ণুমিব সা তব  
স্থতা তং ক্রহিণাবতারমনুরূপং মণ্ডনমবাপ্যাহতাঃ সর্কে মথা  
যজ্ঞা যয়া স্তুতৈঃ সহ বর্তমানা চ সতী চিরকালং মুদিতা  
ভবিষ্যতি ॥ ৫২ ॥

বিষয় বলিতে বলিতে মধ্য হইতে আর একটি  
অত্যন্ত গোপনীয় বিষয় প্রকাশ করিলেন । ৫০ ।

বেদবিদ্বেশী বাহ্যমতালক্ষী বৌদ্ধ প্রভৃতি দুই  
বাদী গণ প্রবল হইয়া পৃথিবীতলে সমস্ত বৈদিক  
মার্গ ছিন্ন ভিন্ন করিবার পর চতুর্মুখ ব্রহ্মা পুন-  
র্বার ঐ সমস্ত বিষয় উদ্ধার বাসনা করিয়া অবতীর্ণ  
হইবেন এবং মণ্ডন পণ্ডিত নামে ভূতলে খ্যাতি-  
লাভ করিবেন । ৫১ ।

হিমাদ্রিতনয়া পার্বতী যেমন মহাদেবকে  
প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন ; সমুদ্র দুহিতা কমলা দেবী  
যজ্ঞপ কেশবকে লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জপ  
তোমার কন্যা অনুরূপ পতি মণ্ডনকে লাভ করিয়া  
বিবিধ যজ্ঞ করিবে, অনেক পুত্র সন্তান প্রসব

অথ নষ্টমৌপনিষদং প্রবলৈঃ কুমতৈঃ কৃতান্ত-  
মিহ সাধয়িতুম্ । ননু মানুষ্যং বপুরুপেত্য শিবঃ  
সমলঙ্করিত্যতি ধরাং স্বপদৈঃ ॥ ৫৩ ॥

সহ তেন বাদযুগম্য চিরং ছহিতুঃ পতিস্ত  
যতিবেষজুষা । বিজিতস্তম্বেব শরণং জগতাং শরণং  
গমিত্যতি বিস্মৃগৃহঃ ॥ ৫৪ ॥

অথানন্তরমিহান্মিন্ লোকে প্রবলৈঃ কুমতৈর্নষ্টমৌপনিষদং  
কৃতান্তং সিদ্ধান্তং সাধয়িতুং ননু শিবো মানুষ্যং বপুরবাণ্য স্ব-  
চরণস্থানৈভূমিমলঙ্করিত্যতি ॥ ৫৩ ॥

তেন যতিবেষজুষা শ্রীশঙ্করেণ সহ তব ছহিতুঃ পতির্কাদং  
প্রাপ্য তেন বিজিতঃ সন্ পরিত্যক্তগৃহো জগতাং শরণং তং  
শরণং গমিত্যতি ॥ ৫৪ ॥

করিবে ও তাঁহার সঙ্গে চির কাল মনের স্থখে  
কালান্তিপাত করিবে । ৫২ ।

অনন্তর কুমতাবলম্বী বৌদ্ধ গণ সমস্ত উপনিষ-  
দের প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম একেবারে নষ্ট করিয়া  
ভুলিবে । দেখ—সেই সমস্ত সিদ্ধান্ত বিষয় পুনঃ  
সংস্থাপন করিবার নিমিত্ত মহাদেব মানবীয় শরীর  
ধারণ করিয়া আপনার পদস্পর্শে পুনরায় এই ভূমিতল  
অলঙ্কৃত করিবেন । ৫৩ ।

যতিবেশধারী শঙ্করের সহিত বহুকাল পর্য্যন্ত  
তোমার জামাতা মণ্ডনের অনেক শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্ক  
হইবে । পরে তাঁহার নিকটে পরাজিত হইয়া  
মণ্ডন গৃহত্যাগ করিবেন এবং জগতের একমাত্র  
আরাধ্য ও শরণাগতবৎসল ভগবান্ শঙ্করের শরণা-  
গমন হইবেন । ৫৪ ।

ইতি গামুদীর্ঘ্য স মুনিঃ প্রযযৌ সকলং যথা-  
তথমভূচ্চ মম ॥ ভবদীয়শিষ্যপদমস্য কথং বিতথং  
ভবিষ্যতি মুনের্বচসি ॥ ৫৫ ॥

অপি তু ত্বয়াদ্য ন সমগ্রজিতঃ প্রথিতাগ্রীগীর্নম  
পতির্ষদহম্ । বপুরর্কমস্য ন জিতা মতিমন্নপি মাং  
বিজিত্য কুরু শিষ্যমিমম্ ॥ ৫৬ ॥

ইতি বাচমুদীর্ঘ্য স মুনিঃ প্রযযৌ মম সর্বং ভবিষ্যং যথা  
তেনোক্তং তথৈবাভূৎ, তস্মাদস্ত মম পতুর্ভবদীয়শিষ্যপদং  
মুনের্বচসি কথমসত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৫৫ ॥

যদ্যপ্যেবং তথাপি মদবিজয়েন সকলশ্রাপরাজিতত্বাং মাং  
বিজিতৈতানং শিষ্যং কুর্কিত্যাহ । অপি তু কিন্তু প্রথিতানামগ্রীগী-  
র্নম পতির্ষদ্য ত্বয়া সমগ্রো জিতো ন ভবতি তথা যদ্যস্মাদহম-  
শ্রাঙ্কং শরীরং ন জিতা আত্মনোহর্কং পত্নীতিশ্রুতেঃ । এতজ্জ্ঞাতুং  
যোগ্যোহসীতি স্মৃচয়ন্ সংবোধয়তি হে মতিমন্নিতি তস্মাং মাং  
বিজিতৈতানং শিষ্যং কুরু ॥ ৫৬ ॥

এই কথা বলিয়া সেই তপস্বী গমন করেন ।  
এবং তিনি যে সমস্ত বলিয়া গিয়াছিলেন আমার  
সেই সমস্তই ঘটিয়াছে । এক্ষণে মুনির বচনানুসারে  
আমার স্বামী কেন আপনার শিষ্য হইবেন না?  
বস্তুতঃ আপনার শিষ্য হওয়া কখনই মিথ্যা  
নহে । ৫৫ ।

আমি যাহা বলিলাম ইহাতেও যতক্ষণ পর্য্যন্ত  
আমাকে না পরাজয় করিবেন ততক্ষণ পর্য্যন্ত  
আপনার সমগ্র জয় করা হয় নাই । ভাবিয়া দেখুন,  
যে সমস্ত বিখ্যাত পণ্ডিত আছেন, আমার পতি  
তাঁহা দিগের মধ্যে অগ্রগণ্য । এবং বেদে আছে  
“আত্মনোহর্কং পত্নী” আত্মার অর্ধেক পত্নী ।  
সুতরাং আমি তাঁহার আত্মার অর্ধভাগ । আপনি

যদপি হুমস্য জগতঃ প্রভবো ননু সর্ববিচ্চ  
পরমঃ পুরুষঃ । তদপি ত্বয়ৈব সহ বাদকৃতে হৃদয়ং  
বিভর্তি মম তুৎকলিকাম্ ॥ ৫৭ ॥

ইতি যাজ্ঞকসহধর্মচরী কথিতং বচোহর্থবদ-  
গর্হ্যপদম্ । মধুরং নিশম্য মুদিতঃ স্ততরাং প্রতি-  
বক্তুমৈহত যতিপ্রবরঃ ॥ ৫৮ ॥

যদবাদি বাদকলহোৎসুকতাং প্রতিপদ্যতে  
হৃদয়মিত্যবলে ! । তদসাম্প্রতং ন হি মহাযশসো  
মহিলাজনেন কথয়ন্তি কথাম্ ॥ ৫৯ ॥

ননু মৎস্বরূপাভিজ্ঞা ময়া সহ বাদং কথমিচ্ছসীতিচেত্তত্রাহ  
বদ্যাপ্যন্ত জগতস্তং কারণং সর্বজ্ঞশ্চ পরমঃ পুরুষঃ তথাপি ত্ব-  
য়ৈব সহ বাদার্থং মম তু হৃদয়মুৎকর্ষ্য ধারয়তি ॥ ৫৭ ॥

ইত্যেবং যজনশীলশ্চ পত্ন্যা কথিতমর্থবদনিন্দিতপদং মধুরং  
বচো নিশম্যাত্যস্তং মুদিতো যতিশ্রেষ্ঠঃ শ্রীশঙ্করঃ প্রতিবক্তু-  
মৈচ্ছৎ ॥ ৫৮ ॥

মে হৃদয়ং বাদকলহোৎসুকতাং প্রতিপদ্যত ইতি ত্বয়া

আমাকে জয় করেন নাই । অতএব হে পণ্ডিতবর !  
আমাকে বাদে পরাস্ত করিয়া আমার স্বামীকে  
শিষ্য করুন । ৫৬ ।

যদ্যপি আপনি জগতের একমাত্র কারণ,  
সর্বজ্ঞ ও পরমপুরুষ । তথাপি আপনার সহিত  
বাদ করিতে আমার হৃদয় অত্যন্ত উৎকর্ষিত  
হইতেছে । ৫৭ ।

যাগশীল ব্রাহ্মণের পত্নীর এরূপঅর্থযুক্ত  
ও সুমধুর পদ পূর্ণ বচন শ্রবণ করিয়া যতিবর শঙ্কর  
স্বংপরো নাস্তি প্রমুদিত হইয়া উত্তর দান করিতে  
ইচ্ছা করিলেন । ৫৮ ।

স্বমতং প্রভেত্তুমিহ যো যততে স বধূজনোহস্ত যদি  
বাহস্তিতরঃ । যতিতব্যমেব খলু তস্য জয়ে নিজ-  
পক্ষরক্ষণপরৈর্ভগবন্ ! ॥ ৬০ ॥

অতএব গার্গ্যাভিধয়া কলহং সহ যাজ্ঞবল্ক্যমুনি-  
রাডকরোৎ । জনকস্তথা স্তলভয়াহবলয়া কিমমী  
ভবন্তি ন যশোনিধয়ঃ । ৬১ ॥

যত্নকং হে অবলে ! তদযুক্তং হি যস্মাৎ মহাযশসঃ বধূজনেন  
কথাং ন কথয়ন্তি ॥ ৫৯ ॥

স্বমতরক্ষণায় প্রবৃন্তেন ত্বয়ৈতন্নবাচ্যামিত্যাশয়েন সরস্বত্যা হি ।  
ইহাস্মিন্ লোকে স্বমতং প্রভেত্তুং যঃ প্রযত্নং करोতি স বধূ-  
জনোহস্ততো বাহস্ত তস্ত জয়ে হে ভগবন্ ! স্বপক্ষরক্ষণপরৈর্বন্ধু-  
কর্তব্য এব খলু প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬০ ॥

তত্রৈবংবিধৌ বৃদ্ধানুদাহরতি । অতএব গার্গ্যাধ্যয়াহবলয়া  
সহ যাজ্ঞবল্ক্যো মুনিরাট্ কলহমকরোৎ তয়োঃ সংবাদো বৃহদাক-  
ণ্যকে উক্তঃ । তথা জনকঃ স্তলভয়াহবলয়া সহ কলহমকরো-  
দिति মোক্ষধর্মেষুভূক্তম্ । যত্নকং মহাযশ ইতি তত্রাহ কিমে-

হে অবলে ! তুমি যে বলিয়াছ আমার হৃদয়  
আপনার সহিত বিবাদ করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত  
উৎকর্ষিত হইয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ অনুচিত । কারণ,  
মহাযশস্বী পণ্ডিত গণ কখনই কামনীজনের সহিত  
বাদ করিতে ইচ্ছা করেন না । ৫৯ ।

তখন সরস্বতী বলিলেন—এই জগতে নিজ মত  
থগুন করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া  
থাকেন, সে জন রমণীই হউক, অথবা অন্য কেহই  
হউক, তাহাকে জয় করিতে হইলে, যাহারা নিজ  
পক্ষ সমর্থনে উৎসুক তাঁহারা যে যত্ন করিবেন,  
ইহা চিরপ্রসিদ্ধ । ৬০ ।

এই বিষয়ে আমি প্রাচীন মত দেখাইতেছি ।

ইতি যুক্তিযুগাদিতমাকলয়ন্ মুদিতান্তরঃ শ্রুতি-  
সরিজ্জলধিঃ । স তয়া বিবাদমধিদেবতয়া বচসা-  
মিয়েষ বিত্বাং সদসি ॥ ৬২ ॥

অথ সা কথ্য প্রবৃত্তে শ্রুতয়োক্তভয়োঃ পর-  
স্পরজয়োঃসুকয়োঃ । মতিচাতুরীরচিতশব্দবরী  
শ্রুতিবিস্ময়ীকৃতবিচক্ষণয়োঃ ॥ ৬৩ ॥

তাবতাহ্মী যাজ্ঞবল্ক্যাদয়ো যশোনিধয়ো ন ভবন্ত্যপিতু ভব-  
ন্ত্যেব ॥ ৬১ ॥

ইত্যেবং যুক্তিযুক্তঃ তয়া কথিতমাকলয়ন্ মুদিতান্তরঃ  
শ্রুতিলক্ষণানাং নদীনাং সমুদ্রঃ স ত্রীশঙ্করো বচসামধিষ্ঠাত্ৰ্যা-  
দেবতয়া সরস্বত্যা বিত্বাং সদসি বাদমিয়েষ ইচ্ছতিস্ম ॥ ৬২ ॥

যথা—মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য গার্গী নাম্নী এক কামি-  
নীর সহিত শাস্ত্রীয় কলহ করিয়াছিলেন, ইহা বৃহদা-  
রণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে । রাজর্ষি জনক  
হলভা কামিনীর সহিত যথেষ্ট বিবাদ বিসম্বাদ  
করিয়াছিলেন, ইহাও যোক্ষ ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে ।  
অতএব এই সমস্ত বৃদ্ধজনের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও  
আপনি কি করিয়া বলিলেন যে, যশস্বী পণ্ডিতগণ  
কদাচ ত্রীলোকের সহিত তর্ক বিতর্ক করিবেন না ।  
তাহা হইলে এই সমস্ত যাজ্ঞবল্ক্য ও জনক প্রভৃতি  
পণ্ডিতগণ কখনই রমণী গণের সহিত বিবাদ  
করিয়া যশোভাজন হইতেন না । ৬১ ।

শ্রুতি নদীর জলনিধি স্বরূপ শঙ্করাচার্য্য এই-  
রূপ কামিনীর যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া  
প্রফুল্লচিত্তে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সরস্বতীর  
সহিত পণ্ডিতসভায় পুনর্ব্বার বাদ করিতে ইচ্ছা  
করিলেন । ৬২ ।

অনয়োর্বিচিত্রপদযুক্তিভরৈর্নিশময্য সঙ্কথন-  
মাকলিতম্ । ন কণীশমপ্যতুলয়ন্ রবিং ন শুক্রং  
কবিং কিমপরং জগতি ॥ ৬৪ ॥

ন দিবা ন নিশ্চাপি চ বাদকথা বিরয়াম নৈযা-  
মিককালয়তে । ইতি জল্পতোঃ সমমনল্লধিয়োর্নিব-  
সাশ্চ সপ্তদশ চাত্যগমন্ ॥ ৬৫ ॥

অথানন্তরং পরস্পরজয়োঃসুকয়োঃ শ্রুত্যা শ্রবণেন বিস্ময়ী-  
কৃতা বিচক্ষণা যাত্যাস্তয়োর্দ্বয়োঃ শঙ্করসরস্বত্যোক্তাদিকথা প্রব-  
বৃত্তে । তাং বিশিনষ্টি বুদ্ধিচাতুর্যা রচিতা শব্দবরী যত্র সা ॥ ৬৩ ॥

বিচিত্রপদযুক্তিভরৈর্ব্যাপ্তমনয়োঃ কথিতং শ্রুত্বা কণীশং শেষ-  
মপি নাতুলয়ৎ নাপি সূর্য্যং নাপি বৃহস্পতিং নাপি শুক্রং জগত্য-  
পরং নাতুলয়মিতি কিং বক্তব্যম্ ॥ ৬৪ ॥

নৈযামিককালং সঙ্ক্যাবন্দনাদিষু নিয়তং কালং বিনা ॥ ৬৫ ॥

যাঁহার। পরস্পর জয় করিতে উৎসুক হইয়া  
ছিলেন, যাঁহাদের কথা শ্রবণে সভায় উপস্থিত  
বিচক্ষণ সকল বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, সেই  
শঙ্করও সরস্বতীর কথা তৎকালে বুদ্ধির চাতুরী-  
প্রকাশ ও শব্দাভিমানের সহিত শীঘ্র প্রবৃত্ত  
হইল । ৬৩ ।

বিচিত্র পদ ও বিচিত্র যুক্তিসম্বলিত উভয়ের  
বাক্য শ্রবণ করিয়া কণিপতি অনন্ত, সূর্য্য, বৃহস্পতি  
ও শুক্রাচার্য্য ইহারা কেহই উভয়ের মাদৃশ্য  
লাভ করিল না । সুতরাং জগতে আর কাহাকে যে  
তুলনা দেওয়া হইবে তাহা এক্ষণে বলিতেও পারা  
যায় না । ৬৪ ।

যথাসময়ে সঙ্ক্যা, বন্দনা ও স্তনাদি কার্য্য  
ব্যতীত মহামতি শঙ্কর ও সরস্বতীর বাদকথা, কি



অথ শারদাহকৃতকবাক্ প্রমুখেষু শাস্ত্র-  
বিচক্ষণে পুনরপি । তদনন্তরমাত্মনি বিচিন্ত্য মুনিং পুন-  
রপ্যচিন্তয়দিতং তরমা ॥ ৬৬ ॥

অতিবাল্য এব কৃতসংস্রমোনো নিয়মৈঃ পঠৈর-  
বিধুরশ্চ সদা । মদনাগমেধকৃতবুদ্ধিরসৌ তদনেন  
সম্প্রতি জয়েয়মহম্ ॥ ৬৭ ॥

অথ শারদা অকৃতকবাক্ প্রমুখেষু শাস্ত্রবিদবেদবাক্ প্রভৃতি-  
ষথিলে শাস্ত্রসমূহেষু তং পরং মুনিং জেতুমশক্যমাত্মনি বি-  
চিন্ত্য পুনরপিদং বক্ষ্যমাণং আচিন্তয়ৎ ॥ ৬৬ ॥

যদচিন্তয়ত্তদর্শয়তি । অতিবাল্য এব কৃতং সংস্রমনং যেন  
নিয়মৈঃ পঠৈরবিধুরোহবিকলশ্চ সদা কদাপি নিয়মবিনিমুক্তো  
ন ভবতীত্যর্থঃ । অতঃ কাগাগমেধমকৃতবুদ্ধিস্তত্ত্বাদনেন মদ-  
নাগমেনেদানীমহং জয়েয়ম্ ॥ ৬৭ ॥

দিবসে, কি রাত্রিকালে কোন সময়েই ক্ষান্ত  
হইত না । এইরূপে উভয়ের সপ্তদশ দিন বিবাদে  
অতীত হইল । ৬৫ ।

অনন্তর শারদাদেবী অনাদিকাল হইতে প্রসিদ্ধ  
বেদ বাক্য প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় শাস্ত্রে পণ্ডিত  
ঐ প্রধান মুনি শঙ্করকে জয় করিতে অসমর্থ  
হইয়া শীঘ্র মনে মনে চিন্তা করিলেন । ৬৬ ।

যতিবর অত্যন্ত বাল্যকালে সন্ন্যাসধর্ম অব-  
লম্বন করিয়াছেন, এবং কঠোর নিয়মেও কখন  
চিন্তের রেশ হয় নাই । যেরূপ নিয়মে কালযাপন  
করিতেছেন, কখনই ঐ নিয়ম পরিত্যাগ করিবেন  
না । অতএব ইনি কামশাস্ত্রে অত্যন্ত অপারগ,  
একগুণে আমি কামশাস্ত্রের তর্ক করিয়া পরাজয়  
করি । ৬৭ ।

ইতি সম্প্রদর্শ্য পুনরপ্যমুনী কথনে প্রসঙ্গমথ-  
সঙ্গতিতঃ । যমিনং সদস্যমুপপ্চ্ছদসৌ কুহুমাত্ম-  
শাস্ত্রহৃদয়ং বিদুযী ॥ ৬৮ ॥

কলাঃ ক্রিয়তো বদ পুষ্পধমনঃ কিমাত্মিকাঃ  
কিঞ্চ পদং সমাপ্রিতঃ । পূর্বে চ পক্ষে কথমন্তথা  
স্থিতিঃ কথং যুবত্যাং কথমেব পুরুষে ॥ ৬৯ ॥

নেতীরিতঃ কিঞ্চিদুবাচ শঙ্করো বিচিন্তয়ন্নত্ন  
চিরং বিচক্ষণঃ । তাসামনুত্তো ভবিতান্নবোদিতা  
তবেত্তদুত্তো মম ধর্মসংক্ষয়ঃ ॥ ৭০ ॥

ইত্যেবমমুনী কথনে প্রসঙ্গং সম্প্রদর্শ্য অথ প্রসঙ্গাৎ সদস্যমুং  
যমিনং কামশাস্ত্রশ্চ রহস্তমসৌ বিদুযী সরস্বতাপৃচ্ছৎ ॥ ৬৮ ॥

যদপৃচ্ছত্তদাহরতি । পুষ্পধমনঃ কামশ্চ কলাঃ ক্রিয়তা ইতি  
সংখ্যাবিষয়কঃ প্রশ্নঃ । কিমাত্মিকা ইতি স্বরূপবিষয়কঃ । কিং  
স্থানমাপ্রিতা ইতি স্থানগোচরঃ । পূর্বে শুক্রে চ পক্ষেহন্তথা কৃষ্ণ-  
পক্ষে যা স্থিতিস্তথা বিপর্যয়েণ তন্ত কেন প্রকারেণ স্থিতিরिति  
পক্ষদ্বয়েহপি তন্ত স্থিতিপ্রকারবিষয়ঃ । কথং যুবত্যাং পুরুষে চ  
কথমিতি স্ত্রীপুরুষয়োর্দৈর্ঘ্যলক্ষণেন তন্ত স্থিতিবিষয়ঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতীরিতোহশ্বিন্নার্থে বিচিন্তয়ন্ বিচক্ষণঃ শ্রীশঙ্করঃ কিঞ্চিদপি

একগুণে আচার্য্যের সহিত যেরূপ প্রশঙ্গে কথা  
বার্তা হইবে, সেই প্রশঙ্গ নিশ্চয় করিয়া কামশাস্ত্রের  
মর্ম্মবিৎ সরস্বতী দেবী প্রশঙ্গাধীন শঙ্করমুনিকে  
সুভা মধ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন । ৬৮ ।

কামকলা কত প্রকার ? কাম কলা কাহাকে  
বলে ? কোন্ স্থান আশ্রয় করিয়া কাম কলা অব-  
স্থিতি করে ? শুক্লপক্ষে, কৃষ্ণপক্ষে কিরূপেই  
বা ঐ কামকলা অবস্থিতি করে ? যুবতী কামিনী  
ও পুরুষের উপর কি করিয়া কামকলা বিদ্যমান  
ধাকে । ৬৯ ।

ইতি সংবিচিন্ত্য স হৃদাশু তদাহনববুদ্ধপুষ্পশর-  
শাস্ত্র ইব । বিদিতাগমোহপি সুরিরক্ষয়িষুনিয়মং  
জগাদ জগতি ত্রিভির্নাম ॥ ৭১ ॥

ইহ মাসমাত্রমবধিঃ ক্রিয়তামনুমন্ত্যতে হি দিব-  
সস্য গণঃ । তদনন্তরং স্মদতি । হাস্যসি ভোঃ ! কুন্ত-  
মাস্ত্রশাস্ত্রনিপুণত্বমপি ॥ ৭২ ॥

নোবাচ । বিচিন্তনমাহ তাসাং কলানামকথনে মমারজ্ঞতা ভবি-  
ষ্যতি তাসাং কথনে তু মম যতেন্দ্রিয়শ্চ সংক্ষয়ঃ ॥ ৭০ ॥

ইত্যেবং স শীঘ্রং মনসা সংবিদিতকামাগমোহপি জগতি  
ত্রিভির্নাম কামশাস্ত্রানভ্যাসাদিব্রতবতাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং  
নিয়মং রক্ষয়িতুমিচ্ছুত্বান্নি কালেহনববুদ্ধকামশাস্ত্র ইব সন্  
জগাদ ॥ ৭১ ॥

যছুবাচ তদাহ । ইহাশ্চিন্ কলাদিসকথনে মাসমাত্রমবধিঃ  
ক্রিয়তাং হি যস্মাদ্দিবসশ্চ গণো বাদিভিরনুমন্ত্যতে তথা চ মাসা-  
নন্তরং ভোঃ স্মদতি ! কামশাস্ত্রনিপুণত্বমপি ত্যক্ত্যসি ॥ ৭২ ॥

এই কথা শ্রবণ করিয়া বিচক্ষণ শঙ্কর বহুক্ষণ  
চিন্তা করিয়াও কিছুই বলিতে পারিলেন না । পরে  
মনে মনে চিন্তা করিলেন, যদি কামকলার উত্তর  
দিতে না পারি তাহা হইলে আমার অজ্ঞতা  
প্রকাশ হইয়া পড়ে, এবং যদি উত্তর দেওয়া যায়,  
তাহা হইলেও আমার যতিধর্মের ক্ষয় হয় । ৭০ ।

এই রূপে তিনি মনে মনে কাম শাস্ত্র জানিতে  
পারিয়াও জগতে যে সকল পরমহংস, পরিব্রাজক  
প্রভৃতি কামশাস্ত্রে অনভ্যস্ত পুরুষ আছেন, তাঁহা-  
দিগের নিয়ম রক্ষা করিয়া তৎকালে কামশাস্ত্রে  
অনধিকারী ব্যক্তির তুল্য শঙ্কর বলিতে লাগি-  
লেন । ৭১ ।

আমাদের এই কামশাস্ত্রের আলাপ ও তর্কের  
জন্য আপনি একমাস পর্য্যন্ত তাহার সময় ও

উন্নয়নকালে সতি তথেন্তি তয়াক্রমতে স্ম  
যোগিগুগরাড্গগনম্ । শ্রুতবিগ্রহঃ শ্রুতবিনেয়-  
যুতোহদধদভ্রচারমথ যোগদৃশা ॥ ৭৩ ॥

স দদর্শ কুত্রচিদমত্যমিব ত্রিদিবচ্যুতং বিগত-  
সত্বমপি । মনুজেশ্বরং পরিবৃতং প্রলপৎপ্রমদাভি-  
রার্তিমদমাত্যজনম্ ॥ ৭৪ ॥

তথেন্তি তয়া সরস্বত্যা স্বীকৃতে সতি যোগিরাট্ শ্রীশঙ্কর  
আকাশমাত্রমতে স্ম । অথানন্তরং শ্রুতঃ বিগ্রহঃ স্বরূপং যন্ত স  
প্রখ্যাতবিগ্রহস্তথা শ্রুতৈর্কিনেনৈঃ শিষ্যৈঃ পুনঃ স যোগদৃষ্ট্যা-  
হভ্রচারমাকাশগমনমদধৎ ॥ ৭৩ ॥

স কস্মিংশ্চিদ্রোশে বিগতজীবমপি স্বর্গাৎ পতিতং দেবমিব  
প্রলপতীতিঃ প্রমদাভিঃ পরিবৃতং আর্তিমান্ অমাত্যজনো যন্ত  
তং নরেশ্বরং দদর্শ ॥ ৭৪ ॥

সীমা স্থির করুন । বাদী মাতেই দিনস্থির স্বীকার  
করিয়া থাকে । বস্তুতঃ বিচার কার্য্য কখনই এক  
দিবসে সমাপ্ত হয় না, সুতরাং পূর্ব হইতে বহু-  
দিবস পর্য্যন্ত বিচারের কালসংখ্যা নির্দিষ্ট হই-  
য়াছে । অতএব হে রমণি ! একমাসের পর  
আপনিও তখন আপনার কামশাস্ত্রের নৈপুণ্য সকল  
পরিত্যাগ করিবেন । ৭২ ।

দেবী সরস্বতী শঙ্করের কথায় অনুমোদন করি-  
বার পর যোগিরাজ আকাশ আক্রমণ করিলেন ।  
অনন্তর আপনার বিখ্যাত শিবমূর্তি ধারণ পূর্বক  
ও বিখ্যাত শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার তিনি  
যোগবলে আকাশ পথে গমন করিলেন । ৭৩ ।

পরে একদেশে তিনি এক যুত নরপতি দর্শন  
করেন । দেখিয়া বোধ হইল যেন এই ব্যক্তি  
নির্জীব হইয়াও স্বর্গচ্যুত কোন এক দেবতার তুল্য

অথো নিশাথেটবশাদটব্যঃ মূলে তরোম্বোহ-  
বশাৎ পরাস্থম্ । তং বীক্ষ্য মার্গেহমরকং নৃপালং  
সনন্দনং প্রাহ স সংযমীন্দ্রঃ ॥ ৭৫ ॥

সৌন্দর্য্যসৌভাগ্যনিকেতসীমাঃ পরঃশতা যস্য  
পয়োরুহাক্যঃ । স এষ রাজাহমরকাভিধানঃ শেতে  
গতাস্থঃ শ্রমতো ধরণ্যাম্ ॥ ৭৬ ॥

প্রবিশ্য কায়ং তমিমং পরাসৌনৃপস্য রাজ্যে-  
হস্য স্ততং নিবেশ্য । যোগানুভাবাৎ পুনরপ্যুপৈ-  
তুমুৎকণ্ঠতে মানসমস্মদীয়ম্ ॥ ৭৭ ॥

অথো নিশায়াং রাত্রৌ মৃগয়াবশাৎ আথেটো মৃগয়া স্ত্রিয়া-  
মিত্যমরঃ । অটব্যঃ বনে বৃক্ষশ্চ মূলে মোহো মুচ্ছনং তদ্বশাৎ  
পরাস্থমুৎকণ্ঠপ্রাণং তমমরকসংজ্ঞং রাজানং বীক্ষ্য স সংযমীন্দ্রঃ  
সনন্দনং পদ্মপাদং প্রোবাচ ॥ উঃ ॥ ৭৫ ॥

যশ্চ সৌন্দর্য্যসৌভাগ্যনিকেতসীমাঃ পরঃশতাঃ শতাদধিকাঃ  
কমলনয়নাঃ স এষোহমরকসংজ্ঞো রাজা শ্রমতো গতপ্রাণো  
ভূমৌ শেতে ॥ ৭৬ ॥

পতিত রহিয়াছেন । প্রমদা সকল বিলাপ করিতে  
করিতে তাঁহাকে বেষ্ঠন করিয়া রহিয়াছে ও সম্মুখে  
অমাত্যবর্গ অত্যন্ত শোকাকুল চিত্তে বসিয়া  
রহিয়াছে । ৭৪ ।

অনন্তর রাত্রিকালে মৃগয়া করিতে গিয়া বন-  
মধ্যে বৃক্ষমূলে মুচ্ছিত হইয়া অমরক রাজা প্রাণ-  
ত্যাগ করেন । তাহা দেখিয়া শঙ্কর সনন্দন  
অর্থাৎ পদ্মপাদ শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন । ৭৫ ।

সৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্য গৃহের সীমা স্বরূপ  
শতসহস্র কমলনয়না কামিনী যাহার সদা সর্বদা  
বিদ্যমান থাকিত, সেই অমরক রাজা অদ্য শ্রম-  
বশতঃ মৃত হইয়া ধরাশায়ী হইয়া রহিয়াছেন । ৭৬ ।

অন্যাদৃশানামদসীয়নানাকুশেশয়াকীকিলকিকি-  
তানাম্ । সর্বজ্ঞতানির্হরণায় সোহহং সাক্ষিত্বম-  
প্যাশ্রয়িতুং সমীহে ॥ ৭৮ ॥

ইত্যাচিবাংসং যতিতল্লজং তং সনন্দনঃ প্রাহ  
সসাস্থমেনম্ । সর্বজ্ঞ ! নৈবাবিদিতং তবাস্তি  
তথাপি ভক্তিমুখরং তনোতি ॥ ৭৯ ॥

পরাসৌনৃপশ্চ তমিমং দেহং প্রবিশ্য রাজ্যেহশ্চ পুত্রং নিবেশ্য  
যোগপ্রভাবাৎ পুনরপ্যুপাগন্তুমস্মদীয়ং মন উৎকণ্ঠতে ॥ ৭৭ ॥

সর্বজ্ঞতানির্হরণায় সর্বজ্ঞতানির্কাহার্য্য অমৃষ্য রাজ্ঞ ইমা  
অদসীয়া নানা অনেকবিধাঃ কুশেশয়াক্যঃ কমলাক্যাস্তাসাং  
যানি কিলকিকিতানি রোষাশ্চহর্ষভীত্যাভেদে সঙ্করঃ কিলকিকি-  
তমিত্যুক্তানি তেষামগ্ৰাদৃশানামতিবিলক্ষণানাং সাক্ষিত্বং সাক্ষা-  
দ্রষ্টৃত্বমপ্যাশ্রয়িতুং সোহহং সমীহে ॥ ৭৮ ॥

ইত্যুক্তবস্তুং যতিশ্রেষ্ঠং তমেনং শ্রীশঙ্করং সসাস্থং যথা শ্রা-  
ত্থা প্রোবাচ হে সর্বজ্ঞ ! সর্ববিদস্তব যদ্যপি কিঞ্চিদপ্যজ্ঞাতং  
নাস্তি তথাপি তব ভক্তিরস্মন্ মুখং কথনায় মুখরং বাচালং  
করোতি ॥ ৭৯ ॥

নরপতির এই দেহে প্রবেশ করিয়া ইহার  
পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া যোগপ্রভাবে  
পুনর্ব্বার বিবাদস্থলে গমন করিবার জন্য আমার  
মন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে । ৭৭ ।

এক্কেণে আমার সর্বজ্ঞতা শক্তি নির্বাহ করি-  
বার নিমিত্ত এই নরেশ্বরের যে সমস্ত কমলাকী  
রমণী আছে, তাহাদিগের ক্রোধ, শোক, হর্ষ ও  
ভয় ইত্যাদি কারণ উপলক্ষে যে ভাবভঙ্গী জন্মে,  
অসাধারণ কামিনীগণের ঐ সমস্ত ভাব ও চেষ্ঠা  
সকল সাক্ষাৎকার করিতে আমি এক্কেণে যত্নবান্  
হইয়াছি । ৭৮ ।

যতিবরের এই কথা শ্রবণ করিয়া সনন্দন শাস্ত

মৎস্যেন্দ্রনামা হি পুরা মহাত্মা গোরক্ষমাদিশ্য  
নিজাঙ্গুঠৈশ্চ । নৃপস্য কস্যাপি তস্মৈ পরাসোঃ  
প্রবিষ্ট তৎপত্তনমাসসাদ ॥ ৮০ ॥

ভদ্রাসনাধ্যাসিনি যোগিবর্যো ভদ্রাণ্যনিদ্রাণ্য-  
ভবন্ প্রজানাম্ । ববর্ষ কালেবু বলাহকোহপি  
সম্যানি চাশাস্যকলাভূবন্ ॥ ৮১ ॥

এবং পুরাত্তং বৃত্তান্তং শ্রাবয়িতুমভিমুখীকৃত্য তং শ্রাবয়তি  
হি প্রসিদ্ধং পুরা মৎস্যেন্দ্রনামা মহাত্মা স্বশরীররক্ষণায় গোরক্ষ-  
সংজ্ঞং শিষ্যমাজ্ঞপ্য কশ্চচিন্মৃতকশ্চ রাজ্ঞঃ শরীরং প্রবিষ্ট তস্মৈ  
রাজ্যমাপ্তবান্ ॥ ৮০ ॥

যোগিশ্রেষ্ঠে তস্মিন্ ভদ্রাসনাধ্যাসিনি নৃপাসনমুপবিষ্টে সতি  
প্রজানাং ভদ্রাণি নিদ্রাবর্জিতানি অভবন্ । অভ্রমপি কালেবু  
ববর্ষ । সম্যানি চেচ্ছানুসারিকলাভূবন্ ॥ ৮১ ॥

ভাবে বলিতে লাগিলেন । হে সর্বজ্ঞ ? আপনি  
সমস্তই বিদিত আছেন, তথাপি আমার মানসিক  
ভক্তি আপনাকে কিছু বলিবার জন্য আমাকে  
অত্যন্ত চঞ্চল করিতেছে । ৭৯ ।

এ সম্বন্ধে একটি ইতিবৃত্ত আছে শ্রবণ করুন ।  
পুরাকালে মৎস্যেন্দ্র নামে এক মহাত্মা আপনার  
শরীর রক্ষা করিবার জন্য আপনার শিষ্য গোর-  
ক্ষকে আজ্ঞা দিয়া কোন এক মৃত রাজার শরীরে  
প্রবেশ করেন এবং পরে তিনি আপনার রাজ্য  
প্রাপ্ত হন । ৮০ ।

ঐ যোগিবর রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিবার  
পর প্রজাবর্গের অক্ষয় মঙ্গল কার্য্য হইতে লাগিল ;  
যথাকালে জলধর জল বর্ষণ করিতে লাগিল ; শস্য  
সকল ইচ্ছানুসারে ফল দান করিতে লাগিল । ৮১ ।

বিজ্ঞায় বিজ্ঞাঃ সচিবা নৃপস্য কায়ে প্রবিষ্টঃ  
কমলীহ দিব্যম্ । সমাদিশন্ রাজসরোরুহাঙ্গীঃ  
সর্বাত্মনা তস্য বশীক্রিয়ান্নৈ ॥ ৮২ ॥

সঙ্গীতলাস্যাতিনয়াদিকেষু সংসক্তচেতা ললি-  
তেষু তাসাম্ । স এষ বিশ্বত্য মুনিঃ সমাধিং সর্বাত্ম-  
না প্রাকৃতবদ্বভূব ॥ ৮৩ ॥

গোরক্ষ এবোহথ গুরোঃ প্রবৃত্তিং বিজ্ঞায় রক্ষন্  
বহুধাস্য দেহম্ । নিশান্তকান্তানটনোপদেষ্টা  
নিতান্তমস্যাভবদন্তরঙ্গঃ ॥ ৮৪ ॥

ইহাশ্বিন্ নৃপশ্চ কায়ে প্রবিষ্টঃ কমপি দিব্যং বিজ্ঞাঃ সচিবা  
বিজ্ঞায় রাজ্ঞঃ কমলাঙ্গীঃ সর্বভাবেন তস্মৈ বশীকরণার্থং সমা-  
দিশন্ ॥ ৮২ ॥

এবং সম্প্রেরিতানাং তাসাং ললিতেষু সঙ্গীতনৃত্যাভিনয়াদ্যেবু  
সংসক্তং চিত্তং যন্ত স এষ মুনিঃ সমাধিং বিশ্বত্য সর্বাত্মভাবেন  
প্রাকৃতবদ্বভূব ॥ ৮৩ ॥

অথানন্তরমেবো গোরক্ষঃ গুরোঃ প্রবৃত্তিং বিজ্ঞায় বহুপ্রকা-  
রেনাত্ত গুরোর্দেহং রক্ষন্ সন্ নিশান্তস্তান্তঃপুরস্ত কান্তানাং  
নর্ভনোপদেষ্টা সন্ অস্ত গুরোরত্যন্তমন্তরঙ্গো বভূব ॥ ৮৪ ॥

সুবিজ্ঞ সচিবগণ নৃপশরীরে ( কোন এক স্বর্গীয়  
পদার্থ প্রবিষ্ট হইয়াছে ) জানিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁ-  
হাকে বশীকরণ করিবার নিমিত্ত নৃপতির কমল-  
লোচনা কামিনীদিগকে আদেশ করেন । ৮২ ।

যে সমস্ত কামিনীকে আদেশ করা হয়, তাহা-  
দিগের স্থললিত সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়াদি  
কার্য্যে সংলগ্ন চিত্ত থাকিয়া, ঐ মুনিবর সমাধি  
বিস্মরণ পূর্বক সম্পূর্ণরূপে সাধারণ মনুষ্যের মত  
অবস্থা সকল প্রকাশ করিলেন । ৮৩ ।

অনন্তর গোরক্ষ গুরুর প্রবৃত্তি জানিতে



তত্রৈকদা তত্ত্বনিবোধনেন নিবৃত্তরাগঃ নিজ-  
দেশিকং সঃ। যোগানুপূর্বীমুপদিষ্ট্য নিত্যো যথা  
পুরং প্রাক্তনমেব দেহম্ ॥ ৮৫ ॥

হস্তেদৃশোহয়ং বিষয়ানুরাগঃ কিকোঙ্কিরেতো-  
ত্রতথগুণেন। কিং নোদয়েৎ কিল্বিসমুল্লগং তে  
কৃত্যং ভবানেব কৃতী বিবেক্তুম্ ॥ ৮৬ ॥

তত্র তস্মিন্ দেশে একস্মিন্ কালে তত্ত্বনিবোধনেন নিবৃত্ত-  
রাগঃ নিজগুরুং স গোরক্ষঃ যোগানুপূর্বীমুপদিষ্ট্য যথাপূর্বং  
প্রাক্তনমেব দেহং নিত্যে ॥ ৮৫ ॥

তথা চৈবংবিধোহয়ং ! বিষয়ানুরাগঃ কিকোঙ্কিরেতোত্রত-  
থগুণেনোদয়ং পাপং কিং তে নোদয়েদপি তুদয়েদেব। তথা চ  
যৎকর্তব্যং তত্ত্ববানেব বিবেক্তুং কৃতী সমর্থঃ ॥ ই০ ॥ ৮৬ ॥

পারিয়া নানা উপায়ে গুরুর দেহ রক্ষা করিতে  
বাসনা করেন। অনন্তর অন্তঃপুর বাসিনী কামিনী  
গণের নৃত্য শাস্ত্রের উপদেষ্টা হইয়া গুরুবরের  
একান্ত অন্তরঙ্গ হইলেন। ৮৪।

কোন সময়ে ঐ দেশে তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলন  
দ্বারা বিষয় বাসনা সমস্ত নিবৃত্ত জানিয়া গোরক্ষ  
আপনার গুরুকে আনুপূর্বিক যোগশাস্ত্রের উপ-  
দেশ দেওয়াতে তখন তাঁহার পূর্ব মত দেহ  
হইল। ৮৫।

হায়! এরূপ অপূর্ব বিষয়ানুরাগ! উদ্ভ-  
রেতা, তাপসগণের অনুষ্ঠিত ব্রতের খণ্ডন হইলে  
আপনার কি ভীষণ পাপ উদয় হইবে না? কিন্তু  
এক্ষণে যাহা কর্তব্য কার্য্য তাহা আপনিই একবার  
বিবেচনা করিয়া দেখুন। কারণ, আপনি সমস্ত  
বিষয়ে কৃতী ও দক্ষ বলিয়া বিখ্যাত। ৮৬।

ব্রতমন্মদীয়মতুলং ক মহৎ ক চ কামশাস্ত্রমতি-  
গচ্ছ'মিদং। তদভীষ্যন্তে ভগবতৈব যদি ছনবস্থিতং  
জগদিহৈব ভবেৎ ॥ ৮৭ ॥

অধিমেদিনি প্রথয়িতুং শিথিলং ধৃতকঙ্কণস্য  
যতিধর্ম্মমিমম্। ভবতঃ কিমন্ত্যবিদিতং তদপি  
প্রণয়ান্ ময়োদিতমিমং ভগবন্! ॥ ৮৮ ॥

কিঞ্চান্মদীয়মতুলং মহদব্রতং ক কচেদমতিনিদ্যং কামশাস্ত্রং  
তদপি ভবতৈব যদীষ্যতে তর্হ্যস্মি'ল্লোকে জগদনবস্থিতমেব  
ভবেৎ। তথাচোক্তং যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স  
বৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্তত ইতি ॥ প্র০ ॥ ৮৭ ॥

ইদং ন ময়া বিদিতং জ্ঞাপিতং সর্বজ্ঞদ্বাতব কিন্তু প্রেমো-  
দিতমিত্যাহ শিথিলমিমং যতিধর্ম্মং ভূমৌ প্রকটয়িতুং ধৃতকঙ্কণস্ত  
গৃহীতপ্রতিজ্ঞস্ত ভবতোহবিদিতং কিমন্তি ন কিমপি তথাপি  
হে ভগবন্! প্রণয়াদিদং ময়োক্তম্ ॥ ৮৮ ॥

আর ভাবিয়া দেখুন, আমাদিগের একমাত্র  
অনুষ্ঠেয় ও অনুপম ব্রহ্মচর্য্য ব্রতই বা কোথায়?  
এবং এই নিন্দনীয় কামশাস্ত্রই বা কোথায়? তথাপি  
যদি আপনি ঐ নিন্দনীয় কামশাস্ত্রে রত হইতে  
অভিলাষ করেন, তবে ইহলোকে এই জগৎ অন-  
বস্থাদোষে কলুষিত হইবে। শাস্ত্রেও কথিত হই-  
য়াছে :—“মহৎ লোকে যেরূপ কার্য্য করিবেন,  
ইতরলোকে তাহাই করিবে। শ্রেষ্ঠলোকে যাহা  
প্রমাণ করিবেন, সাধারণ লোকে তাহারই অনু-  
গামী হইয়া থাকে।” ৮৭।

আমিও আপনাকে কেবল প্রণয়বশতঃ জানাই-  
তেছি, নতুবা আপনার কিছুই অবিদিত নাই।  
দেখুন—জগতে লুপ্তপ্রায় যতিধর্ম্ম প্রচার করিবার  
নিমিত্ত আপনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন। সুতরাং  
আপনার সমস্ত বিষয়ই জানা আছে। ৮৮।

স নিশম্য পদ্মচরণস্য গিরং গিরতি স্ম গীষ্পতি-  
সমপ্রতিভঃ । অবিগীতমেব ভবতা কথিতং শৃণু  
সৌম্য ! বচ্মি পরমার্থমিদম্ ॥ ৮৯ ॥

অসঙ্গিনো ন প্রভবন্তি কামা হরৈরিবাভীরবধু-  
সখস্য । বজ্রোলিযোগপ্রতিভূঃ স এব বৎসাব-  
কীর্ণিত্ববিপর্যয়ো নঃ ॥ ৯০ ॥

এবং পদ্মপাদবাক্যমুদাহৃত্যাচার্য্যশ্চ তদুদাহর্তুমাহ । পদ্মপাদশ্চ  
বচঃ শ্রুত্বা বাচস্পতিতুল্যা প্রতিভা যন্ত স উক্তবান্ । যদ্যপি  
হুয়া অমিন্দিতমেব কথিতং তথাপি হে সৌম্য ! শ্রোতুং সাব-  
ধানো ভব পরমার্থমিদং কথয়ামি ॥ ৯১ ॥

কিং ভূতিত্যপেক্ষায়ামাহ । অসঙ্গিন আসক্তিবিমুক্তশ্চ  
কামাঃ ন প্রভবন্তি । তত্র দৃষ্টান্তঃ গোপবধুসখশ্চ শ্রীকৃষ্ণশ্চেব ।  
কিঞ্চ বা বজ্রোলিসংজ্ঞিকযোগপ্রতিভূমিঃ স এব হে বৎস ! নোহ-  
স্মাকমবকীর্ণিত্বস্য রেতঃপাতেন ক্ষতব্রতত্বস্য বিপর্যয়স্তদভাবঃ  
তস্য রেত আকর্ষণসামর্থ্যসম্পাদকত্বাৎ ॥ উঃ ॥ ৯০ ॥

এইরূপে পদ্মপাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃহ-  
স্পতির তুল্য প্রতিভা-শক্তি-সম্পন্ন আচার্য্য শঙ্কর  
তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন । যদ্যপি তোমার  
কথা সমস্তই সত্য, তথাপি হে সৌম্য ! তুমি সাব-  
ধান হইয়া শ্রবণ কর । আমি যাহা বলিতেছি,  
ইহা কদাচ মিথ্যা হইবার নহে । ৮৯ ।

গোপবধু সকল যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গিনী হই-  
য়াও তাঁহার মনোহরণ করিতে পারে নাই, তদ্রূপ  
যে ব্যক্তি বৈষয়িক পদার্থের উপর বীতরাগ হইয়া-  
ছেন, বিষয়বাসনা সকল কখনই তাঁহার মনো-  
হরণ করিতে পারে না । হে বৎস ! বজ্রোলি  
নামে যে যোগের এক প্রতিভূমি আছে, তাহা  
দ্বারাই জানিবে আমাদিগের রেতঃপাতে কোন  
যতিব্রতের হানি হয় না । ৯০ ।

সঙ্কল্প এবাখিলকামমূলং স এব মে নাস্তি স-  
মস্য বিঘোঃ । তন্মূলহানৌ ভবপাশনাশং কর্তুঃ  
সদা স্যান্তবদোষদৃষ্টেঃ ॥ ৯১ ॥

অবিচার্য্য যন্ত বপুরাদ্যহমিত্যভিমন্ততে জড়-  
মতিঃ স্তদৃঢ়ম্ । তমবুদ্ধতত্ত্বমধিকৃত্য বিধিপ্রতিষেধ-  
শাস্ত্রমখিলম্ ॥ ৯২ ॥

কিঞ্চ সঙ্কল্প এবাখিলাভিলাষস্য মূলং স এব কৃষ্ণতুল্যস্য  
মম নাস্তি । তথাচ সदैব সংসারদোষদৃষ্টেঃ কর্তুরপি কামমূলস্য  
সঙ্কল্পস্য হানৌ সত্যাং ভবপাশনাশঃ স্যাৎ ॥ ৯১ ॥

নম্বেবং তর্হি বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং নিষ্ফলং শ্রাদিত্তি চেৎ  
তত্রাহ । যন্ত দেহাদ্যবিচার্য্য দেহাদেজর্জড়াদিনাহনাত্মত্বমবিচা-  
র্য্যাহমিত্যহং প্রত্যালম্বনমাত্মানং স্তদৃঢ়মভিমন্ততে যতো জড়-  
বুদ্ধিস্তমবুদ্ধতত্ত্বমধিকৃত্য সর্বং বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রং সফলম্ ॥ প্রঃ ॥  
৯২ ॥

মনের সঙ্কল্পই জানিবে সমস্ত অভিলাষের মূল  
কারণ । শ্রীকৃষ্ণের যেমন সঙ্কল্প না থাকাতে  
কামের আবির্ভাব হয় নাই, তদ্রূপ আমিও কাম-  
পদার্থের উপর কিছুতেই অনুরক্ত নয় । সংসা-  
রের উপর যদি দোষ প্রকাশ করা যায়, তবে  
তাঁহার কামকারণ সঙ্কল্পের ক্ষয় হয়, ভবপাশের  
মোচন হয় । ৯১ ।

ইহাদ্বারা বিধিনিষেধশাস্ত্রও কখন নিষ্ফল হ-  
ইতে পারে না । যে জন্ম দেহাদির বিচার না  
করিয়া অথচ দেহাদির জড়ত্ব অনুসারে আত্মতত্ত্ব  
বিচার না করে, তাহা দ্বারাই “অহম্” এই অহ-  
জ্ঞাবের আলম্বনস্বরূপ আত্মাকে দৃঢ়রূপে ধিবেচনা  
করিতে পারা যায় । এই কারণে জড়মতি কখনই  
তত্ত্ব বুঝিতে অধিকারী হয় না । সুতরাং সমস্ত

কৃতধীশ্বনাশ্রমমবর্ণমজাত্যববোধমাত্রমজমেকর-  
সম্। স্বতয়াবগত্য ন ভজেমিবসম্মিগমশ্চ মুগ্ধি  
বিধিকিঙ্করতাম্ ॥ ১৩ ॥

কলশাদিমুৎপ্রভবমস্তি যথা মৃদমস্তুরা ন জগ-  
দেবমিদম্। পরমাত্মজন্মমপি তেন বিনা সময়ত্রে-  
য়হপি ন সমস্তি খলু ॥ ১৪ ॥

এবমজ্ঞস্তাধিকারিণঃ সত্বাধিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রসাকল্যমুক্তা।  
তত্ত্ববিদোহধিকারাবাবমাহ। কৃত্য সম্পাদিতা মহাবাক্যজ্ঞা  
ধীর্ধেন স ত্বাশ্রমাদিবিনির্মুক্তমাত্মানমাত্মত্বেনাবগত্য বেদান্তপ্র-  
তিপাদ্যস্বরূপত্বান্নিগমস্য মুগ্ধি বসন্ বিধিকিঙ্করতাং ন ভজেত  
বিধিগ্রহণং প্রতিষেধস্যাপ্যপলক্ষণম্ ॥ ১৩ ॥

নববস্ত্রমেব ভোক্তব্যং কৃতং কৰ্ম শুভাশুভং। নাভুক্তং ক্ষী-  
ন্নতে কৰ্ম কল্পকোটিশতৈরপীত্যাদিবচনৈঃ কৰ্মফলভোগস্যাবশ্য-  
কত্বাবগমাৎ কথং তেন তত্ত্ববিদোহসম্বন্ধ ইত্যশঙ্ক্য বাচারম্ভণং  
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি ঞ্জ্যুত্কট্টান্তেন

বিধিনিষেধ শাস্ত্র যে সফল হইবে, ইহা কিছুতেই  
বিচিত্র নহে। ১২।

এইরূপে যদি অজ্ঞ অধিকারী হয়, তাহার বিধি-  
নিষেধ শাস্ত্রসকল সফল হইয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্ব-  
জ্ঞানীর কিছুতেই অধিকার হইতে পারে না।  
“তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!” এই বেদান্তের মহাবাক্য  
দ্বারা যাহার সৎ বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, সেই ব্যক্তি  
বর্ণাশ্রমশূন্য, জাতিশূন্য, জ্ঞানমাত্র, অজ এক ও  
অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে আত্মরূপে অবগত হইয়া  
বেদান্তশাস্ত্রের মস্তকে বসতি করিয়া বিধি ও নি-  
ষেধশাস্ত্রের সেবা করিতে তখন আর বাসনাও করে  
না। ১৩।

“সকলেরই শুভাশুভ কৰ্ম অবশ্য ভোগ ক-  
রিতে হয়। শতকোটি কল্পেও অভুক্ত কৰ্মের ক্ষয়

কথমজ্যতে জগদশেষমিদং কলয়ন্ মুষেতি হৃদি  
কৰ্মফলৈঃ। ন ফলায় হি স্বপনকালকৃতং হৃকৃতাদি  
জাত্বনৃতবুদ্ধিহতম্ ॥ ১৫ ॥

কালত্রেয়েহপ্যাত্মব্যতিরিক্তশ্চ প্রপঞ্চস্যাভাববিচারণেন তস্য মুষা-  
ত্বনিশ্চয়াদিত্যাহ। ঘটাদ্যং মৃৎপ্রভবং বস্তু যথা মৃদং বিনা  
নাস্তি। তথা পরমাত্মজন্মমিদং জগদপি পরমাত্মানং বিনা কাল-  
ত্রেয়েহপি নাস্তি। তদন্তত্বমারম্ভণশব্দাদিত্য ইতি ত্রায়াৎ কল্পিত-  
স্যাধিষ্ঠানানতিরিক্তত্বং প্রসিদ্ধমিতি তৎস্বার্থঃ ॥ ১৪ ॥

তথাচৈবং প্রকারেণ সৰ্বং জগন্নিথ্যেতি হৃদ্যত্মসন্দধানঃ  
কৰ্মফলৈর্ন কেনাপি প্রকারেণ লিপ্যতে, হি যস্মাৎ স্বপ্নকালকৃতং  
স্বকৃতং হৃকৃতং চ মৃদাবুদ্ধিহতত্বাৎ কদাচিদপি ফলায় ন ভবতি  
॥ ১৫ ॥

হয় না।” ইত্যাদি বচনে স্পষ্টই জানা যাইতেছে  
যে, কৰ্মফল ভোগ করিবার শাস্ত্র যখন স্পষ্ট  
বিদ্যমান রহিয়াছে, তখন তত্ত্বজ্ঞানীর কৰ্মফল-  
ভোগের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। “বাচারম্ভণং  
বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” হরি,  
গোপাল ইত্যাদি নাম কেবল বিকৃতিমাত্র, কিন্তু  
জগতে মৃত্তিকাই সত্য। ইত্যাদি বেদোক্ত দৃষ্টান্ত  
দর্শনে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই ত্রিকালেও  
আত্মব্যতিরিক্ত কোন পদার্থ নাই, এরূপ বিচার  
করিয়া অন্য পদার্থ মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয় হইয়া  
থাকে। কারণ, মৃত্তিকা-প্রাচুর্ভূত ঘটাদি বস্তু যে-  
মন মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ পর-  
মাত্মজন্য এই জগৎ পরমাত্ম ভিন্ন কোন কালে  
আর কিছুই নহে। বস্তুতঃ আমরা কল্পনা করিয়া  
যে সমস্ত বস্তু দর্শন করিয়া থাকি, উহা ঈশ্বরের  
অধিষ্ঠান বস্তু ভিন্ন আর কিছুই নহে। ১৪।

এইরূপ প্রকারে “সমস্ত জগৎ মিথ্যা” বলিয়া

তদয়ং করোতু হয়মেধশতানি বিপ্রহন-  
নাত্থ বা । পরমার্থবিম্ স্কৃতৈতচ্ছিন্নিতৈরপি লি-  
প্যতেহস্তমিতকর্তৃতয়া ॥ ৯৬ ॥

অবধীং ত্রিশীর্ষমদদাচ্চ যতীন্ বৃকমণ্ডলায় কু-  
পিতঃ শতশঃ । বত লোমহানিরপি তেন কৃত্য ন  
শতক্রতোরিতি হি বহুচর্গীঃ ॥ ৯৭ ॥

তত্ত্বাদয়মশ্বমেধশতানি করোতু অথবা অসংখ্যাতানি বিপ্র-  
হননানি করোতু তথাপি পরমার্থবিৎ স্কৃতৈতচ্ছিন্নিতৈশ্চ ন লি-  
প্যতে, লেপকারণস্য কর্তৃত্বস্য নিবৃত্তাদিতি হেতুমাং অস্তং গত-  
কর্তৃত্বয়েতি ॥ ৯৬ ॥

অয়মমিতানি ব্রহ্মহননানি বা করোতু তথাপি ছিন্নিতৈর্ন  
লিপ্যত ইত্যুক্তং তত্র প্রমাণাকাজ্জায়াং ত্রিশীর্ষাং ত্র্যষ্টমহন্নর-  
মুখান্যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ প্রায়চ্ছত্তস্য মে তত্র লোমপি ন

হৃদয়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আর কখনই  
কর্মফলে লিপ্ত হইতে হয় না । যেরূপ স্বপ্নদর্শনে  
স্কৃত ও ছুক্ত কার্য্য সকল মিথ্যা বুদ্ধি দ্বারা নষ্ট  
হইয়া ফলোৎপাদন করিতে পারে না, ইহাও ত-  
দ্রূপ জানিবে । স্বপ্নে রাজনগরী, উদ্যানাদি অথবা  
শ্মশানভূমি দর্শন করিলে তাহাতে কোন শুভাশুভ  
ফল ঘটিতে পারে না, কারণ, ঐ স্বপ্নদর্শন মিথ্যা-  
জ্ঞান বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে । ৯৫ ।

অতএব কোন ব্যক্তি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করুক,  
অথবা অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা করুক, তথাপি  
পরমার্থবিৎ লোকে কিছুতেই শুভাশুভ কর্মে  
লিপ্ত হয় না । কারণ, তৎকালে তত্ত্বজ্ঞানীর সমস্ত  
কর্তৃত্ব বোধ একেবারে অস্তমিত হইয়া যায় । ৯৬ ।

কোন লোকে যদি অসংখ্য অসংখ্য ব্রহ্মহত্যা  
করিয়াও পাপ-লিপ্ত না হয়, তদ্বিষয়ে বেদই প্র-

বহুদক্ষিণৈরযজত ক্রতুভির্বিবুধানতর্পয়দসংখ্য-  
ধনৈঃ । জনকস্তথাপ্যভয়মাপ পরং ন তু দেহযোগ-  
মিতি কাণুবচঃ ॥ ৯৮ ॥

মীয়তে স যো মাং বেদ নহ বৈ তস্য কেনচন কর্মণা লোকো  
মীয়তে ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়েতি প্রতিমর্থতঃ পঠতি । ত্রিশি-  
রসং ত্রষ্টপুত্রং বিশ্বরূপমিন্দ্রোহবধীং । তথা রৌতি যথার্থং শব্দমত-  
তীতি বৃহদাস্ত্রবাক্যং তদ্ যেমাং মুখে নাস্তীতি তানরমুখান  
শতশঃ যতীন্ শালাবৃকসমূহায় কুপিতঃ সন্ অদাং, তথাপি শত-  
ক্রতোরিন্দ্রস্য তেন কর্মণা লোমহানিরপি নৈব কৃত্যতি ঋথে-  
দিনাং বাগিত্যর্থঃ ॥ ৯৭ ॥

হয়মেধশতানি করোতু তথাপি স্কৃতৈর্ন লিপ্যত ইত্যুক্তাপি  
প্রমাণমাহ । জনকো বহুদক্ষিণৈঃ ক্রতুভির্দেবানযজৎ তথাহসং-  
খ্যধনৈরতর্পয়ৎ তথাপি কেবলং সর্বভয়শূন্যং পরমানন্দস্বরূপং

মাণ । “ত্রিশীর্ষাং ত্র্যষ্টমহন্নরমুখান্ যতীন্ শালা-  
বৃকেভ্যঃ প্রায়চ্ছত্তস্য মে তত্র লোমপি ন মীয়তে  
স যো মাং বেদ ন হ বৈ তস্য কেনচন কর্মণা  
লোকো মীয়তে ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যা ।” অসার্থ  
ইন্দ্র ত্রিমস্তক ত্রষ্টপুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছি-  
লেন । যে সমস্ত যতিদিগের মুখ হইতে বেদান্ত  
বাক্য উচ্চারিত হয় না, এরূপ শতসংখ্যক যতি-  
দিগকে ইন্দ্র কুপিত হইয়া গৃহপালিত ক্ষুদ্রকায়  
ব্যাঘ্রদিগের মুখে দান করিয়াছিলেন । তাহাতে  
ইন্দ্রের একগাছি লোম পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় নাই ।  
সেই ইন্দ্রকে জানিতে পারিলে চৌর্য্যবৃত্তি কি  
ভ্রূণহত্যা দ্বারা তাহার কিছুই হয় না । এই কথা  
বহুচর্চদিগের চিরপ্রসিদ্ধ আছে । ৯৭ ।

কোন লোকে যদি শত অশ্বমেধ যাগ করে  
তথাপি তিনি পুণ্যম্পৃষ্ট হন না । এই বিষয়েও  
বেদ প্রমাণ রহিয়াছে । “জনকো বৈদেহো বহু-



ন বিহীযতে হি রিপুবদুর্জিতৈর্ন চ বর্দ্ধতে জ-  
নকবৎ স্কৃত্তৈঃ । ন স তাপমেত্যকরবৎ ছুরিতং  
কিমহং ন সাধ্বকরবৎ ত্বিত্তি চ ॥ ৯৯ ॥

মোক্ক্ষং প্রাপ ন তু তৎফলভোগায় দেহসম্বন্ধমাপেতি কাণ্বানাং  
বচনম্ । তথাচ শ্রুতিঃ । জনকো বৈদেহো বহুদক্ষিণেন যজ্ঞে-  
নেজ্ঞে অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোহসীত্যাদ্য ॥ ৯৮ ॥

ফলিতমাহ । তথাচ তত্ত্ববিদ্বত্তরিপুরিজ্ঞানদ্বং ছুরিতৈর্ন  
জীযতে তথা জনকবৎ স্কৃত্তৈশ্চ ন বর্দ্ধতে । কিঞ্চ স তত্ত্ববিদহং  
ছুরিতং কিমর্থমকরবৎ সাধু কর্ম চ কিমর্থং নাকরবমিতি তাপ-  
মপি ন প্রাপ্তোহসীত্যর্থঃ । তথাচ শ্রুতিস্তৎ স্কৃত্ততদুচ্ছৃতে বিধুত  
এনং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবৎ কিমহং পাপমক-  
রবমিত্যাদ্য ॥ ৯৯ ॥

দক্ষিণেন যজ্ঞেনেজ্ঞে অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তো-  
হসি ।” অস্যার্থ—মিথিলাধিপতি জনকরাজা বহু-  
দক্ষিণায়ুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি  
উভয়পদ প্রাপ্ত হয়েন ; এবং সংখ্যাভীত ধনদানে  
পরিতুষ্ট করেন । এ কার্য্যেও রাজর্ষি জনক সর্ব-  
ভয়শূন্য, পরমানন্দস্বরূপ, কেবল মোক্ষ লাভ  
করেন, কিন্তু তাহার ফলভোগ করিবার নিমিত্ত  
তিনি দৈহিক সম্বন্ধ একেবারেই প্রাপ্ত হন নাই,  
এ কথাও বেদে কাণ্বশাখাধ্যায়ীদিগের চিরপ্রসিদ্ধ  
আছে । ৯৮ ।

ফল কথা তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি কদাচ বৃত্তশত্রু  
ইন্দ্রের তুল্য একেবারে পাপশূন্যও হন না—অথচ  
জনক রাজার মত একেবারে পুণ্যবৃদ্ধিও হয় না ।  
(আমি কি নিমিত্ত পাপকার্য্য করিয়াছি, আমি কি  
নিমিত্ত পুণ্য কর্ম করি নাই) তত্ত্বজ্ঞানী লোকে  
ইহার জন্য কোন সম্ভাপ অনুভব করেন না । এই  
বিষয়ে শ্রুতিও আছে “তৎ স্কৃত্ততদুচ্ছৃতে বিধুত

তদনঙ্গশাস্ত্রপরিশীলনমপ্যমুনৈব সৌম্য ! করণেন  
কৃতম্ । ন হি দোষকৃত্তদপি শিষ্টসরণ্যবনর্থমন্তব-  
পুৱেত্য যতে ॥ ১০০ ॥

ইতি সংকথাঃ স কথনীয়য়শা ভবভীতিভঞ্জন-  
করীঃ কথয়ন্ । স্কুরাসদং চরণচারিজনৈর্গিরিশৃঙ্গ-  
মেত্য পুনরেব জর্গো ॥ ১০১ ॥

তত্ত্বমাদ্ যদ্যপি কামশাস্ত্রপরিশীলনং হে সৌম্য ! অনেনৈব  
করণেন বপুষা কৃতমপি ন চ দোষকৃত্ত তথাপি শিষ্টসরণীপরি-  
পালনার্থমন্তশরীরং প্রাপ্য যজ্ঞং কৰোমি ॥ ১০০ ॥

ইত্যেবং ভবভয়ভঞ্জনকরীঃ সংকথাঃ কথয়ন্ কথনীয়ং যশো  
যন্ত স চরণচারিজনৈরতিহৃষ্টাপমদ্রিশৃঙ্গং প্রাপ্যথ গিরিশৃঙ্গ-  
প্রাপ্ত্যনন্তরং স শ্রীশকরো ভূয়োহপ্যবাচ ॥ ১০১ ॥

এনং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাকরবৎ কিমহং  
পাপমকরবম্” অস্যার্থ—স্কৃত্ত তদুচ্ছৃত কার্য্য তত্ত্ব-  
জ্ঞানীকে একেবারে পরিত্যাগ করে এবং ঐ জ্ঞানী  
ব্যক্তি পাপ পুণ্যের নিমিত্ত কখন উপতপ্ত  
হন না । ৯৯ ।

হে সৌম্য ! যদ্যপি এই শরীরে কামশাস্ত্রের  
অনুশীলন করিলেও আমি কিছুতেই দোষভাগী  
হইব না বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি, তথাপি  
শিষ্টাচার এবং সাধুসেবিত পদ্ধতি রক্ষণার্থে অন্য  
শরীর প্রাপ্ত হইবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছি । ১০০ ।

এরূপ ভবভয় ভঞ্জন কারক সাধু বাক্য বলিতে  
বলিতে মহাযশস্বী আচার্য্য, (যে সকল লোকে  
পদব্রজে গমন করিয়াও যে গিরিশৃঙ্গ স্পর্শ করিতে  
পারে না) আজি সেই দুস্প্রাপ্য অদ্রি শৃঙ্গ প্রাপ্ত  
হইয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন । ১০১ ।

অথ সাহনুপশ্যত বিভাতি গুহাপুরতঃ শিলা  
সমতলা বিপুলা । সরসী চ তৎপরিসরেহচ্ছজলা  
ফলভারনম্রতরুরম্যতট। ॥ ১০২ ॥

পরিপাল্যতামিহ বসন্তিরিদং বপুরপ্রমাদমন-  
বদ্যগুণাঃ ! । অহমাস্থিতস্তুচ্ছচিতং করণং কলয়ামি  
যাবদসমেযুকলাম্ ॥ ১০৩ ॥

ইতি শিষ্যবর্গমনুশাস্ত্র যমিপ্রবরো বিসৃষ্ট-  
করণোহধিগুহম্ । মহিপশ্য সূক্ষ্মগুরুযোগবলো  
বিশদাতিবাহিকশরীরযুতঃ ॥ ১০৪ ॥

যদ্বাচ তদ্বাহরতি । গুহায়াঃ পুরতঃ সমং তলং যন্তাঃ সা  
বিপুলা শিলা বিভাতি । তথা তন্তা গুহায়াঃ পরিসরে প্রাস্তভূমৌ  
স্বচ্ছজলা পুনশ্চ ফলানাং ভারেন নষ্টৈর্বৃক্ষৈ রম্যং তটং যন্তাঃ  
সা সরসী বিভাতি হে বিনেয়াঃ ! অনুপশ্যত ॥ ১০২ ॥

তথাচ যাবৎ কামকলাজানায়োচিতং শরীরমাস্থিতোহহং  
বিষমেযুকলামভুবামি তাবদন্তাঃ শিলায়াং বসন্তির্হে অনবদ্য-  
গুণাঃ ! ইদং চ মদ্বপুরপ্রমাদং যথা শ্রাতুয়া পরিপাল্যতামিত্যর্থঃ  
॥ ১০৩ ॥

ঐ গুহার সম্মুখে এক প্রকাণ্ড সমতল শিলা-  
খণ্ড শোভা পাইতেছে । ঐ গুহার প্রান্তভূমে  
নির্মল জলপূর্ণ এক প্রকাণ্ড জলাশয় বিরাজমান  
রহিয়াছে । হে বিনীত শিষ্যগণ ! তোমরা অব-  
লোকন কর, ফলভর নত তরুরাজি দ্বারা ঐ জলা-  
শয়ের উভয় তীর কেমন রমণীয় হইয়াছে । ১০২ ।

আমি যতকাল কামকলা জানিবার জন্য সমু-  
চিত দেহ প্রাপ্ত হইয়া কামকলা অনুভব করিব,  
হে নির্মল চরিত্রে শিষ্যগণ ! তোমরা ততকাল  
পর্যন্ত এই শিলাতলে উপবেশন করিয়া সারধান-  
পূর্বক আমার এই শরীর রক্ষা করিতে থাক । ১০৩ ।

অঙ্গুষ্ঠমারভ্য সমীরণং নয়ন্ করকুমার্গাদ্বহি-  
রেত্য যোগবিৎ । করকুমার্গেণ শনৈঃ প্রবিষ্টবান্  
মৃতস্য যাবচ্চরণাগ্রমেকধীঃ ॥ ১০৫ ॥

গাত্রং গতাসৌর্বস্বধাধিপশ্য শনৈঃ সমাস্পন্দত  
হৃৎপ্রদেশে । তথোদমীলময়নং ক্রমেণ তথোদতিষ্ঠৎ  
স যথা পুরৈব ॥ ১০৬ ॥

ইত্যেবং শিষ্যবর্গমনুশাস্ত্র গুহায়াং তাক্তদেহ উরুযোগবল  
আতিবাহিকেন জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্মেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিরূপেণ লিঙ্গ-  
শরীরেণ যুতো যমিনাং প্রবরঃ শ্রীশঙ্করোহমরকাভিধস্ত ক্রিতিপশ্য  
কায়মবিশৎ ॥ ১০৪ ॥

কণং বিসৃষ্টদেহস্তচ্ছরীরং প্রবিষ্টবানিত্যপেক্ষায়াং তৎপ্র-  
কারং দর্শয়তি । স্বশরীরস্তাঙ্গুষ্ঠমারভ্য দশমদ্বারপর্য্যন্তং প্রাণবায়ুং  
নয়ন্ সন্ শিরোরকুমার্গাদ্বহিরাগত্য মৃতস্য রাজদেহস্য চরণাগ্র-  
পর্য্যন্তং করকুমার্গেণ শনৈঃ প্রবিষ্টবান্ এবং সতাপোকবুদ্ধিরেব  
॥ উ০ ॥ ১০৫ ॥

এইরূপে শিষ্যবর্গদিগকে অনুশাসন করিয়া  
পর্ব্বতগুহায় দেহ পরিত্যাগ করিলেন, এবং অসীম  
যোগবলে আতিবাহিক অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মে-  
ন্দ্রিয়, প্রাণ মন ও বুদ্ধিরূপ লিঙ্গশরীর সংযুক্ত হইয়া  
যতিবর শঙ্কর অমরক ভূপতির শরীরে প্রবেশ  
করিলেন । ১০৪ ।

প্রথমে আপনার শরীরের অঙ্গুষ্ঠ হইতে আরম্ভ  
করিয়া, দশমদ্বার পর্য্যন্ত প্রাণবায়ুর সঞ্চালন-  
পূর্ব্বক মস্তকের রক্ত পথ হইতে বাহিরে আসিয়া  
মৃত রাজদেহের মস্তকের রক্ত পথ দিয়া চরণাগ্র  
পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করেন । যখন তিনি  
এইরূপ গভীর কার্যে ত্রুতী ছিলেন তখনও তিনি  
একাগ্রচিত্ত । ১০৫ ।

আদৌ তদঙ্গমুদয়নমুখকান্তি পশ্চান্নাসান্তনি-  
র্যদনিলং শনকৈঃ পরস্তাৎ । উন্মীলদজ্জিচলনং  
তদনুদ্যদক্ষি ব্যাকোচমুখিতমুপাভবলং ক্রমেণ ॥ ১০৭ ॥

তং প্রাপ্তজীবমুপলভ্য পতিং প্রভূতহর্ষস্বনাঃ  
প্রমুদিতাননপঙ্কজাস্তাঃ । নার্যো বিরেজুররুণো-  
দয়সম্প্রফুল্লপদ্মাঃ সসারসরবা ইব বারিজিহ্বাঃ ॥ ১০৮ ॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ । মৃতকস্য ভূমিপতের্গাত্রং  
অংপ্রদেশে শনৈঃ সমাপ্পন্দত সমাক্ প্রচলিতম্ । তথা হস্তাদি-  
চলনক্রমেণ নয়নমুদমীলয়ৎ । তথা স রাজা যথাপূর্বমেবোদতিষ্ঠৎ  
॥ ১০৬ ॥

ক্রমেণ হ্যুক্তং তত্র কেন ক্রমেণেত্যাকাজ্জয়াং ক্রমং নিরু-  
পয়তি । আদৌ তস্যাস্তং গাত্রমুদয়ন্তী মুখকান্তির্বাগ্নিন্ তথাভূতং  
পশ্চান্নাসান্তনির্গচ্ছন্ প্রাণবায়ুর্বাগ্নিন্ শনকৈঃ পশ্চাদ্ উন্মীলচরণ-  
যোশ্চলনং যন্তিন্ ততঃ পশ্চাদ্ দ্যোতয়েত্যাব্যাকোচঃ সঙ্কোচ-  
বিনিমোহো যন্তিনিত্যেবং ক্রমেণোপাভবলং সঙ্কুচিতম্ ॥ ১০৭ ॥

তং প্রাপ্তজীবং পতিমুপলভ্য প্রভূতো হর্ষযুক্তঃ শব্দো বাগাং  
প্রমুদিতানি মুখকমলানি যাসাং তা নার্যো বিরেজুঃ । তত্র

মৃত রাজার গাত্রে প্রথমে হৃদয়দেশ ধীরে  
ধীরে কম্পিত হইল । অনন্তর করচরণাদি কম্পিত  
হইলে নয়ন উন্মীলিত হইল, এবং রাজা অবিলম্বে  
পূর্বমত উঠিয়া বসিলেন । ১০৬ ।

অগ্রে দেহের অবয়বসমষ্টির মধ্যে মুখশ্রী  
লক্ষিত হইল । পশ্চাৎ নাসারন্ধ্রের মধ্য দিয়া  
প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে বহিতে লাগিল । ধীরে ধীরে  
চরণযুগল কম্পিত হইলে নেত্রদ্বয়ের সঙ্কুচিত  
ভাব নষ্ট হইল । এই রূপে ক্রমে ক্রমে বলাধান  
হইলে নরপতি ধরাশয়্য্য পরিত্যাগ পূর্বক স্পর্শ-  
রূপে উখিত হইলেন । ১০৭ ।

অরুণোদয় হইবার পর প্রফুল্লকমলযুক্ত এবং

হর্ষং তাসামুদিতমতুলং বীক্ষ্য বামেক্ষণানামাত্ত-  
প্রাণং নৃপমপি মহামাত্যমুখ্যাঃ প্রহৃষ্টাঃ । দধুঃ  
শঙ্খান্ পণবপটহান্ ছন্দুভীংশ্চাভিজম্মুস্তেষাং ঘোষঃ  
সপদি বধিরীচক্রিরে দ্যাং ভুবঞ্চ ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তৎসার্বভৌমোপায়গোচরঃ ।

সঙ্কল্পপশঙ্করজয়ে সর্গোহয়ং নবমোহভবৎ ॥

দৃষ্টান্তঃ অরুণোদয়েন সম্প্রকুলানি কমলানি বাহু তাঃ সারসানাং  
শব্দেন সহিতাঃ পুষ্করিণ্য ইব ॥ ১০৮ ॥

তাসাং বামেক্ষণানামুদিতং হর্ষং বীক্ষ্য নৃপতিমপি আত্ম-  
প্রাণং বীক্ষ্য মহামাত্যপ্রমুখ্যাঃ প্রহৃষ্টাঃ সন্তঃ শঙ্খান্ পূরিতবতঃ  
পণবাदीন্ বাদ্যবিশেষাংশ্চাভিজম্মুস্তেষাং শঙ্খাদীনাং শব্দঃ দ্যাং  
ভূমিং চ বধিরীচক্রিরে মন্দাক্রান্তা ॥ ১০৯ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-

শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারসুহৃদনপতিকৃতে

শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে নবমঃ সর্গঃ ॥ ৯ ॥

সারস পক্ষীর কলরবে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী সকল  
যজ্রপ শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তজ্রপ রাজম-  
হিবী সকল পতিকে জীবিত দেখিতে পাইয়া,  
আনন্দে শব্দ করিতে লাগিল এবং মুখ সকল  
প্রফুল্ল কমল কুহুমের তুল্য শোভা পাইতে  
লাগিল । ১০৮ ।

তৎকালে বামনয়না কামিনীগণের অতুল্য হর্ষ  
দেখিয়া এবং নরপতি পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন  
দর্শন করিয়া প্রধান প্রধান অমাত্যগণ যথেষ্ট হর্ষ-  
চিত্ত হইল । অনন্তর আনন্দে শঙ্খ, পণব, ঢকা  
ও ছন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যরবদ্বারা মঙ্গিগণ তৎক্ষণাৎ  
স্বর্গ ও মর্ত্যলোক এককালে বধির করিয়া ফে-  
লিল । ১০৯ ।

ইতি মাধবীয় সংক্ষেপ শঙ্কর জয়ে নবম সর্গ ।

## অথ দশমঃ সর্গঃ ।



অথ পুরোহিতমস্ত্রিপুৰঃসরৈর্নরপতিঃ কৃতশাস্তি-  
ককর্মভিঃ । বিহিতমাস্ত্রলিকঃ স যথোচিতং নগর-  
মাস্থিতভদ্রগজো যযৌ ॥ ১ ॥

সমধিগম্য পুরে পরিসাস্থিতপ্রিয়জনঃ সচিবৈঃ  
সহ সন্মতৈঃ । ভুবমপালয়দাদৃশাসনো নৃপতি-  
ভির্দ্বিবমিস্ত্র ইবাধিরাট্ ॥ ২ ॥

এবং সার্বভৌমপায়াং সপ্রপঞ্চঃ নিরুপা কামকলাতৎ স-  
পরিকরং প্রপঞ্চয়িতুমারভতে । অথানন্তরং কৃতশাস্তিককর্মভিঃ  
পুরোহিতাদিভির্ধথোচিতং বিহিতমাস্ত্রলিকঃ আহ্বিতো মঙ্গল-  
গজো যেন স নরপতিঃ নগরং যযৌ ক্রতবিলম্বিতম্ ॥ ১ ॥

পুরং সমধিগম্য পরিসাস্থিতঃ প্রিয়জনো যেন নৃপতিভি-  
রাদৃশং শাসনং যস্য সঃ অধিরাট্ সন্মতৈঃ সচিবৈঃ সহ দিবমিস্ত্র  
ইব ভুবমপালয়ৎ ॥ ২ ॥

### দশম সর্গ ।

আচার্য্য যে সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান্ ছিলেন  
তাহা পূর্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে, এক্ষণে  
কামকলা তত্ত্ব সবিস্তরে নিরূপণ করিবার নিমিত্ত  
পুনর্ব্বার উপক্রম করা হইতেছে । অনন্তর পুরো-  
হিতগণ শাস্তি কর্ম করিয়া নরপতির যথোচিত  
মাস্ত্রলিক কার্য্য করিবার পর—মঙ্গলসজ্জায় সজ্জিত  
কোন এক হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া শীঘ্র  
তিনি আপনার রাজধানী গমন করিলেন । ১ ।

রাজধানীতে গমন করিয়া আত্মীয় কুটুম্বদি-  
গকে সাস্থনা করিতে লাগিলেন । সকলেই নৃপ-

ইতি নৃপত্বমুপেত্য বহুধ্বজরামবতি সংযমিভূভূতি  
মস্ত্রিণঃ । তমধিকৃত্য পরং কৃতসংশয়া ইতি জজলপু-  
রনল্লধিয়ো মিথঃ ॥ ৩ ॥

মৃতিমুপেত্য যথা পুনরুত্থিতঃ প্রকৃতিভাগ্য-  
বশেন তথা ত্বয়ম্ । নরপতিঃ প্রতিভাতি ন পূর্ব্ববৎ-  
সমুদিতাখিলদিব্যগুণোদয়ঃ ॥ ৪ ॥

ইত্যেবং নৃপত্বং প্রাপ্য যতিরাজে শ্রীশঙ্করে ভূমিমবতি সতি  
তং পরমধিকৃত্য তস্মিন্ পরশ্চিন্ননল্লবুদ্ধয়ো মস্ত্রিণঃ কৃতসংশয়াঃ  
সন্তঃ পরস্পরমূচুঃ ॥ ৩ ॥

জল্লনমেবোদাহরতি । মৃতিমুপেত্য প্রজাভাগ্যবশেন যথা  
পুনরুত্থিতস্তথৈব প্রকৃতিভাগ্যবশেনৈবায়ং ন পূর্ব্ববৎ প্রতিভাতি  
কিন্তু সমুদিতানামখিলানাং দিব্যগুণানামুদয়ো যস্মিন্ স্তথাভূতঃ  
প্রতিভাতীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

তির শাসন কার্য্যে সমাদর করিতে লাগিল । পরে  
ইন্দ্র যেরূপ স্বর্গ পালন করিয়া থাকেন তদ্রূপ  
মাননীয় অমাত্যবর্গের সহিত ঐধিপতি ভূপতি  
পুনরায় পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন । ২ ।

এই রূপে যতিরাজ শঙ্কর নৃপত্বপদ প্রাপ্ত  
হইয়া, পৃথিবী পালন করিবার পর মহাবুদ্ধিমান্  
অমাত্যগণ প্রধান রাজার অধিকারে বাস করিয়া  
সংশয়ান্বিত চিত্তে পরস্পর কথোপকথন করিতে  
লাগিল । ৩ ।

যিনি মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইয়াও প্রজাবর্গের  
ভাগ্যবশতঃ যেমন পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়াছেন



বহু দদাতি যযাতিবদর্থিনে বদতি গীষ্পতিবদ-  
গিরমর্থবিৎ । জয়তি ফাল্গুনবৎ প্রতিপার্শ্বান্  
সকলমপ্যবগচ্ছতি শর্কবৎ ॥ ৫ ॥

অনুসবনবিস্তৃত্বৈরপূর্বৈর্বিবর্তরণপৌরুষশৌর্য্য-  
ধৈর্য্যপূর্বৈঃ । অনিতরশূলভৈগু'গৈর্বিভাতি ক্ষিতি-  
পতিরেষ পরঃ পুমানিবাদ্যঃ ॥ ৬ ॥

গুণানেবোপবর্ণয়তি । অর্গিনে যযাতিবদ্ধনং দদাতি । তথা-  
হয়মর্থবিৎ বাচস্পতিবদ্রিণং বদতি । প্রতিরাঙ্কোহর্জুনবজ্জয়তি ।  
সর্বমপি মহাদেববজ্জানাতি ॥ ৫ ॥

অনুসবনং সর্বদা বিসরণশীলৈরপূর্বৈঃ দাতৃত্বাদিভিনাশ্মিন  
শূলভৈগু'গৈরেষ ভূমিপতিরাদ্যঃ পরঃ পুমান্ পরমাশ্বেব বি-  
ভাতি । পুষ্পিতাগ্রাবৃত্তম্ ॥ ৬ ॥

সত্য, কিন্তু তদ্রূপ প্রজাপুঞ্জের শুভাদৃষ্ট বশতঃ  
পূর্বমত শোভা পাইতেছেন না কেন? অথচ  
নিখিল স্বর্গীয় গুণসমষ্টি বিরাজিত হওয়াতে অপূর্ব  
শোভা ধারণ করিয়াছেন । ৪ ।

যযাতি রাজা যেরূপ যাচকদিগকে ধন দান  
করিতেন, ইনিও তদ্রূপ ধন দান করিতেছেন ।  
ব্রহ্মপতি যেরূপ অর্থপূর্ণ বাক্য সর্বদা ব্যবহার  
করিতেন, ইনিও তদ্রূপ অর্থবিশিষ্ট বাক্য  
বলিতেছেন । অর্জুন যেরূপ বিপক্ষ নৃপতিদিগকে  
জয় করিতেন, তদ্রূপ ইনিও বিপক্ষ ভূপতি সকল  
জয় করিতেছেন । মহাদেব যেরূপ সর্বজ্ঞ বলিয়া  
বিখ্যাত, ইনিও তদ্রূপ সর্বজ্ঞতাপ্রাপ্তি লাভ করি-  
য়াছেন । ৫ ।

আদি পরম পুরুষ যদ্রূপ সর্বগুণালঙ্কৃত, তদ্রূপ  
এই ক্ষিতিপতি প্রত্যেক যজ্ঞে অনন্য সাধারণ  
বিতরণ, পৌরুষ, শৌর্য্য ও ধৈর্য্য প্রভৃতি অপূর্ব

অনুভূত তরবঃ সুপুষ্পিতাগ্রা বহুতরদৃষ্টদৃষ্টাশ্চ  
গোমহিষ্যঃ । ক্ষিতিরভিমতবৃষ্টিরাঢ্যশস্য। স্ববি-  
হিতধর্ম্মরতাঃ প্রজাশ্চ সর্বাঃ ॥ ৭ ॥

কালস্তিষ্যঃ সর্বদোষাকরোহপি ত্রেতামতো-  
ত্যদ্য রাজ্ঞঃ প্রভাবাৎ । তস্মাদস্মদ্রাজবশ্ম'প্রবিশ্য  
প্রাঐশ্বর্য্যঃ শাস্তি কশ্চিদ্রিজীম্ ॥ ৮ ॥

তদয়ং গুণবারিধির্যথা প্রতিপদ্যেত ন পূর্বকং

কিঞ্চ বৃক্ষা অনুভূত পুষ্পিতাগ্রাঃ গোমহিষ্যশ্চ বহুতরদৃষ্ট-  
দৃষ্টাঃ ক্ষিতিশ্চাভিমতা বৃষ্টির্যজ্ঞাং সা আঢ্যশস্য। প্রজাশ্চ সর্বাঃ  
স্ববিহিতধর্ম্মরতাঃ ॥ ৭ ॥

কিং বহুনা অদ্য রাজ্ঞঃপ্রভাবাৎ সর্বদোষাকরোহপি কলি-  
কালস্ত্রেতামতিক্রামতি তত উৎকৃষ্টো ভবতি । তস্মাৎ প্রাঐশ্বর্য্যঃ  
কশ্চিদ্রাজ্ঞঃ শরীরং প্রবিশ্য পৃথিবীং শাস্তি শালিঃ ॥ ৮ ॥

বিস্তৃত গুণে বিভূষিত হইয়া বিরাজমান থাকি-  
তেন । ৬ ।

যে সময়ে যেরূপ ফলপুষ্প হওয়া আবশ্যক,  
তরু সকল অসময়ে তদ্রূপ পুষ্পিত ও ফলিত  
হইয়াছে । গো ও মহিষ সকল প্রচুর দুগ্ধ দান করি-  
তেছে । পৃথিবীতলে অভিমত বৃষ্টি হইতেছে এবং  
প্রচুর শস্য জন্মিতেছে । প্রজা সকল আপন আপন  
বিহিত ধর্মে একান্ত রত রহিয়াছে । ৭ ।

অধিক কি বলিব অদ্য মহারাজের প্রভাবে স-  
মগ্র দোষের আধার স্বরূপ এই কলিকাল ত্রেতাযুগ  
অতিক্রম করিয়া তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট হইয়াছে ।  
তাহারই প্রতাপে কোন ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন লোক  
আমাদের রাজশরীরে প্রবশে পূর্বক ধরণী শাসন  
করিতেছেন । ৮ ।

বপুঃ । করবাম তথেতি নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ সচিবাঃ  
পরস্পরম্ ॥ ৯ ॥

অথ তে ভুবি যস্য কস্যচিদ্বিগতাসৌৰ্বপুরন্তি  
দেহিনঃ । অবিচার্য্য তদাশু দহতামিতি ভৃত্যান্  
রহসি ন্যযোজয়ন্ ॥ ১০ ॥

অথ রাজ্যধুরং ধরাধিপঃ পরমাণ্ডেযু নিবেশ্য  
মদ্রিষু । বুভুজে বিষয়ান্ বিলাসিনীসচিবোহন্য-  
ক্ষিতিপালদূর্লভান্ ॥ ১১ ॥

তত্ত্বাদয়ঃ গুণসমুদ্রো যথাপূৰ্ণং শরীরং ন প্রাপ্যুয়ান্তথা  
করবামেত্যেবং সচিবাঃ পরস্পরং নিশ্চয়ং কৃতবন্তঃ বিয়োগিনী  
॥ ৯ ॥

অথৈবং নিশ্চয়করণানন্তরং যন্ত কশ্চিন্মৃতকন্ত দেহিনঃ  
শরীরং ভূমাবহি তদবিচার্য্যাসু দহতামিত্যেব ভৃত্যানেকান্তে  
ন্যযোজয়ন্ ॥ ১০ ॥

এবং মদ্রিণাং জল্পনাদি নিকৃপা রাজ্যচরিতং বর্ণনিত্বমপক্র-  
মতে । অথ রাজদেহপ্রবেশাদানন্তরং ভূমিপঃ পরমাণ্ডেযু মদ্রিষু  
রাজ্যভারং নিবেশ্য বিলাসিনীসহায়োহন্যভূমিপালানাং দূর্লভান্  
বিষয়ান্ বুভুজে ॥ ১১ ॥

অনন্তর অমাত্যবর্গ পরস্পর নিশ্চয় করিল,  
এই গুণসিন্ধু ভূপতি যেরূপে আর না পূর্ব শরীর  
প্রাপ্ত হন, আইস আমরা সেই বিষয়ে যত্নবান  
হই । ৯ ।

এইরূপে নিশ্চয় করিয়া ভৃত্যদিগকে গোপনে  
আদেশ করিলেন যে, যদি তোমরা কোন মৃত  
ব্যক্তির ভূতলে দেহ দেখিতে পাও, তবে তোমরা  
আবলম্বে সেই দেহ দগ্ধ করিবে । ১০ ।

পরে নরপতি ঐ রাজদেহে প্রবেশ করিবার  
পর অত্যন্ত বিশ্বস্ত অমাত্য বর্গের উপর রাজ্যভার  
সংস্থাপন করিয়া বিলাসিনী কামিনী গণের সহিত

ক্ষটিকফলকে জ্যোৎস্নাশুভ্রে মনোজ্ঞশিরো-  
গৃহে বরযুবতিভির্দৌব্যন্নকৈর্দুরৌদরকেলিষু । অধর-  
দশনং বাহ্যবাহং মহোৎপলতাড়নং রতিবিনিময়ং  
রাজাহকার্ষীদ গ্লহং বিজয়ে মিথঃ ॥ ১২ ॥

অধরজন্তুধাশ্লেষাদ্রচ্যঃ স্তগন্ধিমুখানিলব্যতিকর-  
বশাৎ কান্তা করাত্তমতিপ্রিয়ম্ । মধুমদকরং পায়ং  
পায়ং প্রিয়াঃ সমপায়য়ৎ কনকচর্ষকৈরিন্দুচ্ছায়া-  
পরিস্কৃতমাদরাৎ ॥ ১৩ ॥

জ্যোৎস্নাবচ্ছুর্তে ক্ষটিকফলকে মনোজ্ঞানি শিরোগৃহাণি  
উপবর্ষণানি যস্মিন্ তস্মিন্ দুরৌদরকেলিষু দ্যুতকারকীড়াশ্চ  
অজৈর্দৌব্যন্ সন্ রাজা মিথো জয়ে অধরদশনং বাহ্যবাহং  
ভুজেনোদ্রহনং মহোৎপলেন তাড়নং রতিবিপর্য়ায়ং গ্লহং পণ-  
মকার্ষীৎ । হরিণীরত্নং রসগুগহটয়ঃ, নৌমৌমৌগোপদা হরিণী  
তদেতি লক্ষণাৎ ॥ ১২ ॥

অধরাজাতায়াঃ স্তথায়াঃ শ্লেষাদ্রচ্যঃ স্তগন্ধিমুখানিলব্যতিকর-  
বশাৎ স্তগন্ধিকান্তানাং করেভ্যঃ প্রাপ্তনত এদ্যতিপ্রিয়ং মদকব-

(অন্যান্য ভূপতিগণ যে সমস্ত বৈবয়িক স্তম্ভভোগ  
করিতে পারে না) সেই সমস্ত দূর্লভ উপভোগ্য  
বিষয় সকল ভোগ করিতে লাগিলেন । ১১ ।

জ্যোৎস্নার তুল্য শুভ্রবর্ণ এবং মনোহর মস্ত-  
কের গৃহ (বালিস) পূর্ণ ক্ষটিকময় বেদিভূমির উপরে  
পাশক্রীড়া করিয়া নরেশ্বর পাশক্রীড়ক দিগের  
সহিত প্রধান প্রধান যুবতি কামিনী দিগকে কি  
রূপে জয় করিব এই বিষয়ে অধর দশন, বাহ্যদ্বারা  
উর্দ্ধে উত্তোলন, প্রশস্ত পদ্যপুষ্প দ্বারা তাড়না  
এবং বিপরীত বিহার, এই সমস্ত বিষয় পণ  
করিলেন । ১২ ।

অধরস্তম্ভার স্পর্শে একান্ত মনোরম ; মুখ মারু-

মধুমদকলং মন্দস্বিন্নং মনোহরভাষণং নিভৃত-  
পুলকং সীংকারাচ্যং সরোরুহসৌরভম্ । দরমুকু-  
লিতাক্ষীষলজ্জং বিস্মত্বরম্মথং প্রচরদলকং কান্তা  
বল্লং নিপীয় কৃতী নৃপঃ ॥ ১৪ ॥

বিসৃতজঘনং সন্দর্শোষ্ঠং প্রণুপয়োধরং প্রসূত-  
ভণিতং প্রাপ্তোৎসাহং রণনৃগণিমৈখলম্ । নিভৃত-

মিন্দুচ্ছায়য়া চন্দ্রপ্রতিবিম্বেন পরিস্কৃতং মধুমদ্যং কামং যথেষ্টং  
পীত্বা পীত্বা প্রিয়াঃ সমপায়য়ৎ ॥ ১৩ ॥

মধুমদেন কলনবাক্তাক্ষরং মন্দস্বিন্নমীষৎস্বেদযুক্তং মনোহরং  
ভাষণং যস্মিন্ নিভৃতগোমাকং সীংকারাচ্যং কমলজ সৌরভ-  
বৎ সৌরভং যন্ত বিস্মত্বরঃ প্রসরণশীলো মন্মথো যত্র এবংবিধং  
কান্তামুখং নিপীয় নৃপঃ কৃতকৃত্যোহভূৎ ॥ ১৪ ॥

বিস্তৃভে আবরণরহিতে জঘনে যস্মিন্ সন্দর্শোহধরোষ্ঠৌ  
যস্মিন্ প্রণুরৌ প্রকর্ষণে পীড়িতৌ স্তনৌ যস্মিন্ প্রসূতং ভণিতং

তের সম্বন্ধ বশতঃ স্তনক যুক্ত ; কামিনীগণের কর-  
স্পর্শে অপেক্ষাকৃত রমণীয় ; মত্ততার একমাত্র  
কারণ ও চন্দ্র প্রতিবিম্বে অত্যন্ত পরিস্কৃত সুরা  
যথেষ্ট পরিমাণে পান করিয়া অবশেষে স্বর্ণময়  
পানপাত্র দ্বারা সমাদরের সহিত ভূপতি প্রেয়সী  
দিগকেও সুরা পান করাইলেন । ১৩ ।

মদ্যপানে ও মদন প্রাচুর্য্যাবে যাহাতে অব্যক্ত  
ও অক্ষুট বাক্য উচ্চারিত, যাহাতে ঈষৎ ঘর্ম্মবিন্দু  
বিরাজমান ; যাহাতে মনোহর বচন শোভা পাইয়া  
থাকে ; যাহাতে অল্প অল্প রোমাঞ্চের চিহ্ন লক্ষিত ;  
যাহাতে সীংকার ধ্বনি সর্ব্বদা প্রকাশমান ; কমল  
কুহুমের তুল্য যাহার সৌরভ ; মদন যাহাতে আধি-  
পত্য করিয়া থাকে ; কামিনী গণের এরূপ অপূর্ব্ব  
মুখ পান করিয়া মহারাজ কৃতকৃতার্থ হই-  
লেন । ১৪ ।

করণং নৃত্যদগাত্রং গতেতরভাবনং প্রসূমরসুখং  
প্রাচুর্ভূতং কিমপ্যপদং গিরাম্ ॥ ১৫ ॥

মনসিজকলাতত্বাভিজ্ঞো মনোজ্ঞবিচেষ্টিতঃ  
সকলবিষয়ব্যাবৃত্তাক্ষঃ সদানুস্মতোত্তমঃ । কৃতকুচ-

রতিকৃজিতং যস্মিন্ প্রাপ্ত উৎসাহো যস্মিন্ রণশ্রী মণিমৈখলা  
যস্মিন্ নিভৃতমাগাদিতং করণং ক্রিয়াভেদঃ সংবেশনং বা যস্মিন্  
করণং হেতুকর্ম্মণোঃ । ক্রিয়াভেদেদ্রিয়ক্ষেত্রকায়সংবেশনেন  
চেতি মেদিনী । নৃত্যস্তি গাত্রাণি যস্মিন্ গতা ইতরস্ত ভাবনা  
যস্মাত্তথাভূতং বাচ্যমগম্যং কিমপ্যতিশয়িতং সুখং প্রাচুর্ভূত-  
মিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

তত্রাপি ব্রহ্মানন্দমেবাবভূদিত্যাহ । মনসিজেনি শ্রদ্ধাপ্রীতী  
রতিশৈচব ধৃতিঃ কীর্ত্তিশ্চনোভবা । বিমলা মোদিনী ঘোরা  
মদনোৎপাদিনী মদা । মোহিনী দীপনী চৈব জ্ঞেয়া বশকরী  
তথা । রঞ্জনী চৈব মদনা কলাঃ স্ত্র্যঙ্গেষু সর্ব্বশঃ । দক্ষিণাঙ্গং  
সমাশ্রিত্য আশিরশ্চরণাবধি । পাদে গুল্ফে তথোরৌ চ ভগ্নে  
নাভৌ কুচে হৃদি । কক্ষে কণ্ঠে তথোষ্ঠে চ গণ্ডে নেত্রে ঞ্জা  
বপি । ললাটে চ নিরোদেশে বসেৎ কানন্তিথিক্রমাৎ । দক্ষে

যাহাতে জঘন যুগল আবরণ শূন্য ; যাহাতে  
অধর দংশন স্পর্শ লক্ষিত ; যাহাতে স্তন দ্বয় অত্যন্ত  
পীড়িত ; যাহাতে রতিধ্বনি বিস্তারিত, যাহাতে  
সর্ব্বদাই উৎসাহ উপস্থিত ; যাহাতে মণিময় চন্দ্র-  
হার নিরত শব্দ করিয়া থাকে ; যাহাতে নানাবিধ  
ক্রিয়া অথবা শয়নের পরিপাটী লক্ষিত ; যাহাতে  
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল সর্ব্বদা নৃত্য করিতে থাকে ;  
যাহার নিকটে আর অন্য কোন ভাবনা থাকে না ;  
তৎকালে ঝক্কোর অগোচর এরূপ এক অনির্ব্বচ-  
নীয় সুখ ভূপতির উদ্ভূত হইল । ১৫ ।

শ্রদ্ধা, প্রীতি, রতি, ধৃতি, কীর্ত্তি, মনোভবা  
বিমলা, মোদিনী, ঘোরা, মদনোৎপাদিনী, মদা,  
মোহিনী, দীপনী, বশকরী, রঞ্জনী ও মদনা এই

গুরুপাস্ত্যাত্যন্তঃ স্ননির্বৃত্তমানসো নিধুবনবরব্রহ্মা-  
নন্দঃ নিরর্গলমম্বভূৎ ॥ ১৬ ॥

পুরেব ভোগান্ বুভুজে মহীভূৎ স ভোগিনীভিঃ  
সহিতোহপ্যরংস্ত । কন্দর্পশাস্ত্রানুগতঃ প্রবীণৈ-  
র্বাংস্যায়নে তচ্চ নিরৈক্ষতাক্ষা ॥ ১৭ ॥

পুংসঃ স্ত্রিয়া বামে গুরু কৃষ্ণে বিপর্যায়ঃ । ইত্যুক্তপ্রকারেণ মন-  
সিজন্ত কামস্ত কলাস্বভিজ্ঞো মনোজ্ঞঃ বিচেষ্টিতঃ যন্ত সকল-  
বিনয়েন ব্যাপারগুণানীস্ত্রিয়াণি যন্ত সদাহনুসৃত্যঃ প্রমদোত্তমা  
যেন কৃতা যা কুচলক্ষণগুরুপাসনা তয়াহত্যন্তঃ স্ননির্বৃত্তমস্তঃ-  
করণং যন্ত স নিরর্গলঃ নিরাবাধঃ নিধুবনঃ মৈথুনং মৈথুনঃ  
নিধুবনঃ রতমিত্যমরঃ । তত্র বরো যঃ ব্রহ্মানন্দস্তমম্বভূতবান্  
হরিণী ॥ ১৬ ॥

সমস্ত কামকলা স্ত্রীলোকের সকল অঙ্গে অবস্থিতি  
করে । দক্ষিণ অঙ্গ আশ্রয় করিয়া মস্তক হইতে চরণ  
পর্য্যন্ত, তন্মধ্যে চরণে গুল্ফদেশে, (গুড়মুড়ো) উরু,  
ভগ, নাভি, স্তন, হৃদয়, কক্ষপ্রদেশ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, গণ্ড,  
নেত্র, কর্ণ, ললাট ও মস্তকদেশে তিথির ক্রমানু-  
সারে কাম বসতি করিয়া থাকে । গুরুপক্ষে পুরু-  
ষের দক্ষিণ ভাগে এবং রমণীর বামভাগে কাম অব-  
স্থিতি করে । কৃষ্ণপক্ষে পুরুষের বামভাগে এবং  
রমণীরও বাম ভাগে কাম অবস্থিতি করে । শাস্ত্রোক্ত  
এই সকল নিয়মে ভূপতি কাম কলা বিষয়ে অভিজ্ঞ  
হইলেন ; মনোহর চেষ্টা হইল ; সমস্ত বিষয়কার্য্যে  
ইন্দ্রিয় সকল স্বস্থ ব্যাপারে নিযুক্ত হইল ; সুন্দরী  
প্রমদা দিগকে বশীভূত করিলেন ; স্তনরূপ গুরুদে-  
বের উপাসনা করিয়া অন্তঃকরণ অত্যন্ত নির্মল  
হইল ; ফলতঃ এইরূপে তিনি অনর্গল সুরত  
প্রধান ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন । ১৬ ।

বাংস্যায়নপ্রোদিতসূত্রজাতং তদীয়ভাষ্যঞ্চ নি-  
রীক্ষ্য সম্যক্ । স্বয়ং ব্যধভাভিনবার্থগর্ভং নিবন্ধমেকং  
নৃপবেশধারী ॥ ১৮ ॥

স মহীভূৎ পুরেব ভোগিনীভিঃ প্রমদাভিঃ সহিতো ভোগান্  
বুভুজে । বাংস্যায়নে প্রবীণৈঃ সহিতশ্চ কামশাস্ত্রানুগতোহরংস্ত  
তচ্চ কন্দর্পশাস্ত্রং স্বয়ং সাক্ষাদ্ দৃষ্টবান্ ॥ উ० ॥ ১৭ ॥

তদদৃষ্টা নিবন্ধমেকং চকারেত্যাহ । বাংস্যায়নে প্রো-  
দিতং ত্রিবর্গপ্রতিপত্তিঃ বিদ্যাসমুদ্দেশঃ নাগরিকং বৃত্তং নায়ক-  
সহায়দূতিকর্ম্মবিমর্শঃ প্রমাণকালভাবেভ্যোরত্যবস্থাপনং প্রীতি-  
বিশেষাঃ আলিঙ্গনবিচারাঃ চুম্বনবিকল্পাঃ নখরদর্শনজাতয়ঃ  
দর্শনচ্ছেদ্যবিধয়ঃ দেখ্যা উপচারাঃ সংবেশনপ্রকারাঃ চিত্র-  
রতানি প্রহরণযোগাঃ তদ্যুক্তশ্চ সীৎকৃতোপক্রমাঃ পুরুষায়িতং  
পুরুষোপস্থত্যানি ঔপরিষ্টকং রতারস্তাবসানিকং রতবিশেষাঃ  
প্রণয়কলহ ইত্যাদি সমাসব্যাসাঙ্ককং সূত্রজাতং তদীয়ং ভাষ্যং  
চ সম্যক্ নিরীক্ষ্যাভিনবার্থগর্ভমেকং নিবন্ধমমরকাখ্যানৃপবেশ-  
ধারী ব্যধন্তেত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

মহীপতি পূর্ব্বমত ভোগ বিলাসিনী কামিনী  
গণের সহিত উপভোগ্য বস্তু সকল ভোগ করিতে  
লাগিলেন । বাংস্যায়ন শাস্ত্রে (কামশাস্ত্রে) ষাঁহা-  
রা প্রবীণ তাঁহাদের সহিত কামশাস্ত্রের অনুশীলনে  
অত্যন্ত রত হইলেন । পরে ঐ কামশাস্ত্র স্বয়ং  
যথার্থরূপে পরিদর্শন করিলেন । ১৭ ।

অনন্তর ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ লাভ ;  
বিদ্যার সমুদ্দেশ ; নাগরিক ব্যক্তিদিগের চেষ্টা চ-  
রিত্র ; নায়কদিগের সহায় স্বরূপ দূতিগণের সহিত  
কার্য্য পরামর্শ ; প্রমাণ, সময় ও পদার্থ বিশেষ হ-  
ইতে রতির অবস্থাপন ; বিশেষ প্রীতি সকল ; আ-  
লিঙ্গনের বিচার ; কিরূপে চুম্বন করিতে হয় তাহার  
প্রণালী ; নখজাতি ও দন্তজাতি কি প্রকার ; দর্শন  
দ্বারা কি কি বিষয়ের ছেদন করিতে হয় ; দেশীয়



পারাশর্য্যবনিভূতি প্রবিষ্ট রাজ্ঞো বর্ষে'বং বি-  
হরতি তদ্বিলাসিনীভিঃ । দৃষ্ট্বা তৎসময়মতীতমস্য  
শিষ্যা রক্ষন্তো বপুরিতরেতরং জজ্ঞলুঃ ॥ ১৯ ॥

এবং রাজদেহপ্রবেশানন্তরং কৃতং তদীয়ং চরিতং নিরূপ্য  
তচ্ছিত্রচিত্রং বর্ণয়িতুমপক্রমতে । পরাশরেন প্রোক্তং ভিক্ষুহৃত-  
মদীত ইতি পাশরী যতিঃ পাশর্য্যপি মন্তরীতামরঃ । তেষা-  
ম'বনিভূতি রাজ্ঞি শ্রীশঙ্করে রাজ্ঞঃ শরীরং প্রবিষ্টো'বং তদ্বিলা-  
সিনীভির্বিহরতি সতি তস্যাগমনকালং তৎসময়ে'বং মাসমাত্রং বা  
বাতিক্রান্তং দৃষ্ট্বা অস্য শিষ্যাঃ শরীরং রক্ষন্তঃ পরস্পরং জজ্ঞলুঃ  
প্রহর্ষণী ॥ ১৯ ॥

উপচার ; কত প্রকার শয়ন আছে তাহার রীতি ;  
বিচিত্র বিচিত্র সুরত কার্য্য ; কিরূপে সুরতকালে  
কামিনী দিগকে প্রহার করিতে হয় তাহার অনু-  
ষ্ঠান ; প্রহারযুক্ত রমণীগণের শীৎকারদির  
উপক্রম ; পুরুষভাব ধারণ ; কখন বা পুরুষের অনু-  
সরণ করিবার প্রণালী ; উপরি উল্লিখিত সুরতার-  
স্তের কিরূপে অবসান করিতে হয় তাহার রীতি ;  
বিশেষ বিশেষ রতি ও প্রণয় কলহ ইত্যাদি বাৎ-  
স্যায়নপ্রণীত সমষ্টি ও ব্যষ্টি ক্রমে কামশাস্ত্রের সূত্র  
সকল এবং সূত্র ভাষ্য সকল সম্যাক্রূপে নিরীক্ষণ  
করিয়া অমরক রাজবেশ ধারী শঙ্কর, অভিনব অর্থ  
পূর্ণ এক নিবন্ধ নির্মাণ করিলেন । ১৮ ।

যতিরাজ শঙ্করাচার্য্য রাজশরীরে প্রবেশ করিয়া  
এইরূপে বিলাসিনী রমণী গণের সহিত বিহার ক-  
রিবার পর তাঁহার আগমন কাল ও তাঁহার প্র-  
তিজ্ঞা অতীত দেখিয়া আচার্য্যের শরীর রক্ষক  
শিষ্য সকল পরস্পর কথোপকথন করিতে লা-  
গিল । ১৯ ।

আচার্য্যেরবধিরকারি মাসমাত্রং সোহতীতঃ  
পুনরপি পঞ্চষাশ্চ ঘণ্টাঃ । অদ্যাপি স্বকরণমেত্যা  
নঃ সনাথান্ কতুং তন্মনসি ন জায়তেহনুকম্পা ॥ ২০ ॥

কিং কুর্ম্যঃ কনু যুগয়ামহে ক যামঃ কো জানমিহ  
বসতীতি নোহভিদধ্যাৎ । বিজ্ঞাতুং কথমিমমী-  
শ্মাহে বিচিন্ত্যাপ্যাসিকু ক্ষিতিতলমন্যাগাত্রগূঢ়ং ॥ ২১ ॥

তজ্জলনমদাহরতি । আচার্য্যো'ম্যাসমাত্রমবধিঃ কৃতঃ সো-  
হতীতঃ । পুনরপি পঞ্চ ষড়্ বা দিনানি বাতীতানি অদ্যাপি স্ব-  
শরীরং প্রবিষ্টো'ম্যান্ সনাথান্ কতুং তস্য মনসি করুণা ন  
জায়তে ॥ ২০ ॥

তস্মাৎ কিং কুর্ম্যঃ ক গচ্ছামঃ ন তু কচিৎ গতা কশ্চন প্র-  
ষ্টব্য ইত্যশঙ্ক্যঃ জানন্ সন্ ইহ বসতীতি নঃ অন্তর্ভাৎ কঃ  
অভিদধ্যাৎ, ননু সমুদ্রপর্য্যন্তং ক্ষিতিতলমবিস্ময় স্বয়মেব বিজ্ঞেয়  
ইতি তত্রাতঃ । আসিকু ভূমিতলং বিচিন্ত্যান্ধিয়াপীমং গুরুং  
বিজ্ঞাতুং কিং সমর্থো ভবামো যতোহন্যশরীরে গূঢ়ম্ ॥ ২১ ॥

আচার্য্য একমাস মাত্র সময় নিরূপণ  
করিয়া ছিলেন তাহাও ত এক্ষণে অতীত  
হইয়াছে । তাহাভিন্ন আরও পাঁচ ছয় দিবস গত  
হইল, তথাপি তিনি আপনার শরীরে প্রবেশ ক-  
রিয়া আমাদিগকে সমহার করিবার নিমিত্ত অদ্যা-  
পি তাঁহার হৃদয়ে কোন অনুকম্পা হইল না । ২০ ।

অতএব এক্ষণে আমরা কোথায় যাই ? কি  
করি ? কোথায় অন্বেষণ করিব ? কেবা এইস্থানে  
জানিয়া বাস করিয়া আছেন, যিনি আমাদিগকে  
তাঁহার বিষয় বলিয়া দিবেন ? সমুদ্র পর্য্যন্ত  
সমস্ত ভূমণ্ডল অন্বেষণ করিয়াও আমরা গুরুদেব-  
কে জানিতে পারিব না । কারণ, তিনি এক্ষণে  
অপর দেহে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছেন । ২১ ।

গুরুণা করুণা নিধিনা হৃদুনাযদি নো নিহিতা  
বিহিতা ত্যজিতাঃ। জগতি ক গতির্ভজতাং  
ত্যজতাং স্বপদং বিপদস্তকরং তদিদম্ ॥ ২২ ॥

নিঃশেষেদ্রিয়জাভ্যাহ্বনবাহ্লাদং মুহুন্তত্বতী  
নিত্যাম্লিষ্টরজোযতীশচরণাস্তোজাশ্রয়া শ্রেয়সী।  
নিপ্প্রত্যাহবিজ্ঞ্তমাণবুজিনস্যোদ্বাসনা বাসনা নিঃ-  
সীমা হৃদয়েন কল্লিতপরারম্ভা চিরং ভাব্যতে ॥২৩॥

তথা করুণানিধিগুরুরপি যদি সন্নিধিং ন বিধাস্যতি তহ-  
স্মাকং কাপি গতির্নাস্তীত্যশয়েনাহঃ। করুণানিধিনা গুরুণাহপি  
যদিত্যুক্তা বয়মধুনা সন্নিহিতাস্তর্হি বিপদস্তকরং তৎ স্বপদং  
ভজতাং পুনশ্চেদং সর্বং ত্যজতাং জগতি ক গতি র্ন কাপী-  
ত্যর্থঃ, ইহ তোটকমধুধিসৈঃ প্রথিতম্ ॥ ২২ ॥

নম্বেবভূতগুরুবিরহবতাং ভবতাং কণং জীবনমিতি  
তত্রাহঃ। সর্বোদ্রিয়জাভ্যাহ্বদ্যো নবীননবীনাহ্লাদস্তং মুহ-  
র্কিতত্বতী পুনশ্চ নিত্যাম্লিষ্টম্পৃষ্টং রজো যাভ্যাস্তে রজো-  
গুণলক্ষণপাংসুবিনির্মুক্তত্বতীশস্য চরণকমলে আশ্রয়ো যস্য  
অতএব শ্রেয়সী অতিশ্রেষ্ঠা পুনশ্চ নিপ্প্রত্যাহং নির্কিয়ং যথা-  
স্যাত্তথা বিজ্ঞ্তমাণস্য বুজিনস্যোদ্বাসনা বিনাশিকা নিরবধি-  
রূপা বাসনা সা হৃদয়েন কল্লিতালিঙ্গনা চিরং ভাব্যতে। তথা  
চ গুরুচরণবাসনাভাবনম্বেব জীবনসাধনমিতি ভাবঃ শাঃ ॥২৩॥

করুণাময় গুরুদের আমাদের আশ্রয়কে পরিত্যাগ  
করিয়া গিয়াছেন, তথাপি আমরা এখন পর্যন্ত  
তাঁহার সন্নিধানে বাস করিয়া রহিয়াছি। যদিচ  
আমরা এখনও তাঁহার বিপদস্তকর চরণ যুগল ভ-  
জনা করিতেছি ও সমস্ত পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া  
সংন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি, তথাপি এই জগতে  
তিনি ব্যতীত আর আমাদের কোর উপায় বা  
গতি নাই। ২২।

এখন গুরুর বিরহ বেদনা সহ্য করিয়াও

ফলিতৈরিব সত্বপাদপৈঃ পরিণামৈরিব যোগ-  
সম্পদাম্। সময়েরিব বৈদিকশ্রিয়াং শরীরৈ-  
রিব তত্বনির্গয়েঃ ॥ ২৪ ॥

সধনৈর্নিজলাভবৈভবাং সকুট্টৈশ্চৈরুপশান্তি-  
কান্তয়া। অতদন্যতয়াহখিলাত্মকৈরনুগৃহ্যেয় কদা-  
নু ধামভিঃ ॥ ২৫ ॥

তত্র কেচিদৌৎসুক্যমাবিকূর্ষন্ত আহঃ। সত্বপাদপৈ-  
র্ধ্যবসায়রূপবৃক্ষেঃ ফলিতৈরিব যোগসম্পদাং পরিণামৈরিব  
বৈদিকশ্রিয়াং সময়ের্ভট্টসরিব সময়ঃ শপথে ভাসসম্পদো-  
রিত্তি বিশ্বপ্রকাশঃ। তত্বনির্গয়েঃ শরীরবদ্ধিরিব নিজলাভ-  
বৈভবাং সধনৈরিব উপশান্তিলক্ষণয়া কান্তয়া কলত্রসহিতৈরিব  
তেভ্যোহনুগৃহ্যতাবতয়া সকলাত্মকৈস্তোজোভিঃ কদাহনুগৃহ্যেয়  
অনুগৃহীতা ভূয়ান্মেতি দ্বয়োরর্থঃ বিয়োগিনী ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

আমাদের জীবন পরিত্যাগ না করিবার একমাত্র  
কারণ এই যে, যে বাসনা নিঃশেষে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের  
জড়তা দূর করে, যে বাসনা নব নব আহ্লাদ বার-  
ম্বার প্রদান করে; রজো গুণ এবং চরণের  
ধূলি শূন্য যতিবরের চরণ কমল যে বাসনার আ-  
শ্রয়; যে বাসনা উক্ত কারণে সকলের অগ্রগণ্য  
বলিয়া বিখ্যাত; যে বাসনা প্রকাশ মান পাপরা-  
শি নির্বিঘ্নে বিনাশ করিয়া থাকে, আমরা সেই নির-  
বধি বাসনা হৃদয়ে আলিঙ্গন করিয়া তাহাকেই চি-  
রকাল চিন্তাকরিতেছি। বস্তুতঃ গুরুদেবের চরণ-  
বাসনা চিন্তা করিয়াই আমরা জীবন পরি-  
ত্যাগ করি নাই, এবং তাহাতেই আমাদের জীবনের  
সাধ রহিয়াছে। ২৩।

তন্মধ্যে কোন কোন শিষ্য ঔৎসুক্য প্রকাশ  
করিয়া বলিতে লাগিল। আচার্য্যের জ্যোতি

অবিনয়ং বিনয়মসতাং সতামতিরয়ং তিরয়ন্  
ভবপাবকম্ । জয়তি যো যতিযোগভূতামরো  
জগতি মে গতিমেষ বিধাস্যতি ॥ ২৬ ॥

বিগতমোহতমোহতিমাপ্য যং বিধূতমায়-

তত্র কশ্চিদতীব দুঃখিত আচার্য্য এব মম গতিং বিধাস্যতী-  
ত্যাহ, অসতামবিনয়ং বিনয়ন্ দূরীকূৰ্দ্ধন সতামতিবেগবন্তং সং-  
সারাগ্নিং তিরয়ন্ অপগতং করিষ্যন্ যো যোগভূতাং বরো জগতি  
জয়তি এষ মম গতিং বিধাস্যতি ক্রঃ ॥ ২৬ ॥

কেচিদ্ভূতদর্শনেনৈব শোকসাগরস্য তরণং মদ্বা আহঃ ।

যেন ব্যবসায় বৃক্ষরূপে ফলিত হইয়াছে; ঐ জ্যো-  
তি যেন যোগ সম্পত্তির পরিণাম ; বৈদিক কার্য্য  
পদ্ধতির যে সমস্ত শোভা আছে, আচার্য্যের  
জ্যোতি যেন তাহাদের প্রভারাশি ; তত্ত্ব নির্ণয়  
যেন শরীর ধারণ করিয়া বিদ্যমান ; আপনার  
লাভে ও বৈভবে যেন ঐ জ্যোতি ধনপূর্ণ ;  
শান্তি রমণী সর্বদা নিকটে থাকাতে যেন ঐ তেজ  
কলত্রযুক্ত, ঐ তেজ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু ভুবনে  
বিদ্যমান না থাকাতে অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপক এবং  
সর্বাত্মক ঐ তেজোরশি কবে আমাদিগকে অনুগ্রহ  
করিবে ? । ২৪ । ২৫ ।

কেহ দুঃখ প্রকাশ পূর্বক বলিতে লাগিল—  
আচার্য্যই আমার গতি বরিবেন । যিনি অসজ্জনের  
অবিনয় দূর করিয়া থাকেন ; যিনি সাধুবর্গের অ-  
ত্যন্ত বেগবান্ সংসারাগ্নি দূর করিতে সমর্থ ; জগ-  
তে যত যোগধারী মহাপুরুষ আছেন, তন্মধ্যে  
যিনি সর্বাপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়া থাকেন,  
সেই গুরু অবশ্যই আমার ইহলোক ও পরলো-  
কের গতি বিধান করিবেন । ২৬ ।

তমা যতযোহভবন্ । অমৃতদস্য তদস্য দৃশঃ সূতা-  
ববতরেম তরেম শুগর্গবম্ ॥ ২৭ ॥

শুভাশুভবিভাজকক্ষুরণদৃষ্টিমুষ্টিক্ষয়ঃ ক্ষপাক্ষ-  
মতপাহুদুক্ষধকদম্বকুক্ষিস্তরিঃ । কদা ভবসি মে  
পুনঃ পুনরনাদ্যবিদ্যাভ্যাসঃ প্রমুজ্য গলিতদ্বয়ং পদ-  
মুদঞ্চয়মদ্বয়ম্ ॥ ২৮ ॥

যং বিগতা মোহলক্ষণতমসাং সংহতি র্ম্মান্নিরাবরণতত্ত্বজ্ঞানবন্তং  
প্রাপ্য যতয়ো বিধূতমায়তমা অতিশয়েন বিধূতা কল্পিতা  
মায়া যৈ স্তথাভূতা অভবন্ । তস্যাস্যামৃতপ্রদস্য চক্ষুষো মার্গে  
যদাহবতরেম তদা শোকসমুদ্রং তরেম ॥ ২৭ ॥

সকলানর্থনিবর্তকমদ্বয়ানন্দপ্রাপকং তদীয়মুপদেশঃ শ্রবন্  
কশ্চিদাহ । পুনঃ পুনর্মেহনাদ্যবিদ্যাভ্যাসো বিমুজ্য গলিত-  
দ্বৈতমদ্বয়ং পদমুদঞ্চয়ন্ প্রকাশয়ন্ পুণ্যাপুণ্যবিভাজকক্ষুরণ-  
দৃষ্টিমুষ্টিক্ষয়ঃ সারাকর্ষকঃ রাত্র্যাক্ষকারাশ্রয়েষু মতেষু পাত্হানাং  
মধ্যে যে দুক্ষধকাস্তেবাং দম্বস্য কুক্ষিস্তরিভক্ষকঃ কদা ভবসি  
পৃথিবী ॥ ২৮ ॥

অপরে বলিতে লাগিল, তাঁহার দর্শনমাত্রেই  
আমরা শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব ।  
যাঁহা হইতে সমস্ত মোহ তিমির অপমৃত হইয়া  
থাকে, অর্থাৎ যিনি অবিদ্যারূপ আবরণ শূন্য ;  
জ্ঞানরূপ আলোকে একান্ত প্রদীপ্ত ; তাঁহাকে  
একেবারে প্রাপ্ত হইলে যতিগণ একেবারে মায়া  
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন । অতএব যদি আমরা  
একগুণে সেই অমৃতদাতা আচার্য্যের নয়ন পথে  
অবতীর্ণ হইতে পারি, তাহা হইলে অবাধে শো-  
কার্গব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব । ২৭ ।

“যাঁহা দ্বারা সমস্ত অনর্থ নিবৃত্ত হয় এবং অদ্বৈত  
ব্রহ্মানন্দ অনায়াসে লাভ করিতে পারা যায়”  
কোন লোক আচার্য্যের দীদৃশ উপদেশ শ্রবণ

মর্ত্যানাং নিজপাদপঙ্কজজুযামাচার্য্যবাচা  
যয়া রুদ্ধানো মতিকল্মষঃ স্মিমিহ কিঙ্কর্যাণনির্বা-  
ণয়া । দ্রাণ্ণায়াস্যসি চেৎ স্মধীকৃতপরীহাসস্য  
দাসস্য তে দুঃখাস্তো ন ভবেদিতীভ্য ! স পুনর্জানী-  
হি মীনীহি মা ॥ ২৯ ॥

ইতি খেদমুপেয়ুষি মিত্রজনে প্রতিপন্নয়তি-

কশ্চিৎপ্রতিবিম্বলঃ সন্নবশ্লক্ষণনঃ দেহীত্যাশয়েনাহ । হে  
আচার্য্যেহ জীবদশায়ামেব কিং কুর্ক্যাণং কিঙ্করতাং প্রাপ্তং  
নির্বাণং যস্যাস্তুরা যযা বাচা নিজপাদপঙ্কজাঃ মর্ত্যানাং  
বুদ্ধিকল্মষঃ সমূলং রুদ্ধানস্বঃ শীঘ্রং নায়াস্যসি চেৎসিহি স্মবুদ্ধিভিঃ  
কৃতঃ পরিহাসো যস্য তস্য তে দাসস্য মে দুঃখাস্তো ন ভবে-  
দিতি হে স্তুতা ! স পুনঃ জানীহি মাং মা মীনীহি ন ঘাতয়  
শা ॥ ২৯ ॥

ইত্যেবং মিত্রজনে খেদমুপেয়ুষি সতি পরিজ্ঞাতো যতি-

করিয়া বলিতে লাগিল । তিনি আমার পুনঃ পুনঃ  
অনাদি-অবিদ্যা-জন্ম তম (অজ্ঞান) মার্জিত করিয়া  
দ্বৈতবর্জিত অদ্বৈতপদ প্রকাশ করুন । যিনি পা প-  
পুণ্যের বিভাজক, প্রকাশমান নয়নপথের সারভাগ  
আকর্ষণ করিয়া থাকেন ; রাত্রিকালের অন্ধকারের  
তুল্য যে সমস্ত তমোময় মত আছে, যে সমস্ত পথি-  
কেরা ঐ মতের পথে চলিয়া থাকে, ঐ পান্থদিগের  
মধ্যে যাহারা দুষ্ট, তাহাদিগকে কবে আচার্য্য  
একেবারে গ্রাস করিবেন ? ২৮ ।

কেহবা অত্যন্ত বিকলচিত্তে বলিতে লাগিল,  
শীঘ্র আপনি দর্শন দিয়া আমাকে রক্ষা করুন ।  
আচার্য্য ! এই জীবদশাতেই যে ভারতী আপনার  
দাসী হইয়া রহিয়াছে, সেই ভারতী দ্বারা যে স-  
মস্ত মনুষ্য আপনার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকে ;

ক্ষিতিভূম্যহিমা । শুচমর্থবতা শময়ন্ বচসা নিজ-  
গাদ সরোরুহপাদ ইদম্ ॥ ৩০ ॥

পর্যাপ্তং নঃ ক্লৈব্যমুপেত্যাত্র সখায়ঃ সাহং কৃছোৎ-  
ভূমিমশেষামপিধানাৎ । অশ্বেষ্যামো ভূবিবরাণ্য-  
প্যথচ দ্যাং যদ্বদেবং দেবমনুষ্যাণ্যাদিষু গুঢ়ম্ ॥ ৩১ ॥

রাজস্য স্বগুরোরহিমা যেন স পদ্মপাদোহর্থবতা বচনেন শোকঃ  
শময়ন্নিদং বক্ষ্যমাণমুবাচ তো ॥ ৩০ ॥

যদ্বাচ তদাহ । নোহস্মাকং ক্লৈব্যং পর্যাপ্তমতো হে সখায়ঃ !  
মিলিতা উৎসাহং কৃৎসর্বাং ভূমিমপিধানাৎ তিরোধানাদেব  
অশ্বেষ্যামোহথানন্তরং ভূবিবরাণি পাতালান্ তদনন্তরং দিবং  
দেবমনুষ্যোঃরগাদিগুঢ়ং মহাদেবমিব বেদৈরষ্টৈর্মর্ত্যোঃসগা-  
মন্তময়ম্ ॥ ৩১ ॥

তাহাদিগের পাপ বুদ্ধি সমূলে বিনাশ করিয়া আ-  
পনি যদি শীঘ্র আগমন না করেন ; তাহা হইলে  
স্ববুদ্ধিগণ সর্বদা পরিহাস করিতে থাকিবে, অথচ  
আপনার এই দাসের দুঃখেরও অবসান হইবে না ।  
অতএব হে পূজ্য ! আপনি ইহা নিশ্চয় জানিয়া  
কেন আমাকে বধ করিতেছেন । ২৯ ।

এইরূপে মিত্রগণ অত্যন্ত খেদ প্রাপ্ত হইবার  
পর নিজগুরু যতিপতির মহিমা অবগত হইয়া  
পদ্মপাদ অর্থযুক্ত বচনদ্বারা শোকদলন পূর্বক ব-  
লিতে লাগিল । ৩০ ।

আমাদিগের মুখতা যথেষ্ট হইয়াছে । হে বন্ধু-  
গণ ! এক্ষণে সকলে মিলিত হইয়া উৎসাহের  
সহিত আবরণ হইতে সমস্তভূমি অন্বেষণ করিব ।  
অনন্তর পাতাল প্রদেশ অন্বেষণ করিয়া, তৎপরে  
দেবতা, মনুষ্য ও সর্পাদি দেহে লুকায়িত মহা-  
দেবের তুল্য সেই গুরুদেবকে স্বর্গ হইতে আমরা  
অন্বেষণ করিয়া লইব । ৩১ ।



অনির্বিঘ্নচেতাঃ সমাস্থায় যত্নঃ সূক্ষ্মপ্রাপমপার্থ-  
মাপ্নোত্যবশ্যম্ । মূল্ধ্বিজালৈঃ সুরা হন্যমানাঃ  
সুধামপ্যবাপু হ'নির্বিঘ্নচিত্তাঃ ॥ ৩২ ॥

যদপ্যন্যগাত্রপ্রতিচ্ছন্নরূপো দুরশ্বেষণঃ স্যাদ-  
গুরুনস্তথাপি । স্বর্ভানুদরস্থঃ শশীব প্রকাশৈ-  
স্তদীয়েণ্ড গৈরেব বেত্তুং স শক্যঃ ॥ ৩৩ ॥

এবমুক্তেহপি দুঃসাপানালোচোৎসাহমকরিত আলঙ্কার্য ।  
অনির্বিঘ্নঃ নির্বেদরহিতঃ চিত্তঃ যস্য স যত্নঃ সমাগাস্থায় সূক্ষ্ম-  
প্রাপমপ্যবশ্যম্ প্রাপ্নোতি । হি যস্যান্মূল্ধ্বিজালৈর্হন্যমানা  
অপি সুরা অনির্বিঘ্নচিত্তা অতিদুর্লভামপি সুধাঃ প্রাপুঃ । হি  
যস্যান্মূল্ধ্বিজালৈর্হন্যমানা অতিদুর্লভামপি সুধাঃ প্রাপুঃ । হি  
যস্যান্মূল্ধ্বিজালৈর্হন্যমানা অতিদুর্লভামপি সুধাঃ প্রাপুঃ । হি  
যস্যান্মূল্ধ্বিজালৈর্হন্যমানা অতিদুর্লভামপি সুধাঃ প্রাপুঃ । হি

যদপ্যন্যগাত্রপ্রতিচ্ছন্নরূপস্যানোহ্যাকং গুরুদূরশ্বেষণঃ স্যাদ-  
থাপি যদ্যত্রাহদবস্তোহপি চন্দ্রঃ স্রীয়েঃ প্রকাশৈর্দ্বিজাতুঃ  
শক্যস্তদদীয়েণ্ড গৈরেব স গুরুদূরশ্বেষণঃ শক্যঃ ॥ ৩৩ ॥

উৎসাহ থাকিলে সংসারে কোন বস্তু অ-  
সাধ্য হয় না । আমি মূলকণ্ঠে বলিতে পারি,  
যে ব্যক্তি মনের খেদ পরিহার পূর্বক অত্যন্ত  
যত্ন প্রকাশ করেন ; তিনি অশশ্যই সূক্ষ্মলভ অর্থ  
হইলেও তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন । তাহার  
দৃষ্টান্ত এই—বিঘ্নজালে জড়িত হইয়া দেবতা-  
গণের শত শত ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেও কেবল  
তঁাহাদের চিত্তে খেদ ছিলনা বলিয়া অত্যন্ত দুর্লভ  
সুধা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সমুদ্র মন্থন  
কালে দেবতাদিগের কত বিঘ্ন উপস্থিত হয়, কিন্তু  
তঁাহারা তৎপক্ষে দৃষ্টিপাত না করিয়া পরম দুর্লভ  
অমৃত লাভ করেন । ৩২ ।

আমাদিগের গুরু অপরের দেহে একবারে

ইক্ষুচাপাগমাপেক্ষয়া নির্গতো বশ্ব' তস্যো-  
চিতং কৃষ্ণবস্ত্র'দ্যুতি । বিভ্রমাণাং পদং স্তম্ভবাং  
ভূপতেঃ প্রাপ্তুমর্হত্যকামাগ্রণীঃ সংযমী ॥ ৩৪ ॥

নিত্যতৃপ্তাগ্রযায়াশ্রিতে নির্বৃতাঃ প্রাণিনো

নহু তথাপি ক'গতো যত্রাশ্রয়া ইতি চেত্তত্রাহ । ইক্ষুধনঃ  
কামশ্রাগমাপেক্ষয়া যতিশরীরান্নির্গতঃ স্তম্ভবাং বিভ্রমাণাং পদং  
কামশাস্ত্রশ্রোচিতং রাজ্যঃ শরীরং প্রাপ্তুমর্হতি । কামাগমাপেক্ষ-  
য়েব গতো ন তু তজ্জন্তুস্থখেচ্ছয়েতি বোধয়িতুনাহ । কামবিনি-  
মুক্তানাগ্রণীঃ বৈশ্বতৃর্ভির্বৃতা অগ্নিণী সন্তত ॥ ৩৪ ॥

নশ্বেবনপি রাজ্যং বহুদ্রাং কথমন্ত দেশস্ত রাজ্যঃ শরীরে  
প্রবিষ্ট ইতি বিজ্ঞেয়মিতি চেত্তত্রাহ । নিত্যতৃপ্তাগ্রগামিনাহ

মিশাইয়া গিয়াছেন, স্তুরাং তাঁহাকে অশ্বেষণ  
করা এক্ষণে দুঃসাধ্য । তবে চন্দ্র যেরূপ রাজ্যের  
উদরে প্রবেশ করিলেও প্রকাশ গুণ দ্বারা চন্দ্রকে  
জানিতে পারা যায়, সেরূপ গুরুদেবের অলৌকিক  
গুণ সমষ্টি দ্বারা অবশ্যই তাঁহাকে অশ্বেষণ করিয়া  
জানিতে পারিব । ৩৩ ।

এখন তিনি কামশাস্ত্র জানিবার জন্য যতিদেহ  
হইতে বহির্গত হইয়া যুবতী কামিনী গণের বিবিধ  
বিভ্রমযুক্ত এবং কামশাস্ত্রের সমুচিত, মনোরম  
রাজ দেহ প্রাপ্ত হইয়াছেন । সংসারে যত নিষ্কাম  
পুরুষ আছেন তিনি তাহাদিগের অগ্রগণ্য । অত-  
এব গুরুদেব যে কামশাস্ত্র জানিবার জন্য গিয়া-  
ছেন, কিন্তু কামস্থ অন্বেষণ করিতে যান নাই,  
তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । ৩৪ ।

সংসারে অনেক রাজা আছে, অতএব আমা-  
দের গুরু কোন দেশের রাজা হইয়াছেন, তাহা

রোগশোকাদিনা নেক্ষিতাঃ । দম্ভ্যপীড়োজ্জ্বিতাঃ  
স্বস্বধর্ম্মে রতাঃ কালবর্ষী স্বরাগ্নেদিনী কামসূঃ ॥ ৩৫ ॥

তদিহালস্যমপাস্য বিচেতুং নিরবধিসংসৃতি-  
জলধেঃ সেতুং । দেশিকবরপদকমলং যামো ন  
বৃথাহনেহসমত্ৰ নয়ামঃ ॥ ৩৬ ॥

ইতি জলরূপদবচনং সর্বৈ মনসি নিধায়

অদগুরুগাশ্রিতে দেশে প্রাণিন আনন্দিতা যতো। রোগশোকা-  
দিনা নাবেক্ষিতা যতশ্চোরপীড়াবিনির্মুক্তাঃ স্বস্বধর্ম্মে রতাশ্চ  
সূঃ স্বরাড়িক্তঃ কালবর্ষী স্যাৎ ভূমিশ্চ কামসূঃ স্তাৎ ॥ ৩৫ ॥  
তত্ত্বাদগ্নিন্ কালে আলম্ভং বিহায়ানাদানস্তসংসারসমুদ্রস্ত  
সেতুং দেশিকবরচরণাবিন্দং বিচেতুং গচ্ছামোহস্মিন্ দেশে বৃথা  
কালং ন নয়ামঃ মাত্রাসমকং নবমো লাভম্ ॥ ৩৬ ॥

ইত্যেবং পদ্মপাদস্ত বচনং নিরাকৃতগর্বে মনসি যর্কে নিধায়

জানিবার এই এক মাত্র উপায় আছে । সেই  
সদানন্দ দিগের অগ্রগণ্য গুরুদেব যে দেশে  
বাস করিতেছেন, সে দেশের প্রাণীগণ সদাই  
আহ্লাদিত । কারণ, তাহাদের রোগ শোক থাকি-  
বার সম্ভাবনা নাই । ঐ সকল প্রাণী গণের দম্ভ্যভয়  
নাই, তাহারা স্বস্ব ধর্ম্মে একান্ত অনুরক্ত, এবং  
সেই দেশে ইন্দ্রদেব যথা কালে বর্ষণ করিবেন,  
পৃথিবীও অভিমত ফল দানে সকলকে সন্তুষ্ট  
করিবে । ৩৫ ।

অপার সংসার সাগরের সেতু স্বরূপ গুরুবরের  
চরণ কমল অশ্বেষণ করিতে আইস আমরা সকলে  
আলম্য ত্যাগ করিয়া এখনই গমন করি ।  
আর আমরা এ স্থানে বসিয়া বৃথা সময় নষ্ট করি-  
ষনা । ৩৬ ।

নিরাকৃতগর্বে । কাংশ্চিভত্র নিবেশ্য শরীরং রক্ষি-  
তুমন্যে নিরগুরুদারম্ ॥ ৩৭ ॥

তে চিবন্তঃ শৈলাচ্ছৈলং বিষাদ্বিষয়ং ভুব-  
মন্তুবলম্ । প্রাপুর্ধিকৃভবিবুধনিবশোন্ স্ফীতা-  
নমরকনৃপতেদেশান্ ॥ ৩৮ ॥

মৃদ্বা পুনরপ্যুখিতমেনং শ্রদ্ধা বৈণ্যদিলীপস-  
মানম্ । ত্যক্ত্বা বিরহজদৈন্যমমন্দং মহাচার্য্যং  
ধৈর্য্যমবিন্দন্ ॥ ৩৮ ॥

কাংশ্চিহদারং গুরুশরীরং রক্ষিতুং তস্মিন্ স্থানে নিবেশ্যাত্তে  
নির্গতাঃ ॥ ৩৭ ॥

তে পর্বতাৎ পর্বতং দেশাৎদেশং ভূমিগনিশং চিবন্তোদি-  
কৃতাদেবানাং নিবেশা যৈস্তান্ স্ফীতানমরকনৃপতেদেশান্  
প্রাপুঃ প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৩৮ ॥

মৃদ্বা পুনরপ্যুখিতমমরকসংজ্ঞং নৃপং পৃথুদিলীপতুলাং শ্রদ্ধা-  
চার্য্যং মহাহমন্দং বিরহজতং দৈন্যং হিত্বা ধৈর্য্যং প্রাপুঃ ॥ ৩৯ ॥

সকলেই অহঙ্কার শূন্য হৃদয়ে পদ্মপাদের  
এরূপ গভীর বাক্য শুনিয়া গুরুর পূজনীয় দেহ  
রক্ষা করিবার নিমিত্ত জন কতক শিষ্য ঐ স্থানে  
রহিল, আর অবশিষ্ট সকলেই শীঘ্র অশ্বেষণার্থ  
বহির্গত হইল । ৩৭ ।

তাহারা এক পর্বত হইতে অন্য পর্বত, এক  
দেশ হইতে অন্য দেশ, এইরূপে সকল ভূমি খণ্ড  
অশ্বেষণ করিয়া অমরক ভূপতির দেশে উপস্থিত  
হইলেন । দেখিলেন—ঐ দেশের কাছে দেবতা  
দিগের দেশ স্বর্গ পর্য্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছে । ৩৮ ।

পৃথু রাজ এবং দিলীপের মতন অমরক রাজা-  
কে মরিয়া পুনর্ব্বার বাঁচিয়া উঠিতে শুনিয়া, এবং  
তাহাকেই আচার্য্য বোধ করিয়া গুরুদেবের বিরহ

তেচ জ্ঞাহা গানবিলোলং তরুণীসঙ্কং ধরুণী-  
পালম্ । বিবিশুঃ স্বীকৃতগায়কবেষা নগরং বিদিত-  
সমস্তবিশেষাঃ ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞে জ্ঞাপিতবিদ্যাতিশয়াস্তে তৎসংগ্রহবি-  
ধুতাতিশয়াঃ । রমণীশতমধ্যগমবনীন্দ্রং দদৃশুস্তারা-  
বৃত্তমিব চন্দ্রম্ ॥ ৪১ ॥

ধরচামরকরতরুণীকঙ্কণরঞ্জিতমনোহরপশ্চাদ্-

তেচ তরুণীসু সঙ্কং গানবিলোলং ভূপালং জ্ঞাহা স্বীকৃতগা-  
য়কবেষা নগরং বিবিশুঃ যতো বিদিতসমস্তবিশেষাঃ ॥ ৪০ ॥

রাজ্ঞে জ্ঞাপিতগানবিদ্যাতিশয়াঃ যতস্তস্মৈ রাজ্ঞঃ সংগ্রহণায়  
বিধতোহতিশয়ো ঈমন্তে তারাবৃত্তং চন্দ্রমিব তরুণীমধ্যগতং  
ভূমীন্দ্রং দদৃশুঃ ॥ ৪১ ॥

ভূমীন্দ্রং বিশিনষ্টি । ধরচামরকরাণাং তরুণীনাং কঙ্কণৈরঞ্জিতো

যদ্রুণা একবারে শিষ্য গণ পরিত্যাগ করিল ।  
পরে শিষ্যগণ জানিতে পারিল, ভূপতি সঙ্গীত  
শাস্ত্রে একেবারে উন্মত্ত এবং অবিরত যুবতি রমণী-  
দের সহিত আসক্ত থাকেন । নগরের কোথায়  
কি থাকে—সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষ রূপে অব-  
গত হইবামাত্র গায়কের বেশ ধরিয়া তাঁহারা নগ-  
রে প্রবেশ করেন । ৩৯ । ৪০ ।

“যে ব্যক্তি সঙ্গীত-শাস্ত্রে দক্ষ, ভূপতি তাহাদি-  
গকে অত্যন্ত যত্ন করিয়া থাকেন ” শিষ্যগণ ইহা  
জানিতে পারিয়া সাধ্যমত সঙ্গীত বিদ্যায় পার-  
দর্শিতা লাভ করিয়া ভূপতিকে জানাইল যে,  
আমরা সঙ্গীত শাস্ত্রে রীতিমত দক্ষতা লাভ করি-  
য়াছি । অনন্তর তাঁহারা তারাপরিবেষ্টিত শশ-  
ধরের ন্যায় শত শত রমণীর মধ্যে অমরক ভূপ-  
তিকে দর্শন করেন । ৪১ ।

ভাগম্ । গীতিগতিজ্ঞোদগীতশ্রুতিস্বতানসম্ম-  
ল্লসদগ্রিমদেশম্ ॥ ৪২ ॥

ধৃতচামীকরদণ্ডসিতাতপবারণরঞ্জিতরত্নকিরী-  
টম্ । শ্রিতবিগ্রহমিব রতিপতিমাশ্রিতভূবমিব-  
সান্তঃপুরমমরেশম্ ॥ ৪৩ ॥

রুচিরবেষাঃ সমাসাদ্য তাং সংসদং নয়নসং-

মনোহরঃ পশ্চাত্তাগো যন্ত তং পুনশ্চ গীতিগতিজ্ঞৈরুদগীতেন  
শ্রবণমুখেন তানেন সমুল্লসদগ্রিমদেশো যন্ত তম্ ॥ ৪২ ॥

পুনশ্চ ধৃতচামীকরো হিরণ্যয়ো দণ্ডো যন্ত তথাভূতেন  
সিতেনাতপবারণেন চত্রেণ রঞ্জিতং রত্নকিরীটং যন্ত তং স্বীকৃত-  
বিগ্রহং রতিপতিমনস্কমিব যদ্বা শ্রিতভূমিমন্তঃ পুরসহিতং দেবেশং  
পুরন্দরমিব ॥ ৪৩ ॥

এবদ্বৃত্তং রাজানং দৃষ্ট্বা যৎকৃতবস্তস্তদাহ । রুচিরবেষাঃ তাং  
সংসদং সমাসাদ্য নয়নসংজয়া দত্তাসনা রাজ্ঞা সমাগাজ্জপ্তা  
মুচ্ছনাপদবিদন্তে সভাং মোহয়ন্তঃ মুখরং জগুঃ । মুচ্ছনালক্ষণস্ব  
ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহচাবরোহণম্ । সা মুচ্ছে ত্যুচ্যাতে

দেখিলেন—উৎকৃষ্ট চামর হস্তে ধরিয়া যুবতি  
কামিনী গণ কঙ্কণ ( বালা ) ভূষণে ভূপতির পশ্চাৎ  
ভাগ স্ত্রশোভিত করিয়াছে । অপিচ যাহারা  
সঙ্গীত শাস্ত্রে বিচক্ষণ, তাহারা শ্রবণের সুখদায়ক  
উচ্চ গানের স্রমধুর তানে ভূপতির সম্মুখ দেশ  
সুসজ্জিত করিয়াছে । স্বর্ণদণ্ড শোভিত শ্বেত-  
ছত্র দ্বারা ভূপতির রত্নময় কিরীট রঞ্জিত হইয়াছে ।  
দেখিলেই বোধ হয় যেন মূর্তিমান্ কন্দর্প, কিংবা  
দেবরাজ ইন্দ্র অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীদের সহিত  
ক্রীড়া করিবার জন্য ভূতলে অবতীর্ণ হই-  
য়াছেন । ৪২ । ৪৩ ।

জাবিতীর্ণাসনা ভূজা । সমতিস্বকাস্ততঃ স্বস্বরং  
মূচ্ছনাপদবিদন্তে জগুর্মোহয়ন্তঃ সভাম্ ॥ ৪৪ ॥

গ্রামস্থা এতাঃ সপ্তসপ্তচেতি । তত্রস্বরাঃ শ্রুতিভ্যাঃ স্মাঃ স্বরাঃ  
ষড়্জযভগাক্ষারমধ্যমাঃ । পঞ্চমো ধৈবতশাখ নিষাদ ইতি সপ্ত  
তে ইত্যুক্তাঃ সপ্তঃ সামান্ততঃ । স্বরস্বরূপস্ত শ্রুত্যানন্তরভাবী যঃ  
স্মিকোহনুরণনাত্মকঃ । সত্যো রঞ্জয়তি শ্রোতৃশ্চিত্তং স স্বর উচ্যত  
ইতি শ্রুতির্নাম স্বরারম্ভকাব্যবিশেষস্তদ্রূপং প্রথমশ্রবণাচ্ছদঃ  
শ্রুতে হ্রস্বমাত্রকঃ । সা শ্রুতিঃ সংপরিভ্রেষ্যা স্বরাব্যবলক্ষণেতি ।  
অপ গ্রামলক্ষণং যথা কুটুস্থিনঃ সর্কেহপোকীভূতা ভবন্তিহি ।  
তথা স্বরাণাং সন্দোহো গ্রাম ইত্যভিধীয়তে । ষড়্জগ্রামো ভবে-  
দাদৌ মধ্যমগ্রাম এবচ । গাক্ষারগ্রাম ইত্যেতদ্গ্রামত্রয়ম্ভূতং ।  
নন্দাবর্তোহণ জীমূতঃ সুভদ্রো গ্রামকাশরঃ । ষড়্জমধ্যমগাক্ষা-  
বাস্তব্যাণাং জন্মহেতব ইতি তথাটৈচবস্তুগ্রামত্রয়েহপি প্রত্যেকং  
সপ্তসপ্ত চ মূচ্ছনা ইত্যেকবিংশতি মূচ্ছনাতবন্তি তথাভূতমূ-  
চ্ছনা পদবিদন্তে স্বস্বরং জগুরিত্যর্থঃ যচ্ছন্দো নোক্তমত্রগাথেতি  
তৎ স্মৃতিভিঃ প্রোক্তম্ ॥ ৪৪ ॥

রাজাকে দেখিয়া মনোহরবেশে শিষ্যগণ ঐ  
সভায় উপস্থিত হন । পরে ভূপতি নয়ন দ্বারা  
ইঙ্গিত করিয়া তাহাদিগকে আসন দিতে অনুমতি  
করেন । শিষ্যগণ আসনে উপবেশন করিয়া  
রাজার অনুমতিক্রমে গানের উপোযোগী মূচ্ছনা  
প্রভৃতি বস্তু সংগ্রহ করিয়া স্তমধুর স্বরে গান  
করিতে লাগিলেন ।\* ৪৪ ।

\* মূচ্ছনা যথা—“ক্রমশঃ সাতটি স্বরের উচ্চতা এবং নীচ-  
তার নাম মূচ্ছনা । ঐ মূচ্ছনা সাতটি সঙ্গীতশাস্ত্রের গ্রাম  
স্থিত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ।”

স্বর লক্ষণ যথা—“সঙ্গীত শাস্ত্রের শ্রুতি অনুসারে ষড়্জ  
ঋষভ, গাক্ষার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ এই সাতটি  
স্বর ।”

ভৃঙ্গ ! তব সঙ্গতিমপাস্ত গিরিশৃঙ্গে ভৃঙ্গবিট-  
পিনি সঙ্গমজুষি হৃদঙ্গে । স্বাস্বরহিতাঃ সকলুষাস্ত-  
রঙ্গাঃ সঙ্গমকৃতে ভঙ্গমুপয়াস্তি ভৃঙ্গাঃ ॥ ৪৫ ॥

গানবাজেন সগুরুপ্রতিবোধনং কৃতবতাং তদগানম্ভূত-  
রতি । হে ভৃঙ্গ ! শ্রুতিস্বরাদিলক্ষণকুসুমমকরন্দাস্বাদনশীল ! তব  
সঙ্গতিং সঙ্গমপাস্ত বিহায়োচ্চবৃক্ষবতি গিরিশৃঙ্গে সঙ্গমজুষি  
হৃদঙ্গে তবশরীরে সতি ত্বচ্ছরীরস্ত রক্ষণায় রচিতাঃ সকলুষাঃ  
ছঃখযুক্তমস্তরঙ্গমন্তঃকরণং যেষাং তে ভৃঙ্গাঃ শিষ্যাস্তব সঙ্গমার্থং  
ভঙ্গমুপয়াস্তি ভেদং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ । ইন্দুবদনাতঙ্গসনৈঃ সগুরু-  
যুগৈঃ ॥ ৪৫ ॥

গীতছলে গুরুদেবের মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া  
শিষ্যগণ গান করিতে লাগিল । হে ভ্রমর ! অর্থাৎ  
বেদ ও বেদান্ত সূত্রাদি রূপ পুষ্পপরিমলের আশ্বা-  
দন যোগ্য ! আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া প্রকাণ্ড

সামান্যতঃ স্বর লক্ষণ যথা—“সঙ্গীত শাস্ত্রের অনুসারে  
শ্রুতির অনন্তর যাহার অনুরণন হয় অথচ স্বতঃ শ্রোতার চিত্ত  
রঞ্জন করে, তাহার নাম স্বর ।”

শ্রুতি লক্ষণ যথা—স্বর আরম্ভ করিবার যে অবয়ব বিশেষ  
তাহার নাম শ্রুতি । যথাঃ—“প্রথম যেমন শব্দ শ্রবণ করা যায়  
তখন তাহার মাত্রা অতিশয় হ্রস্ব । ঐ হ্রস্ব শব্দ শ্রবণের নাম  
শ্রুতি এবং শ্রুতির অবয়ব স্বর ।”

গ্রাম লক্ষণ যথা—“যেকোন আত্মীয় কুটুম্ব সকল একহয়,  
তদ্রূপ সপ্তস্বর একত্র হইলে গ্রাম কহে ।”

গ্রামত্রয় লক্ষণ যথা—“প্রথম ষড়্জ গ্রাম, দ্বিতীয় মধ্যম  
গ্রাম এবং তৃতীয় গাক্ষার গ্রাম এই তিনটির নাম গ্রাম ।”  
“নন্দাবর্ত, জীমূত এবং সুভদ্র এই তিন গ্রাম ষড়্জ মধ্যম ও  
গাক্ষার এই তিন স্বরের জন্মকরেন ।”

ষড়্জ গ্রামের সাত মধ্যম গ্রামের সাত এবং গাক্ষার গ্রামের  
সাত এই সর্ব গুচ্ছ ২১ একবিংশতিটি মূচ্ছনা ।



পঞ্চশরসময়সঞ্চয়কৃতে প্রাকমুদঞ্চমিবেহ সঞ্চ-  
রসি প্রপঞ্চম্ । পঞ্চজনমুখ ! পঞ্চমুখমপ্যনঞ্চনং ত্বং চ  
গতিরিতি কিঞ্চ কিল বঞ্চিতোহসি ॥ ৪৬ ॥

পৰ্বশশিমুখ ! সৰ্বমপহায় পূৰ্বং কুৰ্বদিহ গৰ্ব-

পঞ্চশরস্ত কামস্ত যঃ সময়ঃ কলাদিক্রপঃ সঙ্কেতঃ সিদ্ধান্তো  
বা তস্ত সঞ্চয়ার্থঃ প্রাকং শিবগুরুভবং প্রপঞ্চং শরীরং মঞ্চ-  
নং ইবেহাস্মিন্ রাজশরীরে স্থানে বা সঞ্চরসি । তথা চ হে পঞ্চজ-  
নেষু মনুজেষু মুখ ! শ্রেষ্ঠ ! যদা যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চজনা আকাশশ-  
চ প্রতিষ্ঠিতস্তমেবমগ্ন আত্মানং বিদান্ ব্রহ্মামৃতোহমৃতমিতি  
শ্রুত্যানাং সাক্ষারীত্যা মূলপ্রকৃতিরবিকৃতিস্বহৃদাদ্যাঃ প্রকৃতি  
বিকৃতয়ঃ সপ্ত । যোড়শকল্প দিকারো ন প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ পুরুষ  
ইতি পঞ্চবিশতিতত্ত্বানাং মুখ ! শুদ্ধায়ন ! পঞ্চজনপদস্ত পঞ্চপঞ্চ-  
জনপরজ্ঞপ্রয়ণাং সিদ্ধান্তরীত্যা বাক্যশেষতানাং প্রাণচক্ষুঃ শ্রো-  
ত্রানমনমাং পঞ্চজনানাং মুখাদিত্যনৈত্যাঃ । পঞ্চাননমপ্যগচ্ছন  
শিবং স্বস্বরূপমপ্যাপনু বন গতিশ্চাসৌ স্বমিতি হেতোঃ কুতঃ  
পনু বঞ্চিতোহসি গো ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চ হে শরৎপূর্ণমাদীচন্দ্রমুখ ! পূৰ্বং সৰ্বং শান্তিদান্ত্য-

রক্ষ পূর্ণ পৰ্বত শৃঙ্গের উপর আপনার শরীর প-  
তিত রহিয়াছে । আপনার সেই দেহ রক্ষা করি-  
বার জন্য আমিদিগকে ছুঃখিত মনে সেই স্থানে  
রাখিয়া আসিয়াছেন । এক্ষণে আমরা পরস্পর  
সকলেই কষ্ট পাইতেছি । ৪৫ ।

কামশাস্ত্রের কলা জ্ঞান করিবার জন্য যে  
সঙ্কেত ছিল, তাহা সঞ্চয় করিতে শিবগুরু (আপ-  
নার পিতা) হইতে আপনার যে পুরাতন দেহ  
উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে  
এই দেশে সঞ্চরণ করিতেছেন । হে মানবশ্রেষ্ঠ !  
আপনার পুরাতন শিবদেহ না পাইয়া আপনি সক-  
লের গতি হইয়াও নিশ্চয় বঞ্চিত হইয়াছেন । ৪৬ ।

মনুষ্যত্বা হৃদপূৰ্বম্ । ন স্মরসি বস্তুস্মদীয়মিতি ক-  
স্মাৎ সংস্মর তদস্মর ! পরমস্মদুভ্য ॥ ৪৭ ॥

নেতি নেত্যাदिनिगमवचनेन निपुणं निषिध्य  
मूर्त्तामूर्त्तराशिम् । यदशक्यानिह्रवं स्वात्स्वरूपतया  
जानन्ति कोविदास्तद्वमसि तद्वम् ॥ ४८ ॥

দিকমপহায়েহ গৰ্বং কুৰ্বন্ মানসমনুষ্যত্বাস্মদীয়বস্তুিতি কস্মান  
স্মরসি, হেতত্ত্বস্মাৎ অস্মরাকাম ! অস্মদুভ্য । অপরং স্বস্বরূপং  
সংস্মর তৎ- পরমিতি বা ॥ ৪৭ ॥

অস্মদুভ্য । পরং স্মরেত্বাভ্যুত্থাত আদেশো নেতি নেতি অ-  
স্থলমনগুহস্মদীর্ঘমনস্তরমবাহমপূৰ্বমনপরমশব্দম্পর্শগরূপনবায়ঃ  
তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ অনাদানন্তঃ মহতঃ পরং  
ধ্বং ন চাপ্যন্তং মৃত্যুযুগাৎ প্রমচ্যত ইত্যাদি শ্রুতিভিত্তং স্মার-  
য়ন্তি । নেতি নেত্যাदिनिगमवचनेन मूर्त्तामूर्त्तराशिः सम्यक्  
निषिध्य सर्वाधिष्ठानत्वात् निरवधिबाधायोगात् प्रतिषेद्धः स्वरू-  
पत्वेन प्रतिषेधसाक्षितयावस्थितत्वात् सत्यास्यापि सतां अस्ती  
তোবোপলব্ধব্যঃ । অস্মদেব স ভবতি অসদব্রহ্মেতি বেদবিদি  
ত্যাदि श्रुतेऽच निषेद्धूनशकां यदहं ब्रह्मास्मीति स्वात्स्वरूपतया  
विद्वां सो जानन्ति तद्वत्त्वं परमार्थवस्तु वमसि ॥ ४८ ॥

হে পূর্ণ চন্দ্রানন ! আপনি শমদমাদি গুণ স-  
কল ত্যাগ করিয়া একেবারে গৰ্বিত চিত্তের বশ-  
বর্তী হইয়াছেন । এবং “ইহা আমার বস্তু”  
এইরূপ কথা কেন একেবারে বিস্মৃত হইলেন ?  
অতএব হে নিকাম ! আমাদের কথায় এক্ষণে  
আপনার প্রকৃত স্বরূপের বিষয় কিঞ্চিৎ স্মরণ  
করুন । ৪৭ ।

বেদে আছে—“তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন,  
হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, অন্তর নহেন, বাহ্য নহেন,  
পূৰ্ব নহেন, পর নহেন” ইত্যাদি বচন দ্বারা  
( তিনি শরীরী কি অশরীরী ) তাহা নিষেধ করা  
হইয়াছে, কিন্তু “তিনি সত্যেরও সত্য বলিয়া

খাদ্যমুৎপাদ্য বিশ্বম্নুপ্রবিশ্য গূঢ়মন্ময়াদিকো-  
শত্বজালে । কবয়ো বিবিচ্য যুক্ত্যবধাততৌয়-  
ত গুলবদাদদতি তদ্বমসি তদ্বম্ ॥ ৪৯ ॥

তথা পঞ্চকোশবিবেকেন কবয়ো যদাশ্বত্থেন প্রতিপদ্যন্তে  
তত্ত্বং ভ্রমসীতি স্থায়ন্তি । আকাশাদিকং বিশ্বমুৎপাদ্যানুপ্রবি-  
শ্চান্নময় প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়কোশলক্ষণে ত্বজালে  
গূঢ়ং যুক্তিলক্ষণাবধাতেন কবয়ো বিবিচ্যতগুলবদ্যদাদদতি  
তত্ত্বং ভ্রমসি । তথাচ ক্রুতিঃ তস্মাদ্ভা এতস্মাদাশ্বন আকাশঃ  
সম্ভূত আকাশাদ্বায়ুর্যায়োরগ্নিরগ্নেরাপ অস্ত্যঃ পৃথিবী পৃথিব্যা  
ওষধি ওষধীভ্যোহন্নময়াং পুরুষঃ স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ  
তস্মাদ্ভা এতস্মাদন্নরসময়াদন্তোহস্তর আত্মা প্রাণময়স্তস্মাদ্ভা এত-  
স্মাৎ প্রাণময়াদন্তোহস্তর আত্মা মনোময়ঃ তস্মাদ্ভা এতস্মান্ মনো-  
ময়াদন্তোহস্তর আত্মা বিজ্ঞানময়স্তস্মাদ্ভা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াদন্তো-  
হস্তর আত্মা আনন্দময়ঃ সৌহৃদ্যময়ত বহুঃ স্মাৎ প্রজায়েয়েতি  
স তপোহতপ্যত স তপস্তপ্তা ইদং সৰ্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ-  
তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রবিশৎ তদনুপ্রবিশ্য সচ্চত্যাচ্চাতবদিত্যাদ্যা-  
নুজিত্তাবধিমতো দেহ আত্মা ন ভবতি কাৰ্য্যত্বাৎ ঘটবৎ, নহু  
বিপক্ষে বাধকাত্বাদপ্রয়োজকোহয়ং হেতুরিতি চেন্ন । অকৃত-  
জাগমকৃতবিপ্রেক্ষাশাখ্যবাধকমষ্টাবাৎ । তথা বিবাদাস্পদঃ প্রাণ  
আত্মা ন ভবতি জড়ত্বাৎ ঘটবৎ । তথা মনোময় আত্মা ন ভবতি  
বিকারত্বাদ্ দেহবৎ । তথা বিজ্ঞানময় আত্মা ন ভবতি বিষয়াদ্য-

অভিহিত হন, অস্তিত্বশালী না হইয়া ও তাঁহার  
অস্তিত্ব অনুভূত হয় ” ইত্যাদি বেদ বচন দ্বারা  
আপনার স্বরূপ কিছুতেই গোপন করিতে পারা  
যায় না । পণ্ডিতেরা যাহাকে আত্মা বলিয়া জা-  
নেন, সেই পরমার্থ বস্তু আপনি । ৪৮ ।

যেৰূপ লোকে আঘাত করিয়া তুষ্ট হইতে  
তগুল (চাউল) বাছিয়া লয়, তদ্রূপ আকাশ বায়ু,  
অগ্নি, জল ইত্যাদি বস্তুপূর্ণ জগৎ উৎপন্ন করিয়া

বহুবাহাদ্ ঘটাদিবৎ । তথানন্দয়োঃপ্যাশ্বা ন ভবতি কাদাচিৎ-  
কত্বাদব্রবত্তস্মাদানন্দ এবাত্মা ভবিতুমহিতি নিত্যত্বাৎ । য আত্মা  
ন ভবতি নাসৌ নিত্যো যথা দেহাদিঃ । আশ্বন আকাশঃ সম্ভূত  
ইত্যাদি ক্রুত্যা আনাশাদেৱনিত্যত্বাবগমাত্মনৈকান্তিকতেতি ।  
নস্মাৎ পূৰ্ব্বাদনাস্যস্মিচ্চরণে বর্তমানাদদাতেরাশ্বনেনপদং স্মাদি-  
ত্যর্থকাণ্ডো দো নাস্ত্যবিহরণ ইতি স্মাদাদদত ইতি ভবিতব্য-  
মিতি চেন্ন শিক্ষানাদদাতীতি প্রয়োগবদত্র ত্ৰিদ্বেশিষ্টাত্মকা-  
রস্তাগ্রহণেনাদদতীতি প্রয়োগস্ত সাধুত্বাৎ । স্মাদে ত্ৰিদ্বেশিষ্টাকার  
গ্রহণস্তাত্ৰিদ্বেশিষ্টাকারাহতরস্ত দদাতেরাশ্বনেনপদাতাবাবজ্ঞাপ-  
নার্থত্বাৎ ॥ ৪৯ ॥

এবং সেই জগতের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্নময়,  
প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই  
পাঁচটি পদার্থে যুক্তি দ্বারা, বিবেচনার সহিত, পণ্ডিত  
গণ যে সারভাগ গ্রহণ করেন সেই পরমার্থ বস্তুই  
আপনি । বেদে আছে “সেই সৰ্ব্বত্র ব্যাপী নিত্য  
পরমাত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু,  
বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে  
পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি সকল, ওষধি সকল  
হইতে অন্ন, অন্ন হইতে পুরুষ, সেই পুরুষ পুনরায়  
অন্নময় এবং রসময় । এবং সেই অন্নরসময় হইতে  
অন্য এক আন্তরিক আত্মা প্রাণময়, সেই প্রাণময়  
হইতে অন্য একটা আন্তরিক আত্মা মনোময়,  
সেই মনোময় হইতে অন্য আর একটা আন্তরিক  
আত্মা বিজ্ঞানময়, সেই বিজ্ঞান ময় হইতে অন্য  
আর একটা আনন্দময় আত্মা উৎপন্ন হইয়াছে ।  
সেই আনন্দময় আত্মা কামনা করিলেন, আশ্বি  
যেন বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি । তিনি প্রথমে  
তপস্যা করেন, তপস্যা করিয়া এই সমস্ত জগৎ  
সৃজন করেন । এই যে সমস্ত বস্তু এক্ষণে দেখা  
যাইতেছে, তিনি তাহা সৃজন করিয়া তাহার মধ্যে

বিষমবিষয়েষু সঞ্চারিণোহক্ষাণান্ দোষদর্শন-  
কশাভিঘাততঃ । সৈরং সন্নিবর্ত্য স্বান্তরশ্মিভি-  
র্ধীরা বধুস্তি যত্র তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫০ ॥

সর্বেজ্জিয়ালক্ষণং তত্ত্বং ত্বমেবেতি স্মারয়ন্তি । যথাবিষম-  
দেশেষু সৈরং সঞ্চারিণোহক্ষাণান্ কশাভিঘাতেন রশ্মিভিঃ  
সন্নিবর্ত্য শকৌ বধুস্তি তথা বিষয়েষু বিষয়লক্ষণেষু দে-  
শেষু সৈরং সঞ্চারিণ ইন্দ্ৰিয়লক্ষণান্ হ্রয়ান্ দোষদর্শনলক্ষণক-  
শাভিঘাতেন মনোবৃত্তিলক্ষণরশ্মিভিঃসিহ্নান্ পরমাত্মতত্ত্বে ধী-  
মন্তো বধুস্তি তত্ত্বং ত্বমসি, তথা চ শ্রুতিঃ আত্মানং রশ্মিনং  
বিক্তি শরীরং রথমেবতু, বুদ্ধিস্ত সারথিং বিক্তি মনঃ প্রগ্রহমেব  
৫ । ইন্দ্ৰিয়ানি হ্রয়ানাহর্কিময়াংস্তেষু গোচরান্, যন্ত বিজ্ঞানবান্  
ভবন্তি যুক্তেন মনসা সদা, তশ্চেজ্জিয়ানি বস্তানিসদশা ইব সা-  
রথেরিতি ॥ ৫০ ॥

প্রবেশ করেন । অনন্তর সমস্ত বস্তুর মধ্যে প্রবেশ  
করিয়া তিনি সর্বময় হইলেন ।”

এই সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্রের অব্যর্থ যুক্তি দ্বারা  
দেহ আত্মা হইতে পৃথক্ বস্তু এবং ঐ দেহ কখন  
আত্মা হইতে পারে না । ঘটপটাদি যেরূপ কার্য্য  
সেইরূপ দেহও কার্য্য, স্ততরাং দেহ আত্মা নয় ।  
বিবাদের আশ্পদ প্রাণ বস্তু ঘটপটাদির মতন জড়-  
পদার্থ বলিয়া আত্মা নয় । দেহাদির মতন বিকৃত  
বলিয়া আত্মা মনোময় নহে । ঘটপটাদির যে-  
রূপ লয়াবস্থা আছে তদ্রূপ বিজ্ঞান ময় আত্মারও  
বিলয় অবস্থা আছে, স্ততরাং আত্মা বিজ্ঞানময়  
নহে । যেয যেরূপ কখন হয় কখন হয় না,  
কখন থাকে কখন থাকে না, তদ্রূপ আনন্দ ময়  
আত্মা কদাচিৎ হয় এবং কদাচিৎ হয় না । অত-  
এবং নিত্য পদার্থ বলিয়া আনন্দই আত্মা, কিন্তু

ব্যাবর্তজাগ্রদাদিষু সূতঃ তেভ্যোহন্যদিব  
পুষ্পেভ্য ইব সূত্রম্ । ইন্দ্ৰিয়পদৌপাধিকতয়-  
পৃথক্ভেন বিদন্তি সূরযস্তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫১ ॥

অথ জাগ্রৎস্বপ্নশুপ্ত্যুপাধিবিলক্ষণং তত্ত্বমসীতি স্মারয়ন্তি,  
আত্মা জাগ্রদাদ্যুপাধিভ্যোহন্যো ব্যাবর্তমানেষু তেষু সূত্রম্  
পুষ্পেভ্যঃ সূত্রমিবেত্যেবমুপাধিকতয়পৃথক্ভেন যৎ সূরয়ো জানন্তি  
তত্ত্বমসি । স্পষ্টং চেদং জনকযাজ্ঞবল্ক্যাদিসংবাদেন শ্রুত্যা  
প্রতিপাদিতম্ ॥ ৫১ ॥

আনন্দময় আত্মা নহে । দেহাদি কখনই আত্মা  
হইতে পারে না । কারণ যে পদার্থ আত্মা নহে  
সে পদার্থ নিত্য নহে । ৪৯ ।

যেরূপ বিষম প্রদেশে ইচ্ছানুসারে সঞ্চরণশীল  
অশ্বদিগকে অশ্বধারণ রজ্জু ( লাগাম ) দ্বারা উত্তম-  
রূপে ফিরাইয়া কোন বন্ধনস্তম্ভে ( খোঁটাতে )  
বাঁধিয়া রাখিতে হয়, সেরূপ বিষম বিষয়রূপ  
প্রদেশে যদৃচ্ছা ক্রমে সঞ্চরণ শীল ইন্দ্ৰিয়রূপ অশ্ব-  
দিগকে, সমস্ত বস্তুর দোষদর্শন রূপ কশাঘাত দ্বারা  
ও মনোবৃত্তি রূপ অশ্বধারণ রজ্জু দ্বারা জ্ঞানী গণ  
যে পরমাত্মতত্ত্বে বাঁধিয়া রাখে, সেই পরমার্থ তত্ত্ব  
আপনি । বেদেতেও ঐরূপ আছে, যথাঃ—  
“আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, ম-  
নকে অশ্বধারণ রজ্জু, চক্ষুঃ-শ্রোত্রাদি ইন্দ্ৰিয় সমূহকে  
অশ্ব অর্থাৎ ( সমস্ত ইন্দ্ৰিয়ের গোচর বিষয় সক-  
লকে অশ্ব ) বলিয়া সকলে নির্দেশ করিয়া থাকেন ।  
যে ব্যক্তি সর্বদা নিযুক্ত চিত্ত দ্বারা সকল কার্য্যে  
জ্ঞানবান্ আছেন, ( সারথির সৎ অশ্ব সকল যেরূপ  
বশীভূত ) তদ্রূপ ঐ ব্যক্তির সমস্ত ইন্দ্ৰিয় বশীভূত  
হইয়া থাকে” ॥ ৫০ ॥

পুরুষ এবেদমিত্যাদিবেদেষু সৰ্ব্বকারণতয়া  
নশ্র। সার্বাশ্রাঃ হাটকশ্চেব মুকুটাদি তাদাশ্রাঃ  
সরসনাম্নায়তে তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ পুরুষ এবেদং সৰ্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভবাং সৰ্বং খন্দিদং  
ব্রহ্ম তজ্জলান্ সদেব সৌম্যোদমেকমেবাদ্বিতীয়মৈতদাত্ম্যমিদং  
সৰ্বং যথা সৌম্যৈকেন লোহমণিনা সৰ্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং

পণ্ডিতেরা পুষ্পমালার অন্তর্গত সূত্রকে যেরূপ  
একবার দেখিয়া পুষ্প হইতে পুনরায় পৃথক্  
করিয়া জানেন, তদ্রূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি  
এই তিনপ্রকার উপাধি বা অবস্থায় আত্মা গ্রথিত  
থাকিলে ও পণ্ডিতেরা, যে আত্মাকে ঐ তিনপ্রকার  
উপাধি হইতে পৃথক্ করিয়া জানেন ; আপনিই  
সেই পরমার্থতত্ত্ব । বেদে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য  
সংবাদে এই বিষয়টী স্পষ্ট কথিত হইয়াছে । ৫১ ।

“পুরুষ এবেদং সৰ্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভবাং  
সৰ্বং খন্দিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্ । সদেব সৌম্যোদ-  
মেকমেবাদ্বিতীয়মৈতদাত্ম্যমিদং সৰ্বং যথা সৌ-  
ম্যৈকেন লোহমণিনা সৰ্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং  
স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমি-  
তোব সতম্ ” অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এ  
সমুদয়ই আত্মময় । তাহা হইতে জাত, তাহাতেই  
লীন এবং তাহাদ্বারাই জীবন ধারণ হওয়াতে এ  
সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময় । এই সমস্ত দৃশ্যমান বস্তু  
আত্মময় । হে সৌম্য ! যেরূপ একটী অয়স্কান্ত  
মণি জানিলে সমস্ত লোহময় বলিয়া জানা যায়,  
রাম, শ্যাম, হরি, কৃষ্ণ ইত্যাদি নাম সকল বিকার  
মাত্র, কেবল লৌহ সত্যবস্তু । ইত্যাদি বেদ

যশ্চাহমত্র বস্মিণি ভামি সৌহসৌ যৌহসৌ  
বিভাতি রবিমণ্ডলে সৌহহমিতি । বেদবেদিনো  
ব্যতিহারতো যদধ্যাপয়ন্তি যত্নতঃ তত্ত্বমসি  
তত্ত্বম্ ॥ ৫৩ ॥

শ্রাদ্ধাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যমিত্যা-  
দি বেদেষু সৰ্ব্বকারণতয়া সূৰ্য্যগ্রহ যথা কটকমুকুটাদিতাদাশ্রাঃ  
সরসং যথা শ্রাৎ তথা আত্মায়তে উপক্রমোপসংহারাবভ্যা  
সৌহৃদ্যতাফলং, অর্থবাদোপপত্তিচ্চ লিঙ্গাণ্যেতানি ষট্ ক্রমা-  
দিত্যন্তর্যদ্বিধতাংপর্য্যালিঙ্গৈঃ স্বারম্যোনোপদিশ্যতে তত্ত্বমসি  
মসি ॥ ৫২ ॥

কিঞ্চ যশ্চাহমস্মিন্ শরীরে বিভামি সৌহসৌরবিমণ্ডলস্তো-  
হস্তুি সৌহসৌ রবিমণ্ডলে বিভাতি সৌহমস্মীতোবঃ ব্যতিহা-  
রেণ বেদবাদিনঃ প্রমত্ততো যত্নতঃপ্রদ্যাপয়ন্তি তত্ত্বমসি । তথা  
চ কতিঃ তদ্যতঃসত্যং অসৌ স আদিত্যো এব য এতস্মিন্  
মণ্ডলে পুন্মবো যশ্চায়ং দক্ষিণেক্ষন্ পুরুষস্তাবেতাবতোহস্মিন্  
প্রতিষ্ঠিতাবিতাদ্যা ॥ ৫৩ ॥

বচন দ্বারা সূৰ্য্য যেরূপ কটক, কুণ্ডল ও মুকুটাদি  
অলঙ্কারের কারণ রূপে কটক মুকুটাদির আত্মা  
হয়, তদ্রূপ আত্মাও সমস্ত বস্তুর আত্মা ও সমস্ত  
বস্তুর কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । আত্মা যে  
সমস্ত বস্তুর কারণ ও আত্মা, ইহা স্বন্দররূপে বেদে  
কথিত হইয়াছে । উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস,  
অপূর্ব্বতাফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয় প্রকার  
লিঙ্গ । এই ছয় প্রকার তাৎপর্য্য চিহ্ন দ্বারা  
বেদে যে আত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই  
পরমার্থতত্ত্ব আপনি । ৫২ ।

“যে আমি এই শরীরে দীপ্তিমান্, সেই লোক  
রবিমণ্ডলে অবস্থিত । যে বস্তু সূর্য্যমণ্ডলে বিদ্য-  
মান, সেই বস্তুই আমি ।” এইরূপে বেদবাদীরা



বেদানুবচনসদানমুখধর্মৈঃ শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতৈর্বি-  
দ্যয়া যুক্তৈঃ । বিবিদিষন্ত্যত্যন্তবিমলস্বাস্তা ব্রাহ্মণা  
যদ্ ব্রহ্ম তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫৪ ॥

শমদমোপরমাদিসাধনৈর্ধীরাঃ স্বাত্মনাত্মনি যদ-  
দ্বিষ্য কৃতকৃত্যঃ । অধিগতামিতসচ্চিদানন্দরূপা  
ন পুনরিহ খিদ্যন্তি তত্ত্বমসি তত্ত্বম্ ॥ ৫৫ ॥

কিঞ্চ বেদানুবচনসদানযজ্ঞতপোহিতমেধ্যাশনাদিধর্মৈঃ  
শ্রদ্ধয়ানুষ্ঠিতৈঃ বিদ্যায়োপাসনয়াচ যুক্তৈরত্যন্তনির্মলানীজি-  
রাণি যেমাং তে ব্রাহ্মণা যদ্ ব্রহ্ম বিবিদিষন্তি বেদিতুমিচ্ছন্তি  
তত্ত্বমসি । তথা চ শ্রুতিঃ, তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা-  
বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন যদ্বিদ্যায়োপনিষদা-  
করোতি তবীৰ্য্যবত্তরং ভবতি দানাদেঃ তত্ত্বম্ ভগবতোক্তং  
সাত্বিকত্ববেদানুবচনাদেঃ প্রজলিতাঙ্কশিরসস্য জলরাশিপ্ৰবে-  
শেচ্ছাবহুৎকাটেক্ষাপ্রতিকরণত্বং ন তু সামান্তেচ্ছাং প্রতি অজা-  
গলস্তনায়মানাস্তস্যাত্মন্যঃ পূর্বমেব সিদ্ধত্বাৎ যদ্বাহুত্বেন জিগ-  
মিষতীত্যত্র গমনং প্রত্যাহসোব জ্ঞানং প্রত্যেব করণত্ব-  
মন্ত ॥ ৫৪ ॥

কিঞ্চ শমদমোপরমকান্তিসমাধিশ্রদ্ধালক্ণৈঃ সাধনৈঃ  
স্বাত্মরূপেণাত্মনি বুদ্ধৌ যদদ্বিষ্য সাক্ষাৎকৃতং সত্যং জ্ঞানমনন্তং  
ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেত্যাদিস্বরূপং যৈস্তে কৃতকৃত্যঃ সন্তঃ  
পুনরিহ সংসারে জন্মমরণাদিলক্ণং খেদং নাশু বন্তি । তত্ত্বমসি  
তথা চ শ্রুতিঃ । শাস্তো দাস্ত উপরতস্তিতিক্ণুঃ সমাহিত আত্ম  
ত্বেবাত্মনঃ পশ্চেদিতি শ্রদ্ধাষিতো ভূত্বৈতি চ যদ্বৈতাঃ শিষ্যাণাং  
পৃথক পৃথগুক্তয় ইতি বোধ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

যত্নসহকারে যে তত্ত্ব অধ্যাপনা করিয়া থাকেন,  
সেই পরমার্থ বস্তু আপনি । বেদে আছে—“তদ্-  
যৎ তৎ সত্যং অসৌ স আদিত্যো এষ য এতস্মিন্  
মণ্ডলে পুরুষো যশ্চায়ং দক্ষিণেক্ষন্ পুরুষ স্তাবেতা  
বন্যোন্মস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতৌ ” যাহা সে বস্তু তাহা  
সত্য । এই মণ্ডলে যে পুরুষ ঐ সেই বস্তুই  
আদিত্য । দক্ষিণ দিকে যে পুরুষ সমস্ত বস্তু দর্শন  
করিতেছেন, এই দুই জন পরস্পর, পরস্পরের  
উপর প্রতিষ্ঠিত । ৫৩ ।

যাঁহাদিগের অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় সকল  
একান্ত নির্মল, সেই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা শ্রদ্ধাপূর্বক  
আচরিত এবং উপাসনা দ্বারা যুক্ত বেদানুশাসন,  
সংপাত্রে দান, যজ্ঞ, তপস্যা, হিতকার্য্য, পবিত্র-  
বস্তু ভক্ষণ প্রভৃতি ধর্মকর্ম দ্বারা যে ব্রহ্মকে

জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই পরমার্থবস্তু আ-  
পনি । বেদে আছে—“তমেতং বেদানুবচনেন  
ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন  
যদ্বিদ্যায়োপনিষদা করোতি তদ্ বীৰ্য্যবত্তরং  
ভবতি ” সেই সর্বব্যাপী সর্বময় ব্রহ্মকে ব্রাহ্ম-  
ণেরা নাশকারী যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা জানিতে  
ইচ্ছা করেন । লোকে জ্ঞান এবং উপনিষদ্ দ্বারা  
যাহা করিয়া থাকে, তাহা অপেক্ষা কৃত বীৰ্য্যশালী  
হয় ॥ ৫৪ ॥

পণ্ডিতেরা শম, দম, উপরতি, ক্রমা, সমাধি  
ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি সাধন দ্বারা স্বীয় আত্মভাবে, স্বীয়  
বুদ্ধিতে যাহা অন্বেষণ করিয়া ( সত্যং জ্ঞানমনন্তং  
ব্রহ্ম বিজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম ) ইত্যাদি বেদ বোধিত  
ব্রহ্মকে সাক্ষাৎকার করিয়া কৃতকৃত্য হয় এবং  
অনন্ত, সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে জানিতে  
পারেন । যাহারা ব্রহ্মসাক্ষাৎ কার করিয়াছেন,  
তাহাদের আর পুনরায় এই সংসারে জন্ম কি

অবিগীতমেবং নরপতিরাকর্ষণ্য বর্ণিতাত্মার্থম্ ।  
বিসমর্জ্য পুরিতাশানেতান্নিষ্ঠাতিকর্তব্যঃ ॥ ৫৬ ॥

উদ্বোধিতঃ সদসি তৈরবলম্ব্য মুচ্ছাং নির্গত্য  
রাজতনুতো নিজমাবিবেশ । গাত্রং পুরোদিতন-  
য়েন স দেশিকেন্দ্রঃ সংজ্ঞামবাপ্য চ পুরেব সমু-  
খিতোহভূৎ ॥ ৫৭ ॥

এবমবিগীতমনিষ্ঠিতং বর্ণিতাত্মবস্তু শ্রদ্ধা অর্থো বিষয়ঃ  
অর্থো বিষয়ধনকারণবস্তুবু ইতি কোষঃ, নিষ্ঠাতং কর্তব্যং যেন  
স নৃপতিঃ পুরিতা আশায়েষাং তানেতান্ শিষ্যান্ বিসমর্জ্য,  
আশ্যা দ্বিতীয়েহর্দৈগদগদিতং লক্ষণং তৎস্যাৎ । বহুভয়োরপি  
দলয়োরূপগীতিস্তাং মুনিজ্ঞাতে ॥ ৫৬ ॥

সভায়াং তৈঃ পদ্মপাদাদিতিক্রদ্বোধিতোমুচ্ছামবলম্ব্য পু-  
রৌক্তন্তায়েন রাজশরীরান্নির্গত্য নিজশরীরমাবিবেশ । স দে-  
শিকেন্দ্রঃ সংজ্ঞাং চেতনামবাপ্য চ পুনরুখিতোহভূৎ বঃ ॥ ৫৭ ॥

মরণ জন্ম খেদ পাইতে হয় না । যেদে আছে  
“শান্তো দাস্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিত আত্মন্যে-  
বাত্মানং পশ্যৎ” শম, দম, উপরম প্রভৃতি গুণ-  
যুক্ত এবং ক্রমাবান্ ও সমাধিনিষ্ঠ হইয়া আত্মাতে  
আত্মদর্শন করিবে । ৫৫ ।

এইরূপে শিষ্যদের নিকট হইতে অনিন্দনীয়  
আত্মবস্তু শ্রবণ করিয়া ঐ নৃপতি আপনার কর্তব্য  
বিষয় জানিতে পারিলেন । পরে শিষ্যদের আশা  
পূর্ণ করিয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন । ৫৬ ।

সভামধ্যে পদ্মপাদাদি শিষ্যগণ তাঁহাকে উদ্বো-  
ধন করাইলে তিনি মুচ্ছা অবলম্বন পূর্বক ( যে  
নিয়মে রাজশরীরে প্রবেশ করেন ) সেই নিয়মা-  
নুসারে রাজশরীর হইতে নির্গত হইয়া নিজশরীরে

তদনু কুহরমেত্য পূর্বদৃষ্টং নরপতিভৃত্যবিস্মৃষ্ট-  
পাবকেন । নিজবপুরবলোক্য দহমানং ঝটিতি  
স যোগধুরন্ধরো বিবেশ ॥ ৫৮ ॥

সপদি দহনশান্তয়ে মহান্তং নরমুগরূপমধোক্ষজং  
শরণ্যম্ । স্তুতিভিরধিকলালসংপদাভিস্তুরিতমতো-  
ষয়দাত্তবিৎপ্রধানঃ ॥ ৫৯ ॥

ননু রাজভৃত্যবিস্মৃষ্টাগিনা দহমানং শরীরং কথং বিবে-  
শেত্যশঙ্ক্যাহ । তন্মাত্ রাজতনুতো নির্গমনাৎ পশ্চাৎ পূর্ব  
দৃষ্টং গুহাচ্ছিদ্রমেত্য নরপতিভৃত্যবিস্মৃষ্টপাবকেন দহমানং  
নিজশরীরমবলোক্য যতো যোগধুরন্ধরোহতো ঝটিতি বিবেশ  
পুষ্পিতাগ্রা ॥ ৫৮ ॥

এবমপি দহনং কথং শমিতবানিত্যা কাক্ষায়ামাহ । সপদি  
তৎক্ষেণে আত্মবিৎপ্রধানঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ দহনস্ত শাস্তয়ে  
মহান্তং শরণে সাধুং নরসিংহরূপমধোক্ষজমধোক্ষিজনাং জ্ঞানং  
বস্মান্তং বিষ্ণুং অধিকং কলাভিলসন্তি পদানি যাসু তাভিঃ স্তু-  
তিভিঃ শীঘ্রমতোবয়ং । তথাহি শ্রীমৎপয়োনিপিনিকেতন চক্র-  
পাণে ভোগীন্দ্রভোগমণিরঞ্জিতপুণ্যমূর্তে । যোগীশ শাস্তত শরণ্য  
ভবাক্ষিপোত লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ (১) ব্রহ্মেন্দ্রক-  
দ্রনরুদককিরীটকোটিন্তাটিতাজিযুকমলমলকাস্তিকাস্ত । লক্ষ্মী-

প্রবেশ করেন । অনন্তর গুরুবর শঙ্কর চেতনা  
পাইয়া পূর্বমতন শীঘ্র উখিত হইলেন । ৫৭ ।

রাজশরীর হইতে নির্গত হইবার পর পূর্বে  
যে গুহাচ্ছিদ্র দেখিয়াছিলেন, তাহার নিকটে  
আসিয়া ( ভূপতির ভৃত্যগণ অগ্নিদানে যে শরীর  
দগ্ধ করিয়াছিল ) আপনার ঐ দগ্ধ কলেবর দেখিয়া  
শঙ্কর যোগীবর বলিয়া শীঘ্র নিজ কলেবরে প্রবেশ  
করেন ॥ ৫৮ ॥

ঐ সময়ে আত্মজ্ঞানীরা অগ্রগণ্য শঙ্কর অগ্নি

নরহরিকৃপয়া ততঃ প্রশান্তে প্রবলতরে স হতা-

লসংকুচসরোরুহরাজহংস লং (২) সংসারঘোরগহনে চরতো  
মুরারে মারোগ্রভীকরমৃগপ্রবরাদিত্ত। আর্ন্তমৎসরনিদাঘনি-  
পীড়িতস্ত লং (৩) সংসারকৃপমতিঘোরনিদাঘমূলং সম্প্রাপ্য হৃৎ-  
শতসর্পসমাকুলস্ত। দীনস্ত দেব রূপণাপদমাগতস্ত লং (৪) সংসার-  
সাগরবিশালকরালকালনক্রগ্রহগ্রসজ্জনিগ্রহবিগ্রহস্ত। ব্যগ্রস্ত রাগ-  
রসনোন্মিষিপিড়িতস্ত লং (৫) সংসারবৃক্ষমঘবীজমনন্তকর্ম্মশাখা-  
শতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্। আরুহ্য হৃৎফলিতং পততো দয়ালো  
লং (৬) সংসারসর্পঘনবক্তৃভয়োগ্রভীতদংষ্ট্রাকরালবিষদন্ধবিনষ্ট-  
মূর্ত্তেঃ। নাগারিবাহন সুধাকিনিবাসশোরে লং (৭) সংসারদাব-  
দহনাকুরভীকরোরুজালাবলীভিরতিদগ্ধতনুরুহস্ত। ত্বৎপাদপদ্ম-  
সরশীশরণাগতস্ত লং (৮) সংসারজালপতিতস্ত জগন্নিবাস সর্কে-  
ল্লিয়ার্থবডিশাঙ্কিবোপমস্ত। প্রোৎখণ্ডিতপ্রচুরতালুকমন্তকস্য  
লং (৯) সংসারভীকরকরীসকলাভিঘাতনিষ্পিষ্টমন্মথবপুষঃ স-  
ক-  
লাস্তিনাশ। প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলস্ত লং (১০) অন্ধস্য  
মে হতবিবেকমহাধনস্য চৌরেঃ প্রভো বলিভিরিঞ্জিয়নাম-  
ধেয়েঃ। মোহাকৃপকূহরে বিনিপাতিতস্য লং (১১) লক্ষ্মীপতে  
কমলনাভ সুরেশ বিধো বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুষ্পরাক্ষ ব্রহ্মণ্য  
কেশব জনার্দন বাসুদেব দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বমিতি  
(১২) ॥ ৫৯ ॥

নিবারণের নিমিত্ত শাস্ত্রানুসারে অর্থযুক্ত পদ বি-  
শিষ্ট স্তববাক্যে শরণাগতবৎসল নরসিংহরূপী  
বিষ্ণুকে সন্তুষ্ট করিলেন ॥ ৫৯ ॥

যথা—“আপনার সমুদ্রই নিকেতন; আপনার হস্ত চক্র;  
অনন্তসর্পের ফণামণ্ডলস্থিত মণিরাশি আপনার পবিত্র মূর্ত্তি  
সুরঞ্জিত; আপনি যোগিবর; আপনি নিত্য; আপনি  
শরণাগত পালক; আপনি ভবার্ণবের নৌকা; হে লক্ষ্মী-  
কান্ত! অতএব আপনি আমাকে হস্তদ্বারা আলম্বন করুন।  
ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শিব, বায়ু, সূর্য্য ইহাদের মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা  
আপনার অমল চরণ কমল নিয়ত স্পৃষ্ট হওয়াতে এবং ঐ  
সকল মুকুট প্রভায় আপনার চরণমূল অনির্কচনীয় শোভা  
ধারণ করিয়া থাকে। আপনি কমলাদেবীর মনোহর

কুচপদ্মের রাজহংস। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। হে  
মুরারে? আমি সংসাররূপ ঘোর বনে নিয়ত সঞ্চরণ করিয়া  
থাকি; ভয়ানক কামসিংহ আমাকে সর্বদা পীড়ন করিয়া  
থাকে; আমি অত্যন্ত আর্ন্ত এবং মাৎসর্য্য রূপ গ্রীষ্ম দ্বারা  
অত্যন্ত পীড়িত। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। আমি  
ঘোর কষ্টের মূল সংসাররূপ যেমন পাইয়াছি অমনি শত শত  
হৃৎ, সর্পের মতন আসিয়া আকুল করিতেছে। হে দেব!  
আমি দীন ও কঠিন বিপদে নিপতিত। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত!  
ইত্যাদি। সংসার সাগরের বিশাল ও ভয়ানক কালকুন্তীর প্র-  
ভৃতি কালজন্তু সকল আমার দেহে ভয় উৎপন্ন করিতেছে;  
বিষয়াভিলাষ রূপ তরঙ্গ সকল আমাকে বাস্তব করিতে আসি  
অতিশয় বিপন্ন হইয়াছি। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি।  
পাপ যাহার বীজ, অনন্ত কর্ম্ম সকল যাহার শত শত শাখা  
প্রশাখা; ইঞ্জিয় গ্রাম যাহার পত্র; কাম যাহার সুন্দর পুষ্প;  
হৃৎ যাহার ফল; আমি একরূপ ভয়ানক সংসার বৃক্ষে আরো-  
হণ করিয়া পতিত হইতেছি। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত!  
ইত্যাদি। সংসাররূপ সর্পের ভয়ানক মুখ এবং ভয়ানক তীক্ষ্ণ  
দশন ও ভীষণ বিষজালায় আমার শরীর অতিশয় মুমূর্ষু হই-  
য়াছে। হে কৃষ্ণ! সর্পনাশক গরুড় আপনার বাহন; সুধা-  
সমুদ্রে আপনার বাস। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি।

আমার অঙ্গ সকল সংসার দাবানলে উৎপীড়িত এবং ঐ  
দাবানলের প্রচণ্ড ভীষণ ক্ষুলিঙ্গে দগ্ধ হইতেছে। এক্ষণে  
আপনার পাদপদ্ম-রূপ সরোবরের নিকটে শরণাগত হইলাম।  
অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি। হে জগদীশ্বর! আমি  
সংসার জালে জড়িত; সমস্ত ইঞ্জিয় ও ইঞ্জিয়ভোগ্য বস্তু  
সকল বড়িশের তুল্য; আমি ঐ বড়িশে অর্ধেক মৎস্যের  
মতন হইয়াছি। আমার তালু ও মস্তক ঐ বড়িশ দ্বারা অ-  
ত্যন্ত খণ্ডিত হইতেছে। অতএব হে লক্ষ্মীকান্ত! ইত্যাদি।  
সংসাররূপ ভীষণ হস্তীসমূহ বেক্রপ আঘাত করিতেছে, তাহা  
দ্বারা আমার মন্ম ও শরীর একেবারে চূর্ণ হইতেছে। প্রাণ  
বহির্গত হইবে বলিয়া যে ভয় উৎপন্ন হইয়াছে, আমি তাহা  
দ্বারা আকুল। হে সকলবিপদিতজন! হে লক্ষ্মীকান্ত!  
অতএব ইত্যাদি। হে প্রভো! আমি অন্ধ। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি  
বলবান্ চোর সকল আমার দেহে বিবেক নামে মহাধন ছিল,  
তাহা অপহরণ করিয়াছে। অবশেষে ঐ দুই চোরগণ আমাকে

শনে প্রবিষ্টঃ । নিরগমদচলেন্দ্রকন্দরাস্তাদ্বিধুরিব  
বক্তৃবিলাদ্বিভুস্তদস্ত ॥ ৬০ ॥

তদনু শমধনাধিপো বিনৈশৈশ্চিরবিরহাদতিবর্দ্ধ-  
মানহর্দৈঃ । সনক ইব বৃতঃ সনন্দনাদৈর্জিগমিষু-  
রাজনি মণ্ডনস্য গেহম্ ॥ ৬১ ॥

ততশ্চ নরহরিকৃপয়া প্রবলতরে হতাশনে প্রকর্ষণে শান্তে  
সতি তস্মিন্ গুহায়াং বা প্রবিষ্টঃ স শ্রীশঙ্করো গিরীন্দ্রকন্দরা-  
মধ্যান্নিরগমৎ । বিধুস্তদতি হিনস্তীতি বিধুস্তদো রাহস্তস্য মুখ-  
লক্ষণাদ্বিলাচ্ছীব ॥ ৬০ ॥

ততঃ পশ্চাদ্বিরহাদতিবর্দ্ধমানসৌহার্দৈঃ শিষ্যৈঃ সনন্দ-  
নাদৈরারূতঃ সনক ইব শমধনাধিপো মণ্ডনস্ত গেহং গন্তুমিচ্ছু-  
রাজনি সমাগভবৎ ॥ ৬১ ॥

অনন্তর নরসিংহের কৃপায় ঐ প্রবলতর  
অনল নির্বাণ হইলে গিরিগুহার মধ্যে প্রবেশ  
করিয়া রাজের মুখছিদ্র হইতে শশধরের ন্যায় শঙ্কর  
পুনরায় গিরিগুহা মধ্য হইতে বহির্গত হইলেন  
। ৬০ ।

তৎপরে বহুদিন বিরহের পর গুরুদেবের  
দর্শনে শিষ্যগণের সৌহৃদ্য অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল ।  
শান্তিরসের একমাত্র আশ্রয় শঙ্কর, সনন্দনাদি  
শিষ্য বেষ্টিত সনক ঋষির ন্যায় শিষ্য বেষ্টিত হ-  
ইয়া মণ্ডনের গৃহে গমন করিতে মনন করিলেন ।  
॥ ৬১ ॥

মোহরূপ অন্ধকূপে নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছে । অতএব হে  
লক্ষীকান্ত ! ইত্যাদি । হে লক্ষীপতে ! হে পদ্মনাভ ! হে  
সুরেশ ! হে বিষ্ণো ! হে বৈকুণ্ঠ ! হে কৃষ্ণ ! হে মধুসূদন !  
হে কমলাক্ষ ! হে ব্রহ্মণ্য ! হে কেশব ! হে জনার্দন ! হে  
বাসুদেব ! হে দেবেশ ! এই অধীন ও কাতর জনে হস্তাবলম্বন  
দান করুন ।”

তদনু সদনমেত্য পূর্বদৃষ্টং গগনপথাদ্গলিত  
ক্রিয়াভিমানম্ । বিষয়বিষনিবৃত্ততর্ষমুচ্চৈরতনুত-  
মণ্ডনমিশ্রমক্ষিপাত্রম্ ॥ ৬২ ॥

তং সমীক্ষ্য নভসশ্চ্যুতং স চ প্রাজ্ঞলিঃ প্রণত  
পূর্ববিগ্রহঃ । অর্হণাভিরতিপূজ্য তস্মিবানীকরণৈ-  
নিমিষৈঃ পিবন্নিব ॥ ৬৩ ॥

স বিশ্বরূপো বত সত্যবাদী পপাত পাদান্বজয়ো

তদনু গমনমার্গেণ পূর্বদৃষ্টং মণ্ডনগেহমেত্য গলিতক্রিয়াভি-  
মানং যতো বিষলক্ষণরবিষান্নিবৃত্তাভিলাষঃ মণ্ডনমিশ্রমুচ্চৈর-  
ক্ষিপাত্রমকৃত ॥ ৬২ ॥

আকাশাদবতীর্ণস্তং শ্রীশঙ্করং সম্যক্ পরপ্রেমণা দৃষ্ট্বা স চ  
মণ্ডনঃ প্রাজ্ঞলিঃ পুনশ্চ প্রকর্ষণে নম্রীকৃতঃ পূর্ববিগ্রহঃ শিরো-  
ভাগো যেন স যোগ্যাতিঃ পূজাভিরতিপূজ্যানিমিষৈরীকরণৈঃ  
পিবন্নিব তস্মিবান্ রথোদ্ধতা ॥ ৬৩ ॥

গৃহং শরীরং যচ্চাত্তনুমদীয়ং তৎসর্বং তবেতিবাদী কিং  
ভয়েন নেত্যাহ মুদিতো যতো মহাত্মাহংকৃত্ত্বমভাবঃ স বিশ্বরূপো

অনন্তর আকাশ পথে গমন করিয়া পূর্ব দৃষ্ট  
মণ্ডনের গৃহে উপস্থিত হইলেন । দেখিলেন মণ্ড-  
নের আর যাগ যজ্ঞ ক্রিয়ার উপর অভিমান কি  
আস্থা নাই ; বিষয় বিষ হইতে অভিলাষ একে-  
বারে নিবৃত্ত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

আকাশ হইতে শঙ্করকে অবতীর্ণ হইতে দে-  
খিয়া মণ্ডন কৃতাজ্ঞলি ও অবনতমস্তকে সমুচিত  
পূজা দ্বারা পূজা করিয়া অনিমিষ নয়নে যেন তাঁ-  
হাকে পান (দর্শন) করিবার নিমিত্ত কিছুকাল অব-  
স্থান করিলেন ॥ ৬৩ ॥

“গৃহ, শরীর, অন্য আর যে সমস্ত কিছু আ-  
মার আছে এ সমুদায়ই আপনার ।” এই কথা



যতীশঃ । গৃহং শরীরং মম যচ্চ সৰ্ব্বং তবেতিবাদী  
মুদিতো মহাত্মা ॥ ৬৪ ॥

প্রিয়সা প্রথমমর্চিতং মুনিং প্রাপ্তবিষ্ণুরমূপ-  
স্থিতং বৃধৈঃ । প্রশ্রয়াবনতমূর্তিরব্রবীচ্ছারদাহভি-  
বদনে বিশারদা ॥ ৬৫ ॥

ঈশানঃ সৰ্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সৰ্বদেহিনাম্ ।  
ব্রহ্মণোহধিপতিব্রহ্মন্ ! ভবান্ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ  
॥ ৬৬ ॥

যতীশীষ্ট ইতি যতীট্ তস্য পদকমলয়োঃ পপাত বতেতি হর্ষে  
উপেক্ষবজ্রা ॥ ৬৪ ॥

এবং মণ্ডনকৃতং সংকারমূপবর্ণা শারদাবাক্যমুদাহর্তুমাহ ।  
অতিপ্রিয়ং পত্যা প্রথমং পূজিতং প্রাপ্তাসনং বৃধৈঃ সহ সমীপে  
স্থিতং মুনিং প্রশ্রয়েণ প্রিয়া প্রশ্রয়তমূর্তিরভিকথনেহিতিকুশলা-  
সরস্বতী অগ্রবীং রথো ॥ ৬৫ ॥

তদুদাহরতি । ঈশানঃ সৰ্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সৰ্বভূতানাং ব্রহ্মা-  
ধিপতিরিত্যাदिমঙ্গপ্রতিপাদিতঃ সদাশিবো হে ব্রহ্মন্ ! সাক্ষাদ্  
ভবানিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

বলিয়া আনন্দিত ও উদারচেতা বিশ্বরূপ (মণ্ডন)  
যতিপতি শঙ্করের পদকমলে পতিত হইল ॥৬৪॥

মণ্ডন শঙ্করের এইরূপ পূজা করিবার পর  
আসনোপবিষ্ট এবং পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত নিকট-  
স্থিত শঙ্করকে প্রেমসহকারে নতমস্তক হইয়া বাক্য  
কুশলা সরস্বতী দেবী বলিতে লাগিলেন । ৬৫ ।

হে ব্রহ্মন্ ! আপনি সকল বিদ্যার ঈশ্বর ;  
আপনি সকল জীবের অধিপতি ; বেদমন্ত্রে উক্ত  
হইয়াছে, আপনি ব্রহ্মারও ঈশ্বর, অতএব সকল  
প্রকারে আপনি যে সাক্ষাৎ সদাশিব তাহাতে  
আর সংশয় নাই । ৬৬ ।

সদসি মামবিজিত্য তথৈব যন্মদনশাসনকাম-  
কলাশ্বপি । তদববোধকৃতে কৃতিমাচরন্তুদিহ মর্ত্য-  
চরিত্রবিড়ম্বনম্ ॥ ৬৭ ॥

ত্বয়া যদাবাং বিজিতৌ পরাশ্রয়ান্ । ন তৎ ত্রপা-  
মাবহতীভ্য ! সৰ্বথা । কৃতাভিভূতি ন ময়ুখশালিনা  
নিশাকরাদেৱপকীৰ্ত্তয়ে খলু ॥ ৬৮ ॥

ননু কামশাস্ত্রোক্ততৎকলাশ্ব আমপরিজিত্য তদ্বিজ্ঞানার্থং  
যত্নং কৃতবন্তঃ মাং কথমেবং বদসীতি চেত্তত্রাহ । সদসি মামবি-  
জিত্য তথৈব যৎকামশাস্ত্রে যাস্তৎকলাঃ কামকলাস্তাশ্বপি তৎ-  
কলাববোধার্থং যত্নমাচরিতবানসি । তন্মতুবা চরিত্রানুকরণ-  
মাত্রমিত্যর্থঃ কৃতং ॥ ৬৭ ॥

স্বপরাজয়স্বাবয়ো লজ্জাহেতু ন ভবতীত্যাহ । ত্বয়া যদাবাং  
বিজিতৌ তৎ সৰ্বথাশ্বপি লজ্জাং নাবহতি । ননু ব্রহ্মণা সহি-  
তায়ঃ সরস্বত্যাস্তৎ ত্রপাবহং কথং ন ভবতীতি চেৎ ব্রহ্মাদি-  
ভিরপি স্তুত্যা কৃতঃ পরাজয়ো ন তৎকর ইত্যাহ । হে ঈভ্য !  
তৎ কৃত ইত্যত আহ পরাশ্রয়ান্নিতি । তত্র দৃষ্টান্তমাহ যথা  
সহস্রভানুনা দিবাকরেণ কৃতাভিভূতিরভিভবচ্চন্দ্রাদেৱপকীৰ্ত্তয়ে  
ন ভবতীতি প্রসিদ্ধং তদ্বদিত্যর্থঃ উপে ॥ ৬৮ ॥

অধিক কি—সভামধ্যে আমাকে জয় না করিয়া  
(কামশাস্ত্রে যত কাম কলা আছে, তাহা জানিবার  
জন্য যে আপনি যত্ন করিয়াছেন) তাহা কেবল  
মানব চরিত্রের অনুকরণ করা মাত্র । ৬৭ ।

আপনি যে আমাদের দুইজনকে জয় করিয়া-  
ছেন তাহা লজ্জাজনক কার্য্য নহে । আপনি  
বিবেচনা করিয়া দেখুন, ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনাকে  
সর্বদা স্তব করিয়া থাকে । অতএব হে পরমা-  
শ্রয়ান্ ! দিবাকরের তেজে চন্দ্রাদি তৈজস পদার্থের  
অভিভব হইলেও তাহাতে চন্দ্রাদির কোন অকীৰ্ত্তি  
হয় না । ৬৮ ।

আদাবান্নাং ধাম কামং প্রয়াস্তাম্যহমুচ্ছং মা-  
মুচ্ছাতুমহন ! । ইত্যামন্যাস্তুর্হিতাং যোগশক্ত্যা  
পশুন্ দেবীং ভাষ্যকর্তা বভাবে ॥ ৬৯ ॥

জানামি ত্বাং দেবি ! দেবস্য ধাতুর্ভার্যামিষ্ঠা-  
মষ্টমূর্ত্তেঃ সগর্ভ্যাম্ । বাচামাদ্যাং দেবতাং বিশ্ব-  
ত্তৈপ্ত্য চিন্মাত্রামপ্যাত্তলক্ষ্ম্যাদিক্রুপাম্ ॥ ৭০ ॥

এবং স্তব্ধা ব্রহ্মলোকগমনায়ামুচ্ছাং প্রার্থয়তে । আদৌ যং  
স্বচ্ছং স্বীয়ং ধাম তদবশ্যং প্রয়াস্তামি তস্মাৎ হেমহন ! মামু-  
চ্ছাতুং যোগ্যোহসি, মাগুনধামব্যাবৃত্যর্থমাদাবিত্যক্তং ইত্যা-  
মন্যাস্তুর্হিতাং দেবীং যোগশক্ত্যা পশুন্ ভাষ্যকারো জগাদ  
শালিঃ ॥ ৬৯ ॥

তদাহ । হে দেবি ! ত্বাং জানামি । কথমুত্তামিত্যত আহ  
দেবস্ত ধাতুর্হিরণ্যগর্ভস্ত ভার্য্যাং তত্রাপীষ্টামতিপ্রিয়াং পুনশ্চা-  
ষ্টমূর্ত্তেঃ শিবস্ত সগর্ভ্যাং সহোদরাং বাচামাদ্যাং দেবতাং চিন্-  
মাত্রামপি বিশ্বরক্ষণার্থং স্বীকৃতলক্ষ্ম্যাদিক্রুপামেবংভূতাং ত্বাং  
জানামীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

“হে পূজনীয় ! এই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া  
প্রথমে আমার যে স্বচ্ছ আবাস আছে, আমি  
অবশ্য সেই স্থানে গমন করিব । অতএব আপনি  
আমাকে এক্ষণে অনুমতি করুন ।” এইরূপে  
যথাবিধি সম্ভাষণ করিয়া দেবী সরস্বতী অন্তর্ধান  
হইলে ভাষ্যকার শঙ্কর যোগশক্তি প্রভাবে  
দেবীকে দর্শন করিয়া বলিতে লাগিলেন । ৬৯ ।

দেবি ! আপনি বিধাতার প্রিয়তমা পত্নী,  
অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবের সহোদরা, বাক্যের আদ্যা  
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, এবং চিৎস্বরূপা হইলেও জগৎ  
রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে লক্ষ্মী সরস্বতী  
প্রভৃতি রূপধারিণী বলিয়া জানিতেছি । ৭০ ।

তস্মাদস্মৎকল্পিতেষ্ট্যমানা স্থানেষু ত্বং শার-  
দাখ্যা দিশন্তী । ইষ্টানর্থান্ব্যশৃঙ্গাদিকেষু ক্ষেত্রে-  
ষ্বাস্থ প্রাপ্তসংসন্নিধানা ॥ ৭১ ॥

তথ্যেতি সংশ্রুত্যা সরস্বতী সা প্রয়াৎ প্রিয়ং  
ধাম পিতামহস্য । অদর্শনং তত্র সমীক্ষ্য সর্বৈ  
আকস্মিকং বিশ্বয়মীযুরুচ্চৈঃ ॥ ৭২ ॥

তস্যা যতীশজিততর্ভুতিত্বজাতবৈধব্যাসম্ভব-

এবং স্তব্ধাহভিমুখীকৃত্য প্রার্থ্যমাহ । তস্মাদব্যশৃঙ্গাদিকেষু  
ক্ষেত্রেষু অস্মন্নিম্নিতানি যানি তব স্থানানি তেষু পূজ্যমানা  
শারদাখ্যা ত্রিমিষ্টানর্থান্ দিশন্তী পুনশ্চ প্রাপ্তং সতাং সন্নিধানং  
যথাস্তাদুখা ভূতা আস্থ ॥ ৭১ ॥

তথ্যস্বিতি প্রতিজ্ঞায় সা সরস্বতী পিতামহস্ত প্রিয়ং ধাম  
প্রয়াৎ তত্র সংসদি তস্তা অদর্শনং সমীক্ষ্যাত্তম্মাকস্মিকং  
বিশ্বয়মাপুঃ ॥ ৭২ ॥

এবং সদস্তানাং মনোরুতং প্রদর্শা মগুনযতীশয়োস্তদাহ ।

অতএব ঋষ্যশৃঙ্গাদি প্রভৃতি ক্ষেত্রে (আমরা  
যে সকল স্থান নির্মাণ করিয়াছি সেই সকল  
স্থানে) পূজিত হইয়া শারদা নামে সেই স্থানে  
অভিমত ফল সকল দান করিয়া নিরত পণ্ডিত  
গণের সন্নিধানে আপনি বাস করুন । ৭১ ।

তথ্যাস্ত বলিয়া দেবী সরস্বতী একার প্রিয়  
ধামে গমন করিলেন । তখন সভাস্থ পণ্ডিতেরা  
তঁাহার অদর্শন দেখিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত বিষয়া-  
পন্ন হইলেন । ৭২ ।

যতিবর শঙ্কর, মগুনকে পরাজয় করাতে মগুন  
অগত্যা যতিধর্ম গ্রহণ করিলেন । স্ততরাং  
পতির ঐরূপ যতিভাব উৎপন্ন দেখিয়া সরস্বতীর  
বৈধব্য জন্মে । আপনার বৈধব্যজাত শোক দ্বারা

শুচা ভুবম্পৃশন্ত্যাঃ । অন্তর্দ্বিমীক্ষ্য মুদিতোহজনি  
মণুনোহপি তৎসাধু বীক্ষ্য মুনুদে যতিশেখরশ্চ  
॥ ৭৩ ॥

মণুনমিশ্রোহপ্যথ বিধিপূর্বং দত্তা বিত্তং যাগে

যতীশেন জিতস্ত তদ্ব্যবহিত্যজ্ঞাতাঐদম্ব্যং সমুবেন শোকেন  
ভুবম্পৃশন্ত্যাঃ স্বভাষায়া অন্তর্দ্বিমীক্ষ্য মণুনোহপি-  
মুদিতোহভুৎ তৎসাধু সমীচীনং বীক্ষ্য যতিশেখরোহপি মুদিতো-  
হভুৎ বঃ ॥ ৭৩ ॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ । অথ শারদাস্তর্কানাদান-  
স্তরং মণুনমিশ্রোহপি বিধিপূর্বং তদ্বৈকে প্রাজাপত্যমেবেষ্টিং  
কুর্বন্তি । প্রাজাপত্যং নিরূপোষ্টিং সার্ববেদসদক্ষিণাং । আত্ম-  
ন্যায়ীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাদিত্যাदि ऋতিশ্ব-  
তাক্তমার্গেণ সর্বং বিত্তং যাগে দত্তা আত্মনি আরোপিতঃ

পৃথিবী স্পর্শ না করিয়া পত্নীর এরূপ অন্তর্দ্বান  
দেখিয়া মণুন আহ্লাদিত হইলেন । যতিরাজ  
শঙ্কর ঐ কার্য্য উত্তম রূপে দর্শন করিয়া স্বয়ং  
যথেষ্ট হৃষ্ট হইলেন । ৭৩ ।

বেদে আছে—“তদ্বৈকে প্রাজাপত্যমেবেষ্টিং  
কুর্বন্তি” কেহ কেহ প্রাজাপত্য নামে যাগ করি-  
বেক । স্মৃতিতে আছে—“প্রাজাপত্যং নিরূ-  
পোষ্টিং সার্ববেদসদক্ষিণাং । আত্মন্যায়ীন্ সমা-  
রোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ” “অগ্নি যাহার  
দক্ষিণা, এরূপ প্রাজাপত্য যজ্ঞ সমাপন করিয়া  
আত্মার উপর অগ্নি সকল আরোপণ করিয়া ব্রাহ্মণ  
গৃহস্থাশ্রম হইতে সন্ন্যাস ধর্ম অবলম্বন করিবেন ।  
পরে সরস্বতীর অন্তর্ধান হইলে মণুন মিশ্র ঋতি  
এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারে যজ্ঞ সমস্ত  
ধন দান করিয়া আত্মার উপর অগ্নিহোত্র, গার্হ-  
পত্য ও আহবনীয় এই তিনটি অগ্নি আরোপণ

সর্বম্ । আত্মারোপিতশোচিক্বেশো ভেজে শঙ্কর-  
মন্তমিতাশঃ ॥ ৭৪ ॥

সন্ন্যাসগৃহবিধিনা সকলানি কৰ্ম্মাণ্যহায় শঙ্কর-  
গুরুর্বিদুষোহস্য কুর্বন্ । কর্ণে জগৌ কিমপি  
তদ্বমসীতি বাক্যং কর্ণেজপং নিখিলসংসৃতিদুঃখ-  
হানেঃ ॥ ৭৫ ॥

সন্ন্যাসপূর্বং বিধিবদ্বিভিক্বে পশ্চাদুপাদিক্ষ-

শোচিক্বেশোহগ্নিহোত্রাগ্নির্ঘেনাস্তমিতাহস্তঙ্গতা আশা যন্ত স  
শঙ্করং ভেজে সেবিতবান্ উঃ ॥ ৭৪ ॥

সন্ন্যাসপ্রতিপাদকগৃহসূক্তবিধিনাস্ত বিদুষঃ সর্কানি  
কৰ্ম্মাণি অহায় অঙ্গসা সম্যক্ কুর্বন্ শ্রীশঙ্করগুরুঃ সর্বত্রাধ্যায়ি-  
কাদিরূপস্ত সংসৃতিদুঃখস্ত হানেঃ কর্ণেজপং সূচকং কর্ণে-  
জপঃ সূচক ইত্যমরঃ । কিমপি তদ্বমসীতি বাক্যং কর্ণে জগৌ  
বসন্ততি ॥ ৭৫ ॥

মণুনোহপি সন্ন্যাসপূর্বকং বিধিবদ্ ভিক্ষাং যাচিতবান্  
পশ্চাদাচার্য্যঃ শ্রীশঙ্করঃ ঋতিমন্তকস্তুমাত্তদ্বমুপদিষ্টবান্ । কথ-

করিয়া সমস্ত আশা ও বাসনা সকল বিসর্জন  
পূর্বক শঙ্করের ভজনা করিতে লাগিলেন । ৭৪ ।

যে শাস্ত্রে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিবার কথা  
উল্লেখ আছে, সেই গৃহ সূক্ত বিধানে ঐ মণুন  
পণ্ডিতের শীঘ্র সমস্ত কৰ্ম্ম উত্তমরূপে সমাপ্ত করিয়া  
গুরুবর শঙ্কর, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি তিন প্রকার  
সাংসারিক দুঃখ বিনাশের উপায় স্বরূপ অনির্কট-  
নীয় “তদ্বমসি” বেদবাক্য মণুনের কর্ণে বলিয়া  
দিলেন ॥ ৭৫ ॥

মণুন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া যথাবিধি ভিক্ষা  
করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । আচার্য্য শ্রেষ্ঠ শঙ্কর  
বেদান্ত বাক্যস্থিত আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন

দখ্যাত্ত্বম্ । আচার্য্যবর্য্যঃ ঋতিমন্তকশ্চ তদাদি-  
বাক্যং পুনরাবভাষে ॥ ৭৬ ॥

ত্বং নাসি দেহো ঘটবক্ষ্যানাত্মা রূপাদিমহাদিহ  
জাতিমহাৎ । মমেতি ভেদপ্রথনাদভেদসংপ্রত্যয়ং  
বিক্তি বিপর্য্যয়োস্থম্ ॥ ৭৭ ॥

মিতি তত্রাহ তত্ত্বমসিবাক্যং পুনরাবভাষে অর্থসহিতমুক্তবা-  
নিত্যর্থঃ উ० ॥ ৭৬ ॥

তত্রাদৌ ত্বং পদার্থমাহ । ইহ দেহাদৌ ত্বং দেহো নাসি  
বক্ষ্যাৎ ঘটবদনাত্মা তত্র হেতবো রূপাদিমহাদিমহাদি  
জাতিমহাৎ মমেদং শরীরমিতি । ভেদপ্রথনাত্মা তু অশক-  
ম্পর্শমরূপমব্যয়ং অগোত্রমিত্যাदि শ্রুত্যাঙ্কোহহমিতি প্রত্যয়-  
গোচরঃ । নহুঃ মনুষ্যোহহং কুশোহহমিত্যভেদসংপ্রত্যয়াদ্  
দেহ আত্মা কৃতো ন স্তাদিতি তত্রাহ । অভেদসংপ্রত্যয়ং বিপ-  
র্য্যয়াদন্তোত্ততাদাত্মাধ্যাসাঙ্কিতং বিক্তি উ० ॥ ৭৭ ॥

এবং অর্থের সহিত “তত্ত্বমসি” বাক্য পুনরায়-  
বলিতে লাগিলেন । ৭৬ ।

প্রথমে ত্বং পদার্থ নির্বাচন করিলেন — দেহাদি-  
তে ত্বং পদার্থ (তুমি) কখন দেহ নহে । ঘটপটাদির  
যে রূপ আত্মা নাই, তদ্রূপ দেহেরও আত্মা নাই ।  
ঘটপটাদির তুল্য দেহের রূপ আছে ; মনুষ্যত্ব-  
প্রভৃতি জাতি আছে এবং “মমেদং শরীরং”  
আমার এই শরীর ইত্যাদি ভেদজ্ঞান স্পষ্ট রহি-  
য়াছে । কিন্তু বাস্তবিক আত্মা “অশকম্পর্শ  
মরূপমব্যয়ং” ইত্যাদি বেদোক্ত “অহম্” (আমি)  
এই জ্ঞান গোচর বলিয়া প্রসিদ্ধ । “মনুষ্যোহহং  
শূলোহহং কুশোহহং” আমি মনুষ্য, আমি শূল,  
আমি কুশ — এরূপ অভেদজ্ঞান থাকিলেও দেহ  
আত্মা হইতে পারে না । তবে যে দেহের সহিত  
আত্মার অভেদজ্ঞান হয়, সে কেবল মিথ্যাজ্ঞান

লোপ্যো হি লোপ্যব্যতিরিক্তলোপকো  
দ্রষ্টো ঘটাদিঃ খলু তাদৃশী তন্মুঃ । দৃশ্যত্বহেতো-  
ব্যতিরেকসাধনে ত্বত্ত্বঃ শরীরে কথমাত্মতাগতিঃ  
॥ ৭৮ ॥

কিঞ্চ লোপ্যো ঘটাদিঃ স্বব্যতিরিক্তো দণ্ডাদিলোপকো  
যন্ত তথাভূতোদ্রষ্টঃ শরীরঞ্চ তাদৃশং স্বাতিরিক্ত লোপকমেব  
প্রসিদ্ধং তথা চ লোপ্যং যথা স্বাতিরিক্ত লোপকং তথা দৃশ্য-  
মপি স্বাতিরিক্তদ্রষ্টৃকং ততশ্চ বিমতং দৃশ্যং স্বাতিরিক্তদ্রষ্টৃকং  
দৃশ্যত্বাদঘটবদ্যদ্যৎকশ্চ তত্ত্বং স্বাতিরিক্তকর্তৃকং যথা লোপ্যো-  
ঘটাদিঃ স্বাতিরিক্তলোপক ইত্যাহ্বয়েনাহ । দৃশ্যত্বহেতোরিতি  
এতন্মাজ্জরীরাভ্যতিরেকসাধনে স্বাতিরিক্ত দ্রষ্টৃকত্বহেতোঃ  
শরীরে আত্মতাগতিঃ কেনাপি প্রকারেণ ন ঘটতে ইত্যর্থঃ ॥ ৭৮ ॥

বশতঃ । অর্থাৎ দেহের তাদাত্ম্য আত্মার উপর এবং  
আত্মার তাদাত্ম্য দেহের উপর ভ্রম বা মিথ্যাজ্ঞানে  
আরোপিত হইয়া থাকে । এই সমস্ত ভ্রমাত্মক  
জ্ঞানকে বেদান্ত মতে অবিদ্যা কহে । ঐ অবিদ্যা  
নষ্ট হইলে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় । ৭৭ ।

যে রূপ লোপ্য অর্থাৎ লোপনীয় ঘটাদিবস্তুর  
লোপকারক দণ্ডাদি বস্তু ঘটাদি হইতে অতিরিক্ত  
পদার্থ বলিয়া জগতে দেখা গিয়া থাকে, তদ্রূপ  
শরীরপদার্থ শরীর হইতে অতিরিক্ত পদার্থের  
লোপক অর্থাৎ লোপকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ । ইহা  
দ্বারা এই প্রমাণ হইল, লোপ্য যেমন ‘স্বাতিরিক্ত’  
অর্থাৎ আপন হইতে অতিরিক্ত পদার্থের লোপক,  
ঐরূপ দৃশ্যপদার্থও ‘স্বাতিরিক্ত’ দৃশ্যবস্তু অপেক্ষা  
অতিরিক্ত পদার্থের দ্রষ্টা । এইরূপ অনুমান  
করিতে হইবে — “দৃশ্যং স্বাতিরিক্তদ্রষ্টৃকং দৃশ্য-  
ত্বাৎ ঘটবৎ । যদ্যৎ কর্ম তৎ তৎ স্বাতিরিক্ত  
কর্তৃকং” দৃশ্যত্বহেতু অর্থাৎ দর্শনযোগ্যতা বশতঃ



নাপীজিয়াগি ষমু তানি চ সাধনানি দাত্তাদি-  
বৎ কথনমীষু তয়াত্ভাবঃ । চক্ষুর্মদীয়মিতি ভেদ-  
গতেরমীষাং স্বপ্নাদিত্যববিরহাক্ষ ঘটাদিসাম্যং  
॥ ৭৯ ॥

এবং দেহাদাত্তানং বিবিচোজ্জিরেভাস্তঃ বিবেচরেতি । না-  
পীজিয়াগাত্মা তেবাং সাধনত্বাং দাত্তাদিবত্ত্বাদমীষু ইজ্জিরেব  
তবাত্ভাবঃ কেনাপি প্রকারেণ নোপপদাতে তেবামনাঅত্বে  
জ্ঞদপি হেতুত্বমাহ, চক্ষুরাদেবটাদিবদনাত্মত্বমেব চক্ষুর্মদীয়-  
মিত্যাদি ভেদাবগতেঃ । স্বপ্নস্বপ্নিতাবে তৎসংস্কেমীষাং বিরহা-  
ক্ষ পশ্যামি শৃণোমীত্যাদিপ্রত্যয়স্ত পূর্ববদ্ দ্রষ্টব্যঃ বঃ ॥ ৭৯ ॥

ঘট পদার্থের মতন সমস্ত দৃশ্যবস্তু ‘স্বাতিরিক্ত’  
আপন হইতে অতিরিক্ত বস্তুর দ্রষ্টা । কারণ,  
জগতে এরূপ একটি নিয়ম আছে, যে যে কর্ম-  
পদার্থ, তৎসমুদায়েরই আপন হইতে অতিরিক্ত  
একটী কর্তা আছে । এই শরীর হইতে শরীর-  
তিরিক্ত একজন দ্রষ্টা আছে, তাহার সাধনস্বরূপ  
শরীরে দৃশ্যবস্তু (দর্শন যোগ্যতাবশতঃ) কোন  
প্রকারে আত্মপদার্থের অনুভূতি বা জ্ঞান হইতে  
পারেনা । ৭৮ ।

চক্ষু কণ ইন্দ্রিয়াদি সকল আত্মা নহে, কিন্তু  
আত্মসাধন বস্তু । যেরূপ দাত্ত (দা) দ্বারা ধান্য  
ছেদন করিবার সময় দাত্ত কেবল ধান্যছেদনের  
সাধন মাত্র হইয়া থাকে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকল  
সাধন মাত্র বলিয়া বিখ্যাত । অতএব কিছুতেই  
আপনার ইন্দ্রিয় সমষ্টির উপর আত্ম ভাব ধাতি  
পারে না । ঘটপটাদির মতন চক্ষু কণ ইন্দ্রিয়া-  
দিরও আত্মা নাই । “মদীয়ং চক্ষুঃ” আমার চক্ষু

যদ্যাত্মভৈত্বাৎ সমুদায়গা তাদেকব্যয়েনাপি ভ-  
বেন্ন তদ্বীঃ । প্রত্যেকমাত্মত্বমুদীর্ঘাতে চেন্ন নশ্চে-  
চ্ছরীরং বহুনায়কত্বাৎ ॥ ৮০ ॥

আত্মত্বমন্যতমগং যদি চক্ষুরাদেচক্ষুর্কিনাশস-

ইন্দ্রিয়সমুদায় আত্মা উত্ত প্রত্যেকমিতি বিকল্পাদ্যাং প্র-  
ত্যাহ, যদ্যেবামিন্দ্রিয়াগাং সমুদায়গা আত্মতা তাত্ত্বক্ কচ্ছোজ্জিরত  
নাশে সমুদায়নাশাদাত্মতাবুদ্ধি নস্যাৎ, দ্বিতীয়মুখাপ্য নিরাচষ্টে  
প্রত্যেকমাত্মত্বমুচাতে চেত্তর্হি বহুনায়কত্বেন বিকল্পাদিক্রিয়ত্বা-  
বশ্তকত্বাচ্ছরীরমেব নশ্চেৎ ইৎ ॥ ৮০ ॥

কিঞ্চ যদি চক্ষুরাদেবরক্ততমগোচরমাত্মত্বং স্যাৎ তর্হি চক্ষুর্কি-  
নাশসময়ে স্বরণং নৈব স্যাৎ তত্র হেতুঃ স্বরণাত্তবরোহেকাত্ম-

ইত্যাদি ভেদজ্ঞান ও স্পর্শ হইয়া থাকে । ইন্দ্রি-  
য়াদির স্বপ্ন, স্বপ্নিত অবস্থা না থাকাতে কখনই  
ইন্দ্রিয় সকল আত্মা হইতে পারে না । “পশ্যামি,  
শৃণোমি” দেখিতেছি শুনিতেছি ইত্যাদি জ্ঞান  
পূর্বমত জানিবে ॥ ৭৯ ॥

এস্থানে সন্দেহ হইয়াছে—ইন্দ্রিয় সমষ্টি আত্মা ?  
কি প্রত্যেক ইন্দ্রিয় আত্মা ? । যদি ইন্দ্রিয় সমষ্টির  
আত্মত্ব স্বীকার করা যায়, তবে একটি ইন্দ্রিয়ের  
নাশ হইলে সমুদয় ইন্দ্রিয়ের নাশ হওয়াতে আ-  
ত্মত্ব বুদ্ধি হয় না, যদি প্রত্যেক ইন্দ্রিয়কে আত্মা  
বলা যায়, তবে শরীরের বহুপ্রকার আবশ্যক বিক-  
ল্পাদি ক্রিয়া থাকাতে শরীর পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া  
থাকে । ৮০ ।

যদি চক্ষু কণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় সমষ্টির মধ্যে  
যে কোন অন্যতম ইন্দ্রিয়সমীকে আত্মা বলা  
যায়, তবে চক্ষুর বিনাশ কালে স্বরণ হইতে পারে

ময়ে স্মরণং ন হি স্মাৎ । একাশ্রয়ত্বনিয়মাৎ স্মরণ-  
ণানুভূত্যো দৃষ্টান্ততাব্যবহারগতিশ্চ ন স্মাৎ ।  
॥ ৮১ ॥

মনোহপি নাত্মা করণত্বহেতো মনো মদীয়ং গত-  
মন্ততোহভূৎ । ইতি প্রতীতে ব্যাভিচারিতায়াঃ  
স্বপ্তৌচ তচ্চিন্মনসো বিবিক্ততা ॥ ৮২ ॥

অন্যৈব দিশা নিরাকৃত্য নচ বুদ্ধেরপি চাত্ততা

প্রযত্নাৎ, কিঞ্চ যোহহং দৃষ্টবান্ সোহহং শৃণোমীতি । দৃষ্টপ্রত্যা-  
বিশয়প্রত্যভিজ্ঞা চ ন স্যাৎ তদ্বাদিস্থিরাণ্যপ্যাত্মা ন ভবন্তী-  
ত্যর্থঃ বঃ ॥ ৮১ ॥

নবন্ত তর্হি মন এবাশ্বেতি তত্রাহ । মনোহপ্যাত্মা ন ভবতি  
করণত্বহেতো মদীয়ং মনোহন্ততো গতমভূদিতি ভেদপ্র-  
তীতেঃ । স্বপ্তৌচ ব্যাভিচারিতায়াশ্চ চিন্মনসো বৈকল্যম্  
উঃ ॥ ৮২ ॥

উক্তং জ্ঞায়ং বুদ্ধাবতিদিশতি । অন্যৈব দিশা নিরাকৃতত্বাৎ  
বুদ্ধেরপ্যাত্মতা স্পষ্টং যথা তথা নাস্তি, ক্ষুটত্বমাবেদয়তি । মদী-

না । কারণ, স্মরণ এবং অনুভব উভয়ই এক আ-  
ত্মার আশ্রিত । “যোহহং দৃষ্টবান্ সোহহং শৃ-  
ণোমি” যে আমি দেখিয়াছিলাম, সেই আমি  
শুনিতেছি ইত্যাদি দৃষ্টার্থ ও শ্রুতার্থ বিষয়ের  
জ্ঞান হইতেও পারে না । সুতরাং কিছুতেই ই-  
ন্দ্রিয় সকল আত্মা নহে । ৮১ ।

ইন্দ্রিয় বলিয়া মনও আত্মা নহে । “আমার মন  
অন্যস্থানে গমন করিয়াছে” জগতে এরূপ ভেদ-  
জ্ঞানও হইয়া থাকে । স্বপ্তি অবস্থায় ব্যাভিচার  
দেখা যায় বলিয়া চিত্ত ও মনের পরস্পর পার্থক্য  
ঘটে ॥ ৮২ ॥

ক্ষুটম্ । অপি ভেদগতেরনময়াৎ করণাদাবিব বুদ্ধি-  
মুক্তত্বভোঃ ॥ ৮৩ ॥

নাহকৃতিশ্চরমধাতুপদপ্রয়োগাৎ প্রাণা মদীয়া  
ইতি লোকবাদাৎ । প্রাণোহপি নাত্মা ভবিতুং  
প্রগল্ভঃ সর্বোপসংহারিণি সন্ স্বপ্তৌ ॥ ৮৪ ॥

যা বুদ্ধিরন্ততোহভূদিতি ভেদাবগতেঃ স্বপ্তাবনময়াক্ত করণাদা-  
বিব বুদ্ধিমপ্যাত্মত্বেন মৈবাক্ষীকুরু বিয়ো ॥ ৮৩ ॥

অন্ত তর্হি অহংপ্রত্যয়গোচরোহহকার এবাশ্বেতি তত্রাহ ।  
অহকৃতিরহকারোহপ্যাত্মা ন ভবতি । তত্র হেতুশ্চরমেহপ্তো  
কৃতিরিতি ধাতুপদশ্চ প্রয়োগাৎ । তর্হি স্বপ্তাবপি লয়বিরহিতঃ  
প্রাণ এবাশ্বেতি তত্রাহ, সর্বোপসংহারিণি স্বপ্তৌ সন্নপি  
প্রগল্ভঃ প্রাণ আত্মা ন ভবতি । তত্র হেতুশ্চরমদীয়াঃ প্রাণা ইতি  
লোকবাদাৎ বঃ ॥ ৮৪ ॥

এই নিয়মে মনের আত্মত্ব নিরাকরণ হওয়াতে  
বুদ্ধির ও আত্মত্ব নিরাকৃত হইল । “আমার বুদ্ধি  
অন্য স্থানে গমন করিয়াছে” এরূপ ভেদজ্ঞান ও  
ঘটিয়া থাকে । স্বপ্তি অবস্থায় পরস্পরের অন্বয়  
না থাকাতে ইন্দ্রিয়াদির ঘেরূপ আত্মত্ব থাকে না,  
তদ্রূপ বুদ্ধিকেও আত্মা বলিয়া জ্ঞান করিও না  
॥ ৮৩ ॥

অহংজ্ঞান গোচর অহকারও আত্মা নহে ।  
কারণ, “অহম্” এই শব্দের পর কৃতি অর্থাৎ কৃ-  
ধাতু পদের প্রয়োগ রহিয়াছে । স্বপ্তি অবস্থায়  
লয়বিরহিত প্রাণও আত্মা হইতে পারে না ।  
স্বপ্তি অবস্থায় সকল পদার্থের উপসংহার হইয়া  
থাকে, অথচ ঐ অবস্থায় প্রাণ তখন বলবান্, ত-  
থাপি প্রাণ কখন আত্মা নহে । তাহার কারণ এই—

এবং শরীরাদ্যবিবিক্ত আত্মা ত্বং শব্দবাচ্যোহ-  
ভিহিতোহত্র বাক্যে । তদোদিতং ব্রহ্ম জগন্মিদানং  
তথা তথৈক্যং পদযুগ্মবোধ্যম্ ॥ ৮৫ ॥

কথং তদৈক্যং প্রতিপাদয়েদ্বচঃ সর্বজ্ঞসংযুত-

উপসংহরতি । এবমুতো দেহাদিবিবিক্ত আত্মা তদবিবি-  
ক্তত্বং পদবাচ্যস্তত্ত্বমসি বাক্যোহভিহিতত্বং পদার্থং প্রদর্শ্য তৎ-  
পদার্থমাহ । তথাত্র বাক্যে তৎপদেন জগৎকারণং ব্রহ্মোক্তং  
অখণ্ডার্থমাহ । তথাহত্র বাক্যে পদদ্বয়বোধ্যত্বমেক্যমুদিতম্  
উঃ ॥ ৮৫ ॥

তত্ত্বং পদার্থয়োঃ তৈক্যং বাক্যার্থং শ্রুত্বা শিষ্য উবাচ । সর্বজ্ঞঃ  
সংযুতপদাভিযুক্তয়োস্তত্ত্বং পদার্থয়োস্তত্ত্বং তত্ত্বমসি বাক্যং  
কথং প্রতিপাদয়েৎ । হি যস্মাত্তমঃ প্রকাশয়োরেকতা পূর্বে  
নৈব দৃষ্টা ন চাধুনা দৃশ্যতে, তথাচায়ং প্রয়োগস্তত্ত্বমসিবাক্যস্ত  
তত্ত্বং পদার্থয়োঃ তৈক্যং ন সম্ভবতি, বিরুদ্ধত্বম্ভবত্বাৎ তমঃ প্রকা-  
শবদিতি । ননু হেতুরস্ত সাধ্যং মাশ্চ ন চ তমঃ প্রকাশয়োর-  
প্যেকতাপত্তিস্তয়োর্ভাবাভাবরূপতয়া তদনুপপত্তেস্তুস্মাদ্ভাবাভাব  
রূপোপাধি সঙ্গাদপ্রয়োজকত্বমন্তেতি চেন্ন ন তমসোহপি ভাব  
রূপত্বাৎ, তমোহভাবরূপ মিতি বাদী প্রষ্টব্যঃ কিমালোকাভাব  
মাত্রং তমঃ কিম্বা রূপদর্শনাভাবমাত্রং আদ্যোহপি কিমেতৈক্যং

“আমার প্রাণ” জগতে এরূপ জনশ্রুতি স্পষ্ট রূপে  
বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ ৮৪ ॥

“তত্ত্বমসি” এই বেদবাক্যে দেহাদি হইতে  
অতিরিক্ত, পূর্বোক্ত ত্বংপদবাচ্য আত্মা কথিত  
হইয়াছে । এবং “তত্ত্বমসি” এইবাক্যে “তৎ”  
পদদ্বারা ব্রহ্মই জগতের কারণ রূপে উক্ত হইয়াছে ।  
এ “তত্ত্বমসি” বাক্যে ত্বংপদ ও তৎপদের অখ-  
ণ্ডিত একতা রূপ অর্থ কথিত হইয়াছে ॥ ৮৫ ॥

শিষ্য মগুন তৎ ও ত্বং পদার্থের ঐক্য অর্থাৎ  
বাক্যার্থ শুনিয়া বলিতে লাগিল । তৎ পদার্থ

পদাভিযুক্তয়োঃ । নহেকতা সন্তমসপ্রকাশয়োঃ  
সংযুক্তপূর্বা ন চ দৃশ্যতেহধুনা ॥ ৮৬ ॥

তম এতৈক্যলোকাভাবঃ আদ্যোহপি কিং প্রাগভাব উত প্রধঃ-  
সাভাব আহোহিন্দিত্যোক্তাভাবঃ । ত্রিতয়মপি ন সম্ভবতি ।  
সবিত্তকিরণসম্বতে দেশে প্রদীপালোকজগদ্বিনাশয়োঃ সতো  
স্বয়াগাং সত্ত্বোহপি তমোবুদ্ধ্যদর্শনাৎ । ননু প্রাগভাবাদ্যবস্থা-  
য় তমোবুদ্ধ্যভাবো বিরোধ্যালোকনিবন্ধন ইতি চেৎ তথাপি  
বিরোধ্যভাবসহিতপ্রাগভাবাদেস্তুমোবুদ্ধ্যালঙ্ঘনত্বাবশ্যক বক্তব্য-  
ত্বেন বিরোধ্যভাবগিরা প্রাগভাবোক্তৌ প্রধঃসেহনুপপত্তিঃ ।  
তদুক্তৌ প্রাগভাবেহত্যাভাবোক্তাবালোকসত্ত্বোহপি তদভাবস্ত  
ভাবাৎ তমোবুদ্ধিঃ শ্রুত্বা, দ্বিতীয়েহপি কিমন্ত সর্বেষামালো-  
কানাং সন্নিধানং নিবর্তকমুতৈক্যকন্ত, আদ্যে সর্বালোক-  
মন্তরেণ তন্নিবৃত্তি নশ্রুত্বা, দ্বিতীয়েহপ্যৈক্যকন্ত সর্বালোকভাব-  
নিবর্তকত্বাভাবাৎ তমোবুদ্ধ্যাপত্তিঃ, অস্ত্যোহপি কিমেতৈক্যকন্ত  
রূপস্ত দর্শনাভাবঃ উত সর্বস্ত, আদ্যোহপি কিং রূপদর্শনমাত্রা-  
ভাবঃ উত যত্র তমোবুদ্ধিঃ তত্রত্যরূপদর্শনাভাবঃ, নাদ্যঃ বহুলাঙ্ক-  
কারসংব্রতাপবরকাস্তববস্থিতস্তাপি বহীকূপদর্শনে ন সঙ্গাপবর-  
কাস্তঃ তমোদর্শনাৎ, ন দ্বিতীয়ঃ প্রাগভাবাদিবিকল্পাসহত্বাৎ ।  
ননু রূপবতো দ্রব্যস্ত স্পর্শবদ্বনিয়মাত্তদ্রুহিতং তমঃ কথং রূপ-  
বদ্ দ্রব্যমবগম্যতে, তথা চ প্রয়োগঃ তমো নীকূপং স্পর্শবিধুর-  
ত্বাদাকাশবদিতি চেন্ন বায়োরত্বস্ত স্পর্শবদ্ দ্রব্যস্ত রূপবদ্বনিয়মে-  
হপি রূপরহিতস্ত স্পর্শবতো বায়োরভ্যাপগমাৎ, তথাচ যৎ স্পর্শবৎ  
তদ্রূপদ্রব্যথা ঘটাদিরিতি ব্যাপ্তেযথা বায়ো ভক্ষস্তথা যদ্রূপবৎ তৎ  
স্পর্শবদিতি ব্যাপ্তেস্তুমসি ভক্ষো ন চ প্রমাণাভাবঃ । তমালমা-  
লাশ্রামলং তম ইত্যুপলভ্যাদিতি সংক্ষেপঃ ॥ ৮৬ ॥

সর্বজ্ঞ এবং ত্বং পদার্থ অতিশয় যুত । সুতরাং  
সর্বজ্ঞ ও অত্যন্ত যুতপদাভিযুক্ত তৎ ও ত্বং পদা-  
র্থের ঐক্য (আপনি যে ঐক্য বলিয়াছেন) কখনই  
“তত্ত্বমসি” বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে না ।  
কারণ, অন্ধকার ও আলোকের ঐক্য পূর্বেও কখন



সত্যং বিরোধগতিরস্তি তু বাচ্যগেয়ং সোহয়ং

এবমুক্তো গুরুবাহ, সত্যমিহং বিরোধাবগতিস্ত বাচ্যগতি

দেখা যায় নাই এবং এক্ষণে ও দেখা যাইতেছে  
না ॥ ৮৬ ॥ \*

গুরুবর শঙ্কর বলিলেন—“তত্ত্বমসি” বেদবা-

\* ইহার অভিধ্বক্তি এই—অন্ধকার ও আলোক যেরূপ পর-  
স্পর বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং ঐ উভয় পদার্থের যেমন কদাচ  
একতা সম্ভবেনা, তদ্রূপ “তত্ত্বমসি” এই বেদ বাক্যের অন্তর্গত  
তৎ ও হং পদার্থের ঐক্য হইতে পারে না। তম ও প্রকাশের  
কখন একতা হইতে পারে না। কারণ, প্রকাশকে ভাব এবং  
অন্ধকারকে অভাব পদার্থ বলিয়া উপপন্ন করা যায় না। ভাব  
এবং অভাব রূপ উপাধি থাকিতে ইহার প্রয়োজন নাই, ইহা  
ও বলা যায় না। অন্ধকার ভাব পদার্থের অন্তর্গত। ইহার  
মতে অন্ধকার অভাবপদার্থের অন্তর্গত, আমি সেই অভাববাদী  
ব্যক্তিকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। সামান্য আলোকের অ-  
ভাবমাত্রের নাম তম? কিংবা রূপদর্শনের অভাবের নাম তম?  
আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, এক একটি আলোকের অভাব  
এক একটি অন্ধকার, কিংবা সমস্ত আলোকের অভাবের নাম  
অন্ধকার?। এই যে অভাবপদার্থ, ইহাকি প্রাগভাব? কিংবা  
ধ্বংসভাব? অথবা অন্যান্য ভাব? যেরূপেই হউক, কিছু-  
তেই তিনটি অভাব সম্ভাবিত নহে। সূর্য্য কিরণ সংসর্গিত  
দেশে প্রদীপালোকের জন্ম ও বিনাশ থাকিলেও; তিন-  
প্রকার অভাব বিদ্যমান থাকিতেও অন্ধকারবুদ্ধি হয় না।  
(প্রাগভাব প্রভৃতি অবস্থাতে যে তমোবুদ্ধির অভাব হয়, তাহা  
কোন বিরোধী আলোক নিবন্ধন।) এরূপ স্বীকার করিলেও  
বিরোধী আলোকের অভাবের সহিত প্রাগভাব প্রভৃতির যে তমো-  
বুদ্ধি অবলম্বিত হয় না, তাহাই অবশ্য বলিতে হইবে। সুতরাং  
বিরোধী অভাব বচনদ্বারা প্রাগভাব বলিলে ধ্বংসভাবে অস-  
ঙ্গতি। বিরোধী অভাব বচন দ্বারা ধ্বংসভাব বলিলে প্রাগ-  
ভাবে অসঙ্গতি। বিরোধী অভাব বাক্য দ্বারা প্রাগভাব ব-  
লিলে অন্যান্যভাবে পরস্পরের অসঙ্গতি। এই তিনটি অভাব

মধ্যে আলোক থাকিলে ও, আলোকের অভাব থাকিতে তমো-  
বুদ্ধি হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় কথা এই—সকল আলোকের সম্মিধান অন্ধকারের  
নিবর্তক? অথবা এক একটি আলোকের সম্মিধান অন্ধকার  
নিবর্তক?। যদি প্রথম পক্ষটি স্বীকার করা যায়, তবে এক-  
কালে সমস্ত আলোক ব্যতীত কখনই অন্ধকারের নিবৃত্তি হইতে  
পারে না। দ্বিতীয় পক্ষটি স্বীকার করিলে—এক একটি  
আলোকের সম্মিধান, সমস্ত আলোকের অভাব অর্থাৎ অন্ধকার  
নিবৃত্ত করিতে পারে না। সুতরাং ঐরূপস্থলে তমোবুদ্ধি ঘ-  
টিয়া থাকে।

অন্য আর এক কথা এই—পূর্বোক্ত বাক্যের শেষে যে বলা  
হইয়াছিল, রূপদর্শনের অভাবের নাম তম। এক্ষণে জিজ্ঞাসা  
করি, এক একটি রূপের দর্শনভাব? কিংবা সকল রূপের  
দর্শনভাব?। প্রথম কথায় কথা এই—সামান্য মাত্র রূপ-  
দর্শন মাত্রের অভাব? অথবা যে স্থানে তমোবুদ্ধি, তৎস্থানীয়  
রূপদর্শনের অভাব? রূপদর্শন মাত্রের অভাব বলিলে চলে না,  
কারণ, বহু অন্ধকার মাচ্ছন্ন, অথচ আবরণকারী পদার্থের মধ্যে  
অবস্থিত বস্তুর বাহ্য রূপদর্শনের সহিত আবরণ কারী পদার্থের মধ্যে  
তম দেখা যায়। যে স্থানে তমোজ্ঞান হয়, তৎস্থানীয় রূপ-  
দর্শন মাত্রের অভাব বলিতেও পারা যায় না। প্রাগভাব  
প্রভৃতি অভাবের মধ্যে কোন অভাব হইবে, ইহার কোনটি  
ও সহনীয় নহে। আর একটি নিয়ম আছে, জগতে যত প্র-  
কার রূপবান পদার্থ থাকে, তাহাদের স্পর্শ গুণ একান্ত আব-  
শ্যক। তম রূপবিশিষ্ট পদার্থ সত্য, কিন্তু উহার স্পর্শ গুণ নাই  
বলিয়া সকলেই জানিয়া থাকেন। আকাশ যেরূপ স্পর্শ গুণেব  
অভাবে রূপবিহীন, অন্ধকারও স্পর্শভাবে রূপ শূন্য, এরূপ কথা  
যুক্তি সঙ্গত নহে। বায়ু ভিন্ন অন্য সমুদয় স্থানে স্পর্শ গুণ  
বিশিষ্ট পদার্থের রূপ আছে, এরূপ নিয়ম থাকিলেও বায়ুকে  
রূপরহিত অথচ স্পর্শগুণ বিশিষ্ট বলিয়া সকলেই স্বীকার  
করেন। জগতে এরূপ ব্যাপ্তি স্থির আছে, যে যে পদার্থ স্পর্শ  
বিশিষ্ট, সেই সেই পদার্থ রূপ বিশিষ্ট, যেমন ঘটপটাদি। কিন্তু  
বায়ুতে ঐ নিয়মের ভঙ্গ রহিয়াছে। অতএব যদি এরূপ ব্যাপ্তি  
থাকে, যে যে পদার্থ রূপবিশিষ্ট, সেই পদার্থ স্পর্শবিশিষ্ট,  
তবে অন্ধকারে ঐরূপ ব্যাপ্তির বা নিয়মের ভঙ্গ হইবে। য-  
ন্ততঃ ঐ সম্বন্ধে কোন প্রমাণের অভাব নাই। দেখুন, জগতে  
“তমালতকশ্রেণীর মতন স্তম্ভ বর্ণ তম” ইহা সকলেরই অমৃত্তব  
ও উপলব্ধি হইয়া থাকে।



পুমানিতি বদন্ত বিরোধহানেঃ । আদায় বাচ্যম-  
বিরোধি পদদ্বয়ং তল্লৈক্যকবোধনপরং ননু কো  
বিরোধঃ ॥ ৮৭ ॥

এবমর্কমঙ্গীকৃত্যে কথং প্রতিপাদয়েদিতি । বহুত্বং তত্রাহ,  
সোহয়ং পুমানিতি বাচ্যবদস্মিন্ বাক্যে বিরোধহানেরবিরোধি  
বাচ্যমাদায় পদদ্বয়ং তল্লৈক্যকবোধনপরমেবং সতি ন  
কোহপি বিরোধঃ, অরমর্থঃ যথা সোহয়ং পুমানিতি বাক্যে ত  
চ্ছদার্থস্ত তৎকালবিশিষ্টস্য পুংসঃ ইদং শব্দার্থটোতৎকালবি-  
শিষ্টস্য পুংসটোতৎকালসত্ত্বেহপি সোহয়মিতি পদদ্বয়ং জহদজহন্ন-  
কণা বিরুদ্ধং তৎকালৈতৎকালবিশিষ্টত্বাংশং বিহার পুরুষ-  
মবিরোধি বাচ্যাংশমাদায় তল্লৈক্যকবোধনপরং তদ্বৎ তদ্বমসি  
বাক্যং সর্বজ্ঞত্বসংযুক্তরূপস্য বিরোধিনোহংশস্য হানিং কৃত্বাহ-  
বিরোধি বাচ্যচিদংশমাদায় পদদ্বয়ং তল্লৈক্যকবোধনপরমিতি  
৪০ ॥ ৮৭ ॥

বাক্যের বাচ্যার্থ লইলে সত্যই । রোধ উপস্থিত  
হয় । সুতরাং “সোহয়ং পুমান্” সেই এই  
পুরুষ, এই বাক্যটির মতন এই বেদবাক্যে বি-  
রোধ ত্যাগ করিয়া অবিরোধী বাচ্যার্থ লইয়া  
দুইটী শব্দ সিদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ বাক্যের  
যদি লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করা যায় তবে আর বিরোধ  
কি ? দেখ—যেমন “সোহয়ং পুমান্” এই  
স্থলে তদশব্দের অর্থ তৎকাল ও তদেদশ বিশিষ্ট  
পুরুষ, এবং ইদং শব্দের অর্থ এতৎকাল ও  
এতদেদশ বিশিষ্ট পুরুষ । সুতরাং পরস্পরের  
কিছুতেই ঐক্য হইতে পারে না । এই কারণে  
দুইটী পদ দেখা যায় । জহন্নকণা ও অজহন্নকণা  
দ্বারা তৎকাল ও এতৎকাল বিরুদ্ধ বিশিষ্ট অংশ-  
টী ত্যাগ করিলে এক মাত্র পুরুষ অবিশিষ্ট থাকে ।  
ঐ পুরুষ অবিরোধী বাচ্যার্থের অংশ মাত্র । ঐ

জহীহি দেহাদিগতামহংধিয়ং চিরার্জিতাং  
কর্মশঠৈঃ স্তুত্ব্যজাম্ । বিবেকবুদ্ধ্যাপরমেব সম্ভতং  
ধ্যোয়ান্ভাবেন মতো বিমুক্ততা ॥ ৮৮ ॥

যস্মাদেবং তস্মাচ্চিরার্জিতাং দেহাদিগতামহংধিয়ং পরি-  
ত্যাগ, করা মতোতি তত্রাহ জীবিকবুদ্ধ্যুতঃ কর্মশঠৈরতি-  
শয়েন স্তুত্ব্যজাং, তত্রাহং মতিঃ ক বিধেয়েতি তত্রাহ । সম্ভতং  
পরমাত্মানমেব ভাবেন চিন্তয়, কিন্তুতইতি চেৎ তত্রাহ । যতঃ  
পরমেবাভাবেন চিন্তনাদ্বিমুক্ততা লভ্যত ইত্যর্থঃ । আত্মানং  
চেদ্ বিজানীরাদয়মস্মীতি পুরুষঃ, কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীর-  
মহুসংজ্ঞরেদিতি কতেঃ উঃ ॥ ৮৮ ॥

অংশটী লইলে ঐ পদটী কেবল মাত্র লক্ষ্যার্থ  
বোঝাইয়া থাকে । অতএব “তদ্বমসি” বেদ-  
বাক্যে সর্বজ্ঞত ও যুক্তরূপ বিরোধী অংশটী  
ত্যাগ করিলে এবং অবিরোধী বাচ্যার্থ চিদংশ  
লইলে তত্ ও ত্বং এই দুইটী পদ কেবল মাত্র  
লক্ষ্যার্থ বুঝাইয়া দিবে । ৮৭

উক্তনিয়মে দেহাদিস্থিত চিরসঞ্চিত অহংবুদ্ধি  
পরিত্যাগ কর । বিবেকবুদ্ধি জন্মিলে অহংকার  
বুদ্ধি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে । কর্মশীল শঠ-  
লোকে অহংবুদ্ধি কিছুতেই ত্যাগ করিতে সমর্থ  
নহে । ঐ বিবেকবুদ্ধি দ্বারা পরমাত্মাকে আত্মভাবে  
সর্বদা ধ্যান কর । আত্মভাবে পরমাত্মাকে চিন্তা  
করিলে মুক্তিপর্যন্ত লাভ করা যায় । বেদে আছে  
—“আমি সেই পরম পুরুষ পরমাত্মা হইতেছি,  
এরূপে যদি কেহ আত্মাকে জানিতে পারে, তখন  
সেব্যক্তির কোন ইচ্ছা থাকে না ; কোন বস্তুর  
কামনা করিতে হয় না, এবং শরীরের জন্য ক্রর  
কষ্ট ভোগ করিতে হয় না” । ৮৮ ।

সাধারণে বপুষি কাকশৃগালবহিরাত্রাদিকস্য  
মমতাং ত্যজ দুঃখহেতুং । তদ্বজ্জহীহি বহিরর্থগতাং  
চ বিদ্বন্ । চিত্তং দধান পরমাত্মনি নির্বিশকম্ ॥৮৯॥

তীরাভীরং সঞ্চরন্ দীর্ঘমংস্যতীরাভিরমৌ লিপ্যতে  
নাপি তেন । এবং দেহী সঞ্চরন্ জাগ্রদাদৌ  
তস্মাভিরমৌ নাপি তদ্বশ্যকো বা ॥ ৯০ ॥

যত্র মমতাহংসায়ুক্তা তত্রাহস্তারাঃ কা কথেষ্যশয়েনাহ ।  
কাকাদেঃ সাধারণত্বাদ্ বপুষি দুঃখহেতুং মমতাং ত্যজ, তদ্ব-  
হিরর্থবিষয়াৎ দুঃপকারণভূতাং তাং পরিত্যজ, তদ্বক্তং যাবতঃ  
কুরুতে জন্তুঃ সঞ্চরান্ মনসঃ প্রিয়ান্ ; তাবন্ত এব খন্তন্তে হৃদয়ে  
শোকশব্দ ইতি । মমতা দুঃখহেতুভূতেতি ত্বং জানাসীত্যা-  
শয়েনাহ । হে বিদ্বন্মিতি, কৰ্ত্তব্যমুপদিশতি । নির্বিশকং স-  
মস্তশব্দাকলঙ্কবিনিমুক্তং বিজাতীয়প্রত্যয়রহিতং চিত্তং পর-  
মাত্মনি স্থাপয় বঃ ॥ ৮৯ ॥

নহু জাগ্রৎস্বপ্নসঞ্চারিণস্তদ্বিশ্রমাত্মং তদ্বশ্যকত্বাদ্ বা কথং  
পরমাত্মাভেদেন চিত্তনীয়ত্বমিতি চেত্তত্রাহ । যথা মহামংস্ত-  
তীরাভীরং সঞ্চরন্ তীরাভিন্ন এব ন অভিরমৌ নাপি তেন তীরেণ  
লিপ্যতে । এষমাধ্যাত্মিকসম্বন্ধেন দেহী আত্মা জাগ্রদাদৌ

কাক, শৃগাল ও অমির দেহ তুল্য আপন শ-  
রীরে দুঃখের হেতু মমতা ত্যাগ কর । হে বিদ্বন্ !  
বাহ্যিক অর্থের সহিত মমতার অত্যন্ত নিকট স-  
ম্বন্ধ । তাহাতেই মমতা একমাত্র দুঃখ কারণ  
বলিয়া বিখ্যাত । অন্যশাস্ত্রে আছে—“প্রাণীগণ  
হৃদয়ের প্রিয় বস্তুগুলি বাহ্যিক বস্তুর সহিত সম্বন্ধ  
করিবে, হৃদয়ে ততগুলি শোক শব্দ (খোঁটা)  
প্রোথিত হইবে ।” একগে শব্দ ও বিজাতীয় জ্ঞান  
শূন্য আপনার চিত্তকে পরমাত্মার উপর অর্পণ  
কর । ৮৯ ।

জাগ্রৎস্বপ্নসুপ্তিলক্ষণমদৌহবস্থাভ্রয়ং চিত্তনৌ-  
ত্বযোবানুগতে মিথো ব্যভিচারকীসংজ্ঞমজ্ঞানতঃ ।  
কৃপ্তং যজ্জিহ্মমংশকে বস্তুমতীচ্ছিত্রাহিদণ্ডাদিবতদ্  
ব্রহ্মাসি তুরীয়মুজ্জ্বলিতভয়ং মা ত্বং পুরেব ভ্রমীঃ ॥৯১॥

সঞ্চরন্ তস্মাভিন্ন এব নাপি জাগ্রদাদিরূপধর্মবান্ বা, তথা চ  
প্রতিঃ । তদযথা মহামংস্ত উভে কূলে সঞ্চরতি পূর্বঃ চাপর-  
তৈকবমেবায়ং পুরুষ এতান্ সঞ্চরতি স্বপ্নাস্তং চ বুদ্ধাস্তং চেতি ।  
শালিঃ ॥ ৯০ ॥

তদ্ব্যবহৃত্যমানং জাগ্রদাদ্যবস্থাভ্রয়ং কস্যোতি চেত্তত্রাহ ।  
জাগ্রদাদিলক্ষণমবস্থাভ্রয়ং ব্যভিচারং গচ্ছৎ বুদ্ধিসংজ্ঞকং চিৎ-  
স্বরূপে ত্বযোবানুগতে কল্পিতং, তত্রৈক্লিয়জন্তুজ্ঞানাবস্থা জাগ্রদবস্থা,  
ইন্দ্রিয়াজন্তুবিষয়াপরোক্ষজ্ঞানাবস্থা স্বপ্নাবস্থা, অবিদ্যাগোচরাৎ  
বিদ্যাবৃত্ত্যবস্থা সুবৃত্ত্যবস্থা, অন্তর্যন্তে ব্যাবৃত্তং কল্পিতমিত্যত্র  
দৃষ্টান্তমাহ । রজ্জোরিদমংশেহনুরন্তে ব্যাবৃত্তং ভূমিচ্ছিন্নপ-  
দগাদি যথা কল্পিতং তদ্বৎ তস্মাদবস্থাভ্রয়পরত্বাৎ তুরীয়ং শিবং  
চতুর্থমিত্যুক্তমত এব পরিত্যক্তনিখিলভয়ং ব্রহ্মাসি । তস্মাৎ  
পূর্ববদভ্রমং মাগাঃ শাদুঃ ॥ ৯১ ॥

যেরূপ কোন এক প্রকাণ্ড মৎস্য একতীর  
হইতে অপরতীরে গমন করে এবং ঐ মৎস্য তীর  
হইতে ভিন্ন বটে কিন্তু অভিন্ন হয় না, অথচ  
ঐ তীর মৎস্যকে অভিন্ন বলিয়া লিপ্ত করে  
না, তদ্রূপ আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সম্বন্ধ দ্বারা দেহী  
(দেহসম্বন্ধবিশিষ্ট) আত্মা, জাগ্রৎ স্বপ্ন প্রভৃতি  
অবস্থায় সঞ্চরণ করিয়াও তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া  
প্রতীত হয় । বেদে আছে—“যেরূপ কোন এক  
বৃহৎ মৎস্য পূর্ব ও পশ্চিম এই উভয় কূলে  
সঞ্চরণ করে, তদ্রূপ এই পুরুষ জাগ্রৎ স্বপ্ন এই  
সমস্ত স্থানে গমন করে ।” ৯০ ।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুপ্তি এই তিন প্রকার অবস্থা

প্রত্যক্ষমং পরপদং বিদুষোহস্তিকস্বং দূরং তদেব-  
পরিমূঢ়মতে জ্ঞনস্য । অন্তর্কর্ষহিচ্চ চিত্তিরস্তি ন  
বেতি কশ্চিচ্চিহ্নং বহির্কর্ষহিরহো মহিমাশক্তেঃ ।  
॥ ৯২ ॥

এবমুতং স্বাধ্যানং জনঃ কিমিতি নাবগচ্ছতীতি ন শঙ্কনীয়-  
মাশ্বশক্তেশ্বহিহোহনির্কর্ষনীয়াদিত্যাশয়েনাহ । প্রত্যক্ষমং  
প্রাতিলোম্যেনাসজ্জডহঃখাস্বকাহকারাদিবিলক্ষণতয়া সচ্চিদা-  
নন্দাশ্বভেনাশক্তি প্রকাশত ইতি প্রত্যগতিশয়েন প্রত্যগিতি  
প্রত্যক্ষমং পরং পদং বিদুষঃ সমীপস্বং পরিমূঢ়মতেজ্ঞনস্ত তদেব-  
দূরমেবং বিধং চৈতন্যমন্তর্কর্ষহিরস্তি তথাপি কশ্চনাশক্তচিত্তো বহি-  
র্কর্ষহিচ্চিহ্নং নবেতি অহো আশ্বশক্তেরয়ং মহিমা বঃ ॥ ৯২ ॥

সর্বদাই ব্যাভিচারযুক্ত । ঐ তিন প্রকার অবস্থা  
বুদ্ধির কার্য্য হইলে ও চিৎস্বরূপের অনুগত । চিৎ-  
স্বরূপে (তোমাতেই) ঐ বুদ্ধিনামক জাগ্রদাদি অবস্থা  
ত্রয় কল্পিত হইয়া থাকে । চক্ষু কণ ইন্দ্রিয় জন্য  
জ্ঞানের অবস্থা জাগ্রদবস্থা— । চক্ষুকণ ইত্যাদি  
ইন্দ্রিয় দ্বারা অজান্য গন্ধর্কবনগর প্রভৃতি বিষয়  
সকল প্রত্যক্ষ করার নাম স্বপ্নাবস্থা । অবিদ্যার  
অধীন ও অবিদ্যাশ্রিত অবস্থার নাম সুষুপ্তি অবস্থা ।  
ঐ তিন অবস্থা অনুগত চিৎস্বরূপে কল্পিত হয় ।  
তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—“ইয়ং রজ্জুঃ” এই রজ্জু এই  
স্থানে রজ্জুর অনুগত (ইদম্) অংশে ভূমি,  
ছিদ্র, সর্প ও দণ্ডাদি যেরূপ কল্পিত হয়, স্বপ্নাদি  
অবস্থাও ঐ প্রকার জানিবে । অতএব ঐ তিন-  
প্রকার অবস্থা না থাকাতো তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থ  
শিব, এবং অখিল সাংসারিক ভয় শূন্য ভূমিই  
পরব্রহ্ম । সুতরাং পূর্বমত আর এখন ভ্রম  
প্রমাদে পতিত হইও না । ৯১

যথা প্রপান্নাং বহবো মিলন্তে কণে দ্বিতীয়ে বত  
ভিন্নমার্গাঃ । প্রয়াস্তি তদ্বদ্ বহুনাশভাজো গৃহে  
ভবন্ত্যত্র ন কশ্চিদন্তে ॥ ৯৩ ॥

স্থথায় যদ্যৎক্রিয়তে দিবানিশং স্থখং ন কিঞ্চিদ্

অথ তত্ত্বজ্ঞানাব্যভিচারিসাধনায় বৈরাগ্যায়াহ । যথা জন-  
পানশালায়াং বহবো মিলন্তি কণে দ্বিতীয়ে ভিন্নমার্গাঃ প্রয়াস্তি  
তথা গৃহে বহুনাশভাজো ভবন্তি অস্তে মরণান্তরমত্র গৃহে কোহপি  
ন ভবতি উঃ ॥ ৯৩ ॥

কিঞ্চ দিবানিশং স্থথায় যদ্যৎ ক্রিয়তে ততস্ততঃ কিঞ্চিদপি  
স্থখং ন ভবতি । প্রত্যুত তন্মাদ্ বহুহঃখমেব, যতঃ পুণ্যরূপং

যিনি প্রাতিলোম ক্রমে অসৎ, জড় ও দুঃখাস্বক  
অহকারাদি শূন্য হইয়া সচ্চিদানন্দরূপে প্রকাশ-  
মান, তাহার নাম প্রত্যগাত্মা । যিনি পরম পদ ;  
যিনি জ্ঞানবানের অতিশয় নিকটবর্তী ; মূঢ়মতি  
জনের তিনিই আবার অত্যন্ত দূরবর্তী । এরূপ  
চৈতন্য সকলের অন্তরেও বিদ্যমান, ও সকলের  
বাহ্য বস্তু বলিয়া বিখ্যাত । তথাপি কোন কলু-  
ষিত চেতা বাহিরে বাহিরে অন্বেষণ করিয়া কিছুই  
জানিতে পারে না । আহা ! আশ্বশক্তির কি  
অদ্ভুত মহিমা ! ৯২

যেরূপ জনপান শালায় বহুলোক একত্র মি-  
লিত হয় ও দ্বিতীয় কণে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন পথে  
চলিয়া যায় । এরূপ গৃহে বিবিধ নাম ধারণ ক-  
রিয়া সকলে একত্র বাস করে, মরণান্তে ঐ গৃহে  
কেহই থাকে না ॥ ৯৩ ॥

লোক দিবানিশি স্থথের নিমিত্ত যে যে কৰ্ম্ম  
করিয়া থাকে ঐ সকল কার্য্য হইতে কিছুই স্থখ

বহুত্বং তৎ । বিনা ন হেতুঃ স্বতন্ত্র্যং দৃশ্যতে  
হেতুশ্চ হেতুস্তরসম্বন্ধো ভবেৎ ॥ ৯৪ ॥

পরিপক্বমতেঃ সৰ্ব্বং ত্রুতং জনয়েদাত্মধিয়ং  
শ্রুতেৰ্বচঃ । পরিমলমতেঃ শনৈঃ শনৈশ্চ রূপাদা-  
জনিষেবগাদিনা ॥ ৯৫ ॥

প্রণবাত্ম্যসনোক্তকর্মণোঃ করণেনাপি গুরো-

হেতুঃ বিনা স্বতন্ত্র্যং ন দৃশ্যতে, হেতুশ্চ জন্যাস্তরীরহেতোঃ সম্বন্ধো  
ভবেৎ পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মণেতি শ্রুতেঃ, বংশস্তম্ ৯৪ ॥

তন্মাদেবত্বতসংসারাদবিমুক্তিমিচ্ছতা ক্রতিবচনা আত্ম-  
সাক্ষাৎকার এবং সম্পাদনার্থঃ, স চ পরিপক্বমতেঃ সৰ্ব্বত্র বর্ণন,  
মলমতেঃ গুরুপাদাজনিষেবগাদিনা শনৈঃ শনৈরিত্যাশয়েনাই ।  
পরীতি বিরো ॥ ৯৫ ॥

শনৈশ্চ শনৈরিত্যাশি বিবৃণোতি, প্রণবাত্ম্যসনোক্তস্য ত্রি-  
কাগ্নানাদিরূপস্য কর্মণঃ করণেন গুরো কিশেবেণ শুভ্রবর্ণাচ্চ-

হয় না, বরং বহুতর ছুঃখই ঘটয়া থাকে । কারণ,  
পুণ্য কার্য্য না করিলে সুখ হয় না, এবং ঐ  
পুণ্য কার্য্যের হেতু জন্মাস্তরীয় স্বকৃতির নিকটস্থ  
হয় ॥ ৯৪ ॥

যাহার বৈদ্যস্ত শাস্ত্রে বুদ্ধি পরিপক্ব হইয়াছে,  
তাহার একবার মাত্র প্রবণে আত্ম সাক্ষাৎকার  
হয় । যে ব্যক্তি অতিশয় মূঢ় তাহার কিছুকাল  
গুরুপাদ পায় সেবা, গুরুবাক্যে বিশ্বাস ইত্যাদি  
করিলে অতিবিলম্বে ক্রমে ক্রমে আত্মসাক্ষাৎ কার  
ঘটিয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

প্রণব অর্থাৎ বৈদ্যস্তের অভ্যাস এবং ত্রৈকা-  
লিক স্নান ও বিশেষরূপে গুরু সেবা করিলে ক্রমে  
ক্রমে যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়া থাকে তাহা কথিত  
হইয়াছে ॥ ৯৬ ॥

নিষেবগাৎ । অপগচ্ছতি মামসং মলং কমতে  
তত্ত্বমুদীকৃতং ততঃ ॥ ৯৬ ॥

মনোহনুবর্তেত দিবামিশং গুরৌগুরুর্হি সাক্ষাচ্ছিব  
এব তত্ত্ববিৎ । নিজানুবর্ত্যাপরিতোষিতো গুরুর্বি-  
নেয়বক্তুং কৃপয়া হি বীকতে ॥ ৯৭ ॥

মানসং মলং গচ্ছতি । ততশ্চ কথিতং তত্ত্বং কমতে ধারণায়  
যোগ্যং ভবতি ॥ ৯৬ ॥

অথেনানীঃ বস্ত্র দেবে পরাভক্তির্যথাদেবে তথা গুরৌ, তন্তৈ-  
তে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ । গুরুপ্রসাদাৎ পরমাত্ম-  
লাভঃ, তদ্বিক্রি প্রাপ্যপাতম পরিপ্রয়েন সেবয়েত্যাশি শাস্ত্রমহু-  
নৃত্য গুরুভক্তেস্তুত্বজ্ঞানান্তরঙ্গ সাধনত্বং বোধয়িতুমারভতে । অহ-  
নিশং মনো গুরাবনুবর্তেতাত্যাবশ্যকতাবোধনার নিগুপ্রয়োগঃ ।  
হি যস্মাৎ তত্ত্ববিদগুরুঃ সাক্ষাচ্ছিব এব তত্ত্বজ্ঞং গুরুব্রহ্মগুরুর্কি-  
মুত্তরুর্দেবো মহেশ্বরঃ গুরুঃ পিতাগুরুমাতা গুরুরেব পরঃ শিব  
ইতি । ননু শিবস্বরূপগুরোরনুবর্তিঃ কিমর্থং কর্তব্যোতি চেত-  
তাই । হি যস্মাৎ বস্ত্রগুরোরনুবর্ত্যাপরিতোষিতো গুরুঃ শিষ্য-  
মুখং কৃপয়াবীকতে বংশঃ ॥ ৯৭ ॥

গুরুভক্তি যে তত্ত্বজ্ঞানের একটি অঙ্গ তাহাও  
অন্যান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে । যথা—“বস্ত্র-  
দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ । তস্মৈতে  
কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ।” যাহার দেব-  
তার উপর পরম ভক্তি ; দেবতার মতন গুরুর  
উপর যাহার পরম ভক্তি ; সেই মহাত্মার সমস্ত  
বিষয় প্রকাশিত হয়, ইহা কথিত হইয়াছে । “গুরুর  
প্রসাদে পরম আত্মলাভ ঘটয়া থাকে ।” “নমস্কার  
সেবা ও জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহাকে জানিও” । ই-  
ত্যাদি শাস্ত্র সকল, গুরুভক্তি যে তত্ত্বজ্ঞানের অঙ্গ  
ইহাই প্রমাণ করিয়াছে । অতএব দিবামিশি মন  
গুরুর অনুবর্তী করিয়া রাখিবে । কারণ, তত্ত্ব-



স্যা কল্পবল্লীবি নিজেষ্ঠমর্থঃ ফলভ্যবশ্যঃ কিম-  
কার্যমশ্ৰুতাঃ । আজ্ঞা গুরোস্তৎ পরিপালনীয়্য সা  
মোদ মানায় বিধাতুমিষ্টা ॥ ৯৮ ॥

গুরুপদিষ্টা নিজদেবতা চেৎ কুপ্যেত্ তদা  
পালয়িতা গুরুঃ স্যাৎ । রুষ্টে গুরৌ পালয়িতা ন

কিন্তুত ইতি তত্রাহ । সা গুরোরাজ্ঞা সম্যক্ পরিপালনীয়্য  
যতঃ কল্পবল্লীবি স্বেষ্টমর্থমবশ্যঃ ফলতি । কিমসাধ্যমশ্ৰুতা অতঃ সা  
আজ্ঞা মোদমানায় হর্ষঃ প্রাপ্য বিধাতুমিষ্টা উৎ ॥ ৯৮ ॥

কিঞ্চেদেবতাপি গুরুগরীয়ানিত্যাশয়েনাহ । গুরুপদিষ্টা  
নিজদেবতা কুপ্যেচ্চেৎ তদা গুরুঃ পরিপালয়িতা জ্ঞাৎ, রুষ্টে  
গুরৌ পরিপালয়িতা কশ্চিদপি নাস্তি, তস্মাদ্ গুরৌ কোপঃ ক-

জ্ঞানী গুরু সাক্ষাৎ শিব । “গুরু এক্ষা, গুরু  
বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর । গুরু পিতা, গুরু মাতা,  
গুরু পরম শিব ।” গুরুর অনুরক্তি করিলে গুরু-  
দেব সন্তুষ্ট হইয়া রূপাপূর্বক শিষ্যের মুখাবলো-  
কন করিয়া থাকেন । ৯৭ ।

ঐ গুরুর আজ্ঞা উত্তমরূপ পালন করিতে  
হইবে । কারণ, কল্পলতার তুল্য গুর-আজ্ঞা  
অভিমত ফল দান করিয়া থাকে । গুরু-আজ্ঞার  
কিছুই অসাধ্য নাই । আমোদিত শিষ্যকে গুরু-  
আজ্ঞা সমস্ত দান দান করিতে সক্ষম । ৯৮ ।

ইচ্ছ দেবতা অপেক্ষাও গুরু গরিষ্ঠ । কারণ,  
গুরু যে দেবতার উপদেশ দিয়াছেন, সেই ইচ্ছ  
দেবতা যদি কুপিত হন তখন গুরুদেব রক্ষাকর্তা ।  
কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে জগতে রক্ষাকর্তা আর  
কেহই নাই । অতএব গুরুর যাহাতে ক্রোধ  
হয় এরূপ কার্য্য কদাচ করা কর্তব্য নহে । ব্রহ্ম

কশ্চিদ্ গুরৌ ন তস্মাচ্ছনয়েত কোপম্ ॥ ৯৯ ॥

পুমান্ পুমর্থঃ লভতেহপি চোদিতং ভজন্ নি-  
বৃত্তঃ প্রতিবিদ্ধসেবনাত্ । বিধিং নিষেধঞ্চ নিবে-  
দয়ত্যসৌ গুরোরনিচ্ছ্যতিরিক্তসম্ভবঃ ॥ ১০০ ॥

আরাধিতং দৈবতমিচ্ছমর্থং দদাতি তস্মাদ্বিগমো

দ্যপি নোৎপাদয়েৎ তদ্বক্তং, ব্রহ্মবৈবর্তে, শিবে রুষ্টে গুরুজ্ঞাতা  
গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চনেতি ॥ ৯৯ ॥

নহু বিহিতানুষ্ঠানাৎ প্রতিবিদ্ধবর্জনাচ্চেষ্টলাভো হনিষ্টনি-  
বৃত্তিচ্চ ভবিষ্যত্যতঃ কিং গুরুসেবয়েত্যাশঙ্ক্যাহ । যদ্যপি প্রতি-  
বিদ্ধসেবনান্ নিবৃত্তো বিহিতং ভজন্ পুমান্ পুমর্থঃ লভতে  
তথাপি বিধিনিষেধো ন স্মতো বিজ্ঞাতুং শাক্যো কিম্বসৌ গুরুরেব  
বিধিং নিষেধঞ্চ নিবেদয়তি । তস্মাদ্গুরোরৈবানিচ্ছ্যতিরিক্তোৎ-  
পত্তিচ্চ বশম্ ॥ ১০০ ॥

নদ্বারাধিতং দৈবতমেবেষ্টমর্থং দদাতি ত্যাশঙ্ক্যাহ । আরা-  
ধিতং দৈবতমর্থং দদাতি তথাপ্যস্য দৈবতস্য প্রাপ্তিঃ গুরোরৈব  
ভবতি নোচেন্নোহস্মাকমিষ্টদমতীজিয়ঃ দৈবতময়মজ্ঞো বে-

বৈবর্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে “শিবে রুষ্টে গুরুজ্ঞা-  
তা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন” শিব রুষ্ট হইলে গুরু-  
দেব রক্ষাকর্তা । কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহ  
রক্ষাকর্তা নাই । ৯৯ ।

নিষিদ্ধ কর্মের বর্জন করিয়া বিহিত কর্মের  
অনুষ্ঠান করিয়া পুরুষের ইচ্ছলাভ এবং অনিষ্ট  
নিবৃত্তি হয় সত্য, তথাপি শিষ্য কদাপি স্বয়ং বিধি  
নিষেধ জানিতে সক্ষম হয় না । কিন্তু গুরুদেব  
বিধি ও নিষেধ জানাইয়া থাকেন । অতএব গুরু  
হইতে অনিষ্ট নাশ এবং ইচ্ছলাভ হইয়া  
থাকে । ১০০ ।

গুরোঃ স্মৃত । নোচেত্ কথং বেদিভূমীখরোহবন-  
তীন্দ্রিয়ং দৈবতমিচ্ছনং নো ॥ ১০১ ॥

তুচ্চে গুরো ভূষ্যতি দেবতাগণো রুচ্চে গুরো  
রুচ্যতি দেবতাগণঃ । সদাশ্রুতাবেন সদাশ্রুদেবতাঃ  
পশ্চন্নসৌ বিশ্বময়ো হি বেশিকঃ ॥ ১০২ ॥

এবং পুরাণগুরুণা পরমাত্মতত্ত্বং শিষ্টৌ গুরোশ্চ-  
রণয়ো নির্পপাত তস্য । ধনোহস্ম্যহং তব গুরো ।

দিভুং বিজ্ঞাতুমীখরঃ সমর্থঃ কথং স্মৃতং ন কেনাপি প্রকারেণে-  
ত্যর্থঃ উঃ ॥ ১০১ ॥

দেবগণস্ত গুরুভূটাদ্যমুভূটাদিমত্যাং সএব প্রযত্নেন  
তোষণীয় ইত্যশয়েনাহ তুচ্চ ইতি । হি যস্মাৎ সতৈব সজ্জপা  
আশ্রুতাবেন পশ্চন্ন অসৌ বেশিকো বিশ্বময়ঃ ॥ ১০২ ॥

এবং পুরাণগুরুণা শ্রীশঙ্করাচার্যোণ পরমাত্মতত্ত্বং প্রতিশি-

কোন দেবতার আরাধনা করিলে আরাধিত  
দেবতা অসীম ফল দান করিতে সমর্থ সত্য,  
তথাপি ঐ দেবতার অনুগ্রহ, কি দেবতাকে লাভ  
করা গুরু হইতেই স্ফটিয়া থাকে । নতুবা  
আমাদিগের অসীম ফলদাতা অতীন্দ্রিয় দেবতাকে  
অজ্ঞ কিছতেই জানিতে সমর্থ হয় না  
কেন ? ১০১ ।

গুরু তুচ্চ হইলে সকল দেবতা তুচ্চ হয় এবং  
গুরু রুচ্চ হইলে সকল দেবতা রুচ্চ হয় । কারণ,  
সর্বদা আশ্রুতাবে আশ্রুদেবতাদিগকে সর্বদা  
দর্শন করাতে গুরু সর্বস্বয় বলিয়া বি-  
খ্যাত । ১০২ ।

এইরূপে পুরাণ গুরু শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক পর-

করণাকটাক্ষপাতেন পাতিততমা ইতি ভাষমাণঃ  
॥ ১০৩ ॥

ততঃ সমাদিশ্য স্বরেশ্বরাখ্যাং দিগ্দিগ্ভাতিঃ  
ক্রিয়মাণসখ্যাম্ । সচ্ছিত্যতাং ভাষ্যকৃতশ্চ মুখ্যাম-  
বাণ তুচ্ছীকৃতধাতুসৌখ্যাম্ ॥ ১০৪ ॥

নিখিলনিগমচূড়াচিন্তয়া হস্ত যাবত স্বপদ-  
মধিকসৌখ্যং নির্বিশনু নির্বিশকম্ । বহুতিথ-

ক্ষিতঃ হে গুরো ! তব কটাক্ষপাতেন দূরীকৃতাজ্ঞানোহহং ধনোহ-  
স্মিতি ভাষমাণস্তস্ত গুরোশ্চরণয়োনির্পপাত বঃ ॥ ১০৩ ॥

ততঃ দিগ্দিগ্ভাতিঃ সম্যং ক্রিয়মাণসখ্যাং সর্বদিগ্ভ্যাগ্ভাঃ  
স্বরেশ্বরাখ্যাং সমাদিশ্য তুচ্ছীকৃতঃ হিরণ্যগর্ভসৌখ্যং যথা ভা-  
ভাষ্যকৃতশ্চ মুখ্যাম্ শিষ্যাতাঞ্চাবাপ উঃ ॥ ১০৪ ॥

স্বরেশ্বরসংজ্ঞাঃ প্রাপ্য বাসং ক কৃতবানিত্যাকাজ্ঞায়ামাত ।  
নিখিলবেদান্তচিন্তয়া যাবৎ স্বপদং স্বস্ত ব্রহ্মণো লোকাদপ্যদিক-

মাত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়া যখন তাঁহার চরণযুগলে  
পতিত হইল । পরে বলিতে লাগিল—হে গুরো !  
আপনার করুণাপূর্ণ কটাক্ষপাতে আমার অজ্ঞান  
তিমির দূর হওয়াতে আমি ধন্য হইলাম । ১০৩ ।

অনন্তর দিগ্দিগন্ত ব্যাপ্ত আপনার স্বরেশ্বর  
( ব্রহ্ম ) নাম প্রকাশ করিয়া যখন ( বিধাতার  
সহিত বজ্র বাহাতে তুচ্ছ হয় ) ভাষ্যকার শঙ্করের  
এরূপ প্রশংসনীয় শিষ্যপদে অধিকৃত হইলেন ।  
১০৪ ।

স্বরেশ্বর নাম অর্থাৎ ( ব্রহ্ম নাম ) প্রাপ্তি হইবার  
পর নিখিল বেদান্ত শাস্ত্রের চিন্তা করিয়া আহলাদ  
সহকারে বলিলেন, আহা ! যত দিন ব্রহ্মলোক

মতিতেহসৌ নৰ্মদাং নৰ্মদাং তাং মগধভূমি নিবাসং  
নিৰ্মমে নিৰ্মমেদ্রঃ ॥ ১০৫ ॥

ইতি বশীকৃতমণ্ডনপণ্ডিতঃ প্রণতসত্ করুণত্রয়-  
দণ্ডিতঃ । সকলসদৃশমণ্ডলমণ্ডিতঃ স নিরগাত্  
কৃতচূৰ্মতথণ্ডিতঃ ॥ ১০৬ ॥

কুসুমিতবিবিধপলাশভ্রমদলিকুলগীতমধুরস্বনম্ ।

সৌখ্যং যো নিৰ্কিৰ্ণকং বিশকারহিতং নিৰ্কিৰ্ণন্ বহুকালং  
নৰ্মদাং কৌতুকদাং তাং নৰ্মদাং নদীমতিতোহসৌ নিৰ্মমাণাং  
মনতারহিতানামিহঃ সুরেশ্বরো মগধভূমৌ বাসং নিৰ্মমে  
মাং ॥ ১০৫ ॥

অথাচার্য্য বৃত্তান্তমাহ । ইতোবং বশীকৃতো মণ্ডনপণ্ডিতো  
যেন প্রণতানাং সতাং করুণত্রয়ং দণ্ডিতং যেন তত্র মনঃ প্রাণা-  
য়ামাহ্বাপদেশেন কৰ্ম্মানীহোপদেশেন সৰ্ব্বৈঃ সদৃশমণ্ডলৈর-  
লঙ্কিতঃ কৃতং চূৰ্মতানাং তথণ্ডিতং তথুণং যেন স নিরগাৎ  
কৃতঃ ॥ ১০৬ ॥

কামাশাং প্রতি নিরগাদিত্যাকঙ্কায়ামাহ । কুসুমিতেষু  
বিবিধপদ্মেষু ভ্রমদলিকুলগীতো মধুরশব্দো যত্র তথাভূতঃ

অপেক্ষাও অধিকতর সুখসমৃদ্ধিদায়ক স্বীয়পদ  
নিঃশঙ্কমনে ভোগ করিব, ততদিন মমতাসূন্য ব্যক্তি-  
গণের মধ্যে প্রধান হইব। পরে কৌতুকদায়িনী  
নৰ্মদা নদীর পাশে মগধ ভূমিতে বাসস্থান নিৰ্মাণ  
করিলেন । ১০৫ ।

এইরূপে আচার্য্য শঙ্কর মণ্ডন পণ্ডিতকে বশী-  
ভূত করিয়া—প্রণত সজ্জনগণের ইন্দ্রিয় ত্রয় দমন  
করিয়া—সমস্ত সদৃশে অলঙ্কৃত হইয়া—চুৰ্ম মত  
সকল খণ্ডন করিয়া নির্গত হইলেন । ১০৬ ।

দেখিলেন—একটি বনে কুসুমিত বিবিধ পত্র

পশুন্ বিপিনময়্যাসীদাশাং কীনাশপালিতামেমঃ  
॥ ১০৭ ॥

তত্র মহারাষ্ট্রমুখে দেশে গ্রহ্মান প্রচারয়ন্ প্রা-  
জ্ঞতমঃ । শমিতমতাস্তুরমানঃ শনকৈঃ সনকো-  
পমোহগমচ্ছ্রীশৈলম্ ॥ ১০৮ ॥

প্রফুল্লমল্লিকাবনপ্রসঙ্গসঙ্গতামিতপ্রকাণ্ডগন্ধ বন্ধু-

বনং পশুন্ যমপালিতাং দক্ষিণাং দিশমেঘঃ শ্রীশঙ্করোহয়্যাসীৎ ।  
আর্য্য শকলদ্বিতয়ং ব্যত্যয়রচিতং ভবেদ্যত্নাঃ । সোকীতিঃ  
কিল কথিতা তদ্ব্যত্নশভেদনংযুক্তা ॥ ১০৭ ॥

তস্তাং যমাশায়াং মহারাষ্ট্রমুখে দেশে গ্রহ্মান প্রাজ্ঞতমঃ  
শমিতো মতাস্তুরাভিমানো যেন স সনকোপমঃ শ্রীশৈলং পর্বত  
মগমৎ । আর্য্য পূৰ্ব্বার্কে যদিগুরুণাকেনাধিকেনাধিকেনযুক্তঃ ।  
ইতরন্তদ্বন্ নিখিলং ভবতি যদীয়মুদিতৈযমার্য্য গীতিঃ ॥ ১০৮ ॥

তং বিশিনষ্টি । প্রফুল্লমল্লিকানাং বনানাং প্রসঙ্গো যন্ত স  
চাসৌ সঙ্গতানামসংখ্যাতানাং প্রকাণ্ডানাং শাখানাং গন্ধেন  
বন্ধুরঃ সুন্দরঃ প্রবাতস্তেন কম্পিতা বৃক্ষা যত্র তং প্রকাণ্ডো  
বিটপে শব্দ ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ । সদামদানাং গজাধিপানাং প্র-  
হারে শূরাণাং সিংহানাং সমূহো যত্র তং, ভূজভূষণস্ত শিবস্ত

পল্লবের উপর ভ্রমরগণ-স্বমধুর স্বরে গান করিতে-  
ছে । আচার্য্য তাহা দেখিয়া কৃতান্তপালিত দিকে  
অর্ধাৎ দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন । ১০৭ ।

ঐ দক্ষিণ দিকে মহারাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে  
গ্রহ্ম সকল প্রচার করিয়া এবং অপরাপর মতের  
উপর সাধারণের যে অভিমান ছিল, তাহা বিনাশ  
করিয়া, জনকধাৰি সদৃশ প্রাজ্ঞতম শঙ্কর শ্রীশৈল  
নামক পর্বতে গমন করিলেন । ১০৮ ।

দেখিলেন—শ্রীপর্বতের বায়ু প্রফুল্ল মল্লিকা  
বনে সংস্কৃত ; একত্র মিলিত বহুতর পুষ্প শাখার

ব্রহ্মপ্রবাতপাদপম্ । সদামদবিপাধিপপ্রহারশূরকেশরি  
এজং ভূজঙ্গভূষণপ্রিয়ং স্বয়মুকৌশলম্ ॥ ১০৯ ॥

কলিকল্পবভঙ্গায়াং মোহজেরারাকুলভরঙ্গা-  
য়াম্ । অধরীকৃতভূঙ্গায়াং সম্রো পাতালগামিগঙ্গা-  
য়াম্ ॥ ১১০ ॥

নমন্ মোহভঙ্গং নতোলেহিগঙ্গং ক্রটতপাপ-

প্রিয়ং হিরণ্যগর্ভস্ত কোশলমিত্যর্থঃ । পুরা লঘুগুণকৃততো ভবেচ্চ  
পঞ্চচাময়ম্ ॥ ১০৯ ॥

অজ্ঞেঃ সমীপং চলন্তস্তরঙ্গা যস্যাঃ পুনশ্চাধরীকৃতভঙ্গঃ প-  
র্বতো যয়া, ভূঙ্গঃ পুরাগনগয়োঃ, ভূঙ্গঃ স্তাহুন্নতেহত্ববদিতি বিশ্ব-  
প্রকাশঃ, তথাভূতায়াং কলিকল্পবভিনাশসমর্থ্যায়াং পাতালগামি  
গঙ্গায়াং স ত্রীশঙ্করঃ স্নানং কৃতবান্, আৰ্য্য। প্রথমদলোকুং যদি  
কথমপি লক্ষণং ভবেচ্ছভয়োঃ । দলয়োঃ কৃতয়তিশোভাঃ তাং  
গীতিং গীতবান্ ভূজঙ্গেশঃ ॥ ১১০ ॥

তং ভূঙ্গমাক্রুহ শিবলিঙ্গং দদর্শ । ভূঙ্গং বিশিনষ্টি । নমতাং  
মোহস্ত ভল্লো যস্মাৎ গগনাস্বাদনশীলানি শৃঙ্গাণি যন্ত, ক্রটৎ-

গন্ধে মনোহর ; ঐ বায়ু দ্বারা পার্বতীয় বৃক্ষ সকল  
কম্পিত হইতেছে । স্থানে স্থানে মদজলস্রাবী  
গজরাজদিগকে প্রহার করিবার জন্য পশুরাজ  
সিংহ সকল ভ্রমণ করিতেছে । বস্তুতঃ ঐ পর্বতটী  
মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় এবং ভ্রম্মার অত্যন্ত  
চিত্র কোশল স্বরূপ । ১০৯ ।

পর্বতের নিকটে দেখিলেন—একটি নদী  
প্রবাহিত হইতেছে ; তাহার তরঙ্গ সকল কম্পিত  
হইতেছে ; নদীপ্রবাহে পর্বত যেন নিম্ন হইয়া  
গিয়াছে ; তখন আচার্য্য শঙ্কর কলিকল্পবনাশিনী  
ঐ পাতালগামিনী গঙ্গাতে স্নান করিলেন । ১১০ ।

সঙ্গং রটতপক্ষিভূঙ্গম্ । সমাল্লিষ্টগঙ্গং প্রহর্য্যাস্ত-  
রঙ্গং তমাক্রুহ ভূঙ্গং দদর্শেণলিঙ্গম্ ॥ ১১১ ॥

প্রণমদভববীজভর্জনং প্রণিপত্যামৃতসম্পদা-  
র্জনম্ । প্রমোদ সমল্লিকার্জুনং ভ্রমরাথ্যাসচিবং  
নতার্জুনম্ ॥ ১১২ ॥

পাপস্ত সঙ্গো যস্মাৎ, অটন্তঃ পক্ষিণো ভ্রমরাশ্চ যস্মিন্, সমাগালি-  
কিতা পাতালগামি গঙ্গা যেন, ক্রটমস্তরঙ্গং মনো যন্তেতি । ক্রটন্ত  
সমনস্বমারোপ্যয়মুক্তিঃ ক্রিয়াবিশেষণং বা ভূঙ্গম্ ॥ ১১১ ॥

ততশ্চ প্রণমতাং সংসৃতিবীজানামবিদ্যাকামকর্ম্মবাসনানাং  
ভর্জনং, পুনশ্চ মোক্ষলক্ষণামৃতস্ত সম্পাদকং, ভ্রমরাথ্যাস্থা  
সহায়ং, নতোহর্জুনো যস্যৈ তথাভূতং মল্লিকার্জুনসংজ্ঞং পরমে  
শলিঙ্গং প্রণিপত্য প্রকর্ষণেণ মোদমবাপ বিয়ো ॥ ১১২ ॥

ঐ পর্বতে আরোহণ করিয়া শিবলিঙ্গ দর্শন  
করিলেন । দেখিলেন—যাহারা প্রণত, তাহাদের প-  
র্বত দর্শনে মোহ দলিত হয় । পর্বতের গগনস্পর্শী  
শৃঙ্গ সকল বিরাজমান ; অধিক কি দেখিলে পা-  
পের সম্পর্কও থাকে না । পর্বতের চারিদিকে পক্ষী  
সকল ও ভ্রমরকুল উড়িয়া বেড়াইতেছে । ঐ পর্বত  
পাতালগামিনী গঙ্গাকে সম্যকরূপে আলিঙ্গন করি-  
য়াছে । বস্তুতঃ ওরূপ পর্বত দেখিবা মাত্র তাঁহার  
অস্তরঙ্গ সন্তুষ্ট হইয়া উঠিল । ১১১ ।

দেখিলেন—মল্লিকার্জুন নামক শিবলিঙ্গ নত  
ব্যক্তিগণের অবিদ্যা, কাম, কর্ম্ম, ও বাসনা এই  
কয়টি সংসার বীজ দলন করিতেছেন ; মোক্ষদান  
করিতেছেন ; ভ্রমরা ( শিবপত্নী ) জনমীর মতন  
পার্শ্বে বিদ্যমান রহিয়াছেন । অর্জুন ঐ শিবমূর্ত্তি  
দেখিয়া পূর্বে নত হইয়াছিল । শঙ্কর ঐ মূর্ত্তি দে-

তখন অত্যন্ত প্রমোদিত হইলেন । ১১২ ।



তীরকূহৈঃ কৃষ্ণায়াস্তীরেহবাৎসীতিরোহিতো-  
বগায়াঃ । আবর্জিততৃষ্ণায়া আচার্য্যেন্দ্রো নিরন্ত-  
কাষ্ণায়াঃ ॥ ১১৩ ॥

তত্রাতিচিহ্নপদমত্ৰভবান্ পবিত্রকীর্ত্তির্কিচিহ্ন-  
সুচরিত্রনিধিঃ সুধীন্দ্রান্ । অগ্রাহয়ৎ কৃতমসদ-  
গ্রহনিগ্রহার্থমগ্র্যান্ সমগ্রসুগুণান্ মহদগ্রযায়ী  
॥ ১১৪ ॥

ততশ্চ তীরকূহৈরাত্মাদিবকৈঃ শ্রামায়াস্তিরোহিতমক্ষঃ যন্তাঃ  
বগা বা আবর্জিতা তৃট্ তৃষ্ণা চ যন্তাঃ, নিরন্তঃ কাষ্ণাঃ যন্তাঃ,  
তথাভূতায়ানদয়াস্তীরে আচার্য্যেন্দ্রোহবাৎসীৎ গীতিঃ ॥ ১১৩ ॥

তত্র তস্মিন্ তীরে পবিত্রকীর্ত্তির্কিচিহ্নাণাং সুচরিত্রাণাং  
নিধিস্থমহদগ্রযায়ী অত্রভবান্ পূজাঃ শ্রীশঙ্করোহতিচিহ্নাণি  
পদানি যস্মিন্ অসদগ্রহাণাং তরাগ্রহাণাং নিগ্রহোহর্থঃ প্রয়োজনঃ  
বা যন্ত তথাভূতং কৃতং শারীরকাদি সুধীন্দ্রান্ সমগ্রাঃ সুগুণাঃ  
শাস্তিদাস্ত্যাদয়ো যেষু তানগ্র্যান্ শ্রেষ্ঠানগ্রাহয়ৎ বৎ ॥ ১১৪ ॥

আত্ম পনসাদি তরুরাজি দ্বারা নদীর চারি  
পাশ্ব কৃষ্ণবর্ণ; সূর্য্য কিরণ প্রবেশ করিতে পারে  
না বলিয়া সর্ব্বদাই সুশীতল; তৃষ্ণার সম্পর্ক  
পর্য্যন্ত বাহা দ্বারা দূরীকৃত হয়; মনের মালিন্য  
ও তমো নাশিনী ঐ নদীর তীরে আচার্য্য বাস  
করিয়া রহিলেন । ১১৩ ।

ঐ নদীর তীরে পবিত্র কীর্ত্তি, সুচরিত্র সজ্জন  
গণের নিধিস্বরূপ, মহৎ লোকদিগের অগ্রগামী,  
পূজনীয় শঙ্কর, বিচিত্র পদযুক্ত, দুষ্ক ও অসৎ জ-  
নের নিগ্রহ কারক সুন্দর শারীরক সূত্রাদি শমদ-  
মগুণ যুক্ত পণ্ডিত বর শিষ্যদিগকে শিক্ষা দান  
করিলেন । ১১৪ ।

অধ্যাপয়ন্তুমসদর্থনিরাসপূর্ব্বং কিস্তুচ্যতীর্থযশ-  
সং শ্রুতিভাষ্যজাতম্ । আক্ষিপ্য পাশুপতবৈষ্ণব-  
বীরশৈবমাহেশ্বরাস্চ বিজিতা হি সুরেশ্বরাদৈর্য্যঃ  
॥ ১১৫ ॥

কেচিৎস্বজ্য মতমাত্ম্যমমুষ্য শিম্যভাবং গতা বি-  
গতমৎসরমানদোষাঃ । অন্যে তু মন্যুবশমেত্য জ-  
ঘন্যচিত্তা নিম্ন্যঃ ক্ষণং নিধনমস্ত নিরীক্ষমাণাঃ ॥ ১১৬ ॥

তিরকৃতাত্মশাস্ত্রযশসং শ্রুতিভাষাসমূহমসদর্থনিরাসপূর্ব্বম-  
ধ্যাপয়ন্তং ভাষ্যকারমাক্ষিপ্য স্তিতাঃ পাশুপতাদয়ঃ সুরেশব-  
পদ্বিপাদাদিভিরাক্ষিপ্য বিশেষেণ জিতাঃ ॥ ১৫ ॥

তত্র কেচিৎ স্মীয়ঃ মতং পরিত্যজ্য বিগতমৎসরাদিদোষাঃ  
সন্তঃ অমুষ্য শ্রীশঙ্করস্ত শিষ্যস্বং প্রাপ্তাঃ । অন্তে তু কোপবশং  
গত্বা যতো মলিনচিত্তা অস্যা মরণং নিরীক্ষমাণাঃ কালং নিম্ন্যঃ  
॥ ১৬ ॥

ভাষ্যকার শঙ্কর, অপরাপর সমুদয় শাস্ত্রের  
কীর্ত্তিনাশী শ্রুতি ভাষ্য সকল অসৎ অর্থ নিরা-  
করণ পূর্ব্বক যখন পড়াইতে ছিলেন, তৎকালে  
ভাষ্যকারকে তিরস্কার করিয়া পাশুপত, বৈষ্ণব,  
বীরাচারী, শৈব, মাহেশ্বর প্রভৃতি বাহারা উপ-  
স্থিত ছিল, তাহারাও সুরেশ্বর, ভট্টপাদ প্রভৃতি  
কর্ত্তক পরাজিত হয় । ১১৫ ।

ঐ স্থানে কেহ কেহ স্ব স্ব মত পরিত্যাগ ক-  
রিয়া মাৎসর্য্য, অভিমান প্রভৃতি দোষ সকল পরি-  
ত্যাগ পূর্ব্বক শঙ্করের শিষ্য হইল । অপর ক-  
তক গুলিন কলুষিত চিত্ত লোকে শঙ্করের মরণ  
প্রতীক্ষা করিয়া কাল যাপন করিতে লাগিল  
। ১১৬ ।

বেদান্তীকৃতনীচশূদ্রবচসো বেদঃ স্বয়ং কল্পনা  
পাপিষ্ঠাঃ স্বমপি ত্রয়ীপথমপি প্রায়ো দহন্তঃ খলাঃ ।  
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণি শঙ্করে বিদধতি স্পর্শানিবন্ধাং মতিং  
কৃষ্ণে পৌণ্ড্রকবৎ তথা ন চরমাং কিস্তে লভন্তে  
গতিম্ ॥ ১১৭ ॥

বাণী কাণ্ডুজী চ নৈব গণিতা লীনা কচিৎ কা-

তথাচৈবদ্বিধা বেদান্তীকৃতানি নীচানাং শূদ্রাণাং বচাঃ  
সি তৈঃ পুনশ্চ পাপিষ্ঠাঃ স্বকল্পনা এব বেদঃ কৃতঃ স্বং বেদান্তর-  
প্রতিপাদ্যমানমপি বেদত্রয়ীপথমপি প্রায়ো দহন্তে যে খলাঃ  
সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণি শঙ্করে স্পর্শায় নিবন্ধাং বুদ্ধিং ত্রীকৃষ্ণে মিথ্যা-  
বাস্তবদেবদ বিদধতি তে তদ্বৎকিমন্ত্যাং গতিং বিনাশং মোক্ষং  
বা ন লভন্তেহপিতু প্রাপ্নুন্ত্যেব শাদৃ ॥ ১৭ ॥

শঙ্করসূক্তিশু নিষ্কাতেষাচার্য্যাবিনেয়েষু সংস্ কথাকেলী-

যে সকল লোকে নীচ শূদ্রের বাক্য বেদান্ত  
বলিয়া বিশ্বাস করিত ; যে সকল পাপিষ্ঠেরা  
বেদ সকল স্ব স্ব কল্পনা বলিয়া সিদ্ধান্ত করিত ;  
যাহারা বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মা এবং ঋক্  
যজু সাম এই বেদ ত্রয় প্রায়ই দহন করিত ; যে  
সকল পামর খল সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শঙ্করের উপর  
স্পর্শা পুরিত বুদ্ধি প্রকাশ করিত ; ত্রীকৃষ্ণ যে  
রূপ জগতে মিথ্যা চতুর্ভূজ বিষ্ণু বলিয়া বিখ্যাত,  
পামরেরা শঙ্করের উপর অবিকল তদ্রূপ মিথ্যা  
বুদ্ধি প্রকাশ করিলেও তাহারা শঙ্করের কৃপায়  
চরমগতি অর্থাৎ মোক্ষ পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছিল  
। ১১৭ ।

শঙ্করের বেদতুল্য বচনে একান্ত অনুরক্ত

পিলী শৈবকাশিবভাবমেতি ভজতে গর্হাপদক্ষা-  
ইতম্ । দৌর্গং দুর্গতিমশ্নুতে ভুবি জনঃ পুষ্পতি কো  
বৈষ্ণবং নিষ্কাতেষু যতীশসূক্তিশু কথাকেলীকৃতাসু-  
ক্তিশু ॥ ১১৮ ॥

তথাগতকথা গতা তদনুঘায়ি নৈষায়িকং বচো-

কৃতাসু নন্দকথাস্থং প্রাপ্তাসুক্তিশু মধ্যোকাণাদী তু বাণী নৈব-  
গণিতা কাপিলী সাতু কচিল্লীনা রুগতেতাপি ন জাতা শৈবং  
পাণ্ডপতানাং তু বচোহশিবদ্ব্যমাপ্রোতি আইতঞ্চ তদনুঘাপদং  
ভজতে দৌর্গং শাক্তানাঞ্চ তদুর্গতিমশ্নুতে বৈষ্ণবং তৎপালয়ি-  
তুং সমর্থঃ কোহপি জনো নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিনির্দয়ং যথাস্থাৎ তথা বিনির্দলনং বিশীর্ণতাং প্রাপ্নুবন  
বিরুদ্ধমতানাং সঙ্করো যেন তথাভূতে শঙ্করসতি তথাগতানাং  
সুগতানাং কথা গতা বিলয়ং প্রাপ্তা নৈষায়িকবচস্তদনুগাম্য-

আচার্য্যের শিষ্য সকল জগতে বিদ্যমান থাকিলে,  
তাহাদের পরিহাস কথার মধ্যেও কণাদ বাক্য  
কেহ গণনাই করিত না—কপিলবাক্য অর্থাৎ  
সাংখ্য প্রবচন কোথায় যে লীন হইয়াছিল তাহা  
কেহ জানিতেই পারিল না—শৈব অর্থাৎ পাণ্ড-  
পত দিগের বাক্য অশুভ হইয়া উঠিল—আইত  
অর্থাৎ বৌদ্ধ বিশেষের বাক্য নিন্দনীয় হইল—  
দৌর্গ অর্থাৎ শাক্তদিগের বাক্য যথেষ্ট দুর্গতি  
প্রাপ্ত হইল—হুতরাং ভূতলে এমন কেহই ছিল  
না যে তৎকালে বৈষ্ণব মত রক্ষা করিতে পারে  
। ১১৮ ।

শঙ্কর নির্দয়রূপে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী লোকদিগের  
বাক্য সকল দলন করিলে ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া  
উঠিল । তখন বৌদ্ধদিগের শাস্ত্র বিলয় পাইল

হজনি নচোদিতো বদতি জাতু তৌতাতিতঃ । বিদ-  
ক্ৰতি ন দন্ধধী বিদিতচাপলং কাপিলং বিনির্দয়বি-  
নির্দলধিমতসঙ্করে শঙ্করে ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তৎকলাজ্ঞত্বপ্রপঞ্চনম্ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোহয়ং দশমোহভবৎ ॥ ১০ ॥

কনি তদপি তথৈব গতং তৌতাতিতঃ কোমারিলঃ চোদিতঃ  
প্রেরিতোহপি ন চ বদতীতি । পুনশ্চ বিদিতচাপলং কাপিলং  
বচো দন্ধা পুষ্টা স্তিতা বা ধীরশ্চ স ন বিদক্ৰতি নাভিনন্দতি  
নৈব পুষ্পাতীতি বা তেনাপি তথৈব বিলয়ং গতং পৃথী ॥ ১১৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস পরিব্রাজকাচার্যাবালগোপাল-

জীর্থী শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংস রামকুমার-

পুণ্ড্রনপতিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য-

বিজয়ডিণ্ডিমে দশমঃ

সর্গঃ ॥ ১০ ॥

—নৈবারিকদিগের বাক্য বৌদ্ধদিগের মতন  
লীন হইয়া গেল—ভাট্টমতের কথা সকল বলিতে  
অনুমোদন করিলেও কেহ বলিত না—নিবুদ্ধি  
লোকে চাপল্যপূর্ণ কাপিল অর্থাৎ সাংখ্যবাক্যে  
একেবারে আদর করিত না, সুতরাং তাহাও ক্র-  
মশঃ লয়প্রাপ্ত হইল । ১১৯ ।

ইতি দশম অধ্যায়

## অথৈকাদশঃ সর্গঃ ।

তত্রৈকদাচ্ছাদিতনৈজদোষঃ পৌলস্ত্যবৎ ক-  
ল্লিতসাধুবেষঃ । নিৰ্ম্মানমায়ং স্থিতকার্য্যশেষঃ  
কাপালিকঃ কশ্চিদনল্পদোষঃ ॥ ১ ॥

অসাবপশ্যন্ মদনাদ্যবশ্যং বশ্যেন্দ্রিয়াশ্চৈমুনি-  
ভির্বিমুগ্যম্ । আদিশ্য ভাষ্যং সপদি প্রশস্তমা-  
সীনমাশ্রিত্য মুনিং রহস্যম্ ॥ ২ ॥

শ্রীঃ ॥ অথোগ্রভৈরবনির্জয়ং সপরিকরং বর্ণয়িতুমুপ-  
ক্রমতে । তত্র তস্মিন্ দেশ একদা আচ্ছাদিতস্বীয়দোষঃ সীতা-  
হরণায়াগতরাবণবৎকল্লিতঃ সাধুবেষো যেন স্থিতঃ কার্য্যশ্চ  
শেষো যশ্চ অনল্পা দোষা যস্মিন্ তথাভূতঃ কশ্চিদসৌ কাপালিকো  
মারামানবিনিমুক্তং মুনিমপশ্যদিত্যবয়ঃ ইন্দ্রম্ ১ ॥

মুনিং বিশিনষ্টি । কামক্রোধাদীনাং বশ্যং ন ভবতীতি  
তথা তং বশ্যেন্দ্রিয়াশ্চৈমুনিভির্বিমুগ্যং প্রশস্তং ভাষ্যং সপদি  
আদিশ্য রক্ষত্বমেকান্তমাশ্রিত্যাসীনন্ উঃ ॥ ২ ॥

এই অধ্যায়ে সবিস্তরে উগ্রভৈরব নামক এক  
জন কাপালিকের জয় বর্ণিত হইবে । তাহার  
জন্য উপক্রম হইতেছে । ঐ দেশে কোন সময়ে  
একজন আপনার দোষ সকল গোপন করিয়া  
সীতাহরণ কালে রাবণের মত সাধুবেশ কল্লিত  
করিয়া, একজন অশেষ দোষে দূষিত কাপালিক,  
আপনার কার্য্য শেষ কিছু অবশিষ্ট থাকাতে মায়া  
অহঙ্কার রহিত একজন মুনি দর্শন করিলেন । ১ ।

দেখিলেন—এই ব্যক্তি কাম ক্রোধ সকল  
বশীভূত করিয়া জিতেন্দ্রিয় মুনিগণের আরাধ্য

দৃষ্টে ব হৃদে স চিরাদভীষ্টং নির্দ্বাণ্য সংসিদ্ধমি-  
ব স্বমিষ্টম্ । মহদ্ বিশিষ্টং নিজলাভ তুষ্টং বিস্পষ্ট-  
মাচষ্ট চ কৃত্যশিষ্টম্ ॥ ৩ ॥

গুণাং স্তবাকর্ণা যুনেহনবদ্যান্ সার্বজ্ঞ্যসৌশীল্য-  
দয়ালুতাদ্যান্ । দ্রষ্টুং সমুৎকণ্ঠিতচিত্তবৃত্তিভবন্তু-  
মাগাং বিদিতপ্রবৃত্তিঃ ॥ ৪ ॥

ত্বমেক এবাত্র নিরন্তমোহঃ পরাকৃতদ্বৈতিবচঃ

স কাপালিকশ্চিরাদভীষ্টং দৃষ্টু। স্বমিষ্টং সংসিদ্ধমিব নির্দ্বাণ্য  
হৃদে। মহদভ্যো বিশিষ্টং শ্রেষ্ঠং নিজলাভেন তুষ্টং কৃত্যশিষ্টং  
স্বকর্তৃবাক্যেশঃ স্পষ্টং যথাক্তাং তথোক্তবান্ ॥ ৩ ॥

তদ্বচনমুদাহরতি । হে যুনে ! অনবদ্যান্ সার্বজ্ঞতাদ্যান্ তব  
গুণানাকর্ণ্য ভবন্তুঃ দ্রষ্টুং সমুৎকণ্ঠিতা চিত্তবৃত্তিযন্তু বিদিতা  
তব প্রবৃত্তির্থেন তাদৃশোহহমাগতবানস্মি ॥ ৪ ॥

স্বপ্রয়োজনসিদ্ধয়ে স্তোতি । অত্র লোকে নিরন্তমোহত্বমে-

দেবতা হইয়াছেন । শীঘ্র প্রশংসনীয় ভাষ্য উপ-  
দেশ দিয়া একপাশ্বে বসিয়া রহিয়াছেন । ২ ।

ঐ কাপালিক বহুদিনের মনোরথ পূর্ণ দেখিয়া  
আপনার অভীষ্ট পূর্বেই সিদ্ধ হইয়াছে নিশ্চয়  
করিয়া হৃদে হইলেন । পরে মহামূল্য ও শ্রেষ্ঠ  
আত্মলাভ তুষ্ট আপনার অবশিষ্ট কার্য্য স্পষ্টরূপে  
বলিতে লাগিলেন । ৩ ।

মুনিবর ! আপনার অসামান্য সর্বজ্ঞতা,  
সুশীলতা, দয়ালুতা প্রভৃতি গুণ শ্রবণ করিয়া আপ-  
নাকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত চিত্ত  
হইয়া আপনার প্রকৃতি জানিতে—স্বয়ং এই স্থানে  
উপস্থিত হইয়াছি । ৪ ।

সমুহঃ । আভাসি দুরীকৃতদেহমানঃ শুদ্ধাছয়ো  
যোজিতসর্বমানঃ ॥ ৫ ॥

পরোপকৃত্যে প্রগৃহীতমূর্তিরমর্ত্যালোকেষপি  
গীতকীর্তিঃ । কটাকলেশাদিতসজ্জনাকীর্তিঃ সত্ব-  
সম্পাদিতবিশ্বমূর্তিঃ ॥ ৬ ॥

বৈকঃ যতঃ পরাকৃতোদ্বৈতি বচসাং সমুহো যেন স্বয়ং দুরীকৃত-  
দেহমানো যোজিতঃ সর্বস্মৈ মানো যেন তথাভূতস্বমমানী মানদ  
ইত্যুক্তঃ শুদ্ধাছয়ঃ পরমাত্মেবাভাসি, পাঠান্তরে শুদ্ধাছয়ে যো-  
জিতানি সর্বাণি প্রমাণানি যেন স ত্বমেকঃ সর্বোত্তমত্বেন  
প্রকাশস ইতি ব্যাখ্যায়ম্ ॥ ৫ ॥

অমর্ত্যালোকেষু ইচ্ছাদিদেবলোকেষপি গীতা কীর্তি যন্ত স  
কটাকলেশেনাদিতা নাশিতা সজ্জনানামাকীর্তিঃ পীড়ায়েন স স-  
ত্বমূর্তিঃ সম্পাদিতা বিশ্বস্ত মূর্তির্থেন ॥ উপে

এই জগতে—আপনিই কেবল একমাত্র মোহ-  
শূন্য ব্যক্তি । কারণ আপনি দ্বৈত মতাবলম্বী  
ব্যক্তিদিগের বাক্য নিরাকরণ করিয়াছেন, অথচ স্বয়ং  
শরীরের অহঙ্কার দূর করা পূর্বেই করা হইয়াছিল ।  
আপনি সকলকেই মান দান দিয়া থাকেন ।  
ইহা দ্বারা স্পষ্টই জানিতে পারা যায়, আপনার  
কোন মানাভিমান নাই, কিন্তু আপনি সকলকেই  
মান দান করেন । অতএব আপনি অবিকল  
নির্মল এক অদ্বিতীয় পরমাত্মার মতন বিরাজ-  
মান । ৫ ।

আপনি পরোপকারে ত্রুতী হইয়া শরীর  
ধারণ করিয়াছেন—; ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ  
আপনার কীর্তি গান করিয়া থাকেন ; আপনি  
কণামাত্র কৃপাকটাক্ষে সাধুগণের হৃদয়ব্যথা দূর



গুণাকরত্বাদ্ ভুবনৈকমাত্ম্যঃ সমস্তবিদ্বাদভিমান-  
শূন্যঃ । বিজিত্ত্বরত্বাদ্ গলহস্তিতান্যঃ স্বাত্মপ্রদত্বাচ্চ  
মহাবদান্যঃ ॥ ৭ ॥

অশেষকল্যাণগুণালয়েষু পরাবরজেষু ভবাদৃ-  
শেষু । কার্যার্থিনঃ কাপ্যনবাধ্য কামং ন যাস্তি  
দুপ্রাপমপি প্রকামম্ ॥ ৮ ॥

বিজিত্ত্বরত্বাৎ বিজয়নশীলত্বাদ্গলে হস্তিতা হস্তেন গলে  
গৃহীতা অস্ত্রে বাদিনো যেন বিশ্রাণনশীলঃ ॥ ৭ ॥

তথাচৈবস্থিধেষু ভবাদৃশেষু কার্যার্থিনোহত্যস্তং দুপ্রাপমপি  
কামমনবাধ্য কাপি কস্তাঞ্চিদপ্যবস্থায়ানং ন গচ্ছতি কিন্তু প্রাপ্যৈব  
য়াস্তি ॥ ৮ ॥

করিয়া থাকেন ; আপনার আশ্রয়ে সাধুবচন দ্বারা  
আপনি সর্বময় বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন । ৬

গুণাকর বলিয়া আপনি এক মাত্র জগতে  
পূজিত ; সর্বজ্ঞতা শক্তি থাকাতে কোন অহ-  
ঙ্কার নাই ; সর্বদাই সকলকে জয় করাতে বাদি-  
গণের গলে হস্ত দিয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া  
দিয়াছেন ; সকলকেই আত্মদান করাতে এক  
জন অদ্বিতীয় দাতা । ৭ ।

অশেষ কল্যাণকর-গুণ ভূষিত, আত্মপর বেত্তা  
ভবাদৃশ মহাত্মাগণ বিদ্যমান থাকিতে, যাহারা  
কোন কার্য প্রার্থনা করিয়া স্বস্থ অত্যন্ত দুর্লভ  
বস্তুকেও না পাইয়া, আপনার নিকট হইতে  
ফিরিয়া গিয়া থাকে, এরূপ কথা কখন শোনা  
যায় না । ৮ ।

তস্মান্ মহত্কার্য্যমহং প্রপদ্য নির্বর্তিতং সর্ব-  
বিদা ত্বয়াহদ্য । কপালিনং প্রীগয়িতুং যতিষ্যে কু-  
তার্থমাত্মানমতঃ করিষ্যে ॥ ৯ ॥

অনেন দেহেন সহৈব গন্তুং কৈলাসমীশেন সমং চ  
রন্তুম্ । অতোবয়ং তীব্রতপোভিরুগ্রং স্তূক্ষরৈরব-  
শতং সমগ্রম্ ॥ ১০ ॥

তুচ্ছোহব্রবীন্ মাং গিরিশঃ পুমর্থমভীপ্সিতং  
প্রাপ্যসি যত্প্রিয়ার্থম্ । জুহোষি চেত্ সর্ব-  
বিদঃ শিরো বা হুতাশনে ভূমিপতেঃ শিরো বা ॥ ১১ ॥

এবং স্তূত্বাচার্য্যমভিমুখীকৃত্য কথনীয়মাহ । যস্মাৎ সর্ববিদা  
ত্বয়া নিষ্পাদিতং মহৎ কার্য্যমাসাদ্য কপালিনং ভৈরবং প্রীগয়িতুং  
যত্নং করিষ্যে ততঃ কপালিপ্ৰীগনাদাত্মানং কৃতার্থং করিষ্যে  
ই০ ॥ ৯ ॥

সর্ববিদা ত্বয়া নির্বর্তিতমিত্যুক্তং তদ্বিব্রণোতি অনেনেতি ।  
উগ্রঃ কপর্দী ত্রীকর্ষ ইত্যমরাহুগ্রং রুদ্রম্ উ০ ॥ ১০ ॥ ১১ ॥

আপনি সর্বজ্ঞ হইয়া যে কার্য্য করিয়াছেন ;  
সেই মহৎ কার্য্য লাভ করিয়া অদ্য আমি ভৈরব  
পূজা করিতে যত্ন করিব । ভৈরবের প্রীতি হই-  
লেই আমি কৃতার্থ হইব । ৯ ।

এই দেহ সঙ্গে করিয়া কৈলাসপতি ঈশ্বরের  
সহিত একত্র সহবাস সুখভোগ করিবার নিমিত্ত  
একশতাব্দী পর্য্যন্ত দুষ্কর তপস্যায় মহাদেবের  
আরাধনা করিয়া তাঁহাকে ভূষিত করি । ১০ ।

শিব ভূষিত হইয়া আমাকে বরদান করিয়াছেন,  
যদি তুমি এক সর্বজ্ঞ ব্যক্তির মন্তক দিয়া, অথবা

এতাবদুক্তাহস্তরধনু মহেশস্তদাহি তৎসংগ্র-  
হণে ধৃত্যশঃ । চরাগ্যথাপি ক্ষিতিপো ন লক্কো  
ন সৰ্ববিভক্ত ময়োপলক্ষঃ ॥ ১২ ॥

দিষ্ট্যাহস্য লোকস্ত হিতে চরস্তঃ সৰ্বজ্ঞমদ্রা-  
ক্ষমহং ভবন্তম্ । ইতঃ পরং সেৎস্তুতি মেহনুবন্ধঃ  
সন্দর্শনাস্তো হি জনস্ত বন্ধঃ ॥ ১৩ ॥

তয়োঃ সৰ্বজ্ঞক্ষিতিপয়োঃ সংগ্রহণে ধৃতা আশা যেন তত্র  
তয়োর্মধ্যে ॥ ১২ ॥

দিষ্ট্যা ভদ্রং জাতং মেহনুবন্ধঃ প্রকৃতস্ত কার্যস্থানুবর্তনঃ  
সেৎস্তুতি, দোষোৎপাদেহনুবন্ধঃ স্থাৎ প্রকৃতস্থানুবর্তন ইত্যমরঃ।  
যতো জনস্ত বন্ধো ভবদর্শনাবধিরেব ॥ ১৩ ॥

এক রাজার মস্তক দিয়া আমার উপকারার্থ অনলে  
হোম করিতে পার, তাহা হইলে তোমার অভি-  
লষিত পুরুষার্থ পূর্ণ হইবে । ১১ ।

এইকথা বলিয়া মহেশ্বর অস্তর্ধান হইলেন—  
আমিও তদবধি একজন সৰ্বজ্ঞ আর একজন রা-  
জার অন্বেষণ করিবার জন্য হৃদয়ে আশা ধারণ  
করি । কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে আমি দুই জনের  
একজনকেও পাই নাই । ১২ ।

অদ্য আমার শুভদিন উপস্থিত । আপনি  
লোকের হিত করিবার নিমিত্ত জগতে সঞ্চরণ  
করিতেছেন ; অদ্য আপনাকে আমি সেই সৰ্বজ্ঞ  
রূপে দর্শন করিয়াছি । ইহার পর দেখিতেছি  
আমার প্রকৃত কর্মের অনুরক্তি সিদ্ধ হইবে ।  
কারণ, সাধারণ সমস্ত লোকের বন্ধন আপনাকে

বুদ্ধাভিষিক্তস্য শিরঃ কপালং মুনীশিতুর্বা মম  
সিদ্ধিহেতুঃ । আদ্যং পুনর্মে মনসাইপ্যলভ্যং ততঃ  
পরং তত্রভবান্ প্রমাণম্ ॥ ১৪ ॥

শিরঃ প্রদানেহদভুতকীর্তিলাভস্তথাপি লোকে  
মম সিদ্ধিলাভঃ । আলোচ্য দেহস্য চ নশ্বরত্বং যদ্রো-  
চতে সত্তম ! তৎ কুরু ত্বম্ ॥ ১৫ ॥

তদ্যচিৎ ন ক্ষমতে মনো মে কোবেষ্টদায়ি

ইতঃ পরং মেহনুবন্ধঃ সেৎস্তুতীত্যাক্রোরতঃ পরং রাজা স-  
ৰ্বজ্ঞো বা মিলিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ নোপাদদ্যাদিত্যাশয়েনাহ  
মুক্তিতি । তস্মাৎ সৰ্ববিদ্ ভবানেবপরং প্রমাণং আখ্যাং ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ স্বস্ত মমচ লাভং দেহস্ত চ নশ্বরত্বমালোচ্য শিরঃ  
প্রদানমুচিতমেবেত্যশয়েনাহ শির ইতি উঃ ॥ ১৫ ॥

নশ্বেবং যাচিৎ মনস্তে কুতঃ ক্ষমত ইত্যশঙ্ক্য ভবতো

দর্শন করা পর্য্যন্ত । আপনাকে দেখিলেই যাহার  
যত বন্ধন আছে তাহা শীঘ্রই অপসারিত হইবে  
। ১৩ ।

এক নৃপতির অথবা এক মুনিবরের শির  
আমার সিদ্ধি লাভের হেতু । তবে প্রথম পক্ষটি  
আমি মনেও ধ্যান করিতে পারি নাই । কিন্তু  
সৌভাগ্য ক্রমে আজ আপনি শেষ প্রমাণ উপ-  
স্থিত । ১৪ ।

আপনার মস্তক দান করিলে প্রথমত অদ্বুত  
কীর্তি হইবে, অথচ আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে ।  
আপনি দেহের নশ্বরতা পর্যালোচনা করিয়া  
মহাশয় ! যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করুন । ১৫ ।

কিন্তু আপনার শির প্রার্থনা করিতে প্রথমে

শরীরমুজ্জ্বলত্বং । ভবান্ বিরক্তো ন শরীরমানী  
পরোপকারায় ধৃতাত্মদেহঃ ॥ ১৬ ॥

জনাঃ পরক্লেশকথানভিজ্ঞা নক্তং দিবা স্বার্থ-  
কৃতাত্মচিত্তাঃ । রিপুং নিহন্তুং কুলিশায় বজ্রী দাধী-  
হুমাদাং কিল বাঙ্কিতাস্থি ॥ ১৭ ॥

বিরক্তত্বাদিত্যাহ । তচ্ছিরো যাচিতুং মনো মে নোৎসহতে যত  
ইষ্টদায়ি শরীরং কো বা ত্যজতু, ভবাংস্ত বিরক্তত্বাৎ ন দেহ-  
মানী সম্প্রতি দেহধারণমপি পরোপকারায়ৈব ন ত্বভিমাননি-  
মিত্তমিত্যাহ পরোপকারায়েতি ॥ ১৬ ॥

যদাপোবং তথাপি ত্বং পরক্লেশাবহং কন্দারুষ্ঠাতুং কিমিতি  
প্রবৃত্তোহসীত্যাহ । সর্কেহপি জনাঃ পরক্লেশকথানভিজ্ঞা  
যতো দিবানিশং স্বার্থে তৎপরঃ আত্মা দেহাজিয়াদি চিত্তঞ্চ  
সেমাং, তত্রোহদাহরণমাহ শত্রুং নিহন্তুং বজ্রনির্মাণায়েন্দ্রো দাধী-  
চমভিলষিতমস্থি স্বীকৃতবান্ । তথা চ যদা সাত্ত্বিকমুখ্যানামিয়ং  
দশা তদাহস্মদিধানাং কা কথ্যেতি ভাবঃ বিঃ ॥ ১৭ ॥

আমার মনের সাহস হয় নাই । কোন্ ব্যক্তি  
আপনার ইচ্ছা দায়ক শরীর ত্যাগ করিতে পারে ?  
আপনার বৈরাগ্য হওয়াতে শরীরভিমান নাই,  
পরের উপকারার্থে কেবল আত্মদেহ ধারণ করি-  
য়াছেন । ১৬ ।

প্রায় কাহাকেও আর পরের ক্লেশ কথা জা-  
নিতে ইচ্ছুক দেখা যায় না । সকলেই স্বস্ব  
অভীষ্ট বস্তুর অন্বেষণে আত্মমন সমর্পণ করি-  
তেছে । দেখুন—দেবরাজ ইন্দ্র শত্রু নাশ করি-  
বার জন্য দধীচি মুনির অস্থি বজ্র নির্মাণের জন্য  
গ্রহণ করিয়াছিলেন । ফলতঃ সত্বগুণাবলম্বী দেব-

দধীচিমুখ্যাঃ ক্লণিকং শরীরং তক্ত্বা পরার্থে  
স্ব যশঃ শরীরম্ । প্রাপ্য স্থিরং সর্বগতং জগন্তি  
গুণৈরনর্ঘ্যৈঃ খলুং রঞ্জয়ন্তি ॥ ১৮ ॥

বপুর্ধ্বরন্তে পরতুষ্টিহেতোঃ কেচিৎ প্রশান্তা  
দয়য়া পরেতাঃ । অস্মাদৃশাঃ কেচন সন্তি লোকে  
স্বার্থৈকনিষ্ঠা দয়য়া বিহীনাঃ ॥ ১৯ ॥

পরোপকারং ন বিনাহস্তি কিঞ্চিৎ প্রয়োজন্তে

বদাত্তৈর্ভবাদৃশৈস্ত স্থিরস্ত সর্বগতস্ত প্রাপ্তয়ে ক্লণিকত্বাৎ  
শরীরমপি সূত্যা জ্যমেবেত্যাশয়েনাহ । দধীচিমুখ্যা ইতি উঃ  
॥ ১৮ ॥

তথা চ কেচিৎ প্রশান্তা দয়য়া ব্যাপ্তাঃ ভবাদৃশাঃ পরতুষ্টি-  
হেতোঃ শরীরধ্বংসে, অস্মাদৃশাঃ কেচন দয়য়াবিহীনাঃ স্বার্থৈক-  
নিষ্ঠা লোকে সন্তি ॥ ১৯ ॥

তস্মাৎ পরোপকারিণা জয়াহবশ্যং শিরোদেয়মিত্যাশয়বানাহ ।  
পরোপকারং বিনা কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং তব নাস্তি । যতঃ পুত্র-

তাদিগের যদি এরূপ রীতি হয়, তবে আমাদের  
কথা আর কি বলিব । ১৭ ।

দধীচি প্রভৃতি ঋষিগণ পরের জন্য ক্লণিক  
শরীর ত্যাগ করিয়া কীর্ত্তি দেহধারী নিত্য সর্ব-  
ব্যাপী পরমেশ্বরকে পাইয়া অসীম পুণ্য প্রবাহে এই  
ত্রিভুবন রঞ্জিত করিয়াছিলেন । ১৮ ।

আপনাদের মতন কতক গুলিন দয়ালু লোকে  
পরতুষ্টির জন্য শরীর ধারণ করিয়াছেন । আমা-  
দের মতন কতক গুলিন নির্দয় স্বার্থ পরায়ণ  
লোকে স্বার্থের জন্য জগতে বাস করিয়া থাকে  
। ১৯ ।

বিধুতৈষণস্য । অস্মাদৃশাঃ কামবশাস্তু যুক্তা-  
যুক্তে বিজানন্তি ন হস্ত যোগিন্ ! ২০ ॥

জীমূতবাহো নিজজীবদায়ী দধীচিরপ্যস্থিমুদা-  
দদানঃ । আচন্দ্রতারাকমুপায়শূন্যং প্রাপ্তৌ যশঃ  
কর্ণপথং গতোহি ॥ ২১ ॥

যদ্যপ্যদেয়ং নহু দেহবন্তিময়ার্থিতং গর্হিতমেব  
সন্তিঃ । তথাপি সর্বত্র বিরাগবন্তিঃ কিমস্ত্যদেয়ং  
পরমার্থবিদ্বিঃ ॥ ২২ ॥

বিভুলোটৈষণাবিনির্মুক্তো ভবানিত্যাহ । বিধুতৈষণস্তেতি ।  
নহু স্বয়মপি মমেদং যুক্তং ন বেতিবিচার্য বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ ।  
অস্মাদৃশাস্তু হে যোগিন্ ! কামবশত্বাদহো কষ্টং যুক্তাযুক্তে ন বি-  
জানন্তি ॥ ২০ ॥

স্বশরীরপ্রদানসদৃশঃ যশঃ সাধনং তত্বং নাস্ত্যেবেত্যাহ ।  
জীমূতবাহো নিজজীবদায়ী দধীচিঃ স্থান্দায়ী দ্বাবপি  
প্রলয়পর্যন্তং নাশশূন্যং যশঃ প্রাপ্তৌ কর্ণপথং গতো হি প্রসিদ্ধঃ  
হি যস্মাৎ কর্ণপথং গতাবিতি বা ॥ ২১ ॥

নহু দেহস্ত্যদেয়ত্বং জানন্ কিমিদমতিনিন্দিতং প্রার্থয়সে  
ইত্যাশঙ্ক্য যদ্যপ্যেবং তথাপি পরমার্থবিদ্বাৎ সর্বত্র বিরাগবতাং

যোগিবর ! আপনি অভিলাষ বর্জিত—আপ-  
নার পরোপকার ব্যতীত আর কোন প্রয়োজন  
নাই । কিন্তু কাম পরায়ণ আমাদের মতন লোকে  
হিতাহিত কিছুই জানে না । ২০ ।

জীমূতবাহন আপনার জীবন দান করিয়া  
ছিলেন—দধীচি মুনিও আহ্লাদের সহিত অস্থি  
দান করেন । এই কারণে জগতে যতকাল চন্দ্র  
দৃশ্য নক্ষত্র থাকিবে, তত কাল তাঁহার। অবিনশ্বর  
কীর্তি লাভ করিবেন । ২১ ।

যদ্যপি আমি দেহী গণের অদেয় এবং সাধু-  
গণের নিন্দনীয় বিষয় প্রার্থনা করিয়াছি সত্য,

অথগুমূর্দ্ধন্যকপালমাত্তঃ সংসিদ্ধিদং সাধকপুঙ্গ-  
বেভ্যঃ । বিনা ভবন্তং বহবো ন সন্তি তদ্বৎপু-  
মাংসো ভগবন্ ! পৃথিব্যাম্ ॥ ২৩ ॥

প্রযচ্ছ শীর্ষং ভগবন্ ! নমঃ স্তাদিতীরয়িত্বা পতিতং  
পুরস্তাৎ, তমব্রবীদ্বীক্য স্ত্রীঃ কৃপালুরাবৃত্ত-  
মনাঃ সমস্তাৎ ॥ ২৪ ॥

ভবাদৃশানাং কিমপ্যদেয়ং নাস্তীত্যালোচ্য প্রার্থনাং করোমী-  
ত্যাহ যদ্যপীতি ॥ ২২ ॥

নবন্তঃ কশ্চিদেবং বিদোহস্থিষ্য প্রার্থ্য ইত্যাশঙ্ক্য যথাবিধস্ত  
শিরো মম সিদ্ধিহেতুস্তথাবিধো ভবানেব নবন্ত ইত্যাহ ।  
সাধকশ্রেষ্ঠেভ্যঃ সংসিদ্ধিদমথগুমূর্দ্ধন্যস্তাথগিতরেতসঃ কপাল-  
মাত্তনচ ভবন্তং বিনা হে ভগবন্ ! তথাবিথবীর্ঘ্যবস্তঃ পুমাংসো  
বহবঃ পৃথিব্যাং সন্তি ॥ ২৩ ॥

অতোহবশস্তমেব শিরঃ প্রযচ্ছ, তে নমোহস্তিত্যক্তদ্বাঃ  
পতিতমথস্ত্রীক্য স্ত্রীঃ কৃপালুঃ সমস্তাদাকৃষ্টমনা অব্রবীৎ ।  
উপেৎ ॥ ২৪ ॥

তথাপি সকল বস্তুর উপর বীতরাগ এবং পরমা-  
ত্মবিৎ আপনাদের মতন লোকে মনে করিলে কি  
না দিতে পারেন ? । ২২ ।

আমি সাধক দিগের মুখে শুনিয়াছি, বাহাদের  
কখন রেতঃপাত হয় নাই, এরূপ লোকের কপাল  
সিদ্ধি দায়ক । ভগবন্ ! পৃথিবীতে আপনার  
তুল্য বীর্ঘ্যবান্ লোক অতি অল্পই আছে । ২৩ ।

“শীঘ্র আপনার শির প্রদান করুন । ভগবন্ !  
আপনাকে নমস্কার করি ।” এই বলিয়া শঙ্করের  
সম্মুখে পতিত হইল । তাঁহাকে ভূতলে পতিত  
দেখিয়া স্ত্রীধীর দয়াদ্রমেন একেবারে দৃঢ়রূপে  
সকল বিষয় হইতে মন আকর্ষণ করিয়া কাপা-  
লিককে বলিতে লাগিলেন । ২৪ ।



নৈবাভ্যসূয়ামি বচস্তুদীয়ং প্রীত্যা প্রযচ্ছামি  
শিরোহস্তদীয়ং । কোবাহর্থিসাৎ প্রাক্ততমো নৃ-  
কায়ং জানন্ন কুর্যাদিহ বহুপায়ম্ ॥ ২৫ ॥

পতত্যবশ্যং হি বিকৃত্যমাণং কালেন যত্নাদপি রক্ষ্য-  
মাণম্ । বর্জ্যাহমুনা সিধ্যতি চেৎ পরার্থঃ সএব  
মর্ত্যস্য পরঃ পুমর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বর্তে বিবিক্তেহধিসমাধি সিদ্ধিবিম্বিতঃ সমা-  
য়াহি করোমি তে মতং । নাহং প্রকাশঃ বিত-

বর্তেনমদাহরতি নৈবেতি । যত উল্লোকে বহুনাশনি-  
মিত্রবন্তঃ নৃকায়ঃ জানন্ কোবা প্রাক্ততমোহর্থিসাৎ ন কুর্য্যাত  
অপি তু কুর্যাদেব । অন্যথা তত্র প্রাক্ততমতমেব কৃতস্তামিতার্থঃ  
হনক ॥ ২৫ ॥

যত্নো যত্নাদপি রক্ষ্যমাণং শরীরং কালেনাক্রম্যমাণং অবশ্যং  
পততি ততোহনেন বর্জ্যমাণা পরপ্রয়োজনং সিধ্যতি চেভহি স এব  
মৃত্যবশ্যকস্য পরঃ পুমার্থঃ ॥ উৎ ॥ ২৬ ॥

তস্মাৎ তে সিদ্ধিবিম্ব ! যথা বিবিক্তেহধিসমাধি সমায়াহি

আপনার বাক্যে আমি অসূয়াপরবশ হই  
নাই—আমি প্রীতিপূর্বক আমার শিরদান করি-  
তেছি । এই জগতে অবশ্যনাশী শরীর জানিয়া  
কোন্ বিজ্ঞবর না মনুষ্যদেহ প্রার্থীদিগকে দান  
করিবে ? ॥ ২৫ ॥

অতি বত্নে রক্ষা করিলেও কাল কর্তৃক  
আকৃষ্ট হইয়া এই শরীর অবশ্যই একদিন ক্ষয়-  
প্রাপ্ত হইবে । অতএব এই শরীর দ্বারা যদি  
পরের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তবে মরণধর্ম্মী মান-  
বের তাহাই পরম পুরুষার্থ জানিবে । ২৬ ।

রীতুমুৎসহে শিরঃকপালং বিজনং সমাশ্রয় ॥  
২৭ ॥

শিষ্যা বিদন্তি যদি চিন্তিতকার্য্যমেতদযোগিন্ ।  
মদেকশরণা বিহতিং বিদধ্যুঃ । কো বা সহেত বপু-  
রেতদপোহিতুং স্বং কো বা ক্ষমেত নিজনাথশরীর-  
মোক্ষম্ ॥ ২৮ ॥

বর্তে তথা মিথো রহিসি সমায়াহি তেভিঃমতং করোমি যতো  
শিরঃ কপালং প্রকটং দাতুং অহং নোৎসহে অতো বিজনং  
সমাশ্রয় ॥ ২৭ ॥

কুত ইতি চেৎ তত্রাহ । শিষ্যা যদ্যেতচ্চিন্তিতং কাযাৎ  
জানন্তি তর্হি, হে যোগিন্ ! বিহতিং বিদধ্যুস্তব কাযাস্ত্র বিনাশং  
কুর্য্যিঃ । যতো মদেকশরণাঃ স্বশরীরত্যাগবৎ নিজনাথশরীর  
মোক্ষোহপ্যনহ ইত্যাহ । এতৎ স্বশরীরস্ত্যক্তুং কো বা সহেত  
নিজনাথশরীরস্য মোক্ষঞ্চ কো বা ক্ষমেত ॥ বৎ ॥ ২৮ ॥

হে সিদ্ধপুরুষ ! আমি নির্জনে সমাধিমগ্ন  
হইয়া অবস্থান করিতে প্রস্থান করি । আপনি  
নির্জনে আশ্রয়—আমি আপনার হিত করিব ।  
আমি প্রকাশে মস্তক কপাল দান করিতে  
পারিব না, অতএব নির্জনে যাইতে হইবে । ২৭ ।

আমাদের চিন্তিত কার্য্য শিষ্যগণ যদি জানিতে  
পারে, তবে আমার আশ্রিত ও শরণাপন্ন শিষ্য-  
গণ আপনার কার্য্যের ব্যাঘাত করিবে । হে যোগিন্ !  
এই জগতে স্বীয় শরীর ত্যাগ করিতে বেক্রপ  
কেহই সক্ষম নহে—, তজ্জপ প্রভু শরীরের  
অনিষ্ট সাধনে কেহই যত্নবান্ হয় না । ২৮ ।

তো সন্নিদং বিতমুতামিতি সংপ্রহৃষ্টো যোগী  
জগাম মুদিতো নিলয়ং মনস্বী । শ্রীশঙ্করোহপি  
নিজধামনি জোষমাস প্রোচে ন কিঞ্চিদপি ভাব-  
মসৌ মনোগম্ ॥ ২৯ ॥

শূলী ত্রিপুণ্ড্রী পুরতোহবলোকী কঙ্কালমালাকৃত-  
গাত্রভূষঃ । সংরক্তনেত্রো মদঘূর্ণিতাক্ষো যোগী  
যয়ৌ দেশিকবাসভূমিম্ ॥ ৩০ ॥

শিষ্যেষু শিষ্টেষু বিদূরগেষু স্নানাদিকার্য্যায় বি-

ইত্যেবম্ভৌ শ্রীশঙ্করকাপালিকৌ সংবিদং বিতমুতাং সম্ভা-  
ষণং সঙ্কেতং বা কৃতবম্ভৌ । ততো যোগী মনস্বী মুদিতঃ সন্ জ-  
গাম, শ্রীশঙ্করোহপি নিজধামনি জোষমাস তৃষ্ণীং বভূব মনোগং  
ভাবমসৌ কিঞ্চিদপি ন প্রোক্তবান্ ॥ ২৯ ॥

কঙ্কালানাং শরীরাস্থিনাং মাংসয়া কৃতা গাত্রভূষা যেন ॥  
ইন্দ্রঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রেষ্ঠেষু শিষ্যেযু স্নানাদিকার্য্যায় বিদূরগেষু সংস্রু শ্রীদেশি-

এইরূপ হৃষ্টচিত্তে পরম্পর সঙ্কেত করি-  
লেন । কাপালিক প্রাজ্ঞতম যোগী মুদিতমানসে  
গৃহে গমন করিল । শঙ্করাচার্য্য আপনার ভবনে  
মৌন-অবলম্বন করিয়া রহিলেন—আপনার মনো-  
গত ভাব কাহাকেও প্রকাশ করিলেন না ॥ ২৯ ॥

শূল ধারণ করিয়া—ত্রিপুণ্ড্র মাখিয়া—কঙ্কাল  
মালা দ্বারা গাত্রভূষিত করিয়া—মদঘূর্ণিত ও  
রক্তনয়নে চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে কাপালিক  
যোগী আচার্য্য শঙ্করের বাসস্থানে উপস্থিত  
হইলেন । ৩০ ।

বিকৃতভাজি । শ্রীদেশিকেন্দ্রে তু সনন্দনাথ্যভীত্যা  
স্বদেহং ব্যবধায় গূঢ়ে ॥ ৩১ ॥

তং ভৈরবাকারমুদীক্য দেশিকস্ত্যক্তুং শরীরং  
ব্যধিত স্বয়ং মনঃ । আত্মানমাত্মন্যুদযুক্ত যোজ-  
য়ন্ সমাহিতাত্মা করণানি সংহরন্ ॥ ৩২ ॥

তং ভৈরবোহলোকত লোকপূজ্যং স্বসৌখ্যতুচ্ছী-

কেন্দ্রে তু সনন্দনাথ্যাদ্ভীত্যা দেহং গূঢ়ে ব্যবধায় বিবিকৃতভাজি  
সতি যথাবিত্যম্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥

তং ভৈরবাকারং কপালিনং বীক্ষ্য শ্রীশঙ্করঃ শরীরং ত্যক্তুং  
স্বয়ং মনো ব্যধাৎ । সমাহিতাত্ম্যকরণং প্রণবং জপন্ যঃ কর-  
ণানি সংহরন্ আত্মানং ত্বংপদার্থমাশ্রয়ি ত্বংপদার্থেহযুক্ত  
॥ উঃ ॥ ৩২ ॥

ভৈরবো ভৈরবাকারঃ কাপালিকঃ সনৎসুজাতাদেঃ সকাশা-  
দনল্পম্ ॥ ৩৩ ॥

প্রধান প্রধান শিষ্য সকল স্নান-আচ্ছিকাদি  
কার্য্য করিতে অত্যন্ত দূরবর্তী হইলে—এবং সন-  
ন্দনের নিকটে ভীত হইয়া গোপনীয়স্থানে দেহ  
আচ্ছাদন করিয়া শঙ্কর নির্জনে উপস্থিত হইলে-  
কাপালিক ক্রমশঃ আচার্য্যের নিকট আগমন  
করিলেন । ৩১ ।

ঐ ভৈরব মূর্তি অবলোকন করিয়া আচার্য্য  
শঙ্কর দেহত্যাগ করিতে স্বয়ং গমন করিলেন ।  
সমাহিতচিত্তে প্রণব জপ করিতে করিতে ইন্দ্রিয়  
সকল দমিত করিয়া আত্মার উপর আত্মসমর্পণ  
করিলেন । ৩২ ।

কৃতদেবরাজ্যম্ । যোগীশমাসাদিতনির্বিকল্পং স-  
নৎসৃজাতপ্রভৃতেরনল্পম্ ॥ ৩৩ ॥

জক্রপ্রদেশে চিবুকং নিধায় ব্যাভ্রাস্থমুত্তান-  
করৌ নিধায় । জানুপরি প্রেক্ষিতনাসিকাস্তং  
বিলোচনে সামি নিমীল্য কাস্তম্ ॥ ৩৪ ॥

আসীনমুচ্চীকৃতপূর্বগাত্রং সিদ্ধাসনে শেযিত-

অংসসন্ধিপ্ৰদেশে চিবুকমধরোষ্ঠাধঃপ্রদেশঃ নিধায় বা-  
ভ্রাস্থং বিবৃতমুখং জানুপরি উত্তানকরৌ নিধায় সামি অর্দ্ধং  
কাস্তং শোভন্তম্ ॥ উ० ॥ ৩৪ ॥

উচ্চীকৃতমুচ্চৈঃ কৃতং পূর্বগাত্রং শিরোভাগো যেন সিদ্ধা-

কাপালিক দেখিলেন—শঙ্কর সকলের পূজা—  
আভ্রাস্থের জন্য দেবরাজ্য পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া-  
ছেন—নির্বিকল্পসমাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন—সনৎ-  
সৃজাত প্রভৃতি ঋষিগণ অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে  
তেজস্বী—স্কন্ধের সন্ধিস্থানে নিম্নোষ্ঠের নিম্ন  
প্রদেশ অর্পণ করিয়া মুখব্যাদান করিয়া রহিয়া-  
ছেন—জানুর উপরে বিস্তৃত হস্ত সংস্থাপন করি-  
য়াছেন—নাসিকার অগ্রভাগ দেখিতেছেন নেত্র-  
যুগল নিমীলিত করিয়াছেন—দেহের পূর্ণ-  
শোভার কিঞ্চিৎ মাত্র ক্ষয় হইয়াছে—শির  
উচ্চ করিয়াছেন—“মেট্র অর্থাৎ অণ্ডকোষের  
উপরে বাম গুল্ফ ( গুড়মুড়ো ) এবং তাহার  
উপরে অগ্র গুল্ফ বিস্তৃত করিলে সিদ্ধগণ তাহা-  
কে সিদ্ধাসন বলে” সেই সিদ্ধাসনে উপবেশন করি-  
য়াছেন—কেবল মাত্র চিৎসক্তি অবশিষ্ট রহি-

বোধমাত্রম্ । চিন্মাত্রবিশ্বস্তহষীকবর্গং সমাধি-  
বিস্মারিতবিশ্বসর্গম্ ॥ ৩৫ ॥

বিলোক্য তং হস্তমপাস্তশঙ্কঃ স্ববুদ্ধিপূর্ব্বা-  
র্জিততীত্রপঙ্কঃ । প্রাপোদ্যতাসিঃ সবিধং স যাবদ্  
বিজ্ঞাতবান্ পদ্মপদোহপি তাবৎ ॥ ৩৬ ॥

ত্রিশূলমুদ্যম্য নিহস্তকামং গুরুং যতাত্মা সমুদৈ-  
ক্ষতান্তঃ । স্থিতশ্চুকোপ জ্বলিতাগ্রিকল্পঃ স পদ্ম-  
পাদঃ স্বগুরো হিতৈষী ॥ ৩৭ ॥

সনে মেট্রাহুপরি বিস্তৃত সব্যং গুল্ফং তথোপরি । গুল্ফান্তরঞ্চ  
বিস্তৃত সিদ্ধাঃ সিদ্ধাসনং বিহরিত্যাক্তে আসীনঃ শেযিতং চিন্-  
মাত্রং যেন তত্রৈব বিস্তৃত ইন্দ্রিয়বর্গো যেন সমাধিনা বিস্মারিতঃ  
সর্ব্বসর্গো যেন ॥ ৩৫ ॥

এবং তং ত্রিশঙ্করং বিলোক্যাপাস্তশঙ্কঃ স্ববুদ্ধিপূর্ব্বমর্জিতঃ  
তীত্রঃ পঙ্কঃ পাপং যেন প্রোদ্যতখড়্গঃ স কাপালিকো হস্তং যা-  
বৎ সবিধং আচার্য্যসমীপং প্রাপ পদ্মপদোহপি তাবদ্ বিজ্ঞাত-  
বান্ ॥ ৩৬ ॥

ত্রিশূলমুদ্যম্য গুরুং নিহস্তকামং কাপালিনং যতাত্মা মনসি

য়াছে—চিৎশক্তির উপরে ইন্দ্রিয় সকল অর্পণ  
করিয়াছেন—সমাধি দ্বারা সমস্ত সৃষ্টবস্তু ভুলিয়া  
গিয়াছেন । ৩৩।৩৪।৩৫ ।

এরূপ শঙ্করমূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকে বধ করিতে  
কাপালিকের শঙ্কা দূর হইল—আপনি বুদ্ধিপূর্ব্বক  
ঘোরতর পাপ উপার্জন করিলেন । অনন্তর  
খড়্গ উদ্যত করিয়া যেমন আচার্য্যের নিকট আ-  
সিলেন, তৎক্ষণাৎ পদ্মপাদ তাহা জানিতে  
পারিল । ৩৬ ।

স্বরূপৈষ স্বরদার্ভিহারি প্রহ্লাদবশ্যং পরমং  
মহন্তং । স মন্ত্রসিদ্ধো নৃহরেণ্‌সিংহো ভূত্বা দদর্শো-  
গ্রহুরীহচেষ্ঠাম্ ॥ ৩৮ ॥

স তৎক্ষণক্ষুদ্রনিজস্বভাবঃ প্রবুদ্ধরুদ্ভিস্মৃতমর্ত্য-  
ভাবঃ । আবিষ্কৃতাত্ম্যগ্রনৃসিংহভাবঃ সমুৎপপা-  
তাতুলিতপ্রভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

সমুদৈক্ষত দৃষ্ট্৷ চ তত্রস্থিত এব স পদ্মপাদো জলদগ্নিকল্পশ্চ-  
কোপ যতঃ স্বগুরোহিতৈষী ॥ উপে০ ॥ ৩৭ ॥

অগানন্তরং স্বরতামার্ভিহরণং প্রহ্লাদবশ্যং প্রহ্লাদাধীনং নৃহরে  
স্তংপরমং রূপভূতং মহন্তজঃ স্বরনেষ পদ্মপাদো নৃসিংহো ভূত্বা  
ততোগ্রাং হুরীহচেষ্ঠাং দদর্শ যতো মন্ত্রসিদ্ধঃ ॥ বি০ ॥ ৩৮ ॥

স পদ্মপাদঃ প্রবুদ্ধরুদ্ভপ্রবুদ্ধরোষঃ ॥ উ০ ॥ ৩৯ ॥

বশীভূতচিত্ত পদ্মপাদ মনে মনে দর্শন করি-  
লেন—একজন্ম কাপালিক ত্রিশূল উত্তোলন করিয়া  
গুরুকে বধ করিতে বাসনা করিয়াছে । গুরুর  
হিতৈষী পদ্মপাদ তৎকালে সেই স্থানে বসিয়া  
এবং তাহাকে দেখিয়া জ্বলন্ত অনলসদৃশ ক্রুদ্ধ  
হইয়া উঠিলেন । ৩৭ ।

অনন্তর মন্ত্রসিদ্ধ পদ্মপাদ আরক লোকের  
পীড়া নাশক এবং প্রহ্লাদের অধীন, নরহরি জনা-  
দনের সেই স্বরূপ তেজ স্বরণ করিয়া স্বয়ং নর-  
সিংহ মূর্তি ধারণ করিলেন । পশ্চাৎ দৃশ্যেচক্ৰ  
কাপালিকের ভয়ঙ্কর কার্য্য দর্শন করিলেন । ৩৮ ।

পদ্মপাদ তৎক্ষণাৎ আপনার স্বভাব পরিবর্তন  
করিলেন—অত্যন্ত কুপিত হইয়া উঠিলেন—  
মানবভাব বিস্মৃত হইলেন । পরে অতুল্য শক্তি

সটাক্ষটাক্ষোটিতমেঘসম্মস্তীত্রারবত্রাসিতভূত-  
সজ্জঃ । সংবেগসংমূচ্ছিতলোকসজ্জঃ কিমেত-  
দিত্যাকুলদেবসজ্জঃ ॥ ৪০ ॥

কুভ্যৎসমুদ্রং সমুদ্ররৌদ্রং রটমিশাটং ক্ষুট-  
দদ্রিকূটম্ । জ্বলদিশান্তং প্রচলকরান্তং প্রভ্রশ্য-  
দক্ষং দলদন্তুরিক্ষম্ ॥ ৪১ ॥

সটানাং স্কন্ধরোমণাং ছটয়া সমূহেন ক্ষোটিতো মেঘসজ্জো  
যেন তীব্রশব্দেন ত্রাসিতো ভূতসজ্জো যেন সংবেগেন সং-  
মূচ্ছিতো সংমোহিতো লোকসজ্জো যেন কিমেতদিত্যাকুলো  
দেবসজ্জো যস্মাৎ সমুৎপপাতেতি পূর্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৪০ ॥

কুভ্যৎসমুদ্রমিত্যাदि क्रियाविशेषणं कृत्वा न समुद्रো यश्चा-  
क्रियायां समुद्रः रौद्रमतास्तत्रयानकं रटस्तो निशाटा राक्ष-  
सादयो यश्चां जलस्तो दिशानस्ताः प्राप्ततागा यश्चां प्रचलन-  
ভূমেরস্তো যশ্চাং ভ্রশ্যন্তি অক্ষাণি জনানামিন্দ্রিয়াণি যশ্চাং দল-  
দন্তুরিক্ষং যশ্চাং তথা জবাদভিক্রতোতি পরেণাময়ঃ ॥ ৪১ ॥

পদ্মপাদ উগ্র নৃসিংহ মূর্তি ধরিয়া শীঘ্র উখিত  
হইলেন । ৩৯ ।

কেসর সমূহ দ্বারা মেঘসকল দলিত করিলেন  
—ভীষণশব্দে প্রাণিগণ ত্রস্ত হইল—তাহার বেগে  
লোক সকল মূচ্ছিত হইল—“কি হইয়াছে”  
বলিয়া দেবতাগণ আকুল হইতে লাগিল । ৪০ ।

তৎকালে সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, রৌদ্ররস  
প্রকাশ পাইল—ইতস্ততঃ রাক্ষস সকল সঞ্চরণ  
করিতে লাগিল—পর্বতশৃঙ্গ সকল চূর্ণ হইয়া প-  
ড়িল—চারিদিক্ জ্বলিয়া উঠিল—ভূমির অভ্যন্তর  
কাঁপিতে লাগিল—জনগণের ইন্দ্রিয় সকল শি-  
থিল হইল—আকাশ পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া পড়িল—  
৪১ ।



জবাদভিক্রত্য শিতস্বরূপৈর্দৈত্যৈশ্চরস্তেব পুরা  
নখাগ্রৈঃ । ক্রিপত্রিশূলস্ত স তস্ত বক্ষো দদার বি-  
ক্রিপ্তস্বরারিপক্ষঃ ॥ ৪২ ॥

ততাদৃগভ্যাগ্ননখায়ুধাগ্রো দংষ্ট্রাস্তরপ্রোতদু-  
রীহদেহঃ । নিশ্চে তদানীং নৃহরির্বিদীর্ণদ্যাপটুনা-  
ট্টালিকমট্টহাসম্ ॥ ৪৩ ॥

আকর্ণয়ন্তঃ নিনদং বহির্গতানুপাগময়াকুল-

জবাদভিক্রত্য শিতস্বরূপৈঃ শিতস্বরূপঃ তীক্ষ্ণং বজ্রং তদ্বদৃগে  
নখাগ্রৈঃ পুরা দৈত্যৈশ্চরস্ত হিরণ্যকশিপোরিব ক্রিপত্রিশূলস্ত তস্ত  
কাপালিকস্ত বক্ষঃ ক্রিপ্তঃ স্বরারিপক্ষো যেন স নৃসিংহো দদার ॥  
৪২ ॥

ততশ্চ ততাদৃগভ্যাগ্ননখায়ুধানাং সিংহানাং অগ্রো দংষ্ট্রাস্তরে  
প্রোতো দুরীহস্ত দুশ্চেষ্টস্ত কাপালিকস্ত দেহো যেন স নৃহরিস্ত-  
দানীং বিদীর্ণা দ্যাপটুনানাং স্বর্গনগরাণাং অট্টালিকা বেন তথা  
ভূতং অট্টহাসং বিস্তারিতবান্ ॥ ৪৩ ॥

বহির্গতাঃ সর্কে বিনেষান্তঃ শব্দং আকর্ণয়াকুলচিত্তবৃত্তয়ঃ  
সমীপমাগতবস্তঃ আগত্য, চাগ্রতো মৃতং ভৈরবসংজ্ঞং কাপালি-

পুরাকালে হিরণ্য কশিপুর বক্ষ যেরূপ বিদীর্ণ  
হইয়াছিল, তদ্রূপ তিনি সবেগে তাহার নিকটে  
গিয়া, অস্তুর চেফা দূর করিয়া, তীক্ষ্ণ বজ্রের মতন  
ভীষণ নখাগ্র দ্বারা, ত্রিশূল ধরিয়া গুরুবধোদ্যত  
কাপালিকের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন । ৪২ ।

যাবতীয় নখায়ুধ সিংহের অগ্রগণ্য নরসিংহ  
তখন দুশ্চেফ্ট কাপালিকের দেহ দস্তমধ্যে প্রো-  
থিত করিয়া স্বর্গস্থিত নগর সকলের অট্টালিকা সকল  
বিদীর্ণ করিয়া অট্টহাস্য বিস্তার করিলেন । ৪৩ ।

চিত্তবৃত্তয়ঃ । ব্যাকুলকরন্ ভৈরবমগ্রতো মৃতং ততো  
বিমুক্তঞ্চ গুরুং জ্ঞেয়মিতম্ ॥ ৪৪ ॥

প্রহ্লাদবশ্তে ভগবান্ কথং বা প্রসাদিতোহয়ং  
নৃহরিস্তরেতি । সম্বিস্ময়েঃ স্নিগ্ধজনৈঃ স পৃষ্ঠেঃ সন-  
ন্দনঃ সম্বিতমিত্যবাহীৎ ॥ ৪৫ ॥

পুরা কিলাহো বনভূধরাগ্রে পুণ্যং সমাপ্রিত্য কিমপ্য-

কং ততো ভৈরবাবস্থিতঞ্চ স্থেন স্থিতং গুরুং দৃষ্টবন্তঃ ॥ ৪৪ ॥

সনন্দনঃ পদ্মপাদঃ সম্বিতং যথাস্থাৎ তথা ইতি বাক্যমাণ-  
মুক্তবান্ ॥ ৪৫ ॥

তদ্বচনমুদাহরতি । পূর্কং খলু অহো বলসংজ্ঞস্ত পর্বত-  
স্তাগ্রে পুণ্যং কিমপি বনং সমাপ্রিত্য ভট্টকবশ্তমেনং নৃহরিং

যে সকল শিষ্য বাহিরে ছিল তাহারা ঐ শব্দ  
শুনিতে পাইল । ব্যাকুল চিত্তে দ্রুত ঐ স্থানে  
উপস্থিত হইল । আসিয়া দেখিল—সম্মুখে এক  
জন কাপালিক মরিয়া পড়িয়া রহিয়াছে এবং গুরু  
দেব ভৈরব হইতে মুক্ত হইয়া স্থখে উপবেশন ক-  
রিয়া রহিয়াছেন । ৪৪ ।

“ভগবান্ নরসিংহ প্রহ্লাদেরই বলীভূত ।  
তবে কি করিয়া আপনি নরসিংহকে প্রসন্ন করি-  
লেন ?” বিস্মস্ত শিষ্যগণ বিস্মিতমনে যখন এই  
কথার প্রশ্ন করিল, তখন পদ্মপাদ মহাস্য বদনে  
বলিতে লাগিল । ৪৫ ।

পুরাকালে আমি বলনামক পর্বতের উপরে  
কোন এক পুণ্য বন আশ্রয় করিয়া একমাত্র  
ভক্তবৎসল ভগবান্ নরসিংহের আরাধনা করিয়া

রণ্যম্ । ভট্টকবশ্যং ভগবন্তমেষং ধ্যায়ন্নেকান্  
দিবসাননৈষম্ ॥ ৪৬ ॥

কিমর্থমেকো গিরিগহ্বরেহস্মিন্ বাচংযম! ত্বং  
বসসীতি শব্দং । কেনাপি পৃষ্ঠোহজ্জ কিরাতযুনা  
প্রত্যুত্তরং প্রাগহমিত্যবোচম্ ॥ ৪৭ ॥

আকণ্ঠমত্যদুতমর্ত্যমূর্তিঃ কণ্ঠরবাত্মা পরতশ্চ  
কশ্চিৎ । যুগো বনেহস্মিন্ যুগয়ো! বসন্ মে ভবত্য-  
হো নাক্ষিপথে কদাপি ॥ ৪৮ ॥

ভগবন্তং ধ্যায়ন্নেকান্ দিবসানহং নীতবান্ ॥ ৪৬ ॥

হে বাচংযম! অস্মিন্ গিরিগহ্বরে কিমর্থমেকস্ত্বং বসসীতি  
কেনাপি কিরাতযুনা পুরা শব্দং পৃষ্ঠোহহমিতি বক্ষ্যমাণং প্রত্যু-  
ত্তরমুক্তবান্ ॥ ৪৭ ॥

তদাহ । কণ্ঠপর্যন্তমত্যদুতম মরমূর্তির্থাশ্চ পরতশ্চ সিং-  
হাত্মা কশ্চিৎ যুগোহস্মিন্ বনে বসন্, হে যুগয়ো! ব্যাধ! মমাক্ষি-  
মার্গে কদাপি ন ভবতি । অহো অতি কষ্টম্ ॥ ৪৮ ॥

কিছু দিন অতিবাহিত করি । ৪৬ ।

“হে মুনিবর! তুমি কি কারণে একাকী এই  
গিরি গহ্বরে বাস করিতেছ? কোন এক যুবক  
ব্যাধ আসিয়া আমাকে বারম্বার এই কথা জিজ্ঞাসা  
করাতে আমি বলিলাম । ৪৭ ।

হে ব্যাধ! কণ্ঠ পর্যন্ত অদুত মানব মূর্তি থা-  
কিবে এবং পর ভাগ সিংহমূর্তি দ্বারা গঠিত হইবে,  
এরূপ একটী কোন যুগ এত দিন আমি এই বনে  
বাস করিয়াছি, তথাপি আমার নয়ন পথে পতিত  
হইল না । ৪৮ ।

ইতীরয়তোবমপি ক্রণেন বনেচরোহয়ং প্রবিশন্  
বনাস্তম্ ॥ নিবধ্য গাঢ়ং নৃহরিং লতাভিঃ পুণ্যৈর-  
গণ্যৈঃ পুরতো নৃধাম্মে ॥ ৪৯ ॥

মহর্ষিভিস্ত্বং মনসাপ্যগম্যো বনেচরস্যেব কথং  
বশোহভূঃ । ইত্যদুতাবিষ্টহৃদা ময়াহসৌ বিজ্ঞাপ্য-  
মানো বিভুরিত্যবাদীৎ ॥ ৫০ ॥

একাগ্রচিত্তেন যথাহমুনাহং ধ্যাতস্তথা ধাতু-

ইত্যেবং ময়ি কথয়তোব সতি অয়ং বনেচরো বনমধ্যং  
ক্রণমাত্রেন প্রবিশন্ নৃহরিং লতাভির্গাঢ়ং নিবধ্য মে পুণ্যৈরগণ্যৈ-  
র্নৃমাগ্রে স্থাপিতবান্ ॥ ৪৯ ॥

অদুতেনাশ্চর্যোণাবিষ্টং মনো যন্ত তথাভূতেন ময়েত্যেবং  
বিজ্ঞাপ্যমানোহসৌ বিভূর্নৃহরিরিতি বক্ষ্যমাণমুক্তবান্ ॥ ৫০ ॥

তদুদাহরতি । যথাহমুনা কিরাতযুনেকাগ্রচিত্তেনাহং ধ্যাত-

এই কথা বলিবার পর ঐ বনবাসী ব্যাধ  
ক্রণকালের মধ্যে বনে প্রবেশ করিয়া লতা দ্বারা  
দৃঢ়রূপে নরসিংহকে বাঁধিয়া অগণ্য পুণ্য প্রভাবে  
আমার সম্মুখে স্থাপন করিল । ৪৯ ।

“মহর্ষিগণ আপনাকে মন দ্বারাও প্রাপ্ত হন  
না, তবে আপনি কিরূপে বনেচরের বশীভূত হই-  
লেন?” আমি এইরূপে আশ্চর্য্যপূর্ণ হৃদয়ে তাঁ-  
হাকে যখন নিবেদন করিলাম, তখন সর্ব শক্তি-  
মান্ বিভু বলিতে লাগিলেন । ৫০ ।

“এই যুবক ব্যাধ যেরূপ একাগ্রচিত্তে আমার  
ধ্যান করিয়াছিল, পূর্বে ব্রহ্মাদি দেবতাগণও  
ওরূপ ধ্যান করেন নাই । অতএব তুমি ইহাকে

মুখে ন পূর্বেঃ । নোপালভেথাস্থমিতীরয়ন্ মে  
কৃতা প্রসাদং কৃতবাংস্তিরোধি ॥ ৫১ ॥

আকর্ষ্য তাং পদ্মপদস্ত বাণীমানন্দমগ্নৈরখিলৈর-  
ভাবি । জগর্জ চোচ্চৈর্জগদভাণ্ডং ভূম্না স্বধাম্না  
দলয়ন্ নৃসিংহঃ ॥ ৫২ ॥

ততস্তদার্ভাটচলংসমাধিঃ স্বাত্মপ্রবোধোন্ম-  
থিতক্র্যপাধিঃ । উন্মীল্য নেত্রে বিকরালবক্ত্রং  
ব্যলোকয়ন্ মানবপঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৫৩ ॥

স্তথা পূর্বেব্রজাদিভিরপি ন ধ্যাতোহতত্বং নোপালভেথা ইতি  
কথয়ন্ মে প্রসাদং কৃতা তিরোধানং কৃতবান্ ইন্দ্রঃ ॥ ৫১ ॥

পদ্মপাদস্ত তাং বাণীং শ্রদ্ধাহখিলৈরানন্দমগ্নৈরভাবি সর্কেহ  
প্যানন্দমগ্না অভূবন্, অনয়েন স্বতেজসা জগদভাণ্ডং দলয়ন্  
নৃসিংহো জগর্জ চ ॥ উঃ ॥ ৫২ ॥

ততস্তত্ত গর্জনানন্তরং তস্তার্ভাটেন সাহস্কারনাদেন চলন্-  
সমাধিযুক্ত স্বাত্মসাক্ষাৎকারেণোন্মথিতাঃ কারণাদিত্রয় উপা-  
ধয়ো যন্ত স ত্রীশঙ্করো নেত্রে উন্মীল্য করালবক্ত্রং মানবপ-  
ঞ্চাশ্চ নৃসিংহমবলোকয়ৎ ॥ ৫৩ ॥

তিরস্কার করিও না” এই কথা বলিয়া তিনি অন্ত-  
র্দ্বান হইলেন । ৫১ ।

পদ্মপাদের ঐ কথা শুনিয়া সকলে আনন্দে  
মগ্ন হইল । তৎকালে নরসিংহ অত্যাচ্চ তেজের  
সহিত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড বিদলিত করিয়া গর্জন করিতে  
লাগিল । ৫২ ।

অনন্তর সতেজ ও অহঙ্কারপূর্ণ শব্দে সমাধি  
ভঙ্গ হইল—স্বাত্মসাক্ষাৎকার হওয়াতে কারণাদি  
তিনটি উপাধি দলিত হইল—তখন শঙ্কর নেত্র-

চন্দ্রাংশুসৌদর্য্যসটাজটালং তাত্তীয়নেত্রাজ-  
কনম্বিটালম্ । সহোদ্যদ্বক্ষাংশুসহস্রভাসং বিধ্যণ্ড-  
বিক্ষেপটকুদট্টহাসম্ ॥ ৫৪ ॥

নথাগ্রনির্ভিন্নকপালিবন্ধঃস্থলোচ্চলচ্ছোণিতপঙ্কি-  
লাঙ্গম্ । ক্রীবৎসবৎসং গলবৈজয়ন্তীক্রীরত্নসংস্পর্কিত-  
দান্দ্রমালম্ ॥ ৫৫ ॥

তং বিশিনষ্টি, চন্দ্রকিরণসদৃশাভিঃ সটাজির্জটালং ব্যাপ্তং  
তৃতীয় নেত্রকমলেন কনৎ ক্ষুরম্বিটালং মস্তকং যন্ত সহোদ্যতাং  
সূর্য্যসহস্রাণাং ইব ভাষস্য ব্রহ্মাণ্ডবিক্ষেপটকোহট্টহাসো যস্য  
তম্ ॥ ৫৪ ॥

নথাগ্রেণ নির্ভিন্নাৎ কপালিবন্ধঃস্থলাচ্চলচ্ছোণিতস্য পঙ্কেন  
ব্যাপ্তাশ্রুজানি যস্য তং । ক্রীবৎসো নাম রোম্ণামাবর্তন্তেন যুক্তং  
দক্ষিণবন্ধো যস্য তং, বৎসঃ পুত্রাদিবর্ষয়োঃ, তর্গকেনোরসি  
ক্রীব মिति মেদিনী, গলে বৈজয়ন্ত্যা ক্রীরত্নেন কৌস্তভমণিনা চ  
সংস্পর্কিনী তস্য কপালিন আশ্রাণাং মালা যস্য তং ॥ ৫৫ ॥

যুগল উন্মীলন করিয়া করালবদন এক নরসিংহ  
মূর্ত্তি দর্শন করিলেন ॥ ৫৩ ॥

দেখিলেন—চন্দ্রকিরণ তুল্য খেতবর্ণ জটা  
সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত—তৃতীয় নেত্র কমলদ্বারা মস্তক  
ক্ষুরণ হইতেছে—এককালে সমুদিত সহস্র সূ-  
র্য্যের মতন প্রভা—অট্টহাস্যে ব্রহ্মাণ্ড বিদীর্ণ  
হইতেছে—নথাগ্রভাগদ্বারা কাপালিকের বন্ধঃস্থল  
বিদীর্ণ করাতে প্রবলবেগে তাহার রক্ত পঞ্চদ্বারা  
অঙ্গ সকল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে—দক্ষিণ দিকের  
বন্ধ গোলাকার রোম রাজিদ্বারা বেষ্টিত—গল-  
দেশে বৈজয়ন্তী এবং কৌস্তভমণির সমকক্ষ কাপা-

সুরাসুরত্রাসকরাতিঘোরস্বাকারসারব্যথিতাণ্ড-  
কোশম্ । দংষ্ট্রাকরালানননিৰ্য্যদগ্নিহালালিসংলী-  
টনভোহবকাশম্ ॥ ৫৬ ॥

স্বরোমকূপোদগতবিস্মূলিকপ্রচারসন্দীপিতসর্ব-  
লোকম্ । জন্তুবিড়্জন্তুভিশঙ্কুদন্তসংস্তুতনারস্তুকদ-  
ন্তপেষম্ ॥ ৫৭ ॥

দেবাসুরত্রাসকরস্যাতিঘোরস্য স্বাকারস্য সারেন বলেন  
ব্যথিতোহণ্ডকোশো যেন দংষ্ট্রাভিঃ করালো মুখান্নির্গচ্ছদগ্নি-  
জ্বালানিভিঃ সংলীটঃ সমাস্বাদিতো নভোহবকাশো যেন  
তম্ ॥ ৫৬ ॥

স্বরোমকূপেভ্য উদগতানাং বিস্মূলিকানাং প্রচারণে সন্দী-  
পিতাঃ সর্বলোকা যেন জন্তুমসুরবিশেষং ঘেীতি জন্তুবিড়্জন্তুঃ  
উজ্জ্বলিত উন্নসিতঃ শঙ্কুর্নহাদেবস্তরোদন্তস্য স্নাপনকৈতবস-  
য়ং সংস্তুতনং তস্যারস্তুকো দন্তপেষো यस্য ॥ ৫৭ ॥

লীর অস্ত্র (অ'১৭) মালা বিরাজমান—দেবতা  
ও অসুরগণের ত্রাস জনক স্বকীয় ভীষণ দেহের বল-  
দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড ব্যথিত হইতেছে—দন্তদ্বারা ভীষণ  
মুখ হইতে বিনির্গত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল আকাশ  
মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছে—স্বীয় রোমকূপ নির্গত  
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ প্রবাহে সকল প্রজ্বলিত হইয়াছে—  
জন্তুস্বর নাশী ইন্দ্র এবং প্রদীপ্তমূর্তি মহাদেব এই  
উভয়ের দন্তনাশক দন্তপেষণ করিতেছেন—“হে  
মহাত্মন! অসময়ে যেন প্রলয় উপস্থিত না হয়,  
অতএব আপনি কোপ শমতা করুন” এই রূপে  
ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সভয়ে আদরের সহিত কৃতাজ্জলি  
পূর্বক স্তব করিতে করিতে—তাঁহাকে অনুনয় করি-  
তেছে । ॥ ৫৪ । ৫৫ । ৫৬ । ৫৭ । ৫৮ ॥

মাতৃদকালে প্রলয়ো মহাত্মন! কোপং নিয়-  
চ্ছেতি গৃগ্ধিরাহাং । সমাধ্বসৈঃ প্রাজ্জলিভিঃ  
সগাত্তকটম্পর্কিব্রহ্মাদিভিরর্থ্যমানম্ ॥ ৫৮ ॥

বিলোক্য বিদ্যুচ্চপলোগ্রজিহ্বং যতিক্ষিতীশঃ  
পুরতো নৃসিংহম্ । অভীতিরৈডিকৈ তদোপকণ্ঠ-  
স্থিতোহপি হর্ষাশ্রপিনক্ককণ্ঠঃ ॥ ৫৯ ॥

নরহরে! হর কোপমনর্থদং তব রিপুর্নিহতো  
ভুবি বর্ততে । কুরু কৃপাং ময়ি দেব সনাতনীং জগ-  
দিদং ভয়মেতি ভবদ্-শা ॥ ৬০ ॥

হে মহাত্মন! অসময়ে প্রলয়ো মাতৃং, অতঃ কোপং নিয়-  
চ্ছেত্যেবং সমাধ্বসৈঃ সগাত্তকটম্পঃ প্রাজ্জলিভিরাদরাং স্তবতিঃ  
ব্রহ্মাদিভিঃ প্রার্থ্যমানম্ ॥ ৫৮ ॥

বিদ্যুৎবচ্চপলোগ্র জিহ্বমেবং ভূতং নৃহরিং পুরতো বিলোক্য  
সদা সমীপং স্থিতোহপি ভীতিরহিতো হর্ষাশ্রুতিঃ পিনক্কঃ কণ্ঠো  
যস্য স যতিরাজঃ শ্রীশঙ্করঃ স্তবত্বান্ ॥ উপে০ ॥ ৫৯ ॥

হে নরহরে! কোপমুপসংহর, যতোহনর্থদং যদর্থমাবিকৃতঃ  
স তু তব শক্রনিহতঃ সন্ ভুবি বর্ততেহতো হে দেব! সনাতনীং!  
ময়ি কৃপাং কুরু । কিঞ্চ তবংকোপদৃষ্ট্যা সর্বমিদং জগন্তয়মেতি  
৬০

বিদ্যুতের মতন লোলরসনা ঐ নরসিংহ মূর্তি  
সম্মুখে অবলোকন করিয়া তাঁহার নিকটে থাকিয়াও  
ভয় সঞ্চার হইল না এবং আনন্দাশ্রু পতনে রুদ্ধ  
কণ্ঠ হইয়া যতিরাজ শঙ্কর নরসিংহকে স্তব করিতে  
লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

দেব! আপনি আমাদের উপরে সনাতন কৃপা  
বিস্তার করুন । আপনার কোপ দেখিয়া এই চরা-  
চর জগৎ ভীত হইয়াছে ॥ ৬০ ॥



তব বপুঃ কিল সত্বমুদাহৃতং তব হি কোপন-  
মণুপি নোচিতম্ । তদিহ শান্তিমবাগ্নুহি শর্ম্মণে  
হরগুণং হরিরাত্ময়সে কথম্ ॥ ৬১ ॥

সকলভীতিষু দৈবতম্ ! স্মরন্ সকলভীতিমপোহ  
সুখী পুমান্ । ভবতি কিং প্রবদামি তবেক্ষণে  
পরমদুর্লভমেব তবেক্ষণম্ ॥ ৬২ ॥

কিঞ্চ তব বিষ্ণোঃ বপুঃ খলু সত্যং উদাহৃতং হি যতস্তব কো-  
পনমণুপি নোচিতং । তত্তস্মাদস্মিন্ কালে সুখায় শান্তিং প্রাপ্নু-  
হি তবৈতন্নোচিতমিতি সাক্ষেপমাহ । ক্রদ্রগুণস্তমঃ সত্বগুণো  
বিষ্ণুঃ ত্বং কথমাশ্রয়সে ॥ ৬১ ॥

এবং কোপশান্তিঃ প্রার্থয়িত্বা স্তোতি, হে দৈবতম্ ! সকলভী-  
তিষু স্মরন্ সন্ সর্বমপোহ পুমান্ সুখী ভবতি । তব দর্শনে  
সতি কিং প্রবদামি স যদ্বতি ন তদ্বক্তুং শক্যমিত্যর্থঃ তস্মাৎ  
তব দর্শনং পরমদুর্লভমেব ॥ ৬২ ॥

হে নরসিংহ ! আপনি কোপ সংহার করুন,  
অনর্থক কোপে কোন প্রয়োজন নাই । যেকারণে  
আপনার ক্রোধ হইয়াছিল, দেখুন—আপনার  
সেই বিপক্ষ হত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে ।

আপনি বিষ্ণু—আপনার শরীর সত্বগুণ বলিয়া  
উদাহৃত হইয়া থাকে । সুতরাং অণুমাত্র আপনার  
কোপ উচিত নহে । অতএব এক্ষণে সুখের নিমিত্ত  
শান্তি অবলম্বন করুন । আপনি সত্বগুণাবলম্বী  
হরি হইয়া তমোগুণাবলম্বী হরগুণ কেন অবলম্বন  
করিতেছেন ? ॥ ৬১ ॥

হে দেবশ্রেষ্ঠ ! সকল প্রকার ভয় উপস্থিত  
হইলে আপনাকে স্মরণ করিয়া সকল প্রকার ভয়  
হইতে মুক্ত হইয়া পুরুষে সুখী হইয়া থাকে ।  
আপনার দর্শনে যে কি হয় তাহা আপনার সম্মুখে

স্মৃতবতস্তব পাদসরোরুহং স্মৃতবতঃ পুরুষস্য  
বিমুক্ততা । তব করাভিহতোহস্মৃত ভৈরবো ন হি স  
এষ পুনর্ভবমেষ্যতি ॥ ৬৭ ॥

দিতিজসূনুমমুং ব্যসনার্দিতং স্কৃদরক্ষদুদার-  
গুণো ভবান্ । সকলগত্বমুদীরিতমক্ষুটং প্রকট-  
মেব বিধিৎস্বরভূৎ পুরা ॥ ৬৪ ॥

অথ কাপালিকস্য বিমোক্ষায় বাজেনাহ । তব পাদকমলং  
স্মৃতবতো স্মৃতবতঃ পুরুষস্য বিমুক্ততা ভবতি । অয়ন্ত ভৈরব-  
স্তবকরেণাভিহতঃ সঙ্গমৃত অতঃ সৈষ পুনঃ সংসৃতিং ন প্রাপ্স্য-  
তীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

ভক্তরক্ষণং তদ্বচনপালনঞ্চ তব স্বভাব এবোত্যাহ । দিতি-  
জস্য হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রং প্রহ্লাদং অমুমুদারগুণো ভবান্  
স্কৃদরক্ষৎ । কাশাবিতি পিত্রা পৃষ্টেন তেনোদীরিতং সর্বত্রৈবা-  
স্তীতি সর্বগত্বমক্ষুটং প্রকটমেব বিধাতুমিচ্ছুঃ পুরা অগ্রে ভ-  
বান্ প্রাহরভূৎ ॥ ৬৪ ॥

আর কি বলিব । আপনার দর্শন জগতে একান্ত  
দুর্লভ ॥ ৬২ ॥

যে পুরুষ আপনাকে স্মরণ করিয়া মরিয়া যায়  
সেই পুরুষের অব্যর্থ মুক্তি । কিন্তু এই ভৈরব  
যখন আপনার হস্তে মরিয়া গিয়াছেন, তখন কথ-  
নই আর এই ভবে আসিতে হইবে না ॥ ৬৩ ॥

হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদ যখন বিপদে  
পতিত হয় তখন আপনি তাহাকে উদারগুণে  
প্রথমে একবার রক্ষা করেন । পরে তাহার পিতা  
যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করে “সে কোথায় ?”  
তখন পুত্র বলিল তিনি সর্বত্র বিরাজমান । পূর্বে

সৃজসি বিশ্বমিদং রজসাবৃতঃ স্থিতিবিধৌ শ্রিত-  
সত্ব উদায়ুধঃ । অবসি তৎকরণে তমসাবৃতো হরসি  
দেব ! তদা হরসংজ্ঞিতঃ ॥ ৬৫ ॥

তব জনির্নগুণান্তব তত্বতো জগদনুগ্রহণায় ভ-  
বাদিকম্ । তব পদং ঋণু বাঙ্মনসাত্তিগং শ্রুতিব-  
চশ্চকিতং তব বোধকম্ ॥ ৬৬ ॥

যেহেব ব্রহ্মাদিরূপেণ সৃষ্টাদিকং করৌবীত্যাহ । রজসা-  
বৃত্তো বিশ্বঃ সৃজসি স্থিতিবিধৌ স্বীকৃতসত্বঃ উদাতায়ুধঃ পাল-  
য়সি তত্ত্ব হরণসময়ে হে দেব ! তমসাবৃত্তদা হরসংজ্ঞিতো  
হরসি ॥ ৬৫ ॥

বস্তুতত্ত্ব অজ্ঞাত জন্ম নিগুণন্ত গুণাশ্চ নৈব সন্তি তর্হি জন্মা-  
দিকং কিমর্থমিত্যুত আহ । তব জন্মাদিকং জগদনুগ্রহণায়  
বস্তুতত্ত্ব পদং বাঙ্মনসাত্তিগং যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা  
সহেত্যাদি শ্রুতেঃ । তর্হি তত্বোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি,  
কণং শ্রুতিগম্যতেতি চেত্তদ্রাহ । শ্রুতিবচশ্চকিতং সন্তব  
বোধকং অস্থূলমনণিত্যেবং নিষেধমুখেন লক্ষণাবৃত্ত্যা চ বোধ-  
য়তি নতু লাক্ষাদিত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

আপনার সর্বব্যাপিনী শক্তি অপ্রকাশ্য ছিল, পরে  
প্রকাশিত হইতে ইচ্ছা করিয়া আপনি তাহার  
সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন ॥ ৬৪ ॥

দেব ! আপনি রজোগুণে জগৎ সৃষ্টি করেন—  
সত্বগুণে অস্ত্রশস্ত্র ধরিয়া বিশ্ব পালন করেন—ঐ  
জগৎসংহারকালে তমোগুণে হরনাম ধারণ  
পূর্বক জগৎধ্বংস করেন ॥ ৬৫ ॥

বস্তুতঃ আপনার জন্ম ও নাই—গুণও নাই—

নরহরে ! তব নামপরিশ্রবাৎ প্রমথগুহকদুষ্ট-  
পিশাচকাঃ । অপসরস্তি বিভোহস্বরনায়কা ন হি  
পুরঃস্থিতয়ে প্রভবন্ত্যপি ॥ ৬৭ ॥

যদ্যপি নামরূপাদিবিনির্মুক্তঃ তথাপি হে নরহরে ! তব-  
নামপরিশ্রবণাৎ প্রমথাদয়োহপসরস্তি দূরতরং গচ্ছন্তি । হে  
বিভো ! দৈত্যনায়কাস্ত পুরঃস্থিতয়েহপি সমর্থ্য ন ভবন্তি ॥ ৬৭ ॥

কারণ, আপনি অজ্ঞ এবং নিগুণ । কেবল জগতে  
অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আপনার জন্মাদি  
কল্পিত হইয়া থাকে । বেদে আছে—“যাহাকে  
না পাইয়া মনের সহিত যে স্থান হইতে বাক্য  
সকল নিরৃত্ত হয়” সূতরাং আপনার কিরূপ পদ  
তাহা বাক্য মনের অতীত । তবে যে বেদের  
কোন স্থানে আছে “ত্বং ত্বোপ নিষদং পৃচ্ছামি”  
সেই উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে জিজ্ঞাসা  
করি । ইহা কেবল চকিতভাবে বেদবাক্য আপ-  
নাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছে । কারণ, “অস্থূল-  
মনণু” স্থূল নহে—সূক্ষ্ম নহে—ইত্যাদি নিষেধ  
প্রকাশমান থাকাতে লক্ষণাদ্বারা সত্যে বেদ বচন-  
দ্বারা আপনার প্রতীত হয় । ৬৬ ।

হে নরসিংহ ! যদ্যপি আপনার নাম কি

\* লক্ষ্যার্থ ও বাচ্যার্থ বোধক নিয়ম । যেরূপ “গঙ্গায়াং  
ঘোষঃ প্রতি বসতি” এইস্থলে গঙ্গা শব্দের অর্থ জল প্রবাহ  
তাহাতে বাস করা অসম্ভব, সূতরাং তীরপদে লক্ষণা ! অর্থাৎ  
গঙ্গাতীরে বাস করিতেছে ।

ত্বমেব সর্গস্থিতিহেতুরস্ত ত্বমেব নেতা নৃহরে-  
খিলস্ত । ত্বামেব চিন্ত্যো হৃদয়েহনবদ্যে ত্বামেব চিন-  
মাত্রমহং প্রপদ্যে ॥ ৬৮ ॥

হতো বরাকো হি রুধং নিযচ্ছ বিশ্বস্য ভূমন্ভয়ং  
প্রযচ্ছ । এতে হি দেবাঃ শমমর্থয়ন্তে নিরীক্ষ্য ভীতাঃ  
প্রতিথেদয়ন্তে ॥ ৬৯ ॥

তথা চ যতঃ সর্গাদিহেতুং নিয়ন্তাদিশ্চ ত্বমেবাত্বামেব চিন-  
মাত্রমহং প্রপদ্যে ইত্যাহ ত্বমেবেতি ॥ উ০ ॥ ৬৮ ॥

এবং স্তম্ভা রোষণাস্তিপুনঃ প্রার্থয়তে । হি যস্মাদয়ং বরাকো  
হতোহতঃ কোপং নিযচ্ছ হে ভূমন্ ! তেন চ বিশ্বস্তাভয়ং প্রযচ্ছ  
হি যস্মাদেতে দেবাঃ শমং প্রার্থয়ন্তে নিরীক্ষ্য ভীতাঃ প্রতিথেদং  
প্রাপ্নবন্তি ৬৯

রূপ নাই, তথাপি আপনার নাম মাত্র শ্রবণে  
শিবপারিষদ, প্রমথ, কুবের অনুচর গুহক এবং  
চুক্ত পিশাচ সকল দূরে পলায়ন করে । হে বিভো !  
এই কারণে অসুরপতি সকল আপনার সম্মুখে  
অবস্থান করিতেও সক্ষম নহে । ৬৭ ।

নৃসিংহ ! আপনি একমাত্র অখিল ব্রহ্মাণ্ডের  
সৃষ্টি স্থিতিকারণ এবং অখিল জগতের আপনিই  
শাসন কর্তা । আপনি যোগিগণের প্রশস্ত হৃদয়ে  
সর্বদা বিরাজমান । আপনি চিন্ময় অতএব  
আমি আপনাকে ভজনা করি । ৬৮ ।

পামর কাপালিক হত হইয়াছে—এক্কে  
আপনি ক্রোধ সম্বরণ করুন । হে বিশ্বময় !  
আপনি জগতের অভয় প্রদান করুন । এই সকল  
দেবতা আপনার কোপ শান্তি প্রার্থনা করিতেছেন

দ্রষ্টুং ন শক্যা হি তবানুকম্পা হীনৈর্জনৈর্নিহুত-  
কোটিশম্পাম্ । মূর্তিং তদাত্মনুপসংহরেমাং পাহি  
ত্রিলোকীং সমতীতসীমাম্ ॥ ৭০ ॥

কল্লাস্তোজ্জ্বলমাণপ্রমথপরিবৃতপ্রৌঢ়লালাট-  
বহ্নিহ্বালালীচত্রিলোকীজনিতচটচটাদ্বানধিকারধু-  
র্য্যঃ । মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডাদরকুহরমনৈকাস্ত্যদুস্থা-

কিঞ্চ হি যস্মাৎ তবানুকম্পা হীনৈর্জনৈর্দ্রষ্টুং ন শক্যা তত-  
শ্চাক্ষে আত্মনিমাং তিরস্কৃতকোটিবিদ্যুতং মূর্তিমুপসংহর তে তব  
ভয়াৎ সমতিক্রান্তসীমাং ত্রিলোকীং পাহি ॥ ৭০ ॥

অথেনানীং শ্রীনৃসিংহাট্টহাসং বর্ণয়ং স্তম্ভাদ্ ভূমিতশমং প্রার্থ-  
য়তি, কল্লাস্ত উজ্জ্বলমাণস্ত প্রমথপরিবৃতস্ত প্রৌঢ়ো যো ললাট-  
বহ্নিস্তস্ত জ্বালাভিরালীঢ়ায়াং ত্রিলোক্যাং জনিতস্ত চটচটশ-  
ব্দস্ত ধিকারে ধূর্য্যঃ পুনশ্চ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ডাদরকুহরং ব্রহ্মাণ্ডাত্মক-  
পাত্রজঠরচ্ছিন্নমধ্যে যো অনৈকাস্ত্যোনাব্যভিচারেণ দুস্থা দুর্ঘটা  
একরূপেণ স্থিতির্যশ্চাঃ অনেকরূপাং জন্মমরণাদিলক্ষণাবস্থাং  
প্রতি স্ত্যানস্ত্যানো ঘনানলঘনো বহ্নিমূর্তিঃ স্ত্যানং স্নিগ্ধে পি

—আপনার কোপদৃষ্টি অবলোকন করিয়া দেবতা-  
গণ ভীত ও খেদান্বিত হইয়াছেন । ৬৯ ।

যাহাদের উপরে আপনার অনুকম্পা নাই  
তাহারা আপনার মূর্তি দেখিতে পায় না । হে  
পরাত্মন ! আপনার যে মূর্তি কোটি কোটি বিদ্যু-  
তকে ও তিরস্কার করিতে পারে এক্কে সে মূর্তি  
শীঘ্র পরিবর্তন করুন । আপনার ভয়ে এই ত্রৈ-  
লোক্য সীমা লঙ্ঘন করিয়াছে, এক্কে আপনি এই  
ত্রিজগৎ রক্ষা করুন । ৭০ ।

প্রলয় কালে প্রদীপ্ত প্রমথ পতি রুদ্ধ দেবের

মবস্তাং স্ত্যানস্ত্যানো মমায়ং দলয়তু ছুরিতং শ্রী-  
নৃসিংহাট্টহাসঃ ॥ ৭১ ॥

মধ্যে ব্যানক্ৰবাতক্ৰয়গুণবলনাধানমস্থানভূভ-  
ন্মহেনোৎকোভিছুক্কোদধিলহরিমিথঃ ফালনাচার-  
ঘোরঃ । কল্লাস্তোমিদ্ভরুদ্রোচ্চতরডমরুকধ্বান-  
বদ্ধাভ্যসূয়ো ঘোষোহয়ং কর্ণঘোরঃ ক্ষপয়তু নৃহরে-  
রংহসাং সংহতিং নঃ ॥ ৭২ ॥

চ ধ্বননলালস্তায়োরপীতি মেদিনী, এবভূতোহয়ং শ্রীনৃসিংহাট্ট-  
হাসো মম ছুরিতং দলয়তু অধ্বরা ॥ ৭১ ॥

কিঞ্চ মধ্যে ব্যানক্ৰস্ত সম্যগ্ভবকস্য বাতক্কয়ো বায়ুপো বাস্কি-  
সংজ্ঞঃ সর্পঃ তল্লকণশ্চ গুণশ্চ বলনস্তাবেষ্টনস্যাধানং স্থাপনং যত্র স  
চাসৌ মন্তনাদ্রিম্বন্দরাচলন্তেন যো মন্তো মন্তনং তেন ক্কাভিতঃ  
কীরসমদ্রস্ত লহরীণাং যো মিথঃ ফালনাচারস্তাড়নাচারস্তদ্বৎ  
ঘোরস্তস্তাং ঘোর ইতি বা । শতশ্চ কল্লাস্ত উমিদ্ভস্ত রুদ্রশ্চোচ্চৈঃ  
ডমরুকশব্দেন বদ্ধাভ্যসূয়া যেন তথাভূতোহয়ং কর্ণঘোরো  
নৃহরেঘোষোনোংহসাং পাপানাং সমুদায়ং ক্ষপয়তু ॥ ৭২ ॥

ললাটবহ্নির ক্ষুলিঙ্গ দ্বারা জাঙ্ঘল্যমান ত্রৌলেক্যে  
যে চট্ চট্ শব্দ জন্মিয়াছে আপনার অট্টহাস্য  
সেই শব্দকে ও ধিকার দিতে সক্ষম । ত্রক্কাণ্ড রূপ  
একটি পাত্রে উদরস্থ ছিদ্রের মধ্যে সর্বদাই এক  
রূপে জন্ম মরণাদি যে সকল অনন্ত অবস্থা আছে,  
সেই সকল অবস্থা বিনাশ করিতে আপনার অট্ট-  
হাস্য অনলমূর্তি । অতএব নরসিংহের এরূপ  
অট্টহাস্য আমার ছুরিত দলন করুক । ৭১ ।

যে মন্দর পর্বতের মধ্যস্থলে বায়ুভোজী বা-  
স্কিক সর্প রূপ রজ্জু বেষ্টনাকারে যাহাতে স্থাপিত  
হইয়াছে, ঐ মন্দর শৈল মন্তন করাতে যে কীর

ক্ষুন্দানো মংক্ষু কল্লাবধিসময়সমুজ্জ্ভদন্তোদগুক্ষ-  
ক্ষুর্জ্জদন্তোলিসজ্জক্ষু রুদ্ররটিতাথর্বগর্বপ্ররোহা-  
ন্ । ক্রীড়াক্রোড়েন্দ্রঘোণাসরভসবিসরদঘোর-  
ঘূর্ঘোরবক্রীগন্তীরস্তেহট্টহাসো হরহর ! নৃহরে রংহ-  
সাংহাসি হন্তাৎ ॥ ৭৩ ॥

কিঞ্চ কল্লাস্তসময়ে সমুজ্জ্ভতাং অস্তোদানাং গুক্ষে সমূহে  
ক্ষুর্জ্জতামশনীতাং ক্ষুরন্ত্যা পুরুরটিতায় বৃহদগজ্জনায় অনলান  
মংক্ষু ক্ষুন্দান আশু চূর্ণীকরণং পুনশ্চ ক্রীড়ায়ে যো বরাহেজ্জ-  
ন্তস্য নাসায়াঃ সরভসং সবেগং বিসরন্ যো ঘোরো ঘূর্ঘোলকণঃ  
শব্দস্তস্য শ্রীরিব শ্রীষস্য স গন্তীরঃ তে নৃহরেরট্টহাসো হে হর  
হরেতি সস্ত্রমে বীপ্সা বেগেন নঃ পাপানি হন্তাৎ ॥ ৭৩ ॥

সমুদ্র ক্ষুদ্র হইয়াছিল, তাহার তরঙ্গমালার পর-  
স্পর তাড়না তুল্য ভয়ঙ্কর—প্রলয়কালে জাগরিত  
রুদ্রের উচ্চ ডমরু শব্দে যাহার অসূয়া বৃদ্ধি  
পাইয়াছে—নরসিংহের এরূপ কর্ণ কঠোর অট্ট-  
হাস্যের শব্দ আমাদের পাপরাশি বিদলিত  
করুক । ৭২ ।

আপনার অট্টহাস প্রলয়কালে প্রকাশমান  
জলদাবলীর দেহে যে সকল বজ্রের বৃহৎ গর্জন  
হইয়া থাকে, তাহাদের বহুল গর্ব অক্ষুর সকল  
আশু চূর্ণ করিতে পারে । ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত  
বরাহ গতির নাসিকা হইতে সবেগে যে ঘূর্ঘুর  
শব্দ বিস্তৃত হয়, তাহার মতন আপনার অট্ট-  
হাস্যের শব্দ । অতএব আপনার গন্তীর ঐ অট্ট-  
হাস্য সবেগে আমাদের পাপ সকল দলন করুক ।  
। ৭৩ ।



এবং বিশিষ্টভূতিভিন্হরৌ প্রশান্তে স্বং ভাব-  
মেত্য মুনিরেষ বভূব শান্তঃ । স্বপ্নানুভূতিমিব শান্ত-  
মনাঃ স্বমেনমাত্মানমাত্মগুরবে প্রণতিঞ্চকার ॥ ৭৪ ॥

চারিত্র্যমেতৎ প্রযতস্ত্রিসন্ধ্যং ভক্ত্যা পঠেদ্যঃ  
শৃণুয়াদবক্ষ্যাম্ । তীর্থাহপমৃত্যুং প্রতিপদ্য ভক্তিং  
স ভুক্তভোগঃ সমুপৈতি মুক্তিম্ ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদুগ্রৈভৈরবনির্জয়ঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গ একাদশোহভবৎ ॥ ১১ ॥

এবং বিশিষ্টভূতিভিন্হরৌ প্রশান্তে সতি এষ.মুনিঃ পদ্ম-  
পাদঃ স্বপ্নাবমেত্য শান্তো বভূব ততশ্চ শান্তমনাঃ স্বপ্নানুভূতি-  
মিবেনং স্বাত্মানং স্বগুরবে প্রকর্ষণে নতিঞ্চকার ॥ ৭০ ॥ ৭৪ ॥

উক্তচারিত্র্যপঠনাদেঃ ফলমাহ । চারিত্র্যমিতি, প্রযতঃ  
সাবধানঃ অবক্ষ্যামনিফলম্ ॥ উ० ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-

শ্রীপূজাপাদশিষ্য দত্তবংশাবতংস রামকুমার-

স্বমুখনপতিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-

বিজয়ডিণ্ডিমে একাদশঃ

সর্গঃ ॥ ১১ ॥

এইরূপে স্তবদ্বারা নরসিংহ শান্ত হইলে ঐ  
মুনি পদ্মপাদ স্বকীয় পূর্বভাব অবলম্বন করিয়া  
শান্ত হইলেন । অনন্তর শান্ত মনে স্বপ্ন-অনু-  
ভবের মতন স্বীয় আত্মা জানিতে পারিয়া স্বকীয়  
গুরুর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন । ৭৪ ।

যে ব্যক্তি সংযত মনে ত্রিসন্ধ্যা ভক্তি পূর্বক  
এই চরিত্র পাঠকরে এবং ঐ সকল চরিত্র যে  
ব্যক্তি শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি অপমৃত্যু হইতে  
উত্তীর্ণ হইয়া ভক্তি সহকারে ঐহিক ভোগের  
অবসানে মুক্তি লাভ করিয়া থাকে । ৭৫ ।

ইতি একাদশ অধ্যায় ॥

## অথ দ্বাদশঃ সর্গঃ ।

অধৈকদাসৌ যতিসার্বভৌমস্তীর্থানি সর্বাণি  
চরন্ সতীর্থৈঃ । ঘোরাং কলের্গোপিতধর্ম্মমা-  
গাদ্ গোকর্ণমভ্যর্গচলার্ণবৌঘম্ ॥ ১ ॥

বিরিঞ্চিনান্তোরুহনাভবন্দ্যং প্রপঞ্চনাট্যা-

অথ হস্তামলকাদিপ্রসঙ্গঃ সপরিষ্করঃ বর্ণয়িতুমারভতে ।  
অথানন্তরমেকস্মিন্ কালে যতিচক্রবর্তী শ্রীশঙ্করঃ শিষ্যৈঃ সহ  
সর্বাণি তীর্থানি চরন্ ঘোরাং কলের্গোপিতো রক্ষিতো ধর্ম্মো  
যেন তং অভ্যর্গঃ অবিদূরঃ চলঃ সমুদ্রশ্চৌঘো রয়ো যন্ত তং  
গোকর্ণমাগাং অভ্যর্গাতিদূর ইত্যেনাদর্শনিষ্ঠায়া ইণ্ডনিষেধঃ  
॥ উ० ॥ ১ ॥

গয়া চ প্রথমন্ মহেশঃ তুষ্টাব কথংভূতমিতি তত্রাহ ।  
বিরিঞ্চিনা ব্রাহ্মণা বিরিঞ্চোহথ বিরিঞ্চিচ্চ ব্রাহ্মণ্যপি বিরিঞ্চিন  
ইতি বিশ্বপ্রকাশঃ । কমলনাভেন বিষ্ণুনা চ বন্দ্যং যতঃ প্রপঞ্চ

এই অধ্যায়ে সবিস্তরে হস্তামলকাদির প্রসঙ্গ  
বর্ণিত হইবে, তন্নিমিত্ত তাহার উপক্রম হইতেছে ।  
অনন্তর কোন সময়ে যতি সম্রাট্ শঙ্কর শিষ্যগণ  
সমভিব্যাহারে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়া—ঘোর  
কলিকাল হইতে যে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছে—যাহার  
অনতিদূরে সমুদ্রের চঞ্চল জল প্রবাহ প্রবাহিত  
হইতেছে—সেই গোকর্ণে গমন করিলেন । ১ ।

গমন করিয়া প্রণাম পূর্বক মহাদেবের স্তব ক-  
রিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু আপনাকে

ভূতসূত্রধারম্ । ভূষ্ঠাব বামার্দ্ধবধূটিমন্তুভূষ্ঠাবলেপঃ  
প্রণমন মহেশম্ ॥ ২ ॥

বপুঃ স্মরামি কচন স্মরারেবলাহকাঐতবদাব-  
দশি । সৌদামিনীসাধিতসংপ্রদায়সমর্থনাদে-  
শিকমন্তুতশ্চ ॥ ৩ ॥

লক্ষণম্ নাট্যাদ্ভূতসূত্রধারঃ কটস্তম্ভ সতি তৎকর্তৃত্বেনা-  
শ্চর্য্যরূপং নাটকাচার্য্যঃ যতো মায়াসচিবমিত্যাহ । বামার্দ্ধে  
বপুঃ স্মর্যম্ তং তথাপ্যস্তো ভূষ্ঠানাং কামক্ৰোধাদীনাং লেপো  
যস্মাদম্ ॥ ২ ॥

কামারেবপুঃ স্মরামি কচন দক্ষিণভাগে বলাহকেন মেঘে-  
নাঐতবদাবদাবদা বাদিনী শ্রীগম্বিন্ অন্ততো বামভাগতশ্চ  
বিদ্বাতা সাধিতম্ মেঘাবিনাভাবাদিরূপম্ সংপ্রদায়ম্ সমর্থ-  
নায়াং দেশিকং শ্রুতম্ ॥ ৩ ॥

সর্বদা বন্দনা করিয়া থাকেন—আপনি এই প্রপঞ্চ  
জগৎরূপ নাটকের অদ্বুত সূত্রধার । ফলতঃ আ-  
পনি নিত্য হইয়াও কর্তৃত্ব বশতঃ আশ্চর্য্য জনক  
নাটকের আচার্য্য অর্থাৎ মায়াপূর্ণ । সুতরাং  
আপনার প্রভাবে কাম ক্রোধাদি দুই রিপুগণের  
অহঙ্কার আশু দমিত হইয়া থাকে । ২ ।

আপনি কামশত্রু, আপনার দক্ষিণ ভাগের অঙ্গ  
মেঘদ্বারা অঐত-মত-প্রকাশিকা শোভা বিস্তার  
করিতেছে । বামভাগের অঙ্গ সৌদামিনী দ্বারা  
যে সম্প্রদায় ( মেঘযুক্ত ) সাধিত হয়, তাহা সম-  
র্থন করিতে গুরুর মতন সক্ষম । সুতরাং আমি  
আপনার এরূপ অলৌকিক মূর্ত্তি ধ্যানকরি । ৩ ।

দামাঙ্গসীমাকুরদংশুত্ৰয়া চঞ্চন্মুগাঞ্চতরদক্ষ-  
পাণি । সব্যাত্তশোভাকলমাগ্রভক্ষসাকাজ্জকীরাত্ত-  
করং মহোহস্মি ॥ ৪ ॥

মহীধ্রুকন্যাগলসঙ্গতোহপি মাজ্জল্যতন্তুঃ কিল  
হালহালম্ । যৎকণ্ঠদেশে কৃতকুণ্ঠশক্তিমৈক্যা-  
নুভাবাদয়মস্মি ভূমা ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ বামাজ্জলক্ষণে সীমি ক্ষেত্রে সীমাঘটিস্থিতিক্ষেত্রেণ্ড-  
কোশেহপি চ স্তিয়ামিতি মেদিনী । অক্ষুরন্ত্যাং রোহন্ত্যাং  
কিরণলক্ষণায়াং ত্ৰণায়াং ত্বননমূহে চঞ্চন্মুগেন ক্ষুরভরো  
দক্ষিণহস্তো যন্ত তৎতথা সব্যাত্তম্ দক্ষিণভাগম্ শোভৈব  
কলমঃ সন্তঃ কলমঃ পুংসি লেখন্ত্যাং শালো পাটচ্চরেহপি চেতি  
মেদিনী । তন্ত্রাগ্রম্ ভক্ষণে সাকাজ্জঃ কীরঃ শুকোহনুকরে  
বামহস্তে যন্ত তন্মহোহস্মি । তত্র শিবকরে মৃগঃ পার্শ্বতী-  
হস্তে শুক ইতি বোধ্যম্ ॥ ৪ ॥

কিঞ্চ পরাধরম্ হিমাচলম্ কন্যায়া গলেন সংলগ্নোহপি  
মাজ্জল্যতন্তুঃ শোভাত্তম্ যন্ত কণ্ঠদেশে হালহালং কুণ্ঠশক্তি-  
মকৃত মোহয়ং ভূমা ঐক্যানুভবাদহমেবাস্মি ॥ ৫ ॥

আপনার বাম অঙ্গ একটি ক্ষেত্রস্বরূপ । তা-  
হাতে যে সকল কিরণরূপ ত্ৰণরাজি অক্ষুরিত হই-  
য়াছে, তাহা ভক্ষণ করিতে একটি একটি মৃগ ইতঃ-  
সুতঃ সঞ্চরণ করিয়া থাকে । ঐ অপূর্ব মৃগ  
দ্বারা আপনার দক্ষিণ হস্ত নিয়ত সুরঞ্জিত ।  
আপনার দক্ষিণভাগের শোভা একটি শস্য—ঐ  
শস্যের অগ্রভাগ থাইতে একটি শুকপক্ষী আকা-  
ঙ্ক্ষিত মনে আপনার বামহস্তের শোভা সম্পাদন  
করিয়া থাকে । আমি আপনার এরূপ তেজ  
যেন হইতে পারি । অর্থাৎ শিবকরে মৃগ এবং  
পার্শ্বতীর হস্তে শুক আছে ॥ ৪ ॥

গুণত্রয়াতীতবিভাব্যমিথং গোকর্ণনাথং বসচাহ  
চয়িত্বা । তিস্রঃ স রাত্রীঃ ত্রিজগৎপবিত্রে ক্ষেত্রে  
মুদৈষ ক্ষিপতিস্ম কালম্ ॥ ৬ ॥

বৈকুণ্ঠকৈলাসবিবর্তভূতং হরম্নতাঘং হরিশঙ্করা-  
খ্যম্ । দিব্যস্থলং দেশিকসার্বভৌমঃ তীর্থপ্রবাসী  
ন চিরাদযাসীৎ ॥ ৭ ॥

গুণাতীতৈকিত্বাব্যং বিভাবনীযং গোকর্ণনাথমিথং বচ-  
সাচ্চয়িত্বা তিস্রঃ রাত্রীঃ ত্রিজগৎপবিত্রে ক্ষেত্রে সৈষ মুদা কালং  
ক্ষিপতিস্ম ॥ ৬ ॥

ততশ্চ বৈকুণ্ঠকৈলাসয়োর্বিবর্তভূতং স্বাতিরিক্তাকারেণ  
বর্তনং বিবর্তন্তদ্রূপং তয়ো রূপান্তরং নতাঘং হরং হরিশঙ্করাখ্যং  
দিব্যং স্থলং তীর্থপ্রবাসী দেশিকসার্বভৌমঃ শীঘ্রমেবাগাৎ ॥ ৭ ॥

হিমালয়ের কন্টার গলদ্বারা সংলগ্ন হইয়াও  
সৌভাগ্যসূত্র যাহার কণ্ঠদেশে বিষকে কুণ্ঠিতশক্তি  
করিয়াছে, উভয়ের ঐক্য অনুভব করাতে আমিই  
সেই সর্বময় হইতেছি । ৫ ।

যাহারা গুণাতীত—তাহারাই আপনাকে ভা-  
বিতে পারেন। এইরূপে শুভবাক্যে গোকর্ণ-  
নাথের অর্চনা করিয়া ত্রিজগতের পবিত্রতাকারক  
ঐ পুণ্যক্ষেত্রে তিন রাত্রি আনন্দে অতিবাহিত  
করিলেন ॥ ৬ ।

তীর্থবাসী আচার্য্যগণের সত্ৰাট্ শঙ্কর বৈকুণ্ঠ  
এবং কৈলাসের রূপান্তর মাত্র এবং প্রণতজনের  
পাপনাশী হরিশঙ্কর নামক স্বর্গীয় স্থলে শীঘ্র গমন  
করিলেন । ৭ ।

ভ্রমাপনোদায় ভিদাবদানামদ্বৈতমুদ্রামিহ দর্শ-  
য়ন্তৌ । আরাধ্য দেবৌ হরিশঙ্করৌ স দ্ব্যর্থ্যভিরিত্য-  
র্চয়তিস্ম বাগ্ভিঃ ॥ ৮ ॥

বন্দ্যং মহাসোমকলাবিলাসং গামাদরেণাকলয়-  
ম্ননাদিম্ । মৈনং মহঃ কিঞ্চন দিব্যমঙ্গীকূর্বন্ বি-  
ভূষ্মে কুশলানি কুর্যাৎ ॥ ৯ ॥

ভেদবাদিনাং ভ্রমাপনোদায়াম্মিন্ লোকে অদ্বৈতমুদ্রাং দর্শ-  
য়ন্তৌ হরিশঙ্করৌ দেবাবারাধ্য স ত্রীশঙ্কর ইতি বক্ষ্যমাণপ্রকারে-  
ণ দ্ব্যর্থ্যভিঃ বাগ্ভিরর্চয়তিস্ম ॥ ৮ ॥

তা এবোদাহরতি । বন্দ্যং সপ্তর্ষ্যদিভির্কন্দনীরং মহতঃ  
সোমস্য প্রলয়াক্ষিনীরস্য কলাভিরংশৈঃ কলায়াং মূলে বা বি-  
লাসঃ ক্রীড়া यस্য সোমঃ কুবেরে পিতৃদেবতায়্যং বস্তুপ্রভেদে চ  
সুধাকরে চ । দিব্যোষধীশ্রামলতাসমীরকপূর্ণনীরেষু চ বানরে  
চেতি বিশ্বপ্রকাশঃ । কলা স্যান্ মূলটরবৃদ্ধৌ শিল্লাদাবংশমাত্রক  
ইতি মেদিনী । সোমকস্যবেদাপহারকস্যাস্থরস্য লাবী নাশকো  
লাসঃ ক্রীড়া যসোতি বা তথাভূতমনাদিং সর্বকারণত্বাদিকারণ-  
মৈনং মাৎস্যং দিব্যমপ্রাকৃতং কিঞ্চনাচিন্ত্যং তেজোহঙ্গীকূর্বন্  
গাং নৌকারূপাং ভূমিাদরেণাকলয়ন্ বিকর্ষন্ বিভূরনন্তশক্তিব্যা-  
পকো বিভূষ্মে কুশলানি কুর্যাৎ তথাচোক্তং । রূপং স জগৎ  
মাৎস্যং চাক্ষুসোদধিসংপ্লবে । নাব্যারোপ্য মহীমব্যামপাদৈব-

মাহারা ভেদবাদী, তাহাদিগের ভ্রম অপনয়ন  
করিবার নিমিত্ত এই জগতে যে দেবতা অদ্বৈত  
মুদ্রা প্রদর্শন করিতেছিলেন, সেই হরিও হর  
আরাধনা করিয়া শঙ্কর দুইটি অর্থযুক্ত বচন দ্বারা  
অর্চনা করিতে লাগিলেন । ৮ ।

যে তেজ সপ্তর্ষিগণের বন্দনীয়—প্রলয় কালে  
সমুদ্রের অতি মহৎ জলরাশির অংশ দ্বারা যে

যো মন্দরাগং দধদাদিতেয়ান্ সুধাভুজঃ স্মা-  
তনুতেহবিষাদী । স্বামদ্রিলীলোচিতচাক্ষুর্ভে !  
রূপামপারাং স ভবান্ বিধত্তাম্ ॥ ১০ ॥

স্বতঃ মনুমিতি । অহং স্বামৃষিভিঃ সাকং মহানাবমুদয়তি । বি-  
কর্মণিচরিয়ামি যাবদ্ ব্রাহ্মী নিশা প্রভো ইতি চ । অনাদি  
ভূতাংগাং বেদবাচমাদরাদাকলয়ন্ প্রত্যাহরন্থিতি বা তথাচোক্তং  
অতীতে প্রলয়াপায়ে উদিতায় সবেধসে । হত্য়াহস্রং হয়গ্রীবং  
বেদান্ প্রত্যাহরন্থিরিতি । পক্ষে সোমস্য চন্দ্রস্য কলায়া-  
বিলাসো যস্যোতি বা সোমানাং হিমালয়োদ্ভবানাং দিব্যৌষ-  
ধীনাং কলাভিরিতি বা সোমস্য কপূরস্যোতি বা অনাদিভূতাং  
গাং শ্রুতিমাদরেণাকলয়ন্ বিচারয়ন্ গাং কুষভমাদরেণ প্রেরয়-  
ন্থিতি বা মেনকায়া হিমাচলভার্যায়া জাতং কিঞ্চন পার্কতীলক্ষণং  
মহোঙ্ক্ষীকুর্কন্থিতি ব্যাখ্যেয়ং ইতি ॥ ইন্দ্রঃ ॥ ৯ ॥

এবং মৎস্তাবতারমভিধায়াথ কমঠাবতারং নিরূপয়ন্তাহ । যো  
মন্দরাখ্যমচলন্দধং আদিতেয়ান্ দেবান্ সুধাভুজ আতনু-  
তেহবিষাদী খেদরহিতঃ স ভবান্ ক্রৈর্মন্দরাচলস্ত লীলায়াং  
লমণাঅবিলাসার্থমুচিতাযোগ্যা চাক্ষুর্ভিঃ তস্ত সস্বোধনং হে  
হে অদ্রিলীলোচিতচাক্ষুর্ভে ! কুর্কমুর্ভে ! স্বামপারাং রূপাং  
বিধত্তাম্ । পক্ষে যো মন্দরাগং মন্দরাখ্যপাদপং দধদ্বিষাদী স্বয়ং  
দ্বিষভক্ষকো দেবান্ সুধাভুজো ব্যাতনুতেহাদ্রৌ কৈলাসে যা  
লীলা বিলাসঃ তস্তামুচিতা চাক্ষুর্ভিঃ তস্তি ব্যাখ্যেয়ং । অগঃ  
জ্ঞান্ নগবৎ পৃথীধরপাদপয়োঃ পূমান্ । মন্দরস্ত পূমান্ মন্থশৈল-  
মন্দারপাদপ ইতি মেদিনী ॥ উঃ ॥ ১০ ॥

তেজের সর্বদা ক্রীড়া হয়, অথবা যে তেজের  
সোমক নামক বেদাপহারী মহৎ অশ্বরের বিনাশ-  
কারী বিলাস হয়—অন্যান্য সমস্ত বস্তুর কারণ  
বলিয়া যে তেজ অকারণ—যে তেজ স্বর্গীয়—যে  
তেজ অব্যক্ত—আপনি একরূপ অচিন্তনীয় মাৎস্ত  
(মৎস্যমূর্তি সম্বন্ধীয়) তেজ অঙ্গীকার করিয়াছেন,

এবং নৌকারূপ পৃথিবীকে আদরের সহিত আকর্ষণ  
করিয়া অনন্তশক্তি ও সর্বব্যাপক বিভুরূপে অদ্য  
আমার কুশল করুন । যথা—“যখন সকলেই দে-  
খিতে পাইল যে সমুদ্রপ্লাবন হইতেছে, তখন ভগবান্  
মৎস্যরূপ ধারণ করেন । পরে পৃথিবীরূপ নৌকাতে  
আরোহণ করাইয়া বৈবস্বতমনুকে রক্ষা করেন ।  
হে প্রভো ! যত দিন না ব্রহ্মার রাত্রি উপস্থিত  
হয়, ততকাল পর্যন্ত ঋষিদিগের সহিত মহা  
নৌকা (পৃথিবী) আকর্ষণ করিয়া বিচরণ করিব ।”  
অথবা অনাদি বেদবাক্য আদরপূর্বক আহরণ-  
পূর্বক বিভু আমার মঙ্গল করুন । এবিষয়ে  
প্রমাণ যথা—“যখন প্রলয়কাল ক্ষয় হইয়া যায়  
তখন ব্রহ্মা উত্থিত হন । ঐ ব্রহ্মার জন্য ভগবান্  
হরি হয়গ্রীব অশ্বর বধ করিয়া—বেদসকল পুন-  
র্বার আহরণ করেন—।” আর একরূপ অর্থ  
যথা—যে তেজ সকলের বন্দনীয়—যে তেজের  
চন্দ্রকলা দ্বারা বিলাস হয়—অথবা হিমালয়োৎ-  
পন্ন উত্কৃষ্ট ঔষধি সমূহের কলা দ্বারা—কিংবা  
কপূরের কলা দ্বারা যে তেজের ক্রীড়া হয়—আ-  
পনি অনাদিস্বরূপ বেদ বাক্য আদরে বিচার  
করিয়া, অথবা—আদরে রুষ প্রেরণ করিয়া—শৈল-  
ভার্যা মেনকার গর্ভজাত কোন অনির্বচনীয় সেই  
পার্কতীরূপ তেজ অঙ্গীকার করিয়াছেন । অতএব  
আমার কুশল করুন ॥ ৯ ॥

কুর্ক-অবতার নিরূপণ করিয়া স্তবকরিতে  
লাগিলেন । যথা—আপনার চাক্ষুর্ভি মন্দরাচলের  
ভ্রমণকার্য্যে একান্ত যোগ্য । আপনি মন্দর  
পর্বতকে ধারণ করিয়া দেবতাদিগকে সুধাভোজী  
করিয়াছেন । আপনার ঐ কার্য্যে কোন দৈহিক



উল্লাসয়ন্ যো মহিমানমুচৈঃ ক্ষুরদরাহী-  
শকলেবরোহভূৎ । তস্মৈ বিদধ্যাঃ করয়োরজস্রঃ  
সারস্তনাস্তোরুহসামরস্তম্ ॥ ১১ ॥

সমাবহন্ কেসরিতাং বরাং যঃ সুরদ্বিষৎকুঞ্জর-  
মাজঘান । প্রহ্লাদমুল্লাসিতমাদধানং পঞ্চাননং তং  
প্রণমঃ পুরাণম্ ॥ ১২ ॥

উদীতবল্যাহরণাভিলাষো যো বামনো হার্য-

অথ বারাহাবতারঃ বর্ণয়ন্নাহ । য উচৈচ্ছর্মহেভূমৈর্মানঃ  
চিত্তোন্নতিমুল্লাসয়ন্ ক্ষুরন্ যো বরাহাঃ শূকর্যা ঈশো বরাহীশ-  
স্তৎকলেবরস্তদ্বিগ্রহোহভূৎ মানস্ চিত্তোন্নতো গ্রহ ইতি বিশ্ব  
প্রকাশঃ পক্ষে । বরাহীশকলেবরঃ শেষবিগ্রহস্তস্মৈ বরাহীশো  
বাস্কিকিঃ কলেবরে যন্তেতি বা হস্তয়োর্মূলিতপদ্মসাম্যমজস্রঃ  
বিদধ্যাঃ ॥ ১১ ॥

অথ নৃসিংহাবতারঃ নিরূপয়ন্ আহ । তং পঞ্চান্নং সিংহং  
পরমাত্মানং পুরাণং সট্টৈকরসং প্রণমস্তং কমিতি তত্রাহ । যো  
বরাং কেসরিতাং নৃহরিতাং সমাবহন্ সুরদ্বিষতাং কুঞ্জরং হিরণ্য-  
কশিপুমাজঘান । তং পুনঃ প্রহ্লাদমুল্লাসিতমাদধানং পক্ষে পঞ্চ-  
মুখং সদাশিবং যঃ কে শিরসি সরিতাং নদীনাং মধ্যে বরাং শ্রেষ্ঠাং  
গঙ্গাং সমাবহন্ সুরশত্রুং গঙ্গাসুরমাজঘান প্রকর্ষণেণ প্রহ্লাদমুল্লা-  
সিতমাদধানমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

অথ বামনাবতারঃ বর্ণয়ন্নাহ । যো বলেঃ সকাশাৎ ত্রৈলোক্যা-  
হরণাভিলাষঃ স্তন্দরং মৃগচর্ম বসানো বামনঃ উদীত উদিতো হ-

বা মানসিক খেদ হয় নাই । অতএব আপনি  
অপার নিজ কৃপা প্রকাশ করুন । পঞ্চাস্তরে যিনি  
মন্দর নামক বৃক্ষ ধারণ করেন ; যিনি স্বয়ং বিষ  
ভক্ষক হইয়া দেবতাদিগকে অমৃতভোজী করিয়া-  
ছিলেন ; যাঁহার স্তন্দর মূর্তি কৈলাস পর্বতে স্থায়  
বিলাসের একমাত্র সমযোগ্য ; তিনি স্বকীয় অনন্ত  
করুণা বিস্তার করুন । ১০ ।

বরাহ অবতার বর্ণনা করিয়া স্তব করিতে লা-  
গিলেন—যিনি উচ্চরূপে “মহিমান” অর্থাৎ ভূমির  
চিত্তোন্নতি উল্লাসিত করিয়া স্তন্দর “বরাহীশক-  
লেবর” অর্থাৎ শূকরীর পতিমূর্তি ধারণ করেন ।  
পঞ্চাস্তরে যিনি উচ্চ মহিমা প্রকাশিত করিয়া  
বরাহীশকলেবর “অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সর্পরাজ (অনন্তসর্প)  
দেহ ধারণ করেন ; আমি তাঁহার উদ্দেশে নিজ  
করতল যুগল সায়ংকালীন কমল সদৃশ অর্থাৎ কুতা-  
ঞ্জলি হইয়া নমস্কার করি । ১১ ।

নৃসিংহ অবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব করিতে  
লাগিলেন—যিনি পঞ্চানন অর্থাৎ সিংহস্বরূপ ;  
যিনি পরমাত্মা ; যিনি সর্বদা একভাবাপন্ন ;  
যিনি “কেসরিতাং বরাং” অর্থাৎ প্রধান নৃসিংহমূর্তি  
ধারণ পূর্বক অসুরপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ  
করেন ; যিনি ঐ অসুররাজকে বধ করিয়া তদীয়  
পুত্র প্রহ্লাদকে উল্লাসিত করেন, তাঁহাকে আমি  
নমস্কার করি । পঞ্চাস্তরে—যিনি পঞ্চানন অর্থাৎ  
সদাশিব ; যিনি “কে সরিতাং বরাং” স্থায় মস্তকে  
নদীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ—গঙ্গাকে বহন করিয়া থাকেন ;  
যিনি প্রধান সুরশত্রু গঙ্গাসুর বধ করেন ; যিনি  
উল্লাসিত মনে “প্রহ্লাদ” অর্থাৎ প্রকৃষ্ট প্রহ্লাদ  
ধারণ করেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি । ১২ ।

জিনং বসানঃ । তপাংসি কাস্তারহিতো ব্যতানী-  
দাদ্যোহবতাদাশ্রমিণাময়ং নঃ ॥ ১৩ ॥

যেনাধিকোদ্যন্তরবারিণাশু জিতোহর্জুনঃ সঙ্গ-  
রঙ্গভূমৌ । নক্ষত্রনাথক্ষুরিতেন তেন নাথেন  
কেনাপি বয়ং সনাথাঃ ॥ ১৪ ॥

ভূং কাস্ত্যারহিতঃ তপাংসি ব্যতানীং সোহয়মাশ্রমিণামাদ্যো  
ব্রহ্মচারীনোহন্যনবতাং । পক্ষে যো মনোহারি মনোজ্ঞমজিনং  
বসানো দক্ষাধ্বরাধ্বলোহরণাভিলাষো উদীতকাস্তয়া সত্য ॥  
বিঃ ॥ ১৩ ॥

অথ পরশুরামাবতারং নিরূপয়াম্। যেনাধিকং যথাস্থাৎ  
তপোদ্যাত্তরেণ বারিণা বালকেন পরশুরামেণার্জুনঃ কার্তবীৰ্য্যঃ  
শীঘ্রং সঙ্গরঙ্গভূমৌ যুদ্ধরঙ্গভূমৌ জিতঃ বারিক্ষাগ্গজবন্ধনোঃ ।  
স্নীকীবেহধুনি বালকে । অর্জুনঃ ককুভে পার্থে কার্তবীৰ্য্যময়ুরয়োঃ ।  
মাতুরেকস্মতেহপিষ্ঠাদ্ধবলেপুন রত্নবদिति মেদিনী । নক্ষত্র-  
নাথবৎ চন্দ্রবৎ ক্ষুরিতেন কেনাপি নাথেন বয়ং সনাথাঃ পক্ষে  
অধিকঃ শিরসি বারি জলং যস্তার্জুনঃ পার্থঃ নক্ষত্রনাথেন  
ক্ষুরিতোহত্নাত্তেতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

বামনাবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব করিতে লাগি-  
লেন—যিনি বলিনামক অশুরের নিকট হইতে  
ত্রিভুবন উদ্ধার করিবার বাসনায় সুন্দর যুগ চন্দ্র  
আচ্ছাদনপূর্বক উদিত হইয়াছিলেন ; যিনি পত্নী-  
বিবর্জিত হইয়া তপস্যা করেন—; আশ্রমীদিগের  
অগ্রগণ্য ব্রহ্মচারী ঐ বামন আমাদিগকে রক্ষা  
করুন । পক্ষান্তরে—যিনি মনোহর চন্দ্রপরিধান  
করিয়া দক্ষ যজ্ঞ হইতে বলি অর্থাৎ পূজোপকরণ  
গ্রহণার্থে হইয়া উদিত হন ; যিনি কাস্ত্যারহিত  
হইয়া তপস্যা করেন ; যিনি ব্রহ্মচারী—সেই  
শঙ্কর আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥ ১৩ ॥

বিলাসিনাহলীকভবেন ধাম্মা কামং দ্বিষন্তঃ সদ-  
শাস্যমস্যন্ । দেবো ধরাপত্যকুচোশ্মসাক্ষী দে-  
য়াদমন্দাত্মস্থথানুভূতিম্ ॥ ১৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্রাবতারং নিরূপয়াম্। অলীকোহস্যতো ভবঃ  
সংসারো যস্মিৎ স্তপাত্তেন বিলাসিনা স্বধাম্মা স্বজ্যোতিসা য-  
থেষ্টং দ্বিষন্তঃ রাবণমশ্বনুউৎক্ষিপন্ নাশয়ন্ ধরা ভূমিস্তথা  
অপত্যং সীতা তস্তাঃ কুচোশ্মসাক্ষীতয়াঃ সাক্ষী সাক্ষাদ্ দ্রষ্টা স  
দেবোহমন্দাত্মস্থথানুভূতিমিতপ্রকানন্দানুভবং দেয়াৎ । পক্ষে  
দশেক্ষিয়াণি মুখানি গন্তু তথাভূতং দ্বিষন্তঃ কামমশ্বনু ধরন্ত  
পর্বতস্তাপত্যং পার্শ্বগী তস্যাঃ কুচোশ্মসাক্ষীতি ব্যাখ্যায়ম্ ।  
ধরো গিরৌ । কাপাসতুলকে কৃষ্ণরাজে বশস্তেরেহপি চেতি মে-  
দিনী ॥ ১৫ ॥

পরশুরাম-অবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব করিতে  
লাগিলেন—যিনি অধিকরূপে উদ্যত হইয়া  
“বারি” অর্থাৎ বালক অবস্থায় “অর্জুন” অর্থাৎ  
কার্তবীৰ্য্য রাজাকে শীঘ্র যুদ্ধরূপ রঙ্গভূমে পরাস্ত  
করেন ; নক্ষত্রনাথ চন্দ্রের তুল্য সুন্দর সেই প্রভুর  
দ্বারা আমরা সহায় সম্পন্ন হইয়াছি । পক্ষান্তরে  
যাঁহার “অধিক” অর্থাৎ মস্তকে বারি সর্বদা অব-  
স্থিতি করে ; যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে “অর্জুন” অর্থাৎ  
কুন্তীতনয়কে জয় করেন ; চন্দ্রদ্বারা যিনি সদাই  
বিরাজিত ; সেই অপূর্ব পরশুরাম এবং মহাদেব  
বিদ্যমান থাকাতে আমরা সকলে সহায়সম্পন্ন  
হইয়াছি ॥ ১৪ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের অবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব ক-  
রিতে লাগিলেন—যাঁহার স্বীয় তেজে সংসার অ-  
লীক বলিয়া বোধ হয় ; যাঁহার তেজ চারিদিকে

উচ্চালকেতুঃ স্থিরধর্মমূর্তির্হালাহলস্বীকরণোগ্র-  
কণ্ঠঃ । সরোহিণীশানিশূন্যমাননিজোত্তমাক্ষৌ-  
বতু কোহপি ভূমা ॥ ১৬ ॥

অথ বলরামাবতারঃ বর্ণয়মাহ । উচ্চতালকেতুঃ স্থিরধর্ম-  
ময়ী ধর্মায় বা মূর্তির্গম্য হালাহলয়োঃ স্বীকরণে হালা সুরায়  
মিতি মেদিনী । তথাপি শ্রেষ্ঠকণ্ঠো রোহিণীশেন বসুদেবেনানি-  
শঃ চূন্যমানমত্তমাক্ষঃ নিরো যস্য স কোহপিভূমা অবাস্তনসগো-  
চরো যত্র নাশ্রুৎপশ্যতিনাশ্রুচ্চপোতি নাশ্রুদ্বিজানাতি স ভূমা  
তৎস্বথমিতি প্রত্যাপলক্ষিতঃ পরমাত্মাবতু । পক্ষে উৎকৃষ্টতালে  
গীতকালে কেতুঃ কৃষ্ণস্য মোক্ষধর্মময়ী মোক্ষধর্মায় বা মূর্তি-  
র্গম্য মোক্ষধর্মস্য মূর্তিঃ কার্য্যং তৎপ্রাপ্য ইতি বা হালাহলস্য  
বিষম্য স্বীকরণেনোগ্রকণ্ঠো হালাহলস্বীকরণেহপি শ্রেষ্ঠকণ্ঠ ইতি  
বা বোহিণীশচক্রঃ তালঃ করতলেহৃদ্রুগম্যমায়াঞ্চ সন্নিতে । গীত-  
কালক্রিয়ামানে করফালে ক্রমান্তরে । কেতুর্না কৃষ্ণপতাকারিগ্র-  
হোৎপাতেষু লক্ষ্যগি । স্থিরাভূশালপর্ণোর্নাসনে মোক্ষে বলে  
দ্বিষ্য । মূর্তিঃ কার্য্যকাঠিন্যয়োঃ স্থিয়ামিতি মেদিনী ॥ ১৬ ॥

প্রকাশমান ; এরূপ তেজ দ্বারা যিনি “কাম”  
অর্থাৎ যথেষ্টরূপে দশানন রাবণকে বধ করিয়া  
থাকেন ; যিনি “ধরা” অর্থাৎ ভূমি নন্দিনী জান-  
কীর কুচদ্বয়ের স্বাভাবিক উষ্ণতা সাক্ষাৎ দর্শন  
করিয়া থাকেন ; সেই দেব রামচন্দ্র আমাদিগকে  
অপরিমিত ব্রহ্মানন্দ সুখের অনুভব দান করুন ।  
পক্ষান্তরে—যিনি পরিস্ফুরিত “নালীক” অর্থাৎ  
পদ্ম-জাত তেজদ্বারা (দশটী ইন্দ্রিয় যাহার মুখ ) সেই  
পরম শত্রু “কাম” অর্থাৎ রতিপতিকে বধ করেন ;  
যিনি “ধর” অর্থাৎ হিমালয় পর্বতের কন্যা পার্ব-  
তীর কুচযুগ্মের উষ্ণতা দর্শন করিয়া থাকেন ; সেই  
মহেশ্বর দেবতা অপার ব্রহ্মানন্দ সুখ প্রদান  
করুন ॥ ১৫ ॥

বিনায়কেনাকলিতাহিতাপং নিষেদ্বোতসঙ্গ-

অথ শ্রীকৃষ্ণাবতারঃ বর্ণয়মাহ । কলিতং সমাসাদিতমহি-  
তাপং যথাস্যাৎ তথোৎসঙ্গভূবি সমীপস্থানে নিষেদ্বা নিষে-  
নোপবিষ্টেন বিনায়কেন গরুড়েনোপলক্ষিতো যঃ পুতনয়া মো-  
হিকা চিত্তবৃত্তির্গম্য কলাপঃ বহুং ভূষাহলঙ্কারো যস্যাসৌ কোহপি  
বর্ণয়িতুমশক্যঃ প্রজ্ঞায়া সন্নব্যং সংসৃতিলক্ষণাদনর্থাদবতু ।  
পক্ষে আকলিতাঃ শিবশিরসি স্থাপিতা আপো যস্যঃ ক্রিয়ায়াং

বলরাম-অবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব করিতে  
লাগিলেন—উচ্চ তাল বৃক্ষের তুল্য ষাঁহার আকৃতি  
গঠন ; ষাঁহার ধর্মময়ী মূর্তী ; “হালাহল” অর্থাৎ  
সুরা এবং লাঙ্গল ধারণ করাতে—যিনি শ্রেষ্ঠ কণ্ঠ ;  
“রোহিণীশ” অর্থাৎ বাসুদেব ষাঁহার মস্তক চূষন  
করিয়া থাকেন ; সেই কোন ভূমা অর্থাৎ অবাঙ-  
মনসগোচর পরমাত্মা আমাদিগকে রক্ষা করুন ।  
বেদে আছে । “বত্রনান্যৎ পশ্যতি নান্যত্ শৃণোতি  
নান্যদ্বিজানাতি স ভূমা যো বৈ ভূমা তত্ সুখম্”  
যে স্থানে কিছু দেখা যায়না—কিছু শোনা যায়না  
—কিছু জানা যায় না—তাহার নাম ভূমা ; যাহার  
নাম ভূমা, তাহার নাম সুখ । পক্ষান্তরে—গান  
সময়ে ষাঁহার দেহ প্রভা উৎকৃষ্ট হয় ; ষাঁহার  
মূর্তি মোক্ষধর্মময়ী “হালাহল” অর্থাৎ বিষপান  
করিয়া যিনি উগ্রকণ্ঠ অর্থাৎ নীলকণ্ঠ নাম ধারণ  
করিয়াছেন ; ষাঁহার মস্তকে “রোহিণীশ” অর্থাৎ  
চন্দ্র অবস্থান করিয়া থাকে ; সেই কোন ভূমা  
অর্থাৎ পরমাত্মা সদাশিব আমাদিগকে রক্ষা ক-  
রুন ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-অবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব করিতে

ভূবি প্রহস্যন্ । যঃ পূতনামোহিকচিত্তবৃত্তিরব্যাদ-  
সৌ কোহপি কলাপভূষঃ ॥ ১৭ ॥

পাঠীনকেতো জয়িনে প্রতীতসর্বজ্ঞতাবা-

তথাক্ষণানে নিষেছ্যা বিনায়কেন বিঘ্নরাজেনোপলক্ষিতো যঃ  
পূতঃ পবিত্রঃ নাম যস্যোহিকেষু স্বচিন্তকেষু চিত্তবৃত্তিরন্য  
তেষাং চিত্তবৃত্তিরন্বিন্ ইতি বা কলাপস্তূণঃ ভূষা যস্যাসাবি-  
তার্থঃ ॥ ১৭ ॥

অথ বুদ্ধাবতারং নিরূপয়াম্ । পাঠীনকেতোঃ মীনকেতোঃ  
কামস্ত জয়িনে মারজিলোকজিজ্ঞিন ইত্যমরঃ । প্রতীতঃ  
প্রখ্যাতঃ সর্বজ্ঞতাবো যন্ত তস্মৈ দয়ৈকসীয়ে প্রায়ঃ ক্রতুযু

লাগিলেন—যে “বিনায়ক” অর্থাৎ গরুড় “অহি-  
তাপ” সর্পভয় প্রাপ্ত হইয়া যাঁহার প্রাপ্তভূমে অব-  
স্থিতি করিয়া যাঁহাকে বহন করিয়া থাকে ; যাঁ-  
হার চিত্তবৃত্তি “পূতনা” নামক রাক্ষসীর মোহ  
উত্পাদন করিয়াছিল ; ময়ূরপুচ্ছ যাঁহার অল-  
ঙ্কার ; এরূপ বর্ণনাতে কোন মহাপুরুষ সংসার  
নামক অমঙ্গল হইতে রক্ষা করুন । পক্ষান্তরে—  
“বিনায়ক” গণেশ শুণ্ডা (শুঁড়) দ্বারা যাঁহার মস্তকে  
জল স্থাপিত করিয়া থাকেন ; যিনি ঐ বিঘ্ন রাজ  
পুত্র গণপতিকে আপনার ক্রোড়ে বসাইয়া থা-  
কেন ; যিনি “পূতনামা” অর্থাৎ পবিত্র নামধারী ;  
“উহিক” অর্থাৎ স্থায়ী ভক্তদিগের উপর যাঁহার  
মন প্রাণ অবিচলিত থাকে ; “কলাপ” অর্থাৎ  
ধনুক যাঁহার ভূষণ ; এরূপ বর্ণনাতে কোন অনি-  
র্বচনীয় বস্তু আত্মাদিত হইয়া সংসার রূপ অশুভ  
হইতে রক্ষা করুন । ১৭ ।

য দয়ৈকসীয়ে । প্রায়ঃ ক্রতুদ্বৈমকৃতাদরায় বো-  
ধৈকধানে স্পৃহয়ামি ভূম্নে ॥ ১৮ ॥

যজ্ঞেযু দ্বেষো যেযাস্তেষু কৃত আদরো যেন তৈঃ কৃত আদরো  
যস্মিন্স্থিতি বা তস্মৈ বোধৈকধানে ভূম্নে স্পৃহয়ামি । এবমুতঃ  
প্রাপ্নুমিচ্ছামি, পক্ষে ক্রতো সংকল্পে দ্বেষো যেযাস্তেষু কৃত  
আদরো যেন যদ্বা দক্ষক্রতো দ্বেষবৎসু বীরভদ্রাদিষু কৃতাদরা-  
য়েতি, ব্যাখ্যায়ম্ ॥ ইঙ্গ ॥ ১৮ ॥

বুদ্ধ অবতার বর্ণনাপূর্বক স্তব করিতে লাগি-  
লেন—যিনি মীনকেতু অর্থাৎ কামকে জয় করি-  
য়াছেন ; যাঁহার সর্বজ্ঞতাশক্তি জগতে সর্বত্র  
বিখ্যাত ; যিনি দয়ার একমাত্র সীমা ; যাহারা  
যজ্ঞকর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাদের  
উপরে যাঁহার প্রায়ই আদর নিহিত থাকে ;  
অথবা যজ্ঞদ্বৈষী লোকে যাঁহাকে আদর করিয়া  
থাকে ; জ্ঞানের একমাত্র আধার এরূপ  
“ভূমা” অর্থাৎ পরমাত্মাকে পাইতে ইচ্ছা করি-  
তেছি । পক্ষান্তরে—যিনি কামশত্রু ; যিনি জ-  
গতে সর্বজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ; যাঁহার দয়া অন-  
বধি ; যাহাদের মনে কোন “ক্রতু,” অর্থাৎ সঙ্কল্প  
নাই, তাহাদিগকে যিনি প্রায়ই আদর করিয়া  
থাকেন ; যিনি জ্ঞানৈক আধার ; সেই “ভূমা,”  
অর্থাৎ শিবরূপী পরমাত্মাকে লাভ করিতে আমার  
ইচ্ছা জন্মিয়াছে । ১৮ ।



ব্যতীত্য চেতো বিষয়ং জনানাং বিদ্যোতমা-  
নায় তমো নিহন্তে । ভূমে সদাবাসকৃতশায়ায়

কল্যবতারং বর্ণয়ামাহ । জনানাং চেতোবিষয়ং ব্যতীত্য  
বিদ্যোতমানায়াহ্চিত্ত্য বিগ্রহং স্বীকৃত্য প্রকাশমানায় কল্মাশ-  
তমোনিহন্তে সতামাবাসায় কৃতঃ আশয়ো যেন সতঃ সত্যযুগ-  
শ্চেতিবা সতামা বাসো যস্মিন্তথাভূতে কৃতযুগেহিতিপ্রায়ো যশ্চে-  
তিবা পরিচ্ছিন্নতাং শাতয়তি ভূমে মম ভূয়াংসি নমাংসি নমস্কারা  
কতিপয়ে ন সন্ত । পক্ষে চেতোগোচরতয়া প্রকাশমানায় স্বয়ং

কল্কি-অবতার বর্ণনাপূর্ব্বক স্তব করিতে লাগি-  
লেন—যিনি জনগণের মনোরুতি অতিক্রম করিয়া  
অর্থাৎ অচীন্তনীয় শরীর ধারণ করিয়া প্রকাশমান ;  
যিনি কল্মাশে তমো নাশ করিয়া থাকেন ; “সদা-  
বাস” অর্থাৎ (কিরূপে সৎব্যক্তি সকল থাকিবে )  
ইহার ; জন্য নিয়ত যাঁহার অভিপ্রায় আছে ;  
“সৎ” অর্থাৎ সত্যযুগের অথবা সজ্জনের আবাস  
স্বরূপ ; সত্যযুগের অথবা সজ্জনের আবাস স্বরূপ  
সত্যযুগ হইবার জন্য যাঁহার হৃদয়ের অভিপ্রায় ;  
যিনি অনন্ত, অসীম বা অনাদি অথবা অপার ;  
তাঁহার উদ্দেশে আমি অতিশয় অনন্ত নমস্কার  
করি । পক্ষান্তরে—যিনি প্রত্যেকের চিত্তগোচর  
হইয়াই প্রকাশমান অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ; অতএব  
প্রত্যক্ষ সূর্য্যদেবের মতন যিনি তমোনাশ অর্থাৎ  
অজ্ঞান তিমির ধ্বংস করিয়া থাকেন ; যিনি পরি-  
পূর্ণ আনন্দরূপ ; যিনি পরব্রহ্ম ; যিনি “সদাবাস”  
অর্থাৎ যিনি সর্বদাই সকলের অন্তঃকরণ বাসের  
জন্ম নির্দ্বারিত করিয়াছেন ; অথবা “সদাবাস”

ভূয়াংসি মে সন্ত তমাং নমাংসি ॥ ১৯ ॥

ব্রহ্মাকপায়ীবরয়োঃ সপর্যাং বাচাহতিমোচার-  
সয়েতি তস্মন্ । মুনিপ্রবীরো মুদিতাত্মকামো  
মুকাম্বিকায়োঃ সদনং প্রতস্থে ॥ ২০ ॥

অঙ্কে নিধায় ব্যস্তমাত্মজাতং মহাকুলৌ হস্ত মুহঃ

প্রকাশায়াত এব চক্ষুঃসহকৃতভানুবদ্ব্যাক্রুতঃ সন্ তমোনিহ  
স্তেত্যাহ অজ্ঞানলক্ষণতমোনিহন্তে পুনঃ পরিপূর্ণানন্দরূপায়  
পরব্রহ্মণে সदैব বাসায় কৃতঃ সর্ব্বশায়োহন্তঃকরণং যেন সতা-  
মাবাসে কাশাদৌ কৃতোহিতিপ্রায়ো যেনেতিবা ॥ উ০ ॥ ১৯ ॥

উপসংহরতি । ইত্যেবমতিক্রান্তকদলীফলরসয়া বাচা লক্ষ্মী-  
পার্কত্যধীশয়োঃ পূজাং বিতস্মন্ মুদিতশ্চাসাবাত্মকামশ্চ মুদিতা  
আত্মকামা যেনেতি বা স মুনিপ্রবীরো মুকাম্বিকায়োঃ সদনং  
প্রতস্থে ॥ বিপ০ ॥ ২০ ॥

তত্র জাতং বৃত্তান্তমাবেদয়তি । বিগতপ্রাণমাত্মজমঙ্কে নিধায়  
হস্তেত্যতিকষ্টে মুহঃ প্ররুদ্য মহাব্যাকুলৌ যতঃ স এতৈবকঃ

সৎজনের আবাস ভূমি কাশী প্রভৃতি পুণ্য ভূমে  
বাস জন্ম যাঁহার সর্বদাই অভিপ্রায় ; সেই শিব-  
রূপী পরমাত্মার উদ্দেশে আমার নিরতিশয় অসংখ্য  
প্রণাম ॥ ১৯ ॥

স্তবান্তে বাক্যের উপসংহার করিয়া বলিতে  
লাগিলেন—এইরূপে কদলীফলের রস অপে-  
ক্ষাও স্বস্বাচ্ছ বচন দ্বারা “ব্রহ্মাকপায়ী” অর্থাৎ  
লক্ষ্মী এবং গৌরীর “বর” অর্থাৎ (পতি) বিষ্ণু ও  
মহাদেবের পূজা বিস্তারপূর্ব্বক আত্মকাম সকল  
চরিতার্থ করিয়া মুনিপ্রবর শঙ্কর মৌন-অম্বিকার  
ভবনে প্রস্থান করিলেন । ২০ ॥

প্ররুদ্য। তদেকপুত্রৌ দ্বিজদম্পতী স দৃষ্ট্ৱা দয়া-  
ধীনতয়া শুশোচ ॥ ২১ ॥

অপারমঞ্চত্যাগ শোকমগ্নিন্ অভূয়তোচ্চৈরশ-  
রীরবাচ। জায়েত সংরক্ষিতুমক্ষমস্ত জনস্ত  
দুঃখায় পরং দয়েতি ॥ ২২ ॥

আকর্ণ্য বাণীমশরীরিণীস্তামসাবিতি ব্যাহরতি

পুত্রৌ যয়োস্তৌ দম্পতী দৃষ্ট্ৱা স শ্রীশঙ্করো দয়াধীনতয়া শুশোচ  
॥ উ০ ॥ ২১ ॥

এবমগ্নিন্ শ্রীশঙ্করেপারং শোকং গচ্ছতি সতি উচ্চৈর-  
শরীরবাচা অভূয়তাশরীরিণী বাগভূৎ তামুদাহরতি, সংরক্ষিতু-  
মক্ষমস্ত নরস্ত দয়া পরং কেবলং দুঃখায়ৈব জায়েতেত্যেবম-  
ভূয়তেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তামশরীরিণীং বাচমাকর্ণ্যাসৌ বিজ্ঞঃ শ্রীশঙ্কর ইতি ব্যাহ-  
রতিস্ম তদাহ। ইদংসত্যং জগত্রয়ীরক্ষণকুশলশ্চৈবং বক্তুস্তবে

তথায় গিয়া দেখিলেন—প্রাণশূন্য পুত্রকে  
ক্রোড়ে লইয়া হাহাতুশের সহিত বারম্বার রোদন  
করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল—ও পুত্রেকহৃদয় ঐ স্ত্রীপুরু-  
ষকে দর্শন করিয়া, শঙ্কর দয়ালুতা বশতঃ অত্যন্ত  
শোকাবুল হইলেন। ২১।

এইরূপে শঙ্কর অপারশোকমাগরে নিমগ্ন  
হইলে উচ্চৈঃস্বরে দৈববাণী হইল। যে ব্যক্তি  
রক্ষা করিতে পারিবে না—,তাহার দয়াপ্রকাশ  
করা কেবল দুঃখের নিমিত্তই হইয়া থাকে ॥  
২২ ॥

বিজ্ঞবর শঙ্কর ঐ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া শঙ্কর  
বলিতে লাগিলেন—ইহা নিতান্ত সত্য কথা ;

স্ম বিজ্ঞঃ। জগত্রয়ীরক্ষণদক্ষিণস্ত সত্যন্তবৈকস্ত  
তু শোভতে সা ॥ ২৩ ॥

ইতীরয়ত্যেব যতো দ্বিজাতেঃ স্ততঃ স্তথঃ স্তপ্ত  
ইবোদতিষ্ঠৎ। সমীপগৈঃ সর্বজনীনমস্য চারিত্র্য-  
মালোক্য বিস্ময়য়ে চ ॥ ২৪ ॥

রম্যোমশল্যং কৃতমালসালরসালহিস্তালতমা-

বৈকস্ততু সা দয়া শোভতে তথা দয়য়া সমর্থেন ভূয়েতয়োঃ  
শোকোহপাকরণীয় ইতি ভাবঃ ॥ ২৩ ॥

ইতোবং যতো কথয়ত্যেব ব্রাহ্মণস্ত স্ততঃ স্তথঃ স্তপ্ত ইবো-  
ধিতঃ সর্বস্মৈ জনায় হিতং সার্বজনীনমস্ত শ্রীশঙ্করস্ত চারিত্র্য-  
মালোক্য সমীপগৈর্কিংশেষেণ বিস্ময়শ্চ প্রাপ্তঃ সর্বজনাভিভাঃ  
ঠঞ্জেৎশেচতি থঃ ॥ ২৪ ॥

কৃতমালৈঃ সালাদিবৃক্ষবিশেষৈঃ রম্যমুপশল্যং গ্রামান্তঃ

ত্রিজগৎ রক্ষা করিতে আপনি সক্ষম, স্ততরাং এ-  
রূপ দয়া আপনারই শোভা পায়। অতএব আ-  
পনি দয়াপ্রকাশ করিয়া এই উভয়ের শোক নাশ  
করুন ॥ ২৩ ॥

যতিবর শঙ্কর এরূপ কথা বলিবার পর ব্রাহ্ম-  
ণের পুত্র নিদ্রিত জনের মতন স্থখে উখিত  
হইল। সমীপবর্তী লোক সকল শঙ্করের সর্ব-  
জনের হিতকর অপূর্ব চরিত্র বিলোকন করিয়া  
বিশেষরূপে বিস্ময় প্রাপ্ত হইল। ২৪।

অনন্তর শঙ্কর কৃতমাল (করমুচা) সাল,  
আম্র, হিস্তাল, তমাল এবং সর্জ প্রভৃতি তরু-  
রাজি দ্বারা যাহার প্রান্তভাগ অত্যন্ত রমণীয়,

লশালৈঃ । সিদ্ধিস্থলং সাধকসম্পদাস্তন্ মুকা-  
স্বিকায়াঃ সদনং জগাহে ॥ ২৫ ॥

উচ্চাবচানন্দজবাস্পমুচ্চৈরুদগীর্ণরোমাঞ্চমুদার-  
ভক্তিঃ । অস্বামিহাপারকুপাবলম্বাং সম্ভাবয়ন্  
অস্তত নিস্তুলং সঃ ॥ ২৬ ॥

পারে পরাধ্বং পদপদ্মভাস্ সু যষ্ট্যুত্তরন্তে  
ত্রিশতন্তু ভাসঃ । আবিশ্য বহ্যকসুধামরীচীনা-  
লোকবন্ত্যদেধতে জগন্তি ॥ ২৭ ॥

যন্ত গ্রামান্তম্পশ্যত্যঃ শ্রাদিত্যমরঃ । সাধকসম্পদাং সিদ্ধিস্থলং  
তন্মুকাস্বিকায়াঃ সদনং জগাহে ॥ ২৫ ॥

উচ্চো ব্রহ্মলোকানন্দোহবচো নীচো যস্মাৎ তথাভূতানন্দ-  
জহ্যৎ বাস্পমুচ্চৈরুদগীর্ণরোমাঞ্চঞ্চ যথাস্থাৎ তথোদারভক্তিঃ স  
শ্রীশঙ্কর ইহলোকেহপারকুপাবলম্বামম্বাং পূজয়ন্ নিস্তুলং নিরু-  
পমং যথাস্থাৎ তথাস্ততবান্ ॥ ইন্দ্রঃ ॥ ২৬ ॥

স্তুতিমেব দর্শয়তি । পরাধ্বন্ত পরাধ্বসংখ্যায়াঃ পারতামতিক্রা-  
ন্তায়ান্তব চরণকমলভাসো ময়ুখাস্তাসু যষ্ট্যুত্তরং ত্রিশতন্তু ভাসো

সাধকগণের ঐশ্বর্যের যাহা একমাত্র সিদ্ধি ক্ষেত্র ;  
সেই মৌন-ধারিণী অস্বিকার গৃহে গমন করি-  
লেন ॥ ২৫ ॥

ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে যে আনন্দ জন্মে সে  
আনন্দও যাহার নিকট নিকৃষ্ট — এরূপ আনন্দাশ্র-  
ফেলিয়া, এবং উচ্চরূপে রোমাঞ্চিত কলেবরে,  
ভক্তিমান্ শঙ্কর ইহলোকে অপার দয়ার আধা-  
রস্বরূপ অস্বিকাকে পূজা করিয়া উত্তমরূপে স্তব  
করিতে লাগিলেন । ২৬ ।

অন্তঃচতুষ্টয়পচারভেদৈরন্তেবসংকাণ্ডপট-  
প্রদানৈঃ । আবাহনাদৈন্তব দেবি ! নিত্যমারা-  
ধনামাদধতে মহাস্তঃ ॥ ২৮ ॥

অম্বোপচারেষ্বধিসিন্ধুমষ্টি শুদ্ধাজয়োঃ শুদ্ধিদ-

বহিস্থ্যচক্রানাবিশ্য জগন্ত্যালোকবন্ত্যদধতে কুর্কন্তি । ভাসন্ত  
অনিমাদিভিরাবৃত্তাঃ ময়ুখৈরিত্যাদি বদতা শ্রীনাথেনোক্তা বে-  
দিতব্যঃ ॥ ২৭ ॥

হে দেবি ! মহাস্তোহস্তম্বনসি আবাহনাসনারোপণ-  
সুগন্ধিতৈলাভ্যঙ্গমঞ্জনশালাপ্রবেশনাদৈশ্চতুষ্টয়পচারভেদৈস্ত  
থাহন্তেবসংকাণ্ডপটানাং দূষ্যাদোলম্বিবায়ুসঞ্চারার্থানাং প-  
টানাং প্রদানৈর্হে দেবি ! মহাস্তো নিত্যমারাধনামাদধতে কু-  
র্কন্তি, অপটী কাণ্ডপটঃ শ্রাদিতি বৈজয়ন্তী ॥ ২৮ ॥

কিঞ্চ হে অম্ব ! বচতুষ্টয়পচারেষু মধ্যে একমেকমুপচারঃ

পরার্থ সংখ্যার পারগামী আপনার চরণ  
কমলের যে সকল কিরণ আছে—তাহাতে তিন  
শত ষষ্টি (৩৬০) সংখ্যক যে সকল কিরণ থাকে—  
তাহারা অগ্নি, সূর্য্য, ও চন্দ্রশরীরে প্রবেশ করিয়া  
এই ত্রিভুবন আলোকময় করিয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

হে দেবি ! মহতেরা স্বকীয় অন্তঃকরণে  
আবাহন, আসন, আরোপণ, সুগন্ধি তৈল, অভ্য-  
ঙ্গমঞ্জন, শালাপ্রবেশন ইত্যাদি চতুষ্টয় (৬৪)  
প্রকার উপচার দ্বারা এবং নিকটস্থ দূষণীয় ও  
অধোবর্তী বায়ুসঞ্চারার্থ বস্ত্রসকল প্রদান দ্বারা  
নিত্য আপনার আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

হে মাতঃ ! যাহারা আপনার চৌষষ্টি প্রকর

মেকমেকম্। সহস্রপত্রে দ্বিতয়েচ সাধু তদ্বস্তু  
ধন্যাস্তব তোষহেতোঃ ॥ ২৯ ॥

আরাধনন্তে বহিরেব কেচিদন্তর্কহিংশৈচকতমে-  
হন্তরেব। অন্তঃপরে ত্বম্ ! কদাপি কুৰ্য্য নৈবত্ব-  
দৈক্যানুভবৈকনিষ্ঠাঃ ॥ ৩০ ॥

অষ্টোত্তরত্রিংশতি য়াঃ কলাস্তাস্বর্ক্যাঃ কলাঃ

উদ্ধাত্তয়োদ্বিতয়ে সহস্রদলে ধ্রুবমণ্ডলসংক্ষেপদ্বয়েচ ধন্যঃ পুরুষা-  
স্তব তোষার্থঃ সাধুসন্মাক্ তদ্বস্তু বিস্তারয়ন্তি ॥ উঃ ॥ ২৯ ॥

হে অম্ব ! কেচিৎ প্রাকৃতান্তবরাধনং বহিরেব কুৰ্য্যুরেকতমে  
মধ্যমাস্তবর্কহিংশৈবান্যে উত্তমাস্তবরেবাপরেহত্যুত্তমাস্তববিদস্ত  
হে অম্ব ! কদাপি ন কুৰ্য্যঃ কুত ইতি চেত্তদ্রাহ। যতদ্বদৈক্যানুভ-  
বৈকনিষ্ঠাস্তয়া সহস্রত পদৈক্যং তস্তাহুতবে বিজ্ঞানে মুখ্যা নিষ্ঠা  
যেষাস্তে ॥ ইক্ষঃ ॥ ৩০ ॥

হাঁ। আধারশক্তিঃ ১ ঋত্বার্চিঃ ২ রং উন্মা ৩ লংজলিনী ৪

উপচারের মধ্যে একএকটি উপচার এবং শুদ্ধ ও  
আজ্ঞা এই দুইটি চক্রে ধ্রুব ও মণ্ডল নামক দুইটি  
সহস্রদল কমল আপনার সন্তোষের জন্য উত্তম-  
রূপে বিস্তার করিয়া থাকে, তাহারাই যথার্থ  
ধন্য ॥ ২৯ ॥

মা ! সাধারণ ইতর লোকে আপনার বাহ্য  
আরাধনা করিয়া থাকে—মধ্যমলোকে আপনার  
আরাধনা আন্তরিক ও বাহ্যিকভাবে করিয়া থাকে  
—উত্তমেরা কেবল অন্তরে আরাধনা করিয়া  
থাকেন—অত্যুত্তম তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণ আপনার  
সহিত স্থায় পদের ঐক্যজ্ঞান প্রবলরূপে প্রকাশ  
হওয়াতে কদাচ আপনার আরাধনা করেন না ॥

৩০ ॥

পঞ্চ নিরুত্তিমুখ্যাঃ। তাসামুপর্য্যম্ ! তবাজ্জি পদ্যং  
বিদ্যোতমানং বিবুধা ভজন্তে ॥ ৩১ ॥

বংজালিনী ৫ শংবিস্ফুলিঙ্গিনী ৬ ষংসুত্রীঃ ৭ সংসূপায়া ৮ ইক-  
বিতা ৯ হংকব্যবাহা ১০ কঁতঁতপিনী ১১ স্বংবংতাপিনী ১২  
গংফংধূত্রা ১৩ ষংপংমরীচী ১৪ ডং নংজালিনী ১৫ চংধংকুচিঃ  
১৬ ছংদং সুষুম্না ১৭ জংধং ভোগদা ১৮ জংতংবিশ্বা ১৯ জংগং  
বোধিনী ২০ রংহং ধারিণী ২১ গংবং ক্রমা ২২ অংঅমৃত্য ২৩  
আং মানদা ২৪ ইং পুষ্যা ২৫ ঙ্গং তুষ্টিঃ ২৬ উং পুষ্টিঃ ২৭  
উংরতিঃ ২৮ ঋং ধৃতিঃ ২৯ ঋংশশিনী ৩০ ৯ং চন্দ্রিকা ৩১  
ঋং কান্তিঃ ৩২ এং জ্যোৎস্না ৩৩ ঐং শ্রীঃ ৩৪ ওং প্রীতিঃ ৩৫  
ঔং গদা ৩৬ অঁপূর্ণা ৩৭ অঃ পূর্ণামৃত্য ৩৮ ইত্যোতা যা অষ্টো-  
ত্তরত্রিংশতিকলাস্তাসু পঞ্চকলা বোধিনীপ্রমুখানি বৃত্তিপ্রধানা-  
স্তাসামুপরি হে ! অম্ব বিদ্যোতমানং প্রকাশমানং তব চরণারবিন্দং  
বিবুধাঃ দেবাঃ পণ্ডিতাশ্চ ভজন্তে ॥ ৩১ ॥

(১) হাঁ। আধারশক্তি, (২) ঋত্বার্চিঃ, (৩) রং  
উন্মা, (৪) লং জলিনী, (৫) বং জালিনী, (৬) শং  
বিস্ফুলিঙ্গিনী, (৭) ষং সুপায়া, (৮) ইঁ কবিতা,  
(৯) হং কব্যবাহা, (১০) কঁ তঁ তপিনী, (১১) স্বং  
বং তাপিনী, (১২) গং ফং ধূত্রা, (১৩) ষং মং  
মরীচী, (১৪) ডং নং জালিনী, (১৫) চং ধং কুচিঃ,  
(১৬) ছং দং সুষুম্না, (১৭) জং ধং ভোগদা, (১৮)  
জং তং বিশ্বা, (১৯) জং গং বোধিনী, (২০) রং হং  
ধারিণী, (২১) গং বং ক্রমা, (২২) অং অমৃত্য,  
(২৩) আং মানদা, (২৪) ইং পুষ্যাং, (২৫) ঙ্গং তুষ্টিঃ,  
(২৬) উং পুষ্টিঃ, (২৭) উং রতিঃ, (২৮) ঋং ধৃতিঃ,  
(২৯) ঋং শশিনী, (৩০) ৯ং চন্দ্রিকা, (৩১) ঋং  
কান্তিঃ, (৩২) এং জ্যোৎস্না, (৩৩) ঐং শ্রীঃ, (৩৪)  
ওং প্রীতিঃ, (৩৫) ঔং গদা, (৩৬) অঁ পূর্ণা, (৩৭)  
অঃ পূর্ণামৃত্য, (৩৮)



কালাগ্নিরূপেণ জগন্তি দগ্ধা স্খাঅনাপ্লাব্য  
সমুৎসৃজন্তীম্ । যৈ ত্বামবন্তীমমৃতাত্মনৈব ধ্যা-  
য়ন্তি তে সৃষ্টিকৃতো ভবন্তি ॥ ৩২ ॥

যে প্রত্যভিজ্ঞামতপারবিজ্ঞা ধন্যাস্ত তে প্রাধি-  
দিতাঃ গুরুভ্যা । নৈবাহমস্মীতি সমাধিযোগাৎ  
ত্বাং প্রত্যভিজ্ঞাবিষয়ং বিদধ্যাঃ ॥ ৩৩ ॥

যতঃস্বদীর্ঘভজনঃ সৃষ্টিকর্তৃত্বাদিসামর্থ্যসম্পাদকমিত্যাহ ।  
কালাগ্নিরূপেণ জগন্তি দগ্ধা স্খাঅনাপ্লাব্য সমুৎসৃজন্তীমমৃতাত্ম  
নৈবচ পাশয়ন্তীঃ ত্বাং যৈ ধ্যায়ন্তি তে সৃষ্টিকর্তারো ভবন্তীতি  
যোজনা ॥ উ० ॥ ৩২ ॥

তথাচ যৈ সবিশেষাং ত্বামেব ধ্যায়ন্তে ত এবভূতা ভবন্তি ;  
যে তু নির্বিশেষাং ত্বামভেদেন জানন্তি তে তু মত্যা এবত্যাহ ।  
যে তু গুরুবাক্যাদৌ বিদিতাং সমাধিযোগাৎ নৈবাহমস্মীতি ত্বাং

এই অষ্টাত্ত্রিংশ (৩৮) প্রকার আপনার যে  
কলা আছে, তাহার মধ্যে বোধিনী, ধারিনী,  
ক্ষমা, অমৃত ও মানদা এই পাঁচপ্রকার কলা  
প্রধান ও নিরুভিকারক । মা ! আপনার চর-  
ণারবিন্দ তাহার উপরেও প্রকাশমান । দেবতা-  
গণ ও পণ্ডিতেরা আপনার ঐ মনোহর পদাম্বুজ  
সর্বদাই ভজনা করিয়া থাকেন ॥ ৩১ ॥

আপনি কালাগ্নিরূপে ত্রিভুবন দগ্ধ করিয়া  
থাকেন ; স্খারূপে আপ্লাবিত করিয়া পুনর্বার  
সৃষ্টি করিয়া থাকেন ; অমৃতরূপে ত্রিভুবন পরি-  
পালন করিয়া থাকেন ; অতএব আপনার এরূপ  
মূর্তি যাহারা ধ্যান করেন, অধিক কি—তাহারা  
সৃষ্টিকর্তা হইয়া থাকেন ॥ ৩২ ॥

আধারচক্রে চ তদুত্তরস্মিন্নারাদয়ন্ত্যৈহিক  
ভোগলুকাঃ ॥ উপাসতে যে মণিপূরকে ত্বাং  
বাসন্ত তেষাং নগরাদবহিস্তে ॥ ৩৪ ॥

প্রত্যভিজ্ঞাবিষয়ং বিদধ্যাস্তে সচ্চিদানন্দলক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি,  
প্রত্যভিজ্ঞামতস্তাদৈতমতস্ত পারং জানন্তীতি তে তথাভূতা  
মত্যা ইত্যর্থঃ ॥ টীক্কা ॥ ৩৩ ॥

ইদানীং তত্ত্বচ্চ তে ধ্যানস্য ফলং বদন্ স্তোতি । ঐহিক  
ভোগলুকা হেমনিতে চতুর্দলে মূলাধারসংক্ষেপে চক্রে তথা তস্মা-  
দাধারচক্রাদুত্তরস্মিন্ ষড়্দলে বিক্রমাভে স্বাধিষ্ঠানসংক্ষেপে  
আরাধয়ন্তে যেতু দশদলে ধূম্রবর্ণে মণিপূরকাথে ত্বামুপাসতে,  
তেষাং তু বাসন্তব নগরাদ্ বহিরেব ভবতি ॥ উ० ॥ ৩৪ ॥

যাহারা গুরুবাক্যে আপনাকে প্রথমে জা-  
নিতে পারে, তাহার। সমাধিবলে “আমিই সেই  
ব্রহ্মময়ী ভগবতী” এইরূপে আপনাকে গুরুমুখ-  
শ্রুত আপনার বিষয় মিলাইয়া দেখে, তাহারাই  
আবার সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মপদার্থে “আমিই ব্রহ্ম”  
ইত্যাকার অদ্বৈতমতের পার জানিতে পারে—  
তাহারাই জগতে ধন্য । ৩৩ ।

মা ! ঐহিক ভোগে যাহারা আসক্ত—যা-  
হারা হেমাঙ্কুতি চতুর্দল মূলাধার চক্রে, ঐ  
আধারচক্রের পর ষড়্দল প্রবালকান্তি স্বাধি-  
ষ্ঠান চক্রে আপনার আরাধনা করে ; যাহারা  
ধূম্রবর্ণ দশদল মণিপূরক চক্রে আপনার উপাসনা  
করে ; তাহার। আপনার নগরের বাহিরে বাস  
করিয়া থাকে । ৩৪ ।

অনাহতে দেবি ! ভজন্তি যে হ্যামস্তঃস্থিতিস্ব-  
নগরে তু তেষাম্ । শুদ্ধাজ্ঞায়োর্যেতু ভজন্তি তেষাং  
ক্রমেণ সামীপ্যসমানভোগৌ ॥ ৩৫ ॥

সহস্রপত্রে ধ্রুবমণ্ডলাখ্যে সরোরুহে হ্যামনুস-  
ন্দধানঃ । চতুর্বিধৈক্যানুভবাস্তমোহঃ সাযুজ্যম-  
দ্ব্যধতি সাধকেন্দ্রঃ ॥ ৩৬ ॥

হে দেবি ! অনাহতসংজে দ্বাদশদলে পিঙ্গলবর্ণে চক্রে তু যে  
হ্যাম ভজন্তি তেষাম্ অনগরেহস্তঃস্থিতিঃ । শুদ্ধে ষোড়শদলে  
ধ্রুববর্ণে বিশুদ্ধসংজে চক্রে তু যে ভজন্তি তেষাং সামীপ্যঃ সহস্র-  
দলে কপূরবর্ণে আজ্ঞাচক্রে যে ভজন্তি তেষাং স্বয়মমানো  
ভোগৌ ভবতি ॥ ৩৫ ॥

ধ্রুবমণ্ডলাখ্যে সহস্রপত্রে কমলে হ্যামনুসন্দধানঃ চতুর্বিধৈ-  
ক্যানুভবেন নিরন্তো মোহো যস্য স অতএব সাধকেন্দ্রঃ হে অম্ব !  
সায়ুজ্যং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৬ ॥

দেবি ! যাহারা পিঙ্গলবর্ণ দ্বাদশদল অনা-  
হত চক্রে আপনাকে ভজনা করে, তাহারা আপ-  
নার নগরের মধ্যে বাস করে । যাহারা ধ্রুববর্ণ  
ষোড়শদল বিশুদ্ধচক্রে আপনাকে উপাসনা করে,  
তাহারা আপনার সমীপে বাস করিবার উপযুক্ত  
পাত্র ; যাহারা আবার কপূরবর্ণ সহস্রদল আজ্ঞা-  
চক্রে আপনাকে ভজনা করে, তাহাদের ভোগ  
আপনার সমান ॥ ৩৫ ॥

মা ! যে ব্যক্তি ধ্রুবমণ্ডল নামক সহস্রদল  
কমলে আপনার অনুসন্ধান করে, চতুর্বিধ পদা-  
র্থের ঐক্য অনুভব করিয়া যাহার মোহ সকল  
নিরন্ত হয়, সেই সাধকেন্দ্র আপনার সাযুজ্য লাভ  
করে । ৩৬ ।

শ্রীচক্রষট্চক্রকয়োঃ পুরোহথ শ্রীচক্রমন্তোরপি  
চিস্তিতৈক্যম্ । চক্রস্য মন্তস্য ততস্তবৈক্যং ক্রমা-  
দনুধ্যায়তি সাধকেন্দ্রঃ ॥ ৩৭ ॥

অনুভবন্য চাতুর্বিধ্যং বিব্রণোতি । পুর আদৌ বিম্বু ত্রি-  
কোণবম্বুকোণদশারযুগ্মমম্বুঅনাগদশসংযুতষোড়শারম্ । বৃত্তত্রয়ঞ্চ  
ধবণী সদনত্রয়ঞ্চ শ্রীচক্রমেতদ্ব্যবহিতং পরদেবতারাঃ । চতুর্ভিঃ শিব-  
চক্রৈশ্চ শক্তিচক্রৈশ্চ পঞ্চভিঃ । নবচক্রৈশ্চ সংসিদ্ধং শ্রীচক্রং শিব-  
য়োর্কপুং, ত্রিকোণনষ্টকোণঞ্চ দশকোণদ্বয়ং তথা, চতুর্দশারষ্টকৈ-  
তানি শক্তিচক্রানি পঞ্চচ । বিম্বুচাষ্টদণ্ডং পঞ্চং তথা ষোড়শপত্রঞ্চ,  
চতুরস্রং চতুর্বারং শিবচক্রাণ্যনুক্রমাৎ । ত্রিকোণে চৈন্দবে শ্লিষ্ট-  
নষ্টারেহষ্টদণ্ডাশুভম্ । দশারয়োঃ ষোড়শারং ভূগং ভুবনাশ্রকে ।  
শৈবানামপি শাক্তানাং চক্রাণাঞ্চ পরস্পরম্ । অবিনাভাব-  
সম্বন্ধং যৌ ভাব্যতি স চক্রবিৎ ॥ ত্রিকোণরূপিনী শক্তির্কিন্দুরূপঃ  
সদাশিবঃ । অবিনাভাবসম্বন্ধং তস্মাদ্বিন্দুত্রিকোণয়োঃ ॥ এব-  
ম্বিভাগমজ্জাত্য শ্রীচক্রং যঃ সমর্চয়েৎ । ন তৎকলমব্যাপ্নোতি ল-  
লিতা বা ন ভুয্যতি ॥ ইত্যাদিবচনৈরুক্তস্য শ্রীচক্রস্যোক্ত-  
চক্রষট্চক্রস্য চ চিস্তিতং যোগিভিঃ স্মৃতমৈক্যং সাধকেন্দ্রোহনু-  
ধ্যায়তি । অগানন্তরং শ্রীচক্রমন্তোরপি চিস্তিতৈক্যমনুধ্যা-  
য়তি ততস্তদনন্তরং চক্রস্য তবৈক্যং মন্তস্য চৈক্যমিত্যেবং  
ক্রমাদনুধ্যায়তি ॥ ৩৭ ॥

প্রথমে শ্রীচক্র এবং ষট্চক্রের ঐক্য ধ্যান  
করিতে হইবে ; অনন্তর শ্রীচক্র আর মন্ত্রচক্রের  
ঐক্য ধ্যান করিবে ; তৎপরে চক্র আর আপনার  
ঐক্য—পরে মন্ত্রের ঐক্য—সাধকেন্দ্র ক্রমশঃ  
অনুধ্যান করিবেন \* ৩৭ ।

কৃষ্ণানন্দধৃত তত্ত্বসার গ্রন্থে শ্রীবিদ্যাপ্রকরণে ঐষ্টব্য

ইতি তাং বচনৈঃ প্রপূজ্য ভৈক্ষোদনমাত্রেন  
স তুষ্টিমাকৃতার্থঃ । বহুসাধকসংস্কৃতঃ কিয়ন্তং স-  
ময়ং তত্র নিনায় শাস্তুচেতাঃ ॥ ৩৮ ॥

অয়তিস্ম ততোহগ্রহারকং শ্রীবলিসংজ্ঞং স  
কদাচন স্বশিষ্যৈঃ । অনুগেহত্মাগ্নিহোত্রদুষ্কপ্রসরৎ-  
পাবনগন্ধলোভনীয়ম্ ॥ ৩৯ ॥

উপসংহরীতি । কিয়ন্তং সময়ং কাগং নিনায় নীতবান্ ॥  
উপে. ॥ ৩৮ ॥

ততঃ কদাচিৎ স্বশিষ্যৈঃ সহ শ্রীশঙ্করঃ শ্রীবলীতি সংজ্ঞা যস্য  
জং দ্বিজগ্রামকং অয়তিস্ম । তং বিশিনষ্টি প্রতিগৃহং হতাদগ্নি-  
হোত্রদুষ্কং প্রসরতা পাবনেন গন্ধেন লোভনীয়ং প্রার্থ্যং ।  
বিষমে স স জাগরু সমে চেৎ স ভরাবচ্চ বনস্তনালিকা সা  
। ৩৯ ॥

এইরূপে বিবিধবচনে দেবীকে স্তব করিবার  
পর ভিক্ষা-লব্ধ-অন্নে সমুত্তে হইলেন । পরে  
কৃতকার্য হইয়া বিবিধ সাধকের পূজা গ্রহণ  
করিয়া শাস্তিচিন্তে সেই স্থানে কিছু দিন অতিবা-  
হিত করিলেন ॥ ৩৮ ॥

অনন্তর কোন সময়ে আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ  
সমভিব্যাহারে শ্রীবলি নামে একটী ব্রাহ্মণপল্লীতে  
উপস্থিত হইলেন । তথায় প্রতিগৃহে যে অগ্নি-  
হোত্র যাগ করা হইত, তাহার জন্য যে সমস্ত  
কীর আয়োজন করা হইত, তাহার দিগন্তব্যাপী  
পবিত্র গন্ধে সকলের মন প্রাণ আক্লাদিত হ-  
ইল । ৩৯ ।

যতোহপমৃত্যুর্বহিরেব যাতি ভ্রাতৃপ্রদেশং শন-  
কৈরলক্কা । দৃষ্টা দ্বিজাতীন্ নিজকর্ম্মনিষ্ঠান্ দূরা-  
ম্মিষিক্কাং ত্যজতোহগ্রমভান্ ॥ ৪০ ॥

যস্মিন্ সহস্রদ্বিতয়ং জনানামগ্ন্যাহিতানাং  
শ্রুতিপাঠকানাম্ । বসত্যবশ্চ শ্রুতিচোদিতাস্থ  
ক্রিয়াসু দক্ষং প্রথিতানুভাবম্ ॥ ৪১ ॥

মধ্যে বসন্ যস্য করোতি ভূষাং পিনাকপা-

পুনস্তমেব বর্ণযতি । শনৈককর্ত্তাস্থা নিজকর্ম্ম নিষ্ঠান্ দূরাম্মি-  
ষিক্কাং ত্যজতঃ প্রমাদশূন্যান্ দ্বিজাতীন্নরান্ দৃষ্টা প্রদেশমলক্কা-  
হপমৃত্যুর্বহিরেবযাতি ॥ উ. ॥ ৪০ ॥

যস্মিন্নাহিতাগ্নীনাং বেদপাঠকানাং জনানাং দ্বিসহস্রমবশ্চ  
বেদবিহিতাস্থ ক্রিয়াসু দক্ষং প্রথিতপ্রভাবং বসতি ॥ ৪১ ॥

কিঞ্চগিরিজাসংহারঃ পিনাকপাণির্মধ্যে বসনায়স্য ভূষাং  
করোতি তদ্রূপোস্তবয়মাহ যথাহারস্যবষ্টেলতিকায়াঃ তব-

ঐ দেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁ-  
হারা সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মপরায়ণ ; নিষিদ্ধকর্ম্ম  
একেবারে বর্জন করিয়াছেন ; তাঁহাদিগকে  
দেখিয়া, অল্পে অল্পে ভ্রমণ করিয়া যখন কোন  
স্থানে বাসস্থান পাইল না, তখন অপমৃত্যু ঐ  
দেশ হইতে দূরে পলায়ন করে ॥ ৪০ ॥

ঐ দেশে দুই সহস্র ব্রাহ্মণ বাস করিত ।  
তাঁহারা সকলেই অগ্নিহোত্র যাগে নিপুণ—সক-  
লেই বেদপাঠক—সকলেরই বেদোক্তি কার্য্যে  
মহিমা এবং দক্ষতা প্রথিত আছে ॥ ৪১ ॥

নি গিরিজাসহায়ঃ । হারম্য বকেত্তরলো যথাবৈ  
রাত্রেরিবেন্দু গগনাধিরূঢ়ঃ ॥ ৪২ ॥

তত্র দ্বিজঃ কশ্চন শাস্ত্রবেদী প্রভাকরাখ্যঃ  
প্রথিতানুভাবঃ । প্রবৃতিশাস্ত্রৈকরতঃ স্তুবু-  
রাস্তে ক্রতূন্মীলিতকীর্তিবৃন্দঃ ॥ ৪৩ ॥

লো মধ্যমণিঃ যথা ভূবাং করতি তরলশকলে বিঙ্গে ভাস্করে-  
পিত্রিলিঙ্গকঃ, হারমধ্যমণোপুংসীতিনেদিনী যথাবা গগনাধিরূঢ়-  
শ্চনোরাত্রৈভূবাং করোতি তদ্বৎ ॥ ৪২ ॥

তত্র তস্মিন্গামেশা দ্বিজঃ প্রভাকরনং দ্বঃ কশ্চনাস্তে তং  
বিশিষ্ট প্রবৃতি ক্রতুভিরুন্মীলিতং কীর্তিবৃন্দং যেনসঃ ॥ ৪৩ ॥

মধ্যমণি যেরূপ হারনতার শোভা সম্পাদন  
করে; গগনমণ্ডলে অধিরোহণ করিয়া চন্দ্রনা  
যেরূপ রজনীর শোভাবৃদ্ধি করে; তদ্রূপ পিনাক-  
পাণি মহাদেব পার্শ্বতীকে সঙ্গে লইয়া ঐ গ্রামের  
মধ্যে বাস করিয়া শোভাবর্দ্ধন করিয়া থাকেন ॥  
৪২ ॥

ঐ গ্রামে প্রভাকর নাম একজন শাস্ত্রবিৎ  
পণ্ডিত বাস করিতেন। প্রবৃতি অর্থাৎ যাগাদি  
কার্যের পোষকতাকারক শাস্ত্র সকল অত্যন্ত  
অধ্যয়ন করিয়া তাহাতেই সর্বদা রত থাকিতেন।  
তৎকালে তাঁহার মতন স্তুবুদ্ধি আর মহানুভব  
ব্যক্তি অতি অল্পই ছিল। সুতরাং তাহাতেই যাগ  
কার্যে তাঁহার অধিকতর কীর্তি কলাপ উন্মীলিত  
হয় ॥ ৪৩ ॥

গাবো হিরণ্যং ধরণী সখ্যা সদ্ধাক্ষবা জ্ঞাতি-  
জনাশ্চ তস্য । সন্ত্যেব কিস্তৈ নহি তোষ এতিঃ  
পুত্রো যদস্যাজনি মুগ্ধচেষ্ঠঃ ॥ ৪৪ ॥

নবাক্তি কিকিন্ ন শৃণোতি কিকিৎ ধ্যায়ম্বাস্তে  
কিল মন্দচেষ্ঠঃ । রূপেষু মারো মহসা মহস্বান্  
মুখেণ চন্দ্রঃ ক্ষময়া মহীসমঃ ॥ ৪৫ ॥

এহগ্রহাৎ কিং জড়বদ্বিচেষ্ঠতে কিং বা স্বভা-  
দুতপূর্বকর্মণঃ । সং চিন্তয়ং স্তিষ্ঠতি তৎপিতা-  
নিশং সমাগতান্ প্রক্টুমনাবহুশ্রতান্ ॥ ৪৬ ॥

তৈঃ সক্তিঃ কিং ন কিমপি হি বস্মাদেভিঃ সর্কৈস্তোষোনাস্তি  
তোষাভাবে হেতুর্নদ্ব্যস্মাদস্য পুত্রো মুগ্ধচেষ্ঠোহজনি ॥ ইজ্ঞা ॥ ৪৪ ॥

তদীয়াং তাং চেষ্টামেবদর্শয়তি নেতি তদীয়াং রূপং বর্ণয়তি  
রূপেষু মারঃ কানঃ মহসাতেজসাগহস্বান্ স্বর্যঃ ॥ উঃ ॥ ৪৫ ॥

অধুনা তৎপিতৃচেষ্টাং দর্শয়তি । তৎপিতা ইত্যেব মনিশং  
সং চিন্তয়ন্ সমাগতান্ বহুশ্রতান্ প্রক্টুমনাস্তিষ্ঠতি ॥ ৪৬ ॥

গাভি সকল, স্তবর্ণ, অসীম ভূমিখণ্ড, সৎবন্ধু,  
অন্যান্য জ্ঞাতি থাকিলেও তাঁহার তাহাতে যে-  
মন উপকার দর্শিত না। ঐ সকল ধনধান্য কি  
বন্ধুবান্ধবে তাঁহার সন্তোষ হইত না। তাহার এক-  
মাত্র কারণ, প্রভাকরের পুত্র জড়বৎ চেষ্ঠা-  
শূন্য ছিল ॥ ৪৪ ॥

ঐ পুত্র কিছুই বলে না—কিছুই শোনে না—  
জড়বৎ কেবল ধ্যান করিয়া থাকে। কিন্তু ঐ  
পুত্র রূপে কন্দর্প, তেজে সূর্য্য, মুখে চন্দ্র এবং  
ক্ষমাগুণে পৃথিবীর তুল্য ॥ ৪৫ ॥



শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈর্কল্পপুস্তভারৈঃ সমাগতং কঞ্চ-  
ন পূজ্যপাদম্ । শুশ্রাব তং গ্রামমনিন্দিতাত্মা নি-  
নার স্নুঃ নিকটং স তস্য ॥ ৪৭ ॥

ন শূন্যহস্তো নৃপমিট্টদৈবং গুরুঞ্চ যাযাদিতি  
শাস্ত্রবিৎ স্বয়ম্ । সোপায়নঃ প্রাপ গুরুং ব্যশিশ্র-  
ণং ফলং ননামাস্চ চ পাদপঙ্কজে ॥ ৪৮ ॥

ততঃ কদাচিদ্ বভূবুস্তকভারৈঃ শিষ্যৈঃ সহ তং গ্রামং প্রতি  
সমাগতং কঞ্চন পূজ্যপাদং শুশ্রাব । ততশ্চানিন্দিতাত্মা স প্রভা  
বরন্তয়া পূজ্যপাদস্য নিকটং পুত্রং নীতবান্ ॥ আ० ॥ ৪৭ ॥

দ্বিঃ শূন্যহস্ত এব গতৌ নেতাহ শূন্যহস্ত ইতি । রিক্তহস্তস্ত  
নোপেয়াজ্ঞানং দৈবতং গুরুমিতি, শাস্ত্রবিৎ স্বয়ং সোপা-  
য়নো গুরুং শ্রীশঙ্করং প্রাপ, কিং তদুপায়নমিত্যপেক্ষায়ামাহ ;  
ফলং ব্যশিশ্রণং প্রায়চ্ছৎ অস্য গুরোঃ পাদকমলে ননাম চ  
॥ উ० ॥ ৪৮ ॥

কেবল গ্রহাবশে পুত্রের কি এইরূপ চেষ্ঠা  
হইল ? অথবা স্বভাব বশতঃ ? কিম্বা পূর্ক  
জন্মের কর্মফলে এইরূপ মন্দ চেষ্ঠা ? বালকের  
পিতা এইরূপ চিন্তা করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে  
ঐ কথা বারংবার প্রশ্ন করিলেন । ৪৬ ।

পরে শ্রবণ করিলেন—ঐ গ্রামে একজন পূজ্য-  
পাদ ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে  
অনেক শিষ্য প্রশিষ্য বিদ্যমান আছে,—অনেক  
পুস্তক সঙ্গে আছে । তখন সন্তুষ্ট মনে পুত্রকে  
তাঁহার নিকটে লইয়া যান । ৪৭ ।

“রিক্ত হস্তে রাজা গুরু ও দেবতার নিকট  
যাইবে না” এইরূপ শাস্ত্র দৃষ্টান্তে প্রভাকর,

অনীমমন্তক তদীয় পাদয়োজ্জডাকৃতিং ভস্ম-  
নি গৃঢ়বহ্নিবৎ । স নোদতিষ্ঠৎ পতিতঃ পদাম্বুজে  
প্রায়ঃ স্বজাড্যপ্রকটং বিধিৎসতি ॥ ৪৯ ॥

উপাত্তহস্তঃ শনকৈরবাঘ্মুখং তং দেশিকেন্দ্রঃ  
কৃপয়োদতিষ্ঠয়ৎ । উথাপিতে স্বে তনয়ে পিতাহ  
ব্রবীদ্ধদ প্রভো ! জাড্যমমৃষ্যকিং কৃতম্ ॥ ৫০ ॥

ভস্মনা নিগৃঢ়বহ্নিবজ্জডতুল্যাকৃতিং তং পুত্রঞ্চ তদীয়পা-  
দয়োঃরনীমং, ভস্মনীতি ভিন্নঃ বা পদং স পুত্রঃ প্রায়ঃ স্বজাড্যং  
প্রকটং বিধাতুং ইচ্ছতি ॥ ৪৯ ॥

উপাত্তো গৃহীতস্তদীয়হস্তো যেন স দেশিকেন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করঃ  
উদতিষ্ঠয়ৎ উথাপিতবান্ ॥ ৫০ ॥

শঙ্কর গুরুর নিকট কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া গমন  
করিলেন । পরে একটী ফল দান করিলেন এবং  
তাঁহার পাদকমলে প্রণত হইলেন ॥ ৪৮ ॥

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতন জড়াকৃতি পুত্রকে  
তাঁহার পদকমলে নমস্কার করাইলেন । প্রভা-  
করের পুত্র তাঁহার পদতলে পতিত হইয়া আর  
উঠিতে ইচ্ছা করিল না । তাহার কারণ এই—  
ঐ পুত্র আপনার জড়তা অধিকরূপে দেখাইতে  
ইচ্ছা করিয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

ভূতলাপিত মুখ ঐ পুত্রকে গুরুবর শঙ্কর  
আপনার হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া উত্তিত করি-  
লেন । পুত্র যখন উত্তিত হইল, তখন পিতা  
বলিলেন ; প্রভো ! আপনি বলুন—আমার  
পুত্রের জড়তার কারণ কি ? ॥ ৫০ ॥

বর্ষাণ্যতীযুর্ভগবন্নমুখ্য পঞ্চাষ্টজাতস্তা বিনাহ-  
ববোধম্ । নাট্যৈক্যং বেদানলিখচ্চ নার্গানচীকরকো-  
পনয়ং কথঞ্চিৎ ॥ ৫১ ॥

ক্রীড়াপরঃ ক্রোশতি বালবর্গস্তথাপি ন ক্রীড়িতু-  
মেষ বাতি । বাল্যঃ শঠা মুহুম্বিমং নিরীক্ষ্য সন্তাড়-  
য়ন্তেহপি ন রোষমেতি ॥ ৫২ ॥

ভুংক্তে কদাচিন্ নতু জাতু ভুংক্তে স্বেচ্ছাবি-  
হারী ন করোতি চোক্তম্ । তথাপি কৃষ্টেন ন  
তাড়্যতেহয়ং স্বকর্মণা বর্দ্ধত এব নিত্যম্ ॥ ৫৩ ॥

তজ্জাড্যমেব বর্ণয়তি বর্ণাণীতি । পঞ্চাষ্টত্রয়োদশ নাট্যোষ্ট  
নৈবাধীতবান্ অর্গান্ বর্ণান্ যথাকথঞ্চিপনয়ং কৃতবানস্মি ॥ ৫১ ॥

এবং জাড্যং প্রদর্শ্যাদভূতাঃ তন্ত চেষ্টাং বর্ণয়তি, ক্রীড়াপর-  
ইতিবাভ্যাম্ ॥ ৫২ ॥

বদ্যপোবং তথাপি কৃষ্টেন মরারং ন তাড়্যতে ॥ ৫৩ ॥

ভগবন্ । ইহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম হই-  
য়াছে । ইহার এখন পর্য্যন্ত কোন বোধাবোধ  
হয় নাই ; বেদ সকল অধ্যয়ন করে নাই ; কখন  
কোন বর্ণ লিখে নাই ; তথাপি আমি অতি কষ্টে  
ইহার উপনয়ন দিয়াছি ॥ ৫১ ॥

বালক সকল খেলা করিবার জন্য ইহাকে  
কতই ডাকিয়া থাকে, তথাপি আমার পুত্র তাহা-  
দের সহিত খেলা করিতে যায় না— । খুঁত  
বালকেরা ইহাকে মূর্থ দেখিয়া কতই প্রহার করে,  
তথাপি ইহার রাগ হয় না । কখন ভোজন করে  
কখন ভোজন করে না ; ইচ্ছাক্রমে বিচরণ করিয়া

ইতীরয়িত্বোপরতেচ বিপ্রে পপ্রচ্ছ তং শঙ্কর-  
দেশিকেন্দ্রঃ । কস্তুং কি মেবং জড়বৎ প্রবৃত্তঃ সচা-  
ত্রবীঘালবপুর্মহাত্মা ॥ ৫৪ ॥

নাহং জড়ঃ কিন্তু জড়ঃ প্রবর্ততে মৎসন্নিধানে  
ন সন্দিহে গুরো ! । ষড়্শ্রীষড়্ভাববিকারবর্জিতং  
স্বৈক্যতানং পরমস্মি তৎপদম্ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যেবং কথয়িত্বা প্রভাকরে উপরতে স তং শঙ্করদেশি-  
কেন্দ্রঃ পপ্রচ্ছ ॥ ৫৪ ॥

কস্মিমিতি । প্রশ্নস্তোত্তরং বক্তুমাদৌ কিমেবং জড়বৎপ্রবৃত্তঃ  
ইত্যত্রাহ । নাহং জড়ঃ কিন্তু মৎসন্নিধানেন জড়ঃ প্রবর্ততে হে  
গুরো ! অস্মিন্নর্থো অহং ন সন্দিহে তস্মাৎ শোকমোহকুধাপিপাসা  
জরামৃত্যুলক্ষণ ষড়্শ্রীষড়্ভাববিকারবর্জিতং বর্দ্ধতে বিপরিণমতেহপ-  
ক্ষীয়তে নশ্ততীত্বাক্ত ষড়্ভাববিকারৈশ্চ রহিতং । স্বৈক্যতানং  
পরং সর্বোত্তমং তৎপদমহমস্মি, পরং দেহেন্দ্রিয়াদাতিরিক্তং  
প্রত্যক্ চৈতন্ত্যং তৎপদং শোধিততৎপদার্থাভিন্নমিতি বা  
॥ ৫৫ ॥

থাকে ; কাহারও সহিত আলাপ করে না—; ক্রুদ্ধ  
হইয়া ইহাকে কেহই প্রহার করে না—কেবল  
আপনার কর্মে নিত্য বর্দ্ধিত হইতেছে ॥ ৫২।৫৩ ॥

এই কথাগুলি বলিয়া ব্রাহ্মণ বিরত হইলে  
গুরুবর শঙ্কর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন । তুমি  
কে ? কেন তুমি জড়ের মতন কার্য্য করিতে  
প্রবৃত্ত হইয়াছ ? পরে বালকরূপী ঐ মহাত্মা  
রলিতে লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

আমি জড় নয়—কিন্তু আমার সন্নিধানে জড়  
প্রবৃত্ত হয় । গুরুদেব । আমার এ বিষয়ে কোন  
সন্দেহ নাই । অতএব শোক, মোহ, কুধা,

মমেব ভূয়াদনুভূতিরেবা যুমুক্ষুবর্গস্য নিরূপ্য বি-  
ষন্ ॥ পদৈঃ পরৈর্দাদশভির্বভাষে চিদাত্তত্বঃ  
বিধূতপ্রপঞ্চম্ ॥ ৫৬ ॥

উপাধৌ যথাভেদতাসন্নগীনাং তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেযুতে-  
হপি । যথা চক্ষিকাণাং জলে চঞ্চলত্বং তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ-  
বিষ্ণো ॥ ১২ ॥ ইতি উপদেশঃ ॥ ৫৬ ॥

হে বিধ্বন্ ! মমৈবৈবাহনুভূতির্মুমুক্ষুবর্গস্ত ভূয়াদিত্যে নিরূ-  
প্যাত্তৈর্দাদশভিঃ পদৈর্বিধূতপ্রপঞ্চঃ চিদাত্তত্বং বভাষে । তথাহি  
নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ নিরন্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ ।  
রবিলোকচেষ্টানিমিত্তং যথায়ঃ স নিত্যোপলব্ধিঃ স্বরূপোহ-  
হমাত্মা ॥ ১ ॥

যমগ্নাঃ বসন্তিত্যবোধস্বরূপং মনশ্চক্ষুরাদীত্ববোধাত্মকানি  
প্রবর্তন্ত আশ্রিত্য নিরূপ্যমেকম্ সঃ ॥ ২ ॥

মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো মুগ্ধস্য পৃথক্চেদন নৈবাস্তি  
বস্তু চিদাভাসকো ধীষু জীবোহপি তদ্বৎ সঃ ॥ ৩ ॥

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখং বিদ্যাতে কল্পনাহীন  
মেকং তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ ॥ ৪ ॥

মনশ্চক্ষুরাদেবীযুক্তঃ স্বয়ং যো মনশ্চক্ষুরাদের্শনক্ষুরাদিঃ ।  
মনশ্চক্ষুরাদেবগম্যস্বরূপঃ সঃ ॥ ৫ ॥

যথাহনেকচক্ষুঃপ্রকাশো রবিন্ ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি  
প্রকাশঃ অনেকা ধিয়ো যন্তথৈকপ্রবোধঃ সঃ ॥ ৬ ॥

বিবস্বৎপ্রভাতং যথা রূপমক্ষং প্রগৃহ্মতি নাভাতমেবঃ  
বিবস্বান্ । তথাভাত আভাসয়ত্যেকমক্ষং সঃ ॥ ৮ ॥

যথা সূর্য্য একোহপ্যনেকশলাসু স্থিরাশ্বপ্যনশ্বঘ্নিতাব্যাস্বরূপঃ  
চলাসু প্রতিশ্বাস্বধীষেক এব সঃ ॥ ৯ ॥

যনচ্ছন্দৃষ্টির্ধনচ্ছন্দমর্কঃ যথামত্রে নিপ্রভঙ্গাতিমূঢ়ঃ । তথা  
বজ্রবজ্রাতি ষো মূঢ়দৃষ্টেঃ সঃ ॥ ১০ ॥

সমন্তেষু বস্তুভ্যমু স্যাতমেকং সমস্তানি বস্তুমিষং ন স্পৃশন্তি,  
বিষদ্বৎ সদাশূন্যমক্ষস্বরূপঃ সঃ ॥ ১১ ॥

পিপাসা, জরা, মৃত্যু এই ছয় প্রকার তরঙ্গ

—জন্ম অস্তিত্ব, বুদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয়, নাশ  
এই ছয় প্রকার বিকার রহিত, স্থখস্বরূপ,  
সর্বোৎকৃষ্ট “তত্ত্বমসি” বেদবাক্যের তৎপদ  
আমিই জানিবেন ॥ ৫৫ ॥

হে পণ্ডিতবর ! এবিষয়ে আমার যেমন  
অনুভব আছে, আমার মতন যেন সকল মোক্ষার্থী  
ব্যক্তির এই অনুভব হয় । এইরূপে কৃতনিশ্চয়  
হইয়া আর দ্বাদশটি উৎকৃষ্ট কবিতার দ্বারা অখিল  
ব্রহ্মাণ্ডের ভয়হারী আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন \*  
৫৬ ॥

\* মন চক্ষুর্কর্ণ ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি বিষয়ের কারণ ।  
আকাশের যেমন কোন পদার্থের সহিত কোন সংস্রব নাই—  
কোন উপাধি নাই—যে পদার্থ ঐ উপাধি শূন্য আকাশের তুল্য ;  
যে বস্তু দিবাকরের মতন সকল লোকের চেষ্টার নিমিত্ত ;  
আমিই সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা । ১ । উষ্ণতাশূণ্য যেরূপ  
অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া নিত্য প্রবর্তমান থাকে ; তদ্রূপ অজ্ঞান-  
স্বরূপ মন চক্ষু প্রভৃতি যে নিত্য বোধস্বরূপ বস্তুকে আশ্রয়  
করিয়া নিত্য প্রবর্তমান ; আমি সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥  
২ ॥ দর্পণ যেমন মুখের প্রকাশক বলিয়া দেখা যায়, পরে মুখ  
হইতে দর্পণকে পৃথক করিলে যেমন কোন বস্তুই দেখা যায়  
না ; তদ্রূপ জীবও বুদ্ধিতে যে চৈতন্যের প্রকাশক মাত্র—  
আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা । ৩ । যেমন দর্পণের  
অভাব হইলে, প্রকাশের হানি হইলে একমাত্র কল্পনা হীন  
সত্যমুখ বিদ্যমান থাকে ; তদ্রূপ যে বস্তু বুদ্ধির বিয়োগ হইলেও  
স্বপ্রকাশ—আমি সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা । ৪ । যে  
পদার্থ স্বয়ং মন ও চক্ষু আদি হইতে বিযুক্ত ; যে পদার্থ মনের  
ও মন—চক্ষুরও চক্ষু, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয় ; মন কি চক্ষুয়াদি  
যাহায় স্বরূপ জানিতে পারে না—আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ  
আত্মা । ৫ । যিনি এক হইয়া বিরাজমান—যিনি শুদ্ধ  
চৈতন্যস্বরূপ—যিনি স্বপ্রকাশ হইয়াও বুদ্ধিবৃত্তিতে নানাপ্রকারে  
পরিণত—যে পদার্থ সূর্য্যের মতন এক হইয়াও জল মধ্যে শত  
শত রূপে প্রকাশমান ; আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ

প্রকাশয়ন্তে পরমাত্মতত্ত্বং করস্বধাত্মীফলবদ্ব-  
দেকম্ । শ্লোকাস্তু হস্তামলকাঃ প্রসিদ্ধাস্তৎকর্তু-  
রাখ্যাপি তথৈব বৃত্তা ॥ ৫৭ ॥

যদেকং পরমাত্মতত্ত্বং তৎকরস্বামলকফলবৎ প্রকাশয়ন্তে

আত্মা । ৬ । যেমন অনেক চক্ষুর প্রকাশক সূর্য্য প্রকাশ্য বস্তু  
ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত করে না—প্রত্যুত এক কালে সকল বস্তু  
প্রকাশ করিয়া থাকে । ঐরূপ অনেক বুদ্ধি সকল যে এক  
জ্ঞানস্বরূপ পরম বস্তু হইতে উদ্ভাবিত—আমিই সেই নিত্যজ্ঞান  
স্বরূপ আত্মা ॥ ৭ ॥ যেরূপ চক্ষু ইন্দ্রিয় সূর্য্যকিরণে জগৎ  
প্রকাশিত হইলে বস্তু নিচয়ের রূপ গ্রহণে সক্ষম ; কিন্তু সূর্য্য-  
প্রকাশ না হইলে দর্শনেন্দ্রিয় কোন বস্তুরই রূপগ্রহণ করিতে  
পারে না ; সেইরূপ সূর্য্যও যে প্রকাশে প্রকাশিত হইয়া এক  
চক্ষুকে দর্শনশক্তি প্রদান করিয়া জগৎ প্রকাশিত করিয়া থাকে,  
আমিই সেই নিত্য জ্ঞানস্বরূপ আত্মা । ৮ । যেরূপ সূর্য্য এক  
হইয়াও চঞ্চল বুদ্ধিতে অনেক হয়, স্থির বুদ্ধিতেও অগ্নির সমীপে  
সূর্য্যের স্বরূপ ভাবিতে পারা যায় না ; চঞ্চলবুদ্ধি স্থির হইলে—  
বুদ্ধি একাকার হইলে যেমন ঐ সূর্য্য পুনর্বার একই থাকে ;  
আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৯ ॥ গগনমণ্ডলে মেঘ  
হইলে এবং ঐ মেঘ দ্বারা দৃষ্টি আচ্ছাদিত হইলে মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্য-  
দেবকে মূঢ়মতি লোকে যেমন প্রভাণ্য বস্তু বিবেচনা করে,  
তদ্রূপ মূঢ়মতি লোকের কাছে যে বস্তু বদ্ধ মগ্ন প্রকাশমান ;  
আমিই সেই নিত্যজ্ঞান স্বরূপ আত্মা । ১০ । আকাশের  
মতন এক যে পদার্থ সকল পদার্থে সঞ্চারিত থাকেন—অথচ  
কোন পদার্থ যাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—যে বস্তু সদা  
বিগুণ যে বস্তুর স্বরূপ সদাই নির্মল ; আমিই সেই নিত্যজ্ঞান  
স্বরূপ আত্মা । ১১ । যেরূপ অয়স্কান্ত, নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত  
প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মণিসমূহের উপাধিবিশেষে ভেদবুদ্ধি হয়,  
নতুবা মণিবস্তু চিরদিনই এক । বুদ্ধিবিশেষে আপনারও  
দেখিতেছি বুদ্ধির প্রভেদ ঘটয়াছে । যেমন চন্দ্রকিরণ সকল  
জলে পতিত হইলে তাহাদের চঞ্চলতা দেখা যায়, হে বিষ্ণু  
সদৃশ ! আপনারও দেখিতেছি সেই চাঞ্চল্য ঘটয়াছে । ১২ ।

বিনোপদেশং স্বত এব জাতঃ পরাত্মবোধো  
দ্বিজবর্গ্যসূনোঃ । ব্যাস্ম্যক্ট সংপ্রেক্ষ্য স দেশিকেন্দ্রো-  
ন্থধাৎ স্বহস্তং কৃপয়োত্তমাস্তে ॥ ৫৮ ॥

সুতে নিবৃত্তে বচনং বভাষে স দেশিকেন্দ্রঃ পি-  
তরং তদীয়ম্ । বস্তুং ন যোগ্যো ভবতা সহায়ং  
ন তেহমুনাহর্থো জড়িমাস্পদেন ॥ ৫৯ ॥

অতস্তে শ্লোকাস্তু হস্তামলকাঃ প্রসিদ্ধাস্তেবাং কর্তুরাখ্যাপি  
তথৈব হস্তামলক ইতি বৃত্তা প্রবৃত্তা ॥ উ০ ॥ ৫৭ ॥

উপদেশং বিনা স্বত এব দ্বিজবর্গ্যসূনোঃ পরাত্মবোধো জাত  
ইতি সংপ্রেক্ষ্য বিস্ময়ং প্রাপ্তো দেশিকেন্দ্রো দ্বিজবর্গ্যসূনোঃ  
শিরসি স হস্তং ত্রুণাৎ ॥ ৫৮ ॥

উদাহৃতপদ্যাত্মক্ণা সুতে নিবৃত্তে সতি দেশিকেন্দ্রস্তদীয়ং  
পিতরং বচনং বভাষে তদাহ । ভবতা সহায়ং বস্তুং যোগ্যো

প্রভাকরের পুত্র যে বারটী শ্লোক বলিল ঐ  
শ্লোকগুলিন করতলস্থ আমলকী ফলের মতন  
এক পরমাত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিল । তাহাতে ঐ  
শ্লোকগুলির নাম “হস্তামলক” এবং তদবধি ঐ  
শ্লোককর্তার নামও “হস্তামলক” বলিয়া জগতে  
বিখ্যাত হয় ॥ ৫৭ ॥

“বিনা উপদেশে স্বতসিদ্ধ এই ব্রাহ্মণকুমারের  
আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে” ইহা পর্যালোচনা করিয়া  
বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং গুরুবর শঙ্কর ব্রাহ্মণ  
পুত্রের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

বারটী পদ্য বলিয়া পুত্র নিবৃত্ত হইলে গুরুবর  
তাহার পিতাকে বলিতে লাগিলেন, এপুত্র  
তোমার সহিত একত্রে বাস করিবার যোগ্য নয় ;



পুরাভব্যাসবশেন সর্বং স বেত্তি সম্যক্ ন চ  
বক্তি কিঞ্চিৎ । নোচেৎ কথং স্বানুভবৈকগর্ভ-  
পদ্যানি ভাষেত নিরঙ্করাস্যঃ ॥ ৬০ ॥

ন সক্তিরস্তু গৃহাদিগোচরা নাত্মীয়দেহে  
ভ্রমতোহস্য বিদ্যতে । তাদাত্ম্যতাহমত্ব মমেতি  
বেদনং যদা ন সা স্যে কিমু বাহুবস্তুষু ॥ ৬১ ॥

ন ভবতি । কিঞ্চামুনা জড়তাস্পদেন তব কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং  
নাস্তি ॥ ৫৯ ॥

নশ্বেবংভূতেন তবাপি কিং প্রয়োজনমিত্যাশঙ্ক্যাহ ।  
পুরাভবন্ত পূর্বজন্মনো হ্যভ্যাসস্ত বশেন স তব পুত্রঃ সর্বং  
জানাতি ॥ ৬০ ॥

ন বস্তং যোগো ভবতা সহায়মিত্যত্র হেতুমাং । অস্ত  
গৃহাদিবিষয়াসক্তিরাসক্তির্নাস্তি । তথাআত্মীয়দেহে ভ্রমাত্মাদা-  
ত্ম্যতাহমত্ব ন বিদ্যতে, তথা দেহাদাত্ম্য মমেতি জ্ঞানমস্ত ন বি-  
দ্যতে সা তাদাত্ম্যতা তু যদা স্যে দেহে নাস্তি তদা বাহুবস্তুষু সা  
নাস্তীতি কিমু বক্তব্যম্ ॥ ৬১ ॥

জড়তার আধার এপুত্র দ্বারা তোমারও কোন  
প্রয়োজন দেখি না ॥ ৫৯ ॥

পূর্বজন্মের অভ্যাস বশতঃ তোমার পুত্র সকল  
বিষয় উত্তম রূপে জানিতে সক্ষম হইয়াছে এবং  
কাহারও সহিত কথা কহিতে ইচ্ছা করে নাই । ন-  
তুবা যে মুখে কস্মিন্ কালে কোন অঙ্কর নির্গত  
হয় নাই, সেই মুখ দিয়া কিরূপে তোমার পুত্র  
এরূপ নিজের অনুভব পূর্ণ ও সারগর্ভ পদ্য সকল  
বলিতে সক্ষম হইল ? ॥ ৬০ ॥

তোমার পুত্রের গৃহ কি গৃহোচিত পদার্থে  
আসক্তি নাই । ভ্রম বশতঃ নিজদেহেও “নিজ-

ইতীরয়িত্বা ভগবান্ দ্বিজাত্মজং যযৌ গৃহীত্বাদি-  
শমীপিতাং পুনঃ । বিপ্রোহপ্যনুভ্রজ্য যযৌ স্বম-  
ন্দিরং কিয়ৎপ্রদেশং স্থিরধী বহুশ্রুতঃ ॥ ৬২ ॥

ততঃ শতানন্দমহেন্দ্রপূর্বৈঃ সুপর্ববৃন্দৈরুপ-  
গীয়মানঃ । পদ্মাংত্রিমুখৈঃ সমমাপ্তকামঃ ক্লেণী-  
পতিঃ শৃঙ্গগিরিং প্রতস্থে ॥ ৬৩ ॥

ইতীরয়িত্বা ভগবান্ দ্বিজাত্মজং গৃহীত্বা পুনরীপিতাং দিশং  
যযৌ । প্রভাকরসংজ্ঞো বিপ্রোহপি কিয়ৎদেশমনুভ্রজ্য স্ব-  
মন্দিরং যযৌ, নহু স্বপুত্রবিয়োগে ব্যাকুলতাং কিমিতি ন প্রাপে-  
ত্যাশঙ্ক্যাহ স্থিরধী যতো বহুশ্রুতঃ ॥ ৬২ ॥

ততঃ তদনন্তরং বিষ্ণুপ্রমুখৈর্দেববৃন্দৈরুপগীয়মানঃ পদ্মপাদা-  
দিভিঃ সহাপ্তকামো রাজা শৃঙ্গগিরিং প্রতস্থে, শতানন্দো  
মুনের্ভেদে দেবকীনন্দনেহপি চেতি মেদিনী ॥ ৬৩ ॥

দেহ” বলিয়া কোন অভিমান নাই । দেহ ভিন্ন  
অন্য বিষয়েও “আমার” ইত্যাকার জ্ঞানও  
তোমার পুত্রের দেখি না । যখন নিজ দেহেই  
আত্মজ্ঞান নাই, তখন বাহু জড় পদার্থে যে আত্ম-  
জ্ঞান থাকিবে না ইহা বিচিত্র কি ? ॥ ৬১ ॥

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শঙ্কর ব্রাহ্মণের তন-  
য়কে সঙ্গে লইয়া আপনার যে দিকে ইচ্ছা সেই  
দিকে প্রস্থান করিলেন । দ্বিজবর প্রভাকর অত্যন্ত  
বুদ্ধিমান্ এবং বহুতর শাস্ত্রে বুৎপত্তি থাকাতে  
পুত্রের বিরহে কাতর না হইয়া বরং কিঞ্চিৎ দূর  
শঙ্করের অনুগমন করিয়া শেষে আপনার গৃহে  
পুনরায় আগমন করিলেন । ৬২ ।

অনন্তর বিষ্ণু ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতা সকল তাঁ-

যত্রাধুনা পুণ্ড্রমম্ব্যশৃঙ্গস্তপশ্চরত্যাত্মভূদন্তরঙ্গঃ ।  
সংস্পর্শমাত্রেন বিতীর্ণভদ্রা বিদ্যোততে যত্র চ  
তুঙ্গভদ্রা ॥ ৬৪ ॥

অভ্যাগতার্চান্নিতকল্পশাখাকুলক্বাধীতসমস্ত-  
শাখাঃ । ঈজ্যাশতৈর্যত্র সমুল্লসন্তঃ শাস্তাস্তুরায়া  
নিবসন্তি সন্তঃ ॥ ৬৫ ॥

যস্মিন্ শৃঙ্গগিরাবধুনাপি আত্মভূতামন্তরঙ্গঃ ঋষ্যশৃঙ্গ উত্তমঃ  
তপশ্চরতি যত্র চ সংস্পর্শমাত্রেন বিতীর্ণঃ সমর্পিতঃ ভদ্রঃ ক-  
ল্যাণঃ যয়া সা তুঙ্গভদ্রাখ্যা নদী বিদ্যোততে ॥ ৬৪ ॥

যত্র যে সন্তো বসন্তি তান্ বিশিনষ্টি অভ্যাগতানাং পূজয়াহ-  
প্যগ্নীকৃতানাং কল্পবৃক্ষশাখানাং কুলক্বাধীতাঃ সর্বশাখা যৈ-  
রিজ্যাশতৈঃ সম্যগুল্লসন্তঃ শাস্তাস্তুরায়াঃ শাস্তবিদ্যাঃ ॥ ইন্দ্রং ॥  
॥ ৬৫ ॥

হার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল, যতিরাজ পূর্ণ-  
মনোরথ হইয়া পদ্যপাদ প্রভৃতি শিষ্য সঙ্গে পাইয়া  
শৃঙ্গগিরিতে প্রস্থান করিলেন । ৬৩ ।

যে স্থানে অদ্যাপি আত্মধারী ব্যক্তিগণের  
অন্তরঙ্গ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি তপস্যা করিয়া থাকেন ; যে  
স্থানে স্পর্শমাত্রে কল্যাণদায়িনী তুঙ্গভদ্রা নামে  
নদী অদ্যাপি বিরাজমান ; যে স্থানে সাধুপুরুষগণ  
অতিথিগণের অর্চনাদ্বারা যে সমস্ত কল্পবৃক্ষ তুচ্ছ  
হইয়াছে—সেই সমস্ত কল্পতরুর সমস্ত শাখা  
(যাঁহারা উত্তম ও দৃঢ়রূপে অধ্যয়ন করিয়া থাকেন);  
যে স্থানের সজ্জনেরা শত শত যাগযজ্ঞাদির অনু-  
ষ্ঠানে সর্বদাই উল্লাসিত—যে স্থানে যাঁহাদের বিদ্ব  
সকল কখন উপদ্রব করিতে সাহসী হইত না ।

অধ্যাপয়ামাস স ভাষ্যমুখ্যান্ গ্রন্থান্নিজাংস্তত্র  
মনীষিমুখ্যান্ । আকর্ণনেন প্রাপ্যমহাপুমর্থানা-  
দিষ্টবিদ্যাগ্রহণে সমর্থান্ ॥ ৬৬ ॥

মন্দাক্ষনত্রং কলয়ন্ শ্রেণং পরাণুদং প্রাণিত-  
মাংস্যশেষম্ । নিরস্তজীবৈশ্বর্যোর্বিশেষং ব্যাচষ্ট  
বাচস্পতিনির্বিশেষম্ ॥ ৬৭ ॥

তস্মিন্ পর্বতে মনীষিমুখ্যান্ শ্রবণমাত্রেন প্রাপ্যো মহা-  
পুরুষার্থো মোক্ষো যৈস্তানুপদিষ্টবিদ্যাগ্রহণে সমর্থান্ স শ্রীশঙ্করো  
ভাষ্যপ্রমুখান্নিজান্ গ্রন্থানধ্যাপয়ামাস আকর্ণনেন প্রাপ্যো  
মহাপুমর্থো যেভ্যস্তান্ গ্রন্থানিতি বা ॥ ৬৬ ॥

শেষমনস্তং মন্দাক্ষনত্রং লজ্জয়ানত্রং কলয়ন্ কুর্ক্সনিবিশেষ-  
যথাস্তাৎ তথা প্রাণিনামান্তরতমাংসি অজ্ঞানানি প্রাণুদং  
অপাকরোং যতো বাচস্পতিনা নির্বিশেষং যথা ভবতি তথা  
নিরস্তং জীবৈশ্বর্যোর্বিশেষং ব্যাচষ্ট ॥ উৎ ॥ ৬৭ ॥

সেই পর্বতে যে সকল শিষ্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি ; শ্রবণমাত্র  
যে সকল শিষ্য পরম পুরুষার্থ মোক্ষ লাভ করিবার  
যোগ্য পাত্র ; যে সকল শিষ্য গুরুর উপদিষ্ট  
বিদ্যা সকল ধারণা করিতে তৎপর ; সেই সমস্ত  
খ্যাত নামা শিষ্যদিগকে আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্য প্র-  
ভৃতি আপনার গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করাইলেন ।  
। ৬৪ । ৬৫ । ৬৬ ।

অনন্তকেও লজ্জায় নত করিয়া প্রাণিবর্গের  
আন্তরিক যাবতীয় অজ্ঞান তিমির একেবারে  
অপনয়ন করিলেন । বৃহস্পতির মতন নির্বিশেষে  
জীব আর ঈশ্বরের ঐক্য বিশেষ রূপে বলিতে  
লাগিলেন । ৬৭ ।

প্রকল্প্য তত্রেন্দ্রবিমানকল্পং প্রাসাদমাবিকৃত-  
সৰ্বশিল্পম্ । প্রবর্তয়ামাস স দেবতায়ঃ পূজাম-  
জাদৈরপি পূজিতায়াঃ ॥ ৬৮ ॥

যা শারদাস্থেত্যভিধাং বহন্তী কৃতাং প্রতিজ্ঞাং  
প্রতিপালয়ন্তী । অদ্যাপি শৃঙ্গেরিপুরে বসন্তী প্র-  
দ্যোততেহভীষ্টবরান্ দিশন্তী ॥ ৬৯ ॥

ততশ্চ তস্মিন্ পৰ্বত ইন্দ্রবিমানসদৃশমাবিকৃতসৰ্বশিল্পং  
প্রাসাদং প্রকল্প্যাজাদৈরপি পূজিতায়া দেবতায়ঃ পূজাং স  
প্রবর্তয়ামাস অত্র প্রাঞ্চঃ মঠং কৃৎ৷ তত্র বিদ্যাপীঠনির্মাণং  
কৃৎ৷ ভারতীসংপ্রদায়ং নিজশিষ্যং চকার যন্তদৈতমতে স্থিতা  
ভারতীপীঠনিবন্ধকঃ । স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাভূতসংপ্রবং ।  
কক্ষিচ্ছিষ্যং সুরেশ্বরপুত্রং পীঠাধ্যক্ষমকরোদিত ॥ ৬৮ ॥

না দেবতা কেত্যাঙ্কাজ্জায়ামাহ যেতি ॥ ৬৯ ॥

গুরুবর তথায় ইন্দ্রের অমরাবতী ভবনের  
তুল্য বিবিধ শিল্প কার্যে পরিপূর্ণ একটী দেবালয়  
সংস্থাপিত করেন । পরে ব্রহ্মাদি দেবগণ যাহার  
অর্চনা করিয়া থাকেন, সেই প্রতিষ্ঠিত দেবতার  
পূজা \* করেন । ৬৮ ।

যে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন তাহার নাম  
শারদা । আপনার পূর্ব প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন

\* এ বিষয়ে প্রাচীনেরা বলেন, শঙ্কর মঠ করিয়া তথায়  
বিদ্যাপীঠ নির্মাণ করিয়া ভারতী সম্প্রদায়দিগকে আপনার  
শিষ্য করেন । “যে ব্যক্তি অদ্বৈত মতে থাকিয়া ভারতীপীঠকে  
নিন্দা করিবেন, তিনি প্রলয়কাল পর্যন্ত ঘোর নরক যাতনা  
ভোগ করিবেন ।” পরে আচার্য্য সুরেশ্বর নামক কোন একজন  
আপনার শিষ্যকে ঐ প্রতিষ্ঠিত ভারতীপীঠের অধ্যক্ষ করেন ।

চিত্তানুবর্তী নিজধর্মচারী ভূতানুকম্পী তনু-  
বাধিভূতিঃ । কক্ষিচ্ছিনেযোহজনি দেশিকস্য যং  
তোটকাচার্য্যমুদাহরন্তি ॥ ৭০ ॥

স্নাত্বা পুরা ক্ষিপতিকম্বলবস্ত্রমুথৈরুচ্চাসনং  
মুহু সমং স দদাতি নিত্যম্ । সংলক্ষ্য দন্তপরিশো-  
ধনকার্ঠমগ্র্যং বাহাদিকং গতবতে সলিলাদিকঞ্চ ॥  
॥ ৭১ ॥

অথ তত্র যদ্বস্ত্রদর্শয়িতুমারভতে চিত্তানুবর্তীতি । তস্মী  
স্নাত্বা বাধিভূতির্যন্ত স মনভাষণ ইত্যর্থঃ । দেশিকস্ত কক্ষি-  
চ্ছিনেযোহজনি ॥ ৭০ ॥

স সদৈব গুরুশ্রবণপর ইত্যাহ । পুরা গুরুস্নানাং পূর্বঃ  
স্নাত্বাকম্বলবস্ত্রপ্রমুথৈরুচ্চাসনং মুহু কোমলং সমং সমানং  
ক্ষিপতি কেরোতি তং তং কালং সংলক্ষ্য নহাজ্ঞপ্তো নিত্যং  
দন্তপরিশোধনকার্ঠং অগ্র্যং শাস্ত্রোক্তং দদাতি । বাহাদিকং  
গতবতে জলমৃত্তিকাদি চ দদাতি ॥ ৭০ ॥ ৭১ ॥

করিবার জন্য শৃঙ্গেরিপুরে অভীষ্ট বর প্রদান  
পূর্বক অদ্যাপি যিনি বিরাজমান আছেন । ৬৯ ।

আচার্য্যের চিত্তের অনুবর্তী স্বধর্ম প্রতিপালক  
জীবদয়ালু ও মুহুভাবী একজন তথায় গুরুবরের  
শিষ্য হন । যিনি আচার্য্যের শিষ্য হন, সকলে তাঁ-  
হাকে তোটকাচার্য্য বলিয়া আহ্বান করিত । ৭০ ।

গুরুর স্নানের পূর্বে আপনি স্নান করিয়া  
ও বস্ত্রাদি দ্বারা কোমল আর সমান একটী উচ্চা-  
সন গুরুর জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন । নত হ-  
ইয়া উপবেশন করিলে গুরু যখন যাহা আজ্ঞা করি-  
তেন, তখন শাস্ত্রোক্ত দন্তকার্ঠ আনিয়া দিতেন  
এবং শৌচ প্রস্রবার্থ জল ও মৃত্তিকাদি দান করি-  
তেন । ৭১ ।

শ্রীদেশিকায় গুরবে তনুমার্জবস্ত্রং বিশ্রাণয়ত্য-  
নুদিনং বিনয়োপপন্নঃ । শ্রীপাদপদ্মযুগমর্দনকো-  
বিদশ্চ চ্ছায়েব দেশিকমসৌ ভূশমম্বয়াদ্যঃ ॥ ৭২ ॥

গুরোঃ সমীপে নতু জাতু জন্ততে প্রসারয়মো-  
চরণৌ নিষীদতি । নোপেক্ষতে বা বহবা ন ভা-  
ষতে ন পৃষ্ঠদশ পুরতোহস্য তিষ্ঠতি ॥ ৭৩ ॥

তিষ্ঠন্ গুরৌ তিষ্ঠতি সংপ্রয়াতে গচ্ছন্ ক্র-

বিশ্রাণয়তি । প্রযচ্ছতিস্ম, যোহসৌ দেশিকং চ্ছায়েবাম্বগ-  
চ্ছৎ ॥ ৭২ ॥

বক্তব্যং নোপেক্ষতে বা বহবা ন ভাষতে বংশস্থেভ্রবংশা-  
মিশ্রিতদ্বাপজাতিঃ ইথং কিলাত্মানপি মিশ্রিতাসু স্মরন্তি  
জাতিষ্চিদমেব নামেত্যুক্তত্বাৎ ॥ ৭৩ ॥

কিঞ্চ গুরৌ তিষ্ঠতি সতি তিষ্ঠন্ তস্মিন্ সংপ্রয়াতে গচ্ছন্

বিনয় সহকারে প্রতিদিন গুরুদেবকে গাত্র  
মার্জনী বস্ত্রদান করিতেন । ঐ শিষ্য গুরুদেবের  
শ্রীপাদপদ্মযুগল মর্দন করিতে জানিতেন,  
স্বতরাং গুরু যখন যে স্থানে গমন করিতেন সেই  
স্থানে ছায়ার মতন তাঁহার অনুগামী হইয়া আপ-  
নার বিনয় ও নত্বতা দেখাইতেন । ৭২ ।

তোটক গুরুর সমীপে কখন জন্তা (হাই)  
তুলিতেন না ; পদদ্বয় প্রসারণ করিয়া কখন উপ-  
বেশন করিতেন না ; গুরুদেব কোন কথা कहিলে  
তাহা উপেক্ষা করিতেন না ; অথবা অধিক বাক্য  
ব্যয় করিতেন না ; আপনার পৃষ্ঠ দেখাইয়া কদাচ  
গুরুর সম্মুখে বসিতেন না । ৭৩ ।

গুরু উপবেশন করিলে উপবেশন করিতেন—

বাণে বিনেয়ন শৃণু । অনুচ্যমানোহপি হিতং বি-  
ধন্তে যচ্চাহিতং তচ্চ তনোতি নাস্য ॥ ৭৪ ॥

তস্মিন্ কদাচন বিনেয়বরে স্বশাটীপ্রক্ষালনায়  
গতবত্যাৎপবর্তনীগাঃ । ব্যাখ্যানকর্ম্মণি তদাগমমীক্ষ-  
মাণো ভক্তেষু বৎসলতয়া বিললম্ব এষঃ ॥ ৭৫ ॥

শান্তিপাঠমথকর্ত্তুমসংখ্যেযুদ্যতেষু সর্বিনেয়ব-

ক্রবাণে বিনেয়ন শৃণু সন্নকথ্যমানোহপি হিতং বিধন্তে যচ্চাস্ত  
গুরোরহিতং তচ্চ ন বিস্তারয়তি উঃ ॥ ৭৪ ॥

এবমুত্তে তস্মিন্ শিষ্যবরে কদাচিৎ স্বশাটীপ্রক্ষালনায় অপব-  
র্তনীগাঃ নদীজলানি প্রতিগতবতি তস্তাগমনমীক্ষমাণো ভক্তেষু  
বৎসলতয়া ব্যাখ্যানার্থে কর্ম্মণি বিললম্ব, গোঃ স্বর্গে চ বলী-  
বর্দে রশ্মৌচ কুলিশে পুমান্ । স্ত্রী সৌরভেযী দৃগ্ধাণদিগ্ধাগ্ভূম্যপ  
স্বভূমিচেতি মেদিনী ॥ বাঃ ॥ ৭৫ ॥

অথানন্তরমসংখ্যাতেষু শিষ্যবরেষু শান্তিপাঠং কর্ত্তুং উদ্য-

গমন করিলে গমন করিতেন—কোন কথা  
বলিলে তাহা বিনয়ে শ্রবণ করিতেন—গুরুদেব  
না থাকিলেও সদাই হিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি-  
তেন—গুরুর বাহা অহিত, এরূপ কার্য্য কদাচ  
করিতেন না । ৭৪ ।

কোন সময়ে শিষ্যবর শাটী (পরিধেয় বস্ত্র)  
প্রক্ষালন করিবার জন্য নদীর জলে গমন করিলে  
ভক্তবৎসল গুরুদেব তাহার আগমন প্রতীক্ষা  
করিয়া ভাষ্যাদির ব্যাখ্যা কার্য্যে বিলম্ব করিতে  
লাগিলেন । ৭৫ ।

অনন্তর অগণিত শিষ্যগণ শান্তিপাঠ করিতে  
উদ্যত হইলে গুরুদেব বলিতে লাগিলেন ।



রেষু । স্থীয়তাং গিরিরপি ক্ষণমাত্রাদেষ্যতীতি  
সমুদীরয়তিস্ম ॥ ৭৬ ॥

তাং নিশম্য নিগমান্তগুরুক্তিং মন্দধীরনধিকা-  
র্যাপি শাস্ত্রে । কিং প্রতীক্ষত ইতিস্ম ভীতিঃ  
পদ্মপাদমুনিনা সমদর্শি ॥ ৭৭ ॥

তশ্চ গর্ব্বমপহর্তুমথর্ব্বং স্বাশ্রয়েষু করুণাতি-  
শয়াচ্চ ॥ ব্যাদিদেশ স চতুর্দশ বিদ্যাঃ সদ্য এব  
মনসা গিরিনাস্তে ॥ ৭৮ ॥

তেষু সৎসু স দেশিকেক্সঃ স্থীয়তাং গিরিরপি ক্ষণমাত্রাদেষ্য-  
তীতি গিরতিস্ম ॥ স্বাং ॥ ৭৬ ॥

তাং বেদান্তরূপাং গুরুক্তিং নিশম্য মন্দবুদ্ধিদ্বাদ্ভীতিঃ কুড্য-  
তুলো জড়ঃ শাস্ত্রেহনধিকার্যাপি কিমর্থং প্রতীক্ষত ইতি স্মহ  
পদ্মপাদমুনিনা ভীতিঃ সমদর্শি ॥ ৭৭ ॥

অথর্ব্বম নল্লং তশ্চ পদ্মপাদশ্চ গর্ব্বমপাহর্তুং স্বয়মেব আ-  
শ্রয়ো যেযাং তথাভূতেষু স্বভক্তেষু করুণায়া অতিশয়াচ্চ স  
শ্রীশঙ্করস্তৎক্ষণ এব গিরিনাস্তে চতুর্দশ বিদ্যা মনসা আদিদেশ  
॥ ৭৮ ॥

“তোমরা স্থির হও, ক্ষণকালের মধ্যে গিরি আগ-  
মন করিবেক ।” ৭৬ ।

বেদান্তের মতন শ্রদ্ধের গুরুর ঐ বচন শ্রবণ  
করিয়া একজন শাস্ত্রের অনধিকারী মৃঢ়মতি শিষ্য  
বলিতে লাগিল “কেন তাহার জন্য আপনারা  
প্রতীক্ষা করিতেছেন ?” । এইরূপ বচনে পদ্মপাদ  
ভয় দেখাইতে লাগিল । ৭৭ ।

পদ্মপাদের অনন্ত গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার প্রত্যা-  
শায় এবং আপনার আশ্রিত ভক্ত শিষ্যগণের

সোহধিগম্য তদমুগ্রহমগ্র্যং তৎক্ষণেন বিদিতা-  
খিলবিদ্যাঃ ॥ ঐক্ট দেশিকবরং পরতত্ত্বব্যঞ্জকৈ-  
ল্ললিততোটকবৃষ্টৈঃ ॥ ৭৯ ॥

স গিরিবয়ং অগ্র্যং তশ্চ গুরোরমুগ্রহমধিগম্য তৎক্ষণেন বেদি-  
তাখিলবিদ্যাঃ ভগবন্মুদধৌ মৃতিজন্মজলে স্নুথদুঃখবাসে পতিতং  
ব্যথিতং । রূপয়াশরণাগতমুন্ধর মামমুশায্যুপসন্নমনন্তগতিন্ ॥ ১ ॥

বিনিবর্ত্য তরীং বিষয়ে বিষমাং পরিমুচ্য শরীরবিবন্ধ-  
মতিং । পরমাত্মপদে ভব নিত্যরতো জহি মোহময়ং ভ্রমমাশ্র-  
মতে ॥ ২ ॥

বিসৃজামময়াদিষু পঞ্চসু তাময়মস্মি মনেতি মতিং সততং ।  
দৃশিক্রপমনস্তমজং বিগুণং হৃদয়স্থনবৈহি সদাহমিতি ॥ ৩ ॥

জলভেদকৃতা বহুতেব রবের্ঘটিকাদিকৃতা নভসোহপি বথা ।  
মতিভেদকৃতা নু তথা বহুতা তব বুদ্ধিশোহবিকৃতশ্চ সদা ॥ ৪ ॥

দিনকুৎপ্রভয়া সদৃশেন সদা জনবিত্তগতং সকলং স্বচিতা ।  
বিদিতং ভবতাহবিকৃতেন সদা যত এবমতোহসি সদেব সদা ॥ ৫ ॥

ইত্যাতিগুরুশিষ্যসংবাদেন পরতত্ত্বব্যঞ্জকৈরিহ তোটক-  
মমুধিসৈঃ প্রথিতনিত্যাক্তলক্ষণৈস্তোটকবৃষ্টৈঃ সহ দেশিকবরং  
শ্রীশঙ্করং প্রত্যাগতবানিত্যর্থঃ স্বাং ॥ ৭৯ ॥

উপর নিরতিশয় করুণা থাকাতে শঙ্করাচার্য্য তৎ-  
ক্ষণাৎ মনে মনে গিরিকে চতুর্দশ বিদ্যা আদেশ  
করিলেন । ৭৮ ।

তখন গিরি গুরুদেবের অনন্য দুর্লভ অনুগ্রহ  
পাইয়া তৎক্ষণাৎ সকল শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ হইল ।  
অনন্তর পরমার্থ তত্ত্বের অর্থ প্রকাশক গুটি কত  
তোটক ছন্দের কবিতা লইয়া গুরুবর শঙ্করের  
নিকটে উপস্থিত হন \* । ৭৯ ।

\* ভগবন্! যে সমুদ্রের মৃত্যু আর জন্ম জল ; স্নুথ আর  
দুঃখ মৎস্ত ; আমি সেই ভবসাগরে পতিত হইয়া ব্যথিত হই-  
য়াছি । আপনি করুণা করিয়া এই শরণাগত ব্যক্তিকে উদ্ধার

শ্রীমদ্দেশিকপাদপঙ্কজযুগীমূলা তদেকাশ্রয়া  
তৎকারুণ্যসুধাবসেকসহিতা তত্ত্বক্তিসম্বল্লরী ॥  
হৃদ্যং তোটকবৃত্তবৃত্তরচিরং পদ্যাত্মকং সৎফলং  
লেভে ভোক্তৃমনোহৃতিসত্তমশুকৈরাশ্বাদ্যমানং  
মুহুঃ ॥ ৮০

শ্রীমদ্দেশিকপাদপঙ্কজযুগলং মূলং যন্তাঃ স শ্রীশঙ্কর এব  
এক আশ্রয়ো যন্তাস্তত্ত্ব কারুণ্যসুধাবসেকেন সহিতা তন্ত গিরে-  
ভক্তিলক্ষণা সম্বল্লরী তোটকবৃত্তলক্ষণেন বৃত্তেন প্রবন্ধেন হৃদ্যং

ঐ গিরির ভক্তিরূপ যে সৎ মঞ্জুরী আছে  
উহার মূল শঙ্করাচার্যের পাদপদ্ম যুগল ; স্বয়ং  
শঙ্করই তাহার আশ্রয় ; শঙ্করের করুণারূপ অমৃত  
প্রবাহে উহা একান্ত অভিষিক্ত ; আজি ভোগার্থী  
পণ্ডিত রূপ শুকপক্ষি সকল যেখানে বারম্বার

করুন । আমি অবসন্ন, আমার আর অত্ন গতি নাই—এ-  
ক্ষণে আমাকে শাসন করুন । ১ । বিষয়ভোগে বিষম তরী কি-  
রাইয়া শরীর বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরমাত্মার পদে নিত্য রত  
থাক—আত্মজ্ঞানী হইয়া মোহময় ভ্রম ত্যাগ কর । ২ । অন্ন-  
নয় প্রভৃতি পাঁচ পদার্থে “এই আমি—আমার” ইত্যাকার  
বুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ কর । অনন্তর জ্ঞানরূপ, অনন্ত,  
অজ, নিগুণ পরমাত্মাকে হৃদয়স্থিত বলিয়া জানিও—যে আমি  
সেই আত্মা । ৩ । রবি এক হইলেও যেমন জলভেদে বহু হয় ;  
আকাশ এক হইলেও ঘটাকাশ পটাকাশ ইত্যাদি রূপে কতই  
প্রভেদ হয় ; তদ্রূপ তুমি অবিকারী, জ্ঞানরূপী হইলেও বুদ্ধি-  
ভেদে সদাই বহুত্ব অনুভূত হয় । ৪ । সূর্য্যের প্রভা যেমন সকল  
বস্তু প্রকাশ করে, তার মতন আপনি চিৎস্বরূপ হইলেও অবি-  
কৃত ভাবে সর্বদা সকল জনের মনোগত ভাব অবগত হইয়া-  
ছেন । যখন এরূপ দেখিতেছি, তখন আপনিও সর্বদাই সনা-  
তন ভাবে অবস্থিত । ৫ ।

যেনৌন্নত্যমবাপিতা কৃতপদা কামং ক্রমায়া-  
মিয়ং শ্লিঃ শ্রেণিঃ পদমুন্নতং জিগমিষোর্বোমস্পৃশস্তী-  
পরং ॥ বংশ্যা কাহপ্যধরীকৃতত্রিভুবনশ্রেণী গুরুণাং  
কথং সেবা তন্ত যতীশিতু ন বিরলং কুর্বীত গুর্বা  
তমঃ ॥ ৮১

অথ তোটকবৃত্তপদ্যজাতৈরয়মজ্ঞাতসুপর্ব-

সুন্দরং ভোক্তৃং মনো যেযাষ্টেঃ সত্তমলক্ষণৈঃ শুকৈশ্মুহুরা-  
শ্বাদ্যমানং পদ্যাত্মকং ফলং লেভে ॥ শাং ॥ ৮০ ॥

অত্র বিশ্বয়ো ন কার্য্য ইত্যাশয়েনাই । যেনৌন্নত্যং প্রা-  
পিতা সতী, ভূমৌ যথেষ্টং কৃতপদা লক্ষ্যম্পদা অধরীকৃতত্রিভুবন-  
পংক্তিঃ । গুর্বা শ্রেষ্ঠা গুরুণাং সেবা উন্নতং পরং পদং মোক্ষং  
গন্তমিচ্ছাঃ কাপি বংশোত্তবা নিঃশ্রেণিরধিরোহিণী তন্ত যতীশিতু-  
র্গিরেস্তুমোহজ্ঞানং বিরলং কথং ন কুর্বীত ॥ ৮১ ॥

অথানন্তরময়মজ্ঞাতাঃ সুপ্রস্তাবা যাসু তথাভূতাঃ স্তুতয়ো  
যেন তথাভূতোহপি পর্ব ক্লীবে গ্রহে গ্রহৌ প্রস্তাবে লক্ষণান্তর

আশ্বাদন করিয়া থাকে, সেই তোটক ছন্দোরচিত  
মনোহর পদ্যরূপ ফল ঐ মঞ্জুরীতে ক্রমশঃ ফলিত  
হইল ॥ ৮০ ॥

যিনি গুরু সেবার উন্নতি দেখাইয়াছেন ; যে  
গুরু সেবা ভূতলে যথেষ্ট পরিমাণে স্থান লাভ  
করিয়াছে ; যে গুরু সেবা সমস্ত পদার্থ তুচ্ছ করি-  
য়াছে ; যে গুরু সেবা আকাশ স্পর্শ করিতেও ক্ষুব্ধ  
হয় না ; আজি সেই গুরু সেবা পরম উন্নত মোক্ষ-  
পদ প্রার্থীর কোন সঙ্কশজাত সোপানের মতন ঐ  
যতিবর গিরির হৃদয় তিমির দলন করিল  
॥ ৮১ ॥

অনন্তর ঐ গিরি যে সমস্ত স্বাক্য প্রয়োগ  
করেন, তাহার সুপ্রস্তাব কেহই জানিতে পারিল

সৃষ্টিকোহপি ॥ দয়্যৈব গুরোজয়ীশিরোহর্থং স্ফুট-  
যমৈকি বিচক্ষণঃ সতীর্থৈঃ ॥ ৮২ ॥

অথ তস্ত বুদ্ধস্য বাক্যগুণঃ নিশমম্যাহমৃতমাধু-  
রীধুরীণং ॥ জলজাষ্টিমুখাঃ সতীর্থ্যবর্যাঃ স্মবম-  
নস্য সবিস্ময়া বভূবুঃ ॥ ৮৩ ॥

ভক্ত্যুৎকষাৎ প্রাচুরাসন্ যতোহস্মাৎ পদ্যা-

ইতি মেদিনী । গুরোদয়্যৈব তোটকবৃত্তপদ্যজাতৈশ্বরীশির-  
সামর্থং স্ফুটয়ন্ সতীর্থ্যগুরোঃ শিষ্যৈর্বিচক্ষণ ঐক্ষি দৃষ্টঃ ॥  
বিরো ॥ ৮২ ॥

অথানন্তরং তস্ত বাক্যানাং সন্দর্ভমমৃতমাধুরীধুরীণং নিশম্য  
পদ্যপাদপ্রমুখাঃ সতীর্থ্যবর্যাঃ গর্বঃ পরিত্যজ্য সবিস্ময়া বভূবুঃ  
৮৩

তোটকাখ্যাপদ্যপ্রাচুর্য এব তদাখ্যাপ্রবৃদ্ধিনিমিত্তমি-  
ত্যাং ভক্তীতি । যতোহস্মাদগিরেঃ সন্তি সমীচীনানি তোটক-

না । তথাপি তিনি গুরুর কৃপায় তোটকছন্দে  
যে সমস্ত কবিতা রচনা করেন, তাহা দ্বারা বেদ-  
মস্তক বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ প্রকাশ করিলেন ।  
তখন গুরুদেবের অন্যান্য শিষ্যগণ, বিচক্ষণ গিরিকে  
দেখিতে লাগিল ॥ ৮২ ॥

অমৃতরসের মাধুর্য অপেক্ষাও স্নমধুর গিরির  
বাক্যরচনা শুনিয়া পদ্যপাদ প্রভৃতি যে সমস্ত  
প্রধান প্রধান শিষ্য ছিল, তাহারা অহঙ্কার বিস-  
র্জন দিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন ॥ ৮৩ ॥

গুরুর উপর নিরতিশয় ভক্তি থাকাতে ঐ গিরি  
হইতে যে সমস্ত তোটকছন্দের সমীচীন পদ্য  
প্রাচুর্ভূত হয়, তাহাতেই বেদাচার রত শিষ্টগণ

শ্রেবং তোটকাখ্যানি সন্তি । তস্মাদাহস্তোটকাচা-  
র্যামেনংলোকে শিষ্টাঃ শিষ্টবংশং মুনীন্দ্রম্ ॥ ৮৪ ॥

অদ্যাপি তৎপ্রকরণং প্রথিতং পৃথিব্যাং তৎ-  
সংজ্ঞয়া লঘুমহাৰ্থমনল্লনীতি । শিষ্টৈর্গৃহীতমতি-  
শিষ্টপদানুবিক্রং বেদান্তবেদ্যপরতত্ত্বনিবেদনং  
যৎ ॥ ৮৫ ॥

তোটকাহ্ময়মবাপ্য মহর্ষেঃ খ্যাতিমাপ স দি-  
শাস্ত তদাদি । পদ্যপাদসদৃশপ্রতিভাবান্ মুখ্যশিষ্য-  
পদবীমপি লেভে ॥ ৮৬ ॥

সংজ্ঞানি পদ্যানি প্রাচুরাসংস্তস্মাদেনং শিষ্টবংশপ্রসূতং শিষ্টা-  
বেদাচাররতাঃ তোটকাচার্য্যমাহঃ ॥ ৮৪ ॥

বেদান্তবেদ্যপরতত্ত্বনিবেদনং যত্তৎপ্রকরণমদ্যাপি পৃ-  
থিব্যাং তৎসংজ্ঞয়া প্রথিতং তদ্বিশিনষ্টি । লঘুসম্মাহস্তোহর্থ-  
যস্মিন্নল্লনীতি যুক্তয়ো যস্মিন্নতিশ্রেষ্ঠপদৈরনুবিক্রং যুক্তং  
তদত এব শিষ্টৈর্গৃহীতম্ ॥ বং ॥ ৮৫ ॥

মহর্ষেঃ ত্রিশঙ্করাতোটকাখ্যামবাপ্য তদারভ্য আশাস্ত  
খ্যাতিমাপ ॥ স্বাং ॥ ৮৬ ॥

জগতে মহাবংশসম্ভূত ঐ মুনিকে তোটকাচার্য্য  
বলিয়া আহ্বান করিত ॥ ৮৪ ॥

বেদান্ত শাস্ত্রে যে পরম তত্ত্বের বিষয় উপদেশ  
দেয়া আছে, তৎসম্বন্ধে গিরি যে প্রকরণ পুস্তক  
প্রণয়ন করেন, ভূতলে ঐ পুস্তক অদ্যাপি ঐ নামে  
বিখ্যাত আছে । পুস্তক খানি ক্ষুদ্র হইলেও তা-  
হার অর্থ অতি মহান্, তাহাতে নীতিরভাগ প্রচুর  
পরিমাণে অবস্থান করিতেছে; অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ও  
সুন্দর পদদ্বারা ঐ পুস্তক খানি নিবদ্ধ, তাহাতেই  
শিষ্ট সকল ঐ পুস্তকের উপর যথেষ্ট আগ্রহ  
প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥ ৮৫ ॥

পুমর্থাশ্চহারঃ কিমুত নিগমা ঋক্ প্রভৃত্যঃ প্র-  
ভেদা বা মুক্তের্বিমলতরসালোক্যমুখরাঃ । মুখা-  
ন্যাহো ধাতুশ্চিরমিতি বিমৃশ্যথ বিবুধা বিদ্বঃ শি-  
ষ্যান্ হস্তামলকমুখরান্ শঙ্করগুরোঃ ॥ ৮৭ ॥

হস্তামলকপদ্মপাদসুরেশ্বরতোটকাখ্যেদাচার্য্যশিষ্যেণ বি-  
বুদ্ধকৃতবিমর্শং দর্শয়তি । ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যাশ্চহারঃ কিমুত-  
ঋক্ যজুঃ সামাথর্ব্বণাখ্যা বেদাঃ কিংবা সালোক্যপ্রমুখাঃ সালোক্য-  
সামীপ্যসারূপ্যসায়ুজ্যখ্যা মুক্তের্ভেদাঃ আহোশ্চিদ্রন্ধণো মুখা-  
নীতি । বিবুধা দেবাঃ পণ্ডিতা বা চিরং বিমৃশ্য বিচার্য্য হস্তাম-  
লকাदीन् শঙ্করগুরোঃ শিষ্যান্ বিদ্বঃ ॥ শিঃ ॥ ৮৭ ॥

গিরি, মহর্ষি শঙ্করের নিকট হইতে তোটকা-  
চার্য্য নাম পাইয়া তদবধি দিগ্দিগন্তে সুখ্যাতি ও  
কীর্ত্তি লাভ হইতে লাগিল । পদ্মপাদের মতন  
ক্ষমতা থাকাতে গুরুদেবের প্রধান শিষ্যপদে অধি-  
রূঢ় হন ॥ ৮৬ ॥

হস্তামলক, পদ্মপাদ, সুরেশ্বর আর তোটকা-  
চার্য্য এই চারিজন শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য দেখিয়া  
দেবতাগণ মনে মনে তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিল ।  
এই চারিজন শিষ্য কি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ?  
অথবা ঋক্, যজু, সাম ও অথর্ব্ব বেদ ? কিম্বা  
সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, আর সায়ুজ্য এই  
চারি প্রকার মুক্তি ? অথবা ইহারা ব্রহ্মার চারিটি  
মুখ ? দেবতাগণ অথবা পণ্ডিতগণ অনেকক্ষণ  
পর্য্যন্ত বিচার করিয়া হস্তামলকদিগকে গুরুবর  
শঙ্করের শিষ্য বলিয়া জানিতে পারিল ॥ ৮৭ ॥

স্ফারদ্বারপ্রঘাণদ্বিরদমদসমুল্লোলকল্লোল ভৃঙ্গী-  
সঙ্গীতোল্লাসভঙ্গীমুখরিতহরিতঃ সম্পদোহকিম্প-  
চানৈঃ । নিষ্ঠূয়ন্তেহতিদূরাদধিগতভগবৎপাদসি-  
দ্ধান্তকাষ্ঠানিষ্ঠাসম্পদ্বিজ্ঞান্নিরবধিসুখদস্বাত্মলাভৈক-  
লোভৈঃ ॥ ৮৮ ॥

স্ফারদ্বারাণাং বিস্তীর্ণদ্বারাণাং প্রঘাণেষু বাহুপ্রকোষ্ঠেষু  
দ্বিরদানাটমরাবত প্রভৃतीনাং গজানাং মদন্ত সমুল্লোলেসু অতি-  
চঞ্চলেসু কল্লোলেসু বা ভৃঙ্গ্যস্তানাং সঙ্গীতশ্রোতাসভঙ্গ্যা মুখরি-  
তা মুখরীকৃতা ধনিতা হরিতো দিশো যাসু তাঃ স্বর্গসম্পদঃ  
অধিগতা যা ভগবৎপাদসিদ্ধান্তকাষ্ঠা তস্তাঃ নিষ্ঠায়াঃ সম্পদ  
উল্লসন্নিরবধিকসুখদস্ত স্বাত্মনো লাভশ্চৈকো মুখ্যো লোভো  
যেষাশ্চৈক্যকিম্পচানৈরত্যাগাদৈর্নিষ্ঠূয়ন্তে ত্বৎক্রিয়ন্তে ॥ অঃ ॥  
॥ ৮৮ ॥

যাঁহারা ভগবান্ শঙ্করের শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের  
পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন ; ভগবানের সিদ্ধান্ত  
শুনিতে যাঁহাদের নিষ্ঠা বা আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা  
আছে ; ঐ বেদান্ত শাস্ত্রের ঐশ্বর্য্যে যাঁহারা নিরতি-  
শয় সুখ উল্লাসিত দেখিয়া ঐ সুখের মূলকারণ পরমা-  
ত্মতত্ত্ব পাইবার প্রত্যাশায় যাঁহাদের হৃদয় একান্ত  
লুব্ধ হইয়াছে ; তাঁহারা-দেবরাজ ইন্দ্রের প্রশস্ত  
দ্বারদেশের বাহু প্রকোষ্ঠে ঐরাবত প্রভৃতি হস্তী-  
গণের মদবারির অতি চঞ্চল তরঙ্গ শ্রোতে ভ্রমর  
ভ্রমরীর সুমধুর সঙ্গীত ভঙ্গীদ্বারা স্বর্গীয় ঐশ্বর্য্যের  
চারিপাশ্ব শব্দিত হইলেও দূর হইতে ঐ ঐশ্বর্য্যের  
উপর নিষ্ঠীবন ( থুতু ) ত্যাগ করিয়া থাকেন  
॥ ৮৮ ॥



সমিচ্ছানো মন্ডাচলমথিতসিকুদরভবৎসুধা-  
ফেনাভেনাহমৃতকুচিনিভেনাত্মযশসা । নিরুচ্ছানো  
দৃষ্ট্যাপরমহং পন্থানমসতাং পরাধ্বৈষ্যে শিষ্যৈর-  
রমত বিশিষ্যৈষ মুনিরাট্ ॥ ৮৯ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্বাস্তবাত্ম্যাদিসংশ্রয়ঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোহয়ং দ্বাদশোহভবৎ ॥

মন্ডাচলেন মথিতাং সিকোভবন্ত্যাঃ সুধায়াঃ ফেনস্যা-  
ভাবদাভা যন্তাহমৃতকাস্তিনিভেন তত্তুল্যেন স্বযশসা দেদীপ্য-  
মানঃ স্বদৃষ্ট্যাপরং নিরুচ্ছং পরমত্বং বাহসতাংনিরুচ্ছনঃ পটের-  
ধ্বৈষ্যে শিষ্যৈঃ সহ মুনিরাট্ শ্রীশঙ্করো বিশেষেণাহরমত ॥ ৮৯ ॥  
॥ শিঃ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-

শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারসুহৃদন-

পতিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে

দ্বাদশঃ সর্গঃ সমাপ্তিমবীভজৎ ॥

মন্ডরাচল দ্বারা সমুদ্র মন্থন হইলে তাহার  
উদরে যে সুধারাশি ছিল, তাহার ফেনের সদৃশ  
শ্বেতবর্ণ এবং অমৃতকাস্তি তুল্য স্বীয় কীর্তিকলাপ  
দ্বারা দেদীপ্যমান হইয়া, আহা! কি আশ্চর্য্য!  
তখন আপনার দৃষ্টি দ্বারা নিরুচ্ছ অসংদিগকে  
পরাস্ত করিয়া সর্ববিজয়ী শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে  
মুনিরাজ শঙ্কর সবিশেষ আনন্দিতচিত্ত হইলেন  
॥ ৮৯ ॥

ইতি দ্বাদশ অধ্যায়ঃ ।

অথ ত্রয়োদশঃ সর্গঃ ।

ততঃ কদাচিৎ প্রণিপত্য ভক্ত্যা স্বরেশ্বরার্ঘ্যো  
গুরুমাত্মদেশম্ । শারীরকেহ ত্যস্তগভীরভাবে বৃত্তিঃ  
ক্ষুটং কর্তুমনা জগাদ ॥ ১ ॥

মম যৎকরণীয়মস্তি তে ত্বমিমং মামমুশাধ্যসংশ-  
য়ম্ । তদিদং পুরুষস্য জীবিতং যদয়ং জীবতি ভ-  
ক্তিমান্ গুরৌ ॥ ২ ॥

অথ বার্তিকাস্তব্রহ্মবিদ্যাপ্রবৃত্তিঃ সপরিকরাং নিরূপয়িতু-  
মারভতে । ততঃ কদাচিদাত্মোপদেষ্টারং বহা আত্মদানামীশং  
গুরুং ভক্ত্যাপ্রণিপত্য স্বরেশ্বরার্ঘ্যোহস্ত্যস্তং গভীরো ভাবো যন্ত  
তথাভূতে শারীরকভাষ্যে বৃত্তিঃ ক্ষুটং বথাত্মাং তথা কর্তুমনা  
বভাষে উপজাতিঃ ॥ ১ ॥

যহুবাচ তদাহ । মম যৎ করণীয়মস্তি ত্বমিমং মামসংশয়-  
মমুশাধি আজ্ঞাপয় যতো যদয়ং গুরৌ ভক্তিমান্ সন্ জীবতি  
তদিদমেব পুরুষস্ত জীবিতং, বিমো ॥ ২ ॥

এই পরিচ্ছেদে ব্রহ্মবিদ্যা বেদান্ত শাস্ত্রের  
বার্তিক রচনা করিবার জন্য কাহার কোন্ সময়ে  
প্রবৃত্তি হইয়াছিল? তাহাই সবিস্তরে বর্ণিত হইবে ।  
অনন্তর কোন সময়ে স্বরেশ্বরার্ঘ্য আত্মতত্ত্বের  
উপদেষ্টা গুরুদেবকে ভক্তি ভাবে নমস্কার করিয়া  
অত্যন্ত গভীর ভাব পূর্ণ শারীরক ভাষ্যের বৃত্তি  
প্রকাশ্যে করিতে ইচ্ছা করিয়া বলিতে লাগিল  
॥ ১ ॥

আমার যাহা করিতে হইবে আপনি নিঃস-  
ন্দেহে আমাকে তাহা আজ্ঞা করুন । তাহার কারণ  
এই-যেব্যক্তি গুরুর উপরে ভক্তিমান্ হইয়া জীবন

ইতীরিতে শিষ্যবরেণ শিষ্যং প্রোচদগরীয়ানতি-  
হৃষ্টচেতাঃ । মৎকস্য ভাষ্যস্য বিধেয়মিষ্টং নিব-  
ন্ধনং বার্তিকনামধেয়ম্ ॥ ৩ ॥

ঋতুং সতর্কং ভবদীয়ভাষ্যং গন্তীরবাক্যং ন ম-  
য়াস্তি শক্তিঃ । তথাপি ভাবৎকটাক্ষপাতে যতে  
যথাশক্তি নিবন্ধনায় ॥ ৪ ॥

মৎকস্য মদীয়স্ত ভাষ্যস্ত বার্তিকনামধেয়মিষ্টং নিবন্ধনং যয়া  
বিধেয়ম্ ॥ ৩ ॥

ইত্যুক্তঃ শিষ্য উবাচ । তর্কযুক্তং গন্তীরবাক্যং ভবদীয়-  
ভাষ্যম্ ঋতুমপি মম শক্তির্নাস্তি, তদ্বার্তিকবিধানসামর্থ্যস্ত দূর-  
নিরস্তং, যদাপোবং তথাপি ভবদীয়কটাক্ষপাতে সতি যথা-  
শক্তি নিবন্ধনর্থং যত্নং কুর্বে ॥ ৪ ॥

ধারণ করিতে পারে তাহাই পুরুষের জীবনের  
সার্থকতা ॥ ২ ॥

প্রধান শিষ্যের ঐ কথা শুনিয়া গুরুবর পুনরায়  
হৃষ্টচিত্তে বলিতে লাগিলেন । বার্তিক নামে  
আমার ভাষ্যের এক সুন্দর নিবন্ধ রচনা করিতে  
হইবে ॥ ৩ ॥

শিষ্য বলিল — তর্কপূর্ণ, গন্তীরবাক্যযুক্ত আপ-  
নার ভাষ্য দেখিতেও আমার শক্তি নাই । সুতরাং  
বার্তিক প্রস্তুত করিবার সামর্থ্য আমার দূরে নিরস্ত  
হইয়াছে । তথাপি আপনার কটাক্ষপাত হইলে  
আমি যথাসাধ্য নিবন্ধ প্রস্তুত করিতে যত্নবান  
হইব ॥ ৪ ॥

অন্তেষ্বমিত্যার্য্যপদাভ্যনুজ্ঞামাদায় মুখ্যমবি-  
র্জগাম । অথানুজ্ঞাশ্চৈর্দয়িতাঃ সতীর্থ্যাস্তং চিৎ-  
সুখাদ্যা রহসীথমুচুঃ ॥ ৫ ॥

যোহয়ং প্রযত্নঃ ক্রিয়তে হিতায় হিতায় নায়ং  
বিফলত্বনর্থম্ । প্রত্যেকমেবং গুরবে নিবেদ্য  
বোদ্ধা স্বয়ং কৰ্ম্মণি তৎপরশ্চ ॥ ৬ ॥

যঃ সার্বলৌকিকমপীশ্বরমীশ্বরানাং প্রত্যাদি-  
দেশে বহুযুক্তিভিরুক্তরজঃ । কশ্মৈব নাকনরকাদি-

অন্তেষ্বমিত্যার্য্যপদাভ্যনুজ্ঞাঃ মুখ্যমাদায় স সুরেশ্বরে  
বিনির্জগাম, অথানন্তরং পদ্যপাদস্ত প্রিয়াঃ সতীর্থ্যাস্তং চিৎ  
সুখাদ্যাস্তং শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ রহস্তেনৈব বক্ষ্যমাণপ্রকারেণো-  
চুঃ ॥ ৫ ॥

যোহয়ং প্রযত্নো হিতায় ক্রিয়তে তুভ্যং হিতায় ন ভবতি ।  
কিন্তুয়ং অনর্থং বিশেষেণ ফলত্বিত্তি সম্ভাবনায়াং লোট্ । ইত্যেবং  
প্রত্যেকং গুরবে নিবেদ্যোচুরিত্যশ্বয়ঃ তদুদাহরতি । স্বয়ং বি-  
দ্বান্ কৰ্ম্মণি তৎপরশ্চ য ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৬ ॥

গো মণ্ডনঃ সার্বলোকপ্রসিদ্ধঃ ঈশ্বরানাং ব্রহ্মাদীনাং  
ঈশ্বরমপি বহুযুক্তিভিরুক্তরজঃ প্রত্যাখ্যাতবান্ এবমিধেন ক্রি-

“আচ্ছা তাহাই করিও” আর্য্য শঙ্করের এই  
রূপ অনুজ্ঞা মস্তক দ্বারা গ্রহণ করিয়া সুরেশ্বর  
নির্গত হইল । অনন্তর পদ্যপাদের চিৎসুখাদি  
প্রিয় শিষ্যগণ শঙ্করকে নির্জনে বলিতে লাগিল ॥ ৫ ॥

আপনি হিত করিবার নিমিত্ত এই যে সবিশেষ  
যত্ন করিতেছেন, ইহা আপনার হিতকর কার্য্য  
নহে । কিন্তু আপনি এরূপ করিলে আপনার  
অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা । দেখুন—মণ্ডন স্বয়ং  
বিদ্বান্ এবং যাগযজ্ঞাদি কার্য্যে একান্ত আ-

ফলং দদাতি নৈবং পরোহস্তি ফলদো জগদীশি-  
তেতি ॥ ৭ ॥

প্রত্যেকমস্য প্রলয়ং বদন্তি পুরাণবাক্যানি স  
তস্য কৰ্ত্তা । ব্যাসো মুনির্জৈমিনিরস্য শিষ্যস্তৎ-  
পক্ষপাতী প্রলয়াবলম্বী ॥ ৮ ॥

যত ইতি ব্যবহিতেনাস্বয়ঃ, কথমিত্যাকাজ্জায়ামাহঃ কৰ্ম্মৈব স্বৰ্গ-  
নরকাদিকসং দদাতি । নত্বেবদ্বিধোহস্তো জগদীশিতাহস্তীত্যোবঃ  
প্রত্যাদিদেশ বসন্ততিলকা ॥ ৭ ॥

নমু তস্ত কো দোষো জৈমিনেরেবাভিপ্রায়স্ত তথাবিধাদি-  
শঙ্কাহঃ, অস্ত প্রত্যক্ষাদিভিঃ সন্নিধায়িতস্ত জগতঃ প্রলয়ং প্র-  
ত্যেকং পুরাণবাক্যানি বদন্তি । তস্ত পুরাণবাক্যজাতস্ত স  
প্রসিদ্ধো ব্যাসো মুনিঃ কৰ্ত্তা জৈমিনিরস্ত শিষ্যোহিতস্তৎপক্ষ-  
পাতিহাবশ্যম্ভাবেন প্রলয়াবলম্বীত্যবশ্যমভ্যুপগন্তব্যম্ উৎ ॥ ৮ ॥

সক্ত ছিলেন । ভবিষ্যবেত্তা ঐ মণ্ডন সৰ্ব্ব জগৎ  
বিখ্যাত, ঈশ্বরের ঈশ্বর পরমাত্মাকে নানা প্রকার  
যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করেন । কারণ, কৰ্ম্মই স্বৰ্গ  
নরকাদি ফল দান করিয়া থাকে, কিন্তু কৰ্ম্ম ভিন্ন  
অপর জগদীশ্বর কেহই নাই । ৬ । ৭ ।

যদিচ জৈমিনি কৰ্ম্ম স্বীকার করিয়া থাকেন,  
যদিচ মণ্ডনের মতন জৈমিনির এক অভিপ্রায় ; ত-  
থাপি জৈমিনির বাক্য কখনই শ্রদ্ধেয় নহে । এই  
যে জগৎ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে—  
পুরাণবাক্যে এই জগতের প্রলয় স্বীকার করা হইয়া  
থাকে । কিন্তু জগদ্বিখ্যাত মহানুনি বেদব্যাস  
ঐ সমস্ত পুরাণের আদি অষ্টা । ঐ জৈমিনি আ-  
বার বেদব্যাসের প্রধান শিষ্য । হুতরাং গুরুপক্ষ-

গুরোশ্চ শিষ্যস্য চ পক্ষভেদে কথং তয়োঃ  
স্যাৎগুরুশিষ্যভাবঃ । তথাপি যদ্যস্তি স পূৰ্ব্বপক্ষঃ  
সিদ্ধান্তভাবস্ত গুরুস্ত এব ॥ ৯ ॥

আজন্মনঃ স খলু কৰ্ম্মণি যোজিতাত্মা কুৰ্ব্বম-  
বস্থিত ইহানিশমেব কৰ্ম্ম । ক্রতে পরাংশ্চ কুরু-  
তাহবহিতাঃ প্রযত্নাং স্বৰ্গাদিকং স্মৃথমবাপ্যথ কিং  
বুধাধে ॥ ১০ ॥

বিপক্ষে বাধকমাহঃ । গুরোশ্চ শিষ্যস্ত চ পক্ষভেদে সতি তয়ো-  
গুরুশিষ্যভাবঃ কথং শ্রুৎ, অঙ্গীকৃত্যাহঃ, যদি পক্ষভেদোহস্তি  
তথাপি স শিষ্যপক্ষঃ পূৰ্ব্বপক্ষঃ সিদ্ধান্তভাবস্ত গুরুস্তে গুরুপ্রতি-  
পাদিতে পক্ষ এবৈত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

কিঞ্চ স খলু মণ্ডনঃ আজন্মনঃ কৰ্ম্মণি যোজিতাত্মাহনিশমিহ  
লোকে কৰ্ম্ম কুৰ্ব্বন্নৈবাবস্থিতঃ, সমাহিতাঃ প্রযত্নাং কৰ্ম্ম কুরুত,  
স্বৰ্গাদিকং স্মৃথং প্রাপ্যথ ব্যর্থমার্গে কিমিতি পরাংশ্চ ক্রতে বৎ,  
॥ ১০ ॥

পাতী জৈমিনি অবশ্যই প্রলয় স্বীকার করিতে বাধ্য  
হইবেন । ৮ ।

গুরু এবং শিষ্য পরস্পরের পক্ষ ভিন্ন হইলে  
গুরুশিষ্য সম্বন্ধ কিরূপে থাকিবে? । যদিও পরস্প-  
রের পক্ষভেদ থাকে, তথাপি শিষ্যপক্ষ পূৰ্ব্বপক্ষ,  
গুরুপক্ষ সিদ্ধান্ত পক্ষ জানিতে হইবে । ৯ ।

ঐ মণ্ডন আজন্মকৰ্ম্মরত হইয়া এই জগতে  
অবিরত কৰ্ম্ম করিয়া অবস্থান করিতেন । অথচ  
বলিতেন—তোমরা সমাহিতমন যত্নসহকারে কৰ্ম্ম  
কর ? কৰ্ম্ম করিলে স্বৰ্গাদি ফল পাইবে । কেন  
বুধাপথে বিচরণ করিতেছ ? । ১০ ।

এবমিধেন ক্রিয়তে নিবন্ধনং যদি ত্বদাজ্ঞামবল-  
ক্স্য ভাষ্যকে । ভাষ্যং পরং কৰ্ম্মপরং স যোক্ত্যতে  
মাচ্যাবি মূলাদপি বুদ্ধিমিচ্ছতা ॥ ১১ ॥

সংন্যাসমপ্যেষ ন বুদ্ধিপূর্বকং ব্যধস্ত বাদে বি-  
জিতো বশো ব্যধাৎ । তস্মান্ ন বিশ্বাসপদং  
বিভাতি নো মাচীকরোহেনেন নিবন্ধনং গুরো !  
॥ ১২ ॥

যঃ শরুয়াৎ কৰ্ম্ম বিধাতুমীপ্সিতং সোহয়ং ন ক-

তথাচৈবমিধেন ত্বদাজ্ঞামবলস্য ভাষ্যকে যদি নিবন্ধনং ক্রিয়তে  
তর্হি স ভাষ্যং কেবলং কৰ্ম্মপরং যোক্ত্যতে তস্মাদবুদ্ধিমিচ্ছতা  
ত্বয়া মূলাদপি মাচ্যাবি । প্রচ্যুতিনবিধেয়েতার্থঃ উ० ॥ ১১ ॥

নব্বিদানীক্ত স্বীকৃতসংন্যাসে ইয়ং সম্ভাবনা নাস্তীত্যশঙ্ক্যাহ ।  
সংন্যাসমপীতি তস্মান্নোহস্মাকং বিশ্বাসস্থানং ন বিভাতি,  
তথা চ হে গুরোহেনেন নিবন্ধনং মাচীকরঃ নৈব কাময় ॥ ১২ ॥

ভাট্টমতপক্ষপাতিত্বাদয়ং যোগ্য এবত্যাহরীপ্সিতং কৰ্ম্ম

এরূপ কৰ্ম্মিষ্ঠ মণ্ডন যদি আপনার আজ্ঞা অব-  
লম্বন করিয়া ভবদীয় ভাষ্যের নিবন্ধ প্রস্তুত করেন,  
তাহা হইলে মণ্ডন আপনার ভাষ্যকে কৰ্ম্মকাণ্ডে  
পরিপূর্ণ করিয়া যোজনা করিবেন । অতএব আ-  
পনি নিজের অভ্যুদয় কামনা করিয়া মূল হইতে  
পতিত হইবেন না । ১১ ।

মণ্ডন বুদ্ধিপূর্বক সংন্যাসধৰ্ম্ম অবলম্বন করেন  
নাই । বাদে পরাস্ত হইয়াই সংন্যাস গ্রহণ করেন ।  
অতএব মণ্ডন আমাদিগের বিশ্বাস ভাজন নহে ।  
আপনিও ঐ মণ্ডন দ্বারা ভাষ্যের নিবন্ধ প্রস্তুত  
করাইবেন না । ১২ ।

স্মানি বিহাতুমর্হতি । যদিহস্তি সংন্যাসবিধৌ ছুরা-  
গ্রহো জাত্যক্সূকাদিরমুখ্য গোচরঃ ॥ ১৩ ॥

এবং সদা ভট্টমতানুসারিণো ব্রুবন্ত্যসৌ তন্-  
মতপক্ষপাতবান্ । এবং স্থিতে যোগ্যমদো বিধী-  
য়তাং ন নোহস্তি নির্বন্ধনমত্র কিঞ্চন ॥ ১৪ ॥

বিধাতুং যঃ শরুয়াৎ সোহয়ং কৰ্ম্মানি ত্যক্তুং নাইতি । যদি  
সংন্যাসবিধৌ ছুরাগ্রহোহস্তি তর্হি মুখ্য সংন্যাসবিধেজাত্যক্সূকাদিভি-  
র্কিঞ্চয় ইতেবং ভট্টমতানুসারিণো বদন্তি । অসাবপি ভট্টমত-  
পক্ষপাতবান্, এবং স্থিতে যদযোগ্যস্তদ্বিধীয়তাং অস্মাকং তত্র  
কিঞ্চন নির্বন্ধনমাগ্রহো নাস্তীত্যর্থঃ । তথাচোক্তং ভট্টেঃ, ত-  
ত্রৈবং শক্যতে বক্তুং যেহত্রে পণ্ডিতদ্বয়ো নরাঃ, গৃহস্থত্বং নশ-  
ক্যন্তে কৰ্ত্তৃত্বময়ং বিধিঃ, নৈষ্ঠিকব্রহ্মচর্য্যং বা পরিত্রাজ-  
কতাপি চ । তৈরবশ্যং গৃহীতব্যা তেনাদাবেতদুচ্যতে । ইত্যাদি  
ইন্দ্রবংশাঃ ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥

যে ব্যক্তি আপনার অভিলষিত কৰ্ম্ম করিতে  
সমর্থ, সে ব্যক্তি কখনই কৰ্ম্ম সকল পরিত্যাগ  
করিতে সমর্থ নহে । যদি চ সংন্যাস কার্য্যে তাঁ-  
হার মন্দ অভিসন্ধি আছে সত্য, তথাপি আজন্ম  
অন্ধ আজন্ম মুক (বোবা) ইত্যাদি কার্য্য দ্বারা  
ঐ সংন্যাস বিধির সম্বন্ধ থাকে । ১৩ ।

যাঁহারা ভট্টমতের অনুগামী, তাঁহারা সর্বদাই  
কেবল ঐ পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া থাকেন । ঐ  
মণ্ডনও ঐ ভট্টমতের পক্ষপাতী । এরূপ অব-  
স্থায় আপনার যাহা উচিত হয়, তাহা করুন ।  
আমাদের কিন্তু এ বিষয়ে কোন আগ্রহ নাই  
। ১৪ ।



পুরা কিলান্মাস্থ সুরাপগায়াঃ পারে পরস্মিন্  
বিচরৎসু সৎসু । আকারয়ামাস ভবানশেষান্  
ভক্তিং পরিজ্ঞাতুমিবাস্মদীয়াম্ ॥ ১৫ ॥

তদা তদাকর্ণ্য সমাকুলেষু নাবার্থমস্মাসু পরি-  
ভ্রমৎসু । সনন্দনস্তেষু বিয়ন্তিষ্ঠা ঝরীমতিপ্রস্থিত  
এব তূর্ণম্ ॥ ১৬ ॥

অনন্তসাধারণমস্য ভাবমাচার্য্যবর্থে ভগবত্য-  
বেক্ষ্য। তুষ্টা ত্রিবর্জা কনকান্মুজানি প্রাচুক্ষরোতিস্ম  
পদে পদে চ ॥ ১৭ ॥

কেন তর্হি বৃত্তির্বিধেয়া ইত্যপেক্ষায়াঃ পদ্যপাদেনেতি বক্তুং  
তদযোগ্যতামাবিকুর্কতি পুরেতি । সুরাপগায়া দেবনন্দ্যা গঙ্গায়াঃ  
॥ ১৫ ॥

তস্মিন্ কালে তদা কারণমাকর্ণ্য সমাকুলেষু নৌকার্থমিতস্ততঃ  
পরিভ্রমৎসু অস্মাসু এষ সনন্দনস্ত বিয়ন্ত্য ঝরীমাতু অভিপ্র-  
স্থিত এব ॥ ১৬ ॥

ত্রিবর্জা ত্রিমার্গা গঙ্গা ॥ ১৭ ॥

এক্ষণে কে বৃত্তি করিবে তাহা পদ্যপাদ বলিতে  
লাগিলেন—পূর্বে যখন আমরা সুরনদী গঙ্গার  
পরপারে বিচরণ করি, তখন আপনি আমাদের  
ভক্তি জানিবার নিমিত্ত আমাদেরকে আহ্বান  
করেন । ১৫ ।

ঐ সময়ে আপনার কথা শুনিয়া আমরা নৌ-  
কার নিমিত্ত ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিলে এই সন-  
ন্দন আকাশনদী ভাগীরথীর প্রবাহের দিকে  
গমন করেন । ১৬ ।

আপনার উপরে সনন্দনের অসীম ভক্তিভাব

পদানি তেষু প্রণিধায় যুস্মৎসকাশমাগাদ্যদয়ং  
মহাত্মা । ততোহতিতুষ্টৌ ভগবাং শ্চকার নাম্না-  
তমেনং কিল পদ্যপাদম্ ॥ ১৮ ॥

স এব যুস্মচ্চরণারবিন্দসেবাবিনিধূতসমস্ত  
ভেদঃ । আজানসিক্কাহঁতি সূত্রভাষ্যে বৃত্তিঃ  
বিধাতুং ভগবন্মগাধে ॥ ১৯ ॥

যদ্বায়মানন্দগিরির্যদুগ্রতপঃপ্রসঙ্গা পরমেষ্ঠি-

তেষু তুষ্টয়া ত্রিপথগয়া প্রাচুক্ষতেষু বরকমলেষু পদানি সং-  
স্থাপ্য ভবৎসকাশং যতোহয়ং মহাত্মা ভগবান্ ততোহতিস-  
ন্তুষ্টৌ ভবাংস্তমেনং নাম্না ধনু পদ্যপাদঞ্চকার ॥ ১৮ ॥

আজানসিক্কাঃ স্বভাবত এব সিক্কাঃ ॥ ১৯ ॥

যদ্বায়মানন্দগিরিঃ সূত্রভাষ্যে বৃত্তিঃ বিধাতুর্মহতি, যতো

দেখিয়া দেবী ভাগীরথী সনন্দনের প্রত্যেক পদ-  
বিক্ষেপে স্ববর্ণময় কমল সৃজন করেন । ১৭ ।

গঙ্গা তুষ্ট হইয়া যে সকল কনকপদ সৃষ্টি ক-  
রেন ঐ সমস্ত কনক কমলের উপর পদনিক্ষেপ  
করিয়া এই মহাত্মা আপনার সম্মিধানে উপস্থিত  
হন । তাহাতেই ভগবান্ অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া সন-  
ন্দনকে পদ্যপাদ বলিয়া আহ্বান করেন । ১৮ ।

ভগবন্ ! আপনার চরণারবিন্দ সেবা করিয়া  
যিনি সমস্ত ভেদ নিরাকরণ করিয়াছেন—স্বাভা-  
বিক সিদ্ধপুরুষ ঐ পদ্যপাদ কেবল আপনার  
অগাধ সূত্রভাষ্যের বৃত্তি রচনা করিতে সমর্থ  
। ১৯ ।

অথবা এই আনন্দগিরি আপনার সূত্রভাষ্যের  
বৃত্তি করিবার উপযুক্ত পাত্র । কারণ, আনন্দগি-

পত্নী । ভবৎপ্রবন্ধেষু যথাভিসন্ধি ব্যাখ্যান-  
সামর্থ্যবরাদিদেশ ॥ ২০ ॥

কন্ঠৈকতানমতিরেষ কথং শুরো ! তে বিশ্বাস  
পাত্রমবদ্যত বিশ্বরূপপঃ । ভাষ্যস্য পদ্বপদ  
এব করোতু টীকামিত্যুচিরে রহসি যোগিবরঃ বি-  
ধেয়াঃ ॥ ২১ ॥

অত্রাস্তরেহভ্যর্গতঃ স তূর্ণঃ সনন্দনো বাক্য-  
মুদাজহার । আচার্য্য ! হস্তামলকোহপি কল্লো ভ-  
বৎকৃতৌ বার্তিকমেঘ কৰ্ত্তুম্ ॥ ২২ ॥

যন্তোগতপসা প্রসঙ্গা সরস্বতী ভবদভিপ্রায়ানুসারিব্যাখ্যান-  
সামর্থ্যবরং দিদেশ ॥ ২০ ॥

হে শুরো ! কন্ঠৈকতানমতিরেষ বিশ্বরূপঃ তবকথং বিশ্বাস-  
পাত্রমবদ্যত তৎপাত্রভূতোজাতোহতঃ কন্ঠৈকতানমতে-  
র্কিবিশ্বরূপস্তাবিশ্বসনীৰহাত্ম্যস্ত পদ্বপদ এব টীকাং করোতু  
ইতি রহসি যোগিবরং শ্রীশঙ্করং শিষ্যা উচিরে ইজ্ঞা ॥ ২১ ॥

অত্রাস্তরে সমীপমাগতঃ সনন্দনঃ শীঘ্রং বাক্যং সমুদাজহার  
তদাহ হে আচার্য্য ! ভবৎকৃতৌ বার্তিকং কৰ্ত্তুং এব হস্তামলকো-  
হপি সমর্থঃ আ। ॥ ২২ ॥

রির উগ্রতপস্যায় ব্রহ্মপত্নী সরস্বতী সন্তুষ্ট হইয়া  
বর প্রদান করেন যে, ভবদীয় প্রবন্ধে আপনার  
অভিপ্রায়ানুযায়ী ব্যাখ্যা করিবার আনন্দগিরির  
সামর্থ্য হইবে । ২০ ।

গুরুদেব ! বিশ্বরূপ ( মণ্ডন ) সদা সর্বদা কন্ঠে  
রত থাকিতেন, সুতরাং তিনি কিরূপে আপনার  
বিশ্বাস পাত্র হইলেন ? অতএব পদ্বপদ ভাষ্যের  
টীকা করুন—শিষ্যগণ নির্জনে গুরুকে এই কথা  
বলিয়া ক্রান্ত হইল । ২১ ।

যতঃ করস্থামলকাবিশেষঃ জানাতি সিদ্ধান্তম-  
সাবশেষম্ । অতো হুমুগ্নৈ ভবতৈব পূৰ্ব্বমদায়ি  
হস্তামলকাভিধানম্ ॥ ২৩ ॥

বাণীং সমাকৰ্ণ্য সনন্দনস্ত সামিস্মিতং ভাষ্য-  
কৃদাবভাষে । নৈপুণ্যমন্তাদৃশমস্য কিন্তু সমাহি-  
তত্বান্ ন বহিঃ প্রবৃতিঃ ॥ ২৪ ॥

অয়ন্তু বাল্যে ন পপাঠ পিত্রা নিয়োজিতঃ সাদর-

যতঃ করস্থামলকসদৃশং সৰ্ব্বং সিদ্ধান্তমেঘ জানাতি অত-  
এবামুগ্নৈ ভবতা এব হস্তামলকাভিধানমদায়ি উ। ॥ ২৩ ॥

সনন্দনস্ত বাচং সমাকৰ্ণ্য বিস্মিতং যথাস্তাত্তথা ভাষ্যকাবে-  
জগাদ তদাহা হস্তামলকস্ত নৈপুণ্যমনুপমং পরন্তু সমাহিতত্বাৎ  
অস্ত বহিঃপ্রবৃতির্ন ভবতি ই। ॥ ২৪ ॥

সমাহিতত্বাদিত্যাছ্যক্তং বিবৃণোতি । অয়ং তু বাল্যে পিত্রা-

ইতিমধ্যে সনন্দন গুরুদেবের নিকটবর্তী হইয়া  
শীঘ্র বলিতে লাগিলেন—আচার্য্য ! এই হস্তামলক  
আপনার ভাষ্যের বৃত্তি করিতে সক্ষম । ২২ ।

ইনি করতলস্থ আমলকীফলের মতন আপনার  
সমস্ত সিদ্ধান্ত অবগত আছেন । আপনিও পূৰ্বে  
ইহাকে ‘হস্তামলক’ নাম প্রদান করেন । ২৩ ।

সনন্দনের বাক্য শুনিয়া ভাষ্যকার ঈষৎ বিস্ময়  
প্রকাশ পূৰ্ব্বক বলিতে লাগিলেন । হস্তামলকের  
নৈপুণ্য অসাধারণ সত্য, কিন্তু সমাহিত চিত্ত বলিয়া  
হস্তামলকের বাহ্য বস্তুতে কোন প্রবৃতি নাই  
। ২৪ ।

হস্তামলকের পিতা যখন বিদ্যারম্ভ করাইয়া

মক্ষরাণি । ন চোপনীতোহপি গুরোঃ সকাশাদ-  
ধ্যেয়ং বেদান্ পরমার্থনিষ্ঠঃ ॥ ২৫ ॥

বালৈ নচিক্রীড় নচাম্মৈচ্ছন্ ন চারুবাচং হব-  
দৎ কদাপি । নিশ্চিত্য ভূতোপহতস্তমেনমানি-  
শ্চিরেহস্মিন্ কটং কদাচিৎ ॥ ২৬ ॥

অস্মানবৈক্ষ্যেব মুহুঃ প্রণম্য কৃতাজ্জলৌ তিষ্ঠতি  
বালকেহস্মিন্ । ইমামপূর্বাং প্রকৃতিং বিলোক্য  
বিসিস্মিয়ে তত্র জনঃ সমেতঃ ॥ ২৭ ॥

সাদরং নিয়োজিতোহপ্যক্ষরাণি ন পপাঠ তেনোপনীতোহপি  
গুরোঃ সকাশাৎ পরমার্থনিষ্ঠো বেদান্চাধীতবান্ উৎ ॥ ২৫ ॥

ন চিক্রীড় ক্রীড়াং ন চকার ॥ ২৬ ॥

প্রকৃতিং স্বভাবং তত্র তস্মিন্ স্থানে সমেতঃ সন্মিলিতঃ ॥ ২৭ ॥

বিদ্যাভ্যাস করিতে নিযুক্ত করেন, তখন হস্তামলক  
আদর পূর্বক একটা অক্ষরও পাঠ করে নাই ।  
উপনয়ন হইলে গুরুর নিকট হইতে পরমার্থনিষ্ঠ  
হইয়া হস্তামলক বেদ সকলও অধ্যয়ন করে  
নাই । ২৫ ।

বালকদিগের সহিত কখন ক্রীড়া করে নাই—  
অন্ন ইচ্ছা করিয়া কখন কোন স্তমধুর বাক্য বলে  
নাই—“কোন এক ভূতে ইহাকে আক্রমণ করি-  
য়াছে” ইহা নিশ্চয় করিয়া কোন সময়ে ইহাকে  
আমার নিকটে লইয়া আইসে । ২৬ ।

আমাকে দেখিবামাত্র বারম্বার প্রণাম করে  
এবং কৃতাজলি হইয়া এই বালক আমার নিকটে  
অবস্থান করে । বালকের এই অপূর্ব স্বভাব

কস্বং শিশো ! কস্য স্তুতঃ কুতোবেতাস্মাভিরা-  
চম্ভ কিলৈষ পৃষ্ঠঃ । আত্মানমানন্দঘনস্বরূপং বিস্মা-  
পয়ন্ রক্তময়ৈর্বচোভিঃ ॥ ২৮ ॥

তদাকদাপ্যশ্রুতিগোচরং তদাকর্ণ্য বাঐধবমাত্ম-  
জস্য । পিতাপ্রপদ্যাস্য পরং প্রহর্ষং সপ্রশ্রয়াং  
বাচমুবাচ বিজ্ঞঃ ॥ ২৯ ॥

কস্বং শিশো ! কস্য কুতোহসি গন্তা কিন্নামতে ত্বং কুত আগ-  
তোহসি । এতন্ময়োক্তং বদ চার্তক ! ত্বং সংপ্রীতয়েপ্রীতিবিবর্ধ-  
নোহসি, ইত্যস্মাভিঃ পৃষ্ঠঃ পদ্যময়ৈর্বচোভির্কিন্মাপয়ন্নাত্মান-  
মানন্দঘনস্বরূপমাচষ্ট উপজাতিং , ২৮ ॥

তস্মিন্ কালে কদাপ্যশ্রুতিগোচরং পুত্রশ্চ তদ্বাঐধবং আ-  
কর্ণ্য অশ্রু পিতা পরং প্রহর্ষং প্রাপ্য বিজ্ঞঃ সপ্রশ্রয়াং বাচ-  
মুবাচ বিপং ॥ ২৯ ॥

দেখিয়া ঐ স্থানে সমাগত যাবতীয় লোক বিস্ময়  
মাগরে মগ্ন হন । ২৭ ।

“হে বালক ! তুমি কে ? তুমি কাহার পুত্র ?  
তুমি কোথায় গমন করিবে ?” যখন আমি বাল-  
ককে এই সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করি, তখন ছন্দে-  
বদ্ধ বাক্য রচনা দ্বারা আমাদিগকে বিস্ময়ান্বিত  
করিয়া “আত্মা আনন্দঘন” বলিয়া প্রতিপন্ন করে  
। ২৮ ।

ঐ সময়ে বালকের বিজ্ঞ পিতা বলিতে লাগি-  
লেন—আমার পুত্র যে এরূপ কথা কহিতে পারে,  
ইহা আমার কখন কর্ণগোচর হয় নাই । আজি  
আমার ইহার কথা শুনিয়া যার পর নাই আহলাদ  
জন্মিয়াছে । ২৯ ।

জ্ঞানৈর্জড়ত্বেন বিনিশ্চিতোহপি ভবীতি যদ্যেষ  
পরাত্মতত্ত্বম্ । প্রজ্ঞায়োন্নতানামপি দুর্বিভাব্যং  
কিং বর্ণ্যতেহহন ! ভবতঃ প্রভাবঃ ॥ ৩০ ॥

আজ্ঞানঃ সংসৃতিপাশমুক্তঃ শিষ্যোহস্তয়ং বিশ্ব-  
গুরোস্তুবৈব । প্রফুল্লরাজীববনে বিহারী কথং  
রমেত ক্ষুরকে মরালঃ ॥ ৩১ ॥

বিজ্ঞাপ্য তন্নিম্নিত্তি নির্গতেহসৌ তদাপ্রভ-  
তাত্ত্র বসতু্যদারঃ । অশৈশবাদাত্মাবিলীনচেতাঃ  
কথং প্রবর্তেত মহাপ্রবন্ধে ॥ ৩২ ॥

তানুদাহরতি জ্ঞানৈরিত্তি । প্রজ্ঞায়োন্নতানামপি দুর্বিভাব্যং  
পরমাত্মতত্ত্বং যদ্যেষ স্বংসমীপমাগতো বুভীতি তর্হি হেঅহন  
ভবতঃ প্রভাবঃ কিং বর্ণ্যতে উঃ ॥ ৩০ ॥

তন্মাদাজ্ঞানো জ্ঞানপ্রভৃতি সংসৃতিপাশমুক্তোহয়ং বিশ্ব-  
গুরোস্তুবৈব শিষ্যোহস্ত যতঃ প্রফুল্লপদ্যবনে বিহারী হংসঃ ক্ষুরকে  
বনে কথং রমেত ॥ ৩১ ॥

ইতি বিজ্ঞাপ্য তন্নিম্ন প্রভাকরে নির্গতে সতি ॥ ৩২ ॥

সকল লোকে ইহাকে জড় বলিয়া নিশ্চয় করি-  
য়াছে । তথাপি আমার জড় পুত্র যেরূপ গম্ভীর  
ভাবে পরমাত্মতত্ত্ব বলিয়াছে, যাঁহারা জ্ঞানবান্  
তাঁহারাও কখন মনে তাহা ভাবিতে পারেন না ।  
অতএব হে পূজ্যপাদ ! আপনি যে কিরূপ  
মহাত্মা ? আপনার মহিমা কি করিয়া বর্ণন করিব ?  
। ৩০ ।

আমার পুত্র আজ্ঞান সংসারবন্ধন হইতে  
মুক্ত, এক্ষণে এই পুত্র বিশ্বগুরু আপনার শিষ্য  
হউক । প্রফুল্ল কমলবন বিহারী মরাল কিরূপে  
তিলক রূক্ষে রত হইবে ? । ৩১ ।

অসংসৃতি পপ্রচ্ছুরমুং বিনেয়াঃ স্বামিন্ ! বিনৈব  
শ্রবণাদ্যুপায়ৈঃ । অলঙ্কবিজ্ঞানময়ং কথং বা ভবা-  
নিদং সাধু বিদাং করোতু ॥ ৩৩ ॥

তানভবীং সংযমিচক্রবর্তী কশ্চিৎ পুরা যা-  
মুনতীরবর্তী । বভূব সিদ্ধঃ কিল সাধুর্ত্তঃ সাংসা-  
রিকেভ্যঃ স্মতরাং নিবৃত্তঃ ॥ ৩৪ ॥

অয়ং বিজ্ঞানং কথং লব্ধবান্ ইদং ভবান্ সাধু সম্যক্ বোধ-  
য়তু ॥ ৩৩ ॥

এবং পৃষ্ট আচার্য্যঃ তস্ত প্রাগ্ভবীযং বৃত্তান্তমুক্তবানিত্যাহ  
তানিত্তি ॥ ৩৪ ॥

এই কথা বলিয়া হস্তামলকের পিতা প্রভাকর  
নির্গত হইলে তদবধি হস্তামলক আমার নিকটে  
বাস করিয়া রহিয়াছে । বাল্যকাল হইতে যেজন  
আত্মপদার্থে চিন্তা লীন করিয়াছে, সে কি করিয়া  
মহাপ্রবন্ধে প্রবৃত্ত হইবে ? । ৩২ ।

এই কথার অবসানে বিনীত শিষ্যগণ আচা-  
র্য্যকে নিবেদন করিল—“হে প্রভো ! শ্রবণাদি  
উপায় ব্যতীত এ ব্যক্তি কি করিয়া জ্ঞান লাভ  
করিল ? আপনি আমাদের তাহা ভাল করিয়া  
বুঝাইয়া দিন । ৩৩ ।

শিষ্যগণের বাক্য শুনিয়া যতিরাজ শঙ্কর হস্তা-  
মলকের পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিতে ইচ্ছা করিয়া  
শিষ্যদিগকে বলিলেন—পুরাকালে যমুনানদীর তট-  
বর্তী একজন সচ্চরিত্র সিদ্ধ পুরুষ বাস করিত ।  
তাঁহার সাংসারিক সমুদায় বিষয়ে কোন বাসনা  
ছিল না । ৩৪ ।



তস্যাশ্তিকে কাচন বিপ্রকন্যা দ্বিহায়নং জাতু  
নিবেশ্য বালম্ । ক্ষণং প্রতীক্ষ্য শিশুং দ্বিজৈতি  
স্নাতুং সখীভিঃ সহ নির্জগাম ॥ ৩৫ ॥

অত্রান্তরে দৈববশাৎ স বালশ্চংক্রম্যমাণো নিপ-  
পাত নদ্যাম্ । মৃতস্তুমাদায় শিশুং তদীয়াশ্চক্র-  
ন্দুরুচ্চৈঃ পুরতো মহর্ষেঃ ॥ ৩৬ ॥

আক্ৰোশমাকর্ষ্য মুনিঃ স তেষামত্যন্তখিন্নো  
নিজযোগভূম্না । প্রাথিক্ষদঙ্গং পৃথুকস্য তস্য স এষ-  
হস্তামলকস্তপস্বী ॥ ৩৭ ॥

জাতু কদাচিত্তস্ত সিদ্ধস্ত সমীপে কাচন বিপ্রকন্যা দ্বিবর্ষং  
বালকং স্থাপ্য হে দ্বিজ! ক্ষণমাত্রং বালং প্রতীক্ষসেতুত্বা  
সখীভিঃসহ স্নাতুং নির্জগাম ॥ ৩৫ ॥

মহর্ষেঃ পুরতঃ চক্রন্দুরাক্রোশং চক্ৰুঃ ॥ ৩৬ ॥  
তস্ত পৃথুকস্ত বালস্তাঙ্গং শরীরং প্রবিবেশ স তপস্বী এষ হস্তা-  
মলকঃ ॥ ৩৭ ॥

কোন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ কন্যা দুই বৎ-  
সরের বালককে ঐ সিদ্ধের নিকটে রাখিয়া “হে  
ব্রাহ্মণ! আপনি ক্ষণকাল এই বালককে রক্ষণা-  
বেক্ষণ করুন” এই কথা বলিয়া সখীদের সহিত  
স্নান করিতে নির্গত হইল । ৩৫ ।

ইত্যবসরে ঐ বালক কুটিলভাবে গমন করিতে  
করিতে দৈবাৎ নদী মধ্যে পতিত হয় । তাহারা  
ঐ মৃত বালককে গ্রহণ করিয়া মহর্ষির সম্মুখে  
রোদন করিতে লাগিল । ৩৬ ।

তস্মাদয়ং বেদ বিনোপদেশঃ শ্রুতীরনস্তাঃ  
সকলাঃ সম্মুতীশ্চ । সর্বাণি শাস্ত্রাণি পরং চতদ্ব-  
মজ্জাতমেতেন ন কিঞ্চিদস্তি ॥ ৩৮ ॥

তত্তাদৃগাত্মান বহিঃ প্রবৃত্তৌ নিয়োগমর্হত্যয়-  
মত্র বৃত্তৌ । স মণ্ডনস্বর্হতি বুদ্ধতদ্বঃ সবস্বতীসা-  
ক্ষিকসর্ববিদ্বঃ ॥ ৩৯ ॥

যস্মাদেবং তস্মাদয়মুপদেশঃ বিনৈবানস্তাঃ শ্রুতীঃ সকলাঃ  
স্বতীশ্চ সর্বাণিচ শাস্ত্রাণি পরং চতদ্বং জানাতি কিং বহুনা-  
হনেনাজাতং কিঞ্চিদপি নাস্তি ॥ ৩৮ ॥

তত্তস্মাত্তাদৃগাত্মা অয়ং হস্তামলকো বহিঃ প্রবৃত্তাবত্র ভাষ্যে  
বৃত্তৌ নিয়োগং নাইতি স মণ্ডনস্বর্হতি যতো বুদ্ধতদ্বঃ সবস্বতী-  
সাক্ষিকং সর্বজ্ঞং চ যন্ত সঃ ॥ ৩৯ ॥

তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া মহর্ষি অত্যন্ত  
খেদান্বিত হইলেন । পরে আপনার অসীম যোগ-  
শক্তি প্রভাবে যে বালকের দেহে প্রবেশ করেন,  
সেই বালক এই হস্তামলক তপস্বী । ৩৭ ।

অতএব হস্তামলক উপদেশ ব্যতীত সমস্ত  
শ্রুতি, সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত শাস্ত্র জানিতে পারি-  
য়াছে । পরমার্থতত্ত্বও এই বালকের জ্বলন্ত  
ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । ৩৮ ।

এই কারণে যাহার এরূপ স্বভাব—যাহার  
বাহ্য পদার্থে প্রবৃত্তি নাই—সে আমার ভাষ্যের  
বৃত্তি রচনা করিতে কিছুতেই নিযুক্ত হইতে পারে  
না । কিন্তু সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানী মণ্ডন  
আমার বৃত্তি করিবার উপযুক্ত পাত্র । বিশেষতঃ

তত্তাদৃশোভ্যুজ্জ্বলকীর্তিরাশিঃ সমস্তশাস্ত্রার্ণব-  
পারদর্শী । আসাদিতো ধর্মহিতঃ প্রযত্নাৎ স চে-  
ন্ন রোচেত ন দৃশ্যতেহন্যঃ ॥ ৪০ ॥

অহং বহুনামনভীষ্টকার্য্যং ন কারয়িষ্যে হি  
মহানিবন্ধে । কিঞ্চাত্ৰ সংশীতিরুদ্ভূতমাতো যদেক-  
কার্য্যে বহবঃ প্রতীপাঃ ॥ ৪১ ॥

প্রযত্নাক্ষর এবন্ধিঃ স ন রোচেত চেতুর্হি তথাবিধোহন্যো-  
ন দৃশ্যতে আ० ॥ ৪০ ॥

নহু ভবদভীষ্টং চেতুর্হি কারয়িতব্যমিতি তত্রাহ অহমিতি ।  
মহানিবন্ধে বহুনামনভীষ্টং কার্য্যং ন কারয়িষ্যে । কিঞ্চ যত এক-  
স্মিন্ কার্য্যে বহবঃ প্রতিকূলা অতোহত্র সংশয়ো মমোৎপন্ন  
ইত্যর্থঃ উ० ॥ ৪১ ॥

সরস্বতী সাক্ষী থাকিয়া মণ্ডনের সর্বজ্ঞতাশক্তি  
বিখ্যাত হইয়াছে । ৩৯ ।

মণ্ডনের মতন আর কাহারও উজ্জ্বল কীর্তি-  
কলাপ নাই । তাহার মতন সমস্ত শাস্ত্রার্ণবের পার  
গামী আর কেহই নহে—আমি অনেক যত্নে ঐ  
ধার্মিকপ্রবর মণ্ডনকে লাভ করিয়াছি ।  
মণ্ডন যদি সকলের কুচিজনক না হয়, আমি  
তাহার মতন আর কাহাকেও দেখিতে পাইনা  
। ৪০ ।

আমি আমার মহাপ্রবন্ধে সর্বসাধারণের অরু-  
চিকর কার্য্য কখনই করাইব না । যখন একটা  
কার্য্যে সকলেই প্রতিকূল হইয়াছে, তখন এ বি-  
ষয়ে আমার অত্যন্ত সন্দেহ জানিও । ৪১ ।

ভবমিদেশোদগবন্! সনন্দনঃ করিষ্যতে ভাষ্য-  
নিবন্ধমীপ্সিতম্ । স ব্রহ্মচর্য্যাদুররীকৃতাপ্রমো-  
মতিপ্রকর্ষোবিদিতোহি সর্বতঃ ॥ ৪২ ॥

সনন্দনো নন্দয়িতা জনানাং নিবন্ধমেকং বিদ-  
ধাতু ভাষ্যে । ন বার্ত্তিকং তত্তু পরপ্রতিজ্ঞং ব্যাধাৎ-  
প্রতিজ্ঞাং সহি নৃত্তদীক্ষঃ ॥ ৪৩ ॥

এবমুক্তা বিনেয়া নদৃশ্যতেহন্য ইত্যুক্তমসহমানা উচুঃ হে  
ভগবন্! ভবদাজ্ঞাতঃ সনন্দন ইপ্সিতস্তাব্যো নিবন্ধং করিষ্যতি  
যতঃ স ব্রহ্মচর্য্যাদরীকৃতাপ্রমো মতেঃ প্রকর্ষোযন্ত সর্বতোহধি-  
জ্ঞাতশ্চ ॥ বংশ০ ॥ ৪২ ॥

এবমুক্ত আচার্য্য উবাচ জনানাং নন্দয়িতা সনন্দনোভাষ্যে  
নিবন্ধমেকং বিদধাতু ন তু বার্ত্তিকং তত্তু পরপ্রতিজ্ঞং পরন্তু প্র-  
তিজ্ঞা যস্মিন্ হি যতঃ স্বীকৃতদীক্ষঃ সুরেশ্বরঃ প্রতিজ্ঞাং ব্যাধাৎ  
উপে০ ৪৩

ভগবন্! আপনার আদেশানুসারে সনন্দন  
ভাষ্যের যথাযোগ্য অভীষ্ট নিবন্ধ রচনা করিবে ।  
ব্রহ্মচর্য্যের পর হইতে সনন্দন আশ্রম অঙ্গীকার  
করিয়াছে, তাহার বুদ্ধিমত্তাও চারিদিকে বিখ্যাত  
হইয়াছে । ৪২ ।

শিষ্যগণের কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—  
সর্বজনের আনন্দ দায়ক সনন্দন আমার ভাষ্যের  
একটা নিবন্ধ রচনা করিলে কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু  
বার্ত্তিক করিতে পারিবে না । কারণ, বার্ত্তিক র-  
চনা করিতে আর একজন প্রতিজ্ঞা করিয়াছে ।  
সুরেশ্বর দীক্ষা গ্রহণ করিলেই বার্ত্তিক করিবেন  
বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছে । ৪৩ ।

আদিশ্যেথং শিষ্যসঙ্ঘং যতীন্দ্রঃ প্রোবাচেথং  
নৃত্তভিক্ষুং রহন্তম্ । ভাষ্যে ! ভিক্ষো মাকুথা বার্তিকং  
ত্বং নেমে শিষ্যাঃ সেহিরে দুর্বিদগ্ধাঃ ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্যন্তে গেহিধর্ম্মেষু দৃষ্টা তৎসংস্কারং  
সাম্প্রতং শঙ্কমানাঃ । ভাষ্যে কৃত্বা বার্তিকং  
যোজয়েৎ স ভাষ্যং প্রাহুঃ স্বীয়সিদ্ধান্তশেষং ॥ ৪৫ ॥

নাস্ত্যেবাসাবাশ্রমস্তূর্য্য ইথং সিদ্ধান্তোয়ং

ইথং শিষ্যসঙ্ঘমাদিশ্য যতীন্দ্রোরহসি স্থিতং নৃত্তভিক্ষুং  
স্বরেশ্বরং বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ প্রোবাচ হে ভিক্ষো ! ভাষ্যে ত্বং  
বার্তিকং মাকুথাঃ যতো দুর্বিদগ্ধা ইমে শিষ্যা ন সেহিরে ॥ ইন্দ্রঃ ॥  
৪৪ ॥

শঙ্কমাতেনৈশ্বর্য্যভুক্তং তদদর্শয়তি । গেহিধর্ম্মেষু তব তাৎপর্য্যং  
নীক্য সাম্প্রতং তৎসংস্কারং শঙ্কমানাঃ প্রাহুঃ ভাষ্যবার্তিকং  
কৃত্বা স্বীয়সিদ্ধান্তশেষং ভাষ্যং সংযোজয়েৎ সম্ভাবনায়াং লিঙ্  
শা০ ॥ ৪৫ ॥

কিঞ্চ তূর্য্যাশ্রমোবেদে সিদ্ধোনাস্ত্যেবেতি মাগুনঃ সিদ্ধান্তো

এইরূপে শিষ্যদিগকে আদেশ করিয়া যতিবর  
শঙ্কর নির্জ্ঞানস্থিত নূতন ভিক্ষুক স্বরেশ্বরকে বলিতে  
লাগিলেন । হে ভিক্ষুক ! তুমি আমার ভাষ্যের  
বার্তিক করিওনা । কারণ, এই সমস্ত দুর্ম্মতি  
শিষ্যগণ তুমি বার্তিক করিলে সহ্য করিতে পারিবে  
না । ৪৪ ।

গৃহ ধর্ম্মে তোমার তাৎপর্য্য দেখিয়া সম্প্রতি  
সেই সংস্কার আশঙ্কা করিয়া তাহার বলিয়াছে ।  
স্বরেশ্বর আমার ভাষ্যের বার্তিক করিয়া স্বকীয়  
সিদ্ধান্তের শেষ প্রয়োগ করিবার সম্ভাবনা । ৪৫ ।

তাব কো বেদসিদ্ধঃ । দ্বারি দ্বাষ্টৈর্বারিতা ভিক্ষমা-  
ণাবে শান্তস্তে ন প্রবেশং লভন্তে ॥ ৪৬ ॥

ইত্যাদ্যন্তাং কিম্বদন্তীং বিদিত্বা তেষাং না-  
সীৎ প্রত্যয়স্তপ্যনল্পে । স্বাতন্ত্র্যাদ্বং গ্রন্থমেকং  
মহাত্মন ! কৃত্বা মহ্যং দর্শয়াধ্যাত্মনিষ্ঠম্ ॥ ৪৭ ॥

বিদ্বন্ ! ত্বৎপ্রত্যয়ঃ স্যাদমীষাং শিষ্যাণাং নো-

ভিক্ষমাণা দ্বারি দ্বাষ্টৈর্কার্য্যমাণান্তে মগুনস্ত বেষ্মান্তঃপ্রবেশং  
ন লভন্ত ইত্যাদ্যাং কিম্বদন্তীং জনশ্রুতিং বিদিত্বা তেষামনল্পে  
অকুদ্রেহপি ত্বয়ি প্রত্যয়ো নাসীতুর্হি ময়া কিং কর্তব্যানিতি চেদ-  
ব্রাহ স্বাতন্ত্র্যাদ্ব্যমধ্যাত্মনিষ্ঠমেকং গ্রন্থং কৃত্বা মহ্যং দর্শয় ॥ ৪৬ ॥  
৪৭ ॥

হে বিদ্বন্ ! যথা গ্রন্থসন্দর্শনে নোহস্মাকমমীষাং শিষ্যাণাং

“তোমার মতে যে চতুর্থ আশ্রম আছে, তাহা  
বেদ সম্মত নহে । ভিক্ষুকেরা ভিক্ষা করিবার  
জন্য মগুনের দ্বার দেশ গমন করিলে দ্বারপালেরা  
ঐ সন্ন্যাসীদিগকে নিবারণ করে । তাহাতেই  
তাহারা মগুনের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে  
নাই” । ৪৬ ।

ইত্যাদি জনরব জানিতে পারিয়া তুমি মহান  
ব্যক্তি হইলেও তাহাদের উপরে কিছুই বিশ্বাস  
নাই । হে মহাত্মন ! এক্ষণে স্বাধীনভাবে  
আধ্যাত্মিক এক গ্রন্থ রচনা করিয়া আমাকে  
দেখাও । ৪৭ ।

হে পণ্ডিত ! স্বীয় বুদ্ধি কোশলে এক গন্থ  
রচনা করিয়া আমাকে দেখাইলে আমার এই স-  
মস্ত শিষ্য বর্গের প্রতীতি হইবে । এই কথা স্বরে-

গ্রন্থসন্দর্শনে। ইত্যুক্তেনং বার্তিকং সূত্রভাষ্যে-  
নাভূত্বাহেত্যাং খেদক কিঞ্চিৎ ॥ ৪৮ ॥

শিম্যোক্তিভিঃ শিথিলতাস্থমনোরথোসাবেনং  
স্বতন্ত্রকৃতিনির্মিতয়েন্যযুক্ত । নৈকর্ম্যসিদ্ধি  
মচিরাদ্বিধং স চেৎখং নাঘ্যামবিন্দত সুরেশ্বর-  
দেশিকাখ্যাম্ ॥ ৪৯ ॥

নৈকর্ম্যসিদ্ধিমথ তাং নিরবদ্যযুক্তিং নৈকর্ম্য-  
প্রত্যয়ঃ আদিতি সুরেশ্বরমুক্তা হাহা সূত্রভাষ্যে বার্তিকং নাভূ-  
দিতি কিঞ্চিৎ খেদং পাপ ॥ ৪৮ ॥

এবং শিম্যোক্তিভিঃ শিথিলিতঃ স্বমনোরথো যন্তাসৌ  
শ্রীশঙ্কর এনং সুরেশ্বরং স্বতন্ত্রকৃতিনির্মিতয়ে যুক্ত, স চ নি-  
মজ্জোচিরাদেব নৈকর্ম্যসিদ্ধিং বিদধৎ ইৎখং যোগ্যাং সুরেশ্বর-  
দেশিকাখ্যামবিন্দত বঃ ॥ ৪৯ ॥

নৈকর্ম্যতত্ত্ববিষয়াবগতিঃ প্রধানং যন্তামাদ্যদন্তপর্যন্তঃ  
শ্রবকে বলিয়া “হায়! হায়! আমার ভাষ্যের  
কোন বার্তিক নাই” ইহার নিমিত্ত কিঞ্চিৎ খেদও  
প্রাপ্ত হইলেন । ৪৮ ।

শিষ্যগণের বচন দ্বারা আপনার মনোরথ  
শিথিল হইলে শঙ্কর সুরেশ্বরকে স্বতন্ত্র এক গ্রন্থ  
নির্মাণের জন্য নিযুক্ত করিলেন । সুরেশ্বর নিযুক্ত  
হইবামাত্র অচিরাৎ নৈকর্ম্য (এক মাত্র আত্ম  
তত্ত্বের) সিদ্ধি প্রকাশ করিয়া সুরেশ্বর নামক  
সমৃদ্ধি গুরুত্ব পদ লাভ করিলেন । ৪৯ ।

যে গ্রন্থ প্রস্তুত করেন, তাহাতে নৈকর্ম্য ব্যক্তি-  
গণের (আত্মজ্ঞানীর) তত্ত্ব বিষয় প্রধান ভাবে  
অবগত হইতে পারা যায় । তাহাতে যুক্তি স-  
কল অতি সুন্দর ; মনোজ্ঞ পদ বন্ধ দ্বারা গ্রন্থের  
অঙ্গ সৌষ্ঠ্যব বৃদ্ধি হইয়াছে ; আচার্য্য শঙ্কর এরূপ

তত্ত্ব বিষয়াবগতিপ্রধানাম্ । আদ্যন্তহৃদ্যপদবন্ধবতী  
মুদারামাদ্যন্তমৈকততরাং পরিতুষ্টচেতাঃ ॥ ৫০ ॥

গ্রন্থং দৃষ্ট্বামোদমানোমুনীন্দ্রস্তং চান্মোভ্যোদর্শ-  
য়ামাস হৃদ্যম্ । তেষাং চানীৎপ্রত্যয়ন্তদগ্নিন্  
যদ্বচ্চান্মন্তত্ত্ব বিম্বাপরোস্তি ॥ ৫১ ॥

যত্রাদ্যাপি শ্রয়তে মক্ষরীন্দ্রনির্কর্মায়া যত্র  
নৈকর্ম্যসিদ্ধিঃ । তত্রান্মায়ম্ববধে গ্রন্থবর্ষ্যস্তম্বাহাং  
বত্ব্যাৎ সর্বলোকাদতোহভূৎ ॥ ৫২ ॥

মনোজ্ঞপদবন্ধবতীমেবন্তুতাং তাং পরিতুষ্টচেতা আচার্য্য  
আদ্যন্তং সম্যগৈকত ॥ ৫০ ॥

যথা যোহস্মাদন্যঃ স এবং তত্ত্ববিম্বাস্তীতি তথা তেষামগ্নিন্  
প্রত্যয়নচানীৎ ॥ শাঃ ॥ ৫১ ॥

যত্র গ্রন্থে হৃদ্যাপি যতীন্দ্রনির্কর্মায়া শ্রয়তে যত্র নৈকর্ম্যন্ত  
মোক্ষন্ত, সিদ্ধিঃ তত্রান্মৈকর্ম্যসিদ্ধিনাম্বায়ং গ্রন্থবর্ষ্যোববধে  
স্মান্মাহায়াৎ সর্বলোকৈকরাদতোহভূৎ ॥ ৫২ ॥

উদার “নৈকর্ম্য সিদ্ধি” নামক গ্রন্থ খানি আদ্যন্ত  
দর্শন করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন । ৫০ ।

মুনিবর শঙ্কর ঐ গ্রন্থ খানি দেখিয়া অত্যন্ত  
প্রমুদিত হইলেন । পরে ঐ মনোহর গ্রন্থ অন্যান্য  
ব্যক্তিদিগকে দেখাইলেন । ঐ গ্রন্থ দেখিয়া  
তাহাদেরও এরূপ প্রত্যয় হইল যে, এরূপ গ্রন্থ  
কর্তা ভিন্ন ভূতলে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি আর কেহই  
নাই । ৫১ ।

যে গ্রন্থ অদ্যাপি যতীন্দ্রগণ মোক্ষের স্বভাব  
শ্রবণ করিয়া থাকেন-যে গ্রন্থে মোক্ষের সিদ্ধি সবি-  
স্তরে বর্ণিত হইয়াছে অতএব “নৈকর্ম্যসিদ্ধি”  
নামক ঐ গ্রন্থ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । ঐ গ্রন্থে  
সকলেই গ্রন্থখানিকে আদর করিত । ৫২ ।



আচার্য্যবাক্যেন বিধিসিতেহস্মিন্‌বিস্মং যদন্যে  
ব্যধুরুৎসসর্জ । শাপং কৃতেহস্মিন্‌ কৃতমপ্যদারৈ-  
স্তদ্বার্ত্তিকং ন প্রসরেৎ পৃথিব্যাম্ ॥ ৫৩ ॥

নৈকস্ম্যসিদ্ধ্যাখ্যানিবন্ধমেকং কৃত্বাত্মপূজ্যায়  
নিবেদ্য চোক্তা । বিশ্বাসমুক্তাথ পুনর্ব্বভাবে স  
বিশ্বরূপো গুরুমাত্মদৈবং ॥ ৫৪ ॥

ন খ্যাতিহেতো ন চ লাভহেতো নাপ্যর্চনা-

আচার্য্যার্থস্তবিষয়মালক্ষ্য হাহেতুজ্ঞং তদর্শয়তি । আচার্য্য-  
বাক্যেনাস্মিদ্ধার্থিকে বিধাতুমিষ্টে সতি যতোহন্তো বিস্মং ব্যধু-  
রস্মিন্‌ কৃতেহস্মিন্মিত্তাৎ সুরেশ্বরঃ শাপমুৎসসর্জ সূত্রভাষ্যস্ত  
বার্ত্তিকমুদারৈঃ কৃতমপি পৃথিব্যাং ন প্রসরেৎ ॥ ই০ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বাসঞ্চ প্রাপ্যচার্য্যোত্যাছ্যক্তাথ পুনরুবাচ উ০ ॥ ৫৪ ॥

যদুবাচ তদাহ নেতি ॥ ই০ ॥ ৫৫ ॥

আচার্য্যের কথায় বার্ত্তিক করা যুক্তি সঙ্গত  
হইলেও সকলেই ভাষ্যের বার্ত্তিক নির্মাণে বিস্ম  
করিতে থাকিল । “ভাষ্যের বার্ত্তিক হইলে  
লোকের বিস্ম হইবে” এই নিমিত্ত সুরেশ্বর মনের  
ছুঃখে অভিসম্পাত করিল ; “যদি মহৎ লোকেও  
সূত্রভাষ্যের বার্ত্তিক প্রস্তুত করেন, তথাপি উহা  
ভূতলে প্রচারিত হইবে না” । ৫৩ ।

“নৈকস্ম্যসিদ্ধি” নামক এক নিবন্ধ প্রস্তুত  
করিয়া আপনার পূজ্য আচার্য্যকে তাহা নিবেদন  
করিল । অনন্তর বিশ্বাস প্রাপ্ত হইয়া পুন-  
রায় স্বীয় ইচ্ছদেবতা গুরুকে বিশ্বরূপ বলিতে  
লাগিলেন ॥ ৫৪ ॥

“আমার সূখ্যাতি হইবে, কি আমার অর্থ লাভ

যৈ বিহিতঃ প্রবন্ধঃ । নোল্লঙ্ঘনীয়ং বচনং গুরুগাং  
নোল্লঙ্ঘনে স্যাদগুরুশিষ্যভাবঃ ॥ ৫৫ ॥

পূর্ব্বং গৃহিত্বেহপি ন তৎস্বভাবো ন বাল্যম-  
শ্বেতি হি যৌবনস্থম্ । ন যৌবনং বৃদ্ধমুপৈতি তদ্বদ্  
ব্রজন্‌ হি পূর্ব্বস্থিতিমৌজ্য গচ্ছেৎ ॥ ৫৬ ॥

তাৎপর্যাশ্বে গেহিধর্ম্মেষু দৃষ্টে ত্যক্তং তদ্রাহ । পূর্ব্বং গৃহেহপি  
তৎস্বভাবো গৃহিস্বভাবো ন ভবামি হি যতো যৌবনস্থং বাল্যং  
নাশ্বেতি তথা বৃদ্ধং পুরুষং যৌবনং নোপৈতি তদ্বত্তথা ব্রজন্‌  
গমনং কুর্ব্বন্‌ পূর্ব্বস্থিতিং পরিত্যক্তেব গচ্ছেদিত্যর্থঃ উ০ ।  
॥ ৫৬ ॥

হইবে, কি সকলে আমার অর্চনা করিবে” ইহার  
নিমিত্ত আমি প্রবন্ধ রচনা করি নাই । “কেবল  
গুরুর বাক্য উল্লঙ্ঘন করিতে নাই বলিয়া আমি  
যত্ন প্রকাশ করিয়াছি” নতুবা গুরুবাক্য লঙ্ঘন  
করিলে গুরুশিষ্যভাব থাকে না । ৫৫ ।

আমি পূর্ব্ব গৃহী ছিলাম সত্য, কিন্তু গৃহস্থ  
লোকের যেরূপ স্বভাব থাকা আবশ্যিক, আমার  
সেরূপ ছিল না । তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন-অগ্রে  
সকলেই বালক থাকে, কিন্তু যখন ঐ বালক  
যৌবন কালে পদার্পণ করে, তখন বাল্যকাল আর  
তাহাকে আক্রমণ কবিতো পারে না —ঐরূপ বৃদ্ধ  
হইলে যৌবন কখন পুনরায় বৃদ্ধকে স্পর্শ করিতে  
পারেনা এবং যে ব্যক্তি গমন করিবে, সে যেস্থানে  
পূর্ব্ব অবস্থান করিয়াছিল, সেই স্থান পরিত্যাগ  
করিয়াই গমন করিয়া থাকে । ৫৬ ।

অহং গৃহী নাত্র বিচারণীয়ং কিং তেন পূর্বং  
মন এব হেতুঃ । বন্ধে চ মোক্ষে চ মনোবিশুদ্ধো-  
গৃহী ভবেদ্বাপ্যত মঙ্করীবা ॥ ৫৭ ॥

নাস্ত্যেব বেদাশ্রম উত্তমাদিঃ কথঞ্চ তৎপ্রাপ্তি-

কিঞ্চাত্মান্নিলোকেহং গৃহীতি ন বিচারণীয়ং যতন্তে  
কিম্পূর্বমিহ জন্মান্তরে বা গৃহিণো ন বভূবুরপি ত্যাস্মরেব । তস্মাৎ  
গৃহিণে যতিষু বা মন এব হেতুঃ ন কেবলমেতাবদেবা পিতৃ  
বন্ধেচ মোক্ষেচ মন এব হেতুঃ, মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধ-  
মোক্ষয়োরিত্যুক্তত্বাৎ তস্মাদ্বিশুদ্ধগৃহী ভবেদ্বা মঙ্করী বা ভবেদুভ-  
যণাপি নূনাধিক্যং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

নাস্ত্যেবাসাবাশ্রমস্তুৰ্য্য ইখমিত্যুক্তং তত্রাহ নাস্ত্যেবেতি ।

“এ জগতে আমি গৃহী” এবিষয়ে কোন বিচার  
করা কর্তব্য নহে । কারণ, পৃথিবীতে হয় জন্মা-  
ন্তরে, নয় ইহ জন্মে, এমন কোন লোক জন্ম গ্রহণ  
করে নাই, বা করে না, যিনি প্রথমে গৃহী ছিলেন  
না । অতএব গৃহী কি যতি উভয় পক্ষেই মন  
কারণ । মন বন্ধ মোক্ষ ইহারও কারণ বলিয়া  
নির্দিষ্ট হইয়াছে । অতএব বিশুদ্ধ গৃহী হউন,  
অথবা বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী হউন, কিছুতেই কোন নূনা-  
তিরেক নাই । ৫৭ ।

হে সুন্দর ! বেদের আদি আশ্রম যদি না  
থাকে, তবে কি করিয়া তাহার প্রাপ্তি এবং নিরন্ত্র-  
গামী আমাদের দুই জনের যে দুইটি প্রতিজ্ঞা  
আছে ( অর্থাৎ আমি পরাজিত হইলে সন্ন্যাস  
গ্রহণ করিব এবং আপনি পরাজিত হইলে সন্ন্যাস

নিরন্ত্রগামী । প্রতিশ্রবো নো কথমল্পকালো  
ন হি প্রতিজ্ঞা ভগবন্নিরুদ্ধা ॥ ৫৮ ॥

সংভিক্ষমাণা ন লভন্ত এব চেদগৃহপ্রবেশং

হে উত্তম ! আদিরাশ্রমো নাস্ত্যেব চেত্তৎপ্রাপ্তিনিরন্ত্রগামিনো  
নো আবয়োঃ প্রতিশ্রবো অহং পরাজিতঃ সন্ন্যাসং প্রাপ্যামি  
অহং পরাজিতস্তং হাশ্রামি ইত্যেবংরূপো কথং স্তম্ভতাপান্ন-  
কালো যদি তূর্যাশ্রমো মমাভিমতো নাভূতর্হি প্রতিজ্ঞা ময়া  
নিরুদ্ধাহুদিত্যাশয়েনাহ নহীতি ॥ ৫৮ ॥

যচ্ছারিষ্যাহৈরিত্যাছ্যক্তং তত্রাহ সন্তিক্ষমাণা ইতি । শু-  
ক্ৰণা ভগবতা প্রবেশনং কথং বিহিতং কথং চৈদগৃহে ননুত্তমা

ত্যাগ করিবেন ) এরূপ বলিষ্ঠ গর্বিত বাক্য  
আছে, তাহা আর এক্ষণে কি করিয়া থাকিবে ?  
থাকিলেও তাহার কাল এত অধিক কি করিয়া  
হইবে ? যদি চতুর্থাশ্রম ( সন্ন্যাস ) আমার অভি-  
মত না হয়, তবে আমার প্রতিজ্ঞা করা বৃথা হয়  
। ৫৮ ।

আপনি যে বলিয়াছেন “চতুর্থাশ্রম বেদসিদ্ধ  
নহে ইহা মণ্ডনের সিদ্ধান্ত । ভিক্ষুরেরা মণ্ডনের  
ভবনে প্রবেশ করিতে পারে নাই” ইত্যাদি বিষয়ে  
এইমাত্র উত্তর দেখিতেছি, আপনি গুরু হইয়া কি  
করিয়া পর গৃহে প্রবেশ করিলেন ? কি রূপেই  
বা আমার ভবনে উত্তম ভিক্ষা করিলেন ? আশ্রয়  
বলিয়াছেন “এরূপ জনরব জানিয়া তুমি মহৎ হই-  
লেও তোমাতে আমার কোন বিশ্বাস নাই” তাহাতে  
এই মাত্র বলিতে পারা যায়, কোন্ ব্যক্তি লো-

গুরুণা প্রবেশনম্ । কথং হি ভিক্ষা বিহিতা ননুত্তমা  
কো নাম লোকস্ত মুখাপিধায়কঃ ॥ ৫৯ ॥

তত্ত্বোপদেশাধিদিভ্যাতত্ত্বো ব্যধামহং সন্ন্য-  
সনং কৃতাত্মা । বিরাগভাবান্ন পরাজিতস্ত বাদো  
হি তত্ত্বস্য বিনির্ণয়ায় ॥ ৬০ ॥

পুরা গৃহস্থেন ময়া প্রবন্ধা নৈয়ায়িকাদৌ বি-

শিক্ষা বিহিতা, যদাপি কিস্বদন্তীত্যাছ্যক্তং তত্রাপ্যাহ লোকস্ত  
মুখাপিধায়কঃ কো নাম ন কোহ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

যত্নু সন্ন্যাসমপ্যেবং ন বুদ্ধিপূর্বমিত্যাছ্যক্তবস্ত্তত্ৰাহ ।  
পূর্বং কৃতাত্মা পশ্চাত্তত্ত্বোপদেশাধিদিভ্যাতত্ত্বোহহং বৈরাগ্যাৎ  
সন্ন্যাসনং ব্যধাং ন তু পরাজিতো হি বস্মাদাদস্ত্ত্ববিনির্ণয়ায়  
॥ ৬০ ॥

যত্নু ভাষ্যে কৃত্ত্বোপদেশাধিদিভ্যাতত্ত্বোহহং পুরেতি । ইতঃ পরং মে হৃদয়ং

কের মুখ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে ? ।  
। ৫৯ ।

আপনি যে বলিয়াছেন “এ ব্যক্তি বুদ্ধি পূর্বক  
সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে নাই” তাহার উত্তরে এই  
মাত্র বলা যাইবে—আমি পূর্বেই কৃতযত্ন হইয়া-  
ছিলাম, পরে তত্ত্ব উপদেশে আত্মতত্ত্ব জানিতে  
পারিয়া সংসারের উপর বৈরাগ্য বশতঃ সন্ন্যাসধর্ম  
গ্রহণ করিয়াছি । কিন্তু আপনি নিশ্চয় জানি-  
বেন, আমি পরাস্ত হইয়া কখনই সন্ন্যাস গ্রহণ  
করি নাই । কারণ, বাদ করা কেবল তত্ত্ব নির্ণ-  
য়ের জন্য । ৬০ ।

পূর্বে আমি যখন গৃহস্থ ছিলাম, তখন নৈয়া-

হিতা মহার্থাঃ । ইতঃ পরং মে হৃদয়ং চিকীর্ষু হৃদ-  
জ্জিসেবাং ন বিলজ্জ্য কিঞ্চিৎ ॥ ৬১ ॥

শ্রদ্ধামদ্বৈতবন্ধাদরবুধপরিষচ্ছেমুখীসম্মিষণা  
মর্বাগদুর্বাদিগর্বানলবিপুলতরঙ্গালমালাবলীঢ়াম্ ।  
সিত্ত্বা সূক্তামৃতৌঘৈরহহ পরিহসন্ জীবয়স্যদ্য

হৃদজ্জিসেবাং বিলজ্জ্য ন কিঞ্চিৎ কর্তুমিচ্ছু ॥ ৬১ ॥

তথাচৈবং বিধস্ত সঙ্গারোস্তব সেবা কেনাপি কথমপি কর্তুং  
ন শক্যোত্যাহ । অদ্বৈতে বস্ত্তমি আদরোদ্বৈতত্যাভূত বুধপরিষচ্ছে-  
মুখ্যাং সন্নিয়গ্নাং অদ্বৈতবন্ধাদরায়া বুধসমুদায়বুদ্ধিস্ত্যাং সম্যক্  
স্থিতামিতিবা অর্বাচীনানাং দুর্বাদিনাং গর্বলক্ষণম্যানলস্য  
বিপুলতরঙ্গালক্ষণয়া মালয়া বিপুলয়া জালামালয়া ইতিবা  
অবলীঢ়ামান্বাদিতাং শ্রদ্ধাং সূক্তামৃতৌঘৈঃ সিত্ত্বাহহহ অদ্য

য়িক দিগের গ্রন্থে অত্যন্ত অর্থ বিশিষ্ট অনেক  
গুলিন প্রবন্ধ রচনা করি । কিন্তু এক্ষণে আপনার  
পাদপদ্মের সেবা লজ্জন করিয়া আমার হৃদয়  
আর কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক নহে । ৬১ ।

যে সকল পণ্ডিতগণের অদ্বৈতবস্ত্তর (পর-  
মাত্মার) উপর আদর বন্ধ মূল হইয়াছে, সেই সমস্ত  
পণ্ডিত মণ্ডলীর বুদ্ধিরূপ আসনে যে শ্রদ্ধা অবস্থান  
করিতেছে ; অর্বাচীন দুষ্ক বাদীগণের গর্বরূপ  
অনলের গগনস্পর্শী ক্ষুলিঙ্গ সমূহ দ্বারা যে শ্রদ্ধা  
একেবারে দগ্ধ হইয়াছে ; আপনি সূক্ত (বেদ-  
বাক্য) রূপ অমৃত প্রবাহ দ্বারা সেক করিয়া আজ  
কি আনন্দের বিষয় ! শীঘ্র পরিহাস পূর্বক  
সেই শ্রদ্ধাকে জীবিত করিয়াছেন । অতএব  
রণ হইতে উত্তরণ হওয়া যেমন কঠিন, তাহার

সদ্যঃ কো বা সেবাপটুঃ স্যাৎরণতরণবিধৌ স-  
দগুরো নৈব জানে ॥ ৬২ ॥

ইত্যুক্তোপরতে স্বরেশ্বরগুরৌ তেনৈব  
শারীরকে ন সম্ভাব্যহহাত্ত বার্তিকমিতি প্রোচঃ  
শুগমিং শনৈঃ । ধীরাগ্র্যঃ শময়ন্ বিয়োগপয়সা  
দেবেশ্বরেণ ত্রয়ীভাষ্যে কারয়িতুং স বার্তিকযুগং  
বন্ধাদরোহভূমুনিঃ ॥ ৬৩ ॥

ভাবানুকারিমুদ্রবাক্যানিবেশিতার্থঃ স্বীয়ৈঃ

সদ্যঃ পরিহসন্ জীবয়সি ততো রণতরণবিধানসদৃশায়ামেবং-  
ভূতস্য সঙ্গুরোস্তুব সেবায়াং কো বা পটুঃ স্যাৎ । অং ॥ ৬২ ॥

ইত্যুক্তা স্বরেশ্বরগুরাবুপরতে সতি অহহেত্যস্তথেদে তেন  
স্বরেশ্বরেণৈবাত্ত শারীরকে বার্তিকং নো সম্ভাবি ইতিপ্রোচঃ  
শোকামিং ধীরাগ্র্যঃ শ্রীশঙ্করো বিবেকপয়সা শনৈঃ শময়ন্  
বেদত্রয়ীভাষ্যে স্বরেশ্বরেণ বার্তিকদ্বয়ং কারয়িতুং স মুনির্বন্ধা-  
দরোহভূৎ । শাং ॥ ৬৩ ॥

ভাবানুসারিভিমুদ্রতির্বাচ্যো বিনিবেশিতোহর্থো যত্র  
মতন আপনার সেবা কার্য্যে কাহাকেও নিপুণ  
দেখি না । ৬২ ।

এই কথা বলিয়া স্বরেশ্বর (মণ্ডন) কান্ত হইলে  
ইহা অত্যন্ত খেদের বিষয় যে, (ঐ স্বরেশ্বর দ্বারা  
এই শারীরক সূত্রের ভাষ্যে বার্তিক রচনা কিছু-  
তেই সম্ভাবিত নহে) এই কারণে ধীরবর শঙ্কর  
বিবেক সলিল দ্বারা স্বরেশ্বরের প্রবল শোকানল  
নির্ব্বাণ করিয়া ঋক্, যজু ও সাম এই তিনখানি  
বেদের স্বরেশ্বর দ্বারা দুইটি বার্তিক করাইবার  
জন্য শঙ্কর দৃঢ়রূপে আদর প্রকাশ করেন । ৬৩ ।

শঙ্কর দেখিলেন—স্বরেশ্বর যে গ্রন্থ রচনা  
করিয়াছেন, তাহাতে ভাবানুযায়ী কোমল বাক্য

পদৈঃ সহ নিরাকৃতপূর্ব্বপক্ষম্ । সিদ্ধান্তযুক্তি-  
বিনিবেশিততৎস্বরূপং দৃষ্টাভিনন্দ্য পরিতোষ-  
বশাদবোচৎ ॥ ৬৪ ॥

সত্যং যদাথ বিনয়িন্ ! মম যাজুযীয়া শাখা তদন্তু-  
গতভাষ্যানিবন্ধ ইষ্টঃ । তদ্বার্তিকং মম কৃতে  
ভবতা প্রণেয়ং সচেষ্টিতং পরহিতৈকফলং প্রসি-  
দ্ধম্ ॥ ৬৫ ॥

স্বীয়ৈঃ পদৈঃ নিরাকৃতঃ পূর্ব্বপক্ষো যত্র সিদ্ধান্তযুক্তিভি  
বিশিতং তস্য সিদ্ধান্তস্য স্বরূপং যত্র তন্তুদীপ্যং গ্রন্থং দৃষ্টা  
ভিনন্দ্য স শ্রীশঙ্করঃ পরিতোষবশাদবোচৎ । বং ॥ ৬৪ ॥

তদাহ হে বিনয়িন্ ! ত্বং যজুজ্বান্ অসি তৎসর্কং সত্যমতো  
মম যাজুযী তৈত্তিরেয়ী শাখা তন্তু অন্তগতো যো ভাষ্যলক্ষণো  
মমেষ্টোনিবন্ধস্তত্র বার্তিকং মদর্থং ভবতা প্রণেয়ং যতঃ সতা-  
ক্ষেষ্টিতং পরহিতৈকফলং প্রসিদ্ধম্ ॥ ৬৫ ॥

সমূহ দ্বারা অর্থ সকল সন্নিবেশিত আছে । স্বকীর  
পদ সমূহের সহিত পূর্ব্ব পক্ষ নিরাকরণ করা  
হইয়াছে এবং সিদ্ধান্ত যুক্তি দ্বারা সিদ্ধান্তের স্ব-  
রূপ সংস্থাপিত হইয়াছে । আচার্য্য, স্বরেশ্বরের  
সুন্দর গ্রন্থ খানি অবলোকন করিয়া ও গ্রন্থের  
প্রশংসা করিয়া সন্তোষ বশতঃ বলিতে লাগিলেন  
। ৬৪ !

হে বিনীত ! তুমি যাহা বলিয়াছ তৎ সমুদ-  
য়ই সত্যকথা । অতএব যজুর্বেদের তৈত্তিরীয়  
নামে যে শাখা আছে, তাহার উপরে আমার  
মনঃপূত এক ভাষ্য বা নিবন্ধ আছে । তুমি  
আমার জন্য ঐ ভাষ্যের বার্তিক প্রণয়ন কর ।  
কারণ, সজ্জনের যে সমস্ত চেষ্টা, চরিত্র বা কার্য্য,  
তৎসমুদয়েরই ফল কেবল পরের হিত করা মাত্র  
। ৬৫ ।



তদ্বদীয়া খলু কাণ্শাখা মমাপি তত্রাস্তি ত-  
দন্তুভ্যম্ । তদ্বার্তিকঞ্চাপি বিধেয়মিচ্চং পরোপ-  
কারায় সতাং প্রবৃতিঃ ॥ ৬৬ ॥

তত্রোভয়ত্র কুরু বার্তিকমার্তিহারি কীর্তি-  
ঞ্চ যাহি জিতকার্তিকচন্দ্রিকাভাম্ । মাশঙ্কি

তদ্বদীয়া খলু যা কাণ্শাখা তত্রাপি মম তদন্তুভ্যামস্তি  
তত্র বার্তিকমপীষ্টম্বিধেয়ং যতঃ সতাপ্রবৃতিঃ পরোপকারায়ৈ-  
তার্থঃ ॥ ৬৬ ॥

আবশ্যকতাবোধনায় পুনরাহ । তত্রোভয়ত্র তাপত্রয়নিব-  
হণং বার্তিকং কুরু জিতা কার্তিকচন্দ্রিকায়াঃ আভাযয়া তথাভূতাং  
কীর্তিঞ্চ প্রাপ্নুহি । ননু পূর্ববদধুনাপি বিনেয়বাক্যৈরোধস্তাবশ্য-  
স্তাবিত্বাৎ কিমর্থং তৎকরণে ময়া দীক্ষা স্বীকার্যোতি শঙ্কা ত্বয়া

ঐরূপ তোমার ও যে বজুর্বেদের কাণ্শাখা  
আছে, তাহাতেও আমার তাহার শেষ ভাষ্য  
প্রস্তুত করা আছে । তাহার বার্তিক করাও আ-  
মার অভিপ্রেত জানিবে । কারণ, সজ্জনের প্রবৃতি  
কেবল পরের উপকারার্থে ই হইয়া থাকে ॥ ৬৬ ॥

ঐ উভয়ভাষ্যের আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক  
আর আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার তাপনাশী—  
বার্তিক রচনা কর । শারদীয় শশধরের জ্যোৎস্না  
অপেক্ষাও নির্মল ও শুভ্র কীর্তি লাভ কর । “পূর্ব-  
মত এখনও অন্যান্য শিষ্যগণ নিবারণ করিতে পারে,  
সুতরাং আপনি কিকারণে আমাকে এরূপ মন্ত্রের  
দীক্ষা দান করিতেছেন ?” এরূপ শঙ্কা করিও না ।  
কারণ, আমার বাক্যই সমুদয় রক্ষা করিবে । অত-

পূর্বমিব দুঃশঠবাক্যরোধো মদ্বাক্যমেব শরণং  
ব্রজ মা বিচারীঃ ॥ ৬৭ ॥

ইথং স উক্তো ভগবৎপদেন ত্রীবিশ্বরূপো  
বিদুষাং বরিষ্ঠঃ । চকার ভষ্যদ্বয়বার্তিকে দ্বৈ হাজ্ঞা  
গুরুণাং হবিচারণীয়া ॥ ৬৮ ॥

আজ্ঞা গুরোরনুচরৈর্নহিলজ্জনীয়েতু্যক্তা তরো-  
নির্গমশেখরয়োরুদারম্ । নির্মায় বার্তিকযুগং নিজ-  
দেশিকায় নিঃসীমনিস্তুলনধীরূপদাক্ষকার ॥ ৬৯ ॥

ন কর্তব্য ইত্যাহ মা শঙ্কীতি কুত ইতি চেত্তত্রাহ মদ্বাক্যমেব  
শরণমতন্তৎকরণার্থং গচ্ছ বিচারং মা কুরু । বঃ ॥ ৬৭ ॥

ইথং ভগবৎপদেন ত্রীশঙ্করেণোক্তো বিদুষাং বরিষ্ঠঃ স ত্রীশ্ব-  
রেশ্বরো ভাষ্যদ্বয়ত্র বার্তিকে দ্বৈ চকার হি যস্মাদগুরুণামাজ্ঞা  
অবিচারণীয়া এব উঃ ॥ ৬৮ ॥

এতদেব বিদৃণোতি । গুরোরাজ্ঞাহনুচরৈর্নহিলজ্জনীয়েতু্যক্তা-  
বেদান্তযোটেত্ত্বিরীযবৃহদারণ্যসংজ্ঞয়ো স্তয়োভাষ্যয়োরুদারঃ  
বার্তিকদ্বয়ং নির্মায় সীমারহিতা নিরূপমা ধীযন্ত স স্বরেশ্বরো  
নিজদেশিকায় উপদাক্ষকার উপায়নভূতং কৃতবান্ বঃ ॥ ৬৯ ॥

এব বার্তিক করিবার জন্য গমন কর, এবিষয়ে আর  
বিচার করিও না ॥ ৬৭ ॥

শঙ্কর যখন স্বরেশ্বরকে এই রূপ আদেশ করেন,  
পণ্ডিতাগ্রণী বিশ্বরূপ দুইটি ভাষ্যের দুইটি বার্তিক  
রচনা করিলেন । কারণ, কোনকর্মে গুরুর আজ্ঞা-  
বাক্যের বিচার করিবে না ॥ ৬৮ ॥

“যাহারা গুরুর অনুচর—তাহারা কখনই  
গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবেনা” এই কথা বলিয়া  
তৈত্তিরিয় এবং বৃহদারণ্যক নামক দুইখানি বার্তিক

সনন্দনো নাম গুরোরনুজ্ঞয়া ভাষ্য্য টীকাং  
ব্যধিতেরিতঃ পরাম্ ! যৎপূর্বভাগঃ কিল পঞ্চপা-  
দিকা তচ্ছেষণা বৃত্তিরিতি প্রথীয়সী ॥ ৭০ ॥

ব্যাসর্ষিসূত্রনিচয়স্য বিবেচনায় টীকাভিধং  
বিজয়ডিণ্ডিমমাত্মকীর্ত্তেঃ । নির্মায় পদ্যচরণো  
নিরবদ্যযুক্তিসূতং এবন্ধমকরোদগুরুদক্ষিণাং  
সঃ ॥ ৭১ ॥

সনন্দনো নাম গুরোরনুজ্ঞয়াপ্রেরিতঃ পরাং ভাষ্য্য টীকাং  
বাধ্যং যন্তাঃ পূর্বভাগঃ পঞ্চপাদিকা তচ্ছেষণা বৃত্তিরিতি প্রথী-  
য়সী প্রথ্যাতা ॥ ৭০ ॥

ব্যাসাথ্যর্ষিসূত্রকদম্বশ্চ বিবেচনায়াকীর্ত্তে বিজয়ডিণ্ডিমং-  
যতো নিরবদ্যযুক্তিভির্গথিতং টীকাসংজ্ঞং প্রবন্ধং নির্মায় স  
পদ্যপাদো গুরুদক্ষিণামকরোৎ বঃ ॥ ৭১ ॥

রচনা করিয়া অসীমও অনুপমবুদ্ধিসম্পন্ন স্বরেশ্বর  
আপনার শিষ্যকে তাহা উপহার স্বরূপ প্রদান  
করেন ॥ ৬৯ ॥

সনন্দননামে যে গুরুর একজন শিষ্যছিল,  
তিনি গুরুর অনুজ্ঞাবচনে আদিষ্ট হইয়া ভাষ্যের  
এক উৎকৃষ্ট টীকা রচনা করেন। যে টীকার পূর্ব-  
ভাগ পঞ্চপাদে সমাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ পঞ্চ-  
পাদের শেষে যে বৃত্তিকরা হয় তাহা অত্যন্ত  
খ্যাতিলাভ করে ॥ ৭০ ॥

মহামুনি বেদব্যাসের যে সমস্ত সূত্র আছে  
তাহার বিচার ও বিবেচনা করিবার নিমিত্ত পদ্য-  
পাদ স্বকীয় যশের “বিজয় ডিণ্ডিম” অর্থাৎ (বিজয়-

আলোচয়ন্নথ তদানুগতিং গ্রহাণামুচে স্বরেশ্বর-  
সমাহ্বমুপহ্বরে সঃ । পঠৈব যৎসচরণাঃ প্রথিতা  
ইহস্যস্তত্রাপি সূত্রযুগলদ্বয়মেব ভূম্মা ॥ ৭২ ॥

প্রারন্ধকর্ম্মপরিপাকবশাৎ পুনস্ত্বং বাচম্পতি-  
ত্বমধিগম্য বস্তুকরায়াম্ । ভব্যাং বিধাস্যসিতমাং  
মম ভাষ্যটীকামাভূতসংলয়মধিক্ষিতি সাচ জীয়াৎ ॥  
॥ ৭৩ ॥

অথানন্তরং সূর্য্যাদিগ্রহাণাং গতিমালোচয়ন্ স্বরেশ্বরঃ মাথা-  
মেকান্তে সঃ শ্রীশঙ্করো বভাষে হে বৎস ! ইহ লোকে পঠৈব-  
চরণাঃ প্রথিতাঃ স্মরিহ টীকায়ামিতি বা । তত্রাপি বাহুল্যেন  
সূত্রচতুষ্টয়মেব প্রথিতং শ্রুতং ॥ ৭২ ॥

এবং তদন্তশাপশ্চ সার্থক্যং প্রদর্শ্য সূত্রভাষাবৃত্তিকরণসং-  
কল্পস্তাপি তত্ত্বমাহ প্রারন্ধেতি । ভূম্মো বাচম্পতিত্বং প্রাপ্য  
ভব্যাং মমভাষ্যটীকাং সম্যক্ বিধাস্যসি সনন্দনকৃত টীকাসাম্যাং  
বারয়তি । প্রলয়পর্য্যন্তং ক্ষিতৌ সাচ জীবনং প্রাপুয়াদিতি বর-  
প্রদানম্ ॥ ৭৩ ॥

বাদ্য ) নামক টীকাপ্রবন্ধ রচনা করিয়া গুরুদক্ষিণা  
প্রদান করেন ॥ ৭১ ॥

অনন্তর সূর্য্যচন্দ্রাদি গ্রহগণের গতি আলোচনা  
করিয়া আচার্য্য শঙ্কর স্বরেশ্বরকে নির্জনে ডাকিয়া  
বলিলেন । বৎস ! এই জগতে পাঁচটি চরণই বি-  
খ্যাত, অথবা এই টীকাতে পাঁচটি চরণ (পঞ্চপাদ)  
বিখ্যাত আছে । তাহা হইলেও বাহুল্যরূপে চারিটি  
সূত্র বিখ্যাত হইবে ॥ ৭২ ॥

তুমি তোমার জন্মান্তরীয় কর্ম্মের পরিপাক  
বশতঃ ভূতলে বাচম্পতি নাম ধারণ করিয়া আমার

ইত্যেবমুক্তাথ যতীশ্বরোহসাবানন্দগির্যাদি-  
মুনীন্ স হুত্বা । কুরুধ্বমদ্বৈতপরান্নিবন্ধানিত্য-  
ব্রশান্নিস্মমসার্বভৌমঃ ॥ ৭৪ ॥

তে সর্বোহপ্যনুমতিমাপ্য দেশিকেন্দোরানন্দা-  
চলমুখরা মহানুভাবাঃ । আতেনুর্জগতি যথাস্ব-

ইত্যেবং স্বরেশ্বরমুক্তাহথানন্তরমসৌ যতীশ্বর আনন্দগির্যাদি-  
মুনিনাহুত্বাহৈতপরাশ্রিবন্ধান্ কুরুধ্বং ইতি স নিস্মমচক্রবর্তী  
আস্তপ্তবান্ উ० ॥ ৭৪ ॥

তে সর্বোহপ্যানন্দগিরিমুখ্যা মহানুভাবা দেশিকেন্দোরনুম-

ভাষ্যের সুন্দর টীকা রচনা করিবে । সনন্দন  
অপেক্ষা তোমার টীকা উৎকৃষ্ট হইবে এবং  
তাহার সহিত তোমার কোন সাদৃশ্য থাকিবেনা ।  
অধিককি, আমি তোমাকে বর দিলাম, প্রলয় কাল  
পর্যন্ত জগতীতলে তোমার টীকা জীবনধারণ  
করিয়া থাকিবে ॥ ৭৩ ॥

যতিবর শঙ্কর এইরূপে স্বরেশ্বরকে উপদেশ  
দিয়া আনন্দগিরি প্রভৃতি মুনিদিগকে আ-  
হ্বান করিয়া মমতা বিহীন ব্যক্তিগণের নরপতি  
ঐ আচার্য্য শেষে আজ্ঞা করিলেন—“তোমরা  
অদ্বৈত পূর্ণ কতকগুলি নিবন্ধ রচনা কর ?” ॥ ৭৪ ॥

ঐ সকল আনন্দগিরি প্রভৃতি মহানুভাবশিষ্য-  
গণ গুরুদেবের অনুমতি পাইয়া যথাবুদ্ধি আত্মতত্ত্ব  
রূপ কমলকুসুমের সূর্য্য সদৃশ অত্যন্ত নিস্মল নিবন্ধ

মাত্মতত্ত্বাভোজার্কান্ বিশদতরান্ বহুন্ নিবন্ধান্  
৭৫ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তদ্বাভিকাস্তপ্রবত্তনঃ  
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে পূর্ণঃ সর্গস্ত্রয়োদশঃ ॥ ১৩ ॥

## অথ চতুর্দশ সর্গঃ

অথাজপাৎকর্তুমনাঃ স তীর্থযাত্রামবাচিকৈ গু-

তিমাপ্য স্বমাত্মানমনতিক্রম্য যথামতি আত্মতত্ত্বাভোজার্কান্  
বিশদতরান্নিবন্ধানাসমস্তাদিস্তারিতবত্তঃ প্রহর্ষণী ॥ ৭৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবালগোপালতীর্থ-

শ্রীপাদশিষ্যদত্তবংশাবতংসরামকুমারস্বমুখনপতি-

কৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিজয়ডিণ্ডিমে ত্রয়োদশঃ

সর্গঃ সম্পূর্ণঃ ॥ ১৩ ॥

অথ পদ্মপাদকৃতাং তীর্থযাত্রাং নিকৃপয়িত্বমুপক্রমতে ।  
অথানন্তরং স পদ্মপাদস্তীর্থযাত্রাং কর্তুমনা গুররনুজ্ঞাময়চিষ্ট

সকল ক্রমশঃ চারিদিকে বিস্তারিত করিতে  
লাগিলেন ॥ ৭৫ ॥

ইতি ত্রয়োদশ অধ্যায় ॥

—

এই পরিচ্ছেদে পদ্মপাদের তীর্থযাত্রাবর্ণিত  
হইবে । অনন্তর পদ্মপাদ তীর্থযাত্রা করিতে মনন  
করিয়া গুরুর অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলেন । হে

রোরনুজ্ঞাম্ । দেয়া গুরো ! মে ভগবন্নুজ্ঞা দে-  
শান্দিদৃক্ষে বহুতীর্থযুক্তান্ ॥ ১ ॥

স ক্ষেত্রবাসো নিকটে গুরো যো বাসস্তদীয়া  
জ্জলং চ তীর্থম্ । গুরূপদেশেন যদাত্মদৃষ্টিঃ  
সৈব প্রশস্তাখিলদেবদৃষ্টিঃ ॥ ২ ॥

শুশ্রবমাগেন গুরোঃ সমীপে শ্বেয়ং ন নেয়ং

যাচ্ঞামেবাহ হে ভগবন্গুরো ! অনুজ্ঞা দেয়া বহুতীর্থ-  
যুক্তান্দেশান্ দ্রষ্টুমিচ্ছামি উ० ॥ ১ ॥

এবং প্রার্থিতো গুরুরবাচ গুরো নিকটে যো বাসঃ স এব  
ক্ষেত্রবাসঃ ॥ ২ ॥

যস্মাদ্গুরুসমীপে স্থিতস্ত দেশান্তরগমনপ্রাপ্যং সমস্তং প্রাপ্ত-  
মেবাত্মং শুশ্রবমাগেন শিষ্যেণ গুরোঃ সমীপে শ্বেয়ং গুরুসমীপা-  
দন্তদেশে নৈব গন্তব্যং যতোহন্তরগমনে সন্ন্যাসদর্শ্যদৌর্লভ্য-  
তঃখবাত্তল্যাদি অতিরিচ্যতে ইত্যশয়েনাহ অতিশয়েন মার্গ-

ভগবন্ ! হে গুরুদেব ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া  
আমাকে অনুজ্ঞা দান করিবেন । কারণ, এক্ষণে  
আমার নানাবিধ তীর্থবিশিষ্ট দেশ সকল দর্শন  
করিতে বাসনা জন্মিয়াছে ॥ ১ ॥

পদ্মপাদের এই প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া গুরুদেব  
বলিতে লাগিলেন । গুরুর নিকটে বাস করিলেই  
সিদ্ধস্থানে বাস করা হয়, গুরুর পাদপ্রক্ষালনের  
জলই তীর্থজল, গুরুর উপদেশে যদি আত্মজ্ঞান  
হয় তাহারই নাম প্রশস্ত সমস্ত দেবতত্ত্বজ্ঞান  
জানিবে ॥ ২ ॥

দেশান্তরে গমন করিয়া যেসমস্ত পাওয়া যায়,  
গুরুর নিকটে বাস করিলেও ঐ সমস্ত বিদেশ লভ্য  
বস্তু তাহার অনায়াসে লভ্য হইয়া থাকে । কারণ,

সততোহন্যদেশে । বিশিষ্য মার্গশ্রমকর্ষিতস্য  
নিদ্রাভিভূত্যা কিমু চিস্তনীয়ম্ ॥ ৩ ॥

দ্বিধা হি সন্ন্যাস উদীরিতোহয়ং বিবুদ্ধতত্ত্বস্য  
চ তদ্বুভুৎসোঃ । তত্ত্বং পদার্থৈক্য উদীরিতোহয়ং  
যত্নাৎ সমর্থঃ পরিশোধনীয়ঃ ॥ ৪ ॥

শ্রমেণ কর্ষিতস্ত নিদ্রাভিভূত্যা কিমপি ত্বংপদাদিচিস্তনীয়ং ন  
সম্ভবতি ॥ ৩ ॥

অয়ং সংন্যাসশ্চ দ্বিধা বিদ্বৎসন্ন্যাসোবিসিদ্ধিষা সন্ন্যাসশ্চেতি  
দ্বিপ্রকারক উক্তস্তত্র বিবুদ্ধতত্ত্বস্ত বিক্ষেপনিবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তি-  
সুখার্থ আদ্যাত্মতত্ত্ববুভুৎসোস্তত্ত্বংপদৈক্যে তদর্থোহয়ং ভবদাদিভিরা-  
শ্রিতো দ্বিতীয় উক্তঃ তস্মাত্তদর্থং ত্বমর্থঃ প্রযত্নাচ্ছোধনীয়ঃ ন  
তু তদপদাতকং তীর্থাটনাদি কৰ্ত্তব্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

শিষ্য সর্বদা গুরুর নিকটেই বাস করিবে—গুরুর  
নিকট পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেশে গমন করি-  
বেনা । অন্যদেশে গমন করিলে সংন্যাস ধর্ম্মে যে  
সমস্ত দুঃখ হওয়া উচিত নহে সেই সমস্ত দুঃখ বহু  
পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । কারণ, অতিশয়  
পথশ্রমে কাতর হইলে তাহার হটাৎ নিদ্রাকর্ষণ  
হয়, নিদ্রাভিভূত হইলে তখন আর “তত্ত্বমসি”  
বেদবাক্যের ত্বং পদার্থ চিন্তা করা হইতে পারে না  
৩

ঐ সংন্যাস দুই প্রকার । বিদ্বৎ সংন্যাস আর  
বিসিদ্ধিষা সংন্যাস । তন্মধ্যে যিনি তত্ত্বজ্ঞানী,  
তাহার বিক্ষেপশক্তি (মায়া) নিবৃত্তি হইলে জীব-  
ন্মুক্তি সুখের নিমিত্ত প্রথম সংন্যাস হইয়া থাকে ।  
আর যে ব্যক্তি তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক তাহার “তত্ত্ব-  
মসি” বেদবাক্যের তৎপদ ও তৎপদের ঐক্য



সম্ভাব্যতে ক চ জলং কচ নাস্তি পাথঃ শয্যা স্থলং  
কচিদিহাস্তি ন চ কচান্তে । শয্যাস্থলীজলনিরী-  
ক্ষণসক্তচেতাঃ পাহো ন শর্ম লভতে কলুষীকৃতান্না  
॥ ৫ ॥

জ্বরাতিসারাদি চ রোগজালং বাধেত চেত্তর্হি ন  
কোহপ্যুপায়ঃ । স্বাস্থ্যং গন্তুং ন পারয়েত তদা  
সহায়োহপি বিমুক্ততীমম্ ॥ ৬ ॥

তীর্থযাত্রায়াস্তদভিঘাতকং ক্ষুটয়ন্নাহ সম্ভাব্যত ইতি, পাথো  
জলং ইহ মার্গে । ব০ ॥ ৫ ॥

কিঞ্চ যদি চেজ্বরাতিসারাদিরোগজালং বাধেত তর্হি কো-  
হপ্যুপায়ো নাস্তি ন পারয়েত নৈব শরুয়াৎ উ০ ॥ ৬ ॥

বিষয়ে জ্ঞান হইয়া থাকে ; যেমন তোমরা তৎ ও  
জ্বং পদার্থের ঐক্য আশ্রয় করিয়া রহিয়াছ । অত-  
এব এই কারণে জ্বং পদার্থের অর্থ যত্ন সহকারে  
বিশুদ্ধ করিবে, কিন্তু তীর্থাদি পর্যটন করিয়া  
যাহাতে দ্বিতীয় সংন্যাসের ব্যাঘাত ঘটে এরূপ  
কার্য্য করিতে নাই । ৪ ।

তীর্থযাত্রা করিলে সম্যাস ধর্ম্মের ব্যাঘাত ঘটিয়া  
থাকে, তাহা বলিতেছি । কোন স্থানে জল পাইবে,  
কোন স্থানে জল দেখিতে পাইবে না । কোন  
স্থানে ভূমি শয্যা—কোন স্থানে আবার তাহাও  
পাইবে না । এই রূপে শয্যা, স্থল আর জল দর্শন  
করিবার জন্য তদগতচিত্ত হইলে মনের মালিন্য  
জন্মে, তাহাতে আর কিছুতেই পান্ন স্থললাভ  
করিতে পারে না । ৫ ।

যদি জ্বর অতিসারাদি রোগসমূহ আসিয়া

জ্ঞানং প্রভাতে ন চ দেবভার্কনং কচোক্তশৌচং  
কচবা সমাধয়ঃ । কচাশনং কুত্র চ মিত্রসঙ্গতিঃ  
পাহো ন শাকং লভতে ক্ষুধাতুরঃ ॥ ৭ ॥

নাস্ত্যন্তরং গুরুগিরস্তদপীহ বক্ষ্যে সত্যং যদাহ  
ভগবান্ গুরুপাশ্ববাসঃ । শ্রেয়ানিতি প্রথমসংযমি-  
নামনেকান্ দেশানবীক্ষ্য হৃদয়ং ন নিরাকুলং মে ॥ ৮ ॥

ন চ কচেতি বা মধ্যমণিন্যায়েনোভয়ত্র সম্বন্ধনীয়ম্ ॥ ৭ ॥

এবমুক্তঃ পদ্যপাদ উবাচ । যদ্যপি গুরুবচস উত্তরং নাস্তি  
তথাপীহোত্তরং বক্ষ্যে এবং প্রতিজ্ঞাং বিধায় যৎ স ক্ষেত্রবাস  
ইত্যাহ্ব্যক্তং তত্রাহ সত্যমিতি গুরুসমীপবাসঃ শ্রেয়ানিতি ভগ-  
বান্ যদাহ তৎসত্যং তথাপি আদ্যা যে সংযমিনস্তেষামনেকান্  
দেশানবীক্ষ্য মে হৃদয়মব্যাকুলং ন ভবতি হে সংযমিনাং প্রথ-  
মেতিবা ব০ ॥ ৮ ॥

আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহা হইতে মুক্ত  
হইবার আর কোন উপায় নাই । তখন কোন  
স্থানে থাকিতেও পারা যায় না—কোন স্থানে যা-  
ইব বলিলেও যাওয়া হয় না । অধিকন্তু যদি  
কেহ সহায় থাকে সেও তখন ঐ পীড়িত সঙ্গীকে  
পরিত্যাগ করে । ৬ ।

প্রভাতকালে জ্ঞান হয় না, দেবপূজাও হয়  
না । সুতরাং শাস্ত্রে যে রূপ শৌচাচারের কথা বলা  
আছে তাহা হইতেই পারে না, এবং সমাধি সকল  
অসম্ভাবিত হয় । আবার দৈবাৎ কোন স্থানে আ-  
হার পাওয়া যায়, কোন স্থানে মিত্রলাভও হইয়া  
থাকে । আবার ঐ পথিক ক্ষুধাতুর হইলে স্থানে  
স্থানে শাকও মিলে না । ৭ ।

গুরুর কথা শুনিয়া পদ্যপাদ বলিতে লাগিল,

সর্বত্র ন কাপি জনং সমস্তি পশ্চাৎ পুরস্তাদ-  
থবা বিদিস্থ । সার্গো হি বিদ্যেত ন স্বব্যবস্থঃ স্ব-  
থেন পুণ্যং কনু লভ্যতেহধুনা ॥ ৯ ॥

জন্মান্তরার্জিতমঘঃ ফলদানহেতোর্ব্যাখ্যান-  
না জনিমুপৈতি ন নো বিবাদঃ । সাধারণাদিহ চ  
বা পরদেশকে বা কৰ্ম্ম হুঙ্কৃতমনুবর্তত এব জন্মম্  
॥ ১০ ॥

সম্ভাব্যত ইত্যাদি যুক্তঃ তত্রাপ্যাহ সৰ্ব্বত্রৈতি । ন বিদ্যতে  
স্বব্যবস্থা যন্ত ন যদ্যপ্যেবমুপাধ্যুনা স্বথেন পুণ্যং কাপি ন  
লভ্যতেহতস্তদর্থঃ দুঃখমপি সোচ্যমিত্যর্থঃ উ० ॥ ৯ ॥

যদপি অরাসিয়ারাদীভ্যুক্তঃ তত্রাপ্যাহ, জন্মান্তরার্জিতং পাপং  
ফলদানার্থঃ রোগাঘানা জন্মোপৈতীত্যত্র অস্মাকং বিবাদোনাস্তি  
তথাপিহ বা পরদেশকে বা সাধারণাজ্জনিমুপৈতি হি বস্মাদভুক্তং  
কৰ্ম্ম জন্মমনুবর্তত এব ব० ॥ ১০ ॥

গুরুবাক্যের কোন উত্তর নাই—তথাপি এ বিষয়ে  
আমি উত্তর করিব । ভগবান্ যাহা বলিয়াছেন  
“গুরুর নিকটে বাস অতি শ্রেয়স্কর” একথা অত্যন্ত  
সত্য । তথাপি যাহারা প্রথম সম্মাস গ্রহণ  
করিয়াছে, তাহাদের মতন আমারও দেশ সকল  
না দেখিয়া হৃদয় স্থির হইতেছে না । ৮ ।

যদিচ সকল স্থানেই কি অগ্রে কি পশ্চাতে  
কি বিদিকে একেবারেই জন পাইবার সম্ভাবনা  
নাই—যদিচ পথ সকলের কোন শৃঙ্খলা নাই—  
তথাপি এখন স্থখে কোন স্থানে পুণ্য সঞ্চয়ও হ-  
ইতে পারিবার কথা । হুতরাং তন্নিমিত্ত আমি দুঃখ  
সহ করিব । ৯ ।

জন্মান্তরে যে পাপরাশি সঞ্চয় করা হইয়াছে,

ইহ স্থিতং বা পরতঃ স্থিতং বা কালো ন মুকেৎ  
সময়াগতশ্চেৎ । তাদেশগত্যাহমৃত দেবদত্ত ইত্যা-  
দিকং মোহকৃতং জনানাম্ ॥ ১১ ॥

মস্মাদয়ো মুনিবরাঃ খলু ধৰ্ম্মশাস্ত্রে ধৰ্ম্মাদি স-  
ঙ্কুচিতমাহরতিপ্রবুদ্ধম্ । দেশাদ্যবেক্ষ্য ন তু তৎ-

কালোমৃত্যুঃ স্বসময় আগতশ্চেদিহ স্থিতং পরদেশেস্থিতং বা  
নৈব মুকেৎ যত্নু তদেগমনেন দেবদত্তো মৃতবানিত্যাদিকং  
জনানাং বচস্তত্ত্ববিবেককৃতমিত্যাহ তদেগত্যেতি উ० ॥ ১১ ॥

যত্নু স্মানমিত্যাখ্যক্তং তত্রাহ, মনুপরাশরাদয়ো মুনিবরাঃ  
কিল ধৰ্ম্মশাস্ত্রে দেশাদ্যবেক্ষ্যাতিপ্রসিদ্ধং ধৰ্ম্মাদিসঙ্কুচিতমাহ-  
স্তথা চ স্মৃতিঃ, দেশকালে তথাস্মানং দ্রব্যং দ্রব্যপ্রয়োজনম্ ।  
উপপত্তিমবস্থাঞ্চ জ্ঞানশৌচং সমারভেদিত্যায়া, তথা চ দেশা-

ঐ সকল পাপ ইহ জন্মে, সেই ফল দান করিবার  
জন্ম রোগরূপে জন্মগ্রহণ করে এ বিষয়ে আমাদের  
কোন বিবাদ বা বিসম্বাদ নাই । তথাপি এই দেশে  
হউক আর বিদেশে হউক সাধারণতঃ রোগের  
উৎপত্তি হইয়াই থাকে । কারণ যে কৰ্ম্মের ভোগ  
হয় নাই, সেই অভুক্ত কৰ্ম্ম প্রাণীগণের অনুগমন  
করিয়া থাকে । ১০ ।

যখন সময় হইবে তখন স্বদেশে বাস কর, অথবা  
বিদেশে বাস কর, কাল কিছুতেই তাহাকে পরিত্যাগ  
করিবে না । “তবে দেবদত্ত ঐ দেশে গিয়া মরিয়া  
গিয়াছে” এ সকল কথা জনগণের অবিবেক বশ-  
তঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে । ১১ ।

মনু পরাশর প্রভৃতি মুনিবর সকল ধৰ্ম্মশাস্ত্রে  
দেশাদি দর্শন করিয়া অতি প্রসিদ্ধ ধৰ্ম্মকে সঙ্কুচিত

সরণিং গতানাং শৌচাদ্যতিক্রমক্ প্রভবেদঘং  
নঃ ॥ ১২ ॥

দৈবেহ্নুকূলে বিপিনং গতো বা সমাপ্নুষা-  
স্থিতমমমেষঃ । হীয়েত নশ্চেদপি বা পুরস্থং তস্মিন্  
প্রতীপে তত এব সর্বম্ ॥ ১৩ ॥

গৃহং পরিত্যজ্য বিদেশগো না স্তুখং সমাগচ্ছতি  
তীর্থদৃশ্য । গৃহং গতো যাতি যুতিং পুরস্তাৎ তদা-  
গমাদত্র চ কিং নিমিত্তম্ ॥ ১৪ ॥

দ্যবেক্ষ্য তেষাং সরণিস্ততানামস্মাকং শৌচাদ্যতিক্রমনিমিত্তমঘং  
ন প্রভবেৎ বং ॥ ১২ ॥

যত্নু কচাশনং পাস্তো ন শাকং লভতে ক্ষুধাতুর ইত্যুক্তং  
তত্রাহ দৈব ইতি, তস্মিন্ দৈবেপ্রতীপে প্রতিকূলেহতস্ততএব  
প্রতীপাদনুকূলান্না দৈবাদেব ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চ গৃহং পরিত্যজ্য বিদেশগন্তীর্থদৃশ্য না পুমান্ স্তুখং যথা-  
স্তান্তথা সমাগচ্ছতি গৃহেস্থিতস্তদাগমাৎ পূর্বমিহমরণং যাতীত্যত্র  
চ কিং নিমিত্তং তস্ম পরদেশগমনাদেরভাবাৎ উপং ॥ ১৪ ॥

বলিয়াছেন । যথা—“দেশ, কাল, আত্মা, দ্রব্য,  
দ্রব্যের প্রয়োজন, যুক্তি, অবস্থা, এই সকল জানিয়া  
শৌচ আরম্ভ করিবেক” এই সকল স্মৃতি শাস্ত্রের  
বচনানুসারে দেশ, নদ, নদী দর্শন করিয়া সেই স-  
মস্ত মুনিগণের পথগামী হইলে শৌচাদি লঙ্ঘন  
করিলেও আমাদের কোন পাপ হইতে পারে  
না । ১২ ।

দৈব অনুকূল থাকিলে লোকে বনে গমন করি-  
লেও আপনার বাঞ্ছিত অন্ন পাইয়া থাকে । আর  
ঐ দৈব প্রতিকূল হইলে সমুপস্থিত অন্নপান সমস্ত  
ক্ষয় ও নাশ প্রাপ্ত হয় । ১৩ ।

দেশে কালেহবস্থিতং তদ্বিমুক্তং ব্রহ্মানন্দং প-  
শ্যতাং তত্র তত্র । চিষ্টৈকাগ্রে বিদ্যমানে সমাধিঃ  
সর্বত্রাসৌ দুর্লভো নৈব মন্তে ॥ ১৫ ॥

সত্তীর্থসেবামনসঃ প্রসাদিনী দেশস্ত বীক্ষা মনসঃ  
কুতূহলম্ । কিণোত্যনর্থান্ সৃজনেন সঙ্গমস্তস্মান্ন  
কস্মৈ ভ্রমণং বিরোচতে ॥ ১৬ ॥

যত্নু কিমু চিস্তনীয়ং কচবা সমাধয় ইত্যুক্তং তত্রাহ দেশ ইতি,  
বস্ত্তস্তাত্যাং দেশকালাত্যাং বিমুক্তং ব্রহ্মানন্দং পশ্যতাং তত্র  
তত্র দেশে কালে চিষ্টৈকাগ্রে বিদ্যমানে সতি সর্বত্রাসৌ সমা-  
ধির্দুর্লভো নেতিমন্তে শাং ১৫ ॥

কিঞ্চ, সত্তীর্থসেবামনসো বিশোধিনী দেশস্তাপূর্বস্ত দর্শনং  
মনসঃ কুতূহলং সৃজনেন সঙ্গোহনর্থান্নাশয়তি তস্মাদেবস্বিধং  
ভ্রমণং কস্মৈ বিশেষণং ন যোচতে উং ॥ ১৬ ॥

তীর্থ দেখিতে বাসনা করিয়া গৃহ পরিত্যাগ  
পূর্বক বিদেশে গমন করে এবং পরে স্তুখে আপন  
ভবনে আসিয়া উপস্থিত হয় । আবার কোন পু-  
রুষ বিদেশে গমন করে নাই, অথচ যে তীর্থ দর্শন  
উপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিল তাহার পূর্বে গৃহবাস  
করিয়াও লোকে মরিয়া যাইতেছে, এ বিষয়ের  
হেতু কি ? । ১৪ ।

যে ব্রহ্মানন্দ কোন দেশে কি কোন কালে  
অবস্থান করে, অথবা যে ব্রহ্মানন্দ কোন দেশে কি  
কোন কালে ঘটে না, যে ব্যক্তি এরূপ ব্রহ্মানন্দ  
দর্শন করে, তাহাদের প্রত্যেক স্থানে চিষ্টের একা-  
গ্রতা বিদ্যমান থাকিলে ঐ সমাধি আমি দুর্লভ ব-  
লিয়া বিবেচনা করি না । ১৫ ।

উত্তম তীর্থ সেবা করিলে মন বিশুদ্ধ হয়, দেশ

অট্যাট্যমানোহপি বিদেশসঙ্গতিং লভেত বিদ্বান্  
বিদুষ্যভিসঙ্গতিম্ । বুধো বুধানাং খলুমিত্রমীরিতং  
খলেন মৈত্রী ন চিরায় তিষ্ঠতি ॥ ১৭ ॥

সমীপবাসোহযমুদীরিতো গুরোর্বিদেশগো য-  
চ্ছতয়েন ধারয়েৎ । সমীপগোহপ্যেষ ন সংস্থিতোহ-  
স্তিকে ন ভক্তিহীনো যদি ধারয়েচ্ছদি ॥ ১৮ ॥

যদপি কুত্র চ মিত্রসঙ্গতিরিত্যুক্তং তত্রাপ্যাহ, বিদেশে সমাগ-  
গতিমটমানঃ কুর্বাগোহপি বিদ্বান্ বিদুষ্যভিসঙ্গতিং লভেৎ  
বুধানাং বুধ এব খলু মিত্রং কথিতং যতো খলেন মৈত্রী চিরায় ন  
তিষ্ঠতি বংশঃ ॥ ১৭ ॥

যত্নু গুরোঃ সমীপে স্থায়মিত্যাছ্যক্তং তত্রাহ, গুরোঃ সমীপে  
বাসোহয়ং কথিতো বিদেশগো যদি হৃদয়েন গুরুং ধারয়েৎ  
সমীপগোহপ্যেষ সমীপেন স্থিতো যদি ভক্তিহীনো হৃদি তং ন  
ধারণেৎ ॥ ১৮ ॥

দর্শনে মনের কোতূহল জন্মায় ; অনর্থ সকল ক্ষয়  
পাইয়া থাকে , সজ্জনের সহিত সঙ্গ ঘটে ; অত-  
এব ভ্রমণ করা সকলেরই রুচিকর কার্য্য । ১৬ ।

বিদেশে গমন করিয়া বিদ্বান্ বিদ্বানের সহিত  
সঙ্গলাভ করেন । কারণ, পণ্ডিতগণের পণ্ডিত  
মিত্র বলিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । খলের  
সহিত বন্ধুতা কখন চিরকাল থাকে না । ১৭ ।

যে ব্যক্তি বিদেশে গমন করিয়া হৃদয়ে গুরুকে  
ধারণ করেন, তাহারই নাম গুরুর নিকটে বাস ।  
নতুবা গুরুর সমীপে গমন করিয়াও গুরুর নিকটে  
ভক্তিহীন ভাবে যদি হৃদয়ে গুরুকে না ধারণ করে,  
তখন নিকটে থাকিয়া ফল কি ? । ১৮ ।

স্বজনঃ স্বজনেন সঙ্গতঃ পরিপুষ্যতি মতিং শনৈঃ  
শনৈঃ । পরিপুষ্টমতিব্বেকবান্ শনকৈ হেয়গুণং  
বিমুক্ততি ॥ ১৯ ॥

যদ্যাগ্রহোহস্তি তব তীর্থনিষেবণায়াং বিদ্বো  
মযাত্র ন খলু ক্রিয়তে পুমর্থে । চিত্তস্থিরত্বগতয়ে  
বিহিতো নিষেধো মাভূদ্বিশেষগমনং ত্বতিদুঃখ-  
হেতুঃ ॥ ২০ ॥

স্বজনসমাগমোহপি স্বজনস্যৈব ফলভীত্যাহ, স্বজনঃ স্বজনেন  
সঙ্গতঃ শনৈস্তৎসঙ্গেন বুদ্ধিঃ বর্দ্ধয়তি, পরিপুষ্টমতিব্বেকবান্  
সন্ হেয়ং গুণং দুঃখাদি রজআদি বা বিমুক্ততি বি० ॥ ১৯ ॥

এবমুক্তো গুরুকবাচ যদীতি, অত্র তীর্থসেবারূপে পুরুষার্থে  
চিত্তস্থৈর্য্যাবগতয়ে ময়া নিষেধোবিহিত এবমহুজ্ঞাপ্য শিক্ষণং  
করোতি অতিদুঃখহেতুর্বিশেষগমনং মাভূৎ ব० ॥ ২০ ॥

সজ্জন সজ্জনের সহিত মিলিত হইয়া য়ুত্ য়ুত্  
স্ব স্ব বুদ্ধি বুদ্ধি করিয়া থাকেন । বুদ্ধি পুষ্ট হইলে  
সেই ব্যক্তি জগতে বিবেকী বলিয়া কথিত হন ।  
অনন্তর ক্রমশঃ যে সমস্ত রজঃপ্রভৃতি পরিত্যাজ্য  
গুণ আছে তাহা পরিত্যাগ করেন । ১৯ ।

শঙ্কর বলিলেন—যদি তোমার তীর্থসেবা করিতে  
অত্যন্ত বাসনা হইয়া থাকে, তবে তীর্থসেবারূপ  
পুরুষার্থ বিষয়ে চিত্তের স্থৈর্য্য অবগত হইবার জন্য  
আমি তোমাকে নিষেধ করি নাই । কিন্তু বিশেষ-  
রূপে গমন করিতে হইলে যাহাতে অত্যন্ত দুঃখের  
উৎপত্তি হয়, তাহাই আমি নিবারণ করিয়াছি-  
লাম । ২০ ।



নৈকো মার্গো বহুজনপদক্ষেত্রতীর্থানি যাত-  
শ্চৌরাধ্বানং পরিহর স্তথং ত্বন্যমার্গেণ যাহি । বিপ্রা-  
গ্র্যাণাং বসতিবিততিৰ্যত্র বস্তব্যমীষম্মো চেৎ সার্কং  
পরিচিতজনৈঃ শীঘ্রমুদ্দিক্তদেশম্ ॥ ২১ ॥

সন্তিঃ সঙ্গোবিধেয়ঃ সহি স্তথনিচয়ং সূয়তে  
সজ্জনানামধ্যাত্মৈক্যে কথাস্তা ঘটিতবহুরসাঃ  
শ্রাব্যমাণাঃ প্রশান্তৈঃ । কায়ক্লেশং বিভিদ্ধ্যঃ

সততভয়ভিদ্ধ্যঃ শ্রান্তবিশ্রান্তবৃক্ষাঃ শ্রান্তশ্রোত্রা-  
ভিরামাঃ পরিমুখিতভৃগুঃ ক্ষোভিতক্ষুৎকলঙ্কাঃ ॥  
২২ ॥

সংসঙ্গোহয়ং বহুগুণযুতোহথৈকদোষেণ দুষ্কৌ-  
যংস্বান্তেহয়ং তপতি চ পরং সূয়তে দুঃখজালম্ ।  
খল্বাসঙ্গো বসতিসময়ে শর্মদঃ পূর্বকালে প্রায়ো-  
লোকে সততবিমলং নাস্তি নির্দোষমেকম্ ॥ ২৩ ॥

কিঞ্চ যতো বহুজনপদক্ষেত্রতীর্থানি গচ্ছতো মে কো মার্গো  
ন ভবত্যতশ্চৌরাধ্বানং পরিত্যজ স্তথং যথাস্যান্তথা ত্বন্যমার্গেণ  
গচ্ছ, কিঞ্চ বিপ্রাণাং বসতিবিততির্নিকৈতনবিপুলো যত্র তত্র  
বস্তব্যং তত্রাপীষন্ন তু বহুকালং বিপ্রাণাং বসতিবিততির্নাস্তি  
চেৎ পরিচিতজনৈঃ সহোদ্দিক্তং দেশং শীঘ্রং যাহি মন্দা ॥ ২১ ॥

কিঞ্চ সন্তিঃ সঙ্গোবিধেয়ঃ হি যস্মাৎ সংসঙ্গঃ সজ্জনানাং স্তথ-  
নিচয়ং জনয়তি কুত ইত্যতমাহ যতন্তৈঃ প্রশান্তৈঃ শ্রাব্যমাণা  
অধ্যাত্মৈক্যে কথাস্তা কায়ক্লেশং বিভিদ্ধ্যঃ । তাবিশিনষ্টা ঘটিতো  
বহুরসো যাসু সততং যদ্বয়ং সংসৃতিলক্ষণং তদ্বিন্দুতীতি তথা

বহুজনপদ, বহুক্ষেত্র ও বহুতীর্থ স্থানে গমন ক-  
রিলে অনেকগুলিন পথ দর্শন করিবে । অতএব  
চোরপথ সকল পরিত্যাগ করা উচিত । কুপথ পরি-  
ত্যাগ করিয়া অন্য পথ দিয়া গমন করিতে হইবে ।  
যে স্থানে ভাল ভাল ব্রাহ্মণগণের বিপুল বাসস্থান  
আছে, সেই স্থানে থাকিতে হইবে । কিন্তু সেখানেও  
অধিকক্ষণ বাস করা উচিত নহে । কিন্তু যে স্থানে  
ব্রাহ্মণগণের বসতি অধিক নাই, সে স্থান হইতে  
আপনার পরিচিতজনের সহিত সহর আপনার  
নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে হইবে । ২১ ।

সততং ভয়ং ভিন্দুতীতি বা তথা সংসৃতিমার্গে শ্রান্তানাং বিশ্রাম-  
বৃক্ষাঃ পুনশ্চ গনঃশ্রোত্রাভিরামাঃ পরিমার্জিতা তৃট্বাঙ্কা পি-  
পাসাচ যতিঃ ক্ষোভিতঃ ক্ষুল্লক্ষণঃ কলঙ্কো বাভিস্তাঃ অঃ ॥ ২২

যৎস্বান্তেহয়ং সঙ্গস্তপতি সন্তাপয়তি চ হেতৌ যতো দুঃখ-  
জালং প্রসূয়তে যতো বিরোগাৎ পূর্বকালে বাসসময়ে সঙ্গঃ  
সুখদঃ প্রসিদ্ধস্তথা চ লোকে একমপি বস্ত সততবিমলং নির্দোষঃ  
প্রায়োনাস্তি মঃ ॥ ২৩ ॥

সদ্ব্যক্তির সহিত সঙ্গ করা আবশ্যিক । সং-  
সঙ্গ করিলে সজ্জনের প্রচুর আনন্দ হইয়া  
থাকে । ঐ সকল শান্তমূর্তি মহাপুরুষেরা নানা-  
বিধ রস পূর্ণ আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের যে সকল কথা  
শোনাইতেন, সেই সকল কথা গুলি সতত ভয়  
ভঞ্জন করিয়া শারীরিক কষ্ট নাশ করিয়া থাকে ।  
ঐ সকল আধ্যাত্মিক কথা সংসার পথে সঞ্চরণ  
করিয়া বাহারা ক্লান্ত হইয়াছেন, তাহাদের বিশ্রাম-  
বৃক্ষ । ঐ সকল কথা চিন্তা ও শ্রবণের আনন্দপ্রদ ;  
যাহা দ্বারা ইচ্ছা ও পিপাসা নিবৃত্ত হয় এবং ক্ষুধা-  
লক্ষণ কলঙ্ক ঐ আধ্যাত্মিক কথা দ্বারা বিনষ্ট হয়  
। ২২ ।

মার্গে যান্ত্রম্ বহুদিবসান্ পাথসঃ সংগ্রহী স্তাৎ  
তস্মাদদোষো জিগমিষুপদপ্রাপ্তিবিম্বস্ততঃ স্তাৎ ।  
প্রপ্যোদ্ভিষ্টং বস নিরসনং তত্র কার্য্যস্ত সিদ্ধেমূল-  
দ্রুংশোহভিলষিতপদপ্রাপ্ত্যভাবোহনুতথাহি ॥২৪॥

কিঞ্চ বহুদিবসান্ মার্গে যান্ত্রম্ জলমাত্রস্তাপি সংগ্রহী ন  
স্তাদ্যতস্তস্মাৎ সংগ্রহাৎ সর্বস্বহরণরূপোদোষঃ স্তাত্ততস্তস্মাদ-  
দোষাদস্তুমিচ্ছোরভিলষিতপদপ্রাপ্তিবিম্বঃ স্তাৎ কিঞ্চোদ্ভিষ্টং  
দেশং প্রাপ্য তত্র বস বাসং কুরু অন্তথা মধ্যো বাসে ক্রিয়মাণে  
কার্য্যস্ত নিরসনং বাধঃ সিদ্ধেমূলদ্রুংশো হভিলষিতপদপ্রাপ্ত্য-  
ভাবশ্চ স্তাৎ ॥ ২৪ ॥

সদব্যক্তির সহিত সঙ্গ করিলে অনেক গুণ  
জন্মায় । কিন্তু উহাতে একটি মাত্র দোষ আছে ।  
সুতরাং সংসঙ্গে হৃদয়ে একরূপ তাপ হয় ও বিবিধ  
দুঃখ প্রসূত হইয়া থাকে । সতের সঙ্গ প্রথমে  
একত্র বাস করিবার কালে সুখদায়ক এবং বিয়োগ  
সময়ে অত্যন্ত দুঃখ । জগতে এমন একটিও বস্তু  
নাই, যাহা চিরকাল অকলঙ্কিত ও নির্দোষ । ২৩ ।

বহু দিন পর্য্যন্ত পথে গমন করিতে হইলে  
এক বিন্দু জল সংগ্রহ করাও কঠিন হইয়া উঠে ।  
ঐরূপ সংগ্রহ হইতে সর্বস্ব হরণ রূপ দোষ হয়,  
এবং যে গমনার্থী তাহার অভিলষিত পদের  
প্রাপ্তি হয় না, বরং বিম্ব ঘটিয়া থাকে । আপনার  
অভিলষিত দেশ পাইয়া বাস করিয়া থাক, নতুবা  
মধ্যে এক স্থলে বাস করিলে কার্য্যের ব্যাঘাত হয়,  
উদ্দেশ্য সিদ্ধির মূল সমূলে উন্মূলিত হয়, এবং  
অভিলষিত পদ পাইবার অভাব ঘটে । ২৪ ।

মার্গে চোরা নিকৃতিবপুষঃ সম্বসেযুঃ সর্হেব চ্ছ-  
মাত্মানো বহুবিধগুণৈঃ সম্পরীক্ষ্যাঃ প্রযত্নাৎ ।  
দেবান্ বস্ত্রং লিখিতমথবা দুর্বিধা নেতুকামা বিশ্বাসো  
হতোহপরিচিতনৃষু প্রোজ্জ্বলীয়ো ন কার্য্যঃ ॥২৫॥

মধ্যে মার্গং যোজনাভ্যন্তরে বা তিষ্ঠেযুশ্চে-  
দ্বিক্রবন্তেহভিগম্যাঃ । পূজ্যাঃ পূজ্যাস্তুদ্যতিক্রা-  
স্তিরুগ্রা শ্রেয়স্কার্য্যং নিষ্ফলীকতুর্গোশাঃ ॥ ২৬ ॥

কিঞ্চ মার্গে মায়য়া সাধুবপুষা বহুগুণৈরাচ্ছাদিতস্বরূপা  
দুর্বিধাঃ খলাশ্চোরাঃ সর্হেব বসেযুঃ তে প্রযত্নাৎ সম্যক্ প-  
রীক্ষ্য যতন্তে দুষ্টা দেবান্ বস্ত্রং পুস্তকং বা নেতুকামাঃ অতো  
অপরিচিতনরেষু প্রাকর্ষণে হেয়ো বিশ্বাসঃ কদাপি ন কর্তব্যঃ ॥  
২৫ ॥

কিঞ্চ মার্গস্ত মধ্যে ততো বহির্যোজনাভ্যন্তরে বা ভিক্রবন্ত  
তিষ্ঠেযুঃ তর্হি তেহভিগম্যা যতঃপূজ্যাঃ পূজ্যযোগ্যাঃ পূজনীয়া  
যতন্তেষাং ব্যতিক্রাস্তিরুগ্রা যতঃ শ্রেয়স্কার্য্যং নিষ্ফলীকতুঃ  
সমর্থাঃ শালিনী ॥ ২৬ ॥

পথে যাইবার কালে দেখিতে পাইবে, মায়া-  
দ্বারা সাধুজনের মত শরীর ধারণ করিয়া বহুবিধ  
গুণদ্বারা আপনাপন স্বরূপ প্রচ্ছন্ন করিয়া থল ও  
তক্ষরেরা একত্রে বাস করিতেছে । তাহাদিগকে  
যত্নপূর্ব্বক পরীক্ষা করিবে । দুর্ন্যতি তক্ষরেরা পথি-  
কের নিকটস্থ দেব প্রতিমা, বস্ত্র, পুস্তকাদি লইতে  
কামনা করিয়া থাকে । অতএব অপরিচিত মান-  
বের উপর বিশ্বাস ত্যাগ করিতে হইবে, কিন্তু  
কদাচ বিশ্বাস করিবে না । ২৫ ।

পথ মধ্যে অথবা বাহিরে যোজনের অভ্যন্তরে

যদাপদপদং সদা যতিবর ! স্থিতং বস্তু তন্মতং  
ভজ মিতম্পচান্ননসি মা কৃথাঃ প্রাকৃতান্ । কষায়-  
কলুষাশয়ক্ষতিবিনিবৃত্তঃ সন্মতঃ সুখীচর সুখে  
চিরাৎ ক্ষুরতি সন্ততানন্দতা ॥ ২৭ ॥

ইথং গুরোর্মুখগুহোদিতবাক্সুধাস্তামাপীয়

উপদেশসারমাহ । হে যতিবর ! আপদাপদং সর্বানর্থশূন্যং  
বস্তু যস্মিন্ স্থিতং তন্মতং সদা ভজ মিতম্পচান্ কদর্য্যানন্যান-  
পরান্ননসি মা কৃথাঃ পুনশ্চ কষায়েণ কলুষাশয়স্ত ক্ষত্যা বিশে-  
ষেণ নিষ্পন্নং সন্মতং যন্ত তথাভূতঃ সুখীচর যতঃ সুখেচিরাৎ  
সন্ততানন্দতা ক্ষুরতি পৃ० ॥ ২৭ ॥

ইথং গুরোর্মুখলক্ষণয়া গুহায়া উদিতাং বাক্সুধাস্তামা-  
পীয় হৃষ্টহৃদয়ঃ স মুনিঃ পদ্মপাদঃ প্রত্যহে তং প্রস্থাপ্য গুরু-

ভিক্ষু সকল বাস করিবেক । তাহাদের সহিত  
একত্র গমন করিবেক । পূজনীয় ভিক্ষুকদিগকে  
পূজা করিতে হইবে । তাহাদিগকে উল্লঙ্ঘন ক-  
রিলে অত্যন্ত ভীষণ পাপ উপস্থিত হয়, এবং ঐ-  
রূপ অতিক্রম করিলে শ্রেয়স্কর কার্যের নিষ্ফল-  
তা ও ঘটে । ২৬ ।

যে বস্তু সমস্ত আপদ নাশ করিয়া থাকে হে  
যতিবর ! তুমি সেই স্থিতির মত সকল ভজনা করিও ।  
যে সমস্ত অন্যান্য কদর্য কার্য আছে তাহা মনেও  
করিও না । অঙ্গরাগ দ্বারা কলুষিত আশয়ের ক্ষয়  
হইলে মনে ২ আত্মাদিত হইয়া এবং সঙ্কনের  
মতাবলম্বী হইয়া অবাধে সুখী হইও ও অচিরাৎ  
ব্রহ্মানন্দ প্রকাশ পাইয়া তোমাকে আনন্দিত করুক  
। ২৭ ।

হৃষ্টহৃদয়ঃ স মুনিঃ প্রত্যহে । প্রস্থাপ্য তং গুরু-  
বরোহথ সুরেশ্বরাদৈঃ কালং কিয়ন্তমনযৎ সহ শৃঙ্গ-  
কুধে ॥ ২৮ ॥

অধিগম্য তদাত্মযোগশক্তেরনুভাবেন নিবেদ্য  
চাশ্রবেভ্যঃ । অবলম্বিততারকাপথোহসাবচিরা-  
দন্তিকমাসসাদ মাতুঃ ॥ ২৯ ॥

তত্রাতুরাং মাতরমৈক্ষতাঃ সৌন্যনাম তস্তাশ্চ-

বরোহগানন্তরং সুরেশ্বরাদৈঃ সহ কিয়ন্তং কালং ঋষ্যশৃঙ্গাণ্যে  
ভূধরেহনযৎ ব० । ২৮ ॥

তদাত্মযোগশক্তেরনুভাবেন মাতুর্ভাস্তমধিগম্যাশ্রবেভ্যো  
বচনস্থিতেভ্যো যতিভ্যো বিনিবেদ্য তং বৃত্তান্তং বিজ্ঞাপ্য চা-  
বলম্বিতঃ তারকামার্গো গগনমার্গো যেনাসৌ শ্রীশঙ্করো চিরা-  
মাতুঃ : সমীপমাসসাদ উপে० ॥ ২৯ ॥

এই রূপে গুরুর মুখরূপ গহ্বর হইতে যে  
বাক্য সুধা উৎপন্ন হইল তাহা কর্ণ দ্বারা পান  
করিয়া আত্মাদিতমনে পদ্মপাদ প্রস্থান করিলেন ।  
পদ্মপাদকে পাঠাইয়া গুরুবরশঙ্কর সুরেশ্বর প্রভৃতি  
শিষ্যগণের সহিত কিছু কাল ঐ শৃঙ্গ পর্বতে অব-  
স্থান করিলেন । ২৮ ।

তৎকালে শঙ্কর যোগশক্তির মহিমায় মাতার  
বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া এবং ঐ কথা আজ্ঞাবহ  
যতিবর শিষ্যদিগকে জানাইয়া আকাশ পথে সঙ্ক-  
রণ পূর্বক শীঘ্র মাতার সমীপে উপস্থিত হইলেন  
। ২৯ ।

রণো কৃতাত্মা । সা ত্বৈনমুদীক্য শরীরতাপং জহৌ  
নিদাঘাৰ্ত্ত ইবাম্বুদেন ॥ ৩০ ॥

অসাবসঙ্গোহপি তদাৰ্জ্জচেতাস্তামাহ মোহাক্র-  
তমোহপহৰ্ত্তা । অস্বায়মস্ত্যত্র শুচং জহীহি ত্রবীহি  
কিং তে করবাণি কৃত্যম্ ॥ ৩১ ॥

দৃষ্টা চিরাৎ পুত্রমনাময়ং সা হৃষ্টান্তরাত্মা নিজ-  
গাদ মন্দম্ । অস্যাং দশায়াং কুশলী ময়া ত্বং  
দিক্টিয়াহসি দৃষ্টঃ কিমতোহস্তি কৃত্যম্ ॥ ৩২ ॥

নিদাঘেন গ্রীষ্মসস্তাপেনাৰ্ত্তঃ সন্তপ্তঃ আ० ॥ ৩০ ॥  
হে অম্ব ! অয়ং তব পুত্রোহস্তি শুচং শৌকস্ত্যজ উ०  
আময়রহিতং পুত্রং চিরাৎ দৃষ্ট্বা ই० ॥ ৩২ ॥

তথায় শঙ্কর মাতাকে অত্যন্ত ব্যথিত দর্শন  
করিলেন । সংযতচিত্ত হইয়া জননীর চরণ যুগল  
বন্দনা করিলেন । যে ব্যক্তি গ্রীষ্মতাপে তাপিত  
সে ব্যক্তি জলধর দর্শনে যেমন শরীর তাপ পরি-  
ত্যাগ করে, তদ্রূপ তাঁহার জননী বহুদিনের পর  
পুত্র মুখ দর্শনে শরীরের সমস্ত তাপ পরিত্যাগ  
করিলেন । ৩০ ।

মোহরূপ গাঢ় তিমিরের দলন কর্তা শঙ্কর  
সকল পদার্থে বীতশ্পৃহ হইলেও কেবল মাতার  
অবস্থা দর্শনে দয়ালু হইয়া জননীকে বলিলেন ।  
মা ! এই দেখ তোমার পুত্র এই স্থানে উপস্থিত  
রহিয়াছে, তবে আর শোক করেন কেন ? এখন  
আপনি বলুন, আমি আপনার কি কার্য্য করিব ?  
। ৩১ ।

ইতঃ পরং পুত্রক ! গাত্রমেতদ্বোঢ়ুং ন শক্লামি  
জরাতিশীর্ণম্ । সংস্কৃত্য শাস্ত্রোদিতবস্তুনা ত্বং  
সদব্রত ! মাং প্রাপয পুণ্যলোকান্ ॥ ৩৩ ॥

সুতানুগাং সৃষ্টিমিমাং জনন্যাঃ শ্রদ্ধাথ তসৈ  
সুখরূপমেকম্ । মায়াময়াশেষবিশেষশূন্যং মান-  
তিগং স্বপ্রভমপ্রমেয়ম্ ॥ ৩৪ ॥

আনুসঙ্গিকং কৃত্যমপ্যাহেত ইতি । নমু সত্যং বৃত্তমিতি  
চেতন্যাহ হে সদব্রত ! তবাতিতেজস্বিত্বাদেতাবতা সদব্রততা-  
ভঙ্গোনাস্তীত্যাশয়ঃ উ० ॥ ৩৩ ॥

এবমুক্তঃ শ্রীশঙ্করোহস্তুভূতদর্শলোকসুখং ব্রহ্মানন্দং প্রাপ-  
য়িত্বং প্রব্রত ইত্যাহ সুতবিষয়াং জনন্যাঃ সৃষ্টিং শ্রদ্ধাহনস্তরং  
তত্বে সুখরূপমেকং পরং ব্রহ্মোপাদিশদিত্তি পরেণাস্বয়ঃ তদি-

অনেকদিনের পর পুত্রকে নীরোগ দেখিয়া  
অহ্লাদিত মনে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন ।  
এই অবস্থায় যখন আমি তোমাকে সৌভাগ্যক্রমে  
নীরোগ দেখিলাম, ইহা হইতে আর আমার কি  
কার্য্য করিতে হইবে ? । ৩২ ।

বাছা ! ইহার পর আমি আর নিজ দেহ  
বহন করিতেও পারি না । কারণ, জরা আসিয়া  
আমার শরীর জীর্ণ করিয়াছে । এক্ষণে শাস্ত্রে  
যে রূপ প্রকার বলা হইয়াছে, সেই শাস্ত্রোদিত  
বিধানে সংস্কার করিয়া আমি যাহাতে পবিত্র ধামে  
গমন করিতে পারি, আমার যাহাতে পরলোকে  
ভাল হয়, এক্ষণে তাহাই কর্তব্য । ৩৩ ।

জননীর পুত্র সম্বন্ধে ঐ সমস্ত কথা শুনিয়া  
শঙ্কর জননীকে পর ব্রহ্মের উপদেশ দিলেন । বলি-  
লেন—ব্রহ্ম সুখ রূপী, এক এবং তাহার দ্বিতীয়



উপাদিশদব্রহ্ম পরং সনাতনং ন যত্র হস্তা-  
জ্জিবিভাগকল্পনা । অন্তর্বহিঃ সন্নিহিতং যথাম্বরং  
নিরাময়ং জন্মতদাদিবর্জিতম্ ॥ ৩৫ ॥

সৌম্যাগুণে মে রমতে ন চিত্তং রম্যং বদ ত্বং  
সগুণং তু দেবম্ । ন বুদ্ধিমারোহতি তত্ত্বমাত্রং  
যদেকমস্থূলমনংগোত্রম্ ॥ ৩৬ ॥

শিনষ্টি মায়েতি অতএব প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণাতীতং তর্হি কথং  
ভাতীতি চেত্তত্রাহ স্বপ্রভং স্বপ্রকাশং অতএবাশ্রমেয়ং ফল-  
বাপ্ত্যভাবাৎ ॥ ৩৪ ॥ ৩৫ ॥

এবমুপদিষ্টা জনহুবাচ হে সৌম্য ! নিগুণে মে চিত্তং ন রমতে  
অতো রম্যং সগুণং তু দেবং ত্বং বদ কুতো ন রমতে ইতি  
চেত্তত্রাহ যদেকং স্থূলত্বাদিনিমুক্তং তত্ত্বমাত্রং তদ্বুদ্ধিং নারো-  
হতি যদন্যাদিতিবা ॥ ৩৬ ॥

নাই--মায়াময় যে সমস্ত অশেষ প্রকার বিশেষ বস্তু  
আছে, ব্রহ্ম তাহাতে লিপ্ত নহেন । তিনি সর্বো-  
ন্নত, স্বপ্রকাশ, তাঁহার পরিমাণ নাই ; ব্রহ্মই  
সনাতন, তাঁহাতে হস্ত পদাদির বিভাগ কল্পনা  
করিতে হয় না ; আকাশ যেমন সর্বত্র বিরাজ-  
মান, ব্রহ্মও তদ্রূপ অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান,  
তাঁহার কোন রোগ নাই—তাঁহার উৎপত্তি কি  
বিনাশ কিছুই নাই । ৩৪ । ৩৫ ।

পুত্রের উপদেশ শুনিয়া বলিলেন, বাছা !  
আমার চিত্ত নিগুণ ব্রহ্মে অনুরক্ত নহে, অতএব  
সগুণ কোন এক রমণীয় দেবতার বিষয় বর্ণনা কর ।  
তুমি বলিয়াছ, তিনি এক, স্থূল নহেন, অণু নহেন,  
তাঁহার গোত্র নাই—এরূপ পরম তত্ত্ব বুঝিতে  
আমার বুদ্ধি অক্ষম । ৩৬ ।

নিশম্য মাতু বচনং দয়ালুশ্চক্ৰাব ভক্ত্যা মুনি-

এবং মাতৃবচনং নিশম্য দয়ালুমুনিঃ শ্রীশঙ্করার্থোহষ্টমূর্তিঃ  
মহাদেবঃ ভুজঙ্গপ্রয়াতঃ ভবেদ্যৈশ্চতুর্ভিরিত্যুক্তলক্ষণৈর্ভুজঙ্গ  
প্রয়াতাঠৈঃ পদৈর্ভক্ত্যাতৃষ্টাব । তথাহি অনাদ্যন্তমাদ্যঃ পরস্তুত্ব-  
মর্থঃ চিদাকারমেকং তুরীয়ং স্বমেয়ং । হরিব্রহ্মমুগ্যং পরব্রহ্মরূপং  
মনোবাগতীতং মহঃ শৈবমীড়ে ॥ ১ ॥

স্বশক্ত্যাশিত্যন্তসিংহাসনস্থঃ মনোহারিসর্বাক্ষরত্বাদি-  
ভূমঃ । জটাজঙ্ঘগঙ্গাস্তিসংপর্কমৌলিং পরাশক্তিমিত্রং নমঃ পঞ্চ-  
বক্তৃম্ ॥ ২ ॥

শিবেশানতংপুরুষাঘোরবামাদিভি ব্রহ্মভির্হনুমুখৈঃ  
ষড়্ভিরঙ্গৈঃ । অনৌপম্যষড়্ভিংশতং তং বিদ্যামতীতং পরং  
ত্বাং কথং বেত্তি কোবা ॥ ৩ ॥

প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্দং মরুৎস্বনমনি শ্রীমহঃশ্রামমর্দম্  
গুরুক্ষুণ্ডিমেকং বপুশ্চকমস্তঃ স্বরামি স্বরাপত্তিসংপত্তিহেতুম্ ॥  
৪ ॥

স্বসেবাসমায়াতদেবাসুরেজ্জা নমস্কৌলিমন্দারমালাভি-  
যুক্তম্ । নমস্যামি শঙ্কো । পদান্তোরুহন্তে ভবান্তেধিপোতং  
ভবানীধিভাব্যম্ ॥ ৫ ॥

জননীর বাক্য শুনিয়া শঙ্কর দয়ালু হইয়া ভক্তি-  
ভাবে “ভুজঙ্গ প্রয়াত” ছন্দে অষ্ট মূর্তি মহাদেবের  
স্তব করিতে লাগিলেন, মহাদেব তাঁহার স্তবে  
প্রসন্ন হইয়া আপনার দূত দিগকে শঙ্করের নিকট  
পাঠাইয়া দিলেন \* । ৩৭ ।

শঙ্করের “ভুজঙ্গ প্রয়াত” ছন্দে অষ্ট মূর্তি মহাদেবের স্তব  
করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল । যথা—যে  
শৈব তেজ অনাদি অন্ত আদি পর, তত্ত্ব অর্থ, চিৎস্বরূপ, এক,  
চতুর্থ ব্রহ্ম, অপরিমিত শক্তি সম্পন্ন ; হরি ও ব্রহ্মা যে তেজের  
অন্বেষণ করেন, যাহা পরব্রহ্মরূপ, যাহা বাক্য মনের অতীত,  
আমি সেই শৈব তেজের স্তব করি । ১ । যিনি আপনার শক্তি  
দ্বারা আদ্যা শক্তির অন্ত সিংহাসনে অবস্থিত ; যাহার সর্বক্ষে

রক্ষমূর্তির্ম্ । বৃষ্টৈর্ভূজদোপপদৈঃ প্রসন্নঃ প্রস্থ।  
পয়ামাস সচ স্বদূতান্ ॥ ৩৭

জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীশনাথ প্রপন্নামুকল্পিন্ বিপন্নার্তি-  
হারিন্ । মহঃস্তোমমূর্তে সমন্তৈকবন্ধো নমস্তে নমস্তে পুনস্তে  
নমোহস্ত ॥ ৬ ॥

মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব স্বরারে পুরারে বমারে হরেতি ।  
বুবাণঃ স্রবিষ্যামি ভক্ত্যাভবন্তঃ ততো মে দয়াশীল দেব  
প্রসীদ ॥ ৭ ॥

বিক্রপাক্ষ বিশেষ বিশাধিকেশ ত্রয়ীমূল শস্তো শিব ত্রাঙ্ক  
কঃ । প্রসীদ স্রজাহি পশ্চাবপুষ্য ক্ষমস্বাপুহীতি ক্ষপাহি ক্ষপামঃ  
॥ ৮ ॥

জুদন্যঃ শরণ্যঃ প্রপন্নস্য নেতি প্রসীদ স্ররমোবহন্যাস্ত  
দৈন্যং । ন চেত্তে ভবদ্ভক্তবাৎসল্যহানিস্ততো মে দয়ালো  
দয়াং সন্নিধেহি ॥ ৯ ॥

অয়ং দানকালঃ ত্বং দানপাত্রং ত্বান্নাথ দাতা ত্বদন্যং  
ন যাচে । ভবদ্ভক্তিমেব স্থিরান্দেহি মহৎ কৃপাশীল শস্তো কু-  
তার্থো হস্মি তন্মাং ॥ ১০ ॥

পশুং বেৎসি চেন্মাং স্রমেবাধিকৃঢ়ঃ কলঙ্কীতি বা মূর্খি ধৎ-  
সে স্রমেব । দ্বিজিহ্বঃ পুনঃ সোহপি তে কণ্ঠভূষা ত্বদকীকৃতাঃ  
শক্য সর্কেহপি ধন্যাঃ ॥ ১১ ॥

ন শক্সামি কর্তুং পরদ্রোহলেশঃ কথং প্রীয়সে ত্বং ন জানে  
গিরীশ । তথাহি প্রসন্নোহসি কস্যাপি কাস্তাস্তদ্রোহিণো বা  
পিতৃদ্রোহিণোবা ॥ ১২ ॥

জুতিং ধ্যানমর্চাং যথাবদ্বিধাতুং ভজ্ঞপ্যজ্ঞানম্বেশাবলম্বে ।  
জসন্তং স্রুতং জাতুমগ্রে মৃকণ্ডো যমপ্রাণনির্কাপণং স্রপদাজম  
॥ ১৩ ॥

অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্গে ভূজঙ্গাদপার্ণো কপালাদভালে ন লা-  
ক্ষ্যং । অমৌলৌ শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্যং নমন্যে  
নমন্যে ॥ ১৪ ॥

ইতি স চ মহাদেবঃ স্তুত্যা প্রসন্নঃ স্বদূতান্ প্রেষয়ামাস  
॥ ৩৭ ॥

রত্নময় আভরণ সুন্দর রূপে পরিশোভিত ; বাহার মস্তকে জটা,  
চন্দ্র, গন্ধা ও অস্ত্র বিদ্যমান ; যিনি আদ্যাশক্তির বন্ধু-সেই  
পঞ্চাননকে নমস্কার । ২। শিব ঈশান এবং ঈহাদের অধোর বাম  
প্রভৃতি ব্রহ্মময়ী মূর্তিদ্বারা ও হৃদয় প্রভৃতি চয়টি অঙ্গদ্বারা উপমা  
বহির্ভূত যে ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) তত্ত্ববিদ্যা আছে, আপনি ঐ  
তত্ত্ববিদ্যারও পর পারে অবস্থিত । অতএব আপনাকে কোন্  
ব্যক্তি কিরূপে জানিতে পারিবে ? ৩। আপনার অর্ধ শরীর  
প্রবাল সমূহের প্রভার মতন রক্ত বর্ণ, আর অর্ধ শরীর উজ্জ্বল  
মতন নীলবর্ণ । আপনার এক ভাগের অত্যন্ত প্রকাশ-অন্যভাগ  
কেবল এক শরীর মাত্র ; অতএব কামের বিপত্তি কারণ ও  
সমস্ত ঐশ্বর্যের আদি কারণ আপনার ব্রহ্মমূর্তি ও দৃশ্য মূর্তি  
আমি অন্তরে ধ্যান করি । ৪।

আপনার সেবার জন্য দেবেজ্ঞ ও অসুরেজ্ঞ সকল মস্তক নত  
করিয়া আপনাকে মন্দার পুষ্পের মালা দ্বারা অভিযুক্ত করিয়া  
থাকেন । অতএব হে শস্তো ! আপনার পদপঙ্কজে নমস্কার করি,  
আপনার পদাঙ্ক ভবসাগরের কর্ণধার এবং ভবানী সদাই ঐপদ  
ধ্যান করেন । ৫। আপনি জগন্নাথ, আমার নাথ, গৌরীপতি, নাথ,  
বিপন্নের উপর দয়ালু ও বিপন্নগণের পীড়া নাশক । সমস্ত তেজ  
আপনার মূর্তি, আপনি সমস্তের এক মাত্র বন্ধু ; অতএব  
আপনাকে নমস্কার, আপনাকে নমস্কার, পুনর্বার আপনাকে নম-  
স্কার । ৬। হে মহাদেব ! দেবেশ ! দেবাদিদেব ! স্বরারে !  
ত্রিপুরারে ! যমাবে ! হে হর ! এই কথা বলিতে বলিতে ভক্তি-  
ভাবে আপনাকে স্ররণ করিব । অতএব আপনি আমার উপর  
দয়াবান্ হউন এবং হে দেব ! আপনি প্রসন্ন হউন । ৭। হে বিক্ৰ-  
পাক্ষ ! হে বিশেষ ! বিশাধিকেশ ! ত্রয়ীমূল ! শস্তো ! শিব !  
হে ত্রাঙ্ক ! “আপনি প্রসন্ন হউন, স্ররণ কর, রক্ষাকর, দেখুন  
পরিপালন কর, ক্ষমাকর, প্রাপ্ত হও” এই কথা বলিয়া নিশা-  
যাপন করিব । ৮। আপনি ভিন্ন দৈন্য প্রস্তের আর শরণাগত  
বৎসল কেহই নাই ; অতএব আপনি প্রসন্ন হউন, আমাদি-  
গকে দয়া করিয়া রক্ষা করুন । আমাদের দৈন্ত্য বিনাশ করুন,  
নচেৎ আপনি যে ভক্তবৎসল, সে নামে কলঙ্ক ঘটবে ।  
অতএব হে দয়ালো ! আমার উপর দয়া প্রকাশ করুন । ৯।  
দয়া দান করিবার এই যথার্থ সময়, আমিও দান করিবার  
পাত্র-হে নাথ ! আপনি দাতা, আমিও আপনাকে ভিন্ন আর  
কাহার কাছে দয়া ভিক্ষা করিব না । হে দয়াশীল ! শস্তো !

বিলোক্য তান্ শূলপিণাকহস্তান্নৈবানুগচ্ছেয়-  
মিতি ক্রবন্ত্যাম্ । তস্যাং বিস্ক্যানুনয়েন শৈবান-  
স্তৌদধো মাধবমাদরেণ ॥ ৩৮ ॥

ভূজগাধিপভোগতল্লভাজং কমলাঙ্কস্থলক-  
ল্লিতাজ্জিপদ্যম্ । অভিবীজিতমাদরেণ নীলাবসু-  
ধাভ্যাং চলমানচামরাভ্যাম্ ॥ ৩৯ ॥

বিহিতাজ্জলিনা নিষেব্যমাণং বিনতানন্দ-

শূলপিণাকহস্তাংস্তান্ শিবদূতান্ দৃষ্ট্বাহুষ্ঠাহুঃ নৈবানু-  
গচ্ছেয়মিতি বুবন্ত্যাস্তস্যাং জনন্যাং সত্যং শিবদূতানুনয়েন  
বিস্ক্য লক্ষ্মীপতিং স্তবান্ ৩৮ ॥

মাধবং বিশিনষ্টি । ভূজগাধিপস্য শেষস্ত ভোগাশ্রকং দেহা  
শ্রকতল্লং শয্যাং ভজতীতিতথাভং কমলায়া লক্ষ্ম্যা অঙ্কস্থল উৎসজ  
স্থলে কল্লিতে স্থাপিতে চরণকমলে যেন তং নীলাবসুধাভ্যাভ্যাং  
স্বভার্যাভ্যাং চলমানাভ্যাং চামরাভ্যাং বীজিতং বসন্তমা  
লিকা ॥ ৩৯ ॥

বিহিতাজ্জলিনা বিনতানন্দকৃতা গুরুভেদন রপেনাগ্রতো নিষে-

আপনার উপরে যাগাতে আমার স্থির ভক্তি থাকে তাহা আ-  
গাকে দান করুন । তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই । ১০ । আপনি  
নদি আমাকে পশু বলিয়া বিবেচনা করেন তবে আপনিই  
তাগাতে আরোহণ করেন, কারণ আপনি পশুপতি ও বৃষ আপ-  
নার বাহন । যদি আমাকে কলঙ্কী বলিয়া ঘৃণা করেন, সেই ক-  
লঙ্কী (চক্রকে) আপনিই মস্তকে ধারণ করেন । যদি আমাকে  
দ্বিজিহ্ব অর্থাৎ খল বলিয়া বোধ করেন, তবে সেই দ্বিজিহ্ব  
(সর্প) আপনার কণ্ঠাভরণ । অতএব হে মহাদেব ! আপনার  
আশ্রিত সমস্ত বস্তুই পন্য । ১১ । হে গিরিশ ! আমি পরহিংসার  
লেশমাত্র করিতে পারি না, তবে কেন যে আপনি আমার উপরে  
প্রীত, তাহা আমি জানি না । অথচ যে স্ত্রী পুত্রের কি পিতামা-  
তার হিংসা করে, আপনি তাহার উপরেও প্রসন্ন আছেন । ১২ ।  
হে মহেশ ! আমি কিছুই জানি না, তাহাতেই আপনার স্তব,  
দান, অর্চনা করিবার নিমিত্ত আপনার পদাঙ্ক অবলম্বন করি-  
তেছি । তাহার কারণ এই, আপনার পদপঙ্কজ (মুকণ্ড-  
মূলের পুর যখন ভীত হয়,) তখন যমের প্রাণ বহির্গত  
করিতে চেষ্টা করে । ১৩ । যে দেবতার কণ্ঠ নীলবর্ণ নয় ;  
যাহার অঙ্গে ভূজ নাই ; যাহার হস্তে নৃকপাল নাই ; যাহার  
ভালে অনল চক্ৰ নাই ; যাহার মস্তকে চক্রমা নাই ; যাহার বাম  
ভাগে পদ্মী নাই ; আমি সে দেবতাকে দেবতা বলিয়াই বিবে-  
চনা করি না—দেবতা বলিয়াই বোধ করি না । ১৪ ।

শূল এবং পিণাকধারী শিবদূত দিগকে দর্শন  
করিয়া নিরানন্দমনে শঙ্করের জননী বলিতে লাগি-  
লেন ; আমি শিবদূতগণের সহিত গমন করিব না ।  
তখন শঙ্কর বিনয় পূর্বক শিবদূতদিগকে বিসর্জন  
দিয়া আদরের সহিত লক্ষ্মীপতি বিষ্ণুকে স্তব ক-  
রিতে লাগিলেন । ৩৮ ।

যিনি সর্পপতি অনন্তের দেহরূপ শয্যায় শয়ান  
আছেন ; যিনি কমলার ক্রোড়ে আপনার দুইখানি  
পদ কমল অর্পণ করিয়াছেন ; যাহাকে লীলা এবং  
বসুধা নামক দুই জন ভার্যা চঞ্চল চামর দ্বারা  
বীজন করিয়া থাকে, বিনতানন্দন গুরুভ কৃতাজ্জলি  
হইয়া রথ লইয়া যাহার সম্মুখে সেবা করিয়া  
থাকে ; শঙ্খ, চক্র, গদা, ধনু ও খড়্গ এই পাঁচটি  
অস্ত্রদেবতা শরীর ধারণ পূর্বক যাহার নিকটস্থ  
স্থান ব্যাপ্ত করিয়াছে ; পূজনীয় তমাল বৃক্ষের  
মতন যাহার অঙ্গ কোমল ; যিনি মুকুটস্থিত রত্নরা-

কৃতাহগ্রতো রথেন । ধৃতমূর্তিভিরঙ্গদেবতাভিঃ  
পরিতং পঞ্চভিরক্ষিতোপকণ্ঠম্ ॥ ৪০ ॥

মহনীয়তমালকোমলাঙ্গং মুকুটীরত্ৰচয়ং  
মহাইযন্তুম্ । শিশিরেতরভানুশীলিতাগ্রং হরি-  
নীলোপলভুধরং হসন্তুম্ ॥ ৪১ ॥

তত্তাদৃশং নিজস্বতোদিতমম্মুজাক্ষং চিত্তে  
দধার মৃতিকাল উপাগতেহপি । চিত্তেন কঙ্ক-  
নয়নং হৃদি ভাবয়ন্তী তত্যাগ দেহমবলা কিল  
যোগিবৎ সা ॥ ৪২ ॥

বামাণং ধৃতমূর্তিভিঃ পঞ্চভিঃ শঙ্কচক্রগদাধনঃপঙ্কজাখ্যান্দেব-  
তাভিঃ পরিতোহক্ষিতোপকণ্ঠং ক্ষুরংসমীপম্ ॥ ৪০ ॥

পূজনীয়ং তমালবৎ কোমলমঙ্গং যন্ত মুকুটীকৃতং রত্নসমদায়ং  
মহাইযন্তুং অতএব শিশিরেতরভানুরক্ষণ্ডঃ সূর্যাস্তেন শীলি-  
তাগ্রং শোভিতাগ্রং ইন্দ্রনীলমণিভুধরং হসন্তুম্ ॥ ৪১ ॥

তত্তাদৃশং নিজস্বতোদিতং কমলনয়নং মাধবং চিত্তেদধার,  
মৃতিকাল উপাগতে চিত্তেন তং হৃদি ভাবয়ন্তী সাহবলা যোগি-  
বদেহন্তুত্যাগ ব ॥ ৪২ ॥

শিকে শোভিত করিয়া থাকেন ; সূর্য যাহার অগ্র-  
ভাগ শোভিত করিয়াছে ; যিনি ইন্দ্রনীল মণির  
পর্লতাকে শরীর দ্বারা পরিহাস করিয়া থাকেন,  
আমি সেই ভগবান্ চতুর্ভূজ ধারী বিষ্ণুকে স্তব-  
করি । ৩৯ । ৪০ । ৪১ ।

পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া কমলনয়ন মাধবকে  
হৃদয়ে ধারণ করিলেন । মৃত্যুকাল উপস্থিত  
হইলে হৃদয়ে ঐ মাধব মূর্তি ভাবিতে ভাবিতে ঐ  
অবলা যোগীর মতন দেহ ত্যাগ করিলেন । ৪২ ।

ততঃ শরচ্চন্দ্রমরীচিরোচির্বিচিত্রপারিপ্লব-  
কেতনাঢ্যম্ । বিমানমাদায় মনোজ্ঞরূপং প্রাচু-  
র্ভূবুঃ কিল বিষ্ণুদূতাঃ ॥ ৪৩ ॥

বৈমানিকাংস্তাম্রয়নাভিরামানবেক্ষ্য হৃষ্টা  
প্রশংস পুত্রম্ । বিমানমারোপ্য বিরাজমান-  
মনায়ি তৈঃ সা বহুমানপূর্বম্ ॥ ৪৪ ॥

ইয়মর্চিরহর্ষলক্ষপক্ষান্ ষড়্‌দণ্ডমাসমানিলার্ক-  
চন্দ্রান্ । চপলাবরুণেন্দ্রধাতুলোকান্ ক্রমশোহ-  
তীত্য পরং পদং প্রপেদে ॥ ৪৫ ॥

তৈঃ কম্পমানৈর্ধ্বতৈরাঢ্যম্ উৎ ॥ ৪৩ ॥

বিরাজমানং বিমানমারোপ্য সাতৈর্ষহুমানপূর্বমানীতা ॥  
৪৪ ॥

অর্চিরগ্নিরহর্দিনং বলক্ষপক্ষঃ শুক্লপক্ষঃ ষড়্‌দণ্ডাঙ্গাঃ উত্তরা-  
ণমাসাঃ সমা সং বৎসরঃ ইয়ং সতী অর্চিরাদাভিমানিদেবতাঃ  
বায়ুসূর্য্যচন্দ্র বিহ্বাৎবরুণাদিলোকাংশ্চ ক্রমশোহতীত্য পরং পদং  
বৈকুণ্ঠং প্রপেদে বনস্তমালা ॥ ৪৫ ॥

অনন্তর শারদীয় শশধরের কিরণের তুল্য  
চ্যুতিশালী, বিচিত্র ও চঞ্চল ধ্বজচিহ্নিত বিমান  
লইয়া মনোজ্ঞ রূপ ধারণ পূর্বক বিষ্ণুদূত সকল  
তথায় প্রাচুর্ভূত হইলেন । ৪৩ ।

নয়নের আনন্দদায়ক ঐ সমস্ত বিমানারূঢ়  
ব্যক্তি দিগকে দর্শন করিয়া আহ্লাদিতমনে পুত্রকে  
প্রশংসা করিলেন । বিষ্ণুদূতেরা তাঁহাকে প্রদীপ্ত  
বিমানে আরোহণ করাইয়া বহুসম্মানের সহিত  
লইয়া গেল । ৪৪ ।

শঙ্করের জননী তেজ, দিবস, শুক্লপক্ষ উত্তরা-



স্বয়মেব চিকীর্ষুর্বেষ মাতৃশ্চরমং কৰ্ম সমাজু-  
হাব বন্ধুন্ । কিমিহাস্তি বতেন্তুবাধিকারঃ কিতবে-  
ত্যনমমী নিনিদুরুচৈঃ ॥ ৪৬ ॥

অনলং বহুধার্থিতাপি তস্মৈ বত নাদত্ত চ  
বন্ধুতা তদীয়া । অথ কোপপরীকৃতান্তরোহমাব-  
খিলাংস্তানশপচ্চ নির্মমেন্দ্রঃ ॥ ৪৭ ॥

মাতুরন্ত্যং দাহাদি কৰ্ম স্বয়মেব কতুমিচ্ছুঃ বন্ধুন্ সমাহুত-  
বান্ হে যতে ! কিতব বঞ্চকান্নি কৰ্মণি তবাধিকারঃ কিমস্তি  
ইত্যেবমমী বন্ধব উচৈর্নিনিদুঃ ॥ ৪৬ ॥

ন কেবলং নিন্দামেব কৃতবস্তোহপিতু বহুধাপ্রার্থিতাপি ত-  
দীয়া বন্ধুতা বতেতিথেদে আশ্চর্য্যে বা অগ্নিঃ নাদত্ত অখানস্তরং  
কোপব্যাগ্ৰাস্তঃকরণোহসৌ নির্মমেন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করস্তান্ সৰ্গান্  
বন্ধু নশপৎ ॥ ৪৭ ॥

য়ণের ছয় মাস ও বৎসর এবং তেজ, দিবস প্রভৃ-  
তির অভিমানি দেবতা বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ,  
বরুণ, ইন্দ্র, ও ব্রহ্ম লোক সকল অতিক্রম করিয়া  
ক্রমশঃ পরম পদ বৈকুণ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইলেন । ৪৫ ।

স্বয়ং মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে ইচ্ছা ক-  
রিয়া শঙ্কর বন্ধুদিগকে আহ্বান করিলেন । “হে  
শঠ ! যতীন্দ্র ! তোমার কি এই কৰ্ম্মে অধিকার  
আছে ?” এই কথা বলিয়া বন্ধুগণ শঙ্করকে যথেষ্ট  
নিন্দা করিলেন । ৪৬ ।

শুদ্ধ নিন্দা করা নহে, শঙ্কর ঐ সমস্ত বন্ধুদি-  
গকে মাতার মুখাঘির জন্য অনুনয় করিলেও তাঁ-  
হারা কেহই শঙ্করের শুভ বাসনায় অগ্নি গ্রহণ  
করিলেন না । অনন্তর সমতাপূন্য ব্যক্তি গণের

সকিত্য কাষ্ঠানি হুশুকবস্তি গৃহোপকণ্ঠে ধূত-  
তোয়পাত্রঃ । স দক্ষিণে দোষিঃ মমস্থ বহ্নিং দদা-  
হ তাং তেন চ সংযতাত্মা ॥ ৪৮ ॥

ন যাচিতা বহ্নিমদুর্য়দস্মৈ শশাপ তান্ স্বীয়-  
জনান্ সরোষঃ । ইতঃ পরং বেদবহ্নিকৃতান্তে  
দ্বিজা যতীনাং ন ভবেচ্চ ভিক্ষা ॥ ৪৯ ॥

গৃহসমীপে হুশুকবস্তি কাষ্ঠানি সংচিত্য ধূতং জলপাত্রং যেন  
স মাতৃদক্ষিণে বাহৌ বহ্নিং মমস্থ তেন চ তাং মাতরং সংয-  
তাত্মা দদাহ ॥ ৪৮ ॥

অশপদিত্যুক্তং বিবৃণোতি । যদ্যন্যদ্বাচিতাবহ্নিমস্মৈ কা-  
দহন্ত্যাত্ সরোষস্তান্ স্বীয়জনান্ শশাপ, ইতঃপরন্তে দ্বিজা বেদ-  
বহ্নিকৃতা ভবন্ত যতীনাং ভিক্ষাচেষাং গৃহে ন ভবেৎ উপেৎ ॥ ৪৯ ॥

ইন্দ্র স্বরূপ শ্রীশঙ্কর ক্রুদ্ধমনে ঐ সমস্ত বন্ধুদিগকে  
শাপ দিলেন । ৪৭ ।

শঙ্কর দেখিলেন—গৃহের সমীপে কাষ্ঠ সকল  
অত্যন্ত শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে । তখন ঐ  
কাষ্ঠ সকল সংগ্রহ করিয়া জল পাত্র ধারণ পূর্ব্বক  
মাতার দক্ষিণ হস্তে অগ্নি মছন করিলেন । পরে  
সংযমী শঙ্কর ঐ মথিত অগ্নিদ্বারা মাতাকে দক্ষ  
করিলেন । ৪৮ ।

শঙ্কর কর্তৃক প্রার্থিত হইয়াও ঐ বন্ধুগণ  
শঙ্করের উপকারার্থে অগ্নি গ্রহণ করিল না ।  
তাহাতে শঙ্কর আত্মীয় জন দিগকে অভিসম্পাত  
করেন যে, ইহার পর এইসমস্ত ব্রাহ্মণ বেদ বহ্নি-  
কৃত হউক এবং ইহাদের গৃহে যতিগণ আর কখন  
ভিক্ষা গ্রহণ করিবেনা । ৪৯ ।

গৃহোপকণ্ঠেষু চবঃ শ্মশানমদ্যপ্রভৃত্যস্তিতি  
তান্ শশাপ । অদ্যাপি তদেদশভবা ন বেদ-  
মধীয়তে নো যমিনাঞ্চ ভিক্ষা ॥ ৫০ ॥

তদাপ্রভৃত্যেব গৃহোপকণ্ঠেষামীং শ্মশানং  
কিল হস্ত তেষাম্ । মহৎস্ব ধীপূর্বকুতাপরাধো  
ভবেৎ পুনঃ কস্য স্থায় লোকে ॥ ৫১ ॥

শাস্তুঃ পুমানিতি ন পীড়নমস্য কার্য্যং শাস্তো-

বো যুয়াকং গৃহসপীপে চাদ্যপ্রভৃতি শ্মশানমস্ত ইত্যেবং  
তান্ শশাপ গ্রহকদাহাদ্যপি তদেদশভবা বেদাধ্যয়নং ন কুর্কস্তি  
বতীনাং ভিক্ষা চ নাস্তি উ० ॥ ৫০ ॥

অত্র বিস্ময়ো ন কার্য্যো যতো মহৎস্ব বুদ্ধিপূর্বকং কুতোহ-  
পরাধোহপি লোকে পুনঃ কস্তাপি স্থায় ন ভবতি ॥ ৫১ ॥

মহৎস্ব বুদ্ধিপূর্বমপরাধো ন কার্য্য ইতি বোধিতমথ শাস্তো-

শঙ্কর শাপদিলেন “আজি হইতে তোমাদের  
গৃহের নিকটে শ্মশান ভূমি জাগরিত হউক” ।  
অদ্যাপি ঐ দেশবাসী ব্রাহ্মণেরা বেদাধ্যয়ন  
করেনা এবং তাহাদের গৃহে যতিগণের ভিক্ষা ও  
হয়না । ৫০ ।

তদবধি তাহাদের গৃহ নিকটে ভয়ানক শ্মশান হ-  
ইল । এবিষয়ে কেহ যেন না বিস্ময়ান্বিত হন । কারণ,  
মহৎ লোকের উপর যে ব্যক্তি বুদ্ধি পূর্বক অপ-  
রাধ করে, সেই অপরাধ বলুন দেখি জগতে  
কাহার স্থখ বৃদ্ধি করিতে পারে ? । ৫১ ।

“এই ব্যক্তি শাস্তমূর্তি—ইহার কোন রাগ নাই”  
এই বলিয়া কেহ কি শাস্ত ব্যক্তির উপর পীড়ন

হপি পীড়নবশাৎ ক্রোধমুদ্বহেৎ সং । শীতঃ স্থখোহপি  
মথিতঃ কিল চন্দনক্রমস্তীব্রাহ্মতাশজনকো ভবতি  
ক্ষণেন ॥ ৫২ ॥

যদ্যপ্যশাস্ত্রীয়তয়া বিভাতি তেজস্বিনাং কস্ম  
তথাপ্যনিন্দ্যম্ । বিনিন্দ্যকৃত্যং কিল ভার্গবস্ত  
দহুঃ স্বপুত্রান্ কতিচিদ্রকায় ॥ ৫৩ ॥

ইতি স্বজননীমসৌ মুনিজনৈরপি প্রার্থিতাঃ

হপি ন পীড়নীয় ইত্যাহ । শাস্তুঃ পুমানিতি বিশ্রুত্বোপাশ্র  
স্তশ পীড়নং ন কার্য্যং ইতি ক্রোধঃ, ক্রোধঃ তত্র দৃষ্টান্তঃ শীত  
ইতি । চন্দনক্রমস্তীব্রাহ্মতাশজায়েজ্জনকঃ ॥ ৫২ ॥

নবশাস্ত্রীয়মেতৎকস্ম কিমিত্যাচার্য্যোবচুষ্টিমিত্যাশঙ্ক্যাহ ।  
যদ্যপ্যশাস্ত্রীয়তয়াবিভাতি তথাপি তেজস্বিনাং কস্ম নিন্দ্যং ন  
ভবতি । তদুক্তং ধর্ম্মব্যতিক্রমে দৃষ্টে দৈশ্বরাণাং চ সাহসম্ ।  
তেজীয়সাং ন দোষায় বহেঃ সর্বভূজো যথা, ভার্গবস্ত পরশু-  
রামস্ত বিনিন্দ্যং কৃত্যং সমাতৃকলাতৃহননরূপং যথা চ কেচিন্  
মুনয়ো বৃকায় পুত্রান্ দহুঃ ভৃগুবাংশস্ত কস্তচিন্ মূনেরপত্যাং  
প্রার্থিতাঃ প্রদানরূপং বিনিন্দ্যং দহুরিতি বা উ० ॥ ৫২ ॥

করিবেনা ? । কারণ, যে ব্যক্তি শাস্ত, তিনি অপরের  
উপদ্রবে বা উৎপীড়নে ক্রোধ ধারণ করিয়া  
থাকেন । তাহার দৃষ্টান্ত এই—চন্দনতরু অত্যন্ত  
শুশীতল ও স্থখকর বলিয়া বিখ্যাত । কিন্তু যখন  
ঐ চন্দনবৃক্ষ মথিত হয়, তখন ক্ষণকালের মধ্যে  
ঐ বৃক্ষ অগ্নি উৎপাদন করে । ৫২ ।

যদ্যপি শঙ্করের এইরূপ শাপ প্রদান করা  
অত্যন্ত অবিধি এবং শাস্ত্রীয় নিয়মের বহির্ভূত

পুনঃ পতনবর্জিতামতনুসৌখ্যসন্দোহিনীম্ । যতি-  
ক্ষিতিপতির্গতিং বিতমসং স নীহা ততস্ততোহন্যম-  
তশাতনে প্রযততেস্ম পৃথীতলে ॥ ৫৪ ॥

অথ তৎসহায়জলজাজ্যপাগমেচ্ছুরভীপ্লিতে-  
হত্র বিললম্ব এষকঃ । জলজাজিুরপ্যথ পুরা নি-  
জাজ্জয়া কৃতবানুদীচ্যবহুতীর্থসেবনম্ ॥ ৫৫ ॥

ইত্যেবং মুনিজনৈরপি প্রার্থিতাং পুনঃ পতনবর্জিতাং  
অনন্তসৌখ্যশ্চ সন্দোহিনীং তগোরহিতাং গতিং সৌহর্ম্যে যতি-  
রাজঃ স্বজননীং নীহা, পৃথীতলে ততস্ততোহন্যমতনিবর্হণে প্র-  
যত্নঃ কৃতবান্ পূঃ ॥ ৫৪ ॥

অথ তস্মিন্ অন্তমতশাতনে সহায়শ্চ পদ্যপাদস্ত্রোপাগমনমি-  
চ্ছুরভিলব্বিতে তস্মিন্নেষ ত্রীশঙ্করো বিলম্বং চক্রে অথ জলজাজি-  
বপি নিজাজ্জয়া পূর্কঃ প্রথমমুদীচ্যবহুতীর্থসেবনং কৃতবান্  
মঞ্জুভাগিনী ॥ ৫৫ ॥

কার্য্য, তথাপি তেজস্বীগণের কার্য্য কখনই নিন্দনীয়  
নহে । ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে “ঈশ্বর (প্রভু) দিগের সাহস  
ও ধর্ম্মকর্ম্মের ব্যতিক্রম প্রায়ই ঘটয়া থাকে । অগ্নি  
যেমন সর্ব্বভোজী বলিয়া অগ্নির কোন দোষ  
হয়না, তদ্রূপ তেজীয়ান্ ব্যক্তিগণের কোন কার্য্য  
নিন্দনীয় হয়না” । আর দেখুন, ভৃগুনন্দন পরশুরাম  
আপনার মাতা ও ভ্রাতা দিগকে বধ করিয়াও  
নিন্দা ভাজন হন নাই । অনেকগুলিন ঋষি  
আবার ঐ সমস্ত হতপুত্র দিগকে ব্যাত্ত্রের মুখে  
অর্পণ করিয়া ছিলেন । ৫৩ ।

এইরূপে মুনিজনের প্রার্থিত, পুনর্ব্বার যাহার  
কখন পতন হয়না, যাহা অভুল্য ও অনন্ত সুখ

আসসাদ শনকৈর্দিশং মুর্ন্যেস্ত জন্মবসুধা ঘটা  
ন্বতা । সা শ্রুতিঃ সকলরোগনাশিনী যোহপিব-  
জ্জলধিমেকবিন্দুবৎ ॥ ৫৬ ॥

অদ্রাক্ষীং স্নভগাহিভূষিততনুঃ শ্রীকালহস্তী-

মূনেরগস্ত্যস্ত দিশং দক্ষিণাং বসুধাঘটী অমৃতকুন্তী যন্ত সা  
প্রসিদ্ধাশ্রুতিঃ শ্রবণং সকলরোগনাশিনী যচ্ছুতিরিত্তি বা পাঠঃ  
সমুদ্রমেকবিন্দুবদপিবৎ রথোঃ ॥ ৫৬ ॥

তন্ত দিশি লিঙ্গে সন্নিভিতং শ্রীকালহস্তীধরং মুনিরদ্রাক্ষীভং  
বিভিনষ্ট । স্নভগেনাহিনা ভূষিতাতনুযন্ত, অনিশং চাক্ষীঃ কলাঃ  
মন্তকে দধানং, ককুণারসেনাদ্রং মনো যন্তাস্তয়া পাকিতা

সমুদ্রদায়ক, এরূপ তমোবিরহিত গতি, জননীকে  
পাওয়াইয়া যতিরাজেন্দ্র শঙ্কর ধরাতলে তারপর  
হইতে কেবল পরমত নিরাকরণ করিতে যত্নবান্  
হইলেন ॥ ৫৪ ॥

অনন্তর শঙ্কর পরমত খণ্ডনের সাহায্যকারী  
পদ্যপাদের আগমন প্রতীক্ষায় তদ্বিষয়ে বিলম্ব  
করিতে লাগিলেন । পরে পদ্যপাদন্ত স্বীয় আত্মানু  
সারে উত্তরদিকবর্তী বিবিধতীর্থ সেবা করেন  
। ৫৫ ।

যেমুনির জন্মকালে পৃথিবী অমৃতকুন্ত হই,  
যাহার নামমাত্র শ্রবণ করিলে সকল রোগ বিনষ্ট  
হয়, যিনি একবিন্দু জলের মতন সমুদ্র পান করিয়া  
ছিলেন, পদ্যপাদ ক্রমশঃ সেই অগস্ত্য মুনির দিকে  
( দক্ষিণ দিকে ) গমন করিলেন ॥ ৫৬ ॥

শ্বরং লিঙ্গে সমিহিতং দধানমনিশং চান্দ্রোং কলাং ম-  
স্তকে । পার্শ্বত্যা করুণারসাদ্র্শমনসাল্লিঙ্কং প্রমো-  
দাম্পদং দেবৈরিন্দ্রপুরোগমৈর্জয়জয়েত্যাভাষ্যমাণং  
মুনিঃ ॥ ৫৭ ॥

স্নাত্বা স্তবর্ণমুখরীসলিলাশয়েহস্তগহ্বাপুনঃ প্রণ-  
মতিস্ম শিবং ভবাত্মা । আনট ভাবকুস্তমৈর্মনসা নু-  
নাব স্তম্ভাচ তং পুনরযাচত তীর্থযাত্রাম্ ॥ ৫৮ ॥

আলিঙ্গিতং প্রমোদস্থানমিন্দ্রপ্রমুখৈর্দেবৈর্জয়জয়েত্যাভাষ্যমাণং  
শাং ॥ ৫৭ ॥

স্তবর্ণমুখরী নদ্যাঃ সলিলাশয়েহস্তঃ স্নাত্বা পুনর্গহ্বা ভবাত্মা

পদ্মপাদ ঐ দক্ষিণ দিকে শিবলিঙ্গে অধিষ্ঠিত  
'শ্রীকালহস্তীশ্বর' শিব দর্শন করেন । তাঁহার  
সর্বদা স্তবর্ণমুখরী সর্প সকল বিরাজিত, তিনি মস্তকে  
চন্দ্রকলা ধারণ করিতেছেন, করুণারসে আর্দ্রচিত্ত  
হইয়া পার্শ্বতী ঐহাকে আলিঙ্গন করিতেছে,  
তিনি একমাত্র আনন্দের আম্পাদ, ইন্দ্রাদি দেব  
তাগণ “জয় জয়” বলিয়া তাঁহার সন্তোষণ করি  
তেছে ॥ ৫৭ ॥

তথায় স্তবর্ণমুখরী নামক নদীর মধ্যে গ-  
মন পূর্বক স্নান করিয়া পুনর্বার ভবানীসহায় ঐ  
শিবকে প্রণাম করিলেন । নিজের মনের অভি-  
প্রায় রূপ পুষ্প দ্বারা অর্চনা করিলেন, মনো দ্বারা  
স্তব করিলেন, স্তবকরিয়া পুনরায় মহাদেবের  
নিকট তীর্থযাত্রা যাচঞা করিলেন ॥ ৫৮ ॥

লঙ্কানুজ্ঞাস্তজ্জরাত্ কালহস্তিক্ষেত্রাত্ কাঞ্চী-  
ক্ষেত্রমাগাত্ পবিত্রম্ । সংসারাক্টিং সন্তিতীর্ষোঃ  
প্রসিদ্ধং বৃদ্ধাঃ প্রাহুর্য়দ্বি লোকে হুমুখিন্ ॥ ৫৯ ॥

তত্রৈকান্ত্যাধীশ্বরং বিশ্বনাথং নত্বা গম্যং স্বীয়-  
ভাগ্যাতিশীত্যা । দেবীং ধামাস্তর্গতামস্তকারে-  
হর্দং রুদ্রশ্চৈব জিজ্ঞাসমানাম্ ॥ ৬০ ॥

কল্লালেশদ্রাক্ ততো নাতিদূরে লক্ষ্মীকান্তং  
সংবসন্তং পুরাণম্ । কারুণ্যার্দ্ৰস্বাস্তমস্তাদিশূন্যং  
দৃষ্ট্বা দেবং সন্ততোষৈকভক্ত্যা ॥ ৬১ ॥

সহিতং শিবং প্রণমতিস্ম ভাবপুটৈর্পরচ্চয়িত্বা মনসা স্ততিং চকার  
বং ॥ ৫৮ ॥ ৫৯ ॥

স্বীয়ভাগ্যাতিশয়েন প্রাপ্যং ধামাস্তর্গতামস্তকস্থারেঃ রুদ্রস্ত  
হর্দং জিজ্ঞাসমানামিব স্থিতং দেবীং চ নত্বা ॥ ৬০ ॥

ততো ঝটিতি নাতিদূরে সংবসন্তং কল্লালেশাখ্যং লক্ষ্মী-  
কান্তং দেবং দৃষ্ট্বা একভক্ত্যা ততোষেতি পরেণাময়ঃ স্বাস্তং  
মনঃ আদ্যস্তরহিতং আদ্যস্তাদিসর্ববিকারশূন্যং শালিনী ॥ ৬১ ॥

জ্ঞানীগণের অধিপতি পদ্মপাদ শিবের নিকট  
হইতে অনুজ্ঞা লাভ করিয়া কালহস্তী শিবের  
ক্ষেত্র হইতে পবিত্র কাঞ্চী ক্ষেত্রে গমন করেন ।  
প্রাচীনেরা ঐ কাঞ্চী ক্ষেত্রে ইহলোকে সংসার  
সাগর উত্তরণার্থী ব্যক্তিগণের একমাত্র প্রসিদ্ধ  
স্থান বলিয়া থাকেন । ৫৯ ।

কাঞ্চী ক্ষেত্রে সর্ব বিষয়ের অধীশ্বর বিশ্বেশ্ব-  
রকে নমস্কার করিলেন । পরে স্বীয়ভাগ্যের অতি-  
শয়বশতঃ যে শৈবধাম সকলের প্রার্থনীয়-যে দেবী  
ভিতরে থাকিয়া কৃতান্ত শত্রু রুদ্রদেবের সৌহার্দ্য



পুণ্ডরীকপুরমাযয়ৌ মুনির্যত্র নৃত্যতি সদাশিবোহ-  
নিশম্ । বীক্ষতে প্রকৃতিরাদিমা হৃদা পার্শ্বতীপরি-  
ণতিঃ শুচিস্মিতা ॥ ৬২ ॥

তাণ্ডবং মুনিজনোহত্র বীক্ষতে দিব্যচক্ষুরমলা-

আদিমা আদ্যাশ্রুতিঃ পার্শ্বতীকুণেন পরিণতা নৃত্যন্তঃ  
শিবং সদা বীক্ষতে রথো ॥ ৬২ ॥

জন্মমৃত্যুভয়ভেদকং দর্শনান্নেত্রমানসবিনোদকারকং

জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ; সেই চিন্তনীয় পরম  
ধামস্বরূপদেবীকে নমস্কার করিয়া শীঘ্র অনতিদূর-  
বর্তী ‘কল্লালেশ’ নামক পুরাণ লক্ষ্মীকান্তকে  
দর্শন করিলেন । দেখিলেন—কল্লালেশ করুণা-  
দ্বারা সতত আর্দ্রচিত্ত ; তাঁহার আদ্যন্ত নাই—  
একান্ত ভক্তি সহকারে ঐ দেবমূর্তি দর্শন করিয়া  
অত্যন্ত তখন তুষ্ট হইলেন । ৬০ । ৬১ ।

যে স্থানে সদাশিব নিরন্তর নৃত্য করিতেন ;  
মুনিবর পদ্মপাদ তখন ঐ বিষ্ণুপুরে গমন করি-  
লেন । ঐহার মুদুহাস্য শুভ্রবর্ণ-সেই আদ্যাশক্তি  
পার্শ্বতীকুণে পরিণত হইয়া হৃদয়ের সহিত  
নৃত্যকারী ঐ শিবকে যেখানে দর্শন করিয়া থা-  
কেন । ৬২ ।

যে নৃত্য জন্মমৃত্যুর ভয় ভঞ্জন করে ; যে নৃত্য  
দর্শনমাত্র ত্রেত্র ও মনের আনন্দ বর্দ্ধন করে ; দিব্য  
চক্ষু ও নির্মলাশয় মুনিগণ ঐ স্থান বসিয়া দিবা-

শয়োহনিশম্ । জন্মমৃত্যুভয়ভেদিদর্শনান্নেত্রমানস-  
বিনোদকারকম্ ॥ ৬৩ ॥

কিঞ্চাত্র তীর্থমিতি ভিক্ষুগণেন কশ্চিৎ পু-  
ষ্কোহত্রবীচ্ছিবপদাশুজসক্তচিত্তঃ । সংপ্রার্থিতঃ  
করুণয়াহস্মরদত্র গঙ্গাং দেবোহথ সংন্যধিত দিব্য-  
সরিংসুতীর্থম্ ॥ ৬৪ ॥

শিবাজ্জয়াহভূদिति তীর্থমেতচ্ছিবস্ত গঙ্গাং

তাণ্ডবং দিব্যচক্ষুরমলাশমৌ মুনিজনোহত্রানিশং বীক্ষতে জন্ম-  
মৃত্যুভয় ভেদি যদর্শনং তস্মাদিতি বা ॥ ৬৩ ॥

কিং চাত্র তীর্থমিতি পদ্মপাদাদিভিক্ষুগণেন পৃষ্টঃ কশ্চি-  
চ্ছিবপদাশুজসক্তচিত্তোহত্রবীৎ সংপ্রার্থিতো মহাদেবোহত্র  
গঙ্গাং সস্মার অথ স্মরণানন্তরং দিব্যসরিংসুতীর্থং সন্নিধাপিতবতী  
ব ॥ ৬৪ ॥

এতৎ তীর্থং শিবাজ্জয়াহভূদिति হেতোরেতৎ তীর্থং শিব-

নিশি শঙ্করের ঐ মনোহর নৃত্য দর্শন করিতেন  
। ৬৩ ।

অপিচ পদ্মপাদ প্রভৃতি ভিক্ষুগণ শিবপদা-  
শুজরত কোন এক শিবপরায়ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন । “এখানে কি তীর্থ ?” তখন ঐ শৈব  
বলিলেন—এই স্থানে দেবদেব মহাদেব আরাধিত  
হইয়া গঙ্গাকে স্মরণ করিয়াছিলেন । অনন্তর দেব-  
নদী গঙ্গা এই স্থানে এক মহৎ তীর্থ স্থাপন  
করেন । ৬৪ ।

এই তীর্থ শিবের আজ্ঞায় উদ্ভূত হয় । অত-  
এব জগতে সকলেই এই তীর্থকে ‘শিবগঙ্গা’ বলিয়া

প্রবদন্তি লোকে । স্নানাদমুখ্যাং বিধুতোরুপাপাঃ  
শনৈঃ শনৈস্তাণ্ডবমীক্ষমাণাঃ ॥ ৬৫ ॥

শিবস্ত নাট্যশ্রমকর্ষিতস্য শ্রমাপনোদায় বিচি-  
স্তয়ন্তী । শিবেতি গঙ্গা পরিণামগাহভূততোহথ  
চৈতৎ প্রথিতং তদাখ্যম্ ॥ ৬৬ ॥

নৃত্যন্তীরহতস্থলজ্জলগতেঃ পর্যাপতদ্ভিন্দুকং  
পার্শ্বে স্বাবসতের্বিনোদবশতো যজ্জহু কন্যাপয়ঃ ।

গঙ্গামিতি লোকে প্রবদন্তি তানাহ, অমুখ্যাং গঙ্গায়াং স্নানাদি-  
ধুতোরুপাপাঃ শনৈঃ শনৈস্তাণ্ডবমীক্ষমাণাঃ উ० ৬৫ ॥

শিবগঙ্গানাম্নাত্বং প্রবৃতিনিমিত্তমাহ । নাট্যশ্রমকর্ষিতস্ত  
শিবস্ত শ্রমাপনোদায় বিচিস্তয়ন্তী শিবা পার্শ্বতী গঙ্গেতি পরি-  
ণামগাহভূৎ । ততোহথবা শিবগঙ্গাখ্যমেতৎ তীর্থং প্রথিতং উপে-  
ন ॥ ৬৬ ॥

যজ্জহু কন্যাপয়ো ধূর্জটৌ নৃত্যতি সতি প্রেতশলতে  
জটামণ্ডলাদগলিতং তেনৈতৎ তীর্থং মন্ত্রে বিপশ্চিচ্ছনাঃ শিব-

থাকে । ধীরে ধীরে শিবনৃত্য দর্শন করিতে  
করিতে এই গঙ্গাতে স্নান করিলে নানারিধ ভীষণ  
পাপ সকল দূরীকৃত হয় । ৬৫ ।

কেহ কেহ বলেন—নৃত্য করিতে করিতে  
শিব যখন নৃত্যশ্রমে কাতর হন, তখন শিবের  
শ্রমাপনোদন চিন্তা করিয়া শিবা ( দুর্গা ) গঙ্গারূপে  
পরিণত হন । তাহাতেই এই তীর্থ “শিবগঙ্গা”  
নামে বিখ্যাত হইয়াছে ॥ ৬৬ ॥

অপরে বলেন—শিব যখন নৃত্য করিয়া নদীর জলকে  
আঘাত করেন, তাহাতে জলের গতি, জটামণ্ডলে

নৃত্যং তদ্বতি ধূর্জটৌ বিগলিতং প্রেতজ্জট-  
ামণ্ডলাভেনৈতচ্ছিবজাহ্নবীতি কথয়ন্ত্যন্যে বিপ-  
শ্চিচ্ছনাঃ ॥ ৬৭ ॥

স্নায়ং স্নায়ং তীর্থবর্ষ্যেহত্রনিত্যং বীক্ষং বীক্ষং দেব-  
পাদাজ্জয়ুগ্মম্ । শোধং শোধং মানসং মানবোহসৌ  
বীক্ষেতেদং তাণ্ডবং শুদ্ধচেতাঃ ॥ ৬৮ ॥

শুদ্ধং মহাবর্ণয়িতুং ক্ষমেত পুণ্যং পুরারিঃ স্বয়-

জাহ্নবীতি কথয়ন্তি । প্রেতজ্জটামণ্ডলং বিশিনষ্টি, নৃত্যতা তী-  
রেণ হতস্ত স্থলতো জলস্ত গতির্বস্মিন্ স্বস্তাবসতের্নি কেতনাং  
পরো বিশিনষ্টি পার্শ্বে পতন্তঃ বিন্দুকা বিন্দবো যস্ত শা० ॥ ৬৭ ॥

তস্মাদস্মিন্ তীর্থবর্ষ্যে স্নাত্বা দেবপাদাজ্জয়ুগ্মং দৃষ্ট্বামনঃ  
শোধয়িত্বাশোধয়িত্বাহসৌ শুদ্ধচিত্তো মানব ইদং তাণ্ডবং বী-  
ক্ষেত শালি० ॥ ৬৮ ॥

এতচ্ছুদ্ধং পুণ্যং বর্ণয়িতুং শিবাতিরিক্তো নক্ষম ইত্যশয়ে-

স্থলিত হইয়া ছিল, জলের আবাস স্বরূপ সেই  
শিবের চঞ্চল জটামণ্ডল হইতে পার্শ্বে প্রচুর পরি-  
মাণে গঙ্গাজলের বিন্দু সকল শিবকে বিনোদিত  
করিতে পতিত হয় ; তাহাতেই এই “শিবগঙ্গা”  
তীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে । ৬৭ ।

অতএব এই মহাতীর্থে প্রতিদিন স্নান করিয়া,  
শিবের পদপঙ্কজ যুগল প্রতিক্ষণ দর্শন করিয়া,  
আপনার চিত্ত নিয়ত শুদ্ধ করিয়া, শুদ্ধচেতা মানব  
এই শিবনৃত্য দর্শন করিবে । ৬৮ ।

এই শুদ্ধ, মহৎ ও পবিত্র ক্ষেত্র বর্ণনা করিতে

মেব তস্য । নিমজ্য শঙ্কুদ্যসরিত্যমুখ্যাং দাক্ষা-  
য়গীনাথমুদীকতে যঃ ॥ ৬৯ ॥

ইতীরিতঃ শঙ্করযোজিতাত্মা কেনাপি ভিক্ষু যু-  
দিতো জগাহে । তীর্থং তদাপ্নুত্য ননাম শ-  
স্তোরজ্জিৎ জিতাত্মা ভুবনস্য গোপুঃ ॥ ৭০ ॥

রামসেতুগমনায় সংদধে মানসং মুনিরনুত্তমঃ  
পুনঃ । বত্সানি প্রযতমানসো ব্রজন্ সন্দর্শ সরিতং  
কবেরজাম্ ॥ ৭১ ॥

নাহ শুদ্ধমিতি । যঃ অমুখ্যাং শঙ্কুদ্যসরিতি নিমজ্য দাক্ষা-  
য়গীনাথং বীকতে তস্ত উঃ ॥ ৬৯ ॥

ইত্যেবং কেনাপি কথিতঃ শঙ্করে যোজিতমস্তঃকরণং যেন  
স ভিক্ষুঃ পদ্মপাদো মুদিতো জগাহেহবগাহনং কৃতবান্ ॥ ৭০ ॥

পুনরনুত্তমো মুনিঃ পদ্মপাদো রামসেতুগমনায় মনো দধে,  
প্রযতং মনো যেন স পথি গচ্ছন্ কবেরজাং কাবেরীং নদীং দদর্শ  
রথোঃ ॥ ৭১ ॥

কেবল ত্রিপুরারি সক্ষম । অতএব এই “শিবগঙ্গা”  
তীর্থে নিমগ্ন হইয়া দাক্ষায়গীর পতিকে দর্শন করি-  
বেক । ৬৯ ।

এই রূপ কোন ভিক্ষুবরের কথা শুনিয়া  
পদ্মপাদ, শঙ্করের উপর চিত্ত সংযুক্ত করিয়া প্র-  
মুদিত মনে অবগাহন করিলেন । অনন্তর জিতে-  
ন্দ্রিয় মুনিবর ঐ তীর্থে স্নান করিয়া ভুবনপালক  
শঙ্করের পদে প্রণাম করিলেন । ৭০ ।

সর্বোৎকৃষ্ট মুনি পদ্মপাদ সেতুবন্ধরামেশ্বরে  
গমন করিবার জন্য মনন করিলেন । সংযতচিত্ত  
পদ্মপাদ গমন কালে পথমধ্যে কাবেরী নদী দর্শন  
করেন । ৭১ ।

যৎপবিত্রপুলিনস্থলং পয়ঃ সিন্ধুবাসরসিকায়  
বিষ্ণবে । অভ্যরোচত হিরণ্যবাসসে পদ্মনাভ-  
মুখনাভশালিনে ॥ ৭২ ॥

সহপর্বতমুতাতিনির্মলাস্তোহভিষিক্তভগবৎ-  
পদাম্বুজে । আকলয্য বহুশিষ্যসংবৃতঃ প্রাস্থি-  
তাভিরুচিতস্থলায় সঃ ॥ ৭৩ ॥

গচ্ছন্ গচ্ছন্মার্গমধ্যেহভিষাতং গেহং ভিক্ষু-

যস্তাঃ পবিত্রপুলিনং স্থলং চ ক্ষীরসমুদ্রবাসরসিকায়াপি  
ব্যাপকায়াপি হিরণ্যবাসসে পদ্মনাভাদিনাম্মা শোভমানায় অভ্য-  
রোচত ॥ ৭২ ॥

সহপর্বতমুতায়া অতিনির্মলেনাস্তসাহভিষিক্তে ভগবৎপদা-  
ম্বুজে আকলয্য ধ্যাত্বা বহুশিষ্যসংবৃতঃ সঃ অভিরুচিতস্থলায়  
প্রাস্থিত প্রস্থানং কৃতবান্ রথোঃ ॥ ৭৩ ॥

যিনি ক্ষীরসমুদ্রে বাস করিয়া থাকেন, যিনি  
সর্বব্যাপী ; স্বর্ণ ঝাঁহার পরিধেয় বস্ত্র; পদ্মনাভ  
নামধারী ঐ বিষ্ণুর, তখন কাবেরী নদীর পবিত্র  
পুলিন ভূমি দেখিতে মনে ২ অত্যন্ত ইচ্ছা  
হইল । ৭২ ।

সহ্যপর্বততটবাসী কাবেরী নদীর জল দ্বারা  
ঝাঁহার পদারবিন্দ যুগল অভিষিক্ত—সেই  
ভগবানের পদপঙ্কজ দুইখানি হৃদয়ে ধ্যান করিয়া  
বহু শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে আপনার অভীষ্ট  
স্থানে প্রস্থান করিলেন । ৭৩ ।

যাইতে যাইতে পথমধ্যে ঐ ভিক্ষু আপনার

মাতুলস্যাজগাম । দৃষ্ট্বা শিষ্যেস্তং চিরেণাভিষাতং  
মোদং প্রাপন্মাতুলঃ শাস্ত্রবেদী ॥ ৭৪ ॥

শুশ্রাব তং বন্ধুজনঃ শিষ্যং স্বমাতুলাগার-  
মুপেযিবাংসম্ । আগত্য দৃষ্ট্বা চিরমাগতং তং জ  
হর্য হর্যাতিশয়েন সাক্ষতঃ ॥ ৭৫ ॥

রুরোদ কশ্চিন্মুদেহত্র কশ্চিজ্জহাস পূর্বা-  
চরিতং বভাষে । কশ্চিৎ প্রমোদাতিশয়েন কিকি-  
দ্বচঃস্থলঙ্গীঃ প্রণাম্য কশ্চিৎ ॥ ৭৬ ॥

শিষ্যঃ সহিতং শালি০ ॥ ৭৪ ॥ উ০ ॥ ৭৫ ॥ ৭৬ ॥

মাতুলালয়ে উপস্থিত হইলেন । শাস্ত্রজ্ঞ মাতুল  
তাঁহাকে শিষ্য সমভিব্যাহারে আসিতে দেখিয়া  
অত্যন্ত প্রমুদিত হইলেন । ৭৪ ।

বন্ধুগণ শুনিল শিষ্যগণের সহিত মাতুলা-  
লয়ে তিনি উপস্থিত হইয়াছেন । তাহারা আসিয়া  
বহু দিনের পর তাঁহাকে আগত দেখিয়া অতিশয়  
হর্ষ সহকারে আনন্দাশ্রু পতন পূর্বক আহ্লাদিত  
হইল । ৭৫ ।

ঐ স্থানে কেহ রোদন করিতে লাগিল ; কেহ  
আহ্লাদিত হইল ; কেহ হাসিতে লাগিল ; কেহ  
পূর্বাবস্থা বর্ণন করিতে লাগিল, কেহ অত্যন্ত  
আনন্দের সহিত কিছু বলিতে গিয়া স্থলিত বাক্যে  
প্রণাম করিল । ৭৬ ।

উচেহথ তং জ্ঞাতিজনঃ প্রমোদী দৃষ্ট্বা চিরায়-  
হক্ষিপথং গতোহভূঃ । দিদৃক্ষতে ত্বাং জনতাহতি-  
হাদান্তথাপি শক্লোষি ন বীক্ষণায় ॥ ৭৭ ॥

পুত্রাঃ সমিত্রা ন ন বন্ধুবর্গো ন রাজবাধা ন চ  
চোরভীতিঃ । কৃতার্থতামূলপদং যতিত্বং প্রসূ-  
নবস্তং ফলিতং মহাস্তম্ ॥ ৭৮ ॥

অগানন্তরং তং দৃষ্ট্বা প্রমোদী জ্ঞাতিজন উচে । যতশ্চির-  
কালান্তর্মক্ষিমার্গং প্রাপ্তোহতো জনতাহতিস্নেহাত্বাং দিদৃক্ষতে ।  
তথাপি ত্বং বীক্ষণায় ন শক্লোষি তথাচ স্নেহবাধা তব নাস্তী-  
ত্যর্থঃ ॥ ৭৭ ॥

কিঞ্চ সর্ববাধাবিনির্মুক্তত্বাং কৃতার্থতামূলপদং যতিত্বমেবে-  
ত্যাহ পুত্রা ইতি । তেষামভাবে তৎকৃত্তা বাধা নাস্তীত্যর্থঃ ।  
ধনিনামেব বাধান তু নিক্ষিঞ্চনানামিতি সদৃষ্টান্তমাহ পুষ্পবস্তং  
ফলিতং মহাস্তম্ বৃক্ষমিতি পরেণাশ্রয়ঃ ॥ ৭৮ ॥

অনন্তর তাঁহাকে দেখিয়া জ্ঞাতিগণ হৃষ্টচিত্তে  
বলিতে লাগিল ; তুমি অনেক দিনের পর আমা-  
দের দর্শন দিয়াছ । এই সকল লোকে হৃদ্যতা  
বশতঃ তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করিতেছে, ত-  
থাপি তুমি ইহাদিগকে দেখা দিতে ইচ্ছা করনা  
। ৭৭ ।

কৃতার্থতার মূল পদ সংন্যাস লাভ হইলে  
আর কোন বিপদ থাকে না । বন্ধুবর্গের সহিত  
পুত্র বাধা দিতে পারে না—বন্ধুবর্গ বাধা দিতে  
পারে না—তাহাতে রাজ বাধা কি চোর ভয় থাকে  
না । তাহার কারণ এই—সকলেই পুষ্পিত,  
ফলিত ও শাখাপ্রশাখা যুক্ত মহৎ বৃক্ষের নিকটে  
আগমন করিয়া তাহার বাধা দিয়া থাকে । তদ্রূপ



শাখোপশাখাক্রিতমেব বৃক্ষং বাধস্ত আগত্য  
ন তদ্বিহীনম্ । যথা তথা বা ধনিনং দরিদ্রা বা-  
ধস্ত আগত্য দিনে দিনে স্ম ॥ ৭৯ ॥

কুটুম্বরক্ষাগতমানসানাং নায়াতি নিদ্রাপি  
স্থখং ন জাতু । ক দেবতার্চা ক চ তীর্থযাত্রা ক  
বা নিষেবা মহতাং ভবেমঃ ॥ ৮০ ॥

অশ্রোশ্ব সন্ন্যাসকৃতং ভবন্তং বিপ্রাং কুতশ্চি-  
দগৃহমাগতানঃ । কালোহত্যগাতে বহুরদ্য দৈব-

শাখোপশাখাভিরক্ষিতং বাপ্তমলকৃতং বা তথাতথৈব ॥ ৭৯ ॥  
কিঞ্চ কুটুম্বরক্ষাগতমানসানামস্মাকং স্থখং ন ভবতি । তথা  
কদাচিন্ নিদ্রাপি নায়াতি তথাচৈবংবিধানাং নঃ ক দেবতা-  
র্চাদি ॥ ৮০ ॥  
কস্মাচ্চিদেশোরো গৃহমাগতাং কস্মাচ্চিদ্বিপ্রাদিতি বা

দরিদ্রগণ দিন দিন ধনীর নিকটে আগমন করিয়া  
তাহাদিগেকে উৎপীড়িত করিয়া থাকে । ৭৮ । ৭৯।  
আমরা কুটুম্বদিগের ভরণপোষণের জন্য সর্ব-  
দাই ব্যতিব্যস্ত থাকি । স্ততরাং তাহাতে আমা-  
দের কখন স্থখও হয়না—কখন নিদ্রাও হয়না ।  
অতএব আমাদের দেবপূজা কি করিয়া হইবে ?  
তীর্থযাত্রা কিরূপে ঘটিবে ? এবং কি রূপেই বা  
মহৎ জনের সেবা শুশ্রূষা করা ঘটিবে ? । ৮০ ।

এক দিন আমাদের গৃহে কোন এক ব্রাহ্মণ  
আসিয়া উপস্থিত হন । আমরা তাঁহার নিকটে

বান্ তীর্থস্য হেতো গৃহমাগতস্তদ্ব ॥ ৮১ ॥  
যথা শকুন্তাঃ পরবর্দ্ধিতান্ দ্রুমান্ সমাশ্রয়ন্তে  
স্থখদাংস্ত্যজন্ত্যপি । পরপ্রকৃপ্তান্যমঠদেবতাগৃহান্  
যতিঃ সমাশ্রিত্য তথোজ্জ্বলতি ধ্রুবম্ ॥ ৮২ ॥  
যথাহি পুষ্পাণ্যভিগম্য মটপদাঃ সংগৃহ্য সারং  
রসমেব ভুঞ্জতে । তথা যতিঃ সারমবাপ্নুবন্ স্থখং

উদ্ধৃ ০ ॥ ৮১ ॥

তীর্থস্ত হেতোঃ গৃহমাগতোহসি নতু মমতাবশাদ্বতে:  
স্বীয়স্বেন গৃহপরিগ্রহাভাবাদিত্যাশয়েন সদৃষ্টান্তমাহ । যথা  
শকুন্তাঃ পক্ষিণঃ পরবর্দ্ধিতান্ বৃক্ষান্ স্থখদান্ সমাশ্রয়ন্তে ত্যজ-  
ন্ত্যপি তথা যতিঃ পরপ্রকৃপ্তান্ মঠান্ দেবতাগৃহাংশ্চ স্থখদান্  
সমাশ্রিত্য ধ্রুবমুজ্জ্বলন্ত্যপি বঃ ॥ ৮২ ॥

তত্রাপি তত্তদগৃহে যতের্গমনং ভ্রমরবৎ পীড়াকরং ন ভব-

শুনিয়াছি যে, আপনি সংন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া-  
ছেন । আপনার বহুদিন অতীত হইল, অদ্য  
দৈবাৎ তীর্থ দর্শন ছলে আপনি আমার গৃহে  
আগমন করিয়াছেন । ৮১ ।

যে রূপ পক্ষি সকল পরকর্তৃক বর্দ্ধিত ও পালিত  
বৃক্ষ দিগকে আশ্রয় করে ও শেষে পরিত্যাগ করে,  
সেই মত সংন্যাসী পর প্রতিষ্ঠিত মঠ ও দেবালয়  
আশ্রয় করিয়া, তাহাও পরিশেষে পরিত্যাগ করিয়া  
থাকেন । ৮২ ।

যে রূপ মধুকরেরা নানাবিধ পুষ্পে গমন করিয়া  
তাহাদের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক কেবল পুষ্পরস

গৃহাদ্গৃহাদোদনমেব ভিক্ষতে ॥ ৮৩ ॥

যতের্বিরজ্যাত্মগতিঃ কলত্রং দেহং গৃহং সংযত-  
মেব সৌখ্যম্ । বিরক্তিতাক্তনয়াঃ স্বশিষ্যাঃ  
কিমর্থনীয়ং যতিনো মহাত্মন ! ॥ ৮৪ ॥

মনোরথানাং ন সমাপ্তিরিষ্যতে পুনঃ পুনঃ  
সন্তুতে মনোরথান্ । দারানভীপসূর্যততে  
দিবানিশং তান্ প্রাপ্য তেভ্যস্তনয়ানভীপতি ॥  
৮৫ ॥

অনাপ্নুবন্ দুঃখমসৌ স্ত্রীত্রং প্রাপ্নোতি চে-

তীত্যাহ তথৈতি স্ত্রুং যথাস্ত্রুত্বা ॥ উ० ॥ ৮৩ ॥

কিঞ্চ যতেঃ কিমপি প্রার্থনীয়ং নাস্তীত্যাহ যতের্বিরজ্যাত্মা  
আত্মবিগতিঃ সৈব ভাৰ্য্যাহে মহাত্মন ! ॥ ৮৪ ॥

কামবশস্তু দুঃখমেবেত্যাহ মনোরথানামিতিদ্বাত্যাং । তে-  
ভ্যোদ্যাদেভ্যঃ ॥ ৮৫ ॥

দারাদীননাপ্নুবন্ দুঃখমেব স্ত্রীত্রং প্রাপ্নোতি পুনরিষ্টেন

পান করিয়া থাকে, সেই মত যতি সার প্রাপ্ত  
হইয়া পরম স্ত্রু প্রত্যেক গৃহ হইতে কেবল মাত্র  
অন্ন ভিক্ষা করিয়া থাকেন । ৮৩ ।

যতির কোন দ্রব্য প্রার্থনীয় নহে—কারণ, তাঁহা-  
দের বৈরাগ্যের সহিত আত্মজ্ঞানই ভাৰ্য্যা—দেহই-  
গৃহ, সংযত ভাবই পরম, স্ত্রু বৈরাগ্য ধারী স্বীয় শিষ্য-  
গণই পুত্র-অতএব হে মহাত্মন ! যতির আর কোন  
বস্তুর প্রার্থনা করিতে হইবে ? ৮৪ ।

লোকের কিছুতেই মনোরথ পূর্ণ হয়না, বরং উদ্ভ-

ষ্টেন বিষজ্যতে পুনঃ । সৰ্ব্বাঙ্গানা কামবশস্তু  
দুঃখং তস্মাবিরক্তিঃ পুরুষেণ কার্য্যা ॥ ৮৬ ॥

বিরক্তিমূলং মনসোবিশুদ্ধিঃ তন্মূলমাত্মহতাং

চ বিষজ্যতে ॥ ৮৭ ॥

বিরক্তিঞ্চ ভবদ্বিধানাং মহতাং সেবয়া শুদ্ধচেতসো ভবতী-  
ত্যাহ । মনসোবিশুদ্ধিঃ বিরক্তিমূলমাত্মহতাং তস্মা অপি বিশুদ্ধিমূলং

রোত্তর মনোরথ লাভ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ সাংসা-  
রিক দুঃখ গ্রস্ত ব্যক্তিগণ ব্যগ্র হয় । দিবানিশি দার  
পরিগ্রহের জন্য সকলেই যত্নবান থাকে । উদ্ভ্র  
রূপে মনোরম পত্নী থাকিলেও আশা নিরুত্তি হয়না,  
তখন আবার ঐ পত্নীর নিকটে স্তমস্তান পাইতে  
প্ররুতি জন্মে । অভীষ্ট বস্ত্র স্ত্রীপুত্রাদি না পা-  
ইলে দারুণ দুঃখ পাইতে হয় । যদিচ ভাগ্য ক্রমে  
ঐ সমস্ত স্ত্রু ঘটিল, তথাপি আবার এক দিন দেখিবে  
উহারা তোমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া  
যাইতেছে । কৈ কাহাকেও ত স্ত্রী পুত্র লইয়া  
চিরদিন বাস করিতে দেখা যায়না ? । অতএব  
দেখিতেছি যে ব্যক্তি কামরিপুর পরবশ, তাহার  
সকল প্রকারেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে । স্ত্রুতাং  
জ্ঞানবান পুরুষ মাত্রেই বৈরাগ্য অবলম্বন করা  
আবশ্যক । ৮৫ । ৮৬ ।

পণ্ডিতেরা চিত্ত শুদ্ধিকেই বৈরাগ্যের মূল কারণ  
বলিয়াছেন । মাধু মহাপুরুষগণের সেবা শুশ্রূষা ঐ  
চিত্তশুদ্ধির মূল বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই কারণে

নিবেদ্যাম্ । ভবাদৃশস্তেন চ দূরদেশে পরোপ-  
কারায় রসামটন্তি ॥ ৮৭ ॥

অজ্ঞাতগোত্রা বিদিতাশ্চতরা লোকস্য দৃষ্ট্যা  
জড়বদ্বিতান্তঃ । চরন্তি ভূতান্মনুকম্পমানাঃ স-  
ন্তো যদৃচ্ছোপনতোপভোগ্যাঃ ॥ ৮৮ ॥

চরন্তি তীর্থান্তুপি সংগ্রহীতুং লোকং মহাস্তো

নমু শুদ্ধভাষাঃ । শুদ্ধাশ্চতরাঃ কপিতোরুপা-  
পান্তজুটমন্তো নিগদন্তি তীর্থম্ ॥ ৮৯ ॥

বস্তব্যমত্র কতিচিদিবসানি বিদ্বৎশুদ্ধদর্শনং  
বিতমুতে মুদিতাদি ভব্যম্ । এষ্যদ্বিয়োগচকিতা  
জনতেয়মাস্তে দুঃখং গতেহত্র ভবিতেতি ভবত্য-  
সঙ্গে ॥ ৯০ ॥

মহতাং সেবামাহস্তেন কারণেন চ ভবাদৃশাঃ পরোপকারায়  
দূরদেশে ভূমিমটন্তি ॥ ৮৭ ॥

যদৃচ্ছোপনতং সমীপে প্রাপ্তং ভোগ্যং যেভ্যস্তে ॥ ৮৮ ॥

তীর্থান্তুপি লোকসংগ্রহার্থং চরন্তি ন তু শুদ্ধার্থং যতঃ  
শুদ্ধভাষাঃ যতঃ শুদ্ধাশ্চবিদ্যাঃ কপিতোরুপাণাঃ তদধিগম  
উত্তরপূর্বাধোরপ্তেবিনাশো তদ্যপদেশাদিতি জ্ঞায়াং তথা

চৈবংবিবৈষ্টেজুটং জলং তীর্থং নিগদন্তি তেবাং তত্র গমনং  
লোকসংগ্রহার্থমেবেত্যর্থঃ ॥ ৮৯ ॥

এবং স্তত্যাহভিমুখীকৃত্য প্রার্থয়তে । হে বিদ্বন্ ! অত্র কতিচিদ-  
দিবসানি বস্তব্যং যতোভব্যং শুভং যোগ্যং বা শুভদর্শনং  
মুদিতাদি বিতমুতে ইয়ং জনতা তু অসঙ্গে ভবতি ত্রয়ি গতে  
সত্যত্র দুঃখং ভবিষ্যতীতি বিচার্যেবাধুনা এব ভবিষ্যদুঃখেন  
চকিতা আস্তে বঃ ॥ ৯০ ॥

আপনাদের তুল্য সাধু পুরুষেরা কেবল পরের  
উপকারার্থে পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া থাকেন । ৮৭ ।

যে সমস্ত সজ্জনের আত্মতত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে,  
যাঁহাদের কুলশীল অবগত হওয়া যায়না; সাধা-  
রণ লোকের চক্ষে যাঁহারা জড় বলিয়া প্রতীয়মান  
হন; যদৃচ্ছাক্রমে যাঁহাদের নিকটে উপভোগ্য  
বস্তু সকল স্বয়ং উপস্থিত হয়; এরূপ সাধুগণ  
কেবল জীবগণের উপর অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া  
পর্য্যটন করিয়া থাকেন । ৮৮ ।

সাধু মহাপুরুষেরা যে প্রত্যেক তীর্থে গমন  
করেন, তাহাও লোকদিগের উপকারার্থে । নতুবা  
তাঁহারা যখন শুদ্ধসত্ত্ব তখন তাঁহাদের আর আত্ম-  
শুদ্ধির প্রয়োজন হইবেনা । পরিশুদ্ধ আত্মবিদ্যা

দ্বারা তাঁহাদের যাবতীয় ছরিত রাশি নিরাকৃত  
হওয়াতে কখনই তীর্থ সেবা মহতের আত্ম-তুষ্টির  
জন্য নহে । অতএব ঐ মহাপুরুষেরা যে জলে  
স্নানাদি কার্য্য করিয়া থাকেন, শাস্ত্রকারেরা তাহা-  
কেই তীর্থ বলিয়াছেন । ৮৯ ।

হে বিদ্বন্ ! এই কারণে এই স্থানে কিছু  
দিন আপনি অবস্থিতি করুন । আপনার দর্শনে  
যোগশাস্ত্রোক্ত মুদিতা প্রভৃতি চিত্তভূমি সকল  
বর্দ্ধিত হইয়া থাকে ; “আমি সঙ্গশূন্য হইয়া গমন  
রিলে এখনই এখানে দুঃখ হইবে” এই রূপ বিচার  
করিয়া এই সমস্ত লোক এখন হইতেই ভবিষ্যৎ-  
বিচ্ছেদের যন্ত্রণায় ভীত হইয়াছে । ৯০ ।

কোশং ক্লেশমলস্য লাস্ত্রগৃহমপ্যুদ্রংহসা-  
মালয়ং পৈশুণ্যস্য নিশাস্তমুৎকটমৃষাভাষাবিশেষা-  
শ্রয়ম্ । হিংসামাংসলম্বাশ্রিতা ঘনধনাশংসানৃশংসা বয়ং  
বর্জ্যং দুর্জ্জনসঙ্গমং করুণয়া শোধয়া যতীন্দো ! ত্বয়া  
॥ ৯১ ॥

অত্র নিবাসং বিধায় বয়ং ত্বয়া সংশোধয়া ইতি বন্ধবঃ সা-  
ক্লেশমাছঃ । ক্লেশমলস্ত কোশং পাত্রমপি চোৎকটরংহসামতি-  
মাহনানামালয়ং পৈশুণ্যস্ত পরদোষসূচকতয়া নিশাস্তমোকঃ  
নিশাস্তমৃষাভাষাশ্রয়ং ক্লীবং তু ভবনোকপোরিতি মেদিনী ।  
উৎকটমৃষাভাষণস্ত বিশেষেণাশ্রয়ং ভাষাবিশেষাণামিতি বা হিংসরা  
মাংসলং ব্যাপ্তং ত্যক্তুং যোগ্যং দুর্জনানাং সঙ্গমোঘত্র তথাভূতং  
দুর্দঙ্গম্হমাশ্রিতাঃ অতএব ঘনীভূতয়া ধনতৃষ্ণয়া ক্রূরাঃ ঘনা দৃঢ়া  
ঘনাশংসা বেষাং ইতি ভিন্নং বাপদং ঘনধনশ্রাশংসা ঘেষামিতি  
বা সমাসঃ এবংভূতা বয়ং হে যতীন্দো ! ত্বয়া করুণয়া শোধয়া  
ইত্যর্থঃ শাং ॥ ৯১ ॥

আমরা আজি যে গৃহকে রমণীয় ও প্রদীপ্ত  
গৃহ বলিতেছি, বস্তুতঃ ঐ গৃহ ক্লেশরূপ মলিনতার  
এক মাত্র আধার; উৎকট সাহসের আলয়;  
পর নিন্দার স্থান; উৎকট মিথ্যাভাষণের বিশেষ  
আশ্রয়; হিংসাকার্য্য দ্বারা সর্বদা পরিব্যাপ্ত;  
দুর্জ্জনের সহিত সর্বদা সংযুক্ত। তথাপি আমরা  
গাঢ় ধনতৃষ্ণা দ্বারা ক্রুরচিত্ত হইয়া অবশ্য পরি-  
হার্য্য গৃহে বাস করিয়া থাকি। অতএব হে যতি-  
বর! আপনি অনুকম্পা পূর্বক এক্ষণে আমা-  
দিগকে শুদ্ধ করুন। ৯১।

সংযুক্তি বিযুক্তি দেহিনং দৈবমেব পরমং  
মনাগপি । ইষ্টসঙ্গতিনিবৃত্তিকালয়ো নির্বিকার-  
হৃদয়ো ভবেম্বরঃ ॥ ৯২ ॥

মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধিতস্তৃষার্তঃ ক মেহমদাতেতি  
বদমুপৈতি । যস্তস্ত নিৰ্বাপয়িতা ক্ষুধার্তেঃ কস্তস্য  
পুণ্যং বদিতুং ক্ষমেত ॥ ৯৩ ॥

এবমুক্তঃ পদ্যপাদ উবাচ পরমং ব্রহ্মাদিকং ক্ষুদ্রং স্তম্বা-  
দিকমপি দেহিনং দৈবমেব সংযুক্তি বিযুক্তি চ তস্মা-  
দিষ্টসঙ্গতিনিবৃত্তিকালয়োনির্বিকারহৃদয়ো ভবেৎ ॥ ৯২ ॥

যন্তু প্রশ্নবস্তং ইত্যাহ্ব্যক্তং তত্রাহ মধ্যাহ্নকাল ইতি উ-  
৯৩ ॥

এই সমস্ত কথা শুনিয়া পদ্যপাদ বলিতে লাগি-  
লেন—কেবল মাত্র দৈব বলে অতি প্রকাণ্ড ব্র-  
হ্মাদি বস্তুর ও অতি ক্ষুদ্র ভূগুচ্ছাদির সংযোগ  
ও বিয়োগ ঘটে। অর্থাৎ অদৃষ্টে থাকিলে ব্রহ্ম-  
জ্ঞান হয়--অদৃষ্টে থাকিলে ভূগ লাভ হয়, আবার অ-  
দৃষ্টে থাকিলে কোন বস্তুই ঘটে না। অতএব মনুষ্য  
মাত্রেরই কি ইষ্ট বস্তুর মিলন কালে, কি ইষ্ট বস্তুর  
বিয়োগ কালে, সকল সময়েই নির্বিকারচিত্ত হই-  
বেক। ৯২।

“কে আমার অন্নদাতা” এই কথা বলিয়া যদি  
মধ্যাহ্ন কালে কোন লোক আসিয়া উপস্থিত হয়।  
তখন যে ব্যক্তি অতিথির ঐ ক্ষুধা রোগ নষ্ট করেন,  
তাহারপুণ্য বর্ণন করিতে কেহই সক্ষম নহে। ৯৩।



সান্নাৎ প্রাতঃকালিকার্য্যঃ বিতস্ত্বৎ যজ্ঞঃস্বাহায়ে  
দণ্ডকৃষ্ণাজিনী চ । নিত্যং বর্গী ব্রহ্মবাক্যান্তধীয়ন্  
সুধা শীতঃ গেহিনো গেহমেতি ॥ ৯৪ ॥

উক্তৈঃ শাস্ত্রং জ্ঞানমারোগ্যং হপি ভিক্ষুস্তারং মন্ত্রং  
সংজপন্ বা ব্রজাচ্ছা । মনোযজ্ঞং জাঠরায়ৌ প্রদীপ্তে  
দণ্ডী নিত্যং গেহিনো গেহমেতি ॥ ৯৫ ॥

কিঞ্চাশ্রমত্রয়োপজীব্যাদপি পুণ্যভাগুগৃহস্থ ইত্যাপ্যেন  
ব্রহ্মচারিণস্ত্রয়োপজীব্যতামাহ সায়মিতি । দণ্ডকৃষ্ণাজিনে অস্ত্র  
স্ত ইতি তথ্যভূতো বর্গী ব্রহ্মচারী নিত্যং বেদবাক্যানি পঠন্  
সুধা স্নানং প্রাপ্য শীতঃ গেহিনো গেহমেতি শালিঃ ॥ ৯৪ ॥

অথ যতেস্তামাহ উচ্চৈরিতি । তারং প্রণবং যজ্ঞস্ত দিনস্ত  
মধ্যে ইজ্রবঃ ॥ ৯৫ ॥

ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু ও বানপ্রস্থ এই তিনটি আ-  
শ্রম গৃহস্থাশ্রমের উপজীব্য । যিনি ব্রহ্মচারী,  
তিনি সায়ংকালে, কি প্রত্যুষে, অগ্নি কার্য্য বিস্তার  
করিবেন ; জলে নিমগ্ন হইবেন ; দণ্ড ধারণ এবং  
কৃষ্ণসার হরিণের চর্ম্ম পরিধান করিবেন ; বেদ-  
বাক্য সকল অধ্যয়ন করিবেন ; পরে সুধার্ত্ত  
হইলে কোন এক গৃহস্থের গৃহে গমন করিবেন  
। ৯৪ ।

সংযতচিত্ত যতি, উচ্চস্বরে শাস্ত্রীয় কথা কহি-  
বেন—উচ্চস্বরে মন্ত্র জপ করিবেন—অনন্তর য-  
জ্ঞাকাল উপস্থিত হইলে যখন জাঠরানল জলিয়া  
উঠিবে, তখন দণ্ডধারী এই যতি, নিত্য সুধাশাস্ত্রের  
জন্য গৃহস্থের গৃহে গমন করিবেন । ৯৫ ।

যজ্ঞদানেন নিজং শরীরং পুণ্যং তপোহয়ং  
কুরুতে হৃতীভ্রম্ । কৰ্ত্ত্বন্তদর্কং বদতোহমমর্ক-  
মিতি স্মৃতিঃ সংবৃতেহনবদ্যা ॥ ৯৬ ॥

পুণ্যং গৃহস্থেন বিচক্ষণেন গৃহস্থে সৎকৃতুমলং  
প্রয়াসাৎ । বিনাপি তৎকর্তৃ নিবেষণেন তীর্থাদি-  
সেবা বহুভুঃখসাধ্যা ॥ ৯৭ ॥

বানপ্রস্থস্ত তামাহ । যজ্ঞদানেন নিজং শরীরং পুণ্যময়ং  
তপস্বী হৃতীভ্রম্ তপঃ কুরুতে তপঃ কৰ্ত্ত্বন্ত তপসোহর্কং  
তস্তানন্দতোহর্কমিতি স্মৃতিঃ প্রবৃতে উঃ ॥ ৯৬ ॥

নবেবমপি গৃহব্যগ্রস্ত গৃহস্থস্ত তীর্থাদিসেবাজ্ঞঃ পুণ্যং তু  
হ্রলভমেবেতি চেত্তত্রাহ । বিচক্ষণেন গৃহস্থেন প্রয়াসাবিনাপি  
প্রয়াসকর্তৃনিবেষণেন পুণ্যং সৎকৃতুমলং শক্যতে তীর্থাদি-  
সেবায়াঃ প্রয়াসসাধ্যঃ প্রসিদ্ধমেবেত্যাহ তীর্থাদীতি ॥ ৯৭ ॥

বানপ্রস্থাবলম্বী ঐ তপস্বী যাহার অমলাভে  
আপনার শরীর পরিপুষ্ট করিয়া উৎকট তপস্যা  
করিয়া থাকেন, ঐ তপস্তাদ্বারা যে ধর্ম্মসঞ্চয় হয়,  
তাহার অর্ধেক ধর্ম্ম আপনার ও অপর অর্ধেক ধর্ম্ম  
অমলাভের । স্মৃতি শাস্ত্রেও এরূপ প্রশস্ত ধর্ম্মের  
কথা উল্লিখিত হইয়াছে । ৯৬ ।

বিবিধ প্রয়াস পাইয়া ও তীর্থ সেবা করিয়া  
অপারে যে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া থাকে, বিচক্ষণ গৃহস্থ  
প্রয়াস না পাইয়াও তাহা গৃহে বসিয়া সঞ্চয়  
করিতে সক্ষম । কারণ, তীর্থ সেবাদি করিয়া  
যে পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাহা বহু দুঃখজনক ও কষ্ট-  
সাধ্য । ৯৭ ।

গৃহী ধনী ধন্যতরো যন্তো মে ভক্তোপজী-  
বন্তি ধনং হি সৰ্ব্বং । চৌর্য্যেন কশ্চিৎ প্রণয়েন  
কশ্চিদানেন কশ্চিদনতোহপি কশ্চিৎ ॥ ৯৮ ॥

সন্তোষয়েৎসদবিকং বিজং যঃ সন্তোষয়ত্যেব  
স সৰ্বদেবান্ । তথৈকবিপ্রো নিবসন্তি দেবা ইতি  
শ্রু সাক্ষাচ্ছ্রুতিরেব বক্তি ॥ ৯৯ ॥

স্বধর্মনিষ্ঠা বিদিতাখিলার্থা জিতেন্দ্রিয়াঃ সে-

ন কেবলং ব্রহ্মচর্যাদয় এব গৃহস্থমুপজীবন্ত্যপিতু সৰ্ব  
এবেত্যাহ গৃহীতি হি শ্রুতং ॥ ৯৮ ॥

কিঞ্চ যো বেদজ্ঞঃ বিপ্রঃ সন্তোষয়েৎ সৈব সৰ্বান্ দেবান্  
সন্তোষয়ন্তি তদেদবিপ্রো বেদবিদী ব্রাহ্মণে ॥ ৯৯ ॥

নহু শুধাপি স্বয়মেব প্রবাসং কৃৎস্না পুণ্যং কুতো ন সম্পা-

গৃহস্থের ধনে কি অল্পে কেবল যে ব্রহ্মচর্য্য  
প্রভৃতি তিনটি আশ্রম রক্ষিত হয় তাহা নহে,  
কিন্তু সকলেই গৃহস্থের ধন দ্বারা বাঁচিয়া থাকেন।  
দেখ—কেহ বা চৌর্য্যপ্রভৃতি দ্বারা, কেহ বা দান  
দ্বারা, কেহ বা প্রণয় দ্বারা, কেহ বা বলপ্রকাশ  
দ্বারা, ঐ গৃহস্থের ধনে পরিপালিত হয়। ৯৮।

যে গৃহস্থ বেদজ্ঞ আত্মপূজকে সম্বলিত করেন,  
তিনি সকল দেবতাকে সম্বলিত করিয়া থাকেন।  
ঐ বেদজ্ঞ আত্মপূজার শরীরে সমস্ত দেবতা যে বাস  
করিয়া থাকেন, ঐ বিষয়ে সাক্ষাৎ বেদেই প্রমাণ  
অনিবে। ৯৯।

যে সমস্ত লোকে স্বয়ং ধর্ম পরায়ণ—যাহারা

মিতদার্বভীর্থাঃ । পরোপকৃত্যভিতেনো বহান্ত  
আরাতি সৰ্বং গৃহিণো গৃহান ॥ ১০০ ॥

গৃহী গৃহস্থোহপি ভদ্রমুতে কলং বতীর্থাংসেবা-  
রবাণ্যতে জনৈঃ । তত্তত্ত তীর্থং গৃহমেব কীর্তিতং  
ধনী বদান্যঃ প্রবসেন কশ্চন ॥ ১০১ ॥

অন্তঃস্থিতা মুষকমুখ্যজীবা বহিঃস্থিতা গো-

দনীরমিতি চেত্তদাহ স্মৃতি দ্বাভ্যাং ॥ ১০০ ॥

তত্তন্মাত্তত্ত গৃহমেব তীর্থং কীর্তিতমতো ধনী বদান্তো  
নাতা শ্রাম তু কশ্চনাপি প্রবাসং কুর্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

গৃহিণঃ সৰ্বপ্রেষ্টব্যং পুনরুপপাদয়ন্তি অন্তঃস্থিতা ইতি ॥ ১০২ ॥

সমস্ত শাস্ত্রের অর্থ জানিয়াছেন—যাহারা জিতেন্দ্রিয়  
—যাহারা সকল তীর্থ সেবা করিয়াছেন—যাহারা  
পরোপকার ভ্রতে একান্ত দীক্ষিত—এরূপ মহৎ  
ব্যক্তি সকল গৃহস্থের গৃহে আগমন করিয়া থাকেন  
। ১০০।

তীর্থ সেবা করিয়া লোকে যে কল প্রাপ্ত হন,  
গৃহবাসী গৃহস্থও সেই কল পাইয়া থাকেন। অতএব  
গৃহস্থের গৃহই তীর্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। অত-  
এব ধনবান্ গৃহস্থ নাহকেরই দ্বারা হওয়া আবশ্যক।  
কিন্তু কোন গৃহস্থ প্রবাসে গমন করিবে না। ১০১।

দেখ মুষিক প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র জীব গৃহ-  
স্থের গৃহে লুকায়িত থাকিয়া জীবন ধারণ করে। গো,  
মৃগ, পক্ষি প্রভৃতি কতকগুলি জীব গৃহস্থের বহি-  
র্দেশেই প্রতিপালিত হইয়া জীবন ধারণ করে।  
অতএব সকল জীবের উপজীব্য গৃহস্থ যে সর্ব

শরীরমূলঃ। অতিথি জীবাঃ মনোমূলকঃ।  
তস্মাদ্গৃহী সৰ্বকৰ্মোপায়ো মে ॥ ১০২ ॥

শরীরমূলঃ পুরুষার্থসাধনং তচ্চারমূলং অতি-  
তোহবগম্যতে। তচ্চারমশ্রাকমমীষু সংস্থিতং  
সৰ্বং ফলং গৃহপতিক্রমাশ্রয়ম্ ॥ ১০৩ ॥

ব্রবীমি ভূয়ঃ শৃণুতাদরেণ বো গৃহাগতং পূজ-  
য়তাতুরাতিথিম্। সংপূজিতো বোহতিথিরুদ্ধ-

কিঞ্চ শরীরং মূলং যন্ত তথাবিধং পুরুষার্থসাধনং তচ্চ  
শরীরময়ং মূলং যন্ত তত্তথাভূতমন্নাদেব খলিমানি ভূতানি  
জায়ন্ত ইতি ঋতেরবগম্যতে ॥ ১০৩ ॥

এবমুক্ত্বা পুনঃ পরমহিতোপদেশায় সসাধনতামাপাদয়তি  
ব্রবীমীতি। যুগ্মকং গৃহানাগতমাতুরমতিথিমাদরেণ পূজয়তে-

প্রধান, ইহা আমারও মত জানিবে। ১০২।

আর দেখ—পুরুষার্থ সাধনের শরীরই মূল। শরীর  
না থাকিলে ধর্মাদির অনুশীলন হয় না। আবার ঐ  
শরীরের মূল যে কেবল অন্ন, তাহা বেদ হইতেই অব-  
গত হওয়া যায়। অতি যথাঃ—“অন্নাদেব খলিমানি  
ভূতানি জায়ন্তে” অন্ন হইতেই এই সমস্ত জীবজন্তু  
জন্মিয়া থাকে। জগতেও প্রত্যক্ষ দেখা যাই-  
তেছে, অন্নমলে শরীর পুষ্ট না হইলে শরীর দ্বারা  
কোন কার্যই হইত না। অতএব আমাদের  
গৃহপতিরূপ ব্রহ্মাশ্রিত কুল সকল, এই গৃহস্থ ব্যক্তি-  
দের উপরেই ন্যস্ত আছে। ১০৩।

আরও আমি পুনর্বার তোমাদিগকে বলি-

য়েৎ কুলম্ শিরাকৃত্যং কিং ভবতীতি নোচ্যতে  
॥ ১০৪ ॥

বিমাতিসন্ধিং কুরুত অতিথিতং কৰ্ম বিজা!  
নো জগতামধীশ্বরঃ। ভূব্যোদিতি প্রার্থনয়া গতেন  
শাস্তস্য শুদ্ধি উবিতাহচিরেণ বঃ ॥ ১০৫ ॥

তাদরপদমত্রাপ্যলুব্ধনীমঃ কিমত ইতি চেত্তদাহ সংপূজি-  
তোহতিথিরূঃ কুলমুদরেম্মিরাকৃত্যতস্মাৎ কিস্তবতীতি চেত্ত-  
দত্যন্তমনিষ্টদ্বান্ময়া নোচ্যতে ॥ ১০৪ ॥

কিঞ্চ অতিচোদিতং নিত্যাদিকৰ্ম কল্যাতিসন্ধিং বিনা  
কুরুত হে বিজাঃ! জগতামধীশ্বরভূব্যোদিতি প্রার্থনয়াপি নো কু-  
রুত তেন তথাভূতেন নিকারণকৰ্মণা বোহন্তঃকরণস্ত তদ্ধির-  
চিরাদেব ভবিষ্যতি ॥ ১০৫ ॥

তেছি তোমরা আদর পূর্বক শ্রবণ কর। গৃহাগত  
আতুর ও অতিথি দিগকে পূজা কর। গৃহাগত  
আতুর ও অতিথি পূজিত হইলে গৃহস্থের  
কুল উদ্ধার হয়। কিন্তু উহাদিগকে অন্ন পানে  
বঞ্চিত করিয়া তাড়াইয়া দিলে যে কি হয়—তাহা  
আমি বলিতেও চাহি না। ১০৪।

বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম সকল অভি-  
সন্ধি বিনা করিতে হইবে। হে বিজগণ! “ত্রিজ-  
গতের অধীশ্বর এই সকল কৰ্মে সন্তুষ্ট হইবেন”  
এরূপ প্রার্থনা করিয়াও কোন কৰ্ম করিতে নাই।  
যদি এইরূপে নিকাম হইয়া ও কলের আকাঙ্ক্ষা না  
করিয়া কোন কৰ্ম করা যায়, তবে অচিরে তা-  
হাতে সকলেরই চিত্তশুদ্ধি হইয়া থাকে। ১০৫।

সংস্কৃতভাষায় প্রথম প্রকাশিত পুস্তকটি পটীমং  
পাটীরাপরমমবগতাকিতমঃ । তথাপ্যেতে পুতা  
যতিপতিপরাভ্যাসভকমকপণীং কেশাঃ । সমসংস্কৃত-  
য়াভ্যাসভকমকপণীং কেশাঃ । ১০৬ ॥  
সমসংস্কৃতঃ বহুভাষাভিহুয়াভ্যো ভিকাকক্ষে

যদপি ভবানুশাইত্যুক্তং তজ্জাপ্যাহ । সংস্কৃতং যথা ভবতি  
তথা শিষ্যভ্যো । যাঃ স্কৃতিবিশেষাঃ প্রিয়বানিত্যো বধবস্তাসাং  
কুচতট্যাঃ পটীবদাচরতা পাটীরেণ চন্দনময়েনাগরবেণাপর-  
মমেন চ মকেন পকেনাদিতমন্তর্কহিচ্চান্তঃকরণং যোবাং  
যদ্যপেবংভূতা এতে বরং তথাপি যতিপতেঃ শ্রীশঙ্করস্ত পদ-  
কমলমোর্জকনোৎসহেন ক্ষীণাঃ কেশাঃ যোবাং ভজনকণ ইতি বা  
কালবিশেষোৎসবয়োঃ কণ ইত্যমরঃ সিং ॥ ১০৬ ॥

উপসংহরতি সন্নিশ্যেতি শাং ॥ ১০৭ ॥

এই যে সকল মহাত্মা সাধু পুরুষদিগকে দেখি-  
তেছেন, ইহাদিগকে স্কৃতি রূপ অল্পবয়স্কা বধুগণ স-  
সম্মুখে আলিঙ্গন করিয়া থাকে । এবং ঐসকল কথা-  
রূপ বধুদিগের কুচতটে পটীর মতন যে নব অঙ্কুর  
চন্দন আছে, এবং যদিচ এই সমস্ত মহাত্মাগণের ঐ প-  
ক্কিল অঙ্কুরচন্দনকারী বক্ষঃস্থল ও অন্তঃকরণ অঙ্কিত,  
তথাপি এই স্কৃতিশালী সমস্তেরা যতিবর শঙ্করা-  
চার্যের পদাঙ্ক দুগলের বন্দনা উৎসবে সর্বদা  
নিমগ্ন । এবং তাহাতেই সাধুদিগের কেশ সকল ক্ষয়  
পাইয়াছে—অধিক কি, তাহাতেই হৃদয়ের ছবি  
সর্বদা সকলের উপর সদর ভাবে অবস্থিত । ১০৬ ।

এইরূপে বহুদিগকে উপদেশ দিয়া ভিক্ষু পদ্ম-

বাহুল্যেভ্যো বহুভাষাভিহুয়াভ্যো ভিকাকক্ষে  
কিং কিমহং পুস্তকং শিষ্যভ্যো ॥ ১০৭ ॥

টীকা বিবন্ । ভবানুশাইত্যুক্তং ভবানুশাইত্যুক্তং  
প্রোচিবে দত্তবাং ॥ ভবানুশাইত্যুক্তং ভবানুশাইত্যুক্তং  
বুদ্ধিং দৃষ্টানন্দীং খেদমাপাদু কিকিৎ ॥ ১০৮ ॥

প্রবন্ধনির্মাণবিচিত্রনৈপুণ্যং দৃষ্টা প্রমোদঃ

এবং ক্রমা ভাষ্যগা টীকেতি বুবাং পদ্মপাদং তং টীকা  
দেহীতি মাতুলঃ প্রোবাচ পদ্মপাদো দত্তবাং ॥ কিকিৎ খেদঃ  
প্রাপৎ ॥ ১০৮ ॥

তন্ত্বেত্যাदि विवृणोति श्रेति । विवेकं आप खेदमित्यादि

পাদ মাতুলের গৃহেই অল্প ভিক্ষা করিলেন । পরে  
আহার করিয়া উঠিলে মাতুল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন—শিষ্য হস্তে কি একখানি পুস্তক আছা-  
দিত রহিয়াছে ? ১০৭ ।

মাতুলের কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিলেন—  
হে বিবন্ । এই পুস্তক খানি ভাব্যের টীকা ।  
তাহার কথা শুনিয়া মাতুল বলিলেন ঐ টীকা  
আমাকে একবার দেখিতে দাও । পদ্মপাদ তা-  
হার কথা প্রমাণে টীকা দেখিতে দিলেন । মাতুল  
টীকা দেখিলেন পরে তাঁহার বুদ্ধি দেখিয়া আন-  
ন্দিত হইলেন এবং কিকিৎ খেদও প্রাপ্ত হইলেন  
। ১০৮ ।

মাতুল ভাগিনেয়ের প্রবন্ধ নির্মাণের বিচিত্র



স শিবেন কিকিৎ । মতান্তরাণাং কিল যুক্তিকা-  
লৈর্নিরুত্তরং বন্ধনমালুলোচে ॥ ১০৯ ॥

শুরোর্মতঃ স্বাভিমতঃ বিশেষামিরাকৃতং তত্র  
সমৎসরোহভূৎ । সাধু নির্বন্ধোহয়মিতি ক্রবাণস্তং  
সাভ্যসূয়োহপি কৃতাভিনন্দঃ ॥ ১১০ ॥

কোটয়তি মতান্তরাণামিতি উ० ॥ ১০৯ ॥

কিঞ্চ স্বাভিমতং প্রভাকরমতং বিশেষাত্তত্র নিবন্ধে নিরা-  
কৃতমালুলোচে আলোকিতবান্ তত্রোতি পদদ্বয়ং মধ্যমনিষ্ঠায়ে-  
নোভয়ত্রাপি সম্বন্ধনীয়ং যতএবমতস্তত্র নিবন্ধে সমৎসরোহভূৎ  
সাধুনির্বন্ধোহয়মিতি তং ক্রবাণঃ সাভ্যসূয়োহপি কৃতাভিনন্দো-  
হভূৎ ॥ ১১০ ॥

অথ পদ্মপাদ উবাচ । ইমং পুস্তকভারং তবালয়ে ত্রুশ্চ সেতুং  
গচ্ছামীত্যত্র মে মনোবর্ততে স্থাপনশ্চ রক্ষার্থং সম্যক্ণয়া

নৈপুণ্য দেখিয়া কিকিৎ প্রমোদ লাভ করিলেন ।  
বিবিধ যুক্তি সমূহ দ্বারা যাবতীয় মত নিরুত্তর  
হইয়াছে ভাবিয়া খেদান্বিতও হইলেন । ১০৯ ।

গুরুর অর্থাৎ প্রভাকরের মতই আপনার মত,  
তাহাও ঐ প্রবন্ধে বিশেষরূপে নিরাকৃত হইয়াছে  
দেখিয়া মনে মনে ক্রুদ্ধ হইলেন । “এই প্রবন্ধ অতি  
উত্তম হইয়াছে” এই বলিয়া অসূয়াপরবশ হইলেও  
তখন পদ্মপাদকে অভিনন্দন করিলেন । ১১০ ।

আমি এই পুস্তকের ভার আপনার গৃহে  
অর্পণ করিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বরে গমন করিতে  
মনন করিতেছে । হে বিদ্বন্! যেরূপ গোগৃহ ই-

সেতুং গচ্ছামীত্যালয়ে পুস্তকভারং তং ম্যল্যেয়ং ব-  
র্ততে মেহত্র জীবঃ । বিদ্বন্! বন্ধনোগৃহাদৌ  
পরেবাং প্রীতিঃ পূর্ণা নস্তথা পুস্তকভারে ॥ ১১১ ॥

ইত্যুক্তা । তে মাতুলং মক্ষরীশঃ শিষ্যৈর্হৃদয়ান্  
নেতুমেষ প্রতক্ষে । প্রহাতুঃ ক্রীপক্ষপাদস্য জাতঃ  
কষ্টং চৈব্যৎসূচনার্যৈ নিমিত্তম্ ॥ ১১২ ॥

বামং নেত্রং গন্তুরম্পাদিতৈব বাহুঃ পুঙ্খোরাপি

রক্ষা কার্য্যেত্যাশয়েনাহ হে বিদ্বন্নিতি ভবেদং বিদিতমিতি  
সম্বোধনাশয়ঃ ॥ ১১১ ॥

ভবিষ্যৎসূচনার্য কষ্টং নিমিত্তং জাতং ॥ ১১২ ॥

কিং তদিত্যপেক্ষারামাহ । অস্ত গন্তুর্কামং নেত্রমম্পাদিত-  
তথৈব বামো বাহুরপি পুঙ্খোরাপি তথা চ বাম উরুরপি হস্ত খেদে

ত্যাদি রক্ষা করিতে সকল গৃহস্থের সম্পূর্ণ প্রীতি  
হয়, সেই মত আপনিও আমাদের এই পুস্তক  
ভারে প্রীতি প্রকাশ পূর্বক আপনার ভাবিয়া  
রক্ষা করিবেন । ১১১ ।

মাতুলকে এই কথা বলিয়া যতিপতি পদ্মপাদ  
হৃষ্টচিত্তে শিষ্যগণের সহিত সেতু দর্শনে প্রস্থান  
করিলেন । পদ্মপাদ যখন প্রস্থান করেন, তখন  
তাঁহার ভবিষ্যৎ ছুঃখের কারণ স্বরূপ কষ্ট হইতে  
লাগিল । ১১২ ।

যাইবার সময় তাঁহার বামনেত্র সম্পাদিত হইল,  
বাম বাহু এবং বাম উরুর ক্ষুরণ হইল, সম্মু-

বামস্তথোরঃ । চুপ্তাব্যোমৈর্ভক্ত কশিৎ পুরস্তা-  
তৎসর্বং ত্রাক ভেনঃগনিয়া বগাম ॥ ১১৩ ॥

গতেহত্রে মেবে কিল মাতুলস্য গ্রহে দ্বিতেহস্মিন্  
গুরুপক্ষহানিঃ । নত্বেহত্রে আয়েত মহান্ প্রচারো  
মোক্ত্যা নিরাকর্তৃষপি প্রভুহু ॥ ১১৪ ॥

পক্ষস্য বাশাদ্গৃহনাশ এব নো বরং গৃহেণৈব

কশিৎ পুরস্তাহৈচ্ছশূক্যাব কৃতং কৃতবান্ তৎসর্বং সোহগনিয়া  
বটিতি বগাম ॥ ১১৩ ॥

অস্মিন্ পদ্যপাদে গতে সতি অত্রাস্মিন্ গ্রহে দত্বে সতি গুরু-  
পক্ষস্ত মহান্ প্রচারঃ নহু বাটৈচ্ছিতং নিরাকর্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যা-  
হ উক্ত্যা নিরাকর্তৃঃ প্রভুঃ নাস্তি ইদমসদতমিত্যুক্ত্যাংপী-  
তিবা উঃ ॥ ১১৪ ॥

একজন যেন উচ্চরবে ক্ষুৎ (হাঁচি) করিতে লাগিল ।  
জানবান্ পদ্যপাদ এই সমস্ত গণনা না করিয়া শীঘ্র  
গমন করিলেন । ১১৩ ।

পদ্যপাদ গমন করিবার পর তাঁহার মাতুল  
মনে মনে বিবেচনা করিলেন । যদি এই পুস্তক  
খানি রাখা যায়, তবে আমার গুরুপক্ষের (প্রভা-  
করের) হানি হয় । কিন্তু যদি এই পুস্তক  
খানি দগ্ধ করিয়া ফেলি, তাহা হইলে গুরুপক্ষের  
অত্যন্ত প্রচার হয় । কথা কহিয়া, কি বাদান্তুবাদ  
করিয়া, তাগিনেয়ের মত মিথ্যারণ করিতেও আমার  
সামর্থ্য নাই । ১১৪ ।

দহামি পুস্তকম্ । এবং নিরপ্যত্ৰ আদ্যাব্দু ভাশনং  
চুক্ৰোশ চাশ্মি নহতীতি মে গৃহম্ ॥ ১১৫ ॥

ঐতিহ্যমাত্রিত্য বদন্তি চৈবং তদেব মূলং মম-  
ভারসেহপি । যাবৎকৃতং তাবদিহাস্য কৰ্ত্তুঃ পাপং  
ততঃ স্যাদ্বিগুণং এবকৃতুঃ ॥ ১১৬ ॥

তস্মাৎ স্বগৃহেণ সঠৈব পুস্তকং দহামি যতঃ স্বপক্ষনাশাদ্-  
গৃহনাশ এব নোহস্মাকং বরমিতি স্বমনসি বিচার্য গৃহে বহিঃ  
স্থাপিতবান্ মে গৃহমগ্নিদহতীতি চুক্ৰোশ ॥ ১১৫ ॥

নহু গুপ্তমেব ময়া প্রকাশিতং যতো যাবৎকৃতং তাবদে-  
বেহ কৰ্ত্তুঃ পাপং ত্রাৎ এবকৃতুস্ত ততঃ কৰ্ত্তুঃ সকাশাদ্বিগুণং  
ত্রাৎ অপ্ৰকাশিতপ্রকাশকং কথনং কৃতং বিগুণপাপাবহমিতি  
বোধনায় প্রশঙ্গঃ ॥ ১১৬ ॥

“অতএব স্বকীয় গৃহের সহিত পুস্তক খানি দগ্ধ  
করিব । কারণ, আপনার পক্ষ নাশ অপেক্ষা বরং  
আমাদের গৃহনাশ হওয়া ভাল ।” এইরূপ আপ-  
নার মনে বিচার করিয়া গৃহে অগ্নি স্থাপন করি-  
লেন । “অগ্নি আমার গৃহ দগ্ধ করিতেছে” বলিয়া  
আক্রোশ প্রকাশ করিলেন । ১১৫ ।

কোন এক কুকৰ্ম্ম করিলে যত টুকু পাপ হয়,  
যে ব্যক্তি আবার ঐ কুকৰ্ম্মের কথা প্রকাশ করে,  
তাহার দ্বিগুণতর পাপ হইয়া থাকে । সুতরাং  
আমি যে ঐ কথা কহিতেছি, এ বিষয়েও ঐ কথা  
মূল । সাধারণ লোকে ও এইরূপ কিম্বদন্তী অব-  
লম্বন করিয়া পাপ কৰ্ম্মের কথা কহিয়া থাকে  
। ১১৬ ।

সঙ্কল্পসো কুলমুনে জগাম তয়াশ্রমে যত্র চ  
রামচন্দ্রঃ । অশ্বখমূলে ন্যধিত কচাপং স্বয়ং কুশা-  
নামুপরি ন্যবীদৎ ॥ ১১৭ ॥

ভীষ্ম! সমুদ্রং জনকাজ্জায়াঃ সন্দর্শনোপায়-  
মনীকমাণঃ । বহুধরায়াঃ প্রবণাঃ প্রবজ্জা ন বারি-  
রাশৌ প্রবনং ক্রমন্তে ॥ ১১৮ ॥

সক্ষিস্তয়মিতি কুশাসনসন্নিবিষ্টো জ্যোতিস্ত-  
দৈক্কত বিদূরগমেব কিঞ্চিৎ । সম্যাপ্তবজ্জগদিদং

গচ্ছন্নসো পদ্মপাদঃ কুলমুনেস্তং প্রসিদ্ধমাশ্রমং জগাম যত্র  
চ রামচন্দ্রোহশ্বখমূলে চাপং স্থাপিত স্বয়ং কুশানামুপরি ত্র-  
যবীদৎ উপবিষ্টবান্ আ० ॥ ১১৭ ॥

সমুদ্রং ভীষ্ম! জানক্যা যদর্শনং তত্রোপায়মনীকমাণঃ  
প্রবজ্জা বানরা ভূমৌ প্রবণাঃ প্রবনশীলা বারিরাশৌ প্রবনং ন ক্র-

কুলমুনির যে আশ্রমে অশ্বখ বৃক্ষের মূলে রাম-  
চন্দ্র শরাসন স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং যে  
আশ্রমে কুশাসনের উপরি উপবেশন করিয়াছিলেন,  
পদ্মপাদ যাইতে যাইতে কুলমুনির সেই প্রসিদ্ধ  
আশ্রমে গমন করেন । ১১৭ ।

বানরেরা সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইতে না পারিয়া যে  
স্থানে অধোবদনে ধরাতলে বসিয়াছিল—“সমুদ্রে  
উত্তীর্ণ হইয়া জানকীকে কিরূপে দর্শন করিব?”  
এই উপায় না দেখিয়া রামচন্দ্র যে স্থানে কুশাসনে  
উপবেশন পূর্বক দূরবর্তী এক তেজ দর্শন করেন  
যে, ঐ জ্যোতি সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছে—স্বখ-

স্থখশীতলং যৎ সৎ প্রার্থনীয়মমিশ্রং মুনিবৈবতাভিঃ  
॥ ১১৯ ॥

আগচ্ছদাত্মাভিযুগং নিরীক্য সর্বৈ তদ্বতশ্চুর-  
দারবীর্য্যাঃ । ততঃ পুমান্কারমদৃশ্যতৈতমহাপ্রভাম-  
গুলমধ্যবর্তি ॥ ১২০ ॥

মধ্যেপ্রভামগুলমৈক্কতাক্রিতং শিবাকৃতিং সর্ব-  
তপোময়ং পুনঃ । লোপাদিমুদ্রাসহিতং মহামুনিং  
প্রাবোধি কুস্তোন্তবমাদরাজ্জনৈঃ ॥ ১২১ ॥

মন্তে ইতি সক্ষিস্তয়ন্ কুশাসনসন্নিবিষ্টঃ শ্রীরামচন্দ্রস্তদা বিদূর-  
গমেব কিঞ্চিজ্যোতিরৈক্কত তদ্বিশিনষ্টং সংব্যাপ্তবদিতি উ०  
ব० ॥ ১১৮ ॥ ১১৯ ॥

• এতজ্যোতিঃ উ० ॥ ১২০ ॥

প্রভামগুলম্ মধ্যে ক্ষুরং শিবাকৃতি তপোময়ং জ্যোতি-  
রৈক্কত পুনঃ লোপা আদিবিস্তারভূতয়া মুদ্রয়া লোপমুদ্রেতি  
যাবন্তয়া সহিতং কুস্তোন্তবমগস্ত্যং জনৈঃ সহ প্রাবোধি জনৈঃ  
করুণৈরিতিবা ॥ ১২১ ॥

দায়ক ও শ্রুশীতল ঐ জ্যোতির মুনি ও দেবতাগণ  
সর্বদা প্রার্থনা করিয়া থাকেন । ১১৮ । ১১৯ ।

ঐ তেজ সকলের সম্মুখে আসিতে দেখিয়া  
বলবীর্যসম্পন্ন তাহারা সকলেই শীঘ্র উত্থিত হইল ।  
অনন্তর মহাপ্রভামগুলের মধ্যবর্তী পুরুষাকৃতি  
এক তেজঃ পুঞ্জ দৃষ্ট হইল । ১২০ ।

প্রভা মগুলের মধ্যে সকলে প্রদীপ্ত এবং শিবা  
কৃতি ও তপোময় এক জ্যোতি পুনরায় দর্শন করিল ।  
অনন্তর সকলে লোপামুদ্রাপত্নীর সহিত মহামুনি

অগস্ত্যদৃষ্টা রঘুনন্দনস্ততঃ সখ্যেদমন্তঃকরণো-  
খমত্যজৎ । প্রায়ো মহদর্শনমেব দেহিনাং কি-  
ণোতি খেদং রবিবন্মহাতমঃ ॥ ১২২ ॥

সভার্য্যমর্ঘ্যাদিভিরচয়িত্বা রামস্তুদজ্জিৎ শিরসা  
ননাম । তুষ্ণীং মুহূর্তব্যসনার্ণবস্থো ধৃতিং সমাস্থায়  
পুনর্কর্তাবে ॥ ১২৩ ॥

দৃষ্টা ভবন্তং পিতৃবৎ প্রমোদে যশ্মামগা দুঃখমহা-

অগস্ত্যদৃষ্টা অগস্ত্যং দৃষ্টবান্ ততোদর্শনানন্তরং অন্তঃকর-  
ণোখং খেদমত্যজৎ ॥ ১২২ ॥

দুঃখসাগরস্থো মুহূর্তং তুষ্ণীভূত্বা ধৃতিং সমাস্থায় পুনরুবাচ ॥  
১২৩ ॥

পিতৃবদ্ববন্তং দৃষ্টা প্রমোদে যশ্মাদুঃখমহার্ণবস্থং মাং ক্রমশঃ

আগস্ত্যকে আদর পূর্বক দর্শন করিল । ১২১ ।

অগস্ত্য মুনিকে দর্শন করিয়া রামচন্দ্র অন্তঃ-  
করণের সমস্ত খেদ ত্যাগ করিলেন । রামচন্দ্রের  
দুঃখ ত্যাগ করিবার কারণ এই, সূর্য্য যেরূপ গাঢ়  
তিমির ধ্বংস করিয়া থাকেন, তদ্রূপ মহৎ ব্যক্তির  
দর্শনমাত্র দেহীগণের প্রায়ই সমস্ত খেদ অপহৃত  
হয় । ১২২ ।

রামচন্দ্র পাদ্য ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা ভার্য্যার সহিত  
অগস্ত্য মুনির অর্চনা করিয়া পরে প্রণত মস্তকে  
তঁাহার চরণে পতিত হন । মুহূর্তকাল বিপদ স-  
মুদ্রে নিমগ্ন থাকিয়া মৌন অবলম্বন করেন, এবং  
ধৈর্য্য ধারণ পূর্বক পুনরায় বলিতে লাগিলেন  
। ১২৩ ।

র্গবহুগ্ । মন্যে মমাত্মানমবাগুতামং বংশো মহা-  
শ্বে তপনাৎপ্রবৃত্তঃ ॥ ১২৪ ॥

ন তত্র মাদৃগ্ জনিতা ন জাতঃ পদচ্যুতোহহং  
প্রথমং সভার্য্যঃ । সলক্ষণোহরণ্যমুপাগতশ্চ মারীচ-  
মায়ানিহতান্তরঙ্গঃ ॥ ১২৫ ॥

তথাপি ভার্য্যামহত চ্ছলেন স রাবণো রাক্ষস-

আগতানসি অহমাত্মানং প্রপ্তকামং মন্ত্রে এবং মুনিমতিমুখী-  
কৃত্য স্বহৃৎখমাবেদয়তি মে মহান্ বংশস্তপনাদাদিত্যাৎ  
প্রবৃত্তঃ ন তত্রোতি পরেণাশ্রয়ঃ ইং ॥ ১২৪ ॥

তন্মিন্ বংশে মম সদৃশো নোৎপত্ততে নাপ্যজনিষ্ট কুত  
ইতি চেদেবংবিধজান্ মমেত্যাহ আদৌ সভার্য্যঃ পদাভ্রাজ্যাৎ  
প্রচ্যুতস্তত্রাপ্যযোধ্যায়াং ন স্থিতঃ কিন্তু সলক্ষণোবনমুপা-  
গতঃ তত্রাপি মারীচমায়রা নিহতান্তঃকরণঃ উৎ ॥ ১২৫ ॥

পিতৃ তুল্য আপনাকে দর্শন করিয়া আমি হুট  
হইয়াছি । কারণ, আপনি আমাকে দুঃখার্ণবে  
মগ্ন জানিয়া আমার নিকটে আগমন করিয়াছেন ।  
আমার বিবেচনা হইতেছে—(আমি জন্মগ্রহণ  
করিয়াও কখন পূর্ণমনোরথ হইব না) এই কারণে  
আমার মহান্ বংশ সূর্য্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।  
। ১২৪ ।

সেই বংশে আমার মতন কেহ জন্মিবে না এবং  
কেহ কখন জন্ম গ্রহণ করে নাই । নতুবা আমি  
ভার্য্যার সহিত এরূপ রাজ্য হইতে চ্যুত হইলাম  
কেন ? রাজ্যচ্যুত হইয়া ও নিস্তার নাই—অযো-  
ধ্যানগরেও থাকিতে পারি নাই—লক্ষণের সহিত  
বনে আগমন করি । পরে মারীচ রাক্ষসের মায়ায়



পুঙ্গবো মে । মা চাধুনাশোকবনে সমান্তে কুশা  
বিয়োগাৎ স্বতএব তস্মী ॥ ১২৬ ॥

তীৰ্থা সমুদ্রং বিনিহত্য দুৰ্ঘং বলেন সীতাং  
মহতা হরামি । যথা তথোপায়মুদাহর ত্বং ন মে  
ত্বদশ্চোহস্তি হিতোপদেষ্টা ॥ ১২৭ ॥

ইতীরিতো বাচমুবাচ বিদ্বান্মা রাম ! শোকস্ত  
বশং গতোহভূঃ । বংশদ্বয়ে সন্তি নৃপা মহাস্তঃ  
সম্প্রাপ্য দুঃখং পরিমুক্তদুঃখাঃ ॥ ১২৮ ॥

তত্রাপি রাক্ষসপুঙ্গবো রাবণো মে ভার্য্যাং ছলেনাহত তস্মী  
কুশাস্তী ॥ ১২৬ ॥ ১২৭ ॥ ১২৮ ॥

অন্তরঙ্গ নিহত হয় । তাহাতেও দুঃখের অবসান  
হয় নাই, রাক্ষসপতি রাবণ ছলপূর্বক আমার  
ভার্য্যা জানকীকে হরণ করে । স্বাভাবিক কুশাস্তী  
সেই জানকী এক্ষণে আমার বিয়োগে আরও  
কুশতনু হইয়া এক্ষণে রাবণের অশোক বনে  
বাস করিতেছে ॥ ১২৫ । ১২৬ ।

এক্ষণে যে উপায়ে সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া,  
দুৰ্ঘ রাবণকে বধ করিয়া, মহৎ বল প্রকাশ  
পূর্বক সীতাকে উদ্ধার করিতে পারি; আপনি  
এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করুন । আপনি ভিন্ন  
আমার আর কোন হিতোপদেশক জগতে নাই  
। ১২৭ ।

রামচন্দ্রের এই কথা শুনিয়া হৃদীবর অগস্ত্য  
মুনি বলিতে লাগিলেন । রামচন্দ্র ! তুমি ইহার

কুমন্ত্রী দাশরথ্যে ! ধনুৰ্ভাতাঃ তবানুকম্পাপি  
সমো ন লক্ষ্যতে । প্রবঙ্গমানামধিপস্য কোটিশো  
মামুঞ্চ মামুঞ্চ বচো বিনাথবৎ ॥ ১২৯ ॥

সহায়সম্পত্তিরিয়ং তবাস্তি হিতোপদেষ্টোহপ্য-  
হমস্মি কশ্চিৎ । বারাং নিধিঃ কিং কুরুতে তবায়ং  
স্মরাধুনা গোম্পদমাত্রমেনম্ ॥ ১৩০ ॥

যদুক্তং ন তত্র মাদৃগিতি তত্রাহ ভমিতি । তস্মাদ্বিনাথবদ-  
নাথবন্দীনাং বচো মা মুঞ্চ মা মুঞ্চতি সংক্রমে বীপ্সা ॥ ১২৯ ॥

জলানাং নিধিঃ সমুদ্রঃ ॥ ১৩০ ॥

জন্য শোকের বশতাপন্ন হইও না । উভয় বংশেই  
এমন অনেক উদার চেতা নৃপতি সকল জন্ম গ্রহণ  
করিয়াছিলেন—যাঁহারা প্রথমে দুঃখ পাইয়া পরি-  
শেষে দুঃখ হইতে মুক্ত হন । ১২৮ ।

হে দাশরথ্যে ! ধনুর্ধারী যত বীর পুরুষ আছে  
তুমি সকলের অগ্রগণ্য । তোমার অনুজ লক্ষ্ম-  
ণের তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কাহাকেও দেখা  
যায় না । কোটি কোটি বানরের অধিপতি স্ত্রীকীৰ্ত্তি,  
তোমার অধীনতা বহন করিতেছে । অতএব অনা-  
থের মতন এরূপ বাক্য আর কখন প্রয়োগ করিও  
না—আর কখন মুখে আনিও না । ১২৯ ।

এই সমস্ত তোমার সহায় সম্পত্তি রহিয়াছে ।  
আমিও তোমার এক জন হিতোপদেশক রহি-  
য়াছি । তবে আর এই সমুদ্র তোমার কি করিবে ?

পূরেব চার্বকিমহং পিবামি শুক্রেহত্র তেন  
প্রতিবাহি লঙ্কায় । এবং ময়া কীর্তিরূপার্জিতা  
স্যাধ্বন্ধে তু বার্কৌ তব সাহজিতা স্যাৎ ॥ ১৩১ ॥

সেতুং বার্কৌ বন্ধয়িত্বা জহি হং দুষ্টং চৌর্যা-  
দ্যেন সীতা হতাসীৎ । প্রাপ্নোষি হং কীর্তিমা-  
চন্দ্রতারং তেনাত্মাকিং বন্ধয় হং কপীন্দ্রেঃ ॥ ১৩২ ॥

চাক্রঃ স্তম্ভরশাসাবক্লিষ্ট তং চাক্র যথাত্তাত্তথেনি বা তেন  
পানেনান্নিন্ সমুদ্রে শুক্রে সতি সা কীর্তিঃ ॥ ১৩১ ॥

যশ্মাদেবং তস্মাৎ সমুদ্রে সেতুং বন্ধয়িত্বা দুষ্টং জহি যেন  
চৌর্যাৎ সীতা হতা আসীৎ শালিঃ ॥ ১৩২ ॥

তুমি এক্ষণে এই সমুদ্রে গোপ্পদ মাত্র বোধ  
করিয়া কার্য্য কর । ১৩০ ।

আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে  
আমি পূর্বে যেমন এক বার উত্তমরূপে এই সমুদ্র  
পান করিয়াছিলাম তাহাও করিতে পারি । সমুদ্র  
শুক হইলে তুমি সহজে লঙ্কায় গমন কর । এই  
রূপে সমুদ্র পান করিয়া আমি কীর্তি উপার্জন  
করিয়াছিলাম । কিন্তু সমুদ্র বন্ধন করিতে  
পারিলে তুমি আবার ঐরূপ কীর্তি উপার্জন ক-  
রিতে পারিবে । ১৩১ ।

যে ব্যক্তি চৌর্য্যবৃত্তি দ্বারা সীতাকে হরণ  
করিয়াছে, তুমি সেতু বন্ধন করিয়া সেই দুষ্ট বশা-  
নকে বধ কর । যতকাল জগতে চন্দ্র সূর্য্য  
প্রকিষে, ততকাল তোমার এই অক্ষয় কীর্তি মা-

ইখং যত্র প্রেরিতোহগস্ত্যবাচা সেতুং রামো  
বন্ধয়ামাস বার্কৌ তুঙ্কৈঃ শৃঙ্গৈর্বানরৈস্তেন গহা তং  
হতাজৌ জানকীমানিনায় ॥ ১৩৩ ॥

তত্ভাদৃক্ষে তত্র তীর্থে স ভিক্ষুঃ শ্রাহা ভক্ত্যা  
রামনাথং প্রণম্য । তত্র প্রকোৎপত্তয়ে মানুবাণাং  
শিষ্যেভ্যস্তদ্বৈভবং সম্যগুচে ॥ ১৩৪ ॥

তন্মাহাত্ম্যং বর্ণয়ন্তুং মুনিং তং পপ্রচ্ছেনং  
কশ্চিদেবং বিপশ্চিৎ । রামেশাখ্যা কিং সমাসোপ-  
পন্না পৃষ্ঠস্ত্রেধাবোচদেবং সমাসমু ॥ ১৩৫ ॥

তু সৈকচ্ছিত্তৈস্তেন সেতুনা তং রাবণং আজৌ সংগ্রামে  
১৩৩ ॥ ১৩৪ ॥

কেন সমাসেনোপপন্না ॥ ১৩৫ ॥

কিবে । অতএব এক্ষণে কপীন্দ্রগণের দ্বারা সমুদ্রে  
সেতু বন্ধন করাও । ১৩২ ।

এই রূপে অগস্ত্য মুনির বচনের বশবর্তী হইয়া  
রামচন্দ্র সমুদ্রে বানরগণ দ্বারা ও অত্যাচ্চ গিরিশঙ্কর  
দ্বারা সেতু বন্ধন করাইয়াছিলেন—এবং সেই সেতু  
দ্বারা লঙ্কায় গমন পূর্ব্বক যুদ্ধে রাবণকে বধ করিয়া  
যে স্থানে জানকীকে আময়ন করিয়াছিলেন ।  
এরূপ মহাতীর্থে ভিক্ষু পদ্যপাদ শ্রান করিয়া ভক্তি-  
ভাবে রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া তথায় মানবগণের  
প্রজ্ঞা জন্মাইবার জন্য শিষ্যদিগের নিকটে রাম-  
চন্দ্রের বৈভবের কথা বর্ণন করেন । ১৩৩ । ১৩৪ ।

যখন পদ্যপাদ সেতুবন্ধ রাবণবধের সাহায্য

বহুব্রীহীত্বং পুরুষঃ পরং জগৌ শিবো বহুব্রীহি-  
সমাসমৈরয়ং । রামেশ্বরে নামনি কর্মধারয়ং পরং  
সমাহঃ স্ম সুরেশ্বরাদয়ঃ ॥ ১৩৬ ॥

এবং নিশ্চিত্যোদিতং তৎসমাসং শ্রদ্ধা তত্রত্যো  
বুদ্ধো যোহভ্যনন্দং । অস্তোজাজ্জিহ্মৈস্তুর্য স্তূযমানঃ  
কক্ষিৎ কালং তত্র যো গীড়নৈষীৎ ॥ ১৩৭ ॥

রামেশ্বরে ইতি তৎপুরুষঃ কেবলং ত্রীরামচন্দ্রো জগৌ  
শিবস্ত রাম ইশো যন্তেতি বহুব্রীহিসমাসং কেবলমুক্তবান্ ইন্দ্রা-  
দমস্ত রামশাসাবীশ্বরশ্চেতি কর্মধারয়ং পরং সমাহঃ স্ম উঃ ॥  
১৩৬ ॥

তস্তা রামেশাখ্যায়াঃ সমাসং তত্রত্যো বিপশ্চিত্তসমুদায়ঃ  
যোগীটু যোগীশঃ শালিঃ ॥ ১৩৭ ॥

বর্ণনা করেন, তখন কোন এক জন বিদ্বান্ শিষ্য  
গুরুকে জিজ্ঞাসা করে—“রামেশ” এই পদটী  
কোন সমাস দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়াছে? শিষ্যের এই  
কথা শুনিয়া পদ্যপাদ বলিলেন—“রামেশ” এই  
পদটী তিন প্রকার সমাস দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে  
। ১৩৫ ।

রামচন্দ্র “রামেশ” এই পদে “রামস্য ইশঃ”  
রামের ইশ্বর অর্থাৎ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস  
স্বীকার করিয়াছেন । মহাদেব “রামেশ” এইপদে  
“রাম ইশো বস্তু” রাম যাহার ইশ্বর—এইরূপে  
কেবল বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিয়াছেন । ই-  
ন্দ্রাদি দেবগণ “রামেশ” এই পদে “রামশাসো  
ইশশ্চেতি” যিনি রাম তিনি ইশ্বর—এইরূপে  
কর্মধারয় সমাস স্বীকার করিয়াছেন । ১৩৬ ।

তস্মাদার্যঃ প্রস্বিতোহভূৎ সশিষ্যঃ তীর্থস্থানো-  
পাত্তচিত্তামলত্বঃ ॥ পশুন্ দেশান্ মাতুলীয়ং জগাহে  
গেহং দাহং তস্য পুত্রেন সার্কিম্ ॥ ১৩৮ ॥

শ্রদ্ধা কক্ষিৎখেদমাপেদিবাংসং যত্না যত্না ধৈর্য্য-  
মাপে দিবাংসম্ । শ্রাবং শ্রাবং মাতুলেষু তীত্রং  
দাহং গেহস্থানুকম্পাং ব্যধত ॥ ১৩৯ ॥

স্থানেনোপাত্তং চিত্তনির্মলত্বং যেন স তস্য গৃহস্থ পুস্তকেন  
সহ দাহং শ্রদ্ধেতি পরেণাশয়ঃ ॥ ১৩৮ ॥

যত্না যত্না পদার্থস্বরূপং জ্ঞাত্বা জ্ঞাত্বা ধৈর্য্যমাপ্নুবন্তং  
মাতুলসদৃশিনো গেহস্থ তীত্রং দাহং শ্রদ্ধা শ্রদ্ধা করুণাং বিহিত-  
বান্ তং মাতুলঃ আহেতি শেষঃ এবস্তূতো পদ্যপাদো বিশ্বস্তে-  
ত্যেবমাদিপ্রকারেণ বুবন্তং মাতুলং ইতি বা সম্বন্ধঃ ইংঃ ॥  
১৩৯ ॥

এ স্থানের যে পণ্ডিত পদ্যপাদকে “রামেশ”  
এই পদের সমাসের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তিনি  
পদ্যপাদের নির্দ্ধারিত এই সমাস বাক্য শুনিয়া  
অত্যন্ত আশ্চর্য্যিত হইলেন এবং পদ্যপাদের অভি-  
নন্দনা করিলেন । অনন্তর যোগিরাজ পদ্যপাদ  
শিষ্যগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া কিছু কাল সেতুবন্ধ  
রামেশ্বর তীর্থে কাল যাপন করিলেন । ১৩৭ ।

আর্য্য পদ্যপাদ ঐ তীর্থে স্থান করিয়া চিত্তের  
নির্মলতা লাভ পূর্বক শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ঐ  
তীর্থ হইতে প্রস্থান করিলেন । যাইবার সময়  
নানাবিধ দেশ দেখিতে দেখিতে পুনর্বার মাতুল-  
লয়ে উপস্থিত হইলেন । অনন্তর পুস্তকের সহিত  
গৃহ দগ্ধ হওয়াতে মাতুল কক্ষিৎ খেদান্বিত হই-

বিশ্বস্য মাং নিহিতবানসি পুস্তকভারং তং চাদহ-  
তবহঃ পতিতঃ প্রমাদাৎ । তাবৎ মে সদন-  
দাহকৃতোহমুতাপো যাবান্ত পুস্তকবিনাশকৃতো  
মম স্ত্যঃ ॥ ১৪০ ॥

ইথাং ক্রবন্তং তমথো স্তগাদীং পুস্তং গতং বুদ্ধি-  
রবস্থিতা মে । উক্তা সমারক পুনশ্চ টীকাং কৰ্ত্তুং  
স ধীরো যতিবৃন্দবন্দ্যঃ ॥ ১৪১ ॥

দৃষ্টা বুদ্ধিং মাতুলস্তস্য ভূয়ো ভীতঃ প্রাস্ত্রো-

নিহিতবানসি স্থাপিতবানসি বর্তমানসামীপো লট্ । তং চ  
প্রমাদাৎ পতিতো হতশোহদহং বৎ ॥ ১৪০ ॥

স্তগাদীহুতবান্ টীকাং কৰ্ত্তুমারম্ভং কৃতবান্ ইৎ ॥ ১৪১ ॥

যাছেন শুনিয়া—পরে পদার্থের স্বরূপ জানিয়া  
ধৈর্য্যধারণ করিয়াছেন মানিয়া—এবং মাতুলগৃহের  
ভীষণ দাহ কাণ্ড অবগণ করিয়া—পদ্মপাদ করুণা  
প্রকাশ করিলেন । ১৩৮ । ১৩৯ ।

মাতুল তাঁহাকে বলিলেন—তুমি বিশ্বাসের সহিত  
পুস্তকভার আমাতে স্থাপন করিয়াছ । কিন্তু প্রমাদ  
বশতঃ পতিত হইয়া অনলে ঐ পুস্তক সকল দগ্ধ  
করিয়াছে । দেখ পুস্তকের বিনাশ হওয়াতে আমার  
যে রূপ অমুতাপ হইয়াছে, সে রূপ অমুতাপ আমার  
গৃহ দাহ হওয়াতেও হয় নাই । ১৪০ ।

মাতুলের এই কথা শুনিয়া পদ্মপাদ বলিলেন  
“পুস্তক নষ্ট হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার ভাষাতে  
কোন কতি নাই । কারণ, এখনও আমার সেই

জনে তদ্ব্যনোমম । কিঞ্চিৎ ক্রম্যং পূৰ্ব্বমত ক-  
রীতি টীকাং কৰ্ত্তুং কেচিদেবং ক্রবন্তি ॥ ১৪২ ॥

অত্রাস্তরেহৈনির্জবচ্চরন্তিঃ সৈন্তীর্থযাত্রাং  
দয়িতৈঃ সতীর্থৈঃ । অর্থাদুপেত্যাশ্রমতঃ কনিষ্ঠৈ-  
জ্ঞাতঃ সখেদৈঃ স মুনিঃ সন্মৈকি ॥ ১৪৩ ॥

প্রাস্ত্রং প্রাক্ষিপৎ ন ক্রমীষ্ট সমর্থো নাভুৎ শালিৎ ॥ ১৪২ ॥

অত্রাস্তরে স্বয়ং তীর্থযাত্রাং চরন্তিদয়িতৈঃ সতীর্থৈঃ  
রাশ্রমাৎ কনিষ্ঠৈর্বদৃচ্ছযোপেত্যা জ্ঞাতঃ সখেদৈঃ স মুনিঃ সন্মৈ-  
কি সংদৃষ্টঃ ইৎ ॥ ১৪৩ ॥

রূপ বুদ্ধি আছে ।” এই কথা বলিয়া যতিপূজ্য  
পণ্ডিত পদ্মপাদ পুনরায় টীকা করিতে আরম্ভ  
করিলেন । ১৪১ ।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—মাতুল পদ্মপা-  
দের বুদ্ধি দেখিয়া পুনর্বার ভীত-হইলেন । অব-  
শেষে ভোজনকালে যাহাতে মনোবৃত্তি হরণ করে,  
এমন এক বিষাক্ত দ্রব্য খাদ্যসামগ্রীতে নিক্ষেপ  
করেন । তাহাতেই তিনি পূর্বমত টীকা করিতে  
আর সমর্থ হন নাই ॥ ১৪২ ॥

ইত্যবসরে পদ্মপাদের মতন আর কতক  
গুলিন লোকে স্বীয় প্রিয়শিষ্য গণের সহিত তীর্থ-  
যাত্রা উপলক্ষে মানান্দেহ পর্য্যটন করিয়া যদৃচ্ছা  
ক্রমে ঐ স্থানে আগমন করিয়া তাঁহাকে জানিতে  
পারিল এবং বিজ্ঞানে মুনিকে দেখিতে লাগিল  
। ১৪৩ ।



কৃত্য পদাঙ্কঃ ক্রমাৎ প্রবেশুতং পাদাভ্যাসী-  
য়ত্রেণুং দধানাঃ । অস্তোক্তং জাগানদুস্তে নদু-চা-  
নেকানেহোহযোগৈক্যামমাংসি ॥ ১৪৪ ॥

বাণীনির্জিতপন্নগেশ্বরগুরুপ্রাচেতসা চেতসা  
বিভ্রাণা চরণং মূনে কিরচিতব্যাপন্নবং পন্নবম্ ।  
ধুবন্তঃ প্রভয়া নিবারিততমাশকাপদং কামদং রেজে-  
হস্তেবসতাঃ সমষ্টিরহস্তত্যাহিতাত্যাহিতা ॥ ১৪৫ ॥

অনেককালাবোধজ্ঞানৈক্যাৎ বটিতি অস্তোক্তং নমাংসি  
নমস্কারান্ দহরাদুস্ত শালিঃ ॥ ১৪৪ ॥

বাণ্যা নির্জিতাঃ শেবগুরুবাণীকামদো যয়া সা চেতসা মূনেঃ  
ত্রিশঙ্করস্ত চরণং বিভ্রাণা রেজে চরণং বিশিনষ্টি, বিরচিতব্যঃ  
ভবিতব্যমাপন্নবং পন্নবং ধুবন্তঃ প্রভয়া নিবারিততমমতি-  
শয়েন নিবারিতমাসকানাং পদমাস্তব্যতৃতমজ্ঞানং যেন পুনশ্চ  
কামদং পুরুষার্থচতুষ্টয়প্রদং শিষ্যাণাং সমষ্টিং বিশিনষ্টি । অহু-  
হতাং প্রাণহতাং কুংপিণাসাদীনাং তত্যা পণ্ডিত্যা নিমিত্তভূত-  
রা আহিতঃ স্বীকৃতমত্যাহিতং জীবনাপেক্ষং কর্ম যয়া সা অত্যা-  
হিতং মহাতীতো জীবনাপেক্ষকর্মণীতি মেদিনী শাঃ ॥ ১৪৫ ॥

ক্রমশঃ তাঁহারা পদ্যপাদকে বেধিরা তাঁহার  
পাদ-পদ্যের রেণু ধারণ পূর্বক তাঁহাকে প্রণাম  
করিল । বহুকাল পর্যন্ত যোগ কার্যের জন্য  
একতা থাকিতে শীত্র পরম্পর পরম্পরকে নমস্কার  
দান করিল এবং নমস্কার গ্রহণ করিল । ১৪৪ ।

তৎকালে কতকগুলি শিষ্য সমষ্টি হইয়া বাক্য  
করা অকৃত, বহুশক্তি এবং বাণীকৃতক পদ্যভয়  
করিয়া এবং প্রাণহারী কুমাঙ্কন দ্বারা যে জীবন

তপ্রাব সাহসে বসতাঃ সমষ্টিঃ বহুশক্তিরাঃ হু-  
বদাঃ হুবার্তাঃ । অর্থাৎ সমীপাগততঃ কৃতশ্চিদ  
বিজেদ্রতঃ সেবিতসর্বতীর্থাৎ ॥ ১৪৬ ॥

অথ গুরুবরমনবেক্ষ্য নিতাস্তং ব্যধিতহৃদো  
মুনিবর্ষ্যবিনেয়াঃ । কথমপি বিদিততদীয়হুবার্তাঃ  
সমধিগতাঃ কিল কেবলদেশান্ ॥ ১৪৭ ॥

সান্তেবসতাঃ সমষ্টিঃ কৃতশ্চিদেদাদর্থাৎ সমীপমাগতাৎ  
সেবিতসর্বতীর্থাৎ দ্বিজাৎ বদেনকীরাঃ হুহুবদাঃ হুবার্তাঃ  
তপ্রাব ইংঃ ॥ ১৪৬ ॥

অথানন্তরং গুরুবরঃ ত্রিশঙ্করমনবেক্ষ্যাত্যস্তং ব্যধিতঃ  
হৃদোবাঃ কথমপি বিদিতা ভগবৎপাদাঃ কেবলেবু সঙ্কীতি  
গুরুসদ্বন্ধিনী বার্তা বৈস্তে মুনিবর্ষ্যশিষ্যাঃ কেবলাধ্যদেশাৎ সং-  
প্রাপ্তাঃ । নবমে ভবতি গুরাবুপচিহ্না ॥ ১৪৭ ॥

নষ্ট হয় তাহা স্বীকার করিয়া ভবিষ্যৎ বিপদ রূপ  
পন্নবের কম্পন কর্তা এবং প্রভাবারা শঙ্কাম্পদ  
অজ্ঞানের নিবারক ও ধর্মার্থ কাম্যোক্ত চারি  
প্রকার পুরুষার্থ দাতা মুনিবর শঙ্করের চরণ ধারণ  
পূর্বক শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১৪৫ ॥

একজন ব্রাহ্মণ বেশ হইতে অত্যন্ত মিকটে  
আসিয়াছেন এবং তিনি সকলতীর্থ সেবা করিয়া-  
ছেন । পরে ঐ ব্রাহ্মণের মিকটে হইতে শিষ্য  
সকল স্বদেশীয় হুখময় সমাদর সকল শুনিতে  
লাগিল ॥ ১৪৬ ॥

অনন্তর মুনিবরের শিষ্য গণ গুরুবর পদ্যকে  
বেধিত হইয়া পাইয়া ব্যধিত হইলেন “গুরুবর কে-  
বল বেশে অবস্থান করিতেছেন” ভক্তি সর্বদা

অত্রোত্তরে বসতিশক্তিঃ এইমোহিত্যকৃত্যঃ কৃষ্ণা  
 স্বধর্মপরিণালমসংকচিত্তঃ । আকাশমজ্জিবরকে-  
 মহীকুহেবু । কেরলেবু । সুমিরান্ত চরন্ বিব্রতঃ  
 ॥ ১৪৮ ॥

বিচরণে কেবলেন্ বিদগ্ধ নিজনিস্যাগমরং  
 নিরীক্ষ্য যোনি। বিরয়েন মহাহুয়ালয়েশং বিন-  
 মল্লভূত নিস্তলাবুতাবঃ ॥১৪৯॥

আকাশলভিনোহত্যাকৃত্যুজা: শ্রেষ্ঠা: কেরাখাবুকা যেষু  
 তেষু কেরলেযু মুনিশ্বরমাস্ত হিত: ব. ॥ ১৪৮ ॥

অথানন্তরং বিবৃৎ সৰ্বগোনিরুপমঃ প্রভাবো যন্ত ত্রীশঙ্করঃ  
 কেলিষু বিচরন্ স মিঅশিষ্যাগমনঃ নিরীক্ষ্য মৌনী তৈর্ভাবণ-  
 মকুর্বাণো মহানুভাষ্যসন্দেশঃ ত্রিবিধুঃ বিনয়েন নমকুর্বন্ কৃতিং  
 কৃতবান্ বসন্তমালিকা ॥ ১৪২ ॥

অসহায় পাইয়া লকমেই কেরল দেশে প্রস্থান  
করিল : ১৪৭।

এ সময়ের প্রতিপত্তি শব্দর মাতার অন্ত্যোষ্টি  
ক্রিয়া করিয়া স্বার্থ পালন করিবার জন্য রত  
থাকিয়া গণসংগঠন ইত্য ইত্য ইত্য ইত্য ইত্য ইত্য ইত্য ইত্য  
কেন্দ্রে পর্য্যটন করত বিলাস ভাবে অবস্থান করি  
তেছিলেন । ১১৪৫

অবস্থার গর্ববাহিনী ও অকুলাপ্রভাবশালী  
শাসনকেবল হৃদয়ে বিচরিত করিয়া আপনার শিখা  
গণের আশ্রয়ন দর্শন করিয়া ও তখন তাহাদের  
সহিত কোমর সজ্জা করিয়া যাই। কিন্তু জীবিত  
এক দিনের পূর্বক অবস্থার করিয়া কখন করিতে  
নাই।

বিচিহ্নম্ । কুলাশে ভগবতীনাং সৌন্দর্য্যং কবী-  
 নহি প্রয়োজনেন্দ্রা ॥ ১৫০ ॥

ব্রজসীমা স্তম্ভমীশ। সত্বেতিহিত্তিকগতকসি ক্রাশনঃ  
 কিণোষি। বহুধা পরিকীৰ্ত্ত্যমে চ সত্বেঃ বিধিষে-  
 কুণ্ঠশিবাভিধাতিব্রেকঃ ॥ ১৫১ ॥

বিবিধেষু জলাশয়েষু সোহয়ঃ সৰ্বিতেষু প্ৰতি.

স্তুতিমুদারয়তি । হে জগন্নাথ ! সত্বাসত্বাত্ম্যং বিমুক্তবাহনি-  
 কাচায়া প্রকৃত্যায় ময়িরা জড়চেতনাস্বকমিদং বিচিত্রং জগন্না-  
 থায়া ত্বাং কুরুষে হি বস্মাং পরিপূর্ণহাস্তব প্রয়োজনেচ্ছা নাতি  
 লোকবন্তু নীলাটকবল্যমিতিভাৱাং ॥ ১৫০ ॥

নমু ব্রহ্মা সর্বং জগৎ কুরুতে ইতি চেত্তদাহ হে ঈশ ! ত্বমৈব  
ব্রহ্মা সন্ ব্রহ্মণা নৃজজি সৎসৃষ্টি বিকৃঃ সন্ তমস। শিবঃ সন্  
অতঃ স ত্বমৌবৈকো বিধ্যাদিসংজ্ঞাতি বহুধা শক্তিকীৰ্ত্ত্যসে ।  
১৫১ ॥

হে জগদীশ্বর ! আপনি সত্তা ও অসত্তা শূন্য  
প্রকৃতি রূপিণী মায়া দ্বারা কেবল লীলা দেখাই-  
বার জন্য জড় ও চেতন এই উভয় ভাবে এই জগ-  
তের সৃষ্টি করিয়াছেন । কারণ, আপনি পরিপূর্ণ—  
আপনার জগৎ সৃষ্টি করিবার কোন প্রয়োজন  
নাই—কোন ইচ্ছাও নাই ॥১১০॥

হে দ্বন্দ্ব । আপনি রাজাগণে জনতের হৃদয়  
করেন, সহজে লাভ করেন ও তমোভূতে জনতের  
সংহার করেন। আপনি এক হইয়াও প্রাণ বিফল  
নহেবর ইত্যাদি আশীর্বাদ প্রকার আছে বহু হইয়া  
কবিত হইয়াছে বহুঃ

বিবিস্তারিতঃ । অতঃপরমিত্যাদি বিবিস্তারিতঃ ।  
মোক্ষোপায়ি ভবান্ বিতাত্তরবেকঃ ॥ ১৫২ ॥

ইতি দেবমতিষ্ঠু বহির্নিকটত্বিতোহনৌ হ্রস্বমস  
সম্বিনিকটঃ । চিত্তকামবিয়োগদীনচিষ্টৈঃ শিরসা-  
শিষ্যগণৈরথো ববলকঃ ॥ ১৫৩ ॥

গুরুণা কুশলানুযোগপূর্বকং সদয়ং শিষ্যগণেষু

ন কেবলমেতাবদেবাপি তু স্বয়মেকোহপি ভবান্ বহ-  
রুপমিদং বিখং প্রবিষ্টানেকো বিভাজীতি সন্যাস্তমাহ । বিবি-  
ধেষু জ্ঞানশরেষু যথা স্বর্য্যঃ প্রতিবিম্বিতবভাসভাশরেষু  
প্রতিবিম্বিতত্বভাসঃ সোহয়ং ভবানিত্যধরঃ । তথা চ ক্রটিঃ  
যথা স্বয়ং জ্যোতিরাশ্বা বিবস্বানপোতিয়া বহুধৈকোহনুগচ্ছন ।  
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপোদেবঃ কেজ্জৈবেবমজোহরমাশ্বা  
ইতি ॥ ১৫২ ॥

ববল ইতি কণ্ঠগিরিট্ তে তং শিরসাববলিমে ইত্যর্থঃ  
॥ ১৫৩ ॥

কেবল ইহা নহে—আপনি এক হইয়াও বহু  
রূপী জগতে প্রবেশ করিয়া বহুরূপীর মতন প্রকা-  
শমান আছেন । তাহার দৃষ্টান্ত এই—স্বর্য্য যেমন  
এক হইয়াও নানাবিধ জ্ঞানশরে প্রতিবিম্বিত  
হইয়া অনেক বলিয়া কথিত হয়, আপনিও  
তদ্রূপ ॥ ১৫২ ॥

এইরূপ বিশিষ্ট ভববাক্যে শঙ্কর বিষ্ণুকে  
স্তব করিয়া বিষ্ণুর গৃহ সম্মুখানে বাস করিয়া রহি-  
লেন । তখন শিষ্যগণ বহুদিন গুরুর বিরহে ক্ল-  
ষিত হইয়া কতক দ্বারা শঙ্করের বন্দনা করিল  
॥ ১৫৩ ॥

সাম্বিতেষু । অতীতীনমরাঃ শব্দৈরবশীকৃতহল-  
দগদিকং স শঙ্করাদিঃ ॥ ১৫৪ ॥

ভগবন্ত্তিগম্য রত্ননাথঃ পথি পদ্মাকমলং নিব-  
র্তমানঃ । বহুধা বিহিতানুনীতিনীতো বত পূর্বা-  
শ্রমমাতুলেন গেহে ॥ ১৫৫ ॥

অহমস্য পুরোভিনারদেন্দোরপি পূর্বাশ্রমবাস-  
নানুবদ্ধাৎ । অপঠং ভবদীকৃত্যভ্যঙ্গীকামজরকাক-  
কৃতানুযোগমেনম্ ॥ ১৫৬ ॥

কুশলিনো ভবন্ত ইতি কুশলপ্রসূপূর্বকং সদয়ং যদাত্তত্বা  
সাম্বিতেষু শিষ্যগণেষু মধ্যে স পদ্মপাদোহনুগচ্ছনগদিকং যথা-  
স্তত্বাৎবাকীঃ ॥ ১৫৪ ॥

পূর্বাশ্রমমাতুলেন স্বগেহং প্রতি বহুধা বিহিতানুয়েন  
নীতো বতত্যান্তথেষে ॥ ১৫৫ ॥

ভেদবাদীন্দোরপ্যভ্যাগ্রে মম মাতুলোহরমিতি পূর্ববাসনা-

“তোমাদের কুশল ত” এইরূপ কুশল  
প্রশ্নে শঙ্কর সদয় ভাবে শিষ্য দিগকে সাম্বনা  
করিলেন পদ্মপাদ স্কন্ধমানে গদ্যদ্বয়ের যুগ্ম বলিতে  
লাগিল ॥ ১৫৪ ॥

ভগবন্ত্ ! আমি রত্ননাথের নিকট গমন করিয়া  
যখন ফিরিয়া আসি, তখন আমার পূর্বাশ্রমের  
মাতুল অনুন্নয় ও বিনয় করিয়া আমাকে বিষ্ণুর  
নিকটে লইয়া যান ॥ ১৫৫ ॥

আমার মাতুল ভেদবাদী দিগের একজন অশ্র-  
মণ্য ইনি আমার মাতুল এইরূপ পূর্ব বাসনার  
প্রভাবে আমি আপনার ভাবের ঢাকা পাঠ করি

দক্ষবুদ্ধমুখমুদ্রিণমসৌঃ সন্ততকণ্ঠকপিল-  
তন্ত্ৰৈঃ । বস্মিতো নিগমসারস্বতীভ্যে স্মাতুলঃ তম-  
জয়ঃ তব সূক্তৈঃ ॥ ১৫৭ ॥

খড়গাখড়িগবিহারকল্পিতরুজঃ কাণাদসেনা-  
মুখে শস্ত্রাশস্ত্রিকৃতঃ শ্রমকঃ বিষমঃ পশ্চৎপদানাং

স্ববুদ্ধাদয়ঃ ভবদীপ্তভাব্যটিকামপঠঃ অস্তাং টীকায়াং কৃতোহু-  
যোগশোভ্যমো যেন তমজয়ম্ বঃ ॥ ১৫৬ ॥

অজস্মিতানেনপ্রাপ্তঃ গর্জঃ বারয়তি । তব সূক্তৈর্বস্মিতুল্য  
রক্ষিতস্তমজয়ঃ ন তু স্বসামর্থ্যেনেতিভাবঃ তানি বিশিনষ্টি । দ্বা-  
তপ্তা চক্রাদিমুদ্রা যেষাং তেষাং মুখপিকায়কমন্তৈঃ পুনশ্চ ধ-  
স্তানি গোতমাদিশাস্ত্রাণি বৈকুণ্ঠসারলক্ষণমুখাভিষ্টৈঃ স্বা-  
॥ ১৫৭ ॥

কিঞ্চ হে মুনৈ ! যৌক্তিকলক্ষণবংশমৌক্তিকমন্তৈস্তব সূক্তৈ-

তাহার পর “ঐ টীকাতে কি আছে ?” বারম্বার  
ত্রৈরূপ অনুযোগ করাতে আমি তাঁহাকে জয়  
করি ॥ ১৫৬ ॥

আমি যে মাতুলকে জয় করিতে পারিয়াছি  
তাহাতে আমার কোন কমতা নাই, যুদ্ধকালে  
বর্ষ (মাজোয়া) বেরূপ দেহরক্ষা করে, আমিও  
তদ্রূপ আপনার সূক্ত (স্বচন) ধর্ম আচ্ছাদন  
করিয়া মাতুলকে জয় করিতে পারিয়াছি । যাহা-  
দের চক্রমুদ্রা প্রভৃতি মুদ্রা সকল দৃষ্ট হইয়াছে,  
আপনার সূক্ত, তাহাদের মুখ আচ্ছাদন করিবার  
মন্ত্র স্বরূপ । গোতম প্রণীত ন্যায়দর্শন ও কপিল  
মুনি প্রণীত সাংখ্য দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র সকল আপ-  
নার বাক্যে পরাস্ত হইয়াছে । বেদান্তের সার-  
রূপ অমৃত দ্বারা আপনার বাক্য মিশ্রিত—সুতরাং

পদম্ । যটীকটিভবক কপিলমলে খেদঃ কুনৈ !  
তাবকৈঃ সূক্তৈঃ যৌক্তিকবংশমৌক্তিকমন্তৈঃ স্মাত-  
ল্যভ্যন্তে বস্মিতঃ ॥ ১৫৮ ॥

অথ গূঢ়হৃদো যথাপুরং মামভিনন্দ্যাহিতমংক্রি-  
য়স্য তস্য । অধিসম্মনিধায় ভাব্যটীকামহমস্যায়ম-  
শঙ্কিতো নিশাম্যাম্ ॥ ১৫৯ ॥

রক্ষিতঃ কবচৈরিব রক্ষিতঃ কাণাদসেনামুখে খড়গাখড়িগবিহা-  
রেণ করিতাং রুজং নাপদ্যতে, তথা অরুপাদানাং গোতমানাং  
পদে শস্ত্রাশস্ত্রিকৃতং শ্রমকং নাপদ্যতে । তথা কপিলসৈন্তে যটী-  
কটি ভক্তঃ খেদকং নাপদ্যতে শাঃ ॥ ১৫৮ ॥

অথ পরাজয়ানন্তরং যথাপুরং মামভিনন্দ্য সম্পাদিতমংক্রি-  
য়স্ত গূঢ়হৃদয়স্তাস্ত সন্মানি ভাব্যটীকাং নিধারাহমশঙ্কিত আয়ঃ  
গতবান্ নিশাম্যামিত্যস্য পরেণাশ্রয়ঃ বঃ ॥ ১৫৯ ॥

এরূপ বাক্যরূপ বর্ষ আচ্ছাদন করিয়া কেন মাতুল-  
কে জয় করিতে পারিব না ? ॥ ১৫৭ ॥

স্মৃতি নক্ষত্রে বংশে (বাঁশ) জল পড়িলে  
তাহাতে মুক্তা হয় । যে ব্যক্তি যুক্তি যুক্ত ও বংশ  
মুক্তাদ্বারা খচিত আপনার সূক্ত (স্বচন) দ্বারা  
বর্মিত, সেব্যক্তি কণাদেব সেনা সম্মুখে খড়গ যুদ্ধের  
পীড়া জানিতে পারে না, অরুপাদ গোতম দর্শনের  
শস্ত্র প্রহারের শ্রম অনুভব করে না, কপিল সৈন্যের  
নিকটে যটী প্রহারের খেদ ও তাহার পাইতে  
হয় না ॥ ১৫৮ ॥

তাঁহাকে পরাজয় করা হইলে তিনি পূর্বমত  
আমার অভিনন্দনা করিয়া আমাকে যথেষ্ট অর্চনা  
করেন । কিন্তু তাঁহার মনের ভাব কিছুই জানিতে  
পারি নাই । তখন আমি তাঁহার গৃহে ভাব্যের  
টীকা রাখিয়া নিঃশঙ্কমনে গমন করি ॥ ১৫৯ ॥



যুগপর্যায়নৃত্যগ্রফালঙ্ঘনকালকরাবকীল-  
জালঃ । দহনোহধিনিশীথমস্য ধান্না বত টীকামপি  
ভস্মসাদকার্যীং ॥ ১৬০ ॥

অদহং স্বগৃহং স্বয়ং হতাশৌ বিমতং গ্রহ্মমসৌ  
বিদগ্ধুকামঃ । মতিমান্দ্যকরং গরঞ্চ তৈক্ষে ব্যধি-  
তাস্যেতি বিজন্ততে স্ম বার্তা ॥ ১৬১ ॥

অধুনা ধিষণা যথাপুরং নো বিধুনা নাবিশয়ং

নিশায়ামধিনিশীথমর্জজাতাবগ্নিরস্ত ধান্না সহ টীকামপি ভস্ম-  
সাদকার্যীং । দহনং বিশিনষ্টি যুগপর্যয়ে প্রলয়ে নৃত্যত উগ্রস্ত  
মহারুদ্ধস্ত ফালে ললাটে যো জলনো বহিস্তস্ত শিখাবস্তয়ঙ্করং  
শিখাজালং যস্ত সঃ ॥ ১৬০ ॥

ইতোবমস্ত বার্তা বিজন্ততে স্ম বিলাসং প্রাপ ॥ ১৬১ ॥

গরপ্রভাবশ্চ জাত ইত্যাহ । অধুনা নো বুদ্ধিঃ দৈবেন যথাপুরা

পরে প্রলয়কালে নৃত্যপরায়ণ মহাদেবের  
ললাটে বহ্নির শিখার মতন ভয়ঙ্কর স্ফুলিঙ্গযুক্ত  
বহ্নি উগ্রমূর্ত্তি ধরিয়া রাত্রি দুই প্রহরের সময়  
আমার মাতুলের গৃহের সহিত টীকা দগ্ধ করে  
॥ ১৬০ ॥

তখন এইরূপ জনশ্রুতিও শুনিতে পাওয়া  
গেল “আমার দুর্গতি মাতুল স্বীয় মতবিরোধী  
গ্রহ্ম খানি দগ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া স্বয়ং গৃহ  
দগ্ধ করেন । এবং যে বস্তু খাইলে বুদ্ধিব্রংশ হয়,  
আহারের সময় আমাকে ঐরূপ বস্তুও প্রদান  
করেন” ॥ ১৬১ ॥

এক্কেণে বিবেক কার্য্য আমার দেহে ঘটিয়াছে,

প্রসাদমেতি । বিষমা পুনরীদৃশী দশা মঃ কিমু যুক্তা  
ভবদজ্জি কিকুরাণাম্ ॥ ১৬২ ॥

গুরুবর ! তব যা ভাষ্যবরেণ্যে ব্যরচি ময়া ললিতা  
কিল বৃত্তিঃ । নিরতিশয়োজ্জলযুক্তিসুতা সা পথি-  
কিল হা বিননাশ কুশানো ॥ ১৬৩ ॥

প্রযতেহহং পুনরেব যদা তাং প্রবিধাতুং বহুধা  
কৃতযত্নঃ । ন যথা পূর্ব্বমুপক্রমতে তাঃ পটুযুক্তী-  
র্ভগবন্ ! মম বুদ্ধিঃ ॥ ১৬৪ ॥

সংশয়রহিতঃ প্রসাদং নাপ্নোতি । বিষমা পুনরীদৃশী দশা ভবদজ্জি-  
কিকুরাণামস্মাকং কিমু যুক্তাহপি তু নৈব যুক্ত্যর্থঃ ॥ ১৬২ ॥

অতিদুঃখিতঃ সাক্রোশং পুনরাহ গুরুবরেতি উপচিহ্না ॥ ১৬৩ ॥

নহু পুনস্তপৈব রচনীয়েত্যাশঙ্ক্যাহ । যদা বহুধাকৃতপ্রযত্নস্তাং  
বিধাতুমহং প্রযতে হে ভগবন্ ! তদা যথাপূর্ব্বং তাঃ পটুযুক্তীম্মন  
বুদ্ধিঃ নোপক্রমতে ॥ ১৬৪ ॥

পূর্ব্বমত আমার বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি নাই—দৈববলে  
আমার বুদ্ধি, আর সংশয় রহিত প্রসাদগুণ পাই-  
তেছে না । আমরা আপনার চরণের কিকুর—  
অতএব আমাদের এরূপ বিষম দুর্দশা হওয়া কি  
উচিত ? ॥ ১৬২ ॥

গুরুদেব ! আমি আপনার বরণীয় ভাষ্যে যে  
সুন্দরবৃত্তি রচনা করিয়াছিলাম—নিরতিশয় উজ্জল  
বুদ্ধিসঙ্গত সেই রচিত বৃত্তি (টীকা) হয় ! পথ-  
মধ্যে অনলে নষ্ট হইয়াছে । ১৬৩ ।

ভগবন্ ! আমি এক্কেণে অনেক যত্ন করিয়া

কৃপাপারাবারং তব চরণকোণাগ্রমরণং গতা  
দীনাং দূনাঃ কতি কতি ন সর্বৈশ্বরপদম্ । গুরো !  
মন্ত নন্তঃ ক ইব মম পাপাংশ ইতি চেন্ময়া মাভা-  
ষিষ্ঠাঃ পদকমলচিন্তাবধিরসৌ ॥ ১৬৫ ॥

ইতিবাদিনমেনমার্য্যপাদঃ করুণাপ্রকর-

কৃপাসমুদ্রং তব চরণকোণাগ্রং অরণং শরণং সেবামস্তি তে  
পূৰ্ণাঃ দীনা অপি দূনাঃ খিন্না অপিসর্বৈশ্বরপদং কে কেন প্রাপ্তা  
অপি তু সর্বৈহপিপ্রাপ্তাঃ । হে গুরো ! নমনং গুরোঃ ! কর্তুশ্চম  
ক ইব মন্তরপরাধঃ মন্তঃ পুংস্তপরাধেহপি মন্তুষোহপি প্রজাপতা-  
বিত্তি মেদিনী । পাপাংশ ইতি চেৎ তু হৈমৌ পাপাংশো গুরুপদ-  
কমলচিন্তনমেবাবধির্যস্তেতি মৃগা মাভাষিষ্ঠাঃ শিঃ ॥ ১৬৫ ॥

করুণাপ্রকরণশ্লিষ্টং অন্তরঙ্গং যন্ত স আর্য্যপাদঃ শ্রীশঙ্করা-  
চাখ্য ইত্যেবং বাদিনমেনং পদ্যপাদঃ পীযুষসমুদ্রতুল্যরপাস্তো

পুনর্ব্বার সেরূপ বৃত্তি রচনা করিতে যত্নবান্ হই-  
য়াছি । কিন্তু পূর্ব্বমত আমার বুদ্ধি আর সূক্ষ্মযুক্তি  
সকল সংগ্রহ করিতে পারে না কেন ? ১৬৪ ।

আপনার চরণ কোণের অগ্রভাগ দয়ার সমুদ্র  
স্বরূপ, তাহাই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা । তথাপি আমরা  
পূর্ব্ব দীন হইয়াও (খিন্ন হইয়াও) কেন সর্বৈশ্বর্য্য  
পদপ্রাপ্ত হইলাম ? গুরুদেব ! আমি যখন আপ-  
নার কাছে প্রণত—তখন আমার অপরাধ কি ?  
যদি বলেন—আমার কোন পাপের অংশ ঘটিয়াছে,  
তাহাতেই এই রূপ দুর্দশা । “কিন্তু তাহা হইলে  
গুরুর পাদপদ্ম চিন্তা যাহার সীমা—সেরূপ কোন  
পাপাংশ ঘটিয়াছে”—আপনি একরূপ মিথ্যা কথা  
কদাচ বলিবেন না । ১৬৫ ।

স্তিতাস্তরঙ্গঃ । অমৃতাকিসর্থেষরপাস্তমোহৈর্ব্বচনৈঃ  
সাস্তয়তি স্য বস্তুবন্ধৈঃ ॥ ১৬৬ ॥

বিষমো বত কৰ্ম্মণাং বিপাকো বিষমোহোপম-  
দুর্নিবার এষঃ । বিদিতঃ প্রথমং ময়াহয়মর্থঃ কথিত-  
শ্চান্ন হুরেশদেশিকায় ॥ ১৬৭ ॥

পূর্ব্বং শৃঙ্গক্ষমাধরে মৎসমীপে প্রেম্না যাহসৌ  
বাচিতা পঞ্চপাদী । সা মে চিন্তান্ নাপয়াত্যদ্য  
শোকো যাতাচ্ছীঘ্রং তাং লিখত্যাখ্যদার্য্যঃ ॥ ১৬৮ ॥

নিরাকৃতো মোহো যৈর্ব্বন্ধঃ স্তন্দরো বন্ধনং গ্রহনং বেষাটন্ত  
কচোভিঃ সাস্তয়তি স্য বসন্তমালিকা ॥ ১৬৬ ॥

বতেতিথেদে বিষজন্মমোহতুল্যশ্চাসৌ দুর্নিবারশ্চৈষ  
কৰ্ম্মণাং বিপাকঃ বিষমোহস্তি প্রথমেনেবহময়ায়মর্থো জ্ঞাত  
হুরেশরাচার্য্যায় কথিতশ্চ ॥ ১৬৭ ॥

অতোহদ্য তে শোকো যাতাৎ অপগচ্ছতু শীঘ্রং তাং লিখে  
ত্যাখ্যঃ শ্রীশঙ্করো অবোচৎ শালিঃ ॥ ১৬৮ ॥

পদ্যপাদেব এই সমস্ত কথা শুনিয়া আর্য্যপাদ  
শঙ্কর করুণাপূর্ণ হৃদয়ে অমৃত সমুদ্রের তুল্য ও  
সুন্দর রচনা বিশিষ্ট বাক্য সমূহদ্বারা পদ্যপাদকে  
সাস্তনা করিতে লাগিলেন । ১৬৬ ।

বিষজাত মোহের তুল্য অনিবার্য্য এই কৰ্ম্মবি-  
পাক যে অত্যন্ত বিষম—এই অর্থ আমি প্রথমেই  
জানিতে পারি—পরে হুরেশরাচার্য্যকে প্রকাশ  
করি । ১৬৭ ।

“পূর্ব্ব শৃঙ্গ পর্ব্বতে আমার নিকটে আদরের  
সহিত তুমি যে পঞ্চপাদী (গ্রন্থবিশেষ) প্রকাশ কর,

আখ্যানোৎসবঃ জলজচরণঃ ভাষ্যকৃৎ পঞ্চপাদী-  
মাচখ্যো তাং কৃতিমুপহিতাং পূর্বৈবানুপূর্ব্যা ।  
নৈতচ্চিত্রং পরমপুরুষে ব্যাহতজ্ঞানশক্তৌ তস্মিন্  
মূলে ত্রিভুবনগুরৌ সর্ববিদ্যা প্রবর্ত্তে ॥ ১৬৯ ॥

প্রসভং স বিলিখ্য পঞ্চপাদীং পরমানন্দভরণে  
পদ্মপাদঃ । উদতিষ্ঠতিষ্ঠদভ্যারৌদীং পুনরুদগা-  
য়তি তু স্ম নৃত্যতি স্ম ॥ ১৭০ ॥

অমুনা প্রকারেণ পদ্মপাদমাখ্যাত্ত ভাষ্যকারস্তাং পঞ্চপাদীং  
কৃতিং পূর্বৈবানুপূর্ব্যা যুক্তমাচখ্যো চিত্রং মন্থানান্ প্রত্যাহ ।  
অব্যাহতা জ্ঞানশক্তির্যত্ন তস্মিন্ ত্রিভুবনগুরৌ সর্ববিদ্যা প্রবর্ত্তে  
মূলে মহাপুরুষে তৎচিত্রং ন ভবতি মং ॥ ১৬৯ ॥

স পদ্মপাদঃ প্রসভং হঠেন পঞ্চপাদীং বিলিখ্য পরমানন্দা-  
তিশয়েনোদতিষ্ঠদুদ্বর্মতিষ্ঠং পুনঃ সমমতিষ্ঠং পুনরভ্যারৌদীদা-  
নন্দাশ্গাণ্যমুদগং পুনরুদগায়তি স্ম তু পুননৃত্যতি স্ম বসন্ত-  
মাগিঃ ॥ ১৭০ ॥

তাহা আমার চিত্ত হইতে অপমৃত হয় নাই ।  
অতএব অদ্য তোমার শোক নষ্ট হউক—শীঘ্র  
সেই টীকা লেখ ।” এই কথা বলিয়া আখ্যাপাদ  
শঙ্কর, পদ্মপাদকে উপদেশ দিলেন । ১৬৮ ।

ভাষ্যকার শঙ্কর এইরূপে পদ্মপাদকে আশ্বা-  
সিত করিয়া পূর্বমত আনুপূর্বিক সেই পঞ্চপাদী  
(গ্রন্থ) প্রকাশ করিলেন । শঙ্করের পক্ষে ইহা আ-  
শ্চর্য্য নহে—কারণ ষাঁহার জ্ঞানশক্তি কখনই  
ব্যাহত হয় না—যিনি সমস্ত বিদ্যা প্রবর্ত্তির মূল—  
সেই ত্রিভুবন গুরু পরমপুরুষ শঙ্করে ইহা বিচিত্র  
নহে । ১৬৯ ।

কবিতাকুশলোহথ কেরলক্ষ্মাকমনঃ কশ্চন রাজ-  
শেখরাখ্যঃ । মুনিবর্ধ্যমমুং মুদং বিতেনে নিজকৌ-  
টীরনিম্বুটপাম্মথাগ্র্যম্ ॥ ১৭১ ॥

প্রথতে কিমু নাটকজয়ী সেত্যমুনা সংযমিনা  
ততো নিযুক্তঃ । অয়মুত্তরমাদদে প্রমাদাদনলে সা-  
হুতিতামুপাগতেতি ॥ ১৭২ ॥

কমনো রজকঃ নিজকৌটীরঃ কিরীটসম্বন্ধিরট্টনিবৃত্তঃ  
পাদনথাগ্র্যম্ যত্ন সং তাদৃশং অমুং মুনিং মুদং বিতেনে বিঃ ॥ ১৭১ ॥

এবং প্রমাদিতেনামুনা সংযমিনা সা নাটকজয়ী প্রথতে  
ইতি ততো নিযুক্তঃ প্রমাদাদগৌ সাহুতিতামুপাগতেতীদম-  
ত্তরমুপাদদে ॥ ১৭২ ॥

পদ্মপাদ পরম আনন্দের সহিত সবেগে সেই  
পঞ্চপাদী (গ্রন্থ) লিখিয়া লইয়া উদ্ভিত হইলেন—  
অবস্থান করিলেন—রোদন করিলেন—পুনর্বার  
উচ্চৈঃস্বরে গান করিলেন এবং নৃত্য করিতে লাগি-  
লেন । ১৭০ ।

অনন্তর কবিতাকুশল রাজশেখর নামক কেরলা-  
ধিপতি, আপনার কিরীটের রত্নরাশি দ্বারা গুরুর  
পদনখের অগ্রভাগ সকল রঞ্জিত করিয়া মুনিবর  
শঙ্করের হর্ষ বিস্তার করিলেন । ১৭১ ।

কেরলপতির বিনয়ে ও নম্রতায় প্রসন্ন হইয়া  
সংযমী শঙ্কর বলিতে লাগিলেন—“সেই তিন  
খানি নাটক আছে ত ?” । শঙ্করের এই কথা

মুখতঃ পঠিতাং মুনীনুনা তাং বিলিখন্মেষ বিসি-  
স্ময়েহথ ভূপঃ । বদ কিঙ্করবাণি কিঙ্করোহং  
বরদেতি প্রণমন্ ব্যজিজ্ঞপচ্চ ॥ ১৭৩ ॥

নৃপকালটিনামকাগ্রহারাৎ দ্বিজকর্মানধিকারিণোহদ্য  
শপ্তাঃ । ভবতাপি তথৈব তে বিধেয়া বত পাপা  
ইতি দেশিকোহশিষতম্ ॥ ১৭৪ ॥

তাং নাটকত্রয়ীং হে বরদ ! কিঙ্করোহং কিং করবাণীতি  
প্রণমন্ বিজ্ঞাপিতবান্ ॥ ১৭৩ ॥

এবং রাজশেখরেন বিজ্ঞাপিতো দেশিকঃ শ্রীশঙ্করো নৃপ-  
কালটিনামকাগ্রহারো যেষামন্তে দ্বিজকর্মানধিকারিণ ইতি অদ্যে-  
দানীং শপ্তাঃ ভবতাপি তথৈব বিধেয়াঃ যতঃ পাপা ইতি রাজান-  
মশিষৎ ১৭৪ ॥

শুনিয়া ভূপতি উত্তর দিলেন প্রমাদক্রমে তিন  
খানি নাটক অনলে দগ্ধ হইয়াছে । ১৭২ ।

মুনিবর শঙ্কর পুনর্বীর মুখ দিয়া পাঠ করিতে  
লাগিলেন । ভূপতি ঐ পঠিত নাটক তিন খানি  
লিখিয়া লইয়া বিস্মিত হইলেন । “হে বরদ !  
এক্ষণে এই কিঙ্কর আপনার কি করিবে” ভূপতি প্র-  
ণাম পূর্বক এই কথা জানাইলেন । ১৭৩ ।

রাজ শেখরের এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলি-  
লেন । নৃপকালটি নামক অগ্রহারে (ব্রাহ্মণ  
বাসস্থানে) ব্রাহ্মণের আচার ও কর্মে অনধিকারী  
সেই সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে অদ্য আমি অভিসম্পাত  
করিয়াছি । আপনিও সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণদি-  
গকে সেই রূপ শাপ প্রদান করিবেন । শঙ্কর  
এই কথা বলিয়া রাজশেখরকে উপদেশ দিলেন  
। ১৭৪ ।

পদ্মাজ্জৌ প্রতিপদ্য নকটবিরতিং ভূক্টে পুনঃ  
কেরলক্ষ্মাপালো, যতিসার্বভৌমসবিধং প্রাপ্য  
প্রণম্যাঞ্জসা । লক্কা তস্য মুখাৎ স্ননাটকবরাণ্যনন্দ-  
পাথোনিধৌ মজ্জংস্তপদপদ্মযুগ্মমনিশং ধ্যায়ন্  
প্রতস্থে পুরীম্ ॥ ১৭৫ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তৎতীর্থযাত্রাটনার্থকঃ ।

সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গোহজনি চতুর্দশঃ ॥ ১৪ ॥

উপসংহরতি । পদ্মপাদে নটবিরতিং প্রতিপদ্য ভূক্টে সতি  
পুনঃ কেরলভূপালো যতিসার্বভৌমস্ত সবিধং সমীপং প্রাপ্য-  
ঞ্জসা বটিতি প্রণম্য তস্ত মুখাৎ স্ননাটকবরাণি লক্কানন্দজলদৌ ম-  
জ্জংস্তপ চরণকমলযুগ্মমনিশং ধ্যায়ন্ পুরীং প্রতস্থে শাং ॥ ১৭৫ ॥

ইতি শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাবলগোপাল-

তীর্থ শ্রীপাদশিষ্য দত্তবংশাবতংস রামকুমার-

হৃদয়নপতিকৃতে শ্রীশঙ্করাচার্য্য-

বিজয়ভিঞ্জে চতুর্দশঃ

সর্গঃ ॥ ১৪ ॥

পদ্মপাদ তখন মুনিবর শঙ্করের প্রসাদে নকট  
বিরতি (টীকা) পুনর্বীর লাভ করিয়া অত্যন্ত  
সন্তুষ্ট হইলেন । কেরল ভূপতি, যতিরাজ শঙ্করের  
নিকটে যাইয়া শীঘ্র প্রণাম করিলেন । পরে তাঁ-  
হার মুখ হইতে আপনার উৎকৃষ্ট তিন খানি  
নাটক লাভ করিয়া আনন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন ।  
তখন তিনি শঙ্করের দুই খানি পাদপদ্ম বারম্বার  
ধ্যান করিতে করিতে আপনার রাজধানীতে প্রস্থান  
করেন । ১৭৫ ।

ইতি চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ॥



অথ শিষ্যবরৈর্যুতঃ সহস্রৈরনুযাতঃ স স্ত্রধ্বনা  
৮ রাজা। ককুভোবিজিগীষুরেষ সর্বাঃ প্রথমং  
সেতুমদারধীঃ প্রত্যহে ॥ ১ ॥

অভবৎ কিল তস্মৈ তত্র শাক্তৈর্গিরিজার্চক-  
পটান্ মধুপ্রসক্তৈঃ। নিকটস্থবিতীর্ণভূরিমোদন্যু-  
টরিষ্ঠাৎপটুযুক্তিমান্ বিবাদঃ ॥ ২ ॥

নিবৃত্তিঃ কুর্কিতি প্রার্থিতোমধ্যার্জুনেশো লিঙ্গাগ্রাৎ সাবরবন্ধপেণ  
নিজ্জন্ম মেঘবৎগভীরয়া গিরা দক্ষিণহস্তমুদ্যম্য সত্যমদৈতং  
সত্যমদৈতং সত্যমদৈতমিতি ত্রিকুণ্ডালিঙ্গাগ্রে অন্তর্দধে।  
পশুতাং নরাণাং মহদন্তুতমাসীৎ তন্তুজ্ঞানচ তদেবাহিতাঃ শ্রীশঙ্কর-  
মেব সাক্ষরং কৃত্বোমাগণপতীশার্কচ্যুতার্চাপরাঃ প্রাতঃ-  
স্নানাদিবিগুহাঃ পঞ্চযজ্ঞপরায়ণাঃ প্রতিসন্ধাদিতাচারগাঃ  
শুদ্ধাঐতপসারগা বভূবুঃ। এবং তচ্ছেশনানদৈতবাদিনঃ কৃষা  
প্রমথৈঃ শঙ্কর ইব শিষ্যসমেতো রামেশ্বরঃ প্রতিজাগামেতি ॥  
১ ॥

অথ দিগ্বিজয়কৌতুকং সপরিচরং নিরূপয়িতুমপক্র-  
মতে। অথাস্তনরং পদ্মপাদহস্তামলকসমিৎপাণিচিহ্নিলাস  
জ্ঞানকন্দবিষ্ণুগুপ্ত-শুদ্ধকীর্তি-ভানু-মরীচি-কৃষ্ণদর্শন-বুদ্ধিবিরিকি-  
পাদশুদ্ধান্তানন্দগিরিপ্রমুখৈঃ সহস্রৈঃ শিষ্যবরৈর্যুতঃ স্ত্রধ্বনা  
রাজা চাহুয়াতঃ সর্বাদিশোবিজিগীষুঃ সৈব উদারধীঃ  
শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ প্রথমং সেতুং প্রতিপ্রত্যহে বসন্তমালিকা ॥  
অত্র প্রাচীনানুরোধেন মধ্যার্জুনং প্রাপ্য ততঃ সর্বাঃ ককু-  
ভোবিজিগীষুঃ প্রথমং সেতুং প্রতিপ্রত্যহে ইতি ব্যাখ্যায়ঃ  
তথাপি শ্রীশঙ্করাচার্য্যো মধ্যার্জুনং নাম শিবাবিভূতহলবিশেষং  
প্রাপ। মধ্যার্জুনেশানন্দপূর্কং বিদ্যাভিঃ পূজিতপাদপদ্মম্।  
বুদ্ধ্যোপচারৈরভজৎ পরেশং নিষ্পাগতাং প্রাপ কলৈকপাত্রম্।  
তত্র কিল ভগবান্ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ সদাশিবমেবমব্রবীৎ স্বামি-  
ন্থমধ্যার্জুন! সর্বোপনিষদর্থোহসি সর্বজ্ঞোহসি তস্মান্নিগমা  
ভাৎপর্য্যগোচরং দৈতমদৈতং বেতি সংশয়ন্ত সর্বেষাং পশুতাং

ও আনন্দগিরি প্রভৃতি সহস্র ২ শিষ্যগণ সঙ্গে  
লইয়া, ও স্ত্রধ্বা রাজার অগ্রসর হইয়া ও সকল  
দিক্ জয় করিতে মনন করিয়া—প্রথমে সেতুবন্ধে  
প্রস্থান করেন। ১ ॥

এই স্থানে কালীপূজার ছল করিয়া বাহারা  
মদ্যপান করিত, সেই সমস্ত শাক্তদিগের সহিত  
আচার্য্যের প্রথমে বিবাদ হয়। এমনই বিবাদ  
হইল যে, বিবাদের যুক্তি দ্বারা নিকটস্থ লোক  
সকল ভূরি আমোদে মত্ত হয়। এবং পটু যুক্তি  
সকল, বিবাদে পরিস্ফূর্ত হইতে লাগিল \*। ২।

এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে শঙ্করাচার্য্যের দিগ্বিজয়ের  
কৌতুক, সবিস্তারে বর্ণিত হইবে। তজ্জন্য  
তাহার উপক্রম করা হইতেছে। অনন্তর উদার-  
মতি আচার্য্য শঙ্কর, পদ্মপাদ, হস্তামলক, সমিৎ-  
পাণি, চিহ্নিলাস, জ্ঞানকন্দ, বিষ্ণুগুপ্ত, শুদ্ধকীর্তি,  
ভানুমরীচি, কৃষ্ণদর্শন, বুদ্ধিবিরিকি, পাদশুদ্ধান্ত

এই বিষয়ে প্রাচীনদের মত আছে যে শঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়  
করিতেযাত্রা করিয়া প্রথমে (যে স্থানে মধ্যার্জুন নামে শিব আবি-  
ভূত হন) সেই স্থানে গমন করেন। আচার্য্য, মধ্যার্জুন  
শিবকে পূর্বে কখন দেখেন নাই। কালী, তারা, মহাবিদ্যা  
প্রভৃতি বিদ্যা সকল মধ্যার্জুনের পদ্মপাদ পূজা করিতেছে।  
তখন তিনি জ্ঞানরূপ উপচার দ্বারা পরেশকে ভজনা করিলেন।  
ভজনা করিয়া নিষ্পাগ হন ও সকল কলের পরাকাষ্ঠা জানিতে  
পারেন। ঐ স্থানে আচার্য্য সদাশিবকে এইরূপ বলিলেন—

তত্র কিল তস্ত শাক্তৈর্কির্বাদোহতরতান্ বিশিনষ্টি । মিরি-  
জ্জাচকপটান্ মধুপ্রসকৈর্কির্বাদং বিশিনষ্টি । নিকটস্থেষ্ণু বিতী-  
ণোদন্তো বহুমোদো যান্তিস্তাশ্চতাঃ ক্ষুটং যথাস্তাত্তপারিস্কৃত্যঃ  
ক্ষুরন্ত্যো যাঃ পট্যাশ্চতুরাশ্চকরন্তদ্বান্ পদেতিকচিৎপাঠঃ ৷ ১ ৷ তথাহি  
তত্রস্তা গুরুশেখরং যতিবরং মুখ্যাহতিবাদ্যোচি্রে স্বামিন্নমদিদং  
মতং শৃণু সিতং চিত্তং পরং পাবনং, আদ্যাশক্তিরশেষকার্যাজননী  
শস্তোত্তমৈভ্যঃ পরা যন্মায়াবশতো মহৎপ্রমুখরং সর্বং জগ-  
জ্জায়তে ॥ ১ ॥

তস্তা বাগাদ্যগম্যাহাং সেবাহযোগ্যত্বহেতুতঃ । তদংশয়া  
ভবাত্মান্ত পাদসেবাপরা বয়ম্ ॥ ২ ॥

“প্রভো! মধ্যার্জুন! আপনি সমস্ত উপনিষদের অর্থ স্বরূপ  
ও সর্বজ্ঞ। অতএব বেদ কি বেদান্তাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য গোচর  
ব্রহ্ম হৈত কি অদ্বৈত? এ বিষয়ে সকলের সংশয় হইয়াছে।  
এক্ষণে যাহারা আপনাকে দেখিতেছে, তাহাদের ঐ সংশয়  
চ্ছেদন করুন।” শঙ্করের এই প্রার্থনা বাক্য শুনিয়া “মধ্যার্জুন  
ঈশ্বর” লিঙ্গের অগ্র হইতে মূর্তি ধারণ পূর্বক বহির্গত হইয়া  
যেথের মতন গভীর বাক্যে দক্ষিণহস্ত উত্তোলন পূর্বক “অদ্বৈত  
মত সত্য, অদ্বৈতমত সত্য, অদ্বৈতমত সত্য” এই কথা  
তিনবার বধিয়া লিঙ্গের অগ্রে পুনরায় অন্তর্দ্বান হন। যে  
সমস্ত লোক দেখিতেছিল, তাহাদের তখন অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ  
হইল। ঐ দেশে যে সমস্ত আচার্য্যের ভক্ত ছিল, তাহারা  
শঙ্করকে সৎগুরু মানিয়া উমা, গণপতি, শিব সূর্য্য ও বিষ্ণু  
এই পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে লাগিল। পরে প্রাতঃস্নানাদি  
দ্বারা বিশুদ্ধ মনে ব্রহ্মবজ্র, পিতৃবজ্র ইত্যাদি পঞ্চ বজ্র করিতে  
রত হইল। অবশেষে বেদোক্ত আচারে নিমগ্ন থাকিয়া  
তাহারা গুরুভাবে অদ্বৈত ব্রহ্মের উপসনা করিতে লাগিল।  
এইরূপে শঙ্কর ঐ দেশস্থ সকলকে অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞানী করিয়া  
শিবপারিষদের সহিত মহাদেবের মতন আপনার শিষ্য সকল  
সঙ্গে লইয়া রামেশ্বরশিবদর্শনে গমন করেন।

শাক্তদিগের অভিপ্রায় এই—তদ্বৈতীয় লোকে গুরুশেখর  
যতিবর শঙ্করকে মন্তক দ্বারা অভিবাদন করিয়া বলিতে  
লাগিল। প্রভো! আমাদের পরিগুরু মত শ্রবণ করুন।  
আমাদের মতে চিত্ত অত্যন্ত পবিত্র হয়। যিনি আদ্যাশক্তি,

স্বর্ণনির্মিততৎপাদৈবব্রহ্মপ্রীবাঃ সুবাহবঃ । জীবমুক্তির্বতো  
বিদ্যোপাসকানাং ফলং শ্রুতম্ ॥ ৩ ॥

বিদ্যাশ্রাবিদ্যাং চ যন্তদ্বৈদোভয়ং সহ । অবিদ্যায়া মৃত্যুং  
তীর্থাবিদ্যায়ামৃতমশ্নুতে ॥ ৪ ॥

তন্মাং কটাক্ষলেশেন মুক্তিদায়া মুমুক্শুভিঃ । সেবনীয়া প্রব-  
জ্জেন প্রকৃতিঃ পুরুষরূপিণী ॥ ৫ ॥

প্রকৃতিশ্চৈশ্বরশ্চেতি শ্রুতিতত্তদভিন্নতা । সদেবেত্যাদি  
বাক্যানি তৎপরাণি মতানি তু ॥ ৬ ॥

অকারাদেব্যথোৎপত্তিঃ প্রণবস্তস্ত সংমতা । তচ্ছক্তীনাং  
ভবানীলজ্জাদিকানাং তথাস্তি সা ॥ ৭ ॥

যিনি সমস্ত কার্যের কারণ, যিনি মহাদেবের গুণ সমষ্টি হইতেও  
ভিন্ন বা নির্লিপ্ত, যাহার মায়া দ্বারা মহৎ, পঞ্চতন্মাত্র  
প্রভৃতি সমস্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ১। সেই আদ্যাশক্তি  
বাক্য মনের অগোচর, স্মরণ্য তাঁহাকে সেবা করিতে পারা  
যায় না। অতএব আদ্যাশক্তির অংশ স্বরূপ ভবানীর আগরা  
পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকি। ২। ভবানীর স্বর্ণ নির্মিত চরণ  
সকল দ্বারা যাহাদের গ্রীবা (ঘাড়) পাণ ও বাহু সকল বদ্ধ, অথবা  
যাহাদের গ্রীবাদেশে তাঁহার কর সকল বিন্যাসন থাকে, তাহার  
নাম জীবমুক্তি। কারণ, যাহারা বিদ্যার উপাসক, তাহাদের  
এইরূপ ফল শোনা গিয়াছে। যে ব্যক্তি বিদ্যা ও অবিদ্যা  
এই উভয় জানে, সেই ব্যক্তি অবিদ্যার সহিত মৃত্যু উত্তীর্ণ  
হইয়া বিদ্যার সহিত অমৃত (নোক্ষ) লাভ করে। ৩। ৪।  
অতএব যিনি কটাক্ষ লেশে মুক্তিদান করেন, সেই পুরুষ রূপিণী  
প্রকৃতিকে মোক্ষার্থীগণ সর্বদা সেবা করিবেক। ৫। বেদবাক্যে  
প্রকৃতি ও ঈশ্বর এই উভয়ের অভিন্নতা আছে। “সদেব  
সৌম্যোদয়” ইত্যাদি বেদবাক্য সকল, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের  
অভেদ বাচক। ৬। প্রণবের মধ্যে যেমন অ, উ, ম (ওঁ)  
থাকে, সেই মত আদ্যাশক্তির শক্তি স্বরূপ ভবানী, লক্ষী  
ইত্যাদি শক্তির উৎপত্তি হইয়াছে। ৬। সমস্ত বেদের এই  
গূঢ় তাৎপর্য্য যে, চন্দ্রের যেমন চন্দ্রিকা (জ্যোৎস্না), সেই  
মত যিনি কারণ-যিনি প্রভু-সেই চন্দ্রের রূপা, উদ্বোধকারিণী  
ও স্বাধীনবল্লভা শক্তি আছে। হে যতিবর! যাহার ঐ

সিদ্ধান্তঃ সৰ্বদেবানাং কারণস্ত প্রত্যোঃ পরা । চন্দ্রস্ত চন্দ্রিকা  
বন্দ্য৷ কঙ্কোদোদধকরুপিণী ॥ ৮ ॥

স্বাধীনবলভেতু্যক্তাশক্তীকৃতস্ত ভো যতে ! । সৈবাস্তীয়ঃ  
ভবানীতি নিশ্চয়েন যুতা বয়ম্ ॥ ৯ ॥

নিরবদ্যৈতবুদ্ধিচ্ কৃত্বা তচ্চিহ্নধারণম্ । সৈবোপাস্তা সৰ্ব-  
মাতা মুক্তিদা পরমেশ্বরী ॥ ১০ ॥

ইতু্যক্ত আচার্যাবরো মহেশঃ সম্প্রাহ তান্ সতামিদং  
তথাপি । শ্রেষ্ঠস্ত জ্ঞানাৎ পুরুষস্ত মুক্তেঃ সম্প্রাদিতত্বাৎ সকলে-  
হপি শাস্ত্রে ॥ ১১ ॥

আত্মানমাত্মনা ধ্যাত্বা মুক্তো ভবতি নাতৃথা । তমেবেত্যাदि  
বাক্যানি প্রমাণাত্তত্র কোটিশঃ ॥ ১২ ॥

অজামিত্যাदिমন্ত্ৰেহজাম্বরূপমভিধায় বৈ । ততস্তত্ত্বং পরেশস্ত  
মুক্ত্যর্থং সম্প্রকাশিতম্ ॥ ১৩ ॥

কিঞ্চাপিসাষ্ট্রোঃ প্রকৃতেঃ পরস্ত বিকারহীনস্ত স্বেবোধতঃ  
সা । উক্তাত ঈশস্ত হুথৈকধাম্নো জ্ঞানাদিমুক্তিঃ পরমস্ত ভূয়ঃ  
॥ ১৪ ॥

শক্তি আছে তাঁহার নাম ভবানী । আগরাওঁ ইহা নিশ্চয়  
করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকি । ৮ । ৯ । যিনি সকলের  
জননী, যিনি মুক্তিদায়িনী, যিনি পরমেশ্বরী, আপনারা নিদোষ  
হইয়া চিহ্ন ধারণ পূর্বক তাঁহাকে উপাসনা করুন । ১০ ।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন । আপনারা যাহা বলি-  
লেন এ সমুদয়ই সত্য । তথাপি প্রকৃতি ও ( পুরুষের ) মধ্যে  
পুরুষশ্রেষ্ঠ । এবং সকল শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে যে, শ্রেষ্ঠের  
( পুরুষের ) জ্ঞান হইলে মুক্তি হইয়া থাকে । ১১ । আত্ম দ্বারা  
আত্মাকে জানিতে পারিলেই লোকে মুক্ত হয়, আর কিছুতেই  
হয় না । “তমেব বিদিষ্যতিমৃত্যুনতি” কোটি কোটি বেদ-  
বাক্য সকল এ বিষয়ে প্রমাণ জানিবে । ১২ । “অজামেকাং  
লোহিতকৃষ্ণকাম্” এই বেদমন্ত্রে অজার ( প্রকৃতির ) স্বরূপ  
বলিয়া অনন্তর মুক্তির নিমিত্ত পরমেশ্বরের তত্ত্ব প্রকাশিত  
হইয়াছে । ১৩ । অপিচ সাংখ্য মতাবলম্বীরা বলেন যে, পুরুষ  
প্রকৃতি হইতে স্বতন্ত্র, তিনি নির্বিকার—তিনি ঈশ্বর, তিনি  
একমাত্র স্বেচ্ছরূপ, ঐ নির্বিকার পুরুষকে জানিতে পারিলেই  
মুক্তি হইয়া থাকে । যে ব্যক্তির যথার্থ জ্ঞান হয়, সেব্যক্তি

ঐক্যং চোক্তং ব্রহ্মণা জ্ঞানিনোহি ব্রহ্মজ্ঞো ব্রহ্মৈব নান্যোহস্তি  
কশ্চিৎ । ব্রহ্মেত্যাদৌ বেদবাক্যে তদেব জ্ঞানং সম্যক্ সাধনীয়ং  
ভবন্তিঃ ॥ ১৫ ॥

বিদ্যা রূপা ভবানী যা প্রোক্তা সাবৈতবেদিনী । তস্তাঃ সং  
সেবনাদ্যস্ত চিত্তশুদ্ধির্বিজায়তে ॥ ১৬ ॥

তস্মাৎ কুঙ্কুমপুণ্ডাদি পরিত্যজ্য তথৈব চ । হৈমপাদাদি  
চিহ্নানি বিদ্যায়াং রতিমাগতাঃ ॥ ১৭ ॥

ব্রহ্মাহমিতি রূপায়াং মুক্তা ভবণ নাতৃথা । এবমুক্তান্ত্যক্ত-  
চিহ্নাঃ সৰ্ব্ব এব পরং গুরুম্ ॥ ১৮ ॥

মাক্সসক্যাপরাঃ পঞ্চপূজাদিনিবতাস্তথা । শুদ্ধাবৈতকৃতপ্রক্কাঃ  
সচ্ছিন্দ্যস্তমুপাগতাঃ ॥ ১৯ ॥

মহালক্ষ্মী ভক্তা পরমপুরুষঃ শঙ্করমণো সনোতো চূর্ণদ্বা  
নিখিলফলদা সৰ্ব্বজননী । মহালক্ষ্মীরাদ্যা প্রকৃতিরসদিত্যাদি নি-  
গঠনৈঃ সদেবেতি ক্রত্যা পরমপুরুষস্তানুগতনোঃ ॥ ২০ ॥

ব্রহ্মপদার্থের সহিত অভিন্ন । “যে ব্রহ্ম জানিয়াছে সে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম  
ভিন্ন আর কিছুই নাই” ইত্যাদি বেদবাক্যেতে যে ব্রহ্মজ্ঞানের  
কথা আছে, আপনারা সকলেই তাহার সাধনা করুন । ১৫ ।  
আপনারা বিদ্যারূপিণী ভবানীর কথা যে বলিয়াছেন তাহা বৈত  
বোধক । তবে ভবানীর জ্ঞান হইলে আশু চিত্ত শুদ্ধি হয় বটে ।  
১৬ অত এবকুঙ্কুমপুণ্ডাদি চিহ্ন সকল ও হৈমপাদ প্রভৃতি চিহ্ন স-  
কল ত্যাগ করিয়া “আমি ব্রহ্ম” ইত্যাকার জ্ঞানে অনুরক্ত হইয়া  
আপনারা মুক্ত হউন । আর কিছুতেই মুক্তি হয় না । এই  
কথা শুনিয়া সকলেই চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিল । তাঁহারা  
পরমগুরু শঙ্করকে প্রণাম করিয়া যান সন্ধ্যা করিতে লাগিল  
পঞ্চ দেবতার পূজা করিতে লাগিল—পরিশেষে শুদ্ধ অবৈত  
বিদ্যার উপর শ্রদ্ধা প্রকাশ পূর্বক শঙ্করের প্রধান শিষ্য হইল  
। ১৭ । ১৮ । ১৯ ।

অনন্তর মহালক্ষ্মীর ভক্তগণ পরম পুরুষ শঙ্করের নিকটে  
আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিল । “অসদেব  
সদেব” ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা নিম্নল শরীর পরম পুরুষ  
পরমেশ্বরের আদ্যাশক্তি মহালক্ষ্মী উক্ত হইয়াছেন । তিনি  
সকল ফলদান করেন এবং তিনি সকলের আদিকরণ । ২০ ।

ব্রহ্মাদিগোহ জাযন্তে বস্তা যন্তাং পরেশিতুঃ। অপ্যন্তর্ভাব  
এবাস্তি সৈব সেব্যা মুমুক্শুভিঃ ॥ ২১ ॥

লক্ষ্ম্যাঃ সকারাধনতৎপরাণাং পদ্মাক্ষমালাভিরলঙ্কিতানাম্।  
বাহ্যোচ্চ কঙ্কাকবিকৃষিতানাং স্কুকুসুমেনাঙ্কিতমন্তকানাম্ ॥ ২২ ॥

হস্তস্থিতা মুক্তিরতোভবন্তিরূপাসনীয়া। সকলেশ্বরেখরী।  
ইত্যুক্ত আহাভূতমেতদ্রুতং মতং ভবন্তিঃ শৃণুতাপি তদ্বম্ ॥ ২৩ ॥

অষ্টাপরাঙ্গা ন তু কলিঙ্গস্ত একোহদ্বিতীয়ঃ সদস্যস্বরূপঃ।  
তদ্বং স আশ্রয়তি নিবোধিতঃ শ্রুতাবানন্দরূপঃ স তু বর্ততে  
সদা ॥ ২৪ ॥

প্রকৃতেস্তদধীনারা মোচকঃ ন সঙ্গতম্। অহং ব্রহ্মেতি  
যো ধ্যাতা তস্ত মুক্তিঃ করেস্থিতা ॥ ২৫ ॥

অনিত্যোপাসকানাং তু লোকবাস্তিস্তথাবিধা। অতো  
বুয়ং পরিত্যজ্য পদ্মকুসুমধারণম্ ॥ ২৬ ॥

যাঁহা হইতে ব্রহ্মাদি দেবতাগণের উৎপত্তি—যাঁহাতে পরমেশ্বরের  
অন্তর্ভাব আছে, মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই সেবা করিবেন  
। ২১। যাঁহার মহালক্ষ্মীর আরাধনায় একান্ত তৎপর—যাঁহার  
পদ্মাক্ষমালা দ্বারা অলঙ্কৃত—যাঁহাদের হস্তে পদ্মচিহ্ন বিকৃষিত,  
কুসুম দ্বারা যাঁহাদের মস্তক চিহ্নিত হইয়া থাকে—যাঁহাদের  
মুক্তি করতলস্থিত জানিবেন। অতএব আপনারা সকলেই  
সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী সেই মহালক্ষ্মীকে উপাসনা করুন।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—আপনারা অতি আশ্চর্য্য  
মত বলিয়াছেন। এক্ষণে যাঁহা প্রকৃত তত্ত্ব, তাঁহা আপনারা  
সকলেই শ্রবণ করুন। ২২। ২৩। পরমাত্মাই সৃষ্টিকর্তা, আর  
কেহ সৃষ্টিকর্তা নহে। তিনি এক, তিনি অদ্বিতীয়, তিনি  
সৎ ও অসৎ, তিনি তত্ত্ব, তিনি আত্মা বলিয়া শ্রুতিতে কথিত  
হইয়াছেন। সেই পরমাত্মা আনন্দরূপে সর্বদা বর্তমান।  
। ২৪। প্রকৃতি ঐ পরমাত্মার অধীন, সুতরাং প্রকৃতির মুক্তি  
দান করিবার সঙ্গতি নাই। তবে “আমি ব্রহ্ম” এই বলিয়া  
যে ধ্যান করে, তাঁহার মুক্তি করহিত জানিবেন। ২৫। যাঁহার  
অনিত্য দেবতার উপাসক, তাঁহাদের পরলোকাদি গমনও  
অনিত্য। অতএব আপনারা পদ্ম, কুসুম চিহ্ন সকল ত্যাগ  
করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতবিদ্যা অবলম্বন করুন। তাঁহা হইলেই

তত্ত্বাত্মদৈতবিদ্যাং বৈসমাপ্রিত্য স্মনাধবঃ। মুক্তাভিব্যম্বে-  
ত্ব্যক্তাঃ শিষ্যতাং সমুপাগতাঃ ॥ ২৭ ॥

তত আগত্য চাচার্য্যং শারদোপাসনেরতাঃ। পুস্তপুস্তক-  
চিহ্নেন যুক্তা নহা বভাবিরে ॥ ২৮ ॥

স্মিনি! বেদস্ত নিত্যস্বাক্ষারদা নিত্যস্বপিনী। কারণং  
সর্বলোকানাং পরাংপরতরা মতা ॥ ২৯ ॥

জগৎকর্তীতি নিত্যাবাগিতি চ শ্রুতিবাক্যতঃ। সৈবাস্ব-  
ব্রহ্মবিজ্ঞাদি শব্দজালৈরুদাহৃত্য ॥ ৩০ ॥

শৃণাতিতস্বরূপা চ সেব্যাগর্ভৈশ্চুমুক্শুভিঃ। বাস্তপাসন-  
মেবাতঃ কুরুধ্বং স্প্রযত্বতঃ ॥ ৩১ ॥

নাবেদেত্যাদিবাক্যেন বেদার্থজ্ঞানবর্জিতঃ। তং পরং  
বাক্যস্বরূপং না ন বেদেতি প্রকাশনাং ॥ ৩২ ॥

বাক্যস্বরূপানুসন্ধানং সর্বদা নিশ্চয়েনহি। বেদার্থজ্ঞান-  
পূর্বকং বৈ প্রকর্তব্যং বিজ্ঞাতিনা ॥ ৩৩ ॥

ইত্যুক্তো ভগবানাহ কণ্ঠতাদ্বাদিসঙ্গমাৎ। সমুদ্ভূতস্ত বেদস্ত  
নিত্যতা কথমুচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

আপনারা মুক্ত হইতে পারিবেন। শঙ্করের এই কথা শুনিয়া  
সকলেই তাঁহার শিষ্য হইল। ২৬। ২৭।

অনন্তর কতকগুলি সরস্বতীর উপাসক শঙ্করের নিকটে  
আসিয়া পুস্তক ও পুণ্ড্র (ফোঁটা) চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া শঙ্করকে  
প্রণাম পূর্বক বলিতে লাগিল। ২৮। প্রভো! বেদ নিত্য  
বলিয়া সরস্বতীও নিত্য। তিনি সকলে লোকের কারণ,  
তিনি পরাংপর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ২৯। তিনি জগতের কর্তা,  
“বাক্য নিত্য” এই বেদ বাক্য দ্বারা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ইত্যাদি  
শব্দে কেবল সরস্বতীই উল্লিখিত হইয়াছেন। ৩০। তিনি শৃণাতিত,  
সকল মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ সরস্বতীর সেবা করিবেন। অতএব  
আপনারা সমস্ত বাক্যের উপাসনা করুন। ৩১। “নাবেদ”  
ইত্যাদি বেদ বাক্য দ্বারা যে ব্যক্তি বেদ কি বেদের অর্থ  
জানে না, সে ব্যক্তি বাক্য স্বরূপ পরমাত্মাকেও জানিতে পারে  
না। বেদের এইরূপ মর্মে ব্রাহ্মণগণ সর্বদা বেদার্থের জ্ঞান-  
পূর্বক নিশ্চয়ই বাক্যের স্বরূপ অনুসন্ধান করিবেন। ৩২। ৩৩

এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শঙ্কর বলিলেন—কণ্ঠতানু ইত্যাদির



বর্ণমাাত্র্য নিত্যত্বং বর্ণনাং সত্ততেকত্বং । নান্যঃ সর্বলয়ে  
তেষাং লয়সম্ভবহেতুতঃ ॥ ৩৫ ॥

বস্তু নিঃস্মিতং বেদা ইতি ব্রহ্মবদর্শনাৎ । বস্তুত্বং  
তদনিত্যং চেতি প্রমাণায় চান্ত্যমঃ ॥ ৩৬ ॥

মহর্ষিভ্যোরবিঃ প্রাহ সৃষ্টিকালেহখিলপ্রভুঃ । যুগান্তে প্রলয়ঃ  
বাত্তং বেদমঙ্গসমম্বিতম্ ॥ ৩৭ ॥

ইত্যুক্তং সূর্যাসিদ্ধান্তে বেদরাশেঃ প্রবর্তনম্ । গতন্তু প্রলয়ঃ  
সূর্য্যং শারদানিত্যতা কুতঃ ॥ ৩৮ ॥

অনিত্যত্বেহপি বেদানাং ব্রহ্মণোনিত্যতা মতা । নিত্যা সা  
শারদাহতশ্চেত্বেইব রম্যমিদং ॥ ৩৯ ॥

আদ্যন্তু জীবন্ত চতুর্মুখন্তু নিত্যত্বশূন্তন্তু মুখে স্থিতায়াঃ ।  
অনিত্যতা যা খলু শারদায়া ন সংশয়ো বুদ্ধিমতোহস্তি  
কশ্চিৎ ॥ ৪০ ॥

প্রকৃতিঃ পরমা সরস্বতী মহাদাদেঃ সকলন্তু কারণং সা । ইতি  
চেন্ন সমঞ্জসং যতোঽৈব পরমাত্মব্যতিরেকিণো মৃষাত্মম্ ॥ ৪১ ॥

যোগে বেদ বাক্য উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহার নিত্যতা কি  
রূপে হইবে? ৩৪। আর এক কথা-বর্ণ মাত্র নিত্য কি বর্ণ  
সমূহ নিত্য? বর্ণ মাত্র নিত্য হইতে পারে না। কারণ, যখন সকল  
পদার্থের লয় হইবে, তখন লয় হইবার কারণ থাকিতে একটি  
বর্ণ থাকিবে, ইহা অর্থোক্তিক কথা। “বস্তু নিঃস্মিতং বেদাঃ”  
বেদ সকল যাহার নিঃস্মাস। এই বচন দ্বারা বেদ জন্য পদার্থ।  
যে বস্তু জন্য, সেবস্তু অনিত্য—এরূপ প্রমাণে শেষ পক্ষটিও  
বলা যাইবে না। অখিল পদার্থের সৃষ্টি কর্তা ভগবান্ সূর্য্য  
(যুগের শেষ সময়ে শিক্ষা কল্পাদি বড়ই সমন্বিত বেদ লয়প্রাপ্ত  
হইবেক,) মহর্ষি দিগকেইহা বলিয়া ছিলেন। ৩৭। এইরূপে  
সমস্ত বেদের উৎপত্তি সূর্য্যাসিদ্ধান্ত গ্রন্থে কথিত হইয়াছে।  
বেদরাশি লয় প্রাপ্ত হইলে সূর্য্য হইতে পুনর্বার তাহাদের  
প্রবর্তন হয়। অতএব সরস্বতীর কিরূপে নিত্যতা হইবে?  
৩৮। বেদবত্যাগণ অনিত্য হইলেও ব্রহ্ম নিত্য এবং শারদা  
দেবী নিত্য। অতএব আপনাদের এরূপ ভয়পত্তা রমণীয় নহে। ৩৯।  
চতুর্মুখ ব্রহ্ম সকলের আদি জীব এবং তিনি অনিত্য। সেই  
চতুর্মুখ ব্রহ্মের মুখে শারদা দেবী অবস্থিত, অতএব শারদা যে  
অনিত্য—কিহে বুদ্ধিমানের কাছে আর কোন সন্দেহ নাই। ৪০।

বাগাদ্যতীতঃ পরএব ভূমা সদাদিবোধ্যঃ প্রকৃতির্ন বাচ্যা ।  
সদাদিশব্দৈরত এব তন্তু জ্ঞানং সুসম্যক্পরিগাধনীরম্ ॥ ৪২ ॥

জ্ঞাতা তমেব খলু মুক্তিপদং প্রয়াতি মার্গো নচান্য ইতি  
বেদ উদাহার। শুদ্ধাধারে সততমেব মতা ভবন্তঃ সাদাদিকর্ম-  
পরমার্গবুদ্ধিমন্তঃ ॥ ৪৩ ॥

কুর্কম্নেনেকচ্ছিতাত্তপহার দূরং শুদ্ধিতাঃ সুখধনন্তু বিমো-  
খতো বৈ। মুক্তা জবিষ্যথ কদাপি নচাত্তথা হীতু্যক্তা বহুবু-  
রখিলা যমিনঃ সুশিষ্যাঃ ॥ ৪৪ ॥

বামাচারঃ সমেত্যাহন্ততোজ্ঞানবতাং বরম্ । সন্ধিৎস্বরূপম-  
জ্ঞায় বৃথাবেষধরো ভবান্ ॥ ৪৫ ॥

নিরতোহদৈতবিজ্ঞানে বক্ষ্যাপুত্রসমে যতঃ । লয়েহপি ভেদ-  
সত্তাতোহদৈতং নৈব কদাচন ॥ ৪৬ ॥

যিনি পরম প্রকৃতি সরস্বতী; তিনিই মহত্ত্ব প্রভৃতির কারণ।  
একথাতেও সামঞ্জস্য রক্ষা হয় না। কারণ, পরমাত্মা ব্যতীত  
সকল পদার্থ বৃথা। ৪১। যিনি পরমাত্মা, যিনি সর্বময়, তিনি  
বাক্যমনের অগোচর, তিনি সৎ। প্রকৃতি কখন ওরূপ হইতে  
পারে না। “সদেব” ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা সম্যকরূপে পরমা-  
আরই জ্ঞানসাধনা করা আবশ্যক। ৪২। “সেই পরমাত্মাকে  
জানিতে পারিলেই লোকে মুক্তি পদ হইয়া থাকে। তিনি  
ভিন্ন আর কোন পথ নাই” বেদে ইহাই উদাহৃত হইয়াছে।  
আপনারা এক্ষণে স্নানাদি কার্যের সকল ফল তাঁহাতে অর্পণ  
করিয়া তদগতচিত্তে শুদ্ধ অদৈত ব্রহ্মে রত হউন। ৪৩। আপ-  
নারা যে সমস্ত পাপ কার্য্য করিয়াছেন, সেই সকল দূরে ত্যাগ  
করিয়া সুখধন পরমাত্মার জ্ঞানে শুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া মুক্ত হই-  
বেন। আর কিছুতেই মুক্তি হইবার উপায় নাই। এই কথা  
বলিবার পর তাঁহারা সকলেই সংযমী শঙ্করের শিষ্য হই-  
লেন। ৪৪ ॥

অনন্তর বামাচারী কতক গুলি লোক আসিয়া জানি  
বর শঙ্করকে বলিল। জ্ঞানের স্বরূপ না জানিয়া আপনি বৃথা  
সংন্যাসবেশ ধারণ করিয়াছেন। ৪৫। বক্ষ্য নারীর পুত্রের  
মতন অনিত্য অদৈত বিজ্ঞানে অনুরক্ত হইয়াছেন। প্রলয়কালেও  
যখন ভেদজ্ঞান বিদ্যমান থাকে, তখন কিছুতেই অদৈতজ্ঞান

ঈশ্বরেণৈব বিমর্শোবৈ পৃথগেবাতি সর্বদা। যদা বিনা প-  
রেশত্বে ক্রিয়া স্বরূপি হ্রস্বতা ॥ ৪৭ ॥

স। শক্তিরস্তীহ সদা। স্বতন্ত্রা অগবিধাজী চ শিবস্ত বীজম্।  
বিদ্যাশ্রিতা তত্র রতিততানাং মুক্তিঃ করত্বা কিল নেতরে-  
বাম ॥ ৪৮ ॥

বিমর্শনঃ সর্বব্যক্তঃ ব্রহ্ম ভূতাদয়ো জগতঃ। তৎপরাসত্ত্বতোহ-  
ন্ত্যন্তততো যদ্যতু তদ্বশম্ ॥ ৪৯ ॥

তত্ভাঃ সেবানিরতমনসাঃ নো নিবেদেধিকারো নাস্ত্যেবৈবঃ  
বিহিতকরণে সিদ্ধতামাগতানাম্। নিষ্টৈশ্চুণ্যে পথি বিচরতাঃ  
কো বিধিঃ কো নিবেদো ভূতাদীনামমলমনসাং ন প্রবৃতির্হি  
মানম্ ॥ ৫০ ॥

তদ্ব্যভবন্তোহপি বিহার সর্বং বিদ্যাং পরামাশ্রয়তামুদৈত্য।

হইতে পারেনা ৪৬। ঈশ্বরেতেও জ্ঞান পৃথক্ ভাবে সর্বদাই  
বিদ্যমান থাকে। যিনি ব্যতীত পরমেশ্বরেরও কোন শক্তি  
থটেনা, সেই শক্তি স্বাধীন ভাবে সদা বিদ্যমান। তিনি জগ-  
তের আদি কারণ, তিনি শিবের বীজমন্ত্র, তিনিই বিদ্যাস্বরূপিণী।  
বাহারা তাঁহার উপর অনুরক্ত, তাহাদের মুক্তি করতলস্থিত।  
অপরের মুক্তি কিছুতেই সম্ভাবনা নাই ৪৭। ৪৮। ভৃগু  
প্রভৃতি মুনিগণ ব্রহ্মকে বিমর্শ (জ্ঞান) স্বরূপ ও অব্যক্ত বলিয়া  
ধাকেন। কিন্তু ঐ ব্রহ্ম সহ গুণের আধিক্য বশতঃ পরাশক্তি  
রূপে কথিত হইরাছেন। (অন্ত আর বাহা কিছু আছে)  
তৎসমুদয়ই ঐ শক্তির বশবর্তী ৪৯। আমরা ঐ শক্তির সর্বদা  
সেবা করিয়া থাকি। আমাদের নিবেদক্যে কোন অধিকার  
নাই। আমরা বিহিত কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।  
আমাদের সকল কার্য সিদ্ধ হইয়াছে। ত্রিগুণাতীত পথে  
আমরা সদা বিচরণ করিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের কোন  
বিধি নিবেদ নাই। তদ্বচিত ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ বাহা  
বলিয়াছেন, তাহাদের প্রবৃতি কখনই প্রমাণ হইতে পারে না।  
৫০। অতএব আপনাদিগেও ঐ শক্তির সর্বদা ঐ পরাবিদ্যা  
অবলম্বন করুন।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন, একথা  
কথাচ বলিও না। কারণ, “ব্রহ্ম” ইত্যাদি বেদবাক্যের  
জ্ঞান হইবার কালে আশ্রিত সমুদয় শব্দার্থের নিবেদ প্রমাণ

ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ মৈবঃ ব্রহ্মেতি প্রত্যাবিবিষ্যৎকালে  
॥ ৫১ ॥

আত্মাতিরিক্তস্ত নিবেদএব কৃতত্ববানীঃ ন বিমর্শমেশঃ।  
নহতি সত্যত্বমনাদ্রনো নো মুক্তিযনিভ্য প্রকৃতেকপাত্তা ॥ ৫২ ॥

মায়াভিরিহ্নঃ পুরুষপ জীবত ইত্যেকমত্ভা বহুরূপতা কত্ভা।  
তদ্ব্যভিদাত্মা প্রকৃতেঃ পরঃ প্রভৃজেরোহতি মোক্ষায় মু-  
কুতি মুদা ॥ ৫৩ ॥

ঈশানো ভূততব্যাত্তেত্যাদিকপ্রতিবোধিতো। অকিকিৎকর  
ইত্যুক্তি শ্রোত্যা দেব নচাত্তপা ॥ ৫৪ ॥

কলজাদননীলানাং সুরাপানাদি কুর্ষতাম্। ব্রাহ্মণ্যং নাস্তি  
যুগাকং কুরুতাতো বিনিহুতিম্ ॥ ৫৫ ॥

ভৃগুণা তাড়িতো বিকুঃ কুন্তজেন সরিৎপতিঃ। গীতঃ কথং  
ন ভবতামস্তু শক্তিস্তথাবিধা ॥ ৫৬ ॥

হইয়াছে। অতএব সে স্থানে অন্য কোন শক্তির লেশ নাই,  
কি কোন সত্ত্বের কথা নাই। আত্মগুণ্য অনিত্য প্রকৃতির উ-  
পাসনা দ্বারা মুক্তিও হইতে পারে না। ৫১। ৫২।

“মায়াভিরিহ্নঃ পুরুষপ জীবত” মায়া বশতঃ ইহ  
বহুরূপী হন, ইত্যাদি প্রতি বাক্য দ্বারা শক্তির অনেক  
প্রকার রূপ শোনা যাইতেছে। অতএব যিনি চিন্তাত্মা, তিনি  
প্রকৃতিরও পর বলিয়া কথিত। সুতরাং মোক্ষার্থী ব্যক্তিগণ  
মোক্ষের জন্য সেই প্রভু পরমাত্মাকে ধ্যান করিবেন ৫৩।  
“ঈশানো ভূততব্যাত্তে” তিনি ভূত-ও ভবিষ্যতের ঈশ্বর।  
ইত্যাদি বেদ বাক্য দ্বারা অপরের উপাসনা করিলে যে মুক্তি  
হয়, তাহা বলা অকিকিৎকর মাত্র। কেবল মূর্খতা বশতঃ  
লোকে ঐ কথা বলিয়া থাকে। নতুবা পরমাত্মা ভিন্ন আর  
কাহারও উপাসনা করিলে মুক্তি হয়না ৫৪। বিবলিগুণ ধর-  
কদ্বারা হত হরিণ মাংসের নাম কলজ। বাহার ঐ কলজাদি  
ভক্ষণ করেন, বাহার সুরাপানাদি অবৈধ কার্য করেন, তাহা-  
দের যেমন ব্রাহ্মণ্য থাকে না; তদ্রূপ আপনাদেরও ব্রাহ্মণ্য  
নাই। সুতরাং বাহাতে তাহা হইতে নিহুতি পাওয়া যায়,  
তাহার উপায় করুন ৫৫। ভৃগুযুনি বিকুর বশতঃইহ পদাঘাত  
করেন, অগস্ত্যযুনি সযুজ পান করেন, বৈ আপনাদের সৌভাগ্য  
শক্তি নাই কেন? ৫৬। আপনাদি ব্রাহ্মণ্যভি হইতে এই

ন হি যুক্তিতরৈর্বিধায় শাক্তান্ প্রতি বাখ্যা-  
হরণেহপি তানশাক্তান্ । বিজজাতিবহিষ্কৃতাননা-  
র্যানকরোল্লোকহিতায় কৰ্মসেতুয় ॥ ৩ ॥

অভিপূজ্য স তত্র রামনাথঃ সহ পাঠোঃ স্ববশে-

তদ্ব্যবহৃততাত্ত্ব্যক্ । অষ্টৈব্রাক্ষণজাতিতঃ । প্রারম্ভিত-  
মহুর্ভেরমিত্যুক্তান্তে পরং শুক্লম্ ॥ ৫৭ ॥

মহা প্রারম্ভিতমেবাণ্ড কৃত্বা শুদ্ধাধ্বৈতে সংরতাঃ সাধুব্রতাঃ ।  
সংকর্মহাঃ পঞ্চপূজাপরান্তে জাতাঃ শিষ্যাঃ সর্বসন্দেহদীনাঃ ॥  
। ৫৮ ॥

এতৎসর্বং সংগ্রহেণ দর্শয়তি । সহি ত্রীশঙ্করস্তান্ শাক্তান্  
প্রতিবাখ্যাহরণেহপি যুক্তাতিশয়েরশক্তাবিধায় কৰ্মসেতুমক  
রোৎ । তাবিশিনষ্টদ্বিজৈতি । আচার্য্যস্ত বিজরোহপি ন স্বখ্যা-  
ত্য়াদ্যর্থনিত্যাহ লোকহিতায়েতি ॥ ৩ ॥

এবং সেতুঃ প্রতি প্রস্থিতেন তত্র প্রদানে তুলাভবানী-  
নিকটস্থানাং পরাজয়ঃ সংক্ষেপেণ প্রদর্শ্য রামেশ্বরপ্রাস্তদেশ-  
স্থানাং তং সংগ্রহেণ বর্ণয়িতুমাভিপূজ্যতি । রামেশ্বরঃ

যে সমস্ত শাক্তগণ প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ  
হইল, আচার্য্য শঙ্কর, ব্রাক্ষণ জাতি হইতে বহিষ্কৃত,  
ও অনার্য্য সেই সমস্ত শাক্তদিগকে অকাট্য যুক্তি  
দ্বারা আপনার বশে আনিয়া কৰ্ম পদ্ধতির উপর  
সেতু (আল) বাঁধিলেন । ৩ ।

হইরাছেন, এক্ষণে মূৰ্খতা ত্যাগ করিয়া প্রারম্ভিতের অনুষ্ঠান  
করুন । এই কথা শুনিয়া পরম শুক্ল শঙ্করকে নমস্কার করিয়া  
স্বীয় প্রারম্ভিত করিলেন । নির্মল অবৈত মতে অনুরক্ত  
হইরা সঙ্করের মতন সংকরের অনুষ্ঠান ও পঞ্চদেবতার পূজা  
করিয়া তাহার সমস্ত সন্দেহ হইতে মুক্তিনাভ পূর্ণক শঙ্করের  
শিষ্য হইলেন । ৫৭-৫৮ ॥

বিধায় চোলান্ । দ্রবিড়াংশ্চ ততো জগাম কাঞ্চীং  
নগরীং হস্তিগিরে নীতশ্বকাঞ্চীম্ ॥ ৪ ॥

বক্ষ্যমাণপ্রকারেণাভিপূজ্য পাঠোঃ সহ চোলানেশবিশেষাম্  
দ্রবিড়াংশ্চ বশে বিধায় ততো হস্তিসংজ্ঞকস্ত পর্বতস্ত কটি-  
মেখলাভূতাং কাঞ্চীং নগরীং জগাম ॥ ৪ ॥

ইদমভ্যবধেরং । রামেশ্বরং রামকৃতপ্রতিষ্ঠং কামেশ্বরীভূবি-  
তবামভাগং, মহেশ্বরীলোচ্ছলমুৎকিরীটং ভীমেশ্বরং দ্ব্যমিহ  
পূজয়ামি ॥ ১ ॥

ইতি গঙ্গাজলৈঃ শুদ্ধৈরর্চয়ামাস শঙ্করঃ । সুবিধৈঃ পদভৈঃ  
পুষ্পৈর্কৈশ্চৈক্যকলৈস্তথা ॥ ২ ॥

এইরূপে আচার্য্য যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের  
নিকট প্রস্থান করেন, তৎদালে ‘তুলাভবানীর’  
নিকটবর্তী সকলকে যে পরাজয় করেন, তাহা  
সংক্ষেপে একরূপ দেখান হইয়াছে । এক্ষণে  
রামেশ্বরশিবের প্রাস্তদেশস্থ লোকদিগকে কি-  
রূপে পরাজয় করিলেন, তাহা বলা যাইতেছে ।  
শঙ্কর ঐ স্থানে রামেশ্বরশিবের অর্চনা করিয়া  
পাণ্ড্য দেশীয় লোকদিগের সহিত চোল দেশীয়  
ও দ্রবিড় দেশীয় লোকদিগকে পরাজয় করিয়া,  
হস্তিনামক পর্বতের নীতশ্বের কাঞ্চী (চন্দ্রহার)  
স্বরূপ কাঞ্চী নগরীতে গমন করেন ॥ ৪ ॥

রাম যে শিবপ্রতিষ্ঠা করেন, দেবী কামেশ্বরী বাহার বাম-  
ভাগে বিরাজমান, উচ্চকান্ত মণির মতন উজ্জল কিরীট বাহার  
মস্তকে শোভা বৃদ্ধি করিতেছে, সেই রামেশ্বর শিবের আমি  
অর্চনা করিতেছি । ১ ॥ এইরূপে শঙ্কর নির্মল গঙ্গাজল, বিঘবল,  
করল ও অত্যন্ত রক্ত পুষ্প রস দ্বারা তাহার অর্চনা করিলেন । ২ ॥

তত্র মাসবয়ং বাসং কৃতবত্যাৰ্য্য আগতাঃ । অষ্টৈতদ্রোহিণঃ  
শৈব্যা লিঙ্গাঙ্কিতভূজধরাঃ ॥ ২ ॥

কালে শূলাঙ্কিতা রৌদ্রা ভক্তা লিঙ্গেন চিত্তিতাঃ । ভমরক-  
ধরা বাতবয়ে তুগ্রান্তথা হৃদি ॥ ৪ ॥

শূলং শিরসি লিঙ্গং চ ধারিণো জঙ্গমাস্তথা । ললাটে হৃদয়ে-  
নাভৌ বাহুভ্যাঃ শূলেন চিত্তিতাঃ ॥ ৫ ॥

শুকং পাণ্ডপতা নভা প্রোচুঃ কারণমীশ্বরঃ । শিবোহতশ্চিহ্ন-  
সংযুক্তৈঃ সেবনীরঃ প্রযত্নতঃ ॥ ৬ ॥

ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্ । উর্ধ্বরেতঃ  
বিক্রপাকং বিশ্বরূপায়ৈব নমঃ ॥ ৭ ॥

দ্যৌর্মূৰ্ধনং যন্ত বেদাবদন্তি যং বৈ নাভিং চক্ৰসূর্য্যো চ  
নেত্রে । দিশঃ শ্রোত্রে বাণিবৃত্তাশ্চ বেদান্তং মুমুকুর্ভৈশ্চ শরণমহং  
প্রপদ্যে ॥ ৮ ॥

ইত্যাদিবচনৈরুচৈঃ শিবে ভক্তিযতাং যতে ! । তস্ত লোকে  
ভবেদ্বাসঃ শিবচিত্তাঙ্কিতাঙ্কনাম্ ॥ ৯ ॥

এখানে আৰ্য্য শঙ্কর দুই মাস বাস করিবার পর অষ্টৈত  
মতের পরম শত্রু কৃতকগুলিন শৈব, বাহুগলে শিবলিঙ্গের  
চিত্র ধারণ করিয়া উপস্থিত হন । ৩। শৈবদিগের ললাটে  
শূলের চিত্র, ক্রান্ত-উপাসক ভক্ত শৈবদিগের সর্সাজে শিবলিঙ্গের  
চিত্র, ভূজবয়ে ও হৃদয়ে ভমরর চিত্র, মস্তকে শূল ও লিঙ্গের  
চিত্র, ললাটে, হৃদয়ে, নাভিতে ও বাহুদ্বয়ে শূলচিত্র ।

তখন শৈবগণ শঙ্করকে নমস্কার করিয়া বলিল—“ঈশ্বর  
শিবই জগতের কারণ” অন্তএব তাঁহার চিত্র ধারণ করিয়া যত্নের  
সহিত তাঁহার সেবা করিতে হইবে । ৩। ৪। ৫। ৬। যিনি  
ঋত ও সত্য, যিনি পরব্রহ্ম, যিনি কৃষ্ণ ও পিঙ্গল বর্ণ পুরুষ,  
যিনি উর্ধ্বরেতা, যিনি ত্রিলোচন, সেই বিষ্ণুরূপ শিবকে  
নমস্কার । ৭। সমস্ত বেদ, সর্গকে যাহার মস্তক, আকাশকে  
নাভি, চক্ৰ সূর্য্যকে হৃদয় চক্ৰ, দশদিককে হৃদয় কণ, বিবৃত  
বেদ সকলকে বাহ্য বাক্য বলিয়া থাকে ; আমি মোক্ষার্থী  
হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলাম । ৮। হে যতিবর ! এই  
সকল বাক্য দ্বারা যাহারা শিবের উপর ভক্তিমান ও শিবচিত্র  
সর্সাজে ধারণ করেন, তাঁহাদের শিবলোকে বাস হইয়া থাকে

কিঞ্চ কারণচিত্তার্য্য শঙ্কুরাকাশমধ্যগঃ । প্রৌঢ়কথাশ্রৈঃ  
পৃষ্ঠৈঃ কক্ষমিত্যাহ শঙ্করঃ ॥ ১০ ॥

অহমেকঃ পুরা দেবা আসং যতো নচাপরঃ ; ইহানীমহমে-  
বান্নি সম্যগো জগদীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥

ইতি তস্মাচ্ছিবঃ কর্তা সামান্তৈরপ্যদীৰিতঃ । সদব্রহ্মা-  
দিতৈকঃ শব্দৈরুপাদানতয়া প্রভুঃ ॥ ১২ ॥

বাসুদেবঃ পুরা হ্যসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ । ইত্যত্র বাসুদে-  
বাখ্যোমহাদেব ইতীরিতঃ ॥ ১৩ ॥

ব্রহ্মতাস্মিন্ জগৎসর্গং বাসুন্তেন প্রকীৰ্ত্তিতঃ । স চাসৌ হেব  
ইত্যাক্রো জগৎকর্তা মহেশ্বরঃ ॥ ১৪ ॥

শং সূখং জীবনং যোহসৌ করোত্যশ্র স শঙ্করঃ । পালকো  
বিকুরাখ্যাতঃ স নাসীৎ প্রাকৃতং লয়ম্ ॥ ১৫ ॥

পাল্যস্তান্তাবতোহস্ত্যত্র প্রমাণং কৃষ্ণভাষিতম্ । ক্রজ্ঞাণাং  
শঙ্করশাস্ত্রীতোবং শিবরহস্যকে ॥ ১৬ ॥

মহাদেবস্ত বাক্যানি মুনিঃ তুর্কাসসং প্রতি । সাবধান-  
তয়া তানি শ্রোতব্যানি যতীশ্বর ! ॥ ১৭ ॥

১২। অপিচ যখন জগতের কারণের চিন্তা হয়, তখন দেবতারা  
আকাশের মধ্যবর্তী শঙ্কুকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কে ?  
তখন মহাদেব বলিলেন—হে দেবগণ ! আমি পুরাকালে এক  
ছিলাম, আমি ভিন্ন অপর আর কেহই নাই । এক্ষণে আমি  
দুই হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছি । অতএব শিব যে জগতের  
সৃষ্টিকর্তা ইহা সাধারণ লোকেও বলিয়া থাকে । তিনি সৎ-  
তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দ দ্বারা—তিনি জগতের উপাদান (মূল)  
কারণ । পূর্বে কেবল বাসুদেব বিদ্যমান ছিলেন, ব্রহ্মাও  
ছিলেন না । এই স্থানে বাসুদেব শব্দে মহাদেব কথিত হই-  
য়াছেন । ১০। ১১। ১২। ১৩। সমস্ত জগৎ যাহাতে বাস করে  
তাহার নাম বাসু । সেই বাসু নামক দেবতাকে বাসুদেব  
কহে । সুতরাং বাসুদেব শব্দে জগতের কর্তা মহেশ্বর । ১৪।

যিনি এই জগতের শং অর্থাৎ সূখ উৎপাদন করেন তাঁহার  
নাম শঙ্কর । তিনিই জগতের পালনকর্তা বিষ্ণু বলিয়া কথিত  
হইয়া থাকেন । দেবতাকে পালন করিতে হইবে, তাহার অভাবে  
প্রকৃতির লয় হয়না । এবিধে কৃষ্ণের বাক্য প্রমাণ ।  
“আমি একমশক্বেশ্বর অখ্যে শঙ্কর” শিবরহস্য এহে হুবাশী  
মুনির প্রতি এই সমস্ত মহাদেবের বাক্য প্রমাণ জানিবেন



অহমেকাকরঃ কর্তা পরাংপরতরঃ শিবঃ । সদাশ্রী ব্রহ্ম-  
বিষ্ণুশ্চ লোকানামাদিকারণম্ ॥ ১৮ ॥

পুরাণঃ পূর্বগঃ পূর্বজ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠোহহমধরঃ । মদিচ্ছাকুপিণী  
শক্তি জগৎসংহারকারিণী ॥ ১৯ ॥

লুপ্তা মথ্যেব সা সৃষ্টা পুনঃ সৃষ্টৌ ময়াহ নব ! । সা মহত্ত্ব-  
মুৎপাদ্য ত্রিগুণাঙ্করকারণম্ ॥ ২০ ॥

অহঙ্কারঃ সমুৎপাদ্য ত্রৈগুণ্যঃ পূর্বতত্ত্বতঃ । গুণত্রয়াস্বিকান্  
কৃত্বা ক্রদ্রানেকাদশাব্যয়ান্ ॥ ২১ ॥

রাজসং সৃষ্টিকর্তারং কারয়ামাস সাদরম্ । সাত্বিকান্ পালন-  
পরান্ তামসান্ প্রলয়েখরান্ ॥ ২২ ॥

ক্রমাদবর্ণসংজাতমূর্গাচ্চ মবর্ণতঃ । তেষু মুখ্যতয়া ব্রহ্ম-  
বিষ্ণুকৃত্বা ইতিত্রিধা ॥ ২৩ ॥

অন্ত্রে তদমুভূতিহা এবমেবাদশেশ্বরঃ । তেবাং বিভূতরঃ  
সর্বৈ দেবা লোকাশ্চরাচরাঃ ॥ ২৪ ॥

পৃথক্ পৃথঙ্ নামগতাস্তত্তৎকর্ম্মামুসারতঃ । তে সর্বৈ প্রলয়ে

ব্রহ্মভেজভেব লয়ং গতাঃ ॥ ২৫ ॥

রাজসে রক্তবর্ণে চ সত্ব ব্রহ্মা সমস্তত্বং । কৃকো নারায়ণশ্চৈব  
ভেজস্ততোহভবৎ পুরা ॥ ২৬ ॥

কৃত্ত্বস্ত শুক্লবর্ণে তু হস্তো নারায়ণঃ স্বয়ম্ । স তু কৃত্ত্বঃ প্রকৃ-  
ত্যন্তর্গতঃ শুক্লেন তেজসা ॥ ২৭ ॥

মদিচ্ছা শুক্লবর্ণা সা মথ্যেব বিলয়ং গতা । অতোহম্যানন্তঃ  
সর্বার্থবেদৈরপি ন গোচরঃ ॥ ২৮ ॥

বেত্তি কশ্চিন্ন ময়ায়াং জন্মস্থিতিলয়াবহান্ । অতো ক্রদ্রা-  
র্চনপরা ক্রদ্রমুক্তজপাশ্রিতাঃ ॥ ২৯ ॥

পঞ্চাকরীজপপরা ক্রদ্রাক্ষাভ্যন্তরৈর্গুতাঃ । ভূতিভূষিতস-  
র্বাঙ্গাঃ সদাধ্যানপরায়ণাঃ ॥ ৩০ ॥

ঈশ্বরং ক্রদ্রমব্যক্তং ব্যক্তরূপজগন্ময়ং । যেহর্চয়ন্তি নরশ্রেষ্ঠা-  
ন্তেবাং মুক্তিঃ করে স্থিতা ॥ ৩১ ॥

অতত্ত্বভূতিক্রদ্রাক্ষধারণং কুরু সর্বদা । কুরু নিত্যং মহা-  
দেবপূজনং ভক্তিসংযুতঃ । হৃদ্যাসসে মুনীন্দ্রায় হেবমুক্তা সদা-  
শিবঃ ॥ ৩২ ॥

হেযতিবর ! আপনি সাবধানে ঐ সমস্তকথা শ্রবণ করুন  
। ১৫। ১৬। ১৭। “আমি একাকর কর্তা, আমি পরাংপর  
শিব। আমি সকলের আত্মা, আমি ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ও সমস্ত  
লোকের আদি কারণ। ১৮। আমি পুরাতন, আমি সকলের  
পূর্ববর্তী, আমি সকলের জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ, আমার দ্বিতীয় নাই।  
। ১৯। আমার ইচ্ছাকুপিণী শক্তি জগৎসংহার করিয়া থাকে,  
শেষে আমাতেই লীন হয়। পুনর্বার সৃষ্টিকালে আমি তাহাকে  
সৃষ্টি করিয়া থাকি। ২০। সেই শক্তি ত্রিগুণের অঙ্কুর স্বরূপ  
মহত্ত্ব উৎপাদন ও ত্রিগুণাত্মক অহঙ্কার উৎপাদন করিয়া  
পূর্ব তত্ত্ব হইতে অব্যয়, গুণত্রয়যুক্ত একাদশ ক্রদ্র সৃষ্টি করিয়া,  
আদরের সহিত রাজসগুণযুক্ত সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি করেন। সত্ব-  
গুণযুক্ত পালক ও তমোগুণ যুক্ত লয়কারকদিগের সৃষ্টি করেন  
। ২১। ২২। ক্রমশঃ অ, উ, ম অর্থাৎ (ওঁ) এই তিনবর্ণ  
হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন জনের উৎপত্তি হয়।  
একাদশ ক্রদ্র ঐ তিনজনের অঙ্গগামী। সকল দেবতা ও স্বাবর  
জন্ম সমস্ত লোক, ঐ সকলের ঐশ্বর্য স্বরূপ জানিবেন  
। ২৩। ২৪। স্বয়ং কর্ম্মামুসারে পৃথক্ পৃথক্ নাম ধারণ করেন

এবং প্রলয় উপস্থিত হইলে তাহারা সকলে ব্রাহ্মভেজে লীন  
হইয়া থাকেন। ২৫। রাজোগুণ রক্তবর্ণ, ব্রহ্মা ঐগুণে সমস্ত  
জগতের সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণ পূর্বে নারায়ণেরই ভেজে অন্ত-  
র্গত হন। ২৬। নারায়ণ স্বয়ং কৃত্ত্বের শুক্লবর্ণ ভেজে লীন  
হন। সেই কৃত্ত্ব শুক্লবর্ণ ভেজের সহিত প্রকৃতির মধ্যে লীন  
হন। ২৭। আমার ইচ্ছা শুক্লবর্ণ, পরে ঐ ইচ্ছা আমাতেই  
লীন হয়। অতএব আমি অনন্ত, সকল বেদেও আমার  
মহিমা জানেনা। ২৮।

সৃষ্টিস্থিতি ও লয়কারিণী আমার ইচ্ছাকে কেহই জানেনা।  
অতএব বাহারা ক্রদ্রপূজা, ক্রদ্রমুক্তজপ, পঞ্চাকরীজপ, ক্র-  
দ্রাক্ষের আভরণ, সর্বোদে বিভূতি লেপন ও সর্বদা ধ্যান-  
মগ্ন হইয়া (প্রকাশরূপ জগতের লয় কালে) অব্যক্ত ক্রদ্র দেবের  
অর্চনা করে, তাহাদের মুক্তি করস্থিত। ২৯। ৩০। ৩১। অতএব  
আপনি সর্বদা বিভূতি বিভূষিত হউন ও ক্রদ্রাক্ষ ধারণকরুন। ভক্তি-  
ভাবে সর্বদা মহাদেবের পূজা করুন। মুনিবর হৃদ্যাসামুনিকে  
সদাশিব এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান হইলেন।” তদবধি মুনিবর

অন্তর্দধে তদাচারশক্তোহভূন্বনিসত্তমঃ । ইত্যতঃ পরমা-  
খ্যাসৌ সেকনীয়ো মুমুক্শুভিঃ ॥ ৩৩ ॥

নারায়ণোহকামরতাহরিভীষঃ প্রজাঃ সৃজামীতি ততো  
মহাস্তি । ভূতাত্তজায়ন্ত তথা বিধাতা প্রজাপতিশ্চাপি জনিং  
প্রয়াতো ॥ ৩৪ ॥

অত্রাপি নারায়ণশব্দবাচ্যো মহেশ এবাস্তি যতস্ত নারম্ ।  
ব্রহ্মৈজ্জবিষ্ণুাদিনৃণাং সমূহঃ স্থানং তদস্তাখিলবুদ্ধিগন্ত ॥ ৩৫ ॥

অষ্টৈবাংশা বিশ্বদেবাঃ প্রমাণং স্বম্বিন্নর্থো বেদ এবাস্তি  
যোহনৌ । যে ভূম্যাদৌ সস্তি ক্রত্বা নতিস্তেভ্যঃ সর্বৈভ্যোহন্বৈব-  
মাহাতিযত্নাং ॥ ৩৬ ॥

কারণত্বেন জ্যেষ্ঠত্বং তথা প্রাহ কনিষ্ঠতাম্ । কার্য্যায়না  
যতো জাতাস্তিদেবা ইতি চ শ্রুতিঃ ॥ ৩৭ ॥

সত্যং জ্ঞানমনস্তং যো গুহ্যাতঃ নিহিতং প্রভূম্ । বেদে-  
ত্যাদিশ্রুতি প্রোক্তস্ততো দেবমহেশ্বরঃ ॥ ৩৮ ॥

নিগূর্ণোহপ্যেব এবেশশ্চিহ্নায়িত্বা চিরং পুরা । সৃজামীত্যা-  
নন্তেজঃ পূর্য্যাকারেণ সৃষ্টবান্ ॥ ৩৯ ॥

দুর্কাসা সদাচার সম্পন্ন হইলেন । অতএব ঐহারা মোক্ষার্থী,  
ঐহারা পরমাত্মা সদাশিবকে সর্বদা আরাধনা করিবেন । ৩২ ।  
৩৩ । অদ্বিতীয় নারায়ণ কামনা করিলেন যে, আমি প্রজা  
সকল সৃষ্টি করি । কামনামাত্র মহৎ প্রাণিসকল উৎপন্ন  
হইল । পরে বিধাতা এবং প্রজাপতি উৎপন্ন হন । ৩৪ ।  
এ স্থানেও নারায়ণ শব্দে মহেশ্বর । কারণ, নার শব্দে ব্রহ্মা,  
ইজ, বিষ্ণু ইত্যাদি দেব ও নরগণ এবং অরন শব্দে বুদ্ধিগন্ত এই  
জগৎ । এই উভয়ে মিলিয়া নারায়ণ হইয়াছে । ৩৫ । সমস্ত  
দেবতা সেই নারায়ণের অংশ সন্নিবৃত্ত । এ বিষয়ে বেদ প্রমাণ  
আছে । “ভূতলে যে সকল রক্ত আছে তাহাদিগকে প্রণাম” অতি-  
যত্নে বেদ বাক্যদ্বারা একথা স্থির করা হইয়াছে । ৩৬ । বেদদ্বারা  
আরও প্রমাণ হইয়াছে যে, ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বর এই তিন দেবতা  
কারণ রূপে জ্যেষ্ঠ এবং কার্য্যরূপে কনিষ্ঠ । ৩৭ । যেব্যক্তি  
“গুহ্যাহিত, সত্য, জ্ঞান, আনন্দ স্বরূপ প্রভুকে জানে” ইত্যাদি  
বেদবচনেও মহাদেব কথিত হইয়াছেন । ৩৮ । ঐ ঈশ্বর  
নিগূর্ণ হইলেও পূর্বে চিত্তাকরিত্বা ছিলেন যে, আমি সৃষ্টি ক-

মনশ্চক্ষুঃ তথা সন্ধ্যং ভৌমং সৌমং তু বায়ুদম্ । স্বপ্নজ্ঞান-  
ময়ং দেবগুরুং গুরুময়ং সিতম্ ॥ ৪০ ॥

ক্লেশাশ্রকং শনিকৈবং চকার পরমেশ্বরঃ । সূর্য্যাদিমণ্ডলা-  
নীশতেজসা ভাস্তি ন স্বতঃ ॥ ৪১ ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাস্তি ন চক্ষুতরকং নেমা বিদ্যাতো-  
ভাস্তি কুতোহয়মগ্নিঃ । তমেব ভাস্তমমুভাস্তি সর্বং তস্ত ভাসা  
সর্বমিদং বিভাস্তি ॥ ৪২ ॥

ইতি ক্রতেস্ততো দেবা নারায়ণপদাম্পদাং । ব্রহ্মা প্রজা-  
পতি বিষ্ণুঃ প্রজাপালনকৃৎ তথা ॥ ৪৩ ॥

আসীন্ নারায়ণঃ পূর্কং নেশানো ন বিধিস্তথা । ইতি  
শ্রুতৌ বিষ্ণুরুক্ত ঈশানো ন মহেশ্বরঃ ॥ ৪৪ ॥

সর্বাভাবেহপি নাভাবঃ পরেশস্ত কুদাচন । জগৎকারণভূতস্ত  
বেদবাক্যপ্রমাণতঃ ॥ ৪৫ ॥

কর্ম্মণা জায়তে লোকঃ কর্ম্মণৈব হি লীয়তে । ইতি বাক্যা-  
জ্জগদীজং কশ্মৈবাস্তিতি নোচিতম্ ॥ ৪৬ ॥

রিব । তাহাতেই তিনি আপনার তেজ সূর্য্যরূপে প্রথমে সৃষ্টি  
করেন । ৩৯ । পরমেশ্বর, মন হইতে চক্ষু, সন্ধ্য ( বল )  
হইতে ভৌম ( মঙ্গল ) বাক্য হইতে সৌম্য ( বৃষ ) এবং  
গুরুবর্ণ দেবগুরু গুরুচার্য্য, স্বপ্ন ও জ্ঞান হইতে এবং শনিকে  
ক্লেশপ্রদ করিয়া সৃষ্টি করেন । পরমেশ্বরের তেজে সূর্য্যাদি  
মণ্ডল প্রদীপ্ত হয় । তাহাদের স্বতঃ দীপ্ত হইবার কোন  
শক্তি নাই । ৪০ । ৪১ । পরমেশ্বরের নিকট সূর্য্যচন্দ্র নক্ষত্র  
ও বিহীন কাহারও প্রভা নাই । অতএব সে প্রভার কাছে  
এই অগ্নির দীপ্তি অতি সামান্যমাত্র । তিনি দীপ্তিশালী  
হইলে এইজগতের দীপ্তি হয় ও ঐহার প্রভাদ্বারা এই জগতের  
প্রভা হয় । ৪২ । এই বেদ বচনে নারায়ণ পদাভিষিক্ত দেবতা  
হইতেই প্রজাপতি ব্রহ্মা ও প্রজাপালক বিষ্ণুর উৎপত্তি হয়  
। ৪৩ । পূর্বে কেবল নারায়ণ ছিলেন, ঈশান কি বিধি  
কেহই ছিলেননা । এই বেদবাক্যে ঈশানশব্দে বিষ্ণু কিন্তু  
মহেশ্বর নহে । ৪৪ । সকল বস্তুর অভাব হইলে ও জগতের  
কারণ স্বরূপ পরমেশ্বরের কখন অভাব হয়না । বেদবচনের  
প্রামাণ্যে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । “কর্ম্মবশতঃ

ঈশঃ বিনা জড়ঃ কৰ্ম ফলদানে কৰ্ম নহি । ব্রহ্মাতা-  
বিদোনিদ্ভা বেদ উক্তা ততো ন সঃ ॥ ৪৭ ॥

অসম্মেব ন ভবতি অসদ্ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ । অতি ব্রহ্মেতি  
চেদেদ সন্তমেনং ততোবিদুঃ ॥ ৪৮ ॥

ইতি তন্মাজ্জগৎকর্তৃশ্ৰেয়শ্চ পরাশ্রয়ঃ । উপাসনং তথা  
তস্ত চিত্তানাং ধারণং স্মৃৎ ॥ ৪৯ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্যবরো বভাষে সৃষ্টিং স্থিতিং প্রলয়ং চৈক-  
এব । ব্রহ্মাদিরূপেণ কৰোতি দেবো বেদার্থ এবোহুভিমতো  
সমাপি ॥ ১ ॥

মূলহীনং তু লিঙ্গাদে ধারণং ত্যাজ্যমেবহি । সৰ্বদেবময়-  
স্তাস্ত তাপঃ শ্রেয়স্করো নহি ॥ ২ ॥

নাভেরূপং সোমপাস্ত নাভ্যধস্তাদসোমপাঃ । দেবাস্তি-  
ষ্ঠন্তি বিপ্রস্ত্রে বেদবেদাঙ্গপারগে ॥ ৩ ॥

এই জগতের উৎপত্তি ও কৰ্মবশতঃই জগতের লয় ।” এই  
বাক্যে জগতের বীজ, কৰ্ম হইতে পারে । কিন্তু একথাও বলা  
উচিত নহে । কারণ, ঈশ্বর ভিন্ন সকল কৰ্ম জড়, জড়কৰ্ম কখন  
শুভাশুভ ফল দিতে পারে না । যে ব্যক্তি ব্রহ্মার অভাব  
জানে, বেদে তাহার অত্যন্ত নিন্দা উক্ত হইয়াছে । অতএব  
পরমেশ্বর অসৎ হইয়াও সৎ । যখন ব্রহ্মা অসৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম  
নাই যদি এরূপ জানা যায়—তখনই ব্রহ্মা আছেন, এরূপ  
জানা যায় । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ ।

অতএব জগৎ কর্তা পরমাত্মা মহেশ্বরের উপাসনা এবং  
তাঁহার চিত্ত সকল ধারণ করা অতি ভাল । ৪৯ ।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন, দেব পরমাত্মা  
ব্রহ্মাদিরূপে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার করিয়া থাকেন, বেদের  
এরূপ অর্থ আমারও অভিমত । ১ । কিন্তু লিঙ্গাদি ধারণ করি-  
বার কোন মূল নাই, স্তূতরাং উহা ত্যাগ করা উচিত । যিনি  
সৰ্বদেবময়, তাহাকে তাপ দিলে মঙ্গল হয় না । ২ । বেদ  
বেদান্তের পারমার্থী ব্রাহ্মণগণের (বিশেষতঃ নাভির উর্দ্ধে সোম-  
পায়ী দেবতা ও নাভির অধোদেশে বাহারা সোমরস পান  
করেন না) এরূপ দেবতা সকল বাস করেন শঙ্কর প্রভৃতি  
দেবতাগণ শিখা, মস্তক, ললাট, কর্ণ, নাসিকা, কপোল,

শিরানিরোললাটঃ চ কর্ণৌ ভ্রাণং কপোলকম্ । জিহ্বায়াং  
চ তথাচৌষ্ঠৌ চিবুকং কণ্ঠমেব চ ॥ ৪ ॥

অংসদ্বয়ং ভূজদ্বয়ং বাহুদ্বয়ং তথা । বক্ষোনাভিঃ  
কটি লিঙ্গং বৃষণং চোরুজাহ্নুকম্ ॥ ৫ ॥

গুল্ফৌ পাদৌ সমাশ্রিত্য মদাদ্যাঃ সৰ্বদেবতাঃ । পিতরো  
মুনয়শ্চৈব স্নানাদ্যাহারমিশ্রিতৈঃ ॥ ৬ ॥

নিত্যাদিকৰ্মভিত্তিপ্তা ভবামো নাত্ৰ সংশয়ঃ । ইত্যেবং  
প্রোক্তবান্ ব্রহ্মাহরণকেতুং প্রতীশ্বরঃ ॥ ৭ ॥

ঋতিস্তথোচে সকলাহি দেবা বসন্তি দেহে খলু ভূম্বরস্ত ।  
তোহস্ত তাপে তু কৃতে সুরাস্তে পলায় সংযান্তি শরীরতোহস্ত  
॥ ৮ ॥

এনং শপ্তা পলায়ন্তে দেবাঃ শীষাদিবাসিনঃ । পতিতোহয়ং  
ভবত্যেব শূদ্রবচ্চিত্তিকাঠবৎ ॥ ৯ ॥

ব্যাধিং বিনা কৰ্মযোগ্যে বিপ্রান্ত্রে চিত্তমীক্ষ্য চ । লোকে-  
শ্বরং ভানুমীক্ষেদথবা ব্রহ্মনা বিশেৎ ॥ ১০ ॥

ইত্যাদিবাক্যানি বহুনি সন্তি যোন্তামিতীয়াঃ ঋতিরেষ সা-  
ক্ষাৎ । উপাসনং ভেদযুক্তং বিনিম্যং ক্রতে তথাত্মা ঋতিরেষ-  
মাহ ॥ ১১ ॥

(গাল), জিহ্বা, ওষ্ঠ, চিবুক (দাড়ি), কর্ণ, দুই স্বক, দুই  
বাহু, দুই করতল, বক্ষঃস্থল, নাভি, কটিদেশ, লিঙ্গ,  
বৃষণ (অণ্ডকোশ) উরু, জাহ্নু (হাঁটু) গুল্ফ (গুড়মুড়ো) দুই পদ  
এই সমস্ত স্থান আশ্রয় করিয়া বাস করেন । পিতৃগণ, ঋষিগণ,  
স্নান, পূজা, আহাৰাদি নিত্যকৰ্মে তৃপ্ত হইয়া থাকেন, এ  
বিষয়ে কোন আর সন্দেহ নাই । পরমেশ্বর ব্রহ্ম অরণ্যকেতুর  
প্রতি এই কথা বলিয়াছিলেন । ৪ । ৫ । ৬ । ৭ । এ বিষয়ে বেদ-  
বচন আছে—ব্রাহ্মণের দেহে দেবতা সঞ্চারিত বসতি করেন ।  
ঐ ব্রাহ্মণের শরীর হইতে ঐ দেবতাগণ পলাইয়া যান । ৮ ।  
ব্রাহ্মণের মস্তক প্রভৃতি অবয়বে যে সকল দেবতা বাস করেন,  
তখন তাঁহারা ব্রাহ্মণকে শাপ দিয়া পলায়ন করেন । তখন  
ব্রাহ্মণ শূদ্রের মত ও চিত্তার কাঠের মতন পতিত হইয়া  
থাকেন । ৯ । ব্যাধি বিনা কৰ্মের উপযুক্ত ব্রাহ্মণের দেহে  
চিত্ত দেখিয়া লোকেশ্বর স্বর্ঘ্য দর্শন করিবে, অথবা ব্রহ্মে প্রবেশ  
করিবেক । ১০ । চিত্তাদি ধারণ বিষয়ে ইত্যাদি অনেক বাক্য

লোকান্ হি সৰ্ৱান্ থলু কৰ্মণা চিত্তান্ৱিত্যহীনানবলোক্য  
ভুৱনঃ। নিৰ্ৱেদমায়ায় কৃতে ন লভ্যতে মোক্ষোহিত আত্মজ-  
মনস্তমানসঃ ॥ ১২ ॥

বেদার্থজ্ঞঃ ব্রহ্মবোধায় গচ্ছেদিত্যেবং তস্মাদ্বিমোক্ষায়  
বোধ্যম্। ব্রহ্মবান্যচ্চিহ্নসংধারণং তু ব্যর্থং মুক্তিঃ কেবলং  
জ্ঞানতোহস্তুি ॥ ১৩ ॥

তং হৃদর্শং গূঢ়মমুপ্রবিষ্টং শুভাহিতং গহ্বরেষ্টং পুরাণম্।  
অধ্যাত্মযোগাভুগতেন দেবং মম্বা ধীৰো হর্বশোকো জহাতি  
॥ ১৪ ॥

নায়মায়া প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহনা শ্রুতেন।  
যমেবৈষ বৃণুতে ভেন লভ্যন্তুশ্চৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ ॥ ১৫ ॥

অশরীরং শরীরেধনববদেধবদ্বিতম্। মহান্তং বিভূমাঙ্গানং  
মম্বা ধীৰো ন শোচতি ॥ ১৬ ॥

যদা চর্যবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজায়  
হুঃখস্তান্তো ভবিষ্যতি ॥ ১৭ ॥

আছে। অধিক কি এই বেদই সাক্ষাৎ প্রমাণ রহিয়াছে। ভেদ-  
যুক্ত উপাসনা নিলনীয়, তাহা অত্র বেদবচনে স্পষ্ট কথিত হই-  
য়াছে। ১১। কৰ্মসঞ্চিত অনিত্য লোক সকল দর্শন করিয়া  
ব্রাহ্মণ হুঃখিত হইবেন। “কোন কার্য দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়  
না” অতএব একমানে বেদের অর্থজ্ঞ আত্মজ্ঞানী ব্রহ্মণের নিকটে  
ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত গমন করিবেক। অতএব মোক্ষের জন্ত  
ব্রহ্মকেই জানিবেক। অত্র চিহ্ন ধারণ করা বৃথা, মুক্তি কেবল  
জ্ঞান হইতেই উৎপন্ন হয়। ১২। ১৩। যাহাকে কিছুতেই  
দেখা যায় না, যিনি গূঢ়ভাবে শুভার মধ্যে অবস্থিত, যিনি  
গহ্বরের ইষ্ট ও যিনি পুরাতন, সুধীজন অধ্যাত্মযোগে ঐ পরমা-  
দেবতাকে জানিয়া হর্ব ও শোক ত্যাগ করেন। ১৪। উপদেশ  
কি মেধাশক্তি দ্বারা অথবা বিবিধ সাক্ষ্য দ্বারা আত্ম লাভ হয়  
না। তবে ঐ আত্মা যাহাকে বরণ করে তাহারই আত্ম লাভ হয়  
এবং তাহারই আত্মা স্বীয় শরীর আবরণ করিয়া রাখে। ১৫।  
নব্ব শরীরে আত্মা অবস্থান করে না। আত্মার শরীর নাই,  
তিনি মহান, তিনি বিহু, ধীর ব্যক্তি আত্মাকে এইরূপ ভাবিয়া  
শোক করেন না। ১৬। মানবেরা কংকালে চর্মের ন্যস্তন

তস্মাদ্ভুগমিত্য পরাত্মবিদ্যাং প্রাপ্তাং শুরোরৈব কৃপাকটাক্ষাৎ।  
অভেদবাদামৃতপানতৃপ্তো ভবেতি সংশ্রুত্য শুরোমুখীজাৎ ॥  
১৮ ॥

বিদেবনীরনামা বৈ কশ্চিন্নিদ্ভদ্রগ্রীঃ। উবাচ পরমগ্রীতঃ  
স্বামিনং পরমং গুরুম্ ॥ ১৯ ॥

স্বামিংস্বমেব শরণং মম সৰ্বদাসি সংসারসর্পবিষদষ্টতনুং  
নয়াশু। মামদ্য যুদ্ধতিনির্মলবেদবাক্যে নষ্টা ভিদাশ্চি শিব  
এব জগৎপিতাহম্ ॥ ২০ ॥

মহাদেবস্ত পূজায়াঃ ফলং ত্বমসি সত্তম!। অদ্বৈতামৃতদাতা  
ত্বং রুদ্রাদপ্যন্তমোত্তমঃ ॥ ২১ ॥

ইত্যেবং স্তুতিপাত্রস্তং স্তুত্বা নত্বা মুহমুহঃ। পীত্বা পানো-  
দকং সম্যক্ তদ্বক্তাচারতংপরঃ ॥ ২২ ॥

স্বকুলগ্রামদেশস্থান্ সৰ্ৱানদ্বৈতবর্জিনঃ। কৃত্বা গুণকং নমস্কৃত্য  
সুখমাস স শঙ্করম্ ॥ ২৩ ॥

আকাশ বেষ্টন করিবে, তখন দেবকে না জানিয়া হুঃখের  
অন্ত হইবেক। ১৭। অতএব গুরুর কৃপাকটাক্ষ হইতে যে  
আত্মবিদ্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহা অবলম্বন করিয়া অদ্বৈত  
মতরূপ অমৃতপানে তৃপ্ত হও।

বিদেবনীর নামক এক জন প্রধান শৈব, গুরুর মুখ হইতে  
এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া প্রভু পরম গুরু শঙ্করকে  
বলিল। ১৮। ১৯। হে প্রভো! আপনি সর্বদাই আমার র-  
ক্ষক। সংসাররূপ সর্পবিষে আমার শরীর জলিত, এক্ষণে  
আপনি অদ্য আমাকে শান্ত করুন। আপনার নির্মল  
বেদবাক্য দ্বারা আমার ভেদ জ্ঞান নষ্ট হইল। এক্ষণে  
আমি জগৎ পিতা শিব তুল্য হইয়াছি। ২০। হে জ্ঞানিধর!  
আপনিই মহাদেবের পূজার ফল। আপনি অদ্বৈতরূপ  
অমৃতদান করিয়াছেন, আপনি রুদ্র হইতেও অত্যন্ত  
। ২১। এই রূপে স্তুত্বপাত্র শঙ্করকে স্তুত্ব করিয়া ও বার-  
বার নমস্কার করিয়া তাঁহার পানোদক পান করিয়া সম্যকরূপে  
অদ্বৈতমতের আচারে তৎপর হইল। ২২। তিনি আপনার  
কুল, গ্রাম ও দেশস্থ সকলকে অদ্বৈতমতাবলম্বী করিয়া গুরুর  
শঙ্করকে নমস্কার পূর্বক ঐ স্থানে সুখে বাস করিয়া  
রহিলেন। ২৩।



ততোহি তু তিরিক্তাক্ষারিণো নিবৃতিহিতাঃ । প্রোচুর্কি-  
পক্ষপূর্ণান্য দৃষ্টা বামিনমহুতম্ ॥ ২৪ ॥

মায়াবেশধরঃ কথং প্রামাণিকমতামমুম্ । ভ্রষ্টং কৃষ্ণাধুনা-  
গতং পুণ্ড্রোহিতিকককঃ ॥ ২৫ ॥

ব্রাহ্মণ্যাহুতমং প্রোক্তং বৈকব্যং মুনিসত্তম ! । বৈকব্যাদ-  
ধিকং শৈবামিতাজঃ প্রাহ নারদম্ ॥ ২৬ ॥

তন্মাদাকুপতনং কিমর্থং ভবতা কৃতম্ । নমন্ত ইতি বেদে-  
ন স্ততঃ সম্যক্ত্বং মহেশ্বরঃ ॥ ২৭ ॥

সর্বানমশিরোগ্রীবঃ সর্বভূতগুহাশরঃ । সর্বব্যাপী স  
ভগবাং স্তম্যং সর্বগতঃ শিবঃ ॥ ২৮ ॥

ইতি খেতাস্ততর্ঘ্যায়ুঃ স্তুতমুক্তোপসংহৃতম্ । ততস্তেনাপি  
সর্বাত্মা শিব এব নিরূপিতঃ ॥ ২৯ ॥

পশ্যো তে হ্রীশ্চ লক্ষ্মীশ্চ পার্শ্বহোরাত্রকে মতে । ইতি বাক্য-  
ময়েনাপি শিব এব নিরূপিতঃ ॥ ৩০ ॥

গঙ্গা হ্রীঃ পার্বতী লক্ষ্মীস্তমতিঃ শিব ইরিভঃ । কালে চ  
বামলে চৈব তদাক্যাদি যুনে ! শৃণু ॥ ৩১ ॥

হিমাগ্রাদপতন্ মোলো গঙ্গা ক্রুদস্য বেগতঃ । তদীকৃত্য-  
সজ্জাতো হবাদীতাং গদাশিবঃ ॥ ৩২ ॥

হ্রীমতী ভব নাত্যুচৈ বর্জ সস্ত্রাপ্য মামিহ । পুরুষং পুরুষ-  
শ্রেষ্ঠং ব্রহ্মবিকৃদিকারণম্ ॥ ৩৩ ॥

সা তং নম্রা মহাদেবং তদাগ্রভূতি ভক্তিতঃ । হ্রীয়া তং যাত  
মিলিতা হ্রীরিতি প্রোচ্যাতে বৃধৈঃ ॥ ৩৪ ॥

তত্শাক্ষমধুনাক্রুতা শক্তি স্মাহেশ্বরী পরা । মহালক্ষ্মীরিতি  
খ্যাতা শ্রামা সর্বমনোহরা ॥ ৩৫ ॥

তত্শান্তেজঃকণাজ্জাতা লক্ষ্মীবাকোটয়ঃ পুরা । শিবতেজঃ-  
সমুদ্ভূতা হরিত্রাক্ষাদিকোটয়ঃ ॥ ৩৬ ॥

ক্রিয়ন্তে পুনরৈবৈতে তত্রতত্র লয়ায়ুগাঃ । ইতি তস্মাক্ষি-  
স্তেব তৎপতিত্বং স্মৃনিশ্চিতম্ ॥ ৩৭ ॥

অনন্তর আর কতকগুলিন লোকে বিভূতি ও রুদ্রাক্ষের  
মালা ধারণ এবং শিবলিঙ্গের চিত্র ধারণ, তৎপরে বিপক্ষদি-  
গকে বধ করিবার জন্য শূল প্রভৃতি ধারণ পূর্বক অদ্ভুত শব্দকে  
দেখিয়া বলিতে লাগিল । ২৪ । প্রামাণিক, মত হইতে এই  
মত ভ্রষ্ট করিয়া, ও মায়া বেশ ধরিয়া, অতিশয় বঞ্চকের মতন  
একগুণে তুমি কোথায় যাইতেছ ? এবং তোমার নাম কি ? । ২৫ ।  
“হে মুনিবর ! ব্রাহ্ম মত হইতে বৈকবমত অতি উত্তম, বৈকব  
মত অপেক্ষা শৈবমত অধিক উত্তম” একথা বিষ্ণু নারদকে  
বলিয়াছিলেন । ২৬ । অতএব যাচাতে পতন আছে, আপনি  
কেন তাহাতে আরোহণ করিয়াছেন ? ।” বেদে ‘নমস্তে’  
বলিয়া মহাদেবের স্তব করা হইয়াছে” আপনি উত্তমরূপে  
মহাদেবের স্তব করেন নাই কেন ? । ২৭ । মহাদেবের সকল-  
দিকে মুখ, সকলদিকে মস্তক ও সকল দিকে গ্রীবা । তিনি  
সকল জীবের হৃদয়-গুহায় অবস্থান করেন । তিনি সর্বব্যাপী  
—অতএব ভগবান্ শব্দে সর্বগত । ২৮ । এইরূপে খেতাস্তর  
উপনিষদে তাঁহার স্তব আরু বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে ।  
অতএব একারণেও শিব সকলের আত্মা বলিয়া নিরূপিত  
হইয়াছে । ২৯ । শিবের লজ্জা আর আর লক্ষ্মী দুই পরী,

এবং দিবা আর রাত্রি, উভয় পার্শ্ব বলিয়া কথিত হইয়াছে । এই  
দুইটা বাক্যদ্বারা কেবল শিবকেই নিরূপণ করা হইয়াছে । ৩০ ।  
গঙ্গা হ্রী (লক্ষ্মা) পার্শ্বতী লক্ষ্মী-এই উভয়ের পতি শিবই কথিত  
হইয়াছেন । হেয়ুনে ! স্বর্গপুরাণে আর বামলে এই সঙ্কে  
অনেক কথা আছে শ্রবণ করুন । ৩১ । রুদ্রের বেগে হিমা-  
লয়ের অগ্রহটেতে গঙ্গা তাঁহার মস্তকে পতিত হয় । গঙ্গার ভারে  
বাক্ত হইয়া সদাশিব গঙ্গাকে বলিলেন । আমি পুরুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ  
পুরুষ, এবং আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতির কারণ, আমাকে পাইয়া তুমি  
লজ্জাবতী হইও আর শরীরের ভার একটু লঘু করিও । ৩২ । ৩৩ ।  
তদবধি গঙ্গা ভক্তিতাবে মহাদেবকে নমস্কার করিয়া লজ্জায়  
শীত্ব তাঁহাতে মিলিত হইলেন । একারণে পণ্ডিতেরা গঙ্গাকে  
হ্রী বলিতেন । ৩৪ । সস্ত্রাতি পরাংপর্য মালেশ্বরী শক্তি মহে-  
শ্বরীর জোড়ে আরোহণ করিয়াছেন । তাহাতেই শ্যামবর্ণা  
সর্বাক্ষ স্তম্বরী মহালক্ষ্মীর উৎপত্তি হয় । ৩৫ । ঐ মহালক্ষ্মীর  
তেজকণা দ্বারা কোটি কোটি লক্ষ্মী সরস্বতীর জন্ম হয় । এবং  
শৈবতেজে কোটি কোটি ব্রহ্মা বিষ্ণু উৎপত্তি হয় । ৩৬ ।  
সর্বত্রই লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতি দেবতাগণকে লয়ের অঙ্গগত  
হইয়া পুনর্বার সৃষ্টি করেন । অতএব এই সমস্ত কারণে

ভক্তিকরসম্বাদে যক্ষিণে পান্ডবৈঃ ১১ দিনং স্নাত্বিতা  
বাসে ভাগে দেব্যা মতা যতঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রামবর্ণাপি চাধর্ষবেদে সর্কপাশ্রমতাম্ । নিত্যানিতোহ-  
হমিত্যাদিনাহ যন্ত সুরান্ শিবঃ ॥ ৩৯ ॥

জগৎকারভূতঃ তথা শিবহরতকে । ধ্যেয়াদিকমাখ্যাতঃ  
শিবস্ত পরমাশ্রমঃ ॥ ৪০ ॥

ধ্যেয়েষে তব সাক্ষিণৌ মুনিগণা জ্ঞানপ্রদেষে শুকো বেল্যেষে  
নিগম্যঃ স্বভক্তবিমতক্রান্তৌ কৃতাস্তাদয়ঃ । নিত্যেষে ভগবন্!  
পিতামহশিরঃপ্রগুরুমাদ্যন্তমোঃ শূন্তেষে চ বরাহহংসবপুর্ষৌ  
পদ্মাকপদ্মাসনৌ ॥ ৪১ ॥

এবং ক্রতিষু সর্বত্র জগৎকারণমীশ্বরঃ । রুদ্র উক্ত ইতি-  
জ্ঞেয়ং ন চৈবাশ্রো বিবেকিভিঃ ॥ ৪২ ॥

তপ্তগির্জাদিক্রান্তাবিভূত্যা দিকধারণাং । পীঠাদ্যর্চনয়া  
চৈব রুদ্রাধ্যায়জপেন চ ॥ ৪৩ ॥

শিষ্য মহাদেবই তাঁহাদের পতি । ৩৭ । মহাদেবের নির্মল  
শক্তিকরুণা, যক্ষিণ পার্শ্বে দিন, এবং দেবীর বামভাগে শ্রাম-  
বর্ণ স্নাত্তি কথিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ শিব, অর্ধ বেদে “আমি  
নিত্য আমি অনিত্য” ইত্যাদি বাক্য দ্বারা আপনার দেবগণকে  
( শিব যে সকলের আত্মা ) তাহা বলিয়াছেন । ৩৯ । ঐরূপ  
শিবরহস্যগ্রন্থে, গুরুশ্রী শিবয়ে, জগৎকারণ ও সকলের  
মোক্ষ, ভাষা ও কথিত হইয়াছে । ৪০ । “হে ভগবন্! আপনাকে  
যে ধ্যান করিতে, হস্ত তন্ত্রবিদ্যে মুনিগণ, সাক্ষী, জ্ঞানপ্রদানে  
আপনি শুকবেদ, আপনি যে জ্ঞেয় পদার্থ, তদ্বিষয়ে আপনি  
নিগমশাস্ত্র । যাহারা আপনার ভক্ত তাহাদিগকে যদি  
কেহ কুমন্ত্র শিষ্টা দেয়, আপনি কুমন্ত্রিয়ে যম । আপনি যে  
নিত্য ঐ নিত্যে ত্রস্তার মন্ত্রকল্পিত যোগ। সকল প্রমাণ ।  
আপনি যখন অসম্ভব পুণ্য, তখন বরাহেশ্বরীরধারী কুমন্ত্রাক্র-  
মক, এবং হংসেশ্বরীর ধারী পদ্মাসন, হস্তা” । ৪১ । এইরূপ  
বেদে সকল স্থানে জগৎকারণ রুদ্রই উপস্থিত বলিয়া, উক্ত হইয়া  
ছেন । যাহারা বিবেকী তাহারা রুদ্রকে উপস্থিত বলিয়া  
কানি করেন । আর কাহাকেও উপস্থিত বলিয়া নির্দেশ করেন  
নাই । ৪২ । তপ্তগির্জা, রুদ্রাক ও বিভূতি প্রভৃতি ধারণা,

সর্কপাশ্রমবিনীতঃ প্রাপ্তোতি শিবরমতাম্ । রুদ্রকাণ্ডেই-  
মর্খোহি সম্যক্তে ন নিরূপিতঃ ॥ ৪৪ ॥

ভেষঃ কৃষ্ণা শুকদারগমন, সুরাপান পীঠা ত্রস্তারাক্রমকৃষ্ণা ।  
ভস্মচ্ছয়ো ভস্মশয্যাশয়ানো রুদ্রাধ্যায়ী মুচ্যতে সর্কপাশ্রমঃ ॥ ৪৫ ॥

কোটিজগ্মো পুণ্যঃ শিবো ভক্তিঃ প্রকারভেদে । বহ-  
নাত্ৰ কিমুক্তেন যন্ত ভক্তিঃ শিবো দৃঢ়া ॥ ৪৬ ॥

মহাপাপোষপাপোষকোটিপ্রভোহপি মুচ্যতে । ইত্যুক্তং  
শিবগীতায় পুনস্তত্র চ কীর্তিতম্ ॥ ৪৭ ॥

ধর্মার্থকামমোক্ষার্থাঃ কারং যান্তথ যেম টৈবা । মুনরতঃপ্রব-  
ক্ষ্যামি ত্রতং পাণ্ডপতাভিধম্ ॥ ৪৮ ॥

কৃষ্ণা তু বিরজাঃ দীক্ষাং ভূতিরুদ্রাকধারণক্ । জপস্ত বেদ-  
সারাণ্যঃ শিবনামসহস্রকম্ ॥ ৪৯ ॥

সন্ত্যজ্য তেন মর্ত্যকং শৈবীং তদ্রমবাধ্যত । ততঃ প্রসন্নো-  
ভগবান্ শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ॥ ৫০ ॥

পীঠাদির অর্চনা ও রুদ্রাধ্যায়জপ ইত্যাদি কার্য দ্বারা সকলে  
পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শিবসাদৃশ্য লাভ করিয়া থাকে ।  
রুদ্রকাণ্ডে এই অর্থই উত্তমরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে  
। ৪৩ । চৌর্যাদৃতি, শুকদারগমন, সুরাপান ও ত্রস্তারাক্র-  
মকরিয়া ভস্মচ্ছাদিত কলেবর, ভস্মশয্যাশ্রয় শয়ন ও  
রুদ্রাধ্যায়পাঠ করিলে সর্কপাশ্রম হইতে মুক্ত হওয়া যায়  
। ৪৪ । কোটিজগ্মে পুণ্য সঞ্চয় করিলে শিবো ভক্তিঃ প্রকার-  
“এবিষয়ে আর অধিক কি বলিব, যাহার শিবো দৃঢ়ভক্তি  
আছে, সেব্যক্তি যদি কোটি কোটি পাপ করিয়া থাকে, তাহাপি  
সে মুক্ত হয়” শিবগীতায় একথা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে ।  
শিবগীতায় আর একভাবে আছে, হেমুনিগণ । তোমরা  
যেদ্রুপে ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের পানে যাইতে পার, আমি সেই  
পণ্ডিত ব্রত বলিব । ৪৫ । ৪৬ । ৪৭ । ৪৮ । তোমরা বিরজা  
দীক্ষা, বিভূতি ও রুদ্রাক ধারণ, জপ, বেদসার শিবের সহস্র  
নাম করিয়া এই মানব সেহ পরিত্যাগ পূর্বক শৈব পন্থীর  
লাভ করিবে । “অনন্তর জগতের মঙ্গলকর ভগবান্ শঙ্কর প্রসন্ন  
হইয়া তোমাদের বহনগোচর হইয়া তোমাদিগকে চৈবকায়  
মান করিবেন” একথা ভাগ্যবিস্তার উপনিষদেও নিরূপিত

তৎকালে কৃত্তবাহনোঃ কবীঃ বঃ প্রাকৃতিকঃ ইতি কাল-  
মিক্রোপনিষদ্যপি নিরূপিতম্ ॥ ৫১ ॥

অকৃতঃ প্রাকৃতিকঃ বিকৃতিরিত্তি বিকৃতম্ ॥ অতো বিকৃতি-  
মাহাশ্ব্যঃ কেন বক্তুং শূন্যক্যতে ॥ ৫২ ॥

কৃত্ত্ব কঠে কঠোঃ চ বক্তব্যঃ কৃত্ত্বাক্ষরশাঃ ॥ কীলকঠেই অব-  
মর্ত্যো ব্রাহ্মণশ্চৈব পরাংপরঃ ॥ ৫৩ ॥

ইত্যন্তান্তঃ সংশ্লিষ্টঃ সংহিতায়াঃ কতীকরঃ ॥ অতন্তান্ত-  
নৈব তদ্ধামৈতীতি মানতঃ ॥ ৫৪ ॥

লিঙ্গাক্ষরমবশ্যং বৈ কঠব্যং যোগ্যকাজিক্রিয়ঃ ॥ ইত্যুক্ত-  
আহ নৈবাত্র বহুতাপো বিবক্ষিতঃ ॥ ৫৫ ॥

কিছু কৃত্ত্বাদিকং তালঃ কৃত্ত্বচাক্ষরশাঃ কৃষ্ণঃ ॥ ইত্যুক্তে  
নারদীয়েন বিরোধাদবহুতাত্থা ॥ ৫৬ ॥

লিঙ্গাক্ষরমবশ্যং কৃত্ত্বা পশ্চাদ্ভুক্তিতঃ তথা ॥ মানমেব  
তদা কার্যমথবা সূর্যমীকরেন ॥ ৫৭ ॥

পতিতঃ তন্তুলিঙ্গাভ্যঃ চক্রাক্ষরমথাপি বা ॥ বাহ্যাজ্ঞেণাপি  
নার্চেত পাবণাচারতৎপরন ॥ ৫৮ ॥

হইয়াছে । ৪৯ । ৫০ । ১ । অতএব ব্রাহ্মণেরা অবশ্য বিকৃতি  
ধারণ করিবেন । কোন ব্যক্তি জগদ্ব্যাপী শিবের বিকৃতি-  
মাহাশ্ব্য বলিতে পারে ? ২ । “মন্তকে, কঠে, দুই কর্ণে, দুই  
হস্তে কৃত্ত্বাক্ষর ধারণ করিলে, যে কোন মানব শিব হয় এবং  
ব্রাহ্মণ হইলেন তিনি ঐ কৃত্ত্বাক্ষর ধারণে পরাংপর হন” হে বতী-  
শ্বর । এ কথা অগস্ত্য সংহিতায় উক্ত হইয়াছে । যে ব্যক্তি  
বিকৃতি ও ব্রাহ্মণাদি ধারণ করিয়া আত্মশরীর উপভোগ করে  
নাই, সে ব্যক্তি শিব পদ প্রাপ্ত হন না” এই প্রমাণে বাহ্যর  
মোক্ষার্থী অবশ্য তাহার লিঙ্গ চিহ্ন ধারণ করিবে ।

এই কথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য বলিলেন । আপনারা যে  
পূর্বে তাপের কথা বলিয়াছেন, এখনে তাপ শব্দে বহু তাপ  
নয় । কিছু কৃত্ত্ব অস্ত্র তাপ এবং কৃত্ত্ব চাক্ষরশ ধারা কৃষ্ণ-  
ইত্যেই হইবে । এই বৃহন্নারদীয় বচনের বিরোধ হয় । যথা—“লিঙ্গ-  
চিহ্নিত বা শব্দ চক্রাদি চিহ্নিত শরীর দেখিলে তৎকালে মান  
করিলে, অথবা সূর্য দর্শন করিলে ॥ পতিত, ও তন্তুলিঙ্গাক্ষর  
ও চক্র চিহ্নিত ব্যক্তিকে কখন বাহ্যও অর্চনা করিবে না । পাবণ

শূর্যবৎ স পরিভ্রাজ্যেয়ঃ জীবন্তবনমাহুতিঃ ॥ কঠিককঠঃ চ  
হব্যক কব্যাক্ষাপি বৃণা ভবেৎ ॥ ৫৯ ॥

ভক্ষণনাং পরিভ্রাজ্যায়নং যজ্ঞতিমস্ক্রিয়ম্ ॥ অনি  
শূত্রেকগাদভূতেন্নিচক্রাক্ষরিতং বিনা ॥ ৬০ ॥

অপি চেদ্বিগম্যচরন্তো বেদোক্ততৎপরঃ ॥ লিঙ্গচক্রা-  
মাত্রেণ স সদ্যঃ পতিতো ভবেৎ ॥ ৬১ ॥

ইত্যুক্তঃ হি বৃহন্নারদীয়ে কিং প্রকীর্তিতম্ ॥ মার্কণ্ডেয়-  
পুরাণে বৈ শ্রোতব্যং তৎসমাহিতৈঃ ॥ ৬২ ॥

ব্রাহ্মণানাং চ গায়ত্র্যাঃ সমাদোহিত্যহান্ পুরা ॥ অতন্তয়া-  
তিসংশপ্তাঃ পাবণাচারেইব দৈবতাঃ ॥ ৬৩ ॥

বেদোক্তকর্মহীনশ্চ তাত্ত্বিকাচারতৎপরঃ ॥ যুগ্ম তলো  
ভবন্তে বমিতি তানাহ সা কৃষা ॥ ৬৪ ॥

অতঃ কলিযুগে প্রাপ্তে ভবিষ্যন্তি বিজ্ঞাথমাঃ ॥ বেদার্থহীনাঃ  
পাবণা লিঙ্গচক্রাদিচিহ্নিতাঃ ॥ ৬৫ ॥

ওর আচার তৎপর ঐ ব্যক্তিকে পূজ্যঃ মতন ত্যাগ করিবে ।  
জীবিত শবের মতন ঐ ব্যক্তি অশ্মশ্রুতা ঐ ব্যক্তিকে হব্য  
কব্য বাহ্য দেওয়া যাইবে তৎসমুদায়ই বৃথা হয় ৬০ । ৬১ । ৬২ ।  
৬৩ । ৬৪ । ৬৫ । মন্ত্রপুত অন্ন চক্রচিহ্নিত ব্যক্তির দর্শনে  
পরিভ্রাঙ্গ করিবে । যদি শূত্রও দর্শন করে তথাপি ঐ অন্ন  
ভক্ষণ করিবে, কিছু লিঙ্গ চক্রচিহ্নিত ব্যক্তি দর্শন করিলে ঐ  
অন্ন ভক্ষণ করিবে না । যদি কোন ব্যক্তি বেদাচারমত ও বেদান্ত  
তৎপর হয়, সে ব্যক্তি লিঙ্গচক্র চিহ্ন মাত্রে সদ্যঃ পতিত হয় ।  
এই কথা বৃহন্নারদীয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে । মার্কণ্ডেয় পুরাণে  
বাহ্য কথিত হইয়াছে, আপনারা সমাহিত মনে তাহা শ্রবণ  
করুন । ৬০ । ৬১ । ৬২ । পূর্বকালে ব্রাহ্মণকিণের ও গায়ত্রীর  
একটি বিবাদ হইয়াছিল । সেইবিবাদে সার্বভৌম ব্রাহ্মণলিঙ্গকে শাপ  
দেন । তাহাতে দেবতাগণ পাবণ হয়, বেদোক্ত কর্ম পরিভ্রাঙ্গ  
করে, তাত্ত্বিক আচারের মত হয় । গায়ত্রী কোর একাক্ষর পূর্বক  
বলিলেন, “তোমরা কলিকালে ঐ রূপ অজ্ঞান্য করিতেই  
শিবে” । ৬৩ । ৬৪ । এই কারণে কলিকালে উপস্থিত হইলে  
বিজ্ঞাথম সকল, বেদের অর্থহীন, লিঙ্গচক্রাদি চিহ্নিত, পাবণ



জ্ঞানকর্মপথাদ্রষ্টাঃ কামক্ৰোধাদিশীড়িতাঃ । দুরাত্মানঃ  
সত্যধর্মবর্জিতাঃ শাপভাগিনঃ ॥ ৬৬ ॥

কলৌ ত্রিংশৎসহস্রাব্দে পুনর্নষ্টা ভবন্তি তে । নিঃশেষতাং  
গতাঃ পশ্চাদবৈতার্থানুচিন্তকাঃ ॥ ৬৭ ॥

সত্যধর্মপরা তুরো ভবিষ্যন্তি ম সংশয়ঃ । ইতি তন্মাত্র-  
কর্তব্যং লিঙ্গাদে ধারণং নরৈঃ ॥ ৬৮ ॥

যতো যাচো নিবর্তন্তে অগ্রাপ্য মনসা সহ । ইতি সত্যাদি-  
লক্ষ্যস্তোপাস্ত্যাগোচরতা মতা ॥ ৬৯ ॥

ততো ব্রহ্মাবতারস্ত শিবস্তোপাসনং ক্রতো । প্রোক্তং তন্ত  
নিরাসো নো কর্ত্বং কেনাপি শক্যতে ॥ ৭০ ॥

ভূতিল্পদ্রাক্ষরোশ্যপি কর্তব্যং ধারণং নরৈঃ । কিন্তু লিঙ্গাদি-  
চিহ্নানাং ধারণে মানশূন্ততা ॥ ৭১ ॥

ততঃ গোবাচ ভক্তাগ্রগণ্যস্তঃ পরমং গুরুম্ । অসমর্থঃ  
পুরা দেবাস্ত্রিপুরাস্থরনাশনে ॥ ৭২ ॥

জ্ঞান কর্মের পথ হইতে ভ্রষ্ট, কাম ও ক্রোধাদি কর্তৃক পীড়িত,  
দুরাত্মা, সত্য ধর্ম বর্জিত ও শাপভাগী হইবে। ৬৫। ৬৬।  
কলির তিন সহস্র বৎসর গত হইলে পুনর্বার তাহার নষ্ট হইবে।  
পশ্চাৎ অষ্টমত মতের অর্থচিন্তক ব্রাহ্মণ সকল একেবারে  
নিঃশেষ হইবে। ৬৭। পুনর্বার সত্য ধর্ম পরারণ হইয়া যে  
তাহারা জ্ঞান গ্রহণ করিবে, ইহাতে আর সংশয় নাই। অতএব  
মহুবাগণ কখনই লিঙ্গাদি ধারণ করিবে না। ৬৮। “যাহাকে  
না পাইরা মনের সহিত বাক্য সকল যে স্থান হইতে নিবৃত্ত হয়”  
ইত্যাদি বেদ বাক্যে সত্য পরার্থের লক্ষ্য পরমাত্মা যে উপাস্য  
নহে, তাহা কথিত হইরাছে। ৬৯। অতএব ব্রহ্মাবতার শিবের  
উপাসনা বেদে উক্ত হইরাছে। কেহই তাহার মিরাস করিতে  
পারে না। ৭০। মানবেরা বিভূতি ও ক্রজাকের ধারণ করিবে,  
কিন্তু লিঙ্গাদি চিহ্ন ধারণ করিবার কোন প্রমাণ নাই  
। ৭১।

অনন্তর ভক্তের অগ্রগণ্য একজন, পরমেশ্বর শঙ্করাচার্য্যকে  
কলিতে লাগিল। পুরাকালে দেবভাগল ত্রিপুরাস্থর বিনাশে  
অক্লম হইয়া বিষ্ণু, অগ্নি ও চন্দ্র দ্বারা একটি বাণ নিক্ষেপ করেন।  
একমে অগ্নি, মধ্যে চন্দ্র ও শেষে বিষ্ণু প্রতিষ্ঠিত ছিল। ৭২।

ইবং তে করণমাহুজিতি কিংকুরিচক্রকৈঃ । কামাধিনিঃ শনী  
মধ্যে বিকুরন্তে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৭৩ ॥

ততো বিচারমাত্তঃ ক ইবং ধারমিষ্যতি । ক্রোধো ধারমিতা  
কেচিং প্রোচুস্তত্র দিবৌকসঃ ॥ ৭৪ ॥

যতো রুদ্রস্ত বহ্মাদিতেজঃ সকলমেব হি । তন্ত নেত্রেহগ্নি-  
চক্রৌ স্তো বিকুরন্তেহজঃ স্তবঃ ॥ ৭৫ ॥

সাধিকান্শাং সমুত্তৃতস্তম্মাত্তারো ন তন্ত বৈ । ইতি দেবা-  
বিচার্য্যস্ত প্রার্থয়ামাস্তুরীশ্বরম্ ॥ ৭৬ ॥

সোহব্রবীশ্বরমিচ্ছামি দেবাঃ কমিতি চাবুবন্ । সোবাচাহং  
পশূনাং বৈ প্রধানঃ স্তাং পতিঃ কিম্ ॥ ৭৭ ॥

উচুর্দেবা বরং সর্কে পশবঃ পশুজাদয়ঃ । যমেকঃ পতিরস্মাক-  
মিত্যুক্তা তে সদাশিবম্ ॥ ৭৮ ॥

লিঙ্গশূলাদিচিহ্নানি ধারয়ামাস্তুরীশ্বরঃ । ততো জ্যাং বাসু-  
কিং কৃদ্বা মেরুং কৃদ্বা ধনু ধরাম্ ॥ ৭৯ ॥

রথং চন্দ্র রবীচক্রে বেদানখান্ বিধায় চ । ব্রহ্মাণং সারথিঃ  
কৃদ্বা স্তূয়মানঃ শিবোহমরৈঃ ॥ ৮০ ॥

। ৭৩। তারার পর দেবতার বিচার করিল, এ বাণ কে ধারণ  
করিবে? তন্মধ্যে কোন কোন দেবতা বলিলেন, রুদ্র বাণ  
ধারণ করিবেন। ৭৪। কারণ, বহি প্রভৃতি সমস্ত তেজই  
রুদ্রের অংশ। অগ্নি ও চন্দ্র রুদ্রের দুইটি চক্ৰ এবং বিষ্ণু তাঁহার  
দেহোৎপন্ন। ৭৫। রুদ্র সাধিক অংশ হহতে উৎপন্ন হইরাছেন।  
অতএব বাণ ধরিতে তাঁহার কোন তারবোধ হইবেন।  
দেবগণ এইরূপ বিচার করিয়া শীঘ্র মহাদেবের নিকট প্রার্থনা  
করিল। ৭৬। শিব বলিলেন, আমি একটি বর ইচ্ছাকরি।  
দেবগণ বলিল, কিবর ইচ্ছা করেন; মহাদেব বলিলেন-আমি  
যেন পশুদিগের প্রধান পতি হই। দেবগণ বলিল,-ব্রহ্মাদি  
সমস্ত দেবতা পশু এবং আপনি একমাত্র আমাদের  
পতি। এই বলিয়া দেবগণ লিঙ্গ শূলাদি চিহ্ন সকল ধারণ  
করিল। অনন্তর পরমেশ্বর শিব, বাসুকিকে জ্যা (ধনুকের ছিলে)  
হুমেককে ধনু, পৃথ্বীকে রথ, চন্দ্রহর্য্যকে দুইচক্র, বেদ  
সকলকে অশ্ব, ও ব্রহ্মাকে সারথি করিয়া, অমররূপকর্তৃক  
স্তব হইয়া ঐ বাণদ্বারা দৈত্য সকল বধ করিয়াছিলেন।



১৩ যান্বে তেন তান্বে ইদম্ভ্যানু দিদাহ পরমেশ্বরঃ । তস্মিন্দিদা  
চিহ্নানাং ধারণং যুক্তমেব হি । ৮১ ॥

১৪ কুর্কশ্চ তথা লোকে সেব্যসেবকয়ো যুনে ।। অস্মাভিঃ  
সেবকৈশ্চিহ্নং সেবান্ত পরমেশ্বরঃ । ৮২ ॥

১৫ অবশ্যমেব সংগ্রাহমিত্যুক্তঃ প্রাহ তং গুরুঃ । মানসীনমিদং  
বাক্যং যতো দেবাদিবু কচিৎ । ৮৩ ॥

১৬ লিঙ্গাদে ধারণং নৈব প্রসিদ্ধং কিম্ব তেবু বৈ । ভূত্যা-  
ধারণং কিঞ্চ কৈবল্যোপনিষদঃ । ৮৪ ॥

১৭ প্রজ্ঞাভক্তিধ্যানযোগাদবৈহীতোবঃ ক্রতে নৈব শূলাদিচিহ্নং ।  
জামিন্দং তেন মাত্ত্যেব তন্ত জ্ঞানেশ্বরাং ধারণং ভোঃ ।  
কদাপি । ৮৫ ॥

১৮ নাক্তঃ পক্ষা বিদ্যাতে কোহপি মুক্খ্য ইত্যাদৈর্বা তৈর্ বেদবাট্য-  
বু মুক্খোঃ । নাভ্যেবাথো দেহসমাপনেন লিঙ্গা তন্ত প্রমাণা  
হি শাস্ত্রে । ৮৬ ॥

১৯ লোকে রাজহরচিহ্নং নরস্ত দৃষ্টং শূলাদে হি সদ্ধারং চেৎ ।  
মুখ্যকং কোহপ্যাগ্রহস্তর্হি লৌহং স্বীকর্তব্যং তেন তদ্ধার এব  
। ৮৭ ॥

অতএব লিঙ্গাদি চিহ্নধারণ অতিশয় আবশ্যক ৭৭।৭৮।৭৯  
।৮০।৮১। হেমবির ! জগতেও দেখাযায়বে, সেব্যসেবকের এক  
রূপচিহ্ন থাকে। অতএব আমরা সেবক হইয়া সেবনীয়  
পরমেশ্বরের চিহ্ন গ্রহণ করিব।

এইকথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিলেন। আপনাদের  
এবাব্যে কোন প্রমাণ নাই। যে হেতু দেবতাগণ যে  
কখন লিঙ্গাদি ধারণ করিয়াছিলেন তাহা অপ্রসিদ্ধ।  
কিন্তু তাঁহারা যে বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ ধারণ করিতেন  
তাহা প্রসিদ্ধ। তদ্ব্যতীত কৈবল্য উপনিষদে এই রূপ  
লেন্দা আছে যে “প্রজ্ঞা, ভক্তি ও ধ্যান বোগে তাঁহাকে  
জানিতে পারা যায়। অতএব শূলাদি চিহ্ন কখন জ্ঞানের  
অঙ্গ নহে। এই কারণে জ্ঞানার্থী গণের বিবৃতিাদি ধারণ কখন  
কর্তব্য নহে” ৭৮।৭৯।৮০।৮১। “অতঃ পরমেশ্বরঃ  
কোন পদার্থ নাই” ইত্যাদি বৈদিকবিরুদ্ধ মতাদর্শের দেহসমাপনে  
কোন কলঙ্ক নাই, বরং এইরূপকারী শাস্ত্রে লিঙ্গা প্রকাশ  
করা হইয়াছে। ৮৬। অস্টে বদি বৈদিক রাজাকে ছত্রচিহ্ন ত্যাগ

কিং চাত্ত ভক্তেন ভূজাদিহরণং সর্পাদিকং দার্য্যমনস্তচে-  
তসা। পরন্তু নৈতৎ ধনু পূজ্যতে নরে সর্পভ্রমোপাশি ভয়েন  
কম্পিনি । ৮৮ ॥

৮৯ তস্মাদিমাং পানরবুদ্ধিমাণ্ড বিহার চিহ্নক সমর্প্য কর্ম । বে-  
দোক্তমীশে পরজীবয়োষ্টৈকাত্ম্যমুসদ্ধানমনস্তচিত্তঃ । ৮৯ ॥

৯০ কুর্কশ্চিহ্নাধেয়ং পরন্তু তন্তাজ্ঞানস্ত নাশেন ভবিষ্যসি ত্বম্ ।  
মুক্তো ন চাত্তেন যথা কদাপীভ্যক্তঃ স আচার্য্যবরং প্রণম্য । ৯০ ॥

৯১ চিহ্নানি সন্ত্যজ্য সপুত্রবান্ধবঃ শিষ্যো বহুবাহুবান্ধবতৎ-  
পরঃ । তথৈব চাত্তেহপি গুরোঃ প্রসাদভ্যো যত্নবৃদ্ধিবৈতরণীঃ  
স্বধাধিনঃ । ৯১ ॥

৯২ অনন্তশয়নং নাম প্রদেশং প্রাপ্তবাংস্ততঃ । সেবন্ত কর্মণ  
কৃদ্য গাসনাস স তত্র বে । ৯২ ॥

করিয়া শূলাদি ধারণ করিতে দেখা যায়, তবে আপনাদেরও  
অবশ্য কোন বিশেষ আগ্রহ থাকিতে লৌহ গ্রহণ করা উচিত।  
কিন্তু শূলের লৌহ ধারণ করিলে তাহাতে অবশ্যই ভার হইবে  
। ৮৭। অগিচ দেব্যক্তি শিবের ভক্ত, সেব্যক্তি অনন্যমনে  
নিজহস্তে শিবচিহ্ন সর্প ধারণ করিবেক। পরন্তু সর্পভ্রমে ভয়  
তেহু যেমানব কম্পিত হয়, তাহাকে কেহ পূজা করেন। ৮৮।  
অতএব এই পানর বুদ্ধি ও চিহ্নত্যাগ করিয়া বেদোক্ত কর্ম  
সকল পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়া অনন্যমনে জীবাত্মা ও  
পরমাত্মার ঐক্য অনুসন্ধান কর। পরমাত্মবোধ হইলে এবং  
অজ্ঞান নাশ হইলে তুমি মুক্ত হইবে। অতঃপর কোন রূপে  
কখন তুমি মুক্ত হইতে পারিবেনা। এইকথা শুনিয়া আচার্য্যকে  
প্রণাম করিয়া পুত্রবান্ধবের সহিত চিহ্ন সকল ত্যাগ করিয়া  
অদ্বৈত মতে নিতান্ত রত হইয়া শিষ্য হইল। তদ্রূপ অন্যান্য  
সকলেই গুরুর প্রসাদে অদ্বৈত মতাবলম্বী হইয়া স্থগী হইল  
৮৯। ৯০। ৯১।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য অনন্তশয়ন নামক প্রদেশে গমন করি-  
লেন। তথায় দেবতাকে দর্শন করিয়া তিনি এক মাস বাস  
করিয়া রহিলেন। ঐ স্থানে ভক্ত, ভাগবত, বৈক্য, পাক  
রাজিক, বৈখানস ও কন্দহীন ছয় প্রকার বৈক্য ছিল। শঙ্কর  
তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের লক্ষণ কি বল ? তখন  
ভক্তগণ শঙ্করকে বলিল, বাহুদেব ! তিন পরমেশ্বর এবং সর্পক।

উক্তা ভাগবতার্চন্য বৈকুণ্ঠাঃ পাকরাভিঃ । বৈবানসাঃ  
কর্ণহীনাঃ বড়বিধা বৈকুণ্ঠা মতাঃ । ৯৩ ॥

তানাহ শঙ্করাচার্য্যঃ কিং বো লক্ষণমুচ্যতাং । উক্তাঃ প্রথম-  
মাহতঃ সৰ্ব্বভোজ্য অগমীশ্বরঃ । ৯৪ ॥

বাহুদেবঃ স রামান্যানবতারান্ বিভর্ত্যজঃ । তদুপাত্যা বরং  
মুখাঃ প্রাপ্যামন্তংলোকতাম্ । ৯৫ ॥

ইতি বুঢ়া বরং সৰ্ব্বৈ কোণ্ডিন্দমুনিনা প্রোভোঃ । প্রসাদি-  
ভক্ত বৈবান্যগনভক্ত সমা মতাঃ । ৯৬ ॥

আচারো বিবিধোহ্যাকং ক্রিয়াজানবিত্তমতঃ । কৰ্ম্মটা জ্ঞান-  
ভক্তান্য বিকুশল্যমিহো বহু ॥ ৯৭ ॥

জানিনোহৈত্রব তিষ্ঠাম ইত্যুক্তো জ্ঞানলক্ষণম্ । পপ্রচ্ছ বিকু-  
শল্যমিহো প্রাহ তেযু বিচক্ষণঃ । ৯৮ ॥

অনন্তভগবৎপাদকমলং পরমং পরম্ । ইতি তুকাঃ স্থিতি-  
জ্ঞানং বতো নৈব তদাঙ্গম্ । ৯৯ ॥

তিমিষ্টাম, কৰ্ম্ম, মন্ত ইত্যাদি অরতার ধারণ করেন। তাঁহার  
উপাসনা দ্বারা আমরা মুক্ত হইব। তাঁহার পদ প্রাপ্ত হইব।  
৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। বৌদ্ধিন্য মুনি ঐহাকে প্রসন্ন করিয়া  
হিলেন, আমরা সেই বুদ্ধিতে সেই অনন্ত প্রভুর সেবাতে একাত্ম-  
রত হইরাছি। ৯৬। আমাদের মত আবার দুই প্রকার। যথা—  
জ্ঞান ও কার্য্য। অল্পপুণ্য প্রভৃতি কৰ্ম্মশীল—বিকুশল্য। প্রভৃতি  
আমরা জ্ঞানকার্য্যের অনুশীলন করিয়া এই স্থানেই বাস  
করিয়া থাকি। এই কথা শুনিয়া শঙ্কর জ্ঞানের লক্ষণ জিজ্ঞাসা  
করিলেন। অনন্তর উহারে মধ্যে পণ্ডিত বিকুশল্য বলিতে  
লাগিলেন। অনন্ত ভগবানের পাদকমল পরম পরম, এই  
বুদ্ধি লইয়া মৌন ধারণ পূৰ্ব্বক অবস্থানের নাম জ্ঞান। কারণ,  
তাঁহার আজ্ঞা ব্যতীত একগাছি কৃণ পর্য্যন্তও সঞ্চরণ করিতে  
পারেনা। এই কথা শুনিয়া শঙ্কর তাঁহাকে বলিলেন, জ্ঞান  
দ্বারা পূজ হইবে এবং কৰ্ম্ম দ্বারা বিমুক্ত হইবে। প্রত্যহ সন্ধ্যা উপা-  
সনা করিবেক। না করিলে প্রত্যহই হয়। প্রাতঃকালে  
মধ্যাহ্নকালে ও সন্ধ্যাকালে অগ্নিহোত্রাদি বাগ করিলে যানবে  
মুক্ত হইবে, ত্রাঙ্কণে করিলে বিদ্বান্ হইবে, পরে যমত ওত ফললাভ

বিদ্যা তুণাদিসংকারো ভবতীত্যুক্ত আহ তম্ । জ্ঞানো আ-  
রতে শূন্যঃ কৰ্ম্মণা আরতে বিজঃ । ১০০ ॥

নিত্যং সন্ধ্যামুপাসীত প্রত্যহাধ্যাত্মা ভবেৎ । প্রাতঃকালবি-  
কালেষু হুগ্নিহোত্রাদিকং যুগঃ । ১০১ ॥

কুর্স্বন্ তৈব ত্রাঙ্কণো বিদ্বান্ সকলং ভক্তমবুভেৎ । ইত্যাদি-  
প্রতিবাক্যানি নিত্যং কৰ্ম্ম ভবতি হি । ১০২ ॥

অতঃ সৰ্ব্বৈঃ প্রতিলোভ্যঃ কৰ্ম্মণা কৰ্ম্ম সৰ্ব্বদা । বৈধত-  
য়ন্ত সংত্যাগাদ্ হঃখস্তাপ্তিঃ মমুর্জগৌ । ১০৩ ॥

জীবন্ কৰ্ম্মপরিভাগঃ যঃ করোতি নরাধমঃ । স যুগো ম-  
রকং যতি বাবদাভূতসংগ্রহম্ । ১০৪ ॥

যতীনাংপি কৰ্ম্মাহুতি জ্ঞানদেবার্জনাহিকম্ । ত্রাঙ্কণ্যহানি-  
রেবাতো ভ্রষ্টানাং শ্রীকৰ্ম্মতঃ । ১০৫ ॥

অদৈঃ কতিপয়ৈরেবং স্থিতিরিত্যুক্ত আহ তম্ । বিকুশল্য-  
প্রোভো ! সপ্তমঃ পুরুষো ময়া সমঃ । ১০৬ ॥

কিকিৎকৰ্ম্মপরন্তস্ত পিতাহুদিত্তি টৈব প্রতম্ । বাল্যে ময়েতি  
সংপ্রোক্তঃ প্রাহ দূরং ত্রাঙ্কণম্ । ১০৭ ॥

করে। ইত্যাদি (বেদবাক্য) সকল নিত্য কৰ্ম্মকাণ্ডকে ত্তব করিয়া  
গাকে। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০। ১০১। ১০২। অতএব সকলেরই  
সৰ্ব্বদা বেদোক্ত কৰ্ম্ম করা উচিত। মমু বলিয়াছেন, ঐ বৈধ  
কৰ্ম্ম না করিলে হঃখ লাভ হয়। ১০৩। যে ব্যক্তি জীবিত  
থাকিয়া কৰ্ম্ম ত্যাগ করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্য্যন্ত  
নরকে বাস করে। ১০৪। যতিনিগেরও জ্ঞান ও অর্জনা ইত্যাদি  
কৰ্ম্ম আছে। ঐ সকল যতি যদি কৰ্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে  
তাঁহার ত্রাঙ্কণ্য ক্ষয় হয়। কতিপয় বৎসর এইরূপে অবস্থিতি  
করিতে হইবে।

এই কথা শুনিয়া বিকুশল্য শঙ্করকে বলিল। প্রোভো !  
আমার তুল্য সপ্তম পুরুষ, ও আমার পিতা কিকিৎ কার্য্যের অনু-  
ষ্ঠান করিতেন, ইহা আমি বাল্যকালে শুনিয়াছি। এই কথা  
অবস্থানে শঙ্কর বলিলেন, তুমি এখনই মূঢ় হও। এই কথা  
শুনিয়া বিকুশল্য অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আপনাতঃ সঙ্গীতম্ নবতি-

এবমুক্তঃ সতু কেশাপুরিতঃ সগণস্তদা । প্রণম্য দণ্ডবদ্ব্যমো  
কমশ্বেতাং তং গুরুম্ । ১০৮ ॥

দৃষ্টা তং শরণং প্রাপ্তঃ প্রাহ শিষ্যান্ দয়ানিধিঃ । প্রায়শ্চিত্ত-  
বিধানার্থং তেহপি কুর্য্যন্তথৈব হি । ১০৯ ॥

প্রায়শ্চিত্তেন সংগুপ্তা বিষ্ণুশর্মা দমোহপি তে । কর্মনিষ্ঠা-  
ত্বমাচার্যাং প্রোচুৎসংকুপয়া প্রভো ! । ১১০ ॥

ব্রাহ্মণ্যনিদ্বিরস্বাকং জাতা মুক্তিঃ কথং ভবেৎ । ইত্যুক্ত  
আহ পরমো গুরুঃ করুণয়াস্বিতঃ । ১১১ ॥

ব্রাহ্মণাচারদেবাঃ স্মারীশো বিষ্ণুর্দিনেশ্বরঃ । উমা গণপতি  
শৈব তেবাং পূজাপরা নরাঃ । ১১২ ॥

ব্রহ্মার্চনাদিযা কামাংস্ত্যক্তা কর্ম চরন্তি বৈ । এবং কৃতে  
নিত্যকর্মণ্যমলে মনসি প্রভো ! ১১৩ ॥

জীবন্ত চ ভিদাতাবো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ । মূলজ্ঞানস্ত  
তৎ তস্মান্ নিবৃত্তির্জ্ঞানকারণম্ । ১১৪ ॥

তেন ভগ্নে লিঙ্গদেহে মুক্তির্ভবতি নাক্ষথা । ইত্যাদিষ্টো  
বিষ্ণুশর্মা দণ্ডবৎ প্রণিপত্য তম্ । ১১৫ ॥

বাহারে তৎকালে ভূতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিল, আপনি  
আমাকে ক্ষমা করুন । ১০৫ । ১০৬ । ১০৭ । ১০৮ । তখন  
দয়ানিধি গুরুদেব বিষ্ণুশর্মাকে শরণাগত দেখিয়া বলিলেন,  
তোমার পূর্ব পুরুষগণও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের জন্য ঐ রূপ কার্য  
করিতেন । ১০৯ । ঐ সকল বিষ্ণুশর্মা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ প্রায়-  
শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হইয়া আচার্য্যকে বলিল, প্রভো ! আপনার  
কৃপায় আমরাদিগের মুক্তি কি রূপে হইবে ? । তখন পরম  
গুরু শঙ্কর দয়ালু হইয়া বলিলেন, মহাদেব, বিষ্ণু, সূর্য্য, চন্দ্র  
এবং গণপতি এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণদিগের আচারের দেবতা ।  
সকল মানবে ঐ সকল দেবতার পূজা পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মপদার্থে  
সকল বস্তু অর্পণ করিবার মানসে নিষ্কাম হইয়া কর্ম সকল  
অনুষ্ঠান করিবেক । এইরূপে নিত্য কর্ম করিলে নিম্নলি মনে  
নিঃসন্দেহ জীবের অভাব হইয়া থাকে । মূল অর্থাৎ আদি  
অজ্ঞানের তাহা হইতে নিবৃত্তি হইলেই জ্ঞান জন্মায় । ঐ জ্ঞান

সগণঃ কারয়ামাস নিত্যং কর্ম গুরুং শরন্ । স্মারীচারপরি-  
শ্রান্তঃ পঞ্চপূজাবিশারদঃ । ১১৬ ॥

ত্রিগুণং ভস্মনা কূর্কন্ চন্দ্রেন চ স্তব্রতঃ । স্মারী মৃত্তিকয়া-  
চোর্কগুণং কূর্কন্ প্রব্রততঃ । ১১৭ ॥

এবং তেবু নিরন্ত্রেব ব্রহ্মগুণাদব্রততঃ । সমাগত্য প্রণমো-  
হুঃ স্বামিন্ ! স্মার্তেন বস্মনা । ১১৮ ॥

কূর্কস্তো বরমাচার্য্য ! কর্মব্রহ্মার্চনং ধিরা । কৃষা বরং বসা-  
মোহিত্রেত্যুক্তঃ স প্রাহ তান্ গুরুঃ । ১১৯ ॥

ইতঃ পরং পঞ্চপূজাতং পরাঃ শুদ্ধমানসাঃ । ভেদবাসনয়া  
মুক্তা ভবন্তঃ স্বাব্যবোধতঃ । ১২০ ॥

লিঙ্গদেহেন নিমুক্তাঃ সচ্চিদানন্দমবয়ম্ । প্রাপ্নুবন্তীতি  
সংপ্রোক্তা নরা তং শ্রুমানসাঃ । ১২১ ॥

বভূবুর্ধ তং প্রাহ সমাগত্য পরং গুরুম্ । কশ্চিদভাগবতো  
বিপ্রঃ স্বামিন্ ! শৃণু মতং মম । ১২২ ॥

কারণ দ্বারা লিঙ্গদেহ ভগ্ন হইলেই মুক্তি হয়, আর কিছুতেই  
হইতে পারেনা । এইরূপে আদিষ্ট হইয়া বিষ্ণুশর্মা তাঁহাকে  
দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিয়া স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত আচারে পরিশ্রান্ত  
হইয়া পঞ্চদেবের নিত্য পূজা করিতে লাগিল । ভস্ম এবং  
চন্দ্র দ্বারা ত্রিগুণ ( তিলক ) করিতে লাগিল উত্তম ব্রত পরা-  
য়ণ হইল ও স্মানাঙ্কে বস্ত্র সহকারে মৃত্তিকা দ্বারা উর্ক/তিলক  
চিহ্ন করিল । সঙ্গীগণ সমভিব্যাহারে এইরূপে গুরু শ্রবণ  
পূর্বক নিত্যকর্মের অনুষ্ঠানে বিখ্যাত হইল । ১১০—১১৭ ।

অনন্তর তাহার মিরস্ত হইল ব্রহ্মগুণ প্রভৃতি আসিয়া  
প্রণাম করিয়া বলিল “প্রভো ! আচার্য্য ! আমরা স্মৃতি  
শাস্ত্রমতে ( যে সকল কর্ম পরমব্রহ্মে অর্পণ করিতে হয় ) সেই  
সকল কর্ম বুদ্ধি পূর্বক এইস্থানে বাস করিয়া রাখিয়াছি ।”  
এই কথা শুনিয়া গুরু শঙ্কর তাহাদিকে বলিলেন “ইহার পর  
যাহারা পঞ্চদেবতার পূজায় তৎপর হইবে—যাহারা নিম্নলিখিত  
বাহাদের ভেদবুদ্ধি দূর হইরাছে—যাহারা আত্মজ্ঞান হেতু লিঙ্গ  
দেহ হইতে চ্যুত হইরাছে—এরূপ লোকের অধিষ্ঠিত সচ্চিদানন্দ

সর্ববেদেষু যৎপূণ্যং সর্বভীর্থেষু যৎকলম্ । ভৎকলং নর  
আপ্নোতি জ্ঞাত্ব দেবং জনাৰ্দ্দিনম্ । ১২৩ ॥

ইত্যাদিবচনাদিকোঃ কীর্তনেহহর্নিশং রতঃ । শঙ্খচক্রাদি  
সংচিহ্নৈঃ চিহ্নিতস্তলসীগলঃ । ১২৪ ॥

উর্দ্ধপুণ্ড্রী বসামাত্র মুক্তির্নাম করে দ্বিতা । ইত্যুক্ত আহ মা  
চক্রাদ্যঙ্কনস্ত বিমিননান্য । ১২৫ ॥

কিঞ্চ মূর্তি ভগবতশ্চতুর্ভা বর্ততে শূণ্ । পট্টকাকানরূপা স্তাদ্  
বচসামপ্যাগোচরা । ১২৬ ॥

যতো বাচো নিবর্তন্ত অপ্রাপ্য মনসা সহ । ইত্যাদিশ্রুতি-  
ষাক্যোভো দ্বিতীয়া ব্যাহসংজ্ঞিকা । ১২৭ ॥

সর্বলোকাঙ্কিকা তন্ত বিকোশ্চিহ্নস্ত ধারণম্ । সমর্থশ্চেৎ  
কুরুষ্যত তপ্তেনৈকেন বা দৃঢ়ম্ । ১২৮ ॥

শীর্ষাদিপাদপর্যন্তং দেহমকর নাশতঃ । তন্ত সেন্তুতি তে  
বৈকবৎ যদুৎপত্তং নৃণাম্ । ১২৯ ॥

পাইয়া থাকে” এই কথা শুনিয়া তাহার গুরুকে প্রণাম করিল  
এবং স্তম্ভচিত্ত হইল ।

অনন্তর কোন এক ভাগবত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে  
আসিয়া পরম গুরুকে বলিল । “প্রভো! আপনি আমার  
মত শ্রবণ করুন । সকল বেদে যত পুণ্য আছে, সকল ভীর্থে  
যত কল আছে, সমুদ্র এক বিষ্ণুকে স্তব করিলে সেই সকল  
কল পাইয়া থাকে । ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনে আমি বিষ্ণুর গুণ-  
কীর্তনে অহরহ আসক্ত । শঙ্খচক্রাদি চিহ্ন দ্বারা সমস্ত দেহ  
চিহ্নিত করিয়াছি । গলদেশে তুলসীর মালা ধারণ করিয়াছি ।  
উর্দ্ধদিকে তিলক কাটিয়া এইখানে বাস করিয়া থাকি । মুক্তি  
আমার করতলে আনিবেন ।”

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন “চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিলে  
কখনই মুক্তি হইতে পারেন না । অপিচ ভগবানের মূর্তি চারি  
প্রকার শ্রবণ কর । “বাক্য সকল যাহাকে না পাইয়া মনের  
সহিত বেদান হইতে নিবৃত্ত হয়” এই সকল বেদবাক্য দ্বারা  
তিনি পর, তিনি এক, তিনি আকাশরূপী, বাক্যদ্বারাও তাঁহার

বিভূতিমূর্ত্তরসত্ত্ব সংভাদ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ । তপ্তলোহম-  
নীতি সৈ তাত্তিরকর দেহকম্ । ১৩০ ॥

কিমর্থঃ জড়শঙ্খাদেঃ কর্তব্যং চিহ্নধারণম্ । বিষ্ণুবলৌহ-  
চক্রাদেঙ্কারণং কুরু বা সদ্মা । ১৩১ ॥

অর্চা মূর্ত্তেঃ শিলাময়্যাঃ স্বরূপেণাথ বাকর । শরীরং মূঢ় ।  
তস্মাস্তং কর্তব্যং চিহ্নধারণম্ । ১৩২ ॥

মহিমা প্রকাশ করা যায় না । এই চারি প্রকার তাঁহার মূর্ত্তি ।  
ব্যাহসংজ্ঞক দ্বিতীয় মূর্ত্তি । সর্বলোকময়ী তৃতীয় মূর্ত্তি—চতুর্থ মূর্ত্তি  
চিহ্নধারণ । যদি সমর্থ হইয়া থাক তবে শীঘ্র সেই বিষ্ণুর চিহ্ন  
সকল ধারণ কর । তুমি মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত সমস্ত দেহ ছয়  
চিহ্ন দ্বারা অথবা একমাত্র চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত কর । সেই চিহ্ন  
রূপে উত্তপ্ত বিশিষ্ট দেহের নাশ হইলে ( যাহা অপর মানবের  
একান্ত দুর্লভ ) তোমার সেই বৈষ্ণবপদ লাভ হইবে । ১১৮ । ১১৯ ।  
মংস্ত, কৃষ্ণ, বরাহ ইত্যাদি বিষ্ণুর ঐশ্বর্য্যের মূর্ত্তি বলিয়া উল্লি-  
খিত হইয়াছে । তুমি উত্তপ্ত লৌহময় সেই সমস্ত বিভবমূর্ত্তি  
দ্বারা দেহ চিহ্নিত কর । কি নিমিত্ত জড় শঙ্খচক্রাদি দেহ  
দ্বারা ধারণ করিবে ? অথবা বিষ্ণুর মতন সর্বদা লৌহময়  
চক্রাদি ধারণ কর । হে মূঢ়! তুমি শিলাময়ী মূর্ত্তির অর্চনা  
কর, অথবা স্বরূপে আপনার দেহ চিহ্নিত কর । অতএব (বি-  
ষ্ণুর চিহ্ন ধারণ করিতে হইবে) এইরূপ পাষণ্ডবুদ্ধি ত্যাগ ক-  
রিয়া আপনার কৰ্ম্ম সকল আশ্রয় কর । কৰ্ম্ম বল সকল পর-  
মেশ্বরে সমর্পণ কর । অনন্তর ঐ কৰ্ম্মদ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া  
এক অদ্বৈতমতালম্বী গুরু অবলম্বন কর । গুরুর উপদেশে তো-  
মার কৰ্ম্ম বন্ধ সকল নষ্ট হইয়া যাইবে এবং তুমিও মুক্ত হইবে ।  
“মুক্তির নিমিত্ত অন্য আর কোন পথ নাই” এই কথা বেদে  
স্পষ্ট কথিত হইয়াছে । অতএব যাহারা মোক্ষার্থী, যাহারা  
নির্ম্মল চিত্ত তাহাদের ( বিরূপে জ্ঞান হয় ) এবিষয়ে যত্ন করা  
আবশ্যক ।”

এই কথা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণ যতিবরকে সম্যক রূপে  
প্ৰণাম করিয়া বলিল—“অনেক পুণ্যে আপনার শ্রীচরণকমলের  
দর্শন হইয়াছে । অতএব আপনি আমাকে কৃতার্থ করুন ।”



বিকোরিতি বিহায়াণ্ড পাৰশুমতিমাশ্রয় । স্বকৰ্ম্মাণি ফলং  
তেষাং সমৰ্পয় পরেশ্বরে । ১৩৩ ॥

তেন শুদ্ধস্ততোহবৈতবাদিনং গুরুমাশ্রয় । তন্তোপদেশতো  
নষ্টকৰ্ম্মবন্ধো বিমোক্ষ্যসি । ১৩৪ ॥

নান্নঃ পহা বিদ্যাতে মুক্তয়ে হীতুক্তশ্রুত্যা তেন বোধেতি-  
ষত্বঃ । কার্ষ্যো মোক্ষাকাঙ্ক্ষিভিঃ শুদ্ধচিত্তৈরিত্যুক্তোহসৌ  
বিপ্রদেবো যতীশম্ । ১৩৫ ॥

সম্যঙ্নজ্ঞা গ্রাহ পুণ্যৈরনেকৈঃ স স্বংপাদান্তোজ্ঞয়োর্দর্শনং  
মে । জাতং তস্মাদ্ মাং কৃতার্থং কুরুষ্বেত্বেবং তেন প্রার্থিতো-  
হসৌ বভাবে ॥ ১৩৬ ॥

ভো ! বিপ্রদেবাণ্ড বিহার চিত্তকৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বন্ থলু কামহীনঃ ।  
ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয় স্বং মুক্তো ভবিষ্যস্তববোধতোহকা  
॥ ১৩৭ ॥

ব্রাহ্মণের এইরূপ প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—“হে  
ব্রাহ্মণবর ! তুমি শীঘ্র চিত্ত পরিত্যাগ করিয়া নিষ্কামমনে  
কৰ্ম্ম কর । “আমি ব্রহ্ম” এইরূপ চিন্তা করিতে থাক, তাহা  
হইলে জ্ঞান যোগে তুমি শীঘ্র মুক্তিলাভ করিতে পারিবে ।”

তখন অগ্র এক জন শাক্তপাণি নামক বৈষ্ণব আসিয়া এবং  
“নমো নারায়ণায়” এই কথা বারবার উচ্চারণ করিতে করিতে  
গুরুবর শঙ্করকে বলিল “আমি বিষ্ণুর মূর্ত্তাদি এবং শঙ্খচক্রাদি  
চিত্ত দ্বারা স্তুতিস্থিত হইয়াছি । আমি এক জন পরম বৈষ্ণব ।  
অতএব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া অন্তে বৈকুণ্ঠে গমন করিব ।  
কারণ আমার মতন অনেক বৈষ্ণব তথায় বসতি করিয়া  
থাকেন ।” অতএব হে মুনিবর ! চিত্ত ধারণ বিষয়ে যে পুরাণ  
প্রমাণ আছে তাহা আপনি শ্রবণ করুন । “যে সকল মানব  
বাহুমূল শঙ্খচক্র চিত্ত ধারণ করে, যাহারা গলদেশে তুলসী,  
পদ্ম এবং অক্ষমালা ধারণ করে, যাহাদের ললাটদেশে উর্দ্ধভাগে  
তিলক শোভা পায়, সেই সকল বৈষ্ণবেরা শীঘ্র ত্রিভুবন পবিত্র  
করিয়া থাকেন ।”

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন “এবিষয়ে বেদের কোন

পুনরুক্তো গুরুঃ গ্রাহ শাক্তপাণিরিতি শ্রুতঃ । নমো নারা-  
য়ণায়ৈতি মন্ত্রমুচ্চারণন্ পুনঃ ॥ ১৩৮ ॥

তস্ত মূর্ত্তাদিকৈঃ শঙ্খচক্রকাটৈঃ স্তুতিস্থিতঃ । সংসারবন্ধ-  
নাম্মুক্তো বৈকুণ্ঠং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥ ১৩৯ ॥

গমিষ্যামি ততস্তত্র তথাভূতা বসন্তি তৎ । চিত্তস্ত ধারণে  
মানং পুরাণং শৃণু ভো মুনে ! ॥ ১৪০ ॥

যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাযে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষ-  
মালাঃ । যে বামললাটফলকে লগ্নদুর্ধ্বপুণ্ড্রান্তে বৈষ্ণবা ভুবনমা-  
ণ্ড পবিত্রয়ন্তি ॥ ১৪১ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ তৈবং শ্রুতেরভাবাৎ কথনীয়মত্র ।  
অতপ্তদেহো ন সমশ্নুতে হয়ং বিমোক্ষমেবা শ্রুতিরস্তি মানম্ ॥  
১৪২ ॥

নৈবং যতঃ পাতকধ্বংসনার্থং মহতপঃ কচ্ছ মুখং স্বকৰ্ম্ম ।  
যদ্বাথবা ধ্যানমধীশ্বরস্ত প্রোক্তং শ্রুতৌ চিত্তমতো ন কার্য্যম্ ॥  
১৪৩ ॥

প্রমাণ নাই বলিয়া কখন এরূপ কথা বলিওনা । যে ব্যক্তি  
দেহ তাপিত করে নাই, সে ব্যক্তি যে মোক্ষলাভ করিতে একান্ত  
অপারগ, এবিষয়ে বেদ প্রমাণ আছে । তুমি যাহা বলিয়াছ  
তাহা হইতেই পারেনা । যেহেতু পাপ ধ্বংসের নিমিত্ত বেদে  
কেবল কষ্টদায়ক তপস্তা প্রভৃতি মহৎ স্বকৰ্ম্ম এবং শ্রদ্ধা  
ধ্যান মাত্র কথিত হইয়াছে । অতএব কিছুতেই চিত্ত ধারণ  
করা কর্তব্য নহে । “যিনি ব্রহ্মজ্ঞানী, তিনি কেবল মোক্ষ  
ভোগ করেন” ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা মোক্ষের কারণ কেবল  
জ্ঞান । “পুণ্য ক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রবেশ করিতে  
হয়” ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা জ্ঞান ভিন্ন অগ্র যত কিছু কৰ্ম্ম  
করিবে তাহাতেই আবার সংসার লাভ হয় । বৃহস্পতির প্রভৃতি  
পুরাণেতে যত পূর্বক তপ্ত শঙ্খচক্রাদি ধারণের নিবেদ দেয়া  
যায় । (চিত্ত সকল ধারণ করিয়া আমি হরির সমান হইব)  
এসমস্ত কেবল মনে ২ রাজ্য ভোগ মাত্র । শূদ্র যেমন শিখা  
বজ্রোপবীতাদি ধারণ করিলেও ব্রাহ্মণ হয়না, শুক্রণ অথানেও

ব্রহ্মজ্ঞো যঃ সোহনুতে মোক্ষমিত্যাদেকীক্যামোক্ষস্ত হেতু-  
র্বিবোধঃ । ক্রীণে পুণ্যে মর্ত্যগোকে বিশষ্টীত্যাদে বাক্যানন্ততঃ  
পুঙ্খতিঃ ত্রাৎ ॥ ১৪৪ ॥

পুরাণেবু বৃহস্পারদীয়াদিবু নিবেদনম্ । দৃষ্টতে তপ্তশা-  
বে পার্শ্বস্ত প্রথমতঃ ॥ ১৪৫ ॥

চিহ্নানাং ধারণেনাহং ভবিষ্যামি হরেঃ সমঃ । ইত্যেতত্ত্ব-  
মকৌরাজ্যমাত্রং শূদ্রো বধা নহি ॥ ১৪৬ ॥

শিখায়জ্ঞোপবীতাদিধারণাদেব স বিজঃ । ব্রহ্মায়বোধ-  
তত্ত্বমাত্রংপ্রাপ্তিঃ ক্রতিমানতঃ ॥ ১৪৭ ॥

তন্মাৎ ব্রহ্মাহমিত্যেবং চিন্তনং সর্বদা কুরু । তেন নষ্টে  
ভিমাগন্ধে জীব এব পরঃ শিবঃ ॥ ১৪৮ ॥

শিবঃ শিবোহমম্মীতিবাদিনং যঞ্চ কঞ্চন । জ্ঞানানা সহ তা-  
দ্ব্যভ্যাগিনিং কুরুতে ভ্রমম্ ॥ ১৪৯ ॥

ইত্যুক্তং শিবগীতাস্বিত্যুক্তো বৈষ্ণব আহ তন্ । নমস্কৃত্য  
কৃতার্থোহহং স্বামিং স্তুত্বপদেশতঃ ॥ ১৫০ ॥

অধুনাহৈবতনিষ্ঠোহহং ভবিষ্যামীতি সোহব্রবীৎ । ননাম দণ্ড-  
মদ্বমৌ তং প্রাহ গুরুনন্দমঃ ॥ ১৫১ ॥

ঐক্য জ্ঞানি । অতএব ব্রহ্মায়বোধ হইলেই মোক্ষ পদ  
প্রাপ্তি হইয়া থাকে । অতএব বেদ প্রমাণে “আমি ব্রহ্ম” এই  
রূপ সর্বদা চিন্তা কর । ঐক্য চিন্তা দ্বারা ভেদ বুদ্ধি নষ্ট  
হইয়া যাইলে যে জীব সেই শিব । “আমি শিব আমি শিব  
যে ব্যক্তি এই কথা সর্বদা বলিয়া থাকে, তখন সে ব্যক্তি  
আত্মার সহিত তাহাকে একাত্মা করিতে সক্ষম । এই সমস্ত  
কথা শিবগীতাতে উত্তমরূপে উল্লিখিত হইয়াছে ।

এই কথা শুনিয়া বৈষ্ণব তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল—  
“প্রভো ! আমি আপনার উপদেশে কৃতার্থ হইলাম । সম্রাতি  
আমি অবৈত মতে সাতিশয় যত্ববানু হইব ।” এই কথা বলিয়া  
কৃতলে দণ্ডবৎ প্রণাম করিল । গুরুবর তাহাকে বলিল “তুমি  
কৃতার্থ হও” । গুরু এই কথা শুনিয়া সর্বদা পঞ্চ দেবতার

মূর্ত্ত্যু ভবেতি সোহপ্যুক্তঃ সার্বভৌমোহু ভৎপরঃ । পঞ্চপূজা-  
রতোনিত্যং স্বদেশহান্ জনানপি ॥ ১৫২ ॥

তথাকরোক্ততঃ পাক্ষরাজাগমমুদীকিতঃ । আহ ভগবৎ-  
প্রতিষ্ঠাদিমূলভূতোহমদাগমঃ ॥ ১৫৩ ॥

তন্মাদ্ব্যতেহমমাচারো বিষ্ট্রৈঃ কার্যোহধিগৈরপি । ইত্যুক্তঃ  
শ্রীগুরুঃ প্রাহ যদি বেদাবিরুদ্ধতা ॥ ১৫৪ ॥

অন্ত্যাগমে তদা তস্তাচারো গ্রহো ন চাত্তথা । অন্তমজ্ঞা-  
গ্রহে তত্র বৈষ্ণবত্বং প্রকীর্তিতম্ ॥ ১৫৫ ॥

গায়ত্র্যা উপদেশস্ত ব্রাহ্মণ্যায়ান্তি সর্বদা । এবং চ বৈষ্ণ-  
বত্বস্ত ভজ এব সমাগতঃ ॥ ১৫৬ ॥

তদভাবে ন বিপ্রত্বং বিষ্ণুমন্ত্রশটৈরপি । বৈষ্ণবত্বং কুতোহি-  
স্তাত্তাঃ সত্বে ননু হরৈরিয়ম্ ॥ ১৫৭ ॥

শক্তিঃ শাস্তাদিবত্বস্ত শ্রবণাদিতি চেত্তদা । রুদ্রস্ত শক্তি-  
রেবাস্ত চন্দ্রশেখরতাদিকম্ ॥ ১৫৮ ॥

ক্রমতেহস্তা যতঃ পঞ্চমুখাদ্যাং চ দেহগম্ । অস্ত বা সর্ব-  
সংপূজ্যা শুভদা পরমেধরী ॥ ১৫৯ ॥

পূজা করিতে লাগিল এবং স্বদেশীর সকল মানবকেই অবৈত-  
মতাবলম্বী করিল । ১৩০--১৫২ ।

অনন্তর পাক্ষরাজ শাস্ত্রে দীক্ষিত এক কুমার আসিয়া বলিল,  
আমাদের শাস্ত্র ভগবানের প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির মূলীভূত । অতএব  
হে বতিবর ! সমস্ত ব্রাহ্মণের আমাদের শাস্ত্রোক্ত আচার অব-  
লম্বন করা আবশ্যক । এই কথা শুনিয়া লঙ্কর বলিলেন “যদি  
তোমাদের আগমে বেদের সহিত কোন না বিরোধ ঘটে, তবে  
অবশ্যই তোমাদের আচার গ্রাহ্য । বেদ বিরুদ্ধ হইলে কিছুতেই  
তোমাদের আচার গ্রাহ্য হইতে পারেনা । যদি তোমাদের  
শাস্ত্রে অন্য মন্ত্রের ভাব গ্রহণ না হয়, তবে বৈষ্ণবত্ব হইতে  
পারে । ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার জন্য গায়ত্রীর উপদেশ সর্ব প্রকারে  
হইয়া থাকে । তাহা হইলে বৈষ্ণবত্ব কি রূপে সম্ভাবিত ?  
বস্তুতঃ ব্রাহ্মণত্বের উপদেশ থাকিতে বৈষ্ণবত্ব হইতেই পারেনা ।  
ব্রাহ্মণত্বের অভাব হইলে বিপ্রত্ব হয়না । শত শত বিষ্ণুর

নহু সূর্য্যে হিতত্বাত্তাঃ প্রাধান্তভেদসো যতঃ । নিরূপ্যতে  
ততো বিকোঃ শক্তিরেব যতো हरिः ॥ ১৬০ ॥

ভানুমণ্ডলবর্তীতি বর্ণ্যতে তত্র তত্র হ । পঞ্চাশততাপি নো তস্মিন্  
বহুরূপে বিরূপ্যতে ॥ ১৬১ ॥

ইতিচেন্ন যতন্ত্বাত্তাঃ সত্বংপত্তি নির্মূপিতা । ব্যাহতিভ্যঃ  
কিনাসাত্ত প্রণবাৎ সা মহেশ্বরঃ ॥ ১৬২ ॥

অন্ত প্রোক্তাহত এতন্ত শক্তি নীলন্ত কত্চিৎ । নারায়ণঃ  
কতো প্রোক্তঃ স্বরকর্তা মহেশ্বরঃ ॥ ১৬৩ ॥

যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ । তন্ত  
প্রকৃতিলীনন্ত যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ॥ ১৬৪ ॥

অষ্টমূর্ত্তিমহেশন্ত মূর্ত্তিরাদিত্য ঈরিতঃ । তস্মাত্তন্তৈব শক্তিঃ সা  
পঞ্চচক্রাদিসংযুতা ॥ ১৬৫ ॥

বৈষ্ণবেন ত্রৈলোক্যো শিবমূর্ত্তির্কিঁভাবতুঃ । সেব্যাহতো  
ব্রাহ্মণত্ব হানিরেব তবাগতা ॥ ১৬৬ ॥

স্বারাও ব্রাহ্মণত্ব ঘটেনা । অতএব গায়ত্রী থাকিলে কিরূপে  
বৈষ্ণবত্ব ঘটিবে ? “পঞ্চচক্রাদি বিশিষ্ট হরির কথা শাস্ত্রে  
আছে অতএব ইহা হরির শক্তি” এরূপ স্বীকার করিলে চন্দ্র-  
শেখরত্ব প্রভৃতি রূদ্রের শক্তি হউক । কারণ, এইরূপ শোনা  
যায় যে, দেহস্থিত পঞ্চমুখত্বই রূদ্রশক্তি অথবা সকলের  
পূজ্য শুভদায়িনী রূদ্রশক্তি হউক । কিন্তু হে ব্রাহ্মণ !  
সূর্য্যে যে তেজ আছে, রূদ্রশক্তিতে ঐ তেজের প্রাধান্ত নিরূ-  
পিত হয় । সুতরাং সে তেজও বিষ্ণুর শক্তি । যেহেতু সকল  
শাস্ত্রে হরি, সূর্য্যমণ্ডলবর্তী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে ।  
“বহুরূপী পদার্থে পঞ্চমুখত্ব বিরুদ্ধ নহে” একথাও বলা যাইতে  
পারে না । কারণ, ভূভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি ব্যাহতি হইতে সেই  
শক্তির উৎপত্তি নির্ণিত হইয়াছে । ঐ ব্যাহতি সমুদয়ের  
মধ্যস্থিত প্রণব হইতে ঐ শক্তি এবং মহেশ্বর হইতে বিষ্ণুর  
শক্তি উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব এ শক্তি কেবল মহেশ্বরের  
—অন্ত আর কাহারও নহে । বেদে স্বরকর্তা মহেশ্বর, নারায়-  
ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, । বেদান্তে যে স্বর উক্ত হই-

তদভাবোহন্ত কা হানি বৈষ্ণবোহস্মীতি চেত্তদা । ভ্রষ্টোহসি  
ভাষণাযোগ্যো জীবন্তেব মৃতোহসি ভোঃ ! ॥ ১৬৭ ॥

ততস্ত মাধবঃ কশ্চিবৈষ্ণবঃ প্রাহ তং গুরুম্ । তপ্তশব্দাদিকং  
ধার্য্য লোকং প্রাপ্নোতি বৈষ্ণবম্ ॥ ১৬৮ ॥

পাঞ্চরাত্রাগমে প্রোক্তমিত্যেবং তন্ত মানতা । বহুত্ব্যা-  
নাশমায়াতীত্বাক্তঃ প্রাহ পরো গুরুঃ ॥ ১৬৯ ॥

আগমাহ্যাক্তমাতারো গ্রাহো বেদান্তকুলতঃ । বিরোধে  
তন্ত ন গ্রাহ উক্তং চেদং ক্ষুটং কিম্ ॥ ১৭০ ॥

অতীন্দ্রিয়ার্থবিজ্ঞানে প্রমাণং ক্রতিরেব হি । ক্রত্যাচার-  
মৃতে হগ্রাহমাগমানাং প্রসজ্যতে ॥ ১৭১ ॥

অতো বেদবিরুদ্ধং যত্র ন মানং কদাচন । অতো ব্রাহ্মণ্য-  
সিদ্ধার্থঃ স্বকর্ম্মনিরতো ভব ॥ ১৭২ ॥

তেন সম্যগ্বিশুদ্ধঃ সন্ তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্যসি । মুক্তিস্তস্মান-  
চাত্তস্মাদত্রার্থে ত্বং ক্রতিং শৃণু ॥ ১৭৩ ॥

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি । সংপশ্বন্ ব্রহ্ম-  
পরমং যাতি নাশ্তেন হেতুনা ॥ ১৭৪ ॥

মাছে, বেদান্তে যে স্বর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, প্রকৃতিলীন  
এই স্বরের যে পরগামী তাহার নাম মহেশ্বর । অষ্টমূর্ত্তিধারী  
মহাদেবের ‘সূর্য্য’ একটি মূর্ত্তি । রূদ্রের পঞ্চমুখত্ব প্রভৃতি  
যুক্তিযুক্ত শক্তি সকল ঐ আদিত্য হইতে উৎপন্ন । তুমি বৈষ্ণব  
তুমি কখন মহাদেবের আদিত্যমূর্ত্তি সেবা করিও না । সেবা  
করিলে তোমার ব্রাহ্মণত্বের হানি উপস্থিত হইবে । “ব্রাহ্মণ-  
ত্বের হানি হউক তাহাতেই বা কতি কি ? আমি একজন  
বৈষ্ণব” এই কথা বলিলে মুনিবর, তুমি একজন ভ্রষ্ট । কথা  
কহিবার অযোগ্যপাত্র এবং তুমি বাচিয়া থাকিয়াও তুমি  
মরিয়া রহিয়াছ ।”

অনন্তর মাধব নামে একজন বৈষ্ণব আসিয়া শব্দর গুরুকে  
বলিল “পাঞ্চরাত্র আগমে (আমাদের বৈষ্ণব শাস্ত্রে) কথিত  
হইয়াছে যে, তপ্ত শব্দাদি ধারণ করিয়া লোকে বৈষ্ণব লোক  
পাইয়া থাকে । এই রূপে পাঞ্চরাত্র শাস্ত্রের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় ।

তন্মাং পাবণ্ডিহানি নিহায়াহৈবতনিষ্ঠতা । সম্পাদ্যা  
মোকসিদ্ধার্থমিত্যুক্তঃ স চ মাধবঃ ॥ ১৭৫ ॥

অকুলগ্রামদেশস্থৈঃ সহাঃবৈতপরঃ সনা । সন্ধ্যাধিহোত্র-  
মুখ্যানি কুর্স্বন কৰ্ম্মাণি শুকতাম্ ॥ ১৭৬ ॥

প্রাপ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপ্রসাদাত্ত আগতঃ । বৈথানস-  
মতাচারো ব্যাসদাস ইতি শ্রুতঃ ॥ ১৭৭ ॥

উবাচ ভো যতে ! ব্রহ্মাণি মৎপক্ষনিবারণে । ন সমর্থো  
যতো দেবঃ পরো নারায়ণো মম ॥ ১৭৮ ॥

তদ্বিক্ষোঃ পরমং ধামেত্যাদিবেদেন বোধিতা । নারায়ণ-  
পদন্তৈব শ্রেষ্ঠতা মুনিসত্তম ! ॥ ১৭৯ ॥

তথা নারায়ণাদ ব্রহ্মা জায়তে রুদ্র এব চ । ইত্যাদিশ্রুতি-  
ভিত্তস্ত কারণমুদীরিতম্ ॥ ১৮০ ॥

তাহা না করিয়া আপনার বাক্য শুনিলে সেই শাস্ত্রের নাশ  
হইয়া যায় ।” এই কথা শুনিয়া পরমশুরু শঙ্কর বলিতে লাগি-  
লেন “বেদের অমূল্য আগমোক্ত আচারাদি অবশ্য গ্রাহ্য ।  
বেদের বিরোধ ঘটাইয়া যদি অপর শাস্ত্রের আচার গ্রহণ  
করিতে হয়, তাহা বেদবিরুদ্ধ ও অগ্রাহ্য । একথা আমি পূর্বের  
স্পষ্টরূপে বলিয়াছি জানিবে । ১৫৩-১৭০ । অতীন্দ্রিয় বস্তুর জ্ঞান  
করিতে হইলে বেদই প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে । বেদোক্ত  
আচার ব্যতীত অগ্ৰাণ্য শাস্ত্রের আচারাদি সমুদায় অগ্রাহ্য  
জানিবে । অতএব যে সমুদায় বেদবিরুদ্ধ, তৎসমুদয় কখনই  
প্রামাণিক নহে । অতএব ব্রাহ্মণ্যই সিদ্ধির নিমিত্ত স্বকর্ম্ম  
পরায়ণ হও । স্বকর্ম্ম দ্বারা সম্যকরূপে নির্মলচিত্ত হইয়া তত্ত্ব-  
জ্ঞান লাভ করিবে । সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে মুক্তি হয়, আর  
কিছুতেই মুক্তি হয়না । এ বিষয়ে তুমি বেন শ্রবণ কর ।  
“সকল ভূতে আত্ম দর্শন এবং আত্মাতে সকল ভূত দর্শন করিয়া  
পরমব্রহ্ম লাভ হইয়া থাকে, অতঃ আর কোন কারণে হইতে  
পারেনা ।” অতএব মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত পাবণ্ডি চিত্ত সকল  
পরিত্যাগ করিলে অবৈতনিষ্ঠা হইয়া থাকে” এই কথা শুনিয়া  
মাধব, আপনার কুল, গ্রাম ও দেশস্থ লোকদিগের সহিত  
অবৈতমতাবলম্বী হইয়া সর্বদা সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্র যাগ প্রভৃতি

তন্মাং সেব্যঃ সর্দৈবারমস্তর্য্যামী পরেশ্বরঃ । লক্ষণং তত্ত্ব-  
ভক্তস্ত প্রোক্তং বৈথানসে মতে ॥ ১৮১ ॥

শঙ্খচক্রপরিজ্ঞাপ উর্দ্ধপুণ্ড্র ইতি প্রভো ! । ইত্যুক্তঃ প্রাহ-  
বিক্ষুস্ত পালকো বাণ ব্রহ্ম বা ॥ ১৮২ ॥

অন্ত তত্র বিবাদঃ কঃ পদভ্রাবৃতিবর্জিতম্ । মভ্যতে তত্ব-  
বোধেন নৈব অন্যেন হেতুনা ॥ ১৮৩ ॥

যদিহুঃ বিকৃতস্তোহসি তদা তৎপ্রীতয়ে কুক্ষ । কর্ম্ম নৈব তু  
তৎসাম্যং চক্রাদীনাং বিধারণম্ ॥ ১৮৪ ॥

বৈদিক কর্ম্ম সকল করিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের প্রসাদে শুদ্ধতা লাভ  
করিল ।

অনন্তর ব্যাসদাস নামে একজন বিখ্যাত লোক বৈথানস-  
মতের আচারাদি গ্রহণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল—  
“হে যতিবর ! ব্রহ্মা ও আমার পক্ষ নিবারণ করিতে সমর্থ নহে ।  
নারায়ণ আমার পরম দেবতা । “তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং”  
ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা নারায়ণ পদের শ্রেষ্ঠতা কথিত হইয়াছে ।  
হেমুনিবর ! নারায়ণ হইতে ব্রহ্মা এবং রুদ্র জন্ম গ্রহণ করি-  
য়াছে এবং এই সমস্ত শ্রুতি দ্বারা নারায়ণ সমস্ত বস্তুর  
কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছেন । অতএব অন্তর্য্যামী পর-  
মেশ্বরকে সর্বদা সেবা করা উচিত । বৈথানসমতে সেই ভক্তের  
লক্ষণ কথিত হইয়াছে । হে প্রভো ! শঙ্খচক্র দ্বারা তিনি  
পরিবৃত্তদেহ এবং তিনি উর্দ্ধপুণ্ড্র হইবেন । এই কথা শুনিয়া শঙ্কর  
বলিলেন বিষ্ণু পালক হউন অথবা ব্রহ্ম পালক হউন, তাহাজে  
আর বিবাদ কি ? । তত্ত্বজ্ঞান হইলে যে পদলাভ করা যায়,  
তাহার আর ক্ষয় বৃদ্ধি নাই । কিন্তু অতঃ কোন কারণে ঐ  
পদ লাভ হয়না । যদি তুমি বিকৃত হইয়া থাক, তাহা  
হইলে তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনের নিমিত্ত কর্ম্ম কর । চক্রাদি ধারণ  
করিলে কিছুতেই কর্ম্মের সমান ফল হয়না । প্রমাণের অভাব-  
বশতঃ বেদ বিরুদ্ধ আগমশাস্ত্রে কোন প্রমাণ হয়না । বরং  
সর্বপ্রকারে ব্রাহ্মণ্যের নাশ হইয়া থাকে ।” এই কথা শুনিয়া  
ব্যাসদাস তাঁহাকে বলিল “হে মুনিবর ! পূর্ববৃণে মন্ত্রাজ্ঞেয়  
নামে একজন পরম যোগী পঞ্চমুখা ধারণ করিয়া বাস করি-



প্রমাণাতাবতো বেদবিরুদ্ধে নৈব মানতা । আগমে বিপ্র-  
তানানশো নোচেৎ স্তাদেব সৰ্বথা ॥ ১৮৫ ॥

ইত্যুক্ত আহ তং ব্যাসদাসঃ পূৰ্বযুগে স্মৃনে ! । দত্তাত্রেয়ঃ  
পরো যোগী পঞ্চমুদ্রাবিমুক্তিতঃ ॥ ১৮৬ ॥

আসীতস্মান্ মহন্তিঃ স্বীকৃতো মার্গো মুমুকুতিঃ । গ্রাহঃ  
কিঞ্চ পুরাণেষু চক্রাদে ধারণং শ্রুতম্ ॥ ১৮৭ ॥

অন্তথা বৈষ্ণবশ্রুত হানিরেব সমাপতেৎ । তস্মাদ্ভগবত-  
চিহ্নং ধার্যামিত্যুদিতো গুরুঃ ॥ ১৮৮ ॥

উবাচ ভো ! বিবেকশ্চে কিমু বাচ্যোহতিবালকাঃ । অপি  
জানন্তি মুদ্রাভিরন্ধনে ন প্রয়োজনম্ ॥ ১৮৯ ॥

দত্তাত্রেয়শ্চ নৈবাস্তি যোগিনশ্চন্দর্শিনঃ । মুদ্রয়াহঙ্কিত-  
দেহো দত্তাত্রেয়োহস্তীতি কেনচিৎ ॥ ১৯০ ॥

শ্রুতং নৈব ততো মূঢ়বুদ্ধিঃ ত্যক্ত্বা স্মৃণীতব । পুরাণেষু শ্রুতং  
চিহ্নধারণং স্থিতি নোচিতম্ ॥ ১৯১ ॥

প্রহ্লাদস্ত বিভীষণস্ত গজরাজস্ত ক্রবস্তানিলেজ্যোপদ্যা ব্রজ-  
বাসিনাঞ্চ খলু কষ্টক্রান্দনং রেহকরোৎ । তস্মাদ্ভূতমতিং বি-  
হার সকলং পাবণ্ডচিহ্নং ত্যজ ব্রহ্মাস্মীতি বিস্তাবনেন জ্ঞানং  
গচ্ছাতু মোক্ষং পদম্ ॥ ১৯২ ॥

অবশ্যং চেৎস্ময়া কার্য্যং চিহ্নানাং ধারণং তদা । কপোলিয়ৌ  
র্গলে চৈব শেষেণ গুরুভেদে চ ॥ ১৯৩ ॥

অন্ধনং কুরু কৰ্ম্মেন্দ্রিয়প্রধানে ভূজঘরে । কপোলদ্বিতয়ে-  
চৈব জ্ঞানেন্দ্রিয়সমীপগে ॥ ১৯৪ ॥

চিহ্নিতে পশুবদ্ধর্জুং যোগ্যো ভব বিবন্ধনঃ । তথাচৈবংবিধ-  
শ্রাত্ব বৈষ্ণবশ্রুত স্বকৰ্ম্মণা ॥ ১৯৫ ॥

হীনশ্চ শুভ্রবস্ত্রাণাং ধারণস্তবশিষ্যতে । ন তু কৰ্ম্মাগ্নিহো-  
ত্রাদীতু্যক্ত সম্প্রাহ সো গুরুম্ ॥ ১৯৬ ॥

স্বামিস্তব প্রসাদেন সবিবেকোহস্মি নাক্রিতঃ । কিন্তু মে  
গুরুরেবাসি তথেষতি ভগবন্ ! শ্রুতম্ ॥ ১৯৭ ॥

তেন । মোক্ষার্থী মহৎ ব্যক্তিগণ যে পথ স্বীকার করিয়াছেন,  
তাহাই গ্রাহ জানিবেন । অপিচ পুরাণাদি শাস্ত্রে চক্রাদি  
চিহ্ন ধারণের কথা উক্ত হইয়াছে । তাহার অন্তথা হইলে  
বৈষ্ণবত্বের ব্যাঘাত ঘটে অতএব ভগবানের চিহ্ন ধারণ করা  
একান্ত আবশ্যক ।” এই কথা শুনিয়া গুরু বলিলেন “তোমার  
বিবেকের কথা আর কি বলিব ? বালকেরা পর্য্যন্ত তোমার  
বিবেকের কথা জানিতে পারিয়াছে । পরম যোগী তত্ত্বদর্শী  
দত্তাত্রেয়ের মুদ্রাধারা চিহ্ন ধারণের কোন প্রয়োজন নাই ।  
দত্তাত্রেয় মুনি যে মুদ্রাধারা চিহ্নিত শরীরে বাস করিতেন,  
একথা কেহ শ্রবণ করে নাই । অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া  
স্মৃণী হও । পুরাণমধ্যে চিহ্ন ধারণের কথা শোনা হইয়াছে,  
একথা বলাও অশুচিত । প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, ক্রব,  
বায়ুহুত হনুমান্, জ্যোপদী, এবং ব্রজবাসীদের মধ্যে কোন  
ব্যক্তি চক্রাদি চিহ্ন ধারণ করিয়াছিল ? । অতএব ভূতমতি বিস-  
র্জন দিয়া সমস্ত পাবণ্ডচিহ্ন ত্যাগ কর । “আমি ব্রহ্ম হইতেছি”  
এইরূপ চিন্তা দ্বারা পরমসুখে শীঘ্র মোক্ষপদ প্রাপ্ত হও । যদি

অবশ্যই তোমার চিহ্নাদি ধারণ করিতে হয়, তবে ছই গণ্ড-  
স্থলে, গলদেশে, অনন্তসর্প এবং গুরুড়দ্বারা চিহ্ন ধারণ কর ।  
কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের প্রধান, ছই হস্ত, ছই গণ্ডস্থল, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সমী-  
পস্থ করিয়া চিহ্নিত হইলে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পশুর মতন  
তাহা ধারণ করিতে সমর্থ হও । অপিচ এবম্বিধ বৈষ্ণবের  
যদি কোন স্বীয় কৰ্ম্ম না থাকে, তখন তাহার কেবল শুভ্রবস্ত্র-  
ধারণ করা অবশিষ্ট রহিল । কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি কৰ্ম্ম তখন  
অবশিষ্ট থাকিল না । ১৫৩—১৯৬ ।

এইকথা শুনিয়া ব্যাসদাদ গুরুকে বলিল—“প্রভো ! আমি  
আপনার প্রসাদে চিহ্ন ধারণ না করিয়া বিবেক লাভ করিলাম !  
হে ভগবন্ ! আপনি যে আমার গুরু, তাহাও আমি শুনিয়াছি ।  
যতিশেখর ! যাহাতে আমার গুরু অর্থেত ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে তাহার  
উপায় করুন ।” এই কথা নিবেদন করিয়া ভূতলে দণ্ডবৎ  
প্রণাম করিয়া কৃতজ্ঞ হইয়া উপবেশন করিল । তখন  
তাহাকে জীবৎ নম্র দেখিয়া করুণানিধি আচার্য্য শঙ্কর হাসিয়া

ততঃ শুদ্ধাবস্থং মাং কুরু স্বং যতিশেখর ।। ইতি বিজ্ঞাপ্য তং  
কুমৌ দণ্ডবৎ প্রণিপত্য চ । ১৯৮ ॥

কৃতান্ত্রিঃ সমাসীনমীষময়ং ত্রিলোক্যমসং । করুণানিধিরা-  
চার্য্যঃ প্রহসন্তিদমব্রবীৎ । ১৯৯ ॥

ব্রহ্মৈবাহং ন সংসারী মুক্তোহহমিতি ভাবয় । তস্মিন্  
বিধাবশক্তং বাক্যমেতদুদীরয় । ২০০ ॥

ইত্যভ্যাসপরিত্যক্তবৃন্দৈশ্চৈবদুর্শ্রিকঃ । বিদিত্বা পরমা-  
শ্রানং মুক্তো ভবসি নাতুথা । ২০১ ॥

ইতি সংবোধিতঃ শিষ্যঃ কৃতার্থোহহমিতিীরয়ন্ । ব্রহ্মাহ-  
মিতি সংজয়ন্ যসৌ শ্বকুলসংযুতঃ । ২০২ ॥

তত আচার্য্যমাগত্য নামতীর্থোহি তৈত্ত্বকবঃ । কর্মহীন ইদং  
প্রাহ ভোঃ স্বামিন্ ! শৃণু মে মতম্ । ২০৩ ॥

শেষোপাধ্যাক্ষপ্যং বৈ সৰ্ব্বং বিষ্ণুময়ং জগৎ । ইত্যাদে-  
শাদ্যতো মোক্ষং গুরুরেব প্রযচ্ছতি । ২০৪ ॥

তদানীং ভগবন্তং স গুরুঃ প্রার্থয়তে প্রভো !। মচ্ছিয়াং নিজ-  
পাদারবিন্দং প্রাপয় সোহপ্যথ । ২০৫ ॥

বলিতে লাগিলেন । ( আমি ব্রহ্ম সংসারী নয়, আমি মুক্ত )  
এইরূপ ভাবনা কর । যদি এইরূপ কার্য্যে অসমর্থ হইয়া থাক,  
তবে এইবাক্য উচ্চারণ কর । এইরূপে অভ্যাসদ্বারা শীতোষ্ণাদি  
বন্দ বাগনা এবং কাম ক্রোধাদি ছয়টা ভবসাগরের তরঙ্গ পরি-  
ত্যাগ করিতে পারিলে পরমাত্মাকে জানিতে পারিয়া মুক্ত হ-  
ইবে । আর অন্য কোন প্রকারে মুক্ত হইতে পারা যায় না ।”  
আচার্য্যের এই কথার অবসান হইলে শিষ্য তখন “আমি  
কৃতার্থ হইলাম” এই কথা বলিয়া “আমিব্রহ্ম” এই কথা জ্ঞপন  
করিতে ২ আপনার কুলে মিলিত হইল । ১৯৭—২০২ ।

অনন্তর নামতীর্থ নামে একজন কর্মহীন বৈষ্ণব আচার্য্যের  
নিকটে আসিয়া বলিল—“প্রভো আপনি আমার মত প্রবণ  
করুন । সহস্রমুখে কণিগতি অনন্ত আমার মত ধণ্ডন করিতে  
সমর্থ নহে । “এই সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময়” এইরূপ শাস্ত্রীয় উপ-

এবমুক্তঃ কল্মোক্তোব তথৈব জগদীশ্বরঃ । কল্মান্ মম পুন-  
র্জন্মহেতুভাবো যতীশ্বর ! । ২০৬ ॥

জীবন্মুক্তোহহমেবং বৈ ভবন্তোহপি মুমুক্শবঃ । কর্মহীনাঃ  
সুরেশং তং বিষ্ণুং সৰ্ব্বময়ং প্রভুম্ । ২০৭ ॥

সমালম্ব্যাক্ষসম মুক্তা ভবিষ্যত্তীতি নিশ্চয়ঃ । এবমুক্তো গুরুঃ  
প্রাহ সত্যমুক্তং ত্বয়া মতম্ । ২০৮ ॥

কৰ্ম্মভ্রষ্টো ভবান্ জীবন্ মুক্ত এব ন সংশয়ঃ । নিশ্চ্যানিশ্চ্য-  
বিহীনঃ সন্ প্রব্রুতোহসি পিশাচবৎ । ২০৯ ॥

বেদোক্তসৰ্ব্বকৰ্ম্মাণি কৃত্বা তেষাং কলার্পণম্ । কৰ্ত্তব্যং  
ব্রহ্মণীত্যেবং জ্ঞানমার্গোহয়মীরিতঃ । ২১০ ॥

কলার্থং কৰ্ম্মকরণং কৰ্ম্মমার্গোহস্তি তদ্বিধা । ব্রষ্টব্যং দণ্ড-  
নীয়োহসি বিষ্ণুভক্তোহপি নো ভবান্ । ২১১ ॥

ন চলতি নিজবর্ণধন্যতো বঃ সমমতিরাস্মহুদ্বিপক্ষপক্ষে ।  
ন জহতি ন চ হস্তি কঞ্চিদৃষ্টৈঃ সিতমনসস্তমবৈহি বিষ্ণুভক্তম্ ।  
। ২১২ ॥

দেশ থাকাতে কেবল গুরু মোক্ষদান করিতে পারেন । তখন  
গুরু ভগবানের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন যে,  
হে প্রভো ! আমার শিষ্যকে আপনার পাদপদ্ম অর্পণ করুন ।  
জগদীশ্বর বিষ্ণু গুরু এই কথা শুনিয়া আপনার চরণ কমল  
শিষ্যকে দান করিয়া থাকেন । অতএব হে যতিরাজ ! আমার  
আর পুনর্জন্ম হইবার কোন কারণ দেখি না । আমি যে রূপ  
জীবন্মুক্ত, এইরূপ আপনারাও মোক্ষার্থী এবং কর্মহীন হইয়া  
সুরপতি, সৰ্ব্বময় সেই প্রভু বিষ্ণুকে অবলম্বন করিয়া শীঘ্র যে  
মুক্ত হইবেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এই কথা শুনিয়া  
শঙ্কর বলিলেন—“তুমি সত্য কথা বলিয়াছ । তুমি কর্মহীন  
হইয়া যে জীবন্মুক্ত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই । কিন্তু  
কি নিশ্চিনীয়, কি প্রশংসনীয় কোনরূপ কার্য্য না করাতে তুমি  
পিশাচের মতন প্রবৃত্ত হইয়াছ । অগ্রে যে সমস্ত বেদোক্ত কৰ্ম্ম  
আছে, সেই সমস্ত সমাপন করিয়া আরক কৰ্ম্মের বল পরব্রহ্মে  
অর্পণ করিতে হয় । পণ্ডিতেরা এইরূপে জ্ঞানমার্গ বলিয়া

ঋতিবৃত্তী মমৈবাজ্ঞে তেহমুদ্যত্যা প্রবর্ততে । আজ্ঞাতনী  
মম দ্রোহী মন্তুকোহপি ন বৈক্যবঃ । ২১৩ ॥

আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্রোহী স বাতি নরকং সদা । ইত্যাদি-  
বচনেভ্যোহন্তঃ কৰ্ম্মত্যাগো ন শত্ৰতে । ২১৪ ॥

ব্রাহ্মণঃ কৰ্ম্ম কুবীতেত্যাদিবা ক্যুন্ন কৰ্ম্মণঃ । ত্যাগো দেবা-  
স্তরত্যাগো ব্রাহ্মণানাং ন চান্তি হি । ২১৫ ॥

অগ্নি দেবো দ্বিজাতীনামিতিবাক্যাস্ততস্ত ভীঃ । ব্রহ্মচার্যা-  
দিকৈঃ সর্কৈঃ কৰ্ম্ম ত্যক্তুং ন শক্যতে । ২১৬ ॥

সক্যাত্রয়াতিক্রমদোষশাস্তিঃ কৃচ্ছ্রত্রেয়ণাস্তি ততো দ্বিজত্বম্ ।  
তত্যাগতো নৈব ন কৰ্ম্মণেতিশ্রুতিস্ত সন্ন্যাসমমুদ্যবক্তি । ২১৭ ॥

ইত্যুক্তো হসৌ নামতীর্থঃ প্রণামৈঃ প্রীতং কৃত্বা কৰ্ম্মশীলো  
বভূব । এবং সর্কৈঃ খণ্ডনং স্বস্ত পক্ষস্ত কৃত্বা তে নিকৃতিং সংবি-  
দায় । ২১৮ ॥

শুক্লাদৈবতান্নম্বিনঃ সত্রিপুণ্ড্রা বেদপ্রোক্তাচারনিষ্ঠা বভূবুঃ ।  
তস্যাং সূত্রকণ্যসংক্রঃ কুমারস্থানং প্রাপ ত্রীশুরুঃ পঞ্চবশৈঃ ।  
২১৯ ॥

থাকেন । প্রথমতঃ কোন ফলের নিমিত্ত কৰ্ম্ম করা—দ্বিতীয়তঃ  
ঐ কৰ্ম্মফল পরব্রহ্মে অর্পণ করা—কৰ্ম্মের পথ এই দুই প্রকার ।  
তুমি যখন সেই কৰ্ম্মমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছ, সুতরাং তুমি  
দণ্ডনীয় । আর এক্ষণে জানিলাম যে, তুমি বিফুভক্ত নও ।  
যে ব্যক্তি আপনার বর্ণোচিত ধর্ম্ম কার্য্য হইতে বিচলিত হয় না  
কি শত্রুপক্ষ, কি গিত্রী পক্ষ, উভয়পক্ষে যিনি সমদর্শী—যিনি  
কাহাকে ত্যাগ করেন না—কিবা কাহাকে হিংসা করেন না—  
সেই নিঃশলচেতাকে বিফুভক্ত বলিয়া জানিও । ভগবান্ স্বয়ং  
বলিয়াছেন—“ঋতি এবং স্মৃতি এই দুইটী আমার আজ্ঞা ।  
যে ব্যক্তি ঐ দুটী আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া প্রবৃত্ত হন, সেই আজ্ঞা  
ভঙ্গকারক ও হিংসাকারক ব্যক্তি আমার ভক্ত হইলেও কদাচ  
বৈক্যব নহে । আমার আজ্ঞাচ্ছেদী এবং হিংসাপরায়ণ ব্যক্তি  
সর্বদা নরকে বাস করিয়া থাকে ।” ইত্যাদি বচন শাস্ত্রীয় বচন  
অপেক্ষা কিছুতেই প্রশস্ত নহে । “ব্রাহ্মণ কৰ্ম্ম করিবেক” ইত্যাদি

ব্রাহ্মা কুমারধারায়ানং নন্দ্যায় শিষ্যসমম্বিতঃ । ভক্ত্যা সং-  
পূজয়ামাস স্বগ্নমুখং শেবরূপিণম্ । ২২০ ॥

কাব্যবব্রহ্মদণ্ডাচ্যঃ কমণ্ডলুদসংকরঃ । ভূতিভূমিতলকীর্নো  
বভৌ কঙ্গুইব স্বয়ম্ । ২২১ ॥

নানাদেশস্ববিপ্রৌষাঃ সূত্রকণ্যং সমাগতাঃ । দৃষ্টা তং  
শঙ্করাচার্য্যমিদমুচুঃ স্তুবিস্মিতাঃ । ২২২ ॥

দ্বিজা বরং ব্রহ্মকুলোদ্ভবাঃ প্রভো ! মনুপ্রভৃত্যুক্তস্বকৰ্ম্মতং  
পরঃ । হিরণ্যগর্ভাচনলকনানসপ্রশুদ্রঃ সৈধ্যামুপাগতা-  
স্তথা । ২২৩ ॥

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ততাগ্রে ভূতস্ত জাতঃ পরিরেক আনীৎ ।  
সদাধারপৃথিবীং দ্যাম্মিতেমাং কষ্টে দেবায় হবিষা বিধেম ।  
২২৪ ॥

বাক্যে ব্রাহ্মণদিগের কৰ্ম্মত্যাগ, দেবাস্তর ত্যাগ করিতে নাই ।  
“দ্বিজাতিগণের অগ্নিই দেবতা” ইত্যাদি বাক্যে ভয় পাওয়া  
আবশ্যক । ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলের কৰ্ম্মত্যাগ করা উচিত  
নহে । ত্রৈকালিক সন্ন্যাস না করিলে যে দোষ হয়, সেই দোষ  
শাস্ত্রের নিমিত্ত তিনটি চাক্ষায়ণ ব্রত করা আবশ্যক । তাহা  
হইলে দ্বিজাতিগণের দ্বিজত্ব থাকে । কৃচ্ছ্রব্রত ত্যাগ করিলে  
কিছুতেই দ্বিজত্ব থাকে না । “কৰ্ম্মদ্বারা নহে—এক মাত্র ত্যাগ  
দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্তি নয়” ইত্যাদি বেদবাক্য কেবল উহার  
সংন্যাস ধর্ম্ম বলিয়া দিতেছে । শঙ্করের এইবাক্য শুনিয়া  
ঐ নামতীর্থ তখন প্রণাম করিয়া শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিলেন এবং  
আপনি তদবধি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । নাম-  
তীর্থের মতন অন্যান্য সকলেই স্বয়ং মত খণ্ডন শুনিয়া তাহারা  
নিকৃতি পাইয়া তিলক কাটিতে লাগিল, শুদ্ধ অদৈবতমতাবলম্বী  
হইল এবং সকলেই বেদোক্ত আচারে আস্থা প্রকাশ করিতে  
লাগিল । অনন্তর ত্রীশুরু শঙ্কর কুমার প্রতিষ্ঠিত সূত্রকণ্য দেশে  
পাঁচদিনে উপস্থিত হইলেন । ২২০—২২৯ ।

তথায় শিষ্য সমভিব্যাহারে কুমারধারা নদীতে স্নান করিয়া  
ভক্তি সহকারে অনন্তরূপী কার্ত্তিকেয়কে অর্চনা করিলেন ।

ইত্যাদিমত্নাৎ সকলম্ কৰ্ত্তা ব্রহ্মা তথা পালক এষ এব ।  
লয়ন্ত কৰ্ত্তা নিখিলোত্তমম্ সৰ্ব্বাধিকানন্দম্ রূপ উক্তঃ । ২২৫ ॥

স এব সৃষ্টা মিখিলং অগ্ন্যপ্রভুঃ প্রবিশ্ত সৰ্ব্বাভ্যুতমা হিতো  
বৈ । তদৈকান্তেত্যাদি বচোভিরীকৃতঃ কয়োতি বিকৃক শিবং  
ভূজাক্যাম্ । ২২৬ ॥

জ্ঞানীশক্তাঃ কিল জ্ঞাননিষ্ঠাঃ কৰ্ম্মহিতাঃ কৰ্ত্তকমণ্ডলু-  
শ্রিতাঃ । বয়ং যতিঃ বীক্ষ্য ভবন্তমহা জাতাঃ কৃতার্থাঃ শূন্য ভো-  
ন্তথাপি । ২২৭ ॥

বচোহস্মদীয়ং ভগবন্ ! প্রয়োজনং কিমশ্রু ভেদেন বতন্ততু-  
মুবাৎ । জনিং গতৌ জীবগণঃ স্বকৰ্ম্মণা পুনঃ পুনঃ সংসৃতি-  
মেতি হুঃখদাম্ । ২২৮ ॥

ততো লয়ে ব্রহ্মণ এব কৃক্ষৌ লয়ং প্রযাতোব লয়ন্ত কালে ।  
মোক্শোহন্তথা ব্রহ্মবিদেষ যাতি পরং পদং ব্রহ্মণ এব লোকম্ ।  
২২৯

তস্মাদ্ ভবান্ দণ্ডকমণ্ডলুশ্রিতস্তল্লোকযোগো যতিশেখরো  
শুকঃ । ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ শঙ্করো ব্রহ্মাদিভূতানি যতো  
ভবন্তি তম্ । ২৩০ ॥

তৎকালে শঙ্কর কথারবসন পরিধান, দণ্ডধারণ, হস্তে কমণ্ডলু  
ধারণ, সৰ্ব্বদে বিভূজিলেপন করিয়া সাক্ষাৎ মহাদেবের মতন  
শোভা পাইলেন । নানা দেশস্থ ব্রাহ্মণগণ, সূত্রক্ষণ্য দেশে  
আগমন করিয়া ও শঙ্করকে দর্শন করিয়া বিস্ময়সহকারে  
বলিতে লাগিলেন । “আমরা ব্রহ্ম কুলোৎপন্ন ব্রাহ্মণ, মনু-  
প্রভৃতি মহর্ষিগণ বৈরাগ্য সমাচার ও লংকর্ণের উপদেশ দিয়াছেন  
আমরা সেই সকল কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকি । হিরণ্য-  
গর্ভের (ব্রহ্মার) পূজা করিয়া আমাদের “চিত্ত শুদ্ধি লাভ  
হইয়াছে । আমাদের মনে কোন অধৈর্য্যের কারণ নাই ।  
“হিরণ্যগর্ভ সকলের অগ্রে বর্তমান ছিলেন । পঞ্চভূতের তিনিই  
একমাত্র পতি ছিলেন । তিনিই স্বর্গ এবং এই পৃথিবী ধারণ  
করিয়াছিলেন । অতএব আমরা হোমধারা আর কোন দেব-

জ্ঞান বিমুক্তিৰ্ভবতীতি হি প্রতৌ প্রোক্তং ততস্তত্ত বিবোধ-  
কারণম্ । বেদান্তবাক্যপ্রবণাদিকং সদা কার্য্যং বিমোক্ষো হি  
লয়ো ন কীর্তিতঃ ॥ ২৩১ ॥

অমুণ্ডিতুল্যো ন চ লভ্যতে পরঃ কার্য্যন্ত হি ব্রহ্মণ এব  
সেবনাৎ । প্রত্যেকমাচার্য্যমুখাধিহার্য্য তে চিহ্নানি শুদ্ধাশ্রি-  
বোধতৎপরঃ ॥ ২৩২ ॥

শিষ্যা বভূবুস্ত আগতাস্তং প্রোচু শূরং বহিমজানুবর্তিনঃ ।  
স্মামিন্ ! বয়ং বহুপরা যতো বৈ মজ্জেন দেবোহস্মদুদীরিতো-  
হন্তি ॥ ২৩৩ ॥

তাকে সম্বোধ করিব ?” ইত্যাদি বেদমত্ন দ্বারা ব্রহ্মা সকল  
পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়কর্ত্তা । তিনি সকল পদার্থের  
উত্তম, তিনি সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং আনন্দরূপ উক্ত হইয়াছেন ।  
“তিনি পর্যালোচনা করিলেন, আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ  
করি” ইত্যাদি বেদবচন দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, তিনিই  
অখিল ব্রহ্মাও সৃষ্টি করিয়া সৰ্ব্বাত্মরূপে সকলের মধ্যে প্রবেশ  
করিয়া অবস্থিতি করেন । এবং তিনি আপনার বাহুযুগলদ্বারা  
বিষ্ণু এবং শিব সৃজন করিয়া থাকেন । আমরা সেই হিরণ্য-  
গর্ভের ভক্ত, আমরা জ্ঞানবান্ এবং কন্নিষ্ঠ । আমরা ক্রয়ুগলের  
মধ্যে কমণ্ডলু চিহ্ন ধারণ করিয়া থাকি । আপনি যতি, আপ-  
নাকে দেখিয়া অদ্য আমরা নিশ্চিত কৃতার্থ হইয়াছি । তথাপি  
আপনি আমার বচন শ্রবন করুন । ভগবন্ ! অভেদে প্রয়োজন  
কি ? । কারণ এই জীবগণ চতুমুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।  
এবং স্ব স্ব কৰ্ম্মাচুসারে বারম্বার এই হুঃখদায়ক সংসারে যাতা-  
য়াত করিয়া থাকে । অনন্তর লয় হইলে ঐ প্রলয়কালে (মোক্শ)  
ব্রহ্মার কৃক্ষিদেবে লয় পাইয়া থাকে । অন্তথা এই ব্রহ্মজ্ঞানী  
পরমপদ ব্রহ্মলোক পাইয়া থাকে । ২২০—২২৯ । অতএব  
আপনি যখন দণ্ডকমণ্ডলু গ্রহণ করিয়াছেন, তখন আপনিও  
সেই ব্রহ্মলোকের যোগ্যপাত্র । আপনি যতিগণের অগ্রগণ্য  
ও আপনি সকলের গুরু ।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন । বেদে  
উক্ত হইয়াছে—“ব্রহ্মাদি ভূত সকলে বাহা হইতে উৎপন্ন হই-



অগ্নিরগ্রে প্রথমো দেবতানাং সম্পাতনামুত্তমো বিষ্ণুরাগীৎ ।  
বজ্রমানায় পরিগৃহ্য দেবান্ দেহকরে তং হবিরাগচ্ছ তংনঃ  
॥ ২৩৪ ॥

ততশ্চ বিকুলিঙ্গাশ্রমণেঃ শকলধারণম্ । কৃষ্ণা মুক্তা ভবি-  
য্যন্তি ব্রাহ্মণা বহুপাসকাঃ ॥ ২৩৫ ॥

অগ্নি দেবো বিজাতীনামিতিবাক্যাদবতীকর ।। অগ্নি দেবে  
সচ্যাত্তোহুতি কিঞ্চ পাপহরঃ শ্রুতঃ । ২৩৬ ॥

উদীপ্যস্ব জাতবেদোহপয়ন্ নিখতিং মম । পশুশ্চ মহমা-  
বহুজীরনঞ্চ দিশো দিশ । ২৩৭ ॥

অতঃ সর্কে দ্বি তৈরগ্নিরেব সেব্যঃ প্রযজতঃ । কৃতকৃত্যা ভব-  
ত্বমাতবতোহপ্যস্ত সেবয়া ॥ ২৩৮ ॥

ইত্যুক্ত আহ দেবানামবমো বহিীরীতঃ । পরমো বিষ্ণু-  
রাখ্যাতো দেবাস্তম্ভাধ্যগাঃ স্মৃতাঃ । ২৩৯ ॥

তথাচাঘিঃ সুরাণাং বৈভাগদঃ কর্ণদেবতা । অগ্নিকার-  
ণবাক্যানি ভূতান্মাঘিপরাণি তু । ২৪০ ॥

তন্মাদ্ভুং বহুধীনং হি কর্ণ কুর্কতোহগ্নিন্ বিষ্ণুমাখ্যবতঃ ।  
তদ্ব্যবহৃত্তে তৎপরা যাতথাহুতা মুক্তিঃ প্রোক্তা এবমাচার্য্যবর্ষ্যে  
॥ ২৪১ ॥

নহা সর্কে স্বীকৃত্যবৈতনিষ্ঠাঃ স্বহা জাতান্তে সূহোজাদ-  
যোহুত্তে । তদ্ব্যখাগত্যাহরাচার্য্যবর্ষ্যঃ তদ্ব্য ভানো স্মৃতিতা-  
রক্তপুষ্ণৈঃ । ২৪২ ॥

দিবাকরাদরঃ পূর্ণমণ্ডলাকারমাপ্রিতাঃ । তিলকং শৃণু ভোঃ !  
সামিন্নসদীয়ঃ মতং ধ্রুবম্ । ২৪৩ ॥

স্বর্ঘ্যঃ প্রোক্তঃ সর্কলোকস্ত চক্ৰঃ শ্রুত্যা তন্মাদ্ সোহুতি  
ব্রহ্মাদিরূপঃ । সৃষ্টিহিত্যাগেঃ স হেতুশ্চ তন্মাদাদিত্যোহসৌ  
ব্রহ্ম চেত্যাহ বেদঃ ॥ ২৪৪ ॥

ঐশ্বরিঃ স্বর্ঘ্য আদিত্য ইতি বেদে মমুঃ শ্রুতঃ । স্মারতো-  
পাসকা রক্তচন্দনাপ্রিতমস্তকাঃ ॥ ২৪৫ ॥

তন্মালালঙ্কৃতগ্রীবাঃ বড়্‌বিধাঃ স্বর্ঘ্যসেবকাঃ । উদ্যমঃ  
মণ্ডলং কেচিৎ কারণং ব্রহ্মরূপিণম্ ॥ ২৪৬ ॥

রাছে, তাহাকে জানিতে পারিলেই মুক্তি হয়।” অতএব  
তাহাকে জানিবার কারণ, বেদান্তবাক্যের শ্রবণাদি দ্বারাই  
ঘটিয়া থাকে। বেদান্ত বাক্যের শ্রবণাদি করা সর্বদা কর্তব্য।  
কারণ, যে মোক্ষ, সে পদার্থ লয় নহে। ঘটপটাদির মতন  
জড় বস্তু ব্রহ্মাকে সেবা করিলে সৃষ্টি তুল্য পরব্রহ্ম লাভ করা  
যায়না।” আচার্য্যের মূখ হইতে এই কথা শুনিয়া তাহার  
চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিল। পরে তদ্ব্য তৎস্বের জ্ঞান কার্যে  
তৎপর থাকিয়া তাঁহার নিবাস হইল।

অনন্তর বহুমতাবলম্বী কতকগুলিন লোক আসিয়া ঐ  
শ্রুতকে বলিল। “প্রভো! আমরা বহুমতের উপাসক।  
বেহেতু বেদমন্ত্র দ্বারা বহু এইরূপে উক্ত হইয়াছেন। বধা—  
“অগ্নি দেবতাদিগের প্রথম ছিলেন, বিষ্ণু সম্পাতদিগের উত্তম  
ছিলেন। আপনারা ছুজনে (দেহকর হইবার সময়ে) দেবতা-  
দিগকে লইয়া বজ্রমানের উদ্দেশে আমাদের দ্বত গ্রহণ করুন।”  
অনন্তর কুলিদ্বিহীন আশ্রমনির ধৃত ধারণ করিয়া বহির

উপাসক ব্রাহ্মণেরা মুক্ত হইবেন। হে যতিবর! “অগ্নি বিষ্ণু-  
গণের দেবতা” এই বেদবাক্য প্রমাণে অগ্নিই দেবতা, অন্য  
কেহ দেবতা নহে। অপিচ অগ্নি, পাপহারী বলিয়া উক্ত হইয়া-  
ছেন। হে অগ্নে! আপনি উদীপ্ত হউন। আমার অনলম্বী  
নাশ করিয়া আমার উদ্দেশে পত্ন সৎল দান বকন এবং  
আমার জীবন দান করুন। অতএব সকল ব্রাহ্মণে বহুপূর্বক  
অগ্নির উপাসনা করিবেন। আপনারাও ইহার সেবা করিয়া  
কৃতার্থ হউন।”

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—“বহু দেবতাদিগের  
মধ্যে অধম বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। বিষ্ণু শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত  
হইয়াছেন। দেবতাগণ তাঁহার মধ্যস্থিত বলিয়া উক্ত হইয়া-  
ছেন। অগ্নি কর্ণের দেবতা এবং দেবতাগণের ভাগ প্রদান  
করেন। যে সমস্ত বাক্য অগ্নির কারণতা প্রকাশ করিতেছে  
সে সমস্ত বাক্য ভৌতিক অগ্নির গোষকমাত্র। অতএব বহির  
অধীন যে সকল কার্য আছে, তোমরা সেই সমস্ত কার্য

## পারমার্থিকতা

অন্যত্রাশ্রমমধ্যস্থমীশরণেণ কেচন। অনন্তর চৈতন্যে  
নৈবোপক্রমোহপি চ ॥ ২৪৭ ॥

উপসংহারকেনেতি বিনিশ্চিত্য ভবতি তম্। কেচিৎ  
কেচিৎ বিকৃষ্টকথেনাস্তময়ে প্রভোঃ ॥ ২৪৮ ॥

বিষপালকমেতাদেব স্বষ্টাদিকারণম্। ত্রিমূর্ত্যামত্যা  
কালজয়ে বিব্রত সেবকাঃ ॥ ২৪৯ ॥

কেচিন্তেতু তদন্তলেকগতধারিণঃ। হিরণ্যাক্ষকেশা-  
দিত্যুঃ তদন্তলে হিতম্ ॥ ২৫০ ॥

ভবতি কিঞ্চ তদৈকদেবিনস্ত তদীকণম্। স্বর্গা সংপূজ্য  
পাদ্যাদিভ্যামন্তস্তি নাস্তথা ॥ ২৫১ ॥

কেচিৎ তদন্তলোহেন কালে ভুজয়ন্তে তথা। বক্ষঃস্থলে চ  
চিহ্নানি মণ্ডলস্ত বিধায় তে ॥ ২৫২ ॥

করিয়া এবং বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া শুদ্ধ ও অদ্বৈতব্রহ্মে  
ভূতপন্ন হইলে অসংখ্য মুক্তি পাইবে। আচার্য্যগণও এইরূপ  
মুক্তির লক্ষণ করিয়াছেন। “অনন্তর সকলে আচার্য্যকে নমস্কার  
করিয়া অদ্বৈতমত স্বীকার করিয়া লইল, এবং তাহাতে আনন্দ  
হইয়া অহুচিতে গমন করিল।

অনন্তর স্বর্গোক্ত প্রভৃতি কতকগুলি লোক তথায় আসিয়া  
আচার্য্য শব্দকে বলিল। আমরা সূর্য্যের ভক্ত, রক্তপুষ্পের  
মালা ধারণ করিয়াছি। দিবাকর প্রভৃতি পূর্ণমণ্ডলের আকার  
আশ্রয় করিয়া থাকি। হে প্রভো! এক্ষণে আপনি আমাদের  
প্রাধান্য মত প্রবণ করুন। “সূর্য্য সকলের চক্ষুঃ স্বরূপ বলিয়া  
বেদে উক্ত হইয়াছে। ঐ সূর্য্য ব্রহ্মাদিরূপে আস্থান করিয়া  
থাকেন। সূর্য্য সৃষ্ট, স্থিতি ও প্রলয়েরূপে হেতু। “তাহা হইতে  
আদিত্য এবং আদিত্যই ব্রহ্ম” বৈবস্বত এই কথা স্পষ্ট বলিয়া  
দিতেন। ২৩০—২৪৪।

“শ্রীমণি, সূর্য্য, আদিত্য” এই প্রকার মত বেদে প্রবণ করণ  
হইয়াছে। সূর্য্যের উপাসক সকল মতকে রক্ত চন্দন লেপন  
করিবে, রক্তপুষ্প মালা দ্বারা গলাদেশ ভূষিত করিবেক।  
সূর্য্যের উপাসক ছয় প্রকার। কেহ সূর্য্য মণ্ডলকে উদ্ভিত

অক্ষরগণ মমতের ব্যাপ্তঃ সত্যপালকঃ। সর্গোক্তে  
রূপাত্মোহমমুক্তমস্তো বতীকর ॥ ২৪৩ ॥

অন্তরঃ সত্ত্বি সূর্য্যস্ত মণ্ডলস্তি প্রতিপাদিকাঃ। বহব্যঃ সূর্য্য-  
স্বকোহপি তাম্ভুতের নিরুপিতঃ ॥ ২৪৪ ॥

সর্গবেদনিরূপ্যত্বাৎ পূরুষঃ সূর্য্যমিহমম্। ইত্যাদিভ্যাম-  
মন্তস্ত পূরুষশকোহপি তৎপন্নঃ ॥ ২৪৫ ॥

অরুণঃ সূর্য্যতাম্ চ চক্রতপন এব চ। মিত্রো হিরণ্যচ-  
তান্ত রব্যার্য্যমগভস্তরঃ ॥ ২৪৬ ॥

বিষ্ণুর্দিবাকরশ্চেতি সংপ্রোক্তাদিত্যমধ্যগঃ। বিষ্ণুরূ-  
ততো বিষ্ণুঃ স এবান্তি নচাপরঃ ॥ ২৪৭ ॥

আদিত্যানামহঃ বিষ্ণুর্জ্যোতিষাঃ রবিরন্তমাম্। ইতি  
কৃষ্ণেন সংপ্রোক্তঃ কিঞ্চ ব্রহ্মাদিকা বিভোঃ ॥ ২৪৮ ॥

সূর্য্যাদেব সমুৎপন্নাস্তস্মাৎ সর্গে সূর্য্যভিঃ। অগ্নমেব  
সমারাধ্য ইতি প্রোক্তঃ পরো গুরুঃ ॥ ২৪৯ ॥

দেখিয়া তাহাকে ব্রহ্মরূপে ভজনা করিবেক। তিনিই জগতের  
লয়ের কারণ। (তাহা দ্বারাই আগার জগতের প্রথম উৎপত্তি  
হইয়া থাকে। ঐ আকাশ সঞ্চারী সূর্য্যদেব জগতের উপসংহার  
করিয়া থাকেন।) ইহা নিশ্চয় করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে  
ভজনা করিয়া থাকে। কেহবা বিষ্ণুরূপে প্রভুর আগমন কালে  
বিষপালক ভজনা করিবেক। তাহা হইতে সৃষ্টিসংহার কার্য্য  
হয়। তাঁহাকেই ত্রিমূর্তিরূপে ত্রিকালে সকলে আরাধনা  
করিয়া থাকে। অপর সূর্য্যমণ্ডলে চক্ষু নিষ্কল করাকে পরম  
ব্রত বলেন। ঐ ব্রত ধারণ পূর্ব্বক সূর্য্যমণ্ডল প্রভৃতি (বাতি) ও রক্ত  
যুক্ত, সূর্য্যমণ্ডলস্থিত দেবতাকে ভজনা করিয়া থাকে। অপিচ  
সূর্য্যমণ্ডলের এক দেশাবলম্বী সূর্য্যে নরন সমর্পণ করিয়া,  
পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া অন্ন ভোজন করিবেক। কিন্তু অন্ন  
কোন রূপে অন্ন থাকে না। কেহবা তদন্ত লোহ দ্বারা লম্বাটে  
দ্রুই কাহিতে, রক্তচন্দনে রক্তচন্দন চিহ্ন করিয়া, অক্ষরগণ মনে  
মনে ঐ রূপ ধ্যান করিয়া উপাসক হইয়া থাকেন। হে যতি-  
বর! এই সমস্ত প্রকরণ দ্বারা সূর্য্যকে উপাসনা করিবেক।

উবাচ শূন্য ভো মূঢ়! দিবাকর! মচো মম। চক্সম মনসো-  
মাতঃ সূর্য্যাত্ত তু চক্সবঃ ॥ ২৬৭ ॥

ইতি বোমল জন্তুঃ বভোক্তাঃ তরনিত্যজাঃ। তর্কসিদ্ধা-  
ভতোহনিতো ব্রহ্মতা কথমাগতা ॥ ২৬৮ ॥

সূর্য্যনিষ্ঠপরমব্রহ্মবোধিকাঃ। প্রত্যক্ষ ভাঃ। জগদীশ্বরায়  
সূর্য্যো ব্রহ্মভূতি প্রত্যক্ষ কুটুম্ব ॥ ২৬৯ ॥

তীর্থাঙ্করাজাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ। তীর্থাঙ্করায়-  
শ্চৈব ব্রহ্মা ধীষতি পঞ্চমঃ ॥ ২৭০ ॥

ন ব্রহ্ম সূর্য্যো ভাতি ন চক্সতারকং নেমা বিহ্যতো। ভাস্তি  
কূতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভাস্তমব্রহ্মভাতি সর্কং যন্ত ভাসা সর্ক  
মিদং বিভাতি ॥ ২৭১ ॥

ইতি প্রত্য্যা পরেশস্ত ভাসা ভানং প্রকীর্তিতম্। সূর্য্যাদেস্ত  
তথা প্রোক্তা জ্যোতিঃশাস্ত্রেহপ্যনিত্যাতা ॥ ২৭২ ॥

সৃষ্টিঃ সরোজাসনবাসরাদৌ বিয়চ্চরাণাং বিলয়স্তদন্তে। আদ্যন্ত-  
কালঃ স চ কল্প উক্তঃ কল্পবয়ং তদ্বিবসং বিরিক্কেঃ ॥ ২৭৩ ॥

সূর্য্যের সমস্ত পূর্বে বলা হইয়াছে। সূর্য্যানুগুণের কিরূপে স্তব  
করিতে হয়, সেই স্ততি প্রতিপাদক অনেক স্ততি আছে।  
পুরুষসূক্ত মন্ত্রেও সূর্য্য নিরূপিত হইয়াছেন। সকল বেদেই  
নিরূপিত হইয়াছে যে, সেই পুরুষ কৃষ্ণ পিঙ্গলবর্ণ। ইত্যাদি  
ব্রহ্মসূত্র পুরুষশব্দে সূর্য্যকে বুঝাইয়া থাকে। অরুণ, সূর্য্য,  
ভাস্কর, চক্স, তপন, মিত্র, হিরণ্যরেতা, রাজি, অর্য্যমা, গভস্তি,  
বিষ্ণু, দিবাকর এই সমস্তই পুরুষ শব্দের অন্তর্গত। ইহার  
মধ্যে যে আদিত্য শব্দ উক্ত হইয়াছে, সেই আদিত্য শব্দের  
মধ্য গন্ত বিষ্ণু উক্ত হইয়াছেন। অতএব সেই আদিত্যই বিষ্ণু,  
অপর আর কেহই নহে। আদিত্যাদিদের মধ্যে আমি বিষ্ণু,  
জ্যোতিষ্ক পঞ্চার্থের মধ্যে আমি অংশুমান, এই কথা কৃষ্ণ বলিয়া  
ছেন। অপিচ ব্রহ্মাণ্ডি দেবগণ, বিষ্ণু সূর্য্য হইতে সমুৎপন্ন।  
অতএব মোক্ষার্থী সকলে এই সূর্য্য দেবকে আরাধনা করি-  
বেক।”

এবমুতত সূর্য্যাত্ত জনকস্যঃ স্মরিতম্। ব্রহ্মবিক্ত  
তদ্রাস্তে বিদ্যা সত্যভূশোভনা ॥ ২৭৪ ॥

তদ্রাস্তে কঃ পরাট্টমঃ সূর্য্যো নিগমৈঃ স্তবঃ। স্তবঃ পারত-  
চিহ্নানি বিহারাচারতঃ পরাঃ ॥ ২৭৫ ॥

সূর্য্যনিষ্ঠতত্ত্ব বোধেন মুক্তা ভবণ ভো মিত্রাঃ। ইত্যাকান্তে-  
ওকং নম্রা সর্কৈ তচ্ছিব্যতাং গতাঃ ॥ ২৭৬ ॥

ততস্তত্র গতে বিদ্রোহঃ সর্কৈরপি যতীশ্বরঃ। সত্যজিতো  
যযৌ তদ্রাস্তায়োরাশাং জয়েচ্ছয়া ॥ ২৭৭ ॥

শিবোষু ত্রিগহশ্চৈব কেচিত্তং শম্পপূরণৈঃ। কেচিদ্ভাদ্য-  
বিশেষৈশ্চ কেচিত্তানৈঃ শুভোক্তিভিঃ ॥ ২৭৮ ॥

কেচিদ্রষ্টানিনাদৈশ্চ করতালৈশ্চ কেচন। কেচিদ্ভাসন-  
বাতৈশ্চ পিচ্ছবাতৈশ্চ কেচন ॥ ২৭৯ ॥

সমর্চয়ন্তি সংকৃত্তমুখহুংগং যতীশ্বরম্। তত্তদ্রোশগতা  
বিপ্রা দৃষ্টা তচ্ছিব্যতাং গতাঃ ॥ ২৮০ ॥

এই কথা শুনিয়া পরম গুরু শঙ্কর বলিলেন। হে মূর্খ!  
দিবাকর! তুমি আমার বাক্য শ্রবণ কর। “চক্স তাঁহার মন  
হইতে জন্মিয়াছে, সূর্য্য তাঁহার চক্স হইতে জন্মিয়াছে।” এই  
বেদবাক্য দ্বারা যাহার জন্তুতা বলা হইয়াছে, তাহা অনিত্য।  
তর্ক করিয়া যাহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা অনিত্য বিষয়ে  
কিরূপে ব্রহ্মভাব প্রতিপন্ন হইবে? ঐ সকলকে স্ততি আছে,  
তাহা সূর্য্যনিষ্ঠ পরম ব্রহ্মের প্রতিপাদক। তবে জগদীশ্বরের  
আজ্ঞাক্রমে সূর্য্য দেব যে ভ্রমণ করেন, ইহাই বেদে স্পষ্ট আছে।  
পরমেশ্বরের নিকট হইতে ভয় পাইয়া বিধাতা পবিত্র করেন,  
সূর্য্য ভয় পাইয়া উদ্ভিত হন, অগ্নি এবং ইন্দ্র তাঁহার নিকটে  
ভয় পাইতে গায়েন। এবং পঞ্চম বয়স ভয় পাইয়া ধাবমান  
হন। যে স্থানে সূর্য্য, চক্স, তারকা কি এই সমস্ত বিদ্যা  
দীপ্তি ধারণ করে না, সে স্থানে এ অগ্নি কিরূপে প্রদীপ্ত হ-  
ইবে? তাঁহার প্রকাশে এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত, তাঁহারই  
তেজে এই জগৎ জ্যোতির্ময়।” এই সমস্ত বেদ দ্বারা পরমেশ্ব-  
রের প্রকাশে সকলের প্রকাশ কথিত হইয়াছে। জ্যোতিঃশাস্ত্রে

এবং প্রতিদিনং গঙ্গা তত্ততজ্ঞানতান্ বিজান্। কুম্ভতহান  
পরানন্দভাঃ কৃষ্ণা শুভোক্তিভিঃ। ২৭৪।

পূরং গণবরং প্রাপ গণপত্যাশ্রমং শুভম্। তত্র নদ্যাং হি  
কৌমুদ্যাং স্নাত্বা বিদ্রোশমব্যয়ম্। ২৭৫।

সংপূজা যতিরাট্ তত্র সান্যাস সহায়ুগৈঃ। পদ্মপাদ-  
মুখাঃ শিষ্যাঃ পঞ্চপূজাপরায়ণাঃ। ২৭৬।

দিগ্গজা ইতি বিখ্যাতাঃ পরবিদ্যা প্রভেদিনঃ। পরপঞ্চহরো-  
চাক্ষুবচসঃ প্রৌঢ়বানিনঃ। ২৭৭।

তদাক্যঃ শিরসা গৃহ শিষ্যোক্তঃ পূরজিহবে। নিয়তঃ সর্ব-  
শিষ্যাণাং পাকাদিষু চ কথ্যম্। ২৭৮।

সূর্য্যাদির যে প্রকাশের কথা উক্ত হইয়াছে, তাহা অনিত্য।  
পদ্মাসন ব্রহ্মার দিবসের প্রণমে সৃষ্টি, এবং দিনান্তে—আকাশ  
সকারী দেবগণের বিলয়। এই আদ্যস্ত কালকে কল্প বলে,  
ঐ রূপ ইহকল্পে ব্রহ্মার এক দিন। এবম্বিধ সূর্য্য, ব্রহ্মাদির  
জনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব তোমার বিদ্যা অতি-  
সুন্দর দেখিতেছি। যেহেতু সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র, সূর্য্য হিত  
পরমাত্মাকে স্তব করিয়াছে জানিবে। হে দ্বিজগণ! এক্ষণে  
তোমরা পাশ্চাৎ চিহ্ন সকল পরিত্যাগ করিয়া আচার পরায়ণ  
হও, নির্মল অষ্টমত ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হইলেই মুক্ত হইবে।”

সূর্য্য সত্যাবলম্বী সকলেই আচার্য্যের বাক্য শুনিয়া তাঁহার  
শিষ্য হইল। তার পর ঐ স্থানে যে সকল ব্রাহ্মণ আনিয়াছিল,  
তাহারা সকলেই যতীশ্বর শঙ্করকে অর্চনা করিতে লাগিল।  
তখন আচার্য্য জ্ঞানার্থী হইয়া দ্বার কোণে গমন করিলেন।

সুখ দুঃখ বিহীন যতিরাজ শঙ্করকে তাঁহার তিন সহস্র  
শিষ্যের মধ্যে কেহবা শঙ্খ বাজাইয়া, কেহবা বাদ্য বিশেষ  
দ্বারা, কেহবা ভাল দিয়া, কেহবা সুমধুর বচনে, কেহবা  
ঘণ্টার নিনাদে, কেহবা করতালি দিয়া, কেহবা ব্যঞ্জন দ্বারা  
বীজন করিয়া, কেহবা মধুর পুজ দ্বারা সমীর্ণ করিয়া অর্চনা  
করিতে লাগিল। তত্ত্ব দেশবাসী বিপ্রগণ তাঁহাকে দেখিয়া  
তাঁহার শিষ্য হইল। এইরূপ প্রতিদিন গমন করিয়া তত্ত্বস্থানে

সমষ্টিয়ন্ শুক্লং ভিক্ষাং দত্ত্বা তটেন্ পশ্যাম্যনো। পদ্মপাদ-  
স্তদন্তোবাং শিষ্যাণাং বভূবৈ যুক্তম্। ২৭৯।

অদম্যোজনং নিত্যং ব্রহ্মার্চনমিতি শ্রবম্। সাংস্রবনে  
শুক্লং শিষ্যাস্তমাচার্য্যশিরোমণিম্। ২৮০।

বিবদ্ধা তং নমস্ত্য চক্ৰাতালকরাঃ শিবম্। শুভস্তো-  
নৃত্যমাচজুঃ পরেশং সচ্চিদম্বরম্। ২৮১।

প্রপূর্ণং ব্রহ্মাহং নিখিলজনকং বুদ্ধিনিহিতং চিদ্ভাননং  
সত্যং সকল জগদাধারমমলম্। অগম্যং বাগাটোঃ স্মৃতিভরুগৈ-  
জ্ঞাতমনৈথৈঃ স্তুনির্কাণং লক্শ্য বদিত্ব ন পুনঃ সংসৃতিরয়ঃ।  
২৮২।

জলন্ত এবং বহুধা স্নাত্যঃ কুর্কন্ত আচার্য্যসমীপসংস্থাঃ।  
প্রাপ্তিং গতান্তহুর্দদারচিত্তা হর্ষেণ যুক্তা নিখিলা বিমেষাঃ।  
২৮৩।

সমাগত কুম্ভাবলম্বী ব্রাহ্মণদিগকে শুভ বচনে নিত্যানন্দ স্নেহ  
ভোগ করাইয়া গণপতির আশ্রম সমন্বিত এক শুভগণবরপুর  
প্রাপ্ত হইলেন। সেই কৌমুদী নদীতে স্নান করিয়া অব্যয়  
বিষ্মপতিকে পূজা করিয়া যতিরাট্ অমৃতচর বর্গের সহিত তথার  
একমাস অবস্থান করিলেন। পদ্মপাদাদি শিষ্যাগণ পঞ্চ দেবতার  
পূজা পরায়ণ হইল, দিগ্গজ বলিয়া বিখ্যাত হইল, বিপঞ্চগণের  
শাস্ত্র সকল খণ্ডন করিতে লাগিল, পরপঞ্চ হরণ করিবার উপ-  
যুক্ত বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল, অহঙ্কার পূর্ব্বক বাদ করিতে  
লাগিল। অন্য আর একজন শিষ্য তাঁহার বাক্য মস্তক দ্বারা  
ধারণ করিয়া শিবপক্ষে এবং সমস্ত শিষ্যদিগের পাকাদিকাগ্যে  
আসক্ত রহিল, এবং শুক্লকে সমুচিত অর্চনা করিতে লাগিল।  
পদ্মপাদ সেই পরমাত্মা শুক্লকে ভিক্ষা ও অন্যান্য শিষ্য দিগকে  
বভূবৈ যুক্ত আহার দান করিলেন। ঐ সকল কার্য্যেও পদ্ম-  
পাদের ব্রহ্মার্চন শ্রবণ করা নিত্য অভ্যাস ছিল। সাংস্রবনে  
শিষ্যাগণ আচার্য্য শিরোমণি শুক্ল দেবকে দ্বাদশবার প্রণাম  
করিয়া চক্ৰাতাল দিতে দিতে সচ্চিদানন্দ ও অবিতীয় পরমে-  
শ্বরকে স্তব করিতে ২ নৃত্য করিতে লাগিল। ২৮৫—২৮১।

যিনি সমস্ত বস্তুর কারণ, যিনি বুদ্ধিতে নিহিত, যিনি সচ্চি-



এবমানকসন্তুষ্টমার্চাঃ সেবকামপি । তৎপদমবিকা-  
লক্য কিমেতদিত্তি চাবুব্ । ২৮৩ ।

অহি যুগ্মমতঃ সত্যমিহ তাত্তি হি পদভাব্ । আকাশমসি-  
রালমবববঃ ব্রহ্ম কেবলম্ । ২৮৪ ।

মনোবাসনিকিস্তীমারগোচরভবঃ পরম্ । কথমভোগিবধার  
যোগ্যঃ ভাব্যভমীদৃশম্ । ২৮৫ ।

ভক্ত্যভ্যাসমতঃ সত্যগোচরভূতঃ গুণগতঃ । গাণপত্য-  
মিতি ধ্যাতঃ বক্তৃত্তিভেদেঃ সমধিতম্ । ২৮৬ ।

সমস্তে বেদভাংগপৈতদেব হি সমীরিতম্ । ভদ্রাচরধ-  
মত্যাভ্যাসিতঃ মোক্ষদংগম্ । ২৮৭ ।

ভূতৈকদন্তচিহ্নাভ্যাং চিহ্নিতঃ শক্তিসংযুতম্ । মহাগণপতিং  
বক্ত সদ্মা ধ্যানভ্যাসমভ্যাসীঃ । ২৮৮ ।

তদুলমন্ত্রপঠনপরঃ সন্ ব্রাহ্মণোত্তমঃ । যো বর্ততে স  
এবাম্ মোক্ষভাগ্ ভবতি কথম্ । ২৮৯ ।

যোহো ব্রহ্মভা চ চক্রকলারিত্তো অবদ্বারা বিদ্যোৎপত্তি-  
বিপত্তিসংহিতিকরোহমিত্তো বিশিষ্টাধরঃ । ইত্যেবং গণসারকঃ  
খলু অগংহট্ট্যানিকর্ত্তকিত্তো ব্রহ্মা টেজস্বানিকত রিপরে-  
প্যামিন্ হিত্তে হীথরে । ২৯০ ।

অবীণ্ গণপতিভেদ ইতি ব্রহ্মা একীকৃত্তিঃ । ব্রহ্মাদিক-  
গণেশোহং তদ্বাদধিলকারণম্ । ২৯১ ।

ভদ্রায়রা বিরচিত্তা ব্রহ্মাণ্য অবদীধরাঃ । ইত্যুক্ত আব-  
ভো মুহ ! গভাতঃ কারণঃ কথম্ । ২৯২ ।

কিঞ্চ কত্রমুত্থেন প্রসিদ্ধঃ কারণঃ পিতুঃ । কথং ভবে-  
দতো ব্রহ্ম কারণঃ প্রতিমানতঃ । ২৯৩ ।

ব্রহ্ম বা ইদমিত্ত্যাবিবাক্যভূতং সমীরিতম্ । বাক্যং  
ব্রহ্মণঃ নেরমিত্ত্যুক্তো গিরিভানুতঃ । ২৯৪ ।

উবাচ পুনরাচার্যঃ সত্যমেতদ্বচোহং ভে । তথাপ্যাহেন  
শূভোহং পূমান্ দেবত সমিধৌ । ২৯৫ ।

হানক, যিনি সকল জগতের আধার, যিনি নির্মল, যিনি বাক্য  
মনের অগোচর, জিতেন্দ্রিয়, নিশ্চাপ ব্যক্তিগণ বাহাকে—  
জানিতে পারেন, বে নির্বাণ করিলে আর এই জগতে সংসার  
যাতনা পাইতে হয় না, আমি সেই—পরিপূর্ণ ব্রহ্মা । আজ-  
খ্যের নিকটই উদারচেতা সমস্ত হাজগণ এই কথা বারবার  
বলিতে ২ ও উক্ত মৃত্যু করিতে ২ প্রস্তুত হইয়া অবস্থান করিল ।

এ নগরবাসী ব্রাহ্মণেরা এইরূপে আচার্য্যকে এবং তাঁহার  
সেবকদিগকে আনন্দিত দেখিয়া বসিতে লাগিল । “একি ?—  
বাহারাই দেখিলে, ভাহারাই বলিলে, ভোম্মাদের শরীর মত ভাল  
নহে । অসিতীয় ব্রহ্ম কেবল আকাশের মতন নিরাকার ।  
সেই পরব্রহ্ম বাক্য মনের অগোচর । অতএব আত্মদিককে  
উপদেশ দিয়ার জন্য কিরূপে একজন মত যোগ্য হইবে ?  
অতএব এই মত ত্যাগ করিয়া ভক্তপ্রাণের জন্য আমাদেব মত  
অবলম্বন করুন । গাণপত্য আচার্য্যের মত । ইহাতে হয় প্র-  
কার ভেদ আছে । সমস্ত বেদের ভাংগব্য ইহাতে নাথ

আছে । সকল মানবের শাস্তি ও মোক্ষদায়ক—এই মত অব-  
লম্বন করুন । গণপতি ভূত ও একদন্ত দ্বারা চিহ্নিত । স্বয়ং  
মহাপ্রক্তি সমধিত । দেবতাক্তি একজন দেবতাকে একমনে ধ্যান  
করে—সে ব্রাহ্মণ ভাহার মূলমন্ত্র পাঠ করে—সেই ব্রাহ্মণ অব-  
লীলাক্রমে মোক্ষ পাইরা থাকে । ২৮২—২৯০ ।

অবীণ্ ভূগা প্রিয়তমা চক্রকলা দ্বারা যিনি পরিচািত—  
যিনি বিশ্বের উৎপত্তি, বিপত্তি ও অবস্হিতি কারক—যিনি  
বিস্ববিনাশন—যিনি জগতের অতিমত অর্থ পূরণ করেন—এই-  
রূপে গণপতির ধ্যান করিতে হইবে । তিনিই জগতের সমস্ত  
বিষয়ের নিরস্তা করিয়া কথিত হইয়াছেন । একথা নিতান্ত  
অলীক নহে । কারণ ব্রহ্মাদি দেবগণের মত হইলেও—এই  
ঈশ্বর থাকিলেও—একমাত্র গণপতি বিদ্যমান ছিলেন । এ  
কথা বেদেও কথিত হইয়াছে । ইনি ব্রহ্মাদি দেবতাপ্রাণের  
ও ঈশ্বর—অতএব অধিকরত্বের কারণ । ব্রহ্মাদি দেবতাপ্রাণ  
তাঁহার মায়াবলে নির্মিত হইয়াছেন ।

গন্তঃ যোগ্যঃ কথং তুয়াং বেটজ বতিপুত্র ! । ইত্যুক্তঃ  
শ্রীমদাচার্য্যঃ প্রাহ মুচ্যমতে । শৃণু ॥ ২০৭ ॥

ব্রাহ্মণকুলে জন্ম নিবাসেনৈব বিধানম্ । বৈদ্যোক্তকর্ম-  
নিষ্ঠং বিপ্রং নমুনাহতম্ । ২০৮ ॥

অভাবতা ভবেবিপ্রঃ কৃতকর্তৃত্বতোহত ভু । পাবিত্র্যমাত্র-  
মেবাতি তত্চিহ্নত ধারণম্ ॥ ২০৯ ॥

বেহেন হি বিকৃতঃ যৎ পুরাণেব চ নিম্নিতম্ । ন তৎকার্য্যং  
প্রবৃন্তেন মোক্ষত্যাগিরিবেকিনা । ৩০০ ॥

কিঞ্চ হেমনিভে চক্রে মূলধারে চতুর্দলে । গণেশোহুতি  
তথা চক্রে স্বাধিষ্ঠানকসংজ্ঞকে । ৩০১ ॥

বড়দলে বিক্রমাকারে ব্রহ্মাতি মণিপুরকে । শিখক দল-  
সংযুক্তে নীলবর্ণে হিমে হরিঃ । ৩০২ ॥

বিষড়্ভিত্ত দলৈর্যুক্তোহনাহতে পিঙ্গলে হিতঃ । ক্রয়ো  
ভূতপতি দেবো জীবাত্মা ধূম্রবর্ণকে । ৩০৩ ॥

বিগুহে দ্বাষ্টতি যুক্তে দলৈরাজ্যভিধে তথা । সহস্রদল-  
সংযুক্তে চক্রে কপূরবর্ণকে । ৩০৪ ॥

এইকথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন—হে মুচ ! গজানন  
জগতের কারণ কিরূপে হইবে ? । অপিচ গণপতি মহাদেবের  
পুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ । পুত্র কিরূপে পিতার কারণ হইবে ? অতএব  
বেদ প্রমাণে ব্রহ্মই জগতের আদিকারণ । ‘ব্রহ্ম বা ইদমগ্র  
আসীৎ’ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তুমি বাহা বলিয়াছ তৎসমুদয়  
বাক্য পরম ব্রহ্মে পরিণত করিতে হইবে । এই কথা শুনিয়া  
গিরিজাত্ত পুনরায় আচার্য্যকে বলিল—আপনার একথা  
সত্য । হে বতিবর ! তথাপি তুমিলোকে চিহ্ন ধারণ করিয়া  
কিরূপে আপনার অতীষ্ট দেবতার নিকটে গমন করিতে  
পারিবে ? ।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—হে মুচ ! তুমি অশ্ব  
কর্ম । ব্রাহ্মণকুলে জন্ম, নিধা প্রভৃতি ধারণ, বৈদ্যোক্ত কর্মের  
অনুষ্ঠান করিলেই ব্রাহ্মণত্ব থাকে । তাহাতেই ব্রাহ্মণ কৃতকার্য্য

পরমাত্মা হিতব্রহ্মাক্ষেপ এব ব্যবহিতঃ । গণেশস্তত  
চিহ্নেন ন প্রয়োজনমশৃণু । ৩০৫ ॥

তথা চাক্ষাতিবে চক্রে সর্কগোহিপি ব্যবহিতঃ । সর্কান  
সংপ্রেরয়িত্বা হি স্বয়ং সাকী হি শিখণঃ । ২০৬ ॥

সক্তিধানস্বরূপোহগৌ সর্কাতীতাহিলাতমঃ । সম্যবে-  
দেবু সংপ্রোক্তস্তং পরেশং শিচিস্তর । ৩০৭ ॥

মুক্তো ভবিষ্যসীত্যুক্তঃ সগণঃ শিখ্যতাঃ গন্তঃ । ত্যক্তচিহ্নো-  
ত্তরোত্তম শঙ্করস্ত মহাত্মনঃ । ৩০৮ ॥

শঙ্কপূজাপরো নিত্যং শঙ্কররূপধারণঃ । তদ্রূপত্বমপ্যাহতঃ  
সমভূদগিরিজাত্ততঃ । ২ ॥

আগত্যাত্তো হরিজ্ঞা গণপতিমতবাহী গুহং জং জগাম  
ব্রহ্মাদীনাং গণানামধিপতিমরেশোপদেষ্টাদিকানাং । আদে-  
ষ্টারং কবীনাং সলিলজলপতিং জ্যেষ্ঠরাজং পরেশং ধ্যানে-  
মেত্যাদিবেদো বদতি যতিপতে ! সর্ককার্য্যেবু পুজ্যম্ । ৩১০ ॥

হইরা থাকে । অতএব পাবিত্র্য সমান তত্তৎ চিহ্ন ত্যাগ করি-  
বেক । যে ব্রাহ্মণ মোক্ষের অর্থ জানিতে উদ্যত, সে ব্যক্তি  
কদাচ বেদবিকৃত ও পুরাণ নিম্নিত কার্য্য করিবে না । কিঞ্চ  
স্বর্ণবর্ণ চতুর্দল মূলধার চক্রে গণেশ আছেন । বিক্রমাকার  
বড়দলে স্বাধিষ্ঠানচক্রে ব্রহ্মা বাস করেন । নীলবর্ণ দশদল  
মণিপুরকচক্রে শিখু অবস্থান করেন । পিঙ্গলবর্ণ দ্বাদশ দল  
অনাহতচক্রে ভূতপতি ক্রুদ্ধদেব বাস করেন । ধূম্রবর্ণ বোড়শ  
দল গুহচক্রে জীবাত্মা অবস্থান করেন । এবং কপূরবর্ণ  
সহস্রদল আক্সাচক্রে পরমাত্মা অবস্থিতি করেন । অতএব দে-  
হের মধ্যেই গণপতি বধন অবস্থান করেন, তখন চিহ্ন ধারণ  
করিবার কোন প্রয়োজন নাই । আর যিনি সর্কবাপী, তখন  
সাকী, শিখণ, সক্তিধানস্বরূপী, সর্কাতীত, অবিলাশ্রয় পরমাত্মা  
তিনি অক্সাচক্রেই অবস্থান করেন । একথা যেদেও স্পষ্ট উক্ত  
হইয়াছে । এক্ষণে তুমি সেই পরেশনাথের চিন্তা কর । তাহা-  
তেই তোমার মুক্তি হইবে ।

তদ্বাদেবাদিভিঃ সর্কৈঃ সংপূজ্যোহিঃ পণেবরঃ । ধ্যামমত  
তু সংপ্রোক্তং কান্দে সম্যগ্ভবতীশ্বরঃ । ৩১১ ॥

পীতাবরকরঃ হেবঃ পীতবজ্রোপবীতিনম্ । চতুর্ভুজঃ  
ত্রিনয়নঃ হরিদ্রাবর্ণবাননম্ । ৩১২ ॥

পাশাঙ্কুশধরঃ হেবঃ বজ্রাভরকরাবুজম্ । এবং বঃ পূজ-  
দেবঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৩১৩ ॥

জগৎকারণেশ্বরঃ ব্রহ্মাণ্য অংশরূপিণঃ । অশ্রাদেবঃ সমু-  
ৎপন্নাত্মনাং সর্কপিভামহম্ ॥ ৩১৪ ॥

বিদ্যেশানং ভবভৌপি ভজন্ত ভগবতীশ্বরম্ । তুতাকারেণ  
লোলেনৈকদন্তাকারকেন চ ॥ ৩১৫ ॥

এইকথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ চিহ্ন সকল পরিত্যাগ পূর্বক  
শিষ্য সমভিব্যাহারে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হয় । ঐ  
গিরিজাসুত পঞ্চদেবতার পূজা পঞ্চ বজ্র করিতে মনন করে,  
এবং গুরুর সেবা ও শ্রদ্ধা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল ।

তখন অন্য আর একজন গাণপত্য আসিয়া বলিল—আমি  
হরিদ্রাবর্ণ গণপতির মতবাদী । তিনিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর,  
ঈশ্বর, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, ও অন্যান্য সমুদয় পদার্থের কারণ ।  
আমরা সেই জ্যেষ্ঠরাজ পরমাত্মার ধ্যান করিয়া থাকি । হেবতি-  
বর ! বেদেও তাঁহাকে সকল কার্য্যে সর্বপূজ্য বলিয়া নির্দেশ  
করিয়াছে । অতএব সকল দেবতা এই গণপতির পূজা করি-  
বেক । হে বতিবর ! স্বল্পপুরাণে এই গণপতির বৈরূপ ধ্যান  
করিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন । তিনি পীতা-  
বর পরিধান করিয়া থাকেন—পীতবর্ণ বজ্রোপবীত ধারণ  
করেন—তিনি চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, তাঁহার মুখ হরিদ্রাবর্ণ—যে  
ব্যক্তি পাশ, অঙ্কুশ, অভয় পদ্মধারী ঐ গণপতির ধ্যান করে,  
সে ব্যক্তি যে মুক্ত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই । ২৯২—  
৩১৩ ॥

ইনিই জগৎকারণ—তাঁহার অংশরূপী ব্রহ্মাদি দেবভাগগ,  
তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন । অতএব আপনারাও সক-  
লের পিতামহ, ভগবতীশ্বর ঐ বিদ্যপতিকে ভজনা করুন । যে ব্যক্তি

সমস্তোনাভিত্যৈব মুক্তিরক্তি ভূজয়তঃ । ইত্যুক্ত আহ  
সর্কজো গুরুত্বং করণানিধিঃ ॥ ৩১৬ ॥

অন্তঃস্বঃ পরমাত্মৈব জগৎকর্তা স্বয়েরিতঃ । গণাধিপতি-  
শব্দেন সর্কনামা মহেশ্বরঃ ॥ ২১৭ ॥

অংশাংশিনোরভেদেন রূপপূজ্যোহপি ত স্বরম্ । সম্ভবাত্যেব-  
সর্কাত্মা সর্কবিদ্যনিবারকঃ ॥ ৩১৮ ॥

উপাসনীয় এবাঃ নিধিলৈরন্ত সর্কনঃ । কিঞ্চ বিপ্র-  
গণেশাদ্যাঃ পঞ্চ পূজ্যা মুমুকুভিঃ ॥ ৩১৯ ॥

কিঞ্চ তুতাদিচিহ্নস্ত ধারণং সর্করূপ্যতে । বেদেন চ  
পুরাণেন তস্মাচ্চিহ্নং বিহার তোঃ ॥ ৩২০ ॥

পঞ্চপূজাদিসম্পন্নোহষ্টৈবতনিষ্ঠো বিমোক্ষাসে । এবমুক্তো  
গুরুঃ নদ্বা দ্বিবট্ঠা তৎকটাকতঃ ॥ ৩২১ ॥

পবিত্রতাং গতৌ ধ্যায়ন্তমেব পরমং শুরুম্ । পঞ্চপূজাদিকং  
কুর্স্বন্ সুখমাশাহমিতং দ্বিজঃ ॥ ৩২২ ॥

ততো গণকুমারাখ্যে নিরন্তেহন্তঃ সমাগতঃ । আচার্য্যমাহ  
হেরষসুতস্তং পরমং শুরুম্ ॥ ২২৩ ॥

আপনার হুই হস্তে তুতাকার এবং দন্তাকার তণ্ডুল নৌহ দ্বারা  
অঙ্কিত হয়, তাহার মুক্তি অবধারিত ।

এই কথা শুনিয়া দরাময় আচার্য্য বলিলেন—তুমি যে বলি-  
য়াছ পরমাত্মা জগৎকর্তা, একথা নিতান্ত সত্য । গণপতি শব্দ  
দ্বারা সর্কময় মহেশ্বরকে বুঝাইতেছে । অংশ ও অংশী ইহারা  
উভয়েই অভিন্ন । সুতরাং রূপ পূজ্য গণপতিও স্বয়ং পরমাত্মার  
অংশ স্বরূপ হইয়া সর্কময় বা সর্কবিদ্য বিনাশন হইবে, ইহা  
বিচিহ্ন নয় । সকলে তাঁহার উপাসনা করুক, বা তিনি সর্ক-  
দান করুন, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই । কিন্তু বেদও পুরাণের  
বিরুদ্ধ হওয়াতে তিনি তুত কি দন্তাদি চিহ্ন ধারণ করিবে না ।  
অতএব চিহ্নত্যাগ করিয়া পঞ্চ দেবতার পূজা বা পঞ্চ বজ্র করি-  
লেই মুক্ত হইবে ।

মহাপ্রপত্তেভ্যঃ কং হরিঃ। গণপতিঃ । উচ্ছ্রিতগণপতিঃ  
নবনীতগণেশ্বরঃ ॥ ৩২৪ ॥

মতমেকং তথা স্বর্ণগণপতিঃ কীর্তিতম্ । নতানগণপতিঃ  
নাগমে শৈবসংজ্ঞকে ॥ ৩২৫ ॥

উচ্ছ্রিতগণপতিঃ হৃদ্যাসনপরাশরঃ । উচ্ছ্রিতঃ গণপঃ  
প্রোক্তো বামাদেনাবলম্বনাং ॥ ৩২৬ ॥

চতুর্ভুজং ত্রিনয়নং পাশাঙ্কুশপাতকম্ । হৃতাশ্রীত-  
মধুকং গণনাথমহং ভজে ॥ ৩২৭ ॥

মহাপীঠনিবন্ধঃ বামাকণ্ঠলিংহিতাৎ । দেবীমালিন্য  
চুৰতংস্পৃশংস্তেনৈবৈ তপস্ ॥ ৩২৮ ॥

ইতি ধ্যানং হি লংগৌকং তদ্ব্যাহারকং তু চিত্তমম্ । কীর্তন-  
বোরিতৈক্যত্বং ভোগ্যং বতিলাভকম্ ॥ ৩২৯ ॥

কুঙ্কমিতকালোহিতং ভক্তো বর্গবরে দ্বিত্যঃ । ইচ্ছাধীনানি  
কর্মণি কৃতাদেবং ভজেৎ সত্যা ॥ ৩৩০ ॥

অন্তঃসমঃ মতঃ শাস্ত্রীভ্যোঃ বক্তৃত্বকঠোরীঃ । সম্প-  
দোহিত্যি যতে ! কিঞ্চ ধর্মোহিত্যাদিন্ মতে নৃণাম্ ॥ ৩৩১ ॥

সর্বোদ্যমেক এবৈকজাতিজাতবদেব হি । বসন্তা যোবি-  
তন্তেকাং তানাতীকং বিরোগজঃ ॥ ৩৩২ ॥

সংযোগত্বং নো দোষঃ কলিকান্তি বতীকরঃ । অরমেব  
পতি হ'তা ইতি নান্তি নিরায়কঃ ॥ ৩৩৩ ॥

অভ্যোহৃতসদজ্ঞানো প্রাণিরেববিবৃদ্ধিতা । অরম্যাদ্যাপ-  
শোহরং তদংশাঃ পদ্যজাদয়ঃ ॥ ৩৩৪ ॥

অংশাংশিনোরতেহত্বং বেদে সম্যক্ প্রকীর্ষিতঃ । গণেশ্য  
গণেশ্যত্বং নম ইত্যাদিনা যতে ॥ ৩৩৫ ॥

এইকথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ বার বার শঙ্করকে প্রশংসা করিয়া  
তাঁহার কটাক্ষে পবিত্র হইল। শঙ্করকে পরম গুরু ভাবিয়া  
ধ্যান করিতে লাগিল—পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া অপরিমিত  
সুখ লাভ করিল।

ঐ গণেশ্বরের মূর্ত্ত হইলে অন্য একজন হেরম্বহৃত নামক  
গণপতী মতাবলম্বী ভক্তের উপস্থিত হইল। সে জ্ঞানিয়া বলিল—  
মহাপতি, হরিঃপ্রাপ্ত পতি, উচ্ছ্রিতগণপতি, নবনীতগণপতি,  
স্বর্ণগণপতি, এবং নতানগণপতি, এক একটি মত আছে।  
এই সকল মত শৈব আগমের কথিত হইয়াছে। তদ্বধ্যে আমি  
উচ্ছ্রিতগণপতির উপাসনা করিয়া থাকি। উচ্ছ্রিতগণপতি  
বাম অঙ্গে অবস্থান করেন। তিনি চতুর্ভুজ, ত্রিনয়ন, পাশ  
অঙ্কুশ, গদা ও অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন, বাহ্যিক কুণ্ডল  
অগ্রে তীব্র মধু অবস্থিত, আমি সেই গণপতির ভজনা করি।  
তিনি মহাপীঠের উপর অবস্থিতি করেন—বামাঙ্গে দেবীকে  
আলিঙ্গন করিয়া চুসন করেন—তুণ্ড দ্বারা ভগম্পর্শ করেন—  
এইরূপে তাঁহার ধ্যান কথিত হইয়াছে—অতএব তাঁহার ধ্যান  
করা আবশ্যক। জীব ও পরমাচার যেমন এক্য ভাষিতে হয়,

তজ্জপ দেবী ও গণপতির এক্য চিন্তা করিবেক। আমি ভক্ত,  
জ্ঞতাং ললাটে কুঙ্কমের চিহ্ন ধারণ করিয়াছি। আমি এই  
পথে অবস্থান করিয়া থাকি। ইচ্ছাধীন কার্য্য করিয়া সর্বদা  
পতিকে ভজনা করিবেক। ইহার তুল্যা আর মত নাই—  
ইহা ভাবিয়া আমি অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইয়াছি। হে বতিবর!  
এই মতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন।  
জগতে এক জাতি বলিয়া সকল মানবেই এক। তজ্জপ সকল  
জী জাতিও এক। গুরুমতের, কি জীলোকমতের, সংযোগ কি  
বিযোগ, কোন দোষ নাই। স্মৃতিরাজ! 'এই আমার পতি'  
এরূপ কোম নিরর্থক নাই। যে কোন জীৱ সহিত, যে কোন  
গুরুবের পরম্পর সমস্ত আনন্দের নাম মুক্তি। গণপতি  
আনন্দরূপ, ব্রাহ্মারি দেবগণ তাঁহার অংশ স্বরূপ। অংশ ও  
অংশীর অভেদ বেদে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। গণেশ্যো নমঃ  
গণপতিভ্যো নমঃ ইত্যাদি বাক্য দ্বারা এক্য দেখা যায়। কৃত্ত ও  
গণপতির অংশ স্বরূপ। হে সুনিবর! গণপতি ত্বিন্ন আর  
কেহই নাই। 'ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া' ইত্যাদি বেদ বাক্য দ্বারা  
স্পষ্টই জানা যায় যে, কর্ম্ম কখনই মোক্ষের কারণ নয়।



কদম্ব গণপাঠ্যব নমস্তো নুনিপুদব ।। ন কৰ্মণেতি হি  
শ্রুত্যা কৰ্ম নো মোক্ষকারণম্ ৩৩৬ ॥

কিন্তু ত্যাগঃ সহিষ্ণুত্বমুদৈ যুক্তঃ সমীরিতঃ । হৃদ্যতা পুণ্য-  
পাপাদাবপ্যস্তি হি মতে মম । ৩৩৭ ॥

অনুকূলমিদং তস্মাদেব দেব ! মুনুক্ষুভিঃ । সেব্যমিত্যুক্ত  
আচার্যাস্তমুবাচ যতীশ্বরঃ । ৩৩৮ ॥

সুৰাং নৈব পিনেনৈব পরভার্য্যং সমাপ্নুয়াৎ । ইত্যাদি  
বহুভির্বেদবেচাভি নির্মিতং মতে । ৩৩৯ ॥

গৃহতে যত্র তত্ত্যাজ্যং দূরতঃ সুপকাজ্জিভিঃ । ন কৰ্মণে-  
তাদিকা তু শ্রুতিস্তত্ত্ববিদো যতেঃ । ৩৪০ ॥

সৰ্বপাপবিহীনশ্চ ক্রতে মোক্ষং ন পাপিনঃ । সুরাপান-  
পরশ্রাণ পরদাররতশ্চ চ । ৩৪১ ॥

সুরাপানাদিনা মুক্তিং প্রাপ্যাম ইতি জ্ঞানম্ । হৃৎখদং দৌ-  
ষ্ট্যমেবাস্তি ত্যক্ত্বা তস্মাদিদং মতম্ । ৩৪২ ॥

বিপ্রাণাং বাক্যাতস্তেষাং প্রসাদেন বিনিষ্কৃতিম্ । বিধায়  
মোক্ষমার্গস্থাঃ পঞ্চপূজাপরায়ণাঃ । ৩৪৩ ॥

পঞ্চগজাদিনিরতা মূলাধারাদিচক্রকে । সংধ্যায়ন্তো গণে-  
শাদীনজপামস্ততৎপরঃ । ৩৪৪ ॥

কিন্তু সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ দ্বারা ত্যাগ করিলেই মোক্ষ হয় ।  
আমার মতে সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ, ক্ষুধা তৃষ্ণা, পাপ পুণ্য ই-  
ত্যাদি সমুদয়ই বিদ্যমান আছে । এই সমুদয় আমার অনুকূল,  
অতএব মোক্ষার্থীগণ ইহার সেবা করিবেক ।

এই কথা শুনিয়া আচার্য বলিলেন—‘সুরাপান করিবে না—  
পরস্ত্রীগমন করিবে না—’ ইত্যাদি বেদ বচন দ্বারা যেমতে একুপ  
নির্দিষ্ট বিষয় গ্রহণ করিবার কথা আছে, সুখার্থী পণ্ডিতগণ  
তাহা দূরে ত্যাগ করিবেক । ‘ন কৰ্মণা ন প্রজয়া’ ইত্যাদি  
বেদবাক্য, কেবল তত্ত্বজ্ঞানী, সৰ্ব পাপশূন্য যতির, মোক্ষ  
প্রকাশ করিয়া থাকে । কিন্তু পাপী, সুরাপায়ী বা পরদার রত  
ব্যক্তির মোক্ষ প্রকাশ করে না ‘আমি সুরাপান কি পরদার  
গমন করিয়াও মুক্তি পাইব’ ইত্যাদি হৃৎখদায়ক হৃষ্টমত ত্যাগ  
করিয়া, ব্রাহ্মণগণের বাক্যানুসারে, তাঁহাদের প্রসাদে, নিষ্কৃতি  
পাইয়া মোক্ষপথে গমন কর—পঞ্চদেবতার পূজা কর—পঞ্চ  
যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর—জপ না করিয়া মূলাধার প্রভৃতি বটচক্রে

তদেবধ্যানতো মুক্তাঃ ভবিষ্যথ ন সংশয়ঃ । এবমুক্তান্তথা  
চক্রহের্ষমুতপূৰ্ব্বকাঃ । ৩৪৫ ॥

আগত্যথ গুরুং প্রোচুরবশিষ্টাত্তয়োহপি তে । স্বামিনে-  
তজ্জগৎ সৰ্বং গণপত্যাত্মনা বয়ম্ । ২৪৬ ॥

চিন্তয়ামো বিমোক্ষায় পূজ্যং সৰ্বৈঃ শুভার্থিভিঃ । তস্মা-  
দুদ্বিতবন্তো বৈ কথমেতন্মতত্রয়ম্ । ৩৪৭ ॥

ভবন্ত ইতি সংপ্রোক্তস্তানাহ যতিপুদবঃ । মূঢ়া যুয়ং ততঃ  
শাস্ত্রতত্ত্বং শৃণুত নিশ্চিতম্ । ৩৪৮ ॥

পুরুষাধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেরাদৌ মহানভুৎ । ততোহহঙ্কার  
উৎপন্নস্ত্রিগুণাত্মা স এব হি । ৩৪৯ ॥

কদ্রবিক্ষাদিক্রপোহভূতত্র কদ্রস্ত স্নবঃ । গণেশশ্চ কুমা-  
রশ্চ তৈরবশেচতি বিশ্রুতাঃ । ৩৫০ ॥

স্বস্বাদিকারনির্বাহে তৎপরঃ পূজ্যতাং গতাঃ । তস্মাদ্বৈপ্র-  
গণেশাদ্যাস্ততচ্চক্রেবু সংস্থিতাঃ । ৩৫১ ॥

চিন্তনীয়াঃ প্রযত্নেন তদশক্তৌ তু দেবতাঃ । পঞ্চ পূজ্যা  
মহেশাদ্যা ইত্যুক্তান্তে পরং গুরুম্ । ৩৫২ ॥

বীরভদ্রাদয়ো নম্রা ত্যক্তচিত্তাঃ শ্রিশিষ্যতাম্ । গতান্তে  
পঞ্চপূজাদিরতা অদৈতবাদিনা ॥ ৩৫৩ ॥

গণেশাদি দেবতাদিগকে ধ্যান কর—ও মন্ত্র মাত্র ধ্যান কর— ।  
তাহা হইলে তোমরা তত্তৎ দেবগণের ধ্যানে অনাম্যাসে যে মুক্ত  
হইবে, তাহাতে আর দ্বিধা নাই । এই কথা শুনিয়া হের্ষ-  
মুত প্রভৃতি উক্ত মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ আচার্যের বচনে তত্তৎ-  
কর্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল । ৩১৪—৩৪৫ ।

অনন্তর অবশিষ্ট তিনজন আসিয়া আচার্যকে বলিল—  
প্রভো ! এই সমুদয় জগৎ গণপতি হইতে সম্ভূত হইয়াছে ।  
মঙ্গলার্থী পণ্ডিতগণের পূজনীয় সেই গণপতিকে মোক্ষ পাইবার  
জন্য আমরা ধ্যান করিয়া থাকি । অতএব আপনি কিরূপে  
এই তিনটি মত দ্বিষ্ট করিলেন ?

এই কথা শুনিয়া যতিরাজ তাহাদিগকে বলিলেন—তোমরা  
মুখ, অতএব শাস্ত্রের সূত্রতত্ত্ব যথার্থরূপে শ্রবণ কর । প্রথমে  
পুর্বাধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে মহত্ত্বের উৎপত্তি । মহৎ হইতে  
অহঙ্কার উৎপন্ন হয়, এইজন্য তিনিই ত্রিগুণাত্মা । তিনিই  
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বররূপী । তন্মধ্যে গণেশ, কার্তিকেয়, তৈরব

স্বরথাম স তত্র কারয়িত্বা পরবিদ্যাচরণানুসারি  
চিত্রম্ । অপবার্থ্য চ তাত্ত্বিকানতানীন্তগবত্যাঃ  
শ্রুতিসম্মতাঃ সপৰ্য্যায় ॥ ৫ ॥

নিজপাদসরোজসেবনাত্মৈ বিনয়েন স্বরমাগতা-  
নথাক্রুন্ । অনুগৃহ্য স বেঙ্কটাচলেশঃ প্রণিপত্যা প  
বিদর্ভরাজধানীম্ ॥ ৬ ॥

তদেতৎ সংক্ষিপ্যোক্তং স্ববশ ইত্যাদিনা ॥ ৪ ॥

তত্র কাঞ্চাং পরবিদ্যাচরণানুসারি চিত্রং দেবমন্দিরং  
কারয়িত্বা তাত্ত্বিকাংশ্চ বিনিবার্য্য শ্রুতিসংমতাঃ ভগবত্যাঃ  
পূজাং স শ্রীশঙ্করাচার্য্যো বিস্তারিতবানিত্যর্থঃ । অত্রৈবদ-  
বধেণঃ পরমগুরুঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যো যত্র কিল মহাদেশঃ স্বকীর  
পৃথিবীমূর্ত্যাবিভূতলিঙ্গরূপেণাঙ্করেশ ইতি প্রসিদ্ধ্যা বর্ততে তস্মিন্  
কাঞ্চীনগরে নাসমাত্রং স্থিত্বা শঙ্করপ্রতিষ্ঠাপূর্ব্বকং শিবকাঞ্চীতিপ-  
টুণং নির্মাণ তৎপ্রাক্ আবিভূতবিষ্ণুং বরদরাজানং সমাপ্রিত্য  
তত্র বিষ্ণু কাঞ্চীতিপটুণং নির্মাণ তৎসেবার্থং ব্রাহ্মণাদীনেক  
ভক্তজনান্ সম্পাদ্য তানপি শুদ্ধাত্মৈবত্বভীনেব সর্ব্ববেদান্ততাত্প-  
র্য্যনিষ্ঠাংশ্চকার ততস্তদদেশবাসিনঃ সর্ব্বে তাত্ত্বপণীতটাদাগত্য প-  
রমগুরুং নম্রেনমুচুঃ হে স্বামিস্মিন্মিলোকে দেহাদিভেদস্ত প্রত্যক্ষ-  
শ্চাৎ পরলোকেহপি তত্বৎকর্ণণা তত্বহুপাসনয়া চ তত্বলোকপ্রাপ্তি-  
শ্রবণাচ্চ ভেদ এব সত্যবদ্ধাতীতি পৃষ্টঃ আচার্য্য উবাচ ভো  
হি জাঃ ! পরমাশ্রুতবনবিদিত্তেদমুক্তং ভবন্তিঃ যত্র যন্ত সর্ব্ব-  
মাত্মৈবাত্ত্বৎকেন কং পশুদিতাদিক্রতিভিত্ত্বজ্ঞানায়িত্ত-  
পাপপঙ্কজস্ত মুক্তিদশায়াঃ ভেদাত্মনপ্রতিপাদনাত্তৎ সৃষ্টা  
তদেবাত্মপ্রাণিশ্চ অনেন জীবেনাত্মনাত্মপ্রবিশ্য নামরূপে  
ব্যাকরবাণীত্যাশ্রিত্যাত্মতাত্পর্য্যেণ জগৎকর্তৃ ব্রহ্মণ এব জীব-  
রূপেণ জগদন্তঃপ্রবেশাবগমাত্ত্ব কিঞ্চ কতি দেবা ইত্যুপক্রম্য

ত্রয়শ্চ জী চ শতা ত্রয়শ্চ জী চ সহস্রেতি দেবানেকতামভিধায়া-  
হস্তর্ভাবক্রমেণ একোদেব ইতি প্রাণ ইতি চ ব্রহ্মণ এবানেকত্বঃ  
প্রদর্শিতম্ । বহুস্তাং প্রজায়েষেত্যাদি শ্রুত্যা চ ভোক্তৃভোগা-  
ন্থকসকলস্তাপি প্রপঞ্চস্ত পরমাত্মরূপতা প্রতিপাদিতা । তস্মাৎ  
সর্ব্বজ্ঞঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবঃ সকলবিবর্তাধিষ্ঠানঃ ব্রহ্ম মুমুকু-  
ভিকৃপাসনীয়ঃ । তস্মাত্তবস্তোহপি জীবপরমাত্মভেদঃ চ বিহার  
শুদ্ধাত্মৈবব্রহ্মোপাসনয়া মুক্তা ভবথেতি সম্যগুপদিষ্টাঃ কাঞ্চী-  
তাত্ত্বপণীদেশবাসিনঃ শুদ্ধাত্মৈবত্ববিদ্যাশ্রিতা বভূবুরিতি ॥ ৫ ॥

এতদেব সংগ্রহেণাহ অথ নিজপাদসরোজসেবনার্থং বিনয়েন  
স্বরমাগতান্ আকুদেখীয়া অনুগৃহ্য স বেঙ্কটাচলেশঃ প্রণিপত্যা  
বিদর্ভরাজধানীং প্রাপ ॥ ৬ ॥

✽ ঐ কাঞ্চীনগরীতে পরবিদ্যার বেক্রপ চরণ,  
তদনুযায়ী বিচিত্র এক দেবমন্দির নির্মাণ করাইয়া  
তাত্ত্বিকব্যক্তি দিগকে নিবারণ করিয়া আচার্য্য  
শঙ্কর, ভগবতীর বেদোক্ত পূজা বিস্তার করিলেন  
। ৫ ।

শঙ্করের পাদপদ্ম সেবা করিবার জন্য বিনয়

ইহারাই রুদ্রের পূজা । স্বয়ং অধিকার নির্বাহ করিতে তৎপর হ-  
ইয়া তাঁহার পূজার পাত্র হইয়াছেন । অতএব ব্রাহ্মণেরা সমস্তে  
। পূর্ব্বোক্ত মূলধারাদিচক্রে অবস্থিত গণেশাদি দেবতাদিগকে  
অবশ্য ধ্যান করিবেক । যদি তাহাতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে  
শিব প্রভৃতি পঞ্চ দেবতার পূজা করিবেক ।

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া বীরভদ্রাদি ব্রাহ্মণগণ পরম  
শ্রদ্ধা শঙ্করকে নমস্কার করিয়া সমস্ত চিহ্ন বিসর্জন করিয়া তাঁহার  
শিবা হইল । পঞ্চদেবতার পূজা করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়া  
উঠিল । ৩৪৬—৩৫০ ।

• যেহাৎ মহাদেব স্বকীর পৃথিবী মূর্ত্তি দ্বারা আবিভূত  
হইয়া ‘অঙ্করেশ’ শিবলিঙ্গরূপে প্রসিদ্ধ হইয়া নিরাজমান আ-  
ছেন, আচার্য্য শঙ্কর সেই কাঞ্চীনগরীতে একমাস কাল অব-  
স্থিতি করিয়া এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন । ইহার কিছু দিন পূর্ব্ব  
বরদরাজার কাছে যাইয়া যে স্থানে বিষ্ণু আবিভূত ছিলেন,  
তথায় ‘বিষ্ণুকাঞ্চী’ এই নামে এক দেবালয় নির্মাণ করিয়া  
তাঁহাদের সেবার জন্য অনেক ভক্ত ব্রাহ্মণ দিগকে তথায় নিযুক্ত  
করিয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণ দিগকে নির্মল অদ্বৈত মতে দীক্ষিত  
এবং সমুদয় বেদান্তের তাত্পর্য্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট করিলেন ।

অভিযান্য স ভক্তিপূর্বমস্তাং কৃতপূজঃ ক্রথকে-  
শিকেশ্বরেণ । নিজশিষ্যনিরন্তরুচ্চৈবুকীন্ ব্যদধাঈতর-  
বতন্ত্রসাদলম্বান্ ॥ ৭ ॥

অপ কেশিকেশ্বরেণ ভক্তিপূর্বমভিগম্যস্তাং বিদর্ভরাজ-  
শাস্তাং কৃতপূজঃ স ঐতরবতন্ত্রণ সাবলম্বানবলম্বসহিতাম্বিজ  
শিষ্যো নির্মস্তা উচ্চৈবুকীর্ষেবাং তথাভূতান্ ব্যদধাৎ ॥ ৭ ॥

পূর্বক স্বয়ং সমাগত আকু দেশীয় ব্যক্তিদিগকে  
অনুগ্রহ করিয়া আচার্য্য শঙ্কর ‘বেঙ্কটাচলেশ’  
শিবকে প্রণিপাত করিয়া বিদর্ভরাজধানীতে গমন  
করেন ॥ ৬ ॥

বিদর্ভপতি ঐ রাজধানীতে ভক্তিপূর্বক শঙ্ক-  
রকে পূজা করেন । ঐ দেববাসী যাহারা ভৈরব  
তন্ত্র অবলম্বন করিয়াছিল, আচার্য্য শঙ্কর নিজ  
শিষ্য সমূহদ্বারা তাহাদের দুচ্চৈবুকি নিরন্তর করেন  
। ৭ ।

অনন্তর তদেবদাসী সঙ্কলে তাত্রপণী তট হইতে আগমন  
করিয়া পরমশুরু আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিল—প্রভো !  
এই জগতে দেহানির ভেদ প্রত্যক্ষ । পরলোকেও যে যে যেমন  
কর্ম করে—যেমন উপাসনা করে—সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই  
লোক পাইয়া থাকে । যখন একরূপ শাস্ত্রে শোনা যাইতেছে,  
তখন ভেদসত্যবৎ বুঝিতে হইবে ।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন—হে বিজগৎ !  
তোমরা পরমতত্ত্ব না জানিয়া এই কথা বলিয়াছ । “সর্বমাত্মৈবা-  
ত্বং তৎকেন কং পশ্যেৎ” (অর্থাৎ সকলই আত্মা,তখন কিরূপে  
কে কাহাকে দেখিবে ।) ইত্যাদি ক্রটিদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানরূপ অনলে  
যখন পাপ পঙ্কর দগ্ধ হয় তখন মুক্তি দশা উপস্থিত । ঐ অব-  
স্থায় কোন ভেদজ্ঞান থাকে না । ‘তৎসৃষ্টা তদেবানুপ্রা-

অভিযান্য বিদর্ভরাজধানীমধ কণাটবহুদ্রামি-  
যাত্তম্ । ভগবন্! বহুভিঃ কপালিজালৈঃ সহি দেশো  
ভবতামগম্যরূপঃ ॥ ৮ ॥

অপ কণাটভূমিঃ গহ্মমিচ্ছুমভিযান্য বিদর্ভরাজভূতবান্  
হে ভগবন্! সহি দেশো বহুভিঃ কপালিজালৈঃ ভবতামগমা-  
রূপঃ ॥ ৮ ॥

অনন্তর শঙ্কর যখন কণাটদেশে গমন করিতে  
ইচ্ছা করেন, তখন বিদর্ভরাজ তাঁহাকে অভিবাদন  
করিয়া বলিল—ভগবন্! সে দেশে অনেক কাপা-  
লিক বসতি করে । তাহাদের দ্বারা আপনাদের  
গতিরোধ হইবার সম্ভাবনা । ৮ ।

বিশং তিনি যে বস্তু সৃষ্টি করেন, পরে তাহাতেই প্রবেশ  
করেন । ‘অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবেশ্য নামরূপে ব্যাকর  
বাণি’ এই জীবাত্মা দ্বারা অনুপ্রবেশ করিয়া আমি নাম ও রূপ  
প্রকাশ করিব । ইত্যাদি শাস্ত্র তাৎপর্য্য দ্বারা জগৎ কর্তা যে  
পরব্রহ্ম, তিনিই জীবরূপে জগতের মধ্যে প্রবেশ করেন, ইহাই  
প্রতিপন্ন হয় । অপিচ ‘কতি দেবাঃ’ কত দেবতা আছে—বেদের  
এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতা ত্রয়শ্চ ত্রীচ  
সহস্রা’ তিনটি দেবতা—তিনশত দেবতা—কিবা তিন সহস্র দেবতা  
এই রূপে দেবের বহুত্ব বলিয়া “একো দেব ইতি প্রাগ ইতি”  
দেবতা এক—তিনি প্রাণস্বরূপ । ইহা দ্বারা ব্রহ্মেরই বহুত্ব  
দর্শিত হইয়াছে । কিন্তু বহুত্ব ঐ একত্বের অন্তর্ভুক্ত জানিবে ।  
‘বহু স্যাৎ প্রজারের’ আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি—ইত্যাদি  
বেদবচনে ভোক্তা ও ভোগ্য স্বরূপ এই নিখিল জগতের পর-  
মাত্মা যে মূল কারণ—জগৎ যে আত্মময়—তাহাই কথিত হই-  
য়াছে । অতএব যিনি সর্বজ্ঞ, নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব,  
যিনি সকল বস্তুর আধার—সেই ব্রহ্মাকে মোক্ষার্ণাভগ উপাসনা  
করিবেক । অতএব তোমরাও জীবাত্মা বা পরমাত্মার ভেদ -

নহি তে ভগবদ্বশঃ সহস্তু নিহিতৈর্ধ্যাঃ শ্রুতিবু  
ত্রবীম্যতোহহম্ । অহিতে' জগতাং সমুৎসহস্তু  
মহিতেষু প্রতিপক্ষতাং বহস্তু ॥ ৯ ॥

ইতি বাদিনি ভূমিপে স্মধন্বা যতিরাজং নিজ-  
গাবধিজ্যধন্বা । ময়ি তিষ্ঠতি কিং ভয়ং পরেভ্য-  
স্তব ভক্তে যতিনাথ ! পামরেভ্যঃ ॥ ১০ ॥

যতন্তু কাপালিকাঃ ভগবদ্বশো ন সহস্তু যতশ্চ শ্রুতিবু  
নিহিতা স্থাপিতা ঈর্ষ্যা বৈস্তুযতশ্চ জগতামহিতে সমুৎসহস্তু  
সমাগুৎসাহ যুক্তা ভবন্তি যতশ্চ মহৎসু প্রতিপক্ষতামুদহস্তু  
স্বীকৃষ্যন্ত্যত এবমহং ব্রবীমি ॥ ৯ ॥

ইত্যেবং বিদর্ভাধিপে বদতি সতি অধিজ্যধন্বা স্মধন্বা  
যতিরাজং বভাষে হে যতিনাথ ! ময়ি তব ভক্তে তিষ্ঠতি পাম-  
রেভ্যঃ পরেভ্যস্তব কিমপি ভয়ং নাস্তি ॥ ১০ ॥

তাহারা আপনার বশ সহ্য করিতে পারেনা ।  
বেদের উপর তাহাদের সম্পূর্ণ ঈর্ষ্যা । জগতের  
অনঙ্গল করিতে তাহাদের নিতান্ত উৎসাহ আছে ।  
তাহারা কেবল মহৎ লোকের সহিত বিবাদ মা-  
ত্রই করিয়া থাকে । এই কারণে আমি আপনাকে  
এই কথা বলিলাম । ৯ ।

বিদর্ভপতির এই কথা শুনিয়া সগুণধনুর্ধারণ  
করিয়া মহারাজ স্মধন্বা যতিরাজকে বলিলেন । হে  
যতিরাজ ! আমি আপনার ভক্ত, আমি যখন বিদ্য-  
মান আছি, তখন পামর শত্রুপক্ষ হইতে ভয়ের  
আশঙ্কা কি ? । ১০ ।

দেবতাভেদ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মের উপাসনা করিয়া  
মুক্ত হইবেক । আচার্য্যের এইরূপ সহৃদয়দেশে কাঞ্চী এবং  
ভাষ্যপর্ণী দেশবাসী সকলেই শুদ্ধ অদ্বৈত বিদ্যা আশ্রয় করিল ।

অথ তীর্থকরাগ্রণীঃ প্রতস্তুে কিল কাপালিক-  
জালকং বিজেতুম্ । নিশময্য তমাগতং সমাগাৎ  
ক্রকচো নাম কপালিদেশিকাগ্র্যঃ ॥ ১১ ॥

পিতৃকাননভস্মনানুহপিপ্তঃ করসংপ্রাপ্তকরোটি-  
রান্ধশূলঃ । সহিতো বহুভিঃ স্বতুল্যবৈশৈঃ স ইতি  
স্মাহ মহামনাঃ স্বগর্বঃ ॥ ১২ ॥

ভসিতং ধৃতমিত্যদস্ত যুক্তং শুচি সন্ত্যজ্য  
শিরঃ কপালমেতৎ । বহথা হশুচি খর্পরং কিমথং  
ন কথঙ্কারমুপাস্মতে কপালী ॥ ১৩ ॥

অথ শাস্ত্রকরাগ্রণীঃ কাপালিকজালকং বিজেতুং স উজ্জয়-  
ত্যাগ্যপূরং প্রতস্তুে ॥ ১১ ॥

শ্মশানভস্মনা শিপ্তাঙ্গঃ করসংপ্রাপ্তমুখ্যশিরঃকপালঃ  
॥ ১২ ॥

যদ্যস্ম ধৃতমিত্যদস্ত যুক্তং পরন্তু শুচি শিরঃকপালমেতৎ-  
পরিভ্যজ্যাপবিত্রং মৃন্ময়খর্পরং কিমথং বহথ কথঙ্কারং কথং  
কপালী ভৈরবো ভবন্তি নোপাস্মতে ॥ ১৩ ॥

অনন্তর শাস্ত্রকারদিগের অগ্রগণ্য আচার্য্য  
শঙ্কর, কাপালিককুল জয় করিতে উজ্জয়িনীদেশে  
গমন করেন । তাঁহাকে আসিতে শুনিয়া ক্রকচ-  
নামে একজন কাপালিকমতের গুরু তথায় উপ-  
স্থিত হন । ১১ ।

শ্মশানের ভস্মদ্বারা তাহার সর্ব্বাঙ্গ লিপ্ত, এক  
হস্তে নৃকপাল এবং তাহার অপর হস্তে শূল ।  
আপনার তুল্য বেশধারী কতকগুলিন শিষ্য লইয়া  
উদারচেতা ক্রকচ সগর্ব্ব আচার্য্যকে বলিল । ১২ ।

তুমি যে ভস্মধারণ করিয়াছ, ইহা উপযুক্ত



নরশীর্ষকুশেশঠৈররুহা কুধিরাটৈ চ  
ভৈরবার্চাম্ । উম্মা সময়া সরোরুহাক্যা কথন-  
ল্লিকটবপু মূদং প্রাবাবাৎ ॥ ১৪ ॥

ইতি অল্পতি ভৈরবাগমানাং হৃদয়ং কাপুরুষেতি  
তং বিনিম্য । মিরবাসরদাস্যবিৎসমাজাৎ পুরুষৈঃ  
স্বৈরধিকারিভিঃ স্তম্বা ॥ ১৫ ॥

কুধিরাটৈকর্নরশিগোলকনকমলৈর্নদ্যেন চ ভৈরবার্চামলক্ ।  
কপালী ভৈরবঃ বসমানসঃ কলসাক্যা উম্মা অল্লিকটবপু-  
মূদং কথং প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ১৪ ॥

ইত্যেবং ক্রমচৈ ভৈরবাগমানাং হৃদয়ং অল্পতি সতি হে  
কুৎসিতপুরুষেতি তং বিনিম্য স্বৈরধিকারিভিঃ স্তম্বা আশ্র-  
বিদাং সমাজাঘহিচ্চকার ॥ ১৫ ॥

বটে, কিন্তু পরম পবিত্র বৃকপাল ত্যাগ করিয়া  
অপবিত্র মুখ্য খর্পর (খাবরা) বহন করিতেছ কেন?  
এবং তোমরা আমাদের গুরু ভৈরবের উপাসনা  
কর না কেন? ॥ ১৩ ॥

কুধির সংযুক্ত নরমুগুরঙ্গ কমল—এবং মদ্য  
দ্বারা তোমরা ভৈরবের অর্চনা কর না কেন? ।  
কমলনেত্রা ও আপনার অনুরূপ উম্মাচারী যদি ভৈরব  
আলিঙ্গিত দেখে না হয়, তবে তাঁহার সন্তোষ হইবে  
কেন? ॥ ১৪ ॥

ক্রকচ এইরূপে কাপালিকদিগের শাস্ত্রের গূঢ়  
মর্ম প্রকাশ করেন । তখন রাজা স্তম্বা ‘হে কা-  
পুরুষ!’ এইরূপে তাহাকে নিন্দা করিয়া আপ-  
নার অনুচর বর্গ দ্বারা তদ্বিৎ সমাজ হইতে তা-  
হাকে দূর করিয়া দেন ॥ ১৫ ॥

ভুকুটিকুটিলানিমচ্চলোঠঃ শিতমুদ্যম্য পরম-  
ম মূর্খঃ । ভবভাং ন শিরাসি চেতিভিভ্যঃ  
ক্রকচো নাইমিতি ক্রবদ্রাসীৎ ॥ ১৬ ॥

কুধিতামি কপালিনাং কুলানি প্রলয়াভো-  
ধরভীকরারবাণি । অম্মা প্রহিতাভিভিভ্যঃ  
অভিযাতানি সমুদ্যতায়ুধানি ॥ ১৭ ॥

অথ বিপ্রকুলং ভয়াকুলং তদ্রুতমালোক্য  
মহারথঃ স্তম্বা । কুপিতঃ কবচী রথী নিবদী ধনু-  
রাদায় যথৌ শরান্ বিমুক্তান্ ॥ ১৮ ॥

শিতং পরমমুদ্যম্য ভবভাং শিরাসি ন বিতিভ্যঃ চে-  
তিভি ক্রকচো নাইমিতি ক্রবদ্রাসীৎ ॥ ১৬ ॥

প্রলয়াভোধরবস্ত্রধরঃ শকো যেষাং অম্মা ক্রকচেন  
প্রহিতানি অগ্রগণিতানি কপালিনাং কুলানি কুপিতানি  
সমুদ্যতায়ুধানি অভিযাতানি ॥ ১৭ ॥

অথ ভেষামভিগমনানন্তরং তদ্বিপ্রকুলং ভয়েন ব্যাকুল-  
মালোক্য ঋটিতি কুপিতঃ স্তম্বা ধনুরাদায় বাণান্ বিমুক্ত-  
ান বরৌ ॥ ১৮ ॥

তখন মূর্খ ক্রকচের মুখ জুকুটি দ্বারা ভীষণ  
হইল—ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল—তখন শাসিত  
কুঠার তুলিয়া লইয়া ‘যদি আমি তোমাদের মুণ্ড-  
চ্ছেদ না করি তবে আমি ক্রকচই নয়’ এই কথা  
বলিয়া গমন করেন ॥ ১৬ ॥

ঐ সময়ে কাপালিককুল ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—  
প্রলয়কালীন মেঘের মতন তাহার। ভীষণ শব্দ ক-  
রিতে লাগিল—ক্রকচ তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিল,  
তাহারা অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দলে দলে অগ্রসর হইতে  
লাগিল ॥ ১৭ ॥

অবনীভূতি যোদ্ধারাজবীর্যবান্ধবৈকত্র  
কতোইশ্বতো নিযুক্তাঃ । ক্রকচেন বধায় ভূহরণাং  
ক্রতমাসেহুদায়ুধাঃ সহস্রাঃ ॥ ১৯ ॥

অবলোক্য কপালিসজ্জারাক্ষমনানীকনি-  
কাশমাপত্তম্ । ব্যথিতাঃ প্রতিপেদিরে শরণ্যং  
শরণং শকরযোগিনঃ শিখরভাঃ ॥ ২০ ॥

যখন তানরীনেকত্র ভূমিতে স্থধরনি যোধবতি সতি  
অন্ততো ব্রাহ্মণানাং বধায় ক্রকচেন নিযুক্তাঃ সহস্রসংখ্যা  
উদায়ুধা ক্রতমাসেহুঃ আবধুঃ ॥ ১৯ ॥

যতিসৈন্যসমীপমাপত্তম্ কপালিসজ্জং দূরানবলোক্য ব্যথিতা  
ভূহরেভ্যঃ শরণ্যং শরণযোগ্যং শ্রীশকরং যোগিনঃ শরণং  
প্রপেদিরে ॥ ২০ ॥

অনন্তর রাজা স্থধর ব্রাহ্মণদিগকে ভয় কম্পিত  
দেখিয়া শীঘ্র কুপিত হইয়া উঠেন । রথারোহণে,  
কবচ ও ধনুর্ধারণ পূর্বক শরক্ষেপ করিতে করিতে  
গমন করেন । ১৮ ।

রাজা স্থধর স্বরাপূর্বক একস্থানে শত্রুগণ-  
সমভিষাহারে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । অন্যদিকে  
ক্রকচ ব্রাহ্মণকুল বধ করিতে সহস্রসংখ্যক লোক  
পাঠাইয়া দিলেন, তাহারাও যশস্ত্রে শীঘ্র উপস্থিত  
হইল । ১৯ ।

দূর হইতে কাপালিকদিগকে যতি সৈন্যের সমীপে  
আগত দেখিয়া, ব্রাহ্মণগণ ব্যথিত হইয়া, শরণাগত  
বৎসল শকরের শরণাপন্ন হইল । ২০ ।

অসিতোমরপট্টশ্রিশূলৈঃ প্রজিঘাংসূন্  
ভূশমুখিতাট্টহাসান্ । যতিরাট্ স চকার ভস্ম-  
সাত্তামিজহকারভুবাহ্মিনা কণেন ॥ ২১ ॥

মূপতিশ্চ শরৈঃ স্বর্ণপুষ্ঠৈঃ বিধিকৃষ্টৈঃ প্রতি-  
পক্ষমস্তপৈশ্চ ॥ রণভূমিঃ সহস্রসজ্জৈঃ সমল-  
কৃত্য মুদাহগমন্ মুনীন্দ্রম্ ॥ ২২ ॥

তদনু ক্রকচো হতান স্বকীয়ানরুজাংশ্চ বিজ-  
পুঙ্গবানুদীক্ষ্য । অতিমাত্রবিদ্যমানচেতা যতি-  
রাজস্ত সমীপমাপ ভূমঃ ॥ ২৩ ॥

নিজহকারপ্রসূতেন বহুনা ॥ ২১ ॥

মূপতিশ্চ স্বর্ণপুষ্ঠৈঃ শরৈর্বিচ্ছিন্নৈঃ প্রতিপক্ষাণাং মুপ-  
পৈশ্চ ॥ সহস্রসজ্জৈঃ রণভূমিঃ সমলকৃত্য মুদা মুনীন্দ্রমগমন্  
॥ ২২ ॥

অতিমাত্রমত্যস্তং বিদ্যমানং পীড়্যমানং চিত্তং যস্ত  
সঃ ॥ ২৩ ॥

খড়গ, তোমর, পট্টিশ ও ত্রিশূল লইয়া যাহারা  
যতি সৈন্য বধ করিতে আসিয়াছিল—যাহারা  
বারংবার অট্টহাস্য বিস্তার করিতেছিল—যতিপতি  
শকর নিজহকার সমুখিত অনলদ্বারা ক্রণকালের  
মধ্যে তাহাদিগকে ভস্মসাৎ করিলেন । ২১ ।

রাজা স্থধর স্বর্ণপুষ্ঠ শরজাল দ্বারা সহস্র  
সংখ্যক শত্রুগণের মুণ্ডচ্ছেদ করেন । ঐ ছিন্ন মুখ-  
পদ্মদ্বারা রণভূমি অলঙ্কৃত করিয়া, রাজা সহস্র  
শকরের নিকটে গমন করেন । ২২ ।

তদনন্তর ক্রকচ দেখিলেন—আপনার পক্ষের

কুমতাশ্রয়! পশ্য মে প্রভাবং কলমাস্যাস্ত-  
ধুনৈব কৰ্মণোহস্য । ইতি হস্ততলে দধৎ কপালং  
কণমধ্যায়দসৌ নিমীল্য নেত্রে ॥ ২৪ ॥

সুরয়া পরিপূরিতং কপালং ঝটিতি ধ্যায়তি  
ভৈরবাগমজ্ঞে । স নিপীয় তদধর্মধর্মস্যা নিদধা-  
র স্মরতিস্ম ভৈরবঃ ॥ ২৫ ॥

অসৌ ক্রকচো নেত্রে নিমীল্য কণমাত্রং ধ্যানং কৃতবান্ ॥ ২৪ ॥  
ভৈরবাগমজ্ঞে ক্রকচে ধ্যায়তি সতি সুরয়া মদ্যেন কপালং  
পরিপূর্ণমভূৎ । তস্তাঃ সুরয়া অর্ধং স ক্রকচঃ সম্যক্ পীত্বা তস্তাঃ  
সুরয়া অর্ধং নিদধার স্থাপয়ামাস চ পুন ভৈরবং স্মরতিস্ম  
॥ ২৫ ॥

সকল লোক হত হইয়াছে । কিন্তু ব্রাহ্মণপক্ষের  
সকলেই নিরুদ্ধেগে অবস্থান করিতেছে । তখন  
ক্রকচ অত্যন্ত উপতপ্ত মনে পুনরায় যতিরাজের  
কাছে উপস্থিত হইল । ২৩ ।

হে কুমতাবলম্বিন্ ! তুই আমার কুমতা দর্শন  
কর ? তুই যে কৰ্ম করিয়াছিস্ এখনই তাহার ফল  
পাইবি । এই কথা বলিয়া করতলে নৃকপাল  
রাখিয়া নেত্রদ্বয় মুদিত করিয়া কণকাল ধ্যান ক-  
রিতে লাগিল । ২৪ ।

ভৈরব শাস্ত্রজ্ঞ ক্রকচ ধ্যান করিলে পর মদ্য-  
দ্বারা নৃকপাল পরিপূর্ণ হইল । পরে, আপনি  
ঐ সুরার অর্দ্ধপান করিয়া অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ রাখিয়া  
দিল । শেষে পুনর্ব্বার ভৈরবের স্মরণ করিল  
। ২৫ ।

অথ মর্ত্যশিরঃকপালমালী জ্বলনজ্বালজটা-  
ছটক্ৰিশূলী । বিকটপ্রকটাট্টহাসশালী পুরতঃ  
প্রাভূরভূন্ মহাকপালী ॥ ২৬ ॥

তব ভক্তজনক্রহং দৃশ্য দেবেতি কপা-  
লিনা নিযুক্তঃ । কথমাশ্বনি মেহপরাধ্যসীতি  
ক্রকচস্যৈব শিরো জহার ক্রকচঃ ॥ ২৭ ॥

অথ ভৈরবস্বরূপস্মরণান্তরং বহ্নিজ্বালাসদৃশানাং জটানাং  
ছটা সমূহো যন্ত স মহাকপালী ভৈরবঃ ॥ ২৬ ॥  
হে দেব ! তব ভক্তজনক্রহং দৃষ্ট্য সঞ্জীতি কপালিনা ক্রক-  
চেন নিযুক্তো ভৈরবস্তত্ত্ববিদো মমাশ্বান্নদবতারত্বাদ্বা কপা-  
মমাশ্বনি ত্রীশক্রে অপরাধ্যসীতি ক্রকচস্তৈব শিরো জহার ॥  
২৭ ॥

ভৈরবের স্বরূপ স্মরণ করিবার পর মহাক-  
পালী ভৈরব স্বয়ং তাহার সম্মুখে প্রাভূত হন ।  
তিনি নরকপালের মালা গলদেশে ধারণ করিয়া-  
ছেন—অনলশিখার মতন প্রদীপ্ত জটাবার লম্বমান-  
হস্তে ত্রিশূল—বিকট অট্টহাস্য বিস্তার করিতে ২  
দেখা দিলেন । ২৬ ।

‘হে দেব ! এই ব্যক্তি আপনার ভক্তের উপর  
হিংসা করিতেছে, আপনি কৃপাকটাক্ষে ইহাকে  
বধ করুন ।’ কপালী ক্রকচ এই কথা বলিলে  
—এই ব্যক্তি আমার আত্মা, এই ব্যক্তি আমার  
অবতার স্বরূপ—অতএব শক্তরের উপর তুমি  
কেন অপরাধ প্রকাশ করিলে ? এই কথা বলিয়া  
সক্রোধে শেষে তাহারই মস্তকচ্ছেদন করেন । ২৭ ।

যতিনামৃষভেণ সংস্কৃতঃ সন্নয়মস্তুর্ধিম্বাপ  
দেববর্ষাঃ । অখিলেহপি খিলে কূলে খলানামমুমান-  
চূরলং দ্বিজাঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ২৮ ॥

খলানামখিলেহপি কূলে খিলে উচ্ছিন্নে সতি প্রহৃষ্টাঃ দ্বিজা  
অমুঃ শ্রীশঙ্করমানচূঃ । অজ্ঞেয়মবধেরঃ ॥ ২৮ ॥

সংহারতৈরবং নহা সমাসীনঃ কিলাত্রবীৎ । স্বামিন্ ! বেদেষু  
শাস্ত্রেষু পুরাণেষু চ কৰ্ম বৎ ॥ ১ ॥

প্রতিপাদিতমস্তীহ তৎ কৰ্ত্তব্যং হি ধৰ্মতঃ । বিপ্রাণাং কৰ্ম-  
ণা ধৰ্মঃ সাধ্যঃ সাদৃশ্যে মে মতম্ ॥ ২ ॥

ধৰ্ম্মেণ সৰ্ব্বপাপোষো নাশং বাতি শুচিত্বতঃ । পাপসজ্জ  
তথা নষ্টে মনঃশুদ্ধিঃ প্রজায়তে ॥ ৩ ॥

শুদ্ধে মনসি সৰ্ব্বাঙ্গসাক্ষাৎকারো ভবত্যলম্ । এবং সদসি  
সৰ্ব্বেষাং ব্রাহ্মণানাং মনোরিতঃ ॥ ৪ ॥

\* যতিবর শঙ্কর তৈরবের স্তব করিলেন—তখন  
দেবপতি তৈরব শীঘ্র অন্তর্ধান হইলেন । অখিল  
খলগণ উৎসন্ন হইলে দ্বিজগণ হৃষ্ট হইয়া শঙ্করের  
অর্চনা করেন । ২৮ ।

\* এই স্থানে এইরূপ মত আছে । বখা—শঙ্করাচার্য্য  
সংহারতৈরবকে প্রণাম করিয়া উপবেশন করিয়া বলিতে  
লাগিলেন—প্রভো ! সমস্ত বেদে, সমস্ত পুরাণশাস্ত্রে যে কৰ্ম  
করিতে হইবে, ধৰ্ম্মত সেই কৰ্মই করা উচিত । ব্রাহ্মণগণ  
কৰ্ম্মদ্বারা ধৰ্ম্মসংগ্রহ করিবেন, ইহাই আমার মত । ধৰ্ম্মদ্বারা  
সকল পাপক্ষর হয়—পবিত্র ব্রতদ্বারা পাপরাশি নষ্ট হইলে চিত্ত  
শুদ্ধি হয় । পরে নির্মল অন্তঃকরণে সকলেরই আত্মসাক্ষাৎ-  
কার হয় । আমি সকল ব্রাহ্মণগণের সভাতে আপনার ভক্তকে  
এই কথা বলিয়াছি । আমার শিষ্যগণ তাহাকে বলেন যে,

যতকঃ সহ শাপাদিহৃষ্টমুক্তিপৰম্পরাম্ । এতদ্বোচিত-  
মিত্যাগো মচ্ছিব্যস্তাভিতঃ সতু ॥ ৫ ॥

অকরোদাগতং স্বাং তু মন্তবীজপরায়ণম্ । ইতঃ পরং  
স্বমেবৈতৎসত্যাসত্যং বিবেচয় ॥ ৬ ॥

ইত্যুক্তো তৈরবঃ প্রাহ বিপ্রদণ্ডার্থমাগতঃ । শঙ্করস্তঃ  
সদাপূজ্যঃ সৰ্ব্বেবেদপদার্থতাক্ ॥ ৭ ॥

ভবৎকৃতং হি বৎকৰ্ম্ম ময়ানি চ কৃতং হি তৎ । তেষাং  
কাপালিকানাং তু ব্রাহ্মণ্যাচারতঃ কুরু ॥ ৮ ॥

বিকলে তু কলৌ প্রাপ্তে তেষাং বৃত্তি বধেন্দ্রিতা । বহুব  
মন্তবকোহহং প্রত্যাকোহস্মি ন ধৰ্ম্মতঃ ॥ ৯ ॥

ইত্যুক্তাঃ স্তবদধে দেবঃ কাপালিকমতাহুগাঃ । তদাক্য-  
প্রবণাভীতাঃ পরিত্রাটকুলশেখরম্ ॥ ১০ ॥

নহা স্বাদশধা সূৰ্কে বটুকাদ্যাঃ সুবিস্মিতাঃ । স্বামিন্ !  
মূঢ়া বরং বস্মাৎ পালয়ান্নাংচ সাদরম্ ॥ ১১ ॥

এবমালাপিনো দৃষ্ট্য়া কৰুণাপূর্ণবিগ্রহঃ । আজ্ঞাপরামাস  
বতিঃ শিষ্যাংস্তেষাং বিশোধনে ॥ ১২ ॥

এইরূপ হৃষ্ট মুক্তি অবলম্বন করিও না—ইহাতে শাপগ্রস্ত হইবে ।  
এই কথা বলিয়া যখন আমার শিষ্যগণ তাহাকে তাড়না করে,  
তখন আপনাকে উপস্থিত দেখিয়া আপনাকে মন্ত দ্বারা ভূষ্ট  
করে । অতঃপর এবিধে আপনিই সত্য মিথ্যা বিচার  
করুন । ১—৬ ।

এই কথা শুনিয়া তৈরব বলিলেন—ব্রাহ্মণদিগকে দণ্ডদ্বারা  
জন্ত শঙ্কর আপম্বন করিয়াছেন । এই শঙ্কর সকলের পূজ্য ও  
সকল বেদের সার পদার্থ । তুমি যে কার্য্য করিয়াছ, আমিও  
সেই কার্য্য করিয়াছি । এই সকল কাপালিকদিগের বাহাতে  
ব্রাহ্মণ্য থাকে—বাহাতে ব্রাহ্মণাচার রক্ষা পায়, এক্ষণে তুমি  
তাহাই সম্পন্ন কর । কলিকালে ব্রাহ্মণগণের ইচ্ছাক্রমে চেষ্টা  
হইবে । এই কারণে আমি মন্তবদ্ধ হইয়া প্রত্যক্ষ হইয়াছি,  
কিন্তু ধৰ্ম্মত নহে । এই কথা বলিয়া তৈরব অন্তর্ধান হইলেন ।  
কাপালিকমতাবলম্বী ব্যক্তিগণ এই বাক্য শুনিয়া ভীত হয় ।  
যতিপতি শঙ্করকে স্বাদশ বার প্রণাম করিয়া সকল ব্রাহ্মণ  
বিস্মিত হইয়া বলিল—প্রভো ! আমরা অত্যন্ত মূঢ়, আপনি  
আমাদিগকে রক্ষা করুন । তাহারা সমাদরে এই কথা বলিতে



পদ্মপাদমুখাঃ শিষ্যাশ্চক্ৰুস্তান্ ব্রাহ্মণাঞ্চগান্ । প্রাতঃ-  
স্নানরতান্নিত্যং সন্ধ্যাকৰ্মদৃঢ়ব্রতান্ ॥ ১৩ ॥

পঞ্চপূজাপঞ্চযজ্ঞপরান্নিচ্চলমানসান্ । পরং শুক্লং সমা-  
শ্রিত্য কেহপি সচ্ছিত্যাতাং গতাঃ ॥ ১৪ ॥

তত্রাগত্যা ততঃ কশ্চিৎ কপালী দারুণাকৃতিঃ । গ্রাহেদং  
ব্রূনতা চেৎ কাপালিকানাং মতে তদা ॥ ১৫ ॥

কলং কিমপি নাশ্রজ্জ বিদ্যাতে বটুকাদয়ঃ । বভূবুঃ স্বমত-  
ব্রষ্টা যত্নু তত্রাস্তি দুষণম্ ॥ ১৬ ॥

মহদ্ব্রাহ্মণজাতিত্বং ন মে জাত্যা প্রয়োজনম্ । কিঞ্চ  
দেহস্ত সৰ্ব্বস্ত ভৌতিকত্বান্ন কশ্চচিৎ ॥ ১৭ ॥

বক্তুং হি শক্যতে জাতিস্তস্মাৎ সঙ্কলিতাঙ্ঘ্রিয়ম্ । জাতির্নাতঃ  
প্রমাণং তৎকিস্তু জাতিদ্বয়ং মতম্ ॥ ১৮ ॥

স্ত্রীজাতিরেকা নরজাতিরজ্জা তত্রাপি শ্রেষ্ঠমুপাগতাদ্যা ।  
প্রাকট্যমানন্দ উৎপেতি যন্তাঃ সংযোগতোহতো ন বিচার ইষ্টঃ

১৯ ॥

লাগিল । তখন শঙ্কর দয়ার্দ্ৰমনে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে—  
তাহাদিগকে পবিত্র করিতে—আপনার প্রিয় শিষ্যদিগকে  
আজ্ঞা করেন । পদ্মপাদ প্রভৃতি শিষ্যাগণ তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ  
পণের পথিক—প্রাতঃস্নানরত—নিত্য সন্ধ্যা বন্দনা ও দৃঢ়ব্রত,  
পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চ যজ্ঞ পরায়ণ—ও নির্মলচিত্ত করেন ।  
তাহারাও পরমশুভ্রর আশ্রয় পাইয়া তাঁহার ভক্ত শিষ্য হয়  
। ১—১৪ ।

অনন্তর এক ভীষণাকৃতি কপালী তথায় আসিয়া বলিল—  
যদি কাপালিকদের মতে কিছু ক্রটি থাকে, তবে আর অন্য  
কোন স্থানেও কিছু ফল নাই । ব্রাহ্মণগণ স্বমতব্রষ্ট হইয়াছে—  
ইহাতে ব্রাহ্মণ জাতি মহৎ বলিয়া যে অপরাধ করিয়াছে,  
তাহাও বৃথা । আমার জাতিতে কোন প্রয়োজন নাই । অপিচ  
সকলেরই দেহ যখন পাঞ্চভৌতিক, তখন জাতি কিরূপ ? ইহা  
কেহই বলিতে পারে না । অতএব লোকের কল্পিত জাতি  
কিছুতেই প্রমাণ নহে । কিন্তু জগতে দুটি জাতি আছে, স্ত্রীজাতি

গম্যা হীমং নৈব গম্যেয়মস্তি গচ্ছেরাসাবত্তার্থ্যামিতিদম্ ।  
বাক্যং নাদীকুর্ষহে দোষভাবাদ্যস্মাৎ সৰ্ব্বাঃ স্বীয়তামা-  
ব্রজন্তি ॥ ২০ ॥

আনন্দার্থঃ চৰ্ম্মণশ্চৰ্ম্মযোগঃ কুর্ষন্ জীবঃ কাপুৰ্ম্মাৎ কং হ-  
নর্থম্ । জীবস্তাসৌ মোক্ষ এবাস্তি তৃপ্তিঃ সৰ্ব্বোৎকৃষ্টান-  
ন্দতো দর্শিতাহতঃ ॥ ২১ ॥

আনন্দো যো ব্যক্তিমায়াতি সঙ্গাস্তজপোহসৌ ভৈরবো দেহ-  
পাতে । তস্ত প্রাপ্তি শ্লোক ইত্যেবতদ্বিমিত্যুক্তং ত্রিশঙ্করা-  
চার্য্য আহ ॥ ২২ ॥

উক্তং ভোঃ ! কাপালিকেদং সুসম্যক্ সত্যং বাচ্যং কস্ত পূজী-  
ত্বদীয়া । মাতেতুক্তঃ প্রাহ কাপালিকোহসৌ স্বামিন্ ! মাতা  
দীক্ষিতস্তাস্তি পূজী ॥ ২৩ ॥

আর পুরুষ জাতি । তন্মধ্যে স্ত্রীজাতি শ্রেষ্ঠ । কারণ স্ত্রীর সং-  
যোগে আনন্দ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় । অতএব অমুকস্ত্রীর কাছে যা-  
ইতে আছে, অমুকের কাছে যাইতে নাই, এরূপ বিচারকরা বৃথা ।  
যদি কেহ অগ্র স্ত্রীর কাছে গমন করে, আমরা তাহাতে কোন-  
দোষ স্বীকার করিব না । কারণ, সকল রমণী, সঙ্গ কালে আপ-  
নার মত হইয়া থাকে । জীব, আনন্দের নিমিত্ত চৰ্ম্মের চৰ্ম্মযোগ  
করিয়া থাকে, তাহাতে তাহার অমঙ্গল বা পাপ কি ? জীবের  
তাহাই মোক্ষ, কারণ সৰ্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দ হইতে তৃপ্তি দর্শিত  
হইয়াছে । স্ত্রীসঙ্গ হইতে যেরূপ আনন্দের প্রকাশ হয়, ঐ ভৈরব  
ঐরূপ আনন্দময় । দেহের বিনাশে তাহাকে পাইলেই মোক্ষ  
লাভ হইল । এই আমাদের শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব ।

এই কথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিলেন—হে কাপালিক !  
তোমার বাক্য অত্যন্ত সত্য । কিন্তু তোমার মাতা কাহার  
কন্যা ? এই কথা শুনিয়া কাপালিক বলিল—প্রভো ! আমার  
মাতা দীক্ষিতের কন্যা । শঙ্কর বলিলেন—তোমার পিতার কি-  
রূপে দীক্ষিত নাম হইল ? কাপালিক বলিল—হে যতিবর !  
আমার পিতা এক প্রকাণ্ডতাল বৃক্ষের সুরা প্রত্যহ আহরণ করি-  
তেন, তাহার রসান্বাদনেও তিনি সবিশেষ জ্ঞানবান ছিলেন ।

দীক্ষিতভূমিনমাগতঃ কুতস্তুং পিতৃঃ স তু জগাদ ভো যতে ।।

ভালমুখ্যতরুণাঃ স্তরানসাবাহরম্মু রসে বিশেষতঃ ॥ ২৪ ॥

জ্ঞানবানপি ন চ স্বয়ং সত্যং পাতুমিচ্ছতি পরম বিক্রমে ।

জীবানত ইমং সনা জনো দেকিতং বদতি তন্তু পুত্রিকা ॥ ২৫ ॥

মাতৃতানুগতা মমাত্মনো দেহমপ্য সুখনাগরে জনান্ ।

আগতান্ পশু নরান্ সাদকরোং সংপ্লুতান্ সুসুখলক্শয়ে  
যতে ! ॥ ২৬ ! ॥

উন্নতৈভরবসনাশ্যমিনং বিবোধ তস্তাঃ স্তুতং মম পিতাপি

স্মরাকরোহতুং । তৎসন্নিধৌ স্থিতিমপীহ স্মরা লভন্তে নো মদ্য-  
গন্ধবিমুখা হি পলাসিতান্তে ॥ ২৭ ॥

তস্মাদেবং সংকুলেহুং প্রসূতঃ সমাক্ পৃষ্ঠোহি হং  
ভবন্তিঃ সুভক্তা । ইত্যাক্তো হংসো প্রাহ কাপানিক ! স্বঃ  
গচ্ছৈতস্মাৎ স্বেচ্ছয়া সঞ্চরাতু ॥ ২৮ ॥

ব্রাহ্মণান্ নহু স্তুতষ্টমতস্তান্ দণ্ডাত্মনহমাগত এন ।

নেতরানত ইতোহয়নভাষ্যো দূর আশু করণীয় ইতীথম্ ॥ ২৯ ॥

স্বয়ং তাহা পান করিতে ইচ্ছা করিতেন না, কিন্তু বিক্রয় করিতে  
অভ্যাস ছিল--এই কারণে সর্বদা তাঁহাকে দীক্ষিত বলিত। তাঁ-  
হার কস্তা আমার মাতা ছিলেন। তিনি আমার দেহ উৎপাদন  
করিয়া সমাগত মানবদিগকে সুখনাগরে নিমগ্ন করবেন এবং  
সুখলাভ প্রত্যাশায় তাগদিগকে আশ্রিত করেন। হে যতিরাজ !  
তাঁহার পুত্রের নাম উন্নত ভৈরব, আমার পিতার নাম স্মরাকর  
ছিল। দেবগণ আমার পিতার সন্নিধানে অবস্থান করিতেন,  
এবং দেবগণ মদ্যগন্ধে বিমুখ হইয়া পলায়ন করিতেন না।  
অতএব আমি এইরূপ সদ্বংশে জন্মিয়াছি, আমাকে ভক্তি-  
পূর্বক তোমাদের পূজা করা আবশ্যক।” এই কথা শুনিয়া  
আচার্য্য বলিলেন—তুমি এস্থান হইতে শীঘ্র গমন কর, ইচ্ছা-  
ক্রমে সঞ্চারণ কর।

‘যাহারা কুমতাবলম্বী ব্রাহ্মণ, তাহাদিগকে দণ্ডনান করি-  
তেই আমি আসিয়াছি, অপরাপর ব্যক্তিদিগকে দণ্ডিতে  
আসি নাই। অতএব এস্থান হইতে তোমরা ইহাকে শীঘ্র  
দূর করিয়া দিবে, এবং ইহার সহিত আলাপ করিও না।’

প্রোদিতা যতিবরেণ বিনেয়া গৃহ তন্তু বচনং শিরসা তে ।

প্রাত্যজন্ পলমমুঃ সুবিদূরং শঙ্করঃ তু তত দূরত কৈকে ॥ ৩০ ॥

চার্কা ক ইথং হংসোবোধিচারঃ মূর্খৈর্জ্ঞানৈ ব্যাগুমিদং সম-

স্তম্ । দেহাদাতীদাঅবিবোধিভিস্তংসঙ্গাদগতা মুচতমস্ব-

মন্তে ॥ ৩১ ॥

ছষ্টা মতি নো ভবিতাপি তস্মাত্তথাপি তেষাময়মগ্রচারী ।

সন্নাসবানন্তি তু কশ্চিদেব বিবেকযুক্তো যদি চেত্তদগ্রে

॥ ৩২ ॥

স্থাস্তামিনো চেদহমেমি শীঘ্রঃসবং বিচার্য্যাস্ত সভাং প্র-

বিশ্ব । উবাচ তত্বং বিদিতং তবাস্তি তদা বিমুক্তে স্বয়ং

লক্ষণং ত্বম্ ॥ ৩৩ ॥

আদৌ বিনেকো নম বুদ্ধ্যতাময়ং কার্য্যদেহস্ত তদামি-

কুপিণঃ । জীবন্ত মোক্ষো বিগয়ো ন চেতরস্তস্তাগমং মুচমিয়ো

বনন্তি ভোঃ ! ॥ ৩৪ ॥

যতিবরের বিনীত শিষ্যগণ এই কথা শুনিয়া মন্তকরায়া ঐ  
বাক্য গ্রহণ করিয়া ঐ পলকে দূরে তাড়াইয়া দিল।

‘আমি শঙ্করকে দূর হইতে দেখিব’ এই বিনেচনা করিয়া  
একজন চার্কাক বিচার করিল। দেহ হইতে আত্মাকে পৃথক্  
বোধ করিয়া কতকগুলিন মূর্খ লোক এই ভগৎ ব্যাপ্ত করি-  
য়াছে। কতকগুলিন লোকে ইহাদের সঙ্গে থাকিয়া মূর্খতম  
হইয়াছে। এক্ষণে দেখিতেছি আমাদেরও ছষ্টবুদ্ধি যতিবার  
সম্ভাবনা। তাহাতেও ক্ষতি বোধ করি না। কিন্তু ইহাদের  
অগ্রসর এই ব্যক্তিকে সংন্যাসী দেখিতেছি। যদি এই ব্যক্তি  
বিবেকী হয়, তবে ইহার সম্মুখে থাকিব, নচেৎ আমি শীঘ্র  
যাইব। এইরূপ বিচার করিয়া শঙ্করের সভাতে প্রবেশপূর্বক  
বলিল। “যদি তোমার তত্ত্বজ্ঞান হইয়া থাকে, তবে মুক্তির  
লক্ষণ কি তাহা বল ?। অগ্রে আমার বিবেক শ্রবণ কর।  
জীবের আত্মদেহ শরীর, শরীরই জীবের রূপ। ঐ জীবের মোক্ষ  
হইয়া থাকে, অন্য কোন লয় হয় না। মৃতগণ অত্র প্রকার লয়  
বলিয়া থাকে। নদী সকল একবার সমুদ্রে লয় পাইলে যদি  
পুনরায় তাহাদের আগমন হয়, তবে একবার মরণ পাইলে

নয়ং গতানাং সবিভাং সমুদ্রে যদ্যাগমঃ স্থানমবনং  
গতানাম্ । ন স্তাদতো মোক্ষ ইয়ং মৃতির্হি শ্রাদ্ধাদিকং কৰ্ম তু  
তে যে ॥ ৩৫ ॥

তৃপ্তিস্থানেনেতি মৃতিং গতানাং তেষাং বিনেদঃ কিম্বাচ-  
নীয়ঃ । কিঞ্চ প্রজন্মস্তি পরোহস্তি লোকঃ স্বর্গস্তথাশ্রো নরকো-  
হস্তি ঘোরঃ ॥ ৩৬ ॥

পুণ্যান পাপেন চ যান্তি তত্র ক্ষয়ান্তরো নষ্ট্যমিগং বিশস্তি ।  
তেষাং মতস্তং সূতরামনানং যতস্থিহৈবাক্যভয়ানুভূতিঃ  
। ৩৭ ॥

স্বর্গীভোক্তা কথ্যতেহসৌ সুপশু গো বা ভূংক্রে কেশমেবোহ-  
ষিतीयঃ । তস্মাত্যক্তা কল্পনা নো পরোক্ষ্যে পুতাক্ষেণৈবানুভূতিঃ  
গতেহস্তি ॥ ৩৮ ॥

দেহেন্দ্রিয়েষু ভূতেষু নষ্টেষু পরলোকগঃ । কো বা জীবন্ত  
ভেদেহপি ঘটাকাশবদন্তু ॥ ৩৯ ॥

গমনং রূপহীনস্বাভৌব সম্ভবতি কচিৎ । তস্মাদস্মদমতঃ  
সমাগিত্যুক্তঃ প্রোক্ত শঙ্করঃ । ৪০ ॥

শ্রুতিবহুনিদং মতং যতোহিতো ন চ সম্যক্ শৃণু মে মতং  
তন্তুম্ । স তু দেহমুখাদিভিন্ন আত্মা পরমাত্মা পরিপঠ্যতে  
বিমুক্তঃ । ৪১ ॥

বিবৃদ্ধঃ পরাত্মাহংবোধাদিমুক্তঃ পরিজ্ঞানতো দেহপাতা-  
বিমুক্তিঃ । স্বদীয়েয়মুক্তি ব্রহ্মাদেব নুনং শ্রুতি জ্ঞানমাত্মাঙ্ঘি  
মুক্তিং জগাদ । ৪২ ॥

জ্ঞানাপ্নিদগ্ধকৰ্ম্মাণো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ । ইত্যাদ্যাঙ্ঘি-  
শ্রুতিঃ সাক্ষাত্ত্বাব্যং ন প্রমেতি চেৎ । ৪৩ ॥

ভবদ্বাক্যং কথং মানং বৃৎসিতং বিল বহ্নিনা । স্থূল দণ্ডেহ-  
পি দেহেহস্মিংশ্লিষ্টযুক্তো ব্রহ্মত্বমুম্ । ৪৪ ॥

জ্যোতিষ্টোমাদিকং বাচ্যং মাননজ দৃঢ়ং স্মৃতম্ । জলৌ  
কাঙ্ক্ষন্ত তুল্যেহং জীবঃ প্রোক্তস্তথা শ্রুতৌ । ৪৫ ॥

তাহাদের পুনর্জন্ম ঐ মোক্ষ হয় । মোক্ষে আর মরণে কোন  
প্রভেদ নাই । বাহারা শ্রাদ্ধাদি কৰ্ম্ম করে, ঐ কৰ্ম্ম দ্বারা তৃপ্তি  
হয় । এইরূপে তাহারা একবার মরণ পাইলে যে তাহাদের  
বিবেক হইবে, ইহা কি আর বলিয়া দিত হইবে ? । অপিচ  
কেহ ২ বলিয়া থাকেন—পরলোক আছে—স্বর্গ আছে—অত্যন্ত  
ঘোর নরক আছে । পুণ্য কার্য্য করিলে স্বর্গে গমন করা যায়—  
পাপ কার্য্য করিলে ঘোর নরকে গমন হইয়া থাকে—ঐ পাপ  
পুণ্যের ক্ষয় হইলে এই মর্ত্য লোকে প্রবেশ করিতে হয় ।  
কিন্তু বাহারা এই মত স্বীকার করে, তাহাদের কথা অপ্রমাণ ।  
কারণ, ইহা লোকেই স্বর্গ অনুভব হইয়া থাকে । যিনি  
সুখের ভোক্তা, তিনিই স্বর্গ লাভ করেন, অথবা যিনি  
ক্লেশ ভোগ করেন, তিনিই স্বর্গপ্রাপ্ত ? । যে স্থানে  
প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা অনুভব হয়, সে স্থানে পরোক্ষ বিষয়ে  
এরূপ কল্পনা করা উচিত নহে । দেহ, ইন্দ্রিয় সকল,  
ও পঞ্চভূত নষ্ট হইলে কে পরলোকে গমন করে ? । জীবের

ভেদ স্বীকার করিলেও রূপবিহীন বলিয়া ঘটাকাশের মতন  
কোন স্থানে গমন সম্ভাবিত নহে । অতএব ইহাই আমাদের  
উত্তম মত জানিবে ।” ১৫—৪০ ।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—তুমি যে মতের কথা  
বলিলে, এমন বেদ বহির্ভূত । অতএব এক্ষণে তুমি আমার  
মত সম্যক্ রূপে শ্রবণ কর । দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রভৃতি  
স্থান হইতে আত্মা বিভিন্ন । পরমাত্মাকে চিরমুক্ত—  
পরমাত্মা চিরবৃদ্ধ—পরমাত্মাকে না জানিলে মুক্তি হয় না,  
জানিতে পারিলে দেহ ক্ষয় হইলেই মুক্তি হইবে । তুমি যে  
মুক্তির কথা বলিলে, ইহা অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক । জ্ঞান জন্মিলেই  
মুক্তি হয় ইহা বেদের মত । জ্ঞানাপ্নি দ্বারা তাহাদের কৰ্ম্ম  
সকল দগ্ধ হইয়াছে, তাহারা ই সনাতন ব্রহ্ম লাভ করিয়া থাকে ।  
এই সকল বেদই সাক্ষ্য প্রমাণ । নচেৎ বেদ বাক্য অপ্রমাণ  
হইলে তোমার কুবাক্য কিরূপে সপ্রমাণ হইবে ? । দেখ—  
বহ্নি দ্বারা এই স্থূল দেহ দগ্ধ হইলেও শ্লিষ্ট যুক্ত হইয়া আগ্নেয়

দেহাদেহান্তরং যাতি পরলোকং ন গচ্ছতি । শ্রাদ্ধাদি  
কর্ম্য কৰ্ত্তব্যং তন্ত পুত্রাদিনা থলু । ৪৬ ॥

তৎপ্রত্যহবিমুক্ত্যর্থং পুণ্যলোকস্ত চাপ্তয়ে । গয়াদৌ  
পিওদানং চ কৰ্ত্তব্যং তন্ত মুক্তয়ে । ৪৭ ॥

ইত্যর্থস্ত পুরাণাদৌ বহুধা সংপ্রদর্শিতঃ । তস্মাৎ সপ্ত-  
দশাংশং ন লিঙ্গং স্বাস্থ্যতয়া গতঃ । ৪৮ ॥

পরত্র পক্ষিবদ্যাতি সিদ্ধান্তোহয়মুদীরিতঃ । মূঢ় ! চার্বাক !  
তস্মাৎ ত্রিমিতস্তৃক্ষীং ব্রজাধুনা । ৪৯ ॥

ইত্যুক্তো বেবভাষাদি তাক্কা গুরুপদবয়ম্ । নত্যা তৎপুস্ত-  
ভারস্ত ভরণোদ্যমযুতোহভবৎ । ৫০ ॥

ততঃ সৌগতঃ শঙ্করঃ পীনকায়ঃ প্রণম্যাহ লোকা ইমে মূঢ়-  
ভাবাৎ । সদা কর্ম্মশীলা যতো ভৌতিকস্ত বিত্ত্বি নচ মান-  
নানাদিনাস্তি । ৫১ ॥

হয় । এ বিষয়ে জ্যোতিষ্ঠোমাদি বাক্যই দৃঢ় প্রমাণ জানিবে ।  
বেদে এই জীবকে জলোকা (জৌক) জন্তুর তুল্য বলিয়া নি-  
র্দেশ করা হইয়াছে । ঐ জীব দেহ হইতে দেহান্তরে গমন  
করে—ঐ জীব পরলোকে গমন করে । তাহার পুত্রাদি শ্রাদ্ধাদি  
কার্য্য করিবে, তাহার প্রেতত্ব পরিহার ও পুণ্যলোক প্রাপ্তির  
জন্তু গয়াদি তীর্থে পিও দান করিবেক । এই সকল কার্য্য  
করিলে তাহার মুক্তি হয় । পুরাণাদি শাস্ত্রেও সবিস্তারে  
ঐহার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । অতএব ঐ জীব, পঞ্চ জ্ঞানে-  
ন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন ও বুদ্ধি এই সপ্ত দশ  
প্রকার লিঙ্গ, আত্মরূপে প্রাপ্ত হয় । লিঙ্গশরীর প্রাপ্ত হইয়া  
পক্ষীর মতন পরলোকে গমন করে । ইহাই মুক্তির সিদ্ধান্ত  
কথিত হইয়াছে । হে মূঢ় ! চার্বাক ! তুমি এক্ষণে মৌন-  
ধারী হইয়া গমন কর ।

এই কথা শুনিয়া চার্বাক বেশ ও ভাষা সকল ত্যাগ করিয়া  
শঙ্করের চরণযুগলে পতিত হইয়া নমস্কার করে, এবং আচার্য্যের  
পুস্তকের ভার লইতে সমুদ্যত হয় । ৪০—৫০ ।

অনন্তর একজন স্থলকার সৌগত (বৌদ্ধবিশেষ) শঙ্করকে

সদা নির্মলো দেহপাতাধিবৃক্তস্ত জীবো পুনর্জন্মভেদসা-  
ব্ধেন । প্রজয়ন্তি মূর্খা ধনস্তদ্ধি দেহাদ্যদৃষ্টেন লভ্যং ততো  
নাস্তি ভীতিঃ । ৫২ ॥

দেহান্তে বা কণাভাবাদৃণং কৃত্বা যতঃ পিবেৎ । ইতি  
বাক্যস্ত মানসাদেহপুষ্টিঃ সদৈবহি । ৫৩ ॥

কৰ্ত্তব্য্য বুদ্ধিযুক্তেন তৎ কৃত্বা তত্রতত্র চ । সর্ব্বভক্ষণশীলস্ত  
স্থখস্তাবাপ্তিরাশ্রিতঃ । ৫৪ ॥

বিমোক্ষস্তেতি সংপ্রোক্তঃ শঙ্করঃ প্রাহ সৌগতম্ । বৃথা তে জ-  
ন্ননং যস্মাৎ পরলোকগমাদিকম্ । ৫৫ ॥

অতিস্মৃতিতিহাসাদৌ প্রোক্তং ভোগায় কর্ম্মণঃ । তস্মা-  
দৃণাদিকং কৰ্ত্তুঃ পুনর্জন্ম স্থনিশ্চিতম্ । ৫৬ ॥

তথাচাজ্ঞানবুদ্ধিং ত্বং পাপদিগ্ধাং বিহায় বৈ । সন্মার্গস্থো  
ভবেদানীমিত্যুক্তঃ পুনরাহ সঃ । ৫৭ ॥

প্রণাম করিয়া বলিল । এই সমস্ত লোক কেবল মূঢ়তাবশতঃ  
সর্ব্বদা কর্ম্মের অনুশীলন করে । কারণ, ভৌতিকশরীরের  
জ্ঞানাদি দ্বারা কিছুতেই ওদ্ধি হইতে পারে না । মূর্খেরা বলিয়া  
থাকে—জীব সর্ব্বদা নির্মল, দেহ পতন হইলেই জীবের মুক্তি  
হয় । পুনর্জন্ম ঋণ শোধের নিমিত্ত জীবের উৎপত্তি হয় ।  
দেহাদির অদৃষ্টে ধন লাভ হয় । অতএব কোন ভয়ের কারণ  
নাই । দেহের অস্ত হইল—ধনাগমের সময় আসিল না । কা-  
হার অদৃষ্টে জুটিল—কাহার ভাগ্যে ফলিল না । এই কারণে  
বলিতেছি, ঋণ করিয়াও যদি ঘৃত খাইতে হয়, তাহাও করিবে ।  
এই বচনের প্রামাণ্যে সর্ব্বদাই দেহ পুষ্টি রাখা আবশ্যক । যে  
বুদ্ধিমান হইবে, সেই দেহ পুষ্টি করিবে । সকল বিষয়ে, সকল  
কার্য্যে, দেহ রক্ষার্থে ঋণাদি করিয়া সকল বস্তু ভক্ষণ করিতে  
পারিলেই সকল ঋণ লাভ করা হইল । এইরূপে স্থখলাভ  
হইলে তুমিও মুক্ত হইতে পারিবে ।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর সৌগতকে বলিলেন—তোমার  
জন্মনা সমুদয় বৃথা । কারণ, স্বপ্ন কর্ম্ম ফল ভোগ করিবার



সুগতাথো মুনিঃ সর্কীং ভুং দৃষ্টা সুবিস্মিতঃ । বিচার্য  
জগতঃ সত্ত্বং প্রাণ্যুপাসনতৎপরঃ । ৫৮ ॥

কালে মহুপদেশস্ত করুণাবিষ্টমানসঃ । ইদমাহ স ধর্মোহস্তি  
পরঃ প্রাণ্যবিহিংসনম্ । ৫৯ ॥

তথাবিধেন ধর্মেন কপালস্ত বিবর্তনাৎ । মুক্তো ভবিষ্য-  
সীত্যুক্তস্তদারভ্যাহমপ্যয়ম্ । ৬০ ॥

তৎপাদযুগলধ্যানী শিরসা গৃহ তদ্বচঃ । দয়াপরোহস্মি  
সর্কেষু প্রাণিজাতেষু সর্কদা । ৬১ ॥

যস্মাৎ ধর্মোহতো নচাত্তোহস্তি সারস্তস্মাদ্ ধর্মস্থানমে-  
তন্মতং মে । সর্কেষু সর্কীকার্যামিত্যেবমুক্তো ভুয়ঃ প্রাহাচার্য  
ইথং মহাত্মা । ৬২ ॥

কিং ত্বং জল্পসি হৃষ্ট ! সৌগত ! কথং ধর্মোহস্ত্যহিংসাপরো যা  
গীয়স্ত হি হিংসনস্ত নিগমে ধর্মত্বমুক্তং স্ফুটম্ । অগ্নিষ্টোম-  
মুখে ক্রতো থলু পশোঃ স্বর্গপ্রদং হিংসনং ক্রত্যাচাররতৈ-  
রুপেয়মপরে পাষাণ্ডিনো বিস্ফুটম্ । ৬৩ ॥

বেদনিন্দাপরা যে তু তদাচারবিবর্জিতাঃ । তে সর্কে

নরকং যান্তি যদ্যপি ব্রহ্মবীৰ্য্যজাঃ । ৬৪ ॥

ইত্যেবং মনুনোক্তত্বাদাচাররতাঃ কিম । পচ্যন্তে নরকে  
ঘোরে বাবদ্রবলয়ো ভবেৎ । ৬৫ ॥

তস্মাদ্ বিপ্রাদিবর্ণানাং বেদাদিষু নিক্রপিতঃ । আচারঃ  
পরমং মানং যস্ত তন্মাস্তি সৌধমঃ । ৬৬ ॥

ইত্যুক্তোহসৌ সৌগতো মানশূন্যো নহ্যচার্য্যঃ পদ্যপাদা-  
দিকানাং । তচ্ছিষ্যাণাং পাণ্ডকাবাহকোহভূত্তেষামুচ্ছিষ্টাদনে-  
নাতিপুষ্টঃ । ৬৭ ॥

কৌপীনমাত্রধারী তু কশ্চিৎ ক্ষপণকঃ স্মৃতঃ । স এক-  
স্মিন্ করে ধৃত্বা গোলযন্ত্রং দ্বিতীয়কে । ৬৮ ॥

তুরীয়কং সমাদায় সমাগত্যা হ শঙ্করম্ । স্বামিন্ ! শৃণু বিচিত্রং  
মে নতং পরমশোভনম্ । ৬৯ ॥

পূর্ণঃ সময়নামাহং সূর্য্যং কালপ্রবর্তকম্ । বদ্ধা ভ্রাত্যাং সুয-  
ভ্রাত্যাং সময়জ্ঞানতঃ শুভম্ । ৭০ ॥

অশুভং চ ত্রিলোক্যা যল্লভ্যং তদ্বচস্মি সংস্ফুটম্ । কিঞ্চ  
কালঃ পরো দেবো মৎপক্ষস্ত বিচালনে । ৭১ ॥

অন্য ক্রতিতে, স্মৃতিতে, পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই পরলোকাতির  
কথা উক্ত হইয়াছে । অতএব যেকোনো ধর্মাদি কার্য্য করে, তাহার  
পুনর্জন্ম সুনিশ্চিত । অপিচ তুমি পাপলিপ্ত অজ্ঞানবুদ্ধি পরি-  
ত্যাগ করিয়া সাধু সেবিত পদ্ধতি অবলম্বন কর । এই কথা  
শুনিয়া পুনরায় সৌগত বলিতে লাগিল । সুগত নামে কোন  
এক মুনি সমস্ত পৃথিবী দর্শন করিয়া বিস্মিত হন । জগতের  
প্রাণীগণ বিচার করিয়া তিনি প্রাণীর উপাসনা করিতে তৎপর  
হন । পরে আমাকে উপদেশ দিবার কালে করুণাপূর্ণ মনে  
ইহা বলিলেন—প্রাণীদিগকে হিংসা না করাই পরম ধর্ম ।  
তথাবিধ ধর্ম দ্বারা কপালের ফল ফিরিয়া যায়, তাহাতে তুমিও  
মুক্ত হইবে । এই কথা যখন তিনি আমাকে বলিলেন,  
আমিও তদবধি তাঁহার চরণযুগল ধ্যান করিয়া থাকি । মন্তকদ্বারা

তাঁহার বাক্য গ্রহণ করিয়া সর্কদা সকল জীবে দয়াবান্  
হইয়াছি । ইহার মতন আর সার ধর্ম নাই, এই কারণে ‘অ-  
হিংসা’ যে পরম ধর্মের আত্মদ, আমারও ইহা মত । সকল  
লোকে এরূপ ধর্মের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এই ধর্ম স্বীকার  
করিয়া লইয়াছে ।

এই কথা শুনিয়া মহাত্মা শঙ্কর পুনরায় তাহাকে বলিলেন  
হে হৃষ্ট ! সৌগত ! তুমি কি বলিতেছ ? অহিংসা কিরূপে  
পরম ধর্ম হইল ? বরং যাগাদি কার্য্যে হিংসা করিলে পরম  
ধর্ম হইয়া থাকে । অগ্নিষ্টোম প্রভৃতি যাগাদি কার্য্যে পশুহিংসা  
করিলে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে । যাহারা বেদোক্ত আচার অবলম্বন  
করেন, তাহারাই যজ্ঞীয় পশুবধ স্বীকার করেন । বেদোক্ত  
আচার বিহীন ব্যক্তি মাত্রেই পাষণ্ড । যাহারা বেদনিন্দা করে,

পরেশোহপি সমর্থো নেতৃত্বং প্রাহ শঙ্করঃ । সম্যগুক্তং  
যস্য যং যংকালচিত্তং চ বেদ্যাহম্ । ৭২ ॥

তস্মান্ মদাপ্রযুক্তিষ্ঠ পরীক্ষাকাল আগতে । স্বাং পৃচ্ছা-  
মীতি সংপ্রোক্তস্তথৈবানীচকার সঃ । ৭৩ ॥

কৌপীনমাত্রসঙ্কারী জৈনস্ত তত আগতঃ । মলেন দিগ্ধসর্কাজঃ  
সদাইন্নম ইত্যসৌ । ৭৪ ॥

উচ্চরন্নসকৃচ্ছোটৈঃ শূন্তাকঃ শূন্তপুণ্ড্রকঃ । বিন্দুপুণ্ড্র-  
সমেতশ্চ শিষ্যৈঃ সর্কভয়ঙ্করঃ । ৭৫ ॥

পিশাচবৎ সমাগত্য প্রাহ শ্রীশঙ্করং গুরুম্ । জিনো দে-  
বোহস্তি সর্কেষাং মুক্তিদঃ প্রাণিনাং হৃদি । ৭৬ ॥

জীবন্তানাং স্থিতঃ সোহতিজ্ঞানমাত্রেন সর্কদা । মুক্তস্তাত্ত্ব-  
দেহস্ত পাতাত্ত্ব সমনস্তরম্ । ৭৭ ॥

জীবঃ শুদ্ধঃ স দৈবাস্তি মলপিণ্ডস্ত দেহকঃ । জ্ঞানাদিকর্মণা  
নৈব শুদ্ধিং যাতি কদাচন । ৭৮ ॥

যাহারা বেদোক্ত আচার বা অনুষ্ঠান বর্জিত, তাহারা সকলে  
ব্রহ্মবীর্য্যে উপন্ন হইলেও নরকে যাইবে। মনু এই কথা  
স্পষ্ট বলিতে সকলেরই বেদোক্ত আচারে রত থাকিতে হইবে।  
নতুবা যতদিন না ব্রহ্মার লয় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঘোর নরকে  
পচিতে হইবে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়াদি চাতুর্ভূজের বেদাদি  
শাস্ত্রে যে আচার নিরূপিত হইয়াছে, তাহাই পরম প্রমাণ।  
যে ব্যক্তি ঐ বেদোক্ত আচার শূন্ত, সে ব্যক্তি অধম।

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ঐ সৌগত অহঙ্কার বিসর্জন  
দিয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিল। আচার্য্যের পদ্যপদ্যাদি যে  
সকল সাধু শিষ্য ছিল, তাহাদের পাছকা বহন করিতে লাগিল  
এবং তাহাদের উচ্ছিষ্ট প্রসাদ খাইয়া শরীর ধারণ করিতে  
লাগিল। ৫১—৬৭।

তৎকালে একজন ক্ষণক কৌপীন মাত্র পরিধান  
করিয়া তথায় উপস্থিত হয়। তাহার এক হস্তে গোলা-  
কার বস্ত্র এবং দ্বিতীয় হস্তে অন্য একটি তুরীষ্ম আছে।

তস্মাৎ জ্ঞানাদিকং নৈব প্রকর্তব্যং বৃথা যতঃ । ইত্যাকোহ  
সৌ জগাদেদং মৈবং ভো জৈন ! হৃদ্যতে ! । ৭৯ ॥

জীবন্ত দেহত্ৰিতয়ং হি বিদ্যাতে শূন্যশ্চ সূক্ষ্মশ্চ তথৈব  
কারণম্ । তেষাং ক্রমাজ্জাহু লয়ো ভবেদ্যদা স্তাৎ সচ্চিদানন্দ-  
বপুস্তদা ত্বয়ম্ । ৮০ ॥

ভিন্নোহহমীশাদিতিদীরবিদ্যা বদ্ধস্তয়া ভেদধিয়া বিমুক্তঃ ।  
এবং বিমোক্ষস্ত সূহৃদভ্যস্ত দেহস্ত পাতাত্ত্ব সমাপ্তিসম্ভবঃ ।  
৮১ ॥

সে আসিয়া শঙ্করকে বলিল—প্রভো! আমার বিচিত্র  
এবং পরম রমণীয় মত শ্রবণ করুন। আমি পূর্ণ, আমরা নাম  
সময়। কাল প্রবর্তক সূর্য্য দেবকে এই দুটি বস্ত্র দ্বারা বদ্ধ  
করিয়া সময় জ্ঞানে ত্রিভুবনের যাহা শুভাশুভ, আমি তাহা  
স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। কালই পরম দেবতা। আমার  
এই পক্ষ বা এই মত খণ্ডন করিতে পরমেশ্বরও সমর্থ নহেন।

ক্ষণকের এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—তুমি যথার্থ  
বলিয়াছ। তুমি যে কাল অবগত আছে, আমিও তাহাকে  
জানি। অতএব তুমি আমার আশ্রয়ে কিছুকাল অবস্থান  
কর। পরীক্ষার কাল আসিলে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা  
করিব। শঙ্করের এই কথায় ক্ষণক অঙ্গীকৃত হইয়া বাস  
করিল।

অনন্তর একজন জৈন কৌপীন বসন পরিধান করিয়া  
তথায় উপস্থিত হয়। তাহার সর্কাজ মলদ্বারা পরিলিপ্ত।  
'হে অর্হন্! নমঃ' এই কথা বারম্বার মুখ দিয়া বলিতেছে।  
তাহার কোন চিহ্ন নাই—তাহার কোন পুণ্ড্র নাই—কেবল  
বিন্দু পুণ্ড্র ধারণ করিয়া শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে সর্ক প্রাণীর  
ভয়াবহ দেহ দেখাইয়া পিশাচের মতন আদিয়া শঙ্করকে  
বলিল। জিন দেব সকলের মুক্তিদায়ক, তিনি সকলের হৃদয়ে  
জীবাত্মরূপে অবস্থান করেন। ঐ জীব জ্ঞানমাত্র সর্কদা মুক্ত।  
এই দেহের পতন হইষামাত্র জীব নিশ্চল ভাবে সদা বিদ্যমান  
থাকে। মলপিণ্ড দেহ কদাচ জ্ঞানাদি কর্ম দ্বারা শুদ্ধ হয় না।  
এই কারণে বৃথা জ্ঞানাদিকার্য্য কখনই কর্তব্য নহে।

জৈনের এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—হে মূঢ়! জৈন!

এবং শ্রুত্যা শিষ্যযুক্তঃ স জৈনো ভাষাবেষাদৈর্নিস্ক্রিয়কো  
ভ্রুগাম্ । নিত্যং ধাত্যাকর্ষণে সংপ্রযুক্তঃ পদ্মাজ্ব্যাদৈরেষ-  
জাতো বণিঠৈঃ । ৮২ ॥

বৌদ্ধন্ততন্তং শবলাখ্য এত্য প্রোবাচ বোধিস্তব ভো ! নিরর্থঃ ।  
মরন্ত শৃঙ্গেন সমো হভেদঃ সর্বোত্তমঃ সন্ কিমতঃ প্রবৃত্তঃ ।  
৮৩ ॥

দৃষ্টং ফলং স্বং পরিহার্য দূরমদৃষ্টমাকাজ্জসি দৃষ্টজোহী ।  
ভ্রূপি তেনৈব ফলং পরোক্ষে শূত্রং পরোক্ষং ন ফলায়  
কল্যাম্ । ৮৪ ॥

ভূমি একথা কখন বলিও না । জীবের স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ  
এই তিন প্রকার শরীর আছে । ঐ তিন প্রকার শরীরের ক্রমা-  
বয়ে, অর্থাৎ স্থূল শরীরসূক্ষ্ম শরীরে—সূক্ষ্ম শরীর কারণ শরীরে  
লীন হইবে, তখন ঐ জীব সচ্চিদানন্দ শরীর ধারণ করিবে ।  
'আমি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন' এইবুদ্ধির নাম অবিদ্যা । জীব ঐ অবি-  
দ্যাবুদ্ধিদ্বারা সদা আবদ্ধ হয় । কিন্তু ঈশ্বরের সহিত অভেদজ্ঞান  
হইলে জীবের মুক্তি হয় । মোক্ষ বখন একরূপ সূক্ষ্মলভ ও কঠিন, তখন  
কেবলমাত্র দেহপাত হইলে মোক্ষলাভ হইবে, একরূপ আশা  
অকিঞ্চিংকর । জৈন এই রূপ কথা শুনিয়া সনস্ত শিষ্যবর্গের  
সহিত পুরাতন বেশ ও ভাষা সকল পরিত্যাগ করিল । পদ্ম-  
পাদ প্রভৃতি শিষ্যগণ, গুরুদিগের ধ্যান্য কৰ্ষণ করিবার নিমিত্ত  
ঐ জৈনকে নিযুক্ত করেন । তাহাতে জৈন ক্রমশঃ বণিক্  
হইয়া উঠে ।

অনন্তর শবল নামে একজন বৌদ্ধ, শঙ্করের নিকটে আসিয়া  
বলিল । হে যতিশ্রেষ্ঠ ! তোমার যাবতীয় জ্ঞান বৃথা হইয়াছে ।  
মহুম্যের শৃঙ্গ যেনন অসম্ভব, তদ্রূপ জীবাত্মা আর পারমাশ্রয়  
অভেদ অসম্ভাবিত ব্যাপার । আপনি সর্বপ্রধান হইয়া কি  
কারণে এই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ? যে ফল দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ)  
তাহা দূরে নিক্ষেপ করিয়া অদৃষ্ট (অপ্রত্যক্ষ) ফল কামনা  
করাতে আপনি দৃষ্ট ফলের বিরোধী হইয়াছেন । অপ্রত্যক্ষ-  
বিষয়ে ফল কল্পনা করা বৃথা । অপ্রত্যক্ষ বিষয় শূন্য জানিবেন,

নির্জীবত্বাচ্চাপ্যপার্থং মতস্ত একোহপ্যাশ্রা চেতনো মে মতে  
তু । ভূতাহনেকঃ প্রেরকো হনুমুখানাং নিত্যং যুক্তো দৈতশূত্রঃ  
সুখাত্মা । ৮৫ ॥

কর্তা ভোক্তা হং পরানন্দরূপো মহানঃ স্বাভীষ্টমস্তাশ্চি  
যাবৎ । তাবৎ ক্রীড়ম্বেষু দেহেষু পশ্চাদ্বেহং ত্যক্তা যুক্ত  
ইত্যুক্ত আহ । ৮৬ ॥

সত্যশৌচপরো যন্ত দেবতাতিথিপূজনম্ । স বাতি  
ব্রহ্মণো লোকং যাবদিজ্জাশ্চতুর্দশ । ৮৭ ॥

অগ্নিষ্টোমং দেবতাপ্রীতিদক্ষেৎ কুর্যাদম্মাদিজ্জলোকং স  
যাতি । সত্যাত্ম্যং সৎপৌণ্ডরীক্যং প্রয়াতি তত্তদেবোপাস-  
কাস্তং তমেব । ৮৮ ॥

ফলের নিমিত্ত তাঁহার কল্পনা করা অবিধি । অধিকন্তু আপনার  
এই মত নির্জীব ও নিস্তেজ বলিয়া পরিত্যাজ্য । কিন্তু আমার  
মতে আত্মা চেতন, এক হইয়াও অনেক—তিনিই হৃদয় প্রভৃতি  
স্থানের প্রেরক । আত্মা নিত্যযুক্ত, অবৈত ও সুখ স্বরূপ ।  
'আমি কর্তা, ভোক্তা, আমি পরম আনন্দ স্বরূপ' এইরূপ  
বিবেচনা করিয়া যে সময়ে ইহার আপনার অভীষ্ট বর্তমান  
থাকে, তখনই এই সমস্ত দেহে ক্রীড়াকরে—পশ্চাৎ দেহ ত্যাগ  
করিয়া মুক্ত হয় । ৮৫—৮৬ ।

বৌদ্ধের এই সকল কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিলেন ।  
যে ব্যক্তি সত্য ও শৌচ পরায়ণ, যে ব্যক্তি দেবতা ও অতিথি  
পূজা করে, সেই ব্যক্তি চতুর্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বসতি  
করে । যে জন দেবতাদিগের প্রীতিকারক অগ্নিষ্টোম যাগ  
করে, সেজন ইন্দ্রলোকে গমন করে । পরে বিষ্ণুলোক হইতে  
সত্যলোকে গমন করা যায় । যে যেদেবতার উপাসক, সে  
সেই দেবলোকে গমন করে । "যে যে ভক্ত শ্রদ্ধাপূর্বক যে যে  
তনু অর্চনা করিতে ইচ্ছা করে, সেই ভক্তের আমি সেইরূপ  
শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি ।" ইত্যাদি বচন দ্বারা জীবের পর-  
লোকে গমনাদি সিদ্ধ হইয়াছে । সুতরাং কেবলমাত্র দেহ ক্ষয়  
হইলেই মুক্তি হইতে পারেন না । "যেজন সকল ভূতে আত্মদর্শন

যো যো য়াং য়ং তন্মুং ভক্তঃ শ্রদ্ধার্থিতুমিচ্ছতি । তস্ত তস্তা-  
চলাং শ্রদ্ধাস্তামেব বিদধাম্যহম্ । ৮৯ ॥

ইত্যাদিবচনাদস্ত পরলোকগমাদিকম্ । সিদ্ধং তস্মান্ন-  
দেহস্ত পাতমাত্রাধিমুচ্যতে । ৯০ ॥

সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি । সম্পশ্ণন্ ব্রহ্ম  
পরমং যাতি নাশ্চেন হেতুনা । ৯১ ॥

ইত্যাদিশ্রুত্যা জ্ঞানেন বিনা মোক্ষো ন লভ্যতে । ইত্যুক্ত  
মত আত্মানং পরং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে । ৯২ ॥

কল্লিতাং জীবতাং হিত্বা সর্বানর্থপ্রদায়িনীম্ । সচ্চিদা-  
নন্দরূপেণ মুক্তিরুক্তা সদাস্থিতিঃ । ৯৩ ॥

তস্মাত্ত্বং গৃহতাং ত্যক্ত্বা ভব স্বস্থ ইতীরিতঃ । পরংগুরুং নম-  
স্কৃত্য তদ্যশঃস্বতৎপরঃ । ৯৪ ॥

করে, কিম্বা আত্মার উপর সকল ভূত দর্শন করে, সেই পরমব্রহ্ম  
পাইয়া থাকে। অতঃ আর কোন কারণে পরমব্রহ্ম পাওয়া  
যায় না।” ইত্যাদি বেদ বচনে জ্ঞান ব্যতীত যে মোক্ষ  
হয় না, তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। অতএব পরমাত্মাকে  
জানিতে পারিলেই মুক্তি হয়। সমস্ত অশুভদায়ক কল্লিত  
জীবভাব ত্যাগ করিয়া সচ্চিদানন্দরূপেই অবিনশ্বর মুক্তি  
কথিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে তুমি মূঢ়তা ত্যাগ করিয়া  
স্বস্থ হও। শঙ্করের গভীর বচনবিন্যাস শুনিয়া বৌদ্ধ পরমগুরু  
শঙ্করকে প্রণাম করিল—শঙ্করের অপূর্ব কীর্তির স্তব করিতে  
লাগিল। শিষ্যগণ গমভিষাহারে কেহ বন্দী, কেহ মাগধ,  
কেহ বা সূত অর্থাৎ সকলেই আচার্য্যের স্তুতিপাঠক হইল।

নবোদিত রবিসদৃশ তেজস্বী আচার্য্য শঙ্কর, শিষ্যগণ সঙ্গে  
লইয়া কর্ণাট দেশ হইতে মল্লপুরে গমন করেন। তথায় তিন  
সপ্তাহ কাল অবস্থিতি করেন। অনন্তর যে সকল লোক ঐ  
দেশে বাস করিত, তাহাদিগকে দেখিয়া পরমগুরু শঙ্কর বলিতে  
লাগিলেন। হে ব্রাহ্মণগণ! তোমাদিগের ত্রৈকালিক কার্য্য  
বল?।

এই কথা শুনিয়া ঐ পুরবাসী সকলেই তাঁহাকে নমস্কার

বন্দিমাগধস্থতানাং বেবধারী বভূব হ। তস্মাচ্ছিব্য-  
যুতঃ প্রাহ প্রোদ্যদ্দিনকরপ্রভঃ । ৯৫ ॥

অমুমল্লপুরস্তত্র দিনানামেকবিংশতিম্ । স্থিত্বা তত্র স্থিতান্  
বীক্ষ্য তামুবাচ পরো গুরুঃ । ৯৬ ॥

প্রভাতমুখকালে স্বং কৃত্যং বদত ভো দ্বিজাঃ ।। এবমুক্তা  
নমস্কৃত্য প্রোচুস্তে পুরবাসিনঃ । ৯৭ ॥

মল্লাসুরহরঃ স্বামিন্! মল্লারীতি প্রসিদ্ধতাম্ । লোকে প্রাপ্তঃ  
পরেশো যন্তস্ত মূর্ত্তিরিমে বয়ম্ । ৯৮ ॥

সংপূজ্যামুদিনং ভক্ত্যা শুনস্তদ্বাহনস্ত চ । বেবভাবাদি-  
সংযুক্তা কণ্ঠে যুতবরাটিকাঃ ।

নিঃশফাঙ্গিশু কালেষু নাট্যবাদ্যাদিভিঃ প্রভুম্ । মল্লারিং  
সুপ্রসন্নং তং কৃষা বাসং প্রকুশ্মহে । ১০০ ॥

করিয়া বলিতে লাগিল। প্রভো! পরমেশ্বর মল্লাসুরকে বধ  
করিয়া জগতে ‘মল্লারি’ নামে বিখ্যাত হন। আমরা সকলেই  
প্রতিদিন তাঁহার মূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকি। ভক্তিপূর্ব্বক  
প্রভুর বাহন কুকুরের সেবা করিয়া থাকি। আমাদের সেইরূপ  
বেশ ও ভাষা, কণ্ঠে সেই মত কপর্দক ধারণ করিয়াছি। আমরা  
তিনকালে নাট্য, বাদ্য ও গীত দ্বারা আমাদের প্রভু ‘মল্লারি’  
কে সুপ্রসন্ন করিয়া নির্ভয়ে বাস করিয়া থাকি। ‘সকল বস্ত  
তাঁহার কটাক্ষপ্রসূত’ এই বোধ করিয়া আমরা সর্বদা প্রবুদ্ধ  
সুখসাগরে অবগাহন করিয়া থাকি। এই প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান  
বস্ত নিচয় তাঁহার গর্ভগত ভাবিয়া সর্বদা ধ্যান করি, কিন্তু  
সুখবাসনা বোধে কখনই চিন্তা করি না। অপিচ বেদে তাঁহার  
এবং তাঁহার বাহনের সর্বময় রূপ কথিত হইয়াছে। ইহারই  
নাম পরমতত্ত্ব। অন্য কোন বিষয়ে আর আমাদের ইচ্ছা হয়না।  
এই হেতু আপনিও শিষ্যগণ লইয়া এই বেদোক্ত আচার গ্রহণ  
করুন। বেদে আছে—“ঋভ্যোনমঃ স্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ”  
কুকুর এবং কুকুরপতিদিগকে নমস্কার। তোমাদিগকে আমরা  
উপযুক্ত বরাটক দান করিব।



তৎকটাক্ষজনিতে হি সৰ্বদা বৰ্দ্ধমানস্থখসাগরপ্লুতাঃ ।  
তস্ত গৰ্ভগমিদং স্তু নিত্যদা চিন্তয়াম ন স্থখেচ্ছয়া যুতাঃ । ১০১ ॥

কিঞ্চ দেবস্ত সার্বাখ্যাং প্রোক্তং তদ্বাহনস্ত চ । তদ্বিক্রি তত্ত্ব-  
মেবাতে । তদ্বেষাদিকধারণম্ । ১০২ ॥

ইচ্ছা ন জায়তেহ তত্ত্ব ততএব ভবানপি । বেদোক্তমি-  
মমাচারং সশিষ্যঃ স্বীকরোতু বৈ । ১০৩ ॥

শ্রুতিরাহ নমঃ স্বভ্যঃ স্বপতিভ্যশ্চ বো নমঃ । বরাটকানি  
দাশ্রাগো যোগ্যানীতুক্ত আহ তান্ । ১০৪ ॥

একোহ দ্বিতীয়ঃ খলু সৰ্বসাক্ষী স্মায়য়া সৰ্বজগদ্বিধাতা ।  
সদাদিশ্রুত্যাভিহিতঃ পরেশো যদগৰ্ভজা রুদ্রবিরিক্ষিমুখাঃ ।  
১০৫ ॥

যথা বীরভদ্রাদিকৈরংশভূতৈ ল'য়ঃ সাধ্যতে কাপি রুদ্রস্ত  
নৈব । যথাপ্যস্তি তেষাং বিবোধাদিমুক্তিস্তথা ব্রহ্মণোহংশস্ত  
রুদ্রস্ত বোধাৎ । ১০৬ ॥

কিঞ্চৈকাদশরুদ্রাণামিযং স্তুতিরদাহতাঃ । তদংশানাং  
কথং সা শ্রাদেকস্ত বহতা তথা । ১০৭ ॥

যস্ত স্পৃষ্টা মৃদা স্নানং বিপ্রাণাং পরিকীৰ্ত্তিতম্ । তস্ত বেবা-  
দিচিহ্নস্ত ধারণং বহদৌষদম্ । ১০৮ ॥

এবং বংশপ্রবৃত্ত্যাহি স্ববেধাদিবিধারণম্ । নিত্যাদিকৰ্ম  
সংত্যাগস্নিকালং নাট্যসক্ততা । ১০৯ ॥

চরিতং ভবতাং সৰ্বং ব্রাহ্মণ্যস্ত বিঘাতকম্ । তস্মান্নিরী-  
ক্ষণেনাপি স্থগস্ত ভবতাং কিল । ১১০ ॥

স্বৰ্য্যাবলোকনং শাস্ত্রে চোদিতং মোনমেব তু । কর্তব্যমিতি  
সংপ্রোক্তা তপতন্ গুরুসন্নিধৌ । ১১১ ॥

কৃতমূল্য যথা বৃক্ষা রাজ্ঞো মূলেহপরাধিনঃ । তানবেক্ষ্য  
দয়াযুক্তস্তিষ্ঠধ্বমিতি সোহব্রবীৎ । ১১২ ॥

অথাজয়া গুরোঃ শিষ্যাঃ পদ্মপাদমুখাঃ খলু । তচ্ছিরো-  
মুণ্ডনং নদ্যামযুতস্নানমেব চ । ১১৩ ॥

তাহাদের এইকথা শুনিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে বলিলেন ।  
“মদেব সৌমোদমেব একাগ্র আসীৎ” ইত্যাদি বেদ বচনদ্বারা  
‘পরেশ’ শব্দে তিনি এক অদ্বিতীয়, সৰ্বসাক্ষী, এবং আপনার  
মায়া দ্বারা সৰ্ব জগতের বিধাতা, তাঁহাকেই বুঝাইতেছে ।  
রুদ্র, বিরিক্ষি প্রভৃতি দেবগণ তাঁহারই গৰ্ভজাত । যেরূপ  
রুদ্রের অংশ স্বরূপ বীরভদ্রাদি বীরগণের ক্ষমতায় লয় হইয়া  
থাকে, কিন্তু কখন রুদ্রের লয় হয় না । তদ্রূপ রুদ্রের অংশ  
স্বরূপ বীরভদ্রাদিকে জানিলে যেমন মুক্তি হয়, পরব্রহ্মের  
অংশ রুদ্রকে জানিলেও সেই মত মুক্তি হয় । আর একাদশ  
রুদ্রের এইরূপ স্তুতি কথিত হইয়াছে । তাঁহার অংশস্বরূপ  
বীরভদ্রাদির কিরূপে সেই স্তব সম্ভাবিত ? একের বহুত্বই বা  
কিরূপে ঘটিবে ? । যাহাকে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণদের মৃত্তিকা-  
দ্বারা স্নান করিতে হয়, তাহার বেশ কি চিহ্ন ধারণ করিলে যে  
বহুদৌষ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । এইরূপে বংশ  
ক্রমাগত প্রবৃত্তি হইতে কুকুরের বেশ কিম্বা চিহ্নাদি ধারণ,

নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম পরিত্যাগ, ত্রৈকালিক নাট্য, গীত, বাদ্য  
কার্য্যে আসক্তি, তোমাদের এই সমস্ত চরিত্র ব্রাহ্মণত্ব নষ্ট  
করিয়া থাকে । অতএব তোমাদের মুখাবলোকন মাত্র স্বৰ্য্য  
দর্শন করিতে হয়, ইহা শাস্ত্রে বলিয়াছে । অথবা মোন অব-  
লম্বন করিবেক ।

অনন্তর বৃক্ষদিগের মূলচ্ছেদ করিলে তাহারা যেমন ভূতলে  
পতিত হয়, অপরাধী সকল যেমন রাজার পাদতলে পতিত হয় ;  
তদ্রূপ আচার্য্যের কথা শুনিয়া তাহারাও গুরুসন্নিধানে নিপতিত  
হইল । তাহাদিগকে দেখিয়া শঙ্কর দয়াপূর্ণ হৃদয়ে বলিলেন—  
তোমরা অবস্থান কর । অনন্তর গুরুর আজ্ঞা পাইয়া পদ্ম-  
পাদাদি শিষ্যগণ প্রথমে তাহাদের মস্তক মুণ্ডন, নদীতে অযুত  
স্নান, পরে মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক মুণ্ডন, এবং পুনরায় মৃত্তিকা-  
দ্বারা শতস্নান, এবং উপযুক্ত অন্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া তাহা-  
দিগকে ব্রাহ্মণ্য পথের পথিক করেন । তদবধি তাহারাও  
পরমগুরুকে নমস্কার করিয়া সৎ শিষ্য হইল । শৌচ, স্নানাদি

মদাহং মুণ্ডনং ভূয়ঃ শতস্রানং মদা তথা । যোগ্যঃ চ কার-  
য়িত্বং প্রায়শ্চিত্তমতন্ত্রিতাঃ । ১১৪ ॥

ব্রাহ্মণ্যমার্গগাংশ্চকুস্তাংস্তেহপি তু পরং শুকম্ । নত্বা  
সচ্ছিত্যতাং যাতাঃ শৌচস্নানাদিতংপরাঃ । ১১৫ ॥

পঞ্চপূজারতা জাতাঃ শাস্ত্রাধ্যয়নসংরতাঃ । ত্রীশঙ্কর-  
প্রসাদেন মুক্তিভাজনতাং গতাঃ । ১১৬ ॥

তস্মাৎ পুরাৎ পশ্চিমার্গগামী মরুজ্জসংজ্ঞং পুরমাপ শিষ্যৈঃ ।  
চকাদিবাদ্যাহুচলংকরোবৈ বিচিত্রবন্দ্যাদিবহুপ্রপদ্যৈঃ ।  
১১৭ ॥

তত্র পূর্গাং বিচিত্রং বৈ বিশ্বক্সেনশ্চ গোপুরম্ । তৎপূর্বতঃ  
প্রশাশনাং বিপুলং তত্র কল্পনাম্ । ১১৮ ॥

গৃহাদীনামসৌ কৃষা সম্যগ্ভাসনস্থিতঃ । মনোমগ্ন-  
ভিষাঙ্গুষ্ঠমার্জলক্যং পরং প্রভূম্ । ১১৯ ॥

সম্পূর্ণমণ্ডলাকারমাত্মনং সংনিরীক্ষ্য সঃ । পীযুষবিন্দু-  
সন্দোহপানতৃপ্তাঙ্গ এব হি । ১২০ ॥

কুণ্ডলিনীং পুনর্মূলধারং নীত্ব তদীশ্বরম্ । জ্ঞত্বা গণপতিং  
ভক্ত চিরমাস স্তুতং গুরুঃ । ১২১ ॥

তত্রত্যাঃ স্বামিনং নত্বা বিশ্বক্সেনপরায়ণাঃ । শঙ্খচক্র-  
বিরাজদ্ভুজদণ্ডাঃ স্তোত্রিপাণয়ঃ । ১২২ ॥

উচুরস্মন্নতং স্তম্ভবিশ্বক্সেনাধিদৈবতম্ । পূণ্যদং স তু  
বৈকুণ্ঠে সেনাপতিরুদাহতঃ । ১২৩ ॥

তস্মা ভক্তা বয়ং নাস্তি ভয়ং নো যমরাজতঃ । দেহপাতা-  
ভট্টেষু চোদিতেন যথা কিল । ১২৪ ॥

বৈকুণ্ঠ এব গন্তব্য ইত্যুক্তঃ প্রাহ সো গুরুঃ । মৈবং নারা-  
য়ণশ্চৈষো বিশ্বক্সেনঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ১২৫ ॥

ভক্তস্তগৈবেশভক্তা বৈকুণ্ঠে সন্ত্যনেকশঃ । তদ্বক্তা অপি  
সম্পূজ্যাস্তদ্বৈকুরিতানুজ্ঞয়া । ১২৬ ॥

কথং তেষামুপাশ্রয়ং স্বাতন্ত্র্যেণ ভবেৎ কিল । প্রমাণা-  
ভাবতস্তস্মাৎ সগুণত্বাৎ স এব হি ॥ ১২৭ ॥

কার্য্য, পঞ্চ দেবতার পূজা, ও শাস্ত্রের অধ্যয়নে সর্বদা রত থা-  
কিত । অধিক কি মহাত্মা শঙ্করের প্রসাদে তাহারা শেষে  
মুক্তিভাজন হইল ।

আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ লইয়া ঐ পুরের পশ্চিম পথে গমন  
করিয়া ‘মরুজ্জ’ নগরে উপস্থিত হন । শিষ্যগণের হস্তে চক্কা  
বাদ্য বর্তমান ছিল । তদ্বারা শিষ্যগণের হস্ত সকল কাঁপিতে  
ছিল । তাহাতেই শিষ্যগণ স্তুতিপাঠক প্রভৃতির মতন বিচিত্র  
বেশ ধারণ করিয়াছিলেন । ঐ নগরে ‘বিশ্বক্সেনের’ পুরদ্বার  
অতি রমণীয় । আচার্য্য তাহার পূর্বদিকে এক প্রকাণ্ড পাছ-  
শালা ও নানাবিধ গৃহাদি নির্মাণ করাইয়া কুশাসনে উপবেশন  
করেন । অনন্তর ‘মনোমগ্ন’ নামক, অঙ্গুষ্ঠমাত্র স্থানে লক্ষ্য,  
পরিপূর্ণ মণ্ডলাকৃতি, পরম প্রভু আত্মাকে দর্শন করিয়া স্তম্ভাবিন্দু  
প্রবাহপানে পরিতপ্ত হন । পরে কুণ্ডলিনীমে মূলধারচক্রে

লইয়া তাহার ঈশ্বরকে এবং গণপতিকে স্তব করিয়া শঙ্কর  
তথায় কিছুকাল বাস করেন । তথায় ‘বিশ্বক্সেন’ দেবতা  
ভক্ত তদেশীয় লোকে শঙ্করকে নমস্কার করিয়া, বাহুতে শঙ্খ  
চক্রাদি চিহ্ন ধারণ পূর্বক কৃতাজলিপুটে স্তব করিতে লাগিল ।  
পরে আচার্য্যকে বলিল—আমাদের মত অতি সুন্দর । বিশ্বক্স-  
সেন আমাদের দেবতা । তিনি পুণ্য দান করেন, বৈকুণ্ঠে  
তিনি সেনাপতিরূপে কথিত হইয়াছেন । আমরা তাঁহার ভক্ত,  
আমাদের যমের নিকটেও ভয়ের সম্ভাবনা নাই । দেহের  
অপায় হইলে তাঁহার সৈন্যগণ আসিয়া সন্ধে করিয়া বৈকুণ্ঠে  
লইয়া যায় ।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন । তোমরা  
একথা বলিতে পার না । বিশ্বক্সেন নারায়ণের একজন ভক্ত ।  
বৈকুণ্ঠে এইরূপ ঈশ্বরের ভক্ত অনেক আছে । তাহাদের ভক্ত-  
গণ তাহাদের অহুজায় তাহাদের ভক্তদিগকে পূজা করিবেন ।  
তবে কিরূপে স্বাধীন ভাবে তাহাদিগকে উপাসনা করা বাইতে

ভল্লোকপ্রেম্ভূতিঃ সেব্যঃ পারম্পর্যেণ মুক্তিদঃ । নারায়ণস্ত-  
মেকং তু ধাতুঃ প্রত্যগভেদতঃ ॥ ১২৮ ॥

মুক্তিঃ সাক্ষাদতো যুয়ং যদি চেন্ মুক্তিকাক্ষিকঃ । তদাহ  
হয়মথগুং তং গুরুশাস্ত্রোপদেশতঃ ॥ ১২৯ ॥

ধ্যাত্বা সম্যক্ প্রবত্নেন মুক্তা ভবণ মাচিরম্ । ইত্যুক্তান্তাক্ত-  
লিঙ্গান্তে প্রণম্য শিরসা গুরুম্ ॥ ১৩০ ॥

তদুপদেশেন সংপ্রাপ্য বিদ্যাং স্মৃত্যাদিदर्शितে । কৰ্ম্মাদৌ স্ম-  
রতাঃ সৰ্ব্বে বভূবুঃ সাধুবৃত্তয়ঃ ॥ ১৩১ ॥

ততঃ সমাগতা তু মন্থণস্ত ভক্তা ননস্কৃতা গুরুং সমুচুঃ ।  
শৃণুস্মদীরং মতমদ্বুতং ত্বং যো মন্থথঃ সৰ্ব্বহৃদি স্থিতঃ সঃ ॥ ১৩২ ॥

স্বর্গাদিকর্ত্তাহত উপাসনীয়ঃ সৰ্ব্বার্থিভিঃ সৰ্ব্বভূতঃ পরাশ্রা ।  
সুবৰ্ত্তুলাকারবিভূষণাভ্যাং বশীকৃতং যেন হৃদিস্থিতাভ্যাম্ ।  
১৩৩ ।

পারে ? । বিশেষতঃ এবিষয়ে কোন প্রমাণ নাই । যাহারা বৈকুণ্ঠে  
গমন করিতে বাসনা করে, তাহারা সেই সগুণ ঈশ্বরের উপাসনা  
করিবেক । পরম্পরা সময়ে সেই নারায়ণকে প্রত্যেক বস্তুগত  
ভাবিয়া অভেদ ধ্যান করে, তাহারই সাক্ষাৎ মুক্তি লাভ  
হইয়া থাকে । এতএব তোমরা যদি মুক্তি কামনা করিয়া থাক,  
তাহা হইলে গুরু এবং শাস্ত্রোপদেশে সেই অদ্বিতীয়, অখণ্ড  
পরমেশ্বরের সম্যকরূপে যত্নসহকারে ধ্যান করিলে শীঘ্র মুক্ত  
হইতে পারিবে ।

আচার্য্যের এই বাক্য শুনিয়া তাহারা চিহ্ন সকল ত্যাগ  
করিল । অনন্তর মন্তকদ্বারা গুরুকে প্রণাম করিয়া, গুরুর উপ-  
দেশে বিদ্যা লাভ করিয়া, স্মৃতি কিম্বা পুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত  
বিহিত কার্য্যে অত্যন্ত আসক্ত হইল । এইরূপে তাহারা  
সকলেই ক্রমশঃ সাধু হইয়া উঠে । ৮৭—১৩১ ।

অনন্তর কতকগুলিন কামদেবের ভক্ত আসিয়া গুরুকে প্রণাম  
করিয়া বলিল । আমাদের অদ্ভুত মত শ্রবণ করুন । যে মন্থথ  
সকলের হৃদয়ে অবস্থিতি করেন, তিনিই স্বর্গাদি কর্ত্তা । অতএব

কাস্তাক্ষয়েন তদীয়দর্শনস্পর্শনাভ্যাং বহুসৌখ্যদাভ্যাম্ ।  
কামাশ্রয়ঃ পূর্ণস্থখস্ত লক্কি মোক্ষোহস্ত্যতো যুয়মপীহতস্ত  
১৩৪ ।

সমুৎসবে পঞ্চশরস্ত চিহ্নং ধ্বংসনস্তেন স্পৃশেন যুক্তাঃ ।  
যত্নেন মুক্তা ভবণেতি সৌক্যঃ প্রোবাচ মৈবং বদতা প্র-  
মাণম্ ॥ ১৩৫ ॥

কমলজপ্রমুখা জগতঃ স্মৃতা উদয়পালনসংযমেন  
রতাঃ । ন চ হরেঃ স্মৃত এষ হি পালকো ন চ স্মৃতে সবিভূ হি  
তথা প্রভা ॥ ১৩৬ ॥

জ্ঞীণাং তৎসঙ্গিনাং সঙ্গং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ । ইত্যোবাঃ  
প্রতিষেধস্ত সত্বাদৃষ্টং ভবন্যতম্ ॥ ১৩৭ ॥

যাহারা সকলবস্তু কামনা করে, তাহারা সর্বজননের রাজ্য—পর-  
মাশ্রা সেই কামদেবকে উপাসনা করিবেক । যে মন্থথ কামিনী-  
গণের হৃদয় স্থিত বৰ্ত্তুলাকার দুটি ভূষণদ্বারা এই জগৎ বশীভূত  
করিয়াছেন । সেই ইচ্ছাময়—পূর্ণস্থখরূপী মন্থথের লাভ হই  
লেই মোক্ষ লাভ হয় । অতএব আপনারাও মন্থথের উৎসবে  
পঞ্চশরের চিহ্ন ধারণ করিরা অনন্তস্থখে লিপ্ত থাকিয়া যত্নপূর্ব্বক  
মুক্ত হইবেন ।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন । তো-  
মরা কদাচ একরূপ অপ্রামাণিক কথা মুখ দিয়া বলিও না ।  
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইহঁরাই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয়ের  
কারণ । যেমন বিষ্ণুর পুত্র অনঙ্গ কদাচ পালক নয়, তদ্রূপ  
স্বর্গের পুত্রে প্রভা কখনই সঙ্গত হয় না । জ্ঞীগণের এবং  
যাহারা জ্ঞীসঙ্গ করে, তাহাদের সঙ্গ দূরে ত্যাগ করিবেক ।  
এইরূপ যখন নিষেধ দেখা যাইতেছে, তখন তোমাদের মত  
ভাল নহে । অপিচ মন্থথ যে মোক্ষদান করিবেন, তাহার  
শক্তি কোথায় ? । বরং অবিরুদ্ধ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বৰ্ত্তমান  
থাকাতে প্রচ্যন্নই সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যের কর্ত্তা ।

শঙ্করের এই বাক্য শুনিয়া ক্রৌঞ্চবিৎ সকলেই তাহাকে

কিঞ্চানঙ্গস্য মোক্ষাদিদাত্তে শক্ততা কুতঃ । প্রহ্ময়ন্ত  
চ কৰ্ত্ত্বং সৃষ্টাদে ম বিরোধতঃ । ১৩৮ ॥

প্রত্যক্ষাদেৱিতি শ্রুত্বা নহা ক্রৌঞ্চবিদাদয়ঃ । ত্যক্তচিহ্না  
বভূবুস্তে পঞ্চপূজাদি তৎপরঃ । ১৩৯ ॥

তস্মাদ্ভদ্রকপথায়ান্তং পুরং মাগধমদ্ভুতম্ । কুবেরোপাসকা-  
স্তত্র কুবেরপ্রমুখাঃ স্থিতাঃ । ১৪০ ॥

নবনিধ্যাঙ্গসৌবর্ণপদকাবলিশোভিতাঃ । উচু নবনিধী-  
শত্ৰাং সর্কাদিকধনঃ কিম্ । ১৪১ ॥

কুবেরস্তস্ত ভক্তানামস্মাকং ন দরিদ্রতা, ততো নঃ পূর্ণ  
আনন্দো ব্রহ্মরূপোহস্তি ভো যতে । ১৪২ ॥

কৰ্ম্মণোহপ্যর্থমূলত্বাত্তৎপতেঃ সেবনং বরম্ । মোক্ষাদ্যা-  
কাজ্জিভিঃ সর্কৈঃ কৰ্ত্তব্যং সুপ্রযত্নতঃ । ১৪৩ ॥

কিঞ্চ ব্রহ্মাদিকানাং স ধনদানেন পালকঃ । তস্মাৎ সমগ্র-  
লোকানাং স্বাম্যয়ং সেব্যতাং গতঃ । ১৪৪ ॥

প্রণাম করিল—সমস্ত চিহ্ন ত্যাগ করিল—শেষে পঞ্চ দেবতার  
পূজা এবং নিত্য নৈমিত্তিক কার্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল ।

ঐ স্থান হইতে উত্তর পথে গিয়া আচার্য্য পরমরমণীয় মাগধ  
দেশে উপস্থিত হন । তথায় কুবের দেবতার উপাসক কুবেরাদি  
কতকগুলিন লোক বাস করিত । নব নিধিময় সূবর্ণপদক  
দ্বারা বিভূষিত হইয়া তাহারা আচার্য্যকে বলিল । কুবের  
নবনিধি সমূহের ঈশ্বর, এবং তিনি সর্কাপেক্ষা অধিক ধনবান্  
আমরা সেই কুবেরের ভক্ত, সুতরাং আমাদের দারিদ্র্য হ্রাস  
হইবার সম্ভাবনা নাই । হে যতিরাজ ! সেই কারণে আমাদের  
ব্রহ্মরূপ পূর্ণ আনন্দ নিয়তই বিদ্যমান । সংসারে সকল কৰ্ম্ম  
অর্থমূলক, এই কারণে অর্থপতির সেবা আবশ্যক । মোক্ষ-  
প্রার্থী সকলেই যত্নপূর্ব্বক অর্থপতি কুবেরের সেবা করিবেক ।  
আমাদের প্রভু কুবের ধনদানে ব্রহ্মাদিদেবগণের পালন করেন ।  
কুবের সকল লোকের স্বামী, সুতরাং তাঁহারই সেবা করা  
আবশ্যক । একজন সুরসুন্দরী যক্ষপত্নী কুবেরের সেবা করিত ।  
তাহাতে সে অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারিণী হয় । অতএব যে

তস্ত সেবাকরী কাচিদ্যক্ষিণী, সুরসুন্দরী । মহদৈশ্বর্যা-  
লাভস্তৎসেবনাদপি জায়তে । ১৪৫ ॥

তস্মাত্তদন্তসেবাং যে কুর্কন্তি মমুজাদয়ঃ । মোক্ষাদ্যাকা-  
জ্জিগন্তে তু মন্দা ভাগ্যবিবর্জিতাঃ । ১৪৬ ॥

তস্মাৎ ভবন্তোহপি কুবেরসেবাং কুর্কন্তু মোক্ষার্থমনন্ত-  
চিত্তাঃ । ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ যুগ্মন্মতং প্রমাণেন বিহীন-  
মেব । ১৪৭ ॥

সামী কুবেরোহস্ত পরোধনস্ত তথাপি কশ্চিন্নহি তেন  
তৃপ্তঃ । লোভেন যুক্তস্ত কুতোহস্তি তৃপ্তিরতোহস্ত ধর্ম্মোহপি ন  
বিদাতেহণ্ডঃ । ১৪৮ ॥

মোক্ষস্ত বার্তা ত্তিদ্দূরগাস্তি তস্মাৎ পরিত্যাজ্যমনর্থ-  
রূপম্ । দ্রব্যং প্রযত্নেন মুমুক্শুভিঃ সংসেবাং ন যন্তাস্তি পুন-  
র্কিয়োগঃ । ১৪৯ ॥

সকল মানব মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করিয়া কুবের ভিন্ন অন্যদেবতার  
উপাসনা করে, তাহারা মূঢ়মতি এবং সৌভাগ্যবর্জিত জানি-  
বেন । সুতরাং আপনারাও মোক্ষের নিমিত্ত একমনে ঐ কুবে-  
রের উপাসনা করুন ।

তাহাদের এই বচন শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিলেন ।  
তোমাদের বাক্য অপ্রমাণ । কুবের অর্থের প্রধান স্বামী হই-  
লেইও তথাপি তাহাদ্বারা কেহই তৃপ্ত নহে । যে ব্যক্তি লোভী,  
তাহার কিছুতেই তৃপ্তি নাই । এবং তাহার অণুমাত্র ধর্ম্ম হই-  
বার সম্ভাবনা নাই । সুতরাং কুবেরের উপাসনা করিলে যে  
মোক্ষ হইবে, সে কথা সূদূর পরাহত । অতএব অনর্থ বিষয়  
পরিত্যাগ করিবেক । যে বস্তু একবার পাইলে আর তাহার  
বিয়োগ হয় না, মোক্ষার্থী সাধুগণ যত্নসহকারে সেই দ্রব্যেরই  
সেবা করিবেক । মহাজনেরা বলেন—“অর্থকে অনর্থরূপে  
সর্বদা ভাবনা করিবেক । সত্য ২ অর্থে অণুমাত্র সুখের আ-  
শঙ্কা নাই । অধিক কি যাহারা ধনাঢ্য, তাহাদের পুত্রের নি-  
কটেও শঙ্কা ঘটিয়া থাকে । এই নীতি সকল স্থানে নিহিত  
আছে জানিবে ।” এই বচনে যদি ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় হউক, তথাপি



অর্থমনর্থঃ ভাবয় নিত্যং মাতি যতঃ সুখলেশঃ সত্যম্ ।  
পুত্রাদপি ধনভাজাঃ ভীতিঃ সৰ্ব্বত এষা বিহিতা নীতিঃ ।  
১৫০ ।

ইত্যুক্তে নমু ধর্মোহপি তৎসাধ্য ইতি চেত্তথা । অন্ত নাম  
কুবেরস্ত সেব্যো নৈব ধনার্থিনা । ১৫১ ॥

যতঃ প্রাক্ স্কৃতাদেব ধনভাজো জনা মতাঃ । ব্রহ্মা হিরণ্য-  
গর্ভোহস্তি বিষ্ণু লক্ষ্মীপতির্হরঃ । ১৫২ ॥

হিরণ্যবীৰ্য্য ইন্দ্রস্ত সুবর্ণাচলসংস্থিতঃ । এবং বিধা ধনেনাস্ত  
জীবন্তীত্যতিসাহসম্ । ১৫৩ ॥

মহন্নিন্দার্থকং বাক্যং নৈববাচ্যমিতঃ পরং । চিহ্নানি সংপ-  
রিত্যজ্ঞানসম্প্রদায়িতং পরাঃ । ১৫৪ ॥

অদ্বৈতবিদ্যায়া যুক্তাঃ পঞ্চপূজারতাঃ সদা । ভবতেতাদিতাঃ  
সর্বৈ গুরুপাদাম্বুজে রতাঃ । ১৫৫ ॥

তাক্তচিহ্না বভূবুস্তে পঞ্চপূজাদিতং পরাঃ । ইন্দ্রভক্তাস্ততো  
নত্বা তমুচুঃ পরমং গুরুম্ । ১৫৬ ॥

ইন্দ্রঃ স্বামিন্ ! দেবগন্ধর্বয়ৈকৈঃ সর্বৈশঃ সর্গাদি কর্তা স-  
সেব্যঃ । ব্রহ্মা বিষ্ণু রুদ্র এষেতি বেদে তত্তচ্ছবৈ বাচ্য এষেব  
নাশ্রুঃ । ১৫৭ ॥

সর্বৈশঃ সর্বদাতৃষ্মশ্চ বেদে প্রোক্তং বামনশ্চাত্তজোহস্ত ।  
রুদ্রং সর্বং তদগৃহে চামৃতাদ্যং দেবাঃ সর্বৈ যন্ত কুর্কন্তি  
সেবাম্ । ১৫৮ ॥

সর্বস্তাত্মা নির্বিশেষঃ পরাত্মা সর্বাভীতঃ শিক্ককোহসৌ  
যতীনাম্ । প্রায়চ্ছতান্ স্বার্থহীনান্ বৃকেত্যস্তাদিভ্যঃ সেব-  
নীয়ো ভবন্তিঃ । ১৫৯ ॥

শ্রেয়স্কাইমৈরিত্যসৌ প্রোক্ত আহ মৈবং বাচ্যং ব্রহ্মশব্দাদি-  
বক্তি । পূর্ণৈশ্বর্য্যো সচ্চিদানন্দরূপ ইন্দ্রঃ শব্দো নৈব বজ্রাদি-  
যুক্তঃ । ১৬০ ॥

সদেবেত্যাদিবাচ্যেবু পরং ব্রহ্ম নিরূপিতম্ । কারণং জগতো  
যস্মাদ্ ব্রহ্মবিষ্ণুাদিসম্ভবঃ । ১৬১ ॥

ধনার্থী হইয়া কখনই কুবেরের উপাসনা করিবে না । কারণ,  
পূর্বজন্মের স্মৃতি থাকিলে সকলেই ধনাচ্য হয় । তাহার দৃষ্টান্ত  
দেখ—পূর্ব জন্মের স্মৃতিবলে ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভ, বিষ্ণু লক্ষ্মীপতি,  
শিব হিরণ্যবীৰ্য্য—এবং ইন্দ্র সুবর্ণাচল স্থিত । ব্রহ্মাদি দেবগণও  
যে, কুবেরের ধনে বাচিয়া থাকেন, এ অতিশয় সাহস বাক্য ।  
অতঃপর তোমরা মহৎ লোকের নিন্দাকারক বাক্য আর বলি-  
ওনা । এক্ষণে তোমরা সকলে চিহ্ন সকল ত্যাগ কর, জ্ঞান,  
সম্প্রদায় বন্দনা করিতে থাক, সর্বদা অদ্বৈতবিদ্যার অনুশীলন  
কর, এবং পঞ্চ দেবতার পূজা কর । এই কথা শুনিয়া তাহারা  
সকলেই গুরুপাদপদ্মে রত হইল—চিহ্নাদি পরিত্যাগ করিয়া  
পঞ্চদেবতার পূজা প্রভৃতি সংকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লা-  
গিল ।

অনন্তর কতকগুলিন ইন্দ্রের উপাসক তথায় আসিয়া গুরুকে  
প্রণাম করিয়া বলিল । হে প্রভো ! ইন্দ্র সকলের ঈশ্বর এবং সৃষ্টি  
স্থিতি লয় কর্তা । দেব যক্ষ গন্ধর্ব সকলেই তাঁহার উপাসনা

করিয়া থাকে । ইন্দ্রই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর । বেদে তত্তৎ  
শব্দ দ্বারা ইন্দ্রকেই বুঝিতে হইবে, অন্য কাহাকে নহে । বেদে  
কথিত হইয়াছে, ইন্দ্র সকলের ঈশ্বর এবং সর্বদাতা । অধিক  
কি, বামন ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইন্দ্রের গৃহে সমস্ত রত্ন বর্ত-  
মান, অমৃতও ইন্দ্রের ভবনে বিরাজমান । সকল দেবতা ইন্দ্রের  
সেবা করিয়া থাকেন । ইন্দ্র সকলের আত্মা, নির্বিশেষ, পর-  
মাত্মা, সর্বাভীত, এবং তিনি যতিদিগের শিক্ষক । ইন্দ্র  
বৃকদের (ক্ষুদ্রবাত্ত) উদ্দেশে স্বার্থহীন ঐ সকল লোককে  
দান করেন । অতএব আপনারাও মোক্ষার্থী হইয়া ইন্দ্রের  
উপাসনা করিবেন । ১৩২—১৫৯ ।

এই কথা শুনিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে বলিলেন । ব্রহ্মাদিশ-  
ব্দের মতন ইন্দ্রশব্দ কখনই হইতে পারে না । ইন্দ্রশব্দ যখন পরি-  
পূর্ণ ঐশ্বর্য্য বিষয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ হয়, তখন বজ্রযুক্ত ইন্দ্রকে  
কখনই বুঝাইতে পারে না । “সদেব সৌম্যোদমেক একাধা  
আসীৎ” ইত্যাদি বেদ বাক্যে পরব্রহ্মকেই জগতের কারণ ব-

ব্রহ্মণস্তি ব্রহ্মাদিদেবাদীনাং সমুদ্ভবঃ । ইন্দ্রঃ স্রষ্টেতি  
চেন্দ্রে লোকপালাঃ কুতো নহি । ১৬২ ॥

সর্বদাতৃত্বমপ্যস্ত সাপেক্ষং সর্বজন্তবৎ । সুধাপানেন ব্রহ্মত্বে  
তদানন্ত্যং প্রসজ্যতে । ১৬৩ ॥

একমেবেতি বেদোহি বার্থঃ স্মাতু তথাসতি । সহস্র-  
কালযুগস্ত ব্রহ্মণো দিবসস্ত বৈ । ১৬৪ ॥

চতুর্দশাংশসঞ্জীবী কথং স্মাতু পরমেশ্বরঃ । তস্মাৎ সর্বলয়ে  
শিষ্টং সাদাদিপ্রতিপাদিতম্ । ১৬৫ ॥

জগৎকারণমেষ্টব্যং ক্রতিরূপাৎ প্রমাণতঃ । ভদ্রহর্যাদিভিঃ  
তদ্ব্যবহিতবিদ্যামুপাশ্রিতৈঃ । ১৬৬ ॥

এবমুক্তা গুরুং নত্বা স্মার্তকর্মপরায়ণাঃ । বভূবুঃ পঞ্চ-  
পূজাদিতং পরাঃ শিষ্যতাং গতাঃ । ১৬৭ ॥

তস্মাদ্যমগ্রস্থপুং প্রয়াতস্তত্র স্থিতো মাসমথাগতা য়ে । যমস্ত  
ভক্তা মহিষাত্তপলোহাক্ষিতা বাহুবু মৃত্যমানাঃ । ১৬৮ ॥

লিয়া নিরূপণ করা হইয়াছে। তাহা হইতেই ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতি  
দেবগণের উৎপত্তি। ব্রহ্মা হইতেই আবার ইন্দ্র, বহ্নি প্রভৃতি  
দেবগণের জন্ম। আর এক কথা—ইন্দ্রই যদি জগতের স্রষ্টা  
হয়, তবে অন্যান্য দিকপাল সকল কেন সৃজন কর্তা হইবে  
না? সর্ব জন্ত শঙ্ক যেমন সাপেক্ষ, সর্বদাতা শঙ্কও সেইরূপ  
আপেক্ষিক। সুধাপান করিয়া যদি ব্রহ্মপদ লাভ হয়, তবে  
অনবস্থা দোষ ঘটে। তাহা হইলে ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’ এই  
ক্রটি বৃথা হয়। চতুর্দশ ব্রহ্মার একদিবসের পরিমাণ সহস্রযুগ।  
তবে পরমেশ্বর কিরূপে ব্রহ্মার একদিনের চতুর্দশ ভাগ পর্য্যন্ত  
বাঁচিয়া থাকিবেন? অতএব সকল বস্তু লয় পাইলে ‘সৎ’ ‘চিৎ’  
ইত্যাদি দ্বারা প্রতিপাদিত ব্রহ্মকে বেদপ্রমাণে জগতের কারণ  
বলিয়া বুঝিতে হইবে। নির্মল অদ্বৈত বিদ্যা যাহারা অবল-  
ম্বন করিয়াছেন, সেই ভদ্রহরি প্রভৃতি সকলেই বেদোক্ত সচ্চি-  
দানন্দ ব্রহ্মের নিরূপণ করিয়া থাকেন।

শঙ্করের এই বচন শুনিয়া তাহারা গুরুকে নমস্কার করিয়া

নমোচ্চিরে কিঙ্করসংজ্ঞকাদ্যা লয়স্ত হেতু র্যম এব তস্মাৎ ।  
সৃষ্টাদিকর্তাপি স এব নুনং ততস্তদীয়াঃ খলু মুক্তিভাজঃ ।

১৬৯

যমায় সোমং স্নুত যমায় জুহতা বহিঃ । যমং হ যজ্ঞো  
যচ্ছত্যাগ্নিদূতো অলঙ্কৃতঃ । ১৭০ ॥

ইত্যেবং যজ্ঞভোক্তৃত্বং ক্রতো প্রোক্তং যমস্ত হি । তস্মাৎ  
দয়ং পরং ব্রহ্ম সৃষ্টাৎপত্যাদিকারণম্ । ১৭১ ॥

তস্ত মূর্ত্তিঃ স্থিধা জ্ঞেয়া গুরুকৃষ্ণবিভেদতঃ । যচ্চুক্রং তং  
পরং ব্রহ্মেতি ক্রতেঃ গুরুরূপিণী । ১৭২ ॥

যা মূর্ত্তিঃ সা পরং ব্রহ্ম তস্মান্নির্গতো যমাৎ । মহত্ত্বাদি-  
সম্ভূতিদ্বারা ক্রতো যমস্ত হ । ১৭৩ ॥

জাতোহবতার এতস্মাৎ কৃষ্ণবর্ণো যমঃ কিল । বিষ্ণুনা  
সদৃশপন্নস্তস্ত নাভিসরোজকে । ১৭৪ ॥

স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত কার্য্যে আসক্ত হইল। পঞ্চদেবতার পূজা  
এবং পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সকলেই আচার্য্যের শিষ্য  
হইল।

শঙ্কর ঐ স্থান হইতে যমপ্রস্থ পুরে গমন করেন। তথায়  
একমাস অবস্থান করেন। অনন্তর কতকগুলিন যমের ভক্ত  
আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের বাহুতে মহিষ এবং তপ্ত  
লৌহের চিহ্ন আছে। সর্বদাই নৃত্য করিতে উদ্যত। কিঙ্কর  
প্রভৃতি ঐ সকল লোক আসিয়া আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া  
বলিল। যমই লয়ের কারণ এবং যমই সৃষ্টি স্থিতির কর্তা।  
অতএব যাহারা যমের উপাসনা করিবে, নিশ্চয় তাহারা মুক্তি  
লাভ করিবেক। “যমের উদ্দেশে সোম রস উৎপাদন কর,  
যমের উদ্দেশে হবি দান কর, (অগ্নি, যে যজ্ঞের দূত) সেই অগ্নি-  
দূত যজ্ঞ অলঙ্কৃত হইয়া যমের উদ্দেশে নানাবিধ বস্তু দান করিয়া  
থাকে।” এই বেদবচনে যম যে যজ্ঞভোক্তা, তাহাই দর্শিত  
হইয়াছে। অতএব যমই পরমব্রহ্ম—যমই সৃষ্টি, স্থিতি, লয়ের  
কারণ। গুরু ও কৃষ্ণ এই দুই প্রকার যমের মূর্ত্তি। “যচ্চুক্রং

রক্তবর্ণো বিদিত্ত্বাদ্যৌ দিকপতয়োহভবম্ । গ্রহাঃ সূর্য্য-  
দয়ঃ সৰ্ব্বং জগজ্জজ্ঞে চরাচরম্ । ১৭৭ ॥

এবং কৃত্বা স শিক্ষার্থং দক্ষিণাশাদিপালকঃ । দণ্ডপানি-  
শ্ৰহানীশো মতিমাক্রুত আভবৎ । ১৭৬ ॥

ইন্দ্রাদীনাং নিজাংশানাং মধ্যে তদ্বিলক্ষ্যতে । ভাস্বনাস্ত-  
র্গতাক্ষারবৎ স সূত্যাদিক্রপকঃ । ১৭৭ ॥

তস্মাৎ বিশুদ্ধবুদ্ধাদিক্রপঃ সৰ্ব্বশ্চ কারণম্ । তস্মাংশঃ স-  
শুণো নৈব নিগুণোপাসনে প্রভুঃ । ১৭৮ ॥

কশ্চিত্ত্বাদ্বয়ঃ নীলবর্ণশ্চোপাসনং সদা । কুর্মান্তেন যতো  
নাশং মূলজ্ঞানং প্রপদ্যতে । ১৭৯ ॥

তস্মিন্নষ্টে যমঃ সৰ্ব্বমিতি বোধো বিজায়তে । ততঃ শুক্ল-  
যমশ্চাদিক্রপো মোক্ষো ভবত্যতঃ । ১৮০ ॥

যুগ্মং মোক্ষার্থিনঃ সৰ্ব্বে কুরুতানশ্চচেতসঃ । তদীয়োপা-  
সনং তশ্চ মুক্তিং প্রাপ্যথ বোধতঃ । ১৮১ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ মৈবং বাচ্যং বিরুদ্ধং শ্রুতিভো  
ভবতিঃ । পুরা পিতৃঃ শাপবশাদ্ধি কশ্চিদ্বিজঃ পুং প্রাপ্য  
যমশ্চ গেহম্ । ১৮২

স নাচিকেতা অবসৎ ত্রিরাত্রময়ং বিনা তং হুতিপিং স-  
কাস্ত্যা । যুক্তং যমঃ প্রেক্ষ্য স্বেপমানঃ প্রোবাচ ভূদেবমভীব  
নত্রঃ । ১৮৩

তিশ্রো রাত্রী যদবাৎসী গৃহে মেহনশ্চন্ ব্রহ্মনতিগি শ্মৈ ন-  
মশ্চঃ । নমন্তেহস্ত ব্রহ্মন্ ! স্বস্তি মেহস্ত তন্মৎ প্রতি ত্রীন্ বরান  
বৃণীষ । ১৮৪ ॥

ইত্যেবং তু যমেনাসৌ নমঃপূৰ্ব্বমুদীরিতঃ । নচিকেতা  
উবাচৈনং বচনং স্মনোহরম্ । ১৮৫ ॥

শাস্তসঙ্কল্পঃ স্মনো যথাশ্রাদ্ধীতমন্ত্য গৌতমো মাভি মৃত্যো !!  
ত্বৎপ্রশ্নষ্টঃ ক্ষতিবদেৎ প্রতীত এতজ্জয়াণাং প্রথমং বরং  
বৃণে । ১৮৬ ॥

তৎপরং ব্রহ্ম" এইরূপ শ্রুতি থাকাতে যমের গুরুবর্ণ মূর্তি পরম  
ব্রহ্ম । ঐ নিগুণ যম হইতে যমের মহত্ত্ব প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য দ্বারা  
রূপাবতার উৎপন্ন হয় । এইজন্য যম কৃষ্ণবর্ণ । যমের নাভি-  
সরোজে বিষ্ণু উৎপন্ন হন । রক্তবর্ণ ব্রহ্মা এবং অষ্টদিকপাল  
যম হইতে উৎপন্ন হয় । চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহ সকল, অধিক কি  
স্তাবর জঙ্গমাশ্রক সমুদয় বিশ্ব যম হইতে সৃষ্ট হয় । তিনি  
শিক্ষাদিবার নিমিত্ত এই সকল সৃজন করিয়া দণ্ড হস্তে করিয়া  
এবং মহিষে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিকের পালক হন ।  
ভাস্বের অন্তর্গত অক্ষারকে যেমন জানিতে পারা যায়, তক্রপ  
মহেশ্বর যম আপনার অংশস্বরূপ ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্যে লক্ষিত  
হন । তিনিই সত্যস্বরূপ । অতএব তিনি বিশুদ্ধ, বুদ্ধ, নিত্য,  
যুক্তস্বভাব, তিনি সকল পদার্থের কারণ । তাঁহার অংশ সশুণ,  
কেহ কখন নিগুণের উপাসনা করিতে সক্ষম নহে । এই  
কারণে আমরাও কৃষ্ণবর্ণ যমের সৰ্ব্বদা উপাসনা করিয়া থাকি ।  
এই সশুণ যমের উপাসনা করিলে মূল অজ্ঞান নষ্ট হয় । অ

জ্ঞান নাশ হইলে 'যমই সৰ্ব্বময়' এই জ্ঞান জন্মায় । অনন্তর  
গুরুবর্ণ যমের রূপাতীত আকৃতির নাম মোক্ষ । আপনারা  
সকলেই মোক্ষার্থী, সুতরাং অনন্যমনে যমের উপাসনা করুন ।  
পরে তাহার জ্ঞান হইলে মুক্তি লাভ করিবেন । ১৮০—১৮১ ।

যমোপাসকদিগের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য তাহাদিগকে  
বলিলেন । তোমরা এরূপ শ্রুতিবিরুদ্ধ বাক্য কদাচ বলিও  
না । এ বিষয়ে আমি তোমাদিগকে কঠোপনিষদের প্রমাণ  
দেখাইতেছি, শ্রবণ কর । পুরাকালে নচিকেতা নামে কোন  
একজন ব্রাহ্মণ তনয় পিতার কাছে অভিশপ্ত হইয়া যমপুরে  
গমন করিয়া যমের গৃহে তিন রাত্রি বাস করেন । যম দেখি-  
লেন—একজন ব্রাহ্মণ তিন রাত্রি আমার গৃহে অনাচারে  
বাস করিতেছেন, অথচ শরীরের লাবণ্য কিছুমাত্র গোপ পায়  
নাই । তখন যম কাঁপিতে ২ অত্যন্ত নম্রভাবে ভূদেবকে বলি-  
লেন । "হে ব্রাহ্মণ ! তুমি তিন রাত্রি আমার গৃহে বাস করি-  
য়াছ । তুমি আমার অতিথি হইয়াছ, অথচ কোন খাদ্য

যম উবাচ । যথা পুরস্তাভবতা প্রতীত উদালকিরাকৃণি স্বং-  
প্রসূতঃ । সূতঃ রাজীঃ শরীতা বীতমহ্যস্তাঃ দর্শিবান্ মৃত্যু-  
মুখাং প্রমুক্তম্ । ১৮৭ ॥

স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তত্র ভং ভয়য়া বিভেতি ।  
উভে ভীত্বা অশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বর্গ-  
লোকে । ১৮৮ ॥

নচিকেতা উবাচ । স যময়িঃ স্বর্গ্যমধ্যেষি মৃত্যো ! প্রবৃহি স্বং  
শ্রদ্ধধানায় মহম্ । স্বর্গলোকাদমৃতত্বং ভজন্তে এতদ্বিতীয়েন ব্লে-  
বয়েণ । ১৮৯ ॥

এবমুক্ত উবাচাধেঃ স্বরূপং যম আদরাৎ । নচিকেতা-  
স্ততঃ প্রাহ মৃত্যুং বুদ্ধিমতাস্বরঃ । ১৯০ ॥

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যোকে নায়মস্তীতি  
চৈকে । এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টন্তু যাহং বরাণামেষ বিরজুতীয়কঃ ।  
১৯১ ॥

এবমুক্তো যমস্তস্ত লোভমুৎপাদয়ন্ বহু । ধনাদিনা বরস্তাস্ত  
গোপ্যতামভিলক্ষ্য সঃ । ১৯২ ॥

পাও নাই । তুমি যখন অতিথি, তখন তোমাকে নমস্কার ।  
হে ব্রাহ্মণ ! তুমি অনশনে আমার গৃহে বাস করিয়া আমার  
যে অপরাধ হইয়াছে, সেই অপরাধের পরিবর্তে আমার যেন  
মঙ্গল হয় । যদ্যপি তুমি অনুগ্রহ করিলে আমার সম্পূর্ণ মঙ্গল  
হইবার সম্ভাবনা, তথাপি অত্যন্ত প্রসন্নতার জন্য অনশনে  
তিনরাত্রি উপবাস করাতে আমিও তিনরাত্রির জন্য তিনটি  
বিশেষ অভিপ্রের্ত বর দিতে ইচ্ছা করিতেছি । যদি ইচ্ছা হয়,  
তবে আমার নিকট হইতে তিনটি বর প্রার্থনা করিতে পার ।”  
যম প্রণাম পুরঃসর এই কথা বলিলে নচিকেতা তাঁহাকে সুমধুর  
বাক্য বলিতে লাগিলেন । “যদি আপনি আমাকে তিনটি  
বর দিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে (আমার পুত্র  
যমকে পাইয়া কি করিবে) এই রূপ সঙ্কল্প যেন পিতার উপ-  
শান্ত হয় । আমার পিতা গোতমের আমার উপরে যে কোষ  
আছে, তাহা যেন নিবৃত্ত হয় । হে যম ! যখন আপনি আ-

অর্থেনং লোভনিমুক্তং বিদ্যার্থিনমকল্পয়ম্ । দৃষ্ট্বা প্রাহ  
যমস্তত্বং সূগোপ্যমধিকারিণে । ১৯৩ ॥

সর্ব্বং বেদা যৎ পদমামনস্তি তপাংসি সর্কানি চ যদ্বদস্তি ।  
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি তন্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যো-  
মিত্যেত্যৎ ॥ ১৯৪ ॥

অশরীরং শরীরেষু অনবস্থেঘবস্থিতম্ । মহাস্তং বিভূমা-  
অ্যানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ১৯৫ ॥

যস্ত ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ । মৃত্যু যন্তোপ-  
সেচনং কুইখা বেদ যত্র সঃ । ১৯৬ ॥

ইত্যাদিনোপদিষ্টঃ স কৃতার্থো গৃহমাগমৎ । ইতি শ্রুতৌ  
যমেনৈব মৃত্যু ব্রহ্মোপসেচনম্ । ১৯৭ ॥

প্রোক্তং ন চ স্বয়ং স্বস্ত ভক্ষ্যং ভবিতুমর্হতি । ততো  
যনাং পরং ব্রহ্ম কারণং সর্ব্ববস্তনঃ । ১৯৮ ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুাদিরূপেণ সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ । উপসেচন- নি-  
দানাং ধারণেন বিমুক্ততা । ১৯৯ ॥

মাকে গৃহে পাঠাইরা দিবেন, তখন আমার পিতা যেন আ-  
মাকে জানিতে পারেন যে, আমার সেই পুত্র গৃহে আসিয়াছে ।  
এবিষয়ে যেন তাঁহার পূর্ব্ব স্মৃতি লাভ হয় । এই আমার  
প্রয়োজন । তিনটি বরের মধ্যে আমি এই প্রথম বর প্রার্থনা  
করি । কারণ, ইহাতে পিতার পরিতোষ হইবে ।”

যম বলিলেন—“পূর্ব্ব যেন তোমার পিতা তোমার উপরে  
স্নেহযুক্ত ছিলেন, সেই রূপ এক্ষণেও তোমার পিতা স্নেহযুক্ত হই-  
বেন । অক্লেশের পুত্র উদালক যেন পূর্ব্ব আমার অনুজ্ঞা পাইয়া  
তিনরাত্রি প্রসন্নমনে স্নেহে শয়ন করিয়াছিল । সেইরূপ তুমি  
যখন মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া স্নেহে বাস করিবে, তখন  
তোমার পিতা পূর্ব্বমত প্রতীতি লাভ করিয়া ক্রোধশূন্য  
হইয়া তোমাকেও দেখিতে পাইবেন ।”

নচিকেতা বলিল—“স্বর্গে রোগ শোকাদি নিমিত্ত  
কোন ভয় নাই । হে মৃত্যো ! ইহলোকে যেমন আপ-



ইত্যুক্তিরবোধোদ্যোগো ভবতাং সাহসান্বিতা । মার্কণ্ডেয়ে শৃণু  
প্রোক্তং পুরাণে ভক্তবৎসলঃ । ২০০ ॥

মহাদেবো যমঃ পীড়্য স্বভক্তপরিপালনম্ । অকরোং কিঞ্চ  
পাপাত্মা স্তনরাথ্যো বভূব হ । ২০১ ॥

জাগরণং তু কৃতং তে ন ধনলোভাং কদাচন । শিবমার্জ্যো  
ভক্তো দূতৈ র্যমস্তাক্ষ্যতাং গতে । ২০২ ॥

জীবেহস্ত তত আগত্য শিবদূতঃ স্ততাড়িতাঃ । পরিত্যজ্য  
পতা যাম্যাঃ শিবলোকং স স্তনরঃ । ২০৩ ॥

নাকে দেখিলেই লোকে ভীত হয়, স্বর্গে সেরূপ জরাদি  
জনিত কোন ভয় নাই । যেব্যক্তি ক্ষুধা তৃষ্ণা এই  
উভয় উত্তীর্ণ হইয়া শোক অতিক্রম করিয়াছে, স্তমানস,  
দুঃখবর্জিত সেই ব্যক্তিই স্বর্গ লোকে আনন্দিত হইয়া থাকে ।”  
আরো বলিলেন—এরূপ মহাশূণ বিশিষ্ট স্বর্গলোকের প্রাপ্তি  
সাধন স্বর্গীয় অগ্নি । হে যম ! আপনি সেই স্বর্গীয় অগ্নিকে  
স্মরণ করিতেছেন ? আমি স্বর্গপ্রার্থী, আমি শ্রদ্ধালু, আপনি  
আমাকে তাহার বিষয় বলুন । যে অগ্নি আহরণ করিলে স্বর্গ  
ফল হয়, সেই সকল যজমানেরা যে অগ্নিদ্বারা অমরত্ব (দেবত্ব)  
পাইয়া থাকে । আমি দ্বিতীয় বর দ্বারা এই অগ্নি বিজ্ঞান  
প্রার্থনা করি ।”

বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ভাগ কেবল মাত্র বিধি ও নিষেধ দ্বারা  
নিবদ্ধ । যদি এই বিধি নিষেধের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে তাহাতে  
দুষ্টিতে হইবে, পূর্বে দুটি বর দ্বারা যে বস্তু সৃষ্টি হইয়াছে,  
তাহাতে আত্মতত্ত্বের কোন বিষয় নাই—এবং তাহাতে যথার্থ  
আত্মজ্ঞানের কোন সম্ভাবনা নাই । অতএব যাবতীয় বিধি  
ও নিষেধাত্মক বিষয় আছে ; আত্মাতে ক্রিয়া কি কোন কার-  
কের ফল অর্পিত আছে ; এই কারণে সংসারের বীজ অজ্ঞান  
স্বাভাবিক । ঐ অজ্ঞান নিবৃত্তি পাইলে এক মাত্র ব্রহ্মজ্ঞান  
হয় । ব্রহ্মজ্ঞানে কোন ক্রিয়া কি কোন কারকের ফল আরোপ  
করিতে হয় না । জগতে ব্রহ্মজ্ঞান আত্যন্তিক মুক্তির কারণ ।  
এই কারণে দুইটি বর পাইলেও কৃতকাৰ্য্য হওয়া কঠিন । আত্ম-

নীতঃ শৈঠৈব হি ভক্তানামগ্রহণ্যো বভূব হ । অজামিলোহপি  
কর্ম্মাণি ব্রাহ্মণানাং বিহায় তু । ১০৪ ॥

নীচজ্ঞীসদতঃ পুত্রান্ পঞ্চ প্রাপ্য কনিষ্ঠকম্ । নারায়ণং বুবন্  
প্রাণাং স্ত্যজন্ যাম্যৈঃ প্রপীড়িতঃ । ২০৫ ॥

বিষ্ণুদূতৈস্তদাগত্য রক্ষিতস্তে তু কিঙ্করাঃ । যমস্ত ভয়সঙ্করা-  
স্তন্থন্দ্রিরমণো যয়ুঃ । ২০৬ ॥

ভস্মাদযুয়ং পরিত্যজ্য চিহ্নান্তথৈততং পরাঃ । বৈদিকং  
কর্ম্ম কুর্বন্তঃ শুদ্ধান্তেন ততঃ পরম্ । ২০৭ ॥

জ্ঞান না হইলে অভীষ্ট পূরণ হইবে না । তাহাতেই নচিকেতা  
পুনর্বার তৃতীয় বর প্রার্থনা করিবার জন্য বলিলেন ।

“কেহ কেহ বলেন—মনুষ্য প্রেত হইলে শরীর, ইন্দ্রিয়,  
মন ও বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত একপ্রকার আত্মা থাকে । অপরে বলেন—  
আত্মা এরূপ নহে, অন্য একরূপ । আমরা প্রত্যক্ষ কি অমু-  
মান দ্বারা কিছুতেই ইহার নির্ণয় করিতে পারি না । পরম পুরু-  
ষার্থ কেবল মাত্র বিজ্ঞানের অধীন । অতএব আপনি আমাকে  
এরূপে শিক্ষাদিন, যাহাতে আমি এই ব্রহ্ম বিদ্যা জানিতে  
পারি । এক্ষণে তিনটি বরের মধ্যে আমার এই তৃতীয় বর  
অবশিষ্ট আছে ।”

যম নচিকেতার এই বাক্য শুনিয়া ধনাদি দ্বারা নচি-  
কেতার লোভ উৎপাদন করিলেন । পরে যম বিবেচনা  
করিলেন—এব্যক্তি যে বর প্রার্থনা করিতেছে, তাহা ত  
অত্যন্ত গোপনীয় । অনন্তর দেখিলেন—এব্যক্তি নিষ্পাপ  
শরীর, কোন লোভ নাই, কেবল তত্ত্বজ্ঞান প্রার্থনা করিতেছে ।  
তখন নচিকেতাকে যথার্থ অধিকারী দেখিয়া নিগূঢ় তত্ত্ব ব্যক্ত  
করিলেন ।

“সমস্ত বেদ বিভাগ না করিয়া এক ভাবে যে বস্তু প্রতিপন্ন  
করিয়া থাকে । যে বস্তু পাইবার জন্য সমস্ত তপস্যার অনুষ্ঠান  
হইয়া থাকে । যে বস্তু পাইতে ইচ্ছা করিয়া গুরুকূলে বাস  
ইত্যাদি ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন । তুমি যাহা জানিতে ইচ্ছা  
করিয়াছ, সংক্ষেপতঃ আমি তাহাই তোমাকে বলিতেছি ।  
সে বস্তু আর কিছুই নয়—কেবল ‘ওঙ্কার’ জানিবে ।

শূর্যপদেশতো জ্ঞানং লব্ধ্বা শান্তিং গমিষ্যথ । ইত্যাঙ্কাস্তং  
প্রণম্যাপ্ত বভূবুস্তে তথৈব হি । ২০৮ ॥

তস্মাৎ প্রাপ প্রয়াগাখ্যং স্থলং পুণ্যবিবর্ধনম্ । গঙ্গায়  
যমুনায়াশ্চ সরস্বত্যাশ্চ সঙ্গমম্ । ২০৯ ॥

তত্র স্থিতে গুরৌ পাশচিহ্না বরুণসেবকাঃ । সমাগতাস্থথা  
বায়ুপাসকা ধ্বজচিহ্নিতাঃ । ২১০ ॥

ভূমিদেবস্ত নেবায়াং রতাঃ পূর্ণাঙ্কধারিণঃ । তীর্থস্তোপাস-  
কা বিন্দুচিহ্নাশ্চৈব সমাগতাঃ । ২১১ ॥

তত্রাখ্যানাং গুরুঃ গ্রাহ গুরুঃ তীর্থপতিস্তদা । শ্রোতব্যাং  
মম্বতং চিত্রং পুণ্যদং যতিশেখর । ২১২ ॥

সর্বোত্তমো জীবনহেতুরস্ত দেবাদিবন্দ্যো বরুণঃ সু-  
সেব্যঃ । তং প্রাণাথস্ববদং সমীরঃ সর্বস্ত হি প্রাণ উপাস-  
নীয়ঃ । ২১৩ ॥

মুনিস্ততোহনন্ত উবাচ চৈনং সর্বোত্তমা ভূমিকৃপাস-  
নীয়া । নত্বা ততো জীবনদো অগাদ তীর্থং সুসেব্যং সকলৈঃ  
সুখাশৈঃ । ২১৪ ॥

ইহা জানিলে শোক ক্ষয় হয় । আত্মার শরীর নাই—আত্মা  
স্বীয়রূপে আকাশ তুল্য । তথাপি বিনশ্বর মনুষ্য কীটপতঙ্গাদি  
শরীরে আত্মা অবস্থিতি করে । আত্মা নিত্য ও অধিকারী,  
তিনি মহান—তিনি সর্বব্যাপী । ‘অম্মহম্’ সেই আত্মাই  
আমি, এইরূপ জানিয়া ধীমান্ ব্যক্তি শোকাকুল হন না ।  
বস্তুতঃ এরূপ অবস্থায় এরূপ আত্মজ্ঞানীর শোকোৎপত্তি হইবার  
কোন সম্ভাবনা নাই । যে আত্মার ব্রহ্ম ও ক্ষত্র, এই দুটি  
সকল ধর্ম্য ধারণ করিলেও কেবল ওদন (অন্ন) স্বরূপ হয় । সর্ব  
বিনাশক মৃত্যু যে আত্মার উপসেচন অর্থাৎ সেককারী (প্রক্ষাল-  
নার্থ জল) । যে ব্যক্তি নীচ—যাহার কোন সাধনা নাই—সে  
কি করিয়া জানিতে পারিবে যে, আত্মা অমুকস্থানে বিদ্যমান  
আছে । সেই প্রাকৃত মনুষ্য মনে করিয়া থাকে, কে আর  
যথোক্ত সাধন বিহীন ব্যক্তির মতন সেই আত্মবস্তু জানিতে  
পারিবে ? ।”

এইরূপে যম কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া নচিকেতা কৃতার্থ হন ।  
পরে আপনার গৃহে গমন করেন । দেখ—কঠোপনিষদের  
প্রথম ও দ্বিতীয় বল্লীর এই প্রকরণে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে  
যে, যম ব্রহ্মের উপসেচন । কেহ কখন স্বয়ং আপনার ভক্ষ্যের  
বিনাশক হইতে ইচ্ছা করে না । অতএব পরব্রহ্ম কেবল  
যমের নহে—অন্যান্য সকল পদার্থেরই কারণ । ব্রহ্মা বিষ্ণু  
শ্রীভূতি দেবগণ যত্নপূর্বক পরব্রহ্মের সেবা করিয়া থাকেন ।  
উপসেচন (সেবক) স্বরূপ যমের চিহ্নাদি ধারণ করিলে যে

মুক্তি হয়, ইহা তোমাদের অজ্ঞানের কথা । তাহাতেই সাহস  
ভরে এই কথা বলিয়াছ ।

মার্কণ্ডের পুরাণে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর ।  
“ভক্তবৎসল মহাদেব যমকে পীড়ন করিয়া আপনার  
ভক্তগণের রক্ষা করিয়াছিলেন । অপিচ সুন্দর নামে এক-  
জন পাপিষ্ঠ ধনলালসায় কোন সময় শিবরাত্রির দিনে  
জাগরণ করিয়াছিল । পরে যমদূতেরা আসিয়া তাহার  
জীবাত্মাকে বাঁধিয়া যখন গমন করে, তৎকালে শিবদূত  
সকল আসিয়া যমদূতদিগকে যথেষ্ট তাড়না করে । তাহাতে  
তাহারা সুন্দরের জীব ফেলিয়া পলায়ন করে । শিবদূতেরা  
সুন্দরকে শিবলোকে লইয়া যায় । তদবধি সুন্দর একজন  
ভক্তদিগের অগ্রগণ্য হয় ।”

অজামিল নামে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মণদের আচার, ধর্ম্য, কার্য্য  
সকল একবারে পরিত্যাগ করে । নীচ জীসংসর্গে তাহার  
পাঁচটি পুত্র উৎপন্ন হয় । মরিবার সময় কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণের  
নাম উচ্চারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করে । তখন যমদূতগণ ত-  
থায় আসিয়া তাহাকে অত্যন্ত পীড়ন করে । ঐ সময় বিস্মদূত  
সকল আসিয়া অজামিলকে রক্ষা করে । যম কিঙ্করেরা ভয়-  
মনোরথ হইয়া শেষে স্বপ্ন স্থানে গমন করে । অতএব তো-  
মরা চিহ্ন সকল ত্যাগকর—অদ্বৈত ব্রহ্মের অমুষ্ঠানে রত হও  
বৈদিক যত কার্য্য আছে, তাহার অমুষ্ঠান কর, তাহাতেই তৃপ্ত  
হইবে ।

তচ্চ ত্রিবেণীতি প্রথামুপেতং পাপাপহং যন্তু হি বিন্দু-  
মাত্রম্ । কেচিত্ত্ব তদর্শনতো বিমুক্তিং বদন্তি সর্বোত্তমতা  
ততোহন্তু । ২১৫ ॥

অথ ! তদর্শনানুকৃতি ন জানে স্নানজং ফলম্ । নারদেনোক্ত-  
মেতচ্চি কিঞ্চ সর্বাশ্রকং জলম্ । ১৬ ॥

আপো বৈ স্যুরিদং সর্বমিত্যাদিশ্রুতিবাক্যতঃ । তস্মাৎ  
সর্বাশ্রকত্বেন ব্রহ্মত্বেনৈতদেব হি । ২১৭ ॥

মোক্ষার্থিভি ভবন্তিস্ত সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ । ইত্যেব মুক্ত  
আহেদং শঙ্করঃ পরমো গুরুঃ । ২১৮ ॥

অনন্তর গুরুর উপদেশে জ্ঞান লাভ করিয়া শেষে শান্তি  
নিকেতনে গমন করিবে । তাহার আচাৰ্যের বাক্য শুনিয়া  
তাঁহাকে প্রণাম করিল এবং শীঘ্র উক্ত কার্যের অনুশীলনে  
প্রবৃত্ত হইল । ১৮২—২০৮ ।

অনন্তর গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতীর যে স্থানে সঙ্গম হইয়াছে,  
আচাৰ্য্য সেই পুণ্যক্ষেত্র প্রয়াগ তীর্থে গমন করেন । তথায়  
কিছু দিন অবস্থান করিলে পাশ্চিহুধারী বরুণের উপাসক—  
ঋজ্জ্জিহুধারী বায়ুর উপাসক—পূর্ণ চিহুধারী ব্রাহ্মণের উপাসক  
এবং বিন্দুচিহুধারী তীর্থের উপাসক কতকগুলিন লোক আ-  
সিয়া উপস্থিত হয় । তন্মধ্যে বরুণের উপাসক তীর্থপতি, শঙ্ক-  
রকে বলিল । হে যতিরাজ ! আপনি আমার রমণীয় মত শ্রবণ  
করুন । বরুণ সকলের শ্রেষ্ঠ এবং জগতের সমস্তজীবের জীবন  
দাতা । দেবগণ ইহার বন্দনা করেন । অতএব সকলেরই  
বরুণের আরাধনা করা উচিত । প্রাণনাথ নামে একজন  
শঙ্করকে বলিল—সমীরণ সকলেরই প্রাণ, সূতরাং বায়ুর উপা-  
সনা বিধেয় । অনন্ত নামে একজন বলিল—সকলের  
শ্রেষ্ঠ ভূমির উপাসনা করা আবশ্যক । জীবনদ বলিল, বাহারা  
সুখাভিলাষী, তাহারা যেন তীর্থ সেবা করে । তাহার মধ্যে  
ধিথ্যাত এই ‘ত্রিবেণী’ তীর্থ, তাহার বিন্দুমাত্র । তথাপি এই  
ত্রিবেণীতীর্থ দেখিবামাত্র পাপক্ষয় হয় এবং মুক্তিলাভ ঘটে ।  
অতএব ত্রিবেণী সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ । নারদ বলিয়াছেন—  
‘হে মাতঃ ! আপনার দর্শনে যখন মুক্তি ঘটে, তখন আপনার

উপাসনা সুখজননী ন কার্য্যগা হনিত্যতাদসকলকার্য্যগা  
মতা । জলন্ত সর্বপরমতা তু যোদিতা শ্রুতৌ তু সা ক্ষিতি-  
মুখরাদ্যপেক্ষয়া । ২১৯ ॥

মুক্তিরতো যুগ্মাকমলভ্যা নাস্তি বিমোক্ষেহনিত্যশ্রুসেবা ।  
সাধনমাত্মজ্ঞানমতঃ সংসাধ্যমলং মোহং পরিহায় । ২২০ ॥

বিশ্বস্থখাতিক্রান্তমমেয়ং প্রাপ্য বিমুক্তা অভবথাক্রা । তে  
শ্রুতবন্তঃ শ্রীগুরুশিষ্যাস্ত্যুক্তনিজাক্রাঃ সম্প্রতি জাতাঃ । ২২১ ॥

জলে স্নান করিলে যে কি হয়, তাহা জানি না । বিশেষতঃ  
বেদে আছে—‘আপো বৈ স্যুরিদং সর্বমু’ এই সমস্ত জগৎ  
জলময় । যদি জল সর্বময় হইল, তবে জলই ব্রহ্ম । এই কা-  
রণে আপনারা মোক্ষকামনা করিয়া যত্নপূর্বক এই জলেরই  
উপাসনা করিবেন ।

তাহাদের এই সকল বাক্য শুনিয়া পরমগুরু শঙ্কর বলিতে  
লাগিলেন । কার্য্যগত উপাসনা কখন সুখোৎপাদন করিতে পারে  
না । সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছে, তাহা কেবল ক্ষিতি, তেজ  
ইত্যাদি হইতেই জলের শ্রেষ্ঠতা । অতএব তোমাদেরও মুক্তি  
নিতান্ত ছল্ভ নহে । তবে মোক্ষের আরাধনা করিতে হইলে  
অনিত্য বস্তুর সেবা করা উচিত বটে । এক্ষণে একেবারে মোহ-  
ত্যাগ করিয়া যাহাতে আত্মজ্ঞান হয়, তাহার সাধনা করিতে  
হইবে । পৃথিবীতে যত সুখ আছে, আত্মজ্ঞান সর্বাপেক্ষা  
শ্রেষ্ঠ । আত্মজ্ঞানের পরিমাণ নাই—অমেয় আত্মজ্ঞান পাইয়া  
তোমরা শীঘ্র মুক্ত হইবে । তাহার শঙ্করের বাক্য শুনিয়া  
গাভের চিহ্ন সকল ত্যাগ করিয়া সম্প্রতি গুরুদেবের শিষ্য  
হইল ।

অনন্তর একজন শূত্রবাদী গুরুকে নমস্কার করিয়া বলিল ।  
আমি পথে আসিতে এক অদ্ভুত বস্তু দর্শন করিয়াছি । আপনি  
তাহা সাবধানে শ্রবণ করুন । মৃগতৃষ্ণায় জলে স্নান করিয়া,  
আকাশপুষ্পের মালা পরিয়া, এবং শশশৃঙ্গের ধনু ধারণ করিয়া  
একজন বক্ষ্যার পুত্র গমন করিতেছে । আমি তাহাকে দেখিবা  
মাত্র দেব ভাবে মস্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া হে যতিরাজ ! আপ-  
নার কাছে দ্রুত আসিয়াছি ।

শূন্যবাদী ততো নহা গুরুঃ প্রোবাচ শঙ্করম্ । কিঞ্চ দৃষ্টং  
ময়া মার্গে সাবধানমনাঃ শৃণু । ২২২ ॥

যুগতৃষ্ণাস্তসি স্নাতঃ খপ্পাকৃতশেখরঃ । সুখং বক্ষ্যাম্যহো  
যাতি শশশৃঙ্গধর্মূর্ধরঃ । ২২৩ ॥

তং দৃষ্ট্বা দেবভাবেন প্রণম্য শিরসা ভূষম্ । আগতোহস্মি  
যতিশ্রেষ্ঠ ! তবাস্তিকমহং ক্রতম্ । ২২৪ ॥

তাহা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন—হে পণ্ডিতবর ! তোমার নাম  
কি ? সে বলিল, হে প্রভো ! আমার নাম নিরালম্বন । আমার  
পিতার নাম রুপ্ত । তিনিই এই মতের বক্তা । তাহা শুনিয়া  
আচার্য্য বলিলেন । শূন্য বলিয়া তোমার মত নিন্দনীয় । শূন্য  
পদার্থের কখন ব্রহ্মভাব থাকিতে পারে না । ‘তমেবভাস্তম্’  
তাহার প্রকাশে সকল পদার্থের প্রকাশ হয় । এই রূপ শ্রুতি  
থাকিতে তোমার বচন অগ্রাহ্য । অতএব মূঢ়তা ত্যাগ করিয়া  
তুমি অদ্বৈতবিদ্যা আশ্রয় করিয়া সুখী হও । এই কথা শুনিয়া সে  
পুনর্বার আচার্য্যকে বলিল । ‘খং ব্রহ্ম’ বেদে আছে আকাশই  
ব্রহ্ম । সকল ভূত অপেক্ষা আকাশ প্রধান । আকাশই সক-  
লের আশ্রয় । সকল বস্তু তাহার পশ্চাৎ অন্তর্গত হয় । ইত্যাদি  
বেদ বচনে শূন্য বস্তুর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে । অপিচ  
বেদান্তে আছে—‘আকাশস্তলিঙ্গাৎ’ তাহার লিঙ্গ হইতে আ-  
কাশ উৎপন্ন হয় । বেদান্তদর্শনের এই বাক্যে আকাশের ব্রহ্ম-  
ভাব নিশ্চিত হইয়াছে । অতএব আপনার এমত স্বীকার করা  
কর্তব্য ।

তাহাদের কথা শুনিয়া গুরুবর বলিলেন । হে মূঢ়তম !  
তুমি কদাচ আকাশকে সগুণ বলিতে পার না । এই কারণে  
কি আকাশের কি পবনের কোন মতে ব্রহ্মভাব থাকে না ।  
যে পরকার্য্যকে হেতু বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বেদে সেই  
পরকার্য্যরূপে বিদ্যমান । আকাশ উভয় বিরোধী । অতঃ-  
পর এই শব্দ দ্বারা কেবল আকাশকে বুঝিতে হইবে । বেদে  
উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম আকাশাদি সকল পদার্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।  
ব্রহ্ম আনন্দ ও বিজ্ঞান স্বরূপ । তিনি ভিন্ন জগতে আর কোন  
বস্তু নাই—তিনিই অদ্বৈত । পুরাকালে শৈবলী ভূপতি পরি-  
ণামে দোষ থাকা প্রযুক্ত শালাবত্য মত দূষিত করিয়া কিরূপে  
পরব্রহ্মকে দোষাধিত করিলেন ? ।

ইত্যুক্ত আহ ভো বিবর্তর ! তন্মাম কিং স্মৃতম্ । স তু প্রো-  
বাচ ভোঃ স্বামিন্ ! নিরালম্বনসংজ্ঞকঃ । ২২৫ ॥

অহং পিতা মদীয়ন্ত রুপ্তনামেতি বিশ্রুতঃ । ব্রহ্মতত্ত্ব  
প্রবক্তেতি শ্রদ্ধা প্রাহ পরো গুরুঃ । ২২৬ ॥

শূন্যম্বো মতং নিন্দ্যঃ শূন্যত্ব ব্রহ্মতা ন চ । তমেব ভাস্ত-  
মিত্যাदिশ্রুতেস্তস্মাদ্বিমূঢ়তাম্ । ২২৭ ॥

বিহায়াদ্বৈতবিদ্যাং ত্বং সমাপ্রিত্য সুখী ভব । ইত্যুক্ততং পুনঃ  
প্রাহ খং ব্রহ্মেতি শ্রুতীরিতম্ । ২২৮ ॥

আচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণে শূন্যবাদী অত্যন্ত হত হইয়া শঙ্ক-  
রকে পুনরায় বলিল । আমি আপনাদের দর্শনে পরম পবিত্র  
হইয়াছি । অতঃপর আপনি আমাকে ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেন ।  
আমি যাহাতে মুক্ত হইতে পারি, তাহার বিষয় উপদেশ  
করুন ।

তখন আচার্য্য তাহার কথা শুনিয়া পুনর্বার বলিতে লাগি-  
লেন । আকাশ আত্ম স্বরূপ । তোমার হৃদয়ে যে আত্মা  
আছে, তুমি সম্যক রূপে তাহার উপাসনা কর । তাহাতেই  
তোমার মোক্ষ হইবে । তখন শূন্যবাদী আচার্য্যবরের শিষ্য  
হইল ।

অনন্তর একজন বরাহ মন্ত্রের উপাসক আসিয়া ভক্তিভাবে  
আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া বলিল । হে যতিবর ! আপনি  
আমার সুন্দর মত শ্রবণ করুন । প্রথমে এই পৃথিবী যখন প্রল-  
য়কালের জলে লীন ছিল, তখন আদি বরাহ (বিষ্ণু) দংষ্ট্রা দ্বারা  
এই পৃথিবীকে উদ্ধার করেন । আপনারা সেই আদি বরাহের  
দংষ্ট্রাচিহ্ন ধারণ পূর্বক সংযুক্ত মনে তাঁহার ভজনা করুন ।

আচার্য্য তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন । একথা কখন  
বলিতে পার না । ব্রাহ্মণ যন্ত্র পূর্বক কেবল একমাত্র তপস্যা  
করিবেক । যদি বেদোক্ত চিহ্ন ধারণ করিতে আগ্রহ না থাকে,  
তবে আপনার শরীরে মৎস্ত কুম্ভাদি চিহ্ন ধারণ কর । বেদোক্ত  
কার্য্য ভিন্ন ব্রাহ্মণের আর কোন কার্য্য বিধেয় নহে । যদি  
সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করা সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, তবে সহর্ষে  
শিব, বিষ্ণু ইত্যাদি রূপ ভজনা কর । কোন চিহ্ন ধারণ করিতে



আকাশঃ সৰ্বভূতেভ্যো জ্যাগান্ মোহন্তি পরায়ণম্ । তঃ  
প্রত্যোবাস্তমাস্তীতোনং হি শ্রুতিরব্রবীৎ । ২২৯ ॥

কিঞ্চ বেদান্ত আকাশস্তল্লিঙ্গাদিতি তস্মৈ সা । নিশ্চিতা  
ব্রহ্মতা তস্মাৎ স্বীকর্তব্যমিদং মতম্ । ২৩০ ॥

ইত্যুক্তোহসৌ গুরুবর আহ মৈবং মূঢ়তমাহঙ্গ কদাপি ।  
বাচাং পং যং সঙ্গমতো নাশ্চ ব্রহ্মত্বং ন তু পবনশ্চ । ২৩১ ॥

হেতুঃ প্রোক্তং থলু পরকাৰ্য্যং সন্দেহেহসাবুভয়বিবোধী ।  
আকাশোহতঃ পরমিহ বোধ্যঃ শব্দেনৈতেন নতু ধমেতৎ ।  
২৩২ ॥

জ্যায়ন্তুং যস্মৈ খাদিত্যঃ শ্রুত্যা সম্যগুদীরিতম্ । তদ  
ব্রহ্মানন্দবিজ্ঞানং সম্মাত্রং দ্বৈতবর্জিতম্ । ২৩৩ ॥

অন্তবদ্বেন দোষণে শালাবত্মমতং পুরা । নিন্দিত্বা শৈবলী-  
রাজা দোষযুক্তং কথং বদেৎ । ২৩৪ ॥

পারিবে না । ব্রাহ্মণ যদি সঙ্ঘাবন্দনাদি কার্য্য পরিত্যাগ  
করে, তবে সে ব্রাহ্মণ দণ্ডনীয় । অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ ক-  
রিয়া চিহ্ন সকল পরিত্যাগ কর । পরে কুলোচিত কার্য্য  
সকল সম্পন্ন করিবে । তাহাতে যখন তোমার অন্তঃকরণ  
নিম্নল হইবে, তখনই মুক্তিলাভ করিবে । জ্ঞানলাভ না হইলে  
মুক্তিলাভের কোন সম্ভাবনা নাই ।

আদি বরাহের উপাসক গুরুর মুখ হইতে এইরূপ জ্ঞানলাভ  
করিয়া পূর্ণোক্ত কাৰ্য্যের অনুষ্ঠান করিল । অবশেষে একজন  
পরম তপস্বী হইয়া শঙ্করের শিষ্য হইল ।

অনন্তর কামকম্মা নামে একজন মল্ললোকের উপাসক তথায়  
আসিয়া উপস্থিত হয় । পরে শঙ্করকে নমস্কার করিয়া বলিল ।  
এই জগতে যে লোক সমূহ আছে, তিনিই সকলের পরমেশ্বর ।  
আপনারা মোক্ষার্থী, আপনারা একমনে সেই মল্লুর উপাসনা  
করিবেন । সত্যলোকের নাম মুক্তি, তাহারই সেবা করিতে  
হয় । নচেৎ আর কিছুতেই মুক্তি হয় না ।

তাহার এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন । হে মূঢ়তম !  
যে বস্তু মিথ্যা, যে বস্তু অনিত্য, তাহার সেবা করিলে সত্য

এবমসৌ শ্রবণাদতিদ্রষ্টঃ প্রাহ গুরুং পরমং পুনরিথম্ ।  
দর্শনতো ভবতামহমেঘঃ পাবনতামুপযাত ইতস্তম্ । ২৩৫ ॥

ব্রহ্মোপদেশং কুরু যেন মুক্তঃ শ্রামিত্যসৌ প্রোক্ত উবাচ  
ভূয়ঃ । আকাশ আশ্বানমুপাশ্ব সম্যক্ হৃদিস্থিতং তেন তবাহস্ত  
মোক্ষঃ । ২৩৬ ॥

ইত্যুক্ত আচার্য্যবরশ্চ শিষ্যো বভূব তং শঙ্করদেশিকে-  
জ্ঞম্ । প্রাহাগতো ভক্ত ইদং বরাহে নহা যতে ! মে শৃণু স্তন্দরং  
মতম্ । ২৩৭ ॥

প্রলয়াস্তসি লীনাদিবরাহেণোক্তা মহী । যেন তং মুক্তি-  
সিদ্ধার্থং ভজন্তঃ যুক্তচেতসঃ । ২৩৮ ॥

দংষ্ট্রাক্ষিতভূজাঃ সৰ্ব্ব ইত্যুক্তঃ প্রাহ তং গুরুঃ । মৈবং হি  
ব্রাহ্মণেনৈকং তপঃ কার্য্যং প্রযত্নতঃ । ২৩৯ ॥

বেদোক্তে যদি চিত্তানাং ধারণেহস্তি ছুরাগ্রহঃ । তদাতৈকঃ  
কূৰ্ম্মমৎস্তাদেবরক্ষণীয়ঃ শরীরকম্ । ২৪০ ॥

স্বরূপ মুক্তি লাভ হইতে পারে না । এই কথার অবসানে সে  
ব্যক্তি গুরুকে নমস্কার করিয়া অদ্বৈত পথ অবলম্বন করিল ।

অনন্তর গুণাবলম্বী কতকগুলিন লোক আসিয়া পরমগুরু  
শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিল । হে প্রভো ! গুণসমষ্টি জগতের  
কারণরূপে উক্ত হইয়াছে । ঐ গুণরাশি ব্রহ্মাদি দেবগণেরও  
সৃষ্টিকর্তা । আমরা সেই গুণসমষ্টির সেবা করিয়া থাকি ।  
আমরা তাহাতেই কৃতার্থ, আমরা তাহাতেই সৰ্ব্বপূজ্য । গুণ-  
সকল সৰ্ব্বময়, অতএব আপনারাও ঐ গুণরাশির সেবা করুন ।

তাহাদের কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন । মোক্ষলাভের  
জন্য, অন্য পদার্থের উপাসনা অত্যন্ত অবিধি । তাহারাও  
আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া হৃষ্টবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া বিগত অদ্বৈত  
মত অবলম্বন করিল । পরে শীঘ্র আচার্য্যের শিষ্য পদে অধিক্রুত  
হইল ।

অনন্তর একজন সাংখ্যমতাবলম্বী প্রকৃতিবাদী আচার্য্যকে  
প্রণাম করিয়া বলিল । প্রকৃতি জগতের উপাদান (মূল) কারণ  
বলিয়া উল্লিখিত আছে । হে যতিরাজ ! মল্ল, পরাশর প্রভৃতি

বেদোক্তকর্মণোহজ্ঞান বিপ্রস্তার্থো ন কশ্চন । সগুণং ব্রহ্ম  
সংসেবামিতি চেৎ সেবাতাং মদা । ২৪১ ॥

শিববিষ্ণুদিক্রপং তৎ সন্ত্যক্তা চিহ্নধারণম্ । বিপ্রসন্ত্যক্ত-  
সন্ধাদিকর্ম্মা দণ্ডং সমর্হতি । ২৪২ ॥

তন্মান্ মূঢ়মতিং ত্যক্তা লিঙ্গশূন্যঃ কুলোচিভম্ । কুরু কঠৈর্নৈব  
ভেন জ্বং শুদ্ধো মুক্তিং গমিষ্যসি । ২৪৩ ॥

জ্ঞানলাভেন মোহপুংক্তো জ্ঞানং প্রাপ্য গুরোর্মুখাৎ । বভূব  
লক্ষণাথোহস্ত শিষ্যঃ পরমতাপনঃ । ২৪৪ ॥

ততোহস্তঃ কামকর্ম্মাথোঃ মনুলোকস্বসেবকঃ । আগ-  
ত্যোতং নমস্কৃত্য প্রোবাচ পরমং গুরুম্ । ২৪৫ ॥

লোকানাং সজ্জ এবাস্তি পরেশোহস্তো মুমুক্শুভিঃ । সেব-  
নীয়ো ভবন্তি কৈঃ স এবানন্তবুদ্ধিভিঃ । ২৪৬ ॥

সত্যলোকাগ্নিকা মুক্তিস্তৎসেবাতো ন চাত্থথা । ইত্যুক্তঃ  
প্রাহ ভো মূঢ়তম ! নানিত্যসেবয়া । ২৪৭ ॥

অনৃতভূতয়া মুক্তিঃ সত্যরূপা ন লভাতে । ইত্যুক্তোহসৌ  
গুরুং নত্বাহবৈতবৃত্ত্যাশ্রিতোহভবৎ । ২৪৮ ॥

স্মৃতি শাস্ত্রের মতন এবিষয়েও স্মৃতিশাস্ত্র প্রমাণ । সত্ত্ব, রজ, তম এই গুণত্রয়ের সমতার নাম প্রকৃতি । প্রকৃতি, মহত্ত্ব এবং অহঙ্কারাদির কারণ । তিনি অব্যক্ত হইয়াও ব্যক্ত হন । জগতে প্রকৃতিই এক এবং পরাৎপর । এই প্রকৃতির উপাসনা মাত্র মনুষ্যগণের মুক্তি সহজ ও নিকটবর্তী হয় । আমাদের মতে এই সকল বিষয় স্পষ্ট আছে । অতএব আপনারাও এইমত অবলম্বন করুন ।

তাহার এইকথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন । হে সাংখ্যসেবক ! তুমি একথা বলিতে পার না । কারণ তোমার মতে বেদ, পিরোধী আছে । যে স্মৃতি বেদের অনুকূল, তাহারই প্রামাণ্য থাকে । নতুবা অন্যকোন রূপে প্রামাণ্য হয় না । বেদের মধ্যে প্রকৃতি কি প্রধান ইত্যাদি শব্দের কোন উল্লেখ নাই । তাহাতে প্রকৃতি জগতের কারণ হইতে পারে না । বেদে পর-  
মেশ্বরকে ঈক্ষিতা ( দ্রষ্টা ) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । প্র-

ততস্তং গুণসেবায়াং তৎপরাঃ পরমং গুরুম্ । নত্বোচ্চুর্হি  
গুণাঃ স্বামিন্ ! কারণং জগতাং মতাঃ । ২৪৯ ॥

ব্রহ্মাদীনাং হি কর্তারস্তেবাং সেবাপরা বয়ম্ । কৃতার্থাঃ  
সর্বসংপূজ্যাস্তেবাং সর্বময়ত্বতঃ । ২৫০ ॥

ভবাদুরপি তে সেব্যা ইত্যুক্তঃ প্রাহসৌ গুরুঃ । জন্তোপা-  
সনমতাস্তমযুক্তং মোক্ষসিদ্ধয়ে । ২৫১ ॥

ইত্যুক্তাঃ কুমতিং ত্যক্তা শুদ্ধাঈবতপরায়ণাঃ । তর্ণৈব  
শিষ্যতাং যাতাস্ততঃ কশ্চিৎ সমাগতঃ । ২৫২ ॥

সাক্ষ্যঃ প্রধানবাদী তৎ নত্বোবাচ পরং গুরুম্ । উপাদানং  
প্রধানত্ব কারণং জগতঃ স্মৃতম্ । ২৫৩ ॥

স্মৃতিঃ প্রমাণমস্মাকং মবাদিস্মৃতিবদ্যতে ! । গুণসাম্যং  
প্রধানং স্তান্ মহত্ত্বাদিকারণম্ । ২৫ ॥

অব্যক্তং ব্যক্তভাবক জগত্যেকং পরাৎপরম্ । তত্পাসন-  
মাত্রেন মুক্তিঃ সন্নিহিতা নৃণাম্ । ২৫৫ ॥

কৃতি সম্বন্ধে ( ঈক্ষিতা ) ইত্যাদি কোন কথাই উল্লেখ নাই । তাহার ঈক্ষণ শক্তি নাই সে জড় । স্মৃতি প্রকৃতি জড়পদার্থ হইল । বেদবাস এইরূপ স্মৃতি করিয়াছেন । “ঈক্ষতে-  
নাশকম্” অশব্দ অর্থাৎ প্রকৃতি জগতের কারণ নহে । কারণ, যে জগতের কারণ হইবে, সে ঈক্ষিতা অর্থাৎ দ্রষ্টা হইবে । অতএব “স ঐক্ষত বহু স্যাৎ প্রজায়েত” তিনি পর্যালোচনা করিলেন, যেন আমি বহু হইয়া জন্ম গ্রহণ করি । ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য থাকাতে প্রকৃতি জগতের কারণ নহে । কিন্তু যিনি পরব্রহ্ম, তিনি সংস্বরূপ । অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরতমতে নিষ্ঠা বা আস্থা প্রকাশ কর ।

আচার্যের কথা শুনিয়া সাংখ্যমতাবলম্বী ব্যক্তি বলিল । “অশব্দ” শব্দে যে প্রধান বা প্রকৃতি, এ বিষয়ে শ্রুতি আছে । যথা—“যিনি—অচিন্ত্য, অব্যক্ত, অরূপ, অবায়, অরস, নিত্য, অগন্ধ, অনাদি ও মহত্ত্বের পর, তাহাকে জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই মৃত্যু মুখ হইতে মুক্তি লাভ হয় ।” এই বেদবচনে ‘অব্যক্ত’ এই শব্দ থাকাতে প্রকৃতিকে বুঝাইয়াছে ।

ইত্যাদি স্বৰ্গ্যতে তস্মাৎ সীকর্তব্যমিদং যতম্ । ইত্যুক্ত  
আচ ভোঃ সাংখ্য ! মৈবং বেদবিরোধতঃ । ২৫৬ ॥

স্মৃতে বেদানুকূল্যায়ঃ প্রামাণ্যং হি ন চাশ্রুতম্ । অশঙ্কত্বাৎ  
প্রধানত্ব জগতঃ কারণং নহি । ২৫৭ ॥

বেদোক্তশ্রেষ্ঠিত্বত্বাভাবাদশ্চ জড়ম্ বৈ । নাশঙ্কমীকৃতি-  
রিত্যত আচার্যো কদীরিতম্ । ২৫৮ ॥

তস্মাৎ স এবৈতাদি প্রতি বাক্যায় কারণম্ । প্রধানং  
কিন্তু চৈতন্যং পরং ব্রহ্ম সদাশ্রুতম্ । ২৫৯ ॥

অতো মূঢ়মতিং ত্যক্ত্বাহৈতনিস্টো ভবামুনা । ইত্যুক্তঃ  
প্রাচ নাশঙ্কং প্রধানং প্রতিবন্তি হি । ২৬০ ॥

অচিন্ত্যমব্যক্তমকল্পমবায়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।  
অনাদ্যানন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচাভ্য তং মূঢ়্যমুখাৎ প্রমু-  
চ্যতে । ২৬১ ॥

তাহার কথা শুনিয়া বিজ্ঞ গুরুদেব বলিতে লাগিলেন । তখন  
প্রকরণাদি দ্বারা ‘অব্যক্ত’ শব্দে ঐ কথা উল্লেখ করা হইয়াছে ।  
কিন্তু প্রকৃতির উপাসনা করিলে জ্ঞান জন্মে না । কারণ সৎ-  
গুণই মুক্তির আদিলক্ষণ । অতএব এই মত ত্যাগ করিয়া  
অদ্বৈত ব্রহ্ম বিদ্যা অবলম্বন করিয়া স্মৃণী হও । আচার্য্যের  
এই কথা শুনিয়া সাংখ্যমতাবলম্বী আচার্য্যের শিষ্য হইল ।

অনন্তর একজন কপিলমতের অনুচর যোগবিৎ পণ্ডিত  
আসিয়া বলিল । আপনি আমার প্রামাণিক বাক্য শ্রবণ  
করুন । যোগ হইতে মুক্তি হয়, ইহাই আমার মত । নির্জ্ঞান-  
দেশে স্মৃথে আসনে উপবেশন করিতে হইবে । পবিত্র হইতে  
হইবে এবং নিজ শরীরে সমগ্র গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে রাখিতে  
হইবে, সংন্যাস অবলম্বন করিতে হইবে । ইচ্ছায় সকল  
রোধ করিয়া ভক্তিভাবে গুরুকে প্রণাম করিবেক । পরে যিনি  
হৃদয়ে অবস্থান করেন—যিনি হৃদয়ের পুণ্ডরীক—যিনি বিরজ,  
বিশুদ্ধ, তাঁহাকে মধ্যো ধ্যান করিবেক । যিনি নিম্নল, যিনি  
অশোক, অচিন্তনীয়, অব্যক্ত, অনন্তরূপ, শিব, শান্ত, অমৃত  
ব্রহ্মযোনি—যিনি আদি মধ্য ও অন্তবিহীন, যিনি এক, বিভূ,

ইত্যবাক্তেন শব্দেন প্রধানং প্রতিপাদিতম্ । ইতি শ্রুত্বা  
গুরুঃ প্রাহঃ প্রাজ্ঞঃ প্রকরণাদিনা । ২৬২ ॥

উক্তশব্দেন সংপ্রোক্তঃ কিঞ্চ জ্ঞানং ন সংভবেৎ । গুণসাম্য-  
সুসেবাতঃ সত্বাত্মোদ্রেকরূপকম্ । ২৬৩ ॥

তস্মাদেতন্মতং ত্যক্ত্বাহৈতবিদ্যাং সমাপ্রিতঃ । স্মৃণী  
ভবেতি সংপ্রোক্তঃ সাঙ্খ্যোহসৌ শিষ্যতাং গতঃ । ২৬৪ ॥

ততোহনন্তং নমস্কৃত্য কাপিলো যোগবিশ্বমঃ । প্রাহ প্রামা-  
ণিকং যোগান্ মুক্তিরন্তীতি মে মতম্ । ২৬৫ ॥

বিরক্তদেশে চ স্মৃণাসনন্তঃ শুচিঃ সমগ্রীবশিরঃশবীৰঃ ।  
অহ্যাপ্রমত্তঃ সকলেক্সিয়ানি নিকৃধ্য ভক্ত্যা স্বগুরু-  
প্রণম্য । ২৬৬ ॥

জংপুণ্ডরীকং বিরজং বিশুদ্ধং বিচিত্র্য মদ্যো বিশদং বিশো-  
কম্ । অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপং শিবং শান্তং অমৃতং ব্রহ্মযো-  
নিম্ । ২৬৭ ॥

চিদানন্দ, অরূপ, অদ্বিত, যিনি উন্মাদসহায়, পরমেশ্বর, পবিত্র,  
ত্রিলোচন, নীলকণ্ঠ ও প্রশান্ত—একপ মূর্তি ধ্যান করিলে মোগী  
তিমিরের পরগামী সমস্ত সাক্ষী স্বরূপ ভূতদোষি প্রাপ্ত হন ।  
ইত্যাদি শাস্ত্রীয় বচনে আমার মতের প্রামাণ্য হইতেছে ।

অপিচ আগমে যথাবিধি জপবিদ্যা কথিত হইয়াছে । মর্চ্-  
চক্রের ভেদ করিবার কথা বলা হইয়াছে । অতএব হে ‘সা-  
খ্য ! যাহারা মোক্ষপ্রার্থী, তাহারা যত্নসহকারে আমার  
মত গ্রহণ করিবেন ।

তাহার এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন ।  
হে যোগবিৎ পণ্ডিত ! তুমি একথা বলিতে পার না । সমস্ত  
বেদে ‘দহর’ নামক বিদ্যাকে মোক্ষের তেতু বলিয়া নির্দেশ  
করিয়াছে । তুমি যে যোগের কথা বলিলে, তাহা কখন মো-  
ক্ষের কারণ হইতে পারে না । অজপা বিদ্যার মূলমন্ত্র হইতে  
‘সোহম্’ এই অর্থ নিশ্চয় হইয়া থাকে । তাহাতে জীব ও  
ঈশ্বরের ভেদ না থাকিলে কিরূপে যোগ হইবে ? । যে ব্যক্তি  
আত্মাকে সর্বভূতে বর্তমান এবং সকল বস্তু আত্মার উপরে  
অবস্থিত দর্শন করে, সেই ব্যক্তি পরমব্রহ্ম প্রাপ্ত হয় । অন্য

অনাদিসম্যগ্‌বিজ্ঞানমেকং বিভূং চিদানন্দমরূপমদ্ভুতম্ ।  
উদাসভায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তম্ ।

২৬৮

ধাত্বা মুনি গচ্ছতি ভূতযোনিং সমস্তসাক্ষিঃ তমসঃ পর-  
স্তাৎ । ইত্যাদিবাটক্য নিগমেব সংস্বেঃ প্রমাণতাং যাতি মতং  
মদীয়ম্ । ২৬৯ ॥

কিঞ্চাগমেব সংপ্রোক্তা জপবিদ্যা বিধানতঃ । ভেদনং  
চক্রষট্‌কশ্চ তথা প্রোক্তমতো মতম্ । ২৭০ ॥

মুক্ত্যাকাঙ্ক্ষিতরাচার্য্য ! সেবনীয়ং প্রযত্নতঃ । ইত্যুক্ত আহ  
মৈবং ভো বেদৈর্দহরসংজ্ঞিকা । ২৭১ ।

বিদ্যোক্তা ন ত্বুক্তোহয়ং যোগো মোক্ষস্ত কারণম্ । ২৭২ ॥

অজ্ঞপামূলমস্ত সোহহমিত্যর্থনিশ্চয়াৎ । জীবেশয়ো ভিদা-  
গর্কীভাবাদ্যোগঃ কথং ভবেৎ । ২৭৩ ॥

কিছুতেই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না । ইত্যাদি শ্রুতি বচনে জ্ঞান বাতীত  
আর কিছুতেই মোক্ষ লাভ হয় না, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে ।  
আর ষট্‌চক্র ভেদ করিলে যে মুক্তি হয়, তাহা মুক্তির পথ নয় ।  
কারণ, একমাত্র জ্ঞান সঞ্চার হইলেই মুক্তি হয় । বিশেষতঃ  
বেদে উক্ত হইয়াছে—শম দম, তিতিক্ষা ইত্যাদি গুণযুক্ত হইয়া  
কেবল আত্মার উপরে আত্মদর্শন করিবেক । পরে শ্রবণ, মনন  
ও নিদিধাসন এই তিনপ্রকার সাধনদ্বারা চিত্তমালিন্য ক্ষয়  
পাইলে বেদান্ত শাস্ত্রের অধিকারী হয় । বেদান্তশাস্ত্রের জ্ঞান  
হইলে যখন সমস্তবস্তুর অর্থ নিশ্চয় করিতে পারা যায়, পরে  
যখন যতিগণ সংন্যাস যোগে নির্মলচিত্ত হন, তখন তাঁহারা  
ব্রহ্মলোকে থাকিয়া পরম অন্তকালে পরামৃত হইতে পরিসুস্থ  
হন । এই সকল বেদবাক্য দ্বারা তুমি যে যোগের কথা বলি-  
য়াছ, তাহা উপেক্ষিত হইল ।

আচার্য্যের এইকথা শুনিয়া যোগবিৎ পুনরায় বলিল ।  
হে যতিরাজ ! আপনি অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ কথা বলিতেছেন ।  
যে ব্রাহ্মণ খেচরী মুদ্রা না জানিয়া ‘আমি ব্রহ্মজ্ঞানী’ এই কথা  
বলিবেন, তাঁহার জিহ্বাচ্ছেদন করিবার নিয়ম আছে । যে

সর্বভূতস্বমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি । সংপশ্বন্ ব্রহ্ম  
পরমং যাতি নাত্মন হেতুনা । ১৭৪ ॥

ইত্যাদিশ্রুতিভি শ্রীর্গো জ্ঞানাদতো নিষিধ্যতে । ষট্‌চক্র-  
ভেদনাদ্যোহয়ং মুক্তেঃ কিঞ্চ শ্রুতি জ্ঞর্গো । ২৭৫ ॥

শাস্ত্রাদিযুক্ত অত্মানং পশুদাত্মনি কেবলম্ । অধিকারী  
শুদ্ধচিত্তঃ শ্রবণাদৈঃ সসাদনৈঃ । ১৭৬ ॥

বেদান্তবিজ্ঞানস্থনিশ্চিতার্থাঃ সংজ্ঞাসযোগাদ তয়ঃ শুদ্ধ-  
সত্বাঃ । তে ব্রহ্মলোকেব পরান্তকালে পরামৃত্যং পরিসুচ্যন্তি  
সর্কে । ২৭৭ ॥

ইত্যাদিভিঃ শ্রোতবচোভিরেষ যোগো ভবৎপ্রোক্তঃ উপে-  
ক্ষণীয়ঃ । ইত্যুক্ত আচার্য্যমুবাচ ভূয়ো যতেহপরিজ্ঞানবশাদ-  
ব্রবীষি । ২৭৮ ॥

অজ্ঞাতা খেচরীং মুদ্রাং ব্রহ্মজ্ঞোহহমিতি দ্বিজঃ । যো বাদে-  
ন্তশ্চ জিহ্বায়াং ছেদং কুর্বীত শাসনম্ । ২৭৯ ॥

নদীত্রিতয়সংযোগঃ ত্রিকূটাখ্যমিতি দ্বিজঃ । ব্রহ্মাহমিতি  
যো ব্রুতে তজ্জিহ্বাচ্ছেদমাচরেৎ । ২৮০ ॥

ব্রাহ্মণ ত্রিকূট নামে তিনটি নদীর সংযোগ এবং ‘অহং ব্রহ্ম’ এই  
কথা বলেন, তাঁহারও জিহ্বাচ্ছেদন করিবেক । যে ব্রাহ্মণ শৃঙ্গা-  
টক (সকল পথ) না জানিয়া ‘অহং ব্রহ্ম’ এই কথা বলেন, তাঁহা-  
রও জিহ্বাচ্ছেদন করিবেক । যে ব্রাহ্মণ পূর্ণমণ্ডল পথে মনোন্ম-  
নীর স্বরূপ না জানিয়া ‘অহং ব্রহ্ম’ এই কথা বলেন, তাঁহার জি-  
হ্বার ছেদন করিবেক । যে ব্রাহ্মণ অজ্ঞতমাত্র পূর্বের বাসস্থান  
জানে না, অথচ ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ এই কথা বলিয়া থাকেন,  
তাঁহারও জিহ্বাচ্ছেদন করিবেক । নীচ, উন্নত লোকে যাহার  
নিন্দা করিয়া থাকে, যে ব্রাহ্মণ সেই তিনটি অবস্থা না জানেন,  
তাঁহার মস্তক অধঃপতিত হয় । লয়বিৎ লোকে পরমব্রহ্ম পাইয়া  
থাকেন, অন্য কোনপথে ব্রহ্মকে পাওয়া যায় না । ইষ্টযোগবিৎ  
লোকে পরমস্থান, পরম সনাতন ব্রহ্ম পাইয়া থাকেন । যখন এই  
সকল শাস্ত্র রহিয়াছে, তখন যাহারা মোক্ষাভিলাষী, তাহারা  
সকলেই যত্নপূর্বক এই যোগ শাস্ত্র অবলম্বন করিবেন ।



অবিদিত্বা দ্বিজো যন্ত শৃঙ্গাটকমতঃপরি। ব্রহ্মাহমিতি  
যো ক্রতে তজ্জিহ্বাচ্ছেদমাচরেৎ। ২৮১ ॥

মনোমত্তাঃ স্বরূপং হি পূর্ণমণ্ডলমার্গতঃ। অবিদিত্বাহব্রবীদ্  
ব্রহ্মেত্যশ্চ জিহ্বাং হি সঙ্কিনেৎ। ২৮২ ॥

অদৃষ্টমাত্রশ্চ পুংসঃ স্থানজ্ঞানং বিনা বিজঃ। ব্রহ্মাহমীত্যাচ্যতে  
যেন তশ্চ জিহ্বাং হি সঙ্কিনেৎ। ২৮৩ ॥

অবস্থাত্রিতয়স্থানং নীচোন্নতবিগর্হিতম্। অজ্ঞাত্বা ব্রহ্ম  
যো ক্রতে শিরস্তশ্চ পতত্যধঃ। ২৮৪ ॥

লয়বিৎ পরমং যাতি ব্রহ্ম নাশ্চেন বর্জনা। হঠবিৎ পরমং  
স্থানং যাতি ব্রহ্ম সনাতনম্। ২৮৫ ॥

ইত্যাদিবচনৈ র্যোগঃ সৰ্ব্বদা মোক্ষকাজ্জিভিঃ। ভবন্তিরতি-  
যত্নেন স্বীকর্তব্য ইতীরিতঃ। ২৮৬ ॥

গুরুরাহ বৃথৈব ত্বং জল্পস্তজ্ঞানমোহিতঃ। অষ্টাঙ্গযোগজা-  
মুক্তি ন তু কিস্ত বিমুক্তিদঃ। ২৮৭ ॥

ঐকাগ্র্যদস্তথা শ্রোতো বিরুদ্ধো বেদতোন হি। খেচর্যা-  
দিকমুদ্রায়া বিজ্ঞানেন বিনা নহি। ২৮৮ ॥

মুক্তিরিত্যুক্তিরত্যস্তসাহসাদেব নাত্থা। ব্রহ্মজ্ঞানাদ্যতো  
মুক্তিং বেদো বদতি নাত্ততঃ। ২৮৯ ॥

তাহার এই কথা শুনিয়া আচার্য্য শঙ্কর বলিতে লাগিলেন।  
তুমি অজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া বৃথা এই কথা বলিতেছে। অষ্টাঙ্গ  
যোগে মুক্তি হয় না। তবে অষ্টাঙ্গযোগ জানিলে বিমুক্তি  
এবং চিত্তের একাগ্রতা হয়। বেদবচনে বেদোক্ত কার্য্য কখনই  
বিরুদ্ধ নহে। আর তুমি যে বলিয়াছ, খেচরী প্রভৃতি মুদ্রা  
জ্ঞান না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, কিম্বা মুক্তি হয় না, একথা  
কেবল তোমার সাহস মাত্র। কারণ, বেদে কথিত হইয়াছে  
যে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়। আর কিছুতেই মুক্তি হয় না।  
এই কারণে বিবেকী পুরুষ বেদোক্ত কার্য্যে একান্ত নিষ্ঠা দেখা-  
ইবেন। বিমুক্তচেতা হইয়া বৈরাগ্য যুক্ত হইতে হইবে,  
শম দম তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণযুক্ত হইয়া গুরুর মুখ হইতে

তদ্ব্যচ্ছ্ৰুতিপ্রোদিতকর্ম্মনিষ্ঠো বিমুক্তচিত্তঃ পুরুষো-  
বিবেকী। বৈরাগ্যবান্ শান্তিদমাদিযুক্তো মুমুকুরাত্মানমজং  
। ২৯০ ॥

গুরো মূর্খাত্তমসীতিবাক্যং। শ্রদ্ধা বিচার্যাশ্রয়গতিং স্ম-  
সম্যক্। সচ্চিৎস্বথঃ ভেদবিহীনমজ্ঞা বিজ্ঞায় মুক্তো ভব-  
তীতি সোক্তঃ। ২৯১ ॥

নহা গুরোঃ পাদযুগং স্তম্ভক্যা শিষ্যো বভূবাহ পরাণুবাদম্।  
সমাপ্রিতা ধীরশিবাদয়োহস্ত্রে সমাগতাঃ প্রোচুরিদং বতী-  
শম্। ২৯২ ॥

কর্তা পরেশো যদুদীরিতোহস্তি সৃষ্টৌ স ভূম্যাদ্যণুন্কাযু-  
নক্তি। নিত্যান্ লয়ে তান্ বিয়ুনক্তি চৈষো ভূম্যাদিভি লৌক-  
গুরুঃ স লোকান্। ২৯৩ ॥

‘তত্ত্বমসি’ বেদবাক্য শুনিয়া ও আশ্রয়গতি সম্যকরূপে বিচার  
করিয়া ভেদশূন্য সচ্চিদানন্দ, অজ, আত্মাকে জানিয়া মোক্ষার্থী  
ব্যক্তি মুক্ত হয়। ২৯০—২৯১।

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ভক্তিভাবে গুরুর পদযুগলে  
প্রণাম করিয়া শঙ্করের শিষ্য হইল। পরে ঐ ভাবে জীবনের  
শেষভাগ অতিবাহিত করিতে লাগিল।

অনন্তর ধীরশিব প্রভৃতি কতকগুলিন পরমাণুবাদী আসিয়া  
যতীশ্বর শঙ্করকে বলিল। শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে জগতের কর্তা  
বলা হইয়াছে। সেই পরমেশ্বর যখন সৃষ্টিকালে পার্থিব, তৈ-  
জস প্রভৃতি নিত্য পরমাণু প্রয়োগ করেন, তাহাতেই জগতের  
সৃষ্টি হয়। আবার যখন প্রলয়কালে ঐ সকল নিত্য পরমাণুকে  
বিযুক্ত করা হয়, তখনই জগতের ধ্বংস হয়। সেই পরমেশ্বর  
কৃতি, অপ্ ইত্যাদি পদার্থ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়া লোক-  
গুরু হইয়াছেন। তিনি সমস্ত জগৎ এবং এবং বিবিধ জীব  
জন্তু সৃজন করিয়া, তিনি স্বয়ং নিত্য ও পরিপূর্ণ হইয়া সাক্ষীর  
মতন অবস্থান করেন।

তাহাদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিতে লাগি-  
লেন। তুমি একরূপ বেদ বিরুদ্ধ বাক্য বলিও না। কিসে  
বেদের বিরোধ হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর। বেদে পরমাত্মা

বিধায় সৃষ্টা। বিবিধাংশ জীবানাংস্তে স্বয়ং সাক্ষিবদেব  
পূর্ণঃ। ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ মৈবং ক্রতে স্মিরোধাচ্ছৃণু  
তদ্বিরোধঃ। ২৯৪ ॥

পরায়নঃ খাদিকসর্গ উক্তঃ ক্রতো কথং তেষু তু নিত্যতাহতঃ।  
পরেশ একঃ খলু নিত্যরূপো জ্ঞাতঃ জগৎ সর্বমনিত্যমেব।  
২৯৫ ॥

জগদীশাদজ্ঞাতঃ কেবুচিদ্যদি বর্ততে। তস্ত তৎ ন  
বক্তব্যং সর্বজ্ঞাজনকত্বতঃ। ২৯৬ ॥

অধীত্য গৌতমীং বিদ্যাং শ্রাগালীং যোনিমাবিশেৎ।  
ইত্যাদিবচনান্তাং তু বিহারাহৈতমাপ্রিতাঃ। ২৯৭ ॥

মুক্তা বভূব শুদ্ধাত্মবিজ্ঞানাদ্ গুরুভক্তিজাৎ। ইত্যুক্তান্তে  
বভূবুর্নৈশিষ্যা ধীরশিবাদয়ঃ। ২৯৮ ॥

প্রাতঃ স্নাত্বা ত্রিবেণ্যাং হি গুরুঃ শিষ্যসমম্বিতঃ। প্রাত্মা-  
র্গাং প্রাপ্য পক্ষার্ধাং কাশীং কাশীশসংযুতাম্। ২৯৯ ॥

স্তুতিভিঃ করতালৈশ্চ শঙ্খাদিনির্নদৈস্তথা। চিত্রমাসী-  
ভুত্ব মাসত্রিতয়ং সংস্থিতে গুরৌ। ৩০০ ॥

হইতে আকাশ, ভূমি, জল ইত্যাদি পদার্থের সৃষ্টি নিরূপিত  
হইয়াছে। তবে কিরূপে আকাশ, ভূমি প্রভৃতি পদার্থ নিত্য  
হইবে? এই কারণে বুঝিতে হইবে, কেবল একমাত্র পর-  
মাত্মা নিত্য, আর জ্ঞাত সমস্ত জগৎ অনিত্য। কোন শাস্ত্রে  
দেখিতে পাইবে না যে, পরমাত্মা জ্ঞাত পদার্থ, কিংবা পরমাত্মা  
হইতে সমুদয় পদার্থ সৃষ্ট হয় নাই। যদি কোন শাস্ত্রে দেখিতে  
পাও যে, পরমাত্মা কোন পদার্থের স্রষ্টা নহে, তবে সে শাস্ত্র  
মিথ্যা এবং সে কথা আর কদাচ বলিও না। ‘পরমাত্মা স-  
কল পদার্থের স্রষ্টা বা কারণ নহে’ এই রূপ বোধ করিয়া গো-  
তমীয় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শৃগাল যোনি প্রাপ্ত হয়। এই  
সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন স্পষ্ট প্রমাণ থাকাতে এখনই গোতমের মত  
ত্যাগ কর। পরে অদ্বৈত বিদ্যা আশ্রয় করিলে গুরু উপর

স্বামিনং কেচিদাগত্য নম্রা তং কৰ্ম্মবাদিনঃ। প্রোচু স্মি-  
খস্ত সৃষ্টাদিকৰ্ম্মণো ভবতি প্রভো!। ৩০১ ॥

রম্যেণ কৰ্ম্মণা রম্যাং যোনিং বিপ্রাদিকস্ত বৈ। পাপেন  
কৰ্ম্মণা পাপাং শূদ্রাদৈস্তাং ব্রজন্তি হি। ৩০২ ॥

কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমান্স্থিতা জনকাদয়ঃ। ইত্যাদিকৈ স্মি-  
চোভি মূৰ্ম্মকুভিঃ কৰ্ম্মযত্নতঃ। ৩০৩ ॥

কার্য্যং স্মখস্ত সংপ্রাপ্তি শ্লোক ইত্যভিধীয়তে। ইত্যুক্তঃ  
প্রাহ মৈবং যন্তৈতৎকৰ্ম্মেতি হি ক্রতিঃ। ৩০৪ ॥

ব্রহ্মকার্য্যং জগদ্ ক্রতে ধ্যেয়ং তৎকারণং তথা। ইতু্যপক্রম্য  
সংক্রতে শম্ভুরাকাশমধ্যগঃ। ৩০৫ ॥

শতং চ সত্যমিত্যাदि ক্রতিশ্চাস্তি বিবোধিকা। ব্রহ্মণঃ  
স্বক্ষ্মস্থলাপি বিশ্বকারণরূপিণঃ। ৩০৬ ॥

তস্মাৎ সর্বজ্ঞ এবেশঃ কারণং জগতো মতম্। নৈব কস্ম  
জড়ত্বাদ্যে মন্দাস্তেহথাশ্রয়ন্তি তৎ। ৩০৭ ॥

ভক্তি জন্মিবে। গুরু ভক্তি হইতে যে শুদ্ধ আত্মজ্ঞান হইবে,  
তাহাতে তোমরা শীঘ্র মুক্ত হইতে পারিবে।

ধীরশিব প্রভৃতি পপমান্ববাদীগণ আচার্য্যের এইরূপ সুল-  
লিত বাক্য শ্রবণ করিয়া অবিলম্বে তাঁহার শিষ্য হইল।

আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে ত্রিবেণীতে প্রাতঃকালে  
স্নান করিয়া পূর্বপথ দিয়া সাতদিনে কাশীপতি বিশ্বেশ্বরের  
রাজধানী কাশী নগরীতে গমন করেন। কেহ স্তব পাঠ করি-  
তেছে, কেহ করতালী দিতেছে—কেহ বা শঙ্খ ধ্বনি করি-  
তেছে। এই রূপে দেখিলেন, কাশীর সমুদয় স্থান আনন্দে  
পরিপূর্ণ এবং সর্বত্র অদ্ভুত। তথায় শঙ্করগুরু সশিষ্যে তিন  
মাস অবস্থান করেন।

তৎকালে কতকগুলি কৰ্ম্মবাদী লোক আগমন করিয়া  
বলিতে লাগিল। প্রভো! এই বিশ্ব সংসারের সৃষ্টি স্থিতি  
ও লয়, কেবল কৰ্ম্ম হইতে সম্পন্ন হয়। উত্তম কৰ্ম্ম  
করিলে ব্রাহ্মণাদি কুলে জন্ম হয়, এবং পাপকৰ্ম্ম  
করিলে শূদ্রাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। জনকাদি মহাত্মাগণ কেবল

ইত্যাঙ্কান্তে পরাং বিদ্যাশাসিতাঃ শিষ্যতাং গতাঃ । ততো  
বাতরণাখ্যন্তং শিষ্যৈঃ সহ সমাগতঃ । ৩০৮ ॥

নত্বোবাচ স চক্রেহসৌ সর্বলোকপ্রকাশকঃ । বেদাদি-  
পালকঃ পূর্ণিমাদৌ পূজ্যঃ প্রযত্নতঃ । ৩০৯ ॥

তত্ৰূপাসনয়া মুক্তিরিত্যুক্তঃ প্রাহ নাস্তি সঃ । অনিত্যোপাস-  
নালভ্যো নিত্যো মোক্ষঃ কদাচন । ৩১০ ॥

ইষ্টাপূর্তাদিকং কৰ্ম কৃত্বা চন্দ্রশ্রমণ্ডলম্ । প্রাপ্য ভূয়োহস্ত  
লোকশ্চ প্রাপ্তিকৃত্য পরায়ণা । ৩১১ ॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মসা দক্ষিণারনম্ । তত্র চান্দ্রম-  
নং জ্যোতি বোগী প্রাপ্য নিবর্ততে । ৩১২ ॥

এষ দেবানমিত্যুক্তঃ শ্রুতৌ তস্মান্ন মুক্ততা । অনন্ত্যস্ত  
সুসেবাতঃ কিস্ত তল্লোকসংস্থিতিঃ । ৩১৩ ॥

তস্মান্মূঢ়মতিং ত্যক্ত্বা শুদ্ধাঈবতং সমাপ্রিতঃ । মুক্তো  
ভবেতি সংপ্রোক্তঃ সচ্ছিম্যোহসৌ বভূব হ । ৩১৪ ॥

ততো ভৌমাদিকানাং যে গ্রহাণাং সমুপাসকাঃ । নমস্কৃত্যো-  
চুরাচাৰ্য্যং শঙ্করং তে কৃপানিধিম্ । ৩১৫ ॥

কৰ্ম্মদ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । এই সকল শাস্ত্র বাক্য  
জলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে । অতএব যাহারা মোক্ষাভিলাষী, তাঁ-  
হারা সযত্নে কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন । কৰ্ম্ম করিলে সুখপ্রাপ্তি  
হইবে, সেই সুখলাভের নাম মোক্ষ ।

তাহাদের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন । তোমরা  
কদাচ একথা বলিতে পার না । “তস্মৈতৎ কৰ্ম্ম” এই জগৎ  
পরমাত্মার কার্য্য । এই শ্রুতিবাক্যে প্রমাণ হইতেছে যে, এই  
জগৎ ব্রহ্মের কার্য্য । জগতের যিনি কারণ, তাঁহাকেই ধ্যান  
করিলে । এইরূপে উপক্রম করিয়া বেদে কথিত হইয়াছে যে,  
তিনি শব্দ—তিনি আকাশমধ্যগামী—তিনি শত সত্য ।  
ইত্যাদি শ্রুতি স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছে । বেদে স বিশেষে নিরূ-  
পিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ । পরমব্রহ্মের স্থলত্ব  
ও সূক্ষ্মত্ব উভয় বিষয়ে শ্রুতি বচন জাগরুক আছে । এই

ভৌমাদিকস্ত সেবাতো মুক্তির্কেদে প্রচোদিতা । তস্মান্ন  
মুমুক্শুভিঃ সেব্যা এত এব প্রযত্নতঃ । ৩১৬ ॥

ইত্যাঙ্ক আহ লোকানাং গ্রহপীড়ানিবৃত্তয়ে । সেবা প্রোক্তা  
ন মুক্ত্যর্থঃ সা তু চেতনবোধতঃ । ৩১৭ ॥

সদেবেত্যাদিভি র্বাটৈক্য কেদে সমাশুদীরিতা । ইতি  
শ্রদ্ধাহং তে সর্কে গতাঃ শিষ্যত্বমাদরাৎ ।

ততঃ ক্ষপণকো নত্বা গুরুমাহ প্রভো ! ময়া । ত্বদাশ্রয়েন  
ষণ্মাসঃ কালো নীতস্ততো মতম্ । ৩১৯ ॥

মদীয়ং শৃণু কালোহয়ং পরং ব্রহ্ম সুসেব্যতাম্ । মুক্ত্যর্থমিতি  
সংপ্রোক্তঃ প্রাহ কালশ্চ জন্ম হি । ৩২০ ॥

সংবৎসরোহজায়ত কাল এষ ইতি শ্রুতিঃ প্রাহ ততঃ কুব-  
ন্ধিম্ । বিহায় শুদ্ধাঈবতমাপ্রিতস্তং মুক্তো ভবেত্যুক্ত ইমং  
মুনীশম্ । ৩২১ ॥

সমস্তসৰ্ব্বজ্ঞশিরোহবতংসং নত্বাহবয়ে ব্রহ্মণি সংরতো-  
হভূৎ । ততঃ পিতৃণাং সমুপাসকাস্তং সমাগতাঃ প্রাহুরিদং  
যতীশং । ৩২২ ॥

কারণে সৰ্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরই জগতের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হই-  
য়াছে । কৰ্ম্ম অনিত্য—কৰ্ম্ম জড়—সুতরাং কৰ্ম্ম জগতের  
কারণ নহে । তবে যাহারা মূর্খ, তাহারা এই কৰ্ম্ম স্বীকার  
করে ।

কৰ্ম্মবাদীগণ আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মবিদ্যা অবল-  
ম্বন করিল এবং আচার্য্যের শিষ্য হইল ।

অনন্তর বাতরণ নামে এক ব্যক্তি শিষ্যগণ সঙ্গে লইয়া তথায়  
উপস্থিত হয় । আসিয়া শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিল । এই  
চন্দ্র সকল লোকের প্রকাশক—দেবাদির পালক—পূর্ণিমাদি  
তীর্থে যত্নপূর্ব্বক চন্দ্রের পূজা করিবেক । চন্দ্রের উপাসনা  
করিলেই মুক্তি হয় ।

শঙ্কর তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন । অনিত্য বস্তুর  
উপাসনা করিয়া কদাচ নিত্য মোক্ষ হয় না । ইষ্টাপূর্তাদির  
যাগ করিলে চন্দ্রমণ্ডলে বাস হয় । পুনর্বার এই লোকে

অগ্নিস্বাত্তাদয়শ্চন্দ্রমণ্ডলোপরিবাসিনঃ । নিত্যমুক্তাস্তয়স্তেষু  
মুর্খিণীনাঃ সমূর্ত্তয়ঃ । ৩২৩ ॥

চত্বারঃ সেবনং তেষাং ধর্মাদিফলদং স্বতম্ । মুক্তিদষ্টৈব  
সংপ্রোক্তঃ গ্রাহ তান্ পরমো গুরুঃ । ২২৬ ॥

মৈবং নেত্যাদিবেদো হি কর্ম মুক্তে ন সাধনম্ । ইতি ক্রতে  
পরঃ ব্রহ্ম প্রাপ্নোত্যাশ্রজ ইত্যপি । ৩২৭ ॥

তন্মাৎ কর্ম্মাণি সংত্যাজ্য শুদ্ধচিত্তঃ পরেশ্বরম্ । শ্রদ্ধা  
গুরুমুখাৎ সম্যক্ বিচার্য্য স্তুবিমুচ্যতে । ৩২৮ ॥

ইতি শ্রদ্ধাহং তে সর্কে সত্যশ্রদ্ধাদয়ো গুরুম্ । নত্বা তদুপ-  
দেশেন সঙ্গতাঃ কৃতকৃত্যতাম্ । ২২৯ ॥

শ্রদ্ধাপাদাভিধঃ কশ্চিৎ কুজলীচন্তুথৈব চ । নমাগতো-  
চতু নত্বা যতীশং পরমং গুরুম্ । ৩৩০ ॥

আসিতে হয়। পরমেশ্বর এই সকল লোক প্রাপ্তির কথা  
উল্লেখ করিয়াছেন, ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণ, ছয় মাসে দক্ষিণায়ন।  
যোগী তথায় চন্দ্রের জ্যোতি পাইয়া নিবৃত্ত হন। বেদে উক্ত  
হইয়াছে, চন্দ্র দেবতাদিগের অন্ন। ঐ অন্নের সেবা করিলে  
মুক্তি হয় না। কিন্তু চন্দ্রের উপাসনা করিলে চন্দ্রলোকে  
বসতি হয়। অতএব মূঢ়বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈতবিদ্যা  
অবলম্বনপূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিবে।

চন্দ্রমতাবলম্বী পুরুষ আচার্য্যের একজন সৎশিষ্য হইল।  
২৯২—৩১৪।

অনন্তর কতকগুলিন মঙ্গলাদি গ্রহগণের উপাসক আসিয়া  
দয়ানিধি আচার্য্য শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিল। মঙ্গলাদি  
গ্রহগণের উপাসনা করিলে মুক্তি হয়, ইহা বেদে উক্ত হইয়াছে।  
অতএব মোক্ষপ্রার্থী ব্যক্তি মাত্রেই যত্ন পূর্ব্বক এই সকল গ্রহ-  
গণের উপাসনা করিবেক।

আচার্য্য তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন। সকল লোকের  
গ্রহপীড়া শান্তির জন্ত গ্রহসেবা আবশ্যক বটে, কিন্তু মুক্তির  
জন্ত গ্রহসেবা আবশ্যক নহে। “সদেব সৌমোদং” ইত্যাদি  
বেদবাক্যে চৈতন্ত বোধে সম্যকরূপে মুক্তির ব্যবস্থা প্রদর্শিত  
হইয়াছে।

তাহারা আচার্য্যের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আদর পূর্ব্বক  
ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন করিল এবং অবিলম্বে তাঁহার শিষ্যপদে  
আকৃষ্ট হইল। ৩১৫—৩১৮।

অনন্তর একজন ক্ষপণক নমস্কার করিয়া গুরুকে বলিল।  
হে প্রভো! আমি আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া ছয় মাস কাল  
অতিবাহিত করিয়াছি। অতএব আপনি আমার মত শ্রবণ

করুন। এই কারণ পরমব্রহ্ম। মুক্তির জন্ত আপনারা এই  
কালের উপাসনা করুন।

তাহার কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন। কালেরও জন্ম  
আছে। দেখ বেদে আছে—‘সম্বৎসরোহজায়ত’ পরমাত্মা  
হইতে এই সম্বৎসর কাল উৎপন্ন হইল। অতএব কুবুদ্ধি পরি-  
ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অদ্বৈত ব্রহ্মবিদ্যা অবলম্বন কর। তাহা  
হইলে তোমার অনায়াসে মুক্তি হইবে।

তখন কালবাদী সর্ষজ্জদিগের সর্কাগ্রগণ্য শঙ্করকে প্রণাম  
করিয়া ঐ মত অবলম্বন করিল। পরে অদ্বৈতব্রহ্মবিদ্যার অল্প-  
শীলনে একান্ত রত হইল।

অনন্তর কতকগুলিন পিতৃলোকের উপাসক উপস্থিত হইয়া  
যতীশ্বর শঙ্করকে নিবেদন করিল। অগ্নিস্বাত্তাদি পিতৃলোকেরা  
চন্দ্রমণ্ডলের উপরে বাস করেন। তাঁহারা নিত্যমুক্ত। তন্মধ্যে  
তিন জন মুক্তি বিহীন—চারি জন মূর্ত্তিধারী। এই সকল  
পিতৃলোকের সেবা কিম্বা উপাসনা করিলে পরম ধর্ম লাভ হয়।  
অধিকন্তু মুক্তি পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। অতএব যত্ন করিয়া  
পিতৃলোকের উপাসনা করা কর্তব্য। যে গৃহস্থ সত্যবাদী এবং  
পিতৃলোকের শ্রদ্ধ করেন, তাহারও মুক্তি অবধারিত। চান্দ্র-  
মাসের পরিমাণে অমাবস্তা তিথিতে পিতৃলোকের মধ্যাহ্ন কাল  
হয়। ঐ কালে পিতৃলোকের পরিতৃষ্টির জন্ত শ্রদ্ধ করিবেক।

তাহাদের এই সমস্ত কথা শুনিয়া পরম গুরু শঙ্কর বলিতে  
লাগিলেন। তোমরা এ কথা আর বলিও না। কারণ, বেদে  
আছে ‘ন’ অর্থাৎ কর্ম্ম কখনই মুক্তির উপায় হইতে পারেনা।  
যে ব্যক্তি আত্ম তত্ত্ব জানিয়াছে, তাহার পক্ষেই পরমব্রহ্ম লাভ  
হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্ম সকল ত্যাগ করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব ভাবে



যত্র নারায়ণঃ শেতে স সেব্যঃ শেষ ঈশ্বরঃ । গরুড়োহথ  
বিমোক্ষায় তন্ত বাহনতাং গতঃ । ৩৩১ ॥

ইত্যুক্ত আহ চেদেবং নারায়ণসুসেবনম্ । কর্তব্যং তেন  
শুদ্ধাস্তঃকরণো গুরুমুখাং পরম্ । ৩৩২ ॥

শ্রদ্ধা বিচার্য বিজায় ততো মুক্তিং গমিষ্যথঃ । ইত্যুক্তো  
তৌ গুরুং নত্বা সচ্ছিব্যত্মগুণাগতো । ৩৩৩ ॥

চিরকীর্তিমুখাঃ সিদ্ধোপাসকাস্তত আগতাঃ । প্রণম্যো-  
চু র্করং মন্ত্রান লুব্ধ্বা সিদ্ধোপদেশতঃ । ৩৩৪ ॥

কৃতকৃত্যাস্ততো যুগং ভবত্বেতন্নতানুগাঃ । শ্রীশৈলাদিক-  
শৈলেষু প্রাপ্য মন্ত্রাদিকান্ শুভান্ । ৩৩৫ ॥

সত্যনাথাদয়ঃ সিদ্ধাঃ কৃতার্থাশ্চিরজীবিনঃ । তেষাং সমুপ-  
দেশেন তথাভূতা বয়ং স্থিতাঃ । ৩৩৬ ॥

বিচিত্রাজ্ঞানমুখ্যাভি কিদ্যাভিঃ সর্ববেদিনঃ । তস্মাদন্যন্যতং  
তেভ্যং ন শক্যং কেন বিদ্যাতে । ৩৩৭ ॥

গুরুর মুখ হইতে পরমাত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিবেক । পরে তাহারই  
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করিলে মুক্তি লাভ ঘটে ।

আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া পিতৃলোকের উপাসক সত্য-  
শর্ম্মা প্রভৃতি ব্যক্তিগণ গুরুকে নমস্কার করিয়া পরে গুরুর  
উপদেশে সকলেই কৃতকৃত্য হইল ।

অনন্তর শঙ্খপাদ, কুজলীড় নামে কোন ছই জন লোক  
আসিয়া যতীশ্বর পরমগুরুকে নিবেদন করিল । যাহার উপর  
নারায়ণ শয়ন করেন, সেই ঈশ্বর শেষ (অনন্ত) দেবের উপাসনা  
করিবেক । গরুড়, মুক্তি কামনা করিয়া তাঁহার বাহন হইয়া  
ছিলেন ।

এই দুইজনের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন । যদি  
তোমাদের এইরূপ বাসনাই হইয়া থাকে, তবে নারায়ণের উপা-  
সনা করিবে । তাহা দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইবে । শেষে  
গুরুমুখ হইতে পরমতত্ত্ব শুনিয়া—তাহার বিচার করিয়া—তাহার  
জ্ঞান হইলে পরে মুক্তি লাভ হইবেক ।

ইত্যুক্ত আচার্য্য উবাচ কঙ্কফলেপ্পুতি ভাষণমপ্যযুক্তম্ । বিচিত্র  
বেশে হি কিয়ানিহার্থো দোষাপ্তিরেবাস্তি পরম্বলভাৎ । ৩৩৮ ॥

তথা চিরজীবনতঃ ফলং নো দেহো যতো হুঃখময়োহস্তি  
সর্বদা । তস্মাদ্বিশুদ্ধৈঃ কিল সাধনীয়ো দেহস্ত ত্যাগেন বিমু-  
ক্ত্যুপায়ঃ । ৩৩৯ ॥

শ্রদ্ধাহথ তে শিষ্যবরা বভূবু গন্ধর্কভক্তাস্তত উচুর্য্যাম্ ।  
বিশ্বাবস্থপাসনতো হি নাদবিজ্ঞানতো বিন্দুকলাবিবোধাৎ  
৩৪০ ॥

গুরুর এই কথা শুনিয়া তাহারা ছই জনে গুরুকে নমস্কার  
করিয়া আচার্য্যের শিষ্য হইল ।

অনন্তর চিরকীর্তি প্রভৃতি কতকগুলিন সিদ্ধ মন্ত্রের উপা-  
সক তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণাম পুরঃসর নিবেদন করিল ।  
আমরা মন্ত্র লাভ করিয়া সিদ্ধের উপদেশে কৃতকার্য্য হইয়াছি ।  
অতএব আপনারা এই মতের অনুসরণ করুন । শ্রীশৈলেশ  
প্রভৃতি পক্ষিতে শুভমন্ত্র পাইয়া সত্যনাথ প্রভৃতি সিদ্ধগণ কৃ-  
তার্থ এবং চিরজীবী হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকেন । তাহা-  
দের উপদেশে আমরাও তজ্জপ হইয়া বসতি করিতেছি । বিচি-  
ত্রাজ্ঞান প্রভৃতি যে সমস্ত বিদ্যা আছে, আমরা ঐ বিদ্যাপ্র-  
ভাবে সর্বজ্ঞ হইয়াছি । অতএব আমাদের ঐ মত খণ্ডন করিতে  
পারে, এমন লোক কেহই নাই ।

তাহাদের ঐ কথা শুনিয়া আচার্য্য বলিলেন । যাহারা  
আপাতরম্য ফল কামনা করে—যাহারা বিচিত্র বেশে সজ্জিত  
হইয়া থাকে—তাহাদের সহিত আলাপ করিতে নাই । তাহাতে  
কোন ফলোদয় নাই । বরং পরম্ব লাভ হইলে তাহাতে সম্পূর্ণ  
দোষের সম্ভাবনা । আর চিরজীবনেও বিশেষ কোন ফল  
নাই । এই দেহ সর্বদা হুঃখের আধার । অতএব যাহারা  
বিশুদ্ধ—তাহারাই ঈশ্বর সাধনা করিবার উপযুক্ত পাত্র । দেহের  
পরিত্যাগই একমাত্র মুক্তির উপায় ।

আচার্য্যের এই বাক্য শুনিয়া তাহারা সকলেই শিষ্য হইল ।  
অনন্তর গন্ধর্কের উপাসক কতকগুলিন লোক আসিয়া  
আর্য্য শঙ্করকে নিবেদন করিল । বিশ্বাবস্থর উপাসনা দ্বারা-

কৃতকৃত্য বয়ং যুয়ং যতো মুক্ত্যভিলাষিণঃ । শ্রমং গাক্ষর্ক-  
বিদ্যায়্যং কুরুধ্বং সর্বদৈব হি । ৩৪১ ॥

ইত্যুক্তঃ শ্রীশুকঃ প্রাহ মৈবং বেদবিরোধতঃ । তত্র শকা-  
দ্যতীতত্বং ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদিতম্ । ৩৪২ ॥

অশকমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ ।  
অনাদ্যানন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমু-  
চ্যাতে । ৩৪৩ ॥

ইতি শ্রুতৌ তথা প্রোক্তঃ পরঃ শকাদ্যগোচরঃ । নাদবিন্দু-  
কলাতীতং যন্তং বেদ স বেদবিৎ । ৩৪৪ ॥

ইতি তস্মাদবস্তোহপি ব্রহ্ম নাদাদ্যগোচরম্ । ভজ্যধ্বং তেন  
মুক্তিং তু গমিষ্যথ ন সংশয়ঃ । ৩৪৫ ॥

ইত্যুক্তাঃ শিবাভ্যং যাতান্ততো বৈতালসেবকাঃ । চিতা-  
ভস্মাকুলিপ্তাঙ্গা ভূতসেবারতাস্থা । ৩৪৬ ॥

বভাষিরে গুরুং নম্রা স্বামিন্ ! ভূতাহ্যপাসকাঃ । সর্বলোক-  
বশীকারে সমর্থ্য ইতি তদ্বচঃ । ৩৪৭ ॥

নাদবিজ্ঞান দ্বারা-বিন্দুকলার বোধ দ্বারা—আমরা কৃতার্থ হই-  
য়াছি। অতএব আপনারা মুক্তিপ্রার্থী হইয়া গাক্ষর্কবিদ্যায়  
নিয়ত পরিশ্রম করুন।

এই কথা শুনিয়া শ্রীশুক শঙ্কর বলিতে লাগিলেন। যখন  
বেদের সহিত এমতের ঐক্য নাই—তখন একথা অগ্রাহ্য।  
বেদে ব্রহ্মকে শকাতীত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। অশক,  
অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, নিত্য অনাদি, অনন্ত,  
মহত্ত্বের পর, ধ্রুব, এইরূপ ব্রহ্ম জানিলে মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত  
হওয়া যায়। স্মৃতি শাস্ত্রেও আছে—পরমব্রহ্ম শব্দের অগোচর।  
যেজন নাদ ও বিন্দুকলার অতীত পরব্রহ্মকে জানিতে পারে,  
সেই যথার্থ বেদজ্ঞ। এই কারণে তোমরাও নাদাদির অগো-  
চর ব্রহ্ম ভজনা কর। তাহাতেই মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।  
এবিষয়ে আর কোন সংশয় নাই।

শ্রদ্ধোবাচ যতীশস্তান যুক্তং ভবতাং মতম্ । ব্রাহ্মণানাং  
ন সংপ্রোক্তা যতো ভূতাহ্যপাসনা । ৩৪৮ ॥

অপসর্পন্ত যে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ । যে ভূতা বিঘ্ন-  
কর্তারস্তে নশ্বস্ত শিবাজ্জয়া ! ৩৪৯ ॥

ইত্যাদিবচনাতস্মাদ্ ভ্রষ্টাচারং বিহায় তম্ । স্ববর্ণো-  
চিতকর্ম্মাণি কুরুতাদ্বৈতমাপ্রিতাঃ । ৩৫০ ॥

স্বকর্ম্মহীনা ন গতিং লভন্তে শ্রদ্ধেদমাচার্য্যবরং প্রথম্য

শঙ্করের এই কথা শুনিয়া তাহারা সকলেই আচার্য্যের শিষ্য  
হইল।

অনন্তর বেতালের উপাসক কতকগুলিন লোক আসিয়া  
উপস্থিত হয়। তাহাদের সর্বদা চিতার ভস্ম বিলিপ্ত রহি-  
য়াছে। সর্বদাই ভূতপ্রেতাদির সেবায় আসক্ত। তখন তা-  
হারা গুরুকে নমস্কার করিয়া বলিল। প্রভো! যাহারা ভূত-  
বেতালাদির উপাসক, তাহারা ইচ্ছা করিলেই ত্রিভুবন বশীভূত  
করিতে পারে।

তাহাদের বাক্য শুনিয়া যতিরাজ শঙ্কর বলিতে লাগিলেন।  
তোমাদের মত অত্যন্ত অনুপযুক্ত। বিশেষতঃ যাহারা ব্রাহ্মণ,  
তাহাদের ভূতাদির উপাসনা একেবারে নিষিদ্ধ। “যে সকল  
ভূত ভূতলে অবস্থিতি করে, তাহারা এখনই গমন করুক। যে  
সকল ভূত বিঘ্ন উৎপাদন করে, শিবের আজ্ঞায় তাহারা বিনষ্ট  
হউক।” যখন এই সকল শাস্ত্রীয় বচন রহিয়াছে, তখন তোমা-  
দের বাক্য অশ্রদ্ধের। একরূপ ভ্রষ্টাচার ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব বর্ণো-  
চিত আচার, কার্য্য সকল গ্রহণ কর। অদ্বৈতমতে আস্তা প্রকাশ  
কর। যাহারা স্ব স্ব বর্ণোচিত কার্য্য করে না, তাহাদের সদ-  
গতি হয় না।

আচার্য্যের এই বাক্য শুনিয়া তাহারা ভক্তিভাবে আচার্য্যকে  
প্রণাম করিল। আপনার বর্ণোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে  
প্রবৃত্ত হইল। পঞ্চ দেবতার পূজা করিয়া আচার্য্যের শিষ্য  
হইল। ৩১৯—৩৫১।

যতিরাদথ তেষু তেষু দেশেষ্বিতি পাষণ্ডপরান্  
দ্বিজান্ বিমথুন্ । অপরাস্তমহার্গবোপকণ্ঠং প্রতি-  
পেদে প্রতিবাদিদর্পহস্তা ॥ ২৮ ॥

বিললাস চলন্তরঙ্গহস্তৈ নর্দরাজোহভিনয়ম্-  
গূঢ়মর্থম্ । অবধীরিতদুন্দুভিস্বনেন প্রতিবাদীব  
মহান্ মহারবেণ ॥ ৩০ ॥

সকর্ম্মশীলাঃ কিল পঞ্চপূজাপরায়ণাঃ শিষ্যবরা বভূবুঃ । ৩৫১ ॥  
২৮ ॥

তদেতৎ সর্কং সংক্ষিপ্যাহ যতিরাদিতি । অপরাস্তমহা-  
র্গবোপকণ্ঠং পশ্চিমসমুদ্রসমীপম্ । ২৯ ॥

চলন্তরঙ্গহস্তৈ ইত্যুপাংস্বধীরিতস্তিরস্কতো দুন্দুভি-  
স্বনো যেন তথভূতেন মহতা শব্দেন নিগূঢ়মর্থমভিনয়ন্ প্রকট-  
য়ন মহামদরাজঃ সমুদ্রঃ প্রতিবাদিবদ্বিললাস বিগুণ্ডভে । ৩০ ॥

অনন্তর যতিরাজ শঙ্কর সেই সেই দেশে যে  
সকল ব্রাহ্মণ পাষণ্ড ও পাষণ্ড-আচার অবলম্বন করি-  
য়াছিল, তাহাদিগকে মথন করিয়া প্রতিবাদীগণের  
দর্প ক্ষয় করিবার বাসনায় পশ্চিম সমুদ্রের উপ-  
কূলে উপস্থিত হইলেন ॥ ২৯ ॥

বাদীকে দেখিলে প্রতিবাদী বেরূপ হস্ত বাড়া-  
ইয়া সম্ভাষণ করে এবং গম্ভীর স্বরে কথাবার্তা  
কয়, সমুদ্রও তদ্রূপ তরঙ্গরূপ চঞ্চল হস্ত বাড়াইয়া  
গম্ভীর রবে দুন্দুভি ধ্বনি পরাস্ত করিয়া, নিগূঢ় অর্থ  
প্রকাশ পূর্বক শোভা পাইতে লাগিল । ৩০ ।

বহুলভ্রমবানরং জড়াত্মা স্তমনোভি স্মথিতশ্চ  
পূর্বমেব । ইতি সিন্ধুমুপেক্ষ্য স ক্ষমাবানিব  
গোকর্ণমুদারধীঃ প্রতস্থে ॥ ৩১ ॥

অবগাহ সরিৎপতিং স তত্র প্রিয়মাসাদ্য ভূ-  
ষারশৈলপুত্র্যাঃ । স্তবসত্তমমদুতার্থচিত্রং রচয়ামাস  
ভূজঙ্গবৃন্তরম্যম্ ॥ ৩২ ॥

আচার্য্যেয্যন্তর্হি কিমিত্যুপেক্ষিত ইত্যাক্ষ্যাহ বহলেতি,  
প্রতিবাদিতুল্যোহপি বহলাবর্তলক্ষণভ্রমবান্ জড়াত্মা পুনশ্চ  
দেবলক্ষণৈঃ সংস্কৃতচিত্তৈঃ পণ্ডিতৈঃ পুত্রৈব মথিতশ্চেতি ততোঃ  
সমুদ্রমুপেক্ষ্য স ত্রীশঙ্করাচার্য্যঃ ক্ষমাবানিবোদারধী গোকর্ণং  
প্রতস্থে ইব শব্দ উৎপ্রেক্ষার্থকঃ । ৩১ ॥

স ত্রীশঙ্করস্তত্র সরিৎপতিং সমুদ্রমবগাহ হিমাচলমুতারাঃ  
পার্বত্যাঃ প্রিয়ং মহাদেবমাসাদ্য চতুর্ভি র্যকারৈ ভূজঙ্গ প্রয়াত-  
বৃন্তৈরম্যমদুতৈরর্থৈ বিচিত্রং স্তবসত্তমং রচয়ামাস ॥ ৩২ ॥

ভ্রমাস্থিত, পণ্ডিত কর্তৃক পরাস্ত, জড়মাতিকে  
দেখিলে পণ্ডিত লোকে যেমন উপেক্ষা করেন,  
সেইরূপ বিবিধ ভ্রম (ঘূর্ণি) যুক্ত, দেবগণ কর্তৃক  
মথিত, জড়াত্মা সমুদ্রকে দেখিয়া, শঙ্কর তাহাকে  
ক্ষমা করিয়াই যেন গোকর্ণ দেশে গমন করেন ।  
বাস্তবিক জড়কে দেখিয়া পণ্ডিতের তাহার উপরে  
ক্ষমা প্রকাশ করা স্বভাবসিদ্ধ গুণ । ৩১ ।

আচার্য্য শঙ্কর তথায় সরিৎপতি সমুদ্রের জলে  
অবগাহন করিয়া পার্বতীপতি মহাদেবকে দর্শন  
করেন । অনন্তর বিবিধ অদুত অর্থযুক্ত ‘ভূজঙ্গ  
প্রয়াত’ ছন্দে মহাদেবের এক উৎকৃষ্ট স্তব  
করেন । ৩২ ।

তদনন্তরমাগমাস্তুবিদ্যাং প্রণতেভ্যঃ প্রতি-  
পাদয়ন্তুমেনম্ । হরদত্তসমাস্থয়োহধিগম্য স্বগুরুং  
সঙ্গিরতেস্ম নীলকণ্ঠম্ ॥ ৩৩ ॥

ভগবন্নিহ শঙ্করাভিধানো যতিরাগত্য জিগীষু-  
রার্য্যপাদান্ । স্ববশীকৃতভট্টমণ্ডনাদিঃ সহ শিষ্যৈ-  
র্গিরিশালয়ে সমাস্তে ॥ ৩৪ ॥

ইতি তদ্বচনং নিশম্য সম্যগ্ গ্রথিতানেকনিবন্ধ-

স্তবসত্তমরচনানন্তরং বেদান্তবিদ্যাং নদ্রীভূতেভ্যো বিনে-  
রেভ্যঃ প্রতিপাদয়ন্তুমেনং ত্রিশঙ্করং হরদত্তসমাখ্যোহধিগম্য  
স্বগুরুং নীলকণ্ঠং প্রোক্তবান্ যৎ প্রোক্তবান্ তদুদাহরতি ।  
হে ভগবন্! শঙ্করাখ্যো যতিরার্য্যপাদান্ ভবতো বিজিগীষু-  
রিহাগত্য শিষ্যৈঃ সহ শিবাশালে সমাস্তে তস্তোপেক্ষণীয়ত্বং  
বারয়তি স্ববশীকৃতভট্টপাদমণ্ডনমিশ্রাদয়ো যেন সঃ । ৩৪ ॥

ইতি তস্ম হরদত্তস্ত বচনং শ্রুত্বা সম্যগ্ গ্রথিতানেকনিবন্ধ-  
লক্ষণৈ রত্নৈ হারো যেন পুরশ্চ শিবতৎপরস্তাখ্যাতো ব্রহ্মজিজ্ঞা-

উৎকৃষ্ট স্তব রচনা করিবার পর যখন আচার্য্য  
আপনার বিনীত ও নত্ন শিষ্যদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা  
উপদেশ দেন, তখন হরদত্ত নামে কোন এক ব্যক্তি  
আপনার গুরু নীলকণ্ঠকে শঙ্করের কথা ব্যক্ত  
করেন । ৩৩ ॥

হে ভগবন্! শঙ্কর নামে একজন যতীশ্বর  
আপনাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া এই স্থানে  
আগমন করিয়া শিষ্য সমভিব্যাহারে, শিবাশালে  
অবস্থিতি করিতেছেন । আপনি তাহাকে উপেক্ষা  
করিবেন না । কারণ, এই যতিবর, ভট্টপাদ, মণ্ডন  
মিশ্র প্রভৃতি অদ্বিতীয় পণ্ডিতদিগকে বাদে পরাস্ত  
করিয়া বশীভূত করিয়াছেন । ৩৪ ।

রত্নহারঃ । শিবতৎপরসূত্রভাষ্যকর্তা প্রহসন্ বাচ-  
মুবাচ শৈববর্ধ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

সরিতাং পতিমেষ শোষয়েদ্বা সবিতারং বিয়তঃ  
প্রপাতয়েদ্বা । পটবৎ সুরবজ্রং বেষ্টয়েদ্বা বিজ-  
য়ে নৈব তথাপি মে সমর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

পরপক্ষতমিত্রচক্ষুদর্শকৈর্ম্মম তর্কৈর্ক্বল্লধা বিশী-

সেত্যাদিশ্রুত্যাণাং ভাষ্যস্ত কর্তা স শৈববর্ধ্যঃ প্রহসন্ বাচ-  
মুবাচ ॥ ৩৫ ॥

বাচমেব সগর্ভামুদাহরতি । যদ্যেব যতিঃ সমুদ্রং শোষ-  
য়েৎ যদি বা গগনাং সবিতারং সূর্য্যং প্রপাতয়েৎ যদি বা  
পটবদাকাশং বেষ্টয়েত্তথাপি মে বিজয়ে সমর্থো নৈব ভবেৎ  
॥ ৩৬ ॥

পরপক্ষলক্ষণাক্ষকারাণাং নিবারণে ক্ষুরস্তিঃ সূর্য্যে মম তর্কৈ

শৈব নীলকণ্ঠ অনেক প্রবন্ধরূপ রত্ন দ্বারা  
উত্তমরূপে হার গ্রথিত করেন । ব্যাসপ্রণীত  
‘অখাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা’ ইত্যাদি বেদান্ত সূত্র সমু-  
হের ‘শিব তৎপর’ নামে এক ভাষ্য প্রস্তুত করেন ।  
তাহাতেই হরদত্তের বাক্য শুনিয়া সহাস্যে ও  
সগর্বে বলিতে লাগিলেন । ৩৫ ।

“যদি এই ব্যক্তি নদীপতি সমুদ্রকেও শুষ্ক  
করেন—আকাশ হইতে সূর্য্যকেও অধঃপতিত  
করেন—অথবা পটের মতন আকাশকেও সহজে  
বেষ্টন করেন—তথাপি কেহ কখনই আমাকে জয়  
করিতে সমর্থ হইবে না” । ৩৬ ।

“বাদিগণের যে সমস্ত মতরূপ অন্ধকার আছে,



যায়াগম্ । আধুনৈব মতং নিজং স পশুত্বিত্তি  
জয়ন্তিতসাদনমকোপঃ ॥ ৩৭ ॥

সিতভূতিতরনিতাখিলানৈঃ ক্ষুটরুজ্জাক-  
কলাপকত্রকঠৈঃ । পরিবীতমধীতশৈবশাষ্ট্রে যুনি-  
রায়ান্তমমুদদর্শ শিষ্যৈঃ ॥ ৩৮ ॥

রধুনৈবাহনেকথা বিশীর্ঘ্যমাণং নিজং মতং স যতিঃ ইতি  
জয়ন্তিতসাদনমকোপো নীলকণ্ঠো নির্গতবান্ ॥ ৩৭ ॥

খেতভূত্যা ব্যাপ্তজ্ঞানি যেষাং পুনশ্চ ক্ষুটরুজ্জাকানাং সমু-  
হেন কত্রাঃ কমলীয়াঃ কঠা যেষাং তথাভূতৈরধীতশৈব-  
শাষ্ট্রেঃ শিষ্যৈঃ পরিবেষ্টিতমায়ান্তমমুঃ নীলকণ্ঠঃ যুনিঃ  
শ্রীশঙ্করো দদর্শ ॥ ৩৮ ॥

সেই সমস্ত তিমির দলনে আমার শাস্ত্রীয় যুক্তি  
ও তর্ক প্রদীপ্ত সূর্য্য সদৃশ । আমার এরূপ তর্কের  
কাছে যতির মত একবারে শতধা খণ্ডিত হইবে ।  
তখন যতি আমাকে জানিতে পারিবেন ।”  
এই কথা বলিয়া অত্যন্ত কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক  
নীলকণ্ঠ নির্গত হইল । ৩৭ ।

নীলকণ্ঠের শিষ্যগণ খেতবর্ণ ভদ্মন্বারা সর্ব্বদা  
ব্যাপ্ত করিয়াছে । উজ্জ্বল রুজ্জাক মালা গল-  
দেশে ধারণ করাতে কণ্ঠদেশ অতিশয় রমণীয়  
হইয়াছে । সকলেই শৈবমতের পারগামী এবং  
কৃতবিদ্য ছাত্র । শঙ্কর এইরূপ উপযুক্ত শিষ্য  
সমূহে বেষ্টিত হইয়া নীলকণ্ঠকে দূর হইতে  
আসিতে দেখিলেন । ৩৮ ।

অধিগত্য মহর্ষিসম্মিকর্ষং কবিরাজিষ্ঠযদাঙ্গ-  
পক্ষমেঘঃ । শুকতাতকৃতান্নশাস্ত্রতঃ প্রাকপি-  
লাচার্য্য ইবান্নশাস্ত্রমহা ॥ ৩৯ ॥

ভগবন্ ! ক্ষণমাত্রমীক্যতাং তৎ প্রথমং তু ক্ষু-  
দ্রুতিপাটবং মে । ইতি দেশিকপুঙ্গবং নিবার্য্য  
ব্যবদন্তেন হুরেশ্বরঃ সুধীশঃ ॥ ৪০ ॥

মহর্ষেঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যন্ত সন্নিবর্তং সমীপং প্রাপ্যৈষঃ কবি-  
নীলকণ্ঠ আঙ্গপক্ষমাজিষ্ঠযৎ সম্যক্ স্থাপিতবান্ তত্রোপ-  
মানমাহ । শুকতাতেন ত্রীবেদব্যাসেন কৃতাদান্নপ্রতিপাদকা-  
চ্ছান্নাচ্ছারীকমীমাংসাসংজ্ঞকাৎ প্রাক্ বধ্য কপিলাচার্য্যঃ  
সাক্যৎ শশাস্ত্রং স্থাপিতবান্ ভবৎ ॥ ৩৯ ॥

তদানীং হৃৎকং নিবার্য্য হুরেশ্বরো বিবাদং কৃতবানিত্যাহ  
হে ভগবন্ ! ক্ষণমাত্রং প্রথমম্ভমেতৎ ক্ষুদ্রুতিপাটবমীক্যতা-  
মিতি দেশিকপুঙ্গবং নিবার্য্য সুধীনাধীশঃ হুরেশ্বরন্তেন নীল-  
কণ্ঠেন ব্যবদৎ ॥ ৪০ ॥

পুরাকালে শুকদেবের পিতা বেদব্যাস কৃত  
প্রতিপাদক শারীরক শাস্ত্র থাকিলেও  
মহর্ষি কপিলাচার্য্য যেরূপ আপনার পক্ষ সম-  
র্থন করিয়া ছিলেন, তদ্রূপ এই পণ্ডিত নীলকণ্ঠ  
মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের নিকটে আসিয়া স্বকীয় পক্ষ  
সংস্থাপন করিলেন । ৩৯ ।

“হে ভগবন্ ! আপনি ক্ষণকাল আমার  
প্রথমত প্রদীপ্ত বাক্চাতুর্য্য অবলোকন করুন ।”  
নীলকণ্ঠের উদ্দেশে এই কথা কহিয়া এবং নিজ  
গুরু শঙ্করকে নিবারণ করিয়া সুধীবর হুরেশ্বর  
নীলকণ্ঠের সহিত বিবাদ করিতে প্রবৃত্ত হই-  
লেন । ৪০ ।

হুয়তে । তব কৌশলবিজ্ঞানে স্বয়ম্ভৈব যুনিঃ  
প্রতিব্রবীতু । ইতি তং বিনিবর্ত্য নীলকণ্ঠো  
যতিকঠীরবসম্মুখস্তদাসীৎ ॥ ৪১ ॥

পরমকলকলবিসাবলীভকণে হংসৈর্দৈর্ঘ্যচৈনন্তত মতং চ-  
খণ্ড নগ্নী । অথ নীলবলঃ স্বপকরকাং জহদৈবত-  
মপাকরিষ্যুরুচে ॥ ৪২ ॥

বিবদমানং সুরেশ্বরং প্রতি নীলকণ্ঠো বহুত্ববাহুত্বদাহ  
হে হুয়তে । তব কৌশলভাং বিজ্ঞানেহতঃ স্বয়ম্ভৈব যুনিঃ প্রতি-  
ব্রবীতু ইতি তং সুরেশ্বরং বিনিবর্ত্য তদা যতিসিংহজমুখ  
আসীৎ ॥ ৪১ ॥

ততঃ পরমকলকলবিসাবলীভকণে হংসৈর্দৈর্ঘ্যচৈনন্তত সম্যক্  
স্থাপিতং মতং নগ্নী শ্রীপকরকাং খণ্ডিতবান্ । অখানন্তরং নীল-  
কণ্ঠঃ স্বপকরকাং জহদৈবতমপাকরিষ্যুরুচুমিষ্যুরুবাচ ॥ ৪২ ॥

হে হুয়তে । আমি তোমার কুজিকৌশল অব-  
গত আছি । অতএব শঙ্কর যুনি স্বয়ং প্রত্যুত্তর  
দিতে আগ্রহ করি। এই কথা বলিয়া সুরে-  
শ্বরকে নিবারণ করিল । পরে যতিরাজ শঙ্করের  
সম্মুখীন হন । ৪১ ।

দগ্ধী শঙ্করাচার্য্য প্রতিবাদীগণের মতরূপ  
স্থাপন ভঙ্গ করিতে বচনরূপ হংস নিযুক্ত করি-  
লেন । তাহাতেই নীলকণ্ঠের সংস্থাপিত মত  
সকল খণ্ডন করেন । অনন্তর নীলকণ্ঠ স্বপক-  
রকা করা ছুরক ছাটিল । তাহাতে কান্দ হন, এবং  
অধৈর্যমত নিরাশ্রয় করিবার বাসনার প্রকাশ  
হইয়া বলিলেন । ৪২ ।

প্রশমিন্ ! তদসীতি বহুবীকৈঃ কথিতোহর্থঃ স  
ন বুজ্যতে হৃদিকৈঃ । অতিনা তিম্রপ্রকাশয়োঃ  
কিং ঘটতে হস্ত বিরুদ্ধধর্মবদ্ব্যং ॥ ৪৩ ॥

রবিতং প্রতিবিষয়োরিবাভিচারচ্চাভিচারিত্যপিত-

বদুচে তদাহ বড়্ভিঃ । হে প্রশমিন্ !\* তদ্ব্যমহাদিবেদত্রয়ী-  
মন্তকে জীবেশ্বরাভেদলক্ষণো যদ্বদিষ্টোহর্থঃ কথিতঃ স ন বুজ্যতে  
কিং তমঃপ্রকাশয়োরভেদো ঘটতে নৈব বুজ্যতে তত্র  
হেতু বিরুদ্ধধর্মবদ্ব্যং ৮ জীবেশ্বরাভেদো ন ভবতি বিরুদ্ধ-  
ধর্মবদ্ব্যংপ্রকাশয়োরিবেতি যুক্তিবিরোধোহদিষ্টোহর্থো বেদা-  
ভেদৈর্নৈব কথিত ইতি ভাবঃ ॥ ৪৩ ॥

মহু রবিতং প্রতিবিষয়ো ব্যভিচারচ্চাভিচারিত্যপিত্যদি-  
বিরুদ্ধধর্মবদ্ব্যংপ্রকাশয়োরভেদো ভাব্যভাবস্ত সত্যত্বাং ৮ বিরুদ্ধধর্ময়ো-

হে শমধন শঙ্কর ! 'তদ্ব্যমসি' ইত্যাদি বেদ-  
বাক্য দ্বারা জীব এবং ঈশ্বরের অভেদ রূপ অর্থ  
যে আপনার অভিপ্রেত হইয়াছে, তাহা যুক্তি-  
সিদ্ধ নহে । কারণ, তিম্র এবং আলোকের  
কদাচ অভেদ ঘটিতে পারে না । তম এবং  
প্রকাশ যেরূপ উভয়ে বিরুদ্ধ ধর্মাবলম্বী, তদ্রূপ  
জীব ঈশ্বরের তুণ বিরুদ্ধ । সুতরাং আপনি  
যে অর্থ মনোনীত করিয়াছেন, বেদান্ত দ্বারা তাহা  
প্রতিপন্ন হইতে পারে না । ৪৩ ।

সূর্য্য এবং সূর্য্য প্রতিবিম্বের মতন কান্তবিক্র  
অভেদ হয়, একথাও বলিতে পারেন না । কারণ,  
ব্যোমশিব প্রভৃতি গুরুগণের মতে ধর্মগণে যে বস্তু  
প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা মিথ্যা । প্রতিবিম্ব মিথ্যা

যতো ন বাচ্যং । যুগ্মে প্রতিবিম্বিতস্ত মিথ্যা-  
বসন্তে বোমনিবাদিনেশিকোক্ত্য ॥ ৪৪ ॥

যুগ্মহযুগ্ম বিম্ববস্ত্রাভিনয়া পাশ্চগলোক-  
লোকেনে । প্রতিবিম্বিতমাননং যুবা স্তাদিতি  
ভাবকমতানুগোক্তিকশ্চ ॥ ৪৫ ॥

রপি তয়ো রবিতং প্রতিবিম্বয়োরিবাভেদো বৃক্ষভামিত্য।  
শব্দ্য পরিহরতি । রবিতং প্রতিবিম্বয়োরিব তত্ত্বভেদভিত্তিকভেদো  
ঘটভামিত্যপি ন বাচ্যং তত্র তেহ বোমনিবাদিনেশিকোক্ত্য  
দর্পণে প্রতিবিম্বিতস্ত মিথ্যাত্বাবগতেস্তথা চ মিথ্যাত্বেন  
বাধ্যস্ত প্রতিবিম্বিতভেদযোগাতারা অভাবেন বাতিচার-  
ভাবাত্তদৃষ্টান্তেন জীবেন্দ্রিয়রোরভেদো ন বৃক্ষত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

কিঞ্চ ভবদীরমতানুগাপ্যকিরপ্যস্তীত্যাহ । বিম্বস্থান  
যুগ্মস্ত যুগ্মস্ত ভেদেন সমীপস্থলোকাবলোকনেন হেতুনা  
প্রতিবিম্বিতং যুগ্মং যুবা স্তাদিতি ভবদীরমতানুগোক্তিকশ্চ-  
ক্ষার্বকঃ ॥ ৪৫ ॥

হইলে অভেদ হইবার সম্ভাবনা থাকে না—যতরাং  
সেই দৃষ্টান্তে জীব এবং ইন্দ্রিয়ের অভেদও ঘটে  
না । ৪৪ ।

প্রতিবিম্ব যুগ্ম হইতে দর্পণস্থ যুগ্মের ভেদ  
স্বীকার করা হইয়া থাকে । সেই কারণে সমীপ-  
বর্তী লোকদিগের সাক্ষাৎকার হয় । ইহাতেই  
প্রতিবিম্বিত যুগ্ম মিথ্যা বলিয়া বোধ করিতে হইবে ।  
আপনিও আপনার দ্বতে এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন  
করিয়া থাকেন । ৪৫ ।

ন চ মায়িকজীবনিষ্ঠমৌল্যেধরসার্বজ্ঞবিরুদ্ধ-  
ধর্মবাধ্যঃ । উভয়োরপি চৈতন্যরূপতারা অবি-  
শেষানুভবিত্বেন বাস্তবীতি ॥ ৪৬ ॥

মহি মানশতৈঃ স্থিতস্ত বাধ্যপরম্ব দত্তজনা-

নহ জীবনিষ্ঠমৌল্যেধরসার্বজ্ঞস্ত চ বিরুদ্ধধর্মস্ত মায়িক-  
ত্বেন বাধ্যত্বমোরপি চৈতন্যরূপতারা অবিশেষানুভবো-  
ভেদে এবৈত্যাশঙ্ক্য পরিহারং প্রতিজানীতে নচেতি ॥ ৪৬ ॥

তত্র হেতুমাহ । হি যস্মাৎ প্রমাণশতৈঃ স্থিতস্ত বিরুদ্ধধর্মস্ত  
বাধ্যো ন সংভবতি বাধ্যত্বাবেন মায়িকত্বমপ্যস্ত নাস্তীতি ভাবঃ ।  
বিশেষে বাধ্যকমাহ অপরম্বতি । মানশতৈঃ স্থিতস্তাপি বাধ্য-  
কোকারে তেহো দত্তজনাঃ স্তাৎ তত্র যুক্তিমাহ । বিপরীত

জীবে যে মূঢ়তা গুণ আছে এবং ইন্দ্রিয়ের  
সর্বজ্ঞতা শক্তি আছে, এই উভয় গুণ পরস্প-  
রের বিরোধী মাত্রাবশতঃ যদি উভয়ের উভয়  
শক্তির বাধ হয়, তবে উভয়ের চৈতন্য শক্তি  
এক হইল । তাহাতেও আপনি জীব ও ইন্দ্রিয়ের  
অভেদ বাস্তবিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন  
না । ৪৬ ।

যে বস্তু বিদ্যমান আছে, শত সহস্র প্রমাণ  
দ্বারাও তাহার অন্যথা করিতে পারা যায় না ।  
তাহা স্বীকার করিলে ভেদ পদার্থের উপর জলা-  
ঞ্জলি দান করিতে হয় । তাহার যুক্তি এই—  
অগ্নি ও গোধ ইহারা পরস্পর বিপরীত পদার্থ,  
যদি অগ্নি ও গোধের অন্যথা হয়, তবে অগ্নি



জ্ঞানি তিষ্ঠা স্তাৎ । বিপরীতহরঃগোহবাধাধর-  
পশ্বোনিজরূপকৈক্যযুক্ত্য ॥ ৪৭ ॥

যদি মানসতস্য হানমিষ্টং ন ভবেত্তর্হি ন  
চেশ্বরোহহমস্মি । ইতি মানসতস্য জীবনকৈশ্বর-  
ভেদস্য ন হানমপ্যভীষ্টম্ ॥ ৪৮ ॥

ইতি যুক্তিশতেঃ স নীলকণ্ঠঃ কবিরক্ষোভয়দ-  
দ্বিতীয়পক্ষম্ । নিগমাস্তবচঃ প্রকাশ্যমানং কলভঃ  
পদ্যবনং যথা প্রফুল্লম্ ॥ ৪৯ ॥

যোরন্থগোহরোক্ষাধাদধগধোঃ স্বরূপতৈক্যমেবেতি যুক্ত্য-  
ত্যাগঃ ॥ ৪৭ ॥

যদি প্রত্যক্ষাদিমানাবগতস্ত হানমিষ্টং ন ভবেত্তর্হি  
ন চেশ্বরোহহমস্মিতি প্রত্যক্ষপ্রমাণাবগতস্ত জীবনকৈশ্বরভেদস্ত  
হানমপ্যভীষ্টং ন ভবেদিত্যাগঃ ॥ ৪৮ ॥

ইত্যেবং যুক্তিশতেঃ স কবি নীলকণ্ঠো বেনাস্তবচোক্তিঃ  
প্রকাশ্যমানমবৈতপক্ষমক্ষোভয়ং যথা প্রফুল্লং সরোজবনং  
হস্তিপোতঃ কোভয়তি তদ্বৎ ॥ ৪৯ ॥

এবং পশু—এই উভয়ের স্বরূপ এক হইয়া  
উঠে । ৪৭ ।

যেবস্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা যথার্থরূপে অব-  
গত হইয়াছে তাহার অন্যথা হওয়া যদি আপনার  
অভিপ্রের্ত না হয়, তবে আমি ঈশ্বর নয়,  
এই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা তদীব এবং ঈশ্বর  
ভেদের অন্যথা হওয়াও যুক্তিসঙ্গত নহে । ৪৮ ।

যেরূপ করিণাবক পুঙ্খকমল বনে গিয়া  
তাহাকে দলিতকরে, পণ্ডিত নীলকণ্ঠ বেনাস্ত-  
বাক্যে বিরাজমান অবৈত পক্ষ ও তত্রূপ খণ্ডন  
করিলেন । ৪৯ ।

অথ নীলগলোক্তদোষকালে ভগবানেবদবো-  
চাস্ত কামম্ । শৃণু তত্ত্বমসীতি সস্ত্রদায়ক্রান্তি-  
বাক্যান্য পরাবরেহভিসন্ধিম্ ॥ ৫০ ॥

নমু বাচ্যগতা বিরুদ্ধতাধীর্নিহ মোহসাবিত্তি-  
বিরোধহানে । অবিরোধি তু বাচ্যমাদদৈক্যঃ

অথ তৎকৃতাবেতপক্ষক্ষোভানন্তরং নীলকণ্ঠেনোক্তং দোষ-  
জালং যস্মৈ স ভগবাহুধরাচার্য্য উবাচ এবং যদ্বক্তং যথেষ্ট-  
মন্ত তথাপি তত্ত্বমসীতি সস্ত্রদায় ক্রতিবাক্যস্ত পরাবরে অভি-  
প্রারং শৃণু পরে ব্রহ্মাদয়োহবরে যস্মাত্তথাভূতেহর্থৈওকরসে  
যদ্বা কার্যোপাধিকো জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বর ইত্যুক্তদ্বাং  
কারণাভিন্নে কার্যে ॥ ৫০ ॥

ইহ তত্ত্বমসিবাক্যে মোহমিতিবিরুদ্ধতাবুদ্ধি নমু বাচ্য-  
গতা ন তু লক্ষ্যগতা তথা চ ভাগলক্ষণয়া তত্ত্ব বিরোধস্ত হানে  
মতি অবিরোধি বাচ্যং চৈতন্তমাত্রং তু স্বীকুর্কৃতত্ত্বমিতি

নীলকণ্ঠের উক্ত দোষ সকল নিজ পক্ষে ক্যান্ত  
হইয়াছে দেখিয়া শঙ্করাচার্য্য বলিতে লাগিলেন ।  
তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা যথেষ্ট হইয়াছে ।  
তথাপি ‘তত্ত্বমসি’ এই বৈদবাক্যের এক অর্থও  
আত্মবিষয়ে যে অভিসন্ধি আছে, তাহা প্রবণ  
কর । ৫০ ।

‘তত্ত্বমসি’ বৈদান্তবাক্যে ‘মোহমঃ দেবদত্ত’  
ইহার মতন আপাতত বিরুদ্ধ বুদ্ধি হয় সত্য ।  
কিন্তু সে বুদ্ধি যখন বাচ্যগত হয় তখনই দোষ,  
লক্ষ্যগত হইলে দোষ হয় না । ভাগ লক্ষণাধারা  
বিরোধের ক্ষয় হইলে অবিরোধী বাচ্যার্থ অর্থাৎ  
চৈতন্যমাত্রের স্বীকার করিলে ‘তৎ ত্বম’ এই দুটি



পদযুগ্মং স্ফুটমাহ কো বিরোধঃ ॥ ৫১ ॥

যদিহোক্তমতিপ্রসঙ্গনং ভো ! ন ভবেমোহি  
গবাশ্বয়ো প্রমাণম্ । অভিদাঘটকং তয়ো যতঃ  
স্যাচ্ছভয়ো লক্ষণয়া ভিদানুভূতিঃ ॥ ৫২ ॥

ননু মৌঢ্যসমস্তবিকল্পধর্মাস্থিতজীবেশ্বররূপ

পদদ্বয়মৈক্যং স্ফুটমাহাতঃ কোহপি বিরোধো নাস্তি  
৫১ ॥

যত্বপরেত্যাছ্যক্তং তজাহ যদিতি । ইহ এবমুচ্যামানে যো-  
হতিপ্রসঙ্গস্বয়োক্তঃ স ন ভবেৎ হি যস্মাৎ গবাশ্বয়োঃভেদ-  
ঘটকং প্রমাণং নাস্তি যতঃ প্রমাণান্তয়ো গবাশ্বয়োক্তভয়ো-  
ভাগলক্ষণয়াভেদানুভবঃ শ্রাদিত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

নীলকণ্ঠঃ শঙ্কতে । ননু মৌঢ্যধর্মাস্থিতজীবেশ্বররূপাৎ সর্ব-  
জ্ঞত্বধর্মযুক্তেশ্বররূপাচ্চাতিরিক্তমুভয়োজীবেশ্বরয়োঃ পরি-  
নি-

পদ অভিন্ন হয় । অতএব তথায় কোন বিরোধের  
সম্ভাবনা হইতে পারে না । ৫১ ।

আমি যে কথা বলিতেছিলাম, একথা বলিলে  
যে অতি প্রসঙ্গ দোষ (অর্থাৎ যাহাতে লক্ষণ  
যাওয়া উচিত নয় তাহাতেও লক্ষণ যাওয়া)  
ঘটিবে, তাহা সম্ভাবিত নহে । গো এবং অশ্ব  
এই উভয়ের অভেদ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই ।  
বস্তুত এমন কোন প্রমাণ দেখা যায় না যাহাতে  
ভাগ লক্ষণদ্বারা গো এবং অশ্বের অভেদ অনু-  
ভব হয় । ৫২ ।

মূঢ়তাগুণ যুক্ত জীব এবং সর্বজ্ঞতাশক্তি যুক্ত  
ঈশ্বর হইতে অতিরিক্ত জীব ও ঈশ্বর এই উভ-

তোহতিরিক্তম্ । উভয়োঃ পরিনিষ্ঠিতং স্বরূপং  
বত নাস্ত্যেব যতোহত্র লক্ষণা স্যাৎ ॥ ৫৩ ॥

ইতি চেন্ন সমীক্ষ্যমাণজীবেশ্বররূপস্য চ কল্পি-  
তত্বযুক্ত্যা । তদধিষ্ঠিতসত্যবস্তুনোহকা নিয়মে-  
সদাভ্যুপেয়তয়াঃ ॥ ৫৪ ॥

ষ্ঠিতং স্বরূপং খলু নাস্ত্যেব বতস্তথাভূতস্বরূপসম্বাদত্র স্বরূপে  
লক্ষণা স্যাৎ যদ্বাত্র তত্বমসিবােক্যে ॥ ৫৩ ॥

পরিহরতীতিচেন্ন তত্র হেতুমাহ । মৌঢ্যাদিবিকল্পধর্মবিশিষ্টং  
জীবাদিস্বরূপং কল্পিতং দৃশ্যজ্ঞাকৃতিক্রপাদিবদিত্তি পরিদৃশ্যমান-  
জীবেশ্বরস্বরূপস্ত কল্পিতত্বযুক্ত্যা তেন স্বরূপেণাধিষ্ঠিতস্ত তদ-  
ধিষ্ঠানস্ত সত্যস্ত বস্তুনঃ সদা নিয়মেনৈব সাক্ষাদভ্যুপগম্য-  
বাদক্কেত্যস্ত পূর্বপদেন বা সম্বন্ধঃ ॥ ৫৪ ॥

য়ের কোন চিহ্নিত বিশেষ স্বরূপ নাই । যদি  
উভয়ের ঐরূপ থাকিত, এই রূপ স্বরূপে অথবা  
'তত্ব মসি' বাক্যে লক্ষণা হইতে পারিত । ৫৩ ।

ভগবান্ শঙ্কর খণ্ডন করিতে লাগিলেন—  
শুভ্রিতে রজত বুদ্ধি হইবার কারণ, কেবল সক-  
লেরই ইহা দৃশ্য । সেই রূপ মূঢ়তাগুণ যুক্ত জীবের  
স্বরূপ এবং সর্বজ্ঞতাগুণ যুক্ত ঈশ্বরের স্বরূপ  
দৃশ্যত্ব হেতু কল্পিত হইয়াছে । কল্পনা যুক্তি অনু-  
সারে কেবল জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ পরিদৃশ্যমান  
হইয়া থাকে । ঈশ্বরের যে প্রকার স্বরূপ, সেই  
স্বরূপ দ্বারা যখন অধিষ্ঠিত থাকেন, তখন অধিষ্ঠান  
স্বরূপ সত্য বস্তু চিরবাল এক নিয়মে অবশ্য  
সফলে জানিতে পারিবে । অতএব তোমার বাক্য  
আমি বিশ্বাস করিতে পারিলাম না । ৫৪ ।

ভবতাপি তথা হি দৃশ্যদেহাদ্যহমন্তস্য জড়ত্ব-  
মভ্যুপেয়ম্ । পরিশিষ্টযুপেয়মেকরূপং ননু কি-  
ঞ্চিচ্চি তদেব তস্য রূপম্ ॥ ৫৫ ॥

জগতোহসত এবমেব যুক্ত্যা অনিরূপ্যত্বত  
এব কল্পিতত্বাৎ । তদধিষ্ঠিতভূতরূপমেব্যমনু কি-

নমভ্যুপগম্যত্বাৎ ভবতি স্মরাতু নাভ্যুপগম্যত ইত্যশঙ্ক্যাদৌ  
সমীক্ষ্যমাণজীবস্বরূপাধিষ্ঠানমভ্যুপেয়মেবেত্যাহ ভবতাপীতি । হি  
বস্মাত্তবতাহপি দৃশ্যত্ব দেহাদেহরহমন্তস্ত জড়ত্বমভ্যুপেয়ং তস্ত  
জীবস্ত পরিশিষ্টং তদেব কিঞ্চিৎ সত্যং রূপং স্বীকর্তব্যমেব ॥  
৫৫ ॥

তথেষ্বরস্বরূপমপীত্যাহ । অসতো জগতো ব্যুৎপত্তিং প্রতি বি-  
মতং কল্পিতমনিরূপ্যত্বাদ্ভ্রূরগবদিত্যেবমেব যুক্ত্যা কল্পিতত্বাৎ

আর দেখ, যে দেহ সকলের প্রত্যক্ষ—যে  
দেহ পরিণামে ‘অহম্, এই বুদ্ধিতে পরিণত হয়—  
সে দেহ জড়, ইহা আপনাকেও অবশ্য স্বীকার  
করিতে হইবে । তবে জীবের অবশিষ্ট যাহা এক  
রূপ বস্তু রহিল, সেই কিঞ্চিৎ মাত্র বস্তু ঈশ্বরের  
স্বরূপ জানিবেন । ৫৫ ।

এই অনিত্য জগৎ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন ।  
এই বিষয়ে অযথার্থ মত কল্পিত হইয়া থাকে ।  
রজুতে সর্প যেমন নিশ্চিত হয় না বলিয়া কল্পিত,  
এখানেও সেই রূপ জানিবে । এই রূপ যুক্তি  
দ্বারা ঈশ্বর হইতে জগতের কল্পনা করা হয় ।  
তবে ঈশ্বর যে প্রকার সত্য বস্তু, তাহা কিঞ্চিৎ  
পরিমাণে অনুভূত হয় । সুতরাং জগতে ঈশ্বর

কিঞ্চি তদীশ্বরস্য সত্যম্ ॥ ৫৬ ॥

তদিহ শ্রুতিগোভয়স্বরূপে নিরূপাধৌ ন হি  
মৌচ্যসর্ববিশেষে । ন জপাকুন্তুমাতলোহিতিন্নঃ  
ক্ষটিকে স্যামিরূপাধিকে প্রসক্তিঃ । ৫৭ ।

অপি ভেদধিয়ৌ যথার্থত্যাং ন ভয়ং ভেদদৃশঃ

কিঞ্চিচ্চি তৎ সত্যমীশ্বরস্ত জগদধিষ্ঠানভূতং রূপমেব্যমবশ্যম-  
ঙ্গীকার্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫৬ ॥

তত্ত্বমাদিহ শ্রুতিগম্যে নিরূপাধাবুভয়স্বরূপে মৌচ্যসর্ব-  
বিশেষে নৈব স্তঃ তত্র দৃষ্টান্তমাহ জপাপুস্তাৎ প্রাপ্তস্ত লোহিতিন্নো  
নিরূপাধিকে ক্ষটিকে প্রসক্তি নহি স্তাস্তদ্বৎ ॥ ৫৭ ॥

অপিচ ভেদধিয়ৌ যথার্থত্যাং ভেদদৃশঃ পুরুষস্য মৃত্যোঃ  
স মৃত্যুমাগ্নোতি য ইহ নানৈব পশুতি য উদরমন্তরং কুরুতেহথ  
তস্ত ভয়ং ভবতীত্যাदि শ্রুতি ভয়ং ন ত্রবীতু ন বুধ্যৎ । হি  
যস্মাদনর্থসম্বন্ধো বিপরীতদর্শিনঃ স্তাৎ যতশ্চ ভিদাধা ভেদ-

কর্তৃক অধিষ্ঠিতরূপ সকলের অঙ্গীকার করিতে  
হইবে । ৫৬ ।

অতএব এই বেদোক্ত নিরূপাধি ( বিশেষণ  
রহিত ) জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপে উভয়ের মূঢ়তা ও  
সর্বজ্ঞতা গুণ থাকিতে পারে না । তাহার দৃষ্টান্ত  
এই—জবাপুস্তের সম্মিথানে থাকিয়া যদি ক্ষটিক-  
মণি লৌহিত্যগুণ প্রাপ্ত হয়, তথাপি তাহার  
নিরূপাধি ক্ষটিক পদার্থে কখনই লৌহিত্য হইতে  
পারেনা । ৫৭ ।

আর দেখ—ভেদবুদ্ধি যদি যথার্থ হয়, তবে  
ভেদদর্শী পুরুষের বেদোক্ত ভয়ের সম্ভাবনা নাই ।

শ্রুতি ত্রবীতু। বিপরীতদৃশো হ্যনর্থযোগো ন  
ভিদাধীর্বিপরীতধার্যতঃ স্যাৎ ॥ ৫৮ ॥

অভিদা। শ্রুতিগাহপ্যতাত্ত্বিকী চেৎ পুরুষার্থ-  
শ্রবণং ন তদগতো স্যাৎ । অশিবোহহ মিতি ভ্রমস্য  
শাস্ত্রাধিধুমানত্বগতেরিবাতি বাধঃ ॥ ৫৯ ॥

তদবাধিতকল্পনাক্রতির্নো শ্রুতিসিদ্ধাশ্রয় পরৈ-  
ক্যবুদ্ধিবাধঃ । নিগমাৎ প্রবলং বিলোক্যতে  
মাকরণং যেন তদীরিতস্য বাধঃ ॥ ৬০ ॥

ঋষিভি র্বহুধা পরাত্মতত্ত্বং পুরুষার্থস্য চ তত্ত্ব-

বুদ্ধি বিপরীতধী নস্তাত্ত্বা চোক্তশ্রুত্যা ভেদদর্শিনো ভয়শ্রোক্ত  
দ্বাদনর্থযোগস্ত চ বিপরীতদর্শিন এব যুক্তত্বাদ ভেদধী বিপরীত  
ধীরেবেত্যর্থঃ ॥ ৫৮ ॥

এবং ভেদদৃশঃ শ্রুতগাহপ্যতাত্ত্বিকী ভেদবুদ্ধিবিপরীত-  
ধীষ্মপূর্ণত্ব তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমপূর্ণত্ব  
ইতি শ্রুত্যা ভেদজ্ঞানে শ্রুতপুরুষার্থাত্মতাত্ত্বিকী ভেদস্ত  
তাত্ত্বিকত্বমাবিক্করোতি । অভিদা অভেদঃ শ্রুতিগাহপ্যতাত্ত্বিকী

অযথার্থা চেত্তর্হি তদগতো তত্ত্বা অভিদায়া গতো জ্ঞানে পুরু-  
ষার্থস্ত শ্রবণং ন স্যাৎ । যত্নু যদি মানগতস্তেত্যাতি তত্ত্বাহ অশি-  
বোহহমিতি ভ্রমস্ত প্রত্যক্ষসিদ্ধচক্রগত প্রাদেশমানত্ববুদ্ধিরিব  
শাস্ত্রাধাধোহস্তি তথাচ ন চেৎরোহহমস্মীতি বুদ্ধেভ্রমঃ শাস্ত্রেন  
বাধ্যমানত্বাদবিধুমানত্ববুদ্ধিবস্তত্ত্ব বাধে ন চাভেদ এব শ্রুতি-  
গম্যো বাস্তব ইতি ভাবঃ । যত এবনতত্ত্বদবাধিতকল্পনায়াঃ  
ক্রতিঃ ক্রয়ো ন তু শ্রুতিসিদ্ধাশ্রয়পরৈক্যবুদ্ধিবাধো হতত্ত্বদাধি-  
তত্ত্বকল্পনাক্রতে হেতো নোক্তবুদ্ধিবাধ ইতি পাঠান্তরে ব্যাখ্যায়  
কুতো নাস্তীতি বদন্তঃ প্রত্যাহ নিগমাৎ প্রবলং প্রমাকরণং  
কিং বিলোক্যতে যেন নিগমোক্তশ্রুত্যাশ্রয়পরৈক্যস্ত বাধ স্যাৎ ॥  
৫৯ ॥ ৬০ ॥

অর্থাৎ “যুতোঃ স যুতু্য মাপ্নোতি” অথ তস্য  
ভয়ং ভবতি, ইত্যাদি বেদোক্ত ভয় সম্ভাবিত  
নহে। কারণ, যে ব্যক্তি বিপরীত দর্শন করে,  
তাহারই অনর্থ ঘটিয়া থাকে। তাহাতেই ভেদ-  
বুদ্ধি বিপরীত বুদ্ধি হয়না। ৫৮।

বেদে যে অভেদ আছে, তাহা যদি অযথার্থ  
হয়, তবে অভেদ জ্ঞান হইতে পুরুষার্থের শ্রবণ  
হয়না। আর দেখ—চন্দ্র দর্শন করিলে চন্দ্রকে  
এক বিতস্তি পরিমিত বলিয়া যে বুদ্ধি হয়, শাস্ত্র  
দ্বারা সে বুদ্ধির অন্যথা হইয়া থাকে। ‘অহং  
অশিবঃ’ আমি ঈশ্বর নয়—এবুদ্ধি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ  
হইলেও তাহা ভ্রম জ্ঞান মাত্র। শাস্ত্র দ্বারা এরূপ  
ভ্রম জ্ঞানের অবশ্য বৈপরীত্য ঘটিবে। ৫৯।

নীলকণ্ঠ আহ। ঋষিভিঃ কপিলাদিভি র্বহুধা পরাত্মতত্ত্ব  
মথ পুরুষার্থস্ত চ তত্ত্বমপূক্তং তদপ্যস্ত এক এব নিরূপিত

যদি এরূপ হইল—তবে ইহাতে যথার্থ কল্প-  
নার অন্যথা হইতে পারে, কিন্তু শ্রুতি সিদ্ধ পরমা-  
ত্মার ঐক্য বুদ্ধির ক্ষয় হয় না। যে প্রমাণ দ্বারা  
বেদোক্ত পরমাত্মার অভেদবুদ্ধির বাধ হয়, সেই  
বেদ বা নিগম অপেক্ষা অন্য প্রমাণ কি কখন  
প্রবল হইতে পারে ? ৬০।

নীলকণ্ঠ বলিলেন—কপিলাচার্য্য প্রভৃতি ঋষি-  
গণ নানাবিধ উপায়ে পরমাত্মতত্ত্ব এবং পুরুষার্থ  
তত্ত্ব নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আপনি তাঁহাদের  
কথায় অবহেলা করিয়া এক মাত্র তত্ত্ব নিরূপণ

মপ্যথোক্তম্ । তদপাস্য নিরূপিতপ্রকারো ভব-  
তাহসৌ কথমেক এব ধার্য্যঃ ॥ ৬১ ॥

প্রবলশ্রুতিমানতো বিরোধে বলহীনতিস্মৃতি

প্রকারো ভবতা কথং ধার্য্যো বহুনাংসুসরণস্ত্রাণ্যত্মাৎ ॥ ৬১ ॥

পরিহরতি । প্রবলশ্রুতিপ্রমাণেন বিরোধে সতি বলহীনাঃ  
স্মৃতিবাচ এব নাস্তীকর্তব্য ইতি নয়বলাৎ বেদত্রয়োবিরুদ্ধ-  
ম্বীণাং বচনং প্রমাণং ন প্রাপ্নুয়াৎ । তথা চ প্রমাণলক্ষণস্থো  
জৈমিনিশ্রায়াঃ বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হুমানমিতি  
ঔত্বরী স্পৃষ্টোক্তায়েদিতি শ্রুতে বিরুদ্ধাপি সৰ্ব্বা বেষ্টমিত-  
ব্যেতি স্মৃতিমানং ন বেতিবিষয়ে অষ্টকাদিস্মৃতিবদমান  
মিতি পূৰ্ব্বপক্ষে রাঙ্কাস্তস্ত পূৰ্ব্বপক্ষমপহুদতি শ্রুতিবিরোধে

করিয়াছেন । আপনার বাক্য কিরূপে ধার্য্য হইবে?  
সকলেই যে পথের অনুসরণ করিয়াছে, তাহার  
অনুসরণ করাই ন্যায্য । ৬১ ।

ভগবান্ শঙ্কর পরিহার করিলেন—“প্রবল-  
শ্রুতি প্রমাণ দ্বারা বিরোধ উপস্থিত হইলেও বল-  
হীন স্মৃতিবাক্য কিছুতেই স্বীকার্য্য নহে।” এইরূপ  
ন্যায় থাকাতে ঋষিবাক্য, বেদ কিংবা বেদান্তের  
বিরুদ্ধ হইলে তাহা কখন প্রামাণিক নহে ।  
জৈমিনি, মীমাংসাদর্শনে প্রমাণ লক্ষণ স্থলে সূত্র  
করিয়ছেন । ‘বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হু-  
মানম্’ । অর্থাৎ বেদের বিরোধ হইলে স্মৃতির  
প্রমাণ্যে আদর প্রকাশ করিবে না । কিন্তু যদি  
বিরোধ না থাকে অর্থাৎ স্মৃতি যদি মূল শ্রুতির  
অনুগামিনী হয়, তবেই তাহার প্রামাণ্য থাকে ।

বাচ এব নেয়াঃ । ইতি নীতিবলাত্রয়োবিরুদ্ধং  
ন ঋষাণাং বচনং প্রমাত্তমীয়াৎ ॥ ৬২ ॥

ননু যুক্তিযুতং মহর্ষিবাক্যং শ্রুতিবদগ্রাহ্য-  
তমং পরং তথাহি । প্রতিদেহমসৌ বিভিন্ন  
আত্মা স্ত্বখদুঃখাদিবিচিত্রতাবলোকাৎ ॥ ৬২ ॥

যদি চাত্মন একতা তদানীমতিদুঃখী যুবরাজ-  
সৌখ্যমীয়াৎ । অমুকঃ সস্ত্বখোহমুকস্ত দুঃখী-

স্মৃতেঃ প্রামাণ্যম্যনপেক্ষমনাদরণীয়ং স্মৃতি যস্মাদসতি  
বিরোধে মূলশ্রুত্যনুমাণকতয়া স্মৃতিরপি মানমিতি শ্রারার্থঃ ।  
এবমবেদবিরুদ্ধবচসাং বহুনাংসুসরণমগ্রাণ্যমেবেতি ভাবঃ  
॥ ৬২ ॥

এবমুক্তো নীলকণ্ঠঃ শঙ্কতে চতুর্ভিঃ । ননু যুক্তিযুক্তং  
মহর্ষিবাক্যম্পরং কেবলং গ্রাহ্যতমং ন তু ত্যাজ্যং যুক্তিযুক্ত-  
স্বমেব দর্শয়িতুমাং তথাহীতি ॥ ৬৩ ॥

বিপক্ষে দোষমাহ । যদিচাত্মন একতা স্মৃতিদানীমতিদুঃখী

এইরূপে যে সকল ঋষিদের বেদ বাক্যের সহিত  
ঐক্য নাই, তাহাদের অনুসরণ করা অবিধি । ৬২ ।

নীলকণ্ঠ বলিলেন—যদি মহর্ষি গণের বাক্য  
যুক্তি সঙ্গত হয়, তাহা অতিশয় গ্রহণ করিবে,  
কিন্তু ত্যাগ করবে না । তাঁহারা বলেন—আত্মা-  
প্রত্যেক দেহে বিভিন্ন, কারণ—সকলেরই স্ত্বখ-  
দুঃখের তারতম্য দেখা যায় । ৬৩ ।

যদি আত্মা এক হয়, তবে অতিদুঃখী ও তৎ-  
কালে যৌবরাজ্য লাভ করিবার আনন্দ পাইতে



তানুভূতি ন ভবেত্তয়োরভেদাৎ ॥ ৬৪ ॥

অয়মেব বিদম্বিতশ্চ কৰ্ত্তা নহি কৰ্ত্তৃত্বমচেত-  
নস্য দৃষ্টম্ । অতএব ভুজে ভবেৎ স কৰ্ত্তা পর-  
ভোক্তৃত্বমতিপ্রসঙ্গদৃষ্টম্ ॥ ৬৫ ॥

পুরুষার্থ ইহৈব দুঃখনাশঃ সকলস্যাপি স্তথস্য

যুবরাজমোখ্যং প্রাপুয়াৎ কিঞ্চানুকঃ স্থখী অমুকস্ত দুঃখীতানু-  
ভবো ন স্তাত্তয়োরভেদাৎ ॥ ৬৪ ॥

কিঞ্চানুনোহকৰ্ত্তৃত্বমচেতনস্তান্তঃকরণাদেঃ কৰ্ত্তৃত্বমিতি ভব-  
ন্যতমপ্যবৃক্তমিত্যাশয়েনাহ । অয়মেব জ্ঞানাস্থিতঃ কৰ্ত্তা হি  
বস্মাদচেতনস্ত কৰ্ত্তৃত্বং ন দৃষ্টং অতএব ভুজেরপি স আত্মা-  
কৰ্ত্তা ভবেদ্যতঃ কৰ্ত্তৃত্বস্ত ভোক্তৃত্বং দেবদত্তকৃতকৰ্ম্মফলভো-  
ক্তৃত্বং বজ্রদত্তস্ত আদিত্যতিপ্রসঙ্গেন দৃষ্টম্ ॥ ৬৫ ॥

কিঞ্চ মোক্ষোহপি ভবদভিমতোহবৃক্ত ইত্যশয়েনাহ ।  
ইহলোকে বেদে বা পুরুষার্থোহপোষ দুঃখনাশ এৱ ন তু স্তথাপ্ত-  
স্তভ্যভেদাৎ যুক্তিমাহ সকলস্যাপি স্তথস্ত দুঃখযুক্তত্বাদেয়-  
ত্বেন বিবপ্ক্তান্নবৎ পুরুষার্থত্বং নাস্তীত্যভেদ্যয়া যুক্ত হেতো-

পারে । স্থখী দুঃখী এক হইলে অমুক স্থখী, কি  
অমুক দুঃখী, এরূপ অনুভব হইতে পারে না । ৬৪ ।

জ্ঞানাস্থিত আত্মারই কৰ্ত্তৃত্বশক্তি থাকে, কিন্তু  
অচেতন অন্তঃকরণাদির কৰ্ত্তৃত্ব কখন দেখা যায়  
না । অতএব আত্মাই ভুজ্ ধাতুর কৰ্ত্তা অর্থাৎ  
আত্মাই স্থখ দুঃখাদি ভোগ করেন । যে কৰ্ত্তা নয়  
তাহার ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিলে, দেবদত্ত যে  
কৰ্ম্ম ফল ভোগ করিবে, বজ্রদত্তের পক্ষে সেই  
কৰ্ম্ম ফল ভোগ করা সম্ভব । ৬৫ ।

ইহলোকে অথবা বেদে দুঃখ নাশের নাম প-  
রম পুরুষার্থ, কিন্তু স্থখ প্রাপ্তির নাম পরম পুরু-  
ষার্থ নহে । আপনি তাহার অভেদ্য যুক্তি দেখুন

দুঃখযুক্তঃ । অতিহেয়তয়া পুমর্থতাহতো বিবপ্ক্তা-  
ন্নবদিত্যভেদ্যযুক্তৈঃ ॥ ৬৬ ॥

ইতি চেন্ন স্তথাপিচিত্রতায়ান্ন মনসো ধর্ম্যতয়াস্ম-  
ভেদকত্বম্ । ন কথঞ্চন যুক্ত্যতে পুনঃ সা ঘটয়েৎ  
প্রভূত মানসীয়ভেদম্ ॥ ৬৭ ॥

চিতিযোগবিশেষ এব দেহে কৃতিমস্তাঘটকো-

স্তথা চায়ং প্রয়োগঃ বিমতঃ ন পুরুষার্থঃ দুঃখসংযুক্তত্বাৎ বিব-  
সম্প্ক্তান্নবৎ ॥ ৬৬ ॥

পরিহরতি ইতি চেন্নেতি । তত্র স্তথদুঃখাদিচিত্রতাব-  
লোকনাদিহেতোঃ পক্ষবৃতিত্বেনান্নভেদকত্বাভাবং হেতুমাহ  
স্তথাপিচিত্রতায়ান্ন মনসো ধর্ম্যত্বেনান্নভেদকত্বং কথঞ্চিদপি  
ন যুক্ত্যতে প্রভূত সা চিত্রতা মানসীয়ং মনোনিষ্ঠং ভেদং  
ঘটয়েৎ তস্তা মনোধর্ম্যত্বে তু কামসংকল্প ইত্যাদি প্রতিমান-  
মিতি ভাবঃ ॥ ৬৭ ॥

অথ নহীত্যাদি বহুকং তত্রাহ । চৈতন্ত্বযোগবিশেষ এব

—সকল স্থখ দুঃখ যুক্ত হইলে তাহা সর্বথা  
পরিত্যাজ্য । পরিত্যাজ্য হইলে পুরুষার্থ  
ঘটিতে পারেনা । তাহার দৃষ্টান্ত দেখুন—বিষ-  
সংযুক্ত অন্ন দেখিলে কে আদর করিয়া তাহা  
ভক্ষণ করে ? । ৬৬ ।

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন—আপনি একথা  
বলিতে পারেন না । স্থখ দুঃখাদির তারতম্য যে  
সকল দর্শন করা যায়, এ সমস্তই মনের ধর্ম্য ।  
অমূকের স্থখ—অমূকের দুঃখ—ইত্যাদি প্রভেদ  
আত্মার নয় । বরং স্থখ দুঃখাদির বৈচিত্র্য, মান-  
সিক ভেদ ঘটাইয়া থাকে । ৬৭ ।

হৃদ্যচেতনে স্যাৎ । তদভাবন্ত এব কর্তৃতা স্যাম  
তৃণাদেরিতি কল্পনং বরম্ ॥ ৬৮ ॥

বিষয়োপস্থখস্য হুঃখযুক্তোহপ্যালয়ঃ ব্রহ্মস্থখং  
ন হুঃখযুক্তম্ । পুরুষার্থতয়া তদেব গম্যং ন  
পুনস্তুচ্ছকহুঃখনাশমাত্রম্ ॥ ৬৯ ॥

ইতি যুক্তিশতোপবং হিতার্থে বচনৈঃ প্রত্যাব-  
রোধসৌবিদলৈঃ । যতিরাত্মমতং প্রসাধ্য শৈবঃ  
পরবুদ্ধদর্শনদারুণৈরজৈষীং ॥ ৭০ ॥

দেহবশেহচেতনেহপি কর্তৃত্বটকঃ স্যাৎ তন্ত চিতিযোগ-  
বিশেষস্তাভাবাদেব তৃণাদেঃ কর্তৃতা ন স্তাদিতি কল্পনমেব  
প্রত্যাকুলগত্যাচ্ছেষমিত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

যদপি পুরুষার্থ ইত্যাদি তত্রাপ্যাহ । বিষয়োপস্থখস্ত হুঃখ-  
যুক্তোহপি নাশরহিতঃ ব্রহ্মস্থখং ন হুঃখযুক্তং আনন্দং ব্রহ্মণো  
বিদ্যাম বিভেতি কৃতশ্চন । তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্ব-  
মরূপশাত ইত্যাদিশ্রুতেন্তস্তাত্তদেব পুরুষার্থতয়াহবগম্যং  
নতু তুচ্ছকং হুঃখনাশমাত্রং স্বার্থে তচ্ছিতঃ ॥ ৬৯ ॥

ইত্যেবং যুক্তিশতৈরুপবংহিতোহর্থো যেষাং তৈঃ পুনশ্চ  
সৌবিদলৈঃ কঞ্চুকিন ইত্যমরাচ্ছ্রুতানুরোধকঃ কঞ্চুকবদ্ধি-  
বচনৈর্ঘতিঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ স্বীয়মতৈবমতং প্রসাধ্য পরবুদ্ধ-  
দর্শন দারুণৈস্তথাভূতৈঃ বচনৈঃ শৈবঃ মতমজৈষীং নিরাকর-  
ণেন জিতবান্ ॥ ৭০ ॥

স্থখী কিম্বা হুঃখীর দেহ অচেতন । উভয়  
দেহ অচেতন হইলেও চৈতন্যবিশেষের সংযোগে  
কেবল কর্তৃত্ব শক্তি জন্মায় । “চৈতন্য বিশেষের  
যোগ না থাকিলে তৃণাদির কর্তৃত্ব থাকে না” এরূপ  
বেদান্তকূল কল্পনা করাও বরং ভাল । ৬৮ ।

বিষয় জাত স্থখ সকল হুঃখ যুক্ত হইলেও  
নাশরহিত ও নিত্য ব্রহ্মস্থখ কখন হুঃখ সংযুক্ত

বিজিতো যতিভূতাস শৈবঃ সহ গর্বেণ  
বিসৃজ্য চ স্বভাব্যম্ । শরণং প্রতিপেদিবান্  
মহর্ষিঃ হরদত্তপ্রমুখৈঃ মহাত্মাশিষ্যৈঃ ॥ ৭১ ॥

যমিনামৃষভেণ নীলকণ্ঠঃ জিতমাকর্ণ্য মনীষি  
ধূর্য্যবর্য্যম্ । সহসোদয়নাদয়ঃ কবীন্দ্রাঃ পরম  
দ্বৈতমুষশ্চকম্পিরেস্ম ॥ ৭২ ॥

যতিরাজেন বিজিতঃ স শৈবো নীলকণ্ঠোগর্বেণ সহ স্বভাব্যং  
বিসৃজ্য চ পুনর্হরদত্তপ্রমুখৈরাশ্বশিষ্যৈঃ সহ মহর্ষিঃ শরণং  
প্রাপ্তবান্ ॥ ৭১ ॥

পরমত্যন্তকম্পিরে স্মেতি পাদপূরণে ॥ ৭২ ॥

হইতে পারে না । এ বিষয়ে বেদ বাক্য স্পষ্ট  
প্রমাণ আছে । সেই ব্রহ্মস্থখ পুরুষার্থ বলিয়া  
উল্লিখিত হইয়াছে । তুচ্ছ হুঃখনাশ হইলে কখন  
পুরুষার্থ হয় না । ৬৯ ।

এই রূপে শত শত যুক্তি বর্জিত, অর্থ সংযুক্ত,  
ও বেদের অনুরোধ রূপ কঞ্চুক (সাঁজোয়া)  
সংশ্লিষ্ট বাক্য সমূহ দ্বারা শঙ্করাচার্য্য স্বীয় অদ্বৈত-  
মত সংস্থাপন করিয়া, অপর শাস্ত্রের দারুণ বচন  
দ্বারা শৈবমত নিরাকরণ করিয়া জয় করি-  
লেন । ৭০ ।

শৈব নীলকণ্ঠ যতিরাজ শঙ্কর কর্তৃক বাদে  
পরাস্ত হইয়া যেমন গর্বে পরিত্যাগ করিল, অমনি  
ঐ সঙ্গে স্বীয়রচিত ভাষাও বিসর্জন দিল । অনন্তর  
হরদত্ত প্রভৃতি প্রধান শিষ্য গণের সহিত শঙ্করের  
শরণাপন্ন হইলেন । ৭১ ।

পণ্ডিতবর শৈবনীলকণ্ঠ যতীশ্বর শঙ্কর কর্তৃক  
পরাজিত হইয়াছেন শুনিয়া অদ্বৈতমতের বিধেয়ী

বিষয়েষু বিতত্য নৈজভাষ্যাণ্যথ সৌরাষ্ট্র-  
মুখেষু তত্র তত্র । বহুধা বিবুধৈঃ প্রশস্যমানো  
ভগবান্ দ্বারবতীং পুরীং বিবেশ ॥ ৭৩ ॥

ভূজয়োরতিতপ্তশঙ্খচক্রাকৃতিলোহাহতসং-  
ভূতব্রণাঙ্কাঃ । শরদগুসহোদরোক্ষপুণ্ড্রাস্তলসী-  
পৰ্ণসনাথকৰ্ণদেশাঃ ॥ ৭৪ ॥

অথ সৌরাষ্ট্রাদিষু তত্র তত্র দেশেষু স্মীয়ভাষ্যানি প্রশস্য  
বিবুধৈঃ সুপণ্ডিতৈর্দৈবৈশ্চ বহুধা স্তুয়মানো ভগবান্ শঙ্করো  
দ্বারবতীং পুরীং বিবেশ ॥ ৭৩ ॥

ভূজয়োরতিতপ্তেন শঙ্খচক্রাকৃতিলোহেনাহতেষু তাড়িতেষ-  
বয়বেষু সংভূতানি সমাসাদিতানি ব্রণানামঙ্কানি দৈবৈঃ পুনশ্চ  
শরদগুসদৃশং উক্ষপুণ্ড্রং যেষাং পুনশ্চ তুলসীপত্রৈঃ সনাথঃ  
কৰ্ণদেশো যেষাম্ভে শতশঃ পাক্ষরাত্রাঃ সমবেতামৃতং মোক্ষং  
পঞ্চতিদাবিদাং জীবৈশ্বরভেদো জীবানাং পরস্পরভেদো  
জীবানামচিরাং ভেদ ইশ্বরস্যাচিরাং ভেদশ্চিত্তাৎ পরস্পর-

উদয়নাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতংগ তৎকালে মনে  
ভয়ে কম্পিত হইলেন । ৭২ ।

অনন্তর শঙ্কর ঐসকল সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি প্রদেশে  
আপনার ভাষ্য মহিমা বিস্তৃত করিয়া পণ্ডিত ও  
দেবগণ কর্তৃক সাদরে অর্চিত হইয়া দ্বারকা নগ-  
রীতে গমন করেন । ৭৩ ।

তথায় কতকগুলিন পাক্ষরাত্র ( বৈষ্ণবসম্প্র-  
দায় ) বাস করিত । তাহাদের হস্তে উত্তপ্ত শঙ্খ  
চক্রাকৃতি লোহদ্বারা ব্রণচিহ্ন বিরাজমান । ললাট  
দেশে শরের মতন প্রশস্ত তিলক অঙ্কিত । তাহার  
কৰ্ণদেশে তুলসীপত্র অর্পণ করিয়াছে । তাহারা  
আসিয়া বলিল— জীব ও ইশ্বরের ভেদ, প্রত্যে-  
কজীবের পরস্পর ভেদ, চৈতন্য শূন্য প্রত্যেক

শতশঃ সমবেত্য পাক্ষরাত্রামৃতং পঞ্চতিদা-  
বিদাং বদন্তঃ । মুনিশিষ্যবরৈরতিপ্রগল্ভৈর্মণ-  
রাজৈরিব কুঞ্জরাঃ প্রভয়াঃ ॥ ৭৫ ॥

ইতি বৈষ্ণবশৈবশাক্তসৌরপ্রমুখানাং ব্রহ্মস্বদান্  
স্বিধায় । অতিবেলবচোবরীভিরন্তপ্রতিবাদাজ্জ-  
য়িনীং পুরীময়ামীং ॥ ৭৬ ॥

সপদি প্রতিবাদিতঃ পয়োদম্বনশঙ্কাকুলগেহকে-

ভেদ ইত্যেবং পঞ্চবিধভেদবিদাং বদন্তঃ প্রগল্ভৈঃ মুনিশিষ্য-  
বরৈঃ সিংহৈরিভা ইব প্রভয়া ইতি দ্বয়োর্থঃ ॥ ৭৪ ॥ ৭৫ ॥

ইত্যেবং শৈবশাক্তসৌরপ্রমুখানাং বদন্তীতি তথাবিধান্ বিধায়া-  
তিক্রান্তবেলাভির্কচোবরীভির্নিরস্তাঃ প্রতিবাদিনো যেন  
স উজ্জয়িনীং পুরীং প্রাপ্তবান্ ॥ ৭৬ ॥

পয়োদম্বনশঙ্কয়া মেঘশব্দশঙ্কয়া ষাাকুলৈর্গেহে মন্দি-  
রাদৌ কটকর্ম্মমূরসমুদায়ৈঃ তৎকালে প্রতিবাদিতঃ পুনশ্চ

জীবের ভেদ, ইশ্বর এবং চিৎশক্তি শূন্য পদার্থ  
সমূহের ভেদ, এবং চেতন পদার্থ মাত্রেরই ভেদ  
আছে । যাহারা এই পাঁচ প্রকার ভেদ স্বীকার  
করেন তাহাদেরই মুক্তি হয় । সিংহ সকল  
যে রূপ হস্তীযুগ দলন করে, আচার্য্যের প্রবল শিষ্য-  
গণ তাহাদের এই বাক্য শুনিয়া তাহাদিগকে  
পরাস্ত করিল । ৭৪ । ৭৫ ।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য এইরূপে বৈষ্ণব, শৈব,  
শাক্ত, সৌরদিগকে আত্মবশে আনিয়া এবং অতি  
প্রবল বচন প্রবাহে প্রতিবাদিদিগকে নিরস্ত  
করিয়া, উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করি-  
লেন ॥ ৭৬ ॥

কিজালৈঃ । শশভূমুকুটাহ্নায়দঙ্গধনিরঞ্জয়ত  
তত্র মূচ্ছিতাশঃ ॥ ৭৭ ॥

মকরধ্বজবিদ্বিনাপ্তিবিদ্বান্ শ্রমহুৎপুষ্পগ-  
ন্ধিমন্মরুদ্ভিঃ । অগরুদবধুপধূপিতাশঃ স মহা-  
কালনিবেশনং বিবেশ ॥ ৭৮ ॥

ভগবানভিবন্দ্য চন্দ্রমৌলিঃ মুনিরুন্দৈরভিবন্দ্য-  
পাদপদ্মঃ । শ্রমহারিণি মণ্ডপে মনোজ্ঞে স বিশ-  
শ্রাম বিম্বত্বরপ্রভাবঃ ॥ ৭৯ ॥

ব্যাপ্তা দিশো ধেন তথাভূতশ্চন্দ্রশেখরস্য মহাকালান্যশিব-  
সোজ্জামধ্বকিমৃদঙ্গাণাং ধ্বনিস্ত্রোজ্জয়িত্তামক্ৰমত ॥ ৭৭ ॥

মকরধ্বজবিদ্বিষঃ কামবিদ্বিষঃ শিবস্ত প্রাপ্তিঃ জানা-  
তীতি তথাভূতঃ স মহাকালমনিরং বিবেশ । তদ্বিশিনষ্টি  
পুষ্পগন্ধিমহায়ুতিঃ শ্রমহুৎ পুন্নাগরুদবধুপেন ধূপিতা  
আশা যত্র তৎ ॥ ৭৮ ॥

মুনিসঙ্কেতরভিবন্দ্যপাদপদ্মঃ বিম্বত্বরঃ শ্রমসরণশীল-  
প্রভাবো যস্ত স ভগবান্ শঙ্করশ্চন্দ্রশেখরং মহাকালেশ্বরমভি-  
বন্দ্য শ্রমহারিণি মনোজ্ঞে মণ্ডপে বিশ্রামং কৃতবান্ ॥ ৭৯ ॥

তথায় মহাকাল মহাদেবের অর্চনাকালে  
গজ্জীর মৃদঙ্গধ্বনি বাজিয়া উঠিল । গৃহরুদ্ধ ময়ূর  
সকল মেঘধ্বনি বিবেচনা করিয়া ব্যাকুল ভাবে  
প্রতিশব্দ করিতে লাগিল । তাহার শব্দে দিক্-  
দিগন্ত ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল । ৭৭ ।

শঙ্কর এইরূপ শব্দ শুনিয়া ব্যাকুল হইলেন না ।  
বরং কিরূপে শিব প্রাপ্তি হয়, তাহার উপায়  
জানিতেন বলিয়া মহাকালের মন্দিরে প্রবেশ  
করিলেন । মন্দিরের অভ্যন্তরে পুষ্পগন্ধবাহী  
সমীরণ, সকলের শ্রম নাশ করিতেছে । অগুরু

কবয়ে কথয়াহ্মদীয়বার্ত্তামিহ সৌম্যোতি স  
ভট্টভাস্করায় । বিসমর্জ্জ বশস্বদাগ্রগণ্যঃ মুনিরভ্যর্ন-  
গতং সনন্দনার্যাম্ ॥ ৮০ ॥

অভিরূপকুলাবতংসভূতং বহুধাব্যাকৃতসর্ববেদ-  
রাশিম্ । তমযত্ননিরস্তুঃসপত্নপ্রতিপদ্যেথমুবাচ  
বাবদুকঃ ॥ ৮১ ॥

বিশ্রম্য যৎ কৃতবাস্তদাহ । ইহাস্যাং পূর্যাং ভট্টভাস্করায় ক  
বয়েহ্মদীয়বার্ত্তাঃ হে সৌম্য ! কথয়েত্যাঙ্ক । স মুনির্কলশংবদাগ্র-  
গণ্যঃ শিষ্যাগ্রগণ্যঃ সমীপগতং পদ্মপাদার্য্যং বিসমর্জ্জ ॥ ৮০ ॥

বাবদুকোহতিবক্তা সনন্দনার্যাস্তং প্রতিপদ্যোবাচ তং বিশি-  
নষ্টি । অভিরূপকুলস্ত বৃধগণস্তাবতংসভূতং অভিরূপো বৃধে রম্য  
ইতি মেদিনী । বহুধা ব্যাখ্যাতো বেদরাশির্ধেন অযত্নেন নির-  
স্তা হুঃসপত্না যেন তং ॥ ৮১ ॥

ও ধূপের গন্ধ তাহার চারিপার্শ্ব আমোদিত করি-  
তেছে । ৭৮ ।

তৎকালে সমাগত মুনিগণ শঙ্করের দিগন্ত-  
ব্যাপী মহিমা জানিয়া তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা  
করিতে লাগিল । পরে আচার্য্য মহাকাল শিবের  
চরণ বন্দনা করিয়া শ্রমহারী মনোজ্ঞ মণ্ডপে ক্ষণ  
কাল বিশ্রাম করিলেন । ৭৯ ।

বিশ্রাম করিবার পর পদ্মপাদকে ডাকিয়া  
বলিলেন—“হে সৌম্য ! এই পুরীতে ভাস্কর  
পণ্ডিত বাস করেন । তুমি তাহার নিকটে গিয়া  
আমাদের আগমন বার্ত্তা প্রকাশ কর ।” এই  
কথা বলিয়া বশস্বদের অগ্রগণ্য শিষ্যবর পদ্ম-  
পাদকে বিসমর্জ্জন দিলেন । ৮০ ।

ভাস্করাচার্য্য পণ্ডিত কুলের আভরণ । স্বয়ং



জয়তিস্ম দিগন্তগীতকীর্তি ভগবান্শঙ্করযোগি  
চক্রবর্তী। প্রথমন্ পরমদ্বিতীয়তত্ত্ব শময়ন্তু  
পরিপহ্নিবাদিদর্পম্ ॥ ৮২ ॥

স জগাদ বুধাশ্রয়ী ভবন্তু কুমতৌৎপ্রেক্ষিতসু-  
ত্রবৃত্তিজালম্। অতিভূয় বয়ং ত্রয়ীশিখানাং সম-  
বাদিস্ম পরাবরেহভিসন্ধিম্ ॥ ৮৩ ॥

যত্বাচ তদাহ। যঃ দিগন্তগীতকীর্তি ভগবান্শঙ্করযোগি  
চক্রবর্তী পরমদ্বিতীয়তত্ত্ব শময়ন্তু পরিপহ্নিনাং বাদিনাং  
গর্ভাঃ শময়ন্ জয়তিস্ম স বুধাশ্রয়ী ভবন্তু জগাদেতি পরে  
পাশ্রয়ঃ ॥ ৮২ ॥

যত্বাশে তদাহ। কুৎসিতং মতং যেষাঃ কুমতৌৎপ্রে-  
ক্ষিতং সূত্রবৃত্তিজালমতিভূয় বেদান্তানাং পরাবরে ত্রয়ীশি-  
খানাং প্রতীচি তাৎপর্যমবাদিস্ম ॥ ৮৩ ॥

কতবার বেদরাশির অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন।  
অন্যাসে বিবাদী শঙ্করদিগকে বাদে পরাস্ত করি-  
য়াছেন। বক্তা সনন্দন তাঁহার নিকটে গিয়া  
বলিলেন ॥ ৮১ ॥

শঙ্কর নামে একজন যতিরাজ জগতে অবস্থান  
করেন। দিগদিগন্তে তাঁহার কীর্তিকলাপ বিরাজ-  
মান। পরম অদ্বৈত তত্ত্ব বিস্তৃত করিয়া এবং  
যাহারা অদ্বৈতমতের পরিপন্থী, তাহাদিগের দর্প  
দলন করিয়া, যিনি নিরন্তর শোভিত আছেন।  
বেদান্ত বিদ্বেন্দ্রী পণ্ডিতেরা যে সকল সূত্র সমষ্টি  
সবলে সংস্থাপিত করিয়াছিল, আচার্য্য শঙ্কর অব-  
লীলাক্রমে তাহা নিরাকরণ করিয়াছেন। অবশেষে  
যিনি বেদ মন্তক বেদান্ত শাস্ত্রের পরমব্রজো তাৎ-

তদিদং পরিগৃহতাং মনীষিন্। মনসালোচ্য  
নিরম্য দুর্মতং স্বম্। অথবাহস্মদ্ব্যতর্কবজ্র  
প্রতিঘাতাং পরিরক্ষ্যতাং স্বপক্ষঃ ॥ ৮৪ ॥

ইতি তামবহেলপূর্ববর্ণাঙ্গিরমাকর্ণ্য তদা স  
লক্ষবর্ণঃ। যশসাং নির্ধীরীষদাত্তরোষন্তুমুবাচ প্রহ-  
সন্ যতীন্দ্রশিষ্যঃ ॥ ৮৫ ॥

তত্ত্বাদিদমশ্রয়ীঃ মতং মনসালোচ্য স্বীয়ং মতং বিহার  
পরিগৃহতাং যতো হে মনীষিন্! অথবা স্বমতে দুর্মাগহৃৎস্তর্হি  
অশ্রয়ীয়োদ্যতর্কলক্ষণবজ্রপ্রতিঘাতাং স্বপক্ষঃ পরিরক্ষ্যতাং  
৮৪ ॥

ইত্যেবমবজ্রাপূর্বক বর্ণা যত্নাং তাং গিরিমাংকর্ণ্য স লক্ষ-  
বর্ণো বিচক্ষণো যশসান্নির্ধীরীষৎপ্রাপ্তরোষো ভট্টভাস্করঃ  
প্রহসং স্তং যতীন্দ্রশিষ্যমুবাচ ॥ ৮৫ ॥

পর্যা আমাদিগকে উপদেশ দেন। সেই মহোদয়  
আচার্য্য আপনাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন ৮২।৮৩।

আপনি পণ্ডিত, অতএব মনে মনে আমাদের  
মত আলোচনা করিয়া স্বীয় মত পরিত্যাগ করিয়া  
এই মত গ্রহণ করুন। অথবা যদি মনে করিয়া  
থাকেন, নিজের মত অখণ্ডনীয়। তবে আমাদের  
উৎকট তর্করূপ যে বজ্র আছে, তাহার ভীষণ  
আঘাত হইতে আপনার পক্ষ কিরূপ রক্ষা করিতে  
পারেন, তাহা করুন। নতুবা আমি স্পষ্টাক্ষরে  
বলিতেছি আমাদের নিকট আপনার কিছুতেই  
নিস্তার নাই ॥ ৮৪ ॥

পদ্মপাদের অবজ্রাপূর্ণ বাক্য শুনিয়া যশোদন  
পণ্ডিতবর ভট্টভাস্কর ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া যতীন্দ্রের  
শিষ্য পদ্মপাদকে বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৫ ॥

ধ্রুবেষ ন শুভ্রবানুদন্তঃ মম তুর্বাদিবচন্ততী-  
মুদন্তঃ । পরকীর্ত্তিবিম্বানুদন্তঃ বিহুয়াঃ  
মূর্খস্য নানটপদন্তঃ ॥ ৮৬ ॥

মম বল্গতি সূক্তিশৃঙ্গরেনে কণতুগ্জম্লিতমল-  
তায়ুপৈতি । কপিলস্ত পলায়ন্তে প্রলাপঃ স্থি-  
য়াঃ কৈব কথাঃ ধুনাতনানাং ॥ ৮৭ ॥

ইতি বাদিনমত্রবীঃ সনন্দঃ কুশলোহথৈন

এব তব গুরুমমতঃ বৃত্তান্তঃ ন শুভ্রবান্, উদন্তঃ বিশিনষ্টি ।  
বাদিচন্ততীমুদন্তঃ পরকীর্ত্তিলক্ষণবিম্বানুদন্তঃ ভক্ষরন্তঃ  
বিহুয়াঃ শিরঃস্থ নানটপদতিশয়েন নৃত্যং পদং যন্ত ॥ ৮৬ ॥

মম সূক্তিশৃঙ্গরেনে সূক্তিরচনাসমুদায়ে বল্গতি সতি  
কণাদভাষিতমলতাঃ প্রাপোতি কপিলস্ত তু প্রয়োগঃ পলায়ন্তে  
তথাচাধুনাতনানাং সূদিয়াঃ কৈব-কথা ॥ ৮৭ ॥

ইতি বাদিনমেনং ভট্টভাস্করমধানস্তরং কুশলঃ সনন্দনো-  
হত্রবীঃ হে অবিজ্ঞ ! মাংসং হাঃ মাংসজানীহি অবজ্ঞাং বা কুরু

আমার বৃত্তান্ত, বাদীগণের বাক্য রাশি খণ্ডন  
করিয়া থাকে—প্রতিবাদী গণের কীর্ত্তিরূপ যু-  
গল অকুর ভক্ষণ করিয়া থাকে—অধিক কি প-  
ণ্ডিতগণের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নৃত্য করিয়া  
থাকে । তোমার গুরু আমার এরূপ অলৌকিক  
বৃত্তান্ত প্রবণ করেন নাই ? ॥ ৮৬ ॥

আমার স্তম্ভুর বাক্যরচনা প্রকাশ পাইলে  
কণাদের বাক্য তেজোহীন হইয়া যায়, কপিলের  
প্রলাপ পলায়ন করে—আধুনিক পণ্ডিতদের কথা  
আর কি বলিব ? ॥ ৮৭ ॥

ভট্ট ভাস্করের এই কথা শুনিয়া পণ্ডিত পদ্ম-  
পাদ ভাস্করকে বলিলেন । হে অবিজ্ঞ ! আপনি

অবিজ্ঞ ! মাংসং হাঃ । ন হি দারিতস্থধরোহ পি  
টকঃ প্রভবেদজ্ঞমণি প্রভেদনায় ॥ ৮৮ ॥

স তমেবমুদীর্ঘ্য তীর্থকীর্ত্তেরূপকণ্ঠঃ প্রতিপদ্য-  
স স্মিত্যঃ । সর্কলস্তদবোচদানুপূর্ব্বা স মহাত্মা-  
পি যতীশমাসনাদ ॥ ৮৯ ॥

অথ ভাস্করমক্ষরিপ্রবীরৌ বহুধাক্ষেপসমর্থন  
প্রবীরৌ । বহুভির্ষচনৈ রুদারবৃত্তৈর্কিবদাতে-  
বিজয়ৈষিণৌ বিবাদম্ ॥ ৯০ ॥

যশাস্বরিতপর্কতোহপি টকো প্রাবদারণো বজমণিভেদনায়  
সমর্থো ন ভবতি ॥ ৮৮ ॥

স পদ্মপাদস্তঃ ভট্টভাস্করমেবমুদীর্ঘ্য তীর্থকীর্ত্তেশ্বরোঃ  
সমীপং প্রাপ্য সবিদ্যামগ্রাস্তং সর্কমানুপূর্ব্বা প্রোক্তবান্ ।  
মহাত্মা ভট্টভাস্করোহপি যতীশং প্রাপ ॥ ৮৯ ॥

অগানস্তরং ভাস্করযতীশপ্রবীরৌ বহুধা আক্ষেপসমর্থন-  
য়োঃ কুশলৌ বিজয়ৈষিণৌ বহুভিরুদারপদৈর্ষচনৈ বিবাদং  
কৃতবন্তৌ ॥ ৯০ ॥

আমর কথা শুনিয়া কদাচ অবজ্ঞা করিতে পারেন  
না । যে অস্ত্র পর্ষিত বিদারণ করিতে পারে  
সে অস্ত্র কদাচ বজ্রমণি বিদীর্ণ করিতে সক্ষম  
নহে ॥ ৮৮ ॥

পদ্মপাদ ভট্ট ভাস্করকে এই সমস্ত কথা বলিয়া  
শীঘ্র গুরুর নিকটে আগমন করিলেন । অনস্তর  
গুরুকে আনুপূর্ব্বিক ভাস্করাচার্য্যের বিষয় নিবেদন  
করিলেন । মহাত্মা ভট্ট ভাস্করও তৎকালে কাল-  
বিলম্ব না করিয়া যতিবর শঙ্করের নিকটে উপস্থিত  
হইলেন ॥ ৮৯ ॥

অনস্তর ভাস্কর এবং শঙ্কর উভয়ে বারম্বার

অন্যোরতিচিহ্নগন্ধশয্যান্দধতোহ্নরভেদশক্ত-  
যুক্তোঃ । পটুবাদযুগেহ্নরভেদটহাঃ প্রতবন্তোহপি  
ন কিঞ্চনাধ্বিকিন্ ॥ ৯১ ॥

অথ তস্য যতিঃ সমাক্য দাক্যঃ নিজপক্ষাঙ্গশর-  
জডাজভূতং । বহুধাক্ষিপদস্য পক্ষমার্যোবিবুধা-  
নাং পুরতোহপ্রভাতকক্ষ্যং ॥ ৯২ ॥

অতিচিহ্নগন্ধশয্যাং তথাভূতপদাশাস্তিঃ দধতো  
চবুজ্জিভেদে শক্তা যুক্তয়ো যযোন্তয়োরনয়োঃ পটুবাদসংগে  
তটহাঃ প্রতবন্তোহপি কিঞ্চিদন্তরং ন প্রাপ্তবন্তঃ ॥ ৯১ ॥

অথ যতিস্তস্য দাক্যং স্বপক্ষচক্ষুশ শরৎকালীনকমলভূতঃ  
অজ্ঞো ধমন্তরো চক্ষু নিচূলে শঙ্খপদ্ময়োরিতি বিবপ্রকাশঃ  
তথা চ চিদজ্ঞস্ত চক্ষুশাগ্রে যথা জডাজং কমলং যুকুলিতং ভবতি  
তথাভূতং অস্য পক্ষমার্যঃ শ্রীশঙ্করো বহুধাক্ষিপৎ । পক্ষঃ  
বিশিষ্টা । সুপণ্ডিতানামগ্রে অপ্রভাতাঃ কক্ষ্যঃ কোট্যো  
যস্মিৎ স্তং ॥ ৯২ ॥

তিরস্কার করিতে উদ্যত হইলেন । পরস্পর  
জয়াভিলাষী হইয়া মনোহর পদ্য যুক্ত বচন দ্বারা  
বিবাদ করিতে লাগিলেন ॥ ৯০ ॥

উভয়েরই শব্দরচনা অতিবিচিত্র । উভয়েরই  
পরস্পরের অখণ্ডনীয় যুক্তি খণ্ডন করিতে অগ্রসর ।  
যখন উভয়ের বাদযুক্ত উপস্থিত হয়, তখন নিকটস্থ  
ব্যক্তি গণ উভয়ের কিছুই প্রভেদ জানিতে পারি-  
ল না ॥ ৯১ ॥

চক্ষু উদিত হইলে শরৎকালের কমল যেমন  
শুকাইয়া যায়, তদ্রূপ ভাস্করের নিপ্রভ দক্ষতা  
দেখিয়া আচার্য্য শঙ্কর তাহাও অনেক প্রকারে

অথ ভাস্করবিৎস্বপক্ষগুণৈশ্চ বিধুতোবাগ্ধিবরঃ  
প্রগলভযুক্তা । প্রকৃতিশীর্ষবচঃ প্রকাশ্যম্বেবজ্জবি-  
রবৈতমপাকরিকুরূচে ॥ ৯৩ ॥

প্রশমিন্ । হৃদ্বীরিতঃ ন যুক্তঃ প্রকৃতিজীব-  
পরাস্থভেদিকেতি । ন ভিনতি হি জীবগেশগা-  
রোভয়ভাবস্ত তদুত্তরোত্তবদ্বাৎ ॥ ৯৪ ॥

অথ ভাস্করোবিদ্বান্ বাগ্ধিবরঃ প্রকল্পিতঃ সন্ স্বপক্ষপাল-  
নার প্রকৃতিশীর্ষবচোভিঃ প্রকাশ্যমবৈতং প্রগলভয়া যুক্ত্যাহপাক-  
রিকুরেবমুবাচ । ৯৩ ।

হে প্রশমিন্ ! প্রকৃতিজীবপরাস্থভেদিকেতি হৃদ্বীরিতঃ ন  
যুক্তঃ হি যদ্বাৎস জীবগা পরাস্থগা বা ন ভিনতি তত্র হেতুকভয়-  
ভাবস্ত জীবভাবস্ত শভাবস্ত চ প্রকৃত্যুত্তরোত্তবদ্বাৎ । ৯৪ ।

দূষিত করিলেন । কারণ সুপণ্ডিতদিগের সমক্ষে  
ভাস্করের প্রগলভতা পরাস্থ হইয়া যায় ॥ ৯২ ॥

ওট ভাস্কর বক্তা ও পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু  
তৎকালে কল্পিত হইয়া উঠেন । অবশেষে স্বীয়  
মত রক্ষা করিবার জন্য বেদান্ত বিখ্যাত অবৈত  
মত অথও যুক্তি দ্বারা নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে  
বলিতে লাগিলেন ॥ ৯৩ ॥

হে শমধন ! আপনি যে বলিয়া থাকেন, প্র-  
কৃতি, জীব এবং পরমাত্মার ভেদ করিয়া দেয়, তাহা  
হইতে পারে না । প্রকৃতি জীবই থাকুক, অথবা  
পরমাত্মাতে বিদ্যমান থাকুক, কিছুতেই ভেদ  
করিতে পারে না । তাহার কারণ এই, জীব-  
ভাব এবং আত্মভাব এই উভয়ই প্রকৃতির পর  
উৎপন্ন ॥ ৯৪ ॥

মুনিঃরবমিহোত্তরম্ভাবে যুকুরে বাপ্রতিবিশ্ব  
বিশ্বভেদী । কথমীরয় বক্রমাত্রগণৈচ্চিতিমাত্রা-  
শ্রিয়ন্তুথেতি তুল্যঃ ॥ ৯৫ ॥

চিতিমাত্রগতপ্রকৃতাপাধৈর্জহতোবিশ্বপরাত্মপক্ষ  
পাতঃ । প্রতিবিশ্বিতজীবপক্ষপাতো যুকুরস্তে-  
ব বিরুদ্ধাতে ন জাতু ॥ ৯৬ ॥

ইত্যুক্তো মুনিঃরবমিহোত্তরম্ভা চ । আদর্শঃ কিমপ্রতিবিশ্ব-  
বিশ্বভেদীকণং কিং প্রতিবিশ্বগ উক্ত বিশ্বগ ইতীরয় যুগ্মমাত্র-  
গণৈচন্ যুকুরস্তেদী তর্হি চিন্মাত্রাশ্রিতেয়ঃ প্রকৃতিরপিবিশ্ব-  
প্রতিবিশ্বভেদিকৈতুতুল্যমিত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

নম্বেবস্তর্হি চিন্মাত্রএবহুঃখিত্যদিকং কতোনাগাদয়তি  
কিমিতি জীব এবাপাদয়তীতি চেত্তজাহ । চিতিমাত্রগতপ্রকৃতা-  
পাধৈবিশ্বভূতপরাত্মপক্ষপাতস্ত্যজতঃ প্রতিবিশ্বিতজীবপক্ষ-  
পাতোদর্পণস্তেব কদাচিদপি ন বিরুদ্ধাতে ॥ ৯৬ ॥

মুনি শঙ্কর এই স্থানে এই রূপে উত্তর করি-  
লেন । দর্পণ কি রূপে প্রতিবিশ্ব এবং বিশ্বের  
ভেদক হয় ? ইহা আপনিই বলুন । যদি স্বীকার  
করেন, মুখমাত্রে আয়ত্বিতি করিলেই দর্পণ বিশ্ব  
ও প্রতিবিশ্বের ভেদক হয়, তবে চিৎ ( চৈতন্য )  
মাত্র আশ্রয় লইয়া প্রকৃতিও জীব ও পরমাত্মার  
ভেদক হয় । এ স্থানেও অবিকল এই রূপ  
জানিবেন ॥ ৯৫ ॥

দর্পণ যখন কেবল মুখমাত্রে সঙ্গত হয়, তখন  
দর্পণের যে প্রাকৃতিক উপাধি বা লক্ষণ তাহা  
বিশ্বাকার মুখ সম্বন্ধ পরিত্যাগ করে । কেবল  
প্রতিবিশ্বিত মুখের পক্ষপাত করে । তথাপি

অবিকারিনিরন্তসঙ্গবোধৈকরসাত্মাশ্রয়তা ন  
যুক্ত্যভেদস্তাঃ । অতএব বিশিষ্টসংশ্রিতত্বঃ  
প্রকৃতেঃ সাদৃশ্যে নাপি শঙ্কনীয়ঃ ॥ ৯৭ ॥

নয়তাবিকারিণ্য অবোধরূপায়াঃ প্রকৃতেঃবিকারিনিরন্তসঙ্গঃ  
জ্ঞানৈকরসস্বরূপঃ ব্রহ্মাশ্রয়ো ন যুক্ত্যভেদে বিশেষাৎ অতএবাস্ত-  
করণবিশিষ্ট সংশ্রিতত্বঃ প্রকৃতেঃ সাদৃশ্যে নাপি পরিহরতি অবি-  
কারীতি অতএব ইত্যপি ন শঙ্কনীয়মিতি বা ॥ ৯৭ ॥

দর্পণের কোন অংশে বিরোধ হয় না । এইরূপ  
প্রকৃতি যখন কেবল চিৎ ( চৈতন্য ) মাত্র উপগত  
হয়, তখন প্রকৃতির উপাধি, বিশ্বাকার পরমাত্ম  
পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া থাকে । এবং তৎকালে  
প্রতিবিশ্বিত জীবতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকে ।

এইরূপ পক্ষপাতে প্রকৃতির দর্পণের মতন  
কদাচ বিরোধ বা বিসম্বাদ হইতে পারে না ।  
এই কারণে জগতে জীবগণ চিৎ শক্তি দ্বারা কখন  
স্বথঃখাদি অনুভব করে না । কিন্তু জীবজন্তু  
দিগকে সুখী কিম্বা দুঃখী বলিবার মূলকারণ  
জীবাত্মা ॥ ৯৬ ॥

পরব্রহ্ম অবিকারী, নিলেপ, কোন বস্তুতে  
তাহার কোন সম্বন্ধ নাই । কেবলমাত্র জ্ঞান  
স্বরূপ আত্মা । এরূপ পরব্রহ্মের সহিত অজ্ঞানরূপা  
প্রকৃতির কোন সম্বন্ধ থাকে না বলিয়া প্রকৃতিতে,  
অন্তঃকরণের সহিত সঙ্গত হইয়া পরব্রহ্মের  
আশ্রয় লইবে, আপনি এরূপ আশঙ্কাও করিতে  
পারেন না ॥ ৯৭ ॥



ন হি মানকথাবিশিষ্টগত্বে ভবদাপাদিত-  
ঐক্যতে তথাহি । অহমজ্জইতি প্রতীতিরেবা ন  
হি মানকমিহানুত্তে তথা চেৎ ॥ ৯৮ ॥

অনুভব্যমিত্যপি প্রতীতেরনুভূতেন্চ বিশিষ্ট-  
নিষ্ঠতা স্যাৎ । অজড়ানুভবস্য নো জড়ান্তঃ  
করণস্থমিতীকৃত্য ন তস্যাঃ ॥ ৯৯ ॥

\* হি যন্মাস্ত্রাপাদিতে বিশিষ্টগত্বে প্রমাণ কথা ন দৃশ্যতে  
নমু অহমজ্জ ইতি বিশিষ্টাশ্রিতাজ্ঞানানুভব এবমানমিত্যশক্যাহ  
তথাহীতি ইহাশ্মিরর্থোহহমজ্জ ইত্যেবা প্রতীতির্মানসং নহ-  
নুত্তে তথাচেদিত্যন্তোত্তরেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৯৮ ॥

বিপক্ষেদোষমাহ । তথাচেহুজ্ঞপ্রতীতির্গানত্বমনুত্তে চেন-  
হমনুভবীত্যপি প্রতীতেহেতোরনুভূতেরপি বিশিষ্টনিষ্ঠতা  
স্যাৎ ইকোপত্তিমানস্যাহজড়ান্তঃকরণনিষ্ঠং ন তবতীতিহে-  
তোস্তস্তা বিশিষ্টনিষ্ঠতয়া ইকতা নাস্তি ॥ ৯৯ ॥

আপনার প্রদর্শিত বিশিষ্টজ্ঞানে কখনই  
কোন প্রমাণবাক্য থাকিতে পারে না । তাহা  
হইলে “আমি অজ্ঞ” এরূপ প্রতীতি কদাচ  
প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে না ॥ ৯৮ ॥

আপনার মতে পূর্বোক্ত প্রতীতি যদি প্রামা-  
ণিক হয়, তবে অহং অনুভবী অর্থাৎ আমি  
অনুভব করিতেছি, এইরূপ প্রতীতি হেতু, অনুভব  
পদার্থও বিশিষ্টবস্তুর আশ্রিত হইয়া উঠে । যদি  
আপনার মতে ইহা ইকোপত্তি বোধ করেন, তবে  
যে পদার্থ অজড়, অর্থাৎ চৈতন্য স্বরূপ—তাহার  
অনুভব কদাচ জড় অন্তঃকরণাশ্রিত হইতে পারে  
না । সুতরাং প্রকৃতিকে বিশিষ্ট পদার্থাশ্রিত

নমু দাহকতা যথাগ্নিযোগাদধিকুটং ব্যপদি-  
শ্যতে তথৈব । অনুভূতিমদাশ্রয়োগতোহন্তঃ  
করণে সা ব্যপদিশ্যতে ইনুভূতিঃ ॥ ১০০ ॥

ইতি চৈবমিহাপি তস্য মায়াশ্রয়চিহ্নাত্মবুতে  
তথোপচারঃ । ন পুনস্তদুপাধিযোগতোহন্তঃকরণ-  
স্যোতি সমান্যাধাগতির্হি ॥ ১০১ ॥

ভট্টভাস্করঃ শব্দতে । নমু যথাদাহকবল্লিতাদাত্মাৎ লোহ-  
পিণ্ডেদাহকতা ব্যপদিশ্যতে তথৈবানুভূতিমদাশ্রয়তাদাত্মাদন্তঃ  
করণেনানুভূতিব্যাপদিশ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

পরিহরতি । ইতিচৈবম্ যতস্তথৈবাপি মায়াশ্রয়চিহ্নাত্ম  
বুতেহন্তঃকরণেতজ্ঞানান্তোপচারো ন পুনস্তদ চিহ্নাত্মো-  
পাধেঃ প্রকৃতে যোগতোহন্তঃকরণান্তোতান্যাধাগতিঃ সমানা  
সমানা ॥ ১০১ ॥

বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না, এবং পূর্বোক্ত  
আপত্তিও এখানে থাকিতে পারে না ॥ ৯৯ ॥

ভট্টভাস্কর ইহাতে দোষারোপ করিলেন—  
অগ্নিসংযোগে অগ্নির তাদাত্ম্য পাইয়া লোহ-  
পিণ্ডে যেরূপ দাহকতা শক্তির আরোপ করা হয়,  
তদ্রূপ অনুভববিশিষ্ট আত্মার সংযোগে তদাকার  
অন্তঃকরণে ঐ অনুভব আরোপিত হইয়া  
থাকে ॥ ১০০ ॥

ভগবান্ শব্দর খণ্ডন করিলেন—আপনার এ  
রূপ কথা গ্রাহ্য হইতে পারে না । কারণ,  
এখানেও মায়াশ্রিত চিৎ ( চৈতন্য ) যুক্ত অন্তঃ-  
করণের কদাচ উপচার হয় না ॥ ১০১ ॥

নচ তত্র হি বাধকস্য সত্ত্বাদিয়মন্ত প্রকৃতেন  
সান্ত্যবাধাৎ । ইতি বাচ্যমিহাপি তজ্জটীততদু-  
পাঞ্জিত্যযুতেশ্চ বাধকত্বাৎ ॥ ১০২ ॥

অধিনুপ্যপি চিত্তবর্তি তৎ স্যান্মদি বাজ্ঞান-  
মিদং হৃদাঞ্জিতং স্যাৎ । তদ্বিস্তি ন মানযুক্ত-  
রীত্যা প্রকৃতে দৃশ্যবিশিষ্টনিষ্ঠতারাঃ ॥ ১০৩ ॥

তন্ম তত্রাত্তঃকরণেহুভূতে ব্যাপদেশেহজড়ানুভবশ্চ  
জড়াত্তঃকরণহুভবমুপপন্নমিতিবাধকশ্চ সত্ত্বাদিনুভূতিমদাস্ত্র-  
যোগাদন্তঃকরণেহুভূতিব্যাপদেশইতীরং গতিরহু প্রকৃতে-  
হন্তঃকরণশ্চ যান্নাশ্রয়ত্ববাধাত্তাৎযান্নাশ্রয়চিহ্নাত্ত্রয়ুতেশ্চন্তঃকর-  
ণেহজ্ঞানন্তোপচরিত্ত্যুক্তা না গতির্নাস্তীত্যশঙ্ক্য পরিহরতি  
ইতীতি নচবাচ্যমিতি কুতইত্যপেক্ষায়ামাহ তজ্জটীত বিদ্যাজ-  
নিতে চিত্তে বিদ্যাজরত্বাযোগশ্চ বাধকত্বাৎ ॥ ১০২ ॥

কিঞ্চিদমজ্ঞানং যদি হৃদাঞ্জিতং স্তাত্ত্বি অধিনুপ্যপি নু-  
প্যপি চিত্তবর্তিত্তদজ্ঞানং স্তাত্ত্বাদিহাস্তাৎ প্রকৃতেদৃশ্যাত্তঃ  
করণবিশিষ্টনিষ্ঠতারাযুক্তরীত্যা প্রমাণং সান্ত্যতচ্চিকাটব  
সেতাব্যঃ ॥ ১০৩ ॥

অন্তঃকরণে সেই অনুভবের আরোপ হয়—  
কিন্তু চৈতন্যের অনুভব জড় অন্তঃকরণে অবস্থিত  
নহে । এইরূপ আপত্তি থাকিতে অনুভববিশিষ্ট  
আত্মার সংযোগে অন্তঃকরণে অনুভব হয়, ইহাই  
আরোপ করিতে হইবে । বাস্তবিক এরূপ অব-  
স্থাই স্বীকার্য । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তঃকরণ  
মায়াজ্ঞিত । এই কারণে কোন বাধা না থাকিতে  
মায়াজ্ঞিত চিৎশক্তিরূপ অন্তঃকরণে অজ্ঞানের  
আরোপ হইয়া থাকে । আপনি এরূপ অবস্থা  
বা নিয়ম স্বীকার করিতে পারেন না । তাহার  
কারণ এই—চিত্ত বিদ্যাজনিত পদার্থ । তাহাতে  
নিয়তই বিদ্যার সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে । কিন্তু  
আপনি বিদ্যার সম্বন্ধ নাই বলিলে আপনার মতে  
ব্যাঘাত ঘটিল উঠে ॥ ১০২ ॥ ✕

আরও দেখুন—অজ্ঞান বাদ হৃদয়াজ্ঞিত হয়,

নহু ন প্রতিবন্ধিকৈব সুপ্তাবিতি সা দূরতএব  
চিদাতেতি । প্রতিবন্ধকশূন্যতা তু সুপ্তেঃ পরমাত্ম-  
ক্যগতেঃ সতেতি বাক্যাৎ ॥ ১০৪ ॥

ন চ তত্র চ তৎস্থিতিপ্রতীতিঃ সতি সম্পদ্য

এবমুক্তো ভট্টভাস্করঃ শব্দতে সত্যতাদিচতুর্তিঃ । নহু-  
সুপ্তেণ জীবত্বমেক্যপ্রতিবন্ধিকাবিদ্যাব্যবাস্তীতিহেতোঃ  
সা বিদ্যাত্তদানীধিক্যাত্তেতি দূরত এবাত্ত প্রমাণাকাজ্ঞায়ামাহ  
সুপ্তেহপ্রতিবন্ধকশূন্যতা তু সত্যসৌম্যতদাসম্পন্নোভবতি স্ব-  
মপীতোভবতীতিবাক্যাজীবন্ত পরমাত্মমেক্যন্ত বা গতেস্তথা-  
চোক্তপ্রতিবাক্যমেবাত্ত প্রমাণমিতিভাবঃ ॥ ১০৪ ॥

নহু সতি সম্পদ্য ন বিদ্যুরিতিবাক্যাত্তত্র সুপ্তাবজ্ঞানস্থিতি  
প্রতীতিরিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি ন চেতি । সতি পরমাত্মনি

তবে সুষুপ্তিকালেও সেই চিত্তস্থিত অজ্ঞান  
থাকিতে পারে । অতএব প্রকৃতি যে অন্তঃকরণে  
সবিশেষ অবস্থান করে, উক্ত নিয়মে কিছুতেই  
সে বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতে পারিবেন না । কিন্তু  
প্রকৃত চৈতন্যাজ্ঞিত সত্য ॥ ১০৩ ॥

ভট্টভাস্কর শঙ্কা করিতে লাগিলেন—দেখুন,  
সুষুপ্তিকালে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ প্রতি-  
বন্ধক হয়, এরূপ বিদ্যাই নাই । এই কারণে সেই  
বিদ্যা যে চৈতন্যাজ্ঞিত, একথা দূরে নিরস্ত হইল ।  
এবিষয়ে বেদবাক্য প্রমাণ আছে, শ্রবণ করুন ।  
“সত্য সৌম্য ! তদা সম্পন্নো ভবতি” ইত্যাদি  
বেদবাক্য বিদ্যমান থাকিতে সুষুপ্তিকালে কোন  
প্রতিবন্ধক নাই । সুতরাং তৎকালে জীব ও  
পরমাত্মার ঐক্য বোধ হইবার বিষয়ে প্রতি  
বাক্যই প্রমাণ ॥ ১০৪ ॥

“সতি সম্পদ্য নবিদ্যঃ” এই বেদবচনে ঐ সুষুপ্তি-  
কালে যে অজ্ঞান থাকে তাহার প্রতীতি হয় ।  
ভগবান্ শঙ্কর ভাস্করের এরূপ আপত্তি করিলেন ।  
সুষুপ্তিকালে পরমাত্মাতে ঐক্য পাইয়া জনগণ

বিহু নহীতি বাক্যং । প্রতিগীতদধিকিপত্য-  
ভাবপ্রতিপত্তের্ণ চ নিরুবোহত্র নেতি ॥ ১০৫ ॥

কিমু নিত্যমনিত্যমেব চৈতৎ প্রথমো নেহ  
সমন্তিযুক্ত্যভাবাৎ । অনিবর্তকসত্ত্বতোহস্য না-  
স্ত্যো ন হি তিদ্য়াদবিরোধিচিৎপ্রকাশঃ ॥ ১০৬ ॥

সম্পদ্যকং প্রাপ্য জ্ঞানং বিহুঃ কিমপি ন জানন্তি হেতুমা-  
হ বতউক্তপ্রতিগীতজ্ঞানধিকিপতি নিবেদতি নহু নিরুবো-  
জ্ঞাননিবেদোহত্রনাস্তীত্যশঙ্ক্য পরিহরতি ন চেতি নিরুবোহত্র  
প্রতিগিরি নেতি ন চাত্রহেতুমাহ ন বিহুরিতিজ্ঞানাতাব-  
প্রতীতেরিতি ॥ ১০৫ ॥

কিঞ্চৈতদজ্ঞানং কিমুনিত্যমুতানিত্যমেবেতি বিকম্পা  
দুষ্যতি কিম্বিতি । ইহোক্ত বিকম্পহরে প্রথমোবিকম্পঃ  
সম্যক্জ্ঞানন্তি তত্র হেতুযুক্ত্যভাবাৎ নাস্ত্যোহস্তানিবর্তকসত্ত্ব-  
তোনিবর্তকসত্ত্বাভাবাৎ এতদেবোপপাদয়ম্ কিমন্তুচিৎ প্রকা-  
শোনিবর্তক উত জড়প্রকাশ ইতি বিকম্পাদ্যৎ প্রত্যাহ  
হিযস্মাতদজ্ঞানমবিরোধি চিৎপ্রকাশো ন তিদ্য়ৎ উত্তর-  
শ্লোকহতংপদমত্রাপি সম্বন্ধীয়ং ॥ ১০৬ ॥

কিছুই জানিতে পারে না । কারণ, উক্ত বেদ  
বাক্য তখন জ্ঞান নিষেধ করিয়া থাকে । জ্ঞান  
নিষেধ এখানে নাই, এরূপ আশঙ্কাও করিতে  
পারেন না । এই বেদবাক্য নিরুব অর্থাৎ জ্ঞান  
নিষেধ যে হইতে পারে না, তাহার হেতু এই—  
'ন বিহুঃ' এখানে স্পষ্টই জ্ঞানের অভাব প্রতীতি  
হইয়া থাকে ॥ ১০৫ ॥

অপিচ এই অজ্ঞান নিত্য ? কি অনিত্য ?  
এই বিষয়ে সন্দেহ দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু  
উভয়বিধ সংশয়ের মধ্যে প্রথম পক্ষটি অর্থাৎ  
অজ্ঞান নিত্য, ইহা কিছুতেই সন্ডাবিত নহে ।  
কারণ, তৎপক্ষে কোনই যুক্তি নাই । শেষ পক্ষটি  
অর্থাৎ অজ্ঞান অনিত্য স্বীকার করিলে অন্য

ন চ তচ্ছবদেজ্জড়প্রকাশোহপ্যবিরোধাৎ  
সুতরাং জড়ত্বতোহস্য । তদ্বিহ প্রতিবন্ধকত্বমস্য  
প্রভবেৎ কিং বিহু তত্ত্বমএহাদি ॥ ১০৭ ॥

ইতি চেনিদমারম্ভঃ কোহমহুজোহহং তিতি-

দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ তদজ্ঞানজড়প্রকাশোনচ শমচেতত্বহেতু-  
র্জড়ে ন জড়স্য বিরোধাতাবাৎ ॥ ১০৭ ॥

অন্যে নিরন্তরসংস্কারনিরাসোহর্থাৎ সেন্ত্যত্যাগহণং  
যরোগ্যাদেব নোপপন্নমিত্যাভিপ্রায়েণাচার্য্য আহ ইতীতি  
ভিন্নাভিন্ন বিষয়দে ন সর্বপ্রত্যয়মাধার্য্যার ভ্রমসিদ্ধিরিতি

এক দোষ উপস্থিত হয় । কারণ, তৎকালে  
অজ্ঞানের নিবারক বস্তু কে ? বস্তু নিবারক  
বস্তু কেহই নাই । এখানেও পূর্বমত সংশয়  
উপস্থিত । চিৎপ্রকাশ অজ্ঞানের নিবর্তক ?  
অথবা জড়প্রকাশ অজ্ঞানের নিবারক ? প্রথম  
পক্ষে দোষ এই—অজ্ঞান অবিরোধী, চিৎ-  
প্রকাশ কখন অজ্ঞান ভেদ করিতে পারে না ।  
দ্বিতীয় পক্ষে দোষ এই—জড়প্রকাশও ঐ অজ্ঞান  
নাশ করিতে পারে না । তাহার কারণ এই, জড়  
বস্তুর সহিত জড় বস্তুর কোন বিরোধ নাই । অত-  
এব এই স্থানে অজ্ঞান নাশ বিষয়ে সম্পূর্ণ প্রতি-  
বন্ধকই দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু জ্ঞানাত্মক  
জ্ঞান ইত্যাদি সেখানে প্রতিবন্ধক জানিবেন ।  
॥ ১০৬ ॥ ১০৭ ॥

অম নিরন্তর হইলে আপনাপনি সংস্কার নিরন্তর  
হইবে । অতএব অজ্ঞান স্বীকার করা অযুক্ত ।  
তাকরের এইরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া  
শঙ্কর বলিতে লাগিলেন । 'আপনিই বিবেচনা  
করিয়া দেখুন, "অহং মনুষ্যঃ" এই অহঙ্কার  
আদি, এবং দেহ পর্য্যন্ত, এই অনাত্ম বস্তুতে



শেষুভীতিচেন্ন । অতি বিস্মৃতিশীলতা তরাহো  
গদিতুঃ সৰ্বপদার্থসঙ্করস্য । ১০৮ ।

প্রমিতিব্যুপাশ্রয়ন্তু প্রতীতির্যুকঃ খণ্ড ইতি  
স্বশাস্ত্রসিদ্ধাৎ । ভিন্নভিন্নগোচরত্বহেতোর্ধি-  
মেতাস্তু কিমিত্যুপেক্ষসে ত্বং ॥ ১০৯ ॥

কিং শব্দার্থঃ প্রয়ং যদ্বোক্তমাহ মনুষ্যোহহমিত্যাহকারাদি-  
দেহপরিব্যস্তেন্নাসক্ত্যবুদ্ধির্জমইত্যর্থঃ । উপহাসপূর্বকমুত্তরং  
বক্তৃমাচার্য্য আহেতি চেয়াহো সৰ্বপদার্থসঙ্করস্য বক্তৃত্বাতি  
বিস্মরণশীলতা ॥ ১০৮ ॥

বিস্মরণশীলতামেবাহ । সৰ্বস্যাপি ভিন্নভিন্নবিষয়ত্বাৎ  
স্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তেতোর্যুকঃ খণ্ডইতি ভেদাভেদপ্রত্যয়স্য  
প্রমাণব্যুপাশ্রয়মহং মনুজইতিপ্রত্যয়ং ভেদাভেদবিষয়ত্বং  
ভেদাভেদাত্ম্যং সৰ্বসঙ্করবাদী কিমিত্যুপেক্ষসে ॥ ১০৯ ॥

আত্ম বুদ্ধির নামই জম । তাহা যদি স্বীকার  
না করেন, আপনি ত বক্তা, আপনি ত সকল  
পদার্থ নিজবুদ্ধিবলে প্রমাণ করিতে উদ্যত হইয়া-  
ছেন—তবে আপনারই বা এরূপ বিস্মৃতি কেন ?  
ইহার নাম জম জানিবেন ॥ ১০৮ ॥

আপনাকে স্বরূপ-শক্তি-শূন্য বলিতেছি কেন  
প্রবণ ককন । আপনারই শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হই-  
য়াছে যে, সকল পদার্থই ভেদ এবং অভেদ  
বিশিষ্ট । ‘অযুকঃ খণ্ডঃ’ অযুক ব্যক্তি ক্লীব—  
এই ভেদ এবং প্রভেদ জানের স্মৃতরাং প্রামাণ্য  
সিদ্ধ হইল । ‘অহং মনুষ্যঃ’ আমি মনুষ্য—  
এই ভেদাভেদ গোচর জ্ঞান (আপনি ভেদাভেদ  
জ্ঞান দ্বারা সৰ্ব সঙ্করবাদী হইয়া) কিরূপে উপেক্ষা  
করিতেছেন ? ॥ ১০৯ ॥

অনুমানমিদং তথা চ সিদ্ধং বিমতা ধীঃ প্রমি-  
তি ভিন্নভিন্নভিদ্ভিৎ । ইহ চাকুনিদর্শনং তবেৎ সা  
তব খণ্ডোহয়মিতি প্রতীতির্যেবা ॥ ১১০ ॥

ননু সংহননাস্বধীঃ প্রমাণং ন ভবত্যেব নিষি-  
ধ্যমানগত্বাৎ । ইদমি প্রতিপন্নরূপ্যধীবৎ প্রবলা  
সংপ্রতিপক্ষতেতি চেন্ন ॥ ১১১ ॥

তথাচেদমনুমানং সিদ্ধং বিবাদান্শাদাহং মনুজ ইতিবুদ্ধিঃ  
প্রমাণং ভিন্নভিন্নবিষয়ত্বাৎ সারখণ্ডোহয়মিত্যেবা তব  
প্রতীতিরহানুমানমে চাকুনিদর্শনং দৃষ্টান্তঃ ॥ ১১০ ॥

ননু সংঘাতাবুদ্ধিরপ্রমাণং নিষিধ্যমানবিষয়ত্বাৎ ইদম  
প্রতিপন্নরজতবুদ্ধিবদिति সাধ্যাতাবসাধকহেতুস্তরেণ প্রবলাৎ  
সংপ্রতিপক্ষতামাপদয়তি ভট্টভাক্তরো মম্বিতি নাহং  
মনুজো ব্রহ্মান্মিতি প্রতিপ্রত্যয়সামর্থ্যাগ্নিবিধ্যমানবিষয়ত্ব  
মিত্যর্থঃ । দুষরতীতি চেমেতি ॥ ১১১ ॥

অনুমান দ্বারাও ইহা সিদ্ধ হইতে পারে ।  
‘অহং মনুষ্যঃ’ এই স্থানে বিবাদের আশ্পদীভূত  
বুদ্ধি প্রমাণ হইবে । তাহার হেতু এই—ঐ  
বুদ্ধি ভিন্ন এবং অভিন্ন বিষয়ে বর্তমান । ‘অয়ং  
খণ্ডঃ’ আপনার মতে এইরূপ বুদ্ধিই অনুমানে  
সূচক দৃষ্টান্ত জানিবেন ॥ ১১০ ॥

ভট্টভাক্তর অনুমানে দোষারোপ করিলেন—  
সমুদয় আত্মবুদ্ধি প্রমাণ নহে । কারণ, প্রত্যে-  
কের বিষয় সকল ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া নিষিদ্ধ ।  
তাহার দৃষ্টান্ত এই—‘ইদং রজতম্’ এই স্থলে  
ইদম্ শব্দে যেমন রজতবুদ্ধি হয়, তাহার মতন ।  
এখানে প্রবল প্রতিকূলতাচরণ দেখিতে পাওয়া  
যায় । ‘নাহং মনুজো ব্রহ্মান্মি’ আমি মনুষ্য,  
আমি ব্রহ্ম নয় । প্রত্যেকেরই এইরূপ প্রতীতি  
হইবার শক্তি আছে । তাহাতেই যাহাকে অনুমান  
করিতে হইবে, তাহার বিষয় সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ  
হইল ॥ ১১১ ॥



ব্যক্তিচার্যুতত্ত্বতোহস্য খণ্ডঃ পশুরিত্যত্র তদন্য  
ধীহুযুগে । ইতরত্র নিবিধ্যমানখণ্ডোলিখিতত্বে  
ন নিকৃত্যহেতুমত্বাৎ ॥ ১১২ ॥

নমু হেতুরসং বিবিধ্যতেহত্র প্রতিপন্নোপ-

তত্রহেতুমায়া হেতোঃ খণ্ডঃ পশুরিত্যত্র ব্যক্তিচার্যুত-  
ত্বাৎ কৃতএতদ্বিতি তত্রহেতুরত্রবারং খণ্ডোগোঃ কিন্তুযুগো-  
গৌরিত্তি খণ্ডাত্বীহে যুগে নিবিধ্যমানখণ্ডোলিখিতত্বে ন  
নিবিধ্যমানবিষয়সম্বন্ধপিসিকৃত্যহেতুমত্বাতথাচ খণ্ডযুগাত্যা-  
লোহস্য ভেদবকেহত্রস্বত্বাৎ জীবন্যভেদপ্রত্যয়স্য প্রমা-  
ণ্যোপপত্তিরিত্তিতাবঃ ॥ ১১২ ॥

নমু নারং নিবিধ্যমানবিষয়স্বত্বাৎ হেতুঃ কিন্তু প্রতিপ-  
ন্নোপাধৌ নিবিধ্যমানবিষয়স্বত্বমিতি তট্টভাস্করঃ শব্দে  
নম্বিত্তি । প্রতিপন্নস্য প্রতীতসোপাধিক উপাধাবধিতানে-

ভগবান্ বলিলেন, একথা হইতেই পারে  
না । তাহার কারণ এই—“খণ্ডঃ পশুঃ” এইখানে  
ব্যক্তিচার হইরাছে, অর্থাৎ নিরনের বৈপরীত্য  
বটিরাছে । ব্যক্তিচার হইবার কারণ এই—“নারং  
খণ্ডঃ গোঃ কিন্তু যুগো গোঃ” অর্থাৎ এ গো খণ্ড  
নহে, কিন্তু যুগ । এইখানে যুগ, খণ্ডপদার্থ হইতে  
অন্য পদার্থ । লোকেরও অন্য বলিয়া জ্ঞান হইরা  
থাকে । তাহাতে যে খণ্ডের কথা উল্লেখ করা  
হইরাছে, তাহার নিবেদন হইরা যায় । নিবেদন  
হইলেই ঐ বিষয়টি নিবিদ্ধ বিষয় হইল । কল  
কথা এই—খণ্ড আর যুগদ্বারা গোত্র পদার্থ যেমন  
অভিন্ন থাকে, তদ্রূপ দেহ আর ত্রক দ্বারা জীব  
পদার্থের অভেদজ্ঞান হইবে । তাহা হইলে ইহার  
কেহই প্রামাণ্য খণ্ডন করিতে সক্ষম নহে ॥ ১১২ ॥

ভাস্কর শব্দ করিতে লাগিলেন—এই হেতুর  
বিষয় যে কেবল নিবিদ্ধ তাহা নহে, কিন্তু যেসকল  
প্রতীত হয় তাহার অধিষ্ঠান স্বরূপ বস্তুতেও নিবে-

দিকে নিবেদনগত । ইতি চের বিবক্ষিতস্য হেতো-  
ব্যক্তিচার্য পুনরপ্যযুত্র চৈব ॥ ১১৩ ॥

নমু গোত্রউপাধিকে স্বকৃত্য প্রতিপন্নস্য হি  
তত্র নো নিবেদঃ । অপিচু এবম্বা ন যুগইত্যত্র  
তথা চ ব্যক্তিচারিতা ন হেতোঃ ॥ ১১৪ ॥

তথাচেন্দ্রমংশে প্রতিপন্ন তত্রৈবনিবিধ্যতে মেদং রজতমিতি  
তথাস্মি প্রতিপন্নং যমুজং তত্রৈবনিবিধ্যতে ইতি ভস্ম  
ত্রমং খণ্ডো গোত্রিত্যস্য তুত্বৈপরীত্যায় তদ্বিমিত্তিতাবঃ  
দ্বয়রীতি তত্র হেতুবিবক্ষিতস্য হেতোঃ পুনরপ্যযুত্র খণ্ডো  
গৌ রিত্যযুযিদ্ ব্যক্তিচারাদেব ॥ ১১৩ ॥

নমু নারং খণ্ডঃ কিন্তুযুগ ইতিগোত্র উপাধৌ প্রতিপন্নস্য  
খণ্ডস্য ন তত্রনিবেদোহপিচু এবম্বা নযুগে ইতি তথাচ  
হেতোব্যক্তিচারিতানাভীতি শব্দে নম্বিত্তি ॥ ১১৪ ॥

ধের সত্তাবনা । ‘নেদং রজতম্’ ইহা রজত  
নহে, এই ইদম্ অংশে বাহ্য প্রতীত হইরাছে,  
তাহাতেই নিবেদন । এইরূপ আত্মাতে যে যমুজ  
প্রতিপন্ন হইরাছে, তৎপক্ষেই নিবেদন । এই  
কারণে উক্ত বিষয়টি অসম্পূর্ণ বলিতে হইবে ।  
‘খণ্ডো গোঃ, এইখানে তাহার বৈপরীত্য বটিরাছে ।  
যুগদ্বারা স্বার্থ বিবরণ হইতে পারে না । শব্দ  
ভাস্করের এরূপ আপত্তি খণ্ডন করিলেন । আপনি  
‘খণ্ডোগোঃ’ এইখানে যে রূপ হেতু বলিতে ইচ্ছা  
করিরাছেন, তাহারই পুনরায় ব্যক্তিচার দেখিতে  
পাওয়া যায় ॥ ১১৩ ॥

ভাস্কর শব্দ করিতে লাগিলেন, ‘নারং খণ্ডঃ  
কিন্তু যুগঃ’ এখণ্ড নয় কিন্তু যুগ । এখানে খণ্ডযুগ  
উভয়েরই অধিষ্ঠান গোত্র । সেই গোত্র উপাধিতে  
যে খণ্ডের বোধ হইতেছে, তাহার নিবেদন হইবে  
না । কিন্তু প্রমিত যুগে নিবেদন হইরা থাকে ।

ইতি চেম্বিকপ্পানাসহস্যং কিম্ব খণ্ডস্যভু  
কেবলে নিবেদনঃ। উতগোত্বেসম্বন্ধিতং সমুত্তেপ্রথমো  
নোষটতে প্রসক্ত্যভাবঃ ॥ ১১৫ ॥

নহি জ্ঞানপিপ্লবকে প্রসক্তঃ পরমুত্তস্থিতিসং  
প্রসক্ত্যভাবঃ। চরমোহপি ন গোত্বেসম্বন্ধিতং খণ্ড  
খণ্ডস্য নিবেদনকালএব ॥ ১১৬ ॥

পরিহৃত্যভিচের বিকল্পানাসহস্যং বিকল্পানাসহস্যমেব-  
দর্শয়তি কিম্ব খণ্ডস্যকেবলেমুত্তেপ্রথমো উতগোত্বেপহিত-  
মুত্তেসম্বন্ধিতং প্রথমোদভূত্যাতে প্রাপ্যভাবঃ ॥ ১১৫ ॥

হিব্যাদিহভূতলেঘটোনেতাত্ত্বভূতলসংস্কৃততয়া প্রতি-  
পন্নস্যস্বর্ভামগস্যান্যত্র নিবেদ্যদৃষ্টঃ পরোমুত্তকদাচিদপি  
মুত্তেপ্রসক্ত্যনন্তত্বভূত্যাতেপ্রসক্ত্যভাবঃ দ্বিতীয়প্রত্যাহ  
চরমোপিমযতোগোত্বেপহিতমুত্তেখণ্ডস্য নিবেদনসময়ে এব-  
মুত্তবিশেষণীভূতগোত্বেপোতস্য মুত্তস্য নিবেদনং প্রত্যহ  
সাদ্যবেদমি প্রতিপন্নমিদন্তোপহিতশুদ্ধিবাক্যে নিবিধ্য-

বস্তুতঃ এইরূপে পূর্বে যে হেতু উল্লিখিত হইয়াছে  
তাহার ব্যতিচার হইতে পারে না ॥ ১১৪ ॥

ভগবান্ খণ্ডন করিলেন, একথা বলিতে পার  
না। ইহাতে দুইটি সংশয় উদ্ভূত হইতে পারে।  
বলা—মুত্তের কেবল মুত্তে নিবেদন? অথবা গোত্র  
সংস্কৃত মুত্তে কেই নিবেদন? ইহার মধ্যে প্রথম  
পক্ষটি ঘটিতে পারে না। কারণ, কোন সম্ভা-  
বনা নাই ॥ ১১৫ ॥

কারণ, 'ইহ ভূতলে ঘটোন' এই ভূতলে ঘট  
নাই। এই স্থানে ভূতল সংশ্লিষ্ট হইয়া যে বস্তু  
প্রতীত হয়, তাহাকেই স্বরণ করিয়া, অন্যস্থানে  
নিবেদন দেখা যায়। 'পরোমুত্তঃ' এখানে কদাচ  
খণ্ডে লক্ষণ সঙ্গত হইতে পারে না। শেষ পক্ষটি  
স্বীকার করিলেও বিষয় অনিষ্টের সম্ভাবনা।  
অর্থাৎ 'নেদং ব্রজতম্' এইস্থানে যেমন ইদম্

অবিশেষণভূতগোত্রের ক্ষুদ্রভূতস্য নিবে-  
দনং প্রত্যহ স্যাৎ। তদ্বিহোচিতিহেতুসম্বন্ধিতস্য  
ব্যতিচারোদৃঢ়বজ্রলেপএব ॥ ১১৭ ॥

নমু ভাতিতরামুপাধিরত্নাদলদেতব্যবহৃত্তেতি  
চেম্ব। অহমোহমুত্তবেন সাধনব্যাপকতাবাদবগত্যন-  
ন্তরং ॥ ১১৮ ॥

তেতদ্বিত্যর্থস্তত্বেদাদিহ প্রতিপন্নোপাধৌনিবিধ্যমানবিষয়ে-  
খণ্ডজ্ঞানে উক্তহেতোঃ প্রতিপন্নোপাধৌনিবিধ্যমানবিষয়স্য-  
সম্বাদস্যহেতোব্যতিচারোদৃঢ়বজ্রলেপএব ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

অত্রামুচ্ছিন্নৈতদ্যবহারত্বমুপাধিরতিশয়নভাতীতি শঙ্কতে  
নহিতি নায়ং খণ্ডোগোত্রিতিনিবেদনপ্রত্যয়ান্তরকালমপি  
খণ্ডোগোত্রব্যবহারোল্ল্যতে ন তথাব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদৃষ্টংমু-  
ক্তব্যবহারইতিভাবঃ সাধনব্যাপকত্বান্নামুপাধিরতিসমা-  
ধতেইতিচেম্ব সাক্ষাৎকারোত্তরকালমপি প্রারম্ভকর্মামুরোধ-  
দহং মনুজইত্যহমোহমুত্তবেনসাধনব্যাপকত্বাৎ ॥ ১১৮ ॥

শব্দে প্রতিপন্ন পদার্থের ইদম্ শব্দ সম্বন্ধ শুদ্ধি  
পদার্থে নিবেদন হয়। সেই মত গোত্র সংস্কৃত  
মুত্তে খণ্ডের নিবেদনকালেও মুত্তের বিশেষণস্বরূপ  
গোত্রেও, এই খণ্ডের নিবেদন অবশ্য সম্ভাবিত  
হইবেক। অতএব এখানে যাহার অধিষ্ঠান  
প্রতীত, যাহার বিষয় নিষিদ্ধ হইতেছে, এমন খণ্ড-  
জ্ঞানে উক্তরূপ হেতু অবশ্য বিদ্যমান আছে। যে  
উপাধি প্রতিপন্ন হইল, সেই উপাধিতে তাহার  
নিষিদ্ধ বিষয় অবস্থান করাতে এই হেতুর ব্যতি-  
চার দৃঢ়বজ্র লেপতুল্য জানিবেন ॥ ১১৬ ॥ ১১৭ ॥

ভাঙ্কর ইহাতে আপত্তি দেখাইলেন 'নায়ং  
খণ্ডো গোঃ' এ খণ্ড, কিন্তু গো নহে। এই স্থানে  
নিবেদন জ্ঞানের পরক্ষণেই যেমন গোত্র ব্যবহার  
দেখা যায়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পর এরূপ মনুষ্যত্ব  
ব্যবহার হয় না। এইস্থানে হেতু বিরোধী হও-  
হাতে উপাধি থাকে না। শঙ্কর ইহার উত্তরে  
সমাধান করিলেন, ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের পরক্ষণেও

\* অমুচ্ছিন্নখণ্ডেরমিতিব্যবহৃত্তা।

নমু তদ্ব্যবহারমপিস্য ইহতৎকেন কমিত্য-  
নেনমুক্তো । প্রতিবাক্যধাতেন সম্ভ্রতীতের্যাব-  
হতুন কথঞ্চিদেতি চেন্ন ॥ ১১৯ ॥

তদিদং ঘটতেমতেহমদীয়ে তদবোধোল্লসিত-  
ততোহখিলস্য । তদবোধলয়েলয়োপপত্তেজগতঃ  
সত্যতয়াম্বিহা ন তে স্যাৎ ॥ ১২০ ॥

প্রারম্ভকর্মসমাপ্তোর্যব্যবহারসাব্যবহৃত্তোচ্ছদাসাধ-  
নব্যাপকভূমিত্যাশয়েনচোদয়তি নথিতি যত্রতস্যসর্বমাত্মবা-  
ভূতৎকেনকং পশ্যেদিত্যুক্তিবাধ্যাতেনমোক্ষেইহতৎকেন  
কমিত্যনেনতদ্যাবহারোচ্ছদস্য সম্যক্প্রতীতের্যাবহৃত্তকচ্ছদঃ  
কথং নাস্তি কিংতন্ত্যাব পরিহৃত্তীতিচেয়েতি ॥ ১১৯ ॥

যস্মাত্দিদমমদীয়ে মতে ঘটতে তস্য পরব্রহ্মণোবোধঃ  
সচাসাবোধইতিবা সর্বস্যতদজ্ঞানবিলসিতত্বাতদজ্ঞানলয়ে  
লয়োপপত্তেস্তমতেতুজগতঃ সত্যতয়োচ্ছদোনস্যাৎ ॥ ১২০ ॥

প্রারম্ভ কাণ্ডের অনুরোধে ‘অহং মমুজঃ’ এই  
অহম্ ইত্যাকার অনুভব হওয়াতে হেতু সর্বত্র  
সমান থাকিল ॥ ১১৮ ॥

পুনর্বার ভাস্কর আপত্তি দেখাইলেন ‘যত্র তস্ম  
সর্বমাত্মবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ’ অর্থাৎ যখন  
সকলেই আত্মময় হইবে, তখন কোন্ সাধনে  
কোন্ বস্তু দেখা যাইবে? এই বেদবাক্যস্থ সাধন  
দ্বারা সমস্ত ব্যবহারের উচ্ছেদ হইয়া থাকে ।  
তাহাও সকলের সম্যক্ রূপে প্রতীতি হইয়া  
থাকে । তবে যে ব্যবহারকর্ত্তা, কিরূপে তাহার  
উচ্ছেদ হইবে? প্রকৃত পক্ষে কিন্তু ব্যবহারের  
উচ্ছেদ হইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

শঙ্কর খণ্ডন করিলেন—আপনি যে কথা বলি-  
লেন, ইহা আমাদের মতে ঘটিতে পারে । তাহার  
কারণ এই, এই দৃশ্যমান জগৎ পরব্রহ্মের অজ্ঞান  
বিলাসে অর্থাৎ যতক্ষণ না পরব্রহ্মকে জানিতে  
পারা যায়, ততক্ষণ ব্যবহার দশা । বস্তুতঃ  
আমাদের মতে অজ্ঞানের লয় হইলে সমস্ত  
বস্তুর লয় হইয়া থাকে । কিন্তু আপনার মতে  
জগৎ সত্য পদার্থ, সুতরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে  
পারে না ॥ ১২০ ॥

নমু পঞ্চমু কু হলেমু ভেদোক্তিদানোতু শরীর-  
দেহিনোস্তে । প্রতিবাক্যধাতেন সম্ভ্রতীতের্যাব-  
হতুন কথঞ্চিদেতি চেন্ন ॥ ১২১ ॥

ভিন্নাভিন্নবিষয়দ্ব্যবহারস্যহেতোরসিদ্ধিঃ শঙ্কতে । নমু জাতি-  
ব্যক্তিগুণগণিকার্যাকারণবিশিষ্টস্বরূপাংশাংশিসম্বন্ধাযত্র বি-  
দ্যন্তেতদ্রূপকমুহলেমুভেদোক্তিদানোতু শরীরদেহি-  
নোস্তেভিদাভিদে তত্রহেতুককঃ প্রতিবাক্যধাতেন সম্ভ্রতীতের্যাব-  
হতুন কথঞ্চিদেতি চেন্ন ॥ ১২১ ॥

ভাস্কর পুনরায় হেতু ভিন্ন এবং অভিন্ন বিষয়  
বলিয়া হেতুর অসিদ্ধি দেখাইয়া আপত্তি করিতে  
লাগিলেন । যেখানে জাতিব্যক্তি, গুণগুণী,  
কার্যাকারণ, বিশিষ্ট স্বরূপ এবং অংশাংশি সম্বন্ধ  
বিরাজমান, সেই পাঁচ প্রকার হলে তেদ এবং  
অভেদ ঘটয়া থাকে । কিন্তু দেহ এবং দেহীর  
ঐ ভেদাভেদ ঘটিতে পারে না । ঐ বিষয়ের  
হেতু পূর্বে দর্শিত হইয়াছে । কথ্য এই—দেহ  
এবং দেহী দ্রব্য পদার্থ হওয়াতে ভূতাদিব্যক্তি  
অর্থাৎ জাতিসম্বন্ধ হইবে না । তদ্রূপ গুণ গুণ  
তাব সম্বন্ধও ঘটবে না । কার্যাকারণ তাবও সম্ভবে  
না । দেহ ভৌতিক পদার্থ হওয়াতে কোন বিশিষ্ট-  
স্বরূপ বস্তু বলিয়া গণ্য হইবে না । দণ্ডধারী  
পুরুষ বলিলে যেমন দণ্ডবিশিষ্ট পদার্থ, কেন না  
কোন পুরুষ বলিয়া গণ্য, তদ্রূপ দেহ বলিলেই  
আত্মপরতন্ত্র বস্তুকে বুঝাইবে না । আর দেহ  
এবং দেহীর অংশাংশি সম্বন্ধও অসম্ভব । কারণ,  
দেহী নিরবয়ব দ্রব্য । বস্তুতঃ বিখ্যাত এই পাঁচটি  
স্থল ব্যতীত অন্য পদার্থে ভেদাভেদ সম্ভবে না ।  
অতএব দেহ এবং দেহীর হেতুর অসিদ্ধি অবশ্য  
স্বীকার করিতে হইল ॥ ১২১ ॥



ইতি চৈবিকম্পনামহাদ্বান্বিতানাং তিদ-  
ভেদতত্ত্বতা কিং । উত বা পৃথগেব তদ্বাদ্যো-  
মিলিতাঃ পঞ্চ ন হিকচিদ্বতঃ স্যুঃ ॥ ১২২ ॥

চরমোহপি ন বুজ্যতে তদ্বাদ্বিকতাবস্য চ  
তত্ত্বতা ন কিং স্যাৎ । ন চ যোজকগৌরবঞ্চ দোষঃ  
প্রকৃতেভস্য তবাপি সংমতত্বাৎ ॥ ১২৩ ॥

পরিহর্যতিচেয়েতি কিং মিলিতানামেতৎবাৎ তেদা-  
তদপ্রয়োজকত্বমুতপৃথগেব তদ্বাদ্যোনসম্ভবতি যতোমিলিতাঃ  
পঞ্চ কচিদপি ন স্যুঃ ॥ ১২২ ॥

অতোহপি ন বুজ্যতেতদাপ্রত্যেকং প্রয়োজকত্বেণ-  
গুণিতাবাদিবদ্বাদ্বিকতাবস্যাদেহদেহিতাবস্যাপি প্রয়ো-  
জকত্বং কিং ন স্যাৎ ন চ প্রয়োজকগৌরবমপি দোষঃ প্রকৃ-  
তেভস্যাদ্বিকতাবস্যাতবাপিসংমতত্বাৎ দেহদেহিমোর্তেদা-  
তেদানলীকারেসর্বসম্বন্ধবাদিনস্তবসিদ্ধান্তোবাধ্যোত ॥ ১২৩ ॥

অগবান্ শঙ্কর ঋণ করিতে লাগিলেন ।  
আপনি যে ইতিপূর্বে পাঁচটি পদার্থের কথা বলি-  
লেন, উহারা সকলে এককালে একত্র মিলিত  
হইলে তেদাতেদ করিয়া দেয় ? অথবা পৃথক্  
পৃথক্ ভাবে থাকিলেই তেদাতেদ ঘটিয়া থাকে ?  
ইহার মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিতে পারেন  
না । কারণ, কোন স্থানে একরূপ দেখা যায় না  
যে, পাঁচটি পদার্থ একেবারে সকলে মিলিত হই-  
রাছে । ১২২ ।

পৃথক্ভাবে তেদাতেদ ঘটাইবে—এই শেষ  
পক্ষটিও স্বীকার করিতে পারেন না । কারণ,  
প্রত্যেকে যদি তেদাতেদ যোজনা করিয়া দেয়,  
স্বীকার করেন, তবে গুণগুণি ভাব যেরূপ দেহ-  
দেহি সম্বন্ধের প্রয়োজক, তাহার মতন অদ্বাদ্বি-  
ভাবও কেন দেহদেহি সম্বন্ধের প্রয়োজক হইবে

অপিচান্যতমস্য জাতিতত্ত্বপ্রভৃতীনাং ঘট-  
কত্ব আশ্রয়শ্চেৎ । অপিসৌহত্র ন হুল্লভচ্চিদাদ্বা-  
দ্বকরোঃ কারণকার্য্যভাবত্বাৎ ॥ ১২৪ ॥

ন চ বাচ্যমিদং পরাস্বজত্বাৎ সকলস্যাপি ন  
জীবকার্য্যতেতি । তদভেদতএব সর্বকস্যাপ্যুপ-  
পত্তেরিহ জীবকার্য্যতারাঃ ॥ ১২৫ ॥

অপিচ জাতিজাতিবৎ প্রভৃতীনাং জাতিব্যক্ত্যানীমান্য-  
তমস্য প্রয়োজকত্বেতিমিবেশশ্চেৎসৌহপ্যত্রহুল্লভোনাশ্চি-  
চ্চিদাদ্বশরীরকরোঃ কার্য্যকারণভাবসত্বাৎ ॥ ১২৪ ॥

সকলস্যাপি পরাস্বকার্য্যত্বজীবকার্য্যতেতীদম্বরা ন চ  
বাচ্যং জীবস্য তদভেদাদেবসর্বস্যাপীহজীবকার্য্যতারাণুপ-  
পত্তেঃ ॥ ১২৫ ॥

না ? প্রয়োজক অনেক হইলে প্রয়োজক গৌরব  
নামে যে দোষ ঘটিবে, তাহাও অসম্ভব । অথচ  
প্রকৃতপক্ষে অদ্বাদ্বিতাব আপনারই অতিমত ।  
বস্তুতঃ দেহদেহীর তেদাতেদ স্বীকার না করিলে  
সর্বসম্বন্ধবাদী আপনার সিদ্ধান্তে দোষ ঘটিয়া  
থাকে । ১২৩ ।

অপিচ জাতিব্যক্তি প্রভৃতি ইহাদের মধ্যে  
যে কোন সম্বন্ধ তেদাতেদের প্রয়োজক হইলে  
কোন দোষের আশঙ্কা নাই । কলতঃ একরূপ বিষয়ে  
যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, কি আশ্রয়তিশর  
প্রকাশ করেন, তাহা নিতান্ত হুল্লভ নয় । কারণ,  
জীবাঙ্গা ও পরমাঙ্গার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নিরত  
বিদ্যমান । ১২৪ ।

সকল পদার্থ পরমাঙ্গার কার্য্য বলিয়া যে  
জীবাঙ্গার কার্য্য হইবে না, ইহাও আপনি বলিতে  
পারেন না । কারণ জীব পরত্রয়ের সহিত অতিম  
হওয়াতে, সকল বস্তু এই স্থানে জীবের কার্য্য  
বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে । ১২৫ ।



তদসিদ্ধিমুখানুমানদোষানুদয়াদুক্তনয়স্য নিম-  
লত্বং । ভ্রমধীপ্রমিতিকবেদিনোহতন্তব ন ভ্রান্তি-  
পদার্থএব সিদ্ধ্যে ॥ ১২৬ ॥

অপিচ ভ্রমএষ কিংতবাস্ত্বঃকরণস্যেতি চিদাত্ম-  
নোহথবাহসৌ । পরিণাম ইহাদিমৌ নতস্যাত্মগত-

অসিদ্ধাদিদোষ বৈধূর্যাদনুমানং নিরবদ্যমিত্যুপসংহরতি ।  
তত্ত্বান্নাদ সিদ্ধাদীনামনুমানদোষণ মনুদয়াদুক্তানুমানশ্চ নিম-  
লত্বমতো ভ্রমপ্রমিতিকবেদিন স্তব ভ্রমপদার্থ এব ন সি-  
দ্যে ॥ ১২৬ ॥

অহংমনুজ ইত্যাদি প্রত্যয়ানাং যথার্থ্যান্নভ্রমত্বমিত্যুক্তঃ  
সম্প্রতি সমবায়িকারণপর্যালোচনয়াপি ভ্রমত্বং প্রতিক্রিপ্যতে-  
ইত্যাহ । অপিচৈষ ভ্রমঃ কিংতবমতে হন্তঃ করণশ্চ পরিণামঃ

শঙ্কর উক্ত বাক্য উপসংহার করিয়া বলিলেন  
এক্কেণে আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন পূর্বে  
অনুমাণে আপনি যে হেতুর অসিদ্ধি প্রভৃতি অনু-  
মানের দোষরাশি ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার  
আর কিছুতেই সম্ভাবনা নাই । অতএব আমি  
যে পূর্বে অনুমান দেখাইয়াছিলাম, তাহা এক্কেণে  
নির্দোষ হইল । আপনি ভ্রমজ্ঞানের প্রমাণ  
বাদী কিন্তু আশ্চর্য্যের মধ্যে আপনার ভ্রান্তি  
পদার্থই সিদ্ধ হইল না ॥ ১২৬ ॥

‘অহং মনুজঃ ইত্যাদি স্থলে যথার্থ জ্ঞান হয়  
বলিয়া তাহাকে যে ভ্রম বলা যায় না, তাহা উক্ত  
হইয়াছে । এক্কেণে সেই ভ্রম কি ? তাহার  
সমবায়ি কারণ কে ? তাহারই আলোচনা করিয়া  
ভ্রমত্ব খণ্ডন করিতে লাগিলেন । শঙ্কর বলিলেন,  
আচ্ছা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনার মতে

স্থানুভবস্য ভ্রমপত্তেঃ ॥ ১২৭ ॥

ননুরক্ততমপ্রসূনযোগাৎ ক্ষটিকে সংক্ষুরণং  
যথারুণিঃ । ভ্রমসংযুতচিত্তযোগতোহস্য ভ্রমণ  
স্যানুভবস্তথাঅনি স্যাৎ ॥ ১২৮ ॥

অথবা চিদাত্মনোহসৌ পরিণাম ইত্যস্মিন্ পক্ষদ্বয়ে আদ্যো ন  
সম্ভবতি তন্ত ভ্রমস্তাত্মগতস্থানুভবশ্চ ভ্রমপত্তেঃ । মৃজস্ত ঘটন্ত  
তন্তনাশ্রয়ত্বদন্তঃ করণপরিণামিহে ভ্রমস্তাত্মাশ্রয়ত্বং ন স্যাদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ১২৭ ॥

ননু রক্ততমস্ত জপাকুসুমস্ত যোগাদ্যথা ক্ষটিকে লোহিত্যন্ত  
ক্ষুরণং তথা ভ্রমসংযুতচিত্তযোগাদস্ত ভ্রমস্তাত্মানুভবঃ স্যাদিত্তি-  
শঙ্কতে নন্বিতি ॥ ১২৮ ॥

এই ভ্রম অন্তঃকরণের পরিণাম ? অথবা চিদাত্মার  
পরিণাম ? এই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষটি  
অর্থাৎ অন্তঃকরণের পরিণাম হইতে পারে না ।  
তাহার কারণ এই—ভ্রম আত্মাশ্রিত বলিয়া অনু-  
ভূত হয় না, বরং এরূপ নিয়মের ভ্রম ঘটয়া  
থাকে । যেমন মৃত্তিকাজাত ঘটের পটের সমবায়ি  
কারণ তন্তুর [ সূত্রের ] সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে  
না, তদ্রূপ ভ্রম যদি অন্তঃকরণের পরিণাম হয়,  
তবে আত্মাশ্রিত বলিয়া কিছুতেই গণ্য হইবে  
না ॥ ১২৭ ॥

তাস্কর আপত্তি দেখাইলেন, যেমন অত্যন্ত  
রক্ত বর্ণ জপা কুসুমের সংযোগে ক্ষটিকে লোহিত  
বর্ণের আভা পড়ে, তদ্রূপ ভ্রম সংযুক্ত অন্তঃকরণের  
সংযোগে এই ভ্রমের আত্মাতে অনুভব হইয়া  
থাকে ॥ ১২৮ ॥

ইতি চেদয়মোরগাভ্যযোগো ভ্রমণস্যাপ্রিত এব-  
সন্নসন্বা । প্রথমো ঘটতে ন সংসৃজেহস্তেহপরথা-  
খ্যাতিবদস্য শূন্যকত্বাৎ ॥ ১২৯ ॥

চরমোহপি ন যুক্ত্যতে পরোকপ্রথনস্যানুপপ-  
দজ্ঞানতায়োঃ । পরিণামবিশেষ আত্মনোহসৌ  
ভ্রমইত্যেব ন যুক্ত্যতেহস্ত্যপক্ষঃ ॥ ১৩০ ॥

এতৎপরিহৃত্য পৃচ্ছতীতিচেদয়মন্তঃকরণাপ্রিতস্ত ভ্রমস্ত  
স্বীকৃত আত্মসম্বন্ধঃ সন্নসন্বা তত্র প্রথমো ন ঘটতে অন্তথাখ্যা-  
তিবাদিন স্বব মতেপংসর্গস্ত শূন্যত্বাত্তাচাত্মভ্রমসংবন্ধো নস্তাদি-  
ত্যর্থঃ ॥ ১২৯ ॥

নাপাস্ত্যশ্চ পরোকপ্রথয়া অনুপপদ্যমানত্বাদিত্যাহ চরমো-  
হপীতি । এবমন্তঃকরণস্য পরিণামো ভ্রমইতি পক্ষঃ নিরাকৃ-  
ত্যাভ্রমঃ পরিণামবিশেষোহসৌ ভ্রমইত্যেতমন্ত্যপক্ষঃ নিরাচষ্টে  
পরিণামবিশেষইতি ॥ ১৩০ ॥

শঙ্কর খণ্ডন করিবার বাসনায় জিজ্ঞাসা করি-  
লেন, আচ্ছা আপনি বলুন দেখি—অন্তঃকরণাপ্রিত  
ভ্রমের যে আত্ম সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা  
বিদ্যমান ? না অবিদ্যমান ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি  
ঘটিতেই পারে না । আপনি অন্তথাসিদ্ধিবাদ  
( অর্থাৎ ন্যায়মতৌক্ত সম্বন্ধের দোষবাদী )  
আপনার মতে সংসর্গ ( সম্বন্ধ বিশেষ ) শূন্য  
পদার্থ । অতএব আত্মার ভ্রম সম্বন্ধ ঘটিতে  
পারে না ॥ ১২৯ ॥

‘অন্তঃকরণাপ্রিত ভ্রমের যে আত্ম সম্বন্ধ স্বীকৃত  
হইয়াছে তাহা অবিদ্যমান ।’ এই শেষ পক্ষটিও  
স্বীকার করিতে পারেন না । কারণ, যে বস্তু  
অতীন্দ্রিয় তাহার প্রথা স্বীকার করা আর না করা

অসভাগতয়াত্মনো নিরন্তেরয়ুক্তোঃ পরিণত্য-  
যোগ্যতায়োঃ । পরিণত্যযুক্তোঃ যোগ্যতায়ামপি  
বুদ্ধাকৃতিতশ্চিদাত্মনোহস্য ॥ ১৩১ ॥

ন হি নিত্যচিদাশ্রয় প্রতীচঃ পরিণামঃ পুনরন্ত-  
চিৎস্বরূপঃ । গুণযোঃ সমুদায়গত্যযোগাদ্গুণতা-  
বাস্তুরজ্ঞাতিতঃ সজাত্যোঃ ॥ ১৩২ ॥

তত্রহেতুর্নিরন্তেরয়সদস্যাত্মনোহসভাগতয়া নিরবয়বদ্রব্যাত্মে  
ন পরিণামাযোগ্যত্বাৎ । পরিণামিত্তমঙ্গীকৃত্যপ্যাহ যোগ্যতায়াম-  
পি বুদ্ধাকৃতিতোহজ্ঞানাস্তরাকারেণ চিদাত্মনোহস্য পরিণামা  
যোগ্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১৩১ ॥

হি যস্মান্নিত্যজ্ঞানাস্রয়স্য স্তম্ভমহমস্বাপ্নং ন কিঞ্চিদবেদিস্ব-  
মিতি স্পষ্টোক্তিপথামর্শানুমেয়স্ত কারণবিরমেহপিসত্ত্বেন নি-  
ত্যঞ্চ যজ্ঞানস্তদাশ্রয়স্ত প্রত্যগাত্মনঃ পুনরন্তচিৎস্বরূপোভ্রমাত্মকঃ  
পরিণামো ন সম্ভবতি গুণতাজাতাববাস্তুরজ্ঞাতিতঃ সজাত্যোঃ-  
গুণযোঃ সমুদায়গত্যযোগাদ্গুণতাসমবায়োগাদেকদ্রব্যাপ্রিত  
রূপরসাদিগুণব্যবস্থ্যর্থঃ গুণতাবাস্তুরেতিবিশেষণঃ ॥ ১৩২ ॥

দুই সমান । অবশেষে আত্মার পরিণাম বিশেষের  
নাম ভ্রম ইহাতেও অনেক বিসম্বাদ ঘটিবে ॥ ১৩০ ॥

তাহার হেতু এই, আত্মার কোন পদার্থের  
সহিত সম্বন্ধ নাই । আত্মা অসঙ্গ স্তরাত্ম আত্মা  
নিরবয়ব দ্রব্য হওয়াতে, আত্মার যে কোন রূপ  
পরিণাম হইবে, তাহা অসম্ভব । যদি চ আত্মাকে  
পরিণামী বলিয়া অঙ্গীকার করা যায়, তথাপি  
কোন এক রূপ জ্ঞানাকারে এই চিদাত্মায় পরিণাম  
হওয়া অসম্ভব । ১৩১ ।

যে জ্ঞান নিত্য প্রত্যগাত্মা ( প্রত্যেকজীবস্থ  
ব্যাপক আত্মা সেই নিত্যজ্ঞানের আশ্রয় । এরূপ

যুগপৎ সমবৈতিনোহি শৌক্যদ্বয়কং যত্র চ কু-  
ত্রচিদ্ঘটেত । ননু বিষণ্ণগোষ্ঠী তথাচ প্রসরেন্নো-  
দিতদুর্কতেতি চেন্ন ॥ ১৩৩ ॥

কটকাশ্রয়ভূতদীপ্তহেমোরুচকাধারকভাববত-  
থৈব । অবিনাশিবিদ্যাশ্রয়স্য ভূয়োহন্যবিদ্যাধারত-  
য়াস্থিতেরযোগাৎ ॥ ১৩৪ ॥

হি যন্মাচ্ছৌক্যদ্বয়ং যত্রকুত্রচিদপি নো সম্ভবতি । ননু মন্য  
তেজ্ঞানং ন গুণোহপিতু গুণী দ্রব্যপদার্থঃ । তথাচ নোদিতদুর্ক-  
তা প্রসরেদেতদু যমতীতি চেন্নোতি ॥ ১৩৩ ॥

তত্রহেতুমাহ । কটকাশ্রয়ভূতদীপ্তস্বর্ণস্ত তদৈব রুচকাধার-  
ত্বং যথা তথৈবনিত্যজ্ঞানাস্রয়স্ত ভূয়োজ্ঞানান্তরাধারতয়াস্থিতের  
যোগাৎ ॥ ১৩৪ ॥

প্রত্যক আত্মার পুনরায় অন্য জ্ঞানস্বরূপ পরিণাম  
হইতে পারেন । তাহার দৃষ্টান্ত এই—গুণত্বজা-  
তিতে অবাস্তব জাতি অপেক্ষা সজাতীয় ছুটি গু-  
ণের সহিত সম্বন্ধ হইতে পারে না । এককালে  
উভয় গুণে সমবায় সম্বন্ধ অবস্থান করে না । কারণ,  
একদ্রব্যে রূপরসাদি গুণ থাকিতে পারে । ১৩২ ।

আর দেখুন—ছুটি শুক্লবর্ণত্ব যে কোন বস্তুতে  
থাকিতে পারে না । কারণ, আমার মতে জ্ঞান  
গুণ পদার্থ নহে । কিন্তু গুণ বিশিষ্ট দ্রব্য পদা-  
র্থের মধ্যে পরিগণিত । তাহা হইলে যে দোষের  
কথা বলা হইয়াছিল, তাহা হইতে পারিল  
না ॥ ১৩৩ ॥

ভগবান্ শঙ্কর খণ্ডন করিলেন, আপনার বাক্য  
কিছুতেই সম্ভাবিত নহে । তাহার হেতু এই,  
কটক [ বালা ] আভরণের আশ্রয় স্বরূপ উজ্জ্বল

ন চ সংস্কৃতির গ্রহোহপ্যবিদ্যা ভ্রমশব্দার্থ নি-  
রুক্তসম্ভবেহপি । ভ্রমসংজ্ঞিতবস্তুসম্ভবেন ভ্রমস-  
ম্পাদিতসংস্কৃতেরযোগাৎ ॥ ১৩৫ ॥

অপি না গ্রহণং চিত্তের ভাবশ্চিতিরূপগ্রহণস্য নি-  
ত্যতয়াঃ । তদসম্ভবতো ন বৃত্ত্যভাবস্তদভাবেহপি  
চিদাত্মনোহবভাসাৎ ॥ ১৩৬ ॥

ননু ভ্রমশব্দার্থনিকৃত্যসংভবেহপি সংস্কৃতিরগ্রহণং বা বিদ্যা-  
স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাপরিহরতি ন চেতি । তত্রহেতুমাহ ভ্রমসংজ্ঞি-  
তেতি ॥ ১৩৫ ॥

অগ্রহণমপি কিং স্বরূপগ্রহণস্যাভাবঃ উত আগন্তুকস্যেতি  
বিকল্পাদ্যাং প্রত্যাহ নাপ্যগ্রহণং চিত্তের ভাবশ্চিতিরূপগ্রহণস্য-  
নিত্যত্বেন তস্য চিত্তের ভাবস্যাসম্ভবাৎ । দ্বিতীয়ং প্রত্যাচ  
বৃত্ত্যভাবোহপ্যগ্রহণং ন ভবতি তত্রহেতুস্তয়া বৃত্তেরাগন্তুকস্য  
গ্রহণস্যাভাবেহপি চিদাত্মনঃ ক্ষুরগান্ন তস্য প্রতিবন্ধকত্বমিত্যমি-  
ত্যাৎ ॥ ১৩৬ ॥

স্বর্ণের রুচক যে রূপ আধার হয়, অবিনাশী  
নিত্য জ্ঞানাস্রয় পদার্থের পুনর্ব্বার অন্য জ্ঞানের  
সহিত সে রূপ সংযোগ হয় না ॥ ১৩৪ ॥

পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার, অথবা অজ্ঞানের নাম  
অবিদ্যা । এই রূপে কিছুতেই ভ্রম শব্দের অর্থ  
নির্ব্বাচন হইতে পারে না । সুতরাং ভ্রম সংজ্ঞা  
যুক্ত বস্তু যদি না রহিল, তবে ভ্রম সম্পাদিত  
সংস্কার ও থাকিতে পারে না ॥ ১৩৫ ॥

এই স্থানে আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি । এই  
যে অজ্ঞান, ইহা কি স্বরূপ জ্ঞানের অভাব ?  
অথবা আগন্তুক কোন পদার্থের অভাব ? ইহার  
মধ্যে প্রথম পক্ষটি স্বীকার করিতে পারেন না ।

ন চ ভগ্নকমীক্যতে ন তস্যোপগমে খণ্ডজডা-  
নৃতাত্মকস্য । ইতি বাচ্যমখণ্ডবৃত্তিরূঢ়েশ্বরবোধস্য  
নিবর্তকত্বযোগাৎ ॥ ১৩৭ ॥

অপিচৈক্যতদন্ত্যহেতুধীজে জগতঃ কৃত্যকৃতী ন  
তে ঘটেতে । সকলব্যবহারসঙ্করত্বাদলঞ্জীবনি-  
কাপি দুর্লভা তে ॥ ১৩৮ ॥

নবাখণ্ডজ্ঞানোপগমে তস্য ভগ্নকং নেক্যত ইত্যশঙ্ক্য-  
পরিহরতি ন চেতি । তত্ত্বমস্যাঙ্গিমহাবাক্যজ্ঞাতখণ্ডবৃত্ত্যাক্রুচপ-  
রত্রক্চৈতন্তস্য নিবর্তকত্বযোগাৎ ॥ ১৩৭ ॥

কিঞ্চৈক্যনিষ্টসাধনজ্ঞানজনিতে সর্বস্য জঙ্গমস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তী  
ন চ তে সর্বসঙ্করমতে সম্ভবতঃ । সকলব্যবহারস্য সংকীর্ণত্বাৎ  
জীবনিকাপি তে দুর্লভা তস্মাদলমিত্যাহ অপিচেতি ॥ ১৩৮ ॥

চৈত্যান্যের অভাবের নাম অজ্ঞান ইহা অসম্ভব ।  
কারণ, চৈতন্য রূপ জ্ঞান নিত্য, তাহার অভাব  
হওয়া অসম্ভব । কোন আন্তরিক বৃত্তি অভাবের  
নাম অজ্ঞান বলিলেও দোষ ঘটিবে । যদি চ  
বৃত্তির কোন আগন্তুক জ্ঞানের অভাব হয়, তথাপি  
তৎকালে চিদাত্মা পরিস্কৃষ্ট থাকেন । সুতরাং  
দ্বিতীয় পক্ষ স্বীকার করিতেও পারিলেন  
না ॥ ১৩৬ ॥

ভগবান্ ভাস্করকে বলিলেন, [ আত্মাতে যদি  
অজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তথাপি খণ্ড, জড় ও  
মিথ্যা স্বরূপ সেই অজ্ঞানের নিবারক কেহই  
নাই । এবং অজ্ঞান নিবারককে কেহই দেখিতে  
পায় না । ] আপনি যে এরূপ আপত্তি দেখাইবেন  
তাহাও অসম্ভব । কারণ, ‘তত্ত্বমসি’ এই বেদা-  
ন্তের মহা বাক্য জন্য, অখণ্ড বৃত্তি রূঢ়, পরত্রক্

ইতি যুক্তিশতৈরমর্ত্যকীর্তিঃ স্মৃতীন্দ্রং তমত-  
দ্রিতং স জিহ্বা । শ্রুতিভাববিরোধিভাবভাজং  
বিমতগ্রন্থমমম্বরং মমম্ব ॥ ১৩৯ ॥

ইতি ভাস্করদুর্মতেহভিভূতে ভগবৎপাদকথা  
সুধা প্রসস্রে । ঘনবার্ষিকবারিবাহুজালে বিগতে  
শারদচন্দ্রচন্দ্রিকেব ॥ ১৪০ ॥

ইত্যেবং যুক্তিশতৈঃ সঃ অমর্ত্যকীর্তিভগবান্ ভাষ্যকারস্ত-  
মনলসং সুদীন্দ্রং ভট্টভাস্করজিহ্বা শ্রুতিভাববিরোধিভাবভাজস্থি-  
মতগ্রন্থং ঝটিতি মমম্ব ॥ ১৩৯ ॥

ইত্যেবংভাস্করদুর্মতেহভিভূতে সতি ভগবৎপাদকথালক্ষণা  
সুধাপ্রসস্রে বিস্তারঙ্গতা । যথাঘনীভূতানাং বার্ষিকপয়োদানাং  
জালেবিগতে সতি শরৎকালীনচন্দ্রচন্দ্রিকা যদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১৪০ ॥

চৈত্যান্যের জ্ঞান হইলে ঐ অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইয়া  
থাকে ॥ ১৩৭ ॥

আর দেখুন, ইচ্ছা সাধন জ্ঞান এবং অনিচ্ছা  
সাধন জ্ঞান জন্য সমস্ত জঙ্গমের যে প্রবৃত্তি ও  
নিবৃত্তি হয়, সর্ব সঙ্করবাদী আপনার মতে তাহা  
সম্ভাবিত নহে । অপিচ, আপনার মতে সকল  
ব্যবহার সঙ্কীর্ণ, সুতরাং জীবন পর্য্যন্ত দুর্লভ হইয়া  
উঠে । অতএব আপনার বাক্য কিছুতেই গ্রাহ্য  
হইতে পারিল না ॥ ১৩৮ ॥

দেব তুল্য যশস্বী ভগবান্ ভাষ্যকার শঙ্কর  
এই রূপে শত শত যুক্তি দ্বারা সুধীবর ভাস্করকে  
জয় করিয়া বেদের ভাব বিরোধী গ্রন্থ সকল খণ্ডন  
করিলেন ॥ ১৩৯ ॥

ঘনীভূত বর্ষাকালের মেঘ সকল অপসৃত্ত  
হইতে শারদীয় শশধরের কিরণ মালা যে রূপ



স কথাভিরবন্তিষু প্রসিদ্ধান্ বিবুধান্ বাণময়ূর-  
দণ্ডিমুখ্যান্ । শিথিলীকৃতহর্মতাভিমানান্নিজভাষ্য-  
শ্রবণোৎস্রুকাংশ্চকার ॥ ১৪১ ॥

প্রতিপদ্য তু বাহ্লিকান্মহর্ষৌ বিনয়িত্যঃ প্রবি-  
বৃণুতি স্বভাষ্যং । অবদন্নসহিষ্ণবঃ প্রবীণাঃ সময়ে  
কেচিদথাইতাভিধানে ॥ ১৪২ ॥

সঃ অবন্তিষু জনপদেষু প্রসিদ্ধান্ বিবুধান্ বাণাদীন পণ্ডিতান্  
কথাভিঃ শিথিলীকৃতহর্মতাভিমানান্ নিজভাষ্যশ্রবণোৎকণ্ঠিতাং  
শ্চকার কথাভিঃ প্রসিদ্ধানিতিবা ॥ ১৪১ ॥

বাহ্লিকাংশ্চ দেশান্ প্রতিপদ্য মহর্ষৌ শ্রীশঙ্করে শিষ্যভ্যঃ  
স্বভাষ্যং বিবৃণুতি সতি আইতসংজ্ঞকে বিবসনসময়ে প্রবীণাঃ  
কেচিদসহিষ্ণব উচুঃ ॥ ১৪২ ॥

বিস্তার প্রাপ্ত হয়, সেই রূপ ছুর্বুদ্ধি ভট্ট ভাস্কর  
পরাস্ত হইলে ভগবান্ শঙ্করের কথা রূপ অমৃত  
বিস্তৃত হইল ॥ ১৪০ ॥

শঙ্কর অবন্তি জনপদে প্রসিদ্ধ বাণ, ময়ূর, দণ্ডী  
প্রভৃতি পণ্ডিত দিগকে আপনার বাক্য দ্বারা পরাস্ত  
করিয়া, অর্থাৎ তাহাদের দুর্ভেদ মত ও তদ্বিমর্ষে  
পাণ্ডিত্যাভিমান শিথিল করিয়া পুনরায় বাণ প্রভৃতি  
পণ্ডিত দিগকে আপনার ভাস্য শ্রবণ করিতে উৎ-  
কণ্ঠিত করিলেন । ফলতঃ অবন্তি দেশস্থ যাবতীয়  
বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্করের শরণাপন্ন হইল ॥ ১৪১ ॥

মহর্ষি বাহ্লিক দেশে গমন করিয়া নিজশিষ্য-  
দিগকে যখন স্বকীয় ভাষ্য ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ  
করাইতেছিলেন, তৎকালে আইতমতে, বিবসন  
আচারে প্রবীণ কতকগুলিন লোক তাহা সহ  
করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিল । ১৪২ ।

ননু জীবমজীবমাত্মবঞ্চ শ্রিতবৎ সম্বরনির্জরৌচ-  
বন্ধঃ । অপি মোক্ষমুপৈষি সপ্তসংখ্যাম্ পদার্থান্  
কথমেব সপ্তভঙ্গ্যা ॥ ১৪৩ ॥

বোধাত্মকোজীবোজড়বর্গজীব এতযোরন্যমপরঃ প্রপঞ্চো-  
জীবাস্তিকায়ঃ পুঙ্গলাস্তিকায়ঃ ধর্মাস্তিকায়ঃ অধর্মাস্তিকায় আ-  
কাশাস্তিকায়শ্চেতিপঞ্চাস্তিকায়ানাং অস্তীতিকায়ন্তে শব্দান্তই-  
ত্যস্তিকায়ঃ কৈংগৈশ্চইতি স্মরণাৎ তত্রজীবাস্তিকায়জ্জিধাবকো-  
মুক্তোনিত্য সিক্ষ্যচাইন্নিত্যাসিক্ষ্যইতরে কেচিং সাধনৈর্মুক্তাঅন্তে ব-  
ন্ধাঃ । পুঙ্গলাস্তিকায়ঃ যোচা পৃথিব্যাদীন চত্বারি ভূতানি স্বাব-  
রং জঙ্গমক্ষেতিশাস্ত্রীয়বাহুপ্রবৃত্ত্যা হ্যন্তরোহপূর্ক্সাখ্যো ধর্মোহিনু-  
মীয়তইতিপ্রবৃত্ত্যানুমেয়োধর্মোধর্মাস্তিকায়ঃ । উধ্বর্গমনশীলস্য-  
জীবস্য দেহেহবস্থানেনাধর্মোহিনুমীয়তইতি স্থিত্যানুমেয়োধর্মাস্তি-  
কায়ঃ । আকাশাস্তিকায়োদেহালোকাকাশোহলোকাকা-  
শশ্চ । তত্রোপযুপরিস্থিতানাং লোকানামন্তর্বর্তী আদ্যন্তে-  
ষামুপরিমোক্ষস্থানাংদ্বিতীয়ঃ পুরুষঃ বিষয়েষাশ্রাবয়তিগময়তী-  
তিইন্দ্রিয়পবুত্তিরাশ্রবঃ । চন্দ্রিয়দ্বারাহি পৌরুষঃ জ্যোতি-  
বিষয়ান্স্পৃশজ্ঞাপাদিজ্ঞানরূপেণপরিণমতে । অন্তেতু কস্ম্যাণ্যা-  
শ্রবমাহুস্তানি কর্তারমভিব্যাপ্য অবন্তি কর্তারমমুগচ্ছতী-  
ত্যাশ্রবঃ সেয়ং মিথ্যাপ্রবৃত্তিরনর্থাহেতুত্বাৎ । জীবমজীবমা  
শ্রবঞ্চাপ্রিতবতাং তৈঃ সহিতৌ সম্বরনির্জরৌ সত্যকপ্রবৃত্তৌ ।  
তত্র শমদমাদিপ্রবৃত্তিঃ সম্বরঃ সহি আশ্রবশ্রোতসোদ্বাবৎ  
সংস্রগোভীতি সম্বর উচ্যতে । নির্জরত্বনাদিকালপ্রবৃত্তিকষায়-  
কলুষপুণ্যাপুণ্যগ্রহাণহেতুস্তপ্তশিলারোহণাদিঃ । সহি নিঃশেষঃ  
পুণ্যাপুণ্যস্বচ্ছঃখোপভোগেন জরয়তীতি নির্জরঃ । বন্ধোহষ্ট-

\* যাহারা জীব, অজীব, আশ্রব আশ্রয় ক-  
রিয়া থাকে, তাহাদের সহিত সংবর, নির্জর ও  
বন্ধ এই রূপ আরো কতকগুলি পদার্থ আছে ।  
আপনি জৈন মতে সাত প্রকার পদার্থকে মোক্ষ  
বলিয়া স্বীকার করেন না কেন ? ১৪৩ ।

\* বোধাত্মক জীব ও জড় পদার্থ সকল

কথয়াইত । জীবমস্তিকায়ঃ ক্ষুটমেবংবিধ ইত্যা-  
বাচ মৌনী । অবদং সচদেহতুল্যমানো দৃঢ়কৰ্ম্মা-

ষ্টকবেষ্টিতশ্চ বিদ্বন্ ॥ ১৪৪ ॥

বিধং কৰ্ম্ম । তত্র ষাটিকৰ্ম্ম চতুৰ্বিধং । তদ্ব্যপ্যজ্ঞানাবরণীয়ং দৰ্শ-  
নাবরণীয়ং মোহনীয়মস্তায়মিতি । তথা চত্বাৰ্থাষাটিকৰ্ম্মাণি  
তদ্ব্যপ্য বেদনীয়ং নামিকং গোত্রিকমায়ুকং চেতি । তত্রসমা-  
কজ্ঞানং ন মোক্ষসাধনং ন হিজ্ঞানাবস্থানিচ্ছিরতি প্রসঙ্গাদিত্যি-  
পৰ্য্যায়োজ্ঞানাবরণীয়ং আইতদৰ্শনাভ্যাসান্নমোক্ষইতিজ্ঞানং দৰ্শনা-  
বরণীয়ং । বহুবিধবিপত্তিবিপ্লবে তীর্থকরৈঃ কপবর্শিতৈশ্চ মোক্ষ-  
মার্গেষু বিশেষানবধারণং মোহনীয়ং । মোক্ষমার্গপ্রবৃত্তানাং  
তদ্বিকরং জ্ঞানমাস্তায়ং । তানীমানি শ্রেয়োহস্তত্বাদ্ব্যাপ্তীনি  
কৰ্ম্মাণ্যুচ্যন্তে । অন্যাতীনি কৰ্ম্মাণি তদ্ব্যপ্য শুক্লগৌরবাকারেণ  
পরিণাম হেতুবেদনীয়ং দ্বারেণ তদ্ব্যবেদনহেতুত্বাৎ । তদন্তুগুণ-  
নামিকং তন্নি শুক্লপুষ্কলন্যায়ানবভাক্লববুর্বাদিচপানাবভ-  
তে । গোত্রিকং দ্ব্যাকৃতং ততোহুপাদ্যং দেহাকারপরিণা-  
মশক্তিকপেনাবহিতং । আয়ুককায়ঃ কায়তি কথয়ত্বাৎপাদনদ্বা-  
রেণেতি শুক্লশেণিত্বকপং । যত্র মম বেদনীয়ং তদ্ব-  
্যমশ্যতিবেদনীয়ং । একস্মাদান্যমশ্যতিভিনানো নামিকং ।  
অহমত্র ভগবতোদেশিকম্যাইতঃ শিষ্যবংশে প্রবিষ্টইত্যভিমানো-

গোত্রিকং । শরীরস্থিত্যর্থং কৰ্ম্মায়ুকং । তান্যোতানি তত্র-  
বেদকশুক্লপুষ্কলগাশ্রয়ত্বাদ্ব্যাপ্তীনি কৰ্ম্মাণি । তদেতত্কৰ্ম্মাষ্টকং  
পুরুষং বদ্যাতীতিবন্ধঃ । বিগলিতসমস্তক্লেশত্বাসনস্যানাব-  
রণীয়জ্ঞানম্য অশ্লৈকতানস্যাশ্রয় উপরিদেশাবস্থানং মোক্ষ-  
ইত্যোকে । অন্যোত্বর্গগমনশীলোহি জীবোদ্যম্মস্তিকায়েন  
বদ্ধস্তদ্বিনোকাদুদ্বর্গং গচ্ছত্যেব নমোক্ষ ইতিসপ্তানামস্তিত্বাদীনাং  
ভঙ্গ্যাং সমাহারঃ সপ্তভঙ্গীতয়োপলক্ষিতান্ সপ্তপদাধান্ কথং  
নাম্যকরোমি । সপ্তভঙ্গাস্ত স্যাদস্তি স্যাম্মাস্তি স্যাদস্তিচনাশ্চিৎ  
স্যাদবক্তব্যঃ স্যাদস্তিচাবক্তব্যঃ স্যাম্মাস্তিচাবক্তিবক্তব্যশ্চ স্যাদ-  
চাবক্তব্যশ্চেতি । স্যাদিত্যিত্যিগুণপতিরূপকং কথংচিদর্থকম-  
ব্যয়ং । তত্রবস্ত্বনোহস্তিত্ববাহ্যায়ঃ প্রথমোভঙ্গঃ প্রবর্ততে । মা-  
স্তিত্ববাহ্যায়ঃ দ্বিতীয়ঃ । ক্রমেণোভয়বাহ্যায়ঃ তৃতীয়ঃ । যুগপ-  
দ্বয়বাহ্যায়ঃ চতুর্থঃ । অদ্যচতুর্থভঙ্গয়োর্ব্যচ্ছায়াং পঞ্চমঃ ।  
দ্বিতীয়চতুর্থোচ্ছায়াং ষষ্ঠঃ । তৃতীয়চতুর্থোচ্ছায়াং সপ্তমইতি-  
বিবেকঃ ॥ ১৪৩ ॥

এবমুক্তো মৌনী স শ্রীশঙ্করাচাৰ্য্যোবাচ হে আচর্য্য ! জীবা-  
স্তিকায়- মেববিধো জীবোহস্তিকায়ইতিক্ষুটং কথয় এবমুক্তঃ  
স চাহংগোবতাবে দেহতুল্যপ্রমাণো দৃঢ়েনোক্তকৰ্ম্মাষ্টকেন  
বন্ধঃ ॥ ১৪৪ ॥

অজীব । এই উভয়ের অন্য প্রপঞ্চ জগৎ ।  
জীবাস্তিকায়, পুষ্কলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মা-  
স্তিকায় এবং আকাশাস্তিকায় এই পাঁচ প্রকার  
অস্তিকায় । ‘অস্তি’ এই বাক্যটি যাহাতে ধ্বনিত  
হয়, তাহার নাম অস্তিকায় । কৈ ধাতুর অর্থ  
শব্দ, কৈ ধাতু হইতেই অস্তিকায় শব্দ নিষ্পন্ন ।  
তন্মধ্যে জীবাস্তিকায় তিন প্রকার । বদ্ধ, মুক্ত  
ও নিত্য সিদ্ধ । অর্থাৎ ( বৌদ্ধ বিশেষ ) নিত্য  
সিদ্ধ । অর্হৎ ব্যতীত অপরে সাধন মুক্ত, এবং

অপরে বদ্ধ । দগ্ধাস্তিকায়পু ছয় প্রকার ।

অপ, তেজ, ও মরুৎ এই চারি প্রকার ভূত ।  
আর স্বাবর ও জঙ্গম এই দুইটি । এই সর্দ শব্দ  
ছয় প্রকার । শাস্ত্র সম্মত বাহ্যিক প্রবৃত্তি দ্বারা  
আন্তরিক অপূর্ক নামক ধর্ম্ম পদার্থ অনুমিত হয় ।  
এই রূপ প্রবৃত্তি দ্বারা অনুমেয় ধর্ম্মের নাম, ধর্ম্মা-  
স্তিকায় । উর্ক গমন শীল জীবের দেহে অবস্থিতি  
দ্বারা অধর্ম্ম অনুমিত হয় । এই স্থিতি দ্বারা অনু-

অমহাননগুণটাদিবৎ স্যাৎস ন নিত্যোপি চ বিশেষে চক্ষুর্কিদেহমপ্যকৃৎস্নঃ ॥ ১৪৫ ॥  
মানুষ্যদেহাৎ । গজদেহময়ন্ বিশেষে কৃৎস্নঃ প্র-

আচার্য্য আহ অমহাননগুণদেহপরিমাণোজীবোঘটাদয়োমধ্য  
মপরিমাণজ্ঞাধ্যাণানিত্যাস্থানিত্যো ন স্যাৎ অপিচ শরীরে  
ণামনবস্থিতপরিমাণজ্ঞানমুখ্যশরীরপরিমাণো ভূতাপুনঃ কে  
নচিৎ কর্মবিপাকেন হস্তিভ্রম্যাপাপ্রব্রস সর্গঃ হস্তিশবীরঃ প্রবি-  
শেদেহপরেদেহোনির্জীবঃ স্যাৎপুত্রিকাদেহঃ চ প্রাপ্রবন্ তং

মেয় অধর্ম্য পদার্থের নাম অধর্ম্যাস্তিকায় । আকা-  
শাস্তিকায় দুই প্রকার । লোকাকাশ এবং অলো-  
কাকাশ । তন্মধ্যে উপর্য্যুপরি বর্তমান লোকের  
অন্তর্বর্তীর নাম লোকাকাশ । ঐ সমস্ত লোকের  
উপরে যে মোক্ষ স্থান আছে, তাহার নাম  
অলোকাকাশ ।

আশ্রব শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যথা । - আপূ-  
র্নক স্রু ধাতু হইতে আশ্রবশব্দের উৎপত্তি ও  
ব্যুৎপত্তি । পুরুষকে বৈশয়িকপদার্থে (আশ্রবয়তি)  
অর্থাৎ লইয়া যায় বলিয়া ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির নাম  
আশ্রব । তাহার কারণ, এই ইন্দ্রিয় দ্বারা পুরু-  
ষীয় জ্যোতি বৈশয়িক পদার্থ স্পর্শ করিয়া রূপ  
জ্ঞান, রসজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদি আকারে পরি-  
ণত হয় । কেহ কেহ কর্ম সকলকে আশ্রব বলেন ।  
তাঁহাদের মতে অর্থ 'ও ব্যুৎপত্তি যথা । - অর্থাৎ  
কর্ম সকল কর্তাকে বেগিয়া কর্তাই অনুগত হয় ।  
এ স্থলেও ঐ আপূর্নক স্রু ধাতু হইতে আশ্রবের  
ব্যুৎপত্তি হইয়াছে । এই যে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তি, ইহা  
মিথ্যা প্রবৃত্তি । কারণ, কেবল উহাতে অনর্থ  
ঘটিয়া থাকে । জীব, অজীব ও আশ্রব এই তিনটি

সর্বো ন প্রবিশৎ দেহাদ্ধিরপিজীবঃ স্যাদিত্যর্থঃ । চক্ষুর্কিদেহম-  
প্যকৃৎস্নপি জন্মনি কোমারমৌখন স্থবিরেষুেষ দোষোবোধ্যঃ । ১৪৫ ।

যাহারা আশ্রয় করিয়াছে, তাহাদের সহিত সংবর  
ও নির্জর অর্থাৎ সম্যক রূপে দুটি প্রবৃত্তি মিলিত  
হয় ।

সংবরের ব্যুৎপত্তি যথা, তন্মধ্যে শব্দমাদি  
প্রবৃত্তির নাম সম্বর । পূর্বে ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির নাম  
আশ্রব বলা হইয়াছে । আশ্রব প্রবাহের দ্বারা  
যাহা দ্বারা সংবৃত অর্থাৎ আচ্ছাদিত হয়, তাহার  
নাম সম্বর । সম্ ধরপূর্বক তু হইতে সম্বর  
শব্দের ব্যুৎপত্তি ।

নির্জর শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ যথা । অনাদি-  
কাল প্রবৃত্তি, কষায় কলুষ, পুণ্যাপুণ্য পরিত্যাগের  
হেতুকে নির্জর বলে । তপ্ত শিলাতে আরোহণাদি  
করিবার ক্ষমতা হয় । অর্থাৎ নিঃশেষে পুণ্যাপুণ্য  
স্বখ দুঃখের উপভোগ দ্বারা যে সমস্ত পদার্থ জীর্ণ  
করে, তাহার নাম নির্জর । নির্পূর্নক জু ধাতু  
হইতে নির্জর শব্দ ব্যুৎপাদিত হইয়াছে ।

বন্ধ যথা, অষ্টবিধ কর্মের নাম বন্ধ । তন্মধ্যে  
ঘাতী কর্ম জ্ঞচারি প্রকার । ানাবরণীয়, দর্শনা-  
বরণীয়, মোহনীয় ও অন্তরায় । অঘাতী কর্ম চারি  
প্রকার । যথা বেদনীয়, নাশিক, গোত্রিক ও  
আযুক্ত । এই আট প্রকার কর্মের নাম বন্ধ ।  
অর্থাৎ সম্যক জ্ঞান কখন মোক্ষের সাধন নহে ।  
জ্ঞান হইতে কখনই বস্তু নিকি হইতে পারে না ।

উপযাস্তি চ কেচন প্রতীকামহতাসংহনেন স  
স্রমেহস্য । অপযাত্যাধিজগ্মুষোহন্নদেহং তদয়ং

দেহসমঃ সমশ্রুতেশ্চ ॥ ১৪৬ ॥

এবমুক্তআর্হতঃ শব্দতে মহতাসংহনেনাস্যজীবন্ত স্রমেসতি-

কেচনাবয়বউপযাস্তি তথাহন্নদেহমভিগম্মিচ্ছোঃ কেচনাবয়ব-  
অপযাতীত্যেবং সমানব্যাপ্তেচ্চসচাসাবয়ং জীবোদেহসমঃ ॥ ১৪৬ ॥

তাহাতে অনবস্থাদোষ ঘটিয়া থাকে। অতএব  
বিপরীত জ্ঞানকে জ্ঞানবরণীয় কহে। আর্হত  
দর্শনের অভ্যাস করিলে মোক্ষ হয় না। এই  
কারণে জ্ঞান দর্শনাবরণীয়। যে সকল মুক্তি পথ  
বিরুদ্ধ, যদি গুরু লোকে তাহা দেখাইয়াদেন,  
এবং তাহাতে যদি বিশেষ রূপে অবধারণ না হয়,  
তাহার নাম মোহনীয়। যে সকল লোক মোক্ষ  
মার্গে প্রবৃত্ত, তাহাদের বিশ্ব জনক জ্ঞানের নাম  
অস্তুরায়। এই পূর্বোক্ত চারি প্রকার কৰ্ম্ম শ্রেয়  
অর্থাৎ মঙ্গল কৰ্ম্ম নাশ করে বলিয়া ইহা দিগকে  
ঘাতী কৰ্ম্ম বলে। হন্ ধাতু হইতে ঘাতী শব্দের  
উৎপত্তি।

অঘাতী কৰ্ম্মের অন্তর্গত বেদনীয় প্রভৃতির  
অর্থ যথা। শুক্ল বর্ণ শরীরাকারে যে পরিণাম,  
সেই পরিণাম হেতুর নাম বেদনীয়। তত্ত্বজ্ঞানের  
এক মাত্র হেতু দ্বার। যে বস্তু বেদনীয়ের অনুগুণ  
তাহার নাম নামিক। শুক্ল পুদ্গলের কলল  
বুদ্ধদ প্রভৃতি প্রথম অবস্থা নামিক হইতেই উৎপন্ন  
হয়। গোত্রিকের বিষয় অপ্রকাশিত। অর্থাৎ  
নামিক হইতে দেহাকারে পরিণাম হইবার যে  
শক্তি, সেই শক্তিরূপে প্রথম অবস্থায় যে অবস্থিত  
তাহার নাম গোত্রিক। “আয়ুঃকায়তি কথয়তি”  
অর্থাৎ উৎপাদন শক্তিদ্বারা যে আয়ু বলিয়াদেয়,

শুতাহার নাম আয়ুক্ষ। ক্রশোণিত ইত্যাদি পদা-  
র্থকে আয়ুক্ষকলে। অথবা আমার বদনীয় অর্থাৎ  
তত্ত্বমসি, ইত্যাদিকে বেদনীয় বলে। আমার নাম  
অমুক এই অভিনয়মানের নাম নামিক। আমি  
এই দেশে ভগবান্ আর্হৎ গুরুর শিষ্যবংশে প্রবিষ্ট  
হইয়াছি, এইরূপ অভিনয়ে নাম গোত্রিক।  
চর শরীরের অবস্থিতির জন্য যে কৰ্ম্ম করা যায়,  
তাহার অনাম আয়ুক্ষ। এই টি প্রকার কৰ্ম্ম পুরু-  
ষকে বন্ধন করে বলিয়া ইহার নাম বন্ধ।

যাহার সমস্ত কেশ ও বাসনা সকল বিগলিত  
হইয়াছে যাহার জ্ঞান চিরদিন অনাবৃত, যে বস্তু  
এক মাত্র স্থলের আশ্রয় তাহার নাম আত্মা।  
সেই আত্মার উপরিদেশে অবস্থানের নাম  
মোক্ষ। কতকগুলি লোকের মতে ইহা মোক্ষের  
লক্ষণ। মঅপরের তে উর্দ্ধ গমন শীল জীব  
ধর্ম্মাকায় ও অধর্ম্মাস্তিকস্তায় দ্বারা বন্ধ হয়।  
ঐ বন্ধন মোচনের জন্য জীবের যে উর্দ্ধ গমন  
তাহার নাম মোক্ষ।

এই ত্রপ্রকার অস্তি প্রভৃতি ভঙ্গ একত্রিত  
হইলে সপ্তভঙ্গী বলে। আপনি সপ্তভঙ্গী দ্বারা  
উপলক্ষিত সাতটি পদার্থ স্বীকার করিবেন না  
কেন? সপ্ত ভঙ্গ যথা :—

স্মাদস্তি, স্মামাস্তি, স্মাদস্তি চ নাস্তি চ, স্মাদ-



উপয়ন্তু ইমে তথাহপয়ন্তো যদি বস্মেব নজীব-

তাং ভজেয়ুঃ । প্রভবেষু রনাত্মনঃ কথন্তে কথমা-  
ব্রাবয়বাঃ প্রয়ন্তু তস্মিন্ ॥ ১৪৭ ॥

আচার্য্যআহ । যদিমেবরবাউপয়ন্তুতথাপয়ন্তুততর্হাগমা-  
পায়িত্বাচ্চরীরবদাশ্রুতাং ন ভজেয়ুঃ কিঞ্চানাত্মনন্তেজীবাবয়বাঃ

কথং প্রাহুর্ভবেয়ুঃ কথং চ তস্মিন্নাত্মনি তে নীয়েন্ন বিয়োধাদি  
ত্বার্থঃ । ১৪৭ ।

বক্তব্য শ্রাদান্তিচাবক্তব্য শ্রাস্তিস্তি চাবক্তব্য  
ম্যাদস্তি চ নাস্তি চাবক্তব্য । স্যাৎ এই পদটি  
ধাতুর আকারে গঠিত অব্যয় । স্যাৎ পদের অর্থ  
কথঞ্চিৎ । তন্মধ্যে বস্তুর অস্তিত্ব বাঞ্ছা হইলে  
প্রথম ভঙ্গ, নাস্তিত্ব বাঞ্ছা হইলে দ্বিতীয় ভঙ্গ, ক্রমে  
উভয় বাঞ্ছা হইলে তৃতীয় ভঙ্গ, এক কালে উভয়  
বাঞ্ছা হইলে চতুর্থ ভঙ্গ, অস্তিত্ব ইচ্ছা এবং এককালে  
উভয় বস্তুর ইচ্ছা হইলে পঞ্চম ভঙ্গ, নাস্তিত্ব ইচ্ছা  
এবং এককালে উভয় বাসনা হইলে ষষ্ঠ ভঙ্গ, ক্রমে  
ক্রমে উভয় কামনা এবং এককালে উভয় বাসনা  
হইলে সপ্তম ভঙ্গ হইয়া থাকে । এই রূপে সাতটি  
পদার্থের ভঙ্গ ও তাহাদের যথাযথ প্রণালী এই  
রূপে বিবেচিত হইয়া থাকে ।

আহঁতের এই কথা শুনিয়া শঙ্করাচার্য্য ক্ষণ-  
কাল মৌনী থাকিয়া বলিলেন । হে আহঁত  
মতানুচর ! জীবাস্তিকায় এই রূপ ? জীবাস্তিকায়  
এই প্রকার ? ইহা স্পষ্ট করিয়া বলুন । শঙ্করের  
এই কথা শুনিয়া আহঁত বলিলেন । হে পণ্ডিতবর !  
জীবের পরিমাণ দেহের তুল্য । আর ইতি পূর্বে  
আপনাকে যে আট প্রকার কর্ম বলিয়াছি, জীব  
উক্ত ঐ আট প্রকার কর্ম দ্বারা দৃঢ় ভাবে  
বদ্ধ ॥ ১৪৪ ॥

আচার্য্য বলিলেন, জীব মহৎ নয়, অণুনয়, তবে

কিরূপে দেহ পরিমিত জীব নিত্য হইবে ? ঘট  
পটাদি যে রূপ মধ্যবিধ পরিমাণ প্রাপ্ত হইয়া  
অনিত্য হয়, তদ্রূপ জীবও মধ্যম পরিমাণ পাইয়া  
অনিত্য হইবে । আর দেখ, প্রত্যেক শরীরের পরি-  
মাণ এক প্রকার নহে, প্রত্যেকই ব্যবস্থা বিরহিত ।  
তাহাতে মনুষ্য জীব মনুষ্যের দেহ পরিমিত হইয়া  
পুনরায় কোন কর্ম বিপাকে হস্তীর শরীর প্রাপ্ত  
হয় । তথাপি হস্তি শরীরে প্রাপ্ত ঐ জীব  
সকল হস্তি শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না ।  
অথচ দেহের যে অংশে জীব থাকে না, সে অংশ  
নির্জীব হইয়া থাকে । পরে যখন জীব পুতিকা  
[ কীট বিশেষ ] দেহ প্রাপ্ত হয়, তখন সকল জীব  
ঐ দেহে প্রবেশ করে না । তাহা হইলে জীব,  
দেহের বহির্দেশেও থাকিতে পারিল । কেবল  
এখানে নহে, এই জন্মে শৈশব যৌবন ও বার্দ্ধক্যে  
এই দোষ বিদ্যমান ॥ ১৪৫ ॥

আহঁত আপত্তি দেখাইলেন, মহৎ বস্তুর সহিত  
মিলন হইলে এই জীবের তাহাতে মিলন হয় ।  
তখন কতকগুলিন অবয়ব চলিয়া যায় । এই রূপ  
সমান নিয়ম বিদ্যমান থাকাতে জীব ঠিক সেই  
দেহ তুল্য হইবে ॥ ১৪৬ ॥

আচার্য্য বলিলেন— যদি কতকগুলিন অবয়ব-

জ্ঞানিতারহিতাঃ কয়েগহীনাঃ সমুপায়ন্ত্যপ-  
য়াস্তি চাত্মনস্তে । অমুকোপচিতঃ প্রয়াতি কুৎসং  
ত্বমুকৈশ্চাপচিতঃ প্রয়াত্যকুৎসং ॥ ১৪৮ ॥

কিমচেতনতো নচেতনত্বং বদ তেষাং চরমে

আহঁত আহঁতনস্তেহবয়বজ্ঞানারহিতাঃ কয়েগ চহীনানি-  
ত্যাএবসমুপায়ন্তি চ তথাচামুকৈরুপচিতোগজাদিদেহং কুৎসং  
প্রয়াতি অমুকৈশ্চাপচিতঃ পুত্ৰিকাদিদেহমকুৎসং স্বরং প্র-  
য়াতি । ১৪৮ ।

আচার্য্যউবাচ । কিং তেষামচেতনত্বমুচেতনত্বমিতিবদ

বের আগমন ও কতকগুলিন অবয়বের নিধন হয়,  
তবে নখর শরীরের মতন জীবের অবয়ব সকল  
আত্মশূন্য হইয়া পড়ে । যদি জীবগণ আত্মশূন্য  
হয়, তবে তাহাদের কিরূপে প্রাচুর্য্য হইবে ?—  
এবং কিরূপে সেই জীবগণ অনাত্ম পদার্থে লীন  
হইবে ? । ১৪৭ ।

আহঁত বলিলেন—আত্মার সেই সকল অব-  
য়ব জন্মশূন্য এবং অক্ষয় । সুতরাং তাহারা চির-  
দিন নিত্য ।, এই কারণে আত্মার নিত্য অবয়ব  
সকল আসিতেও পারে—এবং যাইতেও পারে ।  
যখন অমুক দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তখন সকল গজপ্র-  
ভৃতি দেহে আগমন করে । আর যখন অমুক  
দ্বারা ক্ষয়িত, তখন অসমগ্র পুত্ৰিকাদি দেহে গমন  
করে । ১৪৮ ।

আচার্য্যবলিলেন—আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, ঐ  
সকল জীবাবয়ব অচেতন ? অথবা সচেতন ? ।  
যদি পক্ষেষণ অর্থাৎ সচেতন স্বীকার করা যায়,

বিরুদ্ধমত্যা । বপুরুশ্মথিতং ভবেত্তুপূর্বে তব  
কাৎক্ষ্যেন বপূর্ন চেতয়েযুঃ ॥ ১৪৯ ॥

চলয়ন্তি রথং যথৈকমত্যা বহবোবাজিন এবম-  
প্রতীতাঃ । ইতরেত্তরদঙ্গমেজয়ন্তু জপতে ! চে-  
তনতামপি প্রপদ্য ॥ ১৫০ ॥

তত্রাত্মোপক্ষেবহুনাঞ্চৈতনানামেকাভিপ্রায়নিয়মাতা বাৎ কদাচি-  
দ্বিরুদ্ধমত্যাশরীরমুশ্মথিতং ভবেৎ আদ্যোতু কাৎক্ষ্যেন শরীরং  
ন চেতয়েযুঃ । ১৪৯ ।

অন্ত্যবিকল্পমবলম্ব্যাহঁত আহঁ বখা বহবোহঁপাখ্যাকমত্যার-  
থং চালয়ন্তি তথাত্তোন্তমপ্রতীতাঃ চেতনতামপি প্রতিপদ্য হে  
তত্ত্বজ্ঞাধিপতে ! অঙ্গং শরীরমেজয়ন্তু চালয়ন্তু । ১৫০ ।

তবে সমুদায় চেতন পদার্থের কখন একরূপ অভি-  
প্রায় হইতে পারে না । এক অভিপ্রায়—এরূপ  
নিয়ম না থাকিলে কখন তাহাদের বুদ্ধিবিরুদ্ধ ঘটিতে  
পারে । বিরুদ্ধ মতি দ্বারা শেষে শরীর পর্য্যন্ত উন্মূ-  
লিত হইবার সম্ভাবনা । আর যদি অচেতন  
বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে একেবারে সমুদয়  
শরীর অচেতন হইয়া উঠিল । ১৪৯ ।

আহঁত জীবাবয়ব চেতন বলিয়া প্রতিপ্রম  
করিবার জন্য বলিলেন । যেরূপ কতকগুলিন  
অশ্ব একবুদ্ধিতে রথ চালাইয়া থাকে, তদ্রূপ হে-  
তত্ত্বজ্ঞ ! তাহারা পরস্পর না জানিলেও চৈতন্য  
প্রাপ্ত হইয়া অঙ্গ চালাইবে, তাহাতে দোষ  
কি ? । ১৫০ ।

আচার্য্য খণ্ডন করিলেন—বহু অশ্বগণ যে  
একমতি হইয়া রথ চালনা করে, তাহাতে তাহা-

বহবোহপি নিয়ামকস্য সদ্ধাৎ স্মৃতে ! তত্র ভজেষুরৈকমত্যং । কথমত্র নিয়ামকস্য তদ্বদ্বি-  
হাৎ কস্য চিদপ্যদো ঘটেত ॥ ১৫১ ॥

উপয়াস্তি ন চাপয়াস্তি জীবাবয়বাঃ কিন্তু মহ-  
ন্তরে শরীরে । বিকসন্তি চ সঙ্কুচন্ত্যানিষ্টে যতি-  
বর্ষ্যাত্র নিদর্শনং জলৌকাঃ ॥ ১৫২ ॥

যদি চৈবমসী সবিক্রিয়ত্বাদঘটবতে চ বিনশ্বর।

আচার্য্য পরিহরতি । বহবোহপি বাজিনো নিয়ামকস্য সদ্ধা-  
দৈকমত্যং তত্রথচালনে ভজেষুরত্র হৃতদ্বং কস্যচিদপি নিয়ামক-  
স্যাভাবাদদৈকমত্যং কথং ঘটেত কটাক্ষেণ সম্বোধয়তি হে  
স্মৃতে ইতি । ১৫১ ।

আইত আহোপয়াস্তীতি । অনিষ্টে পুস্তিকাদিদেহে । ১৫২ ।

এবমুক্ত আচার্য্য উবাচ । যদি চৈবমসী সবিক্রিয়ত্বাদ্ভেদমসীবি-

দিগকে চালাইবার নিয়ন্তা আছে । কিন্তু হে  
পণ্ডিত ! এখানে কোন নিয়ন্তা না থাকাতে  
কি রূপে পরস্পরের ঐকমত্য ঘটিবে ? । ১৫১

হে যতিবর ! জীবের অবয়ব সকল মহন্তর  
শরীরে উপগত ও হয়না অপগত ও হয়না । কিন্তু  
যে দেহ জীবের অভিপ্রেত নয়, সেই অনিষ্টদা-  
য়ক পুস্তিকাদি কীটদেহে জীবের অবয়ব সকল  
বিকসিত ও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । জলৌকা  
(জঁক) এবিষয়ে তাহার দৃষ্টান্ত জানিবেন । ১৫২।

আচার্য্য বলিলেন—যদি জীব বিকসিত ও  
সঙ্কুচিত হয়, তাহা হইলে জীব বিকারী হইল ।  
বিকারবিশিষ্ট জীব ঘটের মতন বিনষ্ট হইবে ।

ভবেয়ুঃ । ইতি নশ্বরতাং প্রয়াতি জীবে কৃতনাশা-  
কৃতসঙ্গমৌ ভবেতাং ॥ ১৫৩ ॥

অপি চৈবমলারুবন্তবাকৌ নিজকর্মাষ্টকভারম-  
গচ্ছন্তোঃ । সততোর্দ্ধগতিস্বরূপমোক্ষস্তব সিদ্ধাস্ত-  
সমর্থিতো ন সিধ্যৎ ॥ ১৫৪ ॥

অপি সাধনভূতসপ্তভঙ্গীনয়মপ্যাইত ! নাদ্বি-

নশ্বরভবেয়ুরিত্যেবং জীবে নশ্বরতাং প্রয়াতি সতি কৃতনাশাকৃ-  
তাভ্যাগমৌ ভবেতাং । ১৫৩ ।

কিঞ্চৈবং সতি তুষ্ণিকাবৎ সংসারসাগরে নিজকর্মাষ্টকভা-  
রেণ মগ্নস্য জন্তোঃ সততোর্দ্ধগতিস্বরূপমোক্ষস্তব সিদ্ধাস্ত-  
সমর্থিতো বাধ্যত । ১৫৪ ।

অপিচ হে আইত ! তে সাধনভূতসপ্তভঙ্গীনয়মপি না-

অর্থাৎ যে যেবস্তু বিকারশীল, সেই সেই বস্তু  
বিনাশশীল । ঘট তাহার দৃষ্টান্ত । এই রূপে  
জীব যদি নশ্বর হইল, তবে কৃতনাশ—  
এবং অকৃতাগম, অর্থাৎ যে বস্তু কৃত হইয়াছে  
তাহার নাশ—এবং যে বস্তু কৃত হয় নাই তা-  
হার উপস্থিত—এই দুটি নূতন দোষ ঘটিতে  
পারে । ১৫৩ ।

অপিচ এরূপ হইলে আর একটা দোষ ঘটে,  
তাহা শ্রবণ করুন । যে জন্তু তুষ্ণীর (লাউ) মতন  
ভবসাগরে নিজের আট প্রকার কর্মভারে নিমগ্ন  
হইয়াছে, তাহার সর্বদা উর্দ্ধগমনের নাম মোক্ষ ।  
আপনার সিদ্ধান্তে এরূপ মোক্ষ কিছুতেই রক্ষিত  
হয় না । ১৫৪ ।

য়ামহে তে । পরমার্থসত্যং বিরোধভাজাং স্থিতি-  
রেকত্র হি নৈকদা ঘটতে ॥ ১৫৫ ॥

ইতি মাধ্যমিকেষু ভগ্নদর্পেষু ভাষ্যানি স  
নৈমিষে বিতত্যা । দরদান্ ভরতাংশ্চ শূরসেনান্  
কুরুপাঞ্চালমুখান্ বহুনজৈষীং ॥ ১৫৬ ॥

পটুযুক্তিনিরুতসর্বশাস্ত্রং গুরুভট্টোদয়নাদিকৈ-

ত্রিণামহে হি যস্মাৎ পরমার্থসত্যং বিরোধভাজাং সদস্যাদিধর্ম্যা-  
ণামেকস্মিন্মিথ্যৈকদায়ুগপৎ স্থিতির্ন ঘটতে । ১৫৫ ।

ইত্যেবং মাধ্যমিকেষু ভগ্নগর্বেষু সংস্রু অথানন্তরং স শ্রীশঙ্ক-  
রাচার্য্যো নৈমিষে ভাষ্যানি বিস্তার্য্য দরদাদিকান্দেবিশেষান্  
স্তিতবান্ । ১৫৬ ।

সহি ভাষ্যকারঃ খণ্ডনকারঃ শ্রীহর্ষাণ্যং বহুধাবাদং কৃৎস্না-  
বশং বদঞ্চকার । তৎপ্রশিনষ্টি বহুযুক্তিভিঃ খণ্ডিতানি সর্বশাস্ত্রা-

হে আর্হত ! আপনি যে মোক্ষের সাধন  
স্বরূপ সপ্তভঙ্গী নীতি স্বীকার করিয়াছেন, আমরা  
তাহা স্বীকার করিব না । তাহার কারণ এই—  
যে বস্তু যথার্থ বিদ্যমান, তাহার পরম্পরে বি-  
রোধী হইলে অর্থাৎ অস্তিত্ব নাস্তিত্ব স্বভাব প-  
দার্থে একথা কখনই অবস্থিত বা ঘটতে পারে  
না । ১৫৫ ।

এই রূপে মাধ্যমিক প্রভৃতি বৌদ্ধগণ বাদে  
পরাস্ত হইয়া গর্বত্যাগ করিলে, অনন্তর শ্রীশঙ্করা-  
চার্য্য নৈমিষারণ্যে স্বকীয় ভাষ্য সকল বিস্তৃত  
করিয়া দরদ প্রভৃতি কতিপয় দেশ জয় করি-  
লেন । ১৫৬ ।

রজয্যং । সহি খণ্ডনকারমুদদর্পং বহুধা বাদ্যবশং-  
বদঞ্চকার ॥ ১৫৭ ॥

তদনন্তরমেব কামরূপানধিগত্যাভিনবোপশঙ্ক-  
গুপ্তং । অজযৎ কিল শাক্তভাষ্যকারং স চ ভয়ো-  
মনসেদমালুলোচে ॥ ১৫৮ ॥

নি যেন গুরুঃ প্রভাকরঃ ভট্টোভট্টপাদোভট্টভাস্করশ্চগুর্কাদিভি-  
র্জেতুমশক্যমতএবোদদর্পং । ১৫৭ ।

কামরূপান্ দেশবিশেষানধিগত্যা প্রাপ্য অভিনব উপশঙ্কো-  
যস্য সচাসৌগুপ্তশ্চ তমভিনবগুপ্তমিতিসাবৎ সচভয়োহভি-  
নবগুপ্তচার্য্যোমনসেদং বক্ষ্যমাণং বিচারয়ামাস । ১৫৮ ।

খণ্ডনকার শ্রীহর্ষ আপনার পটু যুক্তি দ্বারা  
সকল শাস্ত্রের মত খণ্ডন করেন । গুরু প্রভাকর,  
ভট্টপাদ ও ভাস্কর প্রভৃতি পণ্ডিত গণ শ্রীহর্ষকে  
জয় করিতে পারেন নাই । এই কারণে  
শ্রীহর্ষের গর্ব অত্যন্ত প্রবল হয় । কিন্তু  
আচার্য্য শঙ্কর সেই শ্রীহর্ষের সঙ্গে অবিশ্রান্ত  
বিবাদ করিয়া তাহাকে আপনার বশীভূত  
করেন । ১৫৭ ।

তৎপরে আচার্য্য শঙ্কর কামরূপ প্রভৃতি  
দেশে গমন করেন । তথায় অভিনব গুপ্ত নামে  
এক জন পণ্ডিত বাস করিতেন । তিনি শাক্ত  
দিগের শাস্ত্রে ভাষ্য প্রণয়ন করেন । শঙ্কর  
তাহাকেও পরাস্ত করেন । তখন অভিনব  
গুপ্ত ভয় মনোরথ হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে  
লাগিল । ১৫৮



নিগমাজ্জবিকাসিবালভানো ন সমোহমুখ্য বি-  
লোক্যতে ত্রিলোক্যাং । ন কথঞ্চন মদ্বশংবদো-  
হসৌ তদমুন্দৈবতকৃত্যয়া হরেয়ং ॥ ১৫৯ ॥

ইতি গুচমসৌ বিচিস্ত্য পশ্চাৎ সহ শিষ্যৈঃ স-  
হসা স্বশাক্তভাষ্যং । পরিত্যক্ত্য জনাপবাদভীত্যা  
যমিনঃ শিষ্যইবাস্ববর্ত্তিতৈষঃ ॥ ১৬০ ॥

তদেবাহ । বেদাজ্জবিকাসিনো বালস্বর্ঘস্যামুখ্য শব্দরস্য সমস্তি-  
লোক্যাং ন বিলোক্যতেহতঃ স মদ্বশব্দঃ কথঞ্চিদপিন ভবিষ্যতি  
তদ্বাদমুন্দৈবতকৃত্যয়াহং পরিহরেয়ং । ১৫৯ ।

ইত্যেবমসৌ গুচং বিচিস্ত্য পশ্চাচ্ছিষ্যৈঃ সহ বিচিস্ত্য জনাপ-  
বাদভয়েন স্বশাক্তভাষ্যং সহসা পরিত্যক্ত্য যমিনঃ শিষ্যইবা-  
স্ববর্ত্তত । ১৬০ ।

সূর্য যেমন পদ্ম বিকসিত করেন, আচার্য্য  
শঙ্কর বেদ রূপ কমল পুষ্পের বিকাশকারী সেই  
রূপ নবোদিত সূর্য্য । ত্রিভুবনে শঙ্করের তুল্য  
আর কাহাকেও দেখিতে পাই না । অতএব  
শঙ্কর কিছুতেই আমার বশীভূত হইবে না ।  
সুতরাং আমি দৈবকার্য্য দ্বারা এই পণ্ডিতকে  
বশীভূত করিব । ১৫৯ ।

অভিনব গুপ্ত এই রূপে প্রথমে গোপনে  
চিন্তা করেন । পরে শিষ্য গণের সঙ্গে পুনর্বার  
এই বিষয়ে চিন্তা করেন । লোকাপবাদ ভয়ে  
নিজ রচিত শাক্ত ভাষ্য সহসা পরিত্যাগ করিয়া  
শেষে যতিবর শঙ্করের শিষ্যের মতন আচরণ  
দেখাইলেন । ১৬০ ।

নিজশিষ্যপদং গতানুদীচ্যানিতি কৃৎস্নাথ বিদেহ-  
কৌশলাদ্যৈঃ । বিহিতাপচিতিস্তথাঙ্গবদেষ্ময়মা-  
স্তীর্য্য যশো জগাম গোড়ান্ ॥ ১৬১ ॥

অতিভূয় মুরারিমিশ্রবর্য্যং সহসা চোদয়নং বিজি-  
ত্য বাদে । অবধূয় চ ধর্ম্মগুপ্তমিশ্রং স্বযশঃ প্রৌ-  
ঢ়মগাপয়ৎ স গোড়ান্ ॥ ১৬২ ॥

ইত্যেবমুদীচ্যানুত্তরমিতি ভবান্ শিষ্যপদং গতান্ বিধানা-  
থ বিদেহাদ্যৈর্বিহিতা পূজা যন্ত স তথাকাদিষয়ং বশ আস্তীর্য্য  
গোড়ান্ জগাম ॥ ১৬১ ॥

তেষু "গোড়দেশেষু স্থিতানুরারিমিশ্রাদীন্ বিজত্য প্রৌঢ়ং  
স্বযশোগোড়দেশোত্তবানগাপয়ৎ ॥ ১৬২ ॥

উত্তর দেশীয় পণ্ডিতেরা সকলেই শঙ্করের  
শিষ্য হইলে, মিথিলা দেশস্থ পণ্ডিত গণ শঙ্করকে  
বিধি বিধানে পূজা করিলে, শঙ্কর অঙ্গ বঙ্গ প্রভৃতি  
দেশে স্বকীয় কীর্ত্তি পতাকা দোলিত করিয়া  
শেষে গোড় দেশে উপস্থিত হন । ১৬১ ।

গোড় দেশের তদানীন্তন প্রধান পণ্ডিত  
মুরারি মিশ্রকে জয় করেন । বাদে উদয়না-  
চার্য্যকে সহসা পরাজয় এবং ধর্ম্ম গুপ্তকে শাস্ত্রীয়  
বাদে পরাস্ত করিয়া, আপনার নূতন কীর্ত্তি  
শেষে ঐ গোড় দেশীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তক গীত  
হইতে লাগিল । ১৬২ ।

পূর্বে কলিকালে যিনি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বেদ  
রাশি কলুষিত করিয়াছিলেন—যিনি যুঢ় মতি  
দেখাইয়া ভ্রাস্করণ দিগকে মোহিত করেন—সেই

পূৰ্বং যেন বিমোহিতা বিজবরাস্তস্যাসতোহ-  
রীন্ কলৌ বুদ্ধস্য এবিভেদ মন্করিবরস্তান্ ভাস্করা-  
দীন্ কণাৎ । শাস্ত্রান্নায়বিনিদ্দকেন কুখিয়া কূট-  
প্রবাদাগ্রহান্নিকাতে নিগমাগমাধিষু মতং দক্ষস্ত  
কূটগ্রহে ॥ ১৬৩ ॥

শাক্তৈঃ পাশুপতৈরপি কপণকৈঃ কাপালিকৈ-  
বৈষ্ণবৈরপ্যন্যৈরথিলৈঃ খিলং খলু খলৈ দুর্বাদি-

পূৰ্বং কলৌ যেন শাস্ত্রান্নায়বিনিদ্দকেন কুব্জিনা বিজব-  
রাবিমোহিতাস্তস্যাসতোবুদ্ধস্তারীংস্তান্ ভাস্করাদীন্নিগমাগমা-  
ধিষু নিকাতে পারদতোমন্করিবরো যতিশ্রেষ্ঠঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ  
কপণমাত্রেন এবিভেদ । নহু বুদ্ধারীগন্তেষাং এবিভেদনমহু-  
চিতমিত্যাশঙ্কানিরাসায় ভাবিশিনষ্টি । কূটেষু মিথ্যাভূতেষু  
প্রবাদেষাংগ্রহোষেষাং । নষেবস্তর্হি বুদ্ধমতস্থাপনং কৃতং ভবিষ্য-  
তীত্যশঙ্কাব্যবচ্ছেদায়াহ । কূটগ্রহে মিথ্যাভূতপক্ষস্বীকারে দক্ষ-  
স্তাপি মতং এবিভেদেত্যমুখ্যজ্ঞাতে শাং ॥ ১৬৩ ॥

শাক্তাদিভিরন্তৈকৈশৈবিকাদিভিরপি সর্বৈর্দুষ্টৈর্বাদিভিঃ

অসং বুদ্ধ দেবের ভট্ট ভাস্কর প্রভৃতি শঙ্কর দিগকে  
শঙ্কর পরাস্ত করেন । মিথ্যাভূত প্রবাদে বুদ্ধের  
অরিগণের অত্যন্ত আগ্রহ থাকাতে বেদ দক্ষ  
শঙ্কর তাহাদিগকে পরাভব করেন । বুদ্ধ স্বয়ং  
মিথ্যা পক্ষ স্বীকার করিয়া দক্ষ হন । তাহাতেই  
বুদ্ধ আচার্য্যের নিকট পরাস্ত হন । ১৬৩ ।

শাক্ত, পাশুপত, কপণক, কাপালিক, বৈষ্ণব  
ও অন্যান্য বৈশেষিকাদি দুষ্টবাদীগণ বেদোক্ত  
আচার ব্যবহার, রীতি নীতি একেবারে উচ্ছিন্ন

ভিত্তৈবৈদিকং । মার্গং রক্ষিতুমুগ্রবাদিবিজয়ং নো  
মানহেতোর্ব্যাধাৎ সর্বজ্ঞো ন যতোহস্ত সম্ভবতি  
সম্মানগ্রহগ্রস্ততা ॥ ১৬৪ ॥

দিক্ষে পঙ্কজবিষ্ঠরেণ জগতামাদ্যেন তৎসুভি-  
নির্দিষ্টে সনকাদিভিঃ পরিচিতে প্রাচেতসাদ্যৈ-

খিলমুচ্ছিন্নবৈদিকং মার্গং রক্ষিতুং সর্বজ্ঞঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্য  
উগ্রং বাদিবিজয়ং ব্যাধাৎ মানহেতো ন যতোহস্ত সম্মানগ্রহ-  
গ্রস্ততা ন সম্ভবতি ॥ ১৬৪ ॥

কিঞ্চ জগতামাদ্যেনকমলাসনে চতুমুখেন দিষ্টে উপদিষ্টে  
পুনশ্চতস্ত পুত্রৈঃ সনকাদিভিনির্দিষ্টে সম্যগুপদিষ্টে পুনশ্চ  
বাল্মীক্যাদিভিঃ পরিচিতে পরিসমস্তাৎ সন্ধিতে শ্রোতাধেতমার্গে-

করিম্নে সর্বজ্ঞ শঙ্কর বৈদিক পথ রক্ষা করিবার  
জন্যই কেবল বিবাদী গণের ভীষণ পরাজয় কার্য্য  
শেষ করেন । আপনার কিসে সম্মান হইবে,  
এরূপ অভিপ্রায়ে কখনই আচার্য্য বিবাদ করেন  
নাই । তাহার কারণ এই, শঙ্কর স্বয়ং অভিমান  
শূন্য ছিলেন । সুতরাং অভিমানের উদ্রেক  
হইতে পারে না । ১৬৪ ।

ত্রিজগতে আদিত্র্যক্টা কমলাসন ব্রহ্মা যে  
পথ নির্দেশ করিয়াছেন—পরে ঐ ব্রহ্মার পুত্র  
সনকাদি ঋষিগণ যে পথের সম্যক্ রূপে উপদেশ  
দেন, বাল্মীকি প্রভৃতি মুনিগণের যে পথ পরি-  
চিত ; সেই বেদোক্ত অদ্বৈত পথে কণ্টক স্বরূপ  
যে সকল আত্মদেবী দুষ্টবাদী বাস করিত, করু-  
ণাময় শঙ্কর সেই কণ্টক উদ্ধার করিয়া সেই

রপি । শ্রোতাঈতপথে পরাঅভিহুরান্দুর্বাদিনঃ  
কণ্টকান্ প্রোক্ত্যাথ চকার তত্র করুণো মোক্ষা-  
ধগক্ষুণ্ণতাম্ ॥ ১৬৫ ॥

শান্তির্দাস্তিবিরাগতাহ্যপরতিঃ ক্ষান্তিঃ পরৈ-  
কাগ্রতা অক্কেতি প্রথিতাভিরেধিততনৌ ষড়্ভুজ-  
মাতৃভিঃ । ভিক্ষুকোণিপতৌ পিচণ্ডিলতরোচ্চণ্ডা-

পরাস্তেদিনোহুর্বাদিনঃ কণ্টকান্ প্রোক্ত্য অথানন্তরং তত্র-  
মোক্ষাধনি মোক্ষাধগৈর্মুক্ষুভিঃ ক্ষুণ্ণতামভ্যস্ততাককার ॥ ১৬৫ ॥

মাতৃভিঃ ষড়াননবৎপ্রথিতাভিঃ শান্ত্যাদ্যাভিরেধিততনৌ  
পুনশ্চাতিশয়িতং পিচণ্ড মুদরং ঘেষান্তে পিচণ্ডিলাঃ স্থলোদরাঃ  
পিচ্ছাদিহাদিলচ্ । বৃহৎকুকিঃ পিচণ্ডিলইত্যমরঃ । অতিশয়েন  
পিচণ্ডিলানাং প্রচণ্ডানামতিকণ্ডোচ্চলতাং পাবণ্ডাশ্বকানাম-  
সুরাণাং খণ্ডনৈকরসিকে ভিক্ষুরাজে ত্রীশঙ্করচার্য্যে সতি বৃধানাং

মোক্ষ পথে মোক্ষার্থী গণ যাহাতে স্থখে থাকিতে  
পারেন—তাহাতে যাতায়াতের সুবিধা অভ্যাস  
করিতে পারেন, আচার্য্য সেই রূপ উপায়  
প্রকাশ করিলেন । ১৬৫ ।

কার্তিকের একটি নাম ‘ষান্মাতুর’ অর্থাৎ  
ছয় জন মাতার পুত্র, এবং ছয় জনের লালন  
পালনে ষড়ানন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হন । সেই  
রূপ শান্তি, দাস্তি, বিরাগতা, উপরতি, ক্ষান্তি,  
পরমা একাগ্রতা আর বা অজ্ঞা এই ছয় জন জন-  
নীর কৃপায় শঙ্করেরও শরীর বর্দ্ধিত হয় । পরে  
যাহারা অত্যন্ত, স্থলোদর যাহারা অতি প্রচণ্ড  
স্বভাব, যাহারা শাস্ত্রীয় কণ্ডু (চুলকোণা) করিতে

তিকণ্ডুচ্চলংপাবণ্ডাসুরখণ্ডনৈকরসিকে বাধা বৃধা-  
নাং কুতঃ ॥ ১৬৬ ॥

যত্রারম্ভজকাহলীকলকলৈ লোকাযতো  
বিদ্রুতঃ কাণাঃ কাণভুজস্ত সৈন্যরজসা সাংখ্যভূতা  
হসাখ্যধীঃ । যুদ্ধা তেষু পলায়িতেষু সহসা যোগাঃ

পণ্ডিতাশ্বকানাং দেবানাং বাধা কুতঃ কুতোহপি নৈবে-  
ত্যর্থঃ ॥ ১৬৬ ॥

যত্রারম্ভজকাহল্যাঃ কলকলৈঃ কর্ণাধাযাদ্যাবিশেষ-  
কোলাহলৈঃ কলকল উক্তঃ কোলাহলইতিমেদিনী । লোকাযত-  
শর্বাণ্যকোবিদ্রুতঃ । কাণাদান্ত সৈন্যরজসা কাণাজাতাঃ ।  
সাংখ্যস্ত অসাখ্যধীর্ভূতা যুদ্ধং কৃত্বা তেষু চার্বাকাদিষু পলায়ি-

সর্বদা ব্যগ্র ; এরূপ পাবণ্ডরূপ অশুরদিগকে  
নিরস্ত করিতে শঙ্কর এক মাত্র প্রভু । এমন  
মহোদয় যতিবর শঙ্কর বিদ্যমান থাকিলে পণ্ডিত  
রূপ দেবতা দিগের আর কষ্ট কি ? । ১৬৬ ॥

যে স্থানে বসিয়া শঙ্কর প্রথম শাস্ত্রীয় বিবাদ  
করিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে কাহলী নামক  
এক প্রকার বাদ্যের অত্যন্ত কোলাহল হয় ।  
সেই বাদ্যরবে চার্বাক পলায়ন করেন । কণাদ  
মতাবলম্বী গণ, সৈন্যদের পদোত্থিত ধূলি দ্বারা  
কাণ হয় । সাংখ্য মত সেবী পণ্ডিতেরা সাংখ্য  
মত পরিত্যাগ করেন । এই রূপে যুদ্ধ করিয়া  
চার্বাক, কণাদমতসেবী প্রভৃতি পণ্ডিতেরা পলা-  
য়ন করিলে পাতঞ্জল মতানুচরেরা তাহাদের  
সহিত সহসা পলায়ন করিল । ফলতঃ ভূতলে

সহৈবাব্জবন্ কোবা বাদিতটঃ পটু ভুবি ভবেমন্তঃ  
পুরস্তান্মুনেঃ ॥ ১৬৭ ॥

উচ্চণ্ডে পণবন্ধবন্ধুরতরে বাচংযমক্ষাপতেঃ  
পূৰ্ব্বং মণ্ডনখণ্ডনে সমুদভূদুভিভিমাডম্বরঃ। জাতাঃ  
শব্দপরম্পরাস্ততইমাঃ পামণ্ডুর্কাদিনামদ্য শ্রোত্র-  
তটাবীষু দধতে দাবানলজ্বা লতাং ॥ ১৬৮ ॥

তেষু তৈঃ সহৈব পাতঞ্জলাঅপি সহসা পলায়্যাগতাস্তথাচ ভুবি  
কোবা বাদিতটো যুনেঃ পুরস্তাবন্তঃ পটুভবেমকোহ  
পীত্যর্থঃ ॥ ১৬৭ ॥

পণস্ত মহন্ত বন্ধনেন বন্ধুরতরেতিশোভনে প্রচণ্ডে পূৰ্ব্বং মণ্ডনস্ত  
খণ্ডনে যো বাচংযমক্ষাপতেতিভিমাডম্বরঃ সমুদভূতমাত্ ডি-  
ভিমাডম্বরাজ্জাতাঃ শব্দপরম্পরা অন্য পামণ্ডুর্কাদিনাং শ্রোত্রত-  
টাবীষু দাবাগ্নিআলতানধতে ॥ ১৬৮ ॥

এমন কোন বাদী যোদ্ধা ছিলনা যে, তিনি  
শঙ্করের সম্মুখে বাস করিতে পারেন। ১৬৭।

পূৰ্ব্ব মণ্ডন পণ্ডিতকে পরাস্ত করিবার  
সময় পণ করিয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হন। পণ বন্ধন  
দ্বারা মণ্ডনের পরাজয় হওয়াতে ঐ কার্য অতি  
হৃন্দর রূপে নিষ্পন্ন হয়। ঐ সময়ে যতিরাজ  
শঙ্করের জয় সূচক এক প্রকাণ্ড বাদ্যের আড়ম্বর  
উৎপন্ন হয়। সেই বাদ্যের আড়ম্বর হইতে  
যে শব্দ পরম্পরা উদ্ভূত হয়, সেই শব্দ রাশি  
অদ্য ছুট বাদীগণের কর্ণ কুহর রূপ অরণ্যে  
দাবানলের ক্ষুণ্ণ বর্ষণ করিতেছে। ১৬৮।

যুদ্ধ প্রথমে আচার্য্যের সহিত যুদ্ধ করিতে

যুদ্ধো যুদ্ধসমুদ্যতঃ কিল পুনঃ স্থিহ্মা কণাধিক্রতঃ  
কোণে জ্যাকগভুগ্ বিলীয়ত তমঃস্তোমাবৃত্তো গো-  
তমঃ। ভগ্নোহসৌ কপিলোহপলায়ত ততঃ পাত-  
ঞ্জলাশ্চাঞ্জলিককুস্তস্ত যতীশিতুশ্চতুরতা কেনোপ-  
নীয়েত সা ॥ ১৬৯ ॥

হস্তগ্রাহং গৃহীতাঃ কতিচন সমরে বৈদিকা  
বাদিযোধাঃ কাণাদাদ্যাঃ পরেতু প্রসভমভিহতা হস্ত

কিঞ্চ যুদ্ধায় সমুদ্যতোবৌদ্ধঃ কিল পুনঃ স্থিহ্মা কণাধিক্রতঃ  
কণাদস্তব্ধাতি কোণে বিলয়ংগতঃ। গৌতমস্ত তমঃ স্তোমেনা-  
বৃত্তঃ কচিৎগাঢ়াককারেমমঃ। অসৌ কপিলস্ত তমঃ সংস্ততো-  
হপলায়ত ততস্তম্মাং কারণাদি তিবা। পাতঞ্জলাশ্চাঞ্জলিকু-  
স্তস্ত যতিপতেঃ সা চতুরতা কেনোপনীয়েত ॥ ১৬৯ ॥

কেচিৎ কাণাদাদ্যবৈদিকা বাদিযোধাঃ সংগ্রামেহস্তগ্রাহং  
গৃহীতা হস্তেন গৃহীতাইত্যর্থঃ। পরেতু বেদবাহা শাক্যাকাদ্যা-

সমুদ্যত হন। কণ মাত্র শঙ্করের সম্মুখে থাকিয়া  
শেষে পলায়ন করেন। কণাদ শীঘ্র এক কোণে  
লীন হইয়া যান। গৌতম গাঢ় তিমিরে মগ্ন  
হন। কপিল অগ্রে ভগ্ন হন, শেষে পলায়ন  
করেন। পাতঞ্জলেরা কুতাজলি হইয়া বাস  
করেন। অতএব যতীশ্বরের অলৌকিক উপমা  
কিরূপে বর্ণিত হইবে? ১৬৯।

কণাদ প্রভৃতি কতকগুলিন বৈদিক বাদী  
রূপ যোদ্ধা দিগকে শঙ্কর হস্ত দ্বারা গ্রহণ করেন।  
আর কতক গুলিন বেদ নিন্দক চার্বাকাদি ছুট  
বাদী যোদ্ধা হটাৎ অভিহত হন। শেষে কণাদ



লোকায়তাদ্যাঃ । গাঢ়ং বন্দীকৃতান্তে সূচিরমথ-  
পুনঃ স্বস্বরাজ্যে নিযুক্তাঃ সেবন্তে তং বিচিত্রা যতি  
ধরণিপতেঃ শূরতা বা দয়াবা ॥ ১৭০ ॥

শাস্ত্রাদ্যর্গবাবানলশিখা সত্যাদ্রবাত্যা দয়া-  
জ্যোৎস্নাদর্শনিশাহথশাস্তিনলিনী একা শশাঙ্ক-

বলাৎকারেণাভিহতাঃ । হস্তেতিহর্ষে তে কাণাদাদ্যাঃ সূচিরং  
গাঢ়ং বন্দীকৃতান্তে । অথ পুনঃ স্বস্বরাজ্যে স্বস্বরূপ ব্রহ্মানন্দলক্ষণে  
নিযুক্তান্তঃ সেবন্তে । তথাচাহো অতিচিত্রাযতিভূমিপতেঃ শূরতা  
বা দয়াবা স্রঃ ॥ ১৭০ ॥

কিঞ্চ পাষণ্ডবাণ্ডমণ্ডলী দণ্ডিপতিনাহথণ্ডি খণ্ডিতা তাং বিশি-  
নষ্টি । শাস্তিলক্ষণসমুদ্রস্ত বাডবাগ্নিশিখা সত্যলক্ষণমেঘস্ত বাত্যা  
বাতনমূহো দয়ালক্ষণাচাক্রিকায়া অমাবাস্তারাত্রিঃ শাস্তিলক্ষ-  
ণায়াঃ কমলিষ্ঠাঃ পূর্ণমাসীচন্দ্রকান্তিঃ আস্তিক্যবৃক্ষস্ত দাবানল-

প্রভৃতি দুষ্ক বাদী দিগকে চিরদিনের জন্য গাঢ়  
রূপে বন্দী করেন । অমন্তর, ইহারা স্ব স্ব রাজ্যে  
অর্থাৎ আত্ম স্বরূপ ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে নিযুক্ত হইয়া  
শঙ্করকে সেবা করিতে লাগিলেন । আহা !  
যতিরাজ শঙ্করের এই রূপ বীরত্ব অথবা করুণা  
অতি বিচিত্র ! ॥ ১৭০ ॥

যে পাষণ্ড গণের বাক্য রাশি শাস্তি রূপ  
সমুদ্রের বাডবানল শিখা—সত্য রূপ মেঘের বায়ু  
সমূহ—দয়া রূপ জ্যোৎস্নার অমাবস্যা রাত্রি-  
শাস্তি রূপ কমলিনীর এক মাত্র চন্দ্র কান্তি-  
আস্তিক্য রূপ বৃক্ষের দাবানলের নূতন ফুলিঙ্গ  
রাশি—এবং পাষণ্ডগণের যে বাক্য রাশি সং-  
কথা রূপ হংসীর বর্ষাকাল—দণ্ডিরাজ শঙ্কর, পাষণ্ড

হুতিঃ । আস্তিক্যদ্রুমদাবপাবকনবজালাবলী সং-  
কথাহংসীপ্রাবৃডথণ্ডি দণ্ডিপতিনা পাষণ্ডবাণ্ড-  
মণ্ডলী ॥ ১৭১ ॥

অদ্বৈতামৃতবর্ষিভিঃ পরগুরুব্যাহারধারাধরৈঃ  
কাষ্টৈর্হস্ত সমস্ততঃ প্রস্মরৈরুৎকৃতাপত্রযৈঃ ।  
দুর্ভিক্ষং স্বপ্নৈকতাফলগতং দুর্ভিক্ষসম্পাদিনং  
শাস্তং সংপ্রতি খণ্ডিতাশ্চ নিবিডাঃ পাষণ্ড-  
চণ্ডাতপাঃ ॥ ১৭২ ॥

নৃত্তজালানামাবলী সত্ৰুখালক্ষণায়া হংস্তাঃ প্রাবৃট্ । অথেনি-  
পদং সর্বত্রসম্বন্ধনীয়ং খণ্ডনযোগ্যতাবোধকানি বিশেষণানি  
শাং ১৭১ ॥

হস্তেতিহর্ষে সমস্ততঃ প্রস্মরৈঃ প্রসন্নশীলৈঃ কাষ্টৈঃ  
সুন্দরৈরদ্বৈতামৃতবর্ষিভিরুৎকৃতাশ্রুতলিতমাধ্যাত্মিকাদিধৈবিকা-  
দিভৌতিকলক্ষণং তাপত্রয়ং যৈঃ পরগুরুব্যাহারলক্ষণৈঃ স্বপ্নৈক  
তালক্ষণফলবিষয়ং দুর্ভিক্ষং সংপ্রতি শাস্তংনিবিডাঃ পাষণ্ডল-  
ক্ষণাশ্চণ্ডাতপাশ্চ খণ্ডিতাঃ ॥ ১৭২ ॥

গণের সেই বাক্য মণ্ডলী অবলীলাক্রমে খণ্ডন  
করেন । ১৭১ ।

পরম গুরু শঙ্করাচার্যের বাক্য রূপ সুন্দর  
মেঘ সকল অদ্বৈত রূপ অমৃত বর্ষণ করিয়া থাকে ।  
এই মেঘ সকল চতুর্দিকে গমনশীল । এই মেঘ  
দ্বারা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক  
এই তিন প্রকার তাপ সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে ।  
দুর্ভিক্ষসম্পন্ন আত্মপরের ঐক্য ফল গোচর যে  
দুর্ভিক্ষ ছিল, সম্প্রতি তাহা উপশম প্রাপ্ত হই-  
য়াছে । এই মেঘে নিবিড় পাষণ্ড রূপ প্রচণ্ড  
আতপ খণ্ডিত হইয়াছে । ১৭২ ।

শাস্তানাম্ স্তুতটীঃ কপালিকপতঙ্গগ্রাহ-  
ব্যাপ্তাঃ কাশাপ্রতিহারিণঃ কপণককোণীশ-  
বৈতালিকাঃ । সামন্তাচ্চ দিগম্বরাস্বয়দুব্জা-  
ক্বাকবাক্যাকুরা নব্যাঃ কেচিদলং মুনীশ্বরগিরা  
মীতাঃ কথাশেষতাম্ ॥ ১৭৩ ॥

ইতি সকল দিশাস্তু দ্বৈতবর্তানিবৃত্তে স্বয়-  
মথপরিতস্তারায়নদ্বৈতবজ্র । প্রতিদিনমপি কুর্বন্

শাস্তানাম্ পাতঞ্জলানাম্ স্তুতটীঃ কপালিকানাম্ পতঙ্গগ্রাহণাং  
গ্রহণে ব্যাপ্তাঃ কাশাদানাম্ প্রতিহারিণঃ কপণকরাজানঃ বৈতা-  
লিকা দিগম্বরবংশোদ্ভবাঃ সামন্তাঃ কেচিৎ চাক্বাকবাক্যাকুরা  
মুনীশ্বরগিরা কথাশেষতামলং মীতাঃ ॥ ১৭৩ ॥

সকলাস্তু দিশাস্তু দ্বৈতবর্তানিবৃত্তৌ সত্যামথস্বয়ময়ং প্রতিদিনং  
সন্দেহনাশং কুর্বন্ দ্বৈতমার্গং বিস্তারিতবান্ যথাতিমিরোধেষু  
সংপ্রশা সতি রবির্মহঃ স্বপ্রকাশং বিতনোতি তদ্বৎ মালিনী  
ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাবলম্বামি শ্রীপাদশিষ্য

যাহারা পাতঞ্জল মতের যোদ্ধা, যাহারা  
কাপালিক মতের পক্ষী ধরিতে একান্ত উৎসুক,  
যাহারা কণাদ মতের ঘরপাল ; যাহারা কপণক  
রাজাদিগের স্তুতি পাঠক, যাহারা দিগম্বর মতের  
বংশধর অধিনায়ক ; এবং যে সমস্ত চার্বকমতের  
নবীন অঙ্গুর ; যতীশ্বর শঙ্কর এই সকলকেই  
নিজবাক্যে কেবল কথা মাত্রে শেষ করি-  
লেন । ১৭৩ ।

তিমির রাশি অগলিত হইলে সূর্য যে রূপ  
আপনার নিজ তেজ বিস্তার করেন, এই রূপে

সর্বসন্দেহমোক্ষং রবিরিব মিরোধে সংপ্রশান্তে  
মহঃ স্বঃ ॥ ১৭৪ ॥

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তত্তদাশাজয়কৌতুকী ।  
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গঃ পঞ্চদশোহভবৎ ১৭৫ ॥

দত্তবংশাবতংস রামকুমার স্মৃদ্ধনপতিকৃতে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য  
বিজয়ভিষ্মিমে পঞ্চদশঃ সর্গঃ ॥ ১৭৪ ॥

॥ ইতি পঞ্চদশঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥

সকল দিকে দ্বৈত কথা নিবৃত্তি পাইলে শঙ্কর স্বয়ং  
প্রতিদিন সকলের সন্দেহ মোচন পূর্বক সেই  
রূপ অদ্বৈত পথ বিস্তার করিলেন । ১৭৪ ।

ইতি পঞ্চদশ অধ্যায় ।



## অথ ষোড়শঃ সর্গঃ ।

অথ যদা জিতবান্ যতিশেখরোহভিনবগুপ্ত-  
মনুত্তমমাস্ত্রিকং । সতু তদাহপজিতো যতিগো-  
চরং হতমনাঃ কৃতবানপগোরণং ॥ ১ ॥

স ততোহভিচচার মূঢ়বুদ্ধির্য তিশাদূলময়ং প্রকু-  
টরোষঃ । অচিকিৎস্তুতমো ভিষগ্ভিরস্মাদজনি-  
ষ্ঠাহস্তু ভগন্দরাখ্যরোগঃ ॥ ২ ॥

এবং দিগ্‌বিজয়কৌতুকং প্রতিপাদ্য শারদাপীঠবাসং  
সপরিকরং নিরূপয়িতুমারভতে । অথানুত্তমং মাস্ত্রিকমভি  
নবগুপ্তং যতিশেখরোযস্মিন্ কালে জিতবাংস্তস্মিন্ কালে সতু  
পরাজিতো হতমনা যতিবিষয়মপগোরণং বোধোদ্যমং কৃতবান্  
কৃতবিঃ ॥ ১ ॥

স মূঢ়বুদ্ধিঃ প্রকটকোপোহভিনবগুপ্তস্তদনুস্মরং যতিশে-  
খরমভিচচারাভি চারিকং কন্ধ কৃত্যাং কৃতবান্ । অস্মাদভিচারা-

মহাত্মা শঙ্কর সম্পূর্ণ রূপ বাদীদিগকে পরাস্ত  
করিয়া এবং তন্ন তন্ন করিয়া দিগ্‌বিজয় ব্যাপার  
সমাধা করিয়া শেষে জীবনের অবশিষ্ট কাল  
শারদাপীঠে বাস করেন । এই অধ্যায়ে তাহাই  
সবিস্তরে বর্ণিত হইবেক । পরে যতীশ্বর শঙ্কর  
মন্ত্রসিদ্ধ অভিনবগুপ্তকে যৎকালে পরাজয়  
করেন, তখন পণ্ডিতবর অভিনব গুপ্ত পরাজিত  
হইয়া হতচিত্ত হয় । শেষে মন্ত্র বলে যতীশ্বকে  
বধ করিবার জন্য উদ্যোগ করেন । ১ ।

মূঢ় বুদ্ধি অভিনব গুপ্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যতীশ্বকে  
বধ করি বার জন্য মন্ত্র প্রয়োগ করেন । এই রূপ

অচিকিৎস্তুভগন্দরাখ্যরোগপ্রসরচ্ছোণিতপঙ্কি-  
লম্বশাট্যাং । অজুগুপ্তবিশোধনাদিরূপাং পরি-  
চর্য্যামকৃতাহস্য তোটকার্য্যঃ ॥ ৩ ॥

ভগন্দরব্যাদিনিপীড়িতং গুরুং নিরীক্ষ্য শিষ্যাঃ

দশু শ্রীশঙ্করশ্চ বৈদ্যৈরচিকিৎস্তুতমো ভগন্দরাখ্যো রোগঃ অজ-  
মিষ্ট বসন্তমালিকা ॥ ২ ॥

অচিকিৎস্তুভগন্দরাখ্যরোগেণ প্রসরং শোণিতশ্চ পঙ্কেন-  
ব্যাপ্তায়া আচার্য্যশাট্যাঃ অজুগুপ্ত্যপরিশোধনাদিরূপাং  
সেবাস্তোটকার্য্যঃ কৃতবান্ ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্ ! মহারোগস্তু পৈক্ষণীয়োনভবতি নো চেদপীড়িতঃ  
শক্র্যথাঋক্ষিমাণোতি তথাবুদ্ধিং প্রাপ্নুয়াৎ উঃ ॥ ৪ ॥

অভিচার কার্য্য সমাপ্ত হইলে আচার্য্যের এমন  
এক উৎকট ভগন্দর রোগ হয় যে, তাহা বৈদ্যদের  
চিকিৎসা করিতেও কষ্ট পাইতে হইয়াছিল । ২ ।

ভগন্দর রোগ ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠে ।  
বৈদ্যগণ চিকিৎসা করিতে হারিমানিয়া গেল ।  
শেষে ভগন্দর হইতে অনবরত প্রবল বেগে রক্ত  
নির্গত হইতে লাগিল । সেই রক্তে পরিধেয়  
বস্ত্র ভিজিয়া গেল । আর্ঘ্য তোটকাচার্য্য ঘৃণা  
প্রকাশ না করিয়া সেই বস্ত্রের প্রক্ষালন প্রভৃতি  
পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন । ৩ ।

যখন আচার্য্য ভগন্দর রোগে ক্রমশঃ ব্যথিত  
হন, তখন শিষ্যগণ গুরুকে সন্মোদন পূর্ব্বক  
ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন । হে ভগবন্ !  
আপনি এই মহাব্যাধিকে উপেক্ষা করিবেন না ।

সমবোধয়ংছনৈঃ । নোপেক্ষণীযো ভগবন্ ! মহা-  
ময়স্তপীড়িতঃ শত্রুরিবর্ধিমাণুয়াৎ ॥ ৪ ॥

মমত্বহানান্তবতা শরীরকে ন গণ্যতে ব্যাধিকৃতা-  
র্তিরীদৃশী । পশুস্তএবাস্তিকবর্তিনো বয়ং ভৃশা-  
তুরাঃ স্মঃ সহসা ব্যথাহসহাঃ ॥ ৫ ॥

চিকিৎসক। ব্যাধিনিদানকোবিদাঃ সম্পূচ্ছ-

যদ্যপি শরীরকে মমত্বহানাৎ ভবতা এবংবিধাপি রোগকৃ-  
তা পীড়া ন গণ্যতে তথাপি সমীপবর্তিনঃ পশুস্ত এব সহসা  
ব্যথাহসহাঃ ভৃশার্তাঃ স্মঃ ॥ ৫ ॥

তর্হি কিং কৰ্ত্তব্যমিতিতজ্রাহ্ষ্টিকিৎসকাইতি । সম্পূতি-  
জীবাভুবেদে জীবনোবধবেদে বৈদিকশাস্ত্রে জীবাভুরজ্জিয়াং

শত্রুকে পীড়ন বা দমন না করিলে শত্রু যেরূপ  
প্রবল হইয়া উঠে, এবং অনিষ্ট কারিয়া থাকে, তদ্রূপ  
এই রোগ উপোক্ত হইলে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে  
এবং তাহাতে সম্পূর্ণ অনিষ্টের সম্ভাবনা । ৪ ।

আপনার শরীরে কোন মমতা নাই, মমতা  
না থাকাতে আপনার দেহে রোগ জন্য যেরূপ  
কষ্ট হইতেছে, তাহা আপনি গণনাই করিতেছেন  
না । কিন্তু আমরা আপনার নিকটে সর্বদা বাস  
করিয়া থাকি, আমরা আপনাকে এই রূপ অবস্থা-  
পর দেখিয়া অসহ্য কষ্ট হইতেছে, এবং তাহা-  
তেই আমরা নিতান্ত ব্যথিত হইতেছি । ৫ ।

যে সকল চিকিৎসক ব্যাধির নিদান অবগত  
আছেন, যাহারা জীবনের ঔষধ শাস্ত্রে একান্ত দক্ষ,  
যাহারা এক বার মাত্র বলিয়া দিলে রোগ শাস্তি

নীয়া ভগবন্তিতস্ততঃ । প্রত্যক্ষবৎ সম্প্রতি সন্তি-  
পুরুষা জীবাভুবেদে গদিতার্থসিদ্ধিদাঃ ॥ ৬ ॥

উপেক্ষ্যমাণেহপি গুরাবনাস্থয়া শরীরকাদৌ  
স্থখমাত্মনীশ্বরৈঃ । নোপেক্ষণীয়ং গুরুদুঃখদৃশিভি-  
দুঃখং বিনৈবৈরিতি শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥

ভক্তে জীবিতে জীবনোবধইতি মেদিনী । গদিতার্থসিদ্ধিদা  
উক্তার্থ সিদ্ধিদাঃ পুরুষাঃ প্রত্যক্ষবৎ সন্তি ॥ ৬ ॥

নহু যথাময়োপেক্ষ্যতে তথাভবন্তিরপ্যুপেক্ষণীয়মিত্যা-  
শঙ্ক্যাহঃ । শরীরকাদাবনাস্থয়া গুরাবানি স্থখমুপেক্ষ্যমাণে  
সত্যপি গুরুদুঃখদর্শিভিঃ সমর্থৈঃ শিষ্যৈর্নোপেক্ষণীয়মিতি  
শাস্ত্রনিশ্চয়ঃ ॥ ৭ ॥

হয়, ভগবন্ ! এরূপ মহা পুরুষ চিকিৎসক সর্বত্র  
বিদ্যমান আছেন । এক্ষণে তাহাদের অন্বেষণ  
করা একান্ত আবশ্যক । ৬ ।

“আপনার শরীরে কোন মমতা নাই ।  
তাহাতেই আপনি উপেক্ষা করিয়া বসিয়া  
আছেন । আপনি শরীরে অযত্ন করিতেছেন ।  
অথচ অন্তরে আত্মসাক্ষাৎ করিয়া নিশ্চল স্থখ  
ভোগ করিতেছেন । আপনি শরীরে উপেক্ষা  
করিলেও গুরুর দুঃখ স্বচক্ষে দেখিয়া সক্ষম শিষ্য  
গণ কদাচ উপেক্ষা করিবে না ।” এই রূপ  
শাস্ত্রের আভাস ও মর্ম্ম জামিবেন । ৭ ।

আপনার শ্রীচরণ কমল দুখানি স্থখ থাকিলে  
আমরাও স্থখ থাকি । কারণ, আমরা ঐ পাদ  
কমলের মধুপান করিয়াই এতদিন জীবিত আছি ।



বহু ভবৎপাদসরোরহস্মৈ স্বহা বরং যম্মধু-  
পাযিবৃত্তয়ঃ । তস্মাদ্বেত্তাবকবিগ্রহো যথা স্বহ-  
স্তথা বাহুতি পূজ্য ! নো মনঃ ॥ ৮ ॥

ব্যাধির্হি জন্মান্তরপাপ পাকো ভোগেন তস্মাত্  
কপণীয় এবঃ । অভুজ্যমানঃ পুরুষং ন যুক্ষেজ-  
ন্মান্তরেহপীতিহি শাস্ত্রবাদঃ ॥ ৯ ॥

ব্যাধি বিধাহসৌ কথিতোহি বিদ্বিঃ কর্মোদ্ভ-

কিঞ্চ স্বহে ভবৎপাদসরোরহস্মৈ বরং স্বহা যত্রপাদসরোর-  
হস্মৈভ্রমরাণাং বৃত্তির্ধেয়াস্তস্মাত্তাবকবিগ্রহো যথা হে পূজ্যাহ-  
স্মাকং মনোবাহুতি বংশঃ ॥ ৮ ॥

এবং শনৈর্কৌথিত আচার্য্য উবাচ । হি যস্মাদ্ভোগো জন্মা-  
ন্তর পাপস্ত পাকস্তস্মাদেব ভোগেন নাশনীয়ো হি যতশ্চাতুজ্য-  
মানঃ পুরুষং জন্মান্তরেহপি ন ত্যজেদिति শাস্ত্রবাদঃ ॥ ৯ ॥

নম্বেবস্তর্হি চিকিৎসাশাস্ত্রবৈযর্থ্যমিতি চেত্তজাহ । বিদ্বি-  
স্তিরসৌ ব্যাধির্বিপ্রকার এবকথিতঃ । কর্মোদ্ভবোবা তাস্মাদি-

হে পূজ্যপদ ! এই কারণে আপনার দেহ যাহাতে  
স্বহ থাকে, আমাদের চিন্ত তাহাই ইচ্ছা  
করে । ৮ ।

শিষ্য গণের এই রূপ বাক্য শুনিয়া আচার্য্য  
বলিলেন । জন্মান্তরীণ পাপের পরিপাকের  
নাম ব্যাধি । ভোগ করিয়া এই ব্যাধি ক্ষয়  
করিতে হইবে । ভোগ না হইলে জন্মান্তরেও  
পুনর্বার ঐ ব্যাধি, পুরুষকে পরিত্যাগ করে না ।  
এই রূপ শাস্ত্রের তাৎপর্য্য । ৯ ।

জগতে ব্যাধি দুই প্রকার । পণ্ডিতেরা বলেন

বো ধাতুকৃত্তত্তথেন্তি । আদ্যক্ষয়ঃ কর্মণ এব লী-  
নাচ্চিকিৎসয়া স্যাচ্চরমোদিতস্য ॥ ১০ ॥

সংক্ষীরতাং কর্মণ এব সংক্ষয়াদ্ভ্যাধিঃ প্রকৃত্তো  
ন চিকিৎসতে ময়া । পতেচ্ছরীরং যদি তন্নিমি-  
ত্ততঃ পতনবশ্যং ন বিভেমি কিঞ্চন ॥ ১১ ॥

সত্যং গুরো ! তে ন শরীরলোভঃ স্পৃহাসুতা ন-

ধাতুভিঃ কৃতশ্চ । তত্রকর্মণো লীনাংদেবাদ্যন্ত ক্ষয়ঃ চরমোক্তন্ত  
চিকিৎসয়া ক্ষয়ঃ স্যাত ॥ ১০ ॥

তর্হি ধাতুকৃত্তদ্বাচ্চিকিৎসয়া নাশনীয় ইতিচেত্তজাহঃ প্রবৃ-  
ত্তোভ্যাধিঃ কর্মণ এব সংক্ষয়ং সংক্ষীরতাং ময়ানৈব চিকিৎসতে  
তর্হিরোগবশাচ্ছরীরং পতিব্যতীত্যাভ্যাগ্যাহ । যদি তন্নিমিত্ততঃ  
শরীরং পতেতর্হি অবশ্যং পতন্তু তৎপতনাং কিঞ্চিদপি ন বি-  
ভেমি ॥ ১১ ॥

এবমুক্তাঃ শিষ্যাঃ প্রাহ হেগুরো ! সত্যং তব শরীরলো-

এক কর্ম কৃত রোগ আর এক ধাতু কৃত রোগ ।  
কর্ম ক্ষয় হইলে কর্ম জন্য রোগ ক্ষয় হয় ।  
আর অবশিষ্ট ধাতু কৃত রোগ চিকিৎসা দ্বারা  
বিনষ্ট হয় । ১০ ।

যে রোগ জন্মিয়াছে, কর্ম ক্ষয় হইলে তাহা  
আপনিই ক্ষয় পাইবে । আমি কিন্তু কিছুতেই  
চিকিৎসা করাইব না । যদি রোগ বশতঃ শরীর  
পতন হয় হউক, তাহাতেও আমি ভয় পাই  
না । ১১ ।

গুরুদেবের এই সকল কথা শুনিয়া শিষ্যগণ  
বলিতে লাগিল । হে গুরুদেব ! সত্যই আপ-

স্তচিরায় তস্মৈ । হৃদ্যজীবনেনৈবহি জীবনং ন পাথ-  
চরাণাং জলমেব তচ্ছি ॥ ১২ ॥

স্বয়ং কৃতার্থাঃ পরতুষ্টিহেতোঃ কুর্কন্তি সন্তো  
নিজদেহরক্ষাং । তন্মাদ্ভীরং পরিরক্ষণীয়ং হুয়াপি  
লোকস্ত হিতায় বিদ্বন্ ॥ ১৩ ॥

নির্বন্ধতো গুরুবরঃ প্রদদাবলুপ্ত্যাং দিগ্ভ্যোতিষ-  
থরসমানয়নায় তেভ্যঃ । নহা গুরুং প্রতিদিশং

ভোনাস্তি তথাপ্যস্মাকং তদর্থং চিরায় চিরকালস্তৎস্থিতবে  
স্পৃহালুতাস্তি হি বস্মাস্তব জীবনেন নো জীবনং হি যতো জল-  
চরাণাং জলমেব তৎ জীবনং ॥ ১২ ॥

ভবত্বেবং তথাপি ময়া নিজদেহরক্ষা কিমিতি কৰ্ত্তব্যেত্যশ-  
ক্যাহঃ স্বয়মিতি ॥ ১৩ ॥

এবং শিষ্যাণামাগ্রহাদ্গুরুবরো দিগ্ভ্যো বৈদ্যবরাণাং সমা-

নার শরীরের উপর কোন মায়া মমতা নাই ।  
কিন্তু তথাপি যাহাতে আপনার শরীর নিরাপদে  
স্থ থাকে, তাহার জন্য আমাদের চিরদিন বাসনা  
আছে । জলচর জন্তুদের যেমন জলই জীবন, জল  
বিনা এক মুহূর্তও বাস করিতে পারেনা, সেই রূপ  
আপনার জীবনই আমাদের জীবন । ১২ ।

হে বিদ্বন্ ! যে সকল পণ্ডিতেরা স্বয়ং পরের  
অর্থ সাধনা করেন, সেই সকল পণ্ডিতেরা পরের  
সন্তোষ নিমিত্ত আপনার দেহ রক্ষা করিয়া থাকেন,  
সেই রূপ পরের হিতের জন্য আপনিও অবশ্য  
রক্ষা করিবেন । ১৩ ।

শরীর ব্যাধি অদৃষ্টের লিখন ভাবিয়া প্রধান

প্রযযুঃ প্রহরীঃ শিষ্যাঃ প্রবাসকুশলা হরিভক্তি-  
ভাজঃ ॥ ১৪ ॥

প্রায়ো নৃপং কবিজনা তিবজো বদাত্যং বিভা-  
ধিনঃ প্রতিদিনং কুশলা জুযন্তে । তন্মাদমী নৃপপু-  
রেষু নিরীক্ষণীয়া ইত্যেব চেতসি মনোরথবাদ-  
ধানাঃ ॥ ১৫ ॥

তেহতীত্য দেশান্ বহুলান্ স্বকার্য্যসিদ্ধৌ ক-

নয়নার্থং তেভ্যঃ শিষ্যোভ্যোহুজ্ঞাং প্রদদৌ বঃ ॥ ১৪ ॥

বদাত্য মুদারং জুযন্তে সেবন্তে ॥ ১৫ ॥

গুরুবর্য্যসমীপস্তান্ তিবজঃ সমানীতবস্তঃ উঃ ॥ ১৬ ॥

প্রধান বৈদ্য আনয়ন করিবার নিমিত্ত শিষ্যদিগকে  
দিগ দিগন্তরে যাইতে অনুমতি করিলেন । হরিভক্তি  
পরায়ণ এবং প্রবাসে অবস্থান করিতে নিতান্ত  
কুশল প্রিয়শিষ্য গণ ছুট চিত্ত হইয়া গুরুদেবের  
চরণকমলে প্রণতিপূর্ব্বক নানাদিকে প্রস্থান  
করিল । ১৪ ।

ধনপ্রার্থী কবিগণ এবং ধনপ্রার্থীবৈদ্যগণ প্রতি-  
দিন ভূপতির সেবা করিয়া থাকেন । অতএব  
রাজধানীতে বৈদ্যগণের অবস্থান করিবার কথা ।  
সুতরাং চল আমরাও তথায় বৈদ্যদের অন্বেষণ  
করিগে । শিষ্যগণ মনেই এই রূপ সঙ্কল্প করিতে  
লাগিল । ১৫ ।

শিষ্যগণ নানা জনপদ অতিক্রম করিয়া স্বকা-  
র্য্যসিদ্ধির জন্য কোন এক রাজার নগরীতে কতক-  
গুলি বৈদ্য দর্শন করেন, পরে তথায় তাঁহাদের

চিহ্নাজপুয়ে ভিষগ্ভিঃ । অবাপ্যসন্দর্শনভাব-  
গানি সমানয়ং স্তান্ গুরুবর্যাপাৰ্শং ॥ ১৬ ॥

ততো বিজ্ঞেইনিজসেবকৈস্তান্ সন্তোষিতান্  
স্বাভিমতার্থদানৈঃ । যদত্র কর্তব্যমুদীৰ্য্যতাস্তৎ  
কুৰ্মঃ স্বশক্ত্যেতিবদান্ জগৌ সঃ ॥ ১৭ ॥

উপশুদং ভিষজঃ । পরিবাধতে গদ উদেত্য

ততোনিজসেবকৈঃ স্বাভিমতার্থদানৈঃ সন্তোষিতান্ যদত্র  
কর্তব্যং তৎকথ্যতাং স্বশক্ত্যা কুৰ্মঃ ইতি ভাবমাগাং স্তান্-  
স গুরুবরো জগৌ ॥ ১৭ ॥

যহুবাচ তদাহ । হেভিষজো শুদসমীপে তমুমধ্যগো গদো-  
রোগ উদেত্য শরীরং পরিবাধতে । যদিদমস্ত রোগস্ত বিধেয়-

সহিত আলাপ করিয়া শেষে তাঁহাদিগকে গুরু-  
দেবের নিকটে আনয়ন করেন । ১৬ ।

আচার্য্যের নিজসেবকেরা অভিমত অর্থদানে  
বৈদ্যদিগকে সন্তুষ্ট করেন । পরে সন্তুষ্ট বৈদ্য  
দিগকে শিষ্যেরা বলিল—হে বৈদ্যগণ । এখন  
আমাদের কি করিতে হইবে বলুন—আমরা এই  
দণ্ডে যথাসাধ্য তাহা করিতে প্রস্তুত আছি ।  
শিষ্যগণ যখন বৈদ্যদের লক্ষ্য করিয়া এই কথা  
বলিতেছিল, তখন শঙ্কর বৈদ্যদিগকে লক্ষ্য করিয়া  
বলিলেন । ১৭ ।

হে বৈদ্যগণ । আমার গৃহদেশে যে মহা-  
রোগ হইয়াছে, তাহার ক্রিয়দংশ আমার শরীরের  
মধ্যে আছে । সেই রোগে এক্ষণে আমি অতি-  
শয় কষ্ট পাইতেছি । এই রোগের যাহা প্রকৃত

তমুমুমধ্যগঃ । যদিদমস্য বিধেয়মিদং ধ্রুবং বদত  
রোগতমস্তিমিরারয়ঃ ॥ ১৮ ॥

চিরমুপেক্ষিতবানহমেতকং দুরিতজোহয়মিতি  
প্রতিভাতি মে । তদপি শিষ্যগণৈর্নিরহিংস্যহং  
প্রহিতবান্ ভবদানয়নায় তান্ ॥ ১৯ ॥

নিগদিতে মুনীমেতি ভিষধরা বিদধিরে বহুধা

মৌষধস্তদিদং ধ্রুবমব্যভিচারি বদত যতোরোগতমস্তিমি-  
রারয়ঃ উঃ ॥ ১৮ ॥

নশ্বেবংভূতো রোগ এতাবৎকালং কিমিত্যুপেক্ষিতস্তত্রাহ  
চিরমিতি । তদপি তথাপি শিষ্যগণৈরহং নিরহিংসি অত্যা-  
গ্রহেণ নিয়োজিতম্বাক্সিসিতঃ ॥ ১৯ ॥

ঔষধ, আপনারা শীঘ্র তাহার ব্যবস্থা করুন ।  
কারণ, আপনারাই রোগতিমিরের একমাত্র  
আলোক মালা । ১৮ ॥

আমি জানি এরোগ জন্মান্তরীয় পাপ হইতে  
উৎপন্ন হইয়াছে । সেই কারণে আমি প্রথম হই-  
তেই রোগ শাস্তি বিষয়ে উদাসীন থাকি । কিন্তু  
আমি উপেক্ষা করিলে কি হইবে, আমার শিষ্য-  
গণ রোগের প্রতীকার জন্য বারম্বার আমাকে  
অনুরোধ করাতে আমি পুনর্ব্বার অন্য এক প্রকার  
কষ্ট ভোগ করিতেছি । সেই কারণে আপনাদি-  
গকে আনয়ন করিতে আমার শিষ্যদিগকে পাঠাই  
য়াছিলাম । ১৯ ॥

মুনিবর শঙ্কর এইকথা বলিলে বৈদ্যগণ যত-  
প্রকার উপায় করিতে হয়, তাহা করিল ।

গদসত্ক্রিয়াঃ । ন চ শশাম গদোবহুতাপদো-  
বিমনসঃ পটবো ভিষজোহভবন্ ॥ ২০ ॥

অথ মুনি বিমনস্তসমম্বিতানিদমবোচত সিদ্ধ-  
ভিষগান্ । অটত গেহমগাং সময়ে বহু গদহতে  
ভবতামিতরায়ুযাং ॥ ২১ ॥

ইত্যেবং মুনিরা কথিতে সতি বৈদ্যবরা রোগস্ত সংক্রিয়া  
বহু বিদধিরে ॥ ২০ ॥

ইতো গেহমটত গচ্ছত যতো রোগহরণার্থং ইত্যাগতানাং  
ভবতাং কালো মহানগাং ॥ ২১ ॥

অনেক ঔষধ প্রয়োগ করা হইল, কিন্তু কিছুতেই  
রোগের উপশম হইলনা । ক্রমশঃ রোগের  
যাতনা বাড়িতে লাগিল । তখন সুদক্ষ চিকিৎ-  
সকগণ অগত্যা দুঃখিত হইলেন । ২০ ।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যগণ জ্ঞান হইয়া আসিলে শঙ্কর  
তাঁহাদিগকে পুনরায় বলিতে লাগিলেন । আপ-  
নারা শীঘ্র গৃহে গমন করুন । আপনারা আমার  
রোগের উপশম করিতে এখানে আসিয়া-  
ছিলেন । কিন্তু এখানে আপনারদের বহুদিন গত  
হইয়াছে । ২১ ।

আপনারদের যে সকল আত্মীয় লোক আছেন,  
তাঁহারা আপনারদের বিরহে কাতর হইয়া দিন  
গণনা করত পথ প্রতীক্ষা করিতেছেন । আপনারা  
যে রাজার আশ্রিত, যে রাজা আপনারদের  
রক্ষক, তিনি যদি এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করেন,  
তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইবেন ।

দিনচয়ং গণয়ন্ পথিলোচনঃ শ্রিয়জনো  
নিবসেদ্বিরহাতুরঃ । নরপতি ভবতাং শরণং এবং  
সচ বিদেশগমনং শ্রুতবান্ যদি ॥ ২২ ॥

রুষিতবান্ চ বো বিত্তরেম্পঃ কণিতজীবিত-  
মকৃতশাসনঃ । তুরগবম্পতি শ্চলয়াননো ভিষ-  
জমন্ত মসৌ বিদধীত বা ॥ ২৩ ॥

অবশ্যমেব ভবতির্গন্তব্যমিত্যুশয়েনাহ । বিরহাতুরঃ শ্রিয়-  
জনঃ পথি লোচনো দিনসমুদায়ং গণয়ন্নিবসেদেতি সন্তাবনায়াং  
লিঙ । কিন্তু নরপতিভবতাং এবং শরণং স চ ভবতাং  
বিদেশগমনং যদি শ্রুতবান্ ॥ ২২ ॥

তদাকুপিতঃ সম্পূঃ কথিতং জীবিতং প্রতিজ্ঞাতাং জীবিকাং  
যুয্যন্তো ন দদ্যাৎ যতোহকৃতশাসনঃ যদ্বা যস্মাদম্বম্পতিশ্চল-  
মানসন্ততোহসাবত্তং বৈদ্যাং বিদধীত ॥ ২৩ ॥

নৃপতি আপনাদিগকে যে রূপ মানিক বৃত্তি  
দিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, একথা  
শুনিলে তিনি কখনই তাহা দিবেন না । কারণ,  
রাজাদের শাসন অতি ভয়ঙ্কর, কিছুতেই তাহা  
লঙ্ঘন করিতে পারা যায় না । অধিকন্তু রাজাদের  
মন অশ্বের মতন চঞ্চল । এই কারণে হয়ত অন্য  
বৈদ্য নিযুক্ত করিবেন । ২২ । ২৩ ।

যেদেশে একটিও বৈদ্য নাই, সেই দেশে  
স্বভাবত অত্যন্ত পীড়া হয় । পীড়িত লোকের  
সংখ্যাও সেই দেশে অধিক হইয়া থাকে ।  
আপনারা যেসকল রোগীর চিকিৎসা করিতেছি-  
লেন, তাঁহারা এক্ষণে অসহ্য রোগ যন্ত্রণা সহ



জনপদোবিরলো গদহারকৈ বহ্লরুগজনঃ  
প্রকৃতে রতঃ । যুগরতে ভবতোভবতাং গৃহে গদি-  
জনঃ সহিতুং গদমক্ষমঃ ॥ ২৪ ॥

পিতৃকৃতাজনিরস্য শরীরিণঃ সমবনং গদহারি-  
ষু তিষ্ঠতি ॥ জনিতমপ্যফলং ভিষজং বিনা ভিষগসৌ  
হরিরেব তনুভূতঃ ॥ ২৫ ॥

যদুদিতং ভবতাবিতথং ন তত্তদপি ন ক্ষমতে-

কিঞ্চ রোগহারকৈ বিরলো রহিতোজনপদঃ স্বভাবাদেব  
বহ্লং রুগাঃ জনা যস্মিন্ অতোরোগিজনোরোগং সহিতুম-  
সমর্থো ভবতাং গৃহে ভবতোবিচিন্ততে ॥ ২৪ ॥

জনির্জন্ম অবনং পালনং তস্মাদসৌ বৈদ্যঃ শরীরভূতোবিষ্ণু-  
রেব তদ্বৎপাসনীয়ত্বার্থঃ ॥ ২৫ ॥

এবমুক্তা ভিষজ উচুঃ । ভবতা যৎ কথিতং তন্নিখ্যান ভবতি

করিতে না পারিয়া আপনাদের ভবনে উপস্থিত  
হইয়া আপনাদের পথ প্রতীক্ষা করিতেছে । ২৪ ।

মনুষ্য দিগের প্রথমে পিতা হইতে জন্ম হয়  
সত্য, কিন্তু দেহ রক্ষার ভার চিকিৎসক দিগের  
উপরে ন্যস্ত থাকে । অধিক কি, বৈদ্য বিনা এই  
জীবন বিফল । বৈদ্য সামান্য ব্যক্তি নহেন,  
শরীরধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণুর তুল্য । ২৫ ।

আচার্য্য শঙ্করের এই সুললিত বাক্য শুনিয়া  
বৈদ্য গণ বলিতে লাগিলেন । আপনি যাহা  
বলিলেন, ইহা সম্পূর্ণ সত্য । কিন্তু এখান হইতে  
চলিয়া যাইতে আমাদের মন সরিতেছে না ।  
তাহার কারণ এই—কোন্ মনুষ্য দেবভূমি

ত্রজিতুং মনঃ ॥ হরভুবং প্রবিহার মনুষ্যাগাং  
ত্রজিতু মিচ্ছতি কোহত্র নরঃ স্বধীঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি নিগদ্য যযু ভিষজাংগণা বিমনসঃ পটবো-  
হপি নিজান্ গৃহান্ । অথ যুনি বিজহ্মমতাং তনৌ  
গুরুবরো গুরুদুঃখমসোঢ় সঃ ॥ ২৩ ॥

প্রথিতৈরবনৌ পরঃসহস্রৈরগদকারচযৈরথাহ  
চিকিৎসে । প্রবলে সতি হা ভগন্দরাথ্যে স্মরতি  
স্ম স্মরশাসনং যুনীন্দ্রঃ ॥ ২৮ ॥

তথাপি গন্তুং মনোন ক্ষমতে যতো দেবভূমিং প্রবিহার মনুষ্য  
ভূমিং গন্তুং স্বধীর্নরোহত্র জগতি ক ইচ্ছতি ন কোহপী-  
ত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

ইতি নিগদ্য যযুক্তা ॥ ২৭ ॥

ভূমৌ প্রণিতৈঃ সহস্রাদপ্যধিকৈরৌষধকারসমূহৈর্ ভগন্দরা-  
থ্যে প্রবলে ইতিথেদেচিকিৎসে সতি যুনীন্দ্রঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ  
কামশাসনং মহাদেবং স্মরতিস্ম বঃ মাঃ ॥ ২৮ ॥

পরিত্যাগ করিয়া মনুষ্য ভূমিতে গমন করিতে  
ইচ্ছা করে ? । ২৬ ।

এই কথা বলিয়া সুবিখ্যাত বৈদ্যগণ অত্যন্ত  
ক্ষুব্ধমনে অগত্যা তথা হইতে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান  
করিলেন । অনন্তর গুরুবর শঙ্কর একেবারে  
শরীরের উপর মমতা বিসর্জন দিয়া অসীম রোগ  
যন্ত্রণা সহ করিলেন । ২৭ ।

যখন দেখিলেন, ভূতলবাসী সুপ্রসিদ্ধ সহস্র  
সহস্র বৈদ্য আসিয়া রোগ শাস্তি করিতে পারিল  
না, অথচ রোগ ক্রমশঃ বর্দ্ধি পাইতেছে—যন্ত্রণাও

স্মরণশাসন শাসনান্নিযুক্তৌ দ্বিজবেষঃ প্রবিধায়  
ভূমিমাণ্ডৌ । উপসেদতুরশ্বিনৌ চ দেবৌ স্তুভুজৌ  
সাজ্জনলোচনৌ স্পুস্তৌ ॥ ২৯ ॥

যতিবর্য্য ! চিকিৎসিতুং ন শক্যা পরকৃত্যাজ-  
নিতাহি তে রুগেযা । ইতি তৌ সমুদীৰ্য্য যোগি-  
বর্য্যং বিবুধৌ তৌ প্রতিজ্ঞম্ভু যধেতং ॥ ৩০ ॥

স্বতমহাদেবাজ্জয়া নিযুক্তৌ দেবাবশ্বিনীকুমারৌ দ্বিজবেষঃ  
প্রবিধায় ভূমিং প্রাপ্তৌ স্তুভুজৌ সাজ্জনলোচনৌ স্পুস্তকযুক্তৌ  
মুনীন্দ্রসমীপে বিবিশতুঃ ॥ ২৯ ॥

উপবিশ্ব যদুচুস্তদাহ । ভো যতিবর্য্য ! এষা তে রুক্রোগঃ  
চিকিৎসিতুং ন শক্যা হিষ্মাং পরকৃত্যয়া উৎপাদিতা ইতি তং  
যোগিবর্য্যং সমুদীৰ্য্য তৌ দেবৌ যথাগতং প্রতিজ্ঞম্ভুঃ ॥ ৩০ ॥

দৈনন্দিন বৃদ্ধি হইতেছে, তখন মুনিবর শঙ্কর  
মহাদেবের স্মরণ করিলেন । ২৮ ।

মহাদেবের আদেশে নিযুক্ত হইয়া স্বর্গের  
বৈদ্য অশ্বিনী কুমারদ্বয় শঙ্করের আবাসে উপ-  
স্থিত হইলেন । তাঁহাদের দুই জনেরই বাহু  
আজানুলম্বিত—উভয়েরই চক্ষু অঞ্জন লিপ্ত,  
উভয়েরই হস্তে পুস্তক বিদ্যমান । ২৯ ।

তাঁহারা দুই জনে আসিয়া মুনিকে সম্বোধন  
করিয়া বলিলেন । “হে যতিরাজ ! কোন দুষ্ক  
লোকে আপনার শরীরে রোগ উৎপাদন করি-  
য়াছে । স্তুতরাং চিকিৎসা দ্বারা এ রোগের  
উপশম হইবেনা ।” এই কথা শিষ্য গণের সম্মুখে  
আচার্য্যকে লক্ষ্য করিয়া বলিবার পর উভয়েই

তদনু স্বগুরো র্দদাপনুতৌ পরমস্তস্ত জজাপ  
জাতমন্যুঃ । মুহুরার্য্য পদেন বার্য্যমাণোহপ্যরিব-  
র্গেহপ্যনুকম্পিনাহজপাদঃ ॥ ৩১ ॥

অমুনৈব ততো গদেন নীচঃ প্রতিয়াতেন হতো  
মমার গুপ্তঃ ॥ মতিপূর্ব্বকতো মহানুভাবেহপ্য  
নয়ঃ কস্যভবেৎ স্থথোপলকৌ ॥ ৩২ ॥

তদনন্তরং জাতকোপঃ শত্রবর্গেহপ্যনুকম্পিনা আৰ্য্যপাদে-  
নাচার্য্যেণ মুহুর্কার্য্যমাণোহপি পদ্যপাদঃ স্বগুরো রোগস্ত  
নাশায় পরং মস্তস্ত জজাপ ॥ ৩১ ॥

ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাকাজ্জায়ামাহ । অমুনৈবেতি প্রতিয়া-  
তেন প্রতিপ্রাপ্তেন ॥ ৩২ ॥

স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । ৩০ ।

তখন পদ্যপাদ গুরুর পীড়াশাস্তি করিবার  
জন্য উদ্যত হইলেন । কিন্তু এই কথা শুনিয়া  
স্বতাহত অনলের মতন জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন ।  
“গুরুদেব শত্রুর প্রতি দয়ালু, তথাপি নীচ  
লোকের এত বড় আম্পর্দা । আমি অবিলম্বে  
সেই দুর্ন্যতিকে যমালয়ে প্রেরণ করিয়া মনের  
যন্ত্রণা দূর করিব ।” এই কথা বলিবার পর শত্রু  
নিপাতের জন্য মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন ।  
আচার্য্য অনেক নিষেধ করিলেন । কিন্তু পদ্য  
পাদ কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না । ৩১ ।

পদ্য পাদের মন্ত্র বলে ঐ রোগ শীঘ্র নীচাশয়  
অভিনব গুপ্তের শরীরে প্রবেশ করিল । অভি-  
নব গুপ্ত ইচ্ছা পূর্ব্বক মহানুভব শঙ্করের বধ

স্বস্থঃ সোহিয়ঃ ব্রহ্ম সায়ং কদাচিৎ ধ্যান্ গঙ্গা-  
পূরসঙ্গাদ্রবাতৈঃ । আগচ্ছন্তং সৈকতে প্রত্যগচ্ছ-  
দ্যোগীশানং গোড়পাদাভিধানং ॥ ৩৩ ॥

পাগো ফুলশ্বেতপঙ্কেহুশ্রীমৈত্রীপাত্রীভূতভা-

স্বস্থঃ সোহিয়ঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ সৈকতে সায়ংকালে ব্রহ্ম  
ধ্যান্ সন্ গঙ্গাপূরণাদ্রৈ কাযুতিঃ সহাগচ্ছন্তং যোগীশং  
গোড়পাদসংজ্ঞং প্রত্যবুধ্যত শালিঃ ॥ ৩৩ ॥

তমেববর্ণয়তি । পাগো হস্তে প্রক্লিষ্টস্য শ্বেতকমলস্য বা-  
শ্রীস্তয়া যা নৈত্রী তস্যাঃ পাত্রীভূতভাঃ কাস্তি র্মস্য তেন ঘটেন

সাধনা করিবার জন্য পূর্বে এই কার্য্য করিয়া  
ছিল । কিন্তু এক্ষণে নীচাশয় আর রক্ষা পাই  
লনা । রোগাক্রান্ত হইবামাত্র শীঘ্র পঞ্চত্ব  
পাইল । বস্তুতঃ অকার্য্য করিয়া সুখলাভের আশা  
অকিঞ্চিৎকর মাত্র । তাহাতেই দুর্ন্যতি অভি-  
মব গুপ্তের মৃত্যু হইল । ৩২ ।

অনন্তর শঙ্করাচার্য্য স্বস্থ হইয়া এক দিন সায়ং-  
কালে বালুকাময় প্রদেশে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া  
ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন । তখন গঙ্গার শীতল  
জলকণা লইয়া যুহু যুহু বায়ু বহিতে লাগিল ।  
সেই বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে একটি মুনিকে আসিতে  
দেখিলেন । দেখিবা মাত্র শঙ্কর তাঁহাকে গোড়  
পাদ বলিয়া জানিতে পারিলেন । ৩৩ ।

দেখিলেন মুনির হস্তে একটি কমণ্ডলু । শ্বেত  
শতদলের শোভায় কমণ্ডলু অপূর্ব্ব শোভা ধারণ  
করিয়াছে । তাহাতে বোধ হইল যেন নিকটস্থ

সা ঘটেন । আরাদ্রাজংকৈরবানন্দসঙ্ক্যারাগারক্তা-  
ভ্রোদলীলাদধানং ॥ ৩৪ ॥

পাগো শোণাভ্রোজবুদ্ধ্যা সমস্তাদ্রাম্যদৃঙ্গী-  
মণ্ডলীভুল্যকুলাং । অঙ্গুল্য গ্রাসদ্বিরুদ্ধাক্ষমালা-  
মঙ্গুষ্ঠাশ্রোণাসকৃদ্ভ্রাময়ন্তং ॥ ৩৫ ॥

আর্য্যস্তাথো গোড়পাদস্য পাদাবভ্যচ্যাহসৌ

কমণ্ডলুনা আরাদ্রাজংকৈরবস্য সিতপঙ্কজস্যানন্দো যস্য তস্য  
সঙ্ক্যারাগেণাসমস্তাদ্রক্তস্য চ লীলান্ধানং ॥ ৩৪ ॥

পুনশ্চ হস্তে শোণপদ্মবুদ্ধ্যা সমস্তাদ্রাম্যস্তী ভ্রমরীগং যা  
মণ্ডলী ততুল্যকুলোদ্ভবাসদৃশাং অঙ্গুল্যগ্রাসদ্বিরুদ্ধাক্ষমালাং  
পুনঃ ভ্রাময়ন্তং ॥ ৩৫ ॥

অথানন্তরমার্য্যস্য গোড়পাদস্য পঙ্কজাভৌ পাদাবসৌ

সুন্দর শ্বেত পঙ্কজের শোভা সঙ্ক্যাকালীন রক্তবর্ণ  
মেঘের শোভা ধারণ করিয়াছে । ৩৪ ।

তাঁহার হস্ত এরূপ রক্তবর্ণ যে, ভ্রমরীগণ রক্ত  
পদ্ম বোধ করিয়া হস্তের চারি পার্শ্বে উঠিয়া  
আসিতেছে । সেই হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ  
দ্বারা বারম্বার রুদ্ধাক্ষ মালা সঞ্চালন পূর্ব্বক জপ  
করিতেছেন । ৩৫ ।

অনন্তর শঙ্কর, আর্য্য গোড় পাদের পঙ্কজ সদৃশ  
চরণ যুগল অর্চনা করিলেন । শেষে ভক্তি ও  
শ্রদ্ধার আতিশয্য বশতঃ চিত্ত পুলকিত হইয়া  
উঠিল । এবং নত ভাবে কৃতাজলি হইয়া তাঁহার  
সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৩৬ ।

তখন গোড়পাদ ক্ষীর'সমুদ্রের তরঙ্গ তুল্য

শঙ্করঃ পঞ্চজাভৌ । ভক্তিপ্রকাশসম্মাক্রান্তচেতাঃ  
প্রহসন্তস্বাবগ্রতঃ প্রাজ্ঞলিঃ সন্ ॥ ৩৬ ॥

সিঞ্চয়নং ক্ষীরবারাণিশীচীসাচিব্যায়াসন্নয়নৈঃ  
কটাকৈঃ । দন্তজ্যোৎস্নাদন্তরাশ্চাপি কুর্কমাশাঃ  
সূক্তিং সন্দধে গোড়পাদঃ ॥ ৩৭ ॥

কচ্চিৎ সর্বং বেৎ সি ? গোবিন্দনাম্নো হৃদ্যা-  
বিদ্যাসংস্কৃত্তারকৃদ্যা । কচ্চিৎত্ব ত্বত্বমানন্দরূপং  
নিত্যং সচ্চিদমলং বেৎসি ? বেদ্য ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করোহভ্যর্চ্য ভক্তিপ্রকাশ্যঃ যঃ সন্নমন্তেন তৈর্বাক্রান্তচিত্তেন  
দ্রীড়তোহগ্রতঃ প্রাজ্ঞলিঃ সন্নবতস্বে ॥ ৩৬ ॥

এনং শঙ্করঃ ক্ষীরবারিরাশিসাদৃশ্যাসন্নয়নৈঃ কটাকৈঃ  
সিঞ্চন্ দন্তজ্যোৎস্নয়া দন্তরা উন্নতরদা আশাদিশোহপি  
পবলীকুর্বন্ সূচ্ছৃ ক্তিং সন্দধে ॥ ৩৭ ॥

তামেব দর্শয়তি । কচ্চিদিতিপ্রশ্নে সংসারোদ্ধারকারণী-  
ভূতা হৃদয়স্য প্রিয়া বা গোবিন্দনাম্নো বিদ্যা তাং সর্বং  
বেৎসি ? জানাসি সচ্ছাত্তপ্রসিদ্ধং নিত্যং সচ্চিদমলং বেদ্যং  
তৎত্বং কচ্চিৎবেৎসি ? ॥ ৩৮ ॥

সযত্ন কটাক্ষ দ্বারা শঙ্করকে অভিষিক্ত করিলেন ।  
এবং দন্ত কোমুদীর প্রভা দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল  
আচ্ছাদন করিয়া মনোহর বাক্য বলিতে লাগি-  
লেন । ৩৭ ।

তব সমুদ্রের উদ্ধার কারিণী গোবিন্দ নাথের  
যে হৃদয় প্রিয় বিদ্যা ছিল, তাহা তুমি সমস্ত  
জানিতে পারিয়াছ ত ? সচ্চিদানন্দ, আনন্দ রূপ,  
নিত্য নির্মল ত্ব ত্বমস্ত জানিয়াছ ত ? । ৩৮ ।

ভক্ত্যযুক্তাঃ স্বানুরক্তা বিরক্তাঃ শাস্তাদাস্তাঃ  
সন্ততং শ্রদ্ধাধাণাঃ । কচ্চিৎত্বজ্ঞানকামা বিনীতাঃ  
শ্রদ্ধাযুক্তে শিষ্য বর্যা গুরুং স্বাং ? ॥ ৩৯ ॥

কচ্চিমিত্যাঃ শত্রুবোনির্জিতাস্তে ? কচ্চিৎ প্রাপ্তাঃ  
সদৃগুণাঃ শান্তিপূর্বাঃ ? । কচ্চিদ্যোগঃ সাধিতোহ-  
র্কাস্থযুক্তঃ ? কচ্চিচ্চিত্তং সাধুচিত্তত্বগং তে ? ॥ ৪০ ॥

ভক্ত্যা সেবয়া যুক্তাঃ স্বান্নিং স্বয়ি স্বান্নি বাহুরক্তা বিষয়েশু  
বিরক্তা বশীকৃতান্তরিন্দ্রিয়া জিতবাহকরণা নিরন্তরং শ্রদ্ধা-  
বস্তস্তত্ত্বজ্ঞানাভিলাষা বিনয়ং প্রাপ্তাঃ শিষ্যবর্যাঃ কচ্চিৎ স্বাং গুরুং  
সেবন্তে । ৩৯ ।

নিত্যাঃ শত্রবঃ কামাদ্যাঃ যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহার-  
ধারণাধ্যানসমাধিসংস্কটকৈরষ্টভিরঙ্গৈর্যুক্তঃ সাধুচিত্তত্বগং সম্যক  
চৈতন্তত্ববিষয়ং । ৪০ ।

যাহারা ভক্তি যুক্ত, আত্মপরায়ণ, বৈষয়িক  
পদার্থে বিরক্ত, যাহারা অন্তরিন্দ্রিয় বশীভূত  
করিয়াছে এবং বাহ্য ইন্দ্রিয় জয় করিয়াছে—  
যাহারা একান্ত শ্রদ্ধালু এবং তত্ত্ব জ্ঞান শিখিতে  
অত্যন্ত অভিলাষী—এরূপ বিনীত শিষ্য গণ  
তোমাকে গুরু বলিয়া সেবা করে ত ? । ৩৯ ।

তুমি কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি  
চির শত্রু সকল নিপাত করিয়াছ ত ? । শান্তি,  
উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি সদৃগুণ সকল লাভ  
করিয়াছ ত ? । তুমি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম  
প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ  
যোগ সাধনা করিতে পারিয়াছ ত ? । তোমর



ইত্যবৈতাচার্যবর্ষণে তেন প্রেমণা পৃষ্ঠঃ শঙ্করঃ  
সাধুশীলঃ । ভক্ত্যুদ্রেকাষ্পাপর্ষ্যাকুলাক্ষো বধন  
মূর্ছশৃঙ্গলিং ব্যাজহার ॥ ৪১ ॥

যদ্যৎ পৃষ্ঠঃ স্পষ্টমাচার্যপাদৈস্ততঃ সর্বং  
ভো ! ভবিষ্যত্যবশ্যং । কারুণ্যাক্ষে কল্পযুগ্মকটাক্ষ-  
কৈ দৃষ্টশ্চাই দুর্লভং কিমু ! জন্তোঃ ॥ ৪২ ॥

বাষ্পপর্ষ্যাকুলে পরি বস্তুতে অক্ষিতী যন্ত । ৪১ ।

হে ভগবন্ ! আচার্যপাদে যদ্যৎ পৃষ্ঠস্ততঃ সর্বমবশ্যং স্পষ্টঃ  
ভবিষ্যতি যন্মাৎ কারুণ্যসমুদ্রস্ত কল্পৈঃ সদৃশৈ উবৎকটাক্ষ-  
দৃষ্টস্ত জন্তোঃ কিং ন দুর্লভং কিমপি দুর্লভং নেত্যাহঃ । ৪২ ।

চিত্ত এক মাত্র চৈতন্য স্বরূপ পর ব্রহ্মে লীন  
হইয়াছে ত ? । ৪০ ।

অদ্বৈত মতের আচার্য গোড়পাদ এই  
রূপে প্রেম সহকারে শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলে সৎ  
স্বভাব সম্পন্ন শঙ্কর, ভক্তির উদ্রেকে বাষ্পাকুল-  
চক্ষে মস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া বলিতে লাগি-  
লেন । ৪১ ।

হে ভগবন্ ! আচার্যপাদ যাহা যাহা প্রশ্ন করি-  
লেন, অবশ্য সে সকল নির্বিবাদে হইতে  
পারিবে । কারণ, আপনার কটাক্ষরাশি দয়া-  
র্ণব সদৃশ । যে জন্তু আপনার কটাক্ষ দ্বারা  
অবলোকিত হইয়াছে, তাহার আর কোন বস্তু  
দুর্লভ নহে । ৪২ ।

ভবাদৃশ আচার্যপাদ যদি দয়া করিয়া কাহাকে  
অবলোকন করেন, তবে সে ব্যক্তি যদি মুক্ত হয়,

মুকো বাগ্মী মন্দধীঃ পণ্ডিতাশ্রাঃ পাপাচারঃ  
পুণ্যানিষ্ঠেষু গণ্যঃ । কামাসক্তঃ কীর্ত্তিমাম্বিন্‌পূহা-  
গামার্য্যাপান্নালোকতঃ স্যাৎ কণেন ॥ ৪৩ ॥

লেশং বা পি জ্ঞাতুমিচ্চে পুমান্ কঃ সীমাতী-  
তস্যাদ্য যুগ্মমহিমঃ । তুচ্ছাহত্যন্তঃ তদ্বিদ্ধ্যোপ-  
দেষ্টা জাতঃ সাক্ষাদ্‌দৃশ্য বৈয়াসিকঃ সঃ ॥ ৪৪ ॥

এতদেবোপপাদয়তি । ভবদ্বিধানামার্য্যগাং কটাক্ষাবলো-  
কাৎ কণমাত্রেন মুকো বাগ্মী শ্রাদেবমগ্রেহপি নিম্পূহাণাং মধ্যে  
কীর্ত্তিমান্ । ৪৩ ।

সীমাতীতস্ত ভবমহিমো লেশং বাপি জ্ঞাতুমদ্য কঃ পুমান্  
সমর্থো ন কোহপীত্যর্থঃ । কৃত্বইতি চেত্তজাহ । যন্ত ভবতঃ সঃ  
অতিপ্রসিক্তোব্যাসমুদ্রঃ শুকাচার্য্যোহত্যন্তঃ তুচ্ছো ভূত্বা সাক্ষাৎ  
স্বয়মেব বিদ্যোপদেষ্টা জাতোহতুইত্যর্থঃ । ৪৪ ।

তথাপি কণকালের মধ্যে সে ব্যক্তি বাগ্মী  
( বক্তা ) হইতে পারে । মুখ হইলে পণ্ডিতের  
অগ্রগণ্য—পাপিষ্ঠ হইলে পুণ্যাত্মার শ্রেষ্ঠ—বিষয়া-  
সক্ত ব্যক্তি হইলে আপনার আশীর্ব্বাদে সে  
কণমাত্র বৈরাগীর অগ্রগণ্য হইতে পারে । ৪৩ ।

আপনার মহিমা অসীম । পৃথিবীতে এমন  
পুরুষ কেহই নাই যে আপনার মহিমার কণা  
মাত্র বুঝিতে পারে । অধিক কি বলিব—অতি  
বিখ্যাত ব্যাস পুত্র শুকদেব অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া  
স্বয়ং আপনার ব্রহ্ম তত্ত্বের উপদেষ্টা হইয়া-  
ছিলেন । ৪৪ ।

শুকদেব বেদব্যাসের পুত্র বলিয়া প্রধান

আজানাত্মজ্ঞানসিদ্ধং যমারাদৌদাসীনাঙ্জা-  
তমাত্রং ব্রজন্তং । প্রেমাবেশাৎ পুত্রপুত্রৈতি শো-  
চন্ পারাশর্য্যঃ পৃষ্ঠতোহনুপ্রপেদে ॥ ৪৫ ॥

যশ্চাহূতো যোগভাষ্যপ্রণেতা পিতা প্রাপ্তঃ

সপ্রপঞ্চৈকভাবঃ । সৰ্ব্বাহস্তাশীলনাদ্যোগভূমেঃ  
প্রত্যাক্রোশঃ প্রাতনোরূক্ষরূপঃ ॥ ৪৬ ॥

ততাদৃক্ষজ্ঞানপাথোদযুস্মৎপাদবন্দ্যং পদ্মসৌ-  
হার্দহৃদ্যং ॥ দৈবাদেতদীনদৃগ্গোচরং চেষ্টন্ত্যৈ-  
তদ্বাগ্ধেয়ং হৃমেয়ং ॥ ৪৭ ॥

বৈয়াসকিরিত্যুক্ত্য। ব্যাসপুত্রত্বেনৈব তন্ত্ৰ শ্রেষ্ঠাং নাস্ত্য-  
পিতৃ স্বতোহপীত্যশয়েন তং বর্ণয়তি । যং জন্মত এবাত্মজ্ঞান-  
সিদ্ধি মৌন্যগীনেয়নারাৎ সগীপাদূরধা জাতমাত্রং ব্রজন্তং প্রেম-  
বেশাৎ পুত্রপুত্রৈতিশোচন্ পরাশরনন্দনো বেদব্যাসঃ পৃষ্ঠতোহনু-  
প্রপেদে । অর্থাৎ ইতি শব্দে পরে পুত্রতোহনুপুত্রবৎসাদিত্যর্থ-  
কেনাপুত্রত্বস্থিত ইতিস্বত্রেণাপুত্রত্বত্বাৎ স্বরসন্ধিঃ ॥ ৪৫ ॥

যশ্চ যোগভাষ্যপ্রণেতা পিতা আহূতঃ সৰ্ব্বাহস্তাবশীলনাদ্যো-  
গভূমেঃ প্রপঞ্চৈকভাবঃ প্রাপ্তঃ স বৃক্ষরূপঃ প্রত্যাক্রোশঃ

প্রাতনোৎ । তথাচোক্তং যঃ প্রব্রজন্তমনুপেতমপেতকৃত্যৎ  
দৈপায়নোবিরহকাতর আজুহাব । পুত্রৈতিতন্ময়তয়া তরবোহ-  
ভিনেহন্তং ব্যাসমহমুপয়ামি গুরুং মুনীনাং ইতি যোগ-  
মাহাত্ম্যেন গমনাগমনয়োঃ সম্ভবাৎ পরীক্ষিতপদেষ্ট্ৰবদগৌ-  
ডপাদোপদেষ্ট্ৰমপি নবিরূধ্যত ইতি দ্রষ্টব্যং ॥ ৪৬ ॥

তত্ত্বম্বাদেবংবিধন্য জ্ঞানসমুদ্ভস্য ভবতঃ কলসস্য সৌগ-  
র্দেন সাদৃশ্যেন হৃদ্যমেতৎপাদবন্দ্যং দৈবাদম্বাদীনদৃষ্টিবিসম-  
ভূতং যদি স্যাভিহি এতদ্বক্তব্যং প্রমেয়ং ভাগ্যং ॥ ৪৭ ॥

নহেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সৰ্ব্ব বিষয়ের পারদর্শী  
হওয়াতে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন । দেখুন—  
শুকদেব জন্ম দিবস হইতে আত্ম জ্ঞানে প্রসিদ্ধ  
হন । সকল বিষয়ে উদাসীন থাকেন । যখন  
উদাসীন্য দেখাইয়া সংসার পরিত্যাগ পূর্বক  
দূরে গমন করেন, তখন পরাশর তনয় বেদব্যাস  
প্রেম বশতঃ হা পুত্র ! হা পুত্র ! বলিয়া বিলাপ  
করিতে করিতে পুত্রের অনুগমন করেন । ৪৫ ।

যোগ শাস্ত্রের ভাষ্য প্রণেতা পিতা বেদব্যাস  
যখন পুত্রকে আহ্বান করিতে লাগিলেন,  
তখন শুকদেব, সমস্ত অহঙ্কার পূর্ণ ভাবিয়া  
যোগ ভূমির প্রাণকোর সহিত এক ভাব প্রাপ্ত  
হইলেন । শেষে স্বয়ং যোগ ভূমিতে বৃক্ষের

মতন শব্দ করিতে লাগিলেন । এ বিষয়ে শাস্ত্র  
আছে । যথাঃ—‘উদাসীন শুকদেব যখন সংন্যাসী  
হইয়া গমন করেন, তখন দ্বৈপায়ন, পুত্র বিরহে  
কাতর হইয়া পুত্র পুত্র বলিয়া ডাকিতে লাগি-  
লেন । তখন তন্ময় হইয়া বৃক্ষ সকল শব্দ  
করিয়া বলিল, ( আমি শ্রুনি গুরু ব্যাস পুত্র শুক-  
দেবের সমীপে গমন করিব । )’ । ৪৬ ।

অতএব আপনিও জ্ঞানার্ণব—আপনার পাদা-  
ম্বুজ যুগল প্রফুল্ল শতদলের মতন সুন্দর । হটাৎ  
যখন এই দীনের চক্ষে আপনার পাদপদ্ম নিপ-  
তিত হইয়াছে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে,  
এই ভক্তের ভাগ্য অসীম । ৪৭ ।

ইত্যাকর্ণ্যাথাত্রবীর্গোডপাদো বৎস ! শ্রুত্বা  
বাস্তবাস্তবগুণোঘান ॥ দ্রষ্টুং শাস্তবাস্তবস্তং  
মমহ্মাং গাটোংকঠাগর্ভিতক্ষিতমানীত ॥ ৪৮ ॥

কৃতাস্ত্বয়া ভাষ্যমুখা নিবন্ধা মংকারিকাবারি-  
জনুঃস্থধারকাঃ । শ্রুত্বৈতিগোবিন্দমুখাং প্রহস্যদৃ-  
গধবনীনোইস্মি তবাদ্যবিদ্বন্ ॥ ৪৯ ॥

শাস্তবাস্তবস্তং দ্বাদ্রষ্টুং অত্যন্তোংকঠাগর্ভিতং মম  
মানস মাসীৎ ॥ ৪৮ ॥

কিঞ্চ মংকৃতকারিকাজমুগস্থগ্যাঃ ভাষাদয়োনিবন্ধাস্ত্বয়া  
কৃত্য ইতিগোবিন্দমুখাচ্ছ্রুত্বা হর্ষং প্রাপ্যাদ্য হে বিদ্বন্ ! তব দৃষ্টি-  
মার্গগোইস্মি ॥ ৪৯ ॥

শঙ্করের এই সমস্ত কথা শুনিয়া আর্ষ্য গোড়-  
পাদ বলিতে লাগিলেন । বৎস ! আমি প্রথমে  
তোমার এই সমস্ত বাস্তবিক গুণ রাশি শ্রবণ  
করি । তাহার পর এক দিন আমার চিত্তে  
অত্যন্ত উৎকণ্ঠা হইল । তদবধি তোমাকে  
দেখিবার জন্য আমার নিরতিশয় বাসনা  
জন্মে । ৪৮ ।

আমার যে সকল কারিকা রূপ পদ্ম পুষ্প  
আছে, তাহার সুখকর সূর্য্য সদৃশ যে সকল  
তুমি ভাষ্য প্রভৃতি নিবন্ধ রচনা করিয়াছ, তাহা  
আমি গোবিন্দনাথের মুখে শ্রবণ করি । হে  
পণ্ডিত ! আমি তাহা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হর্ষ  
হই । শেষে অদ্য তোমার নয়ন পথে পতিত  
হইয়াছি । ৪৯ ।

ইতি ক্ষুর্টং প্রোক্তবতে বিনীতঃ মোহশ্রাবয়-  
ত্বান্যমশেষমস্মৈ ॥ বিশিষ্য মাণ্ডুক্যগভাষ্যমুখাং  
শ্রুত্বা প্রহস্যান্নিদমত্রবীত্তং ॥ ৫০ ॥

মংকারিকাভাববিভেদিভাদৃক্মাণ্ডুক্যভাষ্য শ্র-  
বণোৎসর্ঘ্যঃ ॥ দাতুং বরং তে বিদ্বম্ বরায় প্রোৎস-  
াহয়ত্যাশু বরং বৃণীষ ॥ ৫১ ॥

মাণ্ডুক্যগভাষ্যমুখাং শ্রুতিভাষ্যং গোড়পাদীরকারিকা-  
ভাষ্যং চেত্যর্থঃ বিঃ ॥ ৫০ ॥

যজুবাচ তদেবাহ । মংকারিকাভাববিভেদিনোস্তাদৃশমো-  
র্মাণ্ডুক্যভাষ্যমুখাঃ শ্রবণেনোতিতোৎসর্ঘ্যঃ বিদ্বম্ মপ্যে  
শ্রেষ্ঠায় তুভ্যং বরং দাতুং প্রোৎসাহয়তি তস্মাচ্ছীষ্যং বরং  
বৃণীষ ইত্যং ॥ ৫১ ॥

গোড় পাদ যখন এই কথা বলিতে লাগিলেন,  
তখন শঙ্কর বিনয় সহকারে বিশেষ করিয়া মাণ্ডুক্য  
উপনিষদের দুই খানি ভাষ্য—বেদের ভাষ্য—  
এবং গোড় পাদের যত কারিকা ছিল, তাহার  
ভাষ্য—উত্তম রূপে শোনাইলেন । গোড় পাদ  
এই সমস্ত ভাষ্য শুনিয়া আহ্লাদিত হইয়া পুন-  
র্ব্বার তাঁহাকে বলিলেন । ৫০ ।

তুমি যে মাণ্ডুক্য উপনিষদের দুই খানি ভাষ্য  
রচনা করিয়াছ, তাহাতে আমার কারিকার  
ভাব সকল দূষিত হইয়াছে । আমি তোমার  
এরূপ নৈপুণ্য দেখিয়া ভাষ্যের অর্থ শ্রবণ করিয়া  
অতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি । তুমি সুপণ্ডিত  
হইয়াছ, তোমাকে বর দিবার জন্য আমি অত্যন্ত

স প্রাহ পর্যায়শুকর্ষিমীক্য ভবন্তমদ্রাক-  
মতিষাপুরুষং ॥ বরঃ পরঃ কোহস্তি তথাপি চিন্ত-  
নকিন্তত্বগং মেহস্তু গুরো ! নিরন্তরং ॥ ৫২ ॥

তথেতি সোহস্তক্ৰিমপাস্তমোহে গতে চিরঞ্জী-  
বিমূনাবধাহসৌ ॥ বৃত্তান্তমেতং স মুদাশ্রবেভ্যঃ  
সং শ্রাবয়ং স্তাং কণদামনৈষীত ॥ ৫৩ ॥

এবং বরগ্রহণায় প্রেরিতঃ স শ্রীশঙ্করঃ প্রাহ । ভবন্তং পর্যায়-  
য়েণরূপান্তারোপলক্ষিতং শুকর্ষিঃ শুকর্ষেঃ পর্যায়মিতিবা  
সর্বাঅনাশুকর্ষিতুল্যমীক্য ভগবন্তমকলিপুরুষদ্বিযুগং পরমা-  
অনং বিষ্ণুমেবাহমদ্রাকমতোহস্মাং পরো বরঃ কোহপি নাস্তি-  
তথাপি হে গুরো ! মে চিন্তং সদৈব চৈতন্যতত্ত্ববিষয়মস্থিতি-  
বরং দেহীত্যর্থঃ উ० ॥ ৫২ ॥

তথেতি স গোড়পাদঃ প্রাহেত্যমুকৃত্য সম্বন্ধনীয়ং । অথাপাস্ত-  
মোহে চিরঞ্জীবিমূনাবস্তক্ৰিং গতে সতি অসৌ এতং বৃত্তান্তং  
শিষ্যেভ্যো মুদা সংশ্রাবয়ংস্তাং রাত্রিমনৈষীত ॥ ৫৩ ॥

উৎসাহিত হইয়াছি । তুমি অবিলম্বে বর প্রার্থনা  
কর । ৫১ ।

শঙ্কর বলিলেন—আপনি অবিকল শুক ঋষির  
তুল্য । আপনি কলিকালের পুরুষ নহেন ।  
আমি সৌভাগ্য ক্রমে আপনাকে দেখিতে পাই-  
য়াছি । আপনি এক মাত্র পরমাত্মা বিষ্ণু স্বরূপ ।  
ইহা অপেক্ষা আর কি বর হইতে পারে । তবে  
যদি নিতান্ত দয়া করেন—তাহা হইলে হে গুরু-  
দেব ! আমার চিন্তা যেন নিরন্তর চৈতন্য তত্ত্ব  
পরমাত্মাতে লীন থাকে । ৫২ ।

অথ জ্ঞানদ্যামুযসি কৰ্মীস্তো নিবর্ত্য নিত্যঃ  
বিধিবৎ স শিষ্যোঃ ॥ তীরে নিদিধ্যাসনলালসোহ-  
ভূদত্ৰান্তরেহশ্রয়ত লোকবার্তা ॥ ৫৪ ॥

জম্বুদ্বীপং শস্যতেহস্মাং পৃথিব্যাং তত্রাপ্যেতন্ম-  
মণ্ডলং ভারতাত্ম্যং ॥ কাশ্মীরাত্ম্যং মণ্ডলং তত্র  
শান্তং যত্রান্তেহসৌ শারদা বাগধীশা ॥ ৫৫ ॥

অথ প্রাতঃকালে শ্রীশঙ্করঃ শিষ্যোঃ সহ নিত্যকর্তব্যং  
গঙ্গায়াম্ বিধিবৎ সংপাদ্য তস্যাতীরে নিদিধ্যাসনলালসোহভূদে-  
তস্মিন্তরে লোকবার্তাহশ্রয়ত ॥ ৫৪ ॥

তামেবাহ জম্বুদ্বীপমিতি ইন্দ্র ॥ ৫৫ ॥

মায়া মমতা বিহীন চিরঞ্জীবী গোড়পাদ মুনি  
তথাস্তু বলিয়া অন্তর্দ্বান হইলেন । তখন আচার্য্য  
শঙ্কর এই সমুদয় বৃত্তান্ত আপনার শিষ্য দিগকে  
শ্রবণ করাইয়া সেই রাত্রি যাপন করিলেন । ৫৩ ।

অনন্তর প্রাতঃকালে আচার্য্য শঙ্কর শিষ্যগণ  
সমভিব্যাহারে গঙ্গাতীরে নিত্য কৰ্ম্ম সকল  
যথাবিধি সমাপন করিয়া তথায় নিদিধ্যাসন করি-  
বার জন্য মনে মনে বাসনা করিলেন । ইতি মধ্যে  
লোক কোলাহল শ্রবণ করিলেন । ৫৪ ।

পৃথিবীর মধ্যে জম্বু দ্বীপ প্রধান । তাহার  
মধ্যে আবার এই ভারতবর্ষ সর্ব শ্রেষ্ঠ । কাশ্মীর  
প্রদেশ সর্বাগ্রগণ্য ও প্রশস্ত । কারণ, কাশ্মীর  
দেশে বাক্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শারদা (সরস্বতী)  
বাস করিয়া আছেন । ৫৫ ।

সেই দেবীর গৃহে চারিটী দ্বার আছে ।



দ্বারৈ যুক্তং মাণ্ডপৈস্তু চতুর্ভি দেব্যা গেহং যত্র  
সর্বজ্ঞপীঠং । যত্রারোহে সর্ববিং সজ্জনানাং নান্যে  
সর্বৈ যং প্রবেষ্টুং ক্রমন্তে ॥ ৫৬ ॥

প্রাচ্যাঃ প্রাচ্যাং পশ্চিমাঃ পশ্চিমায়াং যে  
চৌদীচ্যাস্তামুদীচীং প্রপন্নাঃ ॥ সর্বজ্ঞাস্তং দ্বারমু-  
দঘাটয়ন্তো দাক্ষা নদ্বং নো তদুদঘাটয়ন্তি ॥ ৫৭ ॥

বার্তামুপশ্রুত্য স দাক্ষিণাত্যো মানং তদীয়ং

মণ্ডপসম্বন্ধিভিঃ চতুর্ভিঃ দ্বারৈযুক্তস্তস্য দেব্যা গেহং যন্মি-  
ন গেহে সর্বজ্ঞপীঠং । যত্রারোহে সতি সজ্জনানাং মধ্যে সর্বজ্ঞো-  
ভবতি । সর্বজ্ঞাদন্যে সর্বৈপি যদগ্হং প্রবেষ্টুমপি ন ক্রমন্তে  
যদ্বা যদেবন্তুতস্তদেব্যা গেহমিত্যবয়ঃ ॥ ৫৬ ॥

দাক্ষা দাক্ষিণাত্যাঃ পিনদ্বস্তত্ দ্বারং নোদঘাটয়ন্তি ৫৭ ॥

তস্য বার্তায়া ইদং প্রমাণং মাতুং ইদং মানং নবেতি

প্রত্যেক দ্বারে এক একটি মণ্ডপ আছে ।  
শারদা দেবীর গৃহে সর্বজ্ঞ পীঠ বিদ্যমান ।  
সেই স্থানে আরোহণ করিলে সজ্জন গণের মধ্যে  
সর্বজ্ঞ হইয়া থাকে । সর্বজ্ঞ ব্যতীত অন্য কে-  
হই গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না । ৫৬ ।

প্রাচ্য পণ্ডিতেরা পূর্ব দ্বার—পশ্চিমদেশীয়  
পণ্ডিতগণ পশ্চিম দ্বার—উদীচ্য পণ্ডিত গণ উত্তর  
দ্বার অধিকার করিয়া আছেন । পূর্ব, পশ্চিম,  
উত্তরদেশীয় সর্বজ্ঞ পণ্ডিত গণ দেবীর দ্বার উদঘা-  
টন করিতে সমর্থ । দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতেরা দেবীর  
বন্ধ দ্বার উন্মোচন করিতে কিছুতেই সক্ষম  
নহে । ৫৭ ।

পরিমাতুমিচ্ছন্ । কাশ্মীরদেশায় জগাম হৃষ্ঠঃ  
শ্রীশঙ্করো দ্বারমপাবরীতুং ॥ ৫৮ ॥

দ্বারং পিনদ্বং কিল দাক্ষিণাত্যং ন সন্তি বিদ্বাং-  
স ইতীহ দাক্ষাঃ । তাং কিংবদন্তীং বিফলাং বিধাতুং  
জগাম দেবীমিলয়ায় হৃষ্যন্ ॥ ৫৯ ॥

বাদিত্রাতগজেন্দ্রদুর্মদঘটাছুর্গর্বসংকর্ষণ-শ্রীমচ্ছ-  
ঙ্করদেশিকেদ্রয়গরাভায়াতি সর্বার্থবিং । দূরং  
গচ্ছত বাদিছুঃশঠগজাঃ ! সংম্যাসদংষ্ট্রায়ুধো বেদা-  
স্তোরুবনাশ্রয়স্তদপরং দ্বৈতং বনং ভক্ষতি ॥ ৬০ ॥

নিশ্চেতুং ইচ্ছন্ তদ্বারমুদঘাটয়িতুং কাশ্মীরদেশায়  
জগাম ॥ ৫৮ ॥

কিলেতি প্রসিদ্ধং দাক্ষিণাত্যং দ্বারং পিনদ্বং । যত ইহ  
ভূমৌ দাক্ষিণাত্যবিদ্বাংসো নৈব সন্তীতি কিংবদন্তীং জনশ্রুতিং  
বিফলাং বিধাতুং জাগাম আ ॥ ৫৯ ॥

বাদিসমূহাএব গজেন্দ্রাস্তেবাং দুর্মদঘটাভি যৌ গর্বস্তং  
সম্যক্গর্বতীতি তথা স চাসৌ শ্রীমচ্ছঙ্করদেশিবেজ্জলকণো

দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত এই বার্তা শুনিয়া দ্বারের  
পরিমাণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বার উদঘাটন  
করিতে শেষে সন্তুষ্ট মনে কাশ্মীর দেশে গমন  
করিলেন । ৫৮ ।

“দক্ষিণ দিকের দ্বার রুদ্ধ আছে । কারণ,  
পৃথিবীতে দাক্ষিণাত্য পণ্ডিত কেহই নাই ।”  
আচার্য্য শঙ্কর এই রূপ জন রব বিফল করিবার  
মানসে কাশ্মীর দেশে উপস্থিত হন । ৫৯ ।

গজ সদৃশ যে সকল বাদী আছে, তাহাদের

করটতটাল্লাবাস্তমদসৌরভসারভরস্বগদলিসম্ভ-  
মংকলভকুস্তজ্জিতবলঃ, হরিরিব জম্বুকানতি-  
মদরদযুতান্ কুজনানপি নাক্সিগোচরয়তীহ যতি-  
পতি ইতকান্ ॥ ৬১ ॥

যুগেন্দ্রঃ সর্বার্থবিদ্যাযাতাতো হে বাদিহঃশঠগজা ! দূরঙ্গচ্ছত কিং  
করোতীতি চেৎ সংন্যাসলক্ষণদংষ্ট্রায়ুধো বেদান্তলক্ষণবৃহদনা-  
শ্রয়ো বেদান্তাদন্যং দ্বৈতপ্রতিপাদকং শাস্ত্রলক্ষণং বনং ভক্ততী-  
তাপ্তনি সংশ্রাবয়মিতি ব্যবহিতেনাস্বয়ঃ শঃ ॥ ৬০ ॥

করটতটাল্লাবাস্তমদসৌরভসারভরস্বগদলিসম্ভ-  
মংকলভকুস্তজ্জিতবলঃ যশ্চ  
স সিংহো যথা ক্ষুদ্রান্ শৃগালান্ ন গণয়তি তথেষ লোকে যতি-  
পতি মর্দলক্ষণরদযুক্তান্নিন্দিতান্ কুৎসিতজনানপি নাক্সি-  
গোচরয়তি ন গণয়তি । যদি ভবতো নজৌ ভজজলাপ্তকর্মক-  
টকং ॥ ৬১ ॥

মন্ততা হইতে যে গর্ব উৎপন্ন হইয়াছে—তাহা  
দমন করিতে আচার্য্য শঙ্কর সিংহের মতন বল  
প্রকাশ করিয়া এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন ।  
হে বাদী দুহুট গজ সকল ! তোমরা শীঘ্র দূরে  
পলায়ন কর । কারণ, এই শঙ্করাচার্য্য রূপ  
যুগেন্দ্র বেদান্ত রূপ গভীর কাননে বিচরণ করিয়া  
থাকেন । সংন্যাস অবলম্বন করাই এই সিংহের  
দন্ত ও অস্ত্র । অদ্বৈত শাস্ত্রের বিরোধী যত শাস্ত্র  
আছে, সেই সকল দ্বৈত শাস্ত্ররূপ বনে এ সিংহ  
কদাচ ভ্রমণ করেন না । ৬০ ।

হস্তীর গণ্ড স্থলের প্রান্ত ভাগ হইতে যে

সংশ্রাবয়ম্মনি দেশিকেন্দ্রঃ শ্রীদক্ষিণদ্বার-  
ভুবং প্রপেদে । কবাটমুদ্বাট্য নিবেষ্টু কামং স-  
সংভ্রমং বাদিগণো নরৌংসীং ॥ ৬২ ॥

অথাত্রবীহাদিগণঃ স দেশিকং কিমর্থমেবং

ইত্যেবং মার্গে সং শ্রাবয়ন্ দেশিকেন্দ্রঃ শ্রীদক্ষিণদ্বারভূমিঃ  
প্রাপ্তবান্ । ততঃ কবাটমুদ্বাট্য প্রবেষ্টু কামং সসম্ভ্রমস্তং বাদি-  
গণো নিরোধিতবান্ উঃ ॥ ৬২ ॥

অথ নিরোধনানন্তরং স বাদিগণো দেশিকমুবাচ । এবং  
বহুসম্ভ্রমা ক্রিয়া কিমর্থং বহুসম্ভ্রমস্ত ক্রিয়া করণং ইতিবা যদত্র

মদ জল গলিত হইতেছিল, তাহার সৌরভে মত্ত  
হইয়া অলিকুল স্থলিত হইল । ভ্রমর গণের  
স্থলনে গজকুস্ত বিকৃত হইল । শঙ্করসিংহ  
বাদী রূপ গজের পূর্বোক্ত কুস্ত স্থলে বল প্রকাশ  
করিয়া থাকেন । কিন্তু ক্ষুদ্র শৃগালকে একেবারে  
গণনা করেন না । আর, এই জগতে গর্ব রূপ  
দন্ত যুক্ত যে সকল নিন্দিত জন আছে, আচার্য্য  
শঙ্কর তাহাদিগকে দর্শন করিতে চাহেন না । ৬১ ।

গুরুবর শঙ্কর এই কথা পথে শোনাইয়া দক্ষিণ  
দ্বারের নিকটে উপস্থিত হইলেন । পরে কপাট  
উদ্বাটন পূর্বক গৃহের মধ্যে যখন প্রবেশ করিতে  
উদ্যত হন, তৎকালে বাদিগণ সসম্ভ্রমে শঙ্করকে  
নিবারণ করিল । ৬২ ।

বাদী সকল আচার্য্যকে বলিতে লাগিল—  
কেন ভুমি এরূপ সগর্বে কথা কহিতেছ ? কেন  
ভুমি সসম্ভ্রমে এরূপ কার্য্য করিতেছ ? এখানে

বহুসম্ভ্রমক্রিয়া । যদত্র কার্য্যং তদুদীর্ঘ্যতাং শনৈর্ন  
সম্ভ্রমঃ কর্ত্ত্বমলং তদীপ্ সিতং ॥ ৬৩ ॥

যঃ কশ্চিদেত্যেতু পরীক্ষিতুং চেদেদাখিলং  
নাবিদিতং মমাণু । ইথং ভবান্ বক্তি সমুন্নতী-  
চ্ছে ! দহ্মা পরীক্ষাং ব্রজ দেবতালয়ং ॥ ৬৪ ॥

মড়ভাববাদী কণভুঙ্ মতঃ পপ্রচ্ছ তং স্বীয়ব-

কার্য্যং তৎপাণ্যঃ যত স্তদীপ্ সিতং কর্ত্ত্বং সম্ভ্রমঃ সমর্থো ন  
ভবতি বংশঃ ॥ ৬৩ ॥

যঃ কশ্চিৎ পরীক্ষিতুমায়াতি স কামমাগচ্ছতু যতোহহমখিলং  
বেদ অণুপি নাবিদিতং নাস্তি । বাদিগণ আহ অমুনা প্রকা-  
রেণ ভবান্ বক্তি চেত্তর্হি হে সমুন্নতীচ্ছে ! পরীক্ষাং দহ্মা দেবতা-  
লয়ং ব্রজ ইহ ॥ ৬৪ ॥

এবং শ্রুত্বা পরীক্ষাং দাতুমবশিতং শ্রীশঙ্করাচার্য্যং প্রতি  
কণাদমতোদ্বিতঃ একং স্বীয়ং রহস্তং পপ্রচ্ছ । তং বিশিনষ্টি ।

তুমি যাহা করিবে, তাহা শীঘ্র প্রকাশ কর ।  
কারণ, তুমি যাহা করিতে বাসনা করিয়াছ,  
তাহাতে তোমার সম্ভ্রমে কিছুই হইবে না । ৬৩ ।

বাদী সকল বলিতে লাগিল, আপনি বলি-  
তেছেন—“যে কেহ পরীক্ষা লইতে আসিবেন,  
তিনি স্বচ্ছন্দে আসুন । আমি সকল শাস্ত্র অবগত  
আছি । অণুমাত্র আমার অবিদিত নাই ।” হে  
উন্নতিশীল ! আপনি যখন এরূপ কথা বলি-  
তেছেন, তখন পরীক্ষা দিয়া দেবতার গৃহে গমন  
করুন । ৬৪ ।

শঙ্করাচার্য্য এই কথা শুনিয়া পরীক্ষাদিতে

হস্তমেকং । সংযোগভাজঃ পরমাণুযুগ্মাজ্জাতং  
হি সূক্ষ্মং দ্ব্যণুকং মতং নঃ ॥ ৬৫ ॥

যৎ স্তাদণুত্বং তদুপাশ্রিতং তজ্জায়েত কস্মাদ্বদ  
সর্ব্ববিচ্ছেৎ । নোচেৎ প্রভুত্বং তব ক্তুমেতে  
সর্ব্বজ্ঞভাষাং বিহিতাং কথং তে ॥ ৬৬ ॥

দ্রব্যগুণকর্ম্মসামান্যবিশেষসমবায়ঃ ঘট্ভাবা ইতি রহস্তমেব  
দর্শয়তি সংযোগভাজিনঃ পরমাণুদ্বয়াং সূক্ষ্মং দ্ব্যণুকং জাতমিতি  
নো মতং ॥ ৬৫ ॥

দ্ব্যণুকাশ্রিতং অণুত্বং যৎ স্তাদুৎ কস্মাজ্জায়েতেতি বদ যদি  
ত্বং সর্ব্ববিচ্ছেত্তব প্রভুত্বং বক্তুমেতে তব শিষ্যারচিতাং সর্ব্বজ্ঞ-  
ভাষাং ব্রুবস্বি । নত্বতঃ ত্বং সর্ব্বজ্ঞোহসীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

প্রস্তুত হইলেন । তখন কণাদমতাবলম্বী এক  
জন পণ্ডিত আচার্য্যকে আপনার মতের গূঢ়ত্ব  
প্রকাশ করিল । দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ  
ও সমবায় এই ছয়টি পদার্থ । দুইটি পরমা  
যখন পরস্পর সংযুক্ত হয়, তখন তাহা হইতে সূক্ষ্ম  
দ্ব্যণুক উৎপন্ন হয় । ইহাই আমাদের মতের  
সার ভাগ জানিবেন । ৬৫ ।

দ্ব্যণুক পদার্থে যে অণুত্ব আছে, কাহা হইতে  
তাহার উৎপত্তি হইয়াছে ? । আপনি যদি সর্ব্বজ্ঞ  
হন, তবে একথা শীঘ্র বলুন । নতুবা এই সকল  
শিষ্য গণ আপনার সমুচিত সর্ব্বজ্ঞতা পদ কিরূপে  
প্রকাশ করিবে ? । এই প্রশ্নের উত্তর না দিতে  
পারিলে জানিতে পারিব যে, কেবল আপনার  
শিষ্য গণই আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া আহ্বান করে ।

যা দ্বিত্বসংখ্যা পরমাণুনিষ্ঠা সা কারণং তস্ম  
গতস্য মাত্রা । ইতীরিতে তদ্বচনং প্রপূজ্য স্বয়ং  
ন্যবর্তিক কণাদলক্ষ্মীঃ ॥ ৬৭ ॥

তত্রাপি নৈয়ায়িক আন্তগর্ভঃ কণাদপক্ষাচ্চর-  
ণাক্ষপক্ষে । মুক্তে বিংশেষং বদ সর্ববিচ্ছেদোচেৎ  
প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ববিদ্বৈ ॥ ৬৮ ॥

পরমাণুদ্বয়নিষ্ঠা যা দ্বিত্বসংখ্যা সা তস্ম দ্ব্যণুদ্বয় কারণমিতি  
মাত্রা জ্ঞাত্বা ত্রীশঙ্করেন কথিতে সতি তদ্বচনং প্রপূজ্য কণাদ-  
লক্ষ্মীঃ স্বয়মেব নিবৃত্তিং গতা উঃ ॥ ৬৭ ॥

তদনন্তরস্তেষু মধ্যে গৌতমমতাস্থয় আন্তগর্ভো নৈয়ায়িক  
অংহ । কণাদপক্ষাদগৌতমপক্ষে মুক্তে বিংশেষং বদ যদি স্বঃ  
সর্বমো নো চেৎ সর্ববিদ্বৈ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ ॥ ৬৮ ॥

কিন্তু সকল বিষয় অবগত আছেন বলিয়া আপনি  
সর্বজ্ঞ নছেন । ৬৬ ।

শঙ্কর বলিলেন—তুইটী পরমাণুতে যে দ্বিত্ব  
সংখ্যা আছে, সেই দ্বিত্ব সংখ্যাই দ্ব্যণুকাশিত পর-  
মাণুর কারণ । জ্ঞানবান্ শঙ্করের এই কথা সমাপ্ত  
হইলে শঙ্করের বাক্য পূজা করিয়া কণাদলক্ষ্মী  
স্বয়ং নিবৃত্তি পাইল ! ৬৭ ।

তদ্বধ্যে এক জন নৈয়ায়িক আসিয়া গর্ব  
প্রকাশ পূর্বক বলিল । কণাদ পক্ষ হইতে  
গৌতমের পক্ষে মুক্তির কি বিশেষ আছে, তাহা  
বলুন ? । আপনি সর্বজ্ঞ বলিয়া আপনাকে একথা  
বলিয়াছি । নতুবা আপনার সর্বজ্ঞ বলিয়া যে  
অভিমান আছে, শীঘ্র তাহা পরিত্যাগ

অত্যন্তনাশো গুণসংগতে যা স্থিতি নভোবৎ  
কণভক্ষপক্ষে । মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দ-  
সম্বিংসহিতা বিমুক্তিঃ ॥ ৬৯ ॥

পদার্থভেদঃ ক্ষুটএব সিদ্ধস্তথেশ্বরঃ সর্বজগ-

এবমুক্ত আচার্য্য আহ । গুণসম্বন্ধস্তাত্ত্বনাশে নভোব-  
দ্যা স্থিতিঃ সা কণাদপক্ষে মুক্তিঃ । তদীয়ে গৌতমপক্ষে তু সা  
গুণসম্বন্ধতেরতাত্ত্বনাশে নভোবৎ স্থিতিরানন্দসম্বিংসহিতা মুক্তি-  
রিত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

পদার্থভেদস্ত ক্ষুটএব সিদ্ধঃ । কণাদমতে সপ্ত পদার্থাঃ ।  
গৌতমমতে তু ষোড়শ তে তথাচ কণভক্ষপক্ষে দ্রব্যগুণকর্মসা-

করুন । ৬৮ ।

তাহার প্রত্যুত্তরে শঙ্কর বলিলেন—দ্রব্যের  
সহিত গুণের যে সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধের  
অত্যন্ত নাশ হইলে আকাশের মতন যে অবস্থান,  
কণাদের মতে তাহাই মুক্তি । গুণসম্বন্ধের  
অত্যন্ত নাশ হইলে আকাশের মতন যে অবস্থিতি,  
সেই অবস্থিতি, জ্ঞান ও আনন্দের সহিত মিলিত  
হইলে গৌতমের মতে মুক্তি হয় । ৬৯ ।

কণাদ ও গৌতমের মতে কত পদার্থ, তাহা  
স্পষ্টই উল্লিখিত হইয়াছে । কণাদের মতে  
সাতটি আর গৌতমের মতে ষোলটি পদার্থ  
আছে । দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সম-  
বায় ও অভাব এই সাতটি কণাদ মতে পদার্থ ।  
দ্রব্য হইতে সমবায় পর্য্যন্ত এই ছয়টি ভাব  
পদার্থ ! আর গৌতম মতে প্রমাণ, প্রমের,



মিথ্যাতা । স ঈশবাদীত্বাদিতেহতিনন্দ্য নৈবারি-  
কোহপি ন্যরুতমিরোধাতঃ ॥ ৭০ ॥

তং কাশিনাঃ প্রাহ চ মূলমোনিঃ কিং স্বতন্ত্রা  
চিদধিষ্ঠিতা বা । জগন্নিদানং বদ সর্ববিদ্বামোচেৎ  
প্রবেশন্তব ছলভঃ সাং ॥ ৭১ ॥

মাল্লবিশেষসমবায়াতায়াঃ সপ্ত পদার্থাঃ । তথা গোতমীরমপি  
প্রমাণগ্রমেয় সংশয়প্রমোজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল-  
বিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সা-  
ধিগমইতি । সর্বজগন্নিমিত্তকারণভূত ঈশ্বরত্বথা কণাদপক্ষবদেব  
ইত্যাদিতে সতি স ঈশবাদী নৈবারিকোহপি নিরোধনান্যাত্মনি-  
বৃত্তঃ ॥ ৭০ ॥

ততস্তং সাংখ্যঃ প্রাহ । মূলপ্রকৃতিঃ কিং স্বতন্ত্রা জগৎকারণ-  
মূত চিদধিষ্ঠিতেতি সর্বজ্ঞত্বাৎ বদ নোচেৎ প্রবেশন্তব ছলভঃ  
সাং ॥ ৭১ ॥

সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক,  
নির্ণয়, বাদ, জল, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল,  
জাতি ও নিগ্রহস্থান—এই ষোলটি পদার্থ ।  
এই ষোলটি পদার্থের তত্ত্ব জানিতে পারিলে  
মোক্ষ প্রাপ্তি হয় । কণাদের মতে যেমন ঈশ্বর  
সকল জগতের নিমিত্ত কারণ, গোতমের মতেও  
ঈশ্বর সেই রূপ সকল জগতের নিমিত্ত কারণ ।  
আচার্য্যের এই কথা শুনিয়া ঈশ্বরবাদী নৈয়ারিক  
রুদ্ধ হইয়া নিবৃত্ত হইল । ৭০ ।

অনন্তর এক জন সাংখ্যমতাবলম্বী পণ্ডিত  
আসিয়া শঙ্করকে বলিল । আপনি সর্বজ্ঞ বলিয়া

স। বিশ্বযোনি বহুরূপভাগিনী স্বয়ং স্বতন্ত্রা ত্রি-  
শূণাঙ্গিকা মতী । ইত্যেব সিদ্ধান্তগতিস্তু কাশিনী  
বেদান্তপক্ষে পরতন্ত্রতা মতী ॥ ৭২ ॥

ততোনদন্তো ন্যরুণন্ সগর্বা দত্বা পরীক্ষাং

এবমুক্ত আচার্য্য আহ । স। বিশ্বযোনিঃ সত্ত্বরজস্তমোহতিধ-  
শূণত্রয়াঙ্গিকা স্বতন্ত্রা মতী বহুরূপভাগিনী জগন্নিদানমিতি তু  
কাশিনী সিদ্ধান্তগতি বেদান্তপক্ষে তন্ত্রাঃ পরতন্ত্রতা  
মতী ॥ ৭২ ॥

ততো নদন্তো ন্যরুণমিতি ততস্তদনন্তরস্তথৈব বাহ্যার্থবিজ্ঞান-  
কশূভবান্দৈঃ প্রথিতাঃ সগর্বাঃ সৌজাতিকবৈভাবিকযোগা-

ইতিপূর্বে যথেষ্ট গর্ব প্রকাশ করিয়াছেন ।  
একগে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, মূল প্রকৃতি  
যখন স্বাধীন ভাবে বিদ্যমান থাকে, তখনই তিনি  
জগতের কারণ ? অথবা কোন চৈতন্যপদার্থ  
কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে মূল প্রকৃতি জগতের কারণ  
হয় ? ইহা না বলিতে পারিলে আপনার গৃহের  
মধ্যে প্রবেশ করা ছলভ । ৭১ ।

আচার্য্য বলিলেন—মূলপ্রকৃতি, সত্ত্বরজ তম  
এই ত্রিগুণ বিশিষ্ট । যদিচ স্বতন্ত্র বটে, তথাপি  
বহুরূপ ভজনা করিয়া থাকে । বহুরূপা—ত্রিগুণ  
বিশিষ্ট মূলপ্রকৃতিই জগতের মূলকারণ । ইহাই  
কাশিনের সিদ্ধান্তমত জানিবে । কিন্তু বেদান্ত  
মতে প্রকৃতি স্বাধীন নহে, চৈতনের অধীন  
জানিবে । ৭২ ।

অনন্তর দুইপ্রকার বাহ্যার্থবাদী, সিদ্ধান্ত বাদী

ব্রহ্ম ধাম দেব্যাঃ। বৌদ্ধান্তথাঃ সংপ্রথিতাঃ পৃথিব্যাং  
বাহ্যার্থবিজ্ঞানকশূন্য বাসিনেঃ ॥ ৭৩ ॥

বাহ্যার্থবাদো বিবিধস্তদন্তরং বাচ্যং বিবিধু যদি  
দেবতালয়ং। বিজ্ঞানবাদস্ত চ কিং বিভেদকং  
ভবন্তাদক্রহি ততঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ৭৪ ॥

চার্যমাধ্যমিকমতানুসারেণ বৌদ্ধাঃ পরীক্ষাং দত্ত্বা দেব্যা ধাম-  
ব্রহ্মেতি নামই কুর্কস্তো নিরোধং কৃতবন্তঃ ॥ ৭৩ ॥

যদি হুং দেবতালয়ং বিবিধস্তর্হি বিবিধো যো বাহ্যার্থস্তদ-  
ন্তরং স্বয়া বাচ্যং। বিজ্ঞানবাদস্ত চ ভবতো বেদান্তবাদিনো  
কিং বিভেদকমিতি ক্রহি ততঃ পরং ব্রহ্ম ॥ ৭৪ ॥

ও শূন্যবাদী—সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, যোগা-  
চার্য, মাধ্যমিক—এই চারিপ্রকার জগদ্বিখ্যাত  
বৌদ্ধগণ, সগর্বে উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল।  
'পরীক্ষা দিয়া দেবীর গৃহে গমন করুন' নতুবা  
আমরা আপনাকে যাইতে দিবনা। ৭৩।

আপনি যদি দেবতালয়ে গমন করিতে ইচ্ছা  
করিয়া থাকেন, তবে যে দুইপ্রকার বাহ্যার্থ আছে,  
তাহার প্রভেদ বলুন। আপনি বেদান্তবাদী,  
আপনার মতের সঙ্গে বিজ্ঞান বাদীর কি প্রভেদ  
আছে, তাহাও বলুন। তাহার পর গমন  
করুন। ৭৪।

আচার্য বলিলেন—সৌত্রান্তিক, সমুদয় জৈন  
পদার্থ অনুমান দ্বারা বোধগম্য হয় ইহা স্বীকার  
করিয়া থাকেন। সমস্ত পদার্থ প্রত্যক্ষ প্রমাণ-  
দ্বারা বোধগম্য হয়—ইহা বৈভাষিকের মত।

সৌত্রান্তিকো বক্তি হি বেদ্যজাতং শিঙ্গাশিগম্যং  
দ্বিতরোহকিগম্যং। তয়োস্তয়ো ক্ৰান্তরতা বিশি-  
ক। জেনঃ কিয়ান্ বেদনবেদ্যভাগী ॥ ৭৫ ॥

বিজ্ঞানবাদী কণিকহুমেবামঙ্গীচকারাপি বহু-  
হুমেবঃ। বেদান্তবাদী হিরসংবিদেকেত্যঙ্গী চকা-  
রেতি মহান্ বিশেষঃ ॥ ৭৬ ॥

এবমুক্ত আচার্য উবাচ। সৌত্রান্তিকঃ সর্বগপি বেদ্যমহু-  
মানগম্যং বক্তি। বৈভাষিকস্ত তং সর্বং প্রত্যক্ষগম্যং বক্তি।  
তয়োঃ সৌত্রান্তিকবৈভাষিকয়োঃ পদার্থমোস্তয়োঃ ক্রান্তর-  
তা সমানা বেদনবেদ্যবিষয়ো ভেদো শিঙ্গবেদ্যভাগো বিশেষঃ  
কিয়ান্ বিদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭৫ ॥

বিজ্ঞানবাদ্যয়ং বিজ্ঞানীনাং কণিকহুং বহুহুং চাকীচকার।  
অয়ং বেদান্তবাদীহু হিরমেকং জ্ঞানমিত্যঙ্গীচকারেতি মহান্  
বিশেষঃ ইঙ্গং ॥ ৭৬ ॥

সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিকের মতে যে সকল  
পদার্থ আছে, সেই সকল পদার্থ ক্রান্তর।  
কখন জ্ঞানের বিষয়ভেদ—কখন জৈনপদার্থের  
বিষয়ভেদ। অনুমানগম্য ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ  
গম্য উভয়ের বিশেষ বিরূপ। তাহা অনায়াসে  
জানিতে পারা যায়। ৭৫।

এই বিজ্ঞানবাদী যতপ্রকার বিজ্ঞান আছে—  
কখন তাহাদের কণিকহু স্বীকার করেন, কখন বা  
তাহাদের বহুহু স্বীকার করেন। আর এই  
বেদান্তবাদী এক শিঙ্গজ্ঞান স্বীকার করিয়া  
থাকেন। উভয়ের মতে এই মহৎ বিশেষ

অধাতিবীদিয়নানুসারী রহস্যমেকং বদ সর্ব-  
বিজেৎ । বদন্তিকাদ্যন্তরশব্দবাচ্যং তৎ কিং  
মতেহস্মিন্ বদ দেশিকাণ্ড ॥ ৭৭ ॥

তত্রাহ বেশিকবরঃ শৃণু যোচতে চেজ্জীবাদি-  
পঞ্চকমভীকৃদাহরন্তি । তচ্ছব্দবাচ্যমিতি জৈন-  
মতেহ প্রণন্তে যদ্যন্তি বোদ্ধুমপরং কথয়া-  
ন্ত তন্মে ॥ ৭৮ ॥

অনু দিগম্বরানুসারী জগাদ । যদি স্বঃ সর্বজ্ঞস্তাহেৎ বদ  
কিস্তদ্বিতি তত্রাহ । কায় ইত্যন্তরশব্দো বেষাং তৈর্ কীচাং  
মদস্মিন্ জৈনমতেহস্মি তৎ কিং হে দেশিক । আণ্ড  
বুদ উঃ ॥ ৭৭ ॥

তৈর্ জীবান্তিকায়ঃ ধর্মাস্তিকায়ঃ আকাশান্তিকায়ঃ পুঙ্গলা-  
স্তিকায়োহধর্মাস্তিকায়ঃ ইতি শব্দৈর্ কীচাং জীবাদিপঞ্চকমভীকৃ-  
দিত্যাহরন্তি । তৎ পৃষ্টমুকুদাহ প্রণন্তে জৈনমতেহপরমপি যৎ  
জ্ঞাতুনান্তে তচ্ছব্দং বদেত্যাহ জৈনমত ইতি ইজ্ঞঃ ॥ ৭৮ ॥

জানিবে । ৭৬ ।

অনন্তর দিগম্বরের মতাবলম্বী একজন জৈন  
আসিয়া বলিল । আপনি যদি সর্বজ্ঞ, তবে  
একটি গোপনীয় বিষয় বলুন । এই জৈন মতে  
অস্তিকায় ইত্যাদি যে পদার্থ আছে, তাহার অর্থ  
কি ? আপনি তাহা বলুন । ৭৭ ।

তখন গুরুবর শব্দ বলিলেন—যদি তোমার  
অভিক্রটি হয়, ত অবগ কর । জীবান্তিকায়, পুঙ্গ-  
লাস্তিকায়, ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায় ও আকা-  
শান্তিকায়, হইয়াছে জীবাদি পাঁচটি পদার্থ অতীক

দন্তোত্তরে বাদিগণেতু বাহে বজ্জাণ কশ্চিৎ  
কিল জৈমিনীয়ঃ । শব্দঃ কিমাত্মা বদ জৈমিনীয়ে  
দ্রব্যং গুণোবেতি ততো ব্রজ স্বঃ ॥ ৭৯ ॥

নিত্যাবর্ণাঃ সর্বগাঃ শ্রোত্রবেদ্যা যন্তরূপং  
শব্দজালঞ্চ নিত্যং । দ্রব্যং ব্যাপীত্যব্রবন্ জৈমি-  
নীয়া ইত্যেবং তং প্রোক্তবান্ দেশিকেজ্ঞঃ ॥ ৮০ ॥

এবং বেদবাহ্যে বাদিগণেতু দন্তোত্তরে সতি কশ্চিৎ জৈমিনি-  
মতাবলম্বীমীমাংসকো জগাদ । জৈমিনীয়ে মতে শব্দঃ কিং  
স্বরূপঃ কিং শব্দার্থমাহ । দ্রব্যং গুণোবেতি । তথাচ শব্দস্বরূপ  
মুক্তা ততোব্রজ উঃ ॥ ৭৯ ॥

নিত্যা বর্ণাব্যাপকাঃ শ্রোত্রেন্দ্রিয়বেদ্যাঃ যন্তরূপং শব্দজাল-  
চ নিত্যং দ্রব্যং ব্যাপীতি জৈমিনীয়া অবব্রবন্ ইত্যেবং তং  
জৈমিনীয়ং দেশিকেজ্ঞঃ প্রোক্তবান্ শালিঃ ॥ ৮০ ॥

হইয়াছে, ইহাই জৈন মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা  
বলিয়া থাকেন । এই সামান্য জৈনমতে যদি  
আরও কিছু তোমার জানিবার থাকে, তবে শীঘ্র  
তাহা ব্যক্ত কর । ৭৮ ।

বেদবেদী বোদ্ধ দিগকে এই রূপে সহুত্তর  
প্রদান করা হইলে জৈমিনির মতাবলম্বী এক জন  
গন্ধর মীমাংসক আসিয়া বলিল । জৈমিনির  
মতে শব্দ কি প্রকার ? দ্রব্য না গুণ ? । শব্দের  
স্বরূপ বলিয়া দেবীর গৃহে গমন কর । ৭৯ ।

শব্দ বলিলেন—জৈমিনির মতে বর্ণ সকল  
নিত্য ও ব্যাপক । কেবল অবগেদ্রিয় দ্বারা  
তাহাদের অনুভব হয় । শব্দ সমূহের রূপ যে



শান্ত্রে সর্বেষাং সন্তবন্তঃ প্রত্যন্তরন্তঃ সম-  
পূজয়ন্তে । যারঃ সমুদ্রাট্য বহুঃ সমাগঃ ততো-  
বিবেশান্তরভূমিভাগঃ ॥ ৮১ ॥

পাগৌ সনন্দনমসাবলম্ব্য বিদ্যাভ্যাসনং  
তদবরোচুম্নাশ্চাল । অত্রান্তরে বিধিবধু কিবু-  
ধা গ্রগণ্যমাচার্য্যশঙ্করমবোচনমঙ্গবাচা ॥ ৮২ ॥

সর্বেষাং শান্ত্রে প্রত্যন্তরঃ সন্তবন্তঃ তং শ্রীশঙ্করং তে-  
বাদিনঃ সমাগপূজয়ন্তঃ স যারমুদ্রাট্য বার্গং চ দহঃ । তদনন্তর-  
সন্তরভূমিভাগঃ বিবেশ উঃ ॥ ৮১ ॥

হন্তে সনন্দনমসাবলম্ব্য তদ্বিদ্যাভ্যাসনমারোচুম্নাশ্চ  
চাল । এতন্নিম্নস্তরে বিবুধাগ্রগণ্যঃ শ্রীশঙ্করচার্য্যমঙ্গবীর  
বাচা শারদাহবোচং ইং ॥ ৮২ ॥

প্রকার, তাহাও নিত্য । আর দ্রব্য নিত্য ও  
ব্যাপক । জৈমিনির মতাবলম্বী পণ্ডিত গণ এই  
কথা বলিয়া থাকেন । ৮০ ।

আচার্য্য শঙ্কর যখন এই রূপে সকল শান্ত্রে  
উত্তর দিলেন, তখন বাদীগণ উত্তম রূপে আচা-  
র্য্যের পূজা করে এবং যার উদ্ঘাটন করিয়া পথ  
প্রদান করে । অনন্তর শঙ্কর তাহার ভিতরে  
মধ্য ভূমিতে প্রবেশ করিলেন । ৮১ ।

শঙ্কর পদ্মপাদেয় হস্ত অবলম্বন করিয়া দেবীর  
ভদ্রাসনে আরোহণ করিবার জন্য চলিতে লাগি-  
লেন । ইত্যবসরে বিধিজারী সরস্বতী পণ্ডিতের  
অগ্রগণ্য আচার্য্য শঙ্করকে দৈববাণী দ্বারা বলিতে  
লাগিলেন । ৮২ ।

সর্বজ্ঞতা তেহন্তি পুরৈক সন্ধ্যাং সর্বজ্ঞ পার্থক্য  
জ্ঞানং চেত্তে । বিরক্তিরূপান্তরবিরূপঃ শিষ্যঃ  
কথং ভাং প্রথিতাশ্রয়ীঃ সঃ ৮৩ ॥

সর্বজ্ঞতৈকৈব ভবেম হেতুঃ পীঠাধিরোহে প-  
রিগুহতা চ । সা তেহন্তি বানেনতি বিচার্য্যমেত-  
ত্তিষ্ঠ কণং ত্বং কুরু সাহসং মা ॥ ৮৪ ॥

তে বদবোচনং তদুদাহরতি । সর্বজ্ঞতায়াঃ সংশয়ো নাস্তি  
যন্মাং পূর্বজ্ঞ পরীক্ষাং প্রাপ্তোহসি । যদি ত্ববান্ সর্বজ্ঞো নাহ  
ভবৎ তর্হি বিরক্তিঃ রূপান্তরং যন্ত সচাসৌ বিরূপঃ প্রথিতা-  
নামশ্রয়ীঃ স শিষ্যঃ কথং ভাং উঃ ॥ ৮৩ ॥

যদ্যপ্যেবমুখ্যাপি পীঠাধিরোহে কেবলং সর্বজ্ঞতৈকৈব হেতু-  
নৃতবেদপিতু পরিগুহতাপি । সা তেহন্তি নবেত্যেতদ্বিচারণীয়-  
মতঃ কণমাত্রং ত্বং তিষ্ঠ সাহসং মাকুরু ইং ॥ ৮৪ ॥

পূর্বেই তোমার সর্বজ্ঞতা বিখ্যাত হইয়া-  
ছিল । সকল বিষয়ে পূর্বে তোমাকে পরীক্ষা  
করা হইয়াছিল । তুমি বে সর্বজ্ঞ, সে বিষয়ে  
আর সন্দেহ নাই । যদি তুমি সর্বজ্ঞ না হইবে,  
তবে ত্রক্ষার রূপান্তর বিরূপ ( যগুন ) জগদ্-  
বিখ্যাত পণ্ডিত হইয়াও কেন তোমার শিষ্য  
হইল ? ৮৩ ।

এই সর্বজ্ঞ পীঠে অধিরোহণ করিবার জন্য  
তোমার যে কেবল এক সর্বজ্ঞতা কারণ তাহা  
নহে, কিন্তু চিত্তের বিশুদ্ধতা পীঠে আরোহণ  
করিবার হেতু । সেই চিত্তের বিশুদ্ধতা তোমার  
আছে কি না ? ইহার বিচার করিতে হইবে ।



ত্বক্ষাঙ্গনাঃ সমুপভূজ্য কলারহস্তপ্রাবীণ্য-  
ভাজনমভূ যতিধর্মনিষ্ঠঃ । আরোঢ়ুমীদৃশপদং  
কথমহঁতা তে সর্বজ্ঞতেব বিমলত্বমপীহ  
হেতুঃ ॥ ৮৫ ॥

নাস্মিংশ্রীরীরে কৃতকিন্মিষোহহং জন্মপ্রভৃত্য-

এবং কোটিদ্বয় মুক্তোত্তরকোটিং সাধয়তি । হং যতোযতি-  
ধর্মনিষ্ঠঃ সন্নঙ্গনাঃ সম্যুপভূজ্য কামকলারহস্তপ্রাবীণতা-  
পাত্রমভূরত ঈদৃশপদমারোঢ়ুম্বেবভূতস্ত তব যোগ্যতা কথমপি  
নাস্তি । যতঃ সর্বজ্ঞতেব বিমলতাপীহারোহে হেতুঃ ॥ ৮৫ ॥

এবমুক্তঃ শ্রীশঙ্কর উবাচ নেতি । অহমপি ন সন্দিহে অঙ্গা-  
য়াস্তব সন্দেহো নাস্তীতি কিম্ বক্তব্যমিত্যমুশয়েন সম্বোধয়তি  
হে অশ্বতি । যতুং চাঙ্গনা ইত্যাদি তত্র শৃণু যৎকর্ম দেহান্তর-

তুমি ক্ষণকাল অপেক্ষা কর- সাহস করিবার  
প্রয়োজন নাই । ৮৪ ।

পূর্বের তুমি যতিধর্মনিষ্ঠ হইয়াও কতশত  
নারী উপভোগ কর । নারী উপভোগ করাতেই  
কাম শাস্ত্রে নৈপুণ্য জন্মে । তবে এরূপ সর্বজ্ঞ  
পীঠে আরোহণ করিতে কেন তোমার যোগ্যতা  
থাকিবেনা ? । সর্বজ্ঞতার মতন চিত্তশুদ্ধিও  
তোমার এই পদে আরোহণ করিবার হেতু । ৮৫ ।

এই কথা শুনিয়া শঙ্কর বলিলেন । হে জননি !  
আমি জন্মাবধি এই শরীরে যে কোন পাপ করি  
নাই, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । আর  
আমি দেহান্তরে প্রবেশ করিয়া অঙ্গনা উপভোগ  
প্রভৃতি যে সকল কার্য্য করিয়াছি, সে কর্ম

স্ব ! ন সন্দিহেহহং । ব্যাধায়ি দেহান্তরসংশ্র-  
য়াদ্যম তেন লিপ্যেত হি কর্মণাহন্যঃ ॥ ৮৬ ॥

ইথং নিরুত্তরপদাং স বিধায় দেবীং সর্বজ্ঞ-  
পীঠমধিরুহ ননন্দ সভ্যঃ । সম্ভাজিতোহভব-  
দসৌ বিবুধৈশ্চ বাথ্যা গার্গ্যা কহোলমুখরৈরিব  
যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ৮৭ ॥

বাদপ্রাচুর্বিনোদপ্রতিকখনশুধীবাদদুর্বারত-  
র্কন্যকারশ্চৈরধাটীভরিতহরিদুপন্যস্তমাহানুভাব্যঃ ।

সংশ্রয়াধিহিতস্তেন কর্মণা অন্যোহং দেহো ন লিপ্যেত  
লোকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধং চৈতৎ উঃ ॥ ৮৬ ॥

সরস্বত্যা পণ্ডিতৈশ্চ পূজিতোহভবৎ যথা গার্গ্যা কহোলাদি-  
ভিশ্চ যাজ্ঞবল্ক্যস্তদং ॥ ৮৭ ॥

অথ ভগবৎপাদস্য শারদাপীঠবাসং বর্ণয়তি । বাদেচ প্রাচু-  
প্রকটতাং গতো বিনোদো যেযাস্তে চ তে প্রতিকখনশুধিয়ঃ ।

দ্বারা আমার এই পুরাতন দেহ লিপ্ত হইতে পারে  
না, ইহাও শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে জানিবেন । ৮৬ ।

এই রূপে দেবী সরস্বতীকে নিরুত্তর করিয়া  
শঙ্কর সর্বজ্ঞ পীঠে আরোহণ করিলেন, শেষে  
অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন । অনন্তর যাজ্ঞবল্ক্য  
ঋষি যেমন গার্গী ও কহোল প্রভৃতি মুনিগণ দ্বারা  
অর্চিত হইয়াছিলেন, আচার্য্য শঙ্করও দেবী  
সরস্বতী কর্তৃক এবং পণ্ডিতগণ কর্তৃক পূজিত  
হইলেন । ৮৭ ।

“বাদ করিবার সময় য়াহারা অত্যন্ত উত্ত-  
হন, এরূপ মণ্ডনে মিশ্র প্রভৃতি প্রতিবাদী পণ্ডিত

সর্বজ্ঞোবস্তুমহন্তুমিতি বহুমতঃ ক্ষারভারত্যা-  
মোঘপ্রাধিকোযুষ্য মাণো জয়তি যতিপতেঃ শারদা-  
পীঠবাসঃ ॥ ৮৮ ॥

প্রতিবাদিপণ্ডিতা মণ্ডনমিশ্রপ্রযুক্তান্তঃ সাকং যো বাদস্তত্র যে  
তর্করাস্তর্ক। অবিজ্ঞাততত্ত্বার্থে কারণোপপত্তিতত্ত্বজ্ঞানার্থ  
মুহন্তর্ক ইত্যন্তলক্ষণান্তেবাং ন্যাকারে তিরস্বারে বৈরাগিঃ স্বতন্ত্রা-  
তিষ্ঠিতাতি ব্যাপ্তাতি ইরিতি নির্গতি রূপন্যস্তং বর্ণিতং মাহাত্ম-  
ভাবাং মতাপ্রভাবত্বং বস্তু স ত্বং সর্বজ্ঞোহত এব বহুতিঃ সমস্ত-  
গুণশালিত্বেনাত্যস্তং সম্ভাবিতোহস্মিন্ পীঠে বস্তুমহৌ যোগ্য  
ইতি ক্ষারভারত্যা বিশালয়া বাচাহমোঘপ্রাধয়া সকলপ্রশংসয়া  
সর্বৈর্ জোযুষ্যমাণো ভূশং যুষ্যমাণো যতিপতেঃ শ্রীশঙ্করস্ত  
শারদাপীঠবাসো জয়তি সর্বোৎকর্ষণে বর্ততে । ক্ষারঃ যথাতথ্য  
ভারত্যা সরস্বত্যাঃমোঘপ্রাধয়া জোযুষ্যমাণ ইতিবা শ্রু ॥ ৮৮ ॥

গণের সহিত প্রথমে বাদ হয় । সেই বাদে যে  
অনিবার্য তর্ক ( অজ্ঞাত তত্ত্ব অর্থে কারণ দেখা-  
ইয়া তত্ত্ব জানিবার জন্য যে বিচার ) হয়, তাহা  
খণ্ডন করিতে প্রবলবেগে যুদ্ধ যাত্রা করা হয় ।  
সেই যুদ্ধ যাত্রা দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল পরিব্যাপ্ত হইলে  
তাহাতে যাহার অসীম মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ।  
সেই ব্যক্তি আপনি—স্বতরাং আপনি সর্বজ্ঞ ।  
সমস্ত গুণাক্রান্ত হওয়াতে এই পীঠে আপনি  
বসিবার যথার্থ উপযুক্ত পাত্র ।\* এই রূপ উচ্চৈঃ-  
স্বরে বিশাল বাক্য দ্বারা এবং সকলে প্রশংসাবাদ  
দ্বারা—সকলেই আপনার জয় ও কীর্তি ঘোষণা  
করিয়া থাকে । অতএব এরূপ মহতের—এরূপ

কুত্রাপ্যাসীৎ প্রলীনেক্ষণচরণকথা কাপিলী  
কাপি লীনা ভয়াহভয়া গুরুক্তিঃ কচিদজনি পরং  
ভট্টপাদপ্রবাদঃ । ভূমৌ বা যোগকাণাদজনিত-  
মতমাভূতবাগ্ভেদবার্তা দুর্দান্তব্রহ্মবিদ্যাগুরুদু-  
রুদকথাহুন্দুভে ধি ক্রিমেহতঃ ॥ ৮৯ ॥

কিঞ্চ দুর্দান্ত রুদ্ধতৈ বাদিভিঃ সহ ব্রহ্মবিদ্যাগুরোঃ শ্রীশ-  
ঙ্করস্ত বাদলক্ষণদ্যুতকথয়া হুন্দুভেধিক্রিমে ইতি শব্দাদীক্ষণ-  
চরণশ্রুতপাদস্ত গৌতমস্ত কথা কাপি প্রকর্ষণে লীনা আসীত-  
পা কাপিলী কপিলকথা কাপি লীনা আসীৎ । তথা পূর্বমতথা-  
পি প্রভাকরোক্তির্ভয়া আসীৎ । ভট্টপাদপ্রবাদঃ পরং কেবলং  
কচিদপি ভূমাবজনি প্রোহুভূতঃ । কিঞ্চ অথ তথা পাতঞ্জলৈঃ  
কাণাদৈশ্চ জনিতং যদ্ব্যতন্তদভিব্যাপ্য ভেদবার্তা ভূতবাগুচি-  
তবাগাসীৎ অসমবাগিতিবা অসত্যবাগিতিবা । ভূতং স্মাদৌ  
পিশাচাদৌ জন্তৌ ক্লীবস্তিষু চিতে । প্রাপ্তে বৃত্তে নমে নতো  
দেবযোন্তস্তরেহুগে ইতি মেদিনী ॥ ৮৯ ॥

জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিতের শারদা পীঠে অবস্থান অদ্য  
সর্বপ্রকারে উৎকর্ষ লাভ করুক । ৮৮ ।

দুর্দান্ত দুষ্ক বাদীগণের সহিত ব্রহ্মবিদ্যার  
গুরু শঙ্করাচার্যের যে বাদরূপ পাশক্রীড়ার  
কথা হয়, সেই কথা রূপ হুন্দুভিবাদ্যের ধিক্রিম  
শব্দ উৎপন্ন হইলে, অক্ষপাদ গৌতমের কথা  
কোথায় লীন হইল—কপিলেরও কথা কোথায়  
নিমগ্ন হইল—পূর্ব প্রভাকরের অভূম্য বাক্য  
একেবারে ভগ্ন হইল—ভট্টপাদের বাক্য কেবল  
পৃথিবীর কোন কোন স্থানে বিদ্যমান রহিল ।

কাণাদঃ ক প্রণাদঃ কচ কপিলবচঃ কাক্ষিপাদ-  
প্রবাদঃ কাপ্যক্সা যোগকন্না ক গুরুরতিলঘুঃ কাপি-  
ভাট্টপ্রঘট্টং । ক দ্বৈতাদ্বৈতবার্তা কপণকবিরূতিঃ  
কাপি পাণ্ডবখণ্ড ধ্বাস্ত্রধ্বঃনৈকভানো জয়তি যতি-  
পতেঃ শারদাপীঠবাসে ॥ ৯০ ॥

কিঞ্চ পাণ্ডু সংঘাতাঙ্ককারধ্বংসৈকস্বর্গ্যস্ত যতিপতেঃ  
শারদাপীঠবাসে জয়তি সতি কাণাদঃ প্রবাদঃ ক নকাপীত্যর্থঃ ।  
কাপি ক চ কপণকবিরূতি রাইতব্যাখ্যানং ॥ ৯০ ॥

আর পাতঞ্জল ও কণাদ মতাবলম্বী ব্যক্তি গণ  
যেমন স্বজন করিয়াছেন, সেই মত বেপিয়া ভেদ  
সম্বাদ একেবারে অনুচিত বাক্য হইল । ৮৯ ।

পৃথিবীতলে যত প্রকার পাণ্ডু ছিল, তাহা-  
দের মত রূপ অঙ্ককার দলন করিতে যতিপতি  
শঙ্কর এক মাত্র সূর্য্য ছিলেন । এরূপ মহোদয়  
শঙ্করের শারদাপীঠে অবস্থিতি হইলে কণাদের  
প্রবাদ আর কোথায় থাকিল ? কপিলের বাক্য  
কোথায় থাকিবে ? গোতমের কথা একেবারে  
লুপ্ত হইল । যোগশাস্ত্রের অনুগামী পাতঞ্জল  
গণ অন্ধ হইয়া গেল । গুরু প্রভাকর ক্রমশঃ  
অতিশয় লঘু হইলেন । ভট্টমতের সরণি একে-  
বারে লুপ্ত প্রায় হইয়া আসিল । দ্বৈত ও অদ্বৈত  
এই উভয় বার্তা থাকিতে পারিল না—এবং  
জৈনমতাবলম্বীদের ব্যাখ্যা নামমাত্রে পরিণত  
হইল । ৯০ ।

শঙ্করের শারদ পীঠে আরোহণ করা হইলে

ততো দিবিসদধ্বনি ত্বরিতমধ্বরাশাবলীধুরঙ্কর-  
সমীরিতত্রিদশপাণিকোণাহতঃ । অরুন্ধ হরিদ-  
স্তরং স্বরভরৈ ভ্রমংসিকুতি ঘনানঘনানারবপ্রথ-  
মবন্ধুভি দু নুভিঃ ॥ ৯১ ॥

কচভরবহনং পুলোমজায়াঃ কতিচিদহান্তপগ-

ততঃ শারদাপীঠারোহণানন্তরং দিবিসদধ্বনি দেবমার্গে-  
ত্বরিতং ঝটিতি যজ্ঞভূকপংক্তিধুরঙ্করইন্দ্রস্তেন সম্যক প্রেরিতা-  
নাং দেবানাং হস্তপ্রাপ্তভাগৈরাহত আসমত্তাত্তাডিতো দুন্দুভি  
ভ্রমন্তঃ সিন্ধবঃ সমুদ্রা যৈ ঘনানঘনো মেঘস্তস্য ঘনীভূতানা-  
মারবাণাঃ শব্দানাং প্রথমবন্ধুভিস্তত্ত্বগৈঃ স্বরাণামতিশয়ে হ-  
রিতাং দিশামস্তরমস্তরালমক্ক রোধিতবান্ পৃথ্বী ॥ ৯১ ॥

অথানন্তরং সুধাভূজো দেবাঃ পুলোমজায়াঃ শচ্যাঃ সংগত-  
কেশভরবহনং কতিচিদ্বিসানি অপগভকমপগতেষদ্বিকসং

দেবরাজ ইন্দ্র শীঘ্র দেবতাদিগকে প্রেরণ করি-  
লেন । অন্যান্য দেব গণ ইন্দ্রের আদেশে হস্তের  
প্রাপ্ত ভাগ দ্বারা দুন্দুভিবাদ্য বাজাইতে লাগি-  
লেন । মেঘ সকল সমুদ্রদিগকে ঢাকল করিলে  
সেই সমুদ্র হইতে যে শব্দ উত্থিত হয়, সেই  
শব্দের মতন দুন্দুভি শব্দ দ্বারা দেবগণ একেবারে  
দিগ্‌মণ্ডল আচ্ছাদন করিল । ৯১ ।

অনন্তর ইন্দ্রাণীর বন্ধ কেশ কলাপের উপরে  
যে সকল বিকসিত স্বর্গীয় পুষ্প থাকিত, কিছু  
দিনের জন্য দেবগণ শচীর সেই কবরী পুষ্প শূন্য  
করিয়া—ঈষৎ বিকসিত পুষ্প দ্বারা কবরী বিরহিত  
করিয়া—শঙ্কর গুরুর মস্তকে সানন্দে কল্পতরুর

ভকং যথা স্যাৎ । গুরুশিরসি তথা স্থাশনাঃ  
স্বস্তকুসুম্যান্যথ হর্ষতোহ ভ্যবর্ষন্ ॥ ৯২ ॥

ইতি মুনিরতিতুষ্ঠৌঃ ধ্যায়্য সর্বজ্ঞপীঠং নিজমত-  
গুরুতায়ৈ নোপুন মর্মানহেতোঃ । কতিচন বিনিবে-  
শ্যার্থ্যশৃঙ্গাশ্রমাদৌ মুনিরথ বদরীং স প্রাপ  
কৈশ্চিৎ স্বশিষ্যৈঃ ॥ ৯৩ ॥

পুংসঃ যথাস্থাতথা গুরোঃ শ্রীশঙ্করস্ত শিরসি কল্পবৃক্ষপুষ্পাণি  
হর্ষণাত্যবর্ষন্ সম্যক্ বৃষ্টিং কৃতবন্তঃ পুষ্পিতাগ্রা ॥ ৯২ ॥

ইত্যেবমতিতুষ্ঠৌ মূনিঃ শ্রীশঙ্করঃ সর্বজ্ঞপীঠমধ্যায়্য তদ-  
পরিস্থিতা তদপি নিজমতস্য গুরুতায়ৈ শ্রেষ্ট্যয়ন পুনর্মর্মান-  
হেতোরথানস্তরং কতিচন সুরেশ্বরাদীন তচ্ছিষ্যান্ ঋষ্যাশৃ-  
ঙ্গাশ্রমাদৌ বিনিবেশ্যাপ সমুনি বদরীং বদরিকাশ্রমং কৈশ্চিৎ  
স্বশিষ্যৈঃ সহিতঃ সন্ প্রাপ মালিনী ॥ ৯৩ ॥

কুসুম রাশি বর্ষণ করিতে লাগিল । ৯২ ।

এই রূপে মুনিবর শঙ্কর অত্যন্ত পরিতুষ্ট  
হইয়া সর্বজ্ঞ পীঠে অবস্থান করিলেন । নিজের  
মত কিসে সর্বত্র প্রচারিত হয় এবং সর্ব মত  
অপেক্ষা নিজের মত কিরূপে শ্রেষ্ঠ হয়, ইহার  
জন্যই আচার্য্য সর্বজ্ঞ পীঠে আরোহণ করিয়া  
কিছু দিন বাস করেন । নতুবা সকলে কিসে  
সন্মান করিবে—কি রূপে সকল পণ্ডিতের অগ্রগণ্য  
হইবেন—ইহার জন্য কদাচ শারদা পীঠে অব-  
স্থান করেন নাই । পরে কিছু দিন তথায় অব-  
স্থান করিয়া সুরেশ্বর প্রভৃতি কতক গুলি  
শিষ্যকে ঋষ্য শৃঙ্গাশ্রম প্রভৃতি আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত

দিবসান্ বিনির্নায় তত্র কাংশ্চিৎ স চ পাত-  
ঞ্জলতন্ত্রমিতিভেদ্যঃ । কপয়োপদিশন্ স্বসূত্রভাষ্যং  
বিজিতত্যাগিতসর্বদর্শনেভ্যো ॥ ৯৪ ॥

নিতরাং যতিরাদুড়ুরাজকর প্রকরপ্রচুরপ্রসর  
স্বযশাঃ । স্বময়ং সময়ং গময়ন্ রময়ন্ হৃদয়ং সদয়ং  
সুধিয়াং শুশুভে ॥ ৯৫ ॥

অথ তত্র যৎকৃতবা কদাহ । তত্র বদর্যাং স চ শ্রীশঙ্করাচা-  
র্য্যো বিজিতাশ্চতে ত্যাজিতসর্বদর্শনাশ্চ ইতিভেদ্যঃ তথাভূতেভ্যঃ  
পাতঞ্জলশাস্ত্রমিতিভেদ্যঃ কপয়া স্বকৃতং ভাষ্যমুপদিশন্ সন্-  
কানিচিদ্দিবসানি ব্যতিক্রান্তবান্ বসন্তমালিকা ॥ ৯৪ ॥

উড়ুরাজস্য চক্রস্য কিরণপ্রকরঃ কিরণকলাপস্তদ্বৎ প্রচুরঃ  
প্রসরোযস্য তথাভূতং স্বীয়ং যশোযস্য স যতিরাত শ্রীশঙ্করা-  
চার্য্যঃ স্বময়মাত্রপ্রচুরং সময়ং শাস্ত্রমবগময়ন্নয়ং সুধিয়াং  
হৃদয়ং রময়ন্ স্নিতরাং শুশুভে তোটকং ॥ ৯৫ ॥

করেন । অবশিষ্ট কতকগুলি আপনার শিষ্য  
সঙ্গে লইয়া মুনিবর শঙ্কর বদরিকাশ্রমে গমন  
করেন । ৯৩ ।

বদরিকাশ্রমে শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বক বাহাদিগকে  
জয় করিয়া ছিলেন—শেষে অন্যান্য সমস্ত দর্শ-  
নের মত বাহাদের হৃদয় হইতে দূর করিয়া দেন,  
সেই সমস্ত পাতঞ্জল দর্শনের অনুচর বিখ্যাত  
পণ্ডিত দিগকে অনুকম্পা পূর্ব্বক স্বকৃত ভাষ্য  
উপদেশ দিয়া কতিপয় দিবস অতিবাহিত  
করিলেন । ৯৪ ।

যতি রাজ শঙ্করের কীর্ত্তিকলাপ নক্ষত্ররাজ



এবং প্রকারৈঃ কলিকল্মষৈঃ শিবাবতারস্ত  
শুভৈশ্চরিত্রৈঃ । দ্বাত্রিংশদুজ্জ্বলকীর্তিরাশেঃ সমা  
ব্যতীযুঃ কিল শঙ্করস্ত ॥ ৯৬ ॥

ভাষ্যং ভূষ্যং সুশীলৈরকলিকলিমলধ্বংসিকৈ-  
বল্যমূল্যং হস্তাহস্তা সমস্তাং কুমতিনতিকৃতা

উপসংহরতি । এবং প্রকারৈঃ কলিকল্মষৈঃ শুভৈশ্চরিত্রৈ-  
রুজ্জ্বলকীর্তিরাশেঃ শিবাবতারস্ত শঙ্করস্ত দ্বাত্রিংশৎ সংবৎ  
সরা ব্যতীযুরিতিগোজনা আখ্যানকী ॥ ৯৬ ॥

শ্রীশঙ্করাচার্যোভাষ্যাদিকরণৈঃ সুধিয়াং কৃতে নিরতিশয়ঃ-  
শ্রেয়ঃ সম্পাদিতবান্ তত্যাশয়েনাচ্চ ভাষামিতি । সুশীলৈঃ  
ভূষ্যঃ কলিমলবিমাশং কৈবল্যস্ত মূল্যং বেতনং ভাষ্যমকলিকৃতং

চন্দ্রের কিরণ মালার মতন সর্বত্র বিস্তৃত ।  
তথায় শঙ্কর আত্মতত্ত্বে পরিপূর্ণ শাস্ত্র সকল  
তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন । শেষে সুধী  
গণের অন্তঃকরণ পুলকিত করিয়া নিতান্ত শোভা  
পাইতে লাগিলেন । ৯৫ ।

উপসংহারে বক্তব্য এই—যাঁহার কীর্তিকলাপ  
অত্যন্ত উজ্জ্বল—এরূপ মহোদয় শঙ্করের এই রূপ  
অলৌকিক, কলিকলুষনাশী চরিত্র দ্বারা বত্রিশ  
বৎসর অতীত হইল । শিবাবতার শঙ্করের  
চরিত্র, কার্য ও কীর্তি কলাপ সর্ব প্রকারে  
অমানুষীয় ঘটনা দ্বারা সঙ্কলিত । ৯৬ ।

সুশীল পণ্ডিতগণের সংস্পর্শে যে ভাষ্য  
অত্যন্ত অলঙ্কৃত হয়—যে ভাষ্য একেবারে কলি-  
কলুষ ধ্বংস করিয়া থাকে—যে ভাষ্য কৈবল্যমুক্তির

খণ্ডিতা পণ্ডিতানাং । সদ্যোবিদ্যাতিতাসৌ বিপথ-  
বিমথনৈর্মুক্তিপদ্যাংনবদ্যাশ্রেয়োভূয়োবুধানামধিক-  
তরমিতঃ শঙ্করঃ কিং করোতু ॥ ৯৭ ॥

হস্তাহশোভি যশোভরৈস্ত্রিজগতী মন্দারকু-  
ন্দেন্দুভা—মুক্তাহারপটীরহীরবিহরমীহারতারানি-

হস্তেতি হর্ষে কোমলামগ্নগেবা কুমতীনাং নমস্কারৈঃ কৃতা যা  
পণ্ডিতানামহস্তা সা সমস্তাং খণ্ডিতা । এবং বিপথমথনৈরসা-  
বনবদ্যা মুক্তিপদ্যা মোক্ষপদ্ধতিঃ সদ্যোবিদ্যাতিতাসৌ । তস্মা-  
দেবং কর্তা শঙ্করঃ ইতোহধিকতরং শ্রেয়ঃ পুনঃ কিংকরোতু  
তস্মাভাবাদিত্যর্থঃ স্তম্ভঃ ॥ ৯৭ ॥

কিঞ্চ হস্তেত্যশ্চর্য্যে হর্ষে বা ত্রিজগত্যাং ত্রিলোক্যাং বা

বেতন স্বরূপ—অর্থাৎ এই ভাষ্য দেখিবা মাত্র  
মুক্তি ঘটিয়া থাকে—আর্য্য শঙ্কর এরূপ মহা-  
মূল্য বা অমূল্য ভাষ্য প্রণয়ন করেন । কুমতা-  
বলম্বী বাদী গণ প্রণাম করিয়া যে সকল পণ্ডিতের  
অহঙ্কার উৎপাদন করিয়াছেন—সেই অহঙ্কার  
একেবারে আচার্য্য কর্তৃক বিদলিত হয় । পরে  
কুপথ মন্থন করিয়া আনন্দিত মুক্তি পদ্ধতি সম-  
ধিক প্রদীপ্ত করেন । মহোদয় শঙ্কর এই সকল  
মুচ্যরূপে সুসম্পন্ন করেন । বস্তুতঃ ইহা  
অপেক্ষা আর কোন মঙ্গল জনক কার্য্য ছিল না ।  
এই কারণে শঙ্কর তাহা সম্পন্নও করেন নাই ।  
যদি মাস্তুলিক কার্য্য করিতে শঙ্করের ক্রটি হইত,  
তবে কখনই তিনি মহোচ্চ পদে অধিরূঢ় হইতেন  
না । ৯৭ ।

ভৈঃ । কারুণ্যামৃতনির্ব্বারৈঃ স্কৃতিনাং দৈশ্চা-  
নলঃ শূন্যতাং নীতঃ শঙ্করযোগিনা কিমধুনা সৌ-  
রভ্য মারভ্যতাং ॥ ৯৮ ॥

আক্রান্তানি দিগন্তরাণি যশসা সাধীয়াস। ভূয়সা  
বিস্মেরাণি দিগন্তরাণি রচিতান্মত্যাধুতৈঃ ক্রীড়িতৈঃ ।

নি মন্দারাদীনি তত্ত্বলৈয়াসমস্তাচ্ছোভনৈর্ঘশসাং ভরৈর্ভারৈ-  
রতিগৈর্ঘর্ষা কারুণ্যামৃতন্ত নির্ব্বারৈঃ প্রবাহৈঃ শঙ্করযোগিনা  
স্কৃতিনাং দৈশ্চাস্কগোহ্মিঃ শূন্যতান্নীতোহতস্তেনাধুনাহতঃ  
পরং শ্রৌরত্যক্ষিমারভ্যতাং । তত্রেন্দুভাশ্চজ্যোৎস্না পটীরশ্চ-  
ন্দনং তীরোবজ্রং বিহরয়ীহারশ্চলভূষারং শাদূলং ॥ ৯৮ ॥

কিঞ্চ সাধীয়াস। বাচতরেণাতিদূচেন ভূয়সাযশসা দিগন্তরাণি

ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ! অথবা ইহা  
আনন্দের বিষয় ! শঙ্করের যশোরাশি এক জগতের  
নহে—কিন্তু ত্রিভুবনের যত কল্প কুসুম, যত কুন্দ  
পুষ্প, যত চন্দ্রের জ্যোৎস্না, যত চন্দন, যত হীরক,  
যত প্রকার চঞ্চল ভূষার কণা, এবং যত প্রকার  
উজ্জ্বল তারা আছে, তাহার মতন সমুজ্জ্বল কীর্তি  
কলাপ । কারুণ্য রূপ অমৃত প্রবাহ এবং  
পূর্ব্বোক্ত উদ্দীপ্ত স্বীয় যশোরাশি দ্বারা মহানুভব  
শঙ্কর স্কৃতি শালী পণ্ডিত গণের দৈন্য রূপ অনল  
নির্ব্বাণ করেন । আচার্য্য যখন এরূপ অসাধারণ  
কার্য্য করিয়াছেন, তখন ইহা অপেক্ষা আর  
কি কার্য্য করিবেন—যে কার্য্য করিলে আচার্য্যের  
একটু নীরত বৃদ্ধি হয়না ৯৮ ।

দূঢ়তর ও মহত্তর যশোরাশি দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল

ভক্তাঃ স্বেপ্সিতভুক্তিমুক্তিকলনোপারৈঃ কৃতার্থী-  
কৃত। ভিক্ষুক্ষাপতিনা কিমন্যদধুনা সৌজন্য-  
মাতন্যতাং ॥ ৯৯ ॥

পারিকাংক্ষীষরোহথাপদুদ্বারকং সেবমানাতুল-  
স্বস্তিবিস্তারকং । পাপদাবানলাতাপসংহারকং  
যোগিরন্দাধিপঃ প্রাপ কেদারকং ॥ ১০০ ॥

আক্রান্তানি ব্যাপ্তানি অস্তিমবাচয়োনেদসাধাবিতিবাচ শব্দস্ত-  
সাধাদেশঃ । বাচং দৃঢ়প্রতিজ্ঞয়োরিতি মেদিনী । তথাভাস্তমা-  
শ্চর্য্য রূপৈরতিমামুষৈঃ ক্রীড়িতৈর্দিগন্তরাণি বিস্মেরাণি বিস্ময়-  
শীলানি রচিতানি তথা স্বভক্তাঃ স্বশ্বেপ্সিতভোগমোক্ষপ্রাপ্ত্য-  
পারৈঃ কৃতার্থীকৃতান্তম্মাদেবং কৃতবতা যতিরাজেনাধুনে-  
তোহতং সৌজন্যং কি মাতন্যতাং ॥ ৯৯ ॥

পারিকাঙ্ক্ষীষরোহপি তাপসেধরোহপি তপস্বী তাপসঃ  
পারিকাঙ্ক্ষীত্যগরঃ । কেদারকং প্রাপ । তং বিশিনষ্টি ।

ব্যাপ্ত করেন । অত্যন্ত আশ্চর্য্য রূপ অর্থাৎ  
অলৌকিক ক্রীড়া কলাপ দ্বারা চারিদিক্ বিস্ময়  
রসে পরিপূর্ণ করেন । আর যে সকল আপনার  
ভক্ত ছিল, তাহাদিগকে অভীষ্ট ভোগ ও অভীষ্ট  
মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় দ্বারা কৃতার্থ করেন ।  
আচার্য্য যখন এরূপ কার্য্য করিয়াছেন, তখন ইহা  
অপেক্ষা আর অধিক কি সৌজন্য দেখাইবেন ? ।  
পৃথিবীতে এমন আর কোন কার্য্য নাই যে, সেই  
কার্য্য করিলে শঙ্করের আর একটু সৌজন্য বৃদ্ধি  
হইবে । ৯৯ ।

শঙ্কর তাপসের মধ্যে ঈশ্বর হইলেও শৈবে

তত্রাতিশীতাদিতশিষ্যসংরক্ষণায়াহতুলিত-  
প্রভাবঃ । তপ্তোদকং প্রার্থয়তে স্ম চন্দ্রক-  
লাধরাভীর্থকরপ্রধানঃ ॥ ১০১ ॥

কর্মন্দিবন্দপতিনা গিরিশোহর্থিতঃ সন্ সন্তপ্ত-  
বারিলহরীঃ স্বপদারবিন্দাৎ । প্রাবর্তয়ৎ প্রথমতী

আপজ্জারকং সেবমানানামতুলায়াঃ স্বস্তেবিস্তারকং পাপদাবাগি  
পরিতাপস্ত সংহারকং অখিণী ॥ ১০০ ॥

তত্র কেদারকে. অতিশীতেন পীড়িতস্য শিষ্যসমূহস্য  
সংরক্ষণার্থমতুলপ্রভাবঃ শাস্ত্রকর্তৃবু প্রধানঃ শ্রীশঙ্করাচার্য্যঃ  
চন্দ্রকলাধরান্মহাদেবাৎ তপ্তোদকং প্রার্থয়ামাস উপ-  
জাতিঃ ॥ ১০১ ॥

তথা হইতে কেদার তীর্থে গমন করেন । কেদার  
তীর্থ সকল প্রকার বিপদরাশি ভঞ্জন করিয়া থাকে ।  
যাহারা ঐ তীর্থে একান্ত ভক্ত, প্রাণপণে এই  
তীর্থে আসিয়া বসতি করিয়া থাকে, তাহাদের  
অনুপম মঙ্গল পথ বিস্তৃত হয় । এই তীর্থে বাস  
করিলে পাপ রূপ দাবানলের প্রচণ্ড উত্তাপে আর  
দগ্ধ হইতে হয় না । ১০০ ।

ঐ কেদারতীর্থে আচার্য্যের সমুদয় শিষ্য  
অনিবার্য শীত যন্ত্রণায় অতিশয় ব্যথিত হন ।  
শাস্ত্র কর্তা দিগের মধ্যে প্রধান ঐ শঙ্করাচার্য্য শীত  
ব্যথিত শিষ্য দিগকে রক্ষা করিবার জন্য চন্দ্র-  
কলাধারী মহেশ্বরের নিকট হইতে উষ্ণজল  
প্রার্থনা করিলেন । ১০১ ।

ভিক্ষুক দিগের অধীশ্বর শঙ্করাচার্য্য মহাদেবের

যতিনাথকীর্ত্তিং যাহদ্যাপি তত্র সমুদগচ্ছতি তপ্ত-  
তোয়া ॥ ১০২ ॥

ইতি কৃতস্বরকার্য্যং নেতুমাজগ্মুরেনং রজত-  
শিখরিশৃঙ্গং তুঙ্গমীশাবতারম্ । বিধিশতমথচন্দ্রো-  
পেন্দ্রবাস্ময়ির্পূর্বাঃ সুরনিকরবরেণ্যাঃ সর্ষিসজ্জাঃ  
সসিদ্ধাঃ ॥ ১০৩ ॥

কর্মন্দিবন্দস্ত ভিক্ষুসমুদায়স্ত পতিঃ ত্রিশতবস্তেন  
প্রার্থিতঃ সন্ গিরিশঃ শিবঃ সন্তপ্ততোয়লহরীং নদীং স্বচরণার-  
বিন্দাৎ প্রবর্তিতবান্ । যা ততপ্ততোয়া যতিনাথকীর্ত্তিং বিস্তা-  
রতী অদ্যাপি তত্র সমুদগচ্ছতি সমুদ্রসতীতিবা বসন্ততি-  
লক ॥ ১০২ ॥

ইত্যেবং কৃতং দেবকার্য্যং যেন তমেনমীশাবতারং ত্রিশ-  
ঙ্করং তুঙ্গমুরতং কৈলাসগিরিশৃঙ্গং প্রতিনেতুং ব্রহ্মেন্দ্রাদয়ঃ  
স্বরসমুদায়প্রবরা ঋষিসজ্জৈঃ সিদ্ধৈশ্চ সহিতা আজগ্মুঃ  
মাগিনী ॥ ১০৩ ॥

নিকটে প্রার্থনা করেন । শঙ্করের প্রার্থনায় পরি-  
তুষ্ট হইয়া মহাদেব আপনার চরণার বিন্দ হইতে  
একটা তপ্ত জল বিশিষ্ট নদী সৃজন করেন । ‘তপ্ত  
তোয়া’ নাম ধারিণী যে নদী যতিপতির কীর্ত্তি  
বিস্তার করিয়া অদ্যাপি কেদার তীর্থে প্রবাহিত  
হইতেছে । ১০২ ।

এইরূপে দেব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শিবাবতার  
শঙ্কর কেদার তীর্থে কিছু দিন অবস্থান করেন ।  
তৎকালে বিধি, বিষ্ণু, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি বর-  
ণীয় দেবতাগণ ঋষি দিগকে ও সিদ্ধসমূহ সঙ্গে

বিদ্যাদল্লীনিযুতসমুদারক যুঁকৈ বি'মানৈঃ সংখ্যা-  
তীতৈঃ সপদি গগনাভোগমাচ্ছাদয়ন্তঃ । স্তব্ধা দেবঃ  
ত্রিপুরমথনং তে যতীশানবেষং মন্দারোথৈঃ কুশ  
মনিচযৈরক্রবন্নচরন্তঃ ॥ ১০৪ ॥

ভবানাদ্যোদেবঃ কবলিতবিমঃ কামদহনঃ

আগত্য যৎ কৃতবন্তুদাহ । বিদ্যাদল্লীনাং নিযুতৈ লৈকৈঃ  
সমাগারকঃ যুঁকঃ যৈঃ বিদ্যাদল্লীনিযুততুল্যৈরিতি যাবৎ  
তথাভূতৈঃ সংখ্যারহিতৈ বি'মানৈঃ সপদি তৎক্লেণ আভোগং  
পূর্ণং গগনাকাশমাচ্ছাদয়ন্তো যতীশবেশং ত্রিপুরমথনং মহাদেবঃ  
স্তব্ধা মন্দারোথৈঃ পুষ্পসমুদারৈরচরন্তস্তে ব্রহ্মাদয়ো দেবা  
অত্র বন্তু কৃতবন্তঃ মন্দাক্রান্তা ॥ ১০৪ ॥

বদন্তু বন্তুদাহরতি । আদ্যঃ সৰ্বকারণভূতৌ দেবঃ দ্যোত-  
নাম্বকঃ সকলদেবাদিঃ জগদ্রক্ষণায় কবলিতঃ গ্রসিতঃ বিষং

করিয়া আনিয়া কৈলাস পর্বতের উন্নত শৃঙ্গে  
শঙ্করকে লইয়া যাইতে তথায় উপস্থিত হন । ১০৩ ।

দেবগণ, দ্ব্যয় গণ ও সিদ্ধগণ তথায় উপস্থিত  
হইয়া লক্ষ লক্ষ বিদ্যাদল্লীতার মতন সমধিক সমুজ্জ্বল,  
ও অসংখ্য বোময়ান প্রভায় আকাশ মণ্ডল আচ্ছা-  
দন করেন । হটাত সম্পূর্ণ ভাবে আকাশ মণ্ডল  
আচ্ছাদিত হইলে যতিবেশধারী ত্রিপুরারি  
মহাদেবের স্তব করেন । অনন্তর ব্রহ্মাদি দেব  
গণ মন্দার যুঁকের পুষ্প রাশি লইয়া শঙ্করের দেহে  
বর্ষণ করত বলিতে লাগিলেন । ১০৪ ।

আপনি সকল পদার্থের কারণ—আপনি দ্যুতি-  
মান সকল দেবের আদি । কেবল জগৎ রক্ষা

পুরাণাতি বিশ্বপ্রভবলয়হেতুত্বনিয়নঃ । বদধং  
গাং প্রাপ্তোভবমথন ! রতন্তুদধুনা তদায়াহি স্বর্গং  
সপদি গিরিশাস্মৎপ্রিয়কৃতে ॥ ১০৫ ॥

সমুদ্রমথনাত্মং জালাহলাপ্যং যেন । পুনশ্চ কামদহনঃ পুরাণাতি-  
ত্রিপুরসংহারককর্তা বিশ্বোৎপত্তিলয়কারণং ত্রিনেত্রো মহা-  
দেবো ভবান্দধরঃ বেদমর্যাদাস্থাপনার্থং ভূমিং প্রাপ্তন্তুদধুনা  
হে সংসৃতিনিবারক ! রতন্তু সম্পন্নং তন্তুদধুনা সপদি দ্রা-  
হো গিরিশ ! অস্মৎপ্রিয়ার্থং স্বর্গমায়াহি শিখং ॥ ১০৫ ॥

করিবার জন্য সমুদ্রজাত কালকূট বিষ ভক্ষণ  
করেন । আপনিই কামদেবকে দগ্ধ করেন—  
আপনিই ত্রিপুরাস্তবের সংহার কর্তা এবং বিশ্ব  
ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও লয়ের আপনিই একমাত্র  
কারণ । আপনিই সেই ত্রিনয়ন মহাদেব । হে  
সংসার নিবারক ! আপনি যে কারণে অর্থাৎ  
বেদ মর্যাদা রক্ষা ও বিস্তার করিবার মানসে  
ভূতলে আসিয়াছিলেন, এক্ষণে তৎসমুদয় কার্য  
নিঃশেষিত হইয়াছে । হে গিরিশ ! অতএব  
সম্প্রতি আপনি আমাদের (দেবতা দিগের)  
প্রিয় ও শুভকার্য সম্পন্ন করিবার জন্য শীঘ্র স্বর্গে  
আগমন করুন । আপনার বিরহে দেবপুরী  
গুণ্য ও দেবতাগণ নিতান্ত বিধুর হইয়া কাল  
যাপন করিতেছেন । অতএব আপনি আর এক  
মুহূর্তের জন্যও কাল বিলম্ব করিবেন না । ১০৫ ।

বিনয় প্রধান দেব গণের বাক্য সমাপ্ত হইলে  
যতি বেশ ধারী শঙ্কর স্বর্গে যাইবার জন্য শীঘ্র



উন্মীলনদিনয়প্রধানসুমনোবাক্যাবসানে মহা-  
দেবে সমস্ততসম্ভ্রমে নিজপদং গন্তুং মনঃ কুবতি ।  
শৈলাদিঃ প্রমথৈঃ পরিকৃতবপুস্তম্হো পুরস্তৎ-  
ক্ষণাতুক্ষা শারদবারিমুগ্ধবরটাহঙ্কারহঙ্কার-  
কৃৎ ॥ ১০৬ ॥

ইন্দ্রোপেন্দ্রপ্রধানৈস্ত্রিংশপরিবৃটেঃ সূর্যমানঃ  
প্রসূনৈর্দিবৈরভ্যর্চ্যমানং সরসিরুহভূবা দত্তহস্তাবল-  
ম্বঃ । আরুহ্যোক্ষাগমগ্র্যং একটিতম্ভটাজুট-  
চন্দ্রাবতংসঃ শৃণুমানলোকশব্দং সমুদিতমুষিভি ধী-  
ম নৈজং প্রতস্থে ॥ ১০৭ ॥

বিকসদিনয়প্রধানানাং সুমনসাং দেবানাং বাক্যস্তাস্তে  
উন্মীলনতো বিনয়প্রধানসুমনোবাক্যস্ততিবা মহাদেবে ত্রিংশ-  
দেবে প্রীকৃতসম্ভ্রমে নিজপদং গন্তুং মনঃ কুবতি সতি  
প্রমথৈঃ রুদ্রগণৈঃ পরিকৃতং ভূষিতং বপুর্ভূত স শৈলাদিকক্ষা ন  
ক্ষ্যাপো রমস্তৎক্ষণাচ্চীশঙ্করাচার্যাস্তাগ্রে তেষাং । তং বিশিনষ্টি ।  
শরৎকালীনমলম্ভ দৃষ্টম্ভ বরটায়্যা হংসযোষিতশচাহঙ্কারম্ভ  
শৌক্যাহস্তাবসা হঙ্কারকৃৎ তেভ্যোহপি শুক্ল ইত্যর্থঃ । হংসসা-  
যোষিতদ্ববৃটেভ্যামরঃ । শাদূলবিব্রীড়িতং ছন্দঃ ॥ ১০৬ ॥

অথ সম্পাদিতসমস্তসুরকার্যাস্ত ত্রিংশরাচার্যাস্ত স্বধা-  
মারোহণং বর্ণয়তি । ইন্দ্রোপেন্দ্রপ্রধানৈস্ত্রিংশপরিবৃটে দেবো-  
ধিপৈঃ সূর্যমানঃ পুনশ্চ দিবিভবৈঃ পুষ্পৈরর্চ্যমানঃ কমলজেন  
ব্রহ্মণা দত্তো হস্তাবলম্বো যস্যৈ সঃ অগ্র্যং শ্রেষ্ঠং বৃষং নন্দিনং  
সমাকৃৎ প্রকটিভৌ জটাজুটচন্দ্রাবতংসৌ যেন স ঋষিভিঃ সমু-  
দিতং আলোকশব্দং বলিভাষণশব্দং শৃণু স্বীয়ং ধাম প্রতস্থে ।  
অলোকস্ত পুমান্ দ্যোতে দর্শনে বলিভাষণে ইতি মেদিনী  
অঙ্করা ॥ ১০৭ ॥

ব্যস্ততা দেখাইলেন । আপনার পুরাতন শিব  
পদে গমন করিবার নিমিত্ত শীঘ্র মনন করি-  
লেন । মাননিক ভাব ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া  
উঠিল । আপনার কৈলাস পর্বত তৎক্ষণাৎ  
আচার্য্যের সম্মুখে উপস্থিত হইল । শঙ্করের  
পারিষদ প্রমথ ও রুদ্র গণ কৈলাস পর্বত পরি-  
কৃত ও ভূষিত করিয়া রাখিল । নন্দী নামক  
স্বকীয় বৃষটি তৎক্ষণাৎ সম্মুখে উপস্থিত হইল ।  
শরৎ কালীন নদী বা পুষ্করিণীর নির্মল জল, দুগ্ধ,  
ও হংসী, ইহাদের যে পরম্পর শুক্ল বর্ণের জন্য  
মনে মনে অহঙ্কার আছে—নন্দী বৃষের নিকট ইহা  
দেরও অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া যায় । বস্তুতঃ মহা-

দেবের বৃষ শারদীয় জল দুগ্ধ ও হংসী অপেক্ষা  
সমধিক শুক্ল বর্ণ । ১০৬ ।

অনন্তর সমস্ত সুর কার্য সম্পন্ন করিয়া শঙ্করা-  
চার্য্য স্বধামে গমন করেন । বিষ্ণু, ইন্দ্র, এবং যে  
সকল দেবতা দেব লোকেও পূজ্য ও প্রধান,  
তঁাহারা শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন । স্বর্গীয়  
কুসুম দ্বারা তঁাহাকে অর্চনা করিলে লাগিলেন ।  
পদ্মযোনি ব্রহ্মা স্বয়ং আপনি শঙ্করের হস্ত অব-  
লম্বন করিলেন । আপনার নন্দী বৃষে আরো-  
হণ করিয়া পূর্ব মত জটাজুট ও চন্দ্রকলা দ্বারা  
অলঙ্কৃত হইলেন । ঋষিগণ স্তুতি পাঠকের মতন  
স্তুতি পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তখন সেই

ইতি শ্রীমাধবীয়ে তচ্ছারদাপীঠাসংগঃ ।  
সংক্ষেপশঙ্করজয়ে সর্গঃ পূর্ণোহপি ষোড়শঃ ॥

জীবনৈব বিমুচ্যতে বহুদিতঃ ব্রহ্মাহ্মণঃ তারকং ক্ষমা তং  
দ্বিজরাজসংশ্রিতপদং ভাষাধিপস্যাদ্যদং । বেদান্তামৃতযুক্তক-  
ণ্ঠমনলৈ হংসৈঃ সদা সেবিতং ভোগ্যাসঙ্গবিবর্জিতং যতিবরং  
নৌমাদ্যুতং শঙ্করং ॥ ১ ॥

শব্দ শুনিতে শুনিতে আচার্য্য স্বধামে প্রস্থান  
করিলেন । ১:৭ ।

টীকাকারের উক্তি ।

যে অদ্বয়, অখণ্ড, তারক ব্রহ্ম নাম শুনিয়া  
লোকে জীবমুক্ত হয়, দ্বিজেন্দ্র গণ যাঁহার পাদ  
পদ্ম সর্বদা সেবা করিয়া থাকেন, যিনি ভাষাবিৎ,  
তিনিও যাঁহার আশীর্বাদে আত্মতত্ত্ব জানিতে  
পারেন, যাঁহার কণ্ঠদেশ বেদান্ত রূপ অমৃত দ্বারা  
সর্বদা পরিপূর্ণ, বিমলমতি পরমহংস সর্বদা  
যাঁহাকে সেবা করিয়া থাকেন, পৃথিবীতে যত  
ভোগ্য বস্তু আছে, যিনি সেই সকল ভোগ্য বস্তুর  
সম্পর্ক পর্যান্ত পরিত্যাগ করিয়াছেন ; এরূপ যতী-  
শ্বর অদ্বুত শঙ্করকে আমি নমস্কার করি ।

পাণ্ডব অর্থাৎ পাঁচ ( ৫ ) ইষু শব্দে বাণ অর্থাৎ  
পাঁচ ( ৫ ) অহি শব্দে চার ( ৪ ) এবং তারেশ শব্দে  
তার পতি চন্দ্র এক ( ১ ) অক্সু বামা গতি—  
এই নিয়মে ১৪৫৫ সম্বৎসরে শ্রাবণ মাসের শুক্লা  
পঞ্চমী তিথিতে, আর গুরু অর্থাৎ বৃহস্পতি সিংহ  
রাশিতে অবস্থান করিলে, মৎ কৃত অর্থাৎ আমার

পাণ্ডবেষহিতারেশপ্রমিতে শুভবৎসরে । আবেণে সিত-  
পঞ্চম্যাং সিংহে সিদ্ধো গুরাবয়ং ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাবালগোপালতীর্থ শ্রীপুরু-  
ষদত্তবংশাবতঃসরামকুমারমুদ্রণপতিশ্রীবিবরচিত্তে শ্রীমচ্চ-  
করাচার্য্যবিজয়ভিণ্ডিমে ষোড়শঃ সর্গঃ সমাপ্তঃ ॥

রচিতোমাধবেনাসৌ যুতো ভিণ্ডিমটীকয়া ।  
শঙ্করো দিগ্ভ্রয়ো নাম গ্রন্থঃ সর্বরসায়কঃ ॥ ১ ॥  
রসাপ্তিধীপভূসংখ্যো ১৭৮৬ শাকৈ রক্তাক্ষিসংজ্ঞকৈ ।  
তপস্তস্যাসিতে পক্ষে পঞ্চম্যাং ভৃগুবাসরে ॥ ২ ॥  
নারায়ণেন বিহ্বাৎ প্রমোদার্থঃ প্রয়ত্নতঃ ।  
কৃষ্ণপুত্রগণেশস্য মুদ্রাযন্ত্রালয়ে হস্তিতঃ ॥ ৩ ॥

এই ‘বিজয় ভিণ্ডিম’ টীকা সমাপ্ত হইয়াছে ।

—○—

ইতি ষোড়শ অধ্যায়ঃ ।

সম্পূর্ণ ।





